শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশ স্কন্ধ

"সাধারণ ইতিহাস"

(প্রথম ভাগ—অধ্যায় ১-১২)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য-এর

শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য সহ
ইংরেজী SRIMAD BHAGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

প্রথম অধ্যায়

যদুবংশের প্রতি অভিশাপ

একটি মুষল উৎপত্তির ফলে যদুবংশের ধ্বংস হওয়ার সূচনা সম্পর্কে এই অধ্যায়টিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীর বিবরণ অনুশীলন করলে জড়জাগতিক সংসার বন্ধন থেকে অনাসক্ত হওয়ার বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দক্ষতার সঙ্গে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সম্পন্ন করেছিলেন এবং তার ফলে অনেকাংশেই পৃথিবীর ভার লাঘব করেছিলেন। কিন্তু অচিন্তনীয় প্রভাবময় পরমেশ্বর ভগবান নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, কারণ অপরাজেয় যদুবংশ তখনও বিদ্যমান ছিল। শ্রীভগবান যদুবংশের ধ্বংস সাধনের অভিলাষ করেছিলেন, যাতে পৃথিবীতে তাঁর লীলাবিলাস সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করে তিনি নিজধামে ফিরে যেতে পারেন। তাই ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ছলনা করে তিনি পৃথিবীর বুক থেকে তাঁর সমগ্র যদুবংশ লোপ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, দ্বারকা নগরীর কাছে পিণ্ডারক নামে পুণ্যতীর্থস্থানে নারদমুনি এবং বিশ্বামিত্র প্রমুখ বহু মহান্ মুনি-ঋষিরা সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে যদু পরিবারের ছেলেরাও খেলা করতে করতে উপস্থিত হয়। এই ছেলেগুলি সাম্বকে একজন গর্ভবতী আসন্নপ্রসবা মহিলার মতো সাজিয়ে নিয়ে এসে মুনি-ঋষিদের কাছে জানতে চাইল সাম্বের ঐ ধরনের গর্ভধারণের ফলাফল কেমন হবে। ছেলেগুলির তামাসার ফলে বিরক্ত হয়ে মুনিরা অভিশাপ দিয়ে বলেন, "ইনি একটি মুষল প্রসব করবেন এবং তাই দিয়েই তোমাদের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এই অভিশাপে ভয় পেয়ে যদুবংশের বালকেরা তৎক্ষণাৎ সাম্বের উদর থেকে বস্ত্র সরিয়ে একটা লোহার মুষল দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি যদুরাজ উগ্রসেনের সভায় গিয়ে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আতঙ্কিত হয়ে, যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষলটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সমুদ্রে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন।

সমুদ্রের মধ্যে একটি মাছ সেই লৌহচূর্ণের শেষ অংশটি খেয়ে ফেলেছিল, আর বাকি সব লৌহচূর্ণ ঢেউতে ভেসে তীরে উঠে আসে এবং সেখানে জমা হয়ে তা থেকে নলখাগড়ার বন সৃষ্টি হল।

সেই মাছটিকে ধীবরেরা যখন ধরল, তখন জরা নামে একজন ব্যাধ মাছটির পেট থেকে সেই লোহার টুকরোগুলি নিয়ে তাই দিয়ে একটা তীর বানিয়েছিল। যদিও অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলেন, কিন্তু তিনি এর কোনও প্রতিকারের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বরং মহাকাল স্বরূপ তিনি এই সমস্ত ঘটনাবলী অনুমোদন করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

**কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ ।
ভুবোঽবতারয়দ্ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্ ॥ ১ ॥**

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কৃত্বা**—সম্পন্ন করে; **দৈত্য**—দৈত্যদের; **বধম্**—বধ করে; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সরামঃ**—শ্রীবলরামকে নিয়ে; **যদুভিঃ**—যদুরা; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **অবতারয়ৎ**—ভার হরণের; **ভারম্**—ভার; **জবিষ্ঠম্**—অকস্মাৎ হিংস্রতার সৃষ্টির ফলে; **জনয়ন্**—সৃষ্টি হয়ে; **কলিম্**—কলহের পরিস্থিতি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—যাদবগণ পরিবৃত হয়ে, শ্রীবলরামের সহযোগিতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু দৈত্য বধ করেছিলেন। তারপরে, পৃথিবীর ভার আরও লাঘবের উদ্দেশ্যে, কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে অকস্মাৎ যে প্রবল হিংস্র কলহের উৎপত্তি ঘটে, তা থেকে শ্রীভগবান কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আয়োজন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা বিস্তার করেছিলেন, সেই সূত্রেই একাদশ স্কন্ধটি শুরু হয়েছে। দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দানব প্রকৃতির শাসকবর্গের উৎপীড়নে যখন পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, তখন মূর্তিমতী ভূমিদেবী অশ্রুসজল নয়নে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে পরিত্রাণ ভিক্ষা করেন, এবং ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপী পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান। সেই ক্ষীর সমুদ্রের তীরে দেবতারা যখন বিনীতভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন ব্রহ্মার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান ঘোষণা করেন যে, তিনি অচিরেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাসে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দেবতারাও অবতীর্ণ হবেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সূচনা থেকেই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, অসুরদের বিনাশ করবার জন্যই তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *ভগবদ্গীতা* (১৬/৬)-র তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন যে, দিব্য শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি যাঁরা মেনে চলেন, তাঁদেরই দেবতা বলা হয়ে থাকে, তেমনি যারা বৈদিক শাস্ত্রাদির নির্দেশ অমান্য করে চলে, তারা অসুর কিংবা দানব রূপেই পরিচিত হয়। জড়জাগতিক প্রকৃতির ত্রিগুণ-দোষে আবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে যারা জন্ম এবং মৃত্যুর অবিরাম চক্রে আবর্তিত হতে থাকে,

সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উপস্থাপিত হয়েছে।

বৈদিক অনুশাসনগুলি কঠোরভাবে মেনে চললে, আমাদের জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষাগুলি অনায়াসেই তৃপ্ত করতে পারি, এবং একই সাথে ভগবদ্ধামে আমাদের নিজ নিকেতনে ফিরে যাওয়ার পথে যথার্থ অগ্রসর হতেও পারি। এইভাবেই শুধুমাত্র *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো বৈদিক শাস্ত্রাদির মাধ্যমে উপস্থাপিত পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশাবলী পালন করার ফলেই ভগবানের নিজধামে আমরা সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারি।

দানবেরা অবশ্য পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর উপদেশামৃতের অবিসম্বাদিত প্রামাণিকতা নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, এমন কি পরিহাস করেও থাকে। যেহেতু এই সমস্ত অসুর-প্রকৃতির বদ্ধ জীবেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের রাজকীয় মর্যাদায় ঈর্ষাপরায়ণ, তাই শ্রীভগবানের নিঃশ্বাস থেকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসারিত এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের উপযোগিতা তারা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেই চায়। অসুরেরা তাদের কল্পিত খেয়ালে পরিচালিত সমাজ পত্তন করে এবং যে সমস্ত ধর্মপ্রাণ জীব নিষ্ঠাভরে ভগবানের ইচ্ছা অনুসরণ করে চলতে চায়, বিশেষ করে তাদের জীবনে অনিবার্যভাবেই বহু প্রকার বিপর্যয় এবং দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করে এমন সমাজই গড়ে তোলে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, ঐ ধরনের বিপর্যয় যখনই প্রাধান্য লাভ করে, পৃথিবীতে ধর্মবিবর্জিত সমাজের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন সেই বিষম অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং অবতরণ করে থাকেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য শৈশবকালের শুরু থেকেই যে সমস্ত দুর্দান্ত অসুর তথা দানবেরা পৃথিবীর বুকে ভার হয়েছিল, তাদের একে একে সুচারুভাবে নিধন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা শ্রীবলরাম, তিনিও পরম পুরুষোত্তম ভগবান, শ্রীকৃষ্ণকে সহযোগিতা করেন। শ্রীভগবান একজন হলেও, এক মুহূর্তে তিনি নিজেকে নানা রূপে বিস্তারিত করতে পারেন। সেটাই তাঁর সর্বশক্তিমত্তা। আর তাঁর প্রথম প্রকাশ হলেন শ্রীবলরাম অর্থাৎ শ্রীবলদেব। ধেনুকাসুর, দ্বিবিধ এবং ঈর্ষাকাতর রুক্মী সহ বহু কুখ্যাত অসুরকে শ্রীবলরাম বধ করেছিলেন। যদুবংশের অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের সহযোগী হয়েছিলেন, তাঁরা শ্রীভগবানেরই অধীনে বিভিন্ন দেবতাদের অবতাররূপে ধরাধামে এসেছিলেন।

অবশ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অভিব্যক্ত করেছেন যে, শ্রীভগবানকে সহযোগিতা করবার উদ্দেশ্যেই যদিও বহু দেবদেবতা যদুবংশের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন, তবুও সেই যদুবংশের কিছু সদস্য প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী ছিলেন। শ্রীভগবান সম্পর্কে তাদের জড়জাগতিক তত্ত্বদর্শনের ফলেই, তারা নিজেদের যেন শ্রীকৃষ্ণেরই সমকক্ষ মনে করত। স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশে জন্মলাভ করার ফলে, তারা অচিন্তনীয় শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিল, আর তাই শ্রীকৃষ্ণের পরম শ্রেষ্ঠ মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তা ভুলে গিয়ে, তারা বিপুল ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছিল, এবং পরিণামে তাদের এই পৃথিবী থেকে দূর করে দেওয়াই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উচিত মনে হয়েছিল।

একটি প্রচলিত প্রবাদবাক্য আছে যে, বেশি ঘনিষ্ঠতা থেকেই তিক্ততা আসে। শ্রীভগবান তাঁর নিজের বংশেরই নিন্দুক বিরোধীদের নিধন করবার উদ্দেশ্যে, তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, নারদমুনি এবং অন্যান্য ঋষিরা যাতে তাঁর নিজেরই বংশধর তথা কার্যজদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকেন, তেমন আয়োজন শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন।

এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বহু কৃষ্ণভক্ত যদুবংশীয় সদস্য আপাতদৃষ্টিতে নিহত হয়ে থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অধিপতি তথা দেবতারূপে তাঁদের যথাপূর্ব মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীভগবানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তাঁর ভক্তদের তিনি সর্বদাই রক্ষা করবেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে তাঁর তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমগ্র একাদশ স্কন্ধের নিম্নরূপ সারমর্ম উপস্থাপন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে *মৌষল-লীলা*, অর্থাৎ যদুবংশ ধ্বংসের সূচনা বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে নয়জন যোগেন্দ্র এবং নিমিরাজের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য স্বর্গবাসীদের প্রার্থনার বিবরণ রয়েছে। সপ্তম থেকে ঊনত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ এবং উদ্ধবের কথোপকথন, যা 'উদ্ধব-গীতা' নামে পরিচিত। ত্রিংশ অধ্যায়টিতে পৃথিবী থেকে যদুবংশের অপসারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান লীলা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈ-
র্দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিস্তান্ ।
কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্
হত্বা নৃপান্নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ ॥ ২ ॥

যে—যারা; কোপিতাঃ—ক্রুদ্ধ; সুবহু—বহুদিন যাবৎ বহু বার; পাণ্ডু-সুতা—পাণ্ডুপুত্রেরা; সপত্নৈঃ—দুর্যোধন প্রভৃতি শত্রুদের দ্বারা; দুঃ-দ্যূত—কপট দ্যূতক্রীড়ায়; হেলন—অবহেলা, অপমান; কচগ্রহণ—(দ্রৌপদীর) কেশ আকর্ষণ করে; আদিভিঃ—এবং অন্যান্য প্রকারে; তান্—তাঁদের (পাণ্ডবদের); কৃত্বা—করে; নিমিত্তম্—কারণে; ইতর-ইতরতঃ—পরস্পরের, উভয় পক্ষের; সমেতান্—সকলে একত্রিত; হত্বা—হত্যা করে; নৃপান্—রাজারা; নিরহরৎ—একেবারে হরণ করে; ক্ষিতি—পৃথিবীর; ভারম্—ভার; ঈশঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

দুর্যোধন প্রভৃতি শত্রুদের কপট দ্যূতক্রীড়া, বিবিধ অবহেলা তিরস্কার, দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ, এবং অন্যান্য নানাপ্রকার নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহারে পাণ্ডুপুত্রেরা বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই পরমেশ্বর ভগবান পাণ্ডুপুত্রদের নিমিত্ত করে তাঁর অভিলাষ কার্যকরী করতে উদ্যত হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রাজারা পৃথিবীর ভার অনাবশ্যক বৃদ্ধি করছিল, তাদের সকলকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে পরস্পরবিরোধী শক্তিস্বরূপ উপস্থিত করেন, এবং শ্রীভগবান যখন সেই যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে তাদের বিনাশ করলেন, তখন পৃথিবী ভারমুক্ত হল।

তাৎপর্য

দুর্যোধন এবং দুঃশাসনের মতো শত্রুভাবাপন্ন কৌরবভ্রাতাদের কাছে পাণ্ডবভ্রাতারা বারংবার বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। নির্দোষ সদাচারী নিষ্ঠাবান কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবদের কোনই শত্রু ছিল না, কিন্তু দুর্যোধন নিরন্তর তার অসহায় জ্ঞাতিভাইদের বিরুদ্ধে মতলব করত। একটা লাক্ষাগৃহে পাণ্ডবদের পাঠিয়ে, পরে সেই বাড়িটি ভস্মীভূত করা হয়েছিল। তাঁদের বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, এবং তাঁদের সাধ্বী স্ত্রী দ্রৌপদীকে প্রকাশ্যে কেশ আকর্ষণ করে অপমান করা হয়েছিল, এমন কি তাঁকে বিবস্ত্রা করবার অপচেষ্টাও করা হয়। এই সমস্ত বিপর্যয়ের মাঝেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর পাণ্ডবদের রক্ষা করেছেন, কারণ তাঁরা সর্বান্তঃকরণে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত হয়েই থাকতেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কোনও আশ্রয় তাঁদের জানা ছিল না।

এই শ্লোকে *ইতরেতরতঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে, পূতনা, কেশী, অঘাসুর, এবং কংসাদি অনেক অসুরকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বধ করেছিলেন। এবার, বাকি সমস্ত অধার্মিক মানুষগুলিকে বিনাশ করে পৃথিবীকে ভার মুক্ত করার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্পন্ন করতে অভিলাষ করেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে—*কৃত্বা নিমিত্তম্* —অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং কাউকে বধ করেননি, কিন্তু তাঁর

ভক্ত অর্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের শক্তি প্রদান করেছিলেন যাতে তাঁরা অধার্মিক রাজাদের অপসারিত করতে পারেন।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে এবং তাঁর সাক্ষাৎ অংশপ্রকাশ শ্রীবলরামের মাধ্যমে, তা ছাড়া পাণ্ডবদের মতো তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের মাঝে শক্তিসামর্থ্য অর্পণ করেও, যুগাবতার রূপে তাঁর লীলা বিস্তারের মাধ্যমে ধর্মনীতি সংস্থাপনের উদ্যোগে এবং পৃথিবীকে অসুরদের কবলমুক্ত করতে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অসুরদের নিধন করাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মোটামুটি উদ্দেশ্য হলেও, শ্রীকৃষ্ণেরই অভিলাষ অনুসারে ভীষ্মের মতো কয়েকজন মহান ভগবদ্ভক্তকেও শ্রীভগবানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তবে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৯/৩৯) *হতা গতাঃ স্বরূপম্* শব্দগুলির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে যে, অনেক ভক্তই শ্রীভগবানের সাথে শত্রুরূপে লীলা-অভিনয় করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়ে তাঁরা অচিরে তাঁদের নিজ নিজ দিব্য শরীর তথা স্বরূপ লাভ করে চিদাকাশে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছেন। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর নিধন কার্যের মাধ্যমে তিনি যেমন পৃথিবী থেকে অসুরদের অপসারণ করেন, তেমনই তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরও অনুপ্রাণিত করেন।

শ্লোক ৩

ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য
গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ ।
মন্যেঽবনের্ননু গতোঽপ্যগতং হি ভারং
যদ্ যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে ॥ ৩ ॥

ভূভার—পৃথিবীর ভারস্বরূপ বিদ্যমান; **রাজ**—রাজাদের; **পৃতনাঃ**—সেনাবাহিনী; **যদুভিঃ**—যাদবদের দ্বারা; **নিরস্য**—নিধন করে; **গুপ্তৈঃ**—সুরক্ষিত; **স্ববাহুভিঃ**—তাঁর নিজ হাতে; **অচিন্তয়ৎ**—তিনি চিন্তা করলেন; **অপ্রমেয়ঃ**—অপরিমিত শক্তিমান; **মন্যে**—আমি মনে করি; **অবনেঃ**—অবনীতে; **ননু**—কেউ বলতে পারে; **গতঃ**—গত হয়েছে; **অপি**—তবু; **অগতম্**—গত হয়নি; **হি**—অবশ্যই; **ভারম্**—ভার; **যৎ**—যেহেতু; **যাদবম্**—যাদবদের; **কুলম্**—বংশ; **অহো**—হে; **অবিষহ্যম্**—অসহ্য; **আস্তে**—রয়েছে।

অনুবাদ

যে সমস্ত রাজারা তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছিল, তাদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর নিজ বাহুবলে

সুরক্ষিত যদুবংশকে উপযোগ করেছিলেন। তখন অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেন, "অনেকে যদিও বলছে যে, এখন পৃথিবী ভারমুক্ত হয়েছে, কিন্তু দুর্ধর্ষ যাদবকুল এখনও রয়ে গেছে বলেই, আমার মতে, এখনও তা সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়নি।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শ্রীভগবান অসুরদের বধ করে, ধর্ম সংস্থাপনা প্রভৃতির মাধ্যমে এখন পৃথিবীর ভার হরণ করতে পেরেছেন বলে সাধারণ মানুষ মনে করলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর নিজ পরিবারভুক্ত সদস্যেরাই এখনও পর্যন্ত অন্যায্য ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত থেকে তাদের ধর্মবিরোধী কাজকর্মের মাধ্যমে নিত্যনতুন বিপত্তির সঞ্চার করছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, কোনও ন্যায়পরায়ণ রাজা তাঁর নিজের শত্রুকে নির্দোষ মনে করলে তাকে শাস্তি দিতে চাইবেন না, কিন্তু তাঁর পুত্র বাস্তবিকই শাস্তির যোগ্য হলে তাকে শাস্তি দেবেন। তাই জগদ্বাসীর চোখে শ্রীভগবানের আপন বংশধরেরা নিত্য পূজনীয় মনে হলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে যদুবংশের কিছু সদস্য তাঁর ইচ্ছা অবজ্ঞা করছে। যেহেতু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আত্মীয়স্বজন বলে যদুবংশের ঐ সমস্ত লঘুচিত্ত মানুষেরা যথেচ্ছ কাজকর্ম করতে পারে, ফলে তারা সুনিশ্চিতভাবে পৃথিবীর বিপুল ক্ষতি সাধন করবে, এবং বুদ্ধিহীন লোকে সেই সকল লঘুচিত্ত আচরণগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ বলে ধারণা করবে। তাই শ্রীভগবান, যাঁর সকল অভিলাষ অচিন্তনীয়, তিনি যদু পরিবারের অস্থিরমতি, উদ্ধত প্রকৃতির সদস্যদের বিনাশ সাধনের প্রয়োজন বোধ করতে লাগলেন।

সাধারণ মানুষদের বিবেচনায়, দ্বারকা এবং মথুরায় পরমেশ্বর ভগবানের লীলাচ্ছলে, এবং তা ছাড়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও, সমস্ত অসুর নিধন হয়ে গেছে, এবং পৃথিবী এখন অসুর দানবের ভার মুক্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে অহংকারী সদস্যদের অবশিষ্ট ভার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে, তাদের মধ্যে তিনি ভ্রাতৃবিরোধী কলহ-বিবাদ সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি জগৎ থেকে তাঁর নিজের অন্তর্ধানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

শ্রীধর স্বামী *বাহুভিঃ* "তাঁর বাহুগুলির সাহায্যে" এই শব্দটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, এই শব্দটি দ্বিবচনের পরিবর্তে বহুবচনে প্রয়োগ করার ফলে

প্রতীয়মান হয়—যদুবংশ ধ্বংসকার্যে শ্রীভগবান তাঁর চতুর্ভুজরূপ ধারণ করেছিলেন। গোবিন্দরূপে শ্রীকৃষ্ণের মুল আকৃতি দ্বিভুজ, তবে চতুর্ভুজ নারায়ণের অংশপ্রকাশ রূপেই শ্রীভগবান জগতের সমস্ত অসুরকুল বিনাশ করেছিলেন এবং পরিশেষে তাঁর নিজ পরিবারভুক্ত দুর্বিষহ সদস্যগুলিকেও অপসারণ করেছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে, যদু পরিবারের কয়েকজন যদি শ্রীভগবানের ইচ্ছা পালনে বিমুখ হয়ে থাকে, তবে তারা পৃথিবী থেকে তাদের অপসারণের জন্য তাঁর পরিকল্পনার বিরোধিতা করেনি কেন? তাই *অপ্রমেয়* শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে যে, শ্রীভগবানের ইচ্ছা পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়া কারও পক্ষে, এমন কি শ্রীভগবানের আপন পরিবারভুক্ত সদস্যদের পক্ষেও, অসম্ভব ব্যাপার।

শ্রীল জীব গোস্বামী যদুবংশ ধ্বংসের অন্য একটি কারণ দিয়েছেন। তিনি দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ক্রিয়াকর্ম কখনই সাধারণ জড়-জাগতিক কাজের মতো মনে করা উচিত নয়। শ্রীভগবানের পার্ষদেরাও সাধারণ মানুষ নন।

যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপাতদৃষ্টিতে কিছুকালের জন্য এই পৃথিবীর মাঝে অবতাররূপে আসেন এবং তার পরে অন্তর্হিত হন, তা হলেও জানতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবান চিদাকাশে অবস্থিত শ্রীগোকুলধাম, মথুরাধাম এবং দ্বারকা ধামের মতো তাঁর বিভিন্ন ধামে নিত্যকালই তাঁর পরিভ্রমণে বিরাজমান থাকেন। যদুবংশের সকল সদস্যই শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদ, তাই শ্রীভগবানের সাথে বিচ্ছেদ বিরহে তাঁরা নিরুদ্বিগ্ন হতে পারেন না।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জাগতিক লীলা সংবরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তাই পৃথিবীর বুকে যদুবংশ তিনি রেখে গেলে, তাঁর অবর্তমানে তাদের প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ মানসিকতা নিয়ে তারা পৃথিবীকে পদদলিত করে ধ্বংস করে ফেলতে পারত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের অন্তর্ধানের আগেই যদুবংশ ধবংস করার আয়োজন করেছিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত এই যে, যদুবংশের সদস্যদের আদপেই অধার্মিক বিবেচনা করা উচিত নয়। বৈষ্ণব আচার্যগণ মন্তব্য করেছেন যে, জড়জাগতিক জীবনের বন্ধনদশা থেকে বদ্ধ জীবকুলের মুক্তিলাভে সহায়তা করবার জন্যই বিশেষভাবে যদুবংশ লুপ্ত হওয়ার কাহিনীর তাৎপর্য অনুধাবন যোগ্য।

যদুবংশের মতো শক্তিধর এবং ঐশ্বর্যবান ত্রিভুবনে আর কেউ ছিল না। পরম পুরুষোত্তম ভগবান ছিলেন শ্রী, বীর্য, জ্ঞান, যশ এবং বিবিধ অনন্ত, ঐশ্বর্যের অধিকারী—এবং যদুবংশের সদস্যেরা শ্রীভগবানের একান্ত পার্ষদ ছিলেন বলেই,

তাঁরাও অচিন্তনীয় ঐশ্বর্যে মহিমামণ্ডিত হয়েছিলেন। সুতরাং, যখন আমরা লক্ষ্য করি কিভাবে একটা ভ্রাতৃহন্তী যুদ্ধবিবাদ অকস্মাৎ যদুবংশের সকলের সমস্ত জাগতিক সম্পদ এবং তাদের সকলের প্রাণও হরণ করে নিল, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এই জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে কোনও বিষয়েরই চিরকালের মর্যাদা থাকে না।

পরোক্ষভাবে বলতে গেলে, যদুবংশের সকলে শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদ হলেও এবং শ্রীভগবান যখন অন্য গ্রহলোকে আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁরাও তৎক্ষণাৎ সেই গ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও, এই জগতের নশ্বর প্রকৃতির তাৎপর্য সম্পর্কে বদ্ধ জীবদের যথার্থ উপলব্ধি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভ্রাতৃহন্তী যুদ্ধবিবাদের মাধ্যমে অকস্মাৎ তাঁদের অন্তর্হিত হওয়ার কারণ বোঝা যায়।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যদুবংশের কিছু সদস্যের আপাতবিরোধ তথা শত্রুতা তাদের ক্ষেত্রে যথার্থই অধর্ম মনে করা উচিত হবে না। বদ্ধ জীবকুলকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সমগ্র পরিস্থিতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রচনা করেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে বিভিন্ন শ্লোক চয়ন করে প্রতিপাদনের প্রয়াস করেছেন যে, অসংখ্য ধর্মাচরণের মাধ্যমে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা-অনুশীলনে পরিপূর্ণভাবে আত্মমগ্ন হয়ে শ্রীভগবানের আপন পরিবার পরিজনেরা সমুন্নত জন্ম লাভই করেছিলেন।

বাস্তবিকই, শয়নে-স্বপনে চলনে-বলনে, তাঁরা শুধুমাত্র কৃষ্ণকথাই চিন্তাভাবনা করতেন বলে তাঁরা নিজেদের কথা চিন্তা করতেই পারতেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে (১/১৫/৩৩) যদুবংশের অন্তর্ধান সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"সূর্যাস্ত কখনই সূর্যের অন্তিমকাল বোঝায় না।" তার অর্থ এই যে, সূর্য আমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়েছে। তেমনই কোনও বিশেষ গ্রহে কিংবা ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীভগবানের লীলা সাধন সমাপ্ত হলেই বুঝতে হয় তিনি আমাদের দৃষ্টির অগোচর হলেন। তেমনই, যদুবংশের সমাপ্তি থেকে বোঝায় না যে, বংশটি ধ্বংস হয়ে গেল। সেটি শ্রীভগবানের সাথে অন্তর্হিত হয়ে আমাদের দৃষ্টির অগোচর হল।

শ্লোক ৪

নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিন্-
মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্ ।
অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণু-
স্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম ॥ ৪ ॥

ন—না; এব—অবশ্যই; অন্যতঃ—অন্য কারণেও; পরিভবঃ—পরাভব; অস্য—এই বংশের; ভবেৎ—হতে পারে; কথঞ্চিৎ—কোনও উপায়ে; মৎ-সংশ্রয়স্য—আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে; বিভব—তার বৈভবে; উন্নহনস্য—উচ্ছৃঙ্খল; নিত্যম্—সদাসর্বদা; অন্তঃ—মধ্যে; কলিম্—কলহ; যদুকুলস্য—যদুবংশের; বিধায়—উৎপত্তি; বেণুস্তম্বস্য—বাঁশগাছের মধ্যে; বহ্নিম্—আগুন; ইব—মতো; শান্তিম্—শান্তি; উপৈমি—উপনীত হব; ধাম্—নিজ ধামে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেছিলেন, "নিরন্তর আমার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত এবং তাঁদের বীর্য ঐশ্বর্য বৈভবাদির ফলে উচ্ছৃঙ্খল এই যদুবংশের সদস্যদের বাইরের কোনও শক্তি পরাভূত করতে কখনই পারবে না। তবে যদি এই বংশের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে দিই, তা হলে বাঁশবনের মধ্যে বাঁশগুলির পরস্পর সংঘর্ষণের ফলে যেমন আগুন সৃষ্টি হয়, তবে তাদের অন্তর্কলহ ঠিক সেইভাবে যদুবংশ ধ্বংস করতে পারবে, এবং তখনই আমার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হবে আর আমি নিজধামে ফিরে যাব।"

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের মানুষদের তিরোহিত করবার ব্যবস্থা করতে চাইলেও, তিনি স্বয়ং তাদের ঠিক অসুরদের মতো বধ করতে পারেননি, কারণ যদুবংশ ছিল তাঁরই আপন পরিবার-পরিজন। কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারে যে, তিনি অন্যদের দিয়ে তাদের নিধনের আয়োজন করেননি কেন? তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে—*নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিৎ*—কারণ যদুবংশ ছিল শ্রীভগবানেরই আপন পরিবার-পরিজন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেউই, এমন কি দেবতারাও, তাদের বধ করতে পারত না।

বস্তুত, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদুবংশের পরিবার পরিজনদের পরাভূত করা কিংবা নিধন করা তো দূরের কথা, তাঁদের অবমাননা করবারও কোনও সাধ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কারও ছিল না। তার কারণ এখানে *মৎসংশ্রয়স্য* শব্দসমষ্টির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। যদুবংশের সকল সদস্যই পরিপূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এবং তাই তাঁরা নিয়তই শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিরাজ করতেন। বাংলা প্রবাদবাক্যে বলা হয়ে থাকে, *মারে কৃষ্ণ রাখে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে*—যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাউকে রক্ষা করেন, তবে কেউ তাকে মারতে পারে না, আর শ্রীকৃষ্ণ যদি কাউকে মারতে চান, তা হলে তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ গোড়াতেই তাঁর লীলাবিহারে তাঁর সাথে সহযোগের জন্য দেবতাগণ সহ তাঁর পার্ষদবর্গকে মর্ত্যে অবতরণের জন্য বলেছিলেন। যেহেতু এখন এই বিশেষ গ্রহক্ষেত্রটিতে তাঁর লীলাবিচরণ সমাপ্তির পথে, তাই এই পৃথিবী থেকে তাঁর সমস্ত পার্ষদবর্গকে অন্য গ্রহক্ষেত্রে অপসারণের অভিলাষ তিনি করেছিলেন, যাতে তারা কোনও ভার সৃষ্টি করতে না পারে। শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁর আপন পরিবার-পরিজন এবং সৈন্যসামন্ত সহ শক্তিমান যদুবংশটিকে যেহেতু কারও পক্ষে পরাভূত করার সাধ্য ছিল না, তাই শ্রীকৃষ্ণ এক অন্তর্দ্বন্দ্বের আয়োজন করে দিয়েছিলেন, ঠিক যেমন ভাবে কখনও বাঁশবনের মধ্যে বাতাসের ফলে বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণের মাধ্যমে আগুন জ্বলে উঠে, সারা বন জঙ্গল জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যদু পরিবারের দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কথা শুনে সাধারণ মানুষ মনে করতেই পারে যদুবংশের বীরকুল বুঝি, শ্রীকৃষ্ণের মতোই পূজনীয় কিংবা তাঁরাও বুঝি স্বনিয়ন্তা। পরোক্ষভাবে বলতে গেলে, মায়াবাদী দর্শনতত্ত্বের মাধ্যমে কলুষিত হওয়ার ফলেই সাধারণ মানুষ হয়ত যদুবংশকে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে পারে। তাই, পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হওয়া কিংবা তাঁকে অতিক্রম করা সর্বশক্তিমান জীবের পক্ষেও যে কখনই সম্ভব নয়, তা প্রতিপন্ন করবার জন্যই, শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের ধ্বংস সাধনের আয়োজন করেন।

শ্লোক ৫

এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সঞ্জহ্রে স্বকুলং বিভুঃ ॥ ৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—মনস্থির করে; **রাজন্**—হে রাজন; **সত্য-সঙ্কল্পঃ**—যাঁর সঙ্কল্প নিত্য সত্য হয়; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **শাপ-ব্যাজেন**—একটি অভিশাপের ছলনায়; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **সঞ্জহ্রে**—সম্বরণ করেন; **স্ব-কুলম্**—নিজ বংশ; **বিভুঃ**—সর্বনিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, পরম নিয়ন্তা সত্যসঙ্কল্প শ্রীভগবান যখন এইভাবে মনস্থির করলেন, তখন তিনি কোনও এক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অভিশাপের ছলনায় তাঁর নিজ যাদবকুল বিলুপ্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভিলাষাদি যেহেতু

নিত্য সত্য হয়, তাই সমগ্র জগতেরই মহত্তম কল্যাণার্থে তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মশাপের ছলনায় তাঁর নিজ পরিবারবর্গ ধ্বংস করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিজ ভক্তরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিস্তারকালে অনুরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর স্বাংশপ্রকাশরূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, এবং তাঁর সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পরিচয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু—তিনজন মহাপুরুষকেই বৈষ্ণব আচার্যগণ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পূর্ণ মর্যাদায় 'বিষ্ণুতত্ত্ব' স্বরূপ স্বীকার করেছেন। এই তিনজন ভগবৎ-পুরুষ অনুধাবন করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁদের অনুগামীরা অনাবশ্যক গুরুত্ব লাভ করে গর্বোস্ফীত হবে এবং তার ফলে তারা যথার্থ বৈষ্ণব গুরুবর্গ তথা শ্রীভগবানের প্রতিভূস্বরূপ সকলের বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধ করতে থাকবে।

ভগবদ্‌গীতায় যেভাবে বলা হয়েছে (*মমৈবাংশঃ*), সেই অনুযায়ী প্রত্যেক জীবই পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেক জীবই মূলতঃ শ্রীভগবানের সন্তান, তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁর লীলা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অতি উত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু জীবকে মনোনীত করে থাকেন, যাঁরা তাঁরই আপন আত্মীয়স্বজনরূপে জন্ম গ্রহণের অনুমোদন লাভ করেন।

কিন্তু শ্রীভগবানের বংশধর হয়ে যে সমস্ত জীবকুল আবির্ভূত হন, তাঁরা অবশ্যই সেই বংশমর্যাদায় গর্বোদ্ধত হয়ে উঠতে পারেন এবং তার ফলে সাধারণ মানুষদের কাছে তাঁরা যে বিপুল মর্যাদা লাভ করেন, তার অবমাননা করে থাকেন এইভাবে ঐ সমস্ত মানুষেরা কৃত্রিম আচরণের মাধ্যমে অনাবশ্যক মনোযোগ আকর্ষণ করলেও, শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের যথার্থ নীতি অনুসরণে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকেন।

ভগবদ্‌গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ আটটি শ্লোকে যে সকল শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীভগবান আচার্যবর্গ তথা মানবজাতির পারমার্থিক নেতারূপে কর্তব্য সম্পাদনের অধিকারী করেছেন, তাঁদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

পরোক্ষভাবে বলতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণের আপন পরিবারবর্গের মধ্যে শুধুমাত্র জন্মগ্রহণ করলেই পারমার্থিক গুরুদেব হয়ে ওঠার যোগ্যতা লাভ করা যায় না, যেহেতু *ভগবদ্‌গীতা* অনুসারে, *পিতাহম্ অস্য জগতঃ*—প্রত্যেক জীবই নিত্যকাল শ্রীভগবানের পরিবারভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* বলেছেন, *সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ*—"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউ আমার শত্রু নয়, এবং কেউ আমার বিশেষ বন্ধুও নয়।" যদুবংশের মতো কোনও বিশেষ

পরিবারগোষ্ঠীকে যদিও পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই একান্ত পরিবার পরিজন বলে মনে হতে পারে, তা হলেও তা বদ্ধজীবদের আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবানের লীলাবিস্তারের বিশেষ আয়োজন মাত্র। যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তখন তিনি সাধারণ মানুষের মতোই কাজ করেন, যাতে তাঁর লীলাবৈচিত্র্যে জীবকুল আকৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রত্যেক জীবই বস্তুত তাঁর পরিবারগোষ্ঠীর সদস্য হলেও, তিনি যদু-বংশকে আপন পরিবার-পরিজনরূপে অভিব্যক্ত করেছিলেন।

অবশ্য, পারমার্থিক ধ্যান-জ্ঞানের মহত্তর নীতিসূত্রগুলি অনুধাবন না করার ফলে, সাধারণ মানুষ সহজেই যথার্থ সদ্‌গুরুর প্রকৃত গুণাবলী বিস্মৃত হয়ে থাকে এবং তার পরিবর্তে শ্রীভগবান তথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিবারভুক্ত বলে পরিচিত যে কোনও মানুষ জন্মগ্রহণ করলেই তাকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই কোনও সন্তানাদি না রেখে গিয়ে মানুষের যথার্থ পারমার্থিক চেতনাবিকাশের পথে এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দু'বার বিবাহিত হলেও, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি তাঁর নিজ পুত্র শ্রীবীরভদ্রের ঔরসজাত কোনও পুত্রকেই স্বীকার করে নেননি। তেমনই, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুও তাঁর পুত্রদের মধ্যে অচ্যুতানন্দ এবং অন্য দু'জন ছাড়া অন্য সকল পুত্রদের ত্যাগ করেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের প্রধান বিশ্বস্ত পুত্র অচ্যুতানন্দের ঔরসে কোনও সন্তান ছিল না, এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ছয়পুত্রের মধ্যে অবশিষ্ট তিনজন ভগবদ্ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, আর তাই ত্যাজ্য পুত্র রূপেই তারা পরিচিত হয়।

অন্যভাবে বলতে গেলে, ঔরসজাত পরিবার-পরিজনের নামে বংশপরম্পরাগত-ভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার তেমন কোনও সুযোগই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে ঘটবার অবকাশ ছিল না। বৈদিক প্রামাণ্যসূত্রে যথার্থভাবে পরমতত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর পক্ষে স্মার্ত ভাবধারার বিরোধী ঔরসজাত বংশানুক্রমের ধারণাটির প্রতি আস্থা পোষণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

অন্যান্য আচার্যবর্গও এই বিষয়টি সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। এই *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থসম্ভারের শক্তিমান গ্রন্থকার, আমাদের পরমারাধ্য আপন গুরুদেব, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শুদ্ধ ভক্তকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর শৈশব থেকেই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সকল প্রকার লক্ষণাদি তিনি স্বয়ং প্রদর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অবশেষে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আসেন এবং সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অভূতপূর্ব পারমার্থিক শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেন। মাত্র

কয়েক বছরের মধ্যেই, তিনি বৈদিক দর্শনতত্ত্বের পঞ্চাশখানিরও বেশি বৃহদাকার গ্রন্থরাজি অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর বাস্তবসম্মত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তিনি সুনিশ্চিতভাবেই শ্রীভগবানের একজন পরম শক্তিমান প্রতিভূরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও, তাঁর নিজ পরিবারের সদস্যরা, কৃষ্ণভক্ত হলেও, ভগবদ্ভক্তির যথার্থ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি এবং তাই ইসকনের সদস্যমণ্ডলী তাঁদের প্রতি মনোযোগী হয়নি।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকটতম পরিবারবর্গের সদস্যদের প্রতি সকল প্রকার শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের সদস্যদের স্বাভাবিক প্রবণতা হতে পারত। কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থাক্রমে এই সমস্ত পরিবার-পরিজনেরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে অবস্থিত হননি, তাই ইসকনের সদস্যমণ্ডলী তাঁদের প্রতি তেমন কোনই আগ্রহ প্রদর্শন করেন না, কিন্তু তার পরিবর্তে যে সব মানুষ জন্মসূত্রে না হলেও, পরম উন্নত বৈষ্ণবদের গুণাবলী যথার্থই বিকশিত করেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। পরোক্ষ ভাবে, শ্রীভগবানের আপন পরিবারগোষ্ঠীতে, কিংবা কোনও আচার্যের পরিবারে, এমন কি সাধারণ কোনও বর্ধিষ্ণু বা বিদ্বান পরিবারে কেউ জন্মগ্রহণ করলেও, শুধুমাত্র জন্মসূত্রে কোনও মানুষের পক্ষে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠার যোগ্যতা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষে 'নিত্যানন্দবংশ' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা নিজেদের শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ বংশধর বলে দাবি করে থাকে, আর তাই ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করে। এই প্রসঙ্গে, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে লিখেছেন, "মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান্ পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধানের পরে, এক শ্রেণীর পূজারী-পুরোহিতেরা নিজেদের 'গোস্বামী' জাতিভুক্ত পরিচয় দিয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর রূপে দাবি করতে থাকে। তারা আরও দাবি করতে থাকে যে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন এবং প্রসারের অধিকার তথা দায়িত্ব একমাত্র 'নিত্যানন্দবংশ' নামে পরিচিত তাদেরই বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শক্তিমান আচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত না করা পর্যন্ত বেশ কিছুদিন যাবৎ তারা তাদের ভেক-শক্তির আস্ফালন হয়েছিল। কিছুকাল তা নিয়ে বিপুলভাবে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তবে তা সার্থক প্রতিপন্ন হয়, এবং যখন যথাযথ বাস্তবসম্মত উপায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কোনও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষদের কাছেই ভগবদ্ভক্তি সেবার অধিকার সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তা ছাড়া,

ভক্তিসেবায় নিয়োজিত যে কোনও মানুষই উচ্চপর্যায়ের ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠেন। তাই এই আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সংগ্রাম সার্থকতা অর্জন করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও প্রান্তের যে কোনও মানুষ তার যোগ্যতার মর্যাদা অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব হয়ে উঠতে পারে।"

অন্যভাবে বলতে গেলে, পারমার্থিক জ্ঞানের সারমর্ম হল এই যে, প্রত্যেক জীব তার বর্তমান জন্মসূত্র নির্বিশেষে মূলতঃ পরমেশ্বর ভগবানের দাস তথা সেবক, এবং এই সমস্ত পতিত জীবকুল উদ্ধার করাই শ্রীভগবানের লক্ষ্য।

যে কোনও জীব তার পূর্ব মর্যাদা ব্যতিরেকেই যদি পরমেশ্বর ভগবানের কিংবা তাঁর সুযোগ্য প্রতিভূর চরণকমলে আবার আত্মসমর্পণ করতে অভিলাষী হয়ে, ভক্তিযোগের বিধিনিয়ম কঠোরভাবে পালন করার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে, তা হলে সে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মতো কাজ করতে থাকবে।

তা সত্ত্বেও শ্রীভগবানের ঔরসজাত বংশধরেরা তাদের পূর্বপুরুষদের চারিত্রিক গুণাবলী এবং মানমর্যাদার অধিকারী হয়ে গিয়েছে বলে অভিমান করে থাকে। তাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বিশেষত তাঁর ভক্তমণ্ডলীর কল্যাণকামী পরমেশ্বর ভগবান এমনভাবে তাঁর আপন বংশধরদের বিভেদমূলক শক্তিসামর্থ্যকে বিভ্রান্ত করে থাকেন যে, এই সমস্ত ঔরসজাত বংশধরেরা বিভেদকামী রূপেই সর্বসমক্ষে প্রতিভাত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শ্রীভগবানের প্রতিভূ হয়ে ওঠার যথার্থ যোগ্যতা স্বীকৃত হতে পারে।

শ্লোক ৬-৭

স্বমূর্ত্যা লোকলাবণ্যনির্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্ ।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ ॥ ৬ ॥
আচ্ছিদ্য কীর্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসা নু কৌ ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

স্বমূর্ত্যা—তাঁর নিজ অঙ্গ প্রভার দ্বারা; **লোক**—নিখিল বিশ্বে; **লাবণ্য**—সৌন্দর্য; **নির্মুক্ত্যা**—আকর্ষণ করে; **লোচনম্**—নয়ন আকর্ষণ করেন; **নৃণাম্**—জনগণের; **গীর্ভিঃ**—তাঁর নিজ বচনের দ্বারা; **তাঃ স্মরতাং**—যারা সেইগুলি স্মরণ করে; **চিত্তম্**—মন; **পদৈঃ**—তাঁর পদচিহ্ন দ্বারা; **তান্ ঈক্ষতাম্**—যারা তাঁকে দর্শন করে; **ক্রিয়াঃ**—গমনাদি ক্রিয়াকলাপ; **আচ্ছিদ্য**—আকৃষ্ট; **কীর্তিম্**—তাঁর মাহাত্ম্য; **সু-শ্লোকাম্**—উত্তম কাব্যের মাধ্যমে প্রশংসিত; **বিতত্য**—বিস্তারিত; **হি**—অবশ্যই; **অঞ্জসা**—

সহজেই; নু—অবশ্যই; কৌ—পৃথিবীতে; তমঃ—অজ্ঞানতা; অনয়া—সেই সকল কীর্তির ফলে; তরিষ্যন্তি—পার হবে; ইতি—সেই চিন্তার মাধ্যমে; অগাৎ—গমন করেন; স্বম্—নিজ; পদম্—অবস্থান; ঈশ্বরঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। যা কিছু মনোরম, তা সবই তাঁর থেকেই উৎসারিত হয়, এবং তাঁর অঙ্গপ্রভা এমনই সুন্দর যে, অন্য সকল বিষয় থেকে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে সব কিছুই তাঁর সৌন্দর্যের তুলনায় হতশ্রী হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মর্ত্যলোকে বিরাজমান ছিলেন, তখন তিনি সকল মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ কথা বলতেন, তখন তাঁর স্মরণমুগ্ধ সকল মানুষেরই মন তাতে আকৃষ্ট হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে তাঁর প্রতি তারা শ্রদ্ধান্বিত বোধ করত, এবং তার ফলে তাঁর অনুগামী হয়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে তাদের সকল ক্রিয়াকর্মাদি সমর্পণ করতে অভিলাষী হত। এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসেই তাঁর পুণ্যকীর্তি বিস্তারের মাধ্যমে অতি মনোরম এবং অপরিহার্য বৈদিক কাব্যগাথা সৃষ্টি করে বিশ্ববন্দিত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বদ্ধজীবকুল ঐ সকল মাহাত্ম্য শুধুমাত্র শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমেই অজ্ঞানতার অন্ধকারময় সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারবে। এই আয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর অভীষ্ট স্বধামে তিনি চলে যান।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অবতরণ করেছিলেন, তা সকলই সাধিত হওয়ার পরে তিনি তাঁর চিন্ময়ধামে প্রত্যাবর্তন করেন। সুন্দর কিছু দেখার জন্য জড় জগতের মানুষ আকুল হয়, তা খুবই সাধারণ ব্যাপার। জড়জাগতিক জীবনধারায় অবশ্য আমাদের চেতনা প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য প্রভাবে কলুষিত হয়ে থাকে, আর তাই সৌন্দর্য এবং তৃপ্তিসুখের জড়জাগতিক সব বিষয়ে আমরা আকুলিত হই। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জড়-জাগতিক পদ্ধতি কখনই শুদ্ধ হয় না, কারণ জড়-জাগতিক জীবনে সুখী অথবা পরিতৃপ্ত হওয়ার কোনও সুযোগই জড়-জাগতিক নিয়মবিধির মাধ্যমে আমরা অর্জনের অধিকার পাই না।

এর কারণ এই যে, জীবমাত্রই ভগবানের নিত্যদাস স্বরূপ, এবং পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত রূপ আর আনন্দ উপলব্ধির উদ্দেশ্যেই তার সৃষ্টি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্বস্বরূপ এবং সকল সৌন্দর্য আর আনন্দের উৎস তথা আধার। শ্রীকৃষ্ণের

সেবার মাধ্যমে তাঁর সেই সৌন্দর্য এবং আনন্দের সমুদ্রে আমরাও অবগাহনের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি, এবং তার ফলেই সব কিছু সুন্দর জিনিস দেখার আনন্দ আর জীবনকে উপভোগের সকল আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে।

এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত প্রদান করে বলা যায় যে, আমাদের হাত কখনই আপন স্বাধীনতায় কোনও আহার সামগ্রী ভোগ করতে পারে না, তবে উদরের মধ্যে আহারাদি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে হাত আমাদের সহযোগিতা করতে পারে। সেইভাবেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই জীব শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশরূপে অনন্ত, অপরিসীম, আনন্দ লাভের বাসনা চরিতার্থ করবে।

অচিন্ত্য শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আপন যথার্থ রূপ অভিব্যক্ত করার মাধ্যমে তাঁর রূপ ছাড়া অন্য কোনও প্রকার সৌন্দর্যের বৃথা অন্বেষণের প্রচেষ্টা থেকে জীবকুলকে মুক্ত করে থাকেন, কারণ সকল সুন্দর বস্তুরই উৎস তাঁর সেই যথার্থ রূপ ঐশ্বর্য।

কেবল শ্রীভগবানের চরণকমল দর্শন করলেই, ভাগ্যবান জীবেরা কর্মীশ্রেণীর মানুষদের ভগবৎ-বিমুখ সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য স্থূল প্রকৃতির আনন্দ উপভোগের যে প্রবৃত্তি, এবং শ্রীভগবানের সেবার মাধ্যমে নিজের সকল ক্রিয়াকর্ম ওতঃপ্রোতভাবে সংযোজিত করবার অনুশীলনের যে-সার্থকতা, তার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে।

শ্রীভগবানের প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে চিরকালই দার্শনিকেরা চিন্তা-ভাবনা করে চলতে থাকলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যথার্থ অপ্রাকৃত রূপ এবং ক্রিয়াকলাপ অভিব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে সকল প্রকার কল্পনাশ্রিত ভ্রান্ত ধ্যানধারণার কবল থেকে জীবকুলকে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিপ্রদান করেছেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে, শ্রীকৃষ্ণের মানবীয় রূপ, কথাবার্তা এবং কার্যকলাপ সবই সাধারণ বদ্ধ জীবের অনুরূপ হয়ে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানের ক্রিয়াকলাপ এবং জীবকুলের কাজকর্মের মধ্যে এই যে আপাত সাদৃশ্য, তা শ্রীভগবানেরই কৃপাময় অনুগ্রহ, যার ফলে বদ্ধ জীবগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সৎ-চিৎ-আনন্দ তথা নিত্যকালের মতো চিরস্থায়ী শুদ্ধ জ্ঞান আর আনন্দ-তৃপ্তির অনন্ত জীবন লাভের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের নিজ ধামে প্রত্যাবর্তনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। জীবকুলের সহজ বোধগম্য উপায়ে শ্রীভগবান তাঁর চিন্ময় স্বরূপ প্রদর্শন এবং দিব্যধামের বর্ণনার মাধ্যমে, তিনি তাদের অসার ভোগ প্রবৃত্তি দূর করেন এবং তাঁর পুরুষসত্তার প্রতি তাদের দীর্ঘকালের অনীহার নিরসন করেন।

ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের পরম পুরুষোত্তম ভগবত্তার মর্যাদা মানুষ উপলব্ধি করতে পারলে, জড়জাগতিক মোহজালের মধ্যে আর কখনই সে অধঃপতিত হবে না। প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে শ্রীভগবানের অতুলনীয় দিব্য রূপ এবং সৌন্দর্যের বিষয় যদি নিত্য কেউ শ্রবণ করে, তা হলে মানুষ অধঃপতন পরিহার করতে পারে।

ভগবদ্‌গীতায় (২/৪২-৪৩) তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥

"বিবেকবর্জিত মানুষেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ, উচ্চকুলে জন্ম, ক্ষমতা লাভ প্রভৃতি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার ঊর্ধ্বে আর কিছুই নেই।"

অন্যদিকে, বৈদিক শাস্ত্রের কোনও কোনও অংশে বদ্ধ জীবের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুকূলেই বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সঙ্গেই তাকে ক্রমশ বৈদিক অনুশাসনগুলি আত্মস্থ করবারও নির্দেশ রয়েছে। বৈদিকশাস্ত্রের যে সকল অংশে বিধিনিয়ম অনুসারে ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য সকাম কর্মবিধি নির্দেশিত হয়েছে, সেইগুলি তো অবশ্যই বিপজ্জনক, কারণ যে সমস্ত জীব ঐ ধরনের কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়, তারা অচিরেই তাদের কাছে সহজলভ্য জড়জাগতিক ভোগতৃপ্তির আবর্তে অনায়াসেই জড়িত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে বেদশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য সাধনে অবহেলা করতে থাকে।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্য সেবকরূপে নিয়োজিত থাকার অনুকূলে জীবমাত্রেই তার যে অকৃত্রিম শুদ্ধ চেতনা সত্তায় পুনরধিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেই মর্যাদায় তাকে উত্তীর্ণ করাই সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে, জীবমাত্রেই শ্রীভগবানের নিজধামে তাঁর দিব্য সান্নিধ্যলাভের মাধ্যমে অনন্ত চিন্ময় সুখ উপভোগ করতে পারে। অতএব, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাস্তবিকই অভিলাষী মানুষকে অবশ্যই বিশেষ মনোযোগ সহকারে বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করতে হবে, যে-শাস্ত্রে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিষয় বলা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনে বিশেষভাবে সমুন্নত মানুষদের কাছেই তা শ্রবণ করা উচিত এবং ভোগ প্রবৃত্তির জড়জাগতিক বাসনা উদ্দীপিত করতে পারে, এমন ব্যাখ্যা পরিহার করে চলতে হবে।

যখন ক্ষুদ্র জীব অবশেষে এই জগতের অনিত্য পরিবেশ এবং ভগবান ত্রিবিক্রম শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়, তখন সে শ্রীভগবানের সেবায় ভক্তিভরে আত্মসমর্পণ করে এবং তার অন্তর থেকে জড় অস্তিত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণ অপসৃত হয়, যার ফলে পাপ ও পুণ্য নামে দু'ধরনের ক্রিয়াকর্ম উপভোগের উপযোগী ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অভিলাষ আর সে করে না। পরোক্ষভাবে, এই জগতের মাঝে মানুষকে কখনও পাপী কিংবা পুণ্যবান বলে বিবেচনা করা হলেও, জড়জাগতিক পরিবেশে পাপ এবং পুণ্য দু'ধরনের কাজই মানুষের আপন সুখভোগের জন্যই সাধিত হয়ে থাকে। কেউ যদি বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করাই তার সুখের ভিত্তিস্বরূপ, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তেমন ভাগ্যবান জীবকে তাঁর নিজধাম গোলোক বৃন্দাবনে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যান।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, শ্রীভগবান তাঁর লীলাকথা শ্রবণের সুযোগ নিষ্ঠাবান জীবকে করে দেন। ভক্ত ঐ ধরনের লীলাকথা বর্ণনার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণের মাধ্যমে উন্নীত হলে, এই জগতের মাঝে শ্রীভগবান তাঁর চিন্ময় দিব্য লীলাবিস্তার যেভাবে হতে থাকে, সেই সব কিছুর মাঝেই ভক্তকে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য সুযোগ অর্পণ করেন। কোনও একটি বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে শ্রীভগবানের লীলাবিস্তারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, জীব এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং তারই পরিণামে শ্রীভগবান তাকে চিদাকাশে তাঁর নিজ ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

নির্বোধেরা শ্রীভগবানের প্রদত্ত এই অমূল্য কৃপার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ধরনের বুদ্ধিহীন মানুষদের কল্যাণার্থে মিথ্যা ভোগ উপভোগের এই অনিত্য জগতের মাঝে তাদের নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার সঙ্কট থেকে রক্ষার জন্য সক্রিয় হয়ে থাকেন। শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁর নিজের সর্বোত্তম চিন্ময় রূপ সৌন্দর্য, তাঁর দিব্য বাক্য সুধা এবং অপ্রাকৃত লীলাবিস্তারের মাধ্যমে এই কল্যাণকার্য সম্পন্ন করতে থাকেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, *তমোঽঞ্জসা তরিষ্যন্তি* শব্দগুলির দ্বারা বোঝায়—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর আগে আবির্ভূত হলেও, শ্রীভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ, রূপবৈচিত্র্য এবং কথামৃত যারা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে আস্বাদন করে থাকে, তারাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এই সকল অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁদেরই মতো সমান সুফল ভোগ করবে। পরোক্ষভাবে বলা যায়, জড়জাগতিক অস্তিত্বের অন্ধকার উত্তীর্ণ হয়ে তেমন মানুষ ভগবদ্ধাম লাভ করবে। এইভাবে শ্রীল জীব গোস্বামী সিদ্ধান্ত করেছেন

যে, সমস্ত জীবের পক্ষেই তেমন সমুন্নত মহান লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হলে, তা নিশ্চয়ই যাদবদেরও অর্পণ করা যেত, কারণ তাঁরাও শ্রীভগবানের একান্ত পার্ষদ ছিলেন।

এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে যারা দর্শন করত, তাদের সকলেরই দৃষ্টি তিনি হরণ করে নিতেন তাঁর রূপ-মাধুর্যের মাধ্যমে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্‌ভঙ্গী এমনই মাধুর্যময় হত যাতে তাঁর কথা শুনে সকলেই বাক্যহারা হয়ে পড়ত। যারা কথা বলতে পারে না, তারা যেহেতু সাধারণত বধিরও হয়ে যায়, তাই শ্রীভগবানের কথা শুনলেও তারা ভগবৎ-কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা শোনবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পদক্ষেপের সৌন্দর্যে মাধুর্য বিকাশের মাধ্যমে জড়জাগতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত সকল মানুষেরই কর্মচাঞ্চল্য যেন ম্লান করে দিতেন। তাই এইভাবেই এই জগতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে মানবজাতির সকল চেতনা যেন অপহরণ করে নিয়েছিলেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, তিনি মানুষকে অন্ধ, খঞ্জ, বধির, উন্মাদ, এবং অন্য নানা প্রকারে যেন অকর্মণ্য করে দিতেন। তাই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রশ্ন করেন, "তিনি যেহেতু মানুষের সর্বস্ব অপহরণ করে নেন, তবু তাকে কে আর কৃপাময় বলবে? বরং তিনি নিতান্তই এক তস্কর।" এইভাবেই তিনি পরোক্ষভাবে শ্রীভগবানের সৌন্দর্যের বিপুল প্রশংসা করেছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদিও আসুরিক মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলে তিনি তাদের নিধন করে মুক্তি প্রদান করেন, তা হলেও তিনি তাদের শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম প্রদান করেন এবং তাঁর আপন রূপ মাধুর্যের সমুদ্রে যেন নিমজ্জিত করে রাখেন। তাই নির্বিচারে দাক্ষিণ্য বিতরণ করে যে মানুষ, শ্রীকৃষ্ণ তেমন নন। আর শ্রীকৃষ্ণ এমনই কৃপাময় যে, তিনি কেবল জগদ্বাসীদেরই মহত্তম কৃপা প্রদান করে থাকেন, তাই নয়, তিনি ব্যাসদেবের মতো মহর্ষিদেরও এমন ক্ষমতা প্রদান করেন, যার ফলে তাঁর লীলাবৃত্তান্ত মনোরম কাব্যগাথায় তাঁরা বর্ণনা করতে পারেন। এইভাবে তাই পৃথিবীর বুকে ভবিষ্যতে মানুষেরা জন্ম নিয়ে সেই সকল ভগবৎ-মহিমারাজি, যা সুদৃঢ় তরণীর সঙ্গে তুলনীয়, তারই ভরসায় জন্ম এবং মৃত্যুর বারিধি পাড়ি দিতে অনায়াসেই সক্ষম হতে পারবে। বাস্তবিকই, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিবেদান্ত ভাবস্বচ্ছ তাৎপর্যগুলির মাধ্যমে অনাগত মানুষদের প্রতিও কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমরা যারা এখন আস্বাদন তথা উপভোগ করছি, তারা ভাগ্যবান।

'অমরকোষ' অভিধান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করেছেন, *পদং ব্যবসিতত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষু—পদং* শব্দটির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল 'যা অধিষ্ঠিত হয়েছে', 'অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশ্রয়', 'সৌভাগ্য', 'চরণ', অথবা 'বস্তু'। তাই তিনি *পদম্* শব্দটির অনুবাদে *ব্যবসিত* বোঝাতেও চেয়েছেন, অর্থাৎ 'যা অধিষ্ঠিত হয়েছে'।

পরোক্ষভাবে বলতে গেলে, *অগাৎ স্বং পদম্ ঈশ্বরঃ* বিবৃতিটি থেকে বোঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র তাঁর নিজধামে ফিরেই যাননি, তিনি তাঁর সুদৃঢ় অভিলাষ সেইভাবে সম্যক্‌রূপে রূপায়িত করেও ছিলেন। যদি আমরা বলি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যধামে প্রত্যাবর্তন করে গেলেন, তাহলে আমরা প্রতিপন্ন করছি যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ধাম থেকে অনুপস্থিত হয়ে এখানে ছিলেন এবং এখন ফিরে যাচ্ছিলেন।

এই কারণেই, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর 'নিজধামে ফিরে গেলেন' বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায়, সেইভাবে বলা ভুল। *ব্রহ্মসংহিতা* অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিদাকাশে তাঁর নিত্যধামে সর্বদাই অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তবু তাঁর অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে জড় জগতের মাঝেও বিভিন্ন সময়ান্তরে নিজেকে প্রতিভাত করে থাকেন। তাই, অন্যভাবে বলা চলে, শ্রীভগবান সর্বব্যাপী। এমন কি, তিনি যখন আমাদের সামনে উপস্থিত থাকেন, তখনও একই সময়ে তাঁর নিজধামে তিনি বিরাজিত থাকেন।

পরমাত্মার মতো সাধারণ জীবাত্মা সর্বব্যাপী অধিষ্ঠিত থাকে না, তাই জীব যখন জড় জগতে উপস্থিত থাকে, তখন চিন্ময় জগৎ থেকে সে অনুপস্থিত হয়ে থাকে। বাস্তবিকই, চিন্ময় জগৎ, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম থেকে সেই অনুপস্থিতির ফলেই আমরা দুঃখভোগ করছি।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান অবশ্য সর্বব্যাপী বিরাজিত থাকেন, এবং তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অগাৎ স্বং পদম্* শব্দগুলির অনুবাদে বোঝাতে চেয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই যা অভিলাষ করেছিলেন, তাই প্রতিপন্ন করেছিলেন। শ্রীভগবান সর্বত্র বিরাজমান এবং স্বরাট তথা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেই তাঁর যথার্থ অভিলাষাদি পূরণ করতে সক্ষম হন। সাধারণ জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে এই জগতে তাঁর আবির্ভাব এবং অন্তর্ধানের বিষয়টি কখনই তুলনা করা উচিত নয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধের (৩/২/৭) সূচনা থেকে শ্রীউদ্ধবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বিষয়টিকে উদ্ধব সূর্যের অস্তমিত হওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সূর্যের তুলনা খুবই

যথার্থ। সূর্য যখনই অস্ত যায়, তখন আপনা হতেই অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু সাধারণ মানুষ অন্ধকারের যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তার ফলে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের কোনও সময়েই স্বয়ং সূর্যের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও আবির্ভাব এবং তিরোভাব অবিকল সূর্যেরই মতো। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে তিনি আবির্ভূত এবং তিরোহিত হয়ে থাকেন, এবং যতদিন তিনি কোনও বিশেষ একটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত থাকেন, ততদিন সেই ব্রহ্মাণ্ডে সামগ্রিকভাবে অপ্রাকৃত জ্যোতি বিরাজ করতে থাকে, কিন্তু যে ব্রহ্মাণ্ড থেকে তিনি অন্তর্হিত হন, তা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তবে, তাঁর লীলাবৈচিত্র্য চিরস্থায়ী। শ্রীভগবান কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে সর্বদাই বিরাজ করছেন, ঠিক যেমন সূর্য পূর্ব কিংবা পশ্চিম গোলার্ধে বিরাজিত রয়েছে। সূর্য সর্বদাই ভারতে কিংবা আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে থাকে, তবে সূর্য যখন ভারতে থাকে, আমেরিকার দেশে তখন অন্ধকার বিরাজ করে, আর সূর্য যখন আমেরিকায় থাকে, ভারতের গোলার্ধ তখন থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন।"

শ্রীল জীব গোস্বামী একাদশ স্কন্ধের শেষাংশ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যা থেকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীভগবানের ধামটি স্বয়ং শ্রীভগবানেরই মতো নিত্যধর্মী—"হে মহারাজ, শ্রীভগবানের নিজধাম যা শ্রীভগবান পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই দ্বারকাধামটিকে সমুদ্র অনতিবিলম্বে গ্রাস করে নিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমধুসূদন দ্বারকাধামে নিত্য বিরাজমান রয়েছেন, যে-ধামটির কথা শুধুমাত্র স্মরণ করলেই সর্বপ্রকার অমঙ্গল দূর হয়ে যায়। এই ধাম পুণ্যভূমিগুলির মধ্যে সর্বোত্তম পুণ্যস্থান।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৩১/২৩-২৪)।

যেভাবে মনে হয় রাত্রি এসে সূর্যকে গ্রাস করে নিল, সেইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ কিংবা তাঁর ধাম অথবা তাঁর বংশ লোপ পেল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আকাশে যেমন সূর্য সর্বদাই বিরাজমান, তেমনই বাস্তবিকই শ্রীভগবান এবং তাঁর সমস্ত আনুষঙ্গিক পরিকরাদি, এমন কি তাঁর নিজধাম এবং বংশপরম্পরা সবই নিত্য বিরাজমান থাকে। ঠিক এইভাবেই শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "যেভাবে সূর্য সকালে ওঠে এবং ক্রমশ মধ্যগগনে উঠে যায় আর তারপরে আবার একটি গোলার্ধে অস্তমিত হয়ে একই সঙ্গে অন্য গোলার্ধে উদিত হয়, তেমনই একটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং অন্য একটি ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বিভিন্ন লীলাবৈচিত্র্য একই সঙ্গে শুরু হয়ে যায়। যখনই একটি লীলাপ্রকাশ এখানে সমাপ্ত হয়, তখনই অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তার অভিপ্রকাশ ঘটে। আর এইভাবেই তাঁর নিত্যলীলা তথা চিরন্তন ক্রীড়া অভিলাষ অবিরামভাবে হয়ে চলেছে।"

শ্লোক ৮

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্ ।
বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **ব্রহ্মণ্যানাম্**—ব্রাহ্মণদের প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল; **বদান্যানাম্**—দানশীল; **নিত্যম্**—সর্বদা; **বৃদ্ধ-উপসেবিনাম্**—বৃদ্ধজনের সেবারত; **বিপ্রশাপঃ**—ব্রহ্মশাপ; **কথম্**—কি জন্য; **অভূৎ**—সংঘটিত হয়েছিল; **বৃষ্ণীনাম্**—যাদবদের; **কৃষ্ণচেতসাম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চেয়েছিলেন—হে মুনিবর! ব্রাহ্মণভক্ত, বদান্য, বৃদ্ধজনসেবারত, কৃষ্ণগতচিত্ত যাদবদের উপরেও ব্রহ্মশাপ কি জন্য সংঘটিত হয়েছিল, তা অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রতি যে সব মানুষ দয়া-দাক্ষিণ্যহীন, এবং যারা জ্যেষ্ঠ, সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সেবাকার্যে অনীহা প্রকাশ করে, তাদের প্রতি ব্রাহ্মণেরা সাধারণত কুপিত হয়ে থাকেন। বৃষ্ণিবংশের সকলে অবশ্য তেমন ভাবাপন্ন ছিলেন না, এবং তাই তাঁরা এখানে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক *ব্রহ্মণ্যানাং*, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান অনুসারী বলেই বর্ণিত হয়েছেন। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণেরা কুপিত হলেও, শ্রীকৃষ্ণের আপন পরিবারবর্গের সদস্যদের প্রতি তাঁরা অভিশাপ দেবেন কেন? যেহেতু ব্রাহ্মণেরা যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাই তাঁদের জানা উচিত ছিল যে, পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গের বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যায়। যদুবংশকে এখানে বিশেষভাবেই *বৃষ্ণিনাম্* এবং *কৃষ্ণচেতসাম্* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, বলতে গেলে, তাঁরা ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই আপনজন, এবং তাঁরা সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় ভাবিত হয়ে থাকতেন। সুতরাং, যদিও কখনও কোনওভাবে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অভিশাপ দিলেও, কিভাবে সেই অভিশাপ কার্যকরী হতে পারে? এইগুলি ছিল পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন।

যদিও এই শ্লোকটিতে বৃষ্ণীবংশীয়দের *কৃষ্ণচেতসাম্* অর্থাৎ কৃষ্ণগতচিত্ত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলেও সুস্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠুন এবং যদুবংশকে অভিশাপ দিন, শ্রীকৃষ্ণ তা অভিলাষ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবী থেকে তাঁর নিজ বংশধারা অপসারণ করতেই ইচ্ছা করেন এবং তাই শ্রীকৃষ্ণেরই আপন পরিবারবর্গের তরুণ বালকেরা অন্যান্য বেদনাদায়ক আচরণ প্রদর্শন করেছিল।

এই ঘটনা থেকে বোঝা দরকার যে, কোনও মানুষ যখন বিষ্ণুভক্তদের প্রতি ঈর্ষাদ্বন্দ্ব এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে, তখন তার ব্রহ্মণ্যতা, অর্থাৎ সুমহান পারমার্থিক গুণবৈশিষ্ট্যাদি সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভক্তি সবই বিনষ্ট হয়ে যায়। পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের প্রতি সদাচার বিঘ্নিত হলে, শ্রীভগবান তাঁর আপন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবর্গের প্রতিও বিরক্ত হন এবং তাই তাঁর ভক্তদের বিরুদ্ধাচরণ যারা করে, তাদের ধ্বংস করবার আয়োজন তিনিই করে থাকেন। যদি নির্বোধ কিছু মানুষ শ্রীকৃষ্ণের আপন পরিবারবর্গের স্বজন হওয়ার সুযোগ নিয়ে বৈষ্ণবজনের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ করে, তা হলে সেই সমস্ত বিরুদ্ধবাদী মানুষদের কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশজাত সন্তানাদি বলে যথার্থভাবে অভিহিত করা চলে না। পরমেশ্বর ভগবানের সমভাবাপন্ন মানসিকতার সেটাই চরম অভিপ্রকাশ।

শ্লোক ৯

যন্নিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম।
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্বং বদস্ব মে ॥ ৯ ॥

যৎ-নিমিত্তঃ—যে কারণে উদ্ভূত; **সঃ**—সেই; **বৈ**—অবশ্য; **শাপঃ**—অভিশাপ; **যাদৃশঃ**—যে ধরনের; **দ্বিজসত্তম্**—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ; **কথম্**—কেমনভাবে; **এক-আত্মনাম্**—যারা শ্রীকৃষ্ণেরই আত্মার অংশীদার; **ভেদঃ**—মতভেদ; **এতৎ**—এই; **সর্বম্**—সকল; **বদস্ব**—কৃপা করে বর্ণনা করুন; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ আরও জানতে চাইলেন—এই অভিশাপের উদ্দেশ্য কী ছিল? হে দ্বিজবর, এই অভিশাপে কী বলা হয়েছিল? আর, জীবনের একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যাদবেরা একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ঐ ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হতে পেরেছিল? কৃপা করে আমাকে এই সব বিষয়ে বলুন।

তাৎপর্য

একাত্মনাং মানে যাদবেরা সকলেই একই ভাবধারার অংশীদার ছিল অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তাদের জীবনের লক্ষ্য। তাই, যদুবংশের সদস্যদের মধ্যে এমন এক সর্বনাশা কলহের কোনও আপাতগ্রাহ্য হেতু পরীক্ষিৎ মহারাজ খুঁজে পাননি বলেই তিনি তার যথার্থ কারণ জানতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং
কর্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্তিঃ
সংহর্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ—বাদরায়ণ পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামী; **উবাচ**—বললেন; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **বপুঃ**—চিন্ময় দেহ; **সকল**—সকলের; **সুন্দর**—সুন্দর বস্তু; **সন্নিবেশম্**—সন্নিবেশ; **কর্ম**—কাজ; **আচরন্**—অনুষ্ঠান; **ভুবি**—ভূমণ্ডলে; **সুমঙ্গলম্**—অতি মঙ্গলময়; **আপ্তকামঃ**—শ্রীভগবানের সকল অভিলাষে পরিতৃপ্ত হয়ে; **আস্থায়**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **ধাম**—তাঁর ধাম (দ্বারকায়); **রমমাণঃ**—জীবনযাত্রা উপভোগে; **উদার-কীর্তিঃ**—যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুফলপ্রদায়ী কীর্তিরাজি; **সংহর্তুম্**—বিনাশের জন্য; **ঐচ্ছত**—তিনি ইচ্ছা করেন; **কুলম্**—তাঁর নিজবংশ; **স্থিত**—অবস্থিত; **কৃত্য**—তাঁর কর্তব্য; **শেষঃ**—কিছু অবশিষ্ট।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীভগবান নিখিলবিশ্বের সমস্ত কিছু সুন্দর বিষয়বস্তুর সমাবেশাশ্রিত তাঁর রমণীয় দেহবিগ্রহ ধারণ করে পৃথিবীতে অতীব শ্রেষ্ঠ সুমঙ্গলময় ক্রিয়াকর্ম নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করে থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর সকল অভিলাষ পূরণ হলেও, তাঁর ধামে অবস্থানকালে এবং জীবনধারা উপভোগ করতে থাকলেও, শ্রীভগবান, যাঁর মহিমা স্বতঃ উদ্ভাসিত, এবার তাঁর কর্তব্যকর্ম তখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে বিবেচনা করে তাঁর নিজবংশে সংহারের সঙ্কল্প করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরীক্ষিৎ মহারাজের একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে—কিভাবে যাদব বংশের শক্তিমান মানুষদের ব্রাহ্মণেরা অভিশাপ দিতে পারল এবং তার ফলে ভ্রাতৃনিধনকারী এক মহাযুদ্ধে তারা নিজেদের স্ববংশে নিধন করতে পেরেছিল। *সংহর্তুমৈচ্ছত কুলম্* শব্দগুলির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিজবংশ সংহারের সঙ্কল্প করেন, এবং তাই তাঁর প্রতিভূস্বরূপ ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করেছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল জগদ্বাসীর সামনেই তাঁর নিজ শ্রীবিগ্রহরূপের অপরিসীম সৌন্দর্য এবং শৌর্য অভিব্যক্ত করে থাকলেও,

তিনি তাঁর অবতার রূপগুলির মাধ্যমে বহু দৈত্যদানবকে নিহত করে তাঁর ভক্ত সমাজকে রক্ষা করেন এবং সৎ ধর্ম পুনরায় উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর লীলা সর্বার্থসাধক করেছিলেন। এইভাবে, অসুরকুল বিনষ্ট করে ভক্তদের সুরক্ষিত করার মাধ্যমে ধর্ম সংস্থাপনের কাজে তাঁর উদ্দেশ্য সর্বার্থসাধক এবং সুসম্পূর্ণ হয়েছিল। তাই যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, এবার তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, সবকিছু সুসম্পন্ন হয়েছে, তখন তিনি বৃষ্ণিবংশের সকলকে নিয়ে তাঁর অপ্রাকৃত পরম ধামে প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ করেন। তাই এই কারণে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশের সমাপ্তির আয়োজন শ্রীভগবান নিজেই করেছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে, *আপ্তকর্মঃ* মানে শ্রীকৃষ্ণ আপনার ক্রিয়াকর্মে সর্বদাই আত্মতৃপ্ত হয়ে থাকেন, এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবৈচিত্র্য সমাধার উদ্দেশ্যে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে তাঁর নিজবংশ ধ্বংস করার আয়োজনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন—যথা, তাঁকে সহায়তা করবার জন্য যে সকল দেবতা যদুবংশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের স্বর্গলোকে পুনরধিষ্ঠিত করা; বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ এবং বদ্রিকাশ্রমের ধামগুলিতে তাঁর বিষ্ণুরূপের পুনরধিষ্ঠান করা এবং তাঁর নিত্য পার্ষদবর্গ নিয়ে জড়জগতের দৃষ্টিপথ থেকে নিজেকে পরিহার করে নেওয়া।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যদুবংশের ধ্বংস সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন যে, বহু মানুষ যাদের ধার্মিক বলে পরিচিতি আছে, তারা পবিত্র নাম কীর্তন প্রচারের দ্বিতীয় অপরাধটি করে থাকে, অর্থাৎ *বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীঃ*—অন্য জীবকে সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করে। মায়াবাদী দর্শনতত্ত্বের নিরাকার ভাবতত্ত্বে যে জন আবিষ্ট হয়েছে, সে ভ্রান্তিবশত চিন্তা করে যে, শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা জড়জাগতিক শক্তি ও তাঁর অন্তরঙ্গা চিন্ময় শক্তি-সত্তারই সমান। এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণকে মায়ার অন্য এক অঙ্গ মনে করে মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে অহেতুক তুলনা করে থাকে। এই ভাবধারা খুবই দুর্ভাগ্যজনক চিন্তার প্রতিফলন, কারণ শ্রীভগবানের বাস্তবিকই কিরূপ সত্তা, তা উপলব্ধির ক্ষেত্রে এমন মানসিকতা অবশ্যই বিষম বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

জীবনতত্ত্বের এই মায়াময় ভাবধারায় যে সব মানুষ আকৃষ্ট হয়, তারা তো নিঃসন্দেহেই যদুবংশের সদস্যদের সকল বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ মনে করে এবং শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ বিচারে আরাধনা করে থাকে। তাই পৃথিবীতে যদুবংশের ধারাবাহিক বিদ্যমান থাকার ফলে অবশ্যই পারমার্থিক উপলব্ধির পথে বিপুল অন্তরায় সৃষ্টি হত এবং তা পৃথিবীর মহাভার

হয়ে উঠত। শ্রীবিষ্ণুর পরিবারবর্গের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর সমমর্যাদামূলক অপরাধের এই বিপত্তি থেকে পৃথিবীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান, যদুবংশের বিনাশ সাধনে মনস্থির করেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর ভক্তদের প্রতি স্নেহশীল, কিন্তু যখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পারিবারিক বংশধরগণ তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বা অমনোযোগী হয়ে ওঠে, তাঁর শুদ্ধভক্তদের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হয় না কিংবা তাঁর সেবকদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে না, তখন শ্রীভগবানের ঐ সমস্ত তথাকথিত পারিবারিক সদস্যবৃন্দ তাঁর অভিলাষ পূরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। বাস্তবিকই, ঐ ধরনের বিরুদ্ধবাদী মানুষদের প্রতি পূজা আরাধনা নিবেদনের মাধ্যমে অজ্ঞ মানুষেরা তাদের শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গ মনে করে পূজা আরাধনা করতে থাকবে।

যেমন, কংসকে শ্রীকৃষ্ণের মামা বলে মনে করা এবং সেই সূত্রে তাকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত সেবকরূপে মান্য করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারত। এমন ভ্রান্ত ধারণার ফলে, মন্দ চরিত্রের যেসব মানুষ শ্রীভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, তারা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গরূপে মান্যতা অর্জন করতে পারে, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরাগভাজন মানুষদেরও যেন তাঁর নিজ পরিবারবর্গেরই অনুগত পোষ্যজন বলে মনে হত। যদুবংশ ধ্বংসের উদ্দেশ্যই ছিল এই যে, মায়াবাদী যেসব মানুষ মিথ্যা যুক্তিবাদের মাধ্যমে সবকিছুকেই সকল বিষয়ে অভিন্ন বলে মনে করে এবং তাই যারা অহেতুক যুক্তি প্রদর্শন করে যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন লোকেরাও শ্রীভগবানের পরিবারভুক্ত অন্তরঙ্গ সদস্যবর্গ হতে পারে, তাদের সমূলে বিনাশ করা।

শ্লোক ১১-১২

কর্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি
গায়জ্জগৎ কলিমলাপহরাণি কৃত্বা ।
কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে
পিণ্ডারকং সমগমন্ মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ ॥ ১১ ॥
বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্বাসা ভৃগুরঙ্গিরা ।
কশ্যপো বামদেবোঽত্রির্বশিষ্ঠো নারদাদয়ঃ ॥ ১২ ॥

কর্মাণি—ফলাশ্রিত যাগযজ্ঞ কর্মাদি; **পুণ্য**—সৎকার্য; **নিবহানি**—যা প্রদান করে; **সু-মঙ্গলানি**—অতি মঙ্গলময়; **গায়ৎ**—যে বিষয়ে যশোগান কীর্তন; **জগৎ**—সমগ্র পৃথিবীর জন্য; **কলি**—বর্তমান অধঃপতিত যুগে; **মল**—পাপাদি; **অপহরাণি**—

অপহরণ করে; **কৃত্বা**—অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে; **কাল-আত্মনা**—মহাকালের স্বয়ং স্বরূপ; **নিবসতা**—অবস্থানকালে; **যদুদেব**—যদুবংশের প্রভু (রাজা বসুদেব); **গেহে**—গৃহে; **পিণ্ডারকম্**—পিণ্ডারক নামে তীর্থ ক্ষেত্রে; **সমগমন্**—তাঁরা গেলেন; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **নিসৃষ্টাঃ**—প্রেরিত; **বিশ্বামিত্রঃ অসিতঃ কণ্বঃ**—বিশ্বামিত্র, অসিত এবং কণ্ব মুনিবৃন্দ; **দুর্বাসাঃ ভৃগুঃ অঙ্গিরাঃ**—দুর্বাসা, ভৃগু এবং অঙ্গিরা; **কশ্যপঃ বামদেবঃ অত্রিঃ**—কশ্যপ, বামদেব এবং অত্রি; **বশিষ্ঠঃ নারদাদয়ঃ**—বশিষ্ঠ, নারদ এবং অন্যান্য সকলে।

অনুবাদ

বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি এবং বশিষ্ঠ, একদা শ্রীনারদমুনি এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায়, ফলাশ্রয়ী কিছু যজ্ঞকর্মাদি অনুষ্ঠান করেন, কারণ এগুলির মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয় এবং পুণ্যফল অর্জন করা যায়। পরে, ঐগুলি কলিযুগের পাপাদি হরণ করে সার্থক জীবনধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিগণিত হত। ঋষিবর্গ যথাযথভাবে বিবিধ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম অনুসারে যদুবংশের প্রধান বসুদেব তথা শ্রীকৃষ্ণের জনকের কল্যাণার্থে যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের গৃহে অবস্থানের পরে ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠানাদির শেষে মুনিবর্গ বিদায় গ্রহণ করে তাঁরা পিণ্ডারকতীর্থে গমন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীভগবানের অভিলাষে যদুবংশের বিরুদ্ধে যে ব্রহ্মশাপ উত্থিত হয়েছিল তার কাহিনী এই শ্লোকটিতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বর্ণনা শুরু করেছেন। শ্রীধর স্বামীর অভিমতে, অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো কিছু ধর্মীয় যজ্ঞকর্মাদির ফলে পুণ্যকর্ম সঞ্চিত হয়ে থাকে। অন্য দিকে, কারও সন্তানাদি পরিচর্যার মতো ক্রিয়াকর্ম শুধুমাত্র বর্তমানকালেই তাৎক্ষণিক সুখতৃপ্তি প্রদান করে থাকে, অথচ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনুষ্ঠিত ধর্মযজ্ঞাদির ফলে পাপময় কর্মফল বিদূরিত হয়ে যায়।

কিন্তু ১১শ শ্লোকে *কর্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি গায়জ্জগৎ কলিমলাপহরাণি* শব্দগুলির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ঐ সকল ধর্মযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সকল দিক থেকেই পুণ্যময় ক্রিয়াকর্ম। ঐগুলি থেকে বিপুল পুণ্যফল ও মহা আনন্দ সৃষ্টি হয় এবং ঐগুলি এমনই ফলপ্রসূ যে, এই ধরনের যজ্ঞকর্মাদির মাহাত্ম্য শুধুমাত্র বর্ণনা করলেই কলিযুগের সকল পাপকর্মফলাদি থেকে মানুষ মুক্তিলাভ করবে।

এই ধরনের শুভফলপ্রদায়ী ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করার জন্য বসুদেবের গৃহে আহুত মুনি-ঋষিগণ যথাযথ পারিতোষিক সহকারে প্রীতিলাভ করেছিলেন এবং তারপরে শ্রীকৃষ্ণ গুজরাতের উপকূলে আরব সাগর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে অবস্থিত সন্নিকটস্থ এক পুণ্যস্থান পিণ্ডারকে তাঁদের প্রেরণ করেন। স্থানটির নাম এখনও পিণ্ডারক।

বিশেষ তাৎপর্যের বিষয় এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে *কালাত্মনা,* মহাকালের স্বরূপ, তথা পরমাত্মারূপে উল্লিখিত হয়েছেন। *ভগবদ্গীতার* একাদশ অধ্যায়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবান অর্জুনের সমক্ষে আপনাকে মহাকাল স্বরূপ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর মহাভারস্বরূপ বিদ্যমান সমস্ত নৃপতিকুলের এবং তাদের সেনাবাহিনীর ধ্বংসসাধন করেন। তেমনই, *কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে*—শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবের আলয়ে মহাকাল স্বরূপ অধিষ্ঠান করেন, যা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর অভিলাষ অনুসারে তাঁর নিজ বংশের ধ্বংস আগতপ্রায়।

শ্লোক ১৩-১৫

ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ ।
উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ ॥ ১৩ ॥
তে বেষয়িত্বা স্ত্রীবেষৈঃ সাম্বং জাম্ববতীসুতম্ ।
এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্বত্ন্যসিতেক্ষণা ॥ ১৪ ॥
প্রষ্টুং বিলজ্জতি সাক্ষাৎ প্রব্রূতামোঘদর্শনাঃ ।
প্রসোষ্যন্তী পুত্রকামা কিং স্বিৎ সঞ্জনয়িষ্যতি ॥ ১৫ ॥

ক্রীড়ন্তঃ—ক্রীড়ারত; **তান্**—তাঁরা (মুনিগণ); **উপব্রজ্য**—সমীপবর্তী হলেন; **কুমারাঃ**—কুমার বালকবৃন্দ; **যদুনন্দনাঃ**—যদুবংশের সন্তানগণ; **উপসংগৃহ্য**—মুনিগণের পাদস্পর্শ করে; **পপ্রচ্ছুঃ**—জিজ্ঞাসা করেন; **অবিনীতঃ**—উদ্ধতভাবে; **বিনীতবৎ**—নম্রভাবে; **তে**—তারা; **বেষয়িত্বা**—বেশভূষায়; **স্ত্রীবেষৈঃ**—স্ত্রীজনোচিত বস্ত্রাভরণে; **সাম্বং জাম্ববতী-সুতম্**—জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব; **এষা**—এই মহিলা; **পৃচ্ছতি**—প্রশ্ন করছেন; **বঃ**—আপনারা; **বিপ্রাঃ**—হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ; **অন্তর্বত্নী**—অন্তঃসত্ত্বা; **অসিত-ঈক্ষণা**—সুনীল কটাক্ষ; **প্রষ্টুম্**—প্রশ্ন করতে; **বিলজ্জতী**—সলজ্জভাবে; **সাক্ষাৎ**—সরাসরি নিজে; **প্রব্রূত**—কৃপা করে বলুন; **অমোঘ-দর্শনাঃ**—হে অব্যর্থ-দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষগণ; **প্রসোষ্যন্তী**—আসন্ন প্রসবা; **পুত্রকামা**—পুত্রলাভেচ্ছু; **কিং স্বিৎ**—পুত্র না কন্যা?; **সঞ্জনয়িষ্যতি**—জন্ম দেবেন।

অনুবাদ

সেই পুণ্যভূমিতে, যদুবংশের কুমার বালকেরা জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করে নিয়ে এসেছিল। সেখানে সমবেত মহান্ ঋষিবর্গের সামনে ক্রীড়াচ্ছলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধতস্বভাব হলেও বালকেরা মুনিবর্গের পাদস্পর্শ করে কপট বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করেছিল, "হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, এই সুনীলনয়না

গর্ভবতী নারী আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতে চান। তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করতে লজ্জিতা হচ্ছেন। তিনি আসন্নপ্রসবা এবং পুত্রসন্তান লাভে বিশেষভাবে ইচ্ছুক। যেহেতু আপনারা সকলেই অব্যর্থ দৃষ্টিসম্পন্ন মহামুনি, তাই কৃপা করে বলুন—ইনি পুত্র বা কন্যা কী প্রসব করবেন।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"নারদমুনি প্রমুখ ঋষিবর্গ ছিলেন সকলেই ব্রাহ্মণ এবং ভগবদ্ভক্ত, তাই তাঁদের প্রতি যদুকুমারদের দুর্বিনীত আচরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শিত পন্থার বিরোধী হয়েছিল। তেমনই, প্রাকৃত সহজিয়ারা নিজেদের যদিও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা বলে মনে করে, তবু ঐ ধরনের অভক্তদের বিনাশ সাধনে পরম কৃপাময় ভগবানের সিদ্ধান্ত অবশ্যই সম্পূর্ণ সঠিক। ঐ ধরনের ভণ্ড ছদ্মবেশীরা বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কখনও যথার্থভাবে মনঃসংযোগ করে না। যদুকুমারদের ভণ্ডামি আপাতদৃষ্টিতে 'নিতান্তই তুচ্ছ', কারণ সেই আচরণে বিন্দুমাত্র বিনয় প্রদর্শিত হয়নি। তাই শ্রীভগবানেরই পরিবারবর্গের সদস্যগণ দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবৃন্দের প্রতি অত্যন্ত অপমানকর আচরণের ফলে এক মহা-অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিহার পর্যায়ে যখন তাঁর নিজ জননী শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের প্রতি অপরাধ করেছিলেন, তখন এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল। এক মহান বৈষ্ণবের প্রতি এই অপরাধের সুরাহা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই করেছিলেন এবং তার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর উদার কৃপা প্রদর্শন করেন। যদুবংশ ধ্বংসের ক্ষেত্রেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবৃন্দের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল।

ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিবিষয়ক জড়জাগতিক ব্যাপারে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং ঋষিবর্গ নির্বোধের মতো অজ্ঞ, এই বিশ্বাস নিয়ে যদু-কুমারেরা জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে একজন নারীর মতো সাজিয়ে মুনিমণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করতে অপচেষ্টা করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষণীয় তত্ত্বটি উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর পার্ষদ সাম্বের দ্বারা মহান ভক্তদের প্রতি এই ধরনের অপরাধ যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হবে তাঁরই নিজলীলা বিস্তারের অংশস্বরূপ।

অধুনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মধ্যেও ঠিক এই ধরনের অসদাচরণ প্রকটিত হয়েছে। কিছু লোক তাদের অনুগামীদের 'সখীভেক' তথা নারীর পোশাকে ব্যবহারের অনুমোদন দিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রক্রিয়ার সূচনা করেছে। এই প্রক্রিয়াটিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এক ধরনের অপরাধমূলক আচরণ ব্যবস্থা বলেই গণ্য করতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রসম্মত বিধিনিয়মানুসারে যে সব প্রকৃত বৈষ্ণব ভগবদ্ভক্তির ক্রিয়াকর্মে

নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করে রয়েছেন, তাঁদের প্রতি অবশ্যই ঈর্ষান্বিত হওয়ার ফলে তাঁদের কৃষ্ণভক্তির আচরণ পদ্ধতিকে হাস্যাস্পদ এবং লঘুমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার জন্যই এমন আচরণের অবতারণা হয়েছে। তাই, শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন—

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর বিপুল ভক্তির বিকাশ সাধন করতে অভিলাষী হন, কিন্তু *শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ* এবং *নারদপঞ্চরাত্র* আদি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অভিব্যক্ত সাধারণ নিয়মাবলী লঙ্ঘন করেন, তা হলে তাঁর তথাকথিত ভগবদ্ভক্তি কেবলই সমাজকে বিভ্রান্ত করবে যাতে পারমার্থিক অগ্রগতি তথা বিকাশের শুভ কর্মপথের লক্ষ্য থেকে মানুষ বিপথগামী হতে থাকবে।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১০১) কৃষ্ণলীলার মধ্যে কোনও পুরুষের পক্ষে নারীর সাজসজ্জা (সখীভেক) গ্রহণ করার অভিলাষ থেকেই এই ধরনের ব্যাপার ঘটছে বলে বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই ধরনের কাজ কৃষ্ণভক্তদের প্রবঞ্চনা এবং উপহাস করার মতোই অপরাধমূলক। সাম্ব শ্রীভগবানের আপনজন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভণ্ড অনুগামীদের দ্বারা কলিযুগে ভবিষ্যতের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির অগ্রদূতরূপে সাম্ব এই নীতিগর্ভ লীলার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির যথার্থ পথে অবিচল থাকার সৌভাগ্য অর্জনে জীবকুলকে সহায়তা করে গেছেন।

বালকগুলি ঋষিদের বলেছিল, "হে ঋষিগণ, হে ব্রাহ্মণগণ, হে নারদমুনি ও অন্যান্য মহান ব্যক্তিগণ, আপনারা কী বলতে পারেন এই সন্তান সম্ভবা মহিলাটির গর্ভ থেকে ছেলে না মেয়ে জন্মাবে?" শুদ্ধ বৈষ্ণবমণ্ডলীকে এইভাবে সম্বোধন করার মাধ্যমে, তারা 'সখীভেক' অর্থাৎ নারীবেশে গোষ্ঠীগণের সখীরূপে পুরুষদের সাজিয়ে আধুনিক যুগে যে মিথ্যাচারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, তারই পূর্বাভাস দিয়েছিল। এই ধরনের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ নিতান্তই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সমাজের পক্ষে অবমাননাসূচক এবং বিদ্রূপাত্মক।

চিন্ময় জগতের মাঝে শ্রীভগবানের প্রেম-মাধুর্য অর্থাৎ মধুর-রতির অপ্রাকৃত আস্বাদনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মানুষদের 'শুদ্ধ ভক্ত' রূপে মর্যাদা প্রদানের প্রচেষ্টা করে থাকে বহু ভণ্ড যোগী, কারণ তারা মনে করে যে, সংস্কারমুক্ত ভাবধারার স্তরে তারা বুঝি সর্বোত্তম ভক্তিপন্থা পরিবেশন করছে। যদিও তারা জানে যে, শ্রীভগবানের যে সব পার্ষদ মুক্তাত্মা, তাদের অনুকরণের কোন যোগ্যতাই সাধারণ জনগণের নেই, তা সত্ত্বেও অশ্রুবর্ষণ, বিগলিত হৃদয়াবেগ, এক শরীরে রোমাঞ্চ

সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণগুলির মতো, আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অর্জনের আলঙ্কারিক চিহ্নগুলি দিয়ে সাধারণ মানুষদের কৃত্রিম সাজে তারা সাজাতে থাকে। তারফলে, এই সমস্ত অপদার্থ যোগী সন্ন্যাসীরা জগতবাসীকে বিভ্রান্ত করবার মতোই একটি প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে থাকে।

যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই ধরনের অপদার্থ যোগী অর্থাৎ, কুযোগীদের সংঘটিত মহা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা কলিযুগে প্রতিরোধ করা অসম্ভব, তাই তিনি তাদের জড়জাগতিক লক্ষ্যপূরণের অপ্রকৃতিস্থ বাসনার দ্বারা সংক্রামিত করে দিয়েছিলেন, যাতে সাধারণ মানুষেরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থা থেকে ঐ ধরনের ভণ্ড যোগীদের পার্থক্য অনায়াসে নিরূপণ করে নিতে পারে।

সাম্বকে নারীর পোশাকে সাজিয়েছিল যদুবংশের যে সব কুমার বালকেরা, ব্রাহ্মণকুল এবং বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতি তাদের উপহাসের আচরণ, এবং তার পরিণামে যদুবংশের ধ্বংস হওয়া থেকে কৃত্রিম ভাবাবেশী 'সহজিয়া' সম্প্রদায়গুলির অপদার্থতা সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামী সুস্পষ্টভাবেই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যদুবংশের কুমারেরা যেভাবে নম্রতা তথা ভব্যতার অভাব দেখিয়েছিল, সেটি স্বয়ং শ্রীভগবানেরই আয়োজিত ব্যবস্থা। অন্যভাবে বলতে গেলে, যদুবংশের সকলেই আদ্যোপান্তভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদবর্গ, এবং শ্রীভগবানেরই শিক্ষাপ্রদ লীলাবিস্তার সুগম করে তোলার উদ্দেশ্যেই তারা আপাতদৃষ্টিতে নীতিবিগর্হিত পন্থার আচরণ করেছিল।

শ্লোক ১৬

এবং প্রলব্ধা মুনয়স্তানূচুঃ কুপিতা নৃপ।
জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনম্ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রলব্ধা**—প্রতারণার মাধ্যমে; **মুনয়ঃ**—মুনিবর্গ; **তান্**—ঐ বালকদের; **ঊচুঃ**—তাঁরা বলেছিলেন; **কুপিতা**—রাগান্বিত হয়ে; **নৃপ**—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ; **জনয়িষ্যতি**—ঐ নারী প্রসব করবে; **বঃ**—তোমাদের জন্য; **মন্দাঃ**—ওহে নির্বোধগণ; **মুষলম্**—লৌহদণ্ড; **কুলনাশনম্**—যেটি বংশ ধ্বংস করবে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, এইভাবে ছলনার মাধ্যমে উপহাস-বাক্যে কুপিত হয়ে মুনিবর্গ বললেন, "ওরে নির্বোধেরা! এই রমণী তোমাদের জন্য একটি লোহার মুষল প্রসব করবে, আর সেটাই তোমাদের সম্পূর্ণ বংশটিকে ধ্বংস করে দেবে।"

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের যে চারটি দোষ আছে—ভুল করার প্রবণতা (*ভ্রম*), বিভ্রান্তির প্রবণতা (*প্রমাদ*), ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়াদি (*করণাপাটব*) এবং প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা (*বিপ্রলিপ্সা*)—সেইগুলি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ পরিবারবর্গ তথা যদুবংশের কুমার বালকদের ক্ষেত্রে মানবজাতির সেই সমস্ত বিপজ্জনক হীনতর প্রবৃত্তিগুলির অভিপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাই যাদব-বালকগুলি অভক্ত সম্প্রদায়ের অনুসারীদের কার্যকলাপেরই অনুকরণ করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তিরোভাবের ঠিক আগেই ইচ্ছা করেছিলেন যে, যদুবংশের কুমার বালকদের প্রতি মুনিঋষিবর্গ ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন, যাতে শিক্ষালাভ হতে পারে যে, বৈষ্ণবদের নির্বোধ, অজ্ঞ কিংবা জড়জাগতিক ভাবাপন্ন বলে মনে করা চলে না এবং যাতে তাঁর নিজ পরিবারবর্গের মানুষদের বৃথা অহঙ্কার হ্রাস পেতে পারে।

কখনও-বা বিভ্রান্ত লোকেরা অভক্তের ভেক ধারণ করে এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির যথার্থ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অবমাননা করতে থাকে, আর শ্রীভগবানের মঙ্গলবাণী প্রচারে নিবেদিত প্রাণ শুদ্ধ ভক্তদের হতশ্রদ্ধা করে। ঐসব নির্বোধ অভক্তেরা মনে করে যে, ভগবানের মহিমা প্রচারের যথার্থ উদ্যোগের নিন্দামন্দ বা ঘৃণা-ঈর্ষা করাই ভগবদ্ভক্তির অভিপ্রকাশ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব প্রবৃত্তি তাদের নিজেদের এবং তাদের অনুগামী দুর্ভাগা মানুষদের জীবনেও সকল প্রকার বিঘ্নের কারণ হয়ে ওঠে।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রচারকেরা অভক্তদের সর্বনাশা প্রচেষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে থাকেন, এবং ঠিক সেইভাবেই শ্রীনারদমুনি প্রমুখ ঋষিবর্গ, যাঁরা ছিলেন শ্রীভগবানের মহান ভক্তমণ্ডলী, তাঁরা যদুবংশের কুমার-বালকদের উদ্দেশ্য করে তাদের বিভ্রান্ত মূর্খ বিবেচনা করে বলেছিলেন, "এই সাধুটির ছদ্মবেশ তথা মিথ্যা গর্বের মধ্যে একটি মুষল (মুগুর) জন্মলাভ করবে যেটি তোমাদের বংশ ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠবে।"

বিশেষত ভারতবর্ষে, তবে এখন পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও এক শ্রেণীর কলুষভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়ভোগী রয়েছে, যারা নিজেদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিয়েও থাকে এবং প্রেম-ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনও করে। তারা সোচ্চারে বলে থাকে যে, তারা ভক্তিমার্গের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে আছে এবং তাই বৃন্দাবনধামে যে 'মাধুর্যলীলা' উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সেই অতি অন্তরঙ্গ লীলা অনুশীলনেই তারা শুধুমাত্র অনুরাগী। কখনও-বা তারা গোপীদের মতোই বেশভূষা

ধারণ করে, প্রচলিত বিধিনিয়মাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করেই, শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গে অনুপ্রবেশের ভণ্ড আচরণ করতে থাকে। প্রেমভক্তি অনুশীলনের ছলনায়, তারা কখনও-বা শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তদের কাছে গুরুতর অপরাধও করে থাকে। সাম্বের কল্পিত গর্ভ থেকে লোহার মুষল সম্পর্কিত এই কাহিনীর মাধ্যমে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঐ ধরনের অভক্তির মারাত্মক কুফল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন।

শ্লোক ১৭

তচ্ছ্রুত্বা তেঽতিসন্ত্রস্তা বিমুচ্য সহসোদরম্ ।
সাম্বস্য দদৃশুস্তস্মিন্ মুষলং খল্বয়স্ময়ম্ ॥ ১৭ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **তে**—তারা; **অতি-সন্ত্রস্তা**—খুব ভয় পেয়ে; **বিমুচ্য**—আচরণ উন্মোচন করে; **সহসা**—দ্রুত; **উদরম্**—উদর; **সাম্বস্য**—সাম্বের; **দদৃশুঃ**—তারা দেখতে পেল; **তস্মিন্**—তার মধ্যে; **মুষলম্**—মুষল; **খলু**—বাস্তবিকই; **অয়ঃ-ময়ম্**—লোহার তৈরি।

অনুবাদ

ঋষিবর্গের অভিশাপ শুনে, ভীতসন্ত্রস্ত বালকগুলি তাড়াতাড়ি সাম্বের উদরের আবরণ উন্মোচন করল, এবং বাস্তবিকই তারা সেইখানে একটি লোহার মুষল দেখতে পেল।

তাৎপর্য

শ্রীনারদমুনি প্রমুখ বৈষ্ণবগণের কথা শুনে, যদু-বালকেরা সাম্বের নিম্নোদরে আবৃত সাজ পোশাক উন্মুক্ত করল এবং তারা বৈষ্ণবজনের প্রতি যে অপরাধ করেছে, তার ফলস্বরূপ সেখানে বাস্তবিকই একটি মুষল পেল, যা দিয়ে তাদের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই দৃষ্টান্ত থেকে প্রকাশ পায় যে, কলুষিত সমাজে কপটতার মুষল কোনও দিনই ভক্তসমাজে যেমন শান্তির পরিবেশ দেখা যায়, তেমন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং, ঐ ধরনের কপট আচরণের ফলে অভক্তদের সকল প্রকার অভক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ এবং অবিবেচনাপ্রসূত ভাবধারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েই যায়। যদুকুমারেরা তাদের বিশেষ বংশমর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়েছিল আর তাই তারা নিশ্চয়ই মনে করেছিল যে, যতদিন তাদের নষ্টামি গোপন রাখতে পারবে, ততদিন অন্য কেউ বুঝি ঐ ধরনের কূটবুদ্ধিজাত প্রবঞ্চনা বুঝে উঠতে পারবে না। তা সত্ত্বেও, শ্রীভগবানের ভক্তমণ্ডলীর বিরুদ্ধে তাদের গুরুতর অপরাধের প্রতিফল থেকে তাদের পরিবারবর্গকে তারা রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

শ্লোক ১৮

কিং কৃতং মন্দভাগ্যৈর্নঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ ।
ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুষলং যযুঃ ॥ ১৮ ॥

কিম্—কি; **কৃতং**—করেছি; **মন্দভাগ্যৈঃ**—কী হতভাগ্য; **নঃ**—আমাদের; **কিম্**—কি; **বদিষ্যন্তি**—তারা বলবে; **নঃ**—আমাদের; **জনাঃ**—পরিবার-পরিজন; **ইতি**—এইভাবে বলে; **বিহ্বলিতাঃ**—বিব্রত হয়ে; **গেহান্**—তাদের বাড়িতে; **আদায়**—গ্রহণ করে; **মুষলম্**—মুষলটি; **যযুঃ**—তারা ফিরে গেল।

অনুবাদ

যদুবংশের কুমারগণ বলল, "আহা, আমরা কী করলাম? আমরা কী হতভাগ্য! আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের কী বলবে?" এইভাবে বলতে বলতে দারুণ বিচলিত হয়ে, তারা মুষলটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

শ্লোক ১৯

তচ্চোপনীয় সদসি পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ ।
রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্বযাদবসন্নিধৌ ॥ ১৯ ॥

তৎ—সেই মুষলটি; **চ**—এবং; **উপনীয়**—নিয়ে; **সদসি**—সভাসদদের মাঝে; **পরিম্লান**—সম্পূর্ণ ম্লান; **মুখ**—তাদের মুখ; **শ্রিয়ঃ**—রূপ; **রাজ্ঞে**—রাজাকে; **আবেদয়াং চক্রুঃ**—তারা নিবেদন করল; **সর্ব-যাদব**—সমস্ত যাদবদের; **সন্নিধৌ**—সন্নিধানে, উপস্থিতিতে।

অনুবাদ

সম্পূর্ণ ম্লানমুখে যদুবালকেরা মুষলটিকে রাজসভায় নিয়ে এসেছিল, এবং সমস্ত যাদবদের সামনে তারা রাজা উগ্রসেনকে বলল—কী ঘটনা ঘটেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, '*রাজ্ঞে*' কথাটি রাজা উগ্রসেনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের সম্বোধনে নয়। বালকগুলি তাদের লজ্জা এবং আশঙ্কায় পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনেই যায়নি।

শ্লোক ২০

শ্রুত্বামোঘং বিপ্রশাপং দৃষ্ট্বা চ মুষলং নৃপ ।
বিস্মিতা ভয়সন্ত্রস্তা বভূবুর্দ্বারকৌকসঃ ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বা—শুনে; অমোঘম্—অব্যর্থ; বিপ্রশাপম্—ব্রহ্ম অভিশাপ; দৃষ্ট্বাঃ—দেখে; চ—এবং; মুষলম্—মুগুরটি; নৃপ—হে রাজা; বিস্মিতাঃ—বিস্মিত; ভয়—ভীত; সম্ভ্রান্তা—বিচলিত; বভূবুঃ—তারা হল; দ্বারকা-ওকসঃ—দ্বারকাবাসীরা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দ্বারকাবাসীরা যখন অব্যর্থ ব্রহ্মশাপের কথা শুনল এবং মুষলটি দেখতে পেল, তখন তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং বিস্মিত হয়ে উঠল।

শ্লোক ২১

তচ্চূর্ণয়িত্বা মুষলং যদুরাজঃ স আহুকঃ ।
সমুদ্রসলিলে প্রাস্যল্লোহঞ্চাস্যাবশেষিতম্ ॥ ২১ ॥

তৎ—সেই; চূর্ণয়িত্বা—চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে; মুষলম্—মুষলটি; যদুরাজঃ—যদুরাজা; সঃ—তিনি; আহুকঃ—আহুক (উগ্রসেন); সমুদ্র—সাগর; সলিলে—জলে; প্রাস্যৎ—তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; লোহম্—লৌহের টুকরাগুলি; চ—এবং; অস্য—সেই মুষলটি; অবশেষিতম্—অবশিষ্টাংশগুলি।

অনুবাদ

যদুবংশের রাজা আহুক (উগ্রসেন) স্বয়ং সেই মুষলটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমস্ত লৌহখণ্ডগুলি সমেত সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

তাৎপর্য

রাজা উগ্রসেন মনে করেছিলেন, "সাম্ব বা অন্য কারও পক্ষেই এই নিয়ে কোনও ভয় বা লজ্জা করার দরকার নেই," এবং তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাথে কোনও প্রকার পরামর্শ না করেই মুষলটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে জলে ফেলার মনস্থ করেন এবং সেই সঙ্গে একখণ্ড লোহাও ছিল—যা তিনি তেমন গ্রাহ্য করেননি।

শ্লোক ২২

কশ্চিন্মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ ।
উহ্যমানানি বেলায়াং লগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ ॥ ২২ ॥

কশ্চিৎ—কোনও একটি; মৎস্যঃ—মাছ; অগ্রসীৎ—গ্রাস করেছিল; লোহম্—লোহা; চূর্ণানি—চূর্ণগুলি; তরলৈঃ—ঢেউ; ততঃ—সেখান থেকে; উহ্যমানানি—নিয়ে আসা হয়; বেলায়াম্—সমুদ্রতীরে; লগ্নানি—আটকিয়ে থেকে; আসন্—সেগুলি হল; কিল—অবশেষে; এরকাঃ—নলখাগড়া কাঠি।

অনুবাদ

কোনও একটি মাছ তখন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লোহার খণ্ডটিকে গ্রাস করেছিল এবং লোহার চূর্ণগুলি সমুদ্র তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হয়ে তীরে এসে এরকা নামে এক প্রকার নলখাগড়া কাঠির ঝোপ সৃষ্টি করল।

শ্লোক ২৩

মৎস্যো গৃহীতো মৎস্যঘ্নৈর্জালেনান্যৈঃ সহার্ণবে ।
তস্যোদরগতং লোহং স শল্যে লুব্ধকোহকরোৎ ॥ ২৩ ॥

মৎস্যঃ—মাছটি; **গৃহীতঃ**—ধরা পড়ে; **মৎস্যঘ্নৈঃ**—মৎস্য জীবীদের; **জালেন**—জালের দ্বারা; **অন্যৈঃ সহ**—অন্যান্য মাছের সঙ্গে; **অর্ণবে**—সমুদ্রের মধ্যে; **তস্য**—সেই মাছটির; **উদর-গতম্**—পেটের মধ্যে অবস্থিত; **লোহম্**—লোহার টুকরো; **সঃ**—সে (জরা); **শল্যে**—তার বাণের অগ্রভাগে; **লুব্ধকঃ**—ব্যাধ; **অকরোৎ**—বসিয়ে নিয়েছিল।

অনুবাদ

মৎস্যজীবীদের জালে অন্যান্য মাছের সঙ্গে সমুদ্রের মধ্যে সেই মাছটি ধরা পড়েছিল। মাছটির পেটের মধ্যে সে লোহার খণ্ডটি ছিল, সেটি নিয়ে জরা নামে একজন ব্যাধ তার বাণের অগ্রভাগে তীরের ফলার মতো আটকিয়ে নিয়ে ছিল।

শ্লোক ২৪

ভগবান জ্ঞাতসর্বার্থঃ ঈশ্বরোহপি তদন্যথা ।
কর্তুং নৈচ্ছদ্বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত ॥ ২৪ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **জ্ঞাত**—জানতে পেরে; **সর্বার্থঃ**—সব কিছু বুঝতে পেরে; **ঈশ্বরঃ**—সর্ববিষয়ে প্রতিকারে সক্ষম; **অপি**—যদিও; **তৎ-অন্যথা**—অন্যভাবে; **কর্তুম্**—করতে; **ন ঐচ্ছৎ**—তিনি ইচ্ছা করলেন না; **বিপ্রশাপম্**—ব্রহ্ম অভিশাপ; **কালরূপী**—তাঁর মহাকালরূপী অভিপ্রকাশে; **অন্বমোদত**—সানন্দে অনুমোদন করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত এবং তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করতে সমর্থ হলেও, কিছু করতে চাইলেন না। বরং, শ্রীভগবান তাঁর মহাকালরূপী অভিপ্রকাশের মাধ্যমে সানন্দে ঐ সমস্ত ঘটনাবলী অনুমোদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

সাধারণ লোকে বিস্মিত তথা বিভ্রান্ত হতে পারে যে, শ্রীভগবান তাঁর নিজ বংশধরদের প্রতি অভিশাপ এবং তার ধ্বংসপ্রক্রিয়ায় সানন্দে অনুমোদন জ্ঞাপন করেছিলেন। এখানে *অন্বমোদত* কথাটির প্রয়োগ করে বোঝানো হয়েছে—কোনও বিষয়ে প্রসন্নতা সহকারে অনুমোদন করা হল। আরও উল্লেখ করা হয়েছে—*কালরূপী*—শ্রীকৃষ্ণ মহাকাল রূপে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তাঁর সানন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মশাপ বলবৎ রাখার মনস্থ করেছিলেন, যাতে যথার্থ ধর্মনীতি সুরক্ষিত থাকে এবং কার্ষ্ণ বংশজাত কপট সদস্যকুলের অশোভন অপরাধ প্রবৃত্তি বিধ্বংস হতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জড়জাগতিক প্রকৃতির নিয়মাধীন বদ্ধজীবেরা যে সমস্ত দুঃখকষ্টে জর্জরিত হচ্ছে, তাদের জন্য প্রামাণ্য ধর্মনীতির সংস্থাপনা করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যমুক্ত সেবকরূপে তাদের যথার্থ সত্তায় পুনরধিষ্ঠিত করাই এই জড়জগতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য।

জড়া প্রকৃতির উপর প্রাধান্য তথা কর্তৃত্ব করবার বাসনাতেই জীবগণ এই জড়জগতে আসে, যদিও বাস্তবে জীবমাত্রই কোনও কিছুরই কর্তা বা প্রভু নয়, বরং নিত্যদাস মাত্র। সমগ্র জগৎ আত্মসাৎ করে উপভোগের এই কলুষিত প্রবণতার ফলেই, জীবগণ পারমার্থিক জীবনধারার নীতিলঙ্ঘন করতেও অপপ্রয়াস চালায় যাতে নিত্যকালের ধর্মনীতিগুলি তার নিজের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুকূল হয়ে ওঠে।

অবশ্য, পরমেশ্বর ভগবানের বিধিনিয়মগুলি মান্য করে তাঁকে সন্তুষ্ট করাই যথার্থ ধর্ম। আর তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণকমলে যথার্থ প্রেমভক্তি নিবেদনের সেবাকার্য পুনরুদ্ধার তথা পুনরুজ্জীবিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে স্বয়ং আগমন করে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে তাঁর লীলাবিস্তারের বিপুলাংশই সমাধা করে ফেলেছিলেন এবং তাঁর অন্তর্ধানের জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থাদির এখন আয়োজন করছিলেন। তাই, তিনি বর্তমান যুগের জীবকুলের জন্য এক সুস্পষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় রেখে যেতে অভিলাষ করেছিলেন যে, ধার্মিক ব্যক্তিরূপে পরিচিত যে কোনও মানুষ, শ্রীভগবানের আপন বংশে জন্মলাভের সৌভাগ্য অর্জন করলেও, শ্রীনারদ মুনি প্রমুখ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের প্রাপ্য যথাযোগ্য মান-সম্ভ্রম কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না।

পারমার্থিক বিকাশের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সেবাপরায়ণতার নীতি এমনই অপরিহার্য আচরণ যে, শ্রীভগবান কলিযুগের বদ্ধ জীবদের মনে শুধুমাত্র এই বিষয়টির গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর নিজেরই সমগ্র বংশ ধ্বংসের কারণ ঘটিয়ে অচিন্তনীয় লীলাবৈচিত্র্য প্রদর্শন করে গিয়েছেন।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অন্তর্ধানের পরে যে মহা দুর্যোগ আসবে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর সকলে যাঁকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বীকার করেছেন, সেই মহাবদান্যাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও ঠিক এমনই দুর্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীভগবানের অন্তর্ধানের পরে মানব সমাজে প্রবঞ্চনাময় যে অপধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তা দূর করার উপায়স্বরূপ *শ্রীমদ্ভাগবত* বিবিধ উপদেশাবলীর মাধ্যমে পথ নির্দেশ করেছে।

বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মীদের নিরীশ্বরবাদী মতাবলম্বনের যে বিপুল প্রভাব অভক্তদের গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে অপসম্প্রদায়গুলির সর্বপ্রকার অলীক ভাবধারার মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতে একদা বিস্তারলাভ করেছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মহাবদান্য লীলাবিস্তারের মাধ্যমে তা সবই দূরীভূত করেছিলেন। এইভাবে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি অনুশীলনের দিকে উন্মুখ করে তুলেছিলেন, যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীদের ব্যাপক প্রচারকার্যের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি অনুশীলন ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনও বিষয়ই আলোচনার জন্য অবশিষ্ট থাকেনি। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর রচিত *স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ* শ্লোকে এই বিষয়ে বিশদ অভিব্যক্তি উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তাঁর *কৃষ্ণভজনামৃত* গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে *গৌরাঙ্গনাগরীবাদী, সখীভেকবাদী,* এবং অন্যান্য এগারো প্রকার অপসম্প্রদায়গুলির ধারায় যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসারী বলে দাবী করে থাকে, তাদের ছলনামুখী ধার্মিক-সজ্জার অশুভ বাক্যগুলি শোধন করে শুদ্ধ ভজনের কথা জানিয়েছেন। এই সমস্ত ভণ্ড লোকগুলি ধর্মকথার নামে প্রচ্ছন্নভাবে কপটতা বিস্তার করে থাকে এবং তাদের ছলনাগুলি কৃষ্ণকথা তথা শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভজনরূপে প্রচারিত করে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমনভাবে তাঁর নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ-বিবাদের সূচনা করে স্বীয় বংশ ধ্বংসের আয়োজন করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনভাবেই ঠিক তাঁর অন্তর্ধানের পরে বিবিধ প্রকার মায়াবাদ এবং কর্মবাদের দর্শনতত্ত্বে সারা পৃথিবীকে নিমজ্জিত করে যাওয়ার আয়োজন করেছিলেন।

যে এগারোটি অপসম্প্রদায় গুরু-শিষ্যপরম্পরা ক্রমে প্রচলিত ছিল এবং অন্য আরও যে সমস্ত অপসম্প্রদায় ভবিষ্যতে উদ্ভূত হয়ে নিজেদেরকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ রূপে পরিচয় দিতে পারে কিংবা মহাপ্রভুরই বংশধর বলে ছলনা করতে পারে, তাদের বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি এই কাজ করেছিলেন। সেই সঙ্গে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর আপনজনদের এই সমস্ত ভণ্ডদের অভক্তির কবল থেকে দূরে রাখার আয়োজন করেছিলেন।

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিস্তারের মাধ্যমে প্রকটিত হয়েছিল যে সকল লীলাবৈচিত্র্য, সেইগুলির রহস্যঘন তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। কোনও প্রকার জাগতিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অপ্রাকৃত শরীরের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই অধ্যায়টির সেটাই সারমর্ম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'যদুবংশের প্রতি অভিশাপ' নামক প্রথম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিমি মহারাজের সাথে নবযোগেন্দ্রের সাক্ষাৎ

এই অধ্যায়ে মহারাজা নিমি এবং নয়জন যোগেন্দ্রের মধ্যে আলোচনার পুরানো ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে শ্রীনারদ মুনি বিশ্বস্ত এবং অনুসন্ধিৎসু বসুদেবের কাছে ভাগবত-ধর্ম বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের বিপুল লালসা নিয়ে দেবর্ষি নারদ দ্বারকাতেই অধিকাংশ সময় অবস্থান করতেন। শ্রীভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে বসুদেব এক সময়ে ভগবান অনন্তদেবের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন যাতে তিনি একটি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন, কিন্তু তিনি মুক্তিলাভের জন্য আরাধনা করেননি।

একদা নারদ মুনি বসুদেবের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন বসুদেব তাঁকে যথার্থ ভব্যতা সহকারে অর্চনা করেন, সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানান এবং সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্তিপ্রদায়ী শুদ্ধ প্রেমভক্তি সেবার কথা তাঁর কাছ থেকে শোনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বসুদেবের দৃঢ়চিত্ত বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করে শ্রীনারদ তখন তাঁকে বিদেহ প্রদেশের রাজা নিমির সঙ্গে ভগবান শ্রীঋষভদেবের ন'জন পুত্র যোগেন্দ্রগণের সাথে আলাপচারিতার সুপ্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ছিলেন প্রিয়ব্রত। তাঁর পুত্র ছিলেন আগ্নীধ্র, তাঁর পুত্র ছিলেন নাভি। বাসুদেবের অংশে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান শ্রীঋষভদেব ছিলেন নাভির পুত্র। ঋষভের শতপুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন শ্রীনারায়ণের পরম ভক্ত ভরত, যাঁর নামানুসারে এই পৃথিবীর পূর্বনাম অজনাভবর্ষ পরিবর্তন করে 'ভারতবর্ষ' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। ঋষভদেবের অন্য ন'জন পুত্র 'নব-যোগেন্দ্র' নামে প্রখ্যাত ছিলেন, তাঁরা—কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস, এবং করভাজন। তাঁরা আত্মবিদ্যাবিশারদ, জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সদাসর্বদা সিদ্ধিলাভের অন্বেষণে আবিষ্ট ছিলেন। ঋষভদেবের অন্য ন'জন পুত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম অবলম্বন করেন এবং ভারতবর্ষের অন্তর্গত নয়টি দ্বীপের অধিপতি হন। তাঁর অন্য একাশিজন পুত্র স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়ে উঠে ফলাশ্রয়ী কর্মময় যাগযজ্ঞের পন্থা প্রচার করেন।

ঐ নব যোগেন্দ্রগণ অব্যাহত গতিতে বিচরণের ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন বলে তাঁরা স্বেচ্ছামতো সর্বত্র ভ্রমণ করতেন। তাঁরা ছিলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান

শ্রীমধুসূদনের সাক্ষাৎ পার্ষদ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহাদির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সর্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করতেন। মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর হলেও তা অতি দুর্লভ প্রাপ্তিও বটে। সেই দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করে থাকার সময়ে বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয়ভক্ত সমাজের সঙ্গলাভ করা আরও দুর্লভ। ঐ শ্রেণীর সাধুগণের সঙ্গলাভ ক্ষণার্ধের জন্য হলেও তার মাধ্যমে জীবের সর্বকল্যাণ প্রদান সম্ভব হয়ে ওঠে। সেই কারণে রাজা নিমি নব যোগেন্দ্রবর্গকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করেছিলেন এবং তাঁদের অর্চনা বিধান করে বিনয় সহকারে প্রণিপাত নিবেদন করে তাঁদের কাছ থেকে ভাগবত-বিধান বিষয়ক ধর্মকথা শ্রবণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ভাগবত-ধর্ম তথা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ প্রেমভক্তি নিবেদনের পন্থাই একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে জীবাত্মার পরম সৌভাগ্য অর্জনের সন্ধান পাওয়া যায়। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের সেবায় প্রীত হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকেন।

নিমিরাজার প্রশ্নের উত্তরে নব-যোগেন্দ্রগণের অন্যতম, যাঁর নাম কবি, তিনি বলেন, "পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং পারমার্থিক উন্নতি লাভের এই যে সমস্ত উপায় বর্ণনা করেছেন, সেগুলি পালন করলে নির্বোধ মানুষেরাও অনায়াসে পরিশুদ্ধ আত্ম উপলব্ধির পথ খুঁজে পেতে পারে, সেই উপায়টিকেই বলা হয় ভাগবত-ধর্ম। চিরস্থায়ী অবিনাশী শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবারূপে এই যে ভাগবত-ধর্ম প্রতিভাত হয়েছে, তা সকল জীবের পক্ষেই সর্বপ্রকার ভয় নিবারণে সক্ষম। ভাগবত-ধর্ম পালন করে চলতে থাকলে, মানুষ দু'চোখ বন্ধ করে চলার সময়েও তার কোনও পদস্খলন বা পতন ঘটে না। মানুষ তার দেহ, মন, বাক্য, বুদ্ধি, চিত্ত, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং স্বভাবজাত প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে যা কিছু করে থাকে, তা সবই ভগবান শ্রীনারায়ণেরই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা উচিত। শ্রীভগবানের চরণকমলে আত্মনিবেদনে বিমুখ জীবগণ শ্রীভগবানেরই মায়াশক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভগবৎ-সত্তা বিস্মৃত হয় এবং নিজের অস্থায়ী দেহসত্তার প্রতি জড়জাগতিক আসক্তির ফলে দেহাত্মবুদ্ধির মাঝে আবদ্ধ হয়েই থাকে। জড়জাগতিক নানা প্রকার আসক্তির বশবর্তী হয়ে, তারা নিত্য ভয়ভীত হয়ে জীবন কাটায়। এই কারণেই কোনও একজন সদগুরুর কাছে তাদের সমগ্র প্রাণমন সত্তা সমর্পণ করে শুদ্ধভক্তি সহকারে মায়ার সর্বময় অধিকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা-অর্চনা অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। আহার করার ফলে যেমন মানুষের ক্ষুধা ক্রমশ নাশ হতে থাকে এবং প্রত্যেক গ্রাস আস্বাদনের মাধ্যমে আরও আরও তুষ্টি আর পুষ্টি অনুভব করা যায়, তেমনভাবেই শ্রীভগবানের চরণকমলে

আত্মসমর্পিত ভক্তও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য সকল বিষয় থেকে ক্রমশ নিরাসক্তি অর্জন করার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের প্রত্যক্ষ আস্বাদন একাদিক্রমে উপলব্ধি করতে থাকে।"

তারপরে অন্যতম যোগেন্দ্র হবিঃ ক্রমশ উত্তম, মধ্যম, এবং প্রাকৃত পর্যায়ের ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন লক্ষণাদি বর্ণনা করে বলেছিলেন, "যিনি শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহে শ্রদ্ধাসহকারে বিধিপূর্বক পূজা অর্চনা নিবেদন করেন, কিন্তু বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতি এবং বিষ্ণুবিষয়ক অন্য কোনও বিষয়ে ভক্তিভাব পোষণ করেন না, তিনি জড়জাগতিক ভাবাপন্ন প্রাকৃত ভক্ত। যিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি প্রদর্শন করেন, ভগবদ্ভক্তদের প্রতি সখ্যতা অবলম্বন করেন, এবং শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবজনের বিদ্বেষীদের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। আর যে ব্যক্তি সর্ববিষয়ে পরমেশ্বর ভগবানের অধিষ্ঠান দর্শন করেন এবং শ্রীভগবানের মধ্যেই সব কিছুর অবস্থান উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি উত্তম ভক্ত।"

উত্তম ভগবদ্ভক্তের লক্ষণাদি আটটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, এবং সেই শ্লোকগুলির শেষ শ্লোকে উপসংহারে উল্লেখ আছে যে, উত্তম ভগবদ্ভক্ত আপন হৃদয়মধ্যে প্রণয় রজ্জু দিয়ে শ্রীভগবানকে সর্বক্ষণ বন্ধন করে রাখেন। ভগবান শ্রীহরিও তেমন ভক্তের হৃদয় পরিত্যাগ কখনও করেন না।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব বললেন; **গোবিন্দ**—ভগবান শ্রীগোবিন্দের; **ভুজ**—হাত দিয়ে; **গুপ্তায়াম্**—সুরক্ষিত; **দ্বারবত্যাং**—দ্বারকাপুরীতে; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **অবাৎসীৎ**—বাস করতেন; **নারদঃ**—শ্রীনারদ মুনি; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **কৃষ্ণ-উপাসন**—শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় নিয়োজিত; **লালসঃ**—আকুলভাবে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের লালসা নিয়ে শ্রীনারদমুনি নিরন্তর শ্রীগোবিন্দের বাহুর দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে নিরন্তর বাস করতেন।"

তাৎপর্য

এই স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি ভক্তি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু বসুদেবের কাছে ভাগবত ধর্ম তথা শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। রাজা নিমি

এবং জায়ন্তদের মধ্যে এক আলাপ-আলোচনা শ্রীনারদ মুনি উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *অভীক্ষ্ণং* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রায়শই শ্রীনারদ মুনিকে এখানে-সেখানে বিবিধ লীলাপ্রসঙ্গে, যথা—বিশ্বপ্রসঙ্গে তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠালেও, শ্রীনারদ মুনি বারে বারেই দ্বারকায় বসবাসের জন্য কেবলই ফিরে আসতেন। *কৃষ্ণোপাসন-লালসঃ* শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে অবস্থান করে তাঁর উপাসনায় শ্রীনারদ অতীব আগ্রহী ছিলেন। দক্ষরাজের অভিশাপের ফলে, শ্রীনারদ কখনই এক জায়গায় অধিক সময় অবস্থানের সুযোগ পেতেন না। অবশ্য শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, *ন তস্যাৎ শাপাদেঃ প্রভাবঃ* —দ্বারকাধামে কোনও প্রকার অভিশাপ কিংবা অন্য কোনও প্রকার মন্দভাগ্যের প্রভাব কার্যকরী হয় না, কারণ দ্বারকা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধাম এবং *গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং* শব্দের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সেই ধামটি নিরন্তর শ্রীগোবিন্দ স্বহস্তে সুরক্ষিত রেখেছেন।

জন্ম, মৃত্যু, জরা (বার্ধক্য) এবং ব্যাধির মতো জড় জাগতিক প্রকৃতির নির্মম নিয়মাধীন হয়ে মায়ার রাজ্যে বদ্ধ জীবেরা সংগ্রাম করে চলেছে। তবে জড় জাগতিক নিয়মাবদ্ধ সেই বদ্ধ জীবেরা যদি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দ্বারকা, মথুরা কিংবা বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে, এবং সেখানেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিময় বাহুগুলির প্রত্যক্ষ সুরক্ষাধীনে বসবাস করে, তাহলে তারা নিত্য সত্য এবং শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ সঙ্গ সুখের মাঝে অতিবাহিত করবার যথার্থ জীবনধারার অনন্ত চিন্ময় সুখ উপলব্ধি করবে।

শ্লোক ২

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ।
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥ ২ ॥

কঃ—কে; **নু**—অবশ্য; **রাজন্**—হে রাজা; **ইন্দ্রিয়বান্**—ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন; **মুকুন্দচরণ-অম্বুজম্**—ভগবান শ্রীমুকুন্দের চরণকমল; **ন ভজেৎ**—ভজনা না করে; **সর্বতঃ-মৃত্যুঃ**—সর্বতোভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন; **উপাস্যম্**—উপাসনার যোগ্য; **অমর-উত্তমৈঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্! জড় জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই বদ্ধ জীবগণ মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে। তাই, মহান্ মুক্তপ্রাণ শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিদেরও উপাস্য ভগবান শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দে কোন্ প্রাণী আরাধনা না করে থাকতে পারে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির মধ্যে *ইন্দ্রিয়বান্* শব্দটি উল্লেখযোগ্য অর্থবাহী। *ইন্দ্রিয়বান্* মানে 'ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন'। যদিও আমরা জড়জগতের মাঝে বদ্ধ অবস্থায় রয়েছি, তবু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় একটি মানবদেহ আমরা লাভ করেছি, যাতে চোখ, কান, জিভ, নাক এবং দেহত্বকের মতো সুস্পষ্ট অনুভূতিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদি রয়েছে। সাধারণত বদ্ধ জীবেরা ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে জড়া প্রকৃতিকে করায়ত্ত করবার বৃথা অপচেষ্টায় এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু আমাদের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি এবং সেইগুলির উপভোগ্য সব কিছু লক্ষ্যই অনিত্য অস্থায়ী, তাই শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রদত্ত অস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসামগ্রী নিয়ে আমাদের অস্থায়ী ইন্দ্রিয়াদি তৃপ্ত করার চেষ্টার মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি বা সুখ লাভের সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদিকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য আমাদের কঠোর প্রচেষ্টা অবধারিতভাবেই জড়জাগতিক দুঃখভোগের মতোই ঠিক বিপরীত ফলভোগ সৃষ্টি করে থাকে। কোনও পুরুষ কোনও নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, যৌনতায় উদ্দীপ্ত হয়ে সে তাকে বিবাহ করে, এবং অনতিবিলম্বে একটি পরিবার সৃষ্টি হয়, যেখানে ক্রমবর্ধমান সহযোগের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এইভাবেই মানুষটির নির্দোষ তথা সহজ সরল জীবনধারা শুকিয়ে যায়, এবং তখন সে তার জীবনের অধিকাংশই গাধার মতো কঠোর পরিশ্রম করে তার পরিবারবর্গের দাবিদাওয়া মেটাতে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলমুনি সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন যে, কোনও মানুষ তার সারাজীবন ধরে যে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে থাকে, তাতেও শেষ পর্যন্ত তার পরিবারবর্গ অতৃপ্ত বোধ করতে থাকে, আর যখন পরিশ্রান্ত পিতা বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন তিতিবিরক্ত হয়ে কোনও চাষী যেভাবে বৃদ্ধ এবং অকর্মণ্য বলদদের বোঝা মনে করে, পরিবার পরিজন তাঁকে সেইভাবেই আচরণ করতে থাকে। কখনও বা ছেলেরা তাদের বাবার টাকা পয়সা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে এবং সংগোপনে তাঁর মৃত্যু কামনা করে। আজকাল বয়োবৃদ্ধ পিতা মাতার জন্য সেবাযত্নের ঝঞ্ঝাট নিতে লোকে খুবই বিরক্তি প্রকাশ করে থাকে। এবং তাই কোনও সেবা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের পাঠিয়ে দেয়, তার তথাকথিত স্নেহ ভাজনদের জন্য আজীবন কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সেখানেই তাঁরা নিঃসঙ্গভাবে এবং অবহেলার মাঝে মৃত্যুবরণ করে থাকে। ইংল্যাণ্ডের একজন ডাক্তার বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রস্তাব করেছেন যে, বয়োবৃদ্ধ যে সব মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, আর কোনও কাজেই লাগে না, তাদের জন্য সহজ যন্ত্রণাহীন মৃত্যু ব্যবস্থা আরোপ করা চলে।

আজকাল কিছু লোক জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগে ইচ্ছুক হলেও গার্হস্থ্য জীবন যাপনের অসুবিধা পরিহার করে চলতে চায়, তারা বিবাহের ঝঞ্ঝাট ছাড়াই নারীদের সঙ্গে 'অবাধ' যৌন সংসর্গ উপভোগের চেষ্টা করে থাকে। জন্মনিরোধ এবং গর্ভপাতের মাধ্যমে তারা ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের দায়দায়িত্ব পরিহার করে। এইভাবে তারা কোনও জড়জাগতিক বাধাবিপত্তি ছাড়াই জড় জীবনের ইন্দ্রিয় উপভোগ চরিতার্থতার আশা করে থাকে। অবশ্য প্রকৃতির নিয়মবিধি অনুসারে, ঐ ধরনের মানুষেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি তাদের যথাযথ কর্তব্য পালনে অবহেলার জন্য এবং নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্য সকলের প্রতি নির্বিচারে হিংসামূলক ও কষ্টদায়ক পাপময় কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই পড়ে। অধার্মিক কার্যকলাপের জালে আবদ্ধ হয়ে তারা ক্রমশই তাদের সহজাত শুদ্ধ চেতনা থেকে পথভ্রষ্ট হয় এবং প্রকৃতির বিধিনিয়মগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করবার সমস্ত সামর্থ্য ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে।

তাই এখানে বলা হয়েছে *সর্বতোমৃত্যুঃ*। *মৃত্যু* মানে 'মরণ'। এই মৃত্যু অকস্মাৎ এসে ঐসব দুঃসাহসী ইন্দ্রিয়ভোগী মানুষদের হতচকিত করে দেয়, এবং তাদের জাগতিক সুখ ভোগের সমস্ত কার্যক্রম বানচাল করে দেয়। প্রায়শই ঐ ধরনের মানুষরা বীভৎস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং অকল্পনীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে, যা থেকে মৃত্যু হয়।

যদি কোনও সহৃদয় শুভাকাঙ্ক্ষী এই সব বিষয়গুলি তাকে বুঝিয়ে বাস্তব পরিণামের কথা বলতে চেষ্টা করে, তাহলে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাকে হতাশাবাদী কিংবা কুসংস্কারধর্মী বলে তাকে অপবাদ দিতে থাকে। এইভাবে তারা অন্ধভাবে প্রকৃতির বিধিনিয়মাদি লঙ্ঘন করতেই থাকে, যতক্ষণ না এই বিধি নিয়মাদির ফলেই অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ তাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনার রাজ্য থেকে অধঃপতন ঘটে। পাপময় কর্মফলের অত্যধিক গুরুভারে তারা যথানিয়মেই গভীর দুঃখকষ্টময় পরিস্থিতির মাঝে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। ক্রমশ জীবনের নিকৃষ্টতর প্রজন্মের স্তরে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের স্থূল জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় অনুভূতিগুলির ঊর্ধ্বে যে সমস্ত সচেতনতা রয়েছে, তা ক্রমশ হারিয়ে ফেলতে থাকে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে জড় জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের শোচনীয় পরিণামের বিষয়টি জীবের উপলব্ধি হয়ে থাকে। তখন জড় জাগতিক জীবনের দুঃখ কষ্টে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং অন্য কোনও উচ্চ পর্যায়ের জীবনধারা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে, মানুষ নব্য-বৌদ্ধ দর্শনচিন্তার আশ্রয় নেয় এবং শূন্যবাদ বলতে যা বোঝে, তার মাঝে শান্তি খোঁজে।

কিন্তু শ্রীভগবানের রাজ্যে তো বাস্তবিকই কোথাও শূন্যতা নেই। জড় জাগতিক দুঃখকষ্টের সামনে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শূন্যতার গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার বাসনা জাগে, এটা কোনক্রমেই পরমেশ্বরের যথার্থ ভাবধারা নয়। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমার পায়ে আমি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকি এবং যন্ত্রণার চিকিৎসা না করা যায়, তবে আমি শেষ পর্যন্ত আমার পা কেটে বাদ দিতে রাজী হতে পারি। কিন্তু যন্ত্রণা দূর করে আমার পা ঠিক রাখাই সব চেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত।

ঠিক তেমনই, মিথ্যা অহংকারের ফলে আমরা মনে করি, "আমিই সব বুঝি। আমিই সব'র চেয়ে দরকারি লোক। অন্য কেউই আমার মতো বুদ্ধিমান নয়।" এইভাবে চিন্তা করে, আমরা অবিরাম কষ্ট পাই এবং গভীর উদ্বেগে কষ্ট ভোগ করি। কিন্তু যখনই আমরা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস রূপে স্বীকার করে আত্মশুদ্ধি লাভ করি, তখনই আমাদের অহমিকা গভীর তৃপ্তি লাভ করে।

বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত পরমানন্দময় বিচিত্র চিন্ময় আকাশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগে মগ্ন রয়েছেন। বস্তুত, শ্রীকৃষ্ণ সকল আনন্দের উৎস। জাগতিক তৃপ্তি সুখভোগে মগ্ন মানুষেরা সর্বব্যাপী মৃত্যুর বিধিনিয়মে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু যদি আমরা তার পরিবর্তে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করি, তবে আমরা অচিরেই তাঁর হ্লাদিনীশক্তি তথা পরমানন্দময় সত্তার মাঝে সংযোগ লাভ করতে পারি। আমরা যদি তাঁর প্রামাণ্য প্রতিভূ স্বরূপ কোনও সদগুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করি, তবে অচিরেই আমরা জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। তখন আমরা অযথা শূন্যতার পিছনে ধাবমান না হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় অপরিমেয় চিন্ময় সুখ আস্বাদন করতে সক্ষম হব।

সর্বতোমৃত্যুঃ কথাটি আরও বোঝায় যে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহেই জন্ম এবং মৃত্যু হয়ে থাকে। তাই আমাদের মহাকাশ ভ্রমণ এবং মহাশূন্যের চেতনতা সম্পর্কে ধারণা সবই বৃথা, যেহেতু জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নিত্যসত্য জীবনের অস্তিত্ব নেই।

পরিশেষে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য যা কিছুর সেবায় আত্মনিয়োগের ব্যর্থতা উপলব্ধি করা এবং যা কিছু নিত্য সত্য আর আনন্দময়, তারই সেবায় আত্মনিবেদন করার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করাই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পরম সম্ভাবনা বলে স্বীকার করতে হয়। যদিও আমাদের বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্কীর্ণ, কারণ তা প্রকৃতির নিয়মাধীন, তা সত্ত্বেও কোন্‌টি অস্থায়ী আর অপ্রয়োজনীয় আর কোন্‌টি নিত্যসত্য এবং যথার্থ, তার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শিখে শ্রীমুকুন্দের চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলেই আমরা অসামান্য সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব।

শ্লোক ৩

তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্ ।
অর্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

তম্—তাঁকে; **একদা**—এক সময়ে; **তু**—এবং; **দেব-ঋষিম্**—দেবর্ষি নারদ; **বসুদেবঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জনক বসুদেব; **গৃহ-আগতম্**—গৃহে এসেছিলেন; **অর্চিতম্**—পূজিত হয়েছিলেন; **সুখম্ আসীনম্**—সুখে উপবেশন করেছিলেন; **অভিবাদ্য**—তাঁকে শ্রদ্ধা সহকারে অভিবাদন জানিয়ে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

একদা দেবর্ষি নারদ বসুদেবের বাড়িতে এসেছিলেন। শ্রীনারদ মুনিকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা-অর্চনা জানিয়ে, তাঁকে সুখে উপবেশন করিয়ে, বিনীতভাবে প্রণাম নিবেদনের পর বসুদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীবসুদেব উবাচ

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্বদেহিনাম্ ।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ—শ্রীবসুদেব বলেছিলেন; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ভবতঃ**—আপনার মতো মহাত্মা; **যাত্রা**—আগমন; **স্বস্তয়ে**—কল্যাণের জন্য; **সর্বদেহিনাম্**—সকলের জন্য; **কৃপণানাম্**—অতীব হীনজনেরও; **যথা**—যেমন; **পিত্রোঃ**—পিতার মতো; **উত্তম-শ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে অতি উত্তম শ্লোকাদির মাধ্যমে বন্দনা করা হয়ে থাকে; **বর্ত্মনাম্**—সেই অভিমুখে যাদের যাত্রা সুনিশ্চিত।

অনুবাদ

শ্রীবসুদেব বললেন—হে প্রভু, সন্তানদের কাছে পিতার পরিদর্শনের মতো আপনার এই পরিদর্শন সকল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত। ভগবান উত্তমশ্লোকের মার্গগামী উত্তম ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গে মহা কৃপণগণকেও আপনি বিশেষরূপে সহায়তা প্রদান করেন।

তাৎপর্য

বসুদেব এখানে শ্রীনারদ মুনির মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন। *কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃ শ্লোকবর্ত্মনাম্* কথাগুলি বিশেষ অর্থবহ। *কৃপণানাম্* বলতে বোঝায় অতীব হীনজন, আর *উত্তম শ্লোকবর্ত্মনাম্* বোঝায় বিবিধ শ্রেষ্ঠ শ্লোক দ্বারা বন্দিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

প্রতি ভক্তিমার্গে যাঁরা প্রাগ্রসর হয়ে অতীব সৌভাগ্যবান। শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন, *তথা ভগবদ্রূপস্য ভবতো যাত্রা সর্বদেহিনাং স্বস্তয় ইতি*। *ভগবদ্রূপস্য* কথাটি বোঝায় যে, শ্রীনারদমুনি হলেন পরমেশ্বর ভগবানেরই অংশপ্রকাশ, তাই তাঁর কার্যকলাপ সর্বজীবের পরম কল্যাণ সাধন করে থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে শ্রীনারদ মুনিকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপার সাক্ষাৎ অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি সেবা নিবেদনের রীতিনীতি সম্পর্কে শ্রীনারদমুনি বিশেষভাবে পারদর্শী। বদ্ধজীবেরা তাদের বর্তমান জীবদ্দশায় বিবিধ কর্মকাণ্ডের মাঝেই কোনও প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করেও কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিচর্চার কার্যক্রম সংযোজন করে নিতে পারে, সেই বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে শ্রীনারদ মুনি বিশেষ পারদর্শী।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* (৩/৯/১০) থেকে উদ্ধৃতি সহকারে *কৃপণ* শব্দটির সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। *এতদ্ অক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাসমাল্ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ*—"হে গর্গাচার্যের কন্যা, চির-অভ্রান্ত পরমেশ্বরের কিছুই না জেনে যে জন এই জগৎ পরিত্যাগ করে, তার মতো কৃপণ আর হয় না।" অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা যাতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্যকালের আনন্দময় সুসম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারি, তারই জন্য মানব জীবন আমাদের প্রদান করা হয়েছে।

এই অধ্যায়টির দ্বিতীয় শ্লোকে তাই *ইন্দ্রিয়বান্* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, আমরা যাতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা নিবেদন করতে পারি, সেই কারণেই মানব দেহটি বিশেষভাবে আমাদের প্রদান করা হয়েছে। এই মানবদেহ মহা সৌভাগ্যের পরিচয়, কারণ মানবজীবনের অতীব পরিমার্জিত বুদ্ধিবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের পরম তত্ত্ববিষয়ক মাহাত্ম্য উপলব্ধির পক্ষে আমাদের সহায়তা করে থাকে।

শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্যকালের যে সম্পর্ক, আমরা বুঝতে অক্ষম হলে, এই ইহজীবনের কোনই স্থায়ী সুফল অর্জনে আমরা সক্ষম হব না, এমনকি অন্য সকলকেও শেষ অবধি কোনও প্রকারে মঙ্গলময় করতে পারব না। যারা বিপুল সম্পদ অর্জন করেও তা নিজের কল্যাণে কিংবা অপরের হিতার্থে উৎসর্গ করতে পারে না, তাকেই কৃপণ বলা হয়ে থাকে। তাই, যারা শ্রীভগবানের দাসস্বরূপ সেবকরূপে আপন যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি না করে এই জগৎ পরিত্যাগ করে, তারা নিতান্তই কৃপণ।

এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সেবাভক্তি নিবেদনে শ্রীনারদ মুনি এমনই শক্তিধর যে, তিনি অতীব কৃপণ স্বভাব দুর্জনদেরও তাদের

মোহগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারেন, যেভাবে কৃপাময় পিতা তাঁর সন্তানের কাছে গিয়ে তাকে ভয়াবহ দুঃখজনক দুঃস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তোলেন। আমাদের বর্তমান জড় জাগতিক জীবনধারাও ঠিক একটি বিরক্তিকর দুঃস্বপ্নেরই মতো, যা থেকে শ্রীনারদ মুনির মতো মহাত্মাগণ আমাদের জাগরিত করতে পারেন।

শ্রীনারদ মুনি এমনই শক্তিধর যে, ইতিমধ্যে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনে প্রাগ্রসর হয়েছেন, তাঁরাও শ্রীনারদের পরামর্শাদি শ্রবণ করে বিপুলভাবে তাঁদের পারমার্থিক মর্যাদার বৃদ্ধি বিকাশ করতে পারেন—যে সকল পরামর্শাদি *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধের এই অংশটিতে প্রদান করা হবে। সুতরাং যে সমস্ত জীব মূলত ভগবদ্ভক্ত কিন্তু যারা এখনও মানুষ, পশু ইত্যাদি জড়জাগতিক দেহমধ্যে থেকে জড় জাগতিক পৃথিবীকে ভোগ করার কৃত্রিম অপচেষ্টা করছে, শ্রীনারদমুনি তাদের সকলেরই গুরু এবং পিতার মতো কল্যাণময়।

শ্লোক ৫

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥ ৫ ॥

ভূতানাম্—জীবগণের; **দেবচরিতম্**—দেবতাদের আচরণ; **দুঃখায়**—দুঃখদায়ক; **চ**—এবং; **সুখায়**—সুখদায়ক; **চ**—এবং; **সুখায়**—সুখকর; **এব**—মাত্র; **হি**—অবশ্য; **সাধূনাম্**—সাধুবর্গের; **ত্বাদৃশাম্**—আপনাদের মতো; **অচ্যুত**—চির অভ্রান্ত পরমেশ্বর ভগবান; **আত্মনাম্**—তাঁদেরই আপন আত্মা স্বরূপ স্বীকার করেছেন।

অনুবাদ

দেবতাদের আচরণে প্রাণীদের জীবনে সুখ-দুঃখ উভয়ই ঘটে থাকে, কিন্তু আপনার মতো মহর্ষিদের কার্যকলাপের ফলে সকল জীবেরই সুখ উৎপাদন হয়, কারণ আপনারা চির অভ্রান্ত শ্রীভগবানকেই আপনাদের একাত্মস্বরূপ স্বীকার করেছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীনারদের মতো শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেবতাদের অপেক্ষাও মহত্ত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়া উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (৩/১২) বলা হয়েছে—

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥

"যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রীত হয়ে দেবতারা জীবনের বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়সামগ্রীর ভারপ্রাপ্ত প্রতিভূস্বরূপ তা থেকে মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় প্রদান করে থাকেন। কিন্তু অবশেষে এই সমস্ত কৃপালব্ধ সামগ্রী দেবতাদের প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রত্যার্পিত না হলে অবশ্যই জীবমাত্র চৌর্য অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকে।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ দেবতাদের সম্পর্কে নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন, "দেবতারা জড় জাগতিক বিষয়াদির ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরীরের বিভিন্নাংশরূপে অগণিত সহযোগী স্বরূপ দেবতাদের কাছে জল, আলো, বাতাস এবং অন্যান্য সকল কৃপা গচ্ছিত করা আছে, যা দিয়ে শ্রীভগবানের অগণিত সহযোগীরূপে দেবতারা সমস্ত জীবের শরীর এবং আত্মার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন। মানুষের দ্বারা যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সেই সকল দেবতাদের সন্তোষ এবং অসন্তোষ নির্ধারিত হয়ে থাকে।"

অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীভগবানেরই ব্যবস্থাক্রমে, দেবতাদের সন্তুষ্টিবিধানের ওপরেই জড়জাগতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে থাকে। যদি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অনীহা কিংবা অবহেলার ফলে দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হন, তা হলে তাঁরা মানবজাতির ওপরে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট আরোপ করেন। সাধারণত জড় জাগতিক আবশ্যকতাগুলির অত্যধিক কিংবা অপ্রতুল সৃষ্টি-সরবরাহের রূপ নিয়েই এই সকল দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সূর্যকিরণ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু যদি সূর্য থেকে অত্যধিক তাপ কিংবা অতি অল্প তাপ আসে, তখন আমরা কষ্ট পাই। অত্যধিক কিংবা অত্যল্প বৃষ্টিপাতের ফলেও দুঃখ-কষ্ট লাভ হয়। এইভাবে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সার্থকতা অনুসারেই মানবজাতির ওপরে দেবতাগণ সুখ অথবা দুঃখ প্রদান করে থাকেন।

অবশ্য, এখানে বলা হয়েছে যে, শ্রীনারদমুনির মতো মহাত্মা ব্যক্তিরা সর্বদাই সকল জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে থাকেন।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥

"সাধুর লক্ষণ এই যে, তিনি সহনশীল, কৃপাময় এবং সর্বজীবের সুহৃৎ। তাঁর কোনও শত্রু নেই, তিনি শান্ত, তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, এবং তিনি সকল প্রকার সদ্‌গুণে বিভূষিত।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৩/২৫/২১)

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটির তাৎপর্য নির্ণয়ের মাধ্যমে সাধুর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—"উপরে যে সাধুর বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি ভগবানের

ভক্ত। তাই তাঁর একমাত্র চিন্তা—জীবের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি জাগরিত করা। সেটাই তাঁর করুণা। তিনি জানেন, ভগবদ্ভক্তি ছাড়া মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। ভগবদ্ভক্ত পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রচার করেন, "কৃষ্ণভক্ত হও, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হও। শুধুমাত্র পশুসুলভ প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করে তোমাদের জীবন নষ্ট করো না। মানবজীবনের উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি করা অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করা।"

"সাধু এইভাবে প্রচার করেন। তিনি তাঁর নিজের মুক্তি লাভে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন না। তিনি সর্বদা অন্য সকলের কল্যাণ চিন্তা করেন। সমস্ত অধঃপতিত জীবের প্রতি তিনি বিশেষ কৃপাময়। তাই তাঁর অন্যতম গুণবৈশিষ্ট্য 'কারুণিক', অর্থাৎ অধঃপতিত জীবগণের প্রতি করুণাময়। প্রচারকার্যে নিয়োজিত থাকার সময়ে তাঁকে বহুবিধ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, এবং তাই সাধু বা ভগবদ্ভক্তকে অত্যন্ত সহনশীল হতে হয়। কখনও কেউ তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে পারে, কারণ বদ্ধজীবেরা ভগবদ্ভক্তির দিব্য জ্ঞান গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তাই ভগবানের বাণীর প্রচার তারা পছন্দ করে না—সেটি তাদের ব্যাধি।

"এই ধরনের ভগবৎ-বিরোধী মানুষদের কাছে ভগবদ্ভক্তির উপযোগিতা সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বক্তব্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে অনলসভাবে সাধুরা প্রশংসার আশা না করেই কাজ করে চলেন। কখনও বা ভক্তদের শারীরিক নির্যাতন তথা আক্রমণ করাও হয়ে থাকে। যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। হরিদাস ঠাকুরকে বাইশটি বাজারের মধ্যে চাবুক মারা হয়েছিল, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান সহযোগী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জগাই এবং মাধাই প্রহারও করেছিল।

"কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তা সহ্য করেছিলেন, যেহেতু পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করাই তাঁদের মহান ব্রত ছিল। সাধুর অন্যতম গুণবৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি হন অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং অধঃপতিত সমস্ত জীবকুলের প্রতি কৃপাময়। তিনি সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই কৃপাময় হয়ে থাকেন। তিনি কেবলমাত্র মানব সমাজেরই কল্যাণকামী, তা নয়—তিনি পশু সমাজেরও কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। এখানে বলা হয়েছে যে, *সর্বদেহিনাম্* অর্থাৎ জড়জাগতিক দেহধারী সকল প্রাণীর প্রতিই সাধুরা কল্যাণকামী হন। কেবল মানুষই জড়জাগতিক শরীর পেয়েছে, তা নয়, কুকুর, বেড়ালের মতো প্রাণীরাও জড়জাগতিক দেহ লাভ করেছে। কুকুর, বেড়াল, গাছপালা প্রভৃতি সকলের প্রতি ভগবদ্ভক্ত কৃপাময় হয়ে থাকেন। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি এমনভাবে আচরণ করেন যাতে তারা শেষ অবধি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম শিবানন্দ সেন তাঁর দিব্য আচরণের মাধ্যমে একটি কুকুরকে পর্যন্ত মুক্তিপ্রদান করতে পেরেছিলেন। সাধুসঙ্গের ফলে কুকুরেরও ইহজীবনের দুঃখবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের বহু দৃষ্টান্ত আছে, কারণ সাধুজন সমস্ত জীবের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকারের ব্রত সাধনে আত্ম নিয়োজিত থাকেন। যদিও সাধুব্যক্তি কারও প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে থাকেন না, তা সত্ত্বেও এই জগৎ এমনই অকৃতজ্ঞ যে, কোনও সাধুব্যক্তিরও অনেক শত্রু হয়ে যায়।

"শত্রু এবং মিত্রের মধ্যে কী পার্থক্য? সেটি নিতান্তই আচরণের পার্থক্য মাত্র। বদ্ধ জীবগণের জড়জাগতিক বন্ধন মোচনের জন্যই সাধুগণ তাদের সঙ্গে যথাযথ কৃপাময় আচরণ করে থাকেন। তাই বদ্ধ জীবের মুক্তির জন্য সাধুর চেয়ে বড় কোনও বন্ধু হতে পারে না। সাধুর স্বভাবই শান্ত। তিনি শান্তভাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে শাস্ত্রাদির বিধিনিয়ম পালন করে থাকেন। সাধু বলতে বোঝায়—যিনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করেন এবং যিনি শ্রীভগবানের ভক্ত। যিনি বাস্তবিকই শাস্ত্রাদির নির্দেশ পালন করেন, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভক্ত হয়ে থাকেন। কারণ পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করতে সমস্ত শাস্ত্রেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সাধু বলতে বোঝায়—যিনি শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি মেনে চলেন এবং একজন ভগবদ্ভক্ত। এই সমস্ত গুণবৈশিষ্ট্য ভক্তজনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ভগবদ্ভক্তের মধ্যে দেবতাদের মতোই সদ্‌গুণাবলী প্রতিভাত হতে দেখা যায়, অথচ ভগবদ্বিদ্বেষী লোকেরা যতই বিদ্যাবুদ্ধিতে গুণবান হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক উপলব্ধির দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করলে বাস্তবিকই তাদের কোনও সদ্‌গুণাবলী কিংবা কল্যাণকর যোগ্যতা থাকে না।"

সুতরাং বসুদেব 'সাধু' শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রীনারদ মুনির বৈশিষ্ট্য বর্ণনার প্রয়াস করেছিলেন, যাতে বোধগম্য হয় যে, দেবতাদের চেয়েও ভগবদ্ভক্তের মর্যাদা অনেক বেশি।

শ্লোক ৬

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্ ।
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৬ ॥

ভজন্তি—ভজনা করে; **যে**—যারা; **যথা**—যেভাবে; **দেবান্**—দেবতাদের; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **অপি**—ও; **তথা এব**—ঠিক সেই মতো; **তান্**—তাদের; **ছায়া**—ছায়া; **ইব**—মতো; **কর্ম**—জড় জাগতিক কর্ম এবং তার ফলাফল; **সচিবাঃ**—কর্মীগণ; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **দীন-বৎসলাঃ**—পতিত জনের প্রতি কৃপাময়।

অনুবাদ

মানুষ যেভাবে দেবতাদের আরাধনা করে, দেবতারাও সেইভাবে অনুরূপ ফল প্রদান করে থাকেন। মানুষের ছায়ার মতোই, দেবগণও কর্মের তারতম্য অনুসারে কৃপা করেন, কিন্তু সাধুগণ বাস্তবিকই সকল ক্ষেত্রেই পতিত দীনজনের প্রতি কৃপাময় থাকেন।

তাৎপর্য

ছায়েব কর্মসচিবাঃ শব্দ কয়টি এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। *ছায়া* মানে 'প্রতিরূপ'। শরীরের ছায়া যথাযথভাবেই শরীরের গতিপথ অনুসরণ করে থাকে। শরীরের গতিপথের ভিন্নদিকে চলবার কোনও ক্ষমতা ছায়ার থাকে না। ঠিক সেইভাবেই এখানে বলা হয়েছে যে, *ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্*—দেবতাগণ জীবদের যা কিছু ফলাফল প্রদান করে থাকেন, সেই সবই জীবগণের কর্মফলের যথার্থ অনুরূপ হয়েই থাকে। কোনও জীবকে সুখ এবং দুঃখ দিতে হলে যথার্থভাবে তার বিশেষ কর্ম প্রক্রিয়া অনুযায়ী তা করবার জন্যই দেবতাগণ শ্রীভগবানের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। ছায়া যেমন স্বেচ্ছায় চলতে পারে না, দেবতারাও তেমনই স্বেচ্ছামতো জীবকে শাস্তি বা পুরস্কার দিতে পারেন না। যদিও পৃথিবীতে দেবতারা মানুষের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণে বেশি শক্তিমান, তবু শেষ পর্যন্ত শ্রীভগবানেরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দাসমাত্র, যাদের শ্রীভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তার ভূমিকা পালনের অধিকার দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীভগবানের অন্যতম এক শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীপৃথু মহারাজ বলেছেন যে, দেবতারাও যদি শ্রীভগবানের বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁরাও শাস্তি ভোগের যোগ্য হন। অপরপক্ষে, নারদ মুনির মতো ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের ফলপ্রদ প্রচারকার্যের মাধ্যমে কোনও জীবের কর্মযোগের মধ্যে তাকে উপদেশ প্রদান করে তার ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্ম এবং বৃথা জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনে আকৃষ্ট করতেও পারেন।

জড়জাগতিক জীবনে মানুষ অজ্ঞতার অধীন হয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে থাকে। তবে কেউ যদি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্যে এসে শ্রীভগবানের নিত্য সেবকরূপে নিজের যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে, তা হলে সে শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করে জীবন ধন্য করতে শেখে। ঐভাবে ভক্তিসেবা নিবেদনের মাধ্যমে, মানুষ জড় জগৎ থেকে তার আসক্তি ফিরিয়ে নিতে পারে এবং তার প্রারব্ধ কর্মফলগুলি নস্যাৎ করতে পারে, আর তখন আত্মনিবেদিত জীবরূপে সে শ্রীভগবানের সেবা

কর্মে অনন্ত চিন্ময় স্বাধীনতা উপভোগের সৌভাগ্য অর্জন করে। এই সম্পর্কে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৫৪) উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি ।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভগবদ্ভক্তিরসাশ্রিত সকলেরই সকাম ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের মূল অবধি যিনি দহন করে থাকেন, দেবরাজ ইন্দ্র এবং তাঁর আশ্রিত ক্ষুদ্র কীটকেও যিনি প্রারব্ধ কর্মফলের ধারাবাহিকতা অনুসারে নিরপেক্ষভাবে যথাযোগ্য ফল প্রদান করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের আমি ভজনা করি।" দেবতাগণও তাঁদের নিজ নিজ কর্মফলের নিয়মাধীন থাকেন, অথচ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত জড়জাগতিক ভোগ বাসনা পরিহার করার মাধ্যমে সার্থকভাবে সকল কর্মফলই ভস্মীভূত করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় ভক্তিসেবা নিবেদনে আত্মসমর্পিত জীবরূপে নিয়োজিত না থাকলে কোনও মানুষকেই যথার্থভাবে নিষ্কাম অর্থাৎ সকল প্রকার আত্মসুখ সম্পর্কিত ক্রিয়াকর্ম থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত জীবরূপে গণ্য করা যেতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত কোনও জড়জাগতিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ দান ধ্যান তথা সর্বজনকল্যাণকর নানা ধরনের কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করে থাকতে পারে এবং এই উপায়ে নিজেকে একজন স্বার্থশূন্য কর্মী বলে জাহির করতে পারে। ঠিক সেইভাবেই শ্রীভগবানের নিরাকার ব্রহ্ম সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়ার চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য মানসিক ক্রিয়াকর্মে নিমগ্ন হয়ে থাকে, তারাও নিজেদের স্বার্থশূন্য অথবা কামনাবর্জিত মানুষ বলে জাহির করে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অবশ্য মনে করেন যে, ঐ শ্রেণীর কর্মীরা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের 'স্বার্থশূন্যতা' বলতে যা বোঝায়, সেই ধরনের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে তারা বাসনার দাস মাত্র। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রীভগবানের নিত্য দাস রূপে তাদের মর্যাদা তারা ঠিকভাবে বোঝেনি। সর্বজনহিতকারী কর্মী বৃথাই নিজেকে মানবসমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করে, যদিও সে বাস্তবিকই অন্য কারও যথার্থ উপকার করতে অক্ষম, কারণ জড় জাগতিক অস্তিত্বের অনিত্য মায়ার বাইরেও যে নিত্য সুখ-আনন্দ এবং চিন্ময় জ্ঞানের অস্তিত্ব রয়েছে, সেই বিষয়ে সে অনভিজ্ঞ।

ঠিক তেমনই, জ্ঞানী মানুষ যেমন নিজেকেই ভগবান বলে জাহির করে এবং অন্য সকলকেও শ্রীভগবানের মতো হয়ে ওঠার ডাক দেয়, আসলে জড়া প্রকৃতির বিবিধ নিয়মের জালে ঐসব দেবতারাও কেমন করে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, সে কথা সেই জ্ঞানীমানুষ বোঝাতে দ্বিধা করে।

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেম-ভালবাসার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেই শ্রীভগবানের মতো কোনও ধরনের মান-মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যেই কিছু কিছু মানুষ ভগবান হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সর্ববিষয়ে পরমেশ্বরের সমকক্ষ হয়ে ওঠার প্রয়াস নিতান্তই অন্য এক ধরনের জড় জাগতিক স্থূল প্রচেষ্টা তথা বাসনা মাত্র। তাই, কর্মীরা এবং জ্ঞানীরা তাদের নিজেদের বাসনাদি কৃত্রিম পন্থায় পরিপূরণের চেষ্টায় অতৃপ্ত হওয়ার ফলেই পতিত জনের প্রতি বাস্তবিকই যথার্থ কোনও দয়াদাক্ষিণ্য দেখাতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীমধ্বাচার্য *'উদ্দামসংহিতা'* উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

সুখম্ ইচ্ছন্তি ভূতানাং প্রায়োদুঃখাসহানৃণাম্ ।
তথাপি তেভ্যঃ প্রবরা দেবা এব হরেঃপ্রিয়াঃ ॥

"ঋষিগণ সকল জীবের সুখ আকাঙ্ক্ষা করেন এবং প্রায়শই মানুষের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীহরির পরম প্রিয় বলেই দেবতাগণ এই বিষয়ে শ্রেয়জন।" কিন্তু যদিও শ্রীমধ্বাচার্য কৃপাময় ঋষিকুলেরও ঊর্ধ্বে দেবতাদের উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তবে শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, *সাধবঃ তু ন কর্মানুগতাঃ*—সাধুগণ বাস্তবিকই দেবতাদের চেয়েও উত্তম, কারণ সাধুরা বদ্ধজীবগণের সৎ কিংবা অসৎ সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ নির্বিশেষেই তাদের প্রতি কৃপাময় হয়ে থাকেন।

শ্রীমধ্বাচার্য এবং শ্রীজীব গোস্বামীর মধ্যে এই যে আপাতদৃষ্ট মতভেদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, শ্রীমধ্বাচার্যের ভাষ্যের *'ঋষি'* অর্থাৎ 'মুনি' শব্দটি কর্মী এবং জ্ঞানী মানুষদের মাঝে তথাকথিত 'সাধুব্যক্তি' বলতে যে সমস্ত সৎ প্রকৃতির মানুষ রয়েছেন, তাঁদের বোঝানো হয়েছে। সাধারণ শ্রেণীর সকাম কর্মফললোভী কর্মী-মানুষেরা এবং দার্শনিক জল্পনা-কল্পনাশ্রয়ী তত্ত্ববিদেরা অবশ্যই নিজেদেরকে পবিত্র পুণ্য নীতিবাগীশ এবং জনহিতকর কর্মকাণ্ডের শিখরে বিরাজমান বলে বিবেচনা করে থাকে। তা সত্ত্বেও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে তারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ বলেই তারা কখনই শ্রীভগবানের ভক্তজনস্বরূপ ঐ সব দেবতাদের সমগোত্রীয় বলে বিবেচিত হতে পারে না এবং তারা জানেও না যে, সমস্ত জীবমাত্রই শ্রীভগবানের নিত্যদাস।

এমন কি, ঐ সমস্ত দেবতাদের কখনই শ্রীনারদ মুনির মতো শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতেই পারে না। ঐ ধরনের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ জীবনের চরম সার্থক সিদ্ধি লাভের ক্ষেত্রে ধার্মিক এবং অধার্মিক সমস্ত বদ্ধ জীবকে পথনির্দেশ করতে সক্ষম—শুধুমাত্র ঐ সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের আদেশগুলি নিষ্ঠাভরে মেনে চললেই হয়।

শ্লোক ৭

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্মান্ ভাগবতাংস্তব ।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্যো মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও (যদিও আপনার দর্শন লাভেই আমি কৃতার্থ হয়েছি); **পৃচ্ছামঃ**—আমি প্রশ্ন করছি; **ধর্মান্**—ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে; **ভাগবতান্**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ব্যবস্থিত; **তব**—আপনার কাছ থেকে; **যান্**—যে সকল; **শ্রুত্বা**—শ্রবণের মাধ্যমে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহকারে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল; **মুচ্যতে**—মুক্তি পেয়ে থাকেন; **সর্বতঃ**—সর্ব বিষয়ে; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, যদিও শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, তা সত্ত্বেও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্তব্যকর্ম আছে, সেইগুলি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। যে কোনও মর্ত্যজীব শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সহকারে ঐ সকল বিষয়ে শ্রবণ করলে সকল প্রকার ভয় হতে পরিত্রাণ লাভ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, বসুদেবকে উপদেশ প্রদানে শ্রীনারদমুনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের জনকরূপে বসুদেবের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বোধ জাগ্রত ছিল। শ্রীনারদ মুনি সম্ভবত চিন্তা করেছিলেন যে, বসুদেব যেহেতু ইতিপূর্বেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে সার্থকতা অর্জন করেছেন, তাই ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। তাই, শ্রীনারদ মুনির সম্ভাব্য অনীহা অনুমান করে, বসুদেব বিশেষভাবে শ্রীনারদ মুনিকে অনুরোধ করেন—তিনি যেন কৃষ্ণভক্তি সেবামূলক বিষয়ে তার কাছে অভিব্যক্ত করেন। এটাই শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত নিজেকে কখনই মহান ব্যক্তি বলে মনে করেন না। বরং, বিনম্রভাবেই তিনি অনুভব

করে থাকেন যে, তাঁর ভক্তিসেবা অতি অসম্পূর্ণ, তবে যেভাবেই হোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশে, ঐ ধরনের অসম্পূর্ণ সেবাও গ্রহণ করছেন। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"পথের পাশে একখণ্ড তৃণ (ঘাস) অপেক্ষাও যিনি নিজেকে দীনহীন মনে করেন, শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ করতে তিনিই পারেন। বৃথা মান-অভিমানের সকল মনোভাব বর্জন করে, অন্য সকলকে সর্ব প্রকারে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মানুষকে একটি গাছের চেয়েও সহনশীল হতে হবে।" (শিক্ষাষ্টক ৩)

এই জড় জাগতিক পৃথিবীর মাঝে বদ্ধ জীবেরা তাদের পারিবারিক সূত্রে অর্জিত মর্যাদা নিয়ে বৃথাই গর্ববোধ করে থাকে। এই গর্ববোধ বৃথা, কারণ সর্বোত্তম পরিবেশে জন্ম নিলেও, জড়জাগতিক পৃথিবীতে যে কেউ জন্মগ্রহণ করে, তাকে অধঃপতিত অবস্থায় থাকতে হয়।

বসুদেব অবশ্যই অধঃপতিত ছিলেন না, যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরিবারভুক্ত সন্তানরূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা ছিলেন বলেই, তাঁর মর্যাদা ছিল সুমহান, তা সত্ত্বেও, শুদ্ধভক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁর বিশেষ আত্মীয়তার সম্পর্ক বিষয়ে অহঙ্কার বোধ করেননি। বরং পারমার্থিক উপলব্ধির উদ্দেশ্যে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে, তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের ক্ষেত্রে শ্রীনারদ মুনির মতো মহান প্রচারকের আবির্ভাবের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছ থেকে ভক্তিসেবার বিষয়ে নিয়োজিত ভক্তজনের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে চেয়েছিলেন।

নির্বিশেষবাদী নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী মানুষদের বৃথা জ্ঞানাভিমানের চেয়ে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের অতুলনীয় বিনয়নম্র স্বভাব অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ। নির্বিশেষবাদী মানুষ নিজেকে শ্রীভগবানের সমকক্ষ মনে করে এবং নম্রস্বভাবসম্পন্ন সাধুজনের বাহ্যিক আচরণ রপ্ত করে শ্রীভগবানের মতো হয়ে উঠতে চায়।

শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছু দেখলে ভয় জাগে (*দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ*)। এটি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। সব কিছুই বাস্তবিকপক্ষে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই অভিপ্রকাশ। সেই কথা *বেদান্তসূত্রে* (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) উল্লেখ করা আছে। সেই ভাবটি *ভগবদ্গীতার* মধ্যেও (*অহং সর্বস্য প্রভবঃ, বাসুদেবঃ সর্বমিতি* ইত্যাদি শ্লোকে) প্রতিপন্ন করা হয়েছে।' শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকটি জীবেরই শুভানুধ্যায়ী বন্ধু (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*)।

যদি কোনও জীব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে উপেক্ষা করবার ভ্রান্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তবে সুনিশ্চিতভাবেই সে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার নিত্য সম্পর্কের বিষয়ে দৃঢ়চিত্ত হয়ে ওঠে। আত্মসমর্পিত জীব বাস্তবিকই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ তার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, এবং যেহেতু সেই বন্ধুটি সকল অস্তিত্বের পরম একচ্ছত্র নিয়ন্তা, তাই, অবশ্যই, কোনও ভয়েরই কারণ নেই। ধনী মানুষের ছেলে অবশ্যই তার পিতার সম্পত্তি অবাধে ঘুরে-ফিরে দেখবার সময়ে আত্মবিশ্বাস উপলব্ধি করতে থাকে।

ঠিক তেমনই, কোনও দেশের সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি তার কর্তব্য সম্পাদনে ভরসা পায়। সেইভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধির মতো কাজ করবার সময়ে কোনও কৃষ্ণভক্ত ভরসা বোধ করেন, কারণ তিনি প্রতিমুহূর্তে বুঝতে পারেন যে, সমগ্র জাগতিক এবং চিন্ময় সৃষ্টি সবই তাঁর কল্যাণময় প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

অবশ্যই কোনও অভক্ত মানুষ শ্রীকৃষ্ণের পরম শ্রেষ্ঠ মর্যাদা অস্বীকার করে এবং সে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কিছু ভিন্ন চিন্তা কল্পনা করতে থাকে। যেমন, কোনও সরকারী কর্মচারী যদি মনে করে যে, সামনে কোনও বিপজ্জনক বাধা রয়েছে, যেটি সরকারী ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে না, তখন সে ভয় পায়। যদি কোনও শিশু মনে করে যে, এমন একটি শক্তি সামনে রয়েছে, যেটি তার বাবাও সরাতে পারবে না তখন সে ভয় পায়।

তেমনই, আমরা যেহেতু কৃত্রিম চিন্তা করতে থাকি যে, সৃষ্টির মাঝে এমন কিছু আছে, যেটি কল্যাণময় ভগবানে নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, আমরা তাই ভয় পাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও দ্বিতীয় সত্তা বা বস্তুর ধারণাকে শাস্ত্রে বলা হয়েছে *দ্বিতীয়াভিনিবেশ*, এবং এইটাই অচিরে ভয় নামক বাহ্যিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় *অভয়ঙ্কর*, যার মানে তাঁর ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে সমস্ত ভয় তিনি বিনাশ করেন।

কখনও বা সুপণ্ডিত বলে অভিহিত মানুষ বহুদিন, বহু বছর ধরে নির্বিশেষবাদী নিরাকার ব্রহ্মের বিষয়ে কল্পনাবিলাস করে এবং জড় জাগতিক বিবিধ ভোগ-উপভোগের পরে, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ভয়ভীত এবং উদ্বেগাকুল হয়ে দিনযাপন করতে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই ধরনের সংশয়াপন্ন দার্শনিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের সঙ্গে *ছান্দোগ্য উপনিষদে* বর্ণিত আবদ্ধ শকুন পাখির তুলনা করেছেন। ভয়মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে, এই ধরনের দার্শনিক চিন্তাবিলাসীরা

দুর্ভাগ্যক্রমে কল্পনাশ্রিত মুক্তি (*বিমুক্তমানিনঃ*) লাভের ভ্রান্তিবিলাস করতে থাকেন এবং নির্বিশেষ নিরাকার চিন্ময় সত্তা বা শূন্যতার মধ্যে আশ্রয় লাভের অপচেষ্টা করেন।

কিন্তু *ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে, *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরংপদং ততঃ /পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়*—যেহেতু ঐ সমস্ত কল্পনাবিলাসীরা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সাথে তাদের নিত্যকালের চিন্ময় সম্বন্ধ-সম্পর্কের সত্য পরিহারের মতো মূল ভ্রান্তি সংশোধন করেনি, তাই পরিশেষে তাদের কল্পিত মুক্তির পথে অধঃপতিত হয়, তার ফলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে দিনযাপন করতে থাকে।

অবশ্য, বসুদেব কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান আহরণে বিশেষ উদ্‌গ্রীব, তাই তিনি বলেছেন—*যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্যো মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ*—শুধুমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে শ্রবণের মাধ্যমেই বদ্ধ জীব নিজেকে সকল প্রকার ভয় থেকে সহজেই মুক্ত করতে পারে, এবং এই অপ্রাকৃত মুক্তি অবশ্যই নিত্যকালের মতো লাভ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৮

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্ ।
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া ॥ ৮ ॥

অহম্—আমি; **কিল**—অবশ্য; **পুরা**—পুরাকালে; **অনন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি অনন্ত; **প্রজা-অর্থঃ**—সন্তান আকাঙ্ক্ষায়; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **মুক্তিদম্**—মুক্তিদাতা ভগবান; **অপূজয়ম্**—আমি পূজা করেছিলাম; **ন মোক্ষায়**—মোক্ষ লাভের জন্য নয়; **মোহিতো**—বিমোহিত; **দেব-মায়য়া**—শ্রীভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

এই পৃথিবীতে আমার বিগত এক জন্মে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের আরাধনা করেছিলাম, কারণ তিনি একমাত্র মুক্তি প্রদান করতে পারেন, তবে যেহেতু আমি একটি সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তাই মুক্তি লাভের জন্য তাঁকে আরাধনা করতে পারিনি। ঐভাবে শ্রীভগবানের মায়ায় আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *কিল* (অর্থাৎ 'অবশ্যই সত্য কথা', 'বলা হয়ে থাকে', কিংবা 'সর্বজনবিদিত') শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীভগবান যখন চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুরূপে কংসের কারামধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন বসুদেবকে শ্রীভগবান যা বলেছিলেন,

তা তিনি স্মরণ করছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, বসুদেবের যে উদ্বেগ *অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া* শব্দগুলির মাধ্যমে এই শ্লোকটিতে অভিব্যক্ত হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যদুবংশের বিরুদ্ধে পিণ্ডারকের ব্রাহ্মণদের অভিশাপের কথা তিনি শুনেছিলেন এবং তিনি এই অভিশাপ থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই পৃথিবী থেকে শ্রীভগবানের অন্তর্ধান আসন্ন হয়েছে। বসুদেব বুঝেছিলেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে শ্রীভগবানের প্রকটলীলাবৈচিত্র্য সমাপ্ত হতে চলেছে, এবং তিনি এখন অনুতাপ ব্যক্ত করছেন যে, ইতিপূর্বে তিনি কৃষ্ণভজনার সুযোগ সুবিধার উপযোগিতা সরাসরি গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তনের কোনও অবকাশ কাজে লাগাননি।

বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে বসুদেব *মুক্তিদম্* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। *মুক্তিদম্* কথাটি 'মুকুন্দ' নামের সমতুল্য, অর্থাৎ যে পরম পুরুষ জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, জাগতিক হিসাবে দেবতাদের আয়ুষ্কাল অচিন্তনীয়ভাবেই সুদীর্ঘ হলেও তাঁরাও জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ থাকেন। একমাত্র সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানই বদ্ধ জীবকে তার প্রারব্ধ পাপময় কর্মফল থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারেন এবং তাকে সচ্চিদানন্দময় নিত্যসুখ ও যথার্থ জ্ঞান আহরণের যোগ্য করে থাকেন।

বসুদেব আক্ষেপ করেছেন যে, চিদাকাশে শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে ভগবদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের আলয়ে প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ না করে তিনি বাসনা করেছিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্ররূপে তাঁর কাছে আসেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের মধ্যে এই ঘটনাটি সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সুদৃঢ়ভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, শ্রীভগবানকে আমাদের পুত্ররূপে এই পৃথিবীর মাঝে তাঁকে নিয়ে আসার চেষ্টা না করে বরং ভগবদ্ধামে আমাদের নিজ নিকেতনে ফিরে যাওয়ার বাসনা করাই উচিত। তা ছাড়া আমরা সুতপা এবং পৃশ্নির মতো পূর্ব জন্মগুলিতে সহস্র সহস্র দিব্য বৎসর যাবৎ কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধনের ব্যর্থ অনুকরণ করতেও পারব না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, "যদি আমরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে এই জড় জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে আমাদেরই মতো একজন মানুষের মতো পেতে চাই, তা হলে তার জন্য বিপুল সাধনার প্রয়োজন হয়, কিন্তু যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে চাই (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*), তা হলে শুধুমাত্র তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁকে

ভালবাসাই আমাদের দরকার। শুধুমাত্র প্রেম-ভালবাসার অনুশীলনের মাধ্যমেই অতি সহজেই আমরা নিজ নিকেতনে, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছেন, যার ফলে মানুষ 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্র জপকীর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণধামে ফিরে যেতে পারবে। কঠোর সাধনা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের কৃত্রিম প্রচেষ্টা অপেক্ষা বর্তমান যুগে এই জপকীর্তনের পদ্ধতিই বেশি ফলপ্রদ। শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধান্ত করেছেন, "তাই, বহু হাজার বছর ধরে কাউকে কঠোর সাধনার কৃচ্ছ্রসাধন করবার দরকার হয় না। মানুষকে শুধুমাত্র শিখতে হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে প্রেম ভালবাসা নিবেদন করতে হয় এবং ভগবৎ সেবায় সকল সময়ে নিয়োজিত থাকতে হয় (*সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*)। তা হলেই মানুষ অনায়াসেই নিজ আলয় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। কোনও একটি পুত্র লাভ কিংবা অন্য কোনও কিছু প্রাপ্তির আশা নিয়ে, কোনও জাগতিক উদ্দেশ্য পূরণের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানকে এখানে না নিয়ে এসে, তাঁকে পুত্র বা অন্য কোনওভাবে লাভের বাসনা না করে, আমরা যদি নিজ আলয়, ভগবদ্ধামে ফিরে যাই, তা হলে শ্রীভগবানের সাথে আমাদের যথার্থ সম্পর্ক-সম্বন্ধটি উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং নিত্যকালের জন্য আমাদের মধ্যে চিরন্তনী ভগবৎসম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারি। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপকীর্তনের মাধ্যমে, ক্রমশ আমরা পরমেশ্বর ভগবানের সাথে আমাদের চিরকালের চিন্ময় সম্পর্ক গড়ে তুলতে শিখি আর তার ফলে *স্বরূপসিদ্ধি* নামে অভিহিত সার্থক সিদ্ধিলাভ করি। এই আশীর্বাদস্বরূপ পন্থাটির সুযোগ আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং আমাদের নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নিতে পারি।' (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৩/৩৮ তাৎপর্য)

যদিও বসুদেব এবং দেবকী বাসনা করেছিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পুত্র হন, তবু বুঝতে হবে যে, তাঁরা কৃষ্ণপ্রেমের উচ্চ পর্যায়ে নিত্যস্থিত ভক্তরূপে বিরাজমান ছিলেন। যেমন শ্রীভগবান স্বয়ং বলেছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৩/৩৯) *মোহিতৌ দেবমায়য়া*—তাঁর শুদ্ধ ভক্তরূপে বসুদেব এবং দেবকীকে শ্রীভগবান তাঁরই নিজ মায়াপ্রভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে (৪/১/২০) মহর্ষি অত্রি মুনি শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, *প্রজাম্ আত্মসমাং মহ্যং প্রযচ্ছতু*—"কৃপা করে ঠিক আপনার মতো একটি পুত্র প্রদানের অনুগ্রহ করুন।" অত্রি মুনি বলেছিলেন, তিনি শ্রীভগবানেরই মতো *অবিকল* একটি পুত্র লাভ করতে চান, এবং সেই কারণেই তাঁকে শুদ্ধভক্ত বলা চলে না, কারণ তাঁর একটি বাসনা তিনি পূরণ করতে

চেয়েছিলেন আর সেই বাসনাটি ছিল জড় জাগতিক আকাঙ্ক্ষা মাত্র। যদি তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে তাঁর সন্তানরূপে পেতে অভিলাষ করতেন, তা হলে তিনি সম্পূর্ণভাবেই জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারতেন, কারণ তিনি পরম তত্ত্বকে লাভের অভিলাস করতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি অবিকল একটি শিশু পেতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর বাসনাটি জাগতিক আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। তাই অত্রি মুনিকে শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য করা চলে না।

বসুদেব এবং দেবকী অবশ্য স্বয়ং শ্রীভগবানকে চাননি, এবং তাই তাঁরা ছিলেন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত। এই শ্লোকটিতে এই জন্য বসুদেবের মন্তব্য *অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া* থেকে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি বসুদেবকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করেছিল যে, তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র রূপেই চেয়েছিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীভগবান তাঁর প্রিয়ভক্ত জনের পুত্ররূপে আবির্ভাবের পথ সুগম হয়েছিল।

শ্লোক ৯

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ ।
মুচ্যেম হ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত ॥ ৯ ॥

যথা—যাতে; **বিচিত্রব্যসনাৎ**—বিবিধপ্রকার বিপদ-আপদে সমাকীর্ণ; **ভবদ্ভিঃ**—আপনার জন্য; **বিশ্বতঃ ভয়াৎ**—(জড় জগৎ) সর্বত্রই ভয়াকীর্ণ; **মুচ্যেম**—আমি মুক্তিলাভ করতে পারি; **হি**—অবশ্য; **অঞ্জসা**—অনায়াসেই; **এব**—এমনকি; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **তথা**—তাই; **নঃ**—আমাদের; **শাধি**—কৃপা করে শিক্ষা প্রদান করুন; **সুব্রত**—যিনি প্রতিজ্ঞা মতো ব্রত সাধনে অবিচল।

অনুবাদ

হে পরম প্রিয় সুব্রতধারী, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে আপনি সর্বদাই অবিচল থাকেন। কৃপা করে সুস্পষ্টভাবে আপনি আমাকে পরামর্শ প্রদান করুন যাতে নানাবিধ বিপদসঙ্কুল এবং বিবিধ প্রকার ভয়াবহ জাগতিক পরিবেশ থেকে আপনার কৃপায় আমি মুক্তি লাভ করে অনায়াসে আপনার সঙ্গলাভে বিচ্যুত না হই।

তাৎপর্য

মুচ্যেম শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ববর্তী শ্লোকে বসুদেব উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যেহেতু শ্রীভগবানের মায়াশক্তির বশে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তাই তিনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের কাছ থেকে মুক্তিলাভের কৃপা অর্জন করতে পারেননি। সুতরাং তিনি এখন দৃঢ়চিত্ত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করছেন

যাতে ভগবদ্ভক্তের কৃপায় তিনি জাগতিক বন্ধন দশা থেকে সুনিশ্চিতভাবে মুক্তি লাভ করবেন।

এই প্রসঙ্গে *অঞ্জসা* অর্থাৎ 'অনায়াসেই', এবং *অদ্ধা* অর্থাৎ 'প্রত্যক্ষভাবে' শব্দগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও মূর্খ ব্যক্তিরা কোনও ভগবদ্ভক্তকে পারমার্থিক গুরুরূপে গ্রহণ তথা স্বীকার না করেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের কাছে সরাসরি লাফ দিয়ে পৌঁছবার জন্য গর্বভরে উদ্যোগী হয়, সেক্ষেত্রে যারা পারমার্থিক বিজ্ঞানে পারদর্শী, তারা জানে যে, কোনও ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন এবং সেবার মাধ্যমেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ লাভ করতে পারা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৭/২৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন, *আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ*। তা থেকে মানুষের বোঝা উচিত যে, শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত অবশ্যই স্বয়ং ভগবানের সমান পারমার্থিক মর্যাদায় অবস্থিত থাকেন। এর মানে এই নয় যে, শুদ্ধ ভক্তও ভগবান হয়ে যান, তবে ভগবানের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ প্রেমময় সম্বন্ধের ফলে, শ্রীভগবান তাঁকে নিজেরই আত্মসম্পর্কিত বলে স্বীকার করে থাকেন। অন্যভাবে বলা চলে, শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে রয়েছেন, এবং শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় মাঝে অধিষ্ঠিত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকালই পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি মুহূর্তের জন্যও তাঁর ভগবত্তা থেকে চ্যুত হন না। তাঁর শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা পূজিত হলে তিনি অধিকতর খুশি হন। তাই ভগবান বলেছেন, "*আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ*" ভগবানের সম মর্যাদায় বৈষ্ণবগুরুকে মর্যাদা দেওয়া উচিত। গুরুদেব প্রসন্ন হলে ভগবান প্রসন্ন হন এবং পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয়।

অঞ্জসা শব্দটির অর্থ এই যে, পারমার্থিক পথে অগ্রগতির অনুকূলে এটাই সহজতম প্রামাণ্য পন্থা। আর তাই শুদ্ধ ভক্ত এই বিষয়ে স্বচ্ছ মাধ্যম বলেই *অদ্ধা* অর্থাৎ 'প্রত্যক্ষভাবে' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে, যা থেকে বোঝায় যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সেবা করলে তা একেবারে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে উপনীত হয়, সেক্ষেত্রে যথেচ্ছভাবে কেউ সদ্‌গুরুর অবমাননা করে সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত হতে গেলে তা বাস্তবিকই স্বীকৃত হয় না, তাই তা হয় ব্যর্থ।

যাঁরা বাস্তবিকই চরম সিদ্ধির স্তরে উপনীত হতে আকাঙ্ক্ষী হন, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আনন্দময় নিজ আলয়ে ফিরে যেতে চান, তাঁদের অবশ্যই এই দুটি শ্লোকে বর্ণিত শ্রীবসুদেবের দৃষ্টান্তগুলি অতি যত্ন সহকারে অনুসরণ করতে হবে। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সরাসরি উপাসনা করে মানুষ মুক্তি অর্জন করতে না পারলেও, তার জানা দরকার যে, শ্রীনারদমুনির মতো দেবতাদের মধ্যে

সুমহান বৈষ্ণব ঋষিতুল্য পুরুষদের সঙ্গে মুহূর্তকাল মাত্র সঙ্গ লাভের মাধ্যমে অতি সহজেই মানব জীবনের চরম সিদ্ধি অর্জন করতে পারে।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, *বিশ্বতোভয়াৎ* শব্দটি বোঝায় যে, ব্রাহ্মণদের অভিশাপকে বসুদেব অত্যন্ত সমীহ করতেন। বৈষ্ণবদের আরাধনা করলে যেমন চরম সিদ্ধি লাভ করতে পারা যায়, তেমনই বৈষ্ণবদের অসন্তুষ্ট করলে মানুষের সর্বাঙ্গীন দুর্ভাগ্য নেমে আসে। তাই, পিণ্ডারক তীর্থে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে বসুদেব ভয় পেয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্রীশুক উবাচ

রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা।
প্রীতস্তমাহ দেবর্ষির্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **রাজন্**—হে রাজা!; **এবম্**—এইভাবে; **কৃত-প্রশ্নো**—প্রশ্ন করার মাধ্যমে; **বসুদেবেন**—বসুদেবের দ্বারা; **ধীমতা**—বুদ্ধি; **প্রীতঃ**—প্রীতি লাভ করে; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **দেবর্ষিঃ**—দেবতাদের মধ্যে ঋষিতুল্য; **হরেঃ**—শ্রীহরি; **সংস্মারিতোঃ**—স্মরণ করিয়ে দিয়ে; **গুণৈঃ**—গুণাবলী।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজা, বিশেষভাবে বুদ্ধিমান বসুদেবের প্রশ্নগুলি শুনে দেবর্ষি নারদ খুশি হয়েছিলেন। কারণ সেই কথাগুলির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা আভাসিত হয়েছিল, সেইগুলির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ শ্রীনারদমুনির স্মরণে এসেছিল। তাই শ্রীনারদমুনি তখন বসুদেবকে এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

শ্রীনারদ উবাচ

সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ।
যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্ ॥ ১১ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদমুনি বললেন; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **এতৎ**—এই কথা; **ব্যবসিতম্**—যথাযথভাবে; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **সাত্বত ঋষভ**—হে সাত্বতবংশের শ্রেষ্ঠ; **যৎ**—যেহেতু; **পৃচ্ছসে**—আপনি প্রশ্ন করছেন; **ভাগবতান্ ধর্মান্**—পরমেশ্বর

ভগবানের প্রতি কর্তব্যাদি; ত্বম্—আপনাকে; বিশ্ব-ভাবনান্—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পবিত্রকারক।

অনুবাদ

শ্রীনারদমুনি বললেন—হে সাত্বত শ্রেষ্ঠ, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবের নিত্য কর্তব্য বিষয়ে আপনি যথার্থ প্রশ্নই করেছেন। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তিসেবা নিবেদনের মূল্য এতই গভীর যে, তা অনুশীলনের ফলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

তাৎপর্য

অনুরূপ উক্তি শ্রীশুকদেব গোস্বামী ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম শ্লোকে ব্যক্ত করেছিলেন, যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজকে অভিনন্দিত করেন।

বরীয়ান্ এষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ।
আত্মবিৎ সম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥

"হে মহারাজ, আপনার প্রশ্নটি মহিমান্বিত, কারণ এই প্রশ্ন সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই অতীব কল্যাণকর। এই প্রশ্নের উত্তরে যা বলা যায়, তা শ্রবণের পক্ষে সর্বোত্তম বিষয়বস্তু, এবং তা সমস্ত অধ্যাত্মবাদীর অনুমোদিত।"

এইভাবেই, শ্রীল সুত গোস্বামী নিম্নোক্ত ভাষায় নৈমিষারণ্যের জিজ্ঞাসু ঋষিবর্গকেও অভিনন্দিত করেন—

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্।
যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসম্প্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"হে ঋষিবর্গ, আপনারা আমাকে যথার্থ প্রশ্নই করেছেন। আপনাদের প্রশ্নগুলি মূল্যবান, কারণ সেইগুলি কৃষ্ণসম্বন্ধীয়, এবং তাই বিশ্বকল্যাণের পক্ষে তা প্রাসঙ্গিক। কেবলমাত্র এই ধরনের প্রশ্নাদি জীবাত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনে সক্ষম।"

(ভাগবত ১/২/৫)

এখন নারদমুনি ভগবদ্ভক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বসুদেবের অনুসন্ধানের উত্তর প্রদান করবেন। পরে, তাঁদের বাক্যালাপের শেষে, বসুদেবের নিজ প্রাপ্ত অভিলাষাদি সম্পর্কে মন্তব্যগুলির উত্তর প্রদান করবেন।

শ্লোক ১২

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥ ১২ ॥

শ্রুতঃ—শ্রবণের মাধ্যমে; **অনুপঠিতঃ**—পরে উচ্চারণের দ্বারা; **ধ্যাত**—অনুধ্যানের মাধ্যমে; **আদৃতঃ**—গভীর বিশ্বাসে গ্রহণের মাধ্যমে; **বা**—কিংবা; **অনুমোদিতঃ**—অন্য সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলে প্রশংসা লাভের মাধ্যমে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **পুনাতি**—পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে; **সদ্ধর্মো**—শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা; **দেব**—দেবগণের উদ্দেশ্যে; **বিশ্ব**—এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্দেশ্যে; **দ্রুহঃ**—বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে; **অপি হি**—এমন কি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা অনুষ্ঠান এমনই আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন যে, ঐ ধরনের অপ্রাকৃত পারমার্থিক সেবাধর্মের বিষয়ে শুধুমাত্র শ্রবণের মাধ্যমেই, সেই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে, সেই প্রসঙ্গে মনোনিবেশের মাধ্যমে, সেই সকল তথ্যাবলী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে স্বীকারের মাধ্যমে, কিংবা অন্যসকলের ভগবদ্ভক্তির কথা প্রশংসার মাধ্যমে, এমন কি যারা দেবতাদের ঘৃণা করে, তারা এবং অন্য সমস্ত জীবও অচিরে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, *সদ্ধর্ম* শব্দটি বলতে *ভাগবত-ধর্ম* বোঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যা শ্রীধর স্বামীও সমর্থন করেছেন। ভাগবত-ধর্ম এমনই আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন যে, জাগতিক জীবনধারায় যারা নানাভাবে পাপাচরণে জড়িত হয়ে পড়েছে, তারাও এই শ্লোকটিতে বর্ণিত যে কোনও ক্রিয়াকর্মের অভ্যাস শুরু করার মাধ্যমে অনায়াসেই শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। সাধারণভাবে দানধ্যান করার মাধ্যমে, মানুষ ভগবৎ-সেবার বিনিময়ে কোনও কিছু পেতে চায়। তেমনই, নির্বিশেষবাদী মানুষ নিজের মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই সবকিছু করতে থাকে এবং চিন্তায় স্বপ্নবিভোর হয়ে থাকে যে, সে-ও শীঘ্রই ভগবানের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। অবশ্য ভাগবত-ধর্মে ঐ ধরনের কোন অশুদ্ধ প্রবণতার স্থান নেই। *ভাগবত-ধর্ম* শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভক্তিমূলক সেবাধর্ম, যার একমাত্র উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের সন্তোষবিধান। যদি কেউ এই প্রক্রিয়া নস্যাৎ করে এবং তার পরিবর্তে অন্য কোনও প্রক্রিয়া সম্পর্কে শ্রবণে, শিক্ষণে কিংবা চিন্তনে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তা হলে অনতিবিলম্বে শুদ্ধতা অর্জনের সুযোগ হারিয়ে ফেলবে।

যারা পাপাচরণে অধঃপতিত হয়েছে, তাদের অচিরে শুদ্ধতা লাভের কোনও ক্ষমতাই সাধারণ জাগতিক যোগপ্রক্রিয়াদির মধ্যে নেই—কারণ ঐ যোগাভ্যাসগুলি শুধুমাত্র বিপুল জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে নিরাকার ব্রহ্ম-উপাসনার সাহায্যে কিছু

আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের পক্ষেই উপযোগী হয়ে থাকে। *সদ্ধর্ম* অর্থাৎ ভাগবৎ-ধর্ম পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তি নিবেদনের প্রক্রিয়া, তাই তা অতি অনুপম এবং এই ধর্ম প্রতিপালনের মাধ্যমে অতীব পতিত জনও অচিরে শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের চরণকমলে আত্মনিবেদিত হয়ে সদর্থক সিদ্ধি লাভের চরম পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। এই বিষয়টি বিশেষভাবে জগাই ও মাধাই নামে দুই পাপীতাপী ভাইয়ের জীবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারযজ্ঞের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

শ্লোক ১৩

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম ॥ ১৩ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; **পরম**—শ্রেষ্ঠ; **কল্যাণঃ**—কল্যাণময়; **পুণ্য**—অতি পবিত্র; **শ্রবণ**—শ্রবণ ক্ষমতার মাধ্যমে; **কীর্তনঃ**—এবং তাঁদের বিষয়ে যশোকীর্তনের মাধ্যমে; **স্মারিতঃ**—স্মরণ করার মাধ্যমে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অদ্য**—আজ; **দেবঃ নারায়ণঃ**—শ্রীনারায়ণ; **মম**—আমার।

অনুবাদ

আজ আপনি পরমানন্দময় পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান এমনই শুভময় কল্যাণপ্রদ যে, তাঁর প্রসঙ্গ যে কেউ শ্রবণ এবং যশোকীর্তনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পুণ্যপবিত্র হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, *নারায়ণস্তদৃশধর্মে মদীয়গুরুরূপো নারায়ণর্ষিঃ।* এই শ্লোকটিতে *নারায়ণ* শব্দটিতে ভগবদ্-অবতার শ্রীনারায়ণ ঋষির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে—তিনি এই ধর্মপ্রক্রিয়ায় শ্রীনারদের দীক্ষাগুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী আরও নির্দেশ করেছেন যে, *স্মারিত ইতি কৃষ্ণোপসনাবেশেন তস্যাপি বিস্মরণাৎ।* *স্মারিত* শব্দটির অর্থ "তিনি স্মৃতিপথে ফিরে এলেন, "তা থেকে বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ভজনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার ফলে নারদ অবশ্যই দেবতা নরনারায়ণকে বিস্মৃত হয়েছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবাকর্মে আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকার ফলে যদি কখনও কেউ পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থাপনার ফলে ঐ ধরনের নিষ্ঠাবান সেবক পরমেশ্বর ভগবানের কথা আবার স্মরণ করতে পারে।

শ্লোক ১৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
আর্ষভাণাং চ সংবাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥

অত্র অপি—এই সম্পর্কেই (ভাগবত-ধর্ম বর্ণনা); **উদাহরন্তি**—উদাহরণস্বরূপ প্রদত্ত; **ইমম্**—এই; **ইতিহাসম্**—ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত; **পুরাতনম্**—প্রাচীন; **আর্ষভাণাম্**—ঋষভপুত্রগণের; **চ**—এবং; **সংবাদম্**—কথাবার্তা; **বিদেহস্য**—বিদেহ প্রদেশের রাজা জনকের সঙ্গে; **মহাত্মনঃ**—যিনি ছিলেন মহাত্মা ব্যক্তি।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে মুনি-ঋষিরা মহাত্মা বিদেহরাজ জনক এবং ঋষভপুত্রগণের মধ্যে যে কথোপকথনের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তা আপনি শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

ইতিহাসং পুরাতনম্ শব্দগুলির অর্থ "প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্ণনা" এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবত* যেন *নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্* অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞানসমৃদ্ধ কল্পতরুর সুপক্ক ফল। সেই *ভাগবত* গ্রন্থরাজির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং বদ্ধ জীবাত্মাদের মুক্তি সম্পর্কিত যথার্থ ঐতিহাসিক বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। এই সমস্ত পুরাকাহিনী কল্পনাশ্রিত গল্প-কাহিনী কিংবা পৌরাণিক কথা নয়, বরং সেইগুলি বর্তমান ক্ষীণজীবী যুগ শুরু হওয়ার আগে বহু বহু যুগে শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছিল, তা সবই বর্ণনা করেছে।

যদিও জড় জাগতিক ভাবাপন্ন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা হতবুদ্ধির মতোই *ভাগবতকে* পৌরাণিক কীর্তি কিংবা সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি বলে প্রতিপন্ন করতে অপপ্রয়াস করে থাকে, কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* শুধুমাত্র এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সামগ্রিক তথ্য-পরিবেশ সংক্রান্ত বর্ণনাই নয়, বরং এই শাস্ত্র সম্ভারের মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও বহু দূরে জড় জাগতিক এবং চিন্ময় আকাশে বিস্তারিত ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা করা হয়েছে।

যদি কেউ গভীর মনোযোগ সহকারে *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন-চর্চা করেন, তবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে ওঠেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ, সমস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণের মাধ্যমে অতি উচ্চশিক্ষিত বিদ্বান হয়ে উঠুন এবং তারপরে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য সমগ্র জগৎব্যাপী বৈজ্ঞানিক পন্থায় প্রচার করুন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ, যেমন, নব যোগেন্দ্রগণ ও বিদেহরাজের

আলোচনা, পূর্ণ বিশ্বাস ও মনোনিবেশ সহকারে আমাদের শ্রবণ করা খুবই প্রয়োজন। এখন, এই অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকটিতে যেভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবেই শুধুমাত্র *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণের মাধ্যমেই আমরা শ্রীভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর মতো একই পারমার্থিক চিন্ময় মর্যাদার স্তরে উন্নীত হব। এটাই ভাগবতে বর্ণিত ইতিহাসের অসামান্য দক্ষতা, যার বিপরীত বস্তু হল বর্তমান যুগের মূল্যহীন, জাগতিক ইতিহাস বর্ণনা, যার দ্বারা শেষ পর্যন্ত কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না।

যদিও জড় জাগতিক ইতিহাসবিদগণ তাদের নিজেদের রচনাকীর্তির যৌক্তিকতা জাহির করে বলে থাকে যে, ইতিহাস থেকেই আমরা শিক্ষালাভ করি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, পৃথিবীর অবস্থা এখন অতিদ্রুত অসহনীয় সংঘাত সংঘর্ষ এবং বিভ্রাটের মধ্য দিয়ে অবনতির দিকে অধঃপতিত হয়ে চলেছে, অথচ ইতিহাসতত্ত্ববিদ বলতে যাদের অভিহিত করা হয়ে থাকে, তারা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু ভাগবতের ইতিহাসতত্ত্বে অভিজ্ঞজনেরা বিশ্বস্তভাবে যাঁরা *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করে থাকেন, তাঁরা শান্তিপূর্ণ এবং আনন্দময় এক পৃথিবীর পুনরুত্থানের অনুকূলে যথার্থ এবং কার্যকরী পরামর্শ দিতে পারেন। অতএব ইতিহাসের চর্চা অনুশীলনের মাধ্যমে যাঁরা তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবনধারার বিকাশ সাধন করতে আগ্রহী, তাঁদের পক্ষে *শ্রীমদ্ভাগবতের* ঐতিহাসিক বর্ণনা সম্ভার অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত করে তুলতে হবে। এইভাবেই তাঁদের জীবনে বুদ্ধি এবং পারমার্থিক সার্থকতা আসবে।

শ্লোক ১৫

প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ ।
তস্যাগ্নীধ্রস্ততো নাভির্ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ব্রতঃ—মহারাজ প্রিয়ব্রত; **নাম**—নামক; **সুতঃ**—পুত্র; **মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **যঃ**—যাঁর; **তস্য**—তাঁর; **আগ্নীধ্রঃ**—(পুত্র ছিলেন) আগ্নীধ্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে (আগ্নীধ্র); **নাভিঃ**—রাজা নাভি; **ঋষভঃ**—শ্রীঋষভদেব; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর পুত্র; **স্মৃতঃ**—স্মরণ করা হয়ে থাকে।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনুর এক পুত্রের নাম মহারাজ প্রিয়ব্রত, এবং প্রিয়ব্রতের পুত্রদের মধ্যে ছিলেন আগ্নীধ্র। আগ্নীধ্রের পুত্র ছিলেন নাভি, যাঁর পুত্র ঋষভদেব নামে পরিচিত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে ঋষভদেবের পুত্রদের কুলপঞ্জীর পটভূমিকা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬

তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্মবিবক্ষয়া ।
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ ব্রহ্মপারগম্ ॥ ১৬ ॥

তম্—তাঁকে; **আহুঃ**—সকলে বলত; **বাসুদেব-অংশম্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বাসুদেবের অংশ; **মোক্ষ-ধর্ম**—মোক্ষধর্ম প্রবর্তনের জন্য; **বিবক্ষয়া**—প্রবর্তনের অভিলাষে; **অবতীর্ণম্**—এই জগতে আবির্ভূত; **সুত**—পুত্রগণ; **শতম্**—একশত; **তস্য**—তাঁর; **আসীৎ**—ছিলেন; **ব্রহ্ম**—বেদজ্ঞান; **পারগম্**—বিশেষভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের অংশপ্রকাশরূপে শ্রীঋষভদেবকে গণ্য করা হয়ে থাকে। যে সব শাস্ত্র ধর্মসম্মত বিধিনিয়মাদি সকল জীবের মুক্তির পথ সুগম করে থাকে, সেই শাস্ত্রবিধিগুলি এই জগতে প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শত পুত্র ছিল, তাঁরা সকলেই বৈদিক শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞানবান ছিলেন।

শ্লোক ১৭

তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ ।
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্ যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্ ॥ ১৭ ॥

তেষাম্—তাঁদের মধ্যে; **বৈ**—অবশ্য; **ভরতঃ**—ভরত; **জ্যেষ্ঠঃ**—বয়োজ্যেষ্ঠ; **নারায়ণ-পরায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণের একান্ত ভক্ত; **বিখ্যাতম্**—বিখ্যাত; **বর্ষম্**—গ্রহে; **এতৎ**—এই; **যৎ-নাম্না**—যে নামে; **ভারতম্**—ভারতবর্ষ; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্য।

অনুবাদ

ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ভরত শ্রীনারায়ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন। ভরতের নাম যশ অনুসারেই এখন এই গ্রহের প্রসিদ্ধি হয়েছে ভারতবর্ষ নামে।

শ্লোক ১৮

স ভুক্তভোগাং ত্যক্ত্বেমাং নির্গতস্তপসা হরিম্ ।
উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ—তিনি; **ভুক্ত**—তৃপ্ত; **ভোগাম্**—সকল প্রকার ভোগবিলাসে; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ইমাম্**—এই জগতের; **নির্গতঃ**—গৃহ ত্যাগ করে; **তপসা**—কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি; **উপাসীনঃ**—উপাসনা করে; **তৎ-পদবীম্**—তাঁর পদলাভ; **লেভে**—লাভ করেন; **বৈ**—অবশ্য; **জন্মভিঃ**—জন্মে জন্মে; **ত্রিভিঃ**—তিনটি।

অনুবাদ

রাজা ভরত এই জড় জগতের সকল প্রকার ভোগসুখই অস্থায়ী এবং অনর্থক বিবেচনা করেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ এই সংসারের সব কিছু পরিত্যাগ করে, তিনি কঠোর কৃচ্ছ্রতা সহকারে তপস্যার মাধ্যমে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করতে থাকেন এবং তিন জন্মের পরে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

রাজা ভরতের তিন জন্মের বিবরণ—রাজা রূপে, হরিণরূপে এবং পরমহংস ভগবদ্ভক্ত রূপে—*শ্রীমদ্ভাগবতের* পঞ্চম স্কন্ধে, সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে।

শ্লোক ১৯

তেষাং নব নবদ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ ।
কর্মতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৯ ॥

তেষাম্—তাঁদের মধ্যে (ঋষভদেবের একশত পুত্রের মধ্যে); **নব**—নয় জন; **নবদ্বীপ**—ভারতবর্ষ সহ নয়টি দ্বীপের; **পতয়ঃ**—অধিপতিগণ; **অস্য**—এই বর্ষ তথা দ্বীপটির; **সমন্ততঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **কর্মতন্ত্র**—বৈদিক যাগযজ্ঞের কর্মকাণ্ডে; **প্রণেতারঃ**—প্রবর্তকগণ; **একাশীতিঃ**—একাশীজন; **দ্বি-জাতয়ঃ**—দ্বিজ ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

ঋষভদেবের অপর নয়জন পুত্র ভারতবর্ষের নয়টি দ্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন, এবং তাঁরা এই পৃথিবী গ্রহটি সম্পূর্ণ শাসনাধিকার ভোগ করতেন। একাশী জন পুত্র দ্বিজ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানে সাহায্য সহযোগিতা করতেন।

তাৎপর্য

ঋষভদেবের নয়জন পুত্রের দ্বারা শাসিত নয়টি দ্বীপ তথা বর্ষের নাম—ভারত, কিন্নর, হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবর্ত, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল।

শ্লোক ২০-২১

নবাভবন্মহাভাগা মুনয়ো হ্যর্থশংসিনঃ ।
শ্রমণা বাতরসনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ ॥ ২০ ॥
কবির্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ ॥ ২১ ॥

নব—নয়জন; **অভবন্**—ছিলেন; **মহাভাগাঃ**—মহাভাগ্যবান পুরুষ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **হি**—অবশ্য; **অর্থ-শংসিনঃ**—পরমতত্ত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্য; **শ্রমণাঃ**—বিশেষ শ্রম উপযোগ সহকারে; **বাতরসনা**—বায়বীয় আভরণে (নির্বসনে); **আত্মবিদ্যা**—পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানে; **বিশারদাঃ**—সুশিক্ষিত; **কবিঃ হবিঃ অন্তরীক্ষঃ**—কবি, হবি এবং অন্তরীক্ষ; **প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ**—প্রবুদ্ধ এবং পিপ্পলায়ন; **আবির্হোত্রঃ**—আবির্হোত্র; **অথ**—এবং; **দ্রুমিলঃ**—দ্রুমিল; **চমসঃ করভাজনঃ**—চমস এবং করভাজন।

অনুবাদ

ঋষভদেবের অবশিষ্ট নয়জন পুত্র মহাপুণ্যবান, এবং পরম তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান বিস্তারে তৎপর ছিলেন। তাঁরা দিগম্বর হয়ে নির্বসনে ভ্রমণ করতেন এবং পারমার্থিক বিজ্ঞানে অতীব সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন।

তাৎপর্য

বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্র নামে প্রখ্যাত ঋষভদেবের নয়জন ঋষিতুল্য পুত্রদের কাছে নিম্নলিখিত নয়টি প্রশ্ন করেন—(১) সর্বোত্তম কল্যাণ কি? (অধ্যায় ২, শ্লোক ৩০); (২) বৈষ্ণব, ভগবদ্ভক্ত তথা ভাগবত ব্যক্তির ধর্ম, স্বভাব, আচার, বাক্য এবং লক্ষণ কি কি? (২/৪৪); (৩) পরমেশ্বর বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া কাকে বলে? (৩/১); (৪) এই মায়া থেকে মানুষ কিভাবে নিস্তার লাভ করতে পারে? (৩/১৭); (৫) ব্রহ্মের স্বরূপ কি? (৩/৩৪); (৬) ফলভোগমূলক কর্ম, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত কর্ম, এবং নৈষ্কর্ম্য—এই তিন ধরনের কর্ম কাকে বলে? (৩/৪১); (৭) শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতারগণের বিবিধ লীলাবিস্তারগুলি কি কি? (৪/১); (৮) ভগবদ্বিরোধী এবং ভক্তিহীন মানুষের কি গতি হয়? (৫/১); এবং (৯) পরমেশ্বর ভগবানের চারজন যুগাবতারের বর্ণ, আকৃতি ও নাম কি কি, এবং তাঁদের পূজাবিধি কিরূপ? (৫/১৯)

এই নয়টি পারমার্থিক প্রশ্নাবলীর সদুত্তর দিয়েছেন কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন নামে নয়জন পরমহংস

ভক্তমণ্ডলী। এই নয়জন পরমহংসের দ্বারা নয়টি প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে পর পর প্রদত্ত হয়েছে—(১) ২/৩৩-৩৪; (২) ২/৪৫-৫৫; (৩) ৩/৩-১৬); (৪) ৩/১৮-৩৩; (৫) ৩/৩৫-৪০; (৬) ৩/৪৩-৫৫; (৭) ৪/২-২৩; (৮) ৫/২-১৮; এবং (৯) ৫/২০-৪২।

শ্লোক ২২

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্ ।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্মহীম্ ॥ ২২ ॥

তে এতে—এই (নয়জন যোগেন্দ্র); **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **রূপম্**—রূপ; **বিশ্বম্**—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **সৎ-অসৎ-আত্মকম্**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ সামগ্রী; **আত্মনঃ**—নিজ থেকে; **অব্যতিরেকেণ**—অভিন্নভাবে; **পশ্যন্তঃ**—দর্শন করে; **ব্যচরন্**—পর্যটন করতেন; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

এই মুনিগণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার সর্বপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্মাত্মক সামগ্রী সমেত পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই স্বরূপ-বিকাশ এবং নিজ সত্তা থেকে অভিন্ন উপলব্ধি করে, পৃথিবী পর্যটন করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর গোস্বামীর মতানুসারে, এই শ্লোকটিতে এবং পরবর্তী শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, ঋষভদেবের নবযোগেন্দ্র নামে অভিহিত নয়জন ঋষিতুল্য পুত্র *পারমহংস্যচরিতম্*, অর্থাৎ "সম্পূর্ণরূপে পরমহংসগণের চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ লাভ করেছিলেন"। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁরা ছিলেন শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ।

শ্রীধর গোস্বামী এবং শ্রীজীব গোস্বামীর মতানুসারে, *আত্মনোঽব্যতিরেকেণ* শব্দগুলি বোঝায় যে, নবযোগেন্দ্র নামে পরিচিত ঋষিগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাঁদের আপন সত্তা হতে, এমনকি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্তা হতেও অভিন্ন স্বরূপ বলে দর্শন করতেন।

এ ছাড়াও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও মন্তব্য করেছেন, *আত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদ্ অব্যতিরেকেণ বিশ্বস্য তচ্ছক্তিময়ত্বাদ্ ইতি ভাবঃ*—"আত্মনঃ বলতে বোঝায় পরমাত্মা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমাত্মা থেকে ভিন্ন নয়, যেহেতু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই শক্তি সম্ভূত।"

যদিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশ জীবসত্তা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সত্তা থেকে অভিন্ন, তাই এমন চিন্তা করা অনুচিত

যে, জীবসত্ত্বা কিংবা পরমেশ্বর ভগবান জড় সত্ত্বা। একটি বৈদিক ভাবগর্ভ সূত্রে বলা হয়েছে, *অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ*—"জীবসত্তা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে জড় জাগতিক বিশ্বের কোনই সম্পর্ক নেই।"

তা ছাড়া, *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আটটি স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদান নিয়ে গঠিত *ভিন্ন প্রকৃতি* বা *অপরা প্রকৃতি*—পৃথকভাবে বিদ্যমান পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই নিকৃষ্ট শক্তির অভিপ্রকাশ মাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সুস্পষ্টভাবেই *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর রাজ্যে তাঁর নিজ ধামে তাঁর নিত্যস্থিত ধাম প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে জীবন সচ্চিদানন্দময়, এবং ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই জীবসত্ত্বাও নিত্যস্থিত (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। এ ছাড়াও, সেই নিত্যস্থিত ভগবদ্ধামে একবার গেলে জীব কখনই এই অনিত্য স্থিতির মাঝে ফিরে আসে না (*যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*)।

সুতরাং কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, জীবসত্ত্বা এবং পরমেশ্বর ভগবানকে তা হলে জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে অভিন্ন বলা হয়ে থাকে কেন। প্রশ্নটির অতি চমৎকার উত্তর *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৫/২০) শ্রীল নারদ মুনি দিয়েছেন। *ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরো যতো জগৎস্থান নিরোধসম্ভবাঃ*—"পরম পুরুষোত্তম ভগবানই স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এবং তা সত্ত্বেও তিনি এই সত্ত্বা থেকে ভিন্ন। তাঁর সত্ত্বা থেকেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে, তাঁরই মাঝে এই সৃষ্টি অবস্থিত রয়েছে, এবং তাঁরই মধ্যে এই সৃষ্টি ধ্বংসের পরে অন্তর্লীন হয়ে যায়।"

শ্রীনারদমুনির বক্তব্য সম্পর্কে শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ অতি মনোরমভাবে এই জটিল দার্শনিক বিষয়সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, "শুদ্ধ ভক্তের কাছে মুকুন্দ, তথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধারণাটি সবিশেষ (সাকার) এবং নির্বিশেষ (নিরাকার) উভয় দিক থেকেই গ্রাহ্য। নিরাকার ব্রহ্মময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও মুকুন্দ, কারণ সেটি মুকুন্দের আপন শক্তির অভিপ্রকাশ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি গাছ সম্পূর্ণ একটি অস্তিত্ব, অথচ গাছটির পাতা ও ডালপালা সবই গাছটির অবিচ্ছেদ্য অংশাদিরূপে উদ্ভূত হয়েছে। গাছটির পাতা ও ডালপালাও গাছ, কিন্তু গাছটিকে তো পাতা কিংবা ডালপালা বলে স্বীকার করা যাবে না।

এই তত্ত্বের বৈদিক ভাষ্য হল এই যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্বয়ং ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, এই ভাবধারার অর্থ এই যে, সব কিছু যেহেতু পরম ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাই কোন কিছুই তাঁর থেকে ভিন্ন নয়। ঠিক সেইভাবেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হাত-পা সব নিয়ে যাকে দেহ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু সেই দেহটি

সামগ্রিকভাবে হাতও নয়, পা-ও নয়। তাই, শ্রীভগবান অপ্রাকৃত সৎ-চিৎ-আনন্দময়রূপ—চিরন্তনী, জ্ঞানময় এবং সুন্দর। আর সেই কারণেই শ্রীভগবানের শক্তি থেকে উদ্ভূত সৃষ্টিও আংশিকভাবে চিরন্তন, জ্ঞানময় এবং সুন্দর বলে মনে হয়...

"বৈদিক ভাষ্য অনুযায়ী, শ্রীভগবান স্বভাবতই পূর্ণশক্তিমান, তাই তাঁর পরম শক্তিরাশি সর্বদাই যথাযথভাবে তাঁরই সমতুল্য। চিন্ময় এবং জড় জাগতিক আকাশগুলি উভয়েই এবং সেইগুলির আনুষঙ্গিক সবকিছুই শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ। বহিরঙ্গা শক্তি তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট, সেক্ষেত্রে অন্তরঙ্গা শক্তি উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট শক্তি জীবের প্রাণশক্তি, আর তাই অন্তরঙ্গা উৎকৃষ্ট শক্তি শ্রীভগবানেরই সম্পূর্ণ সমভাবসম্পন্ন, কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি যেহেতু অচল, তাই শ্রীভগবানের অংশত সমভাবাপন্ন। কিন্তু উভয় শক্তিই শ্রীভগবানের সমানও নয়, উচ্চতরও নয়, কারণ তিনি সকল শক্তিরই উৎস; ঐ সমস্ত শক্তিই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, ঠিক যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি, তা যতই শক্তিশালী হোক, সর্বদাই প্রযুক্তিবিদ তথা ইঞ্জিনীয়ারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে থাকে।

"মানুষ এবং অন্য সমস্ত জীব তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সৃষ্টি। তাই জীবমাত্রই শ্রীভগবানের অভিন্ন সত্ত্বা। তবে সে কখনই পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ কিংবা উচ্চ পর্যায়ের হতে পারে না।"

এখানে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সুস্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাজাগতিক অভিপ্রকাশ এবং জীবকুল সবই পরমেশ্বর ভগবানের অভিব্যক্তি, যেকথা *বেদান্ত সূত্র* গ্রন্থে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* সূচনাতেই *'জন্মাদ্যস্যযতঃ'* উক্তির মাধ্যমে সমর্থিত হয়েছে—"পরমতত্ত্ব থেকেই সব কিছু উৎসারিত হয়েছে।" তেমনই, *ঈশোপনিষদে* বলা হয়েছে—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

পরমেশ্বর ভগবান, পরমতত্ত্ব স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্ত্বা। আর তাই যে মহাজগৎ তাঁর শক্তির অভিপ্রকাশ, সেটিও পূর্ণসত্ত্বা রূপে প্রতিভাত হয়। সেটি তাঁর পূর্ণ সত্ত্বা থেকে জড় জগৎ অভিন্ন, কারণ এই সবই সূর্যগোলক থেকে বিচ্ছুরিত সূর্যকিরণের মতোই অভিন্ন। সেইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সচেতন শক্তি রূপে সকল জীবের উদ্ভব হয়েছে। অবশ্য, পরমেশ্বর ভগবান এবং জীবসত্ত্বার অস্তিত্ব অভিন্ন হলেও সেটি গুণগত অভিন্নতা বলে মানতে হবে—পরিমাণগত অভিন্নতা কখনই নয়। আংটি এবং বালার মতো স্বর্ণালঙ্কারে যে সোনা দেখি, তা গুণগত

বিচারে সোনার খনির সোনার গুণগত সমপর্যায়ভুক্ত, তবে সোনার খনির পরিমাণগত সোনার সঙ্গে সেই অলঙ্কারের তুলনা করা চলে না। ঠিক সেইভাবেই, যদিও আমরা গুণগত বিচারে শ্রীভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত, যেহেতু তার অনন্ত শক্তির চিন্ময় অভিপ্রকাশ রূপে আমাদের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা সত্ত্বেও তাঁর পরমশক্তির কাছে গুণগতভাবে আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরিমাণ এবং নিত্য দাসপ্রকৃতিসম্পন্ন জীবমাত্র। সুতরাং শ্রীভগবানকে বলা হয় *বিভু*, অর্থাৎ পরম শক্তিসম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র, আর আমরা অণু, অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আর অধীন সত্ত্বাবিশিষ্ট।

এই বিষয়টি বৈদিক সাহিত্যসম্ভারে *নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্* (কঠোপনিষদ ২/২/১৩) শ্লোকটিতে পুনরায় প্রতিপাদিত হয়েছে। অগণিত নিত্যস্থিত জীব রয়েছে, যারা পরমেশ্বর ভগবানরূপী পরম সত্ত্বার উপরে নিত্য নির্ভরশীল হয়ে আছে। কিন্তু সেই সকল জীবই পরম সত্ত্বার উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে, কারণ এই নির্ভরশীলতা কোনওক্রমেই জড়জাগতিক অস্তিত্বের সৃষ্টি কোনও মায়ামোহ নয়—যেকথা নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা বলে থাকেন। আসলে, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে নিত্যকালের সম্পর্ক থাকলেও ঈশ্বর নিত্যশ্রেষ্ঠ এবং আমরা নিত্যদাস। শ্রীভগবান নিত্যস্বরাট, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, আর আমরা নিত্য অধীন। শ্রীভগবান স্বয়ং অনন্ত পরমতত্ত্ব, আর আমরা অনন্তকাল তাঁর পরমতত্ত্বের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে রয়েছি।

যদিও শ্রীভগবান যে কোনও জীব অপেক্ষা অনন্ত পরিমাণে বিপুল বিরাট, অর্থাৎ সমস্ত জীবকুল একত্রিত করলেও তিনি তার চেয়েও বিরাট, তবে প্রত্যেক জীব গুণগতভাবে শ্রীভগবানেরই অভিন্ন সত্ত্বা, কারণ সকল জীব তাঁরই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তাঁরই অনন্ত সত্ত্বা থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। অতএব, একদিক থেকে বিবেচনা করলে, শ্রীভগবানের একটি নিকৃষ্ট সহযোগী শক্তিরূপে প্রতিভাত মহা জাগতিক অভিপ্রকাশ থেকে জীবসত্ত্বা ভিন্ন হয়। জীব এবং জড়া প্রকৃতি (অর্থাৎ স্ত্রীসত্ত্বা) পরম পুরুষেরই অধীনস্থ অভিপ্রকাশ। পার্থক্য এই যে, জীবসত্ত্বা শ্রীভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তি, কারণ জীব শ্রীভগবানের মতোই সচেতন এবং নিত্যধর্মসম্পন্ন, সেক্ষেত্রে জড়া প্রকৃতি শ্রীভগবানের নিকৃষ্ট শক্তি, কারণ তা অচেতন এবং নিত্যসত্ত্বা বিহীন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরম বস্তু একটাই এবং সেটি পরমাত্মা, কিংবা পরম সত্ত্বা। যখন কেউ পরমাত্মার শুধুমাত্র আংশিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে, তখন তাঁর জীবনের উপলব্ধিকে বলা হয় *আত্মদর্শন* বা আত্ম-উপলব্ধি। আর যখন এই আংশিক অন্তর্দৃষ্টিরও অভাব ঘটে, তখন তার

অস্তিত্বকে বলা হয় *অনাত্মদর্শন*, অর্থাৎ আত্ম-অজ্ঞতা। জীবাত্মা থেকে পরমাত্মার পার্থক্য সম্পর্কে কোনও পরিচয় না পেয়ে, পরমাত্মার আংশিক উপলব্ধি নিয়ে জীব তার পারমার্থিক সাফল্যের মাধ্যমে গর্ববোধ করতে পারে, তার ফলে মানসিক জল্পনার মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেকে সর্ব বিষয়েই ভগবানের সমকক্ষ মনে করতে থাকে। অন্যদিকে, অনাত্মদর্শন তথা জাগতিক অজ্ঞতার পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়ে জীব মাত্রেই মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের চেয়ে সে একেবারেই ভিন্ন; এবং এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে যেহেতু প্রত্যেকেই আপনার চিন্তাতেই মগ্ন, তাই জীবমাত্রেই শ্রীভগবানকে ভুলে গিয়ে মনে করে যে, শ্রীভগবান তার থেকে একেবারেই ভিন্ন এবং তার সঙ্গে শ্রীভগবানের কোনই বাস্তবিক সম্বন্ধ নেই।

এইভাবে নির্বিশেষবাদী নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাসী দার্শনিকেরা কেবলই শ্রীভগবানে এবং জীবের একাত্মতা সম্পর্কে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করে থাকে, অথচ সাধারণ জড়বাদীরা শ্রীভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, পরমতত্ত্ব একাধারেই ভিন্ন এবং অভিন্ন বটে (*অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব*)। বাস্তবিকই, শ্রীভগবানের থেকে আমরা নিত্যকালই ভিন্ন। কারণ জীব এবং শ্রীভগবান অনন্তকাল যাবৎ ভিন্ন সত্ত্বারূপে প্রতিভাত বলেই, এই দুইয়ের মধ্যে একটা নিত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠাও স্বাভাবিক। আর যেহেতু প্রত্যেক জীব গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সমান, তাই সেই সম্পর্ক থেকেই প্রত্যেক জীবের পরম অস্তিত্বের সারতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে (মধ্য ২০/১০৮) তাই বলা হয়েছে, '*জীবের স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্য দাস'*। প্রত্যেক জীবের পরম অপরিহার্য পরিচয় হল এই যে, শ্রীভগবানের সেবকরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তার সম্বন্ধ রয়েছে।

মানুষ যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, সে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যদাস, তা হলে সে যথার্থই বুঝতে পারে—জীব এবং জড়জাগতিক ব্রহ্মাণ্ড সবই শ্রীকৃষ্ণ থেকেই উৎসারিত হয়েছে বলে এই সবই শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশ এবং সেই কারণেই এই সবকিছুই পরস্পর অভিন্ন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, "জড়জাগতিক পৃথিবী একই সাথে ভিন্নতা এবং অভিন্নতার অভিপ্রকাশ, এবং এই বিষয়টি পরমেশ্বর ভগবানেরই একটি রূপ। এইভাবেই অনিত্য অস্থায়ী, বিনাশশীল এবং নিত্য পরিবর্তনশীল এই জড়জাগতিক পৃথিবী নিত্যস্থিত বৈকুণ্ঠধাম থেকে ভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন।"

লক্ষ্য করা উচিত যে, এই শ্লোকে *সদসদাত্মকম্*, অর্থাৎ "স্থূল এবং সূক্ষ্ম বস্তু সম্পন্ন", কথাটি জড় বস্তু এবং চিন্ময় বস্তু বোঝায়নি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৎ ও

অসৎ, সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রকৃতির বস্তু দিয়ে গঠিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, "আপাতদৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যক্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম অবস্থাকে 'অব্যক্ত' বলা হয়ে থাকে, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্ত জগতের অতীত যে অস্তিত্ব, তাকে 'অপ্রাকৃত অব্যক্ত চিন্ময়' বলা হয়। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্ত সবকিছুর আবরণের মধ্যে, মহাকালের পরিবেশে, বিভিন্ন জড়জাগতিক অস্তিত্বের নিয়ন্তা শ্রীবিগ্রহ দ্বারা জাগতিক সৎ এবং অসৎ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ডে, যাকে তৃতীয় তত্ত্ব বলা হয়, (অর্থাৎ সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকৃতি থেকেই ভিন্ন) সেইগুলি পরম তত্ত্বের প্রতি কোনও প্রকার মতদ্বৈততা সৃষ্টি করতে পারে না।"

অপরপক্ষে, অনভিজ্ঞ জড় জাগতিক ভাবধারাসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা পরমোৎসাহে এমন কোনও জাগতিক নীতি উদ্ধারের অপচেষ্টা করতে পারে, যার সাহায্যে শ্রীভগবানকে নস্যাৎ করতে কিংবা তাঁর অস্তিত্ব অপ্রাসঙ্গিক প্রতিপন্ন করা যায়, তবে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেহেতু শ্রীভগবানেরই বিস্তার এবং তাই এই জগৎ চিন্ময় স্তরে তাঁরই স্বরূপ থেকে অভিন্ন, অতএব পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম কর্তৃত্বের কোনও প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করা চলে না।

বস্তুত, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিদাকাশ সমেত পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মহিমার উদ্দেশ্যে নিত্য প্রমাণ স্বরূপ বিরাজমান রয়েছে। এই উপলব্ধি নিয়ে, নব যোগেন্দ্রগণ চিন্ময় আনন্দসহকারে পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ করছিলেন।

শ্লোক ২৩

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্য-
গন্ধর্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্ ।
মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথ-
বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্ ॥ ২৩ ॥

অব্যাহত—অপ্রতিহতভাবে; **ইষ্টগতয়ঃ**—যেমন ইচ্ছা ভ্রমণে; **সুর**—দেবতাদের; **সিদ্ধ**—সাধকগণ; **সাধ্য**—সাধ্যগণ; **গন্ধর্ব**—দিব্য গীতকারগণ; **যক্ষ**—কুবের সঙ্গীগণ; **নর**—মানবজাতি; **কিন্নর**—ইচ্ছানুযায়ী দেহ পরিবর্তনে সক্ষম কনিষ্ঠ দেবতাগণ; **নাগ**—এবং সর্পেরা; **লোকান্**—বিভিন্ন গ্রহলোকগুলি; **মুক্তাঃ**—মুক্তচিত্তে; **চরন্তি**—তাঁরা পর্যটন করেন; **মুনি**—মুনিবর্গের; **চারণ**—দেবদূতগণ; **ভূতনাথ**—দেবাদিদেব শিবের অনুচর ভূতপ্রেতাদি; **বিদ্যাধর**—স্বর্গলোকের গায়কবৃন্দ; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণমণ্ডলী; **গবাম্**—এবং গাভীদের; **ভুবনানি**—গ্রহমণ্ডলীর; **কামম্**—যেভাবে কামনা করতেন।

অনুবাদ

নব যোগেন্দ্রগণ মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তাই তাঁরা অবাধে কোথাও আসক্ত না হয়ে সুর, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, মুনি, চারণ, ভূতাধিপতি, বিদ্যাধর, দ্বিজ এবং গাভীদের জন্য নির্দিষ্ট গ্রহলোকগুলিতে স্বেচ্ছামতো পরিভ্রমণ করতেন।

শ্লোক ২৪

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া ।
বিতায়মানমৃষিভিরজনাভে মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

তে—তাঁরা; একদা—এক সময়ে; নিমেঃ—নিমিরাজার; সত্রম্—সোম যজ্ঞে; উপজগ্মুঃ—তাঁরা সমাগত হয়ে; যদৃচ্ছয়া—তাঁদের অভিলাষক্রমে; বিতায়মানম্—অনুষ্ঠানের সময়ে; ঋষিভিঃ—ঋষিবর্গের দ্বারা; অজনাভে—ভারতবর্ষে; মহাত্মনঃ—মহাত্মার।

অনুবাদ

একদা তাঁরা ইচ্ছামতো ভ্রমণ করতে করতে এই ভারতবর্ষে (পূর্বে 'অজনাভ' নামে পরিচিত) যে স্থানে ঋষিগণ মহাত্মা নিমির যজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন, সেখানে উপস্থিত হন।

শ্লোক ২৫

তান্ দৃষ্ট্বা সূর্যসঙ্কাশান্ মহাভাগবতান্ নৃপ ।
যজমানোঽগ্নয়ো বিপ্রাঃ সর্ব এবোপতস্থিরে ॥ ২৫ ॥

তান্—তাঁদের; দৃষ্ট্বা—দেখে; সূর্য—সূর্য; সঙ্কাশান্—তেজস্বিতায়; মহাভাগবতান্—পরম ভগবদ্ভক্ত; নৃপ—হে রাজন্ (বসুদেব); যজমানঃ—যজ্ঞকর্তা নিমিরাজা; অগ্নয়ঃ—অগ্নি যজ্ঞ; বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণেরা; সর্বে—সকলে; এব—প্রত্যেকে; উপতস্থিরে—শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্, তখন সূর্যের মতো অতি তেজস্বী ঐ সকল মহাভাগবতদের দর্শন করে, যাজক, ব্রাহ্মণেরা, এমন কি যজ্ঞের অগ্নিও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

শ্লোক ২৬

বিদেহস্তানভিপ্রেত্য নারায়ণপরায়ণান্ ।
প্রীতঃ সংপূজয়াঞ্চক্রে আসনস্থান্ যথার্হত ॥ ২৬ ॥

বিদেহঃ—নিমি মহারাজ; **তান্**—তাঁদের; **অভিপ্রেত্য**—চিনতে পেরে; **নারায়ণ-পরায়ণান্**—যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য নারায়ণভক্তি; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট করে; **সংপূজয়াম্ চক্রে**—তিনি সম্যক্‌রূপে তাঁদের পূজা-অর্চনা করলেন; **আসনস্থান্**—তাঁদের আসনে উপবেশন করালেন; **যথা-অর্হতঃ**—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

বিদেহরাজ [নিমি] জানতেন যে, ঐ ন'জন ঋষি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান ভক্তবৃন্দ। তাই, তাঁদের আগমনে পরম প্রীতিসহকারে তিনি তাঁদের যথাযথভাবে আসন প্রদান করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে যেভাবে মানুষ পূজা করে থাকে, সেইভাবেই যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে তাঁদের পূজা-অর্চনা করলেন।

তাৎপর্য

যথার্হতঃ শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *যথার্হতঃ* মানে *যথোচিতম্*, অর্থাৎ "যথাসম্ভ্রম সহকারে"। এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবযোগেন্দ্রগণ নারায়ণপরায়ণ, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ তথা শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্তবৃন্দ। সুতরাং, *যথার্হথঃ* শব্দটি বোঝায় যে, ন'জন ঋষিকে রাজা যথার্থ বৈষ্ণব সদাচরণমতেই অর্চনা করেছিলেন। যথার্থ মহান্ বৈষ্ণবদের পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে সদাচরণ সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ* শব্দগুলির মাধ্যমে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন—কোনও বৈষ্ণব যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা-অভিলাষের উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে থাকেন, সেজন্য তাঁকে শ্রীভগবানের ইচ্ছার সাক্ষাৎ প্রতিভূরূপে সম্মান জানানো কর্তব্য। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সাথে ক্ষণকালের জন্যও সঙ্গলাভ করতে পারলে মানুষ জীবনের সকল বিষয়ে সার্থকতা অর্জন করতে পারে। সুতরাং, *প্রীতঃ* শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ঋষিবর্গের শুভ আগমনে নিমিরাজা পরম হর্ষ লাভ করেছিলেন, এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে যেভাবে উপাসনা করা উচিত, ঠিক সেইভাবে তিনি তাঁদের উপাসনা করেছিলেন।

যদিও নিরাকারবাদী দার্শনিকেরা দাবী করে থাকে যে, প্রত্যেক জীবমাত্রেই ভগবানের সমকক্ষ, তবুও তারা নির্বোধের মতো এই বিষয়টিতে তাঁদের তথাকথিত গুরুবর্গের পরামর্শ উল্লঙ্ঘন করে থাকে এবং এই সমস্ত গুরুদেব নিরাকারবাদ-সম্পর্কিত কাল্পনিক ধারণাগুলির অবমাননা করে তারা নিজেদেরই মনগড়া অভিমত জানিয়ে অবাধে পরমতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে যথেচ্ছ মন্তব্য করে থাকে।

পক্ষান্তরে, মায়াবাদী নিরাকার তত্ত্ববিদেরা যদিও প্রতিপন্ন করতে চায় যে, প্রত্যেকেই ভগবান, শেষ পর্যন্ত তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যরূপ এবং

লীলাবৈচিত্র্যের বাস্তবতা অস্বীকার করার মাধ্যমে ভগবানের উদ্দেশ্যে একপ্রকার অসম্মানজনক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েই থাকে। এইভাবে শ্রীভগবানের রাজ্যে সকল জীবের নিত্যকালের সত্ত্বা এবং লীলাপ্রসঙ্গ অস্বীকার করার মাধ্যমে, তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই সমস্ত জীবের নিত্যকালের মর্যাদা হানি করে থাকে। নিরাকারবাদীরা তাদের স্বকপোলকল্পিত ধারণার বশবর্তী হয়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ জীবকুলকে তত্ত্বগতভাবে এক নিরাকার, নাম পরিচিতিবিহীন জ্যোতিমাত্ররূপে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিবেচনা করে, তাদেরই কষ্টকল্পনা দিয়ে পরমতত্ত্বরূপী ভগবান রূপে বোঝাতে চায়। বৈষ্ণবজনেরা অবশ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানকেই আহ্বান করে থাকেন এবং অনায়াসেই বুঝতে পারেন যে, জড় জাগতিক পৃথিবীতে আমরা যে সমস্ত বদ্ধ, সীমায়িত, জড়চেতনাবিশিষ্ট সাধারণ ব্যক্তিবিশেষের দেখা পাই, অসীম শক্তিসম্পন্ন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পক্ষে তাদের সঙ্গে কোন রকম বোঝাপড়া করবার প্রয়োজনই হয় না। নিরাকারবাদীরা উদ্ধতভাবে ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার বাইরে অন্য কোনও অপ্রাকৃত চিন্ময় অনন্ত পুরুষসত্ত্বা থাকতেই পারে না। কিন্তু বৈষ্ণবজনেরা তাঁদের প্রকৃত উন্নত বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ফলে উপলব্ধি করেন যে, আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতারও বাইরে অনেক দূরে বহু বিস্ময়কর বস্তু অবশ্যই থাকতে পারে এবং রয়েছেও। সুতরাং তাঁরা *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৯) শ্রীকৃষ্ণের বাণী স্বীকার করে থাকেন—

যো মামেবসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥

"হে ভারত (অর্জুন), যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, "পরমতত্ত্ব এবং জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা রকম দার্শনিক অনুমান আছে। এখন এই শ্লোকটিতে পরম পুরুষোত্তম ভগবান সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যিনি জানেন শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষ, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ। যে অনভিজ্ঞ, সে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল অনুমানই করে চলে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী তাঁর অমূল্য সময়ের অপচয় না করে সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এমন নয় যে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যার ওপর নির্ভর করে শুধুমাত্র অনুমান করলেই চলবে। বিনীতভাবে *ভগবদ্গীতা* থেকে শ্রবণ করতে হবে যে, জীব সর্বদাই পরম পুরুষ ভগবানের অধীনতত্ত্ব। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে যিনি এই তত্ত্ব

উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই *বেদের* যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছেন, তা ছাড়া অন্য কেউই *বেদের* উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নন।"

সুতরাং, এখানে *নারায়ণ-পরায়ণান্* শব্দটির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে যে, নবযোগেন্দ্রগণের মতো মহান ভক্তবৃন্দ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বদাই স্বীকার করতেন।

নিমিরাজ বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তাই *যথার্হতঃ* শব্দটির মাধ্যমে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেইভাবেই তিনি মহর্ষিদের উপাসনা করেছিলেন, ঠিক যেমনভাবে তিনি পরম শ্রদ্ধাসহকারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপাসনা করে থাকেন। যদিও নিরাকারবাদীরা অযথা প্রতিপন্ন করতে চায় যে, প্রত্যেক জীবই ভগবানের সমকক্ষ, কিন্তু তারা কোনও জীবকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা করতেই পারে না, তার কারণ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পাদপদ্মে তারা প্রথমেই একটি অপরাধ করে থাকে। তারা যাকে পূজা উপাসনা করে থাকে, এমন কি তাদের নিজেদের গুরুবর্গের উপাসনা যেভাবে করে, তা পরিণামে আত্মসেবামূলক এবং সুবিধাবাদী প্রয়াস বলেই দেখা যায়। যখন কোনও নিরাকারবাদী কল্পনা করে যে, সে ভগবান হয়ে গেছে, তখন আর তার গুরু বলতে অন্য কারও দরকার মনে করে না।

অবশ্য, সে কোনও বৈষ্ণব শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন বলে তিনি সকল জীবকে, বিশেষত যারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছে, সেই সকল অতি ভাগ্যবান জীব সমাজকে অনন্ত শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করতে অভিলাষী হন। শ্রীভগবানের কোনও প্রতিভূর উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবের উপাসনা কখনই আত্মরতিমূলক কিংবা সুবিধাবাদীর মনোভাবাপন্ন হয় না, বরং এই শ্লোকে *প্রীতঃ* শব্দটির মাধ্যমে যে ভাবধারার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেইভাবেই শ্রীভগবান এবং তাঁর প্রতিভূগণের উদ্দেশ্যে নিত্যকালের প্রেমভক্তির অভিপ্রকাশরূপে বৈষ্ণবজনের সেই উপাসনা তথা শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়ে থাকে।

সুতরাং এই শ্লোকটি থেকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কেবলমাত্র ঋষভদেবের ন'জন মহিমান্বিত পুত্রেরাই নয়, নিমিরাজাও স্বয়ং নিরাকারবাদের কৃত্রিম তথা অসম্পূর্ণ ভাবধারা বর্জন করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তান্ রোচমানান্ স্বরুচা ব্রহ্মপুত্রোপমান্নব।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ২৭ ॥

তান্—তাঁদের; **রোচমানান্**—শোভমান; **স্ব-রুচা**—তাঁদের আপন শোভায়; **ব্রহ্ম-পুত্র-উপমান্**—ব্রহ্মার পুত্রদেরই মতো; **নব**—নয়জন; **পপ্রচ্ছ**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **পরম-প্রীতঃ**—অপ্রাকৃত বিনয় সহকারে; **প্রশ্রয়**—প্রণত হয়ে; **অবনতঃ**—দণ্ডবৎ জানিয়ে; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

মহারাজ নিমি অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নতশিরে বিনয়াবনত হয়ে ঐ ন'জন মুনিকে প্রশ্ন করতে আগ্রহী হলেন। এই ন'জন মহাত্মা তাঁদের দেহকান্তি নিয়ে শোভায়মান হয়েছিলেন এবং সনককুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রদেরই মতো প্রতিভাত ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, *স্বরুচা* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, নবযোগেন্দ্র মুনিগণ তাঁদের অলঙ্কার-ভূষণাদি কিংবা অন্য কোনও কারণে নয়, তাঁদের আপন দিব্য জ্যোতির ফলেই উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত আলোকের মূল উৎস। তাঁর অতীব উদ্ভাসিত দেহকান্তি সর্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতি তথা অপরিমেয় দিব্য চিন্ময় আলোকরাশির উৎস, যার মাঝে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডরাজি নির্ভর করে রয়েছে (*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি*)। শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ বিভিন্ন জীবাত্মাও আপন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। বাস্তবিকপক্ষে, শ্রীভগবানের রাজ্যে প্রত্যেকটি বস্তুই আপন জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে রয়েছে, তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৬) বলা হয়েছে—

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

ইতিপূর্বেই নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবযোগেন্দ্রগণ শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্ত ছিলেন। সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধাত্মারূপে তাঁরা স্বভাবতই বিপুল জ্যোতি প্রকাশ করছিলেন, এখানে তা *স্বরুচা* শব্দটির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, *ব্রহ্মপুত্রোপমান্* শব্দটির অর্থ 'ব্রহ্মার পুত্রদের সমান', যার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, নবযোগেন্দ্রগণ চারজন মহিমান্বিত সনকাদি কুমার ভ্রাতাদের মতোই দিব্যস্তরে অবস্থান করছিলেন। চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহারাজা পৃথু বিপুল প্রেমভক্তি সহকারে চার কুমারকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, এবং এখানে নিমিরাজও সেইভাবে ঋষভদেবের নয়জন পুত্রকে অভ্যর্থনা করেন। সুখসমৃদ্ধি লাভে আগ্রহী সকলের পক্ষেই মহান বৈষ্ণবদের প্রেমভক্তি সহকারে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা সর্বজনবিদিত পারমার্থিক সদাচরণ।

শ্লোক ২৮

শ্রীবিদেহ উবাচ

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি ॥ ২৮ ॥

শ্রীবিদেহঃ উবাচ—বিদেহরাজ বললেন; **মন্যে**—আমি মনে করি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষ; **পার্ষদান্**—আপন সহযোগীগণ; **বঃ**—আপনি; **মধু-দ্বিষঃ**—মধু দানবের শত্রু; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ভূতানি**—সেবকবৃন্দ; **লোকানাম্**—সকল বিশ্বের; **পাবনায়**—শুদ্ধিকরণের জন্য; **চরন্তি**—তাঁরা বিচরণ করেন; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

বিদেহরাজ নিমি বললেন—মধু-দানবের নিধনকারী প্রখ্যাত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষদরূপে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের চিনতে পেরেছি। অবশ্যই, শ্রীবিষ্ণুর শুদ্ধ ভক্তগণ এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে আপন স্বার্থবিনা অন্য সকল বদ্ধ জীবকুলের বিশুদ্ধি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পর্যটন করে থাকেন।

তাৎপর্য

এখানে রাজা নিমি মহর্ষিদের দিব্য কার্যক্রমের গরিমা বর্ণনা করে তাঁদের অভ্যর্থনা করছেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যপ্রভাবের ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন, তা সর্বজনবিদিত, সেকথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্*। ঠিক তেমনই, তাঁর শুদ্ধ ভক্তগণও অপ্রাকৃত দিব্য স্তরে বিরাজ করে থাকেন। প্রশ্ন হতে পারে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদ স্বরূপ ঐ ধরনের দিব্য জীবগণকে কেমন করে জড় জগতের মধ্যে দেখা যেতে পারে। সুতরাং এখানে বলা হয়েছে, *পাবনায় চরন্তি হি*—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতিভূস্বরূপ বৈষ্ণবেরা অধঃপতিত বদ্ধ জীবগণকে উদ্ধারের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করে থাকেন। দেশের রাজপ্রতিনিধিকে কারাগারের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যেতে পারে, তবে তাতে এমন বোঝায় না যে, ঐ রাজপ্রতিনিধি বদ্ধ কারাবাসী হয়ে গিয়েছেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, কারাবন্দীদের মধ্যে যারা তাদের পাপাচরণের প্রবৃত্তি সংশোধন করেছে, তিনি কারামধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্যোগী রয়েছেন। সেইভাবেই, পরিব্রাজকাচার্যরূপে খ্যাত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তবৃন্দ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরিভ্রমণের সময়ে প্রত্যেককে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সচ্চিদানন্দময় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে নিজনিকেতনে, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আহ্বান জানিয়ে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলের মুক্তি প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদবর্গের কৃপার বিবরণ রয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, বিষ্ণু পার্ষদবর্গ তথা বৈষ্ণবেরা স্বয়ং শ্রীভগবানের মতোই কৃপাময় হয়ে থাকেন। যদিও মানবসমাজের অজ্ঞজনেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দাস তথা বৈষ্ণবদের সান্নিধ্য লাভ করতে উৎসাহ বোধ করে না, তাই ভগবদ্ভক্তগণ বৃথা অহঙ্কারে মুখ ফিরিয়ে না থেকে, বদ্ধ জীবকুলকে তাদের চিরকালের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য নিজেরাই সক্রিয় হন।

শ্লোক ২৯

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৯ ॥

দুর্লভঃ—দুষ্প্রাপ্য; **মানুষঃ**—মানুষের; **দেহঃ**—শরীর; **দেহিনাম্**—শরীরধারী জীবগণ; **ক্ষণভঙ্গুরঃ**—যে কোনও মুহূর্তে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে; **তত্র**—সেই মানব শরীরে; **অপি**—এমন কি; **দুর্লভম্**—দুষ্প্রাপ্য; **মন্যে**—মনে করি; **বৈকুণ্ঠ-প্রিয়**—যারা পরমেশ্বর ভগবান বৈকুণ্ঠের পরম প্রিয়জন; **দর্শনম্**—সাক্ষাৎ লাভ।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবগণের পক্ষে মানব দেহ লাভ করা অতীব কঠিন, এবং তা যে কোনও মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি যে, মানব জীবন লাভ করেছে যারা, তাদের পক্ষে ভগবান শ্রীবৈকুণ্ঠের প্রিয়ভাজন শুদ্ধ বৈষ্ণবভক্তগণের সাহচর্যও অতিশয় দুর্লভ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, *দেহিনাং* শব্দটির অর্থ *বহবো দেহা ভবন্তি যেষাং তে,*—"বদ্ধ জীবকুল, যারা অসংখ্য জড়জাগতিক শরীর ধারণ করে।" কিছু চিন্তাবিলাসীদের মতে, মানবরূপী জীবনে এসে জীবসত্তা আর কখনই কোনও পশু কিংবা বৃক্ষলতার মতো ইতর রূপের পর্যায়ে অধঃপতিত হবে না। তবে, এই ধরনের কল্পনা বিলাসিতা সত্ত্বেও, একথা সত্য বলে মানতেই হবে যে, বর্তমানে আমাদের কার্যকলাপের পরিণাম অনুযায়ী আমরা ভগবানের বিধিনিয়মে উন্নত কিংবা অধঃপতিত হবই। বর্তমান যুগে মানব সমাজে জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনই পরিচ্ছন্ন বা সঠিক ধারণা কারও নেই। নির্বোধ বিজ্ঞানীরা সরলমতি মানুষদের ধাপ্পা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অতি উচ্চমানের আধুনিক ধরনের বাক্যবিন্যাস উদ্ভব করেছে যা দিয়ে সকলকে বিশ্বাস করানো যায় যে, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রাণের

সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর রচিত *জীবন আসে জীবন থেকে* গ্রন্থখানির মধ্যে এই ধাপ্পা উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন, যাতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিজ্ঞানীরা যদিও দাবি করে থাকে যে, রাসায়নিক পদার্থগুলি থেকেই প্রাণ সৃষ্টি হয়, তারা তবুও একটা রসায়নাগারে অসংখ্য প্রকার রসায়ন পাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একটি পোকাও তা থেকে নিজেরা উৎপন্ন করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, জীবন এবং চেতনা সবই চিন্ময় আত্মার লক্ষণাবলী—কোনও রসায়নে কিংবা রাসায়নিক মিশ্রণের মাধ্যমে যা আজও পাওয়া যায়নি।

জীবন আসে জীবন থেকে গ্রন্থখানির ৪৩ পৃষ্ঠায় শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, "সকল জীবসত্ত্বা এক রূপ দেহ থেকে অন্য এক দেহরূপে চলে যায়। রূপগুলি ইতিপূর্বেই বিদ্যমান রয়েছে। জীব শুধুমাত্র নিজেকে স্থানান্তরিত করে, ঠিক যেভাবে মানুষ একটি আবাস থেকে অন্যত্র স্থান বদল করে থাকে। একটা বাসস্থান প্রথম শ্রেণীর, অন্যটি দ্বিতীয় শ্রেণীর, আবার আর একটি তৃতীয় শ্রেণীর হয়। ধরা যাক, একটি লোক নিম্ন শ্রেণীর আবাসন থেকে একটা প্রথম শ্রেণীর আবাসনে এল। লোকটি একই জন। কিন্তু এখন, তার টাকা দেওয়ার সামর্থ্য মতো, অর্থাৎ কর্ম অনুসারে, সে একটা উঁচু দরের আবাসনের দখল নিতে পারে। যথার্থ বিবর্তন বলতে শারীরিক বিকাশ বা পরিবর্তন বোঝায় না, তবে সেটা হল চেতনার বিকাশ।" প্রত্যেক রকমের জীবযোনির মধ্যেই চেতনা থাকে, আর সেই চেতনা জীবসত্ত্বার লক্ষণ, যে-জীবসত্ত্বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তি। এই ধরনের ৮৪,০০,০০০ প্রকার প্রজাতির জীবযোনি তথা প্রাণসত্ত্বার মাধ্যমে চেতনা-সঞ্জীবিত জীবসত্ত্বার দেহান্তরের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পারলে, কেউ সম্ভবত *দুর্লভো মানুষোদেহঃ* "মনুষ্যদেহ লাভ করা দুর্লভ বিষয়" কথাগুলির তাৎপর্য বুঝতে পারবে না।

এই অপরিহার্য বিচারবুদ্ধির ক্ষেত্রে এখন মানুষকে প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে। মনুষ্য প্রজাতিরও নিম্নবর্গে যে আশী লক্ষাধিক প্রজাতি রয়েছে, সেইগুলির মাঝে বিচ্যুতির বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অনবহিত। কোনও মানবসত্ত্বা প্রগতির ভাবধারায় চিন্তা করে, সেটা স্বাভাবিক। আমরা বুঝতে চাই যে, আমাদের জীবনের প্রগতি হচ্ছে এবং আমাদের জীবনের গুণবৈশিষ্ট্য বিকাশের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে চলেছি। অতএব, অতি মূল্যবান মানব জীবন অপব্যবহারের মহাবিপদ সম্পর্কে জনমানবকে অবহিত করা আশু প্রয়োজন এবং মানবজীবনে যেভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সুযোগ এনে দেয়, সেই সম্পর্কে সকলকে জানানো দরকার।

ঠিক যেভাবে পৃথিবীতে উচ্চশ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন আবাসন অঞ্চলগুলি বিভক্ত করা আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝেও তেমনই উচ্চশ্রেণী,

মধ্যম শ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর গ্রহমণ্ডলী রয়েছে। যোগপদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে, কিংবা নিষ্ঠাভরে ধর্মকর্ম অনুশীলনের ফলে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উচ্চকোটির গ্রহমণ্ডলীতে মানুষ নিজেকে নিয়ে যেতে পারে। তা না হলে, ধর্মকর্ম অনুশীলনে অবহেলার ফলে, মানুষ নিম্নতর গ্রহে নিজের অবনতি লাভ করতে পারে।

তবে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ব্যক্ত করেছেন, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।* তাই চরম সিদ্ধান্ত হল এই যে, জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রহলোকই বসবাসের অযোগ্য এবং অনুপযুক্ত, কারণ প্রত্যেকটি গ্রহের মধ্যেই জরাবার্ধক্য ও মৃত্যুস্বরূপ অনাদি ত্রুটিগুলি রয়েছে। শ্রীভগবান অবশ্য আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, জড় জাগতিক মহাব্রহ্মাণ্ডের বহু দূরে অবস্থিত তাঁর যে দিব্য ধাম রয়েছে, সেখানে জীবন ধারা চিরন্তন, আনন্দময় এবং সম্পূর্ণভাবে সৎ জ্ঞান সমৃদ্ধ। জড় জগৎ অস্থায়ী, দুর্যোগময় এবং অজ্ঞতায় কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু বৈকুণ্ঠ নামে চিন্ময় জগতটি নিত্যস্থায়ী, পরমানন্দময় এবং যথার্থ জ্ঞানে সুসমৃদ্ধ।

চরম উৎকর্ষলব্ধ মানব-মস্তিষ্ক শ্রীভগবানের দান, যার ফলে আমাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করে যা নিত্যস্থায়ী এবং যা অনিত্য, অস্থায়ী, তার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (২/১৬) বলা হয়েছে—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

"যাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা, তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অনিত্য জড় বস্তুর স্থায়িত্ব নেই, এবং নিত্য বস্তু আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। তত্ত্বদ্রষ্টাগণ উভয় প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।"

যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিত্যধামকে জীবনের চরম লক্ষ্যস্বরূপ স্বীকার করেছেন, তাঁদের বৈকুণ্ঠপ্রিয় বলা হয়ে থাকে। এখানে মহারাজ নিমি বলেছেন যে, সেই ধরনের জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত পরমার্থবাদী মানুষদের সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ করা অবশ্যই মানব জীবনের সদর্থকসিদ্ধি লাভ বলে গণ্য করা চলে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পরামর্শ দিয়েছেন যে, নিম্নলিখিত শ্লোকটি যেন আমরা অনুধাবন করি—

নৃদেহম্ আদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্
ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

"[পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন—] শ্রেষ্ঠতম শরীর এই সুদুর্লভ মানব দেহ এক পরম প্রাপ্তি, এবং তা একটি তরণীর সাথে তুলনীয়। শ্রীগুরুদেব এই তরণীর সুযোগ্য কর্ণধার, এবং তা পরিচালনার জন্য আমি অনুকূল পবন (বেদ গ্রন্থাবলী) সৃষ্টি করে দিয়েছি। এইভাবে ভবসাগর অতিক্রমের সকল প্রকার সুব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি। যে মানুষ মানব-জীবনের এই সমস্ত অপূর্ব সুন্দর সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে, তবু ভবসাগর পার হতে পারেনি, তাকে আত্মহন্তা বলেই মনে করতে হবে।" (*ভাগবত* ১১/২০/১৭)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যসেবকগণ জড়জাগতিক কর্মবন্ধনের ফলে আবদ্ধ জীবদের উদ্ধারের জন্য কৃপাবশে বৈষ্ণবরূপে জড় জগতে অবতীর্ণ হন। নিরাকারবাদী পরম তত্ত্বের অনুসন্ধান যারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা করছে, ঐ সব বৈষ্ণবগণ তাদেরও কৃপা বিতরণ করে থাকেন। শ্রীনারদ মুনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, দিব্যোন্মাদনাময় ভগবৎ-প্রেম ছাড়া পরমতত্ত্বের ঐ ধরনের প্রাণান্তকর, নিরাকার কল্পচিন্তা অবশ্যই দুর্ভোগময় (*নৈষ্কর্ম্যমপি অচ্যুতভাব বর্জিতম্*), এবং তার সঙ্গে সাধারণ স্থূল জড়জাগতিক জীবনের অগণিত সমস্যাদির প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও চলে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অধিকাংশ মানুষই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির স্বর্গসুখের স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে অর্থসম্পদ লাভের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চলেছে। অন্য অনেকে সাধারণ জড়জাগতিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের আত্মসত্ত্বা নস্যাৎ করবার চেষ্টা করছে এবং যোগ আর ধ্যান চর্চা বলতে যা বুঝেছে, তারই মধ্যে দিয়ে ভগবৎ-সত্ত্বার মাঝে বিলীন হতে চাইছে। উভয় শ্রেণীর অসুখী মানুষগুলি তাদের ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বপ্নবিলাসের সঙ্গে তাদের বিরক্তিকর নিরাকারবাদী স্বকপোল কল্পনা সবই সরিয়ে রেখে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কৃপা গ্রহণ করছে। তাঁরা শ্রীভগবানের নাম কীর্তন, উদ্দণ্ড নৃত্যগীত, এবং ভগবানের পবিত্র প্রসাদ আস্বাদনের মাধ্যমে ভগবানের দিব্যনাম জপকীর্তন করতে শিখছে। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীভগবান স্বয়ং যে সব অপ্রাকৃত জ্ঞানগর্ভ অভিব্যক্ত করেছেন, সেইগুলি আস্বাদনের মাধ্যমে উৎফুল্ল হচ্ছেন। *ভগবদ্গীতার* (৯/২) শ্লোকের মধ্যে শ্রীভগবান বলেছেন—"*সুসুখম্ কর্তুম্ অব্যয়ম্*"। চিন্ময় পারমার্থিক স্বাধীনতা অর্জনের যথার্থ প্রক্রিয়া খুব আনন্দময় এবং তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ানুভূতি অথবা নিরাকারবাদী শুষ্ক বাকচাতুর্যের কোনই সম্বন্ধ থাকে না। ক্রমশ বহু মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করছেন, ক্রমশ তা অন্য বহুজনের মধ্যে প্রসারের চেষ্টা করছে। এইভাবেই সমগ্র জগৎ প্রাণময় হয়ে উঠবে এবং বৈষ্ণবদের কৃপা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

শ্লোক ৩০

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

অতঃ—অতএব; **আত্যন্তিকম্**—পরম; **ক্ষেমম্**—মঙ্গল; **পৃচ্ছামঃ**—আমি প্রশ্ন করছি; **ভবতঃ**—আপনাদের; **অনঘাঃ**—নিষ্পাপ পুরুষগণ; **সংসারে**—জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে; **অস্মিন্**—এই; **ক্ষণ-অর্দ্ধঃ**—অর্ধেক মুহূর্ত মাত্র; **অপি**—যদিও; **সৎসঙ্গঃ**—ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গলাভ; **শেবধিঃ**—মহানিধি; **নৃণাম্**—মানুষের পক্ষে।

অনুবাদ

অতএব, হে পূর্ণ নিষ্পাপ মহাপুরুষগণ, আমি প্রশ্ন করছি—কৃপা করে পরম মঙ্গল বিষয়ে আমাকে কিছু বলুন। বাস্তবিকই, জন্ম এবং মৃত্যুর এই জগতের মাঝে ক্ষণার্ধকালের জন্যও কোন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সৎসঙ্গ লাভ করা গেলে, যে কোনও মানুষের জীবনেই তা পরমনিধি লাভ স্বরূপ আনন্দজনক হয়।

তাৎপর্য

শেবধিঃ অর্থাৎ 'মহানিধি' তথা মহাসম্পদ শব্দটি এই শ্লোকে তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন কোনও সাধারণ মানুষ একটা অপ্রত্যাশিত সম্পদ আবিষ্কার করে মহা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, তেমনই যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করেও উৎফুল্ল বোধ করে, কারণ তেমন সঙ্গ থেকে মানুষের জীবন সহজেই সার্থক হয়ে উঠতে পারে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে *আত্যন্তিকং ক্ষেমং*, অর্থাৎ 'পরম মঙ্গল' শব্দগুলির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, এমন পরিবেশ লাভ হয়, যেখানে সামান্যতম ভীতিও স্পর্শ করতে পারে না। এখন আমরা জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুময় সংসারচক্রে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। যেহেতু এক মুহূর্তেই আমাদের সমগ্র পরিবেশ তথা অবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে, তাই আমরা নিত্যনিয়ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রয়েছি। তবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত আমাদের শেখাতে পারেন বাস্তবপদ্ধতি যার মাধ্যমে জড়জাগতিক অস্তিত্বের বন্ধন থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করে সকল প্রকার ভয় দূর করতে পারি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত এই যে—স্বাভাবিক লৌকিক ভব্যতা অনুসারে কোনও অতিথির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে তাঁর কুশল প্রশ্ন করতে হয়। তবে যে সকল আত্মতৃপ্ত ভগবদ্ভক্ত নিজেরাই সকল প্রকার কুশল বিতরণ করছেন, তাঁদের প্রতি এই ধরনের কুশল প্রশ্ন অযৌক্তিক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, রাজা জানতেন যে, ঋষিবর্গকে তাঁদের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা অযৌক্তিক হবে, যেহেতু জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের

একমাত্র কাজ। *ভগবদ্‌গীতা* অনুসারে, জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে নিজেকে মুক্ত করাই জীবনের লক্ষ্য এবং দিব্য আনন্দময় স্তরে নিত্য ভগবৎ-সেবকরূপে নিজেকে পুনরধিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করাই উচিত। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ সাধারণ জড় জাগতিক ব্যাপারে তাঁদের সময় নষ্ট করেন না। কখনও-বা বৈষ্ণব প্রচারকার্যে নিয়োজিত কোনও ভক্তের মূর্খ আত্মীয়স্বজনেরা আক্ষেপ করতে থাকেন যে, অমন একজন ধর্ম প্রচারক জাগতিক কাজকর্মে তার জীবনের কিছুই দিল না, তাই আধ্যাত্মিক জীবনচর্চা করেই তার অত টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়ে গেল।

ঐ ধরনের মূর্খ লোকেরা জানে না এবং ধারণাই করতে পারে না যে, ভগবানের বাণী প্রচারে যাঁরা প্রাণমন সমর্পণ করেছেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনধারার স্তরে কী বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। নিমিরাজা নিজেই বিদগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন, এবং সেই কারণেই তিনি নির্বোধের মতো সামান্য জড় জাগতিক ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করেননি। সরাসরি তিনি *আত্যন্তিকং ক্ষেমম্* জীবনের পরম মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, *অনঘাঃ* অর্থাৎ "হে নিষ্পাপ পুরুষগণ" এই শব্দটির দুটি অর্থ আছে। *অনঘাঃ* বলতে বোঝায় যে, নবযোগেন্দ্রগণ নিজেরাই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ছিলেন। শব্দটি আরও বোঝায় যে, কেবলমাত্র তাঁদের দর্শনলাভের মহাভাগ্যের ফলে এবং বিনম্রচিত্তে তাঁদের কথা শোনার মাধ্যমে, যে কোনও সাধারণ পাপময় মানুষও তার পাপের ভার লাঘব করতে পারে এবং তার যা কিছু বাসনা, তা পূরণ করতেও পারে।

কেউ আপত্তি করতে পারে যে, মহামুনিরা যেহেতু সবেমাত্র এসেছিলেন, সুতরাং তাঁদের জীবনের সিদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে রাজার এত অধীর হওয়ার দরকার ছিল না। মুনিবর্গ নিজেরাই প্রশ্ন আহ্বান না করা পর্যন্ত হয়ত রাজার প্রতীক্ষা করা উচিত ছিল। এই ধরনের সম্ভাব্য আপত্তি অনুযোগের উত্তরে *ক্ষণার্ধোঽপি* শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্তের সাথে এক মুহূর্তের কিংবা অর্ধমুহূর্তের জন্য সঙ্গ লাভ হলেই মানুষ ইহ জীবনের সার্থকতা অর্জন করে থাকে। কোনও সাধারণ মানুষকে বিপুল সম্পদ দিলে, সে তৎক্ষণাৎ সেই সম্পদ আঁকড়ে ধরতে চাইবে। সেইভাবেই, নিমিরাজা ভাবছিলেন, "এমন মহান ঋষিদের এখানে অনেকক্ষণ রেখে দিয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব কেন? আমি যেহেতু সাধারণ মানুষ, তাই আপনারা নিশ্চয়ই এখনি চলে যাবেন। তাই কৃপা করে এখনই আপনাদের দিব্য সঙ্গ লাভের সুযোগ গ্রহণ করতে দিন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, এই জগতে বিভিন্ন ধরনের কৃপা রয়েছে। কিন্তু সাধারণ কৃপায় সমস্ত দুঃখ মোচন হয় না। অর্থাৎ, বহু মানবহিতৈষী,

জনকল্যাণকামী এবং সমাজসংস্কারক রয়েছেন, যাঁরা নিশ্চয়ই মানবজাতির উন্নতি বিকাশের জন্য কাজ করে থাকেন। তেমন মানুষদের সকলেই কৃপাপরায়ণ বলেই মনে করে থাকে। তবে তাঁদের কৃপা থাকা সত্ত্বেও, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির কবলে মানব সমাজ দুঃখকষ্ট ভোগ করেই চলেছে। দুঃস্থজনকে আমি অকাতরে খাদ্য বিতরণ করতে পারি, কিন্তু আমার কৃপায় খাদ্য গ্রহণ করবার পরেও সেই গ্রহীতা আবার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়বে, অর্থাৎ একইভাবে সে ক্ষুধার জ্বালা থেকে কষ্ট পেতেই থাকবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, শুধুমাত্র মানবিকতা কিংবা জনকল্যাণের মাধ্যমে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে দুঃখদুর্দশা থেকে অব্যাহতি পায় না। তাদের দুর্দশা শুধুমাত্র স্তিমিত হয় কিংবা কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যায়। নবযোগেন্দ্রগণকে দর্শন করে নিমিরাজা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন, তার কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যপার্ষদ। তাই তিনি মনে করেছিলেন, "আমার মতো হতভাগ্য সাধারণ জড়ভোগী মানুষদের মতো আপনারা পাপকর্মাদিতে আসক্ত নন। তাই আপনারা যে সব কথা বলেন, তার মধ্যে কোনও ছলনা কিংবা কার্যসিদ্ধির মনোবৃত্তি নেই।"

নানাধরনের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিষয়ক আলোচনাতেই জড়জাগতিক বদ্ধধারণার জীবগণ তাদের দিনরাত অতিবাহিত করে থাকে। পারমার্থিক জ্ঞানতত্ত্ববিষয়ক কথা শোনবার সময় তারা কখনই পায় না। তবে ক্ষণকালের জন্যও কিংবা ঘটনাক্রমেও যদি তারা কৃষ্ণবিষয়ক হরিকথা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গলাভের মাধ্যমে শ্রবণ করে, তা হলে জড়জাগতিক কঠিন বাস্তব দুঃখকষ্ট অভাব অভিযোগের প্রবণতা তাদের জীবনে অনেকাংশে লাঘব হতে পারে। যখন মানুষ মুক্তপুরুষদের দর্শন লাভ করে, তাঁদের মুখ থেকে কৃষ্ণকথা শোনে, তাঁদের সদাচরণ বিষয়ক নানাকথা স্মরণ করে এবং এইভাবে অনুশীলন করতে থাকে, তখন ইন্দ্রিয় ভোগসুখের মায়াজালে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখার প্রবণতা হ্রাস পায়, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় উন্মুখ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩১

ধর্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্ ।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ ॥ ৩১ ॥

ধর্মান্ ভাগবতান্—ভগবদ্ভক্তিসেবার বিজ্ঞান; **ব্রূত**—কৃপা করে বলুন; **যদি**—যদি; **নঃ**—আমাদের; **শ্রুতয়ে**—যথাযথভাবে শ্রবণের জন্য; **ক্ষমম্**—যথার্থ যোগ্যতা রয়েছে; **যৈঃ**—যে ভক্তিসেবার মাধ্যমে; **প্রসন্নঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রপন্নায়**—শরণাগত;

দাস্যতি—তিনি প্রদান করেন; আত্মানম্—স্বয়ং; অপি—ও; অজঃ—জন্মরহিত ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

এই সকল বিষয় যথাযথভাবে শ্রবণের জন্য যদি আমাকে আপনারা যোগ্য বিবেচনা করেন, তা হলে কৃপা করে আমাকে বলুন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবাকর্মে কিভাবে আত্মনিয়োগ করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে যখন কোনও জীব উদ্যোগী হয়, তখন অচিরেই শ্রীভগবান প্রীতিলাভ করেন, এবং তার বিনিময়ে শরণাগত জীবকে নিজ স্বরূপ পর্যন্ত প্রদান করে থাকেন।

তাৎপর্য

জড় জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে দু'ধরনের অন্তঃসারশূন্য দার্শনিক মনোভাবাপন্ন মানুষ আছে, যারা পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত জাহির করে থাকে। ব্রহ্মবাদী বলে অভিহিত ঐ ধরনের কয়েকজন প্রতিপন্ন করতে চায় যে, শ্রীভগবানের থেকে আমরা বহু বহু গুণে ভিন্নধর্মী, এবং তাই শ্রীভগবানকে নিয়ে তারা এমনভাবে মনোনিবেশ করতে চায় যেন তিনি এমন কিছু, যা আমাদের জানা-বোঝার অনেক অনেক দূরের বস্তু। ঐ ধরনের চরম দ্বৈতবাদী দার্শনিক মনোভাবাপন্ন লোকগুলি প্রকাশ্যে অথবা সাংগঠনিক উপায়ে ভগবৎ-বিশ্বাসী পুণ্যবান এবং ধার্মিক বলে নিজেদের জাহির করে থাকে, কিন্তু আমাদের উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে যা হয়েছে, তা থেকে ভগবানকে এমনই ভিন্ন রূপে তারা চিন্তা করে থাকে, যাতে তাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের পুরুষসত্ত্বা কিংবা গুণবৈশিষ্ট্যাদি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করেও কোনই লাভ হয় না। ঐ ধরনের আপাতদৃষ্ট নিষ্ঠাবান লোকগুলি সচরাচর সমাজ, মৈত্রী এবং প্রেমের শিরোনামা নিয়ে জড় জাগতিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ নানা সম্পর্ক সম্বন্ধের মাঝে মেতে উঠে, ফলাকাঙ্ক্ষী কার্যকলাপ তথা স্থূল জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিমূলক উদ্যোগে লিপ্ত হয়।

অদ্বৈতবাদীরা, অর্থাৎ শ্রীভগবানের দ্বৈত সত্ত্বা বিষয়ক ধারণার বিরোধী দার্শনিকেরা দাবি করে থাকেন যে, শ্রীভগবান এবং জীবসত্ত্বার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই এবং মায়ার প্রভাবে উদ্ভূত আমাদের ব্যক্তিসত্তা পরিত্যাগ করাই, আর নাম, রূপ, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিসত্ত্বাবিহীন নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মজ্যোতির মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়াই জীবনের মহান লক্ষ্য। এইভাবেই কষ্টকল্পনাপ্রবণ দার্শনিকদের কোনও পক্ষই অপ্রাকৃত চিন্ময় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কোনও ধারণা করতে সক্ষম হয়নি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, তথা ভগবানের এক সত্তা এবং বিভিন্নতার বিষয়ে পরিষ্কারভাবে তাঁর মহান্ শিক্ষাসূত্র উপস্থাপন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা গুণগত বিচারে শ্রীভগবানের সাথে অভিন্ন, কিন্তু পরিমাণ বিচারে ভিন্ন সত্ত্বা বিশিষ্ট। শ্রীভগবান সবিশেষ ব্যক্তিস্বরূপ দিব্যচেতনা, এবং পরিণামে, আমরাও যখন মুক্তি লাভ করি, তখন আমাদেরও দিব্য রূপ লাভ হয়। পার্থক্য হল এই যে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যকালের স্বরূপ এবং পরম পুরুষসত্ত্বা অনন্ত শক্তি ও রূপ মাধুর্যময়, অথচ আমাদের শক্তি আর রূপ ঐশ্বর্য নগণ্য লেশমাত্র। আমাদের আপন শরীর সম্পর্কে খুব সচেতন, সেক্ষেত্রে পরম তত্ত্বের প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের শরীর সম্পর্কে সচেতন, তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।* তবে শ্রীভগবান যদিও জীবসত্ত্বার চেয়ে অনন্তরূপে প্রকাণ্ড, তবু শ্রীভগবান এবং সকল জীবই আকৃতি, সুকৃতি এবং প্রকৃতি সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার ভাব-অনুভাবে সমৃদ্ধ।

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অগণিত জীবসত্ত্বা রূপে আপনাকে বিস্তারিত করে তাদের সাথে বিভিন্ন রসাশ্রিত সম্পর্ক উপভোগ করতে অভিলাষ করে থাকেন। জীবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, এবং তারা প্রেমের বন্ধনে তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে।

যদিও পরমেশ্বর ভগবান নিত্যকাল যাবৎ সর্বময় কর্তা এবং জীবসত্ত্বা নিত্যকাল সর্ববিষয়েই অধীন, তবু যখন জীব ঐকান্তিক প্রেমভাবাপন্ন হয়ে শ্রীভগবানের সেবায় নিত্যকাল যাবৎ আত্মনিবেদন করে থেকেও সেই সেবার বিনিময়ে আপনার স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূলে সামান্যতম আশাও করে না, তখন শ্রীভগবান অচিরেই প্রসন্ন হন, সেই ভাবটি এখানে *প্রসন্ন* শব্দটির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনই অনন্তকৃপাময় এবং উদারচিত্ত যে, তেমন কোনও আত্মনিবেদিত এবং প্রেমাকুল সেবকের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তিস্বরূপ, অচিরেই তাঁর সেই আত্মনিবেদিত ভক্তের প্রীত্যর্থে যা কিছু সম্ভব, এমন কি নিজেকেও, তিনি সমর্পণ করতে অভিলাষী হয়ে থাকেন।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের এই প্রেমময় অভিলাষের অগণিত বাস্তব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যশোদা মাতার প্রেমাকর্ষণে শিশুকৃষ্ণ তাঁর দামোদর বন্ধন রূপ নিয়ে, স্বয়ং তাঁর স্নেহময়ী জননীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং শৈশবের শাস্তি স্বরূপ তিনি নিজেকে রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ হতে দিয়েছিলেন। সেইভাবেই, তার প্রতি পাণ্ডবদের প্রগাঢ় স্নেহ-ভালবাসা-প্রেমের অনুরাগে নিজেকে ঋণী অনুভব করার ফলে, শ্রীকৃষ্ণও তাঁর সারথি রূপের ভূমিকায় সানন্দে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে

অর্জুনের রথের চালনা ভার গ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে, বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের পরম মহত্ত্বপূর্ণ প্রেমময়ী ভগবদ্ভক্তরূপে বিশ্ববন্দিত গোপীদের প্রীত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যনিয়ত মনোনিবেশ করে থাকেন।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাথে জীবগণ গুণগতভাবে অবিচ্ছেদ্য অংশ না হলে শ্রীভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ প্রেমভাব বিনিময় সম্ভব হত না। অপরদিকে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং জীবগণ যেহেতু প্রত্যেকেই নিজ নিজ সচেতন ব্যক্তিসত্ত্বা নিয়ে, ভগবানের রাজ্যে প্রেমবিনিময় করে থাকেন, তাই এই লীলা নিত্য বাস্তব। ভাষান্তরে বলা চলে, শ্রীভগবানের সাথে পরম একাত্মতা এবং ভগবানের সত্ত্বা থেকে পরম ভিন্নতা কষ্টকল্পিত দর্শনতত্ত্বের বিভিন্ন ভাবধারার তাত্ত্বিক কল্পনা মাত্র। এই শ্লোকে যেভাবে চিন্ময় প্রেমের সার্থকতা বর্ণনা করা হয়েছে, তা একই সঙ্গে একাত্মতা এবং ভিন্নতার সত্ত্বা-নির্ভর হয়ে থাকে, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ব্রাহ্মণ্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে স্বয়ং এই পরম সত্ত্বা বিস্তারিত লীলাবিস্তারের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীগণ অগণিত শাস্ত্র গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে এই যথার্থ ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই ভাবধারা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক উপদেশাবলীর অঙ্গীভূত হয়ে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে, এবং তিনিই এই জ্ঞানসম্পন্ন অতীব সুচারুরূপে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের কাছে যথাযথ বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করেছেন।

আমাদের বর্তমান সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র তাঁর রচিত *শ্রীমদ্ভাগবতের* অনুবাদ ও ভাষ্য পরিবেশনার ব্রত সম্পূর্ণ করতে অভিলাষী হয়েছি, এবং তাঁরই পথনির্দেশের জন্য নিত্য প্রার্থনা নিবেদন করে থাকি যাতে এই ব্রত তিনি স্বয়ং যেভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, আমরা সেইভাবে তা সম্পূর্ণ করতে পারি। পাশ্চাত্য দেশগুলির ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাসম্ভার যেভাবে পরিবেশিত হয়ে চলেছে, সেইভাবে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা এবং ভারতবাসীরাও যদি তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তা হলে শ্রীভগবান অবশ্যই তেমন চিন্ময় তত্ত্বের পরম অনুসন্ধিৎসু মানুষদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

শ্লোক ৩২

শ্রীনারদ উবাচ

এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ ।
প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **এবম্**—তাই; **তে**—তাঁরা; **নিমিনা**—নিমিরাজা কর্তৃক; **পৃষ্টাঃ**—প্রশ্ন করলেন; **বসুদেব**—হে বসুদেব; **মহৎ-তমাঃ**—মুনিবরগণ; **প্রতিপূজ্য**—তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে বলেছিলেন; **অব্রুবন্**—তাঁরা বললেন; **প্রীত্যা**—প্রীতিপূর্বক; **সসদস্য**—যজ্ঞে সমবেত সকলের সঙ্গে; **ঋর্ত্বিজম্**—ঋত্বিক পূজারীগণ; **নৃপম্**—রাজাকে।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে বসুদেব, যখন মহারাজ নিমি এইভাবে নয়জন যোগেন্দ্র ঋষিবর্গের কাছে ভগবদ্ভক্তি সেবা সম্পর্কে অবগত হতে চেয়েছিলেন, তখন মহাপ্রভাবশালী মুনিগণ প্রীতিসহকারে রাজাকে অভিনন্দিত করলেন এবং যজ্ঞে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও ব্রাহ্মণ ঋত্বিকগণকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ধর স্বামীর মতানুসারে, শুধুমাত্র রাজা নিমি নন, যজ্ঞে সমবেত সকলে এবং যজ্ঞের হোতা পূজারীগণও সকলেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদনের মাহাত্ম্য কীর্তন শুনতে আগ্রহী ছিলেন। শ্রীকবি প্রমুখ মুনিগণ এবার পর্যায়ক্রমে রাজার প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

শ্লোক ৩৩

শ্রীকবিরুবাচ

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসানমত্র নিত্যম্ ।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকবিঃ উবাচ—শ্রীকবি বললেন; **মন্যে**—আমি মনে করি; **অকুতশ্চিৎ-ভয়ম্**—নির্ভয়; **অচ্যুতস্য**—অচ্যুত অক্ষয় শ্রীভগবান; **পাদ-অম্বুজ**—পাদপদ্ম; **উপাসনম্**—উপাসনা; **অত্র**—এই জগতে; **নিত্যম্**—সদাসর্বদা; **উদ্বিগ্ন-বুদ্ধেঃ**—যার বুদ্ধি বিপর্যস্ত; **অসৎ**—অনিত্য; **আত্ম-ভাবাৎ**—নিজ দেহটিতে আত্মস্বরূপ ভ্রান্তিবশত; **বিশ্ব-আত্মনঃ**—সর্বপ্রকারে; **যত্র**—যার মাধ্যমে (ভগবৎ-সেবার); **নিবর্ততে**—নিবৃত্তি হয়; **ভীঃ**—ভয়।

অনুবাদ

শ্রীকবি বললেন—হে রাজন! এই জগৎ-সংসারে দেহাদি অসৎ বিষয়ে নিরন্তর আত্মবুদ্ধি স্বরূপ বিভ্রান্তির জন্যই মানুষের কল্যাণার্থে আমি মনে করি যে, মানুষ

শুধুমাত্র অচ্যুত অক্ষয় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পাদপদ্মের আরাধনা করলেই সর্বপ্রকার ভয় ভীতির কবল থেকে যথার্থ মুক্তি অর্জন করতে পারে। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই সকল ভয় সম্পূর্ণ দূর হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমত অনুযায়ী, *অসৎ-আত্ম-ভাবাৎ* শব্দটি এই শ্লোকের মধ্যে নির্দেশ করছে যে, প্রত্যেক জীব সদাসর্বদাই ভয়ভীত হয়ে বিব্রত থাকে, কারণ তার নিত্য সত্য আত্ম-স্বরূপটিকে অস্থায়ী অনিত্য জড় জাগতিক দেহ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সঙ্গে একাত্ম ভ্রান্তি পোষণ করতে থাকে।

ঠিক এইভাবেই, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও উল্লেখ করেছেন যে, *ভক্তিপ্রতিকূল দেহগেহাদিষ্বাসক্তিম্*—অনিত্য অস্থায়ী দেহ এবং গৃহ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মানুষের আসক্তির ফলে, তার বুদ্ধিবৃত্তি সদাসর্বদাই ভয়ে বিব্রত হয়ে থাকে, এবং তার জন্যই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ মনে ভক্তি নিবেদনের সেবা অনুশীলন করতে কিংবা তার সার্থকতা উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়।

দেহাত্মবুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত ধর্মাচরণ বলতে যা বোঝায়, সেইগুলির মধ্যে চূড়ান্ত ফললাভ সম্পর্কে দ্বিধা এবং আশঙ্কা অনেক থাকে। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ প্রেমভক্তিমূলক সেবার উদ্যোগে মানুষ ভয় এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি অনুভব করতে থাকে, কারণ ভগবদ্ভক্তি যে বৈকুণ্ঠ তথা চিন্ময় পর্যায়ে অনুশীলন করা হয়, সেখানে কোনও ভয় বা আতঙ্কের স্থান হয় না।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, ভক্তিযোগের পদ্ধতি এমনই শক্তিশালী যে, সাধন-ভক্তির মাধ্যমে যখন মানুষ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে থাকে, এবং নানা প্রকার বিধিনিয়ম পালন করে চলে, তখনও শ্রীভগবানের কৃপায় ভয়শূন্যতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কনিষ্ঠ ভক্তও অনুভব করতে থাকে। মানুষের মনে ভগবদ্ভক্তি যতই পরিণত হয়ে ওঠে, ততই শ্রীভগবান স্বয়ং তার কাছে প্রতিভাত উঠতে থাকেন, এবং চিরতরে সকল ভয়ভাব দূর হয়ে যায়।

শ্রীভগবানের সেবা অভিলাষের প্রবণতা সকল জীবেরই রয়েছে, কিন্তু অনিত্য অস্থায়ী শরীরের সঙ্গে বৃথা আত্মসম্বন্ধ বোধ থাকার ফলেই জীব তার শুদ্ধ স্বরূপগত প্রবণতার সাথে সম্পর্ক হারায়, ফলে দেহ, গৃহ, পরিবার পরিজন এবং এই ধরনের অস্থায়ী সম্বন্ধ-সম্পর্কাদির সঙ্গে অস্থায়ী ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির লোভময় আত্মীয়তা গড়ে তোলে। এই রকম ভিত্তিহীন আসক্তির ফল হয় অনবরত দুঃখ কষ্ট, যার নিরসন একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা নিবেদনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেহঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥

"হে প্রভু! এই জগতের মানুষেরা সব রকম জাগতিক চিন্তায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, তারা সর্বদাই ভয়ভীত হয়ে থাকে। তারা সর্বক্ষণ তাদের ধনসম্পদ, দেহ-গৃহ এবং আত্মীয়স্বজনদের রক্ষা করার চেষ্টা করে, তাই তারা সর্বক্ষণ শোক এবং অবৈধ বাসনায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। 'আমি' এবং 'আমার' এই ধরনের নশ্বর ধারণার ভিত্তিতে লোভের বশবর্তী হয়ে তারা নানাবিধ উদ্যোগ করে থাকে। যতক্ষণ তারা আপনার নিরাপদ শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করে, ততক্ষণ এই ধরনের দুশ্চিন্তায় তারা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/৯/৬)

শ্লোক ৩৪

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে ।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥ ৩৪ ॥

যে—যে; **বৈ**—অবশ্য; **ভগবতা**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দ্বারা; **প্রোক্তাঃ**—কথিত; **উপায়াঃ**—উপায়ে; **হি**—অবশ্য; **আত্মলব্ধয়ে**—পরমাত্মার উপলব্ধির জন্য; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **পুংসাম্**—মানুষের দ্বারা; **অবিদুষাম্**—অজ্ঞ; **বিদ্ধি**—জানে; **ভাগবতান্**—ভাগবত ধর্ম রূপে; **হি**—অবশ্যই; **তান্**—এই সকল।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং যে সকল পদ্ধতি নিরূপণ করেছেন, তা অনুসরণ করলে অজ্ঞ জনও পরমেশ্বর ভগবানকে অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান যে পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, তাকে ভাগবত-ধর্ম অর্থাৎ, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রেমভক্তি নিবেদনের উপায় স্বরূপ স্বীকার করতে হয়।

তাৎপর্য

মনুসংহিতার মতো বহু বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার আছে, যেগুলির মধ্যে মানব সমাজের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিধিসঙ্গত অনুশাসনাদি উপস্থাপিত হয়েছে। ঐ ধরনের বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান মূলত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে অর্থাৎ মানব

সমাজকে যথাযথ সমাজবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসারে চারটি বর্ণ তথা বিভিন্ন সামাজিক কর্মজীবিকা অনুসারে এবং চারটি আশ্রম তথা বিভিন্ন পারমার্থিক বিকাশমূলক পর্যায় অনুসারে বিভক্ত করা হয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, অবশ্য, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ গড়ে তোলার উপযোগী যে জ্ঞান অনুশীলন করা হয়, তাকে বলা যেতে পারে *অতিরহস্যম্*, অর্থাৎ অতীব গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান (*অতিরহস্যত্বাৎ স্বমুখেনৈব ভগবতাবিদুষাম্ অপি পুংসাম্ অঞ্জঃ সুখেনৈবাত্মলব্ধে*)।

ভাগবত-ধর্ম এমনই গূঢ় বিষয় যে, স্বয়ং ভগবান তা বিবৃত করেছেন। *ভাগবত-ধর্মের* সারমর্ম *ভগবদ্গীতার* মধ্যে দেওয়া হয়েছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। এ ছাড়াও *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান এই প্রসঙ্গে উদ্ধবকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তা *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে অর্জুনের প্রতি প্রদত্ত উপদেশাবলীর চেয়েও বিস্তারিতভাবে জ্ঞান উন্মেষ সাধন করতে পারে। তাই শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, "নিঃসন্দেহে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীভগবান *ভগবদ্গীতা* উপদেশ দিয়েছিলেন শুধু অর্জুনকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করার জন্য, এবং *ভগবদ্গীতার* সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান পূর্ণ করার জন্য তিনি উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীভগবান অভিলাষ করেছিলেন, তিনি যে-জ্ঞান *ভগবদ্গীতায়* বলেননি, সেই জ্ঞান সম্ভার যেন শ্রীউদ্ধব বিতরণ করেন।" (*ভাগবত* ৩/৪/৩২ তাৎপর্য)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, জীবগণ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পরিভ্রমণ করতে করতে পরমেশ্বর ভগবানের সকল চিন্তাসূত্র বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু যখন তারা পরমেশ্বর ভগবানের মুখনিঃসৃত নিত্যকালের শুভপ্রদ বিষয়াদি তাদের কল্যাণার্থে শ্রবণ করে, তখন পরমাত্মারূপে তাদের নিত্যকালের পরিচয় উপলব্ধি করতে পারে এবং *ভাগবত-ধর্মের* ভিত্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালের দাস তথা সেবকরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করে। শুদ্ধ বৈষ্ণব তথা ভগবৎ-সেবক রূপে জীবাত্মার এই জ্ঞানলাভের মাধ্যমে নিজেকে শ্রীভগবানের থেকে ভিন্ন কিংবা শ্রীভগবানের সমকক্ষ মনে করার কোনও সার্থকতা নেই, এমন কি জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির রাজ্যেও ভগবদ্ভক্ত আকাঙ্ক্ষা করেন না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তি সেবার বিষয় নিয়ে সবিশেষ ভাবিত থাকেন এবং নিজেকে পরমতত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে উপলব্ধি করেন। শুদ্ধভক্ত উপলব্ধি করতে থাকেন যে, পরমাশ্রয় স্বয়ং ভগবানের কোনও এক প্রত্যক্ষ অংশ প্রকাশের মতোই তিনি যেন প্রেমরজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। আর, তেমনই সার্থক সিদ্ধিসম্পন্ন

শুদ্ধ চেতনার মাঝেই ভক্তগণ পরমতত্ত্বের সর্বত্র বিস্তারী বিবিধ প্রকার রূপের অনুভূতি লাভ করে থাকেন।

শ্লোক ৩৫

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥ ৩৫ ॥

যান্—যার অর্থ; **আস্থায়**—আশ্রিত; **নরঃ**—মানুষ; **রাজন্**—হে রাজা; **ন প্রমাদ্যেত**—বিঘ্নিত হন না; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **ধাবন্**—ধাবিত হয়ে; **নিমীল্য**—বন্ধ করে; **বা**—কিংবা; **নেত্রে**—তার চোখগুলি; **ন স্খলেৎ**—স্খলিত হবে না; **ন পতেৎ**—পতিত হবে না; **ইহ**—এই ভাগবত ধর্মের পথে।

অনুবাদ

হে রাজা, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতির মাধ্যমে যে-মানুষ আশ্রয় খোঁজে, এই পৃথিবীতে সে কখনই তার গন্তব্যপথে বিভ্রান্ত হবে না। এমন কি, চোখ বন্ধ করে পথ চললেও তার কখনই পদস্খলন হবে না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্যবহৃত *অঞ্জঃ* (অনায়াসে) শব্দটি এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, *অঞ্জঃ পদেনোক্তং সুকরত্বং বিবৃণোতি*—"*অঞ্জঃ* শব্দটির মাধ্যমে ভক্তিযোগ সাধনের সাবলীল সহজ পন্থার বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং বর্তমান শ্লোকটিতে সেই বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা করা হবে।" *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২) স্বয়ং শ্রীভগবান বলছেন, *প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্*—"পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান কখনই বিনষ্ট হয় না এবং এই ভগবদ্ভক্তি সাধন প্রক্রিয়া খুবই আনন্দময় ও সুখসাধ্য।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "ভক্তিযোগের পথ অত্যন্ত সুখসাধ্য (*সুসুখম্*)। কেন? ভক্তিযোগের অঙ্গ *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্তন অথবা প্রামাণিক আচার্যদের দিব্যজ্ঞান সমন্বিত দার্শনিক প্রবচন শোনার মাধ্যমে ভক্তিযোগ মহানন্দে এবং স্বাভাবিকভাবেই সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। শুধুমাত্র বসে বসেই এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়, তদুপরি শ্রীভগবানের সুস্বাদু প্রসাদ আস্বাদন করা যায়। যে কোন অবস্থাতেই ভক্তিযোগ অনুশীলন খুবই আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। চরম দারিদ্র্যের মাঝেও

ভগবদ্ভক্তিযোগ সাধন করা যায়। শ্রীভগবান বলেছেন, *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*—ভক্তের নিবেদিত সব কিছুই তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং তা যত সামান্যই হোক, তাতে তিনি কিছু মনে করেন না। পত্র, পুষ্প, ফল, জল পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যে কেউ ভগবানকে তা প্রেমভক্তি সহকারে নিবেদন করতে পারে। ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানকে যা কিছু অর্পণ করা হয়, তাই তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। শ্রীভগবানের চরণে অর্পিত তুলসীর সৌরভ শুধুমাত্র ঘ্রাণ করে সনৎকুমার আদি মহর্ষিরা মহাভাগবতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অতি উত্তম এবং অত্যন্ত সুখসাধ্য। শ্রীভগবানকে আমরা যা কিছুই নিবেদন করি, তিনি কেবল আমাদের ভক্তিটুকুই গ্রহণ করে থাকেন।"

এখানে যে মূল্যবান বিষয়টি উপলব্ধি করা দরকার, তা হল এই যে, কোনও জীব যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, "হে ভগবান, যদিও আমি অত্যন্ত পাপী এবং অযোগ্য, আর এতকাল আপনাকে আমি বিস্মৃত হয়ে থাকার চেষ্টা করেছিলাম, তবুও আমি এখন আপনার শ্রীচরণপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করছি। আজ থেকে আমি আপনার সেবক। আমার যা কিছু আছে—আমার দেহ, মন, বাক্য, পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ—আমি সবই এখন তোমার শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করছি। কৃপা করে আমার সব কিছু নিয়ে আমাকে যেভাবে ইচ্ছা, আপনি নিয়োজিত করুন।"

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* মধ্যে বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই ধরনের আত্মসমর্পিত জীবকে সর্বথা রক্ষা করেন এবং তাকে চিরজীবনের মতো শ্রীভগবানের আপন রাজ্য ভগবদ্ধামে জীবের নিজ নিকেতনে ফিরিয়ে নিয়েই যান। সুতরাং শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের এই যোগ্যতা অর্জন করে যে কোনও জীব এমনই বিপুল পারমার্থিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে, যার ফলে সেই আত্মনিবেদিত জীব ধর্ম জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যতই নিম্নগামী হোক, তার ঊর্ধ্বগামী মর্যাদা স্বয়ং শ্রীভগবানই রক্ষা করতে থাকেন।

অবশ্য, যোগ অভ্যাসের অন্যান্য প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানুষ যেহেতু নিজের প্রতিজ্ঞা এবং বুদ্ধিবৃত্তির ভরসায় চলতে থাকে, আর যথার্থভাবে শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণের অভিলাষ করে না, তাই তার নিজের অস্বচ্ছ, সীমিত শক্তি সামর্থ্যের ভরসায় চলার দরুন তার পক্ষে যে কোনও মুহূর্তে অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে।

এই কারণেই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে, *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ । পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*—যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের

শ্রীচরণকমলের আশ্রয় বর্জন করে তার পরিবর্তে নিজের শুষ্ক তত্ত্বজ্ঞানের ভরসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হতে প্রয়াসী হয়, তবে সুনিশ্চিতভাবেই অতি সাধারণ পর্যায়ের জড়জাগতিক স্তরে সে অধঃপতিত হবে, কারণ তার নিজের নশ্বর সামর্থ্য তাকে চিরকাল কখনই রক্ষা করতে পারে না।

এই কারণেই বৈষ্ণব আচার্যগণ এই শ্লোকটির ভাষ্য নিরূপণ প্রসঙ্গে তাঁদের অভিমত সহকারে নানাভাবে ভক্তিযোগের তথা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন, *নিমীল্যনেত্রে ধাবন্নপি ইহ এষু ভাগবতধর্মেষু ন স্খলেৎ। নিমীলনম্ নামাজ্ঞানং যথাহুঃ-'শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্তিতে। একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যাম্ অন্ধঃ প্রকীর্তিতঃ'* ইতি—"দু'চোখ বন্ধ করে দৌড়ালেও *ভাগবত-ধর্ম* অনুশীলনের পথে ভক্তের পদস্খলন হবে না। 'এক চক্ষু বন্ধ করে চলা' বলতে প্রতিষ্ঠিত বৈদিক শাস্ত্রাদি সম্পর্কে অজ্ঞতা বোঝায়। তাই বলা হয়েছে, 'শ্রুতি' এবং 'স্মৃতি' শাস্ত্র দুটি ব্রাহ্মণদের দুটি চক্ষুর মতো মূল্যবান। তার মধ্যে একটিরও অভাব হলে, ব্রাহ্মণ অর্ধেক অন্ধ হয়ে পড়ে, এবং দুটির অভাব হলে, তাকে সম্পূর্ণ অন্ধ বলে মানতে হবে।' "

ভগবদ্গীতায় (১০/১০-১১) শ্রীভগবান সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্ত যদি বৈদিক জ্ঞান অর্জনে অক্ষম হয় কিংবা বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকে, তা সত্ত্বেও যদি সে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিসেবায় যথার্থ নিয়োজিত হয়, শ্রীভগবান স্বয়ং তা হলে ভক্তের হৃদয়াভ্যন্তর থেকে তাকে উদ্দীপিত করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—কীর্তন প্রচার করছিলেন, তখন হাজার হাজার লোক তাঁর অনুগামী হয়েছিল। বারাণসীর অতি প্রভাবশালী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভাবুক বলে উপহাস করেছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিতেরা কখনও ভগবদ্ভক্তের সমালোচনা করে থাকে, কারণ তারা মনে করে যে, অধিকাংশ ভক্তেরাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং তত্ত্বদর্শনে অনভিজ্ঞ, ভাবুক। প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা ভক্তিতত্ত্বের মাহাত্ম্য কীর্তন করে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে গেছেন, তবে তা সত্ত্বেও যদি কোনও ভক্ত এই সমস্ত শাস্ত্রসম্ভার অথবা সদ্গুরুর সাহায্যও গ্রহণ না করেন, কিন্তু যদি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের সেবা করেন, তা হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অন্তর থেকে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং, কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত

নিষ্ঠাবান ভক্ত কখনই তত্ত্বজ্ঞানবিহীন হন না। তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ভক্তি নিবেদন করাই একমাত্র যোগ্যতা।"

শ্রীভগবানের এই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্ত ভগবদ্ভক্তির নামে প্রেমময় ভক্তিসেবার পদ্ধতি নিয়ে অযথা স্বকপোলকল্পিত আচরণের কোনও যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, *ভগবৎ প্রাপ্ত্যর্থং পৃথঙ্মার্গকরণস্তুতি দূষণাবহমেব*—"পরমেশ্বর ভগবানের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে যদি কেউ ভগবদ্ভক্তি সেবা সম্পর্কিত বিষয়ে নিজের মনোমত কোনও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, তবে সেই ধরনের স্বকপোলকল্পনার ফলে সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটে।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম প্রেমভক্তি নিবেদন বলতে যা বোঝায়, তা যদি *শ্রুতি*, *স্মৃতি*, *পুরাণাদি* এবং *পঞ্চরাত্র* শাস্ত্রাদির মধ্যে নির্দেশিত বিধিনিয়মাদি বিচার্য বিষয়রূপে গণ্য না করে, তা হলে সমাজের পক্ষে সেটি উৎপাতের কারণ হয়ে ওঠে।" ভাষান্তরে বলা চলে, কেউ বৈদিক শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত না হলেও, শ্রীভগবানের প্রেমময়ী ভক্তিসেবা অনুশীলনে যদি সে নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োজিত হয়ে থাকে, তবে তাকে শুদ্ধ ভক্ত রূপে স্বীকার করতে হবে; তবে তা হলেও প্রামাণ্য শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি কোনওভাবেই তেমন প্রেমভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে লঙ্ঘন করা চলবে না।

প্রাকৃত সহজিয়াদের মতো গোষ্ঠীরা বৈষ্ণবধর্মের সর্বজনস্বীকৃত বিধিনিয়মাদি অবহেলা করে থাকে এবং তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিভাবের নামে রাধা-কৃষ্ণের মতো বেশভূষা ধারণ করে অবৈধ তথা ঘৃণ্য কাজ করতে থাকে। স্বয়ং ভগবান যেহেতু স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমভক্তির অভিপ্রকাশ করেন, তাই তারাও ঐ ধরনের ভাব অনুকরণে দাবী করে থাকে, অথচ প্রামাণ্য সর্বজনস্বীকৃত শাস্ত্রীয় নিয়মাদি অনুসরণ করতে চায় না।

ঠিক এইভাবেই, সারা জগতে এমন কপট ধর্মাচরণকারীরা ছড়িয়ে পড়েছে, যারা নিজেদের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে থাকে আর জাহির করে বলে যে, তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্বয়ং শ্রীভগবানের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করছে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, হৃদয়ের মাঝে শ্রীভগবানের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব বিকাশের কথা বলতে গিয়ে ভগবদ্ভক্তির নিত্যকালের পদ্ধতি বদল করা চলে না, বরং নিষ্ঠাবান ভক্ত প্রামাণ্য শাস্ত্রাদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হলে, তাকে পরিপূরক সুযোগ-সুবিধা করে দিতে হয়, এই বিষয়টি উপলব্ধি করাই প্রয়োজন।

ভাষান্তরে বলা চলে, প্রামাণ্য দিব্য শাস্ত্রাদির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের নিত্য প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেহেতু শ্রীভগবান নিত্য স্বরূপ এবং জীবও নিত্য স্বরূপ, তাই উভয়ের মাঝে প্রেমময় মধুর সম্পর্কও নিত্য স্থিত। শ্রীভগবান কখনই তাঁর স্বরূপ প্রকৃতির পরিবর্তন করেন না, সেইভাবে জীবের স্বরূপ প্রকৃতিও অপরিবর্তনীয়। তাই, ভগবদ্ভক্তির প্রেমময় স্বরূপ প্রকৃতির পরিবর্তন সাধনের কোনই প্রয়োজন হয় না। শ্রীভগবানের বিশেষ স্বরূপ প্রকাশের মাধ্যমে শাস্ত্রজ্ঞান উন্মোচিত হয়, তাতে শাস্ত্রজ্ঞানের বিরোধিতা হয় না।

অন্যভাবে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোনও ভক্ত ভক্তিযোগের মূল নীতিগুলি সবই যথাযথভাবে পালন করতে থাকেন এবং ভগবদ্ভক্তি সেবার পথে অগ্রসর হতে পারেন, তা হলে সেই ধরনের বৈষ্ণবজন আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসরণে অবহেলা করছেন বলে সমালোচনা করা অনুচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের জন্য শত শত পারমার্থিক অনুশীলন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। এইসব কেন্দ্রগুলিতে ভক্তরা অবৈধ নারী-পুরুষসঙ্গ দোষ, জুয়া খেলা, নেশা ভাং এবং আমিষ আহার বর্জন করে এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরন্তর আত্মনিয়োগ করে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদের এই ধরনের অনুগামীরা বিস্ময়কর পারমার্থিক উন্নতি লাভ করে এবং ভগবদ্ভক্তি সেবার অনুশীলনে বহু সহস্র মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে।

বাস্তবিকই, ইসকনের সমস্ত নিষ্ঠাবান সদস্যেরাই যাঁরা প্রথাবদ্ধ বিধিনিয়মাদি অনুসরণ করে চলেন, তাঁরা জড়জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত থাকেন এবং ভগবদ্ধামে নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পথে সুস্পষ্টভাবেই এগিয়ে চলতে পারেন, তা লক্ষ্য করা গেছে। ইসকনের ঐ ধরনের সদস্যগণ হয়ত বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রথামতো সব কিছু নিয়মনীতি পালন করে চলতে পারেন না। বাস্তবিকই, বহু পশ্চিমী ভক্ত খুব সামান্যই সংস্কৃত শব্দাবলী উচ্চারণ করতে পারেন এবং তাই মন্ত্রোচ্চারণ করে অর্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে বিশদ প্রক্রিয়া অনুসারে যজ্ঞাদি সম্পাদনে তাঁরা খুব দক্ষ নন। যেহেতু তাঁরা জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জন করে ভক্তিযোগের অত্যাবশ্যকীয় বিধিনিয়মাদি সবই পালন করে চলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি অনুশীলনে নিরন্তর নিয়োজিত থাকেন, তাই ইহজীবনে এবং পরজন্মে তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত মর্যাদা সুনিশ্চিত হয়ে থাকে।

আধুনিক ভাবধারায় সুপণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞ এবং বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনে সুনিপুণ এমন অনেক মানুষ আমরা দেখেছি, যারা মানবজীবনের মূল নীতিগুলিও তেমন

মেনে চলে না—যেমন, অবৈধ নারীসংসর্গ, আমিষ আহার, জুয়া খেলা এবং নেশাভাং বর্জন। ঐ ধরনের প্রতিভাবান পণ্ডিতেরা এবং যাগযজ্ঞ ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানকারীরা সাধারণত জড়জাগতিক জীবনধারায় আসক্ত হয়েই থাকে এবং তারা স্বকপোলকল্পনা পছন্দ করে। যদিও *ভগবদ্‌গীতার* মধ্যে শ্রীভগবান স্বয়ং নিত্যকালের যথার্থ জ্ঞান প্রদান করেছেন, তা সত্ত্বেও ঐ সব পণ্ডিতম্মন্য মানুষগুলি শ্রীভগবানের চেয়েও নিজেদের খুব বুদ্ধিমান বলে মনে করে এবং বৈদিক শাস্ত্রাদির অর্থ নিয়ে স্বকপোলকল্পিত ভাবধারা প্রচার করতে থাকে। ঐ ধরনের কল্পিত ভাবধারা অবশ্যই যথার্থ পারমার্থিক জীবনচর্যার পথ থেকে পতনের সূচনা করে, এবং তাদের জড়জাগতিক কর্মফলাশ্রিত কার্যাবলী সম্পর্কে আর কী বলার আছে, কারণ ঐগুলি সবই একেবারেই মায়াময় বিভ্রান্তিকর বলতে যা বোঝায়, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। পারমার্থিক ভাবধারায় সঞ্জীবিত ভগবদ্ভক্তেরা ফলাশ্রিত ক্রিয়াকর্মের এবং মনগড়া ভাবধারায় দূষণ প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হন, এবং এই শ্লোকটির সেটাই বিশেষ মূল্যবান তাৎপর্য বলে স্বীকার করতে হবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সতর্ক করে দিয়েছেন—*যান্ আস্থায়* শব্দসমষ্টির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ভক্তিযোগের মূল বিধিনিয়মগুলি যে মেনে চলে না, তাকে কখনই একজন বৈষ্ণবের মতো মহান মর্যাদা প্রদান করা চলে না। এমন কি, যারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের সেবা ভজনা করছে, আবার কখনও কল্পনাশ্রিত কিংবা ফলাশ্রিত ক্রিয়াকর্মের দ্বারা মায়ার সেবা অনুশীলন করছে, তাকেও বৈষ্ণব পদবাচ্য করা চলে না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাই সিদ্ধান্ত করেছেন, "ভাগবত ধর্ম ছাড়া অন্য সকল প্রকার ধর্মাচরণে বদ্ধ জীবের বিভিন্ন গুণ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিচার্য। কিন্তু শ্রীভগবানের কাছে আত্মনিবেদিত কোনও জীব অন্য সকল প্রকার বিষয়ে অনভিজ্ঞ তথা অপারদর্শী হলেও, ভুলভ্রান্তিবশত কখনই হতবুদ্ধি হন না। কখনই তাঁকে বিচলিত হতে হয় না, কখনও তাঁর পতনও হয় না। যত্রতত্র পৃথিবীর যেখানে খুশি বিচরণ করতে থাকলেও, তাঁর অবিচল সেবা আরাধনার প্রভাবে সর্বদাই তিনি এক শুভপ্রদ মঙ্গলময় অবস্থান লাভ করে থাকেন। জগতের অন্য কোনও ধর্মাবলীর মধ্যে ভাগবত ধর্মের এই অনন্য ক্ষমতা উপলব্ধ হয় না। যে আত্মসমর্পিত ভক্তগণ ভাগবত ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে অন্য কোনও ধর্মের অনুশীলনকারীর কোনই তুলনা করা চলে না।

শ্লোক ৩৬

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ৩৬ ॥

কায়েন—শরীরের সাহায্যে; **বাচা**—বাক্য; **মনসা**—মন; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়াদি; **বা**—কিংবা; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মনা**—শুদ্ধ চিত্তে; **বা**—অথবা; **অনুসৃত**—অনুসরণ করে; **স্বভাবাৎ**—বদ্ধ জীবনের স্বভাব অনুযায়ী; **করোতি**—করে থাকে; **যৎ যৎ**—যেভাবেই; **সকলম্**—সমস্ত; **পরস্মৈ**—পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে; **নারায়ণায় ইতি**—'এই সবই শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে' এমন চিন্তা করে; **সমর্পয়েৎ**—সমর্পণ করতে হয়; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবনধারার মাঝে নিজ নিজ বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী, মানুষ তার দেহ, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা শুদ্ধ চেতনার দ্বারা যা কিছু করে, তা সবই "ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে করছি", এই ভাবনায় উৎসর্গ করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যে-মানুষ তার শরীর, মন, বাক্য, বুদ্ধি, অহম্-বোধ এবং চেতনা সব কিছু নিয়োজিত রাখে, তার সঙ্গে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিসর্বস্ব কাজে নিয়োজিত কর্মী-সাধারণের সমপর্যায়ে বিবেচনা করা উচিত নয়। আপাতদৃষ্টিতে এখনও বদ্ধ জীব মনে হলেও, যারা তাঁর সকল ক্রিয়াকর্মের ফল লাভ সবই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে থাকে, তাকে জড়জাগতিক কাজকর্মের ফলাফল স্বরূপ অগণিত দুঃখ-কষ্ট আর স্পর্শ করতে পারে না।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাবাপন্ন তথা বিমুখ হয়ে থাকার ফলেই, বদ্ধ জীব শ্রীভগবানের আদেশ নির্দেশাদির বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। তবে স্বরূপ-সচেতন জীবমাত্রেই এই জগতের মধ্যে সকল প্রকার কাজকর্ম পরমেশ্বর ভগবানেরই উদ্দেশ্য সাধনে সমর্পণের মাধ্যমেই সম্পন্ন করে চলে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, যে সমস্ত কর্মী যথার্থ পুণ্যবান, তাঁরা শ্রীভগবানের চরণকমলে তাঁদের সকল কর্তব্যকর্মের ফলাফল সমর্পণ করবার প্রয়াসী হওয়ার মাধ্যমে সুকৃতিবান জীবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলেন। যদিও এই প্রকার আচরণকে *কর্মমিশ্রা ভক্তি*, তথা ফলাকাঙ্ক্ষী কাজকর্ম সম্পাদনের

সাথেই ভগবদ্ভক্তি সেবা নিবেদনের অভিলাষ বলেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই ধরনের কর্মোদ্যোগ মিশ্রিত ভগবদ্ভক্তির উদ্যোগ থেকেই ক্রমে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। "নিজের কষ্টোপার্জিত সুফল ভোগ করবার" মিথ্যা জীবনদর্শন থেকে ক্রমশ ধর্মপ্রাণ ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীরা যতই নিজেদের সরিয়ে নিতে থাকেন, ততই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার সুফল তাঁদের জীবনকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করে তোলে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করেছেন, *আত্মনা চিত্তেনাহঙ্কারেণ বা অনুসৃতো যঃ স্বভাবস্তস্মাৎ*—যদিও কোনও জীব দেহাত্মবুদ্ধির জীবনদর্শনে মগ্ন থাকে, তা সত্ত্বেও তার সকল কর্মের ফল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা উচিত। যাদের মনে পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে আদিম, জড় অস্তিত্বমূলক ধারণা রয়েছে, তাদের ধারণা শ্রীভগবান শুধুমাত্র মন্দিরে বা গির্জায় থাকেন। উপাসনার জায়গায় গিয়ে তারা খানিকটা শ্রদ্ধা নিবেদন করে, কিন্তু তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্যে তারা কর্তৃত্ব করতে চায়, তাই চিন্তা করে না যে, শ্রীভগবান সর্বত্রই রয়েছেন, এবং প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা ধর্মপ্রাণ বলেই পরিচিত কিন্তু যদি তাঁদের ছেলে-মেয়েরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবক হতে চেষ্টা করে, অমনি তাঁরা ভারি বিব্রত হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেন, ভগবানকে যা কিছু একটা সামান্য জিনিস দিলেই খুশি করা যাবে, কিন্তু আমার পরিবার-পরিজন আর সাধারণ কাজ-কারবার সবই আমার জিনিস আর আমার দখলে থাকুক।"

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোনও কিছুর ধারণা করা কিংবা তার প্রভুত্ব স্বীকার না করার অর্থ মায়া। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উদ্ধৃতি দিয়েছেন, *ন কেবলং বিধিতঃ কৃতম্ এবেতি নিয়মঃ। স্বভাবানুসারী লৌকিকম্ অপি*—"শুধুমাত্র বিধিসম্মত ধর্মাচরণ, উৎসব অনুষ্ঠান আর নিয়মনিষ্ঠাই নয়, এই জগতে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার কৃতকর্ম নিবেদন করা উচিত।"

এই শ্লোকের মধ্যে *করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ* শব্দগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অনুরূপ একটি শ্লোক *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৭) পাওয়া যায়—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয় (কুন্তীপুত্র অর্জুন), তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম যজ্ঞ কর এবং যেভাবেই তপস্যা কর, তা সমস্তই আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ কর।"

আপত্তি উঠতে পারে, যেহেতু আমাদের অতি সাধারণ কাজকর্ম সবই আমাদের জড়জাগতিক দেহ এবং জড় জাগতিক মনের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে চিন্ময় আত্মার ভূমিকা থাকে না, তা হলে সেই ধরনের কাজকর্ম কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে সমর্পণ করা চলে, তিনি তো জড়জাগতিক পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে বিরাজ করে থাকেন? আমাদের সেই সমস্ত কাজকর্মগুলি কেমনভাবে চিন্ময় হয়ে উঠতে পারে? এর উত্তরে *বিষ্ণুপুরাণে* (৩/৮/৮) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণপরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যং তত্তোষকারণম্ ॥

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যে সন্তুষ্ট করতে চায়, তাকে অবশ্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করতে হবে এবং তার নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম পালনের মাধ্যমে শ্রীভগবানের আরাধনা করতে হবে।

ভগবদ্গীতায় (৪/১৩) পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন—*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।* সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যদি কেউ তার সকল কর্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে, তা হলে সেই কাজ ভগবৎ-সেবা রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। মানুষের স্বভাব অর্থাৎ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী, মানুষ বুদ্ধিজীবী কিংবা পূজারী পুরোহিত হয়ে কাজ করতে পারে, কেউ প্রশাসক কিংবা সেনাবাহিনীর কাজে দক্ষ হতে পারে, কৃষিকাজে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে, কিংবা শ্রমমূলক কাজে বা শিল্পসৃষ্টিতে অভিজ্ঞ হতে পারে। আর সেই সব কাজ করতে করতে, প্রত্যেকেরই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত এবং চিন্তা করা দরকার—*যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়*—আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যেই কাজ করছি। আমার কাজ থেকে যা কিছু ফল লাভ হয়, তা থেকে আমার ভরণপোষণের জন্য যৎ সামান্যই গ্রহণ করব, এবং বাকি সবই শ্রীনারায়ণের মহিমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে আমি নিবেদন করব।"

শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ করেছেন, *কামিনাং তু সর্বথৈব ন দুষ্কর্মার্পণম্*—পরমেশ্বর ভগবানকে দুষ্কর্মাদি অর্থাৎ পাপময় তথা দুষ্ট আচরণ কেউ সমর্পণ করতে পারে না। সমস্ত পাপকর্মের জীবনে চারটি স্তম্ভ থাকে, সেগুলি অবৈধ নারী-পুরুষ সংসর্গ, আমিষ আহার, জুয়াখেলা, আর নেশাভাং করা। এই সমস্ত কাজকর্ম কখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিবেদন করা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যেক মানুষেরই নিজ নিজ পেশা

কীর্তনেও অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে ওঠে, তখন সে স্বরূপসিদ্ধ ভক্তির পর্যায়ে উপনীত হয়, যেখানে যথার্থ ভক্তিভাব দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে যে, কোনও সৎ নাগরিক সরকারকে খাজনা দিলেও, সরকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা তার নেতাদের সে হয়ত ভাল না বাসতেও পারে। সেইভাবেই, কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, সে শ্রীভগবানেরই বিধিনিয়মের অধীন হয়ে সব কাজ করছে এবং বৈদিক অনুশাসনাদি কিংবা অন্যান্য শাস্ত্রাদির অনুশাসন মতো সে ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তার ধনসম্পদের একাংশ উৎসর্গ করে থাকে। তবে যখন কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষ যথার্থই শ্রীভগবানের স্বরূপ বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে জপকীর্তন এবং মাহাত্ম্য শ্রবণে বাস্তবিকই আকৃষ্ট হয়ে ওঠে এবং এইভাবে তার ভগবৎ-প্রেমের অভিপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে, তখন জীবনের পরম সিদ্ধির পর্যায়ে সে উপনীত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী বিভিন্ন শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করে অতি মনোরমভাবে ভগবৎ-প্রেম বিকাশের প্রক্রিয়া অভিব্যক্ত করেছেন। *অনেন দুর্বাসনা দুঃখদর্শনেন স করুণাময়ঃ করুণাং করোতু* "করুণাময় শ্রীভগবান যেন আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে সকল পাপকর্মাদির দ্বারা সৃষ্ট দুঃখকষ্ট প্রতিভাত করেন।" *যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েস্বনপায়িনী। ত্বাম্ অনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু*— "ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয়াদির প্রতি বুদ্ধিহীন মানুষদের প্রগাঢ় প্রীতি জন্মায়। তেমনই, আমি যেন আপনাকে এমনভাবে সদাসর্বদা স্মরণ মনন করতে পারি, যার ফলে আপনার প্রতি ঐ ধরনেরই আসক্তি কখনই আমার অন্তর থেকে চলে না যায়।" (*বিষ্ণুপুরাণ ১/২০/১৯*) *যুবতীনাং যথা যূনি যূনাং চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্ মনো মে রমতাং ত্বয়ি*—"যেভাবে যুবতীদের মন কোনও যুবকের চিন্তা করতে আনন্দ লাভ করে আর যুবকদেরও মন কোনও যুবতীর কথা ভাবতে ভালবাসে, তেমনই আপনারই চিন্তায় যেন আমার মন আনন্দ পেতে পারে।" *মম সুকর্মণি দুষ্কর্মণি চ যদ্রাগসামানাম্, তদ্ সর্বতোভাবেন ভগবদ্বিষয়মেব ভবতু*—"পুণ্য অথবা পাপকর্মে আমার যত আসক্তিই হোক, তা সবই যেন সর্বান্তঃকরণে আপনারই মাঝে সমর্পিত হয়ে যায়।"

শ্লোক ৩৭

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ
ঈশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ৩৭ ॥

ভয়ম্—ভয়; **দ্বিতীয়**—শ্রীভগবান অপেক্ষা ভিন্ন কোনও বিষয়ে; **অভিনিবেশতঃ**—মনঃসংযোগের ফলে; **স্যাৎ**—সৃষ্টি হবে; **ঈশাৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের থেকে; **অপেতস্য**—বিমুখ; **বিপর্যয়ঃ**—আত্মবিস্মৃতি; **অস্মৃতিঃ**—স্বরূপ বিভ্রান্তি; **তৎ**—শ্রীভগবানের; **মায়য়া**—মায়ার শক্তি দ্বারা; **অতঃ**—অতএব; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান মানুষ; **আভজেৎ**—সম্যক্‌ভাবে ভজনা করবে; **তম্**—তাঁকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **একয়া**—একাগ্রমনে অনন্য চিন্তায়; **ঈশম্**—শ্রীভগবানের; **গুরু-দেবতা-আত্মা**—গুরুদেবকে আরাধ্য দেবতা এবং প্রিয়তম জ্ঞানে।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াবলে আচ্ছন্ন হয়ে যখন জীব দেহাত্মবুদ্ধির ফলে জড় জাগতিক দেহটিকে স্বরূপ সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন ভয় জাগে। যখন এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিষয়ে বিমুখ হয়, তখন শ্রীভগবানের সেবকরূপে তার স্বরূপসত্ত্বাও বিভ্রান্ত হয়। মায়া নামে অভিহিত বিভ্রান্তির প্রভাবেই এমন বিপর্যয়মূলক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই শ্রীগুরুদেবকে আরাধ্য-দেবতা এবং একান্ত প্রিয়তম জ্ঞানে অনন্য ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানের আরাধনা করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, আপত্তি উত্থাপন করা চলতে পারে যে, অজ্ঞতা থেকেই ভয় জাগে, তাই জ্ঞান সঞ্চারের মাধ্যমেই তা দূর করা চলে এবং তার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার প্রয়োজন হয় না। জীব তার জড় জাগতিক দেহ, ঘরসংসার, সমাজ-সম্বন্ধ আর এমনই আরও কত কিছুর সঙ্গে মিথ্যা স্বরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলে, এবং এই মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধিটুকুই তাকে শুধু বর্জন করতে হবে। তা হলে মায়া আর কী করতে পারবে?

এই যুক্তির জবাবে শ্রীল শ্রীধর স্বামী *ভগবদ্গীতা* (৭/১৪) থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমার শরণাগত হন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।" 'জীবতত্ত্ব' নামে শাস্ত্রে অভিহিত প্রত্যেক জীব পরমেশ্বর ভগবানেরই বিভিন্ন শক্তির অন্যতম, কিন্তু জীবের স্বরূপ-সত্ত্বা হয় তটস্থ, অর্থাৎ পরম শক্তির নিকটস্থ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরিমাণ হওয়ার ফলেই, প্রত্যেক জীব পরম জীবসত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণের উপর নিত্যকালই নির্ভরশীল

হয়ে আছে। এই সত্যটি বৈদিক শাস্ত্রাদিতে এইভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে—*নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং । একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*, অর্থাৎ "সকল নিত্য চেতন সত্ত্বার মাঝে এক পরম নিত্য সত্ত্বা রয়েছেন, যিনি অন্য সকল অগণিত সত্ত্বার সব প্রয়োজন মেটাচ্ছেন।" (*কঠোপনিষদ* ২/১/১২) কৃষ্ণদাস কবিরাজ মন্তব্য করেছেন, একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য—"শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র স্বরাট স্বাধীন নিয়ন্তা, অন্য সকল জীব তাঁর উপরেই ভরসা করে থাকে।" (*চৈতন্যচরিতামৃত, আদি*, ৫/১৪২) যেমন আঙুল শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাই শরীরের সেবায় সেটিকে অবশ্যই নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা করতেই হয়, তেমনই আমরাও শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*) শ্রীভগবানের প্রতি অনন্য সেবায় নিত্যকাল নিয়োজিত থাকাটাও আমাদের চিরকালের কর্তব্য (*সনাতন ধর্ম*)।

শ্রীভগবানের যে শক্তি ভগবৎ-সেবায় আমাদের উদ্দীপিত করে থাকে, তাকে বলা হয় *চিৎ-শক্তি*। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জীবসত্ত্বার মধ্যে যখনই স্বাধীনতার প্রবৃত্তি জাগে, তখনই সে জড় জগতে আসতে বাধ্য হয়, যেখানে নানা ধরনের তুচ্ছ এবং অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্যে সে প্রবেশ করতে থাকে, যার ফলে তার জীবনে এবং ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরমেশ্বর ভগবানের *বহিরঙ্গা শক্তি* অর্থাৎ মায়াময় প্রভাব চিৎ-শক্তির সমস্ত লক্ষণাদি আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং জীবসত্ত্বার লালসাচ্ছন্ন হীনপ্রকৃতির ভোগ-উপভোগের অনুকূল একটির পর একটি জড়জাগতিক দেহ তাকে আরোপ করে। উপরন্তু, শ্রীকৃষ্ণের সাথে যে-জীব তার প্রেমময় সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছে, তার শাস্তিস্বরূপ যথার্থ নির্ভর যে-পরমেশ্বর ভগবান, তাঁরই নিত্যকালের সচ্চিদানন্দময় রূপটি অনুধাবন করবার উপযোগী সর্বপ্রকার সামর্থ্যও সে হারিয়ে ফেলে। তার পরিবর্তে জীব তার আপন দেহ, তার পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের দেহ, জাতি, শহর আর সেখানকার ঘরবাড়ি, গাড়িঘোড়া, এবং নানা ধরনের অগণিত অস্থায়ী জড় জাগতিক দৃশ্যাবলী সম্বলিত অনিত্য প্রবহমান কল্পচিত্রমালার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এমনই সার্বিক অজ্ঞতার পরিবেশে মানুষ যে তার আপন প্রকৃত সত্ত্বায় ফিরে যাবে, তেমন ভাবনা-চিন্তাই তার মনের মধ্যে আর মোটেই আসা-যাওয়া করে না।

শ্রীভগবানের বিধানে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণবৈশিষ্ট্য নিয়ে নিয়তই দ্বন্দ্ব চলেছে, সে কথা *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের বিষয়ে *ভাগবতেরও* অনেক জায়গায় *গুণব্যতিক্রম* রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জড়া প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যগুলির

পারস্পরিক সংঘাতের দ্বারা বিপর্যস্ত হলে জীব যখন-যেমন তখন-তেমন এই ধরনের আপেক্ষিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং মনে করে যে, ভগবান ও ভগবানের আরাধনাও নিতান্তই প্রকৃতির গুণাবলীর মধ্যে আপেক্ষিক, পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। নৃতত্ত্ববাদী, সমাজতত্ত্ববাদী কিংবা মনস্তত্ত্ববাদী চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে, জীব ক্রমশই জড়জাগতিক অজ্ঞতার অন্ধকারে গভীর থেকে গভীরতরভাবে অধঃপতিত হতে থাকে, নিজেকে মূল্যবান দয়াদাক্ষিণ্য, অর্থনৈতিক উন্নতি প্রগতি, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি, কিংবা আকাশকুসুম কষ্টকল্পনার ক্ষেত্রে সমর্পণ করে দিয়ে মনে করতে থাকে যে, পরমতত্ত্বের কোনই বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিসত্তা নেই, এই সবই তার কাছে প্রকৃতির গুণাবলীর পারস্পরিক অন্তর্ঘাতমূলক সৃষ্টি বলে প্রতিভাত হয়।

পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তিকে *দুরত্যয়া* বলা হয়; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের একান্ত কৃপা ব্যতীত এই মায়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যখন সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে, তখন মনুষ্য সৃষ্ট কোনও যন্ত্রপাতি আকাশ থেকে তাদের সরাতে পারে না; কিন্তু যে-সূর্যকিরণে বাষ্পীভূত হয়ে মেঘগুলি সৃষ্টি হয়েছে, সেই সূর্যই স্বয়ং মেঘের আবরণ মুহূর্তের মধ্যে সরিয়ে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তেমনই, শ্রীভগবানের মায়াশক্তিতে আমরা যখন আবৃত হয়ে পড়ি, তখন আমাদের অনিত্য অস্থায়ী জড়জাগতিক শরীরটিকে দেহাত্মবুদ্ধি দিয়ে আপন সত্তা বলে মনে করি, আর তাই আমরা সর্বদা আতঙ্ক আর উদ্বেগে কষ্ট পাই। কিন্তু যখন আমরা স্বয়ং শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করি, তখন তিনি অনতিবিলম্বেই এই মায়া মতিভ্রম থেকে আমাদের মুক্তি দেন। জড়জাগতিক পৃথিবী বাস্তবিকই *পদং পদং যদ্ বিপদাম্*—প্রতিপদক্ষেপেই এখানে বিপদ রয়েছে। যখন জীব উপলব্ধি করে যে, সে এই জড় জাগতিক শরীরটি না, বরং সে শ্রীভগবানের নিত্যদাস বা সেবক, তখনই তার সব ভয় আতঙ্ক দূর হয়ে যায়। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *অত্র ভক্তেঃ সংসারবন্ধান্ ন ভেতব্যং স হি ভক্তৌ প্রবর্তমানস্য স্বত এবাপয়াতি*—"এই ভাগবত ধর্ম অনুশীলনের মধ্যে জড় জাগতিক অস্তিত্বের বন্ধন সম্পর্কে ভক্তমণ্ডলীর আশঙ্কিত হওয়ার কোনই কারণ নেই। ভগবদ্ভক্তি সেবায় যিনি আত্মনিয়োগ করেন, তাঁর জীবনে সেই ভয় আপনা হতেই দূর হয়ে যায়।"

এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বোঝা দরকার যে, শুধুমাত্র *অহং ব্রহ্মাস্মি* শব্দগুলির দ্বারা নিরাকার নির্বিশেষ আত্ম-উপলব্ধির যে তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়ে থাকে, মায়াশক্তির উৎপন্ন ভয় আতঙ্ক শেষ পর্যন্ত তার সাহায্যে দূরীভূত হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে*

(১/৫/১২) ব্যাসদেবকে শ্রীনারদ মুনি বলেছেন, *নৈষ্কর্ম্যমপ্য অচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে*—শুধুমাত্র নৈষ্কর্ম্যবাদ অর্থাৎ জড়জাগতিক কাজকর্ম থেকে নিষ্কৃতি লাভ এবং মানব-জীবনের দেহাত্মবুদ্ধি পরিহার করলেই মানুষকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যায় না। চিন্ময় স্তরে একটি উত্তম আশ্রয় অবশ্যই জীবকে খুঁজে নিতে হয়; নতুবা জড়জাগতিক অস্তিত্বের ভয়াবহ পরিবেশে তাকে ফিরে আসতে হবে। সেই কথাই শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)

যদি কঠিন পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংগ্রাম করে মানুষ ব্রহ্মস্তরে উপনীত হতেও পারে (*ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্ত চেতসাম্*), তবু যথাযথ আশ্রয়ের সন্ধান না পেলে তাকে জড় জাগতিক পর্যায়ে আবার ফিরে আসতে হবে। তার মুক্তি বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে, সেটি *বিমুক্তমান*, অর্থাৎ অনুমানভিত্তিক মুক্তি।

প্রকৃতি অনুসারে জীব আনন্দময়—আনন্দের সন্ধান করে। এখন আমরা দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তার কারণ আমরা বৃথাই জড়জাগতিক স্তরে আনন্দের খোঁজ করে চলেছি এবং তার পরিণামে জড় জাগতিক অস্তিত্বের বেদনাদায়ক জটিলতার মধ্যে আমরা জড়িত হয়ে পড়ছি। কিন্তু যদি আমরা আনন্দ সুখভোগের প্রবণতা একেবারেই পরিত্যাগের চেষ্টা করি, তা হলে আমরা তার পরিণামে হতাশাগ্রস্ত হয়ে জড়জাগতিক ভোগলিপ্সার পর্যায়ে ফিরে যাব। যদিও নির্বিশেষ নিরাকার পরমতত্ত্ব উপলব্ধির ব্রহ্মস্তরের নিত্য অস্তিত্ব রয়েছে, তবে সেই স্তরে কোনও আনন্দ নেই। কারণ আনন্দ উপভোগের স্থূল সূত্র হল আনন্দ। বৈকুণ্ঠধামে যথার্থ চিন্ময় আনন্দ রয়েছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভাবোল্লাসমণ্ডিত চিন্ময় রূপ নিয়ে, তাঁর পরমানন্দময় পার্ষদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে, তাঁদের সকলের সচ্চিদানন্দময় বৈশিষ্ট্য সহকারে বিরাজ করছেন। জড় জাগতিক সৃষ্টি নিয়ে তাঁদের কোনই উদ্বেগ নেই। চিন্ময় গ্রহমণ্ডলীতে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী এবং পশুপাখিরাও কৃষ্ণভাবনায় পরিপূর্ণভাবে সচেতন এবং অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন। *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম* (গীতা ১৫/৬)। শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দময় চিন্ময় গ্রহলোকে কেউ গেলে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করে এবং কখনই জড় জাগতিক স্তরে আর ফিরে আসে না। তাই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *কিং চাত্র ভক্তৈঃ সংসারবন্ধান্ ন ভেতব্যম্।* কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তই ভয় আতঙ্ক থেকে যথার্থ মুক্তিলাভ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এমন সদ্গুরু গ্রহণ করার আবশ্যকতা অপরিহার্য, যিনি *ব্রজেন্দ্রনন্দনপ্রেষ্ঠ*, নন্দ

মহারাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সেবক। অন্য কোনও জীবের প্রতি বিদ্বেষমুক্ত হন সদ্‌গুরু, এবং তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা নিবেদনের কথা তিনি অকাতরে বিতরণ করেন। ভগবৎ-সেবাবিমুখ জীবগণ কোনও ক্রমে নম্রভাবে এই বিষয়ে কিছু জ্ঞান আহরণ করলে তারা ভগবানের যে মায়াশক্তি তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং নানা ধরনের দুঃখকষ্টময় জীবযোনির জীবনপর্যায়ে যেভাবে পতিত হচ্ছে, তা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, গুরুকৃপায় নিষ্ঠাবান শিষ্য ক্রমশ লক্ষকোটি লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সসম্ভ্রমে পূজিত ভগবান শ্রীনারায়ণের দিব্য প্রকৃতি তথা স্থিতি ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি করতে পারে। শিষ্যের অপ্রাকৃত জ্ঞান যতই ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হতে থাকে, ততই বৈকুণ্ঠপতিরও পরমৈশ্বর্য যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা গোবিন্দের সৌন্দর্যময় জ্যোতির আলোকের কাছে ম্লান হয়ে যায়। বিমোহিত করে আনন্দ প্রদানের অচিন্তনীয় শক্তি শ্রীগোবিন্দের আছে, এবং গুরুদেবের কৃপায় ভক্ত ক্রমান্বয়ে শ্রীগোবিন্দের সাথে তাঁর আপন আনন্দময় সম্পর্ক (রস) সৃষ্টি করে থাকেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, রুক্মিণী-দ্বারকাধীশ এবং অবশেষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দময় দিব্যলীলা প্রসঙ্গাদি হৃদয়ঙ্গম করবার পরে, পরিশুদ্ধ জীব প্রত্যক্ষভাবে তার একমাত্র লক্ষ্য তথা আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগের অতুলনীয় অধিকার লাভ করে থাকেন।

শ্লোক ৩৮

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎ কর্মসংকল্পবিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥

অবিদ্যমানঃ—বাস্তবে সত্য নয়; **অপি**—হলেও; **অবভাতি**—প্রকাশিত হয়; **হি**—অবশ্য; **দ্বয়োঃ**—দ্বৈতভাব; **ধ্যাতুঃ**—অভিজ্ঞতা অর্জনকারী পুরুষের; **ধিয়া**—মন ও বুদ্ধির দ্বারা; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **মনোরথৌ**—কিংবা মনস্কামনা; **যথা**—যেমন; **তৎ**—তাই; **কর্ম**—জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপ; **সংকল্প-বিকল্পম্**—ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বাসনাদি সৃষ্টির; **মনঃ**—মন; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান পুরুষ; **নিরুন্ধ্যাৎ**—নিয়ন্ত্রণ করা উচিত; **অভয়ম্**—অভয় লাভ; **ততঃ**—এইভাবে; **স্যাৎ**—হবে।

অনুবাদ

জড়জাগতিক পৃথিবীতে দ্বৈতভাব যদিও শেষ পর্যন্ত থাকে না, তা সত্ত্বেও বদ্ধ জীব তার নিজের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে সেই দ্বৈত সত্ত্বাকেই প্রকৃত সত্য বলে

হয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে জড়িয়ে পড়ে বলেই প্রবহমান কল্পচিত্রমালাকেই বাস্তব ঘটনাস্রোত বলে মনে করতে থাকে।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *শ্রবণকীর্তনাদি লক্ষণ মাত্রত্বং যতো ন ব্যাহন্যেত*— মানুষ যদি বাস্তবিকই গুরুত্ব সহকারে জড় জাগতিক মায়ার দ্বিচারিতা বিনষ্ট করতে ইচ্ছা করে, তাহলে অবশ্যই তাকে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে চলতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত বৈদিক সূত্রটি উল্লেখ করেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(*বৃহন্নারদীয় পুরাণ*)

বৈদিক শাস্ত্রাদি অনুসারে, কলিযুগের জীবগণ আধ্যাত্মিক তথা পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধির ক্ষেত্রে অতিশয় মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে (*মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ*)। তাদের মন সদাসর্বদাই বিপর্যস্ত হয়ে থাকে, এবং তারা অলস প্রকৃতি সম্পন্ন আর অনেক রকম দুষ্ট প্রকৃতির নেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে চলে। *ভাগবতেও* তাদের *নিঃসত্ত্বান্* (অস্থির অধীর এবং অধার্মিক), *দুর্মেধান্*, (মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন), এবং *হ্রসিতায়ুষঃ* (স্বল্পায়ু) বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতএব জড় জাগতিক জীবনের অজ্ঞতা অতিক্রমে একান্ত আগ্রহী মানুষকে অবশ্যই 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'—শ্রীভগবানের এই পবিত্র নাম কীর্তন ও শ্রবণের প্রক্রিয়ায় আত্মস্থ হতে হবে, সেই সঙ্গে *ভগবদ্‌গীতা*, *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থাবলীর মতো ভগবৎ-প্রদত্ত অপ্রাকৃত শাস্ত্রাদি পাঠ চর্চা এবং শ্রবণ অধ্যয়নে অভিনিবেশ করতেও হবে।

বোঝা উচিত যে, জীব একান্তভাবেই চিন্ময় সত্ত্বা এবং বাস্তবিকই জড় জাগতিক শক্তিগুলির সঙ্গে তার একাত্মতা কখনই সম্ভব নয় (*অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ*)। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, *তস্মিন্ শুদ্ধেঽপি কল্প্যতে*—জীব যদিও শুদ্ধ প্রকৃতির চিন্ময় আত্মা, তবু তার ধারণা হয় যে, সে বুঝি কোনও জড় জাগতিক সৃষ্টি এবং তাই *দেহাপত্যকলত্রাদি* নামে অভিহিত মায়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জড়জাগতিক জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে *মানসপ্রত্যক্ষ* শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। *মানসপ্রত্যক্ষ* মানে "যার অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র মনের মধ্যেই হয়ে থাকে।" যথার্থ *প্রত্যক্ষ* বলতে কি বোঝায় তা *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২) বর্ণনা করা হয়েছে—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥

যে জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা এবং সকল তত্ত্ব সম্ভাবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গূঢ়তত্ত্ব, স্বয়ং শ্রীভগবান প্রদত্ত সেই জ্ঞান-তত্ত্ব (*রাজগুহ্যম্*) শ্রদ্ধা সহকারে যখন কেউ শ্রবণ করে, তখন সেই নির্মল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সংস্পর্শে (*পবিত্রমিদমুত্তমম্*) মানুষ প্রত্যক্ষভাবে আপন নিত্যসত্ত্বা (*প্রত্যক্ষাবগমং*) উপলব্ধি করতে পারে। নিজের নিত্য শাশ্বত চিন্ময় প্রকৃতির স্বরূপ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমেই, মানুষ সর্বাঙ্গীণ ধর্মপ্রাণতা (ধর্ম্যং), আনন্দসুখ (*সুসুখং*) এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে অনন্তকাল ভক্তিসেবা নিবেদনের কর্তব্য (*কর্তুমব্যয়ম্*) হৃদয়ঙ্গম করতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত শ্রুতিমন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন—*বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরঙ্গম্*। অর্থাৎ "যে ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রাণবায়ু মানুষ জয় করেছে, অশান্ত মন আবার তা সবই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।" এই শ্লোকটির ভাবার্থ উপস্থাপন করে তিনি বলেছেন, *সমবহায় গুরোশ্চরণম্*—যদি কেউ তার গুরুদেবের পাদপদ্ম পরিত্যাগ করে, তা হলে তার পূর্বার্জিত সমস্ত পারমার্থিক অগ্রগতি ব্যর্থ হয়ে যায়—এটাই বুঝতে হবে। এই কথাটি পূর্ববর্তী শ্লোকে ইতিপূর্বেই *গুরুদেবতাত্মা* শব্দের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রামাণ্য গুরুশিষ্য পরম্পরা সূত্রে কেউ যদি গুরু গ্রহণ না করে, এবং তাঁকে আরাধ্য দেবতার মতো একান্তভাবে শ্রদ্ধা না করে তা হলে জড় জাগতিক জীবনের দ্বৈতভাব অতিক্রম করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—"শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশ্য নিয়ে দৈনন্দিন জীবন যাপনের ফলেই মানসিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জাগে। একাগ্র ভক্তিসেবা অনুশীলনের মাধ্যমে চঞ্চল মন কৃষ্ণবিমুখ ইন্দ্রিয় উপভোগের তৃষ্ণা দূর করতে পারে। অপ্রাকৃত কৃষ্ণভাবনার মধ্যে কোনই বৈষম্য, ক্ষুদ্রতা কিংবা উল্লাসময় ভাবমগ্নতার অভাব নেই। ভাষান্তরে বলা যায়, কৃষ্ণভাবনা কোনও জড়জাগতিক বিষয়বস্তুর মতো অস্থায়ী কিংবা নিত্য দুঃখময় নয়। শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতির ফলেই, বদ্ধজীব তার নিজের বুদ্ধি বলতে যা বোঝে, তারই বিভ্রান্তি এবং বিপথগামিতার ফলে দুঃখ ভোগ করছে। পরম আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণেরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশবিশেষ জীব কৃষ্ণধামের চিন্ময় লীলা থেকে বঞ্চিত হয়ে অধঃপতিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃতির ফলে, তারা পাপময় জীবনধারায় মোহগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা এমন সমস্ত বিপজ্জনক জড়জাগতিক বিষয়াদির প্রতি মনোযোগী হচ্ছে, যেগুলি তাদের নিত্য

ভয় আতঙ্কে পূর্ণ করে রেখেছে। সকল সময়ে কষ্টকল্পনার দ্বৈতাচারে যে মনটি নিত্য মগ্ন হয়ে রয়েছে, সেটিকে অবদমিত রাখতে অভিলাষী হলে, মানুষকে অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে সেবা নিবেদনের জীবনধারা গ্রহণ করতে হবে।"

শ্লোক ৩৯

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্মানি চ যানি লোকে ।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ৩৯ ॥

শৃণ্বন্—শুনে; **সুভদ্রাণি**—সর্ব মঙ্গলময়; **রথাঙ্গপাণেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধলীলায় তাঁর হাতে রথচক্র ধারণ করেন; **জন্মানি**—আবির্ভাব সমূহ; **কর্মানি**—ক্রিয়াকলাপ সমূহ; **চ**—এবং; **যানি**—যাহা; **লোকে**—এই গ্রহলোকে; **গীতানি**—গীত হয়ে থাকে; **নামানি**—নামকীর্তন; **তদর্থকানি**—এই সকল আবির্ভাব এবং ক্রিয়াকলাপাদির তাৎপর্য সহকারে; **গায়ন্**—গীত হয়; **বিলজ্জঃ**—অচঞ্চল ভাবে; **বিচরেৎ**—বিচরণ করবেন; **অসঙ্গঃ**—আসক্তিরহিত হয়ে।

অনুবাদ

স্থিতবুদ্ধি নির্ভীক মানুষ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন এবং দেশ-জাতি স্বরূপ সমস্ত জড় জাগতিক আসক্তি বর্জন করে রথাঙ্গপাণি শ্রীভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ কীর্তনে নিয়োজিত হয়ে অনাসক্ত এবং অচঞ্চলভাবে সর্বত্র বিচরণ করবেন। পবিত্র কৃষ্ণনাম সুমঙ্গলময়, কারণ বদ্ধ জীবকুলের মুক্তির উদ্দেশ্যে এই জগতে তিনি জন্ম-কর্ম ও বিবিধ লীলা বিলাস যেভাবে প্রকটিত করেন, তা সবই নাম কীর্তনের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এইভাবেই সারা পৃথিবীতে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন প্রচার করা হচ্ছে।

তাৎপর্য

যেহেতু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নাম, রূপ ও লীলা অনন্ত, তাই তার সব কিছুই শ্রবণ অথবা কীর্তন করতে কেউই পারে না। সুতরাং *লোকে* শব্দটি বোঝায় যে, এই বিশেষ পৃথিবী গ্রহটিতে শ্রীভগবানের যে সমস্ত দিব্য নাম সর্বজনপরিচিত, সেইগুলি কীর্তন করাই সকলের কর্তব্য। এই জগতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি পরিচিত। তাঁদের গ্রন্থসম্ভার *রামায়ণ* এবং *ভগবদ্গীতা* সারা পৃথিবীতে মানুষ পাঠ এবং আস্বাদন করে থাকে। ঠিক তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও

ক্রমশ সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে উঠছেন, যেহেতু তিনি স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—*'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥'* —"তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই প্রামাণ্য শ্লোকটির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার আন্দোলনের মাধ্যমে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' এই মহামন্ত্রটিকে পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ' সমেত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উত্থাপন করা হয়ে থাকে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, কোনও প্রকার জড়জাগতিক চিন্তাভাবনাবর্জিত শ্রীভগবানের পবিত্র নামকীর্তনের এই মহানন্দময় পদ্ধতিকে *সুগমং মার্গম্* অর্থাৎ অতি মনোরম পন্থা রূপে অনুমোদন করা হয়েছে। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগ সাধনার পদ্ধতিকে *সুসুখং কর্তুম্*, অর্থাৎ অতি আনন্দময় ক্রিয়াকলাপ বলে বর্ণনা করেছেন, আর শ্রীলোচন দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *'সব অবতার সার-শিরোমণি কেবল আনন্দকন্দ'।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণভজনার পদ্ধতি *কেবল আনন্দকন্দ'* অর্থাৎ কেবলই আনন্দময় অনুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন যে, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঠিক যেভাবে করতেন, সেইভাবেই পৃথিবীর যে কোনও দেশের মানুষও সমবেত হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপকীর্তন, *'ভগবদ্গীতার'* মতো প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী পাঠ, এবং আকণ্ঠ কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদন করতে পারেন। অবশ্য এই ধরনের কার্যক্রমে সাফল্য অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রীলোচন দাস ঠাকুর সতর্ক করে বলেছেন, *'বিষয় ছাড়িয়া'* অর্থাৎ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের মানসিকতা বর্জন করতে হবে। যদি কেউ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির প্রশ্রয় দেয়, তবে সুনিশ্চিতভাবে তাকে জীবনের দেহাত্মবুদ্ধির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হবে। মনুষ্য জীবনটাকে যে তার দেহ তত্ত্বের ভাবধারায় চিন্তা করে, তার পক্ষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দিব্যলীলা মাহাত্ম্য সবই নিঃসন্দেহে জড়জাগতিক উপলব্ধির ব্যাখ্যায় প্রতিভাত হবে। তার ফলে, শ্রীভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ সবই মামুলী জাগতিক কাণ্ড বলে বিবেচনার মাধ্যমে মানুষ মায়াবাদ তথা নিরাকার নির্বিশেষবাদী ভগবৎ-তত্ত্বের ভাবাধীন হয়ে পড়বে, যখন শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শরীরটিকে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি বলে মনে হতে থাকে। সুতরাং, এই শ্লোকের মধ্যে *অসঙ্গঃ* শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোনও রকমের মানসিক জল্পনা কল্পনা না করেই শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তন করতে হয়। *ভগবদ্গীতার* মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে নিজেকে একমাত্র পরমপুরুষোত্তম ভগবান রূপে পরিচয় দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, তাঁর অপ্রাকৃত চিন্ময়রূপটি

জন্মরহিত শাশ্বত নিত্য (*অজোঽপিসন্নব্যয়াত্মা*), সেইভাবেই তাঁকে স্বীকার করে নিতে হবে।

শ্রীল জীব গোস্বামী গুরুত্বসহকারে বলেছেন, *যানি শাস্ত্র দ্বারা সৎপরম্পরা দ্বারা চ লোকে গীতানি জন্মানি কর্মাণি চ তানি শৃণ্বন্ গায়ংশ্চ*—যদি কেউ শ্রীভগবানের দিব্যপবিত্র নাম শ্রবণ ও কীর্তনে সাফল্য লাভ করতে চায়, তবে *সৎপরম্পরাক্রমে* অর্থাৎ অপ্রাকৃত পদ্ধতিতে গুরুশিষ্য পরম্পরা অনুসারে যে প্রক্রিয়ার ধারা প্রচলিত রয়েছে, অবশ্যই সেই প্রক্রিয়া তাকে অবলম্বন করতে হবে। আর *সৎপরম্পরা* বলতে প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রাদিসম্মত হতে হবে। অনভিজ্ঞ নিন্দুকদের মতামত খণ্ডন করে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অনুগামীরা নির্বোধ কিংবা অন্ধবিশ্বাসী নন। তাঁরা বুদ্ধিমানের মতোই গুরুদেব, সাধুসন্ন্যাসী এবং শাস্ত্রকথা বলতে যে সমস্ত সংশোধনী তথা ভারসাম্য নিয়ামক প্রথা আছে, সেগুলি মেনে চলেন। তার অর্থ এই যে, যথার্থ সদ্‌গুরু অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়, যিনি মহর্ষিগণ এবং দিব্য শাস্ত্রাদির ভাষ্য অনুযায়ী প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়েছেন। যদি কেউ প্রামাণ্য সদ্‌গুরু গ্রহণ করে, মহান্ আচার্যবর্গের পন্থা তথা দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং *ভগবদ্‌গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো প্রামাণ্য শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠে, তা হলে তারপক্ষে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের অনুষ্ঠান এবং শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণের উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্যধাম লাভ করেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, সারা বিশ্বে পরমেশ্বর ভগবান বহু নামে পরিচিত, কতকগুলি নাম স্বদেশীয় স্থানীয় ভাষায় অভিব্যক্ত হয়, তবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরিচয় বোঝাতে যে কোন নামই ব্যবহার করা হোক, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ, তিনি যে কোনও জড়া প্রকৃতির প্রভাবের ঊর্ধ্বে বিরাজমান, তাই তাঁকে যে কোনও পবিত্র নামেই অভিহিত করা যেতে পারে, সেই কথাই এই শ্লোকটির মর্মার্থ, *লোকে* শব্দটির মাধ্যমে তা সূচিত হয়েছে।

বিচরেৎ শব্দটির অর্থ 'বিচরণ করা উচিত' সম্পর্কে ভুল ধারণা করা অনুচিত যে, পবিত্র কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে মানুষ নির্বিচারে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে

পারে কিংবা যা খুশি করে চলতে পারে। তাই বলা হয়েছে *বিচরেদসঙ্গঃ*—কৃষ্ণনাম জপকীর্তন অনুশীলনের সময়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা চলে, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে যারা বিমুখ কিংবা যারা পাপময় কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়ে রয়েছে, কঠোরভাবে তাদের সঙ্গ বর্জন করে চলতেই হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার* (*শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য* ২২/৮৭)—অর্থাৎ, বৈষ্ণবজনকে সবাই চেনে, কারণ তিনি সম্পূর্ণভাবে সমস্ত মামুলী জাগতিক সঙ্গ একেবারে বর্জন করেই চলেন। শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে পর্যটনকালে বৈষ্ণব প্রচারক যদি কোনও বিনম্রচিত্ত অভক্ত মানুষের সংসর্গ লাভ করেন—যে ব্যক্তি কৃষ্ণকথা শ্রবণে উৎসুক, আগ্রহী, তবে সেই প্রচারক সব সময়ে সেই ধরনের মানুষকে তাঁর সহৃদয় কৃপা প্রদান করবেন। তবে যারা কৃষ্ণকথা শ্রবণে আগ্রহী নয়, বৈষ্ণবগণ অবশ্যই তাদের সঙ্গ পরিহার করে চলবেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অত্যাশ্চর্য লীলাকথা এবং তাঁর পবিত্র নাম শ্রবণে যারা নিয়োজিত হয় না এবং যারা শ্রীভগবানের লীলা আস্বাদন করে না, তারা নিতান্তই মামুলী, মায়াময় কার্যকলাপে দিনাতিপাত করে কিংবা মিথ্যা জড়জাগতিক ভাবাপন্ন ত্যাগের আচরণে সময় নষ্ট করে থাকে। কখনও বা বিভ্রান্ত লোকে নীরস নির্বিশেষবাদ অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বে মগ্ন হতে চেষ্টা করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা বিস্তার ইত্যাদির বর্ণনা পরিহার করে চলে। কিন্তু যদি মানুষ কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করে, তা হলে সে শুষ্ক মনগড়া তর্কবিতর্কের পথ পরিহার করে ভগবদ্ভক্তির যথার্থ বৈদিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, দ্বৈত শব্দটির দ্বারা একটা ভ্রান্ত উপলব্ধি অভিব্যক্ত হয় যেন কোনও কোনও বস্তু শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের বাইরে বিরাজ করছে। অদ্বৈত তত্ত্বের মায়াবাদের কোনও চিন্ময় মর্যাদা নেই, সেটি নিতান্তই মনের মধ্যে বিভিন্ন তত্ত্বের গ্রহণ তথা স্বীকৃতি এবং বর্জন তথা অস্বীকৃতির মনোভাবকেই প্রকাশ করে থাকে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্য স্থিতি এবং অনন্ত লীলা কোনও ভাবেই অদ্বয়জ্ঞান তথা সৃষ্টিকর্তার দ্বৈত সত্তার অতীত যে চিন্ময় অদ্বয়জ্ঞান, তার বিরোধিতা করে না।

শ্লোক ৪০

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৪০ ॥

এবং-ব্রতঃ—যখন এইভাবে মানুষ শ্রবণ-কীর্তনাদি ব্রত পালনে উদ্যোগী হয়; স্ব—নিজে; প্রিয়—প্রিয়; নাম—পবিত্র নাম; কীর্ত্যা—কীর্তনের মাধ্যমে; জাত—এইভাবে জন্মায়; অনুরাগঃ—আকর্ষণ; দ্রুতচিত্তঃ—মন দ্রবীভূত হয়; উচ্চৈঃ—উচ্চস্বরে; হসতি—হাসে; অথো—আরও; রোদিতি—কাঁদে; রৌতি—উন্মত্ত হয়; গায়তি—কীর্তন করে; উন্মাদবৎ—উন্মাদের মতো; নৃত্যতি—নৃত্য সহকারে; লোকবাহ্যঃ—লোকনিন্দা ভুলে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের ফলে মানুষ ভগবৎ প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত হয়। তখন মানুষ ভগবদ্ভক্ত হয়ে উঠে, শ্রীভগবানের নিত্যসেবক রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, এবং ক্রমশ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশেষ নাম ও রূপের চিন্তা অনুশীলনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এইভাবে তার হৃদয় যতই প্রেমের ভাবোল্লাসে বিগলিত হতে থাকে, ততই উন্মাদের মতো উচ্চহাস্য কিংবা রোদন তথা চিৎকার করে শ্রীভগবানকে স্মরণ করতে থাকে। কখনও বা ঐভাবে বিভোর হয়ে পাগলের মতো মানুষ লোকনিন্দায় অবিচল থেকে নৃত্যগীত করতে থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই চিন্ময় অবস্থাটিকে *সম্প্রাপ্তপ্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগস্য সংসারধর্মাতীতাং গতিম্*, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মানুষের ভক্তি নিবেদনের অভিলাষ যেভাবে প্রেমের ভাবোল্লাসে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, সেই সার্থক সিদ্ধি লাভের জীবন ধারা রূপে বর্ণনা করেছেন। সেই সময়ে, মানুষের চিন্ময় কর্তব্যানুষ্ঠানগুলি জড়জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের ঊর্ধ্বে বিরাজ করতে থাকে, অর্থাৎ এই জগতের তথাকথিত সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মাপকাঠিতে তার বিচার করা অসমীচীন হয়ে ওঠে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (*আদি* ৭/৭৮) গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি রয়েছে—

ধৈর্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত ।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই যৈছে মদমত্ত ॥

"এইভাবে ভগবানের নাম নিতে নিতে আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না এবং আমি উন্মাদের মতো হাসতে লাগলাম, কাঁদতে লাগলাম, নাচতে লাগলাম

এবং গান গাইতে লাগলাম।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনতিবিলম্বে তাঁর গুরুদেবের কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন—কেন তিনি পবিত্র কৃষ্ণনাম জপ করতে গিয়ে অমন উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর গুরুদেব উত্তরে বলেন—

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব ।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের এটিই স্বভাব যে, কোনও মানুষ তা জপ করতে করতে অনতিবিলম্বেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিভাব তার মধ্যে উদয় হয়।" (*চৈতন্যচরিতামৃত, আদি* ৭/৮৩) এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "শুদ্ধভক্তের শ্রীঅঙ্গে এই লক্ষণগুলি অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের কৃষ্ণভক্তেরা যখন কীর্তন করে এবং নৃত্য করে, তখন বিদেশীদের এইভাবে আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য-কীর্তন করতে দেখে ভারতবাসীরা পর্যন্ত আশ্চর্য হন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, শুধু অভ্যাসের ফলেই যে এই স্তরে উন্নত হওয়া যায়, তা নয়—বরং যিনি 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করেন, কোনও রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই তাঁর মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে ভগবদ্-বিমুখ সহজিয়া শ্রেণীর মানুষদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, কারণ ঐসব মানুষগুলি অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ অনুকরণ করে এবং বৈদিক শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য অনুশাসনগুলি অবহেলা করতে থাকে, আর পুরুষোত্তম কৃষ্ণ রূপে এই মর্যাদাভিষিক্ত হতে চেষ্টা করে। তার ফলে, ভগবানের সমুন্নত লীলা প্রসঙ্গাদি অবলম্বনে কৌতুকাবহ দৃশ্যের অবতারণা করে। তাদের ভাবোন্মাদনা বলতে ক্রন্দন, কম্পন এবং ভূমিতে পতন দেখে শ্রীধর স্বামীর বর্ণিত *সম্প্রাপ্তপ্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগ* বললে যেমন উচ্চপর্যায়ের ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের লক্ষণাদি বোঝায়, তেমন কিছু মোটেই নয়। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য রেখেছেন, "যিনি এই ভাবের স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি আর মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন না।" তেমনই, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করেছেন—

পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু ।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥

"কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ একটি অমৃতের সমুদ্রের মতো; তার তুলনায় ধর্ম, অর্থ, কাম, এবং মোক্ষের আনন্দ এক বিন্দুর মতোও নয়।" (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি ৭/৮৫) এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী শ্লোকেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, *গায়ন্ বিলজ্জো*

বিচরেদসঙ্গঃ—যখন মানুষ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল প্রকার আসক্তিরহিত হতে পারে, তখন সেই *অসঙ্গ* পর্যায়ে উন্নীত হলে মানুষের মধ্যে ভগবদ্ভক্তির প্রেমময়ী ভাবোন্মাদনার লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

এই শ্লোকের মধ্যে *লোকভয়ঃ* শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, যথার্থ ভগবৎ-প্রেমের উচ্চ পর্যায়ে যখন শুদ্ধ ভক্ত উন্নীত হয়, তখন সে আর কোনও রকমের বিদ্রূপ, প্রশংসা, শ্রদ্ধা কিংবা সমালোচনা মাধ্যমে সাধারণ লোকের মতো দেহাত্মবুদ্ধির ধারণায় কষ্ট পায় না। শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, এবং তিনি স্বয়ং যখনই তাঁর আত্মনিবেদিত সেবকের কাছে উদ্ঘাটিত করেন, তখন পরম তত্ত্ব সম্পর্কে সকল প্রকার সন্দেহ এবং কল্পনার চিরতরে বিলুপ্তি ঘটে।

এই প্রসেঙ্গ শ্রীপাদ মধ্বাচার্য *বরাহপুরাণ* থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

কেচিদ্ উন্মাদবদ্ভক্তা বাহ্যলিঙ্গপ্রদর্শকাঃ ।
কেচিদান্তরভক্তাঃ স্যুঃকেচিচ্চৈবোভয়াত্মকাঃ ।
মুখপ্রসাদাদ্ দার্ঢ্যাচ্চ ভক্তির্জ্ঞেয়া ন চান্যতঃ ॥

"কিছু ভগবদ্ভক্তে উন্মাদের মতো বাহ্যিক লক্ষণাদি প্রকাশ করেন, অন্যেরা অন্তরে ভক্তিভাব পোষণ করে থাকেন, আবার আরও অনেকে উভয় ধরনের আচরণই ব্যক্ত করেন। ভক্তের মুখনিঃসৃত ভাবপ্রকাশ এবং তাঁর দৃঢ়চিত্ত ভক্তিভাব লক্ষণাদি থেকেই তাঁর ভক্তির স্বরূপ বিচার করা যেতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে নয়।"

ভাবোন্মাদনাময় উচ্চহাস্য এবং ভগবৎ-প্রেম উপলব্ধির অন্যান্য লক্ষণাদির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অতি সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—" 'ঐ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ তস্করটি ননী চুরি করবার জন্য বাড়িতে ঢুকেছে। ধর তাকে! তাড়াও তাকে!'—এইভাবে বয়স্কা গোপী জরতীর ভয়ার্ত কথা শুনে, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বাড়িটি থেকে বেরিয়ে পড়তে উদ্যত হলেন। যে ভক্তের কাছে এই দিব্যলীলা প্রসঙ্গটি উদ্ঘাটিত হয়, তিনি ভাবোন্মাদনায় হাস্যরস উপভোগ করতে থাকেন। কিন্তু তার পরেই অকস্মাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আর দেখতে পান না। তাই তিনি দারুণ হতাশায় চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন, "হায়! আমি জগতের সব চেয়ে বিপুল আনন্দসম্পদ পেলাম, আর এখন হঠাৎ সেটি আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেল!' তাই ভক্ত উচ্চস্বরে রোদন করতে থাকেন, "হে আমার ঈশ্বর! কোথায় তুমি? আমাকে উত্তর দাও!' শ্রীভগবান উত্তর দেন, "প্রিয়ভক্ত, তোমার উচ্চকণ্ঠের অভিযোগ আমি শুনেছি, আর তাই তো আবার আমি তোমার সামনে এসেছি!' ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে আবার দর্শন করতে পেরে, ভক্ত গান করতে

শুরু করেন, 'আজ আমার জীবন সার্থক হল।' তাই দিব্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তিনি উন্মাদের মতো নৃত্য করতে থাকেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও মন্তব্য করেছেন যে, *দ্রুতচিত্তঃ* অর্থাৎ 'বিগলিত হৃদয়' শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে—শ্রীভগবানকে দর্শনের ঐকান্তিক আকুলতার উত্তাপে হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গোলাপী আপেলের রসে পরিপূর্ণ জম্বু নদীর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আচার্যদেব আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, *নামকীর্তনস্য সর্বোৎকর্ষম্* বর্তমান এবং পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে পরিষ্কারভাবেই *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম যশ কীর্তন ও শ্রবণের চরম উৎকর্ষতা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই তত্ত্বটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা ছাড়া অন্য কোনও গতি নেই, অন্য কোনও গতি নেই, অন্য কোনও গতি নেই।" *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের এই (আদি ৭/৭৬) শ্লোকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আমাদের অনুধাবন করতে পরামর্শ দিয়েছেন—

পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ ।
হরিরসমদিরামদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠামো নটামো নির্বিশামঃ ॥

"বাক্যবাগীশ লোকেরা যা বলে বলুক; তাদের কথায় আমরা কর্ণপাত করি না। কৃষ্ণপ্রেমের মদিরায় মদোন্মত্ত হয়ে আমরা চতুর্দিকে ঘুরে, ছুটে বেড়িয়ে, গড়াগড়ি দিয়ে এবং ভাবোল্লাসে নৃত্য করে এই জীবনের আনন্দ উপভোগ করব।" (*পদ্যাবলী* ৭৩)

শ্লোক ৪১

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্ ।

সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ ৪১ ॥

খম্—আকাশ; **বায়ুম্**—বাতাস; **অগ্নিম্**—আগুন; **সলিলম্**—জল; **মহীম্**—পৃথিবী; **চ**—এবং; **জ্যোতিংষি**—সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী; **সত্ত্বানি**—সকল জীবসত্তা; **দিশঃ**—সকল দিকে; **দ্রুম-আদীন্**—বৃক্ষাদি সকল স্থাবর প্রাণীকুল; **সরিৎ**—নদীগুলি; **সমুদ্রান্**—এবং সমুদ্রগুলি; **চ**—ও; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানে শ্রীহরি; **শরীরম্**—শরীর; **যৎ কিম্ চ**—যত রকমের; **ভূতম্**—সৃষ্ট রূপে; **প্রণমেৎ**—প্রণম্য; **অনন্যঃ**—শ্রীভগবানের থেকে অভিন্ন কল্পনা।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্ত কোনও কিছুকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন মনে করেন না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সকল প্রাণী, দিঙ্মণ্ডল, বৃক্ষগুল্মাদি, নদী এবং সমুদ্রাদি—যা কিছুই ভক্ত দেখতে পান, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব-প্রকাশ বলেই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে সৃষ্টির মাঝে যা কিছু বিদ্যমান তা লক্ষ্য করে সেগুলিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শরীররূপে স্বীকার করে, শ্রীভগবানের সমগ্র শরীর প্রকাশকে তাঁর অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করাই ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী পুরাণাদি থেকে এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন—*যৎপশ্যতি তত্ত্বানুরাগাতিশয়েন "জগদ্ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্" ইত্বৎ হরেঃ শরীরম্।* "যেহেতু ভোগলোলুপ মানুষের মনে অর্থলিপ্সা থাকে, তাই যেখানেই সে যায়, সেখানে অর্থ উপার্জনের সুযোগ খোঁজে। তেমনই, অত্যন্ত কামার্ত মানুষ সর্বত্র নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে থাকে।" ঠিক এইভাবেই, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত দিব্যরূপ সব কিছুর মধ্যে দর্শন করে থাকে, যেহেতু সব কিছুই শ্রীভগবানের অংশপ্রকাশ। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি যে, লোভাতুর মানুষ সর্বত্রই অর্থ খোঁজে। যদি সে বনের মধ্যে যায়, অমনি সে ভাবতে থাকে—বনভূমিটা কিনে নিয়ে গাছগুলি কাগজ-কলে বিক্রি করে দিলে লাভবান হওয়া যাবে। ঠিক সেইভাবেই, যদি কোন কামপ্রবণ মানুষ ঐ একই বনে ঢোকে, সে তখন সেখানে সর্বত্র খুঁজতে থাকবে সুন্দরী মহিলা পর্যটকদের—যদি তাঁরা সেখানে বেড়াতে এসে থাকেন। আর যদি একজন ভগবদ্ভক্ত সেই একই জঙ্গলে ঢোকেন, তিনি সেখানে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করতে থাকবেন, কারণ তিনি যথার্থই জানেন যে, সমগ্র বনভূমি, এমনকি বনের ওপরে আকাশব্যাপী চন্দ্রাতপ, সবই

শ্রীভগবানের নিকৃষ্টা শক্তির অভিপ্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ পরম পবিত্র, কারণ তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, এবং যেহেতু যা কিছুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা সবই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীভগবানেরই শরীর থেকে অভিব্যক্ত তথা অভিপ্রকাশিত হয়ে রয়েছে। তাই এই সবই যখন কোনও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের চোখে পড়ে, তখন তিনি সবকিছু পরম পবিত্র জ্ঞান করতে থাকেন। সুতরাং আলোচ্য শ্লোকটিতে *প্রণমেৎ* শব্দটি বোঝায় যে, জগতের প্রত্যেকটি বস্তুকেই অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী তাই বলেছেন যে, সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করাই আমাদের সকলের উচিত।

অবশ্য, এই শ্লোকটির মাধ্যমে নিরাকারবাদী তথা নির্বিশেষবাদী দর্শনতত্ত্ব অনুযায়ী সব কিছুই ভগবান, এমন ধারণা সমর্থন করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *হরিবংশ* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

সর্বং হরের্বসত্বেন শরীরং তস্য ভণ্যতে।
অনন্যাধিপতিত্বাচ্ছ তদনন্যমুদীর্যতে ॥
ন চাপ্যভেদো জগতাং বিষ্ণোঃ পূর্ণগুণস্য তু ॥

"যেহেতু সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সবই তাঁর শরীররূপে বিচার্য। তিনিই সব কিছুর মূল সূত্র এবং সবকিছুর প্রভু, এবং তাই কোন কিছুই তাঁর থেকে ভিন্ন বলে মনে করা অনুচিত। তা সত্ত্বেও কেউ যেন নির্বোধের মতো সিদ্ধান্ত না করে যে, জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই—স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর নিজের অতুলনীয় চিন্ময় গুণবৈশিষ্ট্যে সদাসর্বদাই পরিপূর্ণ থাকেন, যে-বৈশিষ্ট্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকে না।"

এই প্রসঙ্গে প্রায়ই সূর্য এবং সূর্যকিরণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ে থাকে। সূর্যকিরণ শুধুমাত্র সূর্যগোলকটির অংশপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং তাই সূর্য এবং তার কিরণের মধ্যে কোনই গুণগত পার্থক্য নেই। কিন্তু সূর্যকিরণ যদিও সর্বত্র বিদ্যমান এবং যদিও সবকিছুই সূর্যের শক্তিরই রূপান্তর, তা হলেও সূর্যগোলকটি সূর্যকিরণের উৎস হওয়া সত্ত্বেও বিশাল আকাশে একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করে এবং তার নিজস্ব বিশেষ রূপটিও রয়েছে।

যদি আমরা সূর্যগোলকের আরও অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করি, তবে আমরা সূর্যদেব বিবস্বানকে দেখতে পাব। যদিও আধুনিক যুগের বুদ্ধিজীবী নামে অভিহিত মানুষগুলি যারা তাদের নিজেদের মাথার চুলগুলিও গুণতে পারে নি, তারা সূর্যদেবতাকে একটা পৌরাণিক রূপ বলেই মনে করবে, কিন্তু আধুনিক মানুষদের বুদ্ধিহীন পুরাতত্ত্ব বাস্তবিকই চিন্তা করে থাকে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাপ এবং

কিরণ বিতরণ করছে যে বিপুলায়তন এবং বুদ্ধির অগম্য অবয়বরূপে সূর্য, তা বুঝি কোনও প্রকার বুদ্ধি সমন্বিত পরিচালন ব্যবস্থা ছাড়াই কাজ করে চলতে পারে। সৌরশক্তির রূপান্তরেই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হয়, এবং তাই সর্বব্যাপী সৌরশক্তির আনুষঙ্গিক অভিপ্রকাশের অনন্ত বৈচিত্র্য পৃথিবী ধারণ করে আছে, তা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

সুতরাং সৌর ক্রিয়াকলাপের প্রধান প্রশাসক বিবস্বান পুরুষশ্রেষ্ঠ সূর্য গ্রহের মধ্যে রয়েছেন; সূর্য নিজে একটি স্থানে অবস্থান করে থাকলেও সেখান থেকে সূর্যকিরণ সর্বত্র বিস্তারিত হচ্ছে। সেইভাবেই শ্রীকৃষ্ণই শ্যামসুন্দর ভগবান স্বয়ং; তিনি প্রত্যেকের অন্তরের মাঝে অবস্থিত পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন, এবং পরিণামে ব্রহ্মজ্যোতি নামে সর্বব্যাপী চিন্ময় জ্যোতিস্বরূপ তাঁর নিজ শরীরের দ্যুতির মাধ্যমে তাঁর দিব্য শক্তি শেষ পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তারিত করে রেখেছেন। এই ব্রহ্মজ্যোতির প্রভার মধ্যেই সমগ্র জড়জাগতিক সৃষ্টিপ্রকাশ ভাসমান রয়েছে। ঠিক যেমন পৃথিবীবক্ষে সমস্ত জীবনের লক্ষণই সূর্যের সর্বব্যাপী কিরণের প্রতিরূপ, তেমনই সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশও ব্রহ্মজ্যোতির চিন্ময় দ্যুতিরই এক প্রতিরূপ। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪০) বলা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তম্ অশেষ ভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"অশেষ শক্তিসম্পন্ন আদি পুরুষ-প্রধান শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি। তাঁর দিব্যরূপের প্রভাই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, তাঁর ঐশ্বর্য অপরিমিত, অনন্ত, নিত্যশাশ্বত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, এবং সেই শক্তির অভিপ্রকাশে অগণিত বিভিন্ন কোটি কোটি গ্রহরাশি বিবিধ ঐশ্বর্য সমন্বিত হয়ে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভা বিস্তার করছে।" সুতরাং শ্রীভগবানের দিব্য শরীর থেকে সম্যকভাবে যে চিন্ময় জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, তাকেই ব্রহ্মজ্যোতি বলে। সেই চিন্ময় জ্যোতি থেকে বিভিন্ন রূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, তাই যা কিছুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তা বলতে গেলে, প্রত্যক্ষভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই আপন শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

এখানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, যা কিছুর অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করছি, তা সবই যে শ্রীভগবানের শক্তিস্বরূপ তা উপলব্ধি করে সবকিছুর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি কোনও মানুষ বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন হন, তবে তাঁর সম্পদ-সম্পত্তিও মর্যাদা বহন করে থাকে। কোনও

দেশের রাষ্ট্রপতি দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ, এবং তাঁর সম্পদের প্রতিও তাই প্রত্যেকের শ্রদ্ধাবোধ থাকা অবশ্য উচিত। ঠিক তেমনই, যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, তা সবই পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই অংশপ্রকাশ এবং সেই অনুসারেই তার মর্যাদা রক্ষা করতে হয়। শ্রীভগবানের শক্তির অংশপ্রকাশ-রূপে যা কিছু রয়েছে, তা যদি আমরা যথাযথ মর্যাদাসহকারে স্বীকার এবং সমীহ শ্রদ্ধা না করি, তা হলে আমরা মায়াবাদী, তথা নিরাকার নির্বিশেষবাদী ব্রহ্মবাদের ছলনায় বিভ্রান্ত হওয়ার মতো বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারি—যে মায়াবাদকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতানুসারে যথার্থ পারমার্থিক জীবনচর্যার মধ্যে অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে বিষম বিষ বলে মনে করা হয়ে থাকে। *মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ* (*চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য* ৬/১৬৯)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরাশির অংশপ্রকাশের মাহাত্ম্য উপলব্ধি না করেই যদি আমরা শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করি, তা হলে *ভগবদ্গীতায়* পরিবেশিত *বাসুদেবঃ সর্বম্* এবং *অহং সর্বস্য প্রভবঃ* উক্তিগুলি আমরা কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারব না।

এই অধ্যায়টিতে ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ*—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তির উপরে নির্ভরশীল নয়, এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে, এমন চিন্তাভাবনা থেকেই ভয়-ভ্রান্তি জাগে। এখন, এই শ্লোকটিতে, এই ভয় ভ্রান্তি জয় করবার সবিশেষ পদ্ধতি-প্রক্রিয়া দেওয়া হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির অংশপ্রকাশরূপেই আমরা যা কিছু দেখছি তা সব উপলব্ধি করবার মতো মানুষের মনকে অবশ্যই তৈরি করতে হবে। শ্রীভগবানেরই শরীরের অংশস্বরূপ সব কিছুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং তাকে মনোনিবেশ করতে অভ্যস্ত হলে, মানুষ সর্বপ্রকার ভয় থেকে মুক্ত হবে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলা হয়েছে, *সুহৃদং সর্বভূতানাম্* শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকটি জীবেরই সুহৃদ। যে মুহূর্তে মানুষ বুঝতে পারে যে, সমস্তকিছুই তার পরম প্রিয়তম সখার শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, তখনই সে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, যেখানে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার কাছে পরমানন্দময় ধাম (*বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে*) হয়ে ওঠে, যেহেতু সর্বত্রই সে কৃষ্ণদর্শন করতে থাকে।

যদি শ্রীকৃষ্ণের পরমসত্তা সবকিছুর উৎস না হত, যদি সবকিছু কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত না হত, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিসত্তা যে এক ধরনের নিরাকার নির্বিশেষ তত্ত্বের জড়জাগতিক অভিব্যক্তি, তেমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হতে পারত। *বেদান্তসূত্র* গ্রন্থে যেভাবে বলা হয়েছে যে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—পরমতত্ত্ব থেকেই সব কিছুর জন্ম বা সৃষ্টি হয়েছে, তা অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং*

সর্বস্য প্রভবঃ—"আমিই সব কিছুর উৎস।" যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের আপন শরীর থেকে কোনও বস্তু বা বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, তা হলে আমাদের সন্দেহ জাগতে পারে—শ্রীকৃষ্ণের পরম ব্যক্তিসত্তা বাস্তবিকই *বেদান্তসূত্র* গ্রন্থে বর্ণিত সবকিছুর পরম উৎস কিনা। যে মুহূর্তে মানুষ এইভাবে ভাবতে থাকে, তখনই তার মনে ভয় জাগে, এবং বুঝতে হবে সে শ্রীভগবানের মায়াশক্তির কবলায়িত হয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই প্রকাশ, এইভাবে বিশ্বসংসার দর্শন করতে আমরা যদি না পারি, তা হলে আমরা *ফল্গু বৈরাগ্য* তথা অপরিণত প্রকৃতির বৈরাগ্য ধর্মের অধীন হয়ে পড়ব। যা কিছু আমরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দর্শন করি, তা সবই আমাদের মনকে কৃষ্ণসেবাবিমুখ করে তুলবে। কিন্তু যদি আমরা সব কিছু কৃষ্ণসম্বন্ধীয় দর্শন করি, তা হলে সবকিছুই আমরা কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে উপযোগ করতে উৎসাহী হব। একেই বলে *যুক্ত-বৈরাগ্য।* শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত এই যে, "মানুষ আপন স্বরূপ উপলব্ধি করলে বুঝতে পারে যে, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সন্তুষ্টিবিধানের জন্যই নানা পরিকররূপে বিরাজ করছে। তাই এইভাবেই বিচ্ছিন্নবাদী মনোবৃত্তি থেকে মানুষ মুক্তিলাভ করে, নচেৎ সমগ্র পৃথিবীটাকেই সে নিজেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিদ্যমান মনে করতে থাকে। যথার্থ দিব্য স্তরে ভক্ত যা কিছু দর্শন করে, তা সবই কৃষ্ণচিন্তা জাগিয়ে তোলে, এবং তার ফলে তার দিব্যজ্ঞান ও আনন্দ ক্রমবর্ধমান হয়।"

যেহেতু নিরাকারবাদী দার্শনিকেরা সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপসংশ্লিষ্ট বলে দেখতে জানে না, তাই তারা এই জগতটিকে অলীক অসত্য (*জগন্মিথ্যা*) বলে ঘোষণা করে। কিন্তু যেহেতু জড় জগৎ পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণেরই অভিপ্রকাশ, তাই বাস্তবিকই তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। জড় জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিতান্তই কষ্টকল্পনা, এবং তেমন কোনও কাল্পনিক চিন্তাধারা নিয়ে কেউ সম্ভবত এই জগতে কোনও কাজই করতে পারে না। সুতরাং, নিরাকারবাদীরা একটা ভ্রান্তিকর তত্ত্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে সেই ভাবধারা নিয়ে বাস্তব জগতে বসবাস করতে না পেরে, জড়জাগতিক চিন্তার স্তরেই ফিরে আসে তাদের জনহিতকর তথা স্থূল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিষয়ক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে।

যেহেতু নিরাকারবাদী মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আপন কর্তৃত্ব স্বীকার করে না, সেই কারণে কিভাবে কিংবা কার সেবায় এই জগতের সবকিছুর উপযোগ সাধন করতে হয়, তা জানে না, তার ফলে জড়জাগতিক কর্মফলাশ্রিত ক্রিয়াকলাপে

আবার জড়িত হয়ে পড়বার বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে হতে হয়। সুতরাং *ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) বলা হয়েছে, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্*—তাদের পক্ষে পারমার্থিক লাভ অর্জনের নিরাকারবাদী কাল্পনিক পন্থা অনুসরণ করে চলা নিতান্তই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে এগিয়ে চলার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তকে সাহায্য সহযোগিতা করবার মানসেই এই শ্লোকটি বলা হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে সন্নিবিষ্ট পূর্ববর্তী শ্লোকগুলি থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের জীবনধারা আয়ত্ত করাই মানুষের চরম লক্ষ্য। যদি কেউ এই শ্লোকটিকে কাল্পনিক মায়াবাদী দর্শনের সমর্থক রূপে মিথ্যা তাৎপর্য আরোপ করে যে, সবকিছুই ভগবান, তা হলে মানুষ নিতান্তই বিভ্রান্ত হবে এবং পারমার্থিক উন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হবে।

শ্লোক ৪২

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥ ৪২ ॥

ভক্তিঃ—ভক্তি; **পর-ঈশ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **অনুভবঃ**—প্রত্যক্ষজ্ঞান; **বিরক্তিঃ**—অনাসক্তি; **অন্যত্র**—সবকিছু থেকে; **চ**—এবং; **এষঃ**—এই; **ত্রিকঃ**—এই তিনটি; **এককালঃ**—একই সাথে; **প্রপদ্যমানস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণার্থে; **যথা**—যেভাবে; **অশ্নতঃ**—আহারে প্রবৃত্ত; **স্যুঃ**—তারা করে; **তুষ্টিঃ**—সন্তুষ্টি; **পুষ্টিঃ**—পুষ্টিসাধন; **ক্ষুদপায়ঃ**—ক্ষুধা নিবারণ; **অনুঘাসম্**—প্রত্যেক গ্রাসের সাথে।

অনুবাদ

ভোজনকারী মানুষের প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গেই যেমন তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তি একই সাথে সমাধা হতে থাকে, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত মানুষও ভগবৎ-ভজনার সময়ে একই সঙ্গে প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির স্ফূর্তি এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট বিষয়াদি থেকে বিষয় বৈরাগ্যের ভাব উপলব্ধি করতে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এই উপমাটির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—*ভক্তিভাবের* সঙ্গে *তুষ্টিভাব* তথা সন্তুষ্টির তুলনা করা চলে, কারণ দুটি ভাবের মাধ্যমেই

তৃপ্তিসুখের আধার সৃষ্টি হয়। *পরেশানুভব* (পরমেশ্বরের অনুভব সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা) এবং *পুষ্টি* (বৃদ্ধিলাভ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা) দুটিই সমার্থক, কারণ দুটির মাধ্যমেই মানুষের জীবন রক্ষা হয়। অবশেষে, *বিরক্তি* (অনাসক্তি) এবং *ক্ষুদপায়* (ক্ষুধা নিবৃত্তি) উভয়ের মধ্যে তুলনা করা যেতে পারে, উভয় প্রক্রিয়াই মানুষকে আরও আকাঙ্ক্ষা থেকে নিবৃত্ত করে যাতে সে *শান্তি* অর্থাৎ বিশ্রামের অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে।

যে মানুষ আহার করছে, সে শুধু যে অন্য সকল কাজে আগ্রহবোধ করে না, তাই নয়, ক্রমশই খাদ্যের প্রতিও তার আগ্রহ কমতে থাকে, যেহেতু সে তৃপ্তিলাভ করছে। অন্যদিকে, শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, যে মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় স্বরূপ সত্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করছে, তারও কৃষ্ণবিষয় ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে নিরাসক্তি উপলব্ধি হতে থাকে এবং প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। অতএব এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য রূপ এবং গুণবৈচিত্র্য কখনই জড় জাগতিক হতে পারে না, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় আনন্দ সত্তা আস্বাদন করে মানুষ কখনই পূর্ণ তৃপ্তি অর্জন করতে পারে না।

বিরক্তিঃ শব্দটি এই শ্লোকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *বিরক্তি* মানে 'অনাসক্তি'। তেমনই *ত্যাগ* মানে 'বর্জন'। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, *ত্যাগ* শব্দটি এমন কোনও পরিস্থিতিতে ব্যবহার যোগ্য, যেখানে মানুষ কোনও উপভোগ্য বস্তু বর্জন করতে মনস্থ করেছে। তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সবকিছুই যথার্থ উপযোগী মূল্যবান পরিকর রূপে যেভাবে পূর্ববর্তী শ্লোকে বিবেচনা করা হয়েছে, সেই অনুসারে ত্যাগ কিংবা বর্জনের কোনও চিন্তারই প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবৎ-সেবায় মানুষ সব কিছুই যথাযথভাবে উপযোগ করে থাকে। *যুক্তবৈরাগ্যম্ উচ্যতে।*

সুখাদ্যের অতি মনোরম উপমাটি এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষ থালাভর্তি মুখরোচক খাদ্য আহারে ব্যস্ত থাকার সময়ে তার চারিপাশে অন্য কোনও ঘটনায় আগ্রহী হয় না। আসলে, তখন অন্য কোনও বিষয় বা কাজ তার উপাদেয় খাদ্য উপভোগের একাগ্রতায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে বলে সে মনে করে। তেমনই, কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে অগ্রগতির সময়ে মানুষ কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক প্রসঙ্গ বহির্ভূত অন্য যে কোনও বিষয়কে বিরক্তিকর বিপত্তি বলেই বিবেচনা করতে থাকে। ভগবৎ-প্রেমের এমন আনন্দঘন বৈচিত্র্যের কথা *ভাগবতে তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্* (*ভাগবত* ২/৩/১০) শব্দগুলির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। জড় জগতকে বর্জন করবার কৃত্রিম ভাব প্রদর্শন করা মানুষের পক্ষে অনুচিত কার্য; তার

চেয়ে বরং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ঐশ্বর্য-প্রকাশরূপে সবকিছুই দর্শন করবার মতো মনকে ক্রমান্বয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলাই মানুষের উচিত। কোনও ক্ষুধার্ত জড়জাগতিক মানুষ দামি দামি খাদ্যসম্ভার দেখেই তৎক্ষণাৎ তা মুখে পুরতে চায়, তেমনই উত্তম কৃষ্ণভক্তও জড় বস্তু দেখেই, অনতিবিলম্বে কৃষ্ণপ্রীতিবিধানে তা উপযোগ করতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণসেবায় প্রতিটি বস্তু উপযোগের স্বতঃস্ফূর্ত আকুলতা বিনা এবং কৃষ্ণপ্রেমের গহন সাগরে গভীর থেকে গভীরতর অবগাহনের উদ্যম বিহনে, ভগবৎ-উপলব্ধি কিংবা ধর্মীয় জীবন যাপন বলতে যা বোঝায়, তা নিয়ে অসংলগ্ন বাক্যালাপ অবশ্যই ভগবদ্ধামে প্রবেশের যথার্থ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, ভক্তিযোগের পথ এমনই আনন্দময় এবং বাস্তবসম্মত যে, সাধনভক্তির স্তরেও যখন উন্নত পর্যায়ের উপলব্ধি ব্যতিরেকেই মানুষ বিধিনিয়মাদি অনুসরণ করে চলে, তখন সার্থকসিদ্ধি করতেও পারে। শ্রীল রূপ গোস্বামী (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১৮৭) তাই বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

যখনই মানুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে (*প্রপদ্যমানস্য*), সকল প্রকার ভিন্ন কর্তব্যকর্ম বর্জন করে (*বিরক্তিরন্যত চ*), তখনই তাকে মুক্তাত্মা রূপে বিবেচনা করতে হবে (*জীবন্মুক্তঃ*)। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনই কৃপাময় যে, কোনও জীব যখনই উপলব্ধি করে যে, পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণই সকল সত্ত্বার উৎস এবং তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন করে, তখনই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার সকল দায়ভার স্বীকার করেন এবং তাঁর হৃদয়ের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেন যাতে শ্রীভগবানের পূর্ণ আশ্রয় সে লাভ করতে পারে। তাই ভক্তি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এবং অন্য সকল বস্তু থেকে অনাসক্তি ভক্তিযোগের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই প্রতিভাত হয়ে থাকে, কারণ ভক্তিযোগের সূচনা মুক্তির ক্ষণ থেকেই হয়ে থাকে। অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলির চরম লক্ষ্যরূপে মুক্তি লাভ আশা করা হয়, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বলা হয়েছে—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

যদি মানুষ শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তা হলে অচিরেই তার মুক্তিলাভ হয় এবং সেইভাবে শ্রীভগবানের পূর্ণ আশ্রয়াধীনে আস্থা স্থাপন করে দিব্য ভক্তরূপে তার জীবনধারার সূচনা হয়।

শ্লোক ৪৩

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজং-
স্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **অচ্যুত**—অনন্ত অক্ষয় পরমেশ্বর ভগবান; **অঙ্ঘ্রিম্**—চরণ; **ভজতঃ**—ভজনাকারী; **অনুবৃত্ত্যা**—অবিরাম অনুশীলনের মাধ্যমে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **বিরক্তিঃ**—অনাসক্তি; **ভগবৎ-প্রবোধঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান; **ভবন্তি**—প্রকাশিত হয়; **বৈ**—অবশ্য; **ভাগবতস্য**—ভক্তের; **রাজন্**—হে নিমিরাজ; **ততঃ**—তখন; **পরাং শান্তিম্**—পরম শান্তি; **উপৈতি**—লাভ করে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, পরমেশ্বর অচ্যুত অক্ষয় শ্রীভগবানের চরণকমল যে ভক্ত নিত্য প্রয়াসে আরাধনা করতে থাকে, তার ফলেই তিনি নিরন্তর ভক্তিভাব, অনাসক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করেন। এইভাবে ভজনশীল ভগবদ্ভক্ত পরম দিব্য শান্তি লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৭১) বলা হয়েছে—

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

"যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে জড়জাগতিক বিষয়াদির প্রতি নিস্পৃহ হয়ে নিরহঙ্কারী এবং মমত্ববোধ রহিত হয়ে জীবন যাপন করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।" শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "নিস্পৃহ হওয়া বলতে বোঝায়—নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোনও কিছুর কামনা বর্জন করা। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হলেই যথার্থ কামনাশূন্য হওয়া বোঝায়। এই ধরনেরই কথা *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*মধ্য* ১৯/১৪৯) গ্রন্থে রয়েছে—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত' ।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলি 'অশান্ত' ॥

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম হন বলেই তিনি শান্ত থাকেন। কিন্তু ভুক্তিকামী কর্মী, মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং সিদ্ধিকামী যোগীরা জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারেনি বলে অশান্ত।"

সচরাচর স্বার্থ বুদ্ধিসম্পন্ন অভিলাষে আক্রান্ত জীব তিন ধরনের হয়। তারা ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী এবং সিদ্ধিকামী। ভুক্তিকামী মানুষ বলতে তাদের বোঝায়, যারা সাধারণ মানুষদের মতোই অর্থ সম্পদ খোঁজে এবং অর্থের বিনিময়ে যা কিছু পাওয়া যায়, সব পেতে চায়। এই ধরনের আদিম মনোভাব গড়ে ওঠে টাকাকড়ি, নারী সম্ভোগ এবং সামাজিক মর্যাদার মাধ্যমে জীবন উপভোগের বাসনা থেকে। যখন কোনও জীব এই মায়ামোহ পূরণে বিভ্রান্ত হয়, তখন সে কষ্টকল্পনাজাত জীবন দর্শনের পথ অবলম্বন করে এবং মোহগ্রস্ত হওয়ার উৎস সন্ধানে বিচার বিশ্লেষণ করবার পথে নামে। এই ধরনের মানুষকে বলা হয় মুক্তিকামী, কারণ সে জড়জাগতিক মোহভাব নস্যাৎ করতে চায় এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠামুক্ত নির্বিশেষ নিরাকারবাদী চিন্ময় শূন্যতার তত্ত্বকথা অবগাহন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। মুক্তিকামী মানুষ নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারাও নানাকাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে, যদিও সেই সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই হয় দারুণ উচ্চাশায় ভরপুর। তেমনই, সিদ্ধিকামী, অর্থাৎ রহস্যময় ধ্যানচর্চায় অভ্যস্ত যোগী দুর্বোধ্য যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে চমকপ্রদ ক্ষমতা অর্জনে অভিলাষী হয়, যেমন—পৃথিবীর অপর প্রান্তে হাত বাড়িয়ে দিতে, কিংবা অণু-পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র হতে অথবা লঘুতম বস্তুর চেয়েও লঘুতর হতে চেয়ে, সেই একই প্রকার জড়জাগতিক তথা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বাসনা-চরিতার্থ করবার ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

তাই, বলা হয়েছে যে, 'সকলি অশান্ত'। যদি কারও মনে কোনও প্রকার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বাসনা থাকে, তা জড়জাগতিক, দার্শনিক কিংবা যোগচর্চা বিষয়ক, যাই হোক—তার ফলে সে হবে অশান্ত, অর্থাৎ পরিণামে বিভ্রান্ত, কারণ তখন সে সকল প্রকার ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তির মূলে নিজেকেই ব্যাপৃত দেখতে থাকবে।

অন্যদিকে, "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত' "—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হলে নিষ্কাম হয়ে ওঠা যায়; নিষ্কাম ভক্তের কোনও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাঁর একমাত্র বাসনা হয় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধন। দেবাদিদেব শিব স্বয়ং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের এই অতুলনীয় মহান গুণটির প্রশংসা করে বলেছেন—

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

"যে মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন, তিনি কোন কিছুতেই ভীত সন্ত্রস্ত হন না। স্বর্গরাজ্যে উত্তরণ, নরকধামে অধঃপতন, এবং জড়বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ—সবই ভগবদ্ভক্তের কাছে সমান।" (ভাগবত ৬/১৭/২৮) নিরাকার নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা যদিও বোঝাতে চায় যে, সবকিছুই এক, তাহলেও ভগবদ্ভক্ত বাস্তবিক ক্ষেত্রে তুল্যার্থদর্শী হয়েই থাকেন, অর্থাৎ তিনি সব কিছুর মধ্যেই একত্ব অনুভবের ভাবদর্শন লাভ করে থাকেন। ভগবদ্ভক্ত প্রত্যেক বস্তুকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি প্রকাশ রূপে দর্শন করেন এবং তার ফলেই সব কিছুই শ্রীভগবানের সেবায়, শ্রীভগবানের প্রীতিসাধনে উপযোগ করতে চান। যেহেতু ভগবদ্ভক্ত কোন বস্তু বা বিষয়কেই শ্রীভগবানের শক্তি প্রকাশের বহির্ভূত 'দ্বিতীয়' সত্ত্বা বলে চিন্তাভাবনা বা দর্শন করেন না, তাই তিনি যে কোনও পরিবেশ-পরিস্থিতির মাঝেই সুখী থাকেন। কৃষ্ণভক্তের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বাসনা থাকে না বলে বাস্তবিকই তিনি 'শান্ত' থাকতে পারেন, কারণ জীবনের সার্থক সিদ্ধি বলতে যা বোঝায় সেই কৃষ্ণপ্রেম তিনি অর্জন করতে পেরেছেন। বাস্তবিকই তিনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ আশ্রয় পেয়ে এবং সুরক্ষাধীন হয়ে তাঁর নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ সত্ত্বায় অবস্থিত হতে পেরেছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, নবযোগেন্দ্রগণের মধ্যে প্রথম যোগী শ্রীকবি, "পরম মঙ্গময় কোনটি?"—মহারাজা নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন, সেই প্রসঙ্গটি এই শ্লোকটিতে সমাপ্ত হল।

শ্লোক ৪৪

শ্রীরাজোবাচ

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্মো যাদৃশো নৃণাম্ ।
যথাচরতি যদ্ ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **অথ**—অতঃপর; **ভাগবতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত সম্পর্কে; **ব্রূত**—কৃপা করে আমাকে বলুন; **যৎ-ধর্মঃ**—যে সকল ধর্মাচরণ; **যাদৃশঃ**—যে ধরনের; **নৃণাম্**—মানুষের মাঝে; **যথা**—কিভাবে; **আচরতি**—আচরণ করেন; **যৎ**—কি; **ব্রূতে**—বলেন; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **লিঙ্গৈঃ**—লক্ষণাদি; **ভগবৎ-প্রিয়ঃ**—শ্রীভগবানের প্রিয়জন রূপে বিদিত।

অনুবাদ

মহারাজ নিমি বললেন—পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের সম্পর্কে বিশদভাবে এখন আমাকে কৃপা করে সব বলুন। কিভাবে আমি উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং

কনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি, সেই সকল স্বাভাবিক লক্ষণাদি বিষয়ে আমাকে বলুন। বৈষ্ণবগণের বিশেষ ধরনের ধর্মাচরণাদি কি প্রকার হয় এবং তিনি কিভাবে বাক্যালাপ করে থাকেন? বিশেষত, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে কিভাবে বৈষ্ণবেরা প্রিয়জন হয়ে ওঠেন, সেই লক্ষণাদি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি আমাকে বর্ণনা করুন। .

তাৎপর্য

মহামুনি কবি ভগবদ্ভক্তের আকৃতি প্রকৃতি, গুণাবলী এবং কার্যকলাপ সংক্রান্ত সাধারণ লক্ষণাদি বিষয়ে তথ্যাবলী মহারাজ নিমিকে জানালেন। কিন্তু নিমিরাজ তখন প্রশ্ন করেছেন—কিভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং কনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণবদের সুস্পষ্টভাবে চিনতে পারা যায়, সেই বিষয়ে তাঁকে বিশদভাবে জানাতে হবে।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতানুসারে, *কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত*—"যে কোনও ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করলে তাঁকে মনে মনে শ্রদ্ধা করা উচিত।" (*উপদেশামৃত* ৫) যে কোনও জীব মনোনিবেশ সহকারে পবিত্র কৃষ্ণনাম জপ করতে থাকলে, তাকে বৈষ্ণব বিবেচনা করা উচিত এবং অন্তত মনে মনেও তাকে শ্রদ্ধা জানানো দরকার। তবে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পথে বাস্তবিক অগ্রসর হতে হলে অন্ততপক্ষে কোনও একজন মধ্যম ভক্তের সাথেও সঙ্গ করা উচিত। আর যদি কোনও উত্তম ভক্তের কৃপালাভ কেউ করতে পারে, তবে তার পক্ষে সিদ্ধিলাভ সহজলভ্য হয়ে ওঠে। তাই নিমি মহারাজ বিনীতভাবে জানতে চেয়েছেন, "ভক্তগণের চারিত্রিক লক্ষণাদি, আচার-আচরণ এবং কথাবার্তা কি ধরনের হয়ে থাকে?" রাজা জানতে চেয়েছেন, কায়মনোবাক্যে কোন্ কোন্ বিশেষ লক্ষণাদির দ্বারা বিভিন্ন উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের সুস্পষ্টভাবে চিনতে পারা যেতে পারে। রাজার অনুসন্ধিৎসার উত্তরে, নবযোগেন্দ্রগণের অন্যতম শ্রীহবি মুনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ক তত্ত্ববিজ্ঞানের আরও বিশদ আলোচনা করবেন।

শ্লোক ৪৫

শ্রীহবিরুবাচ

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীহবিঃ উবাচ—শ্রীহবি মুনি বললেন; **সর্বভূতেষু**—সকল বিষয় মধ্যে (ক্ষিতি, অপ্ এবং তেজ তথা বস্তুসামগ্রী, চিন্ময় সত্তা এবং বস্তু ও চিন্ময় সমন্বিত সকল সত্তা);

যঃ—যে কেহ; **পশ্যেৎ**—দেখে; **ভগবৎ-ভাবম্**—শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকার সামর্থ্য; **আত্মনঃ**—পরমাত্মা, অর্থাৎ জীবনের জড়জাগতিক ধারণার অতীত চিন্ময় সত্ত্বা; **ভূতানি**—সকল জীব; **ভগবতি**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মাঝে; **আত্মনি**—সকল অস্তিত্বের মূল সত্ত্বা; **এষঃ**—এই; **ভাগবত-উত্তমঃ**—ভগবদ্ভক্তিমার্গে উত্তমরূপে প্রাগ্রসর।

অনুবাদ

শ্রীহবি মুনি বললেন—অতি উত্তম শ্রেণীর ভক্ত সকল বস্তুর মধ্যেই সকল আত্মার পরমাত্মাস্বরূপ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান দর্শন করতে পারেন। তার ফলে, তিনি সব কিছুকেই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কযুক্ত বলে বিচার করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, যা কিছু বর্তমান, সবই শ্রীভগবানেরই মধ্যে বিরাজিত রয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৬/৩০) শ্রীভগবান বলেছেন,

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

"যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি কখনও তাঁর দৃষ্টির অগোচর হই না এবং তিনিও আমার দৃষ্টির অগোচর হন না।" শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত নিঃসন্দেহে সর্বত্র শ্রীভগবানকে দর্শন করেন এবং সব কিছুই শ্রীভগবানের মধ্যে অবস্থিত রয়েছে, তা দর্শন করতে থাকেন। যদিও মনে হতে পারে যে, এই ধরনের মানুষ বুঝি মায়ার ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রকাশকেই সাধারণ মানুষের মতো ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছেন, কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরই প্রকাশ, তাই তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কোনও কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর ঈশ্বর—এটাই কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ক মূল তত্ত্ব।"

সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের যোগ্যতা সম্পর্কে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরম্ অচিন্ত্যগুণ স্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"ভগবৎ-প্রেমের অঞ্জনে রঞ্জিত নয়নে ভক্তগণ যাঁকে সদাসর্বদা অন্তর মধ্যে দর্শন করে থাকেন, যিনি অচিন্ত্য গুণরাজির স্বরূপ সত্ত্বা নিয়ে শ্রীশ্যামসুন্দরের নিত্য রূপে ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করেন, আমি সেই আদিপুরুষ ভগবান শ্রীগোবিন্দেরই ভজনা করি।" চিন্ময় গুণরাজির সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত কোনও ভগবদ্ভক্ত তাঁর চিন্ময় দর্শন শক্তির পরিব্যাপ্তির ফলে মহিমান্বিত হয়ে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহাদৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তার আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহাভাগবত অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত বলেই স্পষ্টভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান রয়েছেন। দৈত্যস্বরূপ পিতা তখন জানতে চেয়েছিলেন—প্রাসাদের থামের মধ্যেও শ্রীভগবান আছেন কিনা। যখন প্রহ্লাদ হ্যাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু যথার্থ দৈত্যদানবের মতোই থামটি তরবারি আঘাতে ভেঙে ফেলেছিলেন যাতে শ্রীভগবানকে বধ করা যায়, কিংবা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়। তখন পরমেশ্বর ভগবানের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে শ্রীনৃসিংহদেব অচিরেই আবির্ভূত হন এবং হিরণ্যকশিপুর পাপকর্মাদি সমূলে বিনাশ করেন। তাই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে উত্তম অধিকারী ভক্ত রূপে স্বীকার করা যেতে পারে।

শুদ্ধ ভক্ত শ্রীভগবানের সেবা ভিন্ন কোনও কিছুর ভোগবাসনা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত থাকেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই তিনি অনুপযুক্ত বলে মনে করেন না, কারণ সবকিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই বহিরঙ্গাশক্তির বিভিন্ন অংশপ্রকাশ রূপে তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন। এই ধরনের ভক্তের জীবন ধারণের উদ্দেশ্যই হল পরমেশ্বর ভগবানকে যেভাবেই হোক প্রসন্ন করতে হবে। তাই প্রতিমুহূর্তে শুদ্ধভক্ত যা কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তা সবই শ্রীভগবানের চিন্ময় চেতনার তৃপ্তি সাধনের প্রেমময়ী বাসনার পরমোৎসাহ ক্রমবর্ধমান হতে থাকে।

যে বদ্ধ জীব তার মনটিকে শ্রীভগবানের বিচ্ছিন্ন জড়জাগতিক শক্তির প্রকাশ মাঝে নিমগ্ন রাখে, তাকে জড়জাগতিক প্রকৃতির তিনটি গুণবৈশিষ্ট্য পীড়ন করতে থাকে। এই ভিন্ন প্রকৃতির উদ্দেশ্যই জীবকে সত্যস্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে রাখা। সেই সত্যস্বরূপ বলতে বোঝায় যে, সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে রয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণও সবকিছুর মধ্যে রয়েছেন। স্থূল প্রকৃতির অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফলে, বিভ্রান্ত বদ্ধ জীবাত্মা বিশ্বাস করতে থাকে যে, তার নিজের সীমাবদ্ধ দর্শন পরিধির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, শুধুমাত্র সেইগুলিই বুঝি বাস্তবিক অস্তিত্বসম্পন্ন বিষয়বস্তু। এই ধরনের মূর্খ লোকেরা অনেক সময়ে চিন্তা করতে থাকে যে, বনের মধ্যে একটা গাছ পড়ে গেলে কেউ শুনতে পায় না, অতএব কোনও শব্দই হয়

না। বদ্ধ জীবগণ মনে করতে পারে না যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেহেতু সর্বত্র বিরাজমান, তাই কেউ শুনতে পাবে না কথাটার অর্থ হয় না; শ্রীভগবান সর্বদাই শুনছেন। *ভগবদ্গীতার* ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩/১৪) তাই বলা হয়েছে, *সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে*—পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই সবকিছু শুনছেন। তিনি উপদ্রষ্টা, অর্থাৎ সবকিছুর সাক্ষী হয়ে থাকেন। (*গীতা* ১৩/২৩)

এই শ্লোকটিতে *ভাগবতোত্তমঃ* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, "সর্বোত্তম ভগবদ্ভক্ত" বলতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা একেবারেই জড়বাদী নয়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভক্তও নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে পার্থক্য যথার্থ নির্ণয় করতে যারা পারে না এবং শুদ্ধভগবদ্ভক্তদেরও কখনই শ্রদ্ধা করে না, তাদের কনিষ্ঠ-অধিকারী বলে জানতে হবে, কারণ তারা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এই ধরনের কনিষ্ঠ অধিকারীরা বিশেষত মন্দিরে শ্রীভগবানের পূজা অর্চনা করে থাকে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের গ্রাহ্য করে না। এই জন্যই তারা *পদ্মপুরাণে* দেবাদিদেব শ্রীমহাদেবের উক্তির অপব্যাখ্যা করে—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাদ্ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

"হে দেবী, শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ উপাসনা। তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ তদীয় উপাসনা অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সম্বন্ধীয় সব কিছুর উপাসনা।" শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "শ্রীবিষ্ণু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।" তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের অতি অন্তরঙ্গ সেবকরূপে শ্রীগুরুদেব, এবং শ্রীবিষ্ণুর সকল ভক্তগণই *তদীয়* অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত তথা দৃঢ় সম্বন্ধযুক্ত। শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, গুরু, বৈষ্ণব, এবং তাঁদের ব্যবহৃত সবকিছুই 'তদীয়' এবং নিঃসন্দেহে তাঁরা সকলেরই আরাধ্য।" (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১২/৩৮ তাৎপর্য)

বৈশিষ্ট্য এই যে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত তার সর্বপ্রকার জড়জাগতিক গুণবৈশিষ্ট্যাদিকেও উন্নত পর্যায়ের ভক্তি নিবেদনের লক্ষণাদি মনে করে, সেই প্রমাদবশত সেইগুলির উপযোগ মাধ্যমেই শ্রীভগবানের সেবা নিবেদনে আগ্রহবোধ করে। তবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবাকার্যে নিয়োজিত থাকতে থাকতে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য প্রচারের কাজে নিয়োজিত ভক্তবৃন্দের সেবারত থাকার মাধ্যমে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তও অধিকতর অগ্রণী বৈষ্ণবদের সঙ্গে সাহায্য সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তার কার্যকলাপগুলি নিবেদনের পর্যায়ে ক্রমশ উন্নীত হতেও থাকে। যেহেতু কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদের মনেও অন্ততপক্ষে এইটুকু বিশ্বাস থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সেই কারণে তেমন প্রত্যেক কনিষ্ঠ অধিকারী

ভক্তই তাদের সঙ্গ দানের মাধ্যমে সাধারণ জীবকুলকেও কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে সহযোগিতা করতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্বের প্রতি কনিষ্ঠভক্ত সমাজের এই ধরনের বিশ্বাস থাকার ফলে, তারা ক্রমশ ভগবদ্ বিরোধী মানুষদের প্রতি ক্রমশই বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠতে থাকে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যারা অবিশ্বাস পোষণ করে থাকে, তাদের প্রতি কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তগণ এইভাবে ক্রমশ বিদ্বেষী হয়ে উঠতে উঠতে ক্রমশ শ্রীভগবানের অন্যান্য বিশ্বস্ত সেবকমণ্ডলীর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কে আকৃষ্ট হতে থাকে এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত মধ্যম অধিকারী নামে অভিহিত দ্বিতীয় পর্যায়ের ভক্তগোষ্ঠীর অভিমুখে অগ্রসর হয়।

মধ্যম পর্যায়ে বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানকে সর্বকারণের প্রধান কারণরূপে দর্শন করতে থাকে এবং প্রত্যেকের মাঝে যে প্রেম ভালবাসার দিব্য অভিব্যক্তি রয়েছে, তার প্রধান লক্ষ্যরূপে শ্রীভগবানকে চিহ্নিত করতে শেখে। তখন সে এই বিষাদগ্রস্ত ব্যাধি জর্জরিত জগতের মধ্যে বৈষ্ণবদেরই একমাত্র সুহৃদরূপে পরিগণিত করে এবং বৈষ্ণব সমাজের আশ্রয়ে সমস্ত নিরীহ মানুষদের আকৃষ্ট করতে উৎসাহী হয়। তা ছাড়া, মধ্যম অধিকারী ভক্ত সুদৃঢ়ভাবে ভগবদ্বিদ্বেষীরূপে স্বঘোষিত সকলের সঙ্গে কঠোরভাবে সঙ্গ বর্জন করে চলতে থাকে।

যখন এই ধরনের মধ্যবর্তী গুণ-বৈশিষ্ট্য পরিণতি লাভ করে, তখন পরম গুণবৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত ধ্যানধারণা উদ্ভাসিত হতে শুরু করে, তার অর্থ এই যে, মানুষ উত্তম অধিকারীর পর্যায়ে উপনীত হয়।

কনিষ্ঠ অধিকারী গুরু, যিনি কেবলমাত্র ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদি এবং শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদি সম্পন্ন কার্যেই সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন, বিশেষত অন্যান্য বৈষ্ণবদের মধ্যে যাঁরা ভগবানের বাণী প্রচার করে থাকেন তাঁদের মর্যাদা প্রদান করেন না, তেমন কনিষ্ঠ অধিকারী গুরু সেই শ্রেণীর মানুষদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবেন, যারা শুষ্ক জ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হয়ে থাকে। যখন মানুষ পার্থিব দয়াদাক্ষিণ্যের আচরণ অভ্যাস করতে থাকে, তখন সে পরমোৎসাহে ধারাবাহিক গতানুগতিক কাজে আত্মনিয়োগ করে চলে এবং মহত্ত্বপূর্ণ ভাব নিয়ে তার সকল কাজের ফল লাভের থেকে নিজেকে নিস্পৃহ রাখবার প্রয়াস করতে থাকে। ঐ ধরনের গতানুগতিক নিরাসক্তিমূলক কাজের মাধ্যমে, জ্ঞান অথবা পাণ্ডিত্য ক্রমশ উন্নত হতে থাকে। জ্ঞান অথবা পাণ্ডিত্য যতই প্রকট হতে থাকে, ততই ধর্মপ্রাণ বস্তুবাদী মানুষ জনসেবামূলক এবং দাতব্য কাজে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে এবং বাসনা তৃপ্তিকর পাপকর্মাদি পরিহার করে। যদি সে ভাগ্যবান হয়, তা হলে তখন সে শ্রীভগবানের দিব্য

প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবাকার্যের প্রতি অনুপ্রাণিত হতে থাকে। ভক্তিমূলক সেবাকার্যের নিছক তত্ত্বমূলক উপলব্ধির অভিলাষে, ঐ ধরনের ধর্মপ্রাণ কোনও জড়বস্তুবাদী মানুষ হয়ত কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের চরণাশ্রয় গ্রহণে ইচ্ছুক হতেও পারে।

এইভাবে যদি মানুষ মধ্যম অধিকারী ভক্তের যোগ্যতা অর্জনের অভিমুখে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়, সে তখন কৃষ্ণভাবনা প্রচারে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত কোনও বৈষ্ণবের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। আর মধ্যবর্তী পর্যায়ের ভক্তি অনুশীলনের কার্যক্রমে যখন সম্যক্‌ভাবে পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়, তখন সে মহা-ভাগবত পর্যায়ে আকৃষ্ট হয় এবং তার হৃদয়াভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-অনুগ্রহের মাধ্যমে মহাভাগবত গুরুদেবের সমুন্নত মর্যাদা স্বল্পমাত্রায় অনুভবের করুণা বর্ষিত হয়ে থাকে।

যদি কেউ ভগবদ্ভক্তি সেবার পথে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে থাকে, তবে সে পরমহংস মহাভাগবত রূপে ক্রমশ প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই পর্যায়টিতে তার সকল কাজকর্ম, চলাফেরা এবং প্রচারকার্যের কর্মব্যস্ততা সবই শ্রীকৃষ্ণেরই একমাত্র তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে থাকে। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তকে মায়াময় কোনও শক্তি অবহেলা কিংবা আচ্ছন্ন করতে পারে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীউপদেশামৃতে (৫) জীবনের এই পর্যায়টিকে *ভজনবিজ্ঞম্ অনন্যম্ অন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদম্*—নিরন্তর ভগবদ্ভজনে প্রকৃত উন্নত শুদ্ধভক্ত, যার হৃদয় অন্যের নিন্দাদি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বলা হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীযোগেশ্বর কর্তৃক শক্তিপ্রদত্ত মহাভাগবত তাঁর চরণাঙ্ক অনুসরণকারী যে মধ্যম অধিকারী, তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সাফল্য অর্জনের অনুকূল অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন হওয়ার ফলে সহায়তা প্রদান করেন এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে ক্রমান্বয়ে মধ্যম পর্যায়ে উন্নীত করে থাকেন। শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় মাঝে বিরাজমান কৃপাসিন্ধু হতে স্বতঃউৎসারিত সেই প্রেমভক্তি আপনা হতেই প্রবহমান থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবদ্‌-বিদ্বেষী শত্রুভাবাপন্ন মানুষদের প্রতি কোনও প্রকার শাস্তি প্রদানের বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও কোনও মহাভাগবত পোষণ করেন না। বরং, যে সমস্ত শত্রুভাবাপন্ন জীবাত্মা বৃথাই এই জড় জগতটিকে শ্রীকৃষ্ণ হতে বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে, তাদের বিষময় মনোবৃত্তি পরিশোধনের উদ্দেশ্যে মধ্যম অধিকারী এবং কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তমণ্ডলীকে তিনি ভগবদ্‌-বাণী প্রচারের কার্যক্রমে নিয়োজিত রাখেন।

অনেক দুর্ভাগা জীব আছে যারা ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তগণের মহিমা উপলব্ধি করতে অক্ষম, তারা মধ্যবর্তী পর্যায়ে ভক্তিসেবা অনুশীলনের উন্নত

অভ্যাসের প্রশংসা করে না এবং উত্তম অধিকারী ভক্তের অতি উচ্চপর্যায়ের মর্যাদাও উপলব্ধির সূচনা করতে পারে না। ঐ ধরনের দুর্ভাগা জীবগণ নিরাকার নির্বিশেষবাদী কষ্টকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, বিধ্বস্তভাবে কংস, অঘ, বক এবং পূতনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকে এবং তার ফলে শ্রীহরির দ্বারা নিহত হয়। এইভাবে ইন্দ্রিয়ভোগী সমাজ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমল সেবায় অনীহা বোধ করতে থাকে, এবং আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বলতে যা বোঝায়, সেই ধরনের নিজ নিজ বিকৃত মনোদর্শন অনুসারে প্রত্যেক বস্তুবাদী মানুষ বিভিন্ন ধরনের জড়জাগতিক শরীর নিয়ে জন্ম এবং মৃত্যুর পুনরাবর্তের প্রক্রিয়ার মাঝে তার নিজেরই দুর্ভাগ্য নির্ণয় করে থাকে। ৮৪ লক্ষ ধরনের জড় জাগতিক বস্তুবাদী রূপের প্রজন্ম সৃষ্টি হয়ে থাকে, এবং বস্তুবাদে বিশ্বাসী জীবগণ বিশেষ ধরনের রুচিসঙ্গত জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুই তাদের জড়জাগতিক প্রগতির প্রতি মায়ামোহবশে নিজেদের জীবনে সেইগুলি বেছে নিয়ে থাকে।

উপমাস্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কামার্ত মানুষ যৌন আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত অস্থির হয়ে সারা জগতটাই ভোগাকাঙ্ক্ষা নারীতে পরিপূর্ণ দেখতে পায়। ঠিক সেইভাবেই শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত সর্বত্রই কৃষ্ণভাবনা লক্ষ্য করতে থাকে, যদি ক্ষণকালের মতো তা আবৃত হয়ে থাকতেও পারে। তেমনই মানুষ নিজেকে যেমন মনে করে, জগতটাকেও তেমনভাবে দেখে (*আত্মবৎ মন্যতে জগৎ*)। এই ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ যুক্তি দেখাতে পারে যে, মহাভাগবত সম্পর্কিত ভাবদর্শনটিও ভ্রান্ত, যেহেতু *ভাগবত* গ্রন্থে সর্বত্র ইতিপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, জড়জাগতিক প্রকৃতির তিনটি গুণাবলীতে যারা আক্রান্ত, তারা মোটেই কৃষ্ণভাবনাময় নয়, বরং বাস্তবিকই তারা কৃষ্ণবিরোধী হয়। তবে বদ্ধ জীব ভগবদ্-বিরোধী মনে হলেও, নিত্য শাশ্বত অবিসংবাদিত তত্ত্ব হল এই যে, প্রত্যেক জীবই শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ মাত্র। যদিও এখনই কারও অন্তরে দিব্য কৃষ্ণপ্রেমোল্লাস মায়ার প্রভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে, তা হলেও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে বদ্ধ জীবাত্মা ক্রমশই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার স্তরে উন্নীত হতে থাকবে।

বাস্তবিকই, প্রত্যেকেই কৃষ্ণবিরহের যাতনায় কষ্টভোগ করছে। যেহেতু বদ্ধ জীব মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার কোনও প্রকার নিত্য সম্বন্ধ নেই, তাই সে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয় যে, তার সকল দুঃখদুর্দশাই এই বিরহের ফলেই সৃষ্টি হচ্ছে। এটাই মায়া, অর্থাৎ 'যে ভ্রমাত্মক ধারণার বাস্তবিকই কোনও অস্তিত্ব নেই'। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণবিরহ ছাড়া অন্য কোনও কিছু থেকে দুঃখকষ্টের উদ্ভব হয়, এমন চিন্তাই মায়া। তাই যখন কোনও শুদ্ধ ভক্ত এই জগতের মাঝে কোনও

জীবকে কষ্ট পেতে দেখে, তখন সে যথার্থই বুঝতে পারে যে, সে নিজে যেমন কৃষ্ণবিরহে দুঃখভোগ করছে, অন্য সমস্ত প্রাণীও কৃষ্ণবিরহে দুঃখকষ্ট পাচ্ছে। পার্থক্য এই যে, শুদ্ধভক্ত যথাযথভাবে তার হৃদ্‌যন্ত্রণার কারণ নির্ণয় করতে পারে, তবে বদ্ধ জীব মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার নিত্যকালের সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে পারে না এবং সেই সম্বন্ধ-সম্পর্ক বিষয়ে অবহেলা থেকে উদ্ভূত অশেষ যন্ত্রণার কারণও বোঝে না।

শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নোক্ত শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলির মাধ্যমে ভগবানের শ্রেষ্ঠভক্তগণের পরমানন্দময় উল্লাস অভিব্যক্ত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/৩৫/৯) ব্রজরাণী এইভাবে বলেছেন—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়স্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥

"বনের লতাগুল্মাদি এবং বৃক্ষগুলি শাখাপ্রশাখা সমেত ফুলে ফলে বিপুলভাবে পরিপূর্ণ হয়ে অবনত থেকে যেন তাদের অন্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠানের তত্ত্বই অভিব্যক্ত করছে। তাদের অঙ্গে অঙ্গে প্রেমোল্লাসের অভিব্যক্তি প্রকাশের ফলে, তারা মধুক্ষরণ করছে।" অন্যত্র দশম স্কন্ধে (*ভাগবত* ১০/২১/১৫) বলা হয়েছে—

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীতম্
আবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারেঃ
গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥

"যখন নদীগুলি শ্রীকৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণ করে, তখন তাদের মনে কৃষ্ণবাঞ্ছা সৃষ্টি হয়, এবং সেই কারণে তাদের তরঙ্গবেগও ভগ্ন হয়ে যায়, আর উচ্ছল জলের আবর্ত লক্ষ্য করা যায়। তখন তরঙ্গরাজির আলিঙ্গনে শ্রীমুরারির পাদপদ্ম তারা ধারণ করতে থাকে এবং কমলপুষ্প উপহার নিবেদন করে।" দশম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে (*ভাগবত* ১০/৯০/১৫) দ্বারকার মহিষীগণ প্রার্থনা করেছেন—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্ গাঢ়নির্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥

"হে কুররীপক্ষী, তুমি বিলাপ করছ। এখন রাত্রিকাল, এবং এই জগতের অন্য কোথাও পরমেশ্বর ভগবান গোপনে নিদ্রা উপভোগ করছেন। কিন্তু হে সখী, তুমি

নিদ্রাশূন্য হয়ে কেন জাগ্রত রয়েছ? তাই, তুমিও কি কমলনয়ন সহাস্য শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় দৃষ্টিপাতে আমাদেরই মতো চিত্তবিদ্ধ হয়েছ?"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও যশোদা মাতাকে একজন উত্তম অধিকারী ভক্তের দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছেন, যেহেতু যশোদা মাতা বাস্তবিকই শ্রীভগবানের বৃন্দাবনলীলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে সকল জীবের অবস্থান লক্ষ্য করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভাষ্য রচনার মধ্যে আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, *অত্র পশ্যেদিতি তথা দর্শনযোগ্যতৈব বিবক্ষিতা/ ন তু তথা দর্শনস্য সার্বকালিকতা।* "এই শ্লোকটিতে *পশ্যেৎ* শব্দটি 'অবশ্যই লক্ষ্য করবে' বলতে এমন বোঝায় না যে, প্রতি মুহূর্তেই শ্রীকৃষ্ণরূপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে; বরং এর অর্থ এই যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের এমন এক উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।" যদি শুধুমাত্র যাঁরা নিত্যই শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন, তাঁদেরই উত্তম ভক্ত রূপে বিবেচনা করা হয়, তা হলে শ্রীনারদমুনি, শ্রীব্যাসদেব এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও শ্রেষ্ঠতম ভক্ত রূপে পরিগণিত হতে পারেন না, যেহেতু তাঁরা সর্বত্র সর্বদা শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন না। অবশ্যই, শ্রীনারদমুনি, শ্রীল ব্যাসদেব ও শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সর্বোত্তম পর্যায়ে অবস্থিত বলেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে, এবং তাই *তদ্দৃক্ষাধিক্য,* অর্থাৎ শ্রীভগবানকে দর্শনের বিপুল আগ্রহাকুল হয়ে ওঠার যোগ্য বলা চলে। সুতরাং *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্ত সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণদর্শন করতে থাকেন (যো মাং পশ্যতি সর্বত্র), তার মর্মার্থ এইভাবে উপমার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, কামার্ত মানুষ মনে করতে থাকে, সমগ্র পৃথিবী সুন্দরী নারীতে পরিপূর্ণ।

ঠিক তেমনই, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁরই শক্তিপ্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নেই, এমন ভাবধারা মানুষ আয়ত্ত করতেই পারে। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি।* ১৯৬৯ সালে আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. এফ. স্টাল মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের পত্রালাপের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ দাবি করেছিলেন যে, তাঁর সমস্ত শিষ্যমণ্ডলী যাঁরা নিষ্ঠাভরে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সুনিবিড় কার্যক্রম অনুসরণ করে চলেছেন, তাঁরা বাস্তবিকই *সুদুর্লভ মহাত্মা* স্বরূপ, কারণ তাঁরা *বাসুদেব সর্বম্* দর্শন করে থাকেন।

পক্ষান্তরে বলতে হয়, মানুষ যদি নিত্যনিয়ত শ্রীভগবানকে সন্তুষ্ট করবার একান্ত অভিলাষ নিয়ে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করতে থাকে, এবং একদিন তাঁর সঙ্গ সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যও অর্জন করে, তা হলে উপলব্ধি করতেই হবে যে, সেই মানুষের জীবনে কৃষ্ণবিনা অন্য কিছুই আর বিদ্যমান নেই।

অবশ্য, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র তত্ত্বগতভাবে অথবা পুঁথিগত বিদ্যায় শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু, এইকথা জানলেই কেউ উত্তম অধিকারী ভক্ত হয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। বাস্তবিকই কৃষ্ণপ্রেম বিকশিত করা চাই। অতএব বস্তুতপক্ষে বুঝতে হবে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন চর্চার কার্যক্রম যিনি পরমাগ্রহে স্বীকার করেছেন এবং আন্তরিকভাবেই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রচারমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকেন, তিনি বাস্তবিকই মধ্যম অধিকারী ভক্তের পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। যখনই এই ধরনের কোনও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা অভিলাষে মগ্ন হয়ে ওঠেন এবং শ্রীভগবানের সঙ্গলাভে আকুলতা বোধ করতে থাকেন, যার ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনও কিছুর প্রতি তাঁর আর কিছুমাত্র আকর্ষণ বোধ করেন না, তখনই তাঁকে এই শ্লোকে উল্লিখিত *উত্তম অধিকারী* বৈষ্ণব ভক্ত রূপে স্বীকার করা উচিত।

শ্লোক ৪৬

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বরে—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রতি; **তদধীনেষু**—কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার জন্য যাঁরা পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন; **বালিশেষু**—অর্বাচীন তথা অজ্ঞজনদের প্রতি; **দ্বিষৎসু**—শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তদের প্রতি বিদ্বেষী জনদের; **চ**—এবং; **প্রেম**—প্রেম-ভালবাসা; **মৈত্রী**—সখ্যতা; **কৃপা**—দয়াদাক্ষিণ্য; **উপেক্ষা**—অবহেলা; **যঃ**—যে কেউ; **করোতি**—করে; **সঃ**—সে, **মধ্যমঃ**—মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত।

অনুবাদ

যিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে থাকেন, সকল ভগবদ্ভক্তের প্রতি মৈত্রিভাবাপন্ন হন, নিরীহ প্রকৃতির অজ্ঞজনকে কৃপা প্রদর্শন করেন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিদ্বেষী সকলকে উপেক্ষা করেন, তাঁকে মধ্যম অধিকারী ভাগবত ব্যক্তিরূপে মধ্যম তথা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভক্ত বলা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা অনুসারে, জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক জীবকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। *মমৈবাংশো জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ* (*গীতা* ১৫/৭)। কিন্তু মায়ার প্রভাবে গর্বোদ্ধত বদ্ধ জীবাত্মা ভগবৎ-সেবা এবং ভগবদ্ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে

ওঠে, জড়বাদী ইন্দ্রিয়তৃপ্তিভোগীদের মধ্যে থেকে নিজেদের নেতা মনোনয়ন করে, এবং ঐভাবে প্রতারক ও প্রতারিত মানুষদেরই এক ব্যর্থ সমাজে কর্মব্যস্ত হয়ে আত্মনিয়োজিত হয়, যে-সমাজে অন্ধজনেরাই অন্ধজনকে গহ্বরের অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে চলে। বৈষ্ণবগণেরা যদিও সমাজের সকল বদ্ধ জীবকে তাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধির স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আন্তরিকভাবে আগ্রহবোধ করে থাকেন, তবু মায়ার প্রভাবে জড়বাদী মানুষ কঠোর মনে ভগবদ্ভক্তদের সেই কৃপা অভিলাষ বর্জন করে!

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, যদিও মধ্যম অধিকারী ভক্ত নির্দোষ বদ্ধ জীবদের কাছে ভগবৎকথা প্রচার করে আগ্রহবোধ করে থাকে, তবু তার পক্ষে নিরীশ্বরবাদী মানুষদের উপেক্ষা করাই উচিত, যাতে তাদের সঙ্গদোষে শুদ্ধ ভক্ত বিরক্ত বা দূষিত হয়ে না পড়ে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে যারা বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাদের প্রতি বৈষ্ণবগণের নিস্পৃহ থাকাই উচিত। বাস্তবক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, যখনই ঐ ধরনের মানুষদের কাছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা জ্ঞাপন করা হয়, তখনই তারা পরমেশ্বর ভগবানকে হেয় প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়, যাতে তাদের বিষময় পরিস্থিতি আরও অবনতির পথে নেমে যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধ (১০/২০/৩৬) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্ ।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥

"শরৎকালে কখনও পর্বতশৃঙ্গ থেকে নির্মল জলধারা নেমে আসে, এবং কখনও সেই জলধারা বন্ধ হয়ে যায়। তেমনই, মহাজ্ঞানী মানুষেরাও কোনও কোনও সময়ে পরিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণ করেন, এবং কখনও বা তাঁরা নীরব হয়েই থাকেন।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, যদিও উত্তম ভগবদ্ভক্ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষদের প্রতি আপাত ঘৃণাভাব প্রদর্শন করে থাকেন যেহেতু ঐ ধরনের অসুর প্রকৃতির মানুষেরা ভগবানের লীলাপ্রসঙ্গে অভিনিবেশের যোগ্য নয়, তবে মধ্যম অধিকারী ভক্তগণের অবশ্যই ঐ ধরনের মনোভাব পরিহার করা উচিত। তা ছাড়া, মধ্যম শ্রেণীর ভক্তের পক্ষে কোনও ক্রমেই প্রচণ্ড নিরীশ্বরবাদী মানুষদের সঙ্গ করা অনুচিত, কারণ ঐ ধরনের সঙ্গদোষে তার মন বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, যদি কোনও বৈষ্ণব প্রচারক কোনও বিদ্বেষী মানুষের সম্মুখীন হন, তা হলে ঐ ধরনের বিদ্বেষীদের কাছ থেকে তাঁর

বহু দূরে থাকা উচিত। কিন্তু বিদ্বেষভাবাপন্ন শ্রেণীর মানুষদের রক্ষা করার উপায়াদি উদ্ভাবনের জন্য মনোনিবেশ করতে পারেন। ঐ ধরনের মনোনিবেশ প্রচেষ্টাকে *সদাচার* অর্থাৎ সাধু প্রচেষ্টা বলা হয়ে থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামী সাধু ব্যক্তি বলতে প্রহ্লাদ মহারাজের উল্লেখ করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/৪৩) প্রহ্লাদের নিম্নরূপ বিবৃতি রয়েছে—

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যাঃ
ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥

"হে সর্বোত্তম, আপনার গুণগান এবং কার্যকলাপের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকার ফলে আমি সংসার ভয়ে ভীত নই। আমার একমাত্র চিন্তা কেবল সেই সমস্ত মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য, যারা জড় সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে এবং তাদের পরিবারবর্গ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিপালনের জন্য বিশাল পরিকল্পনা করে।" যদিও বৈষ্ণব প্রচারক সদাসর্বদাই সকল জীবের কল্যাণার্থে নিয়ত চিন্তামগ্ন হয়ে থাকেন, তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশবাণী গ্রহণে যারা বিমুখ হয়ে থাকে, তাদের সঙ্গ তাঁরা বর্জন করেই থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, এমন কি ভরত মহারাজ, ব্যাসদেব এবং শুকদেব গোস্বামীও নির্বিচারে তাঁদের কৃপা প্রদর্শন করেন না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এক বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে, মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণবভক্ত প্রচারক যে বৈষম্যভাব উপযোগ করে থাকেন, তাতে কোন প্রকারেই কৃপার অভাব প্রকাশ পায় না। তিনি বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান এবং তার ভক্তবৃন্দের প্রতি যারা বিদ্বেষী, তাদের উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করাই যথার্থ প্রতিষেধক, যা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। প্রচারকের দিক থেকে নিস্পৃহভাবের ফলে উভয়পক্ষেরই হিংসাত্মক মনোভাব প্রতিরোধ করা যায়। যদিও বৈদিক অনুশাসনে রয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তগণের অবমাননা যে করে, তার জিভ কেটে ফেলা উচিত, তা হলেও এই যুগে যথার্থ অবজ্ঞাকারীদের শুধুমাত্র পরিহার করে চলাই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং ঐভাবেই বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে তাদের আরও বেশি পাপকর্ম অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি থেকে তাদের নিরস্ত করা ভাল। বৈষ্ণব প্রচারকের কর্তব্য এই যে, পরমেশ্বর ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য কোনও পন্থা যে নিরর্থক, তা প্রতিপন্ন করতে হবে। অবশ্যই কোনও বিদ্বেষভাবাপন্ন মানুষ বৈষ্ণবগণের দৃঢ়চিত্ত প্রচার কার্যক্রমে বিরক্তি প্রকাশই করবে,

কারণ তার বিবেচনায় ভক্ত-প্রচারক অন্যদের অকারণে সমালোচনা করতে চাইছে। ঐ ধরনের যে-মানুষ বৈষ্ণবদের কৃপার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করে না, তাদের অবজ্ঞা করাই উচিত। নচেৎ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, তার প্রবঞ্চনামূলক মনোবৃত্তি দিনে-দিনে বেড়েই চলতে থাকবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের প্রতি যাঁরা আকৃষ্ট হয় না এবং যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বস্ত সেবকবৃন্দের অশ্রদ্ধা করে যেন তাঁদের সংকীর্তন আন্দোলন সম্পর্কিত সুদৃঢ় মতবাদগুলি তাদের নিজ নিজ ভগবৎ-উপাসনার পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে, তারা কখনই কৃষ্ণভাবনায় মতি স্থির করতে সক্ষম হবে না, কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ আরাধনার সঙ্গে জড়বাদী জগতের বাহ্যিক কার্যকলাপের বিভ্রান্তিবশত ভক্তিমার্গ থেকে তারা ক্রমশই বিচ্যুত হয়ে পড়তে থাকবে। এই ধরনের বিভ্রান্তির কথাই *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ* শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ঐ ধরনের মূর্খ ব্যক্তিদের সুদৃঢ়ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ তারা কৃপা বিতরণ এবং সমদৃষ্টির অজুহাতে ধারণা পোষণ করে থাকে যে, অবিশ্বাসী মানুষও পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত এবং তারা ঐভাবেই হরিনাম অর্থাৎ শ্রীভগবানের পবিত্র নাম ঐ ধরনের অবিশ্বাসী বিদ্বেষী মানুষদের ওপরে আরোপ করতে চেষ্টা করে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, "যখন শিশুসুলভ লোকেরা নিজেদের মহাভাগবত মনে করে এবং বৈষ্ণব দীক্ষাগুরুর অবমাননাসূচক কাজ করতে থাকে, এখন ঐ ধরনের আচরণের ফলে তারা নিতান্তই বৈষ্ণব-গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। মিথ্যা আত্মম্ভরিতায় বিভ্রান্ত হওয়ার ফলেই, এই সমস্ত স্বঘোষিত ভক্তেরা মধ্যম পর্যায়ে শুদ্ধ ভক্তদের কাছে অবহেলার যোগ্য হতে থাকে এবং ভক্তদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে লব্ধ কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। তাই যাঁরা পবিত্র কৃষ্ণনাম প্রচারে নিয়োজিত আছেন, সেই ধরনের ভক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক আচরণাদি ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে তারা অসাধু হয়ে ওঠে। সুতরাং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্ত বলে নিজেদের বৃথাই কল্পনা করে যারা, তাদের সকল সময়েই শুদ্ধ ভক্তগণ অবজ্ঞা করেই চলেন। এই ধরনের অবজ্ঞা তাদের প্রতি কৃপা বিতরণেরই এক চমৎকার অভিপ্রকাশ বটে।" পক্ষান্তরে বলা চলে, ভগবৎ-কৃপালাভে যাঁরা যোগ্য এবং যারা কেবলই বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাদের মধ্যে বৈষম্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে নিন্দামন্দ করলে কেবলই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

এই ব্রহ্মাণ্ডে দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে অন্যতম শ্রীশুকদেব গোস্বামীর মতো মহান বৈষ্ণব দুষ্ট কংসের নিন্দায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, মহাভাগবত ভক্ত যদিও প্রচার কার্যের জন্য মধ্যম শ্রেণীর পর্যায়ে কাজ করতে পারেন, তা সত্ত্বেও বিদ্বেষভাবাপন্ন জীবকে নস্যাৎ করবার সময়ে তিনি প্রচারের মধ্যম শ্রেণীর স্তরে কাজ করতে পারেন, তার ফলে বিদ্বেষপরায়ণ জীবকে পরিহারের মাধ্যমে শ্রীভগবানের সর্বত্র বিদ্যমানতা সম্পর্কে তাঁর দর্শনচিন্তার বিঘ্ন হয় না। বরং, যখনই কোনও উত্তম ভক্ত কিংবা মধ্যম ভক্তও ভগবদ্-বিমুখ মানুষদের বর্জন করেন, তখনও তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই উদ্দেশ্য সাধন করে থাকেন। উত্তম ভক্ত কিংবা মধ্যম ভক্ত বৈষ্ণব কখনই বাস্তবপক্ষে অন্য জীবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন না, তবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি গভীর প্রেমের কারণেই তিনি যখন শ্রীভগবানের সম্মান-মর্যাদার হানি হতে দেখেন, তখন তিনি মর্মাহত হন। তা ছাড়া, শ্রীভগবানের অভিলাষ উপলব্ধি করার ফলে, কোনও বিশেষ জীবের মর্যাদা অনুসারে সিদ্ধান্ত বিচার করে থাকেন। এই ধরনের বৈষ্ণব প্রচারককে একজন সাধারণ, ঈর্ষাকাতর মানুষ বলে মনে করা, কিংবা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই সকল প্রকার পারমার্থিক প্রগতির সর্বোত্তম পন্থারূপে তাঁর অনুশাসন থেকে জড় জাগতিক জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তথা *বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ* কিংবা *গুরুষু নরমতিঃ* ধারণা করলে জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ পায়। প্রকৃতির নিয়মে ঐ ধরনের অপরাধের ফলে মানুষ নারকীয় জীবনধারায় অধঃপতিত হয়ে থাকে।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, যদিও মহাভাগবত ব্যক্তি প্রত্যেক জীবকেই শুদ্ধ জীবাত্মারূপে মর্যাদা প্রদান করে থাকেন, তবুও ঐ ধরনের মহাভাগবত ব্যক্তি অন্য কোনও বৈষ্ণবজনের সাক্ষাৎ লাভ করলে বিশেষ ভাবোল্লাস উপলব্ধি করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেও তাঁর দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা স্ববিরোধী নয়; বরং এর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেমের লক্ষণই তাই। শুদ্ধ ভক্ত প্রত্যেক জীবকেই শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ রূপে দর্শন করেন এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রকাশ এবং সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার মাধ্যমেই তাঁর কৃষ্ণপ্রেম অভিব্যক্ত করে থাকেন। তা সত্ত্বেও এই ধরনের মহাভাগবত যখন লক্ষ্য করেন যে, পরমেশ্বর

ভগবানের আনন্দ সুখ অন্য একজন জীবও অনুভব করছে, তখন মহাভাগবতের দিব্য উল্লাস জাগে। এই ধরনের মনোভাব প্রচেতাবর্গের প্রতি দেবাদিদেব মহাদেবের বক্তব্য থেকেই প্রকটিত হয়েছে—

ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥

"কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে ক্ষণার্ধের জন্যও ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ পান, তা হলে তাঁর কর্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রতি আর কোনও আকর্ষণ থাকে না। তা হলে যে সমস্ত দেবতারা জন্ম ও মৃত্যুর অধীন, তাঁদের কাছ থেকে বর লাভ করার প্রতি তাঁর কি আর আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?" (*ভাগবত* ৪/২৪/৫৭) তেমনই, দেবাদিদেব মহাদেব বলেছেন—

অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়া স্থ ভগবান্ যথা ।
ন মদ্ভাগবতানাং চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥

"তোমরা সকলেই ভগবানের ভক্ত, তাই আমার কাছে তোমরা স্বয়ং ভগবানের মতো শ্রদ্ধাভাজন। সেই সূত্রে আমি জানি যে, ভক্তেরাও আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং আমি তাঁদের বিশেষ প্রিয়ভাজন। তাই ভক্তদের কাছে আমার মতো প্রিয় আর কেউ নয়।" (*ভাগবত* ৪/২৪/৩০) সেইভাবেই, *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৭/১১) শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে *নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ* অর্থাৎ শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের বিশেষ প্রীতিভাজন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থাবলীতে লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিস্ময়কর প্রেমের আদান-প্রদান বর্ণনা করা আছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, বৈষ্ণবগণ যদিও প্রত্যেক জীবের মাঝেই শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন অংশের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, তা হলেও তাঁর আচরণের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় অবশ্যই করে থাকেন, যার ফলে শ্রীভগবানের সৃষ্টি কর্মের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়—উদ্দেশ্যটি হল এই যে, জীবকুলকে সংস্কার সাধনের মাধ্যমে যাতে তারা ক্রমশ নিজধামে তথা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। শুদ্ধ ভক্ত নির্বোধের মতো ভাব দেখান না যেন তাঁর সমদর্শিতা আছে এবং সকল ঈর্ষাকাতর মানুষকেই সমদর্শী মনোভাবে আচরণ করে থাকেন; বরং, তিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যটিকে শ্রদ্ধা করেন, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্* কথাগুলির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপরদিকে, শ্রীভগবানের অভিলাষ যদি তেমন হয়, শুদ্ধ ভক্ত সকল জীবকেই তাঁর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, উদ্ধব এবং অন্যান্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ দুর্যোধনের মতো মানুষদের প্রতিও সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপনে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। মধ্যম অধিকারী ভক্তেরা অবশ্য সেই ধরনের উত্তম অধিকারী ভক্তদের অনুকরণ করবেন না। এই প্রসঙ্গে মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন—*অত্র সর্বভূতেষু ভগবদ্দর্শনযোগ্যতা যস্য কদাচিদপি ন দৃষ্টা।* মধ্যম অধিকারী কোনও সময়েই সকল জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি অনুধাবন করতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে উত্তম অধিকারী শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলার অভিলাষে দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য অনুসারে উদ্যোগী হতে পারেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, প্রত্যেক জীবই পরিণামে বিস্মৃতিপরায়ণ কৃষ্ণভাবনাময় জীবেরই অংশমাত্র। তাই কোনও ভক্ত হয়ত তার আচরণের বহিঃপ্রকাশে চার প্রকার আচরণ অনুসরণ করতে পারে, যে কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে—যেমন, ভগবদ্ উপাসনা, ভক্তজনের সখ্যতা, নিরীহ মানুষদের মধ্যে প্রচার উদ্যোগ, এবং অসুর প্রকৃতির মানুষদের বর্জন। এই সব সত্ত্বেও ভক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত হন না, কারণ উত্তম অধিকারীও শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য পরিপূরণের লক্ষ্যে কর্মোদ্যোগের লক্ষণ প্রকাশ করতেও পারেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, উত্তম অধিকারীর দক্ষিণ হস্তরূপে সকলের কল্যাণার্থে কর্মোদ্যোগের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এবং কৃষ্ণপ্রেম বিতরণে সাহায্য সহযোগিতার অঙ্গীকারে মধ্যম অধিকারী নিজেকে উৎসর্গ করবেন, সেটাই তাঁর কর্তব্য।

পরিশেষে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অর্চনা এবং ভজনার মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে এক মনোরম ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অর্চনা বলতে বোঝায় সাধনভক্তির পর্যায়, যখন মানুষ শ্রীভগবানকে সেবার মাধ্যমে পদ্ধতিগত নিয়মাবলী অনুসরণ করে চলে। শ্রীভগবানের দিব্যপবিত্র নামের আশ্রয় যে মানুষ গ্রহণ করেছে, এবং ভগবানের সেবা অভিলাষে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছে, তাকে ভজন পর্যায়ে অবস্থিত মনে করতে হবে, যদিও তার বহির্জগতের কাজকর্ম কখনও বা অর্চনা পদ্ধতিতে নিয়োজিত কনিষ্ঠ ভক্তদের চেয়েও কঠোরতর হতে পারে। যাই হোক, কঠোরতার এই আপাত শিথিলতা সুস্থ আচরণ নীতির মূল নীতিগুলির লঘুতা প্রতিপন্নের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না, তবে সেইগুলির মাধ্যমে সুস্থ আচরণের মূল নীতিগুলিরই শিথিলতা করা চলে না, তবে সেগুলি বৈষ্ণব উৎসব আচরণে বিশদভাবে পালন করা চলে।

শ্লোক ৪৭

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

অর্চায়াম্—অর্চাবিগ্রহ; **এব**—অবশ্যই; **হরয়ে**—শ্রীহরির প্রতি; **পূজাম্**—পূজা; **যঃ**—যিনি; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **ঈহতে**—নিয়োজিত করেন; **ন**—না; **তৎ**—শ্রীকৃষ্ণের; **ভক্তেষু**—ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে; **চ**—এবং; **অন্যেষু**—সাধারণ জনগণের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **ভক্তঃ প্রাকৃতঃ**—বস্তুবাদী ভক্ত; **স্মৃতঃ**—বলা হয়ে থাকে।

অনুবাদ

যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে শ্রীঅর্চাবিগ্রহের পূজায় নিয়োজিত থাকেন, কিন্তু অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী কিংবা জনসাধারণের প্রতি যথাযথ আচরণ করেন না, তাঁকে প্রাকৃত ভক্ত তথা নিম্নাধিকারী বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ শ্রদ্ধা সহকারে মন্দিরে শ্রীঅর্চাবিগ্রহের পূজা করে থাকে, কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান যে বাস্তবিকই সর্বব্যাপী, তা সে অবহিত নয়। এই ধরনেরই মনোবৃত্তি পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে মানুষ তাদের ঘরে-বাড়িতে এবং পথে ঘাটে যত রকমের পাপকার্য সম্পন্ন করতে থাকে, কিন্তু তারপরে ধর্মভাব অবলম্বন করে গির্জায় যায় আর শ্রীভগবানের কাছে কৃপা প্রার্থনা করে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীভগবান আমাদের ঘরেই রয়েছেন, শ্রীভগবান পথে ঘাটে রয়েছেন, শ্রীভগবান আমাদের কাজকর্মের সর্বত্র অফিস-কাছারীতেও রয়েছেন, শ্রীভগবান বনে-জঙ্গলেও আছেন, শ্রীভগবান সর্বত্রই রয়েছেন, এবং তাই শ্রীভগবানের চরণকমলে ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদনের পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে তাঁকে সদা সর্বদা সবজায়গাতেই আরাধনা জানানো উচিত। তাই এই অধ্যায়ের ৪১ সংখ্যক শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ
জ্যোতিংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্ ।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥

"ভগবদ্ভক্ত কোনও কিছুকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন মনে করেন না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, চন্দ্র-সূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সকল প্রাণী, দিঙ্মণ্ডল, বৃক্ষগুল্মাদি, নদী এবং সমুদ্রাদি—যা কিছুই ভক্ত দেখতে পান,

তা সবই শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ বলেই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে সৃষ্টির মাঝে যা কিছু বিদ্যমান তা লক্ষ্য করে সেগুলিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শরীররূপে স্বীকার করে, শ্রীভগবানের সমগ্র অংশ-প্রকাশকে তাঁর অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করাই ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য।" শ্রীভগবানের মহাভাগবত ভক্তের তত্ত্বদর্শন এই রকমই হয়ে থাকে।

শ্রীল মধ্বাচার্য উল্লেখ করেছেন যে, মধ্যবর্তী পর্যায়ের ভগবদ্ভক্ত মধ্যম অধিকারী, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সর্ব কারণের কারণ বলে মানেন এবং সেইভাবে ভগবৎপ্রেম নিবেদন করেন। এই ধরনের ভক্ত অন্য সকল ভক্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে থাকেন এবং তিনি অজ্ঞজনকে কৃপা করেন আর ভগবৎ-বিদ্বেষীদের সংস্রব ত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও, *তত্ত্বশক্ত্বং ন জানাতি সর্বস্য জগতোঽপি তু*—পরমেশ্বর ভগবানের সর্বব্যাপী গুণবৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যদি সাধারণভাবে তাঁর জ্ঞান আছে যে, প্রত্যেকেই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হয়ে ওঠার উদ্দেশ্যেই জন্মলাভ করেছেন এবং তিনি সবকিছুই কৃষ্ণসেবায় উপযোগের প্রচেষ্টা করে থাকেন, তিনি যথার্থই সচেতন যে, সব কিছুই শ্রীভগবানের আয়ত্তাধীন সত্তা, তা সত্ত্বেও ভগবদ্-বিদ্বেষী মানুষদের সঙ্গদোষে তিনি বিভ্রান্তি বোধ করতেও পারেন।

শ্রীল মধ্বাচার্য উল্লেখ করেছেন, *অর্চায়াম্ এব সংস্থিতম্ / বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা তদন্যত্র নৈব জানাতি যঃ পুমান্*। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের কোনই ধারণা হয় না যে, গির্জা কিংবা মন্দিরের বাইরে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাজিত থাকার কোনও সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত তার নিজের উৎসব-অনুষ্ঠান মণ্ডিত পূজা-অর্চনার পদ্ধতি মাধ্যমে ভক্তি অনুশীলনে এমনই দর্পবোধ করতে থাকে (*আত্মনো ভক্তিদর্পতঃ*) যে, তার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব হয় না—তার চেয়ে অধিকতর ধর্মপ্রাণ পুণ্যবান মানুষ অন্য কেউ হতে পারে, এবং সে এটাও জানে না যে, অন্য সকল ভক্তবৃন্দ আরও কতখানি উন্নত হয়ে উঠেছেন। তাই সে বুঝতে পারে না যে, মধ্যম কিংবা উত্তম অধিকারী ভক্তদের ভগবদ্ভক্তির উচ্চমান কেমন ধরনের হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই, তার মিথ্যা দর্পবোধের ফলে, সে উন্নত ভগবদ্ভক্তদের নিন্দামন্দ করে, তাঁদের অবজ্ঞা করে, কিংবা সেই সব প্রচারক অথবা সম্পূর্ণ আত্ম উপলব্ধিসম্পন্ন উন্নত জীবাত্মা রূপে তাঁদের সমুন্নত মর্যাদা সম্পর্কে কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে পারে না।

কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের আরও একটি লক্ষণ এই যে, মহান জড়বাদী ব্যক্তিবিশেষ রূপে পরিচিত মানুষদের জড়জাগতিক গুণবৈশিষ্ট্যের জৌলুষে সে

উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। তার নিজের জীবনে দেহাত্মবুদ্ধি পোষণের ফলে অর্থাৎ নিজের দেহটিকে আত্মস্বরূপ জ্ঞানের পরিণামে, জড়জাগতিক ঐশ্বর্য সম্পদের দ্বারা সে আকৃষ্ট হয় এবং তার ফলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে থাকে। তাই, কোনও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ত ভগবদ্‌বিরোধী অভক্তদের সমালোচনা করতে থাকলে, ঐ ধরনের কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বিচলিত বোধ করে। কৃপা অথবা করুণার নামে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত ঐ ধরনের জড়বাদী মানুষদের ভগবদ্ভক্তি বিবর্জিত কার্যকলাপ অনুমোদন করতে থাকে। যেহেতু কনিষ্ঠ অধিকারী ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের উচ্চ পর্যায়গুলি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অপরিমিত দিব্য আনন্দের কথা জানে না, তাই সে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন পর্বটিকে নিতান্তই জীবনের ধর্মাচরণের প্রসঙ্গ বলেই বিবেচনা করে, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে করে যে, জীবনে অনেক উপভোগ্য এবং যথার্থ কার্যকরী ভগবদ্ভক্তি বিবর্জিত বিষয়াদিও রয়েছে। তাই যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তগণ, যারা সকল বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান উপলব্ধি করতে থাকে, তারা অভক্তদের সমালোচনা করতে থাকলে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত রাগান্বিত হয়। মধ্বাচার্য বলেছেন যে, ঐ ধরনের মানুষের যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রাথমিক বিশ্বাস ভরসা থাকে, তাই তাকে ভক্ত রূপেই গণ্য করা হয়ে থাকে, কিন্তু তাকে 'ভক্তাধম' বলা হয় অর্থাৎ সে অধম শ্রেণীর ভক্ত। যদি ঐ ধরনের জড়বাদী ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহ অর্চনার বিধিনিয়মাদি অনুসরণ করতে থাকে, তবে তারা ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হবে এবং অন্য কোনও ভক্তবৃন্দের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক আচরণ না করলে অবশেষে তারা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হয়ে উঠবে—অন্যান্য ভক্তদের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে তাদের সেই উন্নতি ব্যাহত হবে।

শ্রীল মধ্বাচার্য উল্লেখ করেছেন, *তদ্ভক্তানাম্ উপেক্ষকাঃ কুর্যুর্বিষ্ণাবপি দ্বেষম্।* ভগবদ্ভক্তজনের প্রতি যারা অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তারা শ্রীবিষ্ণুর চরণে অপরাধী রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। সেইভাবেই, যারা দেবতাদের অশ্রদ্ধা করে, তারা ভক্তি অনুশীলনে বঞ্চিত হবে এবং এই সংসারচক্রে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে বারে বারে ঘুরতে বাধ্য হবে। *পূজ্যা দেবস্তুতঃ সদা*—দেবতাদের সর্বদাই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়, যেহেতু তাঁরা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ভক্তমণ্ডলী। যদি কেউ দেবতাদের বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়, তবে সে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকবে। ঠিক সেইভাবেই, দেবতাদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলে পরমেশ্বর ভগবানকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়। কোনও বৈষ্ণব নির্বোধের মতো মনে করেন না যে, অনেক ভগবান রয়েছেন। তিনি জানেন যে, একমাত্র পরম

পুরুষোত্তম ভগবান রয়েছেন। তবে বহু বার *শ্রীমদ্ভাগবতে* যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুসারে এই জড়বাদী জগতে শ্রীভগবানের এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে, যা হল এই যে, প্রকৃতির নির্মম বিধিনিয়মাদি মধ্যে দিয়ে বদ্ধ জীবকুলকে সংস্কার করে তুলতে হবে। এই জগতে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলে, দেবতাগণকে শ্রীভগবানেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে বিবেচনা করতে হবে। সেই বিষয়ে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"যাদের মন জড়জাগতিক কামনা বাসনার দ্বারা বিকৃত হয়, তারা অন্যান্য দেবদেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের নিজ নিজ স্বভাব-প্রকৃতি অনুসারে নিয়মাদি পালনের মাধ্যমে অন্যান্য বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করে থাকে।" তবে ভক্তদের মধ্যেই অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ লাভের বাসনায় দেবতাদের পূজা করেন। গোপীরা দেবতাদের পূজা করেছিলেন যাতে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পেতে পারেন, এবং তেমনই রুক্মিণীদেবী তাঁর বিবাহের দিনে, ঐভাবেই দেব-উপাসনায় নিয়োজিত হন, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণপ্রাপ্তি। এমন কি আজও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকমণ্ডলী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পূর্ণ বিনয় নম্রতা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে জনসংযোগ গড়ে তুলছেন যাতে ঐ সমস্ত ধনবান কিংবা প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা সারা পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁদের সম্পদ-সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিসেবা অনুশীলনের কাজে নিয়োগ করতে থাকবেন। ঠিক সেইভাবেই, দেবতারা যাতে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের অনুকূলে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেন, সেই উদ্দেশ্যে দেবতাদের প্রতি সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা নিবেদন ভক্তিমার্গের পরিপন্থী নয়, যদিও আজকাল ঐ ধরনের দেব-আরাধনাও নিম্নগামী হয়ে গিয়েছে। অতএব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে পবিত্র কৃষ্ণনাম জপ-কীর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন, যা বর্তমান যুগে একমাত্র বাস্তবসম্মত পন্থা। তাহলেও, ভগবদ্ভক্ত *ভগবদ্গীতার* অনুশাসন মতো দেবতাদের বিরুদ্ধে গীতার অপব্যাখ্যা করে দেবতাদের অবমাননা করতে পারেন না, কারণ তাঁরা সকলেই যথার্থ বৈষ্ণব।

শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন—

বিষ্ণোরুপেক্ষকং সর্বে বিদ্বিষন্ত্যধিকং সুরাঃ ।
পতত্যবশ্যং তমসি হরিণা তৈশ্চ পাতিতঃ ॥

"ভগবান বিষ্ণুকে যে ভক্তিশ্রদ্ধা করে না, সকল দেবতাই তার প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। বিষ্ণুবিদ্বেষী তেমন মানুষকে শ্রীভগবান এবং দেবতাগণও ঘোর তমসাময় জীবনে নিক্ষেপ করে থাকেন।" শ্রীল মধ্বাচার্যের এই মন্তব্য থেকে দেবতাগণের ভগবদ্ভক্তিমূলক মনোভাব বুঝতে পারা যায়। বলা হয় যে, শ্রীভগবানের পরম উন্নত উত্তম অধিকারী ভক্ত শ্রেষ্ঠ মুক্তি অর্জন করলে তিনি পরমেশ্বর ভগবান এবং দেবতাদেরও প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভের দিব্য সৌভাগ্য উপভোগ করতে থাকেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, যেহেতু কনিষ্ঠ অধিকারী যথাযথভাবে অন্যান্য ভক্তদের শ্রদ্ধা করতে পারে না, সেজন্য তারা অবশ্যই সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা একেবারেই ভক্ত নয়, তাদের শ্রদ্ধা জানাতে ব্যর্থ হবেই, তাই কনিষ্ঠ অধিকারী উপলব্ধির উচ্চতর স্তরে উন্নীত না হওয়া অবধি বাস্তবক্ষেত্রে প্রচার-কার্যে অনুপযুক্ত হয়েই থাকে।

শ্রীল জীব গোস্বামী বলছেন, *ইয়ং চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থবিধারণজাতা*: যেহেতু কনিষ্ঠ অধিকারীর বিশ্বাস যথার্থভাবে বৈদিক শাস্ত্রাদি-নির্ভর নয়, সেই কারণে প্রত্যেকেরই অন্তরে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমাময় অধিষ্ঠানের তত্ত্ব সে উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং সে যথার্থভাবে ভগবৎ-প্রেমতত্ত্ব প্রকাশ করতে পারে না, তা ছাড়া ভগবদ্ভক্তদের মহান মর্যাদাও সে উপলব্ধি করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন মহামহিমান্বিত, তাই শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণও মহিমামণ্ডিত। কিন্তু এই তত্ত্বটি কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের কাছে অজানা। ঠিক তেমনই, কোনও বৈষ্ণবের যে একান্ত যোগ্যতা—অন্য সকলকে সর্বপ্রকারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা (*অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*), সেই গুণটিও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের মাঝে সুস্পষ্টভাবেই অনুপস্থিত, তা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তেমন কোন মানুষ যদি বৈদিক শাস্ত্রাদি সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে এবং *ভগবদ্‌গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* মন্তব্যগুলি উপলব্ধির চেষ্টা করে, তা হলে ক্রমান্বয়ে সে দ্বিতীয় এবং প্রথম-পর্যায়ের ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের স্তরে উন্নীত হবে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে অতি আগ্রহ সহকারে নিয়মিত বিধি অনুসারে শ্রীবিগ্রহ আরাধনায় আত্মনিয়োগ করে থাকতে হবে। শ্রীবিগ্রহ বাস্তবিকই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের এক বিশেষ অবতার রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর আরাধনাকারীর সামনে পাঁচটি বিভিন্ন রূপবৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম, সেইগুলি হল—শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁর আদি অকৃত্রিম রূপ (*পর*), তাঁর চতুর্ভুজ আত্মপ্রকাশ (*ব্যূহ*), তাঁর লীলাময় অবতার রূপগুলি (*বৈভব*), পরমাত্মা (*অন্তর্যামী*) এবং শ্রীবিগ্রহ (*অর্চা*)। শ্রীবিগ্রহ রূপ (*অর্চা*)-এর

মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন, যিনি পর্যায়ক্রমে শ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলাময় রূপ (*বৈভব*)-এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবানের *বৈভবপ্রকাশ* তাঁর *চতুর্ব্যূহ* রূপেরই এক উদ্ভব। শ্রীভগবানের এই চতুর্ব্যূহ অংশপ্রকাশ বাসুদেবরূপ পরমতত্ত্বের মাঝেই বিরাজমান, আর বাসুদেব স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন *স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্বের* মাঝে। এই *স্বয়ংপ্রকাশ* তত্ত্ব চিদাকাশে গোলোক বৃন্দাবনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আদিরূপ *স্বয়ংরূপ* তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে। চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশের এই ক্রমানুবর্ত অবশ্য জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যেও ভগবৎ-সেবার আগ্রহাতিশয্যের স্তর অনুসারে উপলব্ধি করা যায়। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে প্রারম্ভিক অনুশীলনকারী ভক্ত শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানে তার সর্বপ্রকার কার্যকলাপ শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে প্রয়াসী হলে এবং মন্দিরে কৃষ্ণ আরাধনায় অভিনিবেশ করলে তার উপলব্ধির বিকাশ হতে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, পরমেশ্বর ভগবানের উল্লিখিত সকল অংশপ্রকাশ এই জগতে অবতীর্ণ হন এবং শ্রীবিগ্রহে অধিষ্ঠিত হন, এবং সেই বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ দৈনন্দিন জীবনধারায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরমাত্মার কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে থাকেন। শ্রীভগবানের বৈভব, অর্থাৎ লীলাবিলাসময় অংশপ্রকাশ বিশেষ নির্ধারিত কাল-পর্যায়ে আবির্ভূত হলেও (*রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*), পরমাত্মাস্বরূপ অন্তর্যামী এবং অর্চাবিগ্রহরূপ এই ভূমণ্ডলে ভক্তসমাজের পারমার্থিক বিকাশার্থে সদাসর্বদাই সহজলভ্য হয়ে থাকে। যে কোনও মানুষ মধ্যম অধিকারী ভক্তের পর্যায়ে উপনীত হলেই, পরমেশ্বর ভগবানের অংশপ্রকাশাদির মহিমা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তেমনই কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের অন্তরে শ্রীভগবানের সমগ্র জ্ঞান উপলব্ধি অর্চা-বিগ্রহের মাঝেই কেবল সীমায়িত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও, শ্রীকৃষ্ণ এমনই কৃপাময় যে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিম্নতম স্তরের মানুষদেরও উদ্দীপিত করার মানসে তিনি তাঁর বিবিধ রূপই শ্রীবিগ্রহের মধ্যে নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন যার ফলে শ্রীবিগ্রহ অর্চনার মাধ্যমে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত যেন শ্রীভগবানের সকল রূপেরই আরাধনা করতে থাকে। ভক্ত যেভাবে উন্নতি লাভ করতে থাকে, সেইভাবেই তার উপলব্ধি হতেও থাকে যে, এই সকল বিভিন্ন রূপ নিজ প্রক্রিয়ায় এই জগতে এবং চিদাকাশেও প্রকটিত হয়ে রয়েছেন।

মানুষ যতদিন তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থান করতে থাকে, ততদিন তারপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা-পরিকরাদি এবং পরিভ্রমণ সূচীর লীলাস্থলীগুলির পরমানন্দময় বাস্তব অস্তিত্বের অপ্রাকৃত অনুভব করা সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবিশেষ

প্রীতিলাভ করেছিলেন, যখন রাজা প্রতাপরুদ্র একদা মহাপ্রভুর একখণ্ড বহির্বাস বস্ত্র লাভ করে তৎক্ষণাৎ সেটি শ্রীবিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেটিকেই স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু-জ্ঞানে অর্চনা-আরাধনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং বলেছিলেন, *তস্মাদ্ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্*। শ্রীভগবানের লীলা পরিকরাদি, লীলাস্থলী কিংবা লীলাবিভোর ভক্তমণ্ডলীর অর্চনা-আরাধনা অবশ্যই শ্রীভগবানের অর্চনা-আরাধনার চেয়েও উত্তমোত্তম প্রচেষ্টা-প্রয়াসরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে, কারণ শ্রীভগবান তাঁর আপন পূজা-অর্চনার চেয়ে ভক্তমণ্ডলীর এবং লীলাস্থলীর পূজা-অর্চনায় অধিকতর প্রীতিলাভ করেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে ভগবানের ভক্ত, পার্ষদ ও বিভিন্ন উপকরণের প্রতি কনিষ্ঠ অধিকারীর সম্মান প্রদর্শন না করা ব্যাপারটি এই ইঙ্গিতই করে যে এই ধরনের জাগতিক মনোভাবাপন্ন বৈষ্ণবেরা তখনও পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণকামী ও নির্বিশেষবাদী কর্ম-বাদী বা মায়াবাদীদের কল্পনাপ্রসূত বোধ দ্বারা প্রভাবিত থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ কখনও কখনও বলতেন, কেবলমাত্র নির্বিশেষ-বাদীরাই কৃষ্ণকে এককরূপে দর্শন করতে চায়। কিন্তু আমরা কৃষ্ণকে তাঁর গো-বৎস, তাঁর সখা, তাঁর পিতা-মাতা, তাঁর গোপীগণ, তাঁর বাঁশী, রত্নালঙ্কার, অরণ্য ইত্যাদি সহ দর্শন করতে অভিলাষী। কৃষ্ণের বৃন্দাবন রূপ হচ্ছে সবচেয়ে সমুজ্জ্বল। এই বৃন্দাবনভূমিতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহু সুন্দর পার্ষদগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে তাঁর সমুজ্জ্বল, অবর্ণনীয় সুন্দর রূপকে প্রকাশ করেছিলেন। একইভাবে, অহৈতুকীভাবে সারা বিশ্বপরিভ্রমণ করে বদ্ধজীবের মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা বিতরণকারী তাঁর শুদ্ধভক্তগণের কার্যাবলীর মধ্য দিয়েই পরমেশ্বর ভগবানের অনুপম কৃপা প্রদর্শিত হয়ে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যাদের কেবল লোক দেখানো ধারণা রয়েছে তারাই ভগবানের সাজসরঞ্জাম, পার্ষদ ও ভক্তগণের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করে না। জীবন-বোধ, নির্বিশেষ ও ইন্দ্রিয়জ ধারণা দ্বারা দূষিত হওয়ার ফলেই এমনটি ঘটে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, বহিরঙ্গা পরিকরাদি সম্বলিত ভগবান শ্রীবাসুদেবের শ্রীবিগ্রহ শত শত জীবনব্যাপী নিষ্ঠাভরে পূজা-অর্চনা করবার পরে, মানুষ শ্রীভগবানের দিব্যনাম এবং মন্ত্রাবলীর যথার্থ ভাব-প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলেই জড় জাগতিক মানসিকতার বন্ধনদশা থেকে সে তখন শিথিলতা অনুভব করতে থাকে। সে তখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা প্রদর্শন করে এবং শ্রীভগবানের অতীব প্রিয় সন্তানাদি স্বরূপ ভক্তমণ্ডলীর সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে, এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে

ভক্তিময় সেবা অনুশীলনের বিশ্ববন্দিত গুণবৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা স্বীকার করে সে শ্রীভগবানের সেবায় অপরাপর সরলপ্রাণ নিষ্পাপ অপাপবিদ্ধ মানুষদেরও নিয়োজিত করবার জন্য অতীব আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। তা ছাড়াও, যেমনই বেশ কিছুটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সে অর্জন করতে থাকে, তেমনই সে তার ভক্তি অনুশীলনের জীবনে অগ্রগতি লাভের পরিপন্থী যে সব বিষয়বস্তু কিংবা যে সব মানুষ আছে, সেই সব কিছুরই প্রতি ক্রমশই বিরূপ হয়ে উঠতে থাকে, এইভাবেই যে সমস্ত ভগবদ্-বিদ্বেষী মানুষদের সদুপদেশ দিলেও তারা কোনও মতেই উপকৃত হতে পারবে না, তাদের সঙ্গ সে বর্জন করতে থাকে।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ১০৮ শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ এমনই চমৎকার সংস্থা যে, এই সংঘটিকে যিনিই সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তিনি অচিরেই ভগবৎপ্রচার কার্যে নিয়োজিত হয়ে যান। সুতরাং এই সংঘের সদস্যদের পক্ষে অনতিবিলম্বে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মধ্যম অধিকারী পর্যায়ে উপনীত হওয়ার বিপুল সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যদি কেউ কৃষ্ণভাবনা চর্চার নামে ভগবৎ-কথা প্রচারের উদ্যোগ বর্জন করে এবং তার বদলে শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থভাণ্ডার সংগ্রহের সচেষ্ট হয়, তবে সে অন্য সকল জীবের প্রতি ঈর্ষারই প্রকারান্তর অভিব্যক্ত করে মাত্র। এই ধরনের প্রবৃত্তি কনিষ্ঠ অধিকারী তথা তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির লক্ষণও পরিচয় জ্ঞাপন করে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমতে, ৪৫ থেকে ৪৭ সংখ্যক শ্লোকগুলি মহারাজা নিমির দুটি প্রশ্ন—"শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনের প্রকৃতি কি ধরনের হয়?" এবং "বৈষ্ণবদের সুনির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি কি কি?"—তারই উত্তর বিধৃত করে রয়েছে।

শ্লোক ৪৮

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি ।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥

গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে; **অর্থান্**—ইন্দ্রিয়াদির উপলক্ষ্যগুলি; **যঃ**—যিনি; **ন দ্বেষ্টি**—ঘৃণা বিদ্বেষ করেন না; **ন হৃষ্যতি**—আনন্দবোধ করেন না; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **মায়াম্**—মায়াশক্তি; **ইদম্**—এই বস্তুবাদী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **পশ্যন্**—যেভাবে দর্শন করে; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—অবশ্য; **ভাগবত-উত্তমঃ**—প্রথম শ্রেণীর ভগবদ্ভক্ত।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলেও, যিনি এই সমগ্র জগতটিকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তির অভিপ্রকাশরূপে দর্শন করে থাকেন, তিনি কোনও কিছুতেই দ্বেষ বা হর্ষযুক্ত হন না। তিনি অবশ্যই ভক্ত সমাজে উত্তম ভাগবত ব্যক্তি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমতে, উত্তম অধিকারী তথা শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তের মর্যাদা এমনই পূজনীয় যে, এখন আটটি শ্লোকে অতিরিক্ত লক্ষণাদি পরিবেশিত হয়েছে। বোঝা উচিত যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণপদ্মের সংস্পর্শে সান্নিধ্যে কেউ না আসতে পারলে, তার পক্ষে জড়জাগতিক মায়াভ্রংশের পথ উপলব্ধি করা অতীব দুঃসাধ্য হয়। *শ্রীউপদেশামৃতের* পঞ্চম শ্লোকটিতে শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, *শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্য অন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদম্ ঈপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা*—"যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর ভগবদ্-ভজনে প্রকৃতই উন্নত, যাঁর হৃদয় অন্যের নিন্দাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাঁর সঙ্গ করা উচিত এবং তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর সেবা করা উচিত।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "এই শ্লোকটিতে শ্রীল রূপ গোস্বামী কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট বিবেচনা করবার পরামর্শ দিয়েছেন। একজন কনিষ্ঠ বৈষ্ণব ভক্ত কিংবা মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণব ভক্তও গুরু হয়ে শিষ্যগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ঐসব শিষ্যেরাও একই স্তরে অবস্থান করতে থাকবে, এবং এই সম্বন্ধে তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের কনিষ্ঠ অধিকারী গুরুর অধীনে জীবনের চরম সিদ্ধির অভিমুখে তারা বিশেষ অগ্রসর হতেই পারবে না। সুতরাং কোনও উত্তম অধিকারী ভক্তকেই গুরু রূপে স্বীকার করার জন্য শিষ্যকে যত্নবান হতে হবে।"

অতএব এখন যথার্থ গুরুর আনুষঙ্গিক লক্ষণাদি বিবৃত করা হবে, যার ফলে নিজ ধামে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনে অভিলাষী বদ্ধ জীব যথাযথভাবে সদ্‌গুরুর লক্ষণাদি চিহ্নিত করতে সক্ষম হতে পারে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে সম্বন্ধ সৃষ্টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, এখন বিভিন্ন পর্যায়ের ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে, শুদ্ধভক্তের গুণবৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কিত আটটি অতিরিক্ত শ্লোক সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যাতে *শ্রীমদ্ভাগবতের* শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে কোনও ভুল না করে। তেমনই, *ভগবদ্‌গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় কোনও মানুষের লক্ষণাদি সম্পর্কে, এবং শ্রীকৃষ্ণ

বিশদভাবে *প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিতা,* অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষের লক্ষণাদি ব্যাখ্যাও করেছেন।

এই শ্লোকটিতে যে বিশেষ গুণবৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে তা হল—*বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্*—শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তির অভিপ্রকাশরূপেই শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত এই সমগ্র জগতটিকে দর্শন করে থাকেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই যা সম্পত্তি, তাই নিয়ে দুঃখ কিংবা আনন্দ প্রকাশের কোনই প্রশ্ন ওঠে না। এই জগতের মাঝে মানুষ কোনও আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হারানোর জন্য শোক প্রকাশ করে এবং তার বাসনা মতো বিষয় অর্জন করলে উল্লাস ব্যক্ত করে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের যেহেতু কোনই আপন অভিলাষ থাকে না (*কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব 'শান্ত'*), তাই তার ক্ষেত্রে লাভ বা ক্ষতির কোনই প্রশ্ন থাকে না। শ্রীভগবান তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব অর্জন করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোনও কিছুর জন্য শোক করেন না কিংবা কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" তেমনই, দেবাদিদেব মহাদেব একদা মহারাজ চিত্রকেতুর চারিত্রিক মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলেন,

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ ॥

"ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা কখনও জীবনের কোনও অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি, এবং নরক সকলই সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা কেবলমাত্র শ্রীভগবানের সেবা অনুশীলনেই আগ্রহশীল হয়ে থাকেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে এইভাবে পূর্ণতৃপ্তি অর্জনের বিষয়টি শুধুমাত্র কৃত্রিম যোগাভ্যাস কিংবা ধ্যানচর্চার মাধ্যমে লব্ধ মানসিক জল্পনাকল্পনা নয়, বরং এই তৃপ্তি লাভের কারণ হল এই যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যিনি দিব্য আনন্দ রসের উৎস, তাঁর মহত্তম স্বরূপ উপলব্ধিরই ফললাভ এই ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব হয়ে থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) বলা হয়েছে, *রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।* যখন নিরীশ্বর নিরাকারবাদী এবং শূন্যবাদীরা

তাদের মন থেকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে জড়জাগতিক বিষয়াদি পরিয়ে দিতে চায়, তখন তাদের প্রবল দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হয়।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ (*গীতা* ১২/৫)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশানুসারে, নিরাকার নির্বিশেষবাদী মানুষকে পারমার্থিক মুক্তিলাভের পথে উন্নতি লাভ করতে হলে বিপুল অসুবিধা এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়, কারণ প্রত্যেক জীবই নিত্য শাশ্বত পরম পুরুষের তথা শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ মাত্র। মানুষ যখন তার ব্যক্তিসত্ত্বার ধারণা ত্যাগ করতে চায়, তখন সেটা তার পক্ষে জড়জাগতিক অহম্‌বোধেরই ভয়াবহ ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরিণাম বলে বুঝতে হবে। এই ধরনের সাধন প্রক্রিয়া মোটেই ইতিবাচক সুফলদায়ী উদ্যোগ নয়। যদি কারও হাতের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্টভোগ করতে থাকে, তা হলে হাতটিকে কেটে বাদ দিতে সে হয়ত রাজী হতে পারে, কিন্তু যথার্থ প্রতিকার করতে হলে হাতের যন্ত্রণার মূল কারণ যে বিষক্রিয়ার সংক্রমণ, সেটিকে দূর করাই যথার্থ সমাধান বলে স্বীকার করা উচিত, যাতে সুন্দর সুস্থ হাতটি আনন্দ সুখের উৎস হয়ে উঠতে পারে। ঠিক তেমনই, মানুষের অহম্‌বোধ, অর্থাৎ 'আমিই সব করছি' এই ধারণাটিই অপরিসীম নানাপ্রকার সুখ-আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে, যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি—আমরা কি ধরনের সত্ত্বা, অর্থাৎ আমরা শ্রীকৃষ্ণের দাস মাত্র—এই পরিচয় সত্ত্বা তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

নিরাকার নির্বিশেষ বিষয়ে ধ্যান চর্চা নিতান্তই শুষ্ক এবং কষ্টকর উদ্যোগ মাত্র। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত উপলব্ধি করে থাকেন যে, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্য শাশ্বত অবিচ্ছেদ্য অংশপ্রকাশ মাত্র, এবং শ্রীভগবানেরই সন্তানরূপে তাঁর সুযোগ রয়েছে যাতে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য আনন্দময় নিত্যলীলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে পারেন এবং নিত্যকাল তাঁর সাথে খেলা করতে পারেন। সেই ধরনের ভক্তের কাছে নিষ্প্রভ জড়াপ্রকৃতি, যা চিন্ময় জগতেরই বিকৃত প্রতিফলন মাত্র, তা একেবারেই আকর্ষণীয় মনে হয় না। তাই, যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণভাবে আসক্ত হয়েছেন এবং মায়ার সকল অভিব্যক্তিতে আকর্ষণ বোধ করেন না, তাঁকে ভাগবতোত্তম অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বলা যেতে পারে, যে কথা পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে (*ভক্তিঃ পরেশানুভাবো বিরক্তিরন্যত্র চ*) বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন, *বিষ্ণোর্মায়াং বিষ্ণুচ্ছাধীনাম্*—"*বিষ্ণোঃ মায়াম্* শব্দসমষ্টি এই শ্লোকটির মধ্যে নির্দেশ করছে যে, মায়ারূপ শক্তি সর্বদাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর

ইচ্ছাধীন রয়েছে।" ঠিক সেভাবেই *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৪৪) থেকে পাওয়া যাচ্ছে—*সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।* পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ছায়ার মতোই মায়া শ্রীভগবানকে এই জগতে তাঁর সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কাণ্ডে সেবা করে চলেছে। ছায়ার যেমন কোনও স্বতন্ত্র স্বাধীন চলৎশক্তি থাকে না—যার ছায়া তাকেই অনুসরণ করে চলতে হয়, শ্রীভগবানের মায়াময় শক্তিরও তেমন কোনই স্বতন্ত্র শক্তি থাকে না, শুধুমাত্র শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারেই জীব সমাজকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যগুলির অন্যতম হল এই যে, তিনি তাঁর পরম শক্তিবলে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে রয়েছেন; যখন কোনও জীব তাঁকে ভুলে থাকতে চায়, শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই তাঁর মায়াশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বদ্ধজীবের নির্বুদ্ধিতার সহযোগ করেই থাকেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমতে, *গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্* শব্দগুলি বোঝাচ্ছে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত এই জগতে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকেন না; বরং, তিনি সকল ইন্দ্রিয়াদির অধিকর্তা হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিই উপযোগ করতে থাকেন। *হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।* শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী যে সমস্ত জড় জাগতিক বস্তুকে কোনও মানুষ যদি নিছক জড় পদার্থ জ্ঞান করে পরিত্যাগ করে, এবং সেইগুলি পারমার্থিক প্রগতির পরিপন্থী বিবেচনা করে, তা হলে সন্ন্যাস গ্রহণ তথা ত্যাগের ধর্ম নিতান্তই ফল্গুবৈরাগ্য, অর্থাৎ অপরিণত এবং অসম্পূর্ণ ত্যাগ ধর্ম বলে বিবেচনা করতে হবে। অপরপক্ষে, কোনও ইন্দ্রিয় উপভোগের ব্যক্তিগত অভিলাষ বর্জন করে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা মানসিকতায় সকল প্রকার জড়জাগতিক বস্তুই যিনি স্বীকার করে নেন, তিনি যথার্থই বৈরাগ্যধর্মী (*যুক্তং বৈরাগ্যম্ উচ্যতে*)।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে তাঁর ভাষ্যপ্রদান প্রসঙ্গে সতর্ক বাণী শুনিয়েছেন যে, উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী কিংবা কনিষ্ঠ অধিকারী—এই তিন শ্রেণীর ভক্তবৃন্দের কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হলে মানুষ নিরাকার নির্বিশেষবাদের বিভ্রান্তিকর পর্যায়ে অধঃপতিত হয়ে থাকে এবং অন্যদের কল্যাণ সাধনের কিংবা নিজের মঙ্গল সাধনের সকল শক্তি হারিয়ে ফেলে। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পথে যারা উন্নতি লাভে প্রয়াসী, তাদের পক্ষে অন্যান্য বৈষ্ণবদের অযথা সমালোচনা করে নিজেদের পারমার্থিক অভিজ্ঞতা সঙ্কটাপন্ন করা অনুচিত।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, যদি কেউ ফল্গুবৈরাগ্য অনুশীলন করতে থাকে অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূল জড়জাগতিক যে সমস্ত

সামগ্রী, তা সবই বর্জন করে, তা হলে নিরাকার নির্বিশেষবাদী দর্শনচিন্তায় তার মন কলুষিত হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে। অপরপক্ষে, যুক্তবৈরাগ্যের নীতি অনুসরণে অটল বিশ্বাসী থাকলে, সমস্ত সামগ্রী থেকে ব্যক্তিগত অভিলাষ বর্জন করে সবই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে উপযোগ করলে, মানুষ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে পারে এবং ক্রমশই এই শ্লোকটিতে উল্লিখিত মহাভাগবত পর্যায়ে উপনীত হতে থাকে।

শ্লোক ৪৯

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৪৯ ॥

দেহ—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়াদি; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—মন; **ধিয়াম্**—এবং বুদ্ধি; **যঃ**—যে; **জন্ম**—জন্মসূত্রে; **অপ্যয়**—হ্রাস; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **ভয়**—ভীতি; **তর্ষ**—তৃষ্ণা; **কৃচ্ছ্রৈঃ**—কঠোর পরিশ্রমের ব্যথাবেদনা; **সংসার**—জড়জাগতিক জীবনের; **ধর্মৈঃ**—অবিচ্ছেদ্য গুণবৈশিষ্ট্যাদির দ্বারা; **অভিমুহ্যমানঃ**—মুহ্যমান না হয়ে; **স্মৃত্যা**—স্মৃতিশক্তির ফলে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **ভাগবতপ্রধানঃ**—সকল ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে অগ্রণী।

অনুবাদ

জড় জগতের মাঝে মানুষের দেহ নিত্যই জন্ম এবং জরাব্যাধির নিয়মাধীন হয়ে চলে। তেমনই, প্রাণশক্তিও ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বিব্রত হয়, মন নিয়ত উদ্বিগ্ন হয়, দুর্লভ বিষয়াদি অর্জনে বুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি জড়া প্রকৃতির মাঝে অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অবশেষে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। যে মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অনিবার্য দুঃখকষ্টে বিভ্রান্ত না হয়, এবং শুধুমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণকমল স্মরণের মাধ্যমে ঐ সবকিছু থেকে নিস্পৃহ থাকে, তাকেই ভাগবতপ্রধান, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত বলে মান্য করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্যের মতানুসারে এই জগতের মাঝে দেবতা, সাধারণ মানুষ, আর অসুর—এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন জীব আছে। সকল প্রকার শুভপ্রদ গুণাবলী ভূষিত জীবগণ, যাঁদের বলা চলে—সমুন্নত ভগবদ্ভক্ত—তাঁরা এই জগতে কিংবা

উচ্চতর গ্রহলোকে দেবতা নামে অভিহিত হন। সাধারণ মানুষেরা সচরাচর ভাল এবং মন্দ গুণাবলীর অধিকারী হয়, এবং এই ধরনের মিশ্র গুণের তারতম্য অনুযায়ী তারা এই পৃথিবীতে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে থাকে। কিন্তু সদ্‌গুণাবলীর অভাবে যারা সমাজে চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং যারা ধর্মীয় জীবনধারা এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রতি সর্বদাই বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে থাকে, তাদের অসুর বা দানব বলা হয়ে থাকে।

এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে, সাধারণ মানুষ এবং অসুরগণ জন্ম, মৃত্যু এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাজনিত নানাপ্রকার জরাব্যাধির দ্বারা ভয়ানকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে থাকে, অথচ সৎ প্রকৃতির দেবতাগণ এই ধরনের শারীরিক যন্ত্রণাদি থেকে মুক্ত থাকেন। দেবতারা তাঁদের ধর্মসম্মত ক্রিয়াকর্মের সুফল স্বরূপ এই সকল দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভ করেন; কর্মগুণে তাঁরা এই জড়জাগতিক পৃথিবীর যতকিছু দুঃখকষ্ট, সেগুলি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন না। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/২০) শ্রীভগবান বলেছেন—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥

"ত্রিবেদজ্ঞগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে আরাধনা করে যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করে পাপমুক্ত হন এবং স্বর্গ কামনা করেন। তাঁরা পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করে দিব্য স্বর্গসুখ উপভোগ করেন।" কিন্তু *ভগবদ্‌গীতার* পরবর্তী শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, যখন পুণ্যফল ভোগের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন দেবতার মর্যাদা লুপ্ত হয় এবং স্বর্গরাজ্যের সকল সুখভোগ শেষ হয়ে গেলে তারা আবার নররূপে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতির নিয়মবিধি এমনই সূক্ষ্ম যে, মানুষরূপেও পৃথিবীতে ফিরে আসা সম্ভব না হতে পারে, তবে কোনও কীটপতঙ্গ কিংবা বৃক্ষলতা রূপেও নিজ নিজ কর্মফলের বিশেষ পরিণাম বিশেষে জন্ম গ্রহণ করতে পারে।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত অবশ্যই জড়জাগতিক দুঃখদুর্দশা ভোগ করেন না, কারণ তিনি জীবনের দেহাত্মবুদ্ধি বর্জন করেছেন এবং নিজেকে নির্ভুলভাবেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকরূপে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাই, *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) স্বয়ং ভগবান যথার্থই বলেছেন যে, *সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্*। বিধিবদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রেও, ভক্তিযোগ বিশেষ আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। ঠিক

তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট সমসাময়িক ভক্ত শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বলেছেন, *সব অবতার সার শিরোমণি কেবল আনন্দকন্দ*। যদিও বৈদিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন কাণ্ড অর্থাৎ বিভাগ রয়েছে—যেমন, কর্মকাণ্ড (কর্মফল প্রদায়ী যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান), এবং জ্ঞানকাণ্ড (বিধিবদ্ধ জ্ঞান অনুশীলন), তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনটি কেবল *আনন্দকন্দ* অর্থাৎ শুদ্ধ আনন্দময় ভক্তিমার্গ হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উপভোগ্য প্রসাদমাত্র সেবনে, এবং পরমেশ্বর ভগবানের মনোমুগ্ধকর লীলাকাহিনী শ্রবণের মাধ্যমে মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত নামে অভিহিত আনন্দসমুদ্রে অবগাহন করে থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে এই আনন্দসমুদ্রই প্রত্যেক জীবের নিত্য শাশ্বত প্রাপ্য সুখমর্যাদা, তবে তার জন্য তাকে জীবনের সব রকমের অনর্থক ধ্যানধারণা একেবারে বর্জন করতে হবে। তার স্থূল প্রকৃতির জড়জাগতিক দেহটিকে আপন সত্তা বলে পরিচয় প্রদান করা ছাড়তে হবে, চঞ্চল অস্থির মনকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না, কষ্টকল্পনাপ্রবণ বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে, আর বৌদ্ধরা যাকে শূন্যবাদ বলে থাকে, নির্বোধের মতো তেমন কোনও কষ্টকল্পনার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে রাখার প্রবণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। চতুর্দিকে চিন্ময় আকাশ পরিবৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে যে সুবিশাল বহির্বিশ্বকে ব্রহ্মজ্যোতি নামে নিরাকার নির্বিশেষ চিন্ময় জীবনসত্তা উদ্ভাসিত করে রেখেছে, তার মাঝে নিজেকে একাত্মভাবে বিলীন করে দিতেও কোনও প্রচেষ্টার প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। বরং পরম ব্যক্তিসত্তারূপে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যকালের জন্য এক সেবক ব্যক্তিসত্তারূপেই নিজেকে যথার্থভাবে পরিচিত করাই সমুচিত। এইভাবে আপন স্বরূপ সত্তা সম্পর্কে সরল মনে স্বীকারের মাধ্যমে এবং শ্রীভগবানের চরণপদ্মে সেবা নিবেদনের উদ্যোগে নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগের দ্বারা মানুষ অচিরেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা বিস্তারের মাঝে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে উন্নীত করতে পারে, ঠিক যেভাবে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে একজন সৈন্যের মতো অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাথে লীলা উপভোগের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

কিভাবে জড়জাগতিক দুঃখদুর্দশার উদ্ভব হয়, সেই প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীল মধ্বাচার্য। আসুরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোনও বদ্ধজীব যখন স্থূল জড় শরীরটাকেই আত্মা বলে মনে করে, তখন নিরন্তর অবসাদ আর অপূরণীয় যৌন কামনার জ্বালায় তার সমস্ত মানসিক শান্তি এবং স্থৈর্য ভস্মীভূত হয়ে যায়। কোনও আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষ যখন তার প্রাণ অর্থাৎ জীবনবায়ুর সাথে আত্মজ্ঞান

করে, তখন সে ক্ষুধায় জর্জরিত হতে থাকে, এবং মনের সাথে তার আত্মজ্ঞান হলে, তখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়, এবং লালসার তাড়নায় নিদারুণ কষ্ট ভোগের মাধ্যমে চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়। যখন সে বুদ্ধির সাথে আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হয়, তখন অন্তস্তলে সে অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র তিক্ততা এবং চরম হতাশার বেদনায় নিষ্পিষ্ট হতে থাকে। যখন সে নিজেকে বৃথা অহম্‌বোধের সাথে আত্মজ্ঞান উপলব্ধির প্রয়াসী হয়, তখন সে হীনমন্যতা ভোগ করে ভাবতে থাকে, "আমি এত নীচ, এত হীন প্রকৃতির জীব!" আর যখন সে স্বরূপ ভাবনার প্রক্রিয়ার সাথে আত্মজ্ঞান উপলব্ধির প্রয়াস করে, তখন সে অতীতের স্মৃতিবেদনায় বিভীষিকা বোধ করতে থাকে। যখন কোনও অসুর নিজেকে সকল জীবের অধিকর্তা বলে জাহির করতে চেষ্টা করে, তখন এই সমস্ত দুঃখকষ্ট এক সাথে বিস্তার লাভ করে।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের মতানুসারে, পাপময় জীবন ধারা নিতান্তই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আসুরিক মাপকাঠি। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, আসুরিক সমাজ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রাত্রির গভীর অন্ধকার সময়গুলিকেই আমোদপ্রমোদমূলক কার্যকলাপের সব চেয়ে উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যখন কোনও আসুরিক প্রকৃতির মানুষ শোনে যে, শ্রীভগবানের আরাধনার উপযুক্ত সময় অতি প্রত্যুষে ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে কেউ জেগে ওঠে, তখন সে আশ্চর্য এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই কারণেই *ভগবদ্গীতায়* (২/৬৯) হয়েছে,

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

"সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দ অনুভব করতে থাকেন; আর যখন সমস্ত জীব জেগে থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মসংযমী মানুষের কাছে রাত্রির মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হতে থাকে।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, এই জগতে দু'রকম বুদ্ধিমান মানুষ আছে। এক ধরনের বুদ্ধিমান মানুষ ইন্দ্রিয় ভোগতৃপ্তি উদ্দেশ্যে বৈষয়িক ব্যাপারে খুব উন্নতি লাভ করে, আর অন্য ধরনের বুদ্ধিমানেরা আত্মানুসন্ধানী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টায় সদাজাগ্রত থাকে।"

এইভাবেই মানুষ যতই অবৈধ যৌন সংসর্গ, নেশাভাং, আমিষ আহার এবং জুয়া খেলার প্রবণতা বাড়িয়ে চলে, ততই সে আসুরিক সমাজে মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে, আর অন্যদিকে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের নির্ভরশীল

ভগবদ্ভক্তিসমৃদ্ধ সমাজে এই সমস্ত জিনিস সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইভাবেই, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম ও লীলাপ্রসঙ্গে মানুষ যতই মহানন্দে আকৃষ্ট হতে থাকে, ততই আসুরিক সমাজের পরিবেশ থেকে ক্রমে ক্রমে সে বন্ধনমুক্ত হবে।

আসুরিক প্রবৃত্তির মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের আত্মন্তরী প্রকাশ্য বৈরীভাবাপন্ন হয়ে থাকে, এবং ঈশ্বরের প্রভাব-প্রতিপত্তির রাজ্য সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-তামাশা করে। এই কারণে শ্রীল মধ্বাচার্য তাদের *অধোগতেঃ*, অর্থাৎ নরকের ঘোর অন্ধকার তমসার রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রবেশপত্রধারী বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে, জড়জাগতিক জীবনের দুঃখকষ্টে যদি কেউ অবিচল থাকে, তা হলে তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মতোই একই চিন্ময় স্তরে মহানন্দে বিরাজ করতে থাকেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/১৫) বলা হয়েছে—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), যে জ্ঞানীব্যক্তি সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে বিচলিত হন না, তিনিই অমৃতত্ব লাভের প্রকৃত অধিকারী।" এই অপ্রাকৃত দিব্য স্তরে মানুষ শুধুমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপাতেই উপনীত হতে পারে। শ্রীল মধ্বাচার্যের অপর একটি উপদেশবাণীতে রয়েছে—*সম্পূর্ণানুগ্রহাদ্ বিষ্ণোঃ।*

যে পদ্ধতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ উত্তম অধিকারী হয়ে ওঠে, তার বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। কেউ যদি ভাগ্যবান হয়, তা হলে ক্রমশই সে কনিষ্ঠ অধিকারীর অতি সীমিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্যকলাপের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করতে থাকে এবং যে মধ্যম অধিকারী ভক্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণভক্ত হয়ে উঠতেই হবে এবং শ্রীভগবানের উত্তম অধিকারী ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ জীবনের সার্বিক সিদ্ধি অর্জন করে থাকে, তা হলে তাঁরই প্রসারিত দর্শনতত্ত্বের সে প্রশংসা করতে শেখে। যতই কারও ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন ক্রমশ একাগ্র হতে থাকে এবং কোনও শুদ্ধ ভক্তের পাদপদ্ম থেকে সংগৃহীত রজের মাঝে বারংবার সুস্নাত হতে থাকে, ততই জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়ভীতি এবং সব কিছু ক্রমশই মনকে বিচলিত করা বন্ধ করে। তাই *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/১১৪) রয়েছে—

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥

"কোনও ভক্ত যথাযথভাবে গ্রাসাচ্ছাদনে বিভ্রান্ত হলেও, এই জড়জাগতিক ব্যর্থতার জন্য তাঁর মানসিক উদ্বেগ সৃষ্টির প্রয়োজন নেই; বরং তাঁর বুদ্ধি অনুসারে তাঁর

পরম প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকাই উচিত, তার ফলেই অবিচল থাকা যায়।" এইভাবে সকল পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণস্মরণের অভ্যাসে সুদৃঢ় হলে, তাঁকে *মহাভাগবতের* মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, শিশুর খেলনার বলটিতে একদিকে দড়ি বেঁধে দিলে সেটি যেমন লাফিয়ে চলে যেতে পারে না, তেমনই ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে বৈদিক অনুশাসনাদির বন্ধনে বাঁধা থাকে এবং জড়জাগতিক ব্যাপারে পথভ্রষ্ট কখনই হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *ঋগ্বেদ* (১/১৫৬/৩) থেকে নিম্নরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছেন—*ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।* "হে বিষ্ণু, আপনার নাম পূর্ণ দিব্যময়। সুতরাং এই নাম স্বয়ং প্রতিভাত। তা সত্ত্বেও, আপনার পবিত্র নাম মহিমা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম না হলেও, যদি এই নামের মহিমা সামান্যতম উপলব্ধি করেও, আমরা এই মহিমা অতি অল্প পরিমাণে পরিব্যাপ্ত করি—অর্থাৎ, যদি আপনার পবিত্র নামের অক্ষরগুলি শুধুমাত্র আবৃত্তি করতে থাকি—তা হলেই ক্রমশ আমরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব।" *প্রণব ওঁ* শব্দের মাধ্যমে পরম সত্ত্বার যে অভিব্যক্তি হয়, তা যথার্থই *সৎ* অর্থাৎ স্বয়ং অভিব্যক্ত। তাই, কেউ যদি ভয়ভীতি কিংবা *ঈর্ষাদ্বন্দ্বে* বিপর্যস্ত হয়ে থাকে, তা হলেও শ্রীভগবানের পবিত্রনাম যে জপ অভ্যাস করতে থাকে, তার কাছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দিব্যরূপ প্রতিভাত হয়। এই বিষয়ে আরও প্রমাণ দেওয়া হয়েছে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/২/১৪)—

সাঙ্কেত্যম্ পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনম্ এব বা ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণম্ অশেষাঘহরং বিদুঃ ॥

"অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করে হোক, পরিহাসছলে হোক, সঙ্গীত বিনোদনের জন্য হোক, অথবা অশ্রদ্ধার সঙ্গেই হোক, শ্রীভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে তৎক্ষণাৎ অশেষ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ মহাজনেরা সেই কথা স্বীকার করেছেন।"

শ্লোক ৫০

ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫০ ॥

ন—কখনই নয়; **কাম**—কামনার; **কর্ম**—ফলাশ্রয়ীকর্ম; **বীজানাম্**—কিংবা ফলাশ্রয়ী সকল কর্মের মূল বীজস্বরূপ বস্তুবাদী জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা বাসনাদির; **যস্য**—

যার; **চেতসি**—মনে; **সম্ভবঃ**—উদ্ভবের সম্ভাবনা; **বাসুদেব-এক-নিলয়ঃ**—যার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবই একমাত্র আশ্রয়; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—অবশ্য; **ভাগবত-উত্তমঃ**—প্রথম শ্রেণীর ভগবদ্ভক্ত।

অনুবাদ

যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি জড়জাগতিক কামনা-বাসনাদির উপর নির্ভরশীল সকলপ্রকার ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকেন। বস্তুত, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন, জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকেও মুক্তিলাভ করে থাকেন। যৌনতৃপ্তিভিত্তিক জীবনযাপন, সামাজিক মান-মর্যাদা এবং অর্থ লাভের কোনও পরিকল্পনাও তাঁর মনে জাগে না। তাই, তাঁকে ভাগবতোত্তম, অর্থাৎ সর্বোচ্চ পর্যায়ের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমতে, ভগবদ্ভক্তের আচরণ সম্পর্কে এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধভক্তের কার্যকলাপের মধ্যে জড়জাগতিক ঈর্ষাদ্বন্দ্ব, মিথ্যা আত্মম্ভরিতা, ভ্রান্ত বিশ্বাস, এবং কামনাবাসনা থাকে না। বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণের অভিমতে, এই শ্লোকটিতে *বীজানাম্* শব্দটি *বাসনাঃ* অর্থাৎ অন্তস্থলের গভীর বাসনাদি বোঝায়, যেগুলি কালক্রমে এমন সব কাজকর্মের রূপ লাভ করতে থাকে, যার ফলে জীব কর্মফল ভোগের অধীন হয়ে পড়ে। সুতরাং *কাম-কর্ম-বীজানাম্* যৌগিক শব্দটি *ভাগবতের* (৫/৫/৮) শ্লোকে *গৃহ-ক্ষেত্র-সুতাপ্ত-বিত্তৈঃ*, অর্থাৎ, মনোরম বাসভবন এবং উদরপূর্তির জন্য উপাদেয় ভোজ্যবস্তু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ক্ষেতজমি, তা ছাড়া পুত্রকন্যা, বন্ধুবান্ধব, সামাজিক প্রতিপত্তি আর বিপুল অর্থসঞ্চয় বোঝায়, যা এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে যৌনসুখ উপভোগ এবং যৌনসুখ প্রসারের মাধ্যমে চরিতার্থ করবার জন্য উদ্যোগী হতে হয়। এই প্রকার জড়বাদী বিষয়াদি একান্তভাবেই সম্পূর্ণ বিভ্রান্তির সহায়ক হয় যে, মানুষ পরমেশ্বর ভগবানেরই নিত্য সেবক মাত্র। অতএব ভাগবতে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*জনস্য মোহোঽয়ম্ অহং মমেতি*—জড়জাগতিক মোহমায়ার এই সমস্ত বিষয়াদির দ্বারা উন্মত্ত হয়ে, বদ্ধ জীব উন্মাদের মতো ধারণা পোষণ করে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে একমাত্র সে-ই মূলকেন্দ্র এবং যা কিছু সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যমান রয়েছে, তা সবই শুধুমাত্র তারই একান্ত ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য তৈরি হয়েছে। এমন মায়াময় বিভ্রান্তিকর ভোগবৃত্তির পথে যে কেউ অন্তরায় হলেই, সে তৎক্ষণাৎ তার শত্রু হয়ে পড়ে এবং তাকে বধ করবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়।

এই ধরনের দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীবনধারায় এবং মায়াবন্ধনের ফলে, ঈর্ষাদ্বন্দ্ব এবং কাম-ক্রোধ থেকে উৎপন্ন সংঘর্ষে সমগ্র পৃথিবী প্রচণ্ডভাবে বিচলিত হয়ে রয়েছে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যাঁদের বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করাই এই সমস্যার একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে একটি জনপ্রিয় প্রচলিত অভিব্যক্তি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তা হল "শক্তি-ক্ষমতা দুর্নীতি সৃষ্টি করে আর সম্পূর্ণ সার্বিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতি ব্যাপ্ত করে থাকে।" জড় জাগতিক স্তরে ঐ ধরনের উপমা কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু এখানে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত, সে কখনই জড়জাগতিক ঈর্ষাদ্বন্দ্ব এবং ইন্দ্রিয়-উপভোগের আয়োজনে অংশ গ্রহণের চিন্তাও করতে পারে না। তাঁর মন চিরকালই পরিচ্ছন্ন এবং বিনম্র হয়ে থাকে, এবং প্রত্যেকটি জীবের পরম কল্যাণার্থে তিনি নিয়ত সজাগ সতর্ক থাকেন। মানব সমাজে যে সুস্থ মস্তিষ্কের আশু প্রয়োজন রয়েছে, তা জগতের দুর্দশাক্লিষ্ট জীবগণকে জানানোর জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জ্বরাগ্রস্ত কোনও মস্তিষ্ক যথার্থ পথনির্দেশ দিতে পারে না, এবং সমাজের চিন্তাশীল মানুষ বলতে যাদের বোঝায়, তারা যদি স্বার্থ চিন্তায় জর্জরিত হয়ে চলে, তবে তারা জ্বরাক্রান্ত, প্রবল প্রলাপগ্রস্ত মস্তিষ্কের চেয়ে কিছুমাত্র কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারে না। প্রলাপগ্রস্ত রাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থাগুলি ক্রমশই মানব সমাজে সকল প্রকার সুখশান্তি ধ্বংস করে চলেছে। সুতরাং বৈষ্ণব প্রচারকদের কর্তব্য এই যে, ভাগবতোত্তম পর্যায়ে অবস্থিত হয়ে, কোনওভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত না হয়ে, কিংবা সৎ চরিত্রবান মানুষকে প্রদান করা হতে পারে যিনি কোনও জড়বাদী ঐশ্বর্যের আকর্ষণে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত না হয়ে, মানব সমাজকে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দিতে পারেন। সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ যাঁরা ভক্তিযোগের প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম, তাঁদের অন্ততপক্ষে শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তদের স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত এবং তাঁদের পথনির্দেশ গ্রহণ করা উচিত। এইভাবে মানব সমাজকে এমন সুন্দর সুচারুভাবে সুবিন্যস্ত করা যাবে, যাতে শুধুমাত্র সমস্ত মানুষেরাই নয়, পশুপক্ষী বৃক্ষলতা সবই জীবনধারণে উন্নতি লাভ করতে পারবে এবং ক্রমশই তাদের নিজ নিকেতনে, ভগবদ্ধামে সৎ-চিৎ-আনন্দময় এক জীবন লাভের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দৃঢ়তা সহকারে বলেছেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সার্থকতা অর্জনে যাঁরা বাস্তবিকই পরমাগ্রহী, তাঁদের পক্ষে বৈষ্ণবদের সমাজে বসবাস করা অবশ্যই কর্তব্য। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদও তাঁর

রচনাবলীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের দ্বারা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভাবনাময় সমাজগোষ্ঠীর মধ্যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের আশ্রয় গ্রহণ না করলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এর অর্থ এই নয় যে, মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে যে সমস্ত ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থীরা বসবাস করতে পারে, পারমার্থিক জীবনচর্যা শুধুমাত্র তাদের জন্যই নির্ধারিত হয়েছে। গৃহস্থ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ পারমার্থিক পারিবারিক জীবন যাপনের মধ্যেও, মন্দিরের অনুষ্ঠানাদিতে নিয়মিত যোগদান করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। যাঁরা পারিবারিক গৃহস্থ জীবন যাপন করেন, তাঁদের প্রত্যহ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা উচিত, তাঁর স্বয়ং অধিষ্ঠানের সামনে তাঁর পবিত্র নামকীর্তন করা দরকার, শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্যসামগ্রীর প্রসাদ-অংশমাত্রও সেবন করা প্রয়োজন, এবং *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ প্রবচনাদি শ্রবণ করা আবশ্যক। যে গৃহস্থ ব্যক্তি এই সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলনাদির সুযোগ-সুবিধাগুলি নিয়মিতভাবে গ্রহণ করেন, এবং আমিষ-আহার বর্জন, অবৈধ যৌন সংসর্গ বর্জন, জুয়া-তাস-পাশা খেলা বর্জন এবং নেশা-ভাং বর্জন নামক পারমার্থিক ব্রতের বিধিবদ্ধ নিয়মাদি অনুশীলন করতে থাকেন, তাঁকে বৈষ্ণব সমাজের যোগ্য সদস্যরূপে পরিগণিত করা চলে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, ভগবদ্ভক্তির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বিরূপ মানুষদের শ্রীভগবানের মায়াশক্তির হাতে নির্জীব পুতুল বলেই মনে করতে হবে।

শ্লোক ৫১

ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥

ন—নয়; **যস্য**—যার; **জন্ম**—শুভ জন্ম; **কর্মভ্যাম্**—কিংবা সৎ কর্মাদি; **ন**—না; **বর্ণাশ্রম**—কর্মজীবন কিংবা ধর্মজীবন সম্পর্কিত বিধিনিয়মাদি পালন; **জাতিভিঃ**—কিংবা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হওয়া; **সজ্জতে**—নিজেকে যুক্ত রাখে; **অস্মিন্**—এই (শরীরে); **অহম্-ভাবঃ**—অহমিকাপ্রসূত মনোভাবে; **দেহে**—শরীরে; **বৈ**—অবশ্য; **সঃ**—সে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে; **প্রিয়ঃ**—প্রীতিভাজন হয়।

অনুবাদ

সম্ভ্রান্ত পরিবারগোষ্ঠীতে শুভজন্ম এবং পবিত্র শুদ্ধ ধর্মাচরণের ফলে মানুষের মনে অবশ্যই গর্ববোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তেমনই, যদি কারও পিতা-মাতা বর্ণাশ্রম

সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অতীব উচ্চস্তরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হওয়ার ফলে সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে থাকে, তা হলে তার পক্ষে বিশেষ আত্মরম্ভিতা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের বিশেষ জড়জাগতিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ বিন্দুমাত্রও অহমিকা বোধ না করে, তা হলে তাকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরম প্রীতিভাজন রূপে মান্য করতে হবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, 'জন্ম' শব্দটি *মূর্ধাবসিক্তস্* (ব্রাহ্মণ-পিতা ও ক্ষত্রিয়-মাতার সন্তানাদি) এবং *অম্বষ্ঠস্* (ব্রাহ্মণ-পিতা ও বৈশ্য-মাতার সন্তানাদি) শ্রেণীর মানুষদের বোঝায়, উভয়কেই *অনুলোম* সন্তানাদি বলা হয়, যেহেতু পিতা উচ্চবর্ণজাত মানুষ। যে-বিবাহসূত্রে পিতার চেয়ে মাতা কোনও উচ্চশ্রেণীজাত হন, সেক্ষেত্রে বিবাহটিকে প্রতিলোম বলা হয়ে থাকে। যাই হোক, কেউ যখন তার সম্ভ্রান্ত জন্মসূত্র বলতে যা বোঝায়, তার ফলে অহঙ্কার বোধ করে, তখন অবশ্যই সে দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ভাবধারায় আক্রান্ত হয়েছে মনে করতে হবে, অর্থাৎ তার দেহবিষয়ক পরিচিতিকেই সে আত্ম-পরিচয় জ্ঞান করেছে। পার্থিব জড় দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে এমনই বিপুল সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে, যার সমাধান একমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। জড়জাগতিক সম্ভ্রান্ত বংশের শরীর বলতে যা বোঝায়, তারই ফলে তার স্বর্ণশৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমতে, কনিষ্ঠ অধিকারীরা মনে করে যে, কর্মমিশ্রা ভক্তি তথা বস্তুবাদী কর্ম প্রচেষ্টার সাথেই ভগবদ্ভক্তির মিশ্রণ করে চলাই পারমার্থিক জীবনের চরম লক্ষ্য। তারা এই ধরনের শ্লোকাবলীর প্রতি আকৃষ্ট বোধ করে থাকে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

"বর্ণ এবং আশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে নির্ধারিত কর্তব্যকর্মগুলি যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে হয়। পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার অন্য কোনও পন্থা নেই। চারি বর্ণাশ্রমের প্রথার মধ্যেই কর্তব্যপরায়ণ হয়ে মানুষকে চলতেই হবে।" (*বিষ্ণুপুরাণ* ৩/৮/৯) সুতরাং ঐ সব মানুষ মনে করে যে, জড়জাগতিক কাজকর্মের যে অংশটির ফলশ্রুতি শ্রীভগবানকে অর্পণ করা হয়, তা থেকেই মানব জীবনের সর্বোত্তম সিদ্ধির স্তর লাভ করা যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, বিভিন্ন

স্মৃতিশাস্ত্রেও এই ধরনের মিশ্র ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বস্তুবাদী ভগবদ্ভক্তেরা শ্রীভগবানের পবিত্র নামের অবমাননা করার উদ্দেশ্যেই ঐ সমস্ত গ্রন্থ মেনে চলে, যেহেতু জড়জাগতিক শরীরের প্রতি তাদের আত্মগুরী আসক্তি রয়ে গেছে। তাই অনেকে মনে করে যে, জন্মসূত্রে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে মর্যাদার অবস্থান থাকলে এবং ধর্মাচরণ বলতে যা বোঝায় সেইগুলি পালন করলেই জীবনে সার্থকতা লাভ করা চলে।

তবে যাঁরা ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের যথার্থই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা কখনই এই জড়জগতে তাঁদের জন্ম মর্যাদা নিয়ে গর্ব করেন না, কিংবা বস্তুবাদী কাজকর্মের তাঁদের দক্ষতা বলতে যা বোঝায়, তা নিয়ে অহঙ্কার করেন না। যতক্ষণ মানুষের মন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বস্তুবাদী পরিচিতির দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে, ততক্ষণ জড়জাগতিক বন্ধনদশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে শ্রীভগবানের প্রিয়জনরূপে প্রতিষ্ঠিত করার নিতান্তই অল্প সুযোগ থাকে। এই সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনি নিজেকে মহাপ্রাজ্ঞ যাজক পূজারী, শ্রীভগবানের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জনের কাজে ব্যাপৃত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কিংবা শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত কঠোর পরিশ্রমী কর্মী, এমন কোনও পরিচয়ের দ্বারা সুবিদিত করতে অভিলাষী নন। এমন কি, স্থিরসঙ্কল্প নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী, উদারপ্রাণ গৃহস্থ, অথবা মহিমান্বিত এক সন্ন্যাসী বলেও নিজেকে পরিচিত করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পারেন নি। এই সমস্ত আত্মপরিচয়গুলি থেকে এমন বস্তুবাদী অহমিকা প্রতিফলিত হয়, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন সুসম্পন্ন করার কাজে যা দূষণ সৃষ্টি করতে থাকে। কোনও ভক্ত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ সর্বজনস্বীকৃত কর্তব্যকর্মগুলি সম্পন্ন করে চলতে থাকলেও, তার একমাত্র পরিচয় — *গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োঃ দাসদাসানুদাসঃ,* গোপীগণের ভর্তা তথা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের দাসের দাসেরও নিত্যকালের দাস মাত্র।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, যখন ভক্ত বুঝতে পারে যে, ভক্তিযোগের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে এবং শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে সে মগ্ন হয়েছে, তখনই পরম করুণাময় পরমেশ্বর ভগবান স্নেহভরে সেই রকম কোন শ্রেষ্ঠ ভক্তকে তাঁর আপন স্নেহাশ্রিত ক্রোড়ে স্থাপনা করেন। পরমেশ্বর ভগবান কেবলমাত্র নির্মল ভক্তির মাধ্যমেই প্রীতিলাভ করতে পারেন, এবং কোনও প্রকার পঞ্চভূত তথা জড়জাগতিক পঞ্চবিধ উপাদানের মাধ্যমে সৃষ্ট স্থূল দেহটির কোনও আয়োজনের মাধ্যমে, কিংবা অসংখ্য কল্পনা আর ভিত্তিহীন আত্মরম্ভিতা নিয়ে গড়ে ওঠা কোনও সূক্ষ্ম আত্মপরিচয়ের মাধ্যমে তিনি সন্তুষ্ট হন

না। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষের নানা আভিজাত্যপূর্ণ শরীর বলতে যা বোঝায়, যেটি কীটপতঙ্গ কিংবা শকুনের ভক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে, কখনই শ্রীকৃষ্ণ তার দ্বারা প্রীতিলাভ করতে পারেন না। যদি কেউ তার জড়জাগতিক জন্মসূত্রে গর্ববোধ করতে থাকে এবং ধর্মাচরণমূলক ক্রিয়াকর্ম বলতে যা বোঝায়, সেই সকল বিষয়ে অহংঙ্কার করে, তবে ঐ ধরনের মিথ্যা ভাব-আড়ম্বরের ফলে, মানুষ ক্রমশই কর্মফল বর্জনের নিছক নিরাকার নির্বিশেষবাদী মানসিকতা গড়ে তোলে যেন সে কর্মফলের আশা পরিত্যাগ করছে, কিংবা কর্মফল উপভোগের কর্মীসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় অভিব্যক্ত করতে থাকে। কর্মীরা কিংবা জ্ঞানীরা তাদের কষ্টকল্পনার মাধ্যমে কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, সকল কর্মেরই ফল বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণেরই। পরিশেষে বলতে হবে যে, মানুষকে তার সমস্ত অহঙ্কার বর্জন করতে হবে এবং সদাসর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সে শ্রীকৃষ্ণের নগণ্য দাস মাত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, *অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*।

শ্লোক ৫২

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

নঃ—থাকে না; যস্য—যার; **স্বঃ পরঃ ইতি**—'আমার' এবং 'অন্যের'; **বিত্তেষু**—তার ধনসম্পদের; **আত্মনি**—নিজের শরীরের; **বা**—অথবা; **ভিদা**—ভেদ-দর্শনের ফলে; **সর্বভূতঃ**—সকল জীবের; **সমঃ**—সর্বত্র সমদর্শী; **শান্তঃ**—রাগদ্বেষ বর্জিত; **সঃ**—যিনি; **বৈ**—অবশ্য; **ভাগবত-উত্তমঃ**—শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত।

অনুবাদ

যে সমস্ত স্বার্থচিন্তার মাধ্যমে মানুষ মনে করে "এটা আমার সম্পত্তি, আর ওটা তার", সেই সমস্ত ভাবনা যখন কোনও ভগবদ্ভক্ত বর্জন করেন, এবং যখন তিনি তাঁর নিজের পার্থিব দেহটির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-আনন্দ বিধানের ব্যাপারে আর আগ্রহী হন না কিংবা অন্যেরও অস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে বিমুখ থাকেন না, তখন তিনি পরিপূর্ণ শান্তিময় এবং সুখময় হয়ে ওঠেন। তখন তিনি নিজেকে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে অন্য সকল জীবেরই সমান মর্যাদাসম্পন্ন মনে করেন। এমনই তৃপ্তিময় বৈষ্ণবকে ভগবদ্ভক্তির পরম উৎকর্ষতার নিদর্শন বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সর্বভূতসমঃ শব্দসমষ্টি দ্বারা যে-ভাবটি বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ "সকল জীবকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করা", তার মধ্যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের দর্শন প্রসঙ্গ আসছে

না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *হরিবংশ* গ্রন্থ থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

ন ক্বাপি জীবং বিষ্ণুত্বে সংসৃতৌ মোক্ষ এব চ

"কোনও পরিস্থিতিতেই, বদ্ধ জীবনেই হোক কিংবা মুক্তি প্রাপ্ত জীবনেই হোক, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে কখনই কোনও জীবের সমকক্ষ মনে করা চলে না।" নিরাকার নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা কল্পনা করতে ভালবাসেন যে, ইহজীবনে বর্তমান শরীরে যদিও মায়াবশত আমরা নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাবিশিষ্ট জীব বলে মনে করে থাকি, মুক্তি লাভ করলে অবশ্য আমরা সকলেই শ্রীভগবানের সত্ত্বায় মিশে যাব এবং ভগবান হয়ে যাব। এই ধরনের কষ্টকল্পনাবিলাসীরা যথাযথভাবে বোঝাতেই পারে না কেমন করে সর্বশক্তিমান ভগবান একটা যোগ অনুশীলন কেন্দ্রে প্রবেশ করবার মতো অসম্মানজনক মর্যাদাহীনতা মেনে নিতে পারবেন, সেখানে সাপ্তাহিক দক্ষিণা দেবেন, তাঁর নাকটি চেপে ধরে যোগ-মন্ত্র উচ্চারণের তালিম দেবেন যাতে নাকি তিনি তাঁর দিব্য সত্ত্বা আবার পুনরুদ্ধার করতে পারেন। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনঃ চেতনানাং একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্‌*। জীবসত্ত্বার বিভিন্ন ব্যক্তিরূপ কিংবা সমষ্টিরূপ পার্থিব অস্তিত্বের সৃষ্টি নয়। *নিত্যানাং* শব্দটি নিত্য সত্ত্বাবিশিষ্ট জীবের বহুত্ব গুণটি ব্যক্ত করার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশ করছে যে, জীবগণ নিত্যকালই *একঃ* বিশেষণে এখানে বর্ণিত একমাত্র তুলনাহীন সত্ত্বারূপে শ্রীভগবানেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ স্বরূপ বিদ্যমান থাকে। *ভগবদ্‌গীতায়* (১/২১) শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলেন, *রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত*—"হে প্রিয় অচ্যুত, শত্রুবাহিনীর সামনে আমার রথটি নিয়ে চল।" এই শরীরটিও রথ বিশেষ, একটি চলমান যান, এবং তাই সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা হল এই যে, রথস্বরূপ আমাদের পার্থিব বদ্ধ শরীরটিকে অচ্যুত ভগবানের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্পণের অনুরোধ জানানো উচিত এবং সেইভাবেই ভগবদ্ধামের পথে আমাদের প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম করা উচিত। *অচ্যুত* শব্দটির অর্থ 'অক্ষয়' অর্থাৎ 'কখনও যাঁর পতন হয় না'। যথার্থ জ্ঞানী অর্থাৎ সুস্থ মানুষ কখনই নির্বোধের মতো মেনে নেবেন না যে, মায়ার প্রভাবে সর্বশক্তিমান, সর্বৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানের পদস্খলন এবং পতন হয়েছে। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আমাদের নিত্য দাসত্ব কোনও প্রকারে কষ্টকল্পনার দ্বারাই নস্যাৎ করতে পারে না।

বরাহপুরাণে শ্রীভগবান স্বয়ং এই সত্যটি বর্ণনা করেছেন—

নৈবং ত্বয়ানুমন্তব্যং জীবাত্মাহম্ ইতি ক্বচিৎ।
সর্বৈগুণৈর্সুসম্পন্নং দৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি ॥

"তোমরা আমাকে কখনই জীব শ্রেণীর সাধারণ প্রাণিকুলের একজন মনে কর না। প্রকৃতপক্ষে, আমি সমস্ত ঐশ্বর্য এবং ঐশ্বরিক গুণাবলীর উৎস, এবং তাই তোমাদের বোঝা উচিত যে, আমিই পরমেশ্বর ভগবান।"

শ্রীল জীব গোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটি শ্রীভগবানের সেবায় কোনও বিশেষ বস্তুসামগ্রীর উপযোগ নিষিদ্ধ করেনি, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কোনও ভক্ত স্বচ্ছন্দে যে কোনও অনুকূল সামগ্রী ব্যবহার করতেই পারেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এইভাবে অনুকূল সামগ্রী উপযোগের নামই *যুক্তবৈরাগ্য*। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে* শ্রীকৃষ্ণেরই উদ্দেশ্যে সবকিছুর প্রয়োগ উপযোগ করা উচিত—কখনই কোন কিছুই নিজস্বার্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি কেউ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বলে যে, কোনও পার্থিব বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূল হলেও সেই বস্তুটিকে আয়ত্তাধীন করতে প্রয়াসী হওয়া অনুচিত, তা হলে সে *ফল্গু-বৈরাগ্য* নামে অভিহিত বিভ্রান্তির কবলায়িত হয়ে পড়ে। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মতো মহান নৃপতিরা সমগ্র পৃথিবীকে, এবং অন্য সকল বৈষ্ণবদেরও সকলেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তবে তাঁরা সম্পূর্ণভাবেই তাঁদের নিজ কর্তৃত্ববোধ বর্জন করেছিলেন। সেই বিষয়টিই এই শ্লোকটিতে আলোচিত হয়েছে। মানুষ যেমন নিজের দেহের কোনও যন্ত্রণায় খুব অস্থির হয়, তেমনই বদ্ধ জীবদেরও ভগবদ্ভক্তির স্তরে নিয়ে আসার জন্য মনোবেদনায় কাতর হতে হয়, যাতে তাদের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা চিরতরে দূর হয়ে যায়। একটি শরীর এবং অন্য একটি শরীরের মধ্যে ভেদবিচার না করার সেটাই যথার্থ তাৎপর্য।

শ্লোক ৫৩

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্ল-
বনিমিষার্ধ মপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৫৩ ॥

ত্রি-ভুবন—বস্তুবাদী জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনটি গ্রহলোকমণ্ডলী; **বিভব-হেতবে**—ত্রিলোকের সমগ্র ঐশ্বর্যের ফলে; **অপি**—যদিও; **অকুণ্ঠ-স্মৃতিঃ**—যাঁর স্মৃতিক্ষমতা অকুণ্ঠিত; **অজিত-আত্মা**—অজেয় পরমেশ্বরই যাঁর আত্মা; **সুর-আদিভিঃ**—দেবতাগণ এবং অন্যান্যেরা; **বিমৃগ্যাৎ**—আকাঙ্ক্ষিত; **ন চলতি**—চলে যায় না; **ভগবৎ**—পরম

পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের; **পদ-অরবিন্দাৎ**—পাদপদ্ম থেকে; **লব**—সামান্য ভগ্নাংশ (এক মুহূর্তের ৮/৪৫ অংশ); **নিমিষ**—অথবা তার তিনগুণ; **অর্ধম্**—অর্ধেক; **অপি**—এমন কি; **যঃ**—যে; **সঃ**—সে; **বৈষ্ণব-অগ্র্যাঃ**—শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে নিজেদের জীবাত্মাস্বরূপ জ্ঞান করে ব্রহ্মা এবং শিব প্রমুখ মহান দেবতাগণও সেই পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমল অভিলাষ করে থাকেন। সেই চরণকমল কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত কোনও অবস্থায় কখনই বিস্মৃত হতে পারে না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য অধিকার এবং উপভোগের আশীর্বাদ লাভেরও বিনিময়ে কোনও ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলাশ্রয় ত্যাগ করবে না। তেমন ভগবদ্ভক্তই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে গণ্য হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে হয়ত কেউ প্রশ্ন করতেও পারে, "যদি কোনও মানুষ অর্ধ মুহূর্তের জন্যও শ্রীভগবানের চরণপদ্মাশ্রয় ত্যাগ করে তার পরিবর্তে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য লাভে সক্ষম হতে পারে, তা হলে ঐ সামান্য মুহূর্তের জন্য শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম ত্যাগ করার ফলে কী এমন ক্ষতি হতে পারে?" *অকুণ্ঠস্মৃতি* শব্দসমষ্টির মাধ্যমে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমল ভুলে থাকা একান্তই অসম্ভব, যেহেতু যা কিছুর অস্তিত্ব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তা সবই পরমেশ্বর ভগবানেরই অংশপ্রকাশ মাত্র। যেহেতু কোনও কিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন নয়, তাই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবান ভিন্ন কোনও কিছুই চিন্তা করতে পারেন না। তা ছাড়া কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য অধিকার কিংবা উপভোগের চিন্তাও করতে পারেন না, যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র ঐশ্বর্যরাশি তাঁকে প্রদান করা হয়, তা হলেও তৎক্ষণাৎ সেই সবই তিনি শ্রীভগবৎ-চরণে নিবেদন করবেন এবং নিজে একান্ত ভগবৎ-সেবকেরই মর্যাদায় ফিরে যাবেন।

এই শ্লোকটির মধ্যে *অজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ* শব্দসমষ্টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচরণ কমল এমনই ঐশ্বর্যময় যে, সকল জাগতিক ঐশ্বর্যের অধিপতি ব্রহ্মা এবং শিবের মতো দেবতারা, এমন কি অন্যান্য দেবতারাও, সদাসর্বদা শ্রীভগবানের চরণপদ্মের ক্ষণিক দর্শন লাভের প্রত্যাশায় নিত্য আরাধনা করে থাকেন। *বিমৃগ্যাৎ* শব্দটি বোঝায় যে, দেবতারা বাস্তবিকই শ্রীভগবৎ-চরণকমলের দর্শন লাভ করতে সক্ষম হন না, তবে তাঁরা তা দর্শনের প্রয়াসী হয়েই থাকেন। এই বিষয়ে দশম স্কন্ধে একটি দৃষ্টান্ত সহকারে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে নানা দুর্বিপাক নিরসনের জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ব্রহ্মা প্রার্থনা নিবেদন করেন।

এই ধরনেরই একটি শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১১/১৪/১৪) অন্যত্র দেখা যায়—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥

"যে ভক্ত আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করেছেন, আমাকে ছাড়া অন্য কোনও ব্রহ্মাপদ, ইন্দ্রপদ, সার্বভৌম অর্থাৎ সমগ্র ভূমণ্ডলের সর্বময় কর্তার পদ, পাতাল রাজ্যের আধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি কিংবা পুনর্জন্ম লাভের আবর্তচক্র থেকে মোক্ষলাভ করতেও ইচ্ছা করেন না।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমতে, *অজিতাত্মা* শব্দটির দ্বারা *অজিতেন্দ্রিয়াঃ* অর্থাৎ 'যাঁর ইন্দ্রিয়াদি অনিয়ন্ত্রিত" বোঝানো যেতেও পারে। যদিও দেবতাগণ সকলকেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্তরূপে পূজা করা হয়ে থাকে, তা হলেও উচ্চতর গ্রহলোক ব্যবস্থায় জড়জাগতিক দুঃখকষ্টের অনুপস্থিতির ফলে তাঁরা সচরাচর দেহাত্মবোধে আক্রান্ত হয়ে থাকেন, এবং অনেক সময়ে তাঁরা তাঁদের কাছে সহজলভ্য বিপুল পরিমাণ জড় জাগতিক সুখসুবিধা থাকার ফলে, তাঁদের পক্ষে কিছু পারমার্থিক অসুবিধার অভিজ্ঞতা হতে থাকে। এই শ্লোকটিতে *অকুণ্ঠস্মৃতি* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মনের মধ্যে অবশ্য তেমন কোনও দ্বন্দ্ব বিভ্রাট ঘটতে পারে না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, এই শ্লোকটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনও গ্রহলোক ব্যবস্থার মধ্যে কোনও প্রকার পার্থিব জড় জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনটিই যেহেতু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তকে প্রলুব্ধ করতে পারে না, সেই কারণে তেমন ভক্তের কখনই সম্ভবত কোনও পতন হয় না কিংবা ভগবৎ-সেবায় তাঁকে পরাঙ্মুখ হতে হয় না।

শ্লোক ৫৪

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে ।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ৫৪ ॥

ভগবতঃ—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **উরু-বিক্রম**—মহাবিক্রমশালী; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্ম; **শাখা**—অঙ্গুলিসমূহ; **নখ**—নখাদি; **মণি**—মণিরত্নের মতো; **চন্দ্রিকয়া**—চন্দ্রালোকে;

নিরস্ত-তাপে—কামাদি সন্তাপ থেকে নিরস্ত হয়ে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **কথম্**—কিভাবে; **উপসীদতাম্**—উপাসনারত; **পুনঃ**—পুনরায়; **সঃ**—সেই সন্তাপ; **প্রভবতি**—উদয় হতে পারে; **চন্দ্রে**—যখন চন্দ্র; **ইব**—এমন; **উদিতে**—উদিত হয়; **অর্ক**—সূর্যের; **তাপঃ**—প্রখর কামাদিতাপ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা যিনি করেন, তাঁর হৃদয়মাঝে জড় জাগতিক সন্তাপ যন্ত্রণা থাকতে পারে কেমন করে? শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অগণিত মহাবিক্রমপূর্ণ কার্য সমাধা করেছেন, এবং তাঁর শ্রীচরণাগ্রের সুন্দর নখগুলি মহার্ঘ্য মণিরত্নসম। ঐ নখাগ্র থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি যেন সুশীতল চন্দ্রালোকেরই মতো, শুদ্ধভক্তের হৃদয়-সন্তাপ অচিরেই দূর করে, যেমন চন্দ্রের সুশীতল কিরণে সূর্যের প্রচণ্ড তাপযন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

তাৎপর্য

যখন চন্দ্রোদয় হয়, তখন তার আলোক বিচ্ছুরণে সূর্যের প্রচণ্ড তাপজনিত যন্ত্রণার উপশম হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণপদ্মের নখপদ্মগুলি থেকে বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ কিরণ যেন ভগবদ্ভক্তের সকল সন্তাপ বিদূরিত করে। বৈষ্ণব ভাষ্যকারদের মতানুসারে এই শ্লোকটি থেকে বুঝতে হবে যে, অদম্য কামবাসনার দ্বারা প্রজ্বলিত জড়জাগতিক কামনা যেন জ্বলন্ত আগুনের মতো যাতনাময়। এই আগুনের শিখায় বদ্ধজীবের সুখ-শান্তি ভস্মীভূত হয়ে যায়, তার ফলে সে এই অসহনীয় অগ্নি নির্বাপণের ব্যর্থ সংগ্রামে ৮৪,০০,০০০ জন্মযোনির মধ্যে নিরন্তর আবর্তিত হতে থাকে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেরা তাঁদের অন্তস্তলে শ্রীভগবানের স্নিগ্ধ মণিসম চরণপদ্মযুগল ধারণ করে থাকেন, এবং তাতেই সমস্ত পার্থিব অস্তিত্বের ব্যথা-যন্ত্রণা নির্বাপিত হয়ে যায়।

উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শব্দটি বোঝায় যে, ভগবৎ-পাদপদ্ম বিপুল বিক্রমশালী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর খর্বকায় ব্রাহ্মণরূপী বামন অবতার লীলার জন্য প্রখ্যাত; ঐ বামন অবতাররূপে তিনি তাঁর সুদৃশ্য নখাগ্রগুলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে প্রেরণ করেছিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ছিন্ন করে দিয়েছিলেন, যার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে পবিত্র গঙ্গানদীর জলধারা তিনি নিয়ে এসেছিলেন। তেমনভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ যখন দৈত্যসম রাজা কংসকে সম্মুখসমরে আহ্বানের উদ্দেশ্যে মথুরা নগরীতে প্রবেশ করছিলেন এবং কুবলয়াপীড় নামে এক দুর্দান্ত হাতির দ্বারা তাঁর প্রবেশপথ রুদ্ধ করা হয়েছিল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাতে হাতিটিকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন এবং শান্তভাবে নগরদ্বার দিয়ে সেখানে প্রবেশ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম এমনই মহান

যে, বৈদিক শাস্ত্রাদিতে সমগ্র জড়জাগতিক সৃষ্টিকেই তাঁর চরণপদ্মের অধীন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে—*সমাশ্রিতা যে পদপল্লব প্লবং মহৎ পদং পুণ্যযশো মুরারেঃ* (ভাগবত ১০/১৪/৫৮)।

শ্লোক ৫৫

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্-
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ৫৫ ॥

বিসৃজতি—পরিত্যাগ করেন; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **ন**—কখনও না; **যস্য**—যার; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **অবশ**—অনবধানতায়; **অভিহিতঃ**—বলা হয়; **অপি**—যদিও; **অঘ**—পাপের; **ওঘ**—প্রচুর; **নাশঃ**—নাশ করেন; **প্রণয়**—প্রেম; **রসনয়া**—রশির দ্বারা; **ধৃত**—আবদ্ধ; **অঙ্ঘ্রি-পদ্মঃ**—তাঁর পদকমল; **সঃ**—তিনি; **ভবতি**—হন; **ভাগবতপ্রধানঃ**—শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত; **উক্তঃ**—কথিত।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বদ্ধ জীবগণের প্রতি এমনই কৃপাময় যে, তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণের মাধ্যমে যদি তাঁকে অনিচ্ছায় কিংবা অনবধানতায় আহ্বান করা হয়, তা হলে তাদের অন্তরের অগণিত পাপময় কর্মফল বিনাশে তিনি উদ্যোগী হন। সুতরাং, যখনই কোনও ভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের চরণকমলাশ্রয় স্বীকার করেন এবং যথার্থ প্রেমভক্তিসহকারে পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন, তখন পরম পুরুষোত্তম ভগবান কখনই তেমন ভক্তজনের হৃদয়াসন পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারেন না। এইভাবে অনায়াসে যিনি তাঁর হৃদয়মাঝে পরমেশ্বর ভগবানকে ধারণ করে রেখেছেন, তাঁকেই ভাগবতপ্রধান, তথা শ্রীভগবানের মহত্তম ভক্তরূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের গুণাবলীর সারাৎসার এই শ্লোকটির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত তাঁকেই বলা হয় যিনি তাঁর ভগবৎ-প্রেমের আকর্ষণে শ্রীভগবানকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছেন যে, ভগবান কোনও ক্রমেই ভক্তের হৃদয় ত্যাগ করতে পারেন না। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, এই শ্লোকে *সাক্ষাৎ* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পরম সম্যক্ সৌন্দর্য সমেত ষড়ৈশ্বর্যে সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত মনপ্রাণ নিবেদন করে শুদ্ধ

ভক্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে হৃদয় সমর্পণ করার ফলে, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্পর্কিত যথার্থ জ্ঞান উপলব্ধি করে থাকেন। কোনও শুদ্ধ ভক্ত কখনই নারীর বক্ষের মাংসপিণ্ডের দ্বারা আকৃষ্ট হন না কিংবা পার্থিব জগতের মাঝে সমাজ, সভ্যতা এবং ভালবাসার নামে রকমারী বিভ্রান্তির দ্বারা বিচলিত হন না। তাই তাঁর নির্মল হৃদয়খানি পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ নিবাস হয়ে ওঠে। যে কোনও ভদ্রলোক শুধুমাত্র পরিচ্ছন্ন জায়গাতেই বাস করে থাকেন। তিনি কখনই দূষিত বিষাক্ত পরিবেশে থাকবেন না। পাশ্চাত্য দেশগুলির শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষেরা এখন অনেকেই বিপুল পরিমাণে জল এবং বায়ু প্রদূষিত শহরের শিল্প উদ্যোগগুলির দ্বারা পরিদূষণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গায় বসবাসের অধিকার পাওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছে। ঠিক তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম ভদ্রলোক, এবং তাই তিনি কোনও দূষিত হৃদয়মাঝে থাকবেন না, কিংবা বদ্ধ জীবের দূষিত মনের মধ্যেও অবস্থান করবেন না। যখন ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্বাকর্ষক প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধির মাধ্যমে শ্রীভগবানের প্রেমিক হয়ে যান, তখন শ্রীভগবান সেই ধরনের কোনও শুদ্ধভক্তের পবিত্র হৃদয় এবং মনের মধ্যে তাঁর আসন পাতেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, *য এতাদৃশ প্রণয়বাংস তেনানেন তু সর্বদা পরমাবশেনৈব কীর্ত্যমানঃ সুতরামেবং এবাঘৌঘনাশঃ স্যাৎ।* যদি কোনও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময় দিব্য সেবায় মগ্ন থাকেন, তা হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি নিয়ত দিব্য প্রেমভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁকে মহিমান্বিত করতে থাকেন। সুতরাং, যদিও তিনি শ্রীভগবানের সেবায় মগ্ন থাকার ফলে অমনোযোগ সহকারেও শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করতে থাকেন, তা হলেও ভগবৎ-কৃপায় তাঁর অন্তর থেকে সকল পাপকর্মের ফল পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/১১) বলা হয়েছে—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥

"হে রাজন্! মহান আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা সকলের জন্য সিদ্ধিলাভের নিশ্চিত তথা নির্ভীক মার্গ। এমন কি যাঁরা সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন, যাঁরা সব রকম জড়জাগতিক পার্থিব সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত এবং যাঁরা দিব্যজ্ঞান লাভ করার ফলে আত্মতৃপ্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলের পক্ষেই এটিই সিদ্ধি লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।" সুতরাং কেউ যদি প্রেমময় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পর্যায়ে উপনীত হতে

না পারে, তবে শুধুমাত্র পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে থাকলেই সে ক্রমশ সকল পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে থাকবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধে, অজামিলের কাহিনীর তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—কিভাবে সামান্য এক মানুষকেও পবিত্র ভগবানের নাম পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে নিয়ন্ত্রণাধীন করা যায়। মাতা যশোদা শিশুকৃষ্ণকে একখণ্ড দড়ি দিয়ে উদুখলের সাথে বেঁধে রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকুলের অচিন্তনীয় প্রেমাকর্ষণে অভিভূত হয়ে নিজেকে বন্ধনে আবদ্ধ হতে সুযোগ দেন। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও সমস্ত বদ্ধ জীবকে তাঁরই মায়াবন্ধনে আবদ্ধ রাখেন, কিন্তু ঐ বদ্ধ জীবেরাই যদি শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হয়ে ওঠে, তা হলে তারাই আবার শ্রীকৃষ্ণকে ভগবৎ-প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, সমস্ত জগতের পাপময় অশুভ প্রভাব মুহূর্তের মধ্যে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের মাধ্যমে দূর হয়ে যেতে পারে। যারা সব রকমের পাপাচরণ ত্যাগ করে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান কখনই তাদের অন্তর হতে চলে যান না। ঐ জপকীর্তন তেমন সুচারুভাবে সম্পন্ন না হলেও, যে সকল ভক্ত সদাসর্বদা শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন, তাঁরা ক্রমশই প্রেমনিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির অবিচল পর্যায়ে উন্নীত হবেন। তখন তাঁদের *মহাভাগবত*, অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বলা যাবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'নিমি মহারাজের সাথে নবযোগেন্দ্রের সাক্ষাৎ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ

মহারাজা নিমির চারটি প্রশ্নের উত্তরে এই অধ্যায়টিতে মায়াশক্তির প্রকৃতি এবং কার্যপ্রণালী, মায়ার অপ্রতিরোধ্য কবল থেকে মুক্তিলাভের উপায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের দিব্যমর্যাদা এবং সকল প্রকার জড়জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের উপায় স্বরূপ কর্মযোগ প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে।

বদ্ধ জীবেরা যাতে ইন্দ্রিয় উপভোগ কিংবা বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তিলাভের অনুশীলন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সর্বকারণের কারণ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি করেছেন, যা থেকে বদ্ধ জীবের পার্থিব শরীর গঠিত হয়ে থাকে। পরমাত্মারূপে আবির্ভূত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান সকল প্রকার সৃষ্ট জীবের পার্থিব শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ঐসব বদ্ধ জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়াদি সচল রাখেন। ঐভাবে সৃষ্ট পার্থিব শরীরটিকে বদ্ধ জীব নিজের স্বরূপ সত্ত্বা বলে ভুল ধারণা করে এবং তার ফলে নানা প্রকার ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে নিয়োজিত হয়ে থাকে। তার নিজেরই কৃতকর্মের ফলস্বরূপ বাধ্য হয়ে সে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে বারংবার জীবন ধারণ করে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে থাকে। মহাপ্রলয় আসন্ন হলে, বিশ্বরূপের পরমাত্মা সমগ্র জড় জগৎ সৃষ্টিকে আপনার মাঝে প্রত্যাহার করে নেন, এবং তারপরে তিনি স্বয়ং সর্বকারণের পরম কারণসমুদ্রে প্রবেশ করেন। এইভাবে, শ্রীভগবান জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য সমন্বিত তাঁর মায়াশক্তিকে প্রভাবিত করেন যাতে জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধিত হতে পারে।

এই পার্থিব জগতে পুরুষ এবং নারীর কর্তব্যকর্ম অনুসারেই বদ্ধ জীবেরা যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে মিলিত হয়ে থাকে। যদিও এই জীবেরা তাদের নানা দুঃখকষ্ট দূর করতে এবং তাদের সুখতৃপ্তি বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে নিত্যনিয়তই সর্বপ্রকার জড়জাগতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে, তা সত্ত্বেও অবিসম্বাদিত ভাবেই তারা ঠিক তার বিপরীত ফললাভই করে থাকে।

এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী সুখ পাওয়া যেতে পারে না—পার্থিব গ্রহজগতেও নয়, কিংবা নানা যাগযজ্ঞসম্বলিত উৎসবাদি ও দানধ্যানের পরে উপলব্ধ পরজন্মে প্রাপ্ত কোনও স্বর্গলোকেও নয়। জীব মাত্রেই পৃথিবীতে এবং স্বর্গে সর্বত্রই পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা দ্বন্দ্বের ফলে বিব্রত হতেই থাকে।

তাই পার্থিব জীবনের দুঃখদুর্দশা থেকে চিরকালের মতো নিস্তার লাভে যে-মানুষ যথার্থই অভিলাষী, তাকে অবশ্যই কোনও সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা হল এই যে, দীর্ঘকাল সযত্ন অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং এই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে অন্য মানুষদেরও মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সেই ধরনের যে সমস্ত মহান্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সকল প্রকার পার্থিব চিন্তা পরিহার করে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদেরই যথাযোগ্য সদ্‌গুরু বলে জানতে হবে।

সদ্‌গুরুকে মন-প্রাণ দিয়ে স্বীকার করে নিয়ে, অনুগত শিষ্যকে তাঁর কাছ থেকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রক্রিয়া শিখে নিতে হবে, যাতে পরমেশ্বর ভগবান প্রীতিলাভ করেন। এইভাবে ভগবৎ ভক্তি অনুশীলনের পথ অবলম্বন করার ফলে, শিষ্য ক্রমশ সকল প্রকার সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ লাভ করতে থাকে।

শ্রীভগবানের বিস্ময়কর অপ্রাকৃত দিব্য ক্রিয়াকলাপ, আবির্ভাব, গুণাবলী এবং পবিত্র নাম শ্রবণ, কীর্তন এবং মনন করতে হয়। মানুষ যা কিছু প্রীতিপ্রদ বা সুখময় দেখবে, তা সবই তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করতে হবে; এমন কি তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, গৃহ সম্পদ এবং প্রাণবায়ু পর্যন্ত সবই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণকমলে অর্পণ করা উচিত। অন্য সকলের সেবা করতে হয় এবং অন্য সকলের পরামর্শও নিতে হয়। বিশেষত, যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁদের সেবা করা উচিত এবং তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।

ভক্তসঙ্গের মাঝে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের গুণকীর্তন করলে মানুষ তৃপ্তি ও সুখ লাভ করে এবং ভক্তমণ্ডলীর সাথে প্রেমময় সখ্যতা অর্জন করা যায়। এই ভাবেই সকল দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ যতপ্রকার পার্থিব ইন্দ্রিয় উপভোগের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করা যায়। কোনও ভক্ত যখন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পর্যায়ে উপনীত হন, তখন তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়, এবং তাঁর নানা প্রকার ভাবোল্লাসের লক্ষণাদি অভিব্যক্ত হয়; তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং দিব্য পরমানন্দে উদ্ভাসিত হন। ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এবং পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের ফলে, ভক্ত ক্রমে ভগবৎ-প্রেম আস্বাদনের পর্যায়ে উপনীত হন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রতি ভক্তিসেবা অনুশীলনে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত হলে, অতিশয় দুরতিক্রমণীয় যে মায়াশক্তি ভক্ত তা অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে যান।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, এবং প্রলয়ের কারণস্বরূপ, তবু তাঁর নিজের প্রারম্ভিক কোনও কারণ নেই। অনিত্য অস্থায়ী এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে অধিষ্ঠিত থাকলেও, পরমেশ্বর ভগবান আপন নিত্যস্বরূপ এবং অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বেই বিরাজমান থাকেন। সাহায্য-সহায়হীন মন অথবা ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না, এবং স্থূল জড় পদার্থের উপস্থিতির মাধ্যমে সূক্ষ্ম কারণ ও স্থূল প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে জড় জগৎ প্রকাশিত হয় তার মাঝে তিনি অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা হয়ে বিরাজিত থাকেন। যদিও মূলত তিনি এক, তবু তাঁর মায়াশক্তির বিস্তারের ফলে তিনি বিভিন্ন প্রকার বিবিধরূপে প্রকাশিত হন। তিনি নিয়তই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির প্রভাব মুক্ত থাকেন। তিনি পরমাত্মা স্বরূপ সকল জীবের মনস্ক্রিয়া সর্বব্যাপী সাক্ষীর মতো প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। তিনি পরম ব্রহ্ম এবং শ্রীনারায়ণরূপে সুবিদিত।

ভগবান শ্রীনারায়ণের শ্রীচরণকমলে যখন মানুষ গভীরভাবে আত্মসমর্পণ করে, তখন জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাঝে মানুষের কৃতকর্মের সকল ফলস্বরূপ তার অন্তরে পুঞ্জীভূত সর্বপ্রকার অপবিত্র বাসনাদির বিনাশ হয়। যখন এইভাবে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়, তখন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান এবং আপন আত্মিক সত্ত্বাকে দিব্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত দেখতে পায়।

দিব্য বৈদিক শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য অনুশীলনের মাধ্যমে, মানুষ অবশ্য পালনীয় কর্তব্যকর্মাদির তাৎপর্য, সেই সকল কর্তব্যে অবহেলার ফলাফল এবং নিষিদ্ধ কাজকর্মের তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে শেখে। এই কঠিন বিষয়বস্তু কখনই জাগতিক জল্পনাকল্পনার মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়। ঠিক যেভাবে পিতা তাঁর শিশুসন্তানকে মিষ্টি লজেন্স কিংবা মিছরী খেতে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন যাতে সন্তানটি তার ওষুধ খেয়ে নেয়, তেমনই বৈদিক অনুশাসনগুলিও প্রথমে ফলাশ্রয়ী ধর্মাচরণমূলক ক্রিয়াকর্মের পরামর্শ দিয়ে মানুষকে পরম মুক্তিলাভের পথে পরোক্ষভাবে উৎসাহ প্রণোদিত করে থাকে। যদি কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি পার্থিব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রলোভনকে জয় না করে থাকে এবং সে বৈদিক অনুশাসনাদিও পালন না করে, তা হলে অবধারিতভাবেই পাপকর্মাদি এবং অধর্ম আচরণে সে প্রবৃত্ত হতে থাকবে।

যখন ভক্ত তাঁর গুরুদেবের কৃপালাভ করেন এবং গুরুদেব তাঁকে বৈদিক শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি অভিব্যক্ত করেন, তখন ভক্ত তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বিশেষ কোনও শ্রীবিগ্রহরূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আরাধনা করতে থাকেন। এইভাবেই ভক্ত অচিরে সকল প্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে থাকেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্ ।
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্ত নঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **পরস্য**—পরমেশ্বর; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **ঈশস্য**—ঈশ্বর; **মায়িনাম্**—বিপুল মায়াশক্তির অধিকারী; **অপি**—এমন কি; **মোহিনীম্**—মোহযুক্ত; **মায়াম্**—মায়াশক্তি; **বেদিতুম্**—উপলব্ধি করতে; **ইচ্ছামঃ**—আমরা ইচ্ছা করি; **ভগবন্তঃ**—হে মুনিবৃন্দ; **ব্রুবন্ত**—কৃপা করে বলুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

নিমিরাজ বললেন—প্রবল মায়াশক্তির অধিকারী যোগীদেরও বিভ্রান্ত করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের যে মায়া, সেই বিষয়ে এখন আমরা কিছু জ্ঞান লাভ করতে অভিলাষী হয়েছি। হে মুনিবৃন্দ, সেই বিষয়ে আমাদের কৃপা করে কিছু বলুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, এই অধ্যায়টিতে ঋষভদেবের বিভিন্ন ঋষিতুল্য পুত্রেরা মায়াশক্তি সম্বন্ধে, সেই মায়া অতিক্রম বিষয়ে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের গুণবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, এবং মানবজাতির বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্মাদি সূত্রে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৪৮ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—*বিষ্ণোর্মায়ামিদম্ পশ্যন্*—"কৃষ্ণভক্ত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শ্রীভগবানের মায়াশক্তি রূপে প্রত্যক্ষ করে থাকেন।" সেই কারণে নিমিরাজ এখন এই বিষয়বস্তুটি অনুধাবন প্রসঙ্গে ঋষিতুল্য যোগেন্দ্রগণের কাছ থেকে আরও বিশদ তথ্য পরিবেশনের আবেদন রাখছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, জগৎ পিতা শ্রীব্রহ্মা প্রমুখ দেবতাগণ, এবং পৃথিবীর মানবজাতি সকলেই তাঁদের বিশেষ কামনা-বাসনার মাধ্যমে পার্থিব ইন্দ্রিয় উপভোগ বাঞ্ছা করে থাকেন। এই পার্থিব জ্ঞানের নিবিড় অনুসন্ধানের অভিমুখেই তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি পরিচালনা করে থাকেন। দেবতাদের সূক্ষ্ম স্বর্গীয় অনুভূতি এবং মানবজাতির স্থূল জাগতিক অনুভূতি নিয়ে সকলেই পার্থিব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুগুলির পরিমাপ করতেই সদা ব্যস্ত থাকেন। মায়াশক্তি বদ্ধ জীবকে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে বিমুখ করে রাখে বলেই জীব জড়জাগতিক নানা অভিপ্রকাশের মাঝে বিভ্রান্তির কবলায়িত হয়, নবযোগেন্দ্রবর্গের অন্যতম শ্রীঅন্তরীক্ষের কাছে সেই বিষয়ে নিমিরাজ প্রশ্ন উত্থাপন করছেন।

শ্লোক ২

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচো হরিকথামৃতম্ ।
সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্যস্তত্তাপভেষজম্ ॥ ২ ॥

ন অনুতৃপ্যে—আমি এখনও তৃপ্ত হইনি; **জুষন্**—যুক্ত হতে; **যুষ্মৎ**—আপনার; **বচঃ**—কথায়; **হরিকথা**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বিষয়ে; **অমৃতম্**—অমৃত; **সংসার**—পার্থিব সৃষ্টি; **তাপ**—দুঃখতাপে; **নিস্তপ্তঃ**—জর্জরিত; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল মানুষ; **তৎ-তাপ**—সেই দুঃখবেদনা; **ভেষজম্**—ঔষধের চিকিৎসা।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা বিষয়ে আপনার অমৃতবাণী আমি যদিও পান করছি, তবু আমার তৃষ্ণা এখনও তৃপ্তিলাভ করেনি। শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলী সম্পর্কিত ঐ ধরনের অমৃতময় বিবরণী আমার মতো যারা জড়জাগতিক সৃষ্টির ত্রৈগুণ্যজনিত দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, সেই সকল বদ্ধ জীবদের যথার্থ ঔষধি স্বরূপ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যায়, যুক্তি উপস্থাপন করা যেতে পারে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণাদি যেহেতু ইতিপূর্বেই বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই মানুষ পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লিখিত স্তরেই নিজের জীবনধারার সার্থকতা লাভ করতে পারে, তাই আর কোনও প্রশ্নের প্রয়োজন হয় না।

তবে, ভগবান এবং তাঁর ভক্তবিষয়ক *হরিকথামৃতম্* এমনই মনোরম এবং মাধুর্যময় যে, পারমার্থিক মুক্তি লাভের পরেও মানুষ তা শ্রবণ করা ত্যাগ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাপ্যুরুক্রমে ।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

"যাঁরা আত্মতৃপ্ত এবং বাহ্যিক জড়জাগতিক বাসনায় আকৃষ্ট নন, তাঁরাও অপ্রাকৃত গুণবিভূষিত ও বিস্ময়কর লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেও আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ, কারণ তেমন অপ্রাকৃত দিব্য আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর রয়েছে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/১০) কোনও ব্যাধির উপশম হয়ে গেলে পার্থিব ঔষধ প্রয়োগের আর প্রয়োজন হয় না, তবে দিব্য জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং তার পরিণাম ভিন্নরূপ হয় না। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন ও গুণগান শ্রবণ উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দের সূচনা এবং পরম প্রাপ্তি ঘটে থাকে।

নিমিরাজ সেই ঋষিবর্গকে তাই বললেন, "আপনারা সকলেই ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত মহান ঋষিবর্গ। সুতরাং আপনারা মায়াশক্তি সম্পর্কে যা কিছুই বলেন, তার সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহে কৃষ্ণভাবনার প্রসঙ্গ আসে। এই সব কিছুই আপনারা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কৃপা করে এমন চিন্তা করবেন না। আপনাদের উপদেশাবলীর ভাবসমৃদ্ধ অমৃতবাণী পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সম্পর্কে শ্রবণে আমাকে পূর্বাপেক্ষা আকুল করে তুলেছে।"

নিমিরাজও মহান্ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, তা না হলে নব যোগেন্দ্রবর্গের মতো মহাপুরুষদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ আলাপের কোনও প্রশ্নই উঠত না। তবে নম্র বিনয়ী বৈষ্ণব বলেই তিনি নিজেকে জড়জাগতিক উপাধি বিশিষ্ট এক অতি নগণ্য বদ্ধ জীব মনে করতেন। তাই পার্থিব অস্তিত্বের জ্বালাময়ী দুঃখাগ্নির মাঝে ভবিষ্যতে মায়া যাতে তাঁকে আবার নিক্ষেপের প্রচেষ্টা করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি মায়ার প্রকৃত স্বরূপ জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৩

শ্রীঅন্তরীক্ষ উবাচ

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ ।
সসর্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥

শ্রীঅন্তরীক্ষঃ উবাচ—শ্রীঅন্তরীক্ষ বললেন; **এভিঃ**—এই সকল (পার্থিব বিষয়াদির দ্বারা); **ভূতানি**—জীবগণ; **ভূত-আত্মা**—সকল সৃষ্টির পরমাত্মা; **মহা-ভূতৈঃ**—মহৎ-তত্ত্বের উপাদান সমূহের মাধ্যমে; **মহা-ভুজ**—হে মহান বলশালী রাজা; **সসর্জ**—তিনি সৃষ্টি করেছেন; **উচ্চ-অবচানি**—উচ্চ এবং নীচ উভয় প্রকার; **আদ্যঃ**—আদি পুরুষ; **স্ব**—তাঁর আপন অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ; **মাত্রা**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি; **আত্ম**—এবং আত্ম উপলব্ধি; **প্রসিদ্ধয়ে**—সিদ্ধিলাভের জন্য।

অনুবাদ

শ্রীঅন্তরীক্ষ বললেন—হে মহাবলশালী রাজা, পার্থিব উপাদানগুলিকে সক্রিয় করার মাধ্যমে, সকল সৃষ্টির পরমাত্মা সমস্ত জীবকে উচ্চ এবং নীচ প্রজন্মগুলিতে প্রেরণ করেছেন, যাতে ঐ বদ্ধ জীবগণ তাদের অভিলাষ অনুসারে ইন্দ্রিয় উপভোগ অথবা পরম মুক্তিলাভের অনুশীলন করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, এই শ্লোকটিতে মায়া শক্তির জড়জাগতিক প্রকৃতির বিভিন্ন গুণবৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়*

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াকে *গুণময়ী* রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, অর্থাৎ "প্রকৃতির জড়জাগতিক গুণবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন" বলেছেন। প্রকৃতির জড়জাগতিক গুণবৈশিষ্ট্য বোঝাতে এই শ্লোকটিতে আভাসে বলা হয়েছে *উচ্চাবচানি* অর্থাৎ "উচ্চ এবং নীচ উভয়প্রকার প্রজন্ম"। কোনও বিশেষ প্রজন্মের মধ্যে যেমন রূপসৌন্দর্য, কদাকার শরীর, দেহবল, দুর্বলতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাদি থাকে, তেমনই প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যাদির অল্পবিস্তর বিকাশ অনুসারে, বিভিন্ন জীব-প্রজন্মের উদ্ভব হয়ে থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২২) প্রতিপন্ন হয়েছে, *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু*—"সৎ এবং অসৎ প্রজন্মের মাঝে জড়া প্রকৃতির সঙ্গে জীবের সঙ্গ-সান্নিধ্যের ফলেই এমন হয়ে থাকে।" ঠিক তেমনই আমরা এই বিবৃতিটিও পাই—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

"যাঁরা সত্ত্বগুণের ভাবে অবস্থিত, তাঁরা ক্রমেই স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হন; যারা রজোগুণ সম্পন্ন, তারা জড়জাগতিক গ্রহলোকে বাস করে; এবং যারা তমোগুণ সম্পন্ন, তারা নারকীয় জগতে অধঃপতিত হয়।" (*ভগবদ্গীতা* ১৪/১৮)

জড় জাগতিক জীবনধারার তিনটি সাধারণ শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—দেব, তির্যক এবং নর অর্থাৎ, দেবতাগণ, মনুষ্যেতর প্রাণীগণ, এবং মানবজাতি। বিভিন্ন প্রজাতির জীবনে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের বিবিধ প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকে। বিভিন্ন আকারের সৃষ্টি ইন্দ্রিয়াদি, যথা যৌনাঙ্গ, নাসারন্ধ্র, জিহ্বা, কর্ণ এবং চক্ষুর দ্বারা বিভিন্ন প্রজাতি নির্ণয় করা হয়ে থাকে। যেমন, পায়রাদের প্রায় অবাধে অপরিমিত যৌন সংযোগের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ভালুকেরা প্রচুর নিদ্রার সুযোগ পেয়েছে। বাঘ এবং সিংহেরা লড়াই আর মাংসাহারের ক্ষমতা দেখায়, ঘোড়ারা দ্রুত ধাবনের জন্য তাদের পায়ের বৈশিষ্ট্যে সুপরিচিত, শকুন আর চিলেদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষমতা রয়েছে, এবং আরও কত এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। মানবজাতি তার বিপুল পরিমাণ মস্তিষ্কের জন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়েছে, যার উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধি করার সামর্থ্য।

এই শ্লোকটির মধ্যে *স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে* বাক্যাংশটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। *স্ব* শব্দটি অধিকার বোঝায়। সকল জীব পরমেশ্বর ভগবানের আয়ত্তাধীন (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। সুতরাং এই শ্লোকটি অনুসারে জীবগণের দুটি স্বেচ্ছাধিকার রয়েছে—*মাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে* এবং *আত্মপ্রসিদ্ধয়ে*।

মাত্রা বলতে জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি বোঝায়, এবং *প্রসিদ্ধয়ে* বলতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ বোঝায়। সুতরাং *মাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে* মানে "সার্থকভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগে নিয়োজিত থাকা।"

অপরপক্ষে *আত্মপ্রসিদ্ধয়ে* বলতে বোঝায় কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন। দুই ধরনের আত্মা হয়—জীবাত্মা, অর্থাৎ সাধারণ জীবসত্তা, যা অধীনস্থ থাকে, এবং পরমাত্মা, যিনি পরম জীবসত্তা এবং তিনি স্বাধীন স্বতন্ত্র থাকেন। কিছু জীব দুই ধরনের আত্মার উপলব্ধিতে প্রয়াসী হয়, এবং এই শ্লোকটিতে *আত্মপ্রসিদ্ধয়ে* শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, ঐ সকল জীবকে ঐ ধরনের উপলব্ধির সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্যই পার্থিব জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সেই উপলব্ধির মাধ্যমে তারা ভগবদ্ধামে যেখানে জীবন অনন্ত এবং পূর্ণ সুখানন্দ আর সম্যক জ্ঞান বিরাজ করছে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই ভাবধারা প্রতিপন্ন করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/৮৭/২) বেদস্তুতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

> *বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রাণান্ নানামসৃজৎ প্রভুঃ ।*
> *মাত্রার্থং চ ভবার্থং চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥*

"শ্রীভগবান বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং প্রাণবায়ু জীবের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের জন্য, উচ্চলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানাদির জন্য এবং পরিণামে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনের জন্য।"

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, শ্রীভগবানের সৃষ্টিতত্ত্বের যথার্থ উদ্দেশ্য মাত্র একটি—স্বয়ং ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের প্রগতি প্রশস্ত করা। যদিও বলা হয়েছে যে, শ্রীভগবানই ইন্দ্রিয়সুখতৃপ্তি উপভোগের পথ প্রশস্ত করে রেখেছেন, তবে উপলব্ধি করা উচিত যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান পরিণামে বদ্ধজীবগণের কোনও নির্বুদ্ধিতা ক্ষমা করেন না। শ্রীভগবান ইন্দ্রিয় উপভোগের সুবিধা (*মাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে*) দিয়ে থাকেন যাতে জীবগণ ক্রমশই উপলব্ধি করতে পারে যে, শ্রীভগবানকে বাদ দিয়ে তৃপ্তি উপভোগের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক জীবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ মাত্র। বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীভগবান এমন একটি বিধিবদ্ধ কার্য পদ্ধতি দিয়েছেন যাতে জীব ক্রমশ তাদের সব প্রবণতা নিঃশেষ করে তার নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরে শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের মর্যাদা বুঝতে পারে। শ্রীভগবান নিঃসন্দেহে সকল সৌন্দর্য, আনন্দ এবং তৃপ্তি সুখের পরম আধার, এবং তাই শ্রীভগবানের প্রেমময়ী সেবা অনুশীলনেই আত্মনিয়োগ করে থাকা সকল জীবের কর্তব্য। যদিও সৃষ্টি তত্ত্বের দুটি আপাতগ্রাহ্য উদ্দেশ্য রয়েছে, তা সত্ত্বেও

বুঝতে হবে যে, চরম উদ্দেশ্য মাত্র একটি। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগের আয়োজন শেষ পর্যন্ত জীবকে একমাত্র ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করতে হবে।

শ্লোক ৪

এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ।
একধা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণান্ ॥ ৪ ॥

এবম্—এইভাবে বর্ণিত; **সৃষ্টানি**—সৃষ্ট; **ভূতানি**—জীবগণ; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করার পরে; **পঞ্চধাতুভিঃ**—পঞ্চ মূল উপাদান (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম) সমন্বয়ে সৃষ্ট; **একধা**—একক (মনের অধিদ্রষ্টা); **দশধা**—দশবিধ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের অধিদ্রষ্টা স্বরূপ); **আত্মানম্**—স্বয়ং; **বিভজন্**—বিভক্ত করে; **জুষতে**—তিনি নিযুক্ত করেন (তিনি জীবাত্মাকে নিয়োজিত করেন); **গুণান্**—পার্থিব গুণবৈশিষ্ট্যাদি সহকারে।

অনুবাদ

এইভাবে সৃষ্ট জীবের পার্থিব শরীরগুলির মধ্যে পরমাত্মা প্রবেশ করেন, তাতে মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় করেন, এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি উপভোগের জন্য জড়জাগতিক প্রকৃতি ত্রিবিধ গুণবৈশিষ্ট্যের প্রতি বদ্ধ জীবকে অগ্রসর হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে থাকেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষ্য নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হল।

এক পরমাত্মা পঞ্চ ভৌত তথা পার্থিব উপাদানগুলির (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সক্রিয় পার্থিব মনকে প্রয়োগ করে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক কার্যকলাপকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক)-এর মধ্যে বিভক্ত করেন এবং আরও স্থূল প্রকৃতির পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (হাত, পা, মুখ, যোনি এবং গুহ্যদ্বার) রূপে বিভক্ত করেন। যেহেতু মুক্তাত্মা জীবের মধ্যে শ্রীভগবানের সেবা অনুশীলনের সুতীব্র প্রবণতা থাকে, সেই কারণে তাঁরা পার্থিব ভাল এবং মন্দ দ্বৈতভাবের প্রতি আকৃষ্ট হন না। জাগতিক অভিপ্রকাশের অতীত আপনার অপ্রাকৃত লীলাবিলাস নিত্য উপভোগে রত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ভক্তি ও প্রেম নিবেদনের মাধ্যমেই তাঁরা তৃপ্তি লাভ করে থাকেন।

যখন বদ্ধজীবেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাথে তাদের প্রেমময় সম্বন্ধ বিস্মৃত হয়, তখন তাদের মাঝে অবাঞ্ছিত বাসনা জাগে। সুতরাং, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর রূপ, রস, গন্ধ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাদির সেবা অনুশীলনে সমর্থ না হয়ে, এই সমস্ত জীবাত্মা ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের তিক্ত ফললাভে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি তাদের ভগবৎ-প্রেম কোনও ভাবে জাগরিত হয়, তা হলে বদ্ধ জীবগণ তাদের সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকর্ম শ্রীভগবানের দিব্য লীলার সেবায় নিপুণভাবে সংযোজন করতে পারবে।

বাস্তবিকই, সমস্ত পার্থিব ক্রিয়াকলাপই অতীব অবাঞ্ছিত। তবে বদ্ধজীব মায়ার প্রভাবে ভাল এবং মন্দ, সুখকর এবং বিরক্তিকর, তথা বিভিন্ন প্রকার পার্থক্যের আপাত বিভেদ প্রত্যক্ষ করতে থাকে। শ্রীভগবান তথা পরমাত্মা জীবের সম্মিলিত গোষ্ঠীগত এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে প্রত্যেকের অন্তস্তল উপলব্ধি করে থাকেন। তাই, কোনও নিষ্ঠাপরায়ণ জীবাত্মা যখন পারমার্থিক সিদ্ধি অর্জনে উন্মুখ হয়, তখন শ্রীভগবান তাকে পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি দেন এবং বৈকুণ্ঠপতির সেবার উপযোগী সামর্থ্য তার মধ্যে সৃষ্টি করেন। ভগবৎ-প্রেম দিব্য আনন্দ উপভোগের বিবিধ প্রকার রস-গন্ধে উচ্ছল হয়ে থাকে। অবশ্য, অজ্ঞতার বশে বদ্ধ জীব নিজেকেই সেবার যথার্থ লক্ষ্য বিবেচনা করে এবং তার ফলে সমগ্র বাস্তব পরিস্থিতির ভ্রান্ত সমীক্ষা করে থাকে।

শ্লোক ৫

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ ।
মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে ॥ ৫ ॥

গুণৈঃ—গুণাদিসহ (ইন্দ্রিয়াদি); **গুণান্**—গুণাদি (ইন্দ্রিয়াদির লক্ষ্য বস্তু); **সঃ**—সে (জীব); **ভুঞ্জানঃ**—উপভোগ করে; **আত্ম**—পরমাত্মার সঙ্গে; **প্রদ্যোতিতৈঃ**—উজ্জীবিত হয়ে; **প্রভুঃ**—প্রভু; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **ইদম্**—এই; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট (দেহ); **আত্মানম্**—নিজের আত্মসত্তা বিবেচনা করে; **ইহ**—এইভাবে; **সজ্জতে**—সে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

অনুবাদ

পরমাত্মার দ্বারা উজ্জীবিত পার্থিব ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে পার্থিব শরীরের প্রভু হয়ে জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সমন্বিত ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য বস্তুগুলি ভোগ করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। এইভাবে প্রকৃতির সৃষ্ট পার্থিব শরীরটিকে সে জন্মরহিত নিত্য স্বরূপ ভ্রান্তি বোধ করে এবং শ্রীভগবানের মায়াশক্তির কবলে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

এমন হত যে, শ্রীভগবান তাঁর দিব্য গুণাবলীর (*গুণৈঃ*) মতো তাঁর কৃপার মাধ্যমে তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের দিব্য গুণাবলীর (*গুণান্*) আস্বাদন করতে সক্ষম হন। *আত্মপ্রদোতিতৈঃ* শব্দটির দ্বারা তা হলে বোঝায় যে, সর্বগুণের আধার পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তগণ সেইভাবেই দিব্যগুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হয়ে থাকেন। *মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানম্* শব্দগুলি বোঝায় যে, *আচার্যং মাং বিজানীয়ান্ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ* শ্লোকে স্বয়ং ভগবান যেভাবে অভিব্যক্ত করেছেন, সেই অনুসারেই শ্রীভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের শরীর পরিগ্রহ করার মাধ্যমে তাঁর নিজ দিব্য মর্যাদার সমকক্ষ হয়ে থাকেন। শ্রীভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রেমময়ী ভক্তিসেবা অনুশীলনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধে সম্পর্কিত হয়ে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে, যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজধাম দ্বারকা নগরী অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রেমময় সনির্বন্ধ অনুরোধে হস্তিনাপুরে আরও কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করেছিলেন। ঠিক তেমনই, বৃন্দাবনের বয়োজ্যেষ্ঠা গোপীগণ যখন তাঁদের হাতে তালি বাজিয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের তালে তাল দিয়ে পুতুলের মতো নৃত্য করেছিলেন। এই বিষয়টি সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* (৯/৪/৬৮) থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

"শুদ্ধ ভক্ত নিত্য আমার অন্তস্থলে বিরাজ করেন, এবং আমি নিত্য শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করি। আমার ভক্ত আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে চেনেন না, এবং আমি তাঁদের ছাড়া অন্য কাউকে চিনি না।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *প্রভুঃ* শব্দটিও নিম্নলিখিত ভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। *প্র* শব্দটি বোঝায় *প্রকর্ষেণ,* অর্থাৎ "প্রবলভাবে", এবং *ভূ* বোঝায় *ভবতি,* অর্থাৎ "জন্মগ্রহণ করে"। সুতরাং *প্রভুঃ* বলতে *প্রকর্ষেণ দেবতির্যগাদিষু ভবতীতি সঃ,* অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ দেবগণ, পশুপক্ষী, মানবজাতি এবং অন্যান্য নানা প্রকার জীবনধারায় জন্মগ্রহণ করা বোঝায়।

কোনও শুদ্ধ ভক্তের দিব্যভাবাপন্ন শরীরের প্রতি শ্রীভগবানের আসক্তি বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামীর বিবৃতি সমর্থন করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থ থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি (অন্ত্য ৪/১৯২-১৯৩) উদ্ধৃত করেছেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

"দীক্ষা লাভের সময়ে যখন ভক্ত শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিবেদন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিজেরই মতো শুদ্ধ সত্ত্বরূপে স্বীকার করে নেন।"

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥

"এইভাবে যখনই ভক্তের শরীরটি দিব্য চিদানন্দময় স্বরূপ অর্জন করে, তখন ভক্ত সেই দিব্য দেহে শ্রীভগবানের চরণকমলে সেবা নিবেদন করতে থাকেন।"

শ্লোক ৬

কর্মাণি কর্মভিঃ কুর্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ ।
তত্তৎ কর্মফলং গৃহ্নন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্ ॥ ৬ ॥

কর্মাণি—বিবিধ প্রকার ফলাশ্রয়ী কর্ম; **কর্মভিঃ**—কর্মেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে; **কুর্বন্**—সম্পন্ন করার মাধ্যমে; **স-নিমিত্তানি**—যেগুলি প্রবল আকাঙ্ক্ষাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে; **দেহ-ভৃৎ**—পার্থিব দেহের মালিক; **তৎ তৎ**—বিবিধ; **কর্ম-ফলম্**—কর্মের ফল; **গৃহ্নন্**—গ্রহণ করার ফলে; **ভ্রমতি**—সে বিচরণ করে; **ইহ**—এই জগতের সর্বত্র; **সুখ**—সুখ-আহ্লাদ; **ইতরম্**—এবং অন্য অনেক কিছু।

অনুবাদ

উত্তরোত্তর পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে, শরীরধারী জীব নানা ধরনের ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে তার সক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলি নিয়োজিত করে। তখন সে সুখ এবং দুঃখ বলতে যা বোঝায়, তেমন অনুভূতি নিয়ে সারা জগতে বিচরণ করতে করতে তার পার্থিব ক্রিয়াকর্মের ফল ভোগ করতে থাকে।

তাৎপর্য

যুক্তি উত্থাপন করে বলা চলে যে, কোনও জীব যদি তার পূর্বকর্মের ফলভোগের অধীন হয়ে থাকে, তা হলে তার সহজ স্বাধীন ইচ্ছার তো কোনই অবকাশ থাকবে না; কেউ একবার পাপময় ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত থাকলে, সেই জীব পূর্বকর্মের জন্য চিরকাল ফলভোগের অধীন হয়ে থাকার ফলে, তাকে সীমাহীন দুঃখদুর্দশার ধারাবাহিকতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতেই হবে। এই ধরনের কল্পনাপ্রসূত যুক্ত্যাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে সুবিচার সম্পন্ন এবং পরমকল্যাণময় ভগবানের অস্তিত্ব

চিন্তা করা চলে না, যেহেতু জীব তার পূর্বকর্মাদির ফলস্বরূপ পাপময় ক্রিয়াকর্মাদি সাধনে বাধ্য হয়ে থাকে, যে কাজগুলিও তার আরও পূর্বকর্মাদির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সাধিত হতে থাকে। যেহেতু কোনও সাধারণ ভদ্রলোকও নির্দোষ মানুষকে অযথা শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত হন না, তা হলে এই জগতের মাঝে বদ্ধ জীবদের অসহায় দুঃখভোগের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে থাকার মতো ভগবানই বা কেমন করে থাকতে পারেন?

নির্বুদ্ধিপ্রসূত এই যুক্তির জবাবে একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত সহজেই দিতে পারা যায়। যদি আমি কোনও বিমানযাত্রার জন্য টিকিট কিনে, বিমানে উঠি, এবং আকাশ ভ্রমণ শুরু করি, তা হলে একবার যখন আমি বিমানটিতে ওঠবার মনস্থ করে ফেলেছি, তখন বিমানটি উড়তে শুরু করে দেওয়ার পরে বিমানটি আমাকে নামতে দেওয়ার আগে পর্যন্ত সমানে উড়িয়ে নিয়ে যেতেই বাধ্য করে রাখে। তবে এই সিদ্ধান্তটির ফললাভে আমি বাধ্য হয়েই থাকি, বিমানের মধ্যে থাকাকালীন আমি অন্যান্য নানা প্রকার নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। আমি বিমান পরিচারিকার কাছ থেকে খাবারদাবার নিয়ে খেতে পারি কিংবা না নিতেও পারি, আমি পত্রপত্রিকা পড়তে পারি, আমি ঘুমাতে পারি, বিমানের মধ্যে সরু চলাপথে সামনে পিছনে যাতায়াত করতেও পারি, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতেও পারি, এবং আরও কিছু করা চলে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সাধারণ বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে—কোনও একটি বিশেষ শহরের দিকে আমি উড়ে চলতে থাকলেও—সেই কাজটি আমার পক্ষে বিমানে উঠার পূর্বসিদ্ধান্তের কর্মফল হওয়া সত্ত্বেও—তেমন পরিবেশেও আমি সকল সময়ে নিত্যনতুন সিদ্ধান্ত করে চলেছি এবং নতুন কর্মফলও সৃষ্টি করতে থাকছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমি বিমানের মধ্যে কোনও বিপত্তি সৃষ্টি করি, তাহলে বিমান নামলেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তা না করে, আমি যদি বিমানে আমার পাশে বসে থাকা এক ব্যবসায়ী মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারি, তা হলে সেই সংযোগ-সম্পর্কের ফলে ভবিষ্যতে কোনও ব্যবসায়িক শুভলাভ ঘটে যেতে পারে।

এইভাবেই, জীব যদিও কর্মফলের নিয়ম অনুসারে বিশেষ কোনও শরীর ধারণে বাধ্য হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও মানব শরীরের মধ্যে সর্বদাই স্বাধীন ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা থাকে। সুতরাং মানব-জীবনে জীব তার পূর্বকর্মের ফলভোগে বাধ্য হয়ে থাকলেও, তার বর্তমান জীবনের ক্রিয়াকর্মের জন্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে দায়ী করা অযৌক্তিক।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, মায়ার প্রভাব এমনই তীব্র যে, নরকতুল্য পরিবেশেও গর্বোদ্ধত বদ্ধ জীব মনে করে যে, সুখের জীবন সে উপভোগ করছে।

শ্লোক ৭

ইত্থং কর্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্ ।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ ॥ ৭ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **কর্ম-গতিঃ**—বিগত জীবনের কর্মফলের মাধ্যমে নির্ধারিত জীবনের গতি; **গচ্ছন্**—লাভ করে; **বহু-অভদ্র**—নানাভাবে অশুভ; **বহাঃ**—যা বহন করতে থাকে; **পুমান্**—জীব; **আভূত-সংপ্লবাৎ**—সৃষ্টিময় জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় পর্যন্ত; **সর্গ-প্রলয়ৌ**—জন্ম ও মৃত্যুর; **অশ্নুতে**—সে ভোগ করতে থাকে; **অবশঃ**—অসহায় ভাবে।

অনুবাদ

এইভাবেই বদ্ধ জীব বারে বারে জন্ম এবং মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে বাধ্য হয়। তার নিজেরই কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, সে বাধ্য হয়ে এক অশুভ পরিস্থিতি থেকে অন্য এক অশুভ পরিবেশের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পরিভ্রমণ করতে থাকে—সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে বিশ্ব প্রলয়ের সময় পর্যন্ত দুর্দশা ভোগ সে করতেই থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্যের মতে, পার্থিব জগতের মাঝে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পুনঃ পুনঃ দুঃখকষ্ট ভোগের এই তত্ত্ব শোনবার পরেও যদি কেউ তেমন অসহায় জীবকে শ্রীভগবানের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচনা করতে থাকে, তা হলে সে অবধারিতভাবেই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে এমনই এক ঘোর অন্ধকারময় প্রদেশে নিমজ্জিত হবে, যেখান থেকে উদ্ধার লাভ কঠিন হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৮

ধাতূপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্ ।
অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি ॥ ৮ ॥

ধাতু—পার্থিব উপাদানগুলির; **উপপ্লব**—বিনাশ; **আসন্নে**—যখন আসন্ন হয়; **ব্যক্তম্**—অভিব্যক্ত সৃষ্টি; **দ্রব্য**—স্থূল দ্রব্যাদি; **গুণ**—এবং সূক্ষ্ম গুণাবলী; **আত্মকম্**—সম্বলিত; **অনাদি**—আদিহীন; **নিধনঃ**—অন্তহীন; **কালঃ**—সময়; **হি**—অবশ্যই; **অব্যক্তায়**—অব্যক্ত রূপের মাঝে; **অপকর্ষতি**—সমাকৃষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

পার্থিব উপাদানগুলির বিনাশ সমাসন্ন হলে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর অনাদি অনন্ত মহাকালের গর্ভে সর্বপ্রকার অভিব্যক্ত সৃষ্টি রূপই স্থূল এবং সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাদিসহ আকৃষ্ট করে থাকেন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন অব্যক্ত অবস্থায় বিলীন হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান শ্রীকপিলদেব উপদেশ প্রদান করেছেন যে, পার্থিব জড়া প্রকৃতি সৃষ্টির আদিপর্বে '*প্রধান*' নামে অভিহিত এক অনড় সমাবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। যখন শ্রীবিষ্ণু তাঁর 'কাল'-রূপী সৃষ্টিধর্মীদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন পার্থিব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয়, যার পরিণামে জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির অভিপ্রকাশ ঘটতে থাকে। এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সময় শেষ হয়ে গেলে, সেই 'কাল' যা থেকে সর্বপ্রথমে সৃষ্টির মাঝে নারী প্রকৃতির উদ্ভব হয়েছিল, তা আবার জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি পর্বে আত্মসম্বরণ করে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, 'কাল'-রূপী সৃষ্টিধর্মী মহাশক্তি তখন প্রত্যাহৃত হয়, এবং তা পার্থিব প্রকৃতির মূল কারণরূপে আবির্ভূত স্বয়ং পরমাত্মার মাঝে বিলীন হয়ে যায় (*অনাদিরাদিঃ গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্*)।

এই ধরনের সৃষ্টি এবং প্রলয়, জন্ম এবং মৃত্যুর প্রযুক্তিমূলক তত্ত্বের আভাস শ্রীভগবানের অনন্ত দিব্যধামে বিরাজ করে না। চিন্ময় ব্রহ্মাকাশে শ্রীভগবান ও তাঁর ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্যময় সুখাস্বাদন কখনই পার্থিব জড়জগতের মাঝে অভিপ্রকাশিত জন্ম, বিকাশ ও ধ্বংসের নিকৃষ্ট চক্রের আবর্তে বিড়ম্বিত হয় না।

শ্লোক ৯

শতবর্ষা হ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি ।
তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাংস্ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি ॥ ৯ ॥

শতবর্ষ—একশত বর্ষব্যাপী; **হি**—অবশ্য; **অনাবৃষ্টিঃ**—অনাবৃষ্টি; **ভবিষ্যতি**—হবে; **উল্বণা**—ভয়াবহ; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **তৎকাল**—সেই সময়ে; **উপচিত**—সৃষ্টি হয়; **উষ্ণ**—তাপ; **অর্কঃ**—সূর্য; **লোকান্**—গ্রহলোকাদি; **ত্রীন্**—তিন; **প্রতপিষ্যতি**—ভীষণভাবে দগ্ধ হবে।

অনুবাদ

যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন পৃথিবীতে একশতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির প্রকোপ হয়। একশত বর্ষ সূর্যের তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তার অগ্নিময় তাপে ত্রিভুবন দগ্ধ হতে শুরু করে।

শ্লোক ১০

পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ ।
দহন্নূর্ধ্বশিখো বিষ্বক্ বর্ধতে বায়ুনেরিতঃ ॥ ১০ ॥

পাতালতলম্—পাতাল গ্রহে; **আরভ্য**—শুরু করে; **সঙ্কর্ষণ-মুখ**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীসঙ্কর্ষণরূপী মুখ থেকে; **অনলঃ**—অগ্নি; **দহন্**—জ্বলতে থাকে; **ঊর্ধ্বশিখঃ**—তার ঊর্ধ্বগামী শিখা সহ; **বিষ্বক্**—সর্বদিকে; **বর্ধতে**—বৃদ্ধি পেতে থাকে; **বায়ুনা**—বাতাসে; **ঈরিতঃ**—তাড়িত হয়ে।

অনুবাদ

পাতাল লোক থেকে শুরু করে, সেই আগুন ভগবান শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখ থেকে উদ্গীরণ হতে থাকে। ঊর্ধ্বমুখী সেই অগ্নিশিখা প্রবলবেগে বায়ুতাড়িত হয়ে সর্বদিকে দগ্ধ প্রবাহ বিস্তার করতে থাকে।

শ্লোক ১১

সংবর্তকো মেঘগণো বর্ষতি স্ম শতং সমাঃ ।
ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট্ ॥ ১১ ॥

সংবর্তকঃ—প্রলয়ের; **মেঘগণঃ**—মেঘপুঞ্জ; **বর্ষতি**—বর্ষণ করবে; **স্ম**—অবশ্যই; **শতং সমাঃ**—একশত বর্ষব্যাপী; **ধারাভিঃ**—প্রবল ধারায়; **হস্তিহস্তাভিঃ**—(হস্তিশুণ্ডের মতো দীর্ঘ) বৃষ্টিবিন্দুর দ্বারা; **লীয়তে**—বিলীন হবে; **সলিলে**—জলে; **বিরাট্**—মহাবিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

অনুবাদ

সংবর্তক নামে প্রলয়ঙ্কর মেঘরাশি একশত বর্ষব্যাপী বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করতে থাকে। হাতির শুঁড়ের মতো সুদীর্ঘ এক-একটি বৃষ্টিবিন্দুর ভয়াবহ প্রবল ধারায় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হয়ে যায়।

শ্লোক ১২

ততো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তখন; **বিরাজম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **উৎসৃজ্য**—(তাঁর শরীর) উৎসর্গ করে; **বৈরাজঃ পুরুষঃ**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপী পরমেশ্বর (হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা); **নৃপ**—হে নিমিরাজ; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত প্রকৃতি (প্রধান); **বিশতে**—তিনি অনুপ্রবেশ করেন; **সূক্ষ্মম্**—অতি সূক্ষ্ম; **নিরিন্ধনঃ**—ইন্ধন শূন্য; **ইব**—মতো; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

হে নিমিরাজ, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপের অন্তরাত্মা শ্রীবৈরাজ ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মাণ্ডরূপী শরীর ত্যাগ করেন, এবং আগুনের ইন্ধন নিঃশেষিত হওয়ার ফলে যেমন হয়, সেইভাবেই তিনি সূক্ষ্ম অব্যক্ত 'প্রধান' প্রকৃতির মাঝে অনুপ্রবেশ করে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, এই শ্লোকের মধ্যে *বৈরাজঃ* শব্দটি বোঝায় যে, বিভিন্ন বদ্ধ জীবের সমগ্র সত্তা ব্রহ্মার মধ্যে থেকে প্রথমে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রলয়কালে তাঁরই মাঝে একাত্ম হয়ে যায়। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ বিরাট পুরুষের অভিপ্রকাশের দ্বারা জড়জাগতিক সৃষ্টির মধ্যে অস্থায়ী তথা অনিত্য কিছু রূপ, গুণ এবং ক্রিয়াকলাপের লীলা অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকল সৃষ্টি প্রত্যাহার করে নেন, তখন সমগ্র দৃশ্যমান চরাচর অরূপ সত্তা ফিরে পায়। সুতরাং শ্রীভগবানের বিশ্বরূপটিকে ভগবানের নিত্যরূপ বলে স্বীকার করতে পারা যায় না। এই রূপটি নিতান্তই মায়ার রাজ্যের মধ্যে তাঁর নিজ রূপের অস্থায়ী অনিত্য কাল্পনিক সাদৃশ্য মাত্র। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে, এবং দ্বিতীয় স্কন্ধেও, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপটিকে শ্রীভগবানের চিন্তায় ধ্যানস্থ হওয়ার অনুকূলে কনিষ্ঠ ভক্তদের উদ্দেশ্যে একটি কল্পনাশ্রিত রূপ বলে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা বিশেষভাবে জড়বাদী, তারা একেবারেই বুঝতে পারে না যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান বাস্তবিকই জড়জাগতিক শক্তি প্রদর্শনের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অর্থাৎ চিরন্তন সত্যস্বরূপ আনন্দ ও জ্ঞানের আধার। সেই কারণে ঐ ধরনের স্থূলবুদ্ধি জড়বাদী মানুষদের ভগবদ্-বিশ্বাসী করে তোলার উদ্দেশ্যেই, পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট শরীররূপে বস্তুনির্ভর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্যানচর্চায় বৈদিক শাস্ত্রাদি তাদের উৎসাহ দিয়েছে। এই ধরনের সামগ্রিক ভগবৎ বিশ্বাসী ধ্যানধারণার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের চরম সত্তা অভিব্যক্ত হয় না, তবে শ্রীভগবানের প্রতি ক্রমশ মন আকৃষ্ট করে তোলার একটি পদ্ধতি মাত্র।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, যাতে প্রলয়কালে শ্রীব্রহ্মাকে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের প্রামাণিকতা ব্যক্ত হয়েছে—

ব্রহ্মণাসহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে ।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

"চরম প্রলয়কালে সমস্ত কৃতবিদ্য জীবাত্মা শ্রীব্রহ্মার সঙ্গে একই সাথে পরমধামে প্রবেশ করেন।" যেহেতু শ্রীব্রহ্মাকে কখনও-বা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে বিবেচনা করা হয় বলে, অবশ্যই তিনি শুধুমাত্র 'অব্যক্ত' নামে অভিহিত জড়জাগতিক প্রকৃতির অপরিদৃশ্যমান অবস্থার মাঝে প্রবেশ করেন, তাই নয়—তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভও করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এক ধরনের অভক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞাদি এবং অন্যান্য ধরনের যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রহ্মার ধামে গমন করে থাকে, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্রহ্মা স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে বিবেচিত না হতেও পারেন। তাই *অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকতে পারে যে, ব্রহ্মার মতো অভক্ত পুরুষ জড়জাগতিক কলাকৌশলের নৈপুণ্য সম্পর্কিত পরম বিশ্বব্যাপী মর্যাদা অর্জন করে থাকলেও, তিনি চিদাকাশে প্রবেশ করতে পারেন না। কিন্তু যখন ব্রহ্মা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের একজন ভক্ত, তখন *অব্যক্তম্* শব্দটি চিদাকাশ বোঝায়; যেহেতু চিদাকাশ কখনই বদ্ধ জীবদের কাছে প্রতিভাত হয় না, তাই সেটিকেও *অব্যক্ত* বিবেচনা করা চলে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন না করার ফলে যদি ব্রহ্মাও ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে না পারেন, তা হলে অন্যান্য যে সব মানুষ ধর্মপ্রাণ অথবা অভিজ্ঞ অভক্ত বলে পরিচিত, তাদের কথা আর কী বলার আছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্রহ্মার পদমর্যাদার মধ্যে তিন ধরনের শ্রেণীবিন্যাস আছে, যেমন—কর্মী, জ্ঞানী এবং ভক্ত। যে ব্রহ্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বোত্তম কর্মী, তাঁকে পার্থিব জগতে ফিরে আসতে হবে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সর্বোত্তম মনোধর্মী দার্শনিক হয়ে ওঠেন, তিনি নির্বিশেষ শূন্যবাদী মুক্তি লাভ করতে পারেন; এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান্ ভক্ত হয়ে ওঠার ফলে যিনি ব্রহ্মার পদমর্যাদা অর্জন করেন, তিনি শ্রীভগবানের নিজধামে প্রবেশ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩২/১৫) আরও একটি বিষয় বিবৃত হয়েছে—কোনও ব্রহ্মা ভগবদ্ভক্ত কিন্তু নিজেকে শ্রীভগবানের সমকক্ষ কিংবা স্বতন্ত্র স্বাধীন মনে করবার প্রবণতা লাভ করেছেন, তিনি প্রলয়কালে মহাবিষ্ণুর ধাম লাভ করেন, কিন্তু যখন আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন তাঁকে ফিরে এসে আবার ব্রহ্মার পদ অধিকার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে *ভেদদৃষ্ট্যা* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা নিজেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন শক্তিমান রূপে চিন্তার প্রবণতা বোঝায়। শ্রীব্রহ্মার মতো একজন মহান জীবের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের গতিলাভের সম্ভাবনা থেকে সুনিশ্চিতভাবেই

প্রমাণিত হয় যে, সচ্চিদানন্দময় অনন্ত জীবন লাভের জন্য কোনও প্রকার পার্থিব মর্যাদাই অর্থহীন। *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুনিশ্চিতভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, সকল প্রকার ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা যদি কেউ বর্জন করে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনে আত্মসমর্পণ করে, তা হলে শ্রীভগবান স্বয়ং তাকে রক্ষা করে থাকেন এবং চিদাকাশে পরমধামে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। নিজের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি অর্জনের চেষ্টা করা এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করা নিতান্তই ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এই ধরনের অন্ধ প্রচেষ্টাকে *ভগবদ্‌গীতার* অষ্টাদশ অধ্যায়ে *বহুলায়াসম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ এই যে, এই ধরনের কাজকর্ম জাগতিক রজোগুণাশ্রিত হয়ে থাকে। ব্রহ্মা রজোগুণের প্রভু, এবং তাঁর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পরিচালন ব্যবস্থা অবশ্যই *বহুলায়াসম্* অর্থাৎ বহু আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টার ফল, তা অবশ্যই স্বীকার্য। তবে ঐ ধরনের সমস্ত রজোগুণাশ্রিত কাজই, তা শ্রীব্রহ্মার দ্বারা সম্পন্ন হলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ ব্যতিরেকে পরিণামে নিরর্থক প্রমাণিত হয়।

শ্লোক ১৩

বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে ।
সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে ॥ ১৩ ॥

বায়ুনা—বায়ুর দ্বারা; **হৃত**—অপহৃত; **গন্ধা**—সুগন্ধ গুণ; **ভূঃ**—ক্ষিতি; **সলিলত্বায় কল্পতে**—জলে পরিণত হয়; **সলিলম্**—জল; **তৎ**—তার দ্বারা (ঐ বায়ু দ্বারা); **হৃতরসম্**—রসাস্বাদন অপহরণ করে; **জ্যোতিষ্ট্বায় উপকল্পতে**—অগ্নিতে পরিণত হয়।

অনুবাদ

বায়ুর দ্বারা ক্ষিতির সুগন্ধি গুণ অপহৃত হলে, তা জলে পরিণত হয়; এবং সেই বায়ুর দ্বারা জলের রসাস্বাদন অপহৃত হলে, তা অগ্নিতে পরিণত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে জড়জাগতিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিবিধ বিবরণ দেওয়া আছে, যার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মহাশূন্য তথা বোম্ থেকে বায়ুর সৃষ্টি হয়, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, এবং জল থেকে মাটির সৃষ্টি হয়ে থাকে। তখন, বিপরীত ক্রমানুসারে, সৃষ্টি বিলীন হতে থাকে। সেই অনুযায়ী পৃথিবীর মাটি যে-জল থেকে উৎপন্ন হয়েছিল, সেই জলের অবস্থায় ফিরে যায় এবং জল তেমনই আগুনে পরিণত হয়।

শ্লোক ১৪

হৃতরূপং তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে ।
হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে ।
কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে ॥ ১৪ ॥

হৃত-রূপম্—রূপের গুণ অপহৃত হওয়াতে; **তু**—অবশ্যই; **তমসা**—অন্ধকারে; **বায়ৌ**—বায়ুর মধ্যে; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়ে যায়; **হৃতস্পর্শঃ**—স্পর্শ না পেয়ে; **অবকাশেন**—মহাশূন্য তথা ব্যোমের সাহায্যে; **বায়ুঃ**—বাতাস; **নভসি**—মহাশূন্যে; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **কাল-আত্মনা**—মহাকালরূপে পরমাত্মা; **হৃতগুণম্**—যথার্থ গুণ অপহৃত হলে; **নভঃ**—মহাকাশ; **আত্মনি**—অজ্ঞানতা স্বরূপ মিথ্যা অহমিকার মাঝে; **লীয়তে**—বিলীন হয়।

অনুবাদ

অন্ধকারের দ্বারা অগ্নির স্বরূপ অপহৃত হলে তা বায়ুতে পরিণত হয়। মহাশূন্যের প্রভাবে বায়ু যখন তার স্পর্শানুভূতি হারিয়ে ফেলে, তখন তা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যখন মহাশূন্যের যথার্থ গুণাবলী পরমাত্মা অপহরণ করে নেন, তখন মহাকালের প্রভাবে সেই মহাশূন্য তামস অহঙ্কারে পরিণত হয়।

শ্লোক ১৫

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়গুলি; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **সহ বৈকারিকৈঃ**—সত্ত্বগুণের মিথ্যা অহঙ্কার থেকে প্রসূত দেবতাগণ সহ; **নৃপ**—হে রাজা; **প্রবিশন্তি**—তারা প্রবেশ করে; **হি**—অবশ্যই; **অহঙ্কারম্**—অহঙ্কার (অহম্) প্রবৃত্তি; **স্বগুণৈঃ**—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো গুণাদি সহ; **অহম্**—অহঙ্কার; **আত্মনি**—মহৎ-তত্ত্বের মাঝে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, তমোগুণের প্রভাবে উৎপন্ন মিথ্যা অহম্ বোধের মাঝে সকল প্রকার পার্থিব অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিলীন হয়ে যায়; এবং দেবতাদের সঙ্গে মনও সত্ত্বগুণের মিথ্যা অহম্ বোধের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। তারপরে সমগ্র মিথ্যা অহম্ বোধ তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যাদি সমেত মহৎ-তত্ত্বের মাঝে বিলুপ্ত হয়।

শ্লোক ১৬

এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী ।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৬ ॥

এষা—এই; **মায়া**—জড়া শক্তি; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সর্গ**—সৃষ্টির; **স্থিতি**—প্রতিপালন; **অন্ত**—প্রলয় (ব্রহ্মাণ্ডের); **কারিণী**—কারণ সৃষ্টিকারী; **ত্রি-বর্ণা**—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণাবলী সহ; **বর্ণিতা**—বর্ণিত হয়েছে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **কিম্**—কি; **ভূয়ঃ**—আরও; **শ্রোতুম্**—শ্রবণে; **ইচ্ছসি**—ইচ্ছা করেন।

অনুবাদ

এখন আমি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মায়াশক্তির বর্ণনা করছি। জড়া প্রকৃতির তিন প্রকার গুণ সমন্বিত মায়ার এই প্রবল প্রতাপ শ্রীভগবানের দ্বারাই তাঁর জড় জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় লীলা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে তেজোসম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এখন, আপনি আরও বেশি কী শুনতে অভিলাষ করেন?

তাৎপর্য

শ্রীভগবানের মায়াশক্তি সম্পর্কে নিমিরাজ তাঁর আতঙ্কের মনোভাব শ্রীনবযোগেন্দ্র-বর্গের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং যাতে মায়ার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন, সেজন্য মায়ার বিশদ ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেছিলেন। এখন, শ্রীঅন্তরীক্ষ (অন্যতম নবযোগেন্দ্র মুনি) মায়াশক্তি বর্ণনা করবার পরে, পরামর্শ দিচ্ছেন যাতে মায়ার কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভের উপায় সম্পর্কে নিমিরাজ অনুসন্ধিৎসু হন। রাজার কাছ থেকে সেই ধরনের কোনও প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা না করেই, শ্রীঅন্তরীক্ষ মুনি নিজেই পরামর্শ দিচ্ছেন, "যেহেতু আপনি এখন মায়ার প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, তাই তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার উৎসাহী হওয়া উচিত।" শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, সেটাই শ্রীঅন্তরীক্ষ মুনির *কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি,* "আপনি আরও বেশি কী শুনতে অভিলাষ করেন?" প্রশ্নটির তাৎপর্য।

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত প্রলয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাখ্যার সারমর্ম নিচে দেওয়া হল। চেতন সত্ত্বায় অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ হলেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবাসুদেব, যিনি মহত্তত্ত্ব রূপে প্রকটিত হয়ে আছেন। মহত্তত্ত্বের আরও পরিবর্তন হলে মিথ্যা অহমিকার তিনটি রূপ এইভাবে প্রকটিত হয়—(১) বৈকারিক থেকে সত্ত্বগুণের মাধ্যমে অহমিকা

একাদশ ইন্দ্রিয় মন রূপে প্রতিভাত হয়, যার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অনিরুদ্ধ। (২) তৈজস থেকে রজোগুণের মাধ্যমে বুদ্ধি জাগ্রত হয়, যাঁর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শ্রীপ্রদ্যুম্ন, এবং তা থেকে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সেগুলির বিভিন্ন অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সহ প্রতিভাত হয়। (৩) তমোগুণের মিথ্যা অহমিকা থেকে শব্দের সূক্ষ্ম রূপ সৃষ্টি হয়, এবং ঐ শব্দ থেকে ক্রমশ বায়ু ব্যোম থেকে শুরু করে শ্রবণেন্দ্রিয়ের রূপ প্রকটিত হতে থাকে। মিথ্যা অহমিকা এই তিনটি প্রকরণের আরাধ্য দেবতা শ্রীসংকর্ষণ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধের অধ্যায় ২৬ এর, ২১, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২ এবং ৩৫ সংখ্যক শ্লোকগুলি থেকে এই বর্ণনা গৃহীত হয়েছে।

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া জড় জগতের জন্ম, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করে থাকেন। তিনি রক্তিম, শ্বেত এবং কৃষ্ণ বর্ণ মণ্ডিত। তাঁর রক্তিম প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য থেকে জড় প্রকৃতির উদ্ভব হয়, শ্বেত বর্ণের বৈশিষ্ট্যের মাঝে তার স্থিতি লাভ হয় এবং কৃষ্ণবর্ণের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। এই মায়া থেকে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়, এবং মহত্তত্ত্ব থেকে উপরে উল্লিখিত মিথ্যা অহমিকার তিনটি বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়। প্রলয়কালে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম নামে পাঁচটি বিপুল উপাদান তমোগুণের মিথ্যা অহমিকার মাঝে বিলীন হয়ে যায়—যা থেকে তাদের প্রথমে উৎপত্তি হয়েছিল; দশটি ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি রজোগুণের মিথ্যা অহঙ্কারের মাঝে বিলীন হয়ে যায়; এবং অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ সহ মন সত্ত্বগুণের মিথ্যা অহঙ্কারের মাঝে বিলীন হয়ে যায়, যা তারপরে মহত্তত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়, যা আবার প্রকৃতি অর্থাৎ অপ্রকাশিত অপ্রকটিত প্রধান প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে।

উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে, প্রত্যেকটি স্থূল উপাদানের গুণবৈশিষ্ট্যাদি অপসৃত হলে সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়; উপাদানটি তখন পূর্ববর্তী উপাদানের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে এই বিষয়টি বুঝতে পারা যেতে পারে। মহাশূন্যে অর্থাৎ মহাকাশে শব্দের গুণবৈশিষ্ট্য রয়েছে। বায়ুর মধ্যে শব্দ এবং স্পর্শের গুণবৈশিষ্ট্যাদি রয়েছে। অগ্নির মাঝে শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ আছে। জলের মাঝে শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং স্বাদ রয়েছে। আর মাটিতে রয়েছে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, স্বাদ এবং গন্ধ। অতএব মহাব্যোম থেকে শুরু করে ক্ষিতি অর্থাৎ মাটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি উপাদানই নিজ নিজ *গুণবিশেষম্* সংযোগে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। যখন সেই গুণবৈশিষ্ট্য অপসৃত হয়, তখন কোনও উপাদান তার পূর্ববর্তী উপাদান থেকে অভিন্ন হয়ে যায় এবং তার ফলে তারই মাঝে লীন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন প্রবল বায়ু মাটি

থেকে গন্ধ নিয়ে চলে যায়, তখন মাটিতে কেবলমাত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং স্বাদ বর্তমান থাকে, এবং তার ফলে তা জল থেকে অভিন্ন হয়ে যায়, কারণ জলের মধ্যেই তা বিলীন হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যখন প্রবল বায়ু মাটি থেকে গন্ধ দূর করে নিয়ে যায়, তখন মাটিতে শুধুমাত্র শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ বিদ্যমান থাকে, যার ফলে তা অগ্নি থেকে অভিন্ন হয়ে থাকে। তেমনই, যখন জল তার রস, অর্থাৎ আস্বাদ হারিয়ে ফেলে, তখন তাতে শুধুমাত্র শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ থাকে, যার ফলে তা অগ্নি থেকে অভিন্ন হয়ে যায়, যাতে ঐ তিনটি গুণই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বায়ু গন্ধ নিয়ে যায় যাতে মাটি জলের সঙ্গে মিশে যায় এবং আস্বাদন ফিরিয়ে নেয়, যাতে জল আগুনের সাথে বিলীন হয়ে যায়। তারপরে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকার অগ্নি থেকে রূপ সরিয়ে নেয়, তখন অগ্নি বায়ুতে বিলীন হয়ে যায়। মহাব্যোম তেমন বায়ু থেকে স্পর্শ চেতনা সরিয়ে নেয়, এবং বায়ু মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান মহাকাল রূপে মহাশূন্য থেকে শব্দ লোপ করেন, এবং মহাশূন্য তখন যে তমোগুণের প্রকৃতির মাঝে অহমিকা থেকে উদ্ভব হয়েছিল, তারই মাঝে বিলীন হয়ে যায়। অবশেষে, অহমিকা মহত্তত্ত্বে বিলীন হয়, যা আবার অব্যক্ত প্রধান তত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়, এবং এইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সাধিত হয়।

শ্লোক ১৭

শ্রীরাজোবাচ

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—নিমিরাজ বললেন; **যথা**—কিভাবে; **এতাম্**—এই; **ঐশ্বরীম্**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়াম্**—জড়জাগতিক শক্তি; **দুস্তরাম্**—দুরতিক্রম্য; **অকৃত-আত্মভিঃ**—যারা আত্মনিয়ন্ত্রিত নয়; **তরন্তি**—তারা অতিক্রম করতে পারে; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **স্থূল-ধিয়ঃ**—জড়জাগতিক আসক্তির ফলে যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়েছে; **মহর্ষে**—হে মহর্ষি; **ইদম্**—এই; **উচ্যতাম্**—অনুগ্রহ করে বলুন।

অনুবাদ

নিমিরাজ বললেন—হে মহর্ষি, যারা আত্মসংযমী নয়, তাদের পক্ষে সর্বদাই অনতিক্রম্য পরমেশ্বর ভগবানের যে মায়াশক্তি, তা কিভাবে কোনও নির্বোধ জড়বাদী মানুষও অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে, কৃপা করে তা বলুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমতে, *স্থূলধিয়ঃ* শব্দটির দ্বারা এমন মানুষদের বোঝায়, যারা তাদের স্থূল জড়জাগতিক দেহটিকে নির্বোধের মতো আত্মপরিচয় প্রদান করে এবং তার ফলে কিভাবে প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়মে আত্মা মায়ার মাধ্যমে দেহান্তরিত হয়, তা বিশ্লেষণ করতে পারে না। শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, *স্থূলধিয়ঃ* বলতে ধর্মপ্রাণ মানুষ রূপে অভিহিত কিছু লোককেও বোঝায়, যারা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তিময় সেবা নিবেদনের মাধ্যমে আত্মোৎসর্গ করে ভগবদ্ধামে নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতির প্রয়াস না করে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠানাদির আয়োজন করে থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, নিমিরাজ পূর্বেই একজন অগ্রণী ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি জানতেন যে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এবং শুদ্ধ ভক্তিসেবা নিবেদনের সাহায্যে তাঁকে তুষ্ট করে মায়ার শক্তিকে অতিক্রম করা যায়। তাই যারা বৃথাই নিজেদের অতিশয় জ্ঞানী বলে মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে সকল জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্ম তাদের ক্রমান্বয়ে মায়াবদ্ধ করে তুলছে, সেই কাজে আসক্ত হয়ে রয়েছে, তাদের কল্যাণের জন্য রাজা এই প্রশ্নটি করছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 'অমরকোষ' অভিধান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, *অকৃতাত্মভিঃ* শব্দটির মাধ্যমে *অপূর্ণত্বম্*, অর্থাৎ যাদের জীবন অপূর্ণ, তাদেরই বোঝানো হয়েছে।

প্রত্যেক জীবের সঙ্গেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালের সম্বন্ধ রয়েছে। যে কেউ শ্রীকৃষ্ণকে আপনার নিত্যকালের প্রভু, আপনার অতি অন্তরঙ্গ সুহৃদ, আপনার স্নেহময় সন্তান কিংবা আপনার মাধুর্যময় দাম্পত্য আকর্ষণের বিষয় রূপে মনে করতে পারে। অবশ্যই, ঐ ধরনের ভাবোন্মাদনার সাথে সাধারণ জাগতিক যে সমস্ত ভাবাবেগ, যা চিন্ময় রসের বিকৃত প্রতিফলন রূপে দেখা যায়, তাতে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। জাগতিক পরিবেশে আমরা ঐ একই ধরনের দাস্য, সখ্য, পিতৃমাতৃপ্রেম, এবং দাম্পত্যপ্রেমের সম্বন্ধ আস্বাদনের প্রয়াসী হয়ে থাকি, তবে ঐ ধরনের অনুভূতি সর্বদাই অস্থায়ী জাগতিক দেহকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা মাত্র, যা প্রকৃতির নিয়মাধীনে অচিরেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই সব প্রেমময় অনুভূতি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সকল রূপসৌন্দর্য এবং অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস, তাঁর অভিমুখেই পরিচালিত করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম ভালবাসা অর্পণ করতে যে মানুষ জানে না, তার প্রেম অপূর্ণ, অর্থাৎ তার জীবন শেষ পর্যন্ত শূন্য হয়ে যায়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, যার জীবন এইভাবে অপূর্ণ, তাকে *মন্দধীঃ* বলা যায়; অর্থাৎ উদার অভিজ্ঞতার অভাবে তার বুদ্ধি বিকল হয়েছে। শুদ্ধ বৈষ্ণব নিমিরাজ এমনই কৃপাময় ছিলেন যে, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "ঐ সব মন্দমতি মানুষেরা পারমার্থিক বিষয়াদি চর্চায় অতিশয় অলস বলেই, কিভাবে সহজ উপায়ে তারা মায়া অতিক্রম করতে পারে।"

শ্লোক ১৮

শ্রীপ্রবুদ্ধ উবাচ

কর্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীপ্রবুদ্ধঃ উবাচ—শ্রীপ্রবুদ্ধ মুনি বললেন; **কর্মাণি**—ফলাশ্রয়ী কাজকর্ম; **আরভমাণানাম্**—প্রচেষ্টা করার ফলে; **দুঃখ-হত্যৈ**—দুঃখ হরণের জন্য; **সুখায় চ**—এবং সুখ আহরণের উদ্দেশ্যে; **পশ্যেৎ**—মানুষের দেখা উচিত; **পাক**—ফলাফলের বিষয়; **বিপর্যাসম্**—বিপরীত ফলশ্রুতি; **মিথুনী-চারিণাম্**—যারা নর এবং নারীরূপে সম্বন্ধ থাকে; **নৃণাম্**—সেই ধরনের মানুষদের।

অনুবাদ

শ্রীপ্রবুদ্ধ বললেন—মানুষের সমাজে নারী ও পুরুষদের ভূমিকা অনুসারেই বদ্ধ জীবগণ মিথুন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই তারা অনবরতই জাগতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের দুঃখ-অশান্তি দূর করতে চায় এবং তাদের সুখ অফুরন্ত করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, অনিবার্যভাবেই তারা ঠিক বিপরীত ফলই লাভ করে থাকে। পক্ষান্তরে, অনিবার্য কারণেই তাদের সুখ অন্তর্হিত হয়, এবং তারা যতই বড় হতে থাকে, ততই তাদের জাগতিক অস্বস্তি বেড়ে চলে।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্তের কৃপা ছাড়া, দেহাত্মবুদ্ধি থেকে নিজেকে মুক্ত করা নিদারুণ কঠিন কাজ, কারণ মৈথুন সুখ ভোগের আকর্ষণের ফলেই ঐ ধরনের মায়াময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

শ্লোক ১৯

নিত্যার্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা ।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥ ১৯ ॥

নিত্য—নিয়ত; **অর্তিদেন**—বেদনাদায়ক; **বিত্তেন**—বিত্ত সম্পদ নিয়ে; **দুর্লভেন**—কঠোর পরিশ্রমলব্ধ; **আত্ম-মৃত্যুনা**—আত্ম-বিনাশ; **গৃহ**—নিজের গৃহ; **অপত্য**—সন্তানাদি; **আপ্ত**—আত্মীয়স্বজন; **পশুভিঃ**—এবং গৃহপালিত পশুরা; **কা**—কি; **প্রীতিঃ**—সুখশান্তি; **সাধিতৈঃ**—(ধনসম্পদের সাহায্যে) যা লাভ করা যায়; **চলৈঃ**—চঞ্চল।

অনুবাদ

ধনসম্পদ নিত্য দুঃখের কারণ, সেই সম্পদ আহরণ করা খুব কঠিন, এবং তা আত্মবিনাশ ঘটায়। মানুষ তার ধনসম্পদ থেকে কী সুখ যথার্থভাবে পায়? তেমনই, মানুষ তার কষ্টোপার্জিত অর্থ দিয়ে যে সমস্ত ঘরবাড়ি, সন্তানাদি, আত্মীয়স্বজন এবং গৃহপালিত পশুপাখিদের প্রতিপালন করে, তা থেকে কেমন করে চরম তথা চিরস্থায়ী সুখ ভোগ করতে পারে?

শ্লোক ২০

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্মনির্মিতম্ ।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তিনাম্ ॥ ২০ ॥

এবম্—এইভাবে; **লোকম্**—ভূলোক; **পরম্**—পরজন্মে; **বিদ্যাৎ**—জানা উচিত; **নশ্বরম্**—অস্থায়ী; **কর্মনির্মিতম্**—ফলাশ্রয়ী কর্ম থেকে সৃষ্টি; **সতুল্য**—সমতুল্য জনের বিদ্বেষভাব থেকে; **অতিশয়**—এবং বয়স্কদের; **ধ্বংসম্**—এবং ধ্বংসের মাধ্যমে; **যথা**—যেমন; **মণ্ডলবর্তিনাম্**—ক্ষুদ্র শাসকবর্গের বিরোধিতায়।

অনুবাদ

যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকর্মাদির ফলে পরজন্মে কেউ যদি স্বর্গলাভও করে, তবুও সেখানে চিরন্তন সুখশান্তি সে পেতে পারে না। এমনকি স্বর্গলোকেও যে সকল জীব বাস করে, তারাও জাগতিক দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের মাঝে এবং বরিষ্ঠদের প্রতি ঈর্ষার পরিণামে বিচলিত বোধ করে। আর যেহেতু তাদের পুণ্যফল ক্ষয় হতে থাকে, তখন স্বর্গবাসের সুযোগ হ্রাস পায় এবং তার ফলে স্বর্গবাসীরা তাদের স্বর্গীয় জীবন ধারা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে ভীতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই সাধারণ নাগরিকদের কাছে প্রশংসিত রাজাদের মতোই তারা নিত্য শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের কাছে নিগৃহীত হয় এবং তার ফলে তারা কখনই শান্তি পায় না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *ছান্দোগ্য উপনিষদ* (৮/১/৬) থেকে নিম্নরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—*তদ্ যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবম্ এবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।* "মানুষের বর্তমান জাগতিক সুখের পরিস্থিতি, তার পূর্বকর্মের ফল,

সময়ান্তরে বিলীন হয়ে যাবে। তেমনই, মানুষ তার পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ যদিও পরজন্মে উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পারে, তা হলেও তার ভবিষ্যৎ জীবনের অবনতি ঘটবে।" যে যেমন বিশেষ শরীর ধারণ করে থাকে, তার জাগতিক ভোগ উপভোগের ভিত্তিও সেইভাবে গড়ে উঠে। জাগতিক শরীরটি হয় *কর্মচিতং*, জীবের জাগতিক পূর্বকর্মের সঞ্চিত ফলরাশি। যদি কেউ রূপসৌন্দর্য, শিক্ষাদীক্ষা, জনপ্রিয়তা, দেহবল এবং আরও নানাবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ শরীর লাভ করে থাকে, তা হলে অবশ্যই তার পক্ষে জাগতিক ভোগ-উপভোগের মাত্রাও হবে উচ্চস্তরের মানসম্পন্ন। অন্যদিকে, যদি কেউ কুৎসিৎ, মনোবিকারগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ কিংবা অন্য সকলের কাছে ঘৃণ্য শরীর লাভ করে, তা হলে তার পক্ষে জাগতিক সুখশান্তির অতি সামান্যই আশা থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই, অবশ্য, যে অবস্থা ঘটে, তা নিতান্তই অস্থায়ী হয়। কোনও মানুষ অপরূপ মনোহর শরীর লাভ করলেও তার উল্লাস করা অনুচিত, কারণ অচিরেই মৃত্যু এসে তেমন উন্মাদনাময় মর্যাদার অবসান ঘটাবে। ঠিক তেমনই, যেজন কোনও ঘৃণ্য অবস্থায় জন্ম নিয়েছে, তারও অনুশোচনা করা অনুচিত, কারণ তার দুঃখভোগও অস্থায়ী। রূপবান মানুষ আর কুৎসিৎ মানুষ, ধনী এবং দরিদ্র, সুশিক্ষিত এবং নির্বোধ সকলেরই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা তাদের নিত্য স্বরূপ অবস্থায় উন্নীত হতে পারে, যার অর্থ হল—এই জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে অবস্থিত চিন্ময় গ্রহলোকমণ্ডলীতে বসবাসের সুযোগ লাভ। মূলতঃ জীবমাত্রই অকল্পনীয়ভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত, ধনৈশ্বর্যবান, এবং এমনই শক্তিধর যে, তার চিন্ময় শরীর অনন্তকাল যাবৎ জীবিত থাকে। কিন্তু আমরা নির্বোধের মতো এই নিত্য শাশ্বত, পরম আনন্দময় মর্যাদা অবহেলায় বর্জন করি, কারণ আমরা নিত্য শাশ্বত জীবনের শর্ত পূরণ করতে অনীহা বোধ করি। শর্তটি হল এই যে, জীবকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবক হতে হবে। যদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবার আনন্দ জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও নিবিড়তম সুখতৃপ্তির চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক, তবু আমরা নির্বোধের মতোই পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সাথে আমাদের প্রেমময় সুসম্পর্ক ছিন্ন করি এবং নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে জাগতিক আত্মপ্রবঞ্চনা এবং মিথ্যা অহমিকার পরিবেশের মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনভাবে ভোগাকাঙ্ক্ষী হতে সচেষ্ট হই।

কেউ যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমুন্নত স্বর্গীয় গ্রহমণ্ডলীতে উপস্থিত হতেও পারে, তবু নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টের মাঝে তাকে বিড়ম্বিত হতে হবে। এই পার্থিব জগতে প্রত্যেক বদ্ধ জীবই অতীব মহাপুরুষ হয়ে উঠতে চায়। তাই যে সব সমকক্ষ

মানুষদের একই বাসনা অভিলাষ থাকে, তাদের দ্বারা নিত্যনিয়ত বিড়ম্বিত হতেই হয়। এই পরিস্থিতিকে সচরাচর জাগতিক জীবনধারণের জন্য ইঁদুরের মতো নিরন্তর অস্থিরভাবে ছোটাছুটি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এমন কি স্বর্গলোকেও স্বর্গীয় মান-মর্যাদার জন্য ঐ ধরনের 'ইঁদুর-দৌড়' চলতে থাকে। যেহেতু কিছু মানুষ অবধারিতভাবেই আমাদের নিজেদের সাফল্য অতিক্রম করে এগিয়ে যায়, তাই আমরা যার জন্য সংগ্রাম করেছি, তারই সুফল অন্যজনে ভোগ করছে দেখে তাদের উপর ঈর্ষায় আমাদের হৃদয় দগ্ধ হতে থাকে। আর যেহেতু আমাদের সমগ্র পরিবেশ মর্যাদাই অস্থায়ী, তাই স্বর্গলোকেও আমরা ভয়, উদ্বেগ, এবং মৃত্যুর সম্মুখীন অবশ্যই হয়ে থাকি। এখানে যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে, তা ভারি সুন্দর। ছোট ছোট রাজাদের ধনসম্পদ, শক্তিমত্তা এবং যশমর্যাদার জন্য তাদের প্রজাবর্গের প্রশস্তিতে সেই সব রাজারা উল্লসিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ঐ রাজারাই আবার নিজেরা অন্যান্য রাজাদের কাছ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আক্রমণের আতঙ্কে নিত্যনিয়তই ঈর্ষা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-বিরক্তি এবং ভয়-আতঙ্কে দগ্ধ হতে থাকে। ঠিক সেইভাবেই, আধুনিক রাজনীতিবিদরাও তথা রাষ্ট্রনায়কেরা ঈর্ষাদ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ আর ভয় আতঙ্কের মাঝে নিত্যনিয়ত বিব্রত হয়ে রয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, বদ্ধ জীব জাগতিক সুখভোগ ও দুঃখ পরিহারের আগ্রহাতিশয্যে মৈথুন সম্পর্কাদির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং তাই ফলাশ্রয়ী কাজকর্মের কঠোর পরিশ্রমের মাঝে আত্মসমর্পণ করে। অবশ্য, যারা জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ, তারা ঐ ধরনের স্থূল জাগতিক প্রচেষ্টাদির চরম ব্যর্থতা উপলব্ধি করতে পারে।

মানুষের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, আত্মীয়স্বজন, ধনসম্পত্তি এই সবই অস্থায়ী কল্পনাট্যস্বরূপ, এবং সেই সবই বাস্তবে সুপ্রতিভাত মনে হলেও, কোনটিই মানুষকে তার ইন্দ্রিয় সম্ভোগের পরিপূর্ণ সুখতৃপ্তি এনে দিতে পারেই না। এই পৃথিবীতে অর্থসম্পদ অর্জন করতে হলে মানুষকে বাস্তবিকই তার নিজের আত্মসত্তাকে বাধ্য হয়ে নিধন করতে হয়। জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তৃপ্তি আহরণের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না, কারণ নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্থায়ী বস্তু-বিষয়াদি অবলম্বনে অস্থায়ী ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে, ঐ সব ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করতে হয়। যখন বদ্ধ জীব তার অভীষ্ট লক্ষ্য সাধন করে, তখন সে গর্ববোধ করে এবং অন্য সকলের কাছে জাহির করতে থাকে যেন তার সমস্ত সাফল্যই চিরস্থায়ী। আর যখন তা হারিয়ে যায়, তখন শোকে দুঃখে হতাশায় নিমজ্জমান হয়ে পড়ে। ঐভাবে নিজেকেই সকল কৃতকর্মের কর্তা মনে করা নিতান্তই হীনবুদ্ধির লক্ষণ, তার কারণ

প্রকৃতপক্ষে জড় শরীরটির মধ্যে বদ্ধ জীব শুধুমাত্র ইচ্ছাই পোষণ করে থাকে মাত্র। তার আবরণস্বরূপ শরীরটিই শ্রীভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে জড়া প্রকৃতির শক্তির দ্বারা চালিত হতে থাকে। প্রভু এবং ভৃত্য, পিতা এবং পুত্র, পতি এবং পত্নীর সম্বন্ধ সম্পর্ক থেকে শুভেচ্ছা এবং সেবা বিনিময় হতে থাকে, যা থেকে জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের চেতনা পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু ঐ ধরনের অনিত্য ভক্তিপরায়ণতা তথা সেবা অভিলাষ কখনই আত্মার নিত্য শাশ্বত কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে পারে না। ঐ ধরনের অনিত্য স্বল্পস্থায়ী সুখতৃপ্তি উপভোগের মাধ্যমে, মায়া সকল বদ্ধ জীবকে জড়া প্রকৃতির যথাযথ প্রাপ্তিযোগের দ্বারা পার্থিব জগতের সর্বত্র বিচরণ করাতে থাকে। কর্মবন্ধনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধি অনুসারে, জীবমাত্রেই সুখ এবং দুঃখ লাভ করতে থাকে। কেউ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সুখ লাভ করতে পারে না—যত কঠিন উপায়ে কিংবা যতদিন ইচ্ছা পরিশ্রম করলেও তা সম্ভব হয় না। সুতরাং যাদের বুদ্ধি নির্মল, তারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করাই কর্তব্য মনে করে এবং স্থায়ী জাগতিক সুখ অর্জনের হাস্যকর প্রচেষ্টা বর্জন করে, কারণ ঐ ধরনের প্রচেষ্টা নিতান্তই কুকুরের বাঁকা লেজ সোজা করবার মতোই তুলনীয় অপকর্ম মাত্র।

শ্লোক ২১

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ২১ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **গুরুম্**—পারমার্থিক গুরুদেব; **প্রপদ্যেত**—আশ্রয় গ্রহণকারী; **জিজ্ঞাসুঃ**—অনুসন্ধিৎসু; **শ্রেয়ঃ উত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ বিষয়ে; **শাব্দে**—বেদ সম্ভারের মধ্যে; **পরে**—পরমেশ্বরের মাঝে; **চ**—এবং; **নিষ্ণাতম্**—উত্তমরূপে জ্ঞাত; **ব্রহ্মণি**—(এই উভয় বিষয়ে) পরম তত্ত্বের; **উপশম্-আশ্রয়ম্**—পার্থিব বিষয়কর্মাদি থেকে নিরাসক্তিতে অবিচল থেকে।

অনুবাদ

সুতরাং যথার্থ সুখশান্তি এবং কল্যাণ আহরণে পরমাগ্রহী যে কোনও মানুষকেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা হল এই যে, গভীরভাবে অনুধ্যানের মাধ্যমে তিনি শাস্ত্রাদির সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং অন্য সকলকেও এই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম। এমন মহাপুরুষগণ যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সকল

জাগতিক বিচার-বিবেচনা বর্জন করেছেন, তাঁদেরই যথার্থ পারমার্থিক সদ্গুরুরূপে বিবেচনা করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *শাব্দে* কথাটির দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার এবং *পরে* শব্দটির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে বোঝানো হয়েছে। যথার্থ পারমার্থিক সদ্গুরুকে অবশ্যই *নিষ্ণাতং* অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে গভীরভাবে অবগাহন করতে হবে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। পরমেশ্বর শ্রীভগবান সম্পর্কে শাস্ত্রসম্মত জ্ঞান এবং বাস্তব উপলব্ধি ব্যতীত গুরু নামে অভিহিত কোনও মানুষ তাঁর শিষ্যবর্গের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিরসন করতে অক্ষম হন এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে পরমাগ্রহী শিক্ষার্থীকে তার নিজ নিকেতনে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের দুরূহ কর্তব্যকর্ম সুসম্পন্ন করতে অক্ষম হন। বেদশাস্ত্রাদি এবং শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থ উপলব্ধির মাধ্যমে জানার লক্ষণ *উপশমাশ্রয়ম্।* অন্যভাবে বলতে গেলে, যথার্থ সদ্গুরু তাঁকেই বলা হয়, যিনি জড়জাগতিক সমাজ, প্রীতিবন্ধনাদি ও প্রেম-ভালবাসার আড়ম্বর মায়ামোহ থেকে নিরস্ত হতে পেরেছেন।

জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে, মানুষ অবশ্যই মহাবুদ্ধিমান, শক্তিমান রাজনীতিক নেতা, স্নেহপরায়ণ পিতা হয়ে অনেকগুলি রূপবান এবং স্নেহাসক্ত সন্তানাদি লাভ করতে অভিলাষী হয়, সর্বজনসম্মানিত কল্যাণকর্মী কিংবা অতি উচ্চপ্রশংসিত এবং সফল ব্যবসায়ী হতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই সমস্ত জাগতিক মর্যাদার কোনটিরই স্থায়ী ভিত্তি থাকে না, তা ছাড়া সেগুলির মাধ্যমে স্থায়ী সুখের ব্যবস্থাও হয় না, কারণ মানুষ তার জাগতিক দেহটিকেই আপন স্বরূপ মনে করার ফলে যে প্রাথমিক ভ্রান্তি গড়ে ওঠে, তার ফলে কোনও দেহসুখই স্থায়ী হয় না।

মানুষমাত্রেই অনায়াসে বুঝতে পারে যে, তার সত্তাটি জাগতিক দেহ নয়, সেটি তার চেতনসত্তা মাত্র। কোনও মানুষের শরীরের একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারিয়ে গেলে, তখনও জীবিত প্রাণময় সত্তারূপে তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। অবশেষে, মৃত্যুকালে সমগ্র শরীরটি বিনষ্ট হয়, এবং জীব নতুন শরীর লাভ করে। মানুষের চেতনস্বরূপ অস্তিত্বের প্রাথমিক ধারণাটিকে বলা হয় আত্ম উপলব্ধি। তবে এই প্রাথমিক জ্ঞানেরও ঊর্ধ্বে একটি বিশদ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে যার দ্বারা আত্মা বুঝতে পারে কিভাবে ৮৪,০০,০০০ জাগতিক প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে আত্মা আবর্তিত হতে থাকে। আর যদি জীব নিতান্তই জড় দেহ না হয়ে চেতন সত্তাই হয়, তা হলে অবশ্যই শেষ অবধি তাকে কোনও এক উচ্চতর পর্যায়ে তার যথার্থ মর্যাদায় পুনরধিষ্ঠিত হতে হবে।

শাস্তি বলতে পুরস্কারও বোঝায়; শক্তিমান পুরুষ যিনি শাস্তি দিতে পারেন, তিনি পুরস্কার দিতেও পারেন। সুতরাং, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির অধীন বেদনাময় জড়জাগতিক দেহ ধারণে বাধ্য হয় যে-জীব, তার জন্য শাস্তির বিধান যেমন আছে, তেমনি যুক্তসঙ্গতভাবেই তার জন্য পুরস্কারের আয়োজনও নিশ্চয়ই থাকে। যদিও আমরা ভ্রান্তিবশত পার্থিব সুখতৃপ্তিকে জীবনের চরম পুরস্কার বলে বিবেচনা করে থাকি, প্রকৃতপক্ষে জাগতিক সুখভোগ এক ধরনের শাস্তিভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়, যেহেতু এর মাধ্যমেই মানুষ প্রলুব্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ঘুরতেই থাকে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে হিংসাত্মক কারাবাসীদের নির্জনে নিঃসঙ্গভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, আর ভদ্র আচরণকারী কারাবাসীদের অনেক ক্ষেত্রেই কারাধ্যক্ষের বাগানে কিংবা গ্রন্থাগারে কাজ করাবার অনুমতি দেওয়া হয়। তেমনই, জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের উচ্চমান এবং নিম্নমানের পার্থক্য থাকলেও তা থেকে এমন ধারণা করা অনুচিত যে, জীবকে ঐভাবে পুরস্কার প্রদানের আয়োজন করা হয়ে থাকে, বরং তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করাই আবশ্যক যে, জাগতিক জীবন ধারণের ফলে শাস্তি ভোগের সেটাই স্বাভাবিক বৈপরীত্য মাত্র। যথার্থ পারিতোষিক বলতে বোঝায় ভগবদ্ধামে সচ্চিদানন্দ জীবন লাভ—যেখানে কোন শাস্তিবিধান হয় না। ভগবদ্ধাম বোঝায় বৈকুণ্ঠধাম, অর্থাৎ যেখানে অকুণ্ঠভাবে আনন্দ পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেই চিন্ময় রাজ্যে কোনও শাস্তিবিধান হয় না, সেটি নিত্য বিকাশমান সুখ-শান্তির রাজ্য।

যে কোনও সদ্‌গুরু এই সকল বিষয়ে তাঁর নিজের কোনও কল্পনাশ্রিত ধারণা ব্যক্ত না করে প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে তাঁর পরিণত বুদ্ধিমত্তা সহকারে উপলব্ধির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানই বিতরণ করে থাকেন। সেই বেদজ্ঞান শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপারই শাস্ত্রীয় অভিব্যক্তি বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। তাই শ্রীভগবান স্বয়ং এ বিষয়ে যা বলেছেন, তা *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৩) লেখা আছে—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপঃ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

"হে পরন্তপ, যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে এই জড় জগতে জন্ম মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়।" অতএব সদ্‌গুরুর অবশ্য কর্তব্য তাঁর শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তির নিত্যসেবায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অতি প্রত্যুষে জননী তাঁর সন্তানের ঘরে ঢুকে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন, যাতে সে স্কুলে যেতে পারে। শিশুসন্তান ঘুম থেকে জেগে উঠতেই চায় না, কিন্তু মা তাকে জোর করে

ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং লেখাপড়া শেখার জন্য তাকে স্কুলে পাঠিয়ে দেন। ঠিক সেইভাবেই, সদ্‌গুরু নিদ্রাকাতর জীবকে জাগিয়ে তোলেন এবং তাকে গুরুকুল শিক্ষাকেন্দ্রে অর্থাৎ পারমার্থিক গুরুদেবের আশ্রমে পাঠিয়ে দেন, যেখানে যথার্থ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তার শিক্ষাদীক্ষা হতে পারে।

যদি শিষ্যের মনে কৃষ্ণভাবনামৃতের মূল্য মর্যাদা সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, তা হলে সদ্‌গুরু উত্তম জ্ঞানালোকে তার সেই সকল সন্দেহ অবশ্যই নিরসন করবেন। যিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা বৈদিক জ্ঞান সম্পদের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধমনা, তিনি কখনই সদ্‌গুরু হতে পারেন না। অথচ,

> 'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেন নয়।
> যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥

যে কোনও মানুষ যে কোনও সামাজিক কিংবা আর্থিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন, যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করে থাকেন, তা হলেই সদ্‌গুরু হতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

> যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
> আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

"*ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* যেভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ রয়েছে, তা সকলকে শেখাও। এইভাবেই এই জগতে প্রত্যেক মানুষই পারমার্থিক সদ্‌গুরু হয়ে সকলকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে।" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮) শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ এবং অনুশাসন অনুসারেই সদ্‌গুরু হওয়া যায়— প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীরতা দিয়ে তা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের সাথে শিষ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলাই যে কোনও সদ্‌গুরুর যথার্থ কর্তব্য। কোনও জ্ঞানী গুণী ধ্যানী সন্ন্যাসীর যদি শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিজেরই যথার্থ সম্বন্ধ সম্পর্ক না গড়ে উঠে, তা হলে শিষ্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ সৃষ্টি করার কোনও ক্ষমতাই তাঁর থাকতে পারে না। যদিও বহু ক্রীড়াকৌশল বিশারদ নানা শরীরচর্চা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে নানা ধরনের শরীরিক কসরৎ দেখে বিপুল প্রশংসা করতে থাকে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান অবশ্য সেই ধরনের কলাকৌশলের দর্শক মাত্র নন, এবং যোগচর্চার নামে যে সকল নির্বোধ মানুষগুলি শারীরিক কসরৎ দেখাতে চায়, তাদের তিনি বাহবা দেন না। তা ছাড়া, অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বকথার নীরস প্রচেষ্টাতেও তিনি প্রীতিলাভ করেন না, সেই বিষয়ে শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁর নিজস্ব অভিমত *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৪) উল্লেখ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, পারমার্থিক গুরুদেব যদি তাঁর শিষ্যবর্গের মনে শ্রেষ্ঠজ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহাদি নিরসন করতে না পারেন, তা হলে শিষ্য ক্রমশই পারমার্থিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। কারণ কোনও ভণ্ড গুরু যথার্থই শিষ্যকে *রসোবর্জং রসোঽপ্য অস্য* নীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ পরিচয় প্রদান করতে পারে না বলেই, শিষ্য কৃষ্ণসঙ্গের পরমানন্দ অর্জন করতে না পেরে আবার পার্থিব সুখান্বেষণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সেই ধরনের দুর্বলমনা গুরুর দুর্বলচিত্ত শিষ্য ক্রমশই হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হতে থাকবে আর আবার বিবিধ কল্পনাবিলাস এবং অলীক চিন্তার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ মনে করে নারী সম্ভোগে, অর্থ বিলাসের মতো মায়ামোহময় কার্যকলাপে আকৃষ্ট হতে উদ্যোগী হবে।

পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আরও লক্ষণাদি *শ্রীউপদেশামৃতে* (১) নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে—

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগম্ উদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেতো ধীরঃ
সর্বাম্ অপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

"যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যেরবেগ, ক্রোধেরবেগ, মনেরবেগ, জিহ্বারবেগ, উদর এবং উপস্থের বেগ দমন করতে সক্ষম হন, তিনি সমগ্র জগতের শিষ্যবর্গের গুরু হয়ে উঠার যোগ্যতা অর্জন করেন।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *উপশমাশ্রয়মং ক্রোধলোভাদি অবশীভূতম্*—পারমার্থিক সদ্‌গুরু সচরাচর রাগ, লোভ এবং কামক্রিয়ার বশীভূত কখনই হন না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত এই যে, পার্থিব জীবন ধারণের ব্যর্থতা সম্পর্কে যিনি উপলব্ধি অর্জন করেছেন, তিনি যথার্থ সদ্‌গুরুর কাছে পৌঁছতে পারেন। পূর্ববর্তী দু'টি শ্লোকে পার্থিব এবং স্বর্গীয় ইন্দ্রিয় উপভোগের ব্যর্থতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন, স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, এই বিষয়টি সম্পর্কে যার উপলব্ধি হয়েছে, সদ্‌গুরুর কাছে তারই এগিয়ে যাওয়া উচিত। যোগ্য পারমার্থিক গুরু মাত্রই বৈকুণ্ঠ নামে পরিচিত চিন্ময় গ্রহমণ্ডলী থেকে বিচ্ছুরিত দিব্য শব্দতরঙ্গ প্রচার করে থাকেন। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান যে সকল চিন্ময় গ্রহরাজিতে অধিষ্ঠান করেন, সেগুলির অধিবাসীরা নিশ্চয়ই বধির এবং বাক্‌শক্তিহীন জীব নন; তাঁরা নিয়ত অনন্ত চিন্ময় সদানন্দময় জীবনধারার মাধ্যমে নিত্য অবগাহন করছেন। আর, পারমার্থিক সদ্‌গুরু সৎ-চিৎ-আনন্দময় সেই ধ্বনিমাধুর্য তাঁর শিষ্যের

কাছে এনে দিতে পারেন। বেতারযন্ত্র যেমন পার্থিব সংবাদ সম্প্রচারিত করে, তেমনই যথার্থ সদ্‌গুরু বৈকুণ্ঠ থেকে সম্প্রচারিত দিব্য ভাবধারা শিষ্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। এই সিদ্ধান্তটি শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছেন—*গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন*। পারমার্থিক গুরুদেব ও তাঁর শিষ্যের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন যে-কৃষ্ণনাম, তা-ই শিষ্যের কাছে সম্প্রচার করে থাকেন। পারমার্থিক সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যকে জানাতে চেষ্টা করেন যে, প্রত্যেক জীবমাত্রই গুণ মর্যাদায় পরমেশ্বর ভগবানের সমান হলেও পরিমাণে বিভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন এবং সেই কারণেই শ্রীভগবানের সেবা অনুশীলনে তাঁর শিষ্যকে নিয়োজিত রাখেন। শ্রীভগবানের সাথে জীব গুণগতভাবে অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই তাদের মাঝে নিত্যকালের প্রেমময় সম্পর্ক রয়েছে। আর জীব ভিন্ন সত্ত্বাবিশিষ্ট বলেই, সেই সম্পর্কটি চিরকালই প্রেম-ভালবাসা-সেবার বন্ধনে সম্পৃক্ত থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, কেউ যথার্থ গুণবান সদ্‌গুরু লাভের সৌভাগ্য অর্জন করা সত্ত্বেও যদি সে ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্ম কিংবা নিজের পার্থিব প্রগতির উদ্দেশ্যে মানসিক জল্পনা-কল্পনায় অভিনিবিষ্ট হয়, তা হলে পারমার্থিক সুখ-শান্তি অর্জনের পথে তার বিঘ্ন সৃষ্টি হবেই। তবে কোনও নিষ্ঠাবান শিষ্য যদি কোনও যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর চরণকমলে নিষ্ঠাভরে আত্মসমর্পণ করে, তা হলে যথার্থ চিন্ময় জ্ঞান ও আনন্দ লাভের মাধ্যমে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি লাভের পথে তার কোন বিঘ্নই সৃষ্টি হবে না।

শ্লোক ২২

তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ২২ ॥

তত্র—সেখানে (পারমার্থিক গুরুর সান্নিধ্যে); **ভাগবতান্ ধর্মান্**—ভগবদ্ভক্তি প্রেম অনুশীলনের তত্ত্ববিজ্ঞান; **শিক্ষেৎ**—শিক্ষা লাভ করা উচিত; **গুরু-আত্ম-দৈবতঃ**—পারমার্থিক গুরুদেব যে-শিষ্যের কাছে তার জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এবং আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ হয়ে থাকেন; **অমায়য়া**—মায়াময় চাতুর্যশূন্য মনে; **অনুবৃত্ত্যা**—বিশ্বস্ত সেবার মাধ্যমে; **যৈঃ**—যার সাহায্যে (ভক্তি সেবা অনুশীলনের); **তুষ্যেৎ**—তুষ্ট করা যায়; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্মদঃ**—যিনি আপন সত্তা প্রদান করে থাকেন; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

অনুবাদ

পারমার্থিক সদ্‌গুরুকে আপন জীবনের পরম আশ্রয় এবং আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ স্বীকার করার মাধ্যমে, তাঁর কাছ থেকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পদ্ধতি

প্রক্রিয়াদি শিক্ষা লাভ করাই শিষ্যের কর্তব্য। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি সকল জীবাত্মার পরমাত্মারূপে তাঁর শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে নিজেকে বিকশিত করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। অতএব, কোনও রকম ছলচাতুর্য বর্জন করে শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পদ্ধতি প্রক্রিয়াদি শিক্ষালাভ করাই শিষ্যের কর্তব্য এবং সেইভাবে নিষ্ঠাভরে পরম আনুকূল্য সহকারে ভগবদ্ভক্তি সেবা চর্চা করলে পরমেশ্বর ভগবান প্রীতি লাভ করেন এবং তখন তিনি নিষ্ঠাবান শিষ্যের কাছে ধরা দেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমত অনুসারে, শ্রীভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে কিভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দেন, সেই বিষয়ে বলি মহারাজের ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে যথার্থতঃ প্রতিপন্ন করেছেন। বলি মহারাজ তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী সমগ্র রাজ্য ভগবান শ্রীবামনদেবের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীবামনদেব এইভাবে বলি মহারাজের নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সেবার দৃষ্টান্তে এতই প্রীতিলাভ করেছিলেন যে, শ্রীভগবান স্বয়ং বলি মহারাজের প্রাসাদের দ্বাররক্ষক হয়ে থাকেন এবং পরে বলি মহারাজকে পুনরায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর করা হয়েছিল।

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত এই যে, পারমার্থিক গুরুদেবকে শিষ্যের জীবনস্বরূপ আত্মারূপে মর্যাদা দিতে হয়, কারণ যথার্থ সদ্‌গুরু যখনই কাউকে শিষ্যরূপে দীক্ষা প্রদান করেন, তখন থেকেই তার প্রকৃত জীবনধারার সূচনা হয়ে থাকে। স্বপ্নের মাঝে মানুষ নানা ধরনের আপাতসুন্দর চমৎকার কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অলীক পরিচয় লাভ করে থাকতে পারে, তবে জেগে উঠলে তখনই তার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা শুরু হয়। তেমনই, পারমার্থিক গুরুদেব শিষ্যকে পারমার্থিক জীবনচর্যায় উজ্জীবিত করেন বলেই, যথার্থ শিষ্য উপলব্ধি করতে থাকে যে, তার জীবনের প্রধান ভিত্তি গড়ে উঠছে তার পারমার্থিক গুরুদেবের কৃপার মাধ্যমে।

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমতে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকল প্রকার আনন্দের পরম উৎস, এবং তাই শ্রীভগবান যখন তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন, তখন সেই ভাগ্যবান ভক্ত সর্বোত্তম চিন্ময় আনন্দ সুখে নিমজ্জমান হয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে নিম্নরূপ শ্রুতিমন্ত্রও রয়েছে—*আনন্দাদ্ ধীমানি ভূতানি জায়ন্তে।* "সর্বময় আনন্দসুখ সম্পন্ন পরমেশ্বরের কাছ থেকেই এই সকল জীব জন্মলাভ করেছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবান যখন নিজেকে তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মাঝে সমর্পণ করে দেন, তখন সেই ভাগ্যবান ভক্ত বাস্তবিকই শ্রীভগবানকে দর্শন করতে পারে, তাঁকে স্পর্শ করতে পারে এবং তাঁর সেবায় প্রত্যক্ষভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, নিজের পারমার্থিক দীক্ষাগুরুকে কোনও শিষ্যেরই পার্থিব ব্যক্তি কিংবা নিজের সমকক্ষ মানুষ বলে মনে করা কখনও উচিত নয়। পারমার্থিক দীক্ষাগুরুকে সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র পাদপদ্মাশ্রিত পুরুষরূপে বিবেচনা করা শিষ্যের কর্তব্য। কোনও শিষ্যেরই নিজের পারমার্থিক গুরুদেবকে তার নিজের সেবাকার্যে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর উপরে আধিপত্য বিস্তার করার প্রচেষ্টা এবং তাঁর মাধ্যমে কোনও পার্থিব লাভ অর্জনে প্রবৃত্ত হওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। যে শিষ্য বাস্তবিকই পারমার্থিক অনুশীলনে অগ্রসর হতে থাকে, সে ক্রমশই পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর সেবায় আগ্রহী হতে থাকে, এবং তার ফলেই শিষ্য ক্রমশ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পরমানন্দময় সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে থাকে।

নিষ্ঠাবান শিষ্যের পারমার্থিক প্রগতির আনুকূল্যে চারটি প্রাথমিক উপচারের কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্ ।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্ ॥

"[১] পারমার্থিক সদ্‌গুরুর শ্রীচরণকমলে আশ্রয়গ্রহণ, [২] পারমার্থিক গুরুদের কাছে দীক্ষিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে কিভাবে ভক্তিসেবা নিবেদন করতে হয়, তার অনুশীলন, [৩] বিশ্বাস এবং আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে শ্রীগুরুদেবের আদেশাদি প্রতিপালন, এবং [৪] পারমার্থিক সদ্‌গুরুর মাধ্যমে তাঁর নির্দেশে মহান আচার্যবর্গের [শিক্ষাগুরু সকলের] পদাঙ্ক অনুসরণ।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/৭৪) এই সকল প্রাথমিক কর্তব্যকর্ম যিনি প্রতিপালন করেছেন, তিনিই *শ্রীমদ্ভাগবত* আস্বাদন করবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের যথাযথ দিব্য শব্দতরঙ্গ যখন কেউ শ্রবণ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি এবং মানসিক জল্পনাকল্পনার বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সুখ ও সন্তোষ লাভ করেন।

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে ।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥

"শুধুমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবাভক্তির অনুভব অচিরে জাগ্রত হয়ে সকল প্রকার শোকদুঃখ, মায়ামোহ এবং ভয়ভীতির জ্বালা নিবারিত হয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/৭)

ভাগবতের দিব্য ধ্বনি শ্রবণের মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবণতা যিনি সুচারুভাবে জাগ্রত করতে সক্ষম, তেমন পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছেই *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করা উচিত। এইভাবে অপ্রাকৃত পারমার্থিক প্রামাণ্য শ্রবণ-উপযোগের নাম *ভাগবত-ধর্ম*। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মধ্যেও এই প্রতিষ্ঠানের ধর্মপ্রচারমূলক কর্মধারা প্রসঙ্গে বহু সহস্র প্রামাণ্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। আর *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণের মাধ্যমে এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করার ফলে, সংঘের সদস্যবৃন্দ বহু শোক, মোহ এবং ভয় থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুযায়ী, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দিব্য ধ্বনি তরঙ্গের সম্যক উপলব্ধি যাঁদের লাভ হয়, তাঁরা এই স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত *হংসগীতা* ভাষ্য অনুসারে *ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাস* আশ্রম গ্রহণ করতে পারেন। বৈষ্ণব নামে অভিহিত মানুষ কায়মনোবাক্যে কঠোর সদাচার অবলম্বনে অহেতুক অবহেলা করলে পারমার্থিক সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে যথার্থ আশ্রয় লাভ করতে পারে না। ঐ ধরনের কোনও অহেতুক ইন্দ্রিয়সম্ভোগী মানুষ যদি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর মতো পোশাক এবং দণ্ড ধারণের ভেক-প্রদর্শন করে, তবুও কৃষ্ণপ্রেম অর্জনের বাঞ্ছিত ফল লাভ তার পক্ষে সম্ভব হয় না। যে কোনও সামান্য মাত্র ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং মানসিক জল্পনা থেকে শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে বিরত থাকতে হয়, এবং তার পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর আদেশ-নির্দেশাদি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিপালন করতে হয়। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর মহিমামণ্ডিত মর্যাদা সদাসর্বদা স্মরণের মাধ্যমে, শিষ্য অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে আশ্রয় লাভ করবে।

শ্লোক ২৩

সর্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গং চ সাধুষু ।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ং চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্ ॥ ২৩ ॥

সর্বতঃ—সর্বত্র; **মনসঃ**—মনের; **অসঙ্গম্**—অনাসক্তি; **আদৌ**—প্রথমে; **সঙ্গম্**—সঙ্গলাভ; **চ**—এবং; **সাধুষু**—সাধুজনের সঙ্গে; **দয়াম্**—দয়া; **মৈত্রীম্**—সখ্যতা; **প্রশ্রয়ম্**—শ্রদ্ধাভক্তি; **চ**—এবং; **ভূতেষু**—সকল জীবের জন্য; **অদ্ধা**—এইভাবে; **যথা উচিতম্**—যেভাবে সম্ভব।

অনুবাদ

নিষ্ঠাবান শিষ্য সমস্ত পার্থিব বিষয় থেকে মনঃসংযোগ ছিন্ন করতে অবশ্যই শিখবে এবং তার পারমার্থিক গুরুদেব আর অন্যান্য শুদ্ধভাবাপন্ন ভক্তদের সঙ্গ অনুশীলন করতে দৃঢ়ভাবে সচেষ্ট হবে। তার চেয়ে নিম্নতর মর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি তাকে কৃপাময় হতে হবে, সমমর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে এবং উচ্চতর পারমার্থিক মর্যাদাসম্পন্ন সকলের প্রতি বিনম্র সেবা মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত। এইভাবেই সকল জীবের সঙ্গে যথাযথভাবে আচরণ করতে তার শেখা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল মধ্বাচার্য *গরুড়পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাঁরাই দেবতা, মহর্ষি কিংবা পুণ্যবান পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের সকলকেই *সন্তঃ* অর্থাৎ সাধুপুরুষ বলা হয়ে থাকে। *ভগবদ্গীতা* অনুসারে, *ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদাঃ*—প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাঝে যে সকল জীব সংগ্রাম করছে, তাদের অধিকাংশেরই আলোচনা বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে বর্ণিত *বর্ণাশ্রম* সংস্কৃতি রূপে উল্লিখিত আছে। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে ঐ ধরনের বদ্ধ জীবগণকে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, কেবলমাত্র পুণ্যকর্মের মাধ্যমেই পার্থিব সুখ অর্জন করা যেতে পারে। এই বিবেচনায়, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাঝে সর্বাধিক পুণ্যবান জীবগণই দেবতা রূপে গণ্য হয়ে থাকেন। ঋষিবর্গ, অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহর্ষি যোগীগণ যাঁরা ইচ্ছামতো বিভিন্ন গ্রহে পরিভ্রমণ করতে পারেন এবং যাঁরা যৌগিক ক্ষমতার অনুশীলন করে থাকেন, তাঁদের দেবতাগণের অপেক্ষা কিছু নিম্নস্তরের বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আর, পৃথিবীতে যে সব মানুষ যথাযথভাবে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম পালন করে থাকেন, তাঁদের তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ সর্বনিম্ন পর্যায়ের *সন্তঃ* বা সাধুপুরুষ মনে করা হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের ভক্ত জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অতীত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) বলেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোনও অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় অর্থাৎ সবরকমের জড় জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" এই ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, কোনও বৈষ্ণব ভক্ত ভক্তিযোগের বিধিবদ্ধ আচরণ থেকে অধঃপতিত না হন, তিনি জড়া প্রকৃতির

ত্রৈগুণ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একান্ত ভাবে তাঁর ভক্ত অর্জুনকে পরামর্শ দিয়েছেন কিভাবে মায়ার মোহময় সৃষ্টি জড় জাগতিক ত্রৈগুণ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত থকা যায় *(নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন)*। তবে *ভগবদ্গীতার* অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮/৪০) শ্রীভগবান বলেছেন—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভিগুর্ণৈঃ ॥

"এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে বা স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে এমন কোনও জীব নেই, যে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত।" সুতরাং জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের কলুষতা থেকে দেবতারাও মুক্ত নন, সেক্ষেত্রে কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বাস্তবিকই গুণাতীত, অর্থাৎ মায়ার প্রভাব মুক্ত হয়ে উঠেন।

অতএব, শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অর্থাৎ উত্তম অধিকারী ব্যক্তির সঙ্গ লাভের অনুশীলন করাই মানুষের কর্তব্য, যে কথা আগেই (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৩/২১) বলা হয়েছে—

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্ ।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

"সুতরাং যথার্থ সুখশান্তি এবং কল্যাণ আহরণে পরমাগ্রহী যে কোনও মানুষকেই সদ্গুরুর আশ্রয় অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন। সদ্গুরুর যোগ্যতা হল এই যে, গভীরভাবে অনুধ্যানের মাধ্যমে তিনি শাস্ত্রাদির সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং অন্য সকলকেও এই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম। এমন মহাপুরুষগণ যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সকল জাগতিক বিচার-বিবেচনা বর্জন করেছেন, তাঁদেরই যথার্থ পারমার্থিক সদ্গুরুরূপে বিবেচনা করা উচিত।"

অপর পক্ষে, কোনও মানুষ জড় জাগতিক ভোগসুখে আসক্ত হয়েও বাহ্যিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করতে থাকলেও তার সঙ্গ বর্জন করাই কর্তব্য। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়েছেন—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্ ।
শুশ্রূষয়া ভজন বিজ্ঞম্ অনন্যম্ অন্য
নিন্দাদিশূন্যহৃদয়ম্ ঈপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥

কোনও জীব শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করলে তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করা যেতে পারে, কিন্তু যে কোনও জড় জাগতিক ভোগসুখান্বেষী, বিশেষত মৈথুনাসক্ত মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য পরিহার করাই উচিত। *তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্*। যদি কেউ এমন কোনও ভোগাসক্ত মানুষের সঙ্গলাভ করে, যে মানুষ নারীসঙ্গে আসক্ত, তাহলে সেই ধরনের সঙ্গলাভের ফলে মানুষকে সুনিশ্চিত ভাবে নরকগামী হতে হবে।

তবে যদি কোনও জড় জাগতিক ভোগাকাঙ্ক্ষী মানুষ কোনও ভাবে পারমার্থিক উন্নতি লাভের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের কাছে আসে, তা হলে সেই উত্তম ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনের পথে উন্নতি লাভের অনুকূল বিবেচনা করে কৃপাপূর্বক তাঁর সঙ্গদানের মাধ্যমে তেমন ভোগী মানুষকে উপকৃত করতেও পারেন। জাগতিক ভোগ সুখে আসক্ত মানুষও এই ধরনের সঙ্গলাভের ফলে ক্রমশ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হয়ে উঠতেও পারে। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের কোনও জাগতিক ভোগাসক্ত মানুষকে যদি নিয়োজিত করতে না পারা যায়, তবে উত্তম ভক্তের পক্ষে তেমন সঙ্গ অনুশীলন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে—

বিশেষতঃ স্বোত্তমেষু বিনা সঙ্গং ন মুচ্যতে ।
স্বনীচেষু তু দেবেষু বিনা সঙ্গং ন পূর্যতে ॥

"শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ বিনা মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে না। আর অধম অবস্থায় যারা রয়েছে, তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন না করলে মানুষের জীবন অনর্থক প্রতিপন্ন হবে।" কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কৃষ্ণবাণী প্রচার ও প্রসারের সেবায় যাঁরা আত্মনিয়োজিত রয়েছেন, তাঁরা পারমার্থিক প্রগতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছেন, এবং অপ্রাকৃত আনন্দ সুখে তাঁদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভাগবৎ-ধর্মকথা প্রচারের আন্দোলনে যাঁরা নিরুৎসাহিত বোধ করে কৃপাগুণ অনুশীলনে অবহেলা প্রকাশ করে থাকেন, তাঁদের জীবনে *পূর্যতে* শব্দটির দ্বারা এখানে বর্ণিত অপ্রাকৃত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পরিপূর্ণতা সৃষ্টি হতেও পারে না। পারমার্থিক সুখ অনুভূতির পূর্ণতা অর্জন করতে না পারার ফলে, অবশ্যই ঐ ধরনের মানুষেরা যথেচ্ছ নারী সঙ্গের মাধ্যমে কিংবা অগণিত চটুল নাটক-উপন্যাস, পত্রপত্রিকা, এবং আরও অনেক কিছু পাঠ চর্চার ফলে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের মধ্যে দিয়ে যথেচ্ছ তৃপ্তি লাভের এবং

অনাবশ্যক মানসিক জল্পনা-কল্পনায় তাদের জীবন ভরিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশানুসারে, কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষ্ণ মহিমা প্রচারের কার্যক্রমের ফলে *আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্*, পরমানন্দের ক্রমবর্ধমান সাগর সৃষ্টি হতে থাকে। কৃষ্ণকথা তথা ভাগবত-ধর্ম প্রচারের কার্যকলাপ দয়া-নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে থাকে অর্থাৎ যারা পতিত অবস্থায় পথভ্রান্ত, তাদের প্রতি কৃপাপূর্বক পথ প্রদর্শন করতে হয়। যাঁরা বাস্তবিকই এইভাবে ভাগবত-ধর্ম প্রচার করে চলেছেন, তারা ক্রমশ অন্যান্য প্রচারকদের সঙ্গেও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় *মৈত্রীম্*, অর্থাৎ সমপর্যায়ভুক্ত সকলের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলা। এই ধরনের ভাগবত-কথা প্রচারমূলক কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার সামর্থ্য ছাড়াও কৃষ্ণবাণী বিতরণের অনুকূল যথার্থ পথনির্দেশ আসে *প্রশ্রয়ম্* নীতি অর্থাৎ দীক্ষাগুরুর মতো পারমার্থিক গুরুদেবের শ্রীচরণ কমলে বিনম্র সেবা নিবেদনের প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে। যদি কোনও ব্যক্তি যথার্থ সদ্‌গুরুর অধীনে এবং সহযোগী প্রচারক মণ্ডলীর সাথে মিলেমিশে সর্বান্তঃকরণে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকার্য সম্পন্ন করতে থাকে, তা হলে *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটির নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়, তার ফলে *সর্বতো মনসোঽসঙ্গম্* অর্থাৎ শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিরাসক্ত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, 'লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধ হয়'। ভগবদ্ভক্তদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে, মানুষ জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করতে পারে যাতে নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

পাপপূর্ণ জীবনে আসক্ত হয়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ কেউ যদি অবহেলা করে, তা হলে অবশ্যই সে *কৃপাময়* মানুষ নয়। পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ যেব্যক্তি তার নিত্যসত্তা অবহেলা করে থাকে এবং তার পরিবর্তে নিজেকে 'আমি আমেরিকান', 'আমি রাশিয়ান', 'আমি ভারতীয়', 'আমি কৃষ্ণাঙ্গ', 'আমি শ্বেতাঙ্গ'—এমনি সব অনিত্য পরিচয়ে বিভ্রান্ত করতে থাকলে, মানুষ নিজেকেই নষ্ট করে এবং তাকে তখন আর *কৃপাময়* বলে বিবেচনা করা চলে না। ঠিক সেই ভাবেই, যারা মাছ, মাংস এবং ডিম ভক্ষণের জন্য প্রাণীহত্যা সমর্থন করে তাদের কখনই কৃপাময় বলা চলে না। অনেক ক্ষেত্রে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, কেউ যদি অন্যের ক্ষতি না করে, তা হলে সে যথেষ্ট পুণ্যবান। কিন্তু যেহেতু আমরা এখন অজ্ঞতার মাঝে বাস করছি, তাই আমরা জানিনা আমাদের বর্তমান কাজকর্মের ফলে ভবিষ্যতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। অন্যকে

আঘাত দেওয়া হচ্ছে না এমন ধারণা অজ্ঞাতবশত গর্বভরে পোষণ করা হয় যেহেতু প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়মবিধি সম্পর্কে অনেকেরই সম্যক ধারণা থাকে না, তবে সেই অজ্ঞতার ফলে কাউকে ধর্মপরায়ণ মানুষ বলা তো চলে না। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীভগবান স্বয়ং যে সকল আচরণবিধি উল্লেখ করেছেন, সেইগুলির প্রতি আত্মনিবিষ্ট হয়ে জীবনচর্যা অবলম্বন করলে তবেই মানুষ ধর্মপরায়ণ হতে পারে। জীবমাত্রেই যতক্ষণ তার নিজের মানসিক জল্পনা-কল্পনার বিলাসে গর্ববোধ করতে থাকে এবং যার ফলে সমুদ্রের তরঙ্গ বিক্ষোভে তাড়িত হওয়ার মতো নিত্য বিচলিত হতে থাকে, ততক্ষণ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় ভক্তিসেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়া উপলব্ধি করতেই পারে না। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির বহু বৈচিত্রময় সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার উপরেই মানসিক জল্পনা-কল্পনা গড়ে উঠে এবং তার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞানের রাজ্যে আমাদের অধিকার লাভের সামর্থ্য থাকে না। তাই জাগতিক সঙ্গ অবশ্যই বর্জন করতে হবে এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যারা দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই পরমেশ্বর ভগবানকে পরিতুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সেবামগ্ন রয়েছে, তাদের সঙ্গ লাভ করতে হবে।

ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে যে-ব্যক্তি উত্তম অগ্রণী, তাঁর সাথেই সঙ্গলাভের চর্চা করা উচিত। কোন্‌জন কতখানি উত্তম অগ্রণী, তা অনুধাবন করতে হলে ইন্দ্রিয় উপভোগে তার কি ধরনের অনাসক্তি এবং সকলের মাঝে কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণে তাঁর কতখানি কর্মশক্তি আছে, তা জানা চাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পায়েছে কেবা"—"বাস্তবিকই, বৈষ্ণবজনের সেবা-সাহায্যের উচ্চাশা যে বর্জন করে, তার পক্ষে মুক্তিলাভ সম্ভব কি ভাবে?" শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সমাজের পাদপদ্মে সেবা নিবেদনের মাধ্যমে, অচিরেই পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে মানুষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। জড় জাগতিক সুখ-তৃপ্তি উপভোগ বলতে যা কিছু বোঝায়, যা থেকে নানা ধরনের মৈথুন কল্পসুখ এবং নিজেকে ভগবানের মতোই নির্বিশেষ ভাবধারায় আপ্লুত মনে হতে থাকে, সেই সব কিছু কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্মে কৃপালব্ধ মানুষের কাছে অনাবশ্যক মনে হতে থাকে। সমগ্র জাগতিক সৃষ্টি যেন মহাসমুদ্রের অতি সামান্য বুদ্‌বুদের সঙ্গে তুলনীয়। ব্রহ্মজ্যোতি নামে অভিহিত শ্রীভগবানের যে পারমার্থিক চিন্ময় অন্তরঙ্গা শক্তির উপরে জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রয়েছে। তা অনন্ত সমুদ্রের বিপুল শক্তির মাঝে একটি অতি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের সঙ্গেই তুলনীয়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণ কমলে সেবা নিবেদনের মাধ্যমে, অনন্ত সুখ সাগরে মানুষ প্রবেশ করতে পারে এবং তখন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস তথা সেবক রূপে স্বরূপ সত্তার অভিজ্ঞতা লাভ

হয়। বৈষ্ণব জনের কৃপার সীমা-পরিসীমা থাকে না, এবং সেই কৃপা যিনি আস্বাদন করেছেন, তিনি জাগতিক সুখ-তৃপ্তি কিংবা মানসিক জল্পনা-কল্পনার মোহগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন না। বৈষ্ণব জনের কৃপাই সারবস্তু এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সমান শক্তি সম্পন্ন, অথচ সমাজগোষ্ঠী, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রেম-ভালবাসার অলীক স্বপ্ন আর নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক জল্পনা-কল্পনা সবই নিতান্ত মায়াময় প্রতিপন্ন হয় এবং বদ্ধ জীবকে তা প্রতারণা করে আর নিত্যকালই হতাশা-ব্যর্থতার মাঝে আবদ্ধ করে রাখে।

শ্লোক ২৪

শৌচং তপস্তিতিক্ষাং চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসাং চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥ ২৪ ॥

শৌচম্—শুচিতা; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **তিতিক্ষাম্**—ধৈর্য; **চ**—এবং; **মৌনম্**—মৌনতা, **স্বাধ্যায়ম্**—বেদ অধ্যয়ন; **আর্জবম্**—সরলতা; **ব্রহ্মচর্যম্**—ব্রহ্মচর্য; **অহিংসাম্**—অহিংসা; **চ**—এবং; **সমত্বম্**—সমভাব; **দ্বন্দ্ব-সংজ্ঞয়োঃ**—দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিবেশে উপলব্ধি।

অনুবাদ

পারমার্থিক গুরুর সেবার উদ্দেশ্যে শিষ্যকে অবশ্যই শীত তাপ, সুখ-দুঃখের মতো জাগতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিবেশের মাঝে শুচিতা, তপশ্চর্যা, ধৈর্য-তিতিক্ষা, বেদ অধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, এবং সমভাব চর্চা করতে হবে।

তাৎপর্য

শৌচতা অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলতে আভ্যন্তরীণ এবং বহির্জগতের শুদ্ধতা বোঝায়। প্রতিদিন অন্ততপক্ষে একবার এবং সম্ভব হলে দিনে তিনবার সাবান মেখে পরিষ্কার জলে স্নান করে বহির্জগতের মলিনতা থেকে শুদ্ধতা অর্জন করা উচিত। মানুষ যখন বৃথা গর্ব আর অহঙ্কার বোধের মলিনতা থেকে মুক্ত হয়, তখনই তাকে অন্তরের শুচিতা সম্পন্ন বলে মনে করা চলে। তপঃ অর্থাৎ তপশ্চর্যা বলতে বোঝায় যে, মনের অহৈতুক আবেগাদি সত্ত্বেও জীবনের যথার্থ কর্তব্য সম্পাদনে নিজেকে অবিচল রাখার জন্য মানুষকে মনঃসংযোগ করে চলতে হয়। বিশেষ করে, অগ্নিময় ক্রোধ এবং যথেচ্ছ মৈথুন সুখের জীবনধারা অবশ্যই মানুষকে সংযত করতে হয়। যদি মানুষ কাম, ক্রোধ এবং লোভের প্রবৃত্তিগুলি দমন না করে, তবে তার যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা সে হারায়। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির বিপুল সমস্যাদি সমাধানের পক্ষে মানব-জীবন এক সুবর্ণ সুযোগ। *বিষ্ণু পুরাণে* (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

প্রত্যেক মানুষই তার কৃতকর্মের ফল পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মাধ্যমে পারমার্থিক সার্থকতা অর্জন করতে পারে। ঠিক তেমনই, *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, *স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।* কাউকেই সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে হবে না কিংবা যোগির মতো বনে বসবাস করতেও হবে না; পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে মানুষ তার সকল বৃত্তিমূলক কর্তব্য কর্মের ফল উৎসর্গ করার মাধ্যমে সার্থকতা অর্জন করতে পারে। ঠিক তেমনই, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, 'নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি থাকহ আপন কাজে'। যদি কেউ নিষ্ঠাভরে ও আন্তরিক সহকারে,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের জপ করার মাধ্যমে নামাশ্রয় করে, তবে তার সাধারণ স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজ কর্মের পরিধির মধ্যেই পারমার্থিক চিন্ময় সাফল্য অবশ্যই ধীরে ধীরে অর্জন করতে থাকবে। দুর্ভাগ্যবশত, যদি কোনও মানুষ সুসভ্য জীবন যাপনের বিধিবদ্ধ নিয়মনীতিগুলির মাধ্যমে অবৈধ মৈথুনাচার, আমিষ ভক্ষণ, নেশাভাং এবং জুয়া খেলার মতো নিষিদ্ধ অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ না করে, তা হলে অবশ্যই কাম ক্রোধের দুর্বার স্রোতে তাকে পরাভূত হতেই হবে, কারণ ঐগুলি মানুষের পারমার্থিক জীবনের বাস্তব চেতনা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং পার্থিব অনিত্য শরীরের কল্পনাটকীয় মোহমায়ায় আচ্ছন্ন করে রাখার দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করতে থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৩/৩৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥

"এইভাবে কামরূপী চিরশত্রুর দ্বারা মানুষের শুদ্ধ চেতনা আবৃত হয়ে যায়। এই কামনা বাসনা দুর্বারিত আগুনের মতোই চিরকাল অতৃপ্ত থাকে।" সুতরাং তপঃ অর্থাৎ শুদ্ধভাবে কৃচ্ছ্রতা সাধন সম্পর্কে এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে

অবশ্যই তার বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম সাধনের পথে নিয়োজিত থাকতে হবে এবং কাম, ক্রোধ আর লোভের তাড়নায় অস্থির অধীর কিংবা অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে মত্ত হওয়া উচিত নয়।

তিতিক্ষাম্ অর্থাৎ 'সহনশীলতা' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পারমার্থিক জীবনচর্যায় নিয়োজিত সব মানুষকে অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কৃপাময় হতে হবে। পার্থিব জগৎ নানা প্রকার বিরক্তিকর এবং চিত্তচাঞ্চল্যকর বিষয় ব্যাপারে কণ্টকাকীর্ণ হয়ে থাকে, এবং তাই মানুষ বিশেষভাবে ক্ষমাগুণ সম্পন্ন হতে চেষ্টা না করলে প্রতিশোধমূলক মনোভাবে দূষিত হয়ে পড়তেই পারে আর তার ফলে তার পারমার্থিক চেতনা কলুষিত হয়ে যায়। *মৌনম্* অর্থাৎ "নীরবতা" বলতে বোঝায় যে, কোনও অর্থহীন কিংবা বালসুলভ বিষয়াদি সম্পর্কে কারও সমালোচনা করা অনুচিত, তবে অবশ্যই মানব জীবনের যথার্থ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি, যথা নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনাই করা উচিত। সম্পূর্ণভাবে নীরবতা অবলম্বন করা অজ্ঞানতারই লক্ষণ; পাথর নীরব থাকে চেতনার অভাবে। যেহেতু প্রত্যেকটি পার্থিব বস্তুরই তার চিন্ময় প্রতিবর্তী সত্ত্বা বিরাজ করে, তেমনি বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারেও নেতিবাচক এবং ইতিবাচক অনুশাসনাদি রয়েছে। বাকসংযমে নেতিবাচক অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিবাচক অনুশাসন এই যে, বাকসংযমী মানুষকে অবশ্যই সদাসর্বদা কৃষ্ণবিষয়ক কথাই বলা অভ্যাস করতে হবে। *সততং কীর্তয়ন্তো মাম্*—তাই সদাসর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পবিত্র নাম, যশ, লীলা, পরিকর এবং অন্যান্য ভগবৎ-বিষয়ক গুণকীর্তনের মাধ্যমে তাঁকেই কথাবার্তার বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে যে, *শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।* সদাসর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন শ্রবণ, ধ্যান এবং তাঁর আরাধনা করাই মানুষের একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত। এই অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে বলা হয়েছে—*শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্।* সদ্‌গুরু *শাব্দে পরে* অর্থাৎ চিন্ময় জগতের স্বরূপ অভিব্যক্তির উপযোগী অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পারঙ্গম হন। ধ্যানমগ্ন হওয়া এবং যোগাভ্যাস করবার কাল্পনিক ব্যবস্থাদির নির্বোধ প্রচারকদের বক্তব্য অনুসারে কোনও মানুষই কৃত্রিম উপায়ে শূন্য মস্তিষ্ক কিংবা বাক্যহারা হয়ে থাকতেই পারে না। তবে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবাধর্মে মানুষকে এমন ওতঃপ্রোতভাবে আত্মস্থ হতে হবে এবং কৃষ্ণমহিমা বন্দনায় এমনই প্রেমময় ভাবধারায় আকৃষ্ট হতে হবে, যাতে একটি মুহূর্তও অনাবশ্যক বাক্য ব্যয়ের সময় না থাকে। *মৌনম্* শব্দটির এটাই যথার্থ তাৎপর্য।

স্বাধ্যায়ম্ মানে নিজ সামর্থ্য অনুসারে মানুষকে অবশ্যই বৈদিক সাহিত্য সম্ভার চর্চা করতে হবে এবং তা অন্যদেরও শেখাতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, *জ্ঞান* ও *বিজ্ঞান* অর্থাৎ জ্ঞানের শাস্ত্রীয় উপলব্ধি এবং তার বাস্তব সম্মত প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও ব্রাহ্মণের যোগ্যতা থাকা উচিত। বিশেষ করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা-অভিলাষ পরিপূরণার্থে যে সমস্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা উচিত। সেইগুলি যথার্থ ব্রাহ্মণের আয়ত্ত করা প্রয়োজন। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই অপ্রাকৃত এক অতুলনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থসম্ভার রচনা করেছেন। বাস্তবিকই সমগ্র বিশ্বে লক্ষ্য করা গেছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা যথাযথ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* প্রমুখ গ্রন্থাবলীর ক্ষেত্রে *স্বাধ্যায়ম্* নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তখন যথার্থ মনঃসংযোগী একান্ত আগ্রহী পাঠক মাত্রেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবায় ভাবোল্লাসময় প্রতিজ্ঞায় বাস্তবিকই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘ সামগ্রিকভাবেই সারা পৃথিবীতে এই পারমার্থিক শাস্ত্রসম্ভারের ভিত্তি অবলম্বন করেই ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে চলেছে। *স্বাধ্যায়ম্* বলতে ধর্মাশাস্ত্রাদির কল্পিত কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা বোঝায় না, তা ছাড়া নিজেকে বিদ্বান বলে জাহির করবার ব্যর্থ মানসিকতা নিয়ে অনেক গ্রন্থাদি পাঠ করবার চেষ্টা করাও অনুচিত। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে যেভাবে প্রতিপন্ন করেছেন, সেই ভাবেই এই পারমার্থিক শাস্ত্রসম্ভার অনুশীলন করা উচিত, যার ফলে যথার্থ পারমার্থিক প্রগতির মাধ্যমে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বাস্তব অনুভূতি জাগ্রত হতে পারে।

আর্জবম্ শব্দটি সরলতা অর্থাৎ ঋজুতাপূর্ণ মনোভাব বোঝায়। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *স্বচ্ছতাম্,* অর্থাৎ 'পরিচ্ছন্ন উপলব্ধি' বাস্তবিকই ঋজুতাপূর্ণ মনোভাবেরই নামান্তর। যার চেতনা শুদ্ধ নয়, সে নানা ধরনের কুটিল পন্থারই আশ্রয় নেয়। ঋজু মনোভাব বলতে এমন বোঝায় না যে, সততার নামে অন্যদের অপদস্ত করতে হবে, বরং বিনয় সহকারে সত্য কথাটি বলাই উচিত। *ব্রহ্মচর্যম্,* অর্থাৎ 'নিষ্কলঙ্ক জীবন' বলতে বোঝায় যে, সম্পূর্ণভাবে নারীসঙ্গ পরিহার অথবা বৈদিক প্রথামতো কঠোরভাবে গৃহস্থ জীবন যাপন, যার মাধ্যমে সচ্চরিত্র সন্তানাদির সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই মৈথুনাচরণের জীবন নিয়ন্ত্রিত করা যায়। *অহিংসাম্* বোঝায় যে, কোনও জীবের প্রতি মানুষ হিংসাত্মক কাজ করবে না। যদি মানুষ কর্মফলের সূক্ষ্ম বিধিনিয়মাদি সম্পর্কে অবহিত না থাকে, তা হলে সে জানতে পারে না যে, কর্মফলের পরিণামেই মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করতে থাকে, সুতরাং অহিংসার চর্চা

অর্থাৎ জীবের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ-আঘাত থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অভ্যাস সে করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, পার্থিব জগতটা হিংসা-বিদ্বেষেই পরিপূর্ণ, এবং প্রকৃতির নিয়মবিধি অনুসারে প্রত্যেক জীবকেই যে ভাবে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির প্রকোপে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়, তাই স্বভাবতই তারা বাঁচবার তাগিদে সদাসর্বদা হিংসা-বিদ্বেষে জীর্ণ হয়েই থাকে। তাই যদি কোনও ভাবে মানুষ কাউকে শ্রীকৃষ্ণভাবনায় আত্মসমর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং তাকে পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে হিংসায় জরাজীর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্ত করতে পারে, তা হলে সেটাই যথার্থ অহিংসার নিদর্শন রূপে বিবেচিত হয়।

সমত্বংদ্বন্দ্বসংজ্ঞয়ো বলতে বোঝায় যে, পার্থিব দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভয়াবহ আধিক্যতা হলে তখন মানুষকে স্থির মস্তিষ্কে সমস্যার সমাধান চিন্তা করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/১৪) বলেছেন,

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।"

শ্লোক ২৫

সর্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাং ।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥ ২৫ ॥

সর্বত্র—সকল জায়গায়; **আত্ম**—নিজের যথার্থ সত্তা; **ঈশ্বর**—এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্য; **অন্বীক্ষাম্**—সদাসর্বদা চিন্তা-নিরীক্ষার মাধ্যমে; **কৈবল্যম্**—নির্জন বাস; **অনিকেততাম্**—কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান বিহীন; **বিবিক্ত-চীর**—জনশূন্য স্থানে পরিত্যক্ত পুরাতন বস্ত্রখণ্ড; **বসনম্**—বসন পরিধান করে; **সন্তোষম্**—সন্তুষ্টি; **যেন-কেনচিৎ**—যে কোনও বিষয়ে।

অনুবাদ

নিজেকে নিত্যস্বরূপ বিশিষ্ট চিন্ময় অত্মারূপে বিবেচনা করে সর্বদা চিন্তার মাধ্যমে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে সর্ববিষয়ের অবিসম্বাদিত নিয়ন্তারূপে স্বীকার করে ধ্যানমগ্ন হওয়ার অনুশীলন করা উচিত। ধ্যানচর্চা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, নির্জন

স্থানে বসবাস করা উচিত এবং নিজগৃহ তথা গৃহস্থালীর ক্রিয়াকর্মে অনাবশ্যক আসক্তি বর্জন করতে হবে। অনিত্য অস্থায়ী পার্থিব শরীরটিকে সাজপোশাকে ভূষিত করা পরিত্যাগ করে, মানুষের উচিত জনশূন্য স্থান থেকে পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড এনে তাই দিয়েই নিজের শরীর আচ্ছাদন করা কিংবা গাছের ছাল দিয়ে দেহ আবৃত রাখা। এইভাবেই যে কোনও পার্থিব অবস্থার মাঝে সন্তুষ্ট থাকবার শিক্ষা লাভ করা মানুষের উচিত।

তাৎপর্য

কৈবল্যম্, অর্থাৎ নির্জন স্থানে বসবাস, বলতে বোঝায় জাগতিক নানা উৎপাত থেকে মুক্ত জায়গায় বাস করা। অতএব, বৈষ্ণব সঙ্গ যেখানে কৃষ্ণভাবনামৃত বিকাশ একমাত্র সর্বজন স্বীকৃত লক্ষ্য, সেখানেই মানুষের থাকা উচিত। বিশেষত কলিযুগে যদি কেউ অন্য সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চেষ্টা করে, তা হলে তার ফলে সামাজিক অবনতি কিংবা উন্মাদের মানসিকতাই জাগবে। *অনিকেততাম্* শব্দটির অর্থ এই যে, নিজের 'মধুময় গৃহকোণ' নিয়ে একান্তই অনিত্য সন্তোষ লাভ করা কোনও মানুষেরই উচিত নয়, কারণ ঐ ধরনের সুখী গৃহকোণ বলতে মানুষকে যা সমাজে বোঝানো হয়ে থাকে, তা মানুষেরই কৃতকর্মের ফলে সৃষ্ট অভূতপূর্ব পরিস্থিতির ফলে যে কোন মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যাবে। এখনকার যুগে বাস্তবিকই কারও পক্ষে আধুনিক শহরের মধ্যে গাছের ছাল দিয়ে পোশাক তৈরি করে পরিধান করা অসম্ভব, তা ছাড়া শুধুমাত্র পরিত্যক্ত কাপড়ের টুকরো দিয়ে শরীর ঢেকে রাখাও সম্ভব নয়। পুরাকালে, মানব সংস্কৃতি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যে এই ধরনের তপস্যা অনুশীলন অর্থাৎ পারমার্থিক উন্নতির স্বার্থে কৃচ্ছ্রতা সাধনের অবকাশ ছিল। এখনকার যুগে, অবশ্য সমগ্র মানব সমাজে *ভগবদ্গীতার* বাণী প্রচার করাই সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়েছে। তাই, পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, বৈষ্ণবেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুবিন্যস্ত বস্ত্র ধারণ করে সুন্দর ভাবে শরীর আবৃত করে এমন ভাবে বদ্ধ জীবগণের কাছে উপস্থিত হবেন, যাতে বদ্ধ জীব কেউ বৈষ্ণবদের কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত কিংবা বিরক্ত হয়ে উঠবে না। কলিযুগে বদ্ধ জীব মাত্রেই জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে থাকে, এবং তাই চরম নিরাসক্তি তথা কৃচ্ছ্রতা সাধন কারও পছন্দ হয়না, বরং তার পরিবর্তে দেহসুখের ভয়াবহ নিষেধাজ্ঞা বলে তা প্রতিভাত হয়। অবশ্য, জীবনে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে হলে নিরাসক্তি তথা কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজন আছে, তবে সার্বিকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারকল্পে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা হল এই যে,

মানুষকে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আকৃষ্ট করার জন্যই সকল প্রকার জাগতিক বস্তুই কাজে লাগাতে হবে। অতএব, কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের মহান নীতি সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বৈষ্ণবদের সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করার প্রয়োজন হতে পারে। যেভাবেই হোক, মানুষকে যে কোনও জাগতিক পরিস্থিতির মাঝেই সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষালাভ করতে হবে যাতে মৃত্যুর মুহূর্তটিতে প্রস্তুত থাকা যায়। *ভগবদ্গীতার* উপদেশ অনুসারে, মৃত্যুর মুহূর্তটিতে আমরা যে বিশেষ চেতনার সৃষ্টি করে থাকি, সেটাই আমাদের ভবিষ্যতে পরিবেশে বহন করে নিয়ে যাবে। অতএব, মৃত্যুর একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরম তত্ত্বের প্রতি মানুষের মন সার্থকভাবে নিবদ্ধ করার জন্যই এক ধরনের অনুশীলনের মতোই মানবজীবনকে উপলব্ধি করতে পারা যায়।

শ্লোক ২৬

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্‌কর্মদণ্ডং চ সত্যং শমদমাবপি ॥ ২৬ ॥

শ্রদ্ধাম্—বিশ্বাস; **ভাগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কিত; **শাস্ত্রে**—শাস্ত্রাদিতে; **অনিন্দাম্**—নিন্দা না করে; **অন্যত্র**—অন্যেরা; **চ**—ও; **অপি হি**—অবশ্যই; **মনঃ**—মনের; **বাক্**—বাক্য; **কর্ম**—এবং মানুষের কাজকর্ম; **দণ্ডম্**—কঠোর নিয়ন্ত্রণ; **চ**—এবং; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **শম**—মনের আত্মনিয়ন্ত্রণ; **দমৌ**—এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়াদির; **অপি**—ও।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মহিমা-বর্ণনা যে সকল শাস্ত্রাদির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, সেইগুলি অনুসরণের মাধ্যমে জীবনে সকল সার্থকতা অর্জন করা যাবে, সেই বিষয়ে গভীর বিশ্বাস মানুষের থাকা উচিত। সেই সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রাদির নিন্দামন্দ পরিহার করতেও হবে। মানুষকে তার সকল কাজকর্মই কায়মনোবাক্যে সংযত করতে হবে, সদা সত্য কথা বলতে হবে এবং দেহ ও মন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে।

তাৎপর্য

শ্রদ্ধা সম্পর্কে *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে (মধ্য ২২/৬২) নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

"শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পারমার্থিক প্রেমময় সেবা নিবেদনের মাধ্যমে মানুষ অবলীলাক্রমে অন্য সকল প্রকার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্মাদি অনায়াসে সুসম্পন্ন করতে পারে। এই গভীর বিশ্বাস, সুদৃঢ় মনোভাবে যা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের অনুকূল হয়, তাকেই বলা হয় শ্রদ্ধা।" অতএব ভগবদ্ভক্তের মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, *ভাগবত* শাস্ত্রাদির যে সকল অনুশাসনাদি নিতান্ত পরোক্ষভাবেই নয়, যথার্থ প্রত্যক্ষভাবে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিসেবা নিবেদনের প্রক্রিয়াদি বর্ণনা করেছে, সেইগুলি যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ অনায়াসে জীবনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞান এবং সার্থকতা অর্জন করতে পারে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *মনোবাক্কায়দণ্ডম্*, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় *মানসবাচিককায়িকবিকর্মরাহিত্যম্*—অর্থাৎ, মানুষকে কায়মনোবাক্যে তার জীবনে সকলপ্রকার পাপময় ক্রিয়াকর্ম বর্জন করতেই হবে। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদও একাধিকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয় সংযম বলতে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকর্ম বন্ধ করে দেওয়া বোঝায় না যার ফলে শরীর মৃতপ্রায় হয়ে যায়, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনের সেবায় মানুষ তার মানসিক, দৈহিক এবং বাচনিক ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত রাখবে, সেটাই বাঞ্ছনীয়। শ্রীল রূপ গোস্বামীও বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মনা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপি অবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের মাঝেও কর্মব্যস্ত থাকে, সে নানা প্রকার জাগতিক কাজকর্ম বলতে যা বোঝায়, সেইগুলির মাঝে ব্যস্ত থাকলেও, তাকে মুক্ত পুরুষ বলতেই হয়।" (*ভক্তিরসামৃত সিন্ধু* ১/২/১৮৭) এইভাবে মানুষ তার সকল ইন্দ্রিয়াদি কায়মনোবাক্যে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত রাখলে সে *বিকর্মরাহিত্যম্*, অর্থাৎ অননুমোদিত পাপময় ক্রিয়াকর্ম সাধনের পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করে থাকে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, শুধুমাত্র যে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ বিকর্মরহিত অর্থাৎ পাপকর্মাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন, তাঁরাই জড়জাগতিক প্রকৃতির মায়াময় দ্বৈত সত্তার ছলনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন (*সমত্বং দ্বন্দ্ব-সংজ্ঞয়োঃ*)। এই বিষয়ে শ্রীভগবান বলেছেন,

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৭/৮) এই শ্লোকটির তাৎপর্য নির্ণয় প্রসঙ্গে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, "যাঁরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্য, এই শ্লোকে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যারা পাপী, নাস্তিক, অজ্ঞ এবং প্রবঞ্চক, তাদের পক্ষে ইচ্ছা ও দ্বেষের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। যাঁরা ধার্মিক, যাঁরা পুণ্য-কর্ম করে নিষ্পাপ হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের শরণাগত হতে পারেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণজ্ঞান লাভ করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। তখন তাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধ্যানে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হতে পারেন। এটাই আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার পন্থা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, যিনি মানুষকে মোহমুক্ত করতে পারেন, তাঁর সঙ্গ লাভ করার ফলে কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।"

শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নরূপ বিবৃতিটি *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত করেছেন, "*শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য যে সকল শাস্ত্রাদির মধ্যে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের গুণমহিমা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সকল গ্রন্থে মানুষের অবশ্যই পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত। বৈষ্ণব তন্ত্রসম্ভার, মূল *বেদ* গ্রন্থাবলী, এবং *মহাভারত* যাতে *ভগবদ্‌গীতা* অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যাকে পঞ্চম বেদ রূপে গণ্য করা হয়েছে, সেইগুলির প্রতিও মানুষের শ্রদ্ধাবোধ থাকা প্রয়োজন। শ্রীবিষ্ণুর নিশ্বাস থেকেই বৈদিক জ্ঞান মূলত উৎসারিত হয়েছে, এবং শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীল ব্যাসদেবের উদ্যোগেই বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সাহিত্য রূপ বিরচিত হয়েছে। অতএব শ্রীবিষ্ণুকেই এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রাদির স্বরূপসম্বন্ধ প্রবক্তা রূপে গণ্য করা উচিত।

কলাবিদ্যা নামে অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রাদিও রয়েছে, যেগুলিতে জাগতিক শিল্পকলা ও বিজ্ঞান-বিষয়াদি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী আছে। যেহেতু ঐ ধরনের সকল বৈদিক শিল্পকলা ও বিজ্ঞান-বিষয়াদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকেশবের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশেই বিরচিত, তাই—সন্ন্যাস জীবনে প্রবিষ্ট সাধুপুরুষগণ অবশ্যই এই ধরনের আপাত গ্রাহ্য জাগতিক শাস্ত্রসম্ভারগুলিকে কখনও নিন্দামন্দ করবেন না; কারণ এই সমস্ত সাহিত্যসম্পদ পরোক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সাথেই সম্পৃক্ত, তাই এই সকল মাধ্যমিক পর্যায়ের শাস্ত্রাদির অবমাননার ফলে নরকগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রদ্ধা বলতে একাগ্র আন্তরিক মানসিকতা বোঝায়, যা দুই শ্রেণীতে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে: প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাস এক সুদৃঢ় উপলব্ধি যে, বহুবিধ

শাস্ত্রসম্ভারের বিবৃতিগুলি সত্য। অন্যভাবে বলা চলে বৈদিক জ্ঞান সাধারণভাবে অভ্রান্ত, এই উপলব্ধিকে বলা হয় *শ্রদ্ধা* অর্থাৎ গভীর বিশ্বাস। দ্বিতীয় ধরনের বিশ্বাস এই যে, জীবনে কোনও মানুষ তার লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগী হলে বৈদিক শাস্ত্রের বিশেষ কোনও অনুশাসন অবশ্যই তাকে পালন করে চলতে হবে। পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত তাই প্রথম ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন বিভিন্ন ধরনের কলাবিদ্যা তথা বৈদিক জাগতিক শিল্পকলা ও বিজ্ঞান চর্চার অনুকূলে, কিন্তু তাঁর আপন জীবনের লক্ষ্য পূরণে ঐ ধরনের শাস্ত্রাদি অবশ্যই স্বীকার করবেন না। তা ছাড়া *পঞ্চরাত্র* প্রমুখ বৈদিক শাস্ত্রাদির অনুশাসনাদির বিরুদ্ধাচারী কোনও বৈদিক অনুশাসনও স্বীকার করা তাঁর পক্ষে অনুচিত।

"সুতরাং প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের বর্ণনামূলক সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারই বিশ্বাসভরে স্বীকার করা উচিত এবং তার কোনও অংশেরই নিন্দামন্দ করা অনুচিত। এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মার পক্ষেও, তথা অন্যান্য প্রাণীকুল, নগণ্য চলৎশক্তিহীন জীব যথা, বৃক্ষাদি, প্রস্তরাদির পক্ষেও কোনও বৈদিক শাস্ত্রের অবমাননা করা হলে, তার পরিণামে তাকে অজ্ঞানতার ঘোরতর অন্ধকার রাজ্যে নিমজ্জিত হতে হয়। তাই, সুরগণ, যথা-দেবতাগণ, মহর্ষিগণ এবং ভগবদ্ভক্তগণ—সকলেরই বোঝা উচিত যে, পঞ্চরাত্রিক শাস্ত্রসম্ভার, তথা *চতুর্বেদ*, মূল *রামায়ণ*, *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য *পুরাণ* গ্রন্থাদি এবং *মহাভারত*, সবই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই পরম মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উপযোগী রচনা এবং এই গ্রন্থগুলি সবই ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর অনবদ্য অপ্রাকৃত চিন্ময় মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে আর তাঁদের পারমার্থিক উন্নতির বিন্যাস অনুযায়ী বর্ণনা করে থাকে। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের অন্য কোনও প্রকার ভাবধারাকে নিতান্ত মায়াময় চিন্তার প্রতিফলন মনে করতে হবে। সমস্ত প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থাদির চরম লক্ষ্য যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানই সবকিছু ও সকল প্রাণীর নিয়ন্তা, এবং ভগবদ্ভক্ত যে শ্রীভগবানের মর্যাদার থেকে ভিন্ন নন, তা প্রতিপন্ন করা, তবে ঐ ধরনের ভগবদ্ভক্তদের অবশ্যই তাঁদের পারমার্থিক অগ্রগতির স্তর অনুসারে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহম্ এব বেদ্যো/বেদান্তকৃদ্ বেদবিদ্ এব চাহম্*—"সমস্ত বেদের মাধ্যমে আমাকে জানতে হবে; যদিও, আমিই বেদান্তের সঙ্কলক, এবং আমিই বেদগ্রন্থের সর্বজ্ঞ।" (*গীতা* ১৫/১৫) তেমনই, শ্রীভগবান বলেছেন—

যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

"যেহেতু আমি ক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়শীল সবকিছুরই ঊর্ধ্বে অবস্থান করি এবং আমি অক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়হীন সবকিছু থেকেও উত্তম, তাই ইহলোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত।" (*গীতা* ১৫/১৮)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে যে সকল ঐশ্বরিক গুণাবলী বিকাশের কথা বলা হয়েছে, কোনও যথার্থ বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ না করলে তা কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।* এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত ভাবধারা উল্লেখ করেছেন—

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥

"যেজন ভগবান শ্রীগোবিন্দের আরাধনা করে, কিন্তু তাঁর ভক্তদের বন্দনায় ব্যর্থ হয়, তাকে ভগবদ্ভক্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে না, বরং তাকে নিতান্তই মিথ্যা অহঙ্কারের দাস বলা চলে।" শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তের চরণকমলে যিনি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর পক্ষে স্বয়ং শ্রীভগবানের পূজা-অর্চনাদি সুসম্পন্ন করা বিশেষ সহজসাধ্য হয়ে উঠে।

এই ধরনের আত্মসম্পর্কিত জীবাত্মার পক্ষে কোনও প্রকার কৃত্রিম কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনের প্রয়োজন হয় না। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর '*নারদ পঞ্চরাত্র*' থেকে নিম্নরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
অন্তর বহির যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

"যদি কেউ ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে, তবে তার পক্ষে বাহ্যিক প্রায়শ্চিত্ত করবার কী প্রয়োজন আছে? আর যদি কেউ ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে না, তা হলে কোনও রকম প্রায়শ্চিত্তই তাকে রক্ষা করতে পারে না। যদি কেউ উপলব্ধি করে যে, ভগবান শ্রীহরি অন্তরে ও বাহিরে সর্বব্যাপ্ত রয়েছেন, তবে প্রায়শ্চিত্ত সাধনের কী দরকার আছে? আর যদি কেউ উপলব্ধি করতে পারে না যে, শ্রীহরি সর্বব্যাপ্ত রয়েছেন, তবে তার সকল প্রায়শ্চিত্ত সাধনই বৃথা।" যে কোনও বৈষ্ণবজন সদা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাঁর ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে মগ্ন থাকেন। যদি কোনও ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার সেবা নিবেদনের

কথা চিন্তা না করে শুধুই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আর কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে বৃথা গর্বোদ্ধত হয়ে উঠে এবং নানাভাবে জাগতিক সামগ্রী গ্রহণ আর বর্জন করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তাকে ঐ সব কৃচ্ছ্রতা সাধনের নামে ভগবদ্ভক্তির পথে বাধাবিপত্তিরই সম্মুখীন হতে হয়।

যারা শ্রীভগবানের ভক্তিমূলক সেবা কর্মের বিরোধিতা করে, তাদের বাগাড়ম্বরে কোনও ভগবদ্ভক্তেরই বিচলিত বোধ করা অনুচিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর দৃঢ়তার সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনই জীবনের চরম সার্থকতা অর্জনের একমাত্র উপায়। অতএব বৈষ্ণবগণ অবশ্যই *মৌনম্*, অর্থাৎ নীরবতা অভ্যাস করবেন, বৃথা তর্কবিতর্কে পরিপূর্ণ শাস্ত্রাদি বর্জন করবেন, এবং ধর্মজীবন যাপনের নামে মায়াবাদী ভাবধারার যে সকল শাস্ত্রাদি ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থতায় প্রশয় দেয়, সেইগুলি পরিহার করবেন। যদি কেউ আত্ম-উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন না করার ফলে অনিত্য পার্থিব দুঃখদুর্দশায় নিদারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, কিংবা যদি কেউ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে বিভ্রান্ত হয়ে পার্থিব মানুষদের এবং পার্থিব ভাবধারার আশ্রয় গ্রহণ করতে চেষ্টা করে, তা হলে তার ভক্তিমার্গের প্রগতি অচিরেই প্রতিহত হবে! তেমনই, যদি কোনও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে বিভিন্ন সামগ্রীর প্রতি প্রেমাসক্তি প্রকাশ করে কিংবা ভগবদ্ভক্তির প্রক্রিয়া বা *ভগবদ্গীতার* দর্শন সম্পর্কে ত্রুটি প্রদর্শন করতে প্রয়াসী হয়, যার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ হতে ভিন্ন সকল বিষয়াদি নিয়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দিকে তার নিজের মনোনিবেশের যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে চায়, তা হলে পারমার্থিক আত্মবিকাশের প্রগতির পথে তাকে বিষমভাবে বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হবে। ঐ ধরনের মায়াভ্রান্ত ভাবধারাকে বলা হয় *দ্বিতীয়াভিনিবেশ*, অর্থাৎ মায়ামোহের মাঝে মনোনিবেশ। অন্য দিকে, যদি কেউ বৈষ্ণবপরম্পরা নামে অভিহিত আত্মসচেতন মানুষদের সর্বসম্মতিক্রমে বৈদিক শব্দসম্ভারের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরমোৎসাহে কৃষ্ণনামকীর্তন তথা শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনে আত্মনিয়োজিত হন, তা হলে তাঁর মৌনতা অবলম্বন ও অনুশীলন যথার্থ সার্থকতা অর্জন করে।

ভগবদ্ভক্তি বহির্ভূত যথেচ্ছ বাক্যালাপ অর্থাৎ প্রজল্প পরিহার করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন ও শ্রবণ ছাড়া শুধুমাত্র কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়াদি দমনের প্রচেষ্টায় পারমার্থিক সার্থকতা অর্জন করতে পারা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, খেতখামারে গৃহপালিত অনেক পশুকে পরস্পরের কাছে পৃথকভাবে রেখে যদিও ব্রহ্মচর্য পালনে বাধ্য করা হয়ে থাকে, তা হলেও ঐ সমস্ত পশুদের

ব্রহ্মচারী বা পারমার্থিক শিক্ষার্থী বলা চলে না। তেমনই, শুধুমাত্র শুষ্ক মনকল্পিত তর্কবিতর্ক কিংবা তাৎক্ষণিক সংযম অভ্যাসের মাধ্যমে কাউকে পারমার্থিক সাধনায় সার্থক বলা যায় না। শ্রীভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* যে ভাবে বৈদিক ভাবসম্পদের সারমর্ম উপস্থাপন করেছেন, মনোনিবেশ সহকারে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে শুধুমাত্র তাই অবশ্য শ্রবণ করা উচিত। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহম্ এব বেদ্যঃ*।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, বৌদ্ধ এবং জৈনদের মতো ভগবদ্-তত্ত্ববিহীন ন্যায়দর্শনাদির প্রতি যারা আকৃষ্ট হয়, অহিংসার জাগতিক নীতির মাহাত্ম্য প্রচার করে থাকে, তাদের ভগবদ্‌বিহীন ন্যায়তত্ত্বের প্রতি জাগতিক বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে পারমার্থিক উন্নতির পথে আত্মঘাতী হয়ে উঠে। কৃত্রিম কৃচ্ছ্রতার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রিত করা এবং জনগণের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সুবিধা বিধানের উদ্দেশ্যে বিশাল সামাজিক আয়োজন করা সবই কৃত্রিম উপায়ে মানব সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার প্রচেষ্টা মাত্র, যার ফলে সমাজের যথার্থ প্রভু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে প্রত্যেক জীবের নিত্য সম্পর্ক-সম্বন্ধ আবৃত হয়েই থাকে। নীতিবাদী দার্শনিকরূপে পরিচিত ঐ সব মানুষ যখন মানব জীবনের সুযোগ নষ্ট করে ফেলে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে আমাদের নিত্যসম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের অবকাশ হারায়, তখন বাস্তবিকই জনকল্যাণের নামে ঐ সব নির্বোধ মানুষগুলি মানব সমাজের প্রতি সর্বাধিক হিংসাত্মক অপরাধ করে থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদয়া করহ বিচার।
> বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

"যদি তোমরা তত্ত্বকথা এবং তর্কবিতর্কে আগ্রহ বোধ করে থাকো, তা হলে অনুগ্রহ করে তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাবিচারে প্রয়োগ কর। যদি তোমরা তা কর, তোমরা তা হলে লক্ষ্য করবে সেই কৃপা কত চমৎকার।" (*শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৮/১৫*)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, *মহাভাগবত* অর্থাৎ শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্ত তাঁকেই বলা চলে, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই জাগতিক এবং চিন্ময় জগতাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ থেকে অভিন্ন রূপে দর্শন করে থাকেন, যেহেতু সব কিছুই তাঁর মহাশক্তিরই অভিপ্রকাশ মাত্র, তবে *মহাভাগবত* মাত্রেই আরও অনুধাবন করেন যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নিত্যকালই তাঁর সর্বাকর্ষক রূপের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা অপরূপ করে রাখেন। এইভাবেই, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত মাত্রেই

অনিকেতন অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনও বাস নিকেতনের অধিকারী হন না, অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল কোনও শরীরকেই তাঁর নিত্য আবাস রূপে স্বীকার করেন না। যেহেতু মানুষের ঘরবাড়ি এবং পরিবার-পরিজন বলতে যা বোঝায়, তা সবই তার শরীরেরই ব্যাপ্তি মাত্র, তাই ঐ ধরনের পার্থিব সৃষ্টিগুলিকেও কারও যথার্থ আবাস রূপে গণ্য করা চলে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করম্ পতিতং
মাম্ বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে কৃষ্ণ, নন্দরাজপুত্র, আমি তোমার নিত্য সেবক, তবুও আমি যে কোনও প্রকারে জন্ম-মৃত্যুর সমুদ্রে পতিত হয়েছি। কৃপা করে তুমি আমাকে এই মৃত্যুর সাগর থেকে উদ্ধার কর এবং তোমার পাদপদ্মে একটি ধূলিকণার মতো ধারণ কর।" (*শিক্ষাষ্টক ৫*)

এইভাবেই ভক্তের উপলব্ধি করা উচিত যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণকমলের ধূলিকণার মধ্যেই তার নিত্য আবাস চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে। সত্ত্বগুণের আধারে বনে-উপবনে বসবাসের মাধ্যমে, রজোগুণের আধারে শহরে-নগরে বাস করার মাধ্যমে, কিংবা তমোগুণের আধারে জুয়ানেশার কেন্দ্রে গিয়ে ইন্দ্রিয় উপভোগের মনোবাঞ্ছা পূরণ বৈষ্ণবমাত্রেরই পরিহার করা উচিত। সারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণ করতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনই কোনও জাগতিক স্থানকে তাঁর প্রকৃত বাসস্থান বলে বিবেচনা করেন না। এই বিষয়ে যাঁর উপলব্ধি পরিণত হয়েছে, তিনি সন্ন্যাস জীবন যাপনের মাধ্যমে শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ আশ্রয় গ্রহণ করতেও পারেন।

নির্বিশেষবাদী নিরাকার ধর্মী মানুষ কখনই উপলব্ধি করতে পারে না ভগবদ্ভক্ত কিভাবে নিজেকে শ্রীভগবানের সত্তা থেকে নিত্যকালের মতো ভিন্ন রূপে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও, সমগ্র সৃষ্টিকে শ্রীভগবান হতে অভিন্ন রূপে দর্শন করতে পারে। জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে যারা জ্ঞান আহরণ করতে সচেষ্ট হয়, এবং তাদের অতি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু বোঝাতে চেষ্টা করে, তারা অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের অপ্রাকৃত চিন্ময় সত্যতা অনুধাবন করতেই পারে না, কারণ ঐ তত্ত্বটির মাধ্যমেই পরম তত্ত্বের সাথে তাঁর সৃষ্টি রহস্যের একই সাথে একাত্মতা এবং বিভিন্নতা বোঝানো হয়ে থাকে। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত* দিয়ে শুরু

এই শ্লোকাদির মাধ্যমে এই সমন্বয়সূচক পারমার্থিক জ্ঞানের অবতারণা করা হয়েছে। এই শ্লোকটির মাধ্যমে মানুষকে সদ্‌গুরু গ্রহণের এবং তাঁকে সেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সকল নির্দেশাবলীর সারমর্ম এই যে, মানুষকে মায়াবাদী নিরাকার-নির্বিশেষ ঈশ্বর-তত্ত্ব বর্জন করে, রীতিনীতিবহুল ফলাশ্রয়ী কর্মীদের সঙ্গ ত্যাগ করে, এবং জীবনের চরম লক্ষ্য সম্পর্কে যারা চরম উদাসীন তাদের পরিহার করে, তার পরিবর্তে পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভগবানের অনুগামীদের সঙ্গলাভে উদ্যোগী না হয়ে নিজেকেই মহান ভগবদ্ভক্ত মনে করে থাকতে পারে যে কোনও গর্বোস্ফীত অধম ভক্ত, কিন্তু যথার্থ ভগবদ্ভক্ত জনের সঙ্গলাভ না করতে পারলে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে অগ্রণী হওয়া সম্ভব হয় না।

শ্লোক ২৭-২৮

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
জন্মকর্মগুণানাং চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥ ২৭ ॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রবণম্—শ্রবণ করা; **কীর্তনম্**—কীর্তন করা; **ধ্যানম্**—এবং ধ্যান করা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির; **অদ্ভুত-কর্মণঃ**—যাঁর ক্রিয়াকর্ম আশ্চর্যজনক; **জন্ম**—তাঁর আবির্ভাবের; **কর্ম**—লীলা বিস্তারের; **গুণানাম্**—অপ্রাকৃত চিন্ময় গুণাবলী; **চ**—এবং; **তৎ-অর্থে**—তাঁর প্রীত্যর্থে; **অখিল**—সমস্ত; **চেষ্টিতম্**—প্রচেষ্টাদি; **ইষ্টম্**—মানুষ যেভাবেই পূজা-অর্চনা নিবেদন করে; **দত্তম্**—যে কোনও দান; **তপঃ**—প্রায়শ্চিত্ত; **জপ্তম্**—যে কোনও মন্ত্র যা মানুষ উচ্চারণ করে; **বৃত্তম্**—পুণ্যকর্মাদি সাধন; **যৎ**—যা কিছু; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—নিজের প্রতি; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **দারান্**—পত্নী; **সুতান্**—পুত্রাদি; **গৃহান্**—বাসগৃহ ইত্যাদি; **প্রাণান্**—জীবনদায়ী প্রাণবায়ু; **যৎ**—যা; **পরস্মৈ**—পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে; **নিবেদনম্**—নিবেদন করে।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের পরমাশ্চর্য চিন্ময় অপ্রাকৃত লীলাবিস্তার সম্পর্কিত কাহিনী সকলেরই শোনা, কীর্তন করা এবং ধ্যান চিন্তা করা উচিত। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আবির্ভাব, লীলাবিস্তার, ক্রিয়াকলাপ, গুণবৈশিষ্ট্যাদি এবং দিব্য পবিত্র নাম মহিমার আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা উচিত। সেইভাবে অনুপ্রেরণা লাভ

করবার মাধ্যমে, মানুষ তার দৈনন্দিন সকল কাজকর্ম শ্রীভগবানেরই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। কেবলমাত্র শ্রীভগবানেরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মানুষ সকল প্রকার পূজা-অর্চনা, দান-ধ্যান, যাগযজ্ঞ এবং ব্রত-প্রায়শ্চিত্ত সবই নিবেদন করবে। ঠিক তেমনই, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই শুধুমাত্র মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য যথাযথ মন্ত্রাদি উচ্চারণ করবে। আর মানুষের সমস্ত ধর্মাচরণ সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য সাধন করবে। মানুষ যা কিছু সুখকর কিংবা উপভোগ্য মনে করবে, তা অবশ্যই অনতিবিলম্বে পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করবে, এবং পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পাদপদ্মে এমনকি তার স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সম্পদ এবং প্রাণবায়ুও সমর্পণ করে চলবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কৌন্তেয় (কুন্তীপুত্র), তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর, এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।" শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন—"এইভাবেই, প্রতিটি মানুষেরই জীবন এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে কোনও অবস্থাতেই সে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না যায়। দেহ এবং আত্মা উভয়কেই একই সঙ্গে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য সকলকেই কর্তব্যকর্ম করতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে নির্দেশ দিয়েছেন— সমস্ত কর্তব্যকর্ম যেন কেবল তাঁরই জন্য করা হয়। জীবন ধারণের জন্য সকলকেই কিছু আহার করতে হয়, তাই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক সভ্য মানুষেরই কিছু ধর্মীয় আচার-আচরণ মেনে চলা উচিত, তাই শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন, 'এই সব কিছুই আমাকে অর্পণ কর', এবং একেই বলা হয় 'অর্চনা'। কিছু না কিছু দান করবার প্রবৃত্তি সকলেরই আছে; শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, 'আমাকে দান কর'। এবং এর অর্থ এই যে, সমস্ত সঞ্চিত ধন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য উৎসর্গ করা উচিত। আজকাল ধ্যানযোগ পদ্ধতির প্রতি মানুষের অভিরুচি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, যা এই যুগে বাস্তবসম্মত নয়, কিন্তু যে মানুষ জপ মালায় 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ করতে করতে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন থাকার অভ্যাস করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে পরম যোগী, সেকথা *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।"

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বহু মানুষ তাঁদের বিগত জাগতিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা সঞ্চিত পার্থিব সম্পদ-সম্পত্তি, মান-মর্যাদা বা কীর্তিযশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভ্রান্ত বোধ করতেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, এই দুটি শ্লোকে নির্দেশ করা হয়েছে যে, কোনও মানুষের পূর্বকর্মের মাধ্যমে ঐ ধরনের সঞ্চিত সমস্ত জাগতিক সম্পদই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধা রূপে উৎসর্গ করাই বাঞ্ছনীয়। মানুষের যশ প্রতিপত্তি, শিক্ষাদীক্ষা, ধনসম্পত্তি এবং সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ব্রত সাধনের উদ্দেশ্যেই উপযোগ করা উচিত। কখনও-বা ঈর্ষাজর্জরিত জড়বাদী মানুষেরা প্রশ্ন তোলে—মানুষের কষ্টার্জিত ধনসম্পদ আর শিক্ষাদীক্ষা কেন ঐভাবে ভগবানের সেবায় অপচয় করতে যাবে—ওগুলি তো বরং অনিত্য অস্থায়ী জাগতিক শরীরের তৃপ্তি বিধানের কাজে লাগালেই বহুজনের উপকার হবে। প্রকৃতপক্ষে, যেভাবেই যা কিছু আমরা পেয়ে থাকি, এমনকি এই শরীরটিও, সবই শেষ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, কারণ তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। অতএব, শ্রীভগবানেরই উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের মনোভাব নিয়ে মানুষ তার ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য-সম্পদ ভগবদ্ভক্তির অর্ঘ্য স্বরূপ একাত্ম করে দিতে পারলে অবশ্যই আশীর্বাদধন্য হতে পারেন। নতুবা, *ভগবদ্‌গীতায়* যেমন বলা হয়েছে—*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—পরমেশ্বর ভগবান মৃত্যুরূপে স্বয়ং আমাদের জীবনে শেষ মুহূর্তে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে ভয়াবহরূপে আমাদের সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিয়েই যাবেন। সুতরাং, আমরা জীবিত থাকার সময়েই ঐ সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তি শান্তিপূর্ণভাবে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করাই কর্তব্য যাতে ঐভাবে সব কিছু উৎসর্গের মাধ্যমে লব্ধ পুণ্যকর্মের সুফল আমরা ভোগ করতে পারি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *তপঃ* অর্থাৎ কৃচ্ছ্রতা সাধন বলতে বোঝায় যে, মানুষকে একাদশীব্রত সাধনের মতো প্রতিজ্ঞা পালন করা অভ্যাস করতে হবে, যার মাধ্যমে প্রতি মাসে দু'বার শস্যাদি আহার থেকে নিবৃত্ত হয়ে উপবাস করা উচিত। এই শ্লোকে *জপ্তম্* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীভগবানের পবিত্র নাম, যথা—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র জপ করা সকলেরই উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও নির্দেশ করেছেন যে মানুষ মাত্রেই তার নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এবং ঘরবাড়ি সবই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মাধ্যমে তার সমগ্র পরিবারবর্গটিকেই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দ করে তুলতে পারে। বংশগত মান-**মর্যাদা** বলতে যা বোঝায়, ঐসব কৃত্রিম ভাবধারায় গর্ববোধ না করে,

মানুষ মাত্রেরই সমগ্র পরিবারবর্গকে এমনভাবে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক মাত্র। আর যখন সমগ্র পরিবারবর্গ শ্রীভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়ে যায়, তখন এক অতি চমৎকার সমাজ-পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, মানুষ যদি *ভাগবত-ধর্ম* অনুশীলনের পদ্ধতি সম্পর্কে দীক্ষিত বা অনুপ্রাণিত না হয়ে উঠতে পারে, তা হলে তাকে অবশ্যই স্থূল জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে লব্ধ অনিশ্চিত অনির্ভরযোগ্য নানা তথ্যজ্ঞানের উপরেই ভরসা করে চলতে হবে। শ্রীভগবানের *নিত্য আবির্ভাব*, লীলাবৈভব এবং অসংখ্য দিব্য গুণাবলীর অবর্ণনীয় মনোহর বর্ণনাদির প্রতি মনোযোগী না হয়ে, অবিশ্বাসী জড়জাগতিক ভাবাপন্ন মানুষ পার্থিব সুখ-আহ্লাদ উপভোগের স্তরেই বিচরণ করতে থাকে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র সম্ভারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার সারবত্তা যদি কোনও মানুষ বুঝতে পারে, তাহলে তার ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা স্বীকার করা উচিত, কিংবা অন্ততপক্ষে কায়মনোবাক্যে তার পক্ষে সংযমী জীবন যাপন করা উচিত হবে এবং সেইভাবেই পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পথে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দৃঢ়চিত্ত অবলম্বন করতে পারবে। তখন তার সমস্ত বাসনা, তার সমস্ত দানধ্যান, এবং তার ব্রতসাধন আর মন্ত্রোচ্চারণ—ভাষান্তরে বলা চলে, তার সমগ্র ব্যক্তিত্ব, তার ঘরবাড়ি, তার সন্তানাদি, তার স্ত্রী এবং তার প্রাণবায়ুটুকুও—পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে অন্তরের একান্ত নিবেদিত উৎসর্গ হয়ে ওঠে। যখন কোনও জীব নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের প্রামাণ্য বর্ণনাদি বিষয়ে শ্রবণ করতে থাকে এবং তার সকল কাজকর্মই শ্রীভগবানের সেবায় ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত করে দেয় এবং অন্য সকল প্রকার কাজকর্ম পরিহার করে, তখন তাকে *ভাগবত-ধর্মেরই* পর্যায়ে দৃঢ়স্থিত মানুষ রূপে স্বীকার করা হয়।

শ্লোক ২৯

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্ ।
পরিচর্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥ ২৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **কৃষ্ণ-আত্ম-নাথেষু**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যারা তাদের আত্মার প্রভু রূপে স্বীকার করে; **মনুষ্যেষু**—মানুষেরা; **চ**—এবং; **সৌহৃদম্**—সৌহার্দ্য; **পরিচর্যাম্**—সেবা-পরিচর্যা; **চ**—এবং; **উভয়ত্র**—উভয়ের উদ্দেশ্যে (স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীবর্গের, অথবা শ্রীভগবান ও তাঁর ভক্তদের); **মহৎসু**—(বিশেষত) শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের প্রতি; **নৃষু**—নরগণের প্রতি; **সাধুষু**—যাঁরা সৎ আচরণে অভ্যস্ত।

অনুবাদ

যিনি তাঁর চরম স্বার্থ সিদ্ধি করতে অভিলাষী, তাঁকে অবশ্যই এমন মানুষদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে, যে সব মানুষ শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের জীবনের প্রভু রূপে স্বীকার করেছেন। তাছাড়াও মানুষকে সকল জীবের প্রতি সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে যারা মানব জীবন লাভ করেছে আর তাদেরও মধ্যে যারা ধর্মাচরণের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে প্রয়াসী হওয়া মানুষমাত্রেরই উচিত। ধার্মিক মানুষদের মধ্যেও বিশেষত পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তদের প্রতি সেবা নিবেদন করা প্রত্যেক মানুষেরই উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং যাঁরা তার ফলে শ্রীভগবানের চরণকমলে শরণাগতি তথা আশ্রয় লাভ করেছেন, তাঁদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করাই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের সর্বোত্তম কর্তব্য কর্ম। ভগবান এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে সেবা নিবেদন করা কর্তব্য, যেহেতু শ্রীভগবানের শুদ্ধভক্তদের প্রীতিসাধনে আন্তরিক সেবা নিবেদন করার ফলে শ্রীভগবান অধিক প্রীতি অনুভব করে থাকেন। শুধুমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাঁর ভক্তবৃন্দ এবং তাঁর পূজনীয় পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত নয়, বরং শ্রীভগবানের প্রতিভূ যাঁরা মহাভাগবত রূপে বিদিত, তাঁদের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতপক্ষে সেবা নিবেদন করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩০

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

পরস্পর—পারস্পরিক; **অনুকথনম্**—আলোচনা; **পাবনম্**—পবিত্রতা সাধন; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যশঃ**—যশ; **মিথঃ**—পারস্পরিক; **রতিঃ**—প্রেমাকর্ষণ; **মিথঃ**—পারস্পরিক; **তুষ্টিঃ**—সন্তুষ্টি; **নিবৃত্তিঃ**—জাগতিক দুঃখ কষ্টের অবসান; **মিথঃ**—পারস্পরিক; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্তদের সাথে মিলিত হয়ে কিভাবে তাদের সঙ্গলাভ করতে হয়, তা মানুষ মাত্রেরই শেখা উচিত। এই ধরনের

সঙ্গলাভ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে শুদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। এইভাবে ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের মধ্যে প্রেমময় সখ্যতা গড়ে তুলতে থাকলে, তাঁরা পারস্পরিক সুখ এবং সন্তোষ বোধ করতে থাকেন। আর এইভাবেই পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে তাঁরা দুঃখ-দুর্দশার কারণ স্বরূপ জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অভ্যাস বর্জন করতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছেন, তাঁরা অবশ্যই পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ কিংবা ঈর্ষা-দ্বেষ পোষণ করে থাকবেন না। ঐ ধরনের সকল প্রকার তুচ্ছ মনোভাব বর্জন করে, একসাথে সমবেতভাবে তাঁদের পারস্পরিক শুদ্ধিতার স্বার্থে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করা কর্তব্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের সমাগমে যখন পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করা হতে থাকে, তখনই তা সবিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। যখন ভক্তমণ্ডলী সমবেতভাবে শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তনের উদ্দেশ্যে সঙ্কীর্তনে নিয়োজিত হন, তখন তাঁরা সর্বোচ্চ অপ্রাকৃত তথা দিব্য আনন্দ এবং তৃপ্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেইভাবেই তাঁরা জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা, যা অবৈধ নারী সংসর্গের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা থেকে নিবৃত্ত হতে পরস্পরকে যথার্থ উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। একজন ভক্ত অন্যজনকে বলবেন, "ওহে, তুমি তো ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জন করেছ। আজ থেকে শুরু করে, আমিও তা বর্জন করব।"

ভক্তদের প্রতি প্রেম-ভালবাসার বিকাশ সাধন, তাদের সন্তুষ্ট রাখা কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদির বর্জন করার অনুশীলন করা উচিত। আরও চর্চা করা উচিত—কিভাবে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানের সেবা পরিকর রূপে সক্রিয় হয়ে রয়েছে, তা উপলব্ধি করতে শেখা উচিত। ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য সকল সামগ্রী শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উপযোগ করার মাধ্যমেই মানুষ আপনা হতেই সেইগুলি থেকে নিস্পৃহ হয়ে যেতে থাকে। আর মানুষ ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ লাভে দিনাতিপাত করতে থাকলে, ক্রমশই মানুষের দিব্য আনন্দ উদ্ভাসিত হতে থাকে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* বিষয়াদি আলোচনার মাধ্যমে। অতএব, ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে মায়ার কবলে বিব্রত হওয়ার বিপদ থেকে যে রক্ষা পেতে চায়, তাকে অবশ্যই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তমণ্ডলী যাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন ও শ্রবণ তথা পৃথিবীতে শ্রীভগবানের বাণী প্রচার ছাড়া অন্য কোনও কাজ করেন না, তাঁদেরই নিত্য সঙ্গ লাভে পরম উৎসাহে উদ্যোগী হয়ে থাকতেই হবে।

শ্রীল মধ্বাচার্য নির্দেশ করেছেন যে, ভক্তদের সঙ্গে যেমন সখ্যতা গড়ে তোলা সব মানুষেরই কর্তব্য, তেমনই দেবতাগণ যাঁরা শ্রীভগবানের নির্দেশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালন করেছেন, তাঁদের প্রতিও সখ্যতার মনোভাব অনুশীলন করা উচিত। মানুষের এই পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে বসবাস এইভাবেই অভ্যাস করা উচিত।

শ্লোক ৩১

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্ ।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ৩১ ॥

স্মরন্তঃ—স্মরণের মাধ্যমে; **স্মারয়ন্তঃ চ**—এবং স্মরণ করানো; **মিথঃ**—পরস্পর; **অঘ-ওঘ-হরম্**—যিনি ভক্তের সকল অশুভ হরণ করেন; **হরিম্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **সঞ্জাতয়া**—জাগরিত; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **বিভ্রতি**—লাভ করেন; **উৎপুলকাম্**—উল্লাস; **তনুম্**—শরীরে।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তগণ সদাসর্বদাই নিজেদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আলোচনা করে থাকেন। এইভাবেই তাঁরা নিয়ত শ্রীভগবানকে স্মরণ করেন এবং পরস্পরকে তাঁর গুণাবলী ও লীলামাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে দেন। এইভাবেই, ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠার ফলে, ভক্তগণ পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারেন এবং তার ফলে, শ্রীভগবান তাঁদের জীবন থেকে সর্বপ্রকার অশুভ বিষয়াদি হরণ করে থাকেন। সকল প্রকার বিঘ্ন থেকে শুদ্ধ হয়ে, ভক্তবৃন্দ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন, এবং এই জগতের মাঝেও, তাঁদের চিন্ময় ভাবাপন্ন শরীরে রোমাঞ্চ প্রভৃতি অপ্রাকৃত ভাবোল্লাস লক্ষ্য করা যায়।

তাৎপর্য

অঘৌঘহরম্ শব্দটি এই শ্লোকের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। *অঘ* বলতে যা কিছু অশুভ কিংবা পাপময় বিষয়কে বোঝায়। জীবমাত্রেই বাস্তবিকই *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*, অর্থাৎ নিত্যস্থিত এবং আনন্দ ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ সত্ত্বা, কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার নিত্য সম্বন্ধ অবহেলা করার ফলেই সে পাপকর্ম করে এবং অশুভ কর্মফল স্বরূপ জাগতিক দুঃখ ভোগ করতে থাকে। পাপময় কর্মফলের প্রতিক্রিয়াজনিত ঘটনাপ্রবাহকে বলা হয় *অঘ*, অর্থাৎ দুঃখকষ্টের অবিশ্রান্ত তরঙ্গাঘাত। শ্রীকৃষ্ণ *অঘৌঘহরং হরিম্*—তিনি তাঁর ভক্তবৃন্দের পাপময় কর্মফলাদি হরণ করে নেন, যার ফলে এই দুঃখময় জগতের মাঝে অবস্থান করা সত্ত্বেও ভগবদ্ধামের অচিন্ত্য আনন্দ-সুখের অভিজ্ঞতা লাভের অধিকারী হয়ে থাকেন।

ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা শব্দসমষ্টির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ভক্তিযোগের দুটি বিভাগ আছে—সাধনভক্তি এবং রাগানুগ ভক্তি। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থটিতে সাধনভক্তি অর্থাৎ বিধিবদ্ধ নিয়মনিষ্ঠা পালনের পদ্ধতি থেকে রাগানুগ ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্ প্রেমভক্তির অনুশীলন পর্যায়ে ভক্তের উন্নতি লাভের প্রক্রিয়া বিশদভাবে ব্যাখা করেছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, মুক্তাত্মা পুরুষ সর্বদাই তাঁর শরীরে দিব্য ভাবোল্লাস সৃষ্টির ফলে পরমোৎসাহ বোধ করে থাকেন। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহিমা কীর্তনে তিনি সদাসর্বদাই উল্লসিত হয়ে উঠতে আগ্রহ বোধ করেন।

শ্লোক ৩২

ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃত্যাঃ ॥ ৩২ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **রুদন্তি**—তারা ক্রন্দন করে; **অচ্যুত**—অক্ষয় অমর পরমেশ্বর ভগবান; **চিন্তয়া**—চিন্তার মাধ্যমে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **হসন্তি**—তারা হাসে; **নন্দন্তি**—গভীর আনন্দ লাভ করে; **বদন্তি**—কথা বলে; **অলৌকিকাঃ**—অলৌকিক আশ্চর্যভাবে কাজ করে; **নৃত্যন্তি**—তারা নৃত্য করে; **গায়ন্তি**—গান করে; **অনুশীলয়ন্তি**—এবং অনুকরণ করে; **অজম্**—জন্মরহিত; **ভবন্তি**—তারা হয়ে ওঠে; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **পরম্**—পরমেশ্বর; **এত্য**—লাভ করে; **নির্বৃত্যাঃ**—দুঃখভোগ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের প্রেমস্পর্শ লাভ করার ফলে, ভক্তগণ অনেক সময়ে অচ্যুত অক্ষয় ভগবানের চিন্তায় বিভোর হয়ে মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠেন। কখনও তাঁরা হাসেন, মহোল্লাস বোধ করেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে কথা বলেন, নৃত্য বা গীত করেন। ঐ ধরনের ভক্তবৃন্দ জাগতিক বদ্ধ জীবনধারার উর্ধ্বে অবস্থানের মাধ্যমে কখনও-বা অচ্যুত জন্মরহিত শ্রীভগবানের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণে অভিনয় করে থাকেন। আর কখনও-বা, তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভের ফলে, তাঁরা শান্ত ও নীরব হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণাদি ব্যাখ্যা করেছেন। *রুদন্তি*—ভক্তগণ চিন্তা করেন এবং কাঁদেন, "আরও একটি দিন কেটে গেল, আর এখনও আমি শ্রীকৃষ্ণ লাভ করতে পারিনি। তা হলে আমি কি করব, কোথায় যাব, কার কাছে খোঁজ নেব, আর কেই-বা কৃষ্ণের কাছে পৌঁছানোর জন্যে আমাকে সাহায্য করতে পারবে?" *হসন্তি*—এখন গভীর রাত, আকাশ অন্ধকার, এবং শ্রীকৃষ্ণ কোনও এক বয়স্কা গোপীর ঘর থেকে চুরি করতে মনস্থ করেছেন। গো পালকদের একজনের উঠানের কোণে একটি গাছের নিচে তিনি লুকিয়ে রয়েছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ মনে করছেন যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে আছেন, তবু তিনি হঠাৎ গোপ-পরিবারের বয়স্ক মানুষদের মধ্যে থেকে একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। "ওখানে কে তুমি? কে তুমি? বলো।" তাই কৃষ্ণ ধরা পড়ে গেছেন, এবং তিনি উঠান থেকে পালাতে শুরু করছেন। ভক্তের কাছে যখন এই হাস্যকর দৃশ্য প্রতিভাত হল, তখন ভক্তটি মনের সুখে হাসতে শুরু করল। *নন্দন্তি*—যখন শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই তাঁর দিব্যরূপ ভক্তের কাছে অভিব্যক্ত করেন, তখন ভক্ত মহা দিব্য আনন্দ উপভোগ করতে থাকেন। *বদন্তি*—শ্রীভগবানকে ভক্ত বলতে থাকেন, "হে কৃষ্ণ, কতদিন পরে অবশেষে আমি তোমাকে পেয়েছি।"

যখন ভক্তের সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি শ্রীকৃষ্ণে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন ভক্ত সার্থকভাবে জীবনের জাগতিক পরিবেশ অতিক্রম করে যায়। এইভাবটি *অলৌকিকঃ* শব্দটির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। *অলৌকিকঃ,* অর্থাৎ দিব্য স্তর সম্পর্কে শ্রীভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) ব্যাখা করেছেন—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোনও অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *অজং হরিম্ অনুশীলয়ন্তি তল্লীলাম্ অভিনয়ন্তি*—"*অনুশীলয়ন্তি* বলতে বোঝায় যে, ভাবোল্লাসের মাধ্যমে ভক্তগণ কখনও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাবৈচিত্র্য অনুকরণ করতে কিংবা লীলাভিনয় করতে চেষ্টা করে থাকে।" শ্রীকৃষ্ণের বিরহ মুহূর্তে বৃন্দাবনধামের গোপীগণের আচরণে এমনই ভাবোল্লাস জনিত আচরণ লক্ষণাদি প্রকটিত হয়েছিল।

এই অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এই জগতে কিংবা ভোগৈশ্বর্যময় স্বর্গধামে কোনই যথার্থ সুখ নেই, এই তত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁকে অবশ্যই পারমার্থিক সদ্‌গুরুর চরণকমলে আত্মসমর্পণ করতে হবে। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*। নিচের শ্লোকগুলিতে যথার্থ শিষ্যের কার্যকলাপ সম্পর্কে বহু বিস্তারিত নির্দেশাদি দেওয়া হয়েছে। এখন এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন তথা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পরিণত ফললাভ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধির চরণকমলের ধূলি মাথায় নিয়ে অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দলাভের এই স্তরে উপনীত হওয়ার সুযোগ প্রত্যেকেরই রয়েছে। ঈর্ষান্বিত মনোভাব এবং মিথ্যা মান-অভিমান প্রত্যেকেরই বর্জন করা উচিত এবং বিনম্রচিত্তে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। পারমার্থিক দীক্ষাগুরুকে শ্রীভগবানের কৃপার অবতার রূপে বিবেচনা করতে হয়। যে কোনও নিষ্ঠাবান জীব যিনি পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সেবা করেন, তিনি অবশ্যই জীবনে সর্বোত্তম সার্থকতা (*শ্রেয় উত্তমম্*) লাভ করেন। তিনি ভগবানের নিজধামে দিব্য আনন্দ উপভোগ করে থাকেন।

শ্লোক ৩৩

ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া ।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **ভাগবতান্ ধর্মান্**—ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিজ্ঞান; **শিক্ষন্**—শিক্ষালাভ; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **তৎ-উত্থয়া**—তার মাধ্যমে সঞ্জীবিত হয়ে; **নারায়ণ-পরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রতি সম্পূর্ণভাবে ভক্তিমান হয়ে; **মায়াম্**—মায়াময় শক্তি; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **তরতি**—অতিক্রম করে; **দুস্তরাম্**—দুরতিক্রম্য।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিশেষ প্রকার জ্ঞান আহরণ করে এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে বাস্তবিকই আত্মনিয়োগ করে, ভক্ত মাত্রেই ভগবৎ-প্রেমের পর্যায়ে উপনীত হন। আর পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে পূর্ণভক্তি নিবেদনের মাধ্যমে, ভক্ত অতি অনায়াসেই দুরতিক্রম্য মায়ার বিভ্রান্তিকর শক্তির জাল অতিক্রম করে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকটিতে *মায়াং অঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্* শব্দগুলির মাধ্যমে যে মুক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ ভগবৎ-

প্রেমেরই এক আনুষঙ্গিক উপাদান তথা পারম্পরিক ফলশ্রুতি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকেই বলা হয়েছে—*ধর্ম প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং/বেদ্যং বাস্তবম্ অত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।* *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিজ্ঞান শেখানো হয়েছে যার পরম লক্ষ্য শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম লাভ। বৈষ্ণব আচার্যবর্গের অভিমত অনুসারে, মুক্তি প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-প্রেমেরই আনুষঙ্গিক বিষয়। *শিবদং তাপ-ত্রয়োন্মূলনম্।* *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবার তত্ত্ব বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, বিজ্ঞান কথার মাধ্যমে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, শ্রীভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমভক্তি আয়ত্ত করাই জীবনের পরম লক্ষ্য। বৈষ্ণব আচার্যবর্গের পরামর্শানুসারে, ভগবৎ-প্রেমেরই সুফল রূপে মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। *শিবদং তাপ ত্রয়োন্মূলনম্।* মুক্তি অর্জনের জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের কাছে নিবেদন জানানোর কোনই প্রয়োজন হয় না, কারণ ভগবানের অনুশাসনাদি মান্য করে চলার মাধ্যমেই আপনা হতে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে। *ভগবদ্গীতার* উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* প্রত্যেক জীবকেই জীবন ধারণের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ধারণাগুলি বর্জন করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র চরণাশ্রয়ে ভরসা করে চলতে হবে। মানুষ যদি শ্রীভগবানের এই আদেশ মান্য করে চলে, তা হলে অচিরেই তার জীবৎকালেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়ে যায়। ভগবৎ প্রেম থেকেই যথার্থ সুখ শান্তি লাভ করা যায়, তার জন্য বিন্দুমাত্র জল্পনাকল্পনা কিংবা ফলাশ্রয়ী কর্মজীবনের বাসনার প্রয়োজন হয় না।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"কোনও প্রকার জাগতিক লাভ কিংবা প্রাপ্তির অভিলাষ বর্জন করে, মনকল্পিত জ্ঞানানুশীলন না করে, অনুকূল মানসিকতা নিয়ে শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পারমার্থিক প্রেম ভক্তিময় সেবা নিবেদনের চর্চা করা উচিত। তাকেই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার অনুশীলন বলা চলে।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/১/১১) অতএব এখানে যেভাবে আলোচিত হয়েছে, সেইভাবে মায়াময় দুরতিক্রম্য মহাসমুদ্র অতিক্রম করাই *ভাগবত-ধর্ম* তথা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদনের অনুশীলনের উদ্দেশ্য নয়, বরং শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমেরই আনুষঙ্গিক সুফল স্বরূপ তা লব্ধ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৪

শ্রীরাজোবাচ

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **নারায়ণ-অভিধানস্য**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের; **ব্রহ্মণঃ**—পরম ব্রহ্মের; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **নিষ্ঠাম্**—অপ্রাকৃত দিব্য প্রতিষ্ঠা; **অর্হথ**—আপনি কৃপা করে; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **বক্তুম্**—বলুন; **যূয়ম্**—আপনারা সকলে; **হি**—অবশ্যই; **ব্রহ্মবিৎ-তমাঃ**—পরমেশ্বর সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

মহারাজ নিমি বললেন—"কৃপা করে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অবস্থান সম্পর্কে আমাকে বুঝিয়ে দিন, যিনি পরমতত্ত্ব এবং প্রত্যেক জীবের পরমাত্মা স্বরূপ। আপনারাই এই বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, কারণ এই দিব্য জ্ঞানে আপনারাই সর্বাধিক অভিজ্ঞ।"

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমতে পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে ঋষিবর্গ রাজাকে জানিয়েছিলেন—*নারায়ণপরো মায়াম্ অঞ্জস্ তরতি দুস্তরম্*—ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রতি শুধুমাত্র অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই মানুষ অনায়াসে জাগতিক মায়াময় সমুদ্র অতিক্রম করে যেতে পারে। সুতরাং, এই শ্লোকটিতে রাজা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণের সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য জানতে চাইছেন। এই শ্লোকটির মধ্যে তাৎপর্যময় এই যে, পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রীনারায়ণ, ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা রূপে রাজা উল্লেখ করেছেন। যদিও রাজা নিমি পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই ভক্তরূপে সুবিদিত, তবু তিনি এখানে তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাইছেন পুরুষোত্তম শ্রীভগবানই সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্যতত্ত্ব। *ভাগবতে* (১/২/১১) বলা হয়েছে—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানম্ অদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দতে ॥

"তত্ত্ববিদ্ মানুষমাত্রেই যাঁরা পরম তত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তাঁরা এই অদ্বৈত তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিংবা ভগবান বলে থাকেন।" সুতরাং বুঝতে হবে যে, এই শ্লোকে 'নারায়ণ' শব্দটি বলতে চিন্ময় জগতে পরমেশ্বরের 'ভগবান' স্বরূপকেই বোঝানো হয়েছে।

সচরাচর কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকেরা পরমতত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিক নিরাকার ব্রহ্ম বিষয়েই আকৃষ্ট হয়ে থাকেন, তবে যোগীরা প্রত্যেকের অন্তরে পরমাত্মার ধ্যান চর্চা করতেই পছন্দ করেন। অন্যদিকে, যাঁরা দিব্যজ্ঞানের পরিপূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করেছেন, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবেই বৈকুণ্ঠধামে নিজধামে নিত্যস্থিত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করে থাকেন। *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*—"*নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক* ব্রহ্মের উৎপত্তি আমা হতেই হয়েছে।" তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমাত্মা ক্ষীরোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণু পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনুষঙ্গিক অংশাবতার। মহারাজ নিমি তাই ঋষিবর্গের কাছে পরিষ্কার ব্যাখ্যা চেয়েছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানই শুদ্ধ পরম তত্ত্ব, এবং তাই তাঁর প্রশ্নটি নব যোগেন্দ্রবর্গের পরবর্তী ঋষি পিপ্পলায়নের কাছে উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমতে, *নিষ্ঠা* শব্দটিকে 'দৃঢ় বিশ্বাস' রূপেও অনুবাদ করা যেতে পারে। এই বিচারে, নিমিরাজ জানতে চেয়েছেন—কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় দৃঢ় বিশ্বাস (*ভগবান-নিষ্ঠা*) সৃষ্টি করা যেতে পারে।

শ্লোক ৩৫

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ৩৫ ॥

শ্রীপিপ্পলায়নঃ উবাচ—শ্রীপিপ্পলায়ন ঋষি বললেন; **স্থিতি**—সৃষ্টির; **উদ্ভব**—পালনের; **প্রলয়**—এবং ধ্বংসের; **হেতুঃ**—কারণ; **অহেতুঃ**—বিনা কারণে; **অস্য**—এই পার্থিব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; **যৎ**—যাহা; **স্বপ্ন**—স্বপ্নে; **জাগর**—জাগরণে; **সুষুপ্তিষু**—গভীর ঘুমে বা অচেতনে; **সৎ**—যা বর্তমান; **বহিঃ চ**—এবং তার বাইরেও; **দেহ**—জীবের জড়জাগতিক দেহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়াদি; **আসু**—প্রাণবায়ু; **হৃদয়ানি**—এবং মনের; **চরন্তি**—কাজ; **যেন**—যার দ্বারা; **সঞ্জীবিতানি**—জীবন দান; **তৎ**—তাতে; **অবেহি**—কৃপা করে জানবেন; **পরম্**—পরমেশ্বর হতে; **নর-ইন্দ্র**—হে রাজা।

অনুবাদ

শ্রীপিপ্পলায়ন বললেন—পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ, তা সত্ত্বেও তাঁর আনুপূর্বিক কোনও কারণ ছিল না।

তিনি জাগরণ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে কালক্ষেপ করে থাকেন অথচ সেই সকল পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন। পরমাত্মা রূপে তিনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রবেশ করে দেহ, প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয়াদি ও মানসিক ক্রিয়াকলাপ সঞ্জীবিত করেন এবং ঐভাবেই দেহের সকল সূক্ষ্ম আর স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সেগুলির কাজ শুরু করে। হে রাজা, সেই পরমেশ্বর ভগবানকেই পরমতত্ত্ব বলে জানবেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে নিমিরাজ পরম তত্ত্বের বিবিধ রূপাঙ্গ যথা—শ্রীনারায়ণ, ব্রহ্ম, এবং পরমাত্মা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। এখন ঋষি পিপ্পলায়ন পরম তত্ত্বের এই তিনটি রূপাঙ্গ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যাতে নিমিরাজের অনুসন্ধিৎসু অনুসারেই পর পর সেগুলি তিনি বুঝতে পারেন। *স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতু* শব্দসমষ্টির দ্বারা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে বোঝানো হয়েছে, যিনি মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই ত্রয়ী পুরুষ-অবতাররূপে নিজেকে প্রকটিত করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/১) তাই বর্ণনা করা হয়েছে—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥

"সৃষ্টির প্রারম্ভে, শ্রীভগবান প্রথমে পুরুষ অবতারের বিশ্বরূপে আপনাকে মহৎভাবে অভিব্যক্ত করেছিলেন এবং জড়জাগতিক সৃষ্টির উপযোগী সকল প্রকার উপাদানই উপস্থিত করেন। আর এইভাবেই প্রথমে পার্থিব ক্রিয়াকলাপের ষোড়শকলা বিষয়ক নিয়মনীতি অভিব্যক্ত হতে থাকে। জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সেটাই ছিল উদ্দেশ্য।" তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণকে এখানে *হেতুঃ*, অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, স্বয়ং শ্রীভগবানের জন্য কোনই কারণের প্রয়োজন ছিল না, তিনি *অহেতুঃ।* তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—*অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।* পরমেশ্বর ভগবান সকল প্রকার কারণেরই পরম কারণ, এবং তিনি স্বয়ং নিত্য সত্য পরম তত্ত্ব বলেই, তাঁর নিজের সত্তার কোনই কারণ নেই। অহেতুঃ শব্দটি সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের আপনার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ রূপে তাঁর নিজ দিব্যধাম কৃষ্ণলোকে বিরাজ করেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ নিত্যনিয়ত তাঁর নিত্যমুক্ত পারিষদবর্গের সান্নিধ্যে আনন্দময় লীলা বিহারে সদাসর্বদাই নিয়োজিত থাকেন, তাই মায়া নামে অভিহিত তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা উদ্ভূত এই জগতের সকল বিষয় থেকেই তিনি নির্লিপ্ত থাকেন। তাই

বলা হয়েছে যে, *জগৃহে পৌরুষং রূপম্*। শ্রীভগবান আপনাকে শ্রীনারায়ণ ও শ্রীবিষ্ণু রূপে অভিব্যক্ত করেন যাতে বদ্ধজীবগণের পক্ষে সর্বাঙ্গীন মায়ামোহ সৃষ্টি এবং তার ক্রমান্বয়ে সংশোধনের প্রক্রিয়া সাধিত হতে পারে। জড়জাগতিক সৃষ্টি বৈভব থেকে শ্রীভগবানের নির্লিপ্ত হয়ে থাকার বিষয়ে *বেদে* বলা হয়েছে—*ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে।* পরম তত্ত্বের কিছুই করবার থাকে না, যেহেতু সব কিছুতেই তাঁর বহুবিধ শক্তিরাজির দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সাধিত হতে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *অহেতুঃ*, অর্থাৎ স্বয়ং কারণহীন এবং জাগতিক সৃষ্টি রহস্যের কারণ থেকে নির্লিপ্ত, তাই এই শ্লোকে তাঁকে *হেতুঃ* অর্থাৎ জড়জাগতিক অভিব্যক্তির সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরম কারণ রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তির আদি সঞ্চালক রূপে সক্রিয় সেই তিনিই স্বয়ং পরমাত্মা, তথা সকল আত্মার মূল উৎস রূপে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করেছেন।

অহেতুঃ শব্দটিকে অন্যভাবে বুঝতে পারা যায়। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৫) শ্রীভগবান বলেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

বদ্ধজীবগণ (*জীবভূত*) তাদের জড় ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে (*মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি-প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*) ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগে প্রবৃত্ত থাকতে অভিলাষী হয়। সেই কারণেই জড়জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। বাস্তবিকই, জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি অব্যাহত থাকে, কারণ বদ্ধ জীবগণের অভিলাষ অনুসারে তা উপভোগ করতে পারা যায় (*যয়েদং ধার্যতে জগৎ*)। যারা পাপকর্মে উৎসুক, সেই ধরনের নাগরিকদের রাখার জন্য দেশের সরকারকে অবশ্যই কারাগার সৃষ্টি করতেই হয়। কারাগারের নোংরা পরিবেশের মাঝে কোনও নাগরিকেরই থাকার দরকার নেই, কিন্তু যেহেতু জনগণের একটি বিশেষ অংশ অসামাজিক আচার-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হতে চায়, তাই কারাগারের দরকার হয়ে পড়ে। উচ্চতর ভাবধারা অবলম্বনে বলা চলে যে, কারাবন্দীরা নিজেরাই কারাগার গঠনের কারণ অর্থাৎ *হেতুঃ* তা অবশ্যই মনে করা যায়। ঠিক তেমনই, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর নিজের এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের দিব্য আনন্দ বৃদ্ধির নিজ অভিলাষেই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিকাশ সাধন করে থাকেন, কিন্তু তাঁকে ইচ্ছাপূর্বক বিস্মৃত হয়ে ইন্দ্রিয় সুখভোগের জীবন যাপনে বদ্ধ জীবকুলের অসৎ অভিলাষের প্রত্যুত্তরে তিনি জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত করে থাকেন। সুতরাং স্বয়ং বদ্ধ জীবকুলই জড়জাগতিক সৃষ্টির *হেতু*

অর্থাৎ কারণ, তা মনে করা যেতেই পারে। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি তথা *মায়া*, যার উপরে জড়জাগতিক সৃষ্টি বিকাশের কর্তব্যভার ন্যস্ত আছে, তাকে *ছায়া* বলা হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির ছায়া। *সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সাধনশক্তিরেকা/ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।* শ্রীভগবান স্বয়ং দুর্গা অর্থাৎ মায়া নামে অভিহিতা ছায়াশক্তি রূপে অভিব্যক্ত হতে অভিলাষী নন। নিত্যকাল অভিব্যক্ত পরমানন্দময় দিব্য গ্রহলোকগুলিতে শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ স্বরূপ জীবগণের উপযোগী সকল প্রকার সম্ভাব্য উত্তমোত্তম সুখসুবিধাই রয়েছে। কিন্তু বদ্ধজীবগণ শ্রীভগবানের করুণায় আয়োজিত সেই সকল অকল্পনীয়, নিত্য বিরাজমান জীবনযাপনের ব্যবস্থাদি পরিহার করে, জড়জাগতিক পৃথিবী নামে অভিহিত ছায়া রাজ্যের মাঝে তাদের দুর্ভাগ্যের জীবনই স্বীকার করে নেওয়ার ইচ্ছা করে থাকে। তাই, দুর্গা এবং বদ্ধ জীব কুলকে জড়জাগতিক সৃষ্টি অভিব্যক্তির কারণ বা হেতু রূপে মনে করা যেতে পারে। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সবকিছুর পরিণামে *সর্বকারণকারণম্*, সকল কার্যকারণের তিনিই মুল কারণ স্বরূপ, তাই তাঁকেই শেষ পর্যন্ত পরম কারণ বলা উচিত। কিন্তু শ্রীভগবান কিভাবে জাগতিক সৃষ্টির পরম কারণ স্বরূপ সক্রিয় থাকেন (*স্থিত্যুদ্ভব প্রলয়হেতুঃ*), তা *ভগবদ্গীতার* ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ*—শ্রীভগবান উপদ্রষ্টা ব্যবস্থাপক এবং অনুমতি প্রদানকারী রূপে সক্রিয় থাকেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের যথার্থ অভিলাষ অতি সুস্পষ্টভাবেই *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।* শ্রীভগবানের অভিলাষ, প্রত্যেক জীব ছায়া শক্তির মায়া বর্জন করে যথার্থ বিষয়ে (*বাস্তবং বস্তু*) প্রত্যাবর্তন করবে, কারণ সেটাই শ্রীভগবানের নিত্যধাম।

যদিও পরমতত্ত্বের বিবিধ বিষয় নিয়ে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তবু জানতে হবে যে, পরম তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একটাই আছে, যা এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে (*তদ্ অবেহি পরং নরেন্দ্র*)। নিমিরাজ ব্রহ্ম বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন, এবং এখন এই শ্লোকটিকে বলা হয়েছে, *যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্ বহিশ্চ*। শ্রীভগবানের জাগরিত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে তাঁর সকল প্রকার সর্বব্যাপী বৈশিষ্ট্য এবং এই তিনটি মানসিক পরিস্থিতিরও ঊর্ধ্বে তাঁর অধিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের অভিপ্রকাশ বলেই বুঝতে হবে, যা শ্রীভগবানের চিন্ময় শক্তি। অবশেষে, *দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়াণি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি* শ্লোকাংশটিকে শ্রীভগবানের পরমাত্মা স্বরূপ সম্পর্কে উল্লিখিত বিবৃতি বলে স্বীকার করতে হবে। যখন শ্রীভগবান নিজেকে শ্রীবিষ্ণু ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু রূপে বিকশিত

করেন, এবং প্রত্যেক জীবের অন্তরে প্রবেশ করেন, তখন শরীরের প্রত্যেকটি স্থূল এবং সূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, যার ফলে ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপ তথা কর্মবন্ধনের শৃঙ্খল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সেগুলি সজাগ হয়ে উঠে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অসংখ্য অভিপ্রকাশের ফলেও তাঁর পরম শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি অভিপ্রকাশের সঙ্গে দ্বিতীয়টির কোনও প্রকার সংঘাত কিংবা আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা ঘটে না। পরম তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে পরমব্যোমনাথ অর্থাৎ চিদাকাশের প্রভু, যিনি দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপে, কখনও-বা চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ কিংবা সহস্রভুজ রূপেও প্রকটিত হন। প্রত্যেকটি আবির্ভাবেই তিনি সচ্চিদানন্দ মূর্তি ধারণ করেন। তিনি পৃথিবীতে বাসুদেব রূপে এবং কারণ সমুদ্রে মহাবিষ্ণু রূপে বিরাজিত থাকেন। তিনি ক্ষীরসমুদ্রে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে শায়িত থাকেন এবং শ্রীনৃসিংহদেব রূপে তাঁর অসহায় শিশু ভক্তকে রক্ষা করেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি আদর্শ নৃপতির লীলা প্রদর্শন করেন। আর শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি প্রত্যেকের হৃদয় হরণ করেন এবং বিশেষত তরুণী অপরূপা নারীকুলের মনোরঞ্জন করেন। শ্রীভগবানের এই সকল প্রকার বৈচিত্র্য বিকাশ অভিব্যক্ত হয় 'নারায়ণ' শব্দটি মাধ্যমে, অর্থাৎ তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে নরসমাজের মনোরঞ্জন করতে অভিলাষী হন, ঠিক যেভাবে সভাপতি বললে শুধুমাত্র সভাপতি রূপে কার্যভার পরিচালনার কথা বোঝায় না—সকলের সঙ্গে আপন পরিবারভুক্ত মানুষের মতো বহুদিনের হৃদ্যতাপূর্ণ সখ্যভাবও বোঝায়। *শ্রীমদ্ভাগবত* অনুসারে, *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং*। যখন মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শাস্ত্রসম্মত উপলব্ধির বাইরে এসে তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করতে থাকে, এবং শ্রীভগবানের প্রেমসত্ত্বার পরম মর্যাদা আস্বাদন করতে পারে, তখন শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের কারণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। শ্রীভগবানের অগণিত বিষ্ণু অবতারগুলিকেও শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার রূপে স্বীকার করতে হয়। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং*। শ্রীভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, অহং *সর্বস্য* প্রভবঃ। এই তত্ত্বগুলি সুপরিস্ফুটভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে ছাড়াও প্রারম্ভিক শ্লোকেও উল্লেখ করা হয়েছে—*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদ্ ইতরশ্চার্থেষু*।

শ্লোক ৩৬

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চিষঃ স্বাঃ ।

শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূলম্
অর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৬ ॥

ন—পারে না; এতৎ—এই (পরম সত্য); মনঃ—মন; বিশতি—প্রবেশ করে; বাক্—বাক ক্ষমতা; উত—নতুবা; চক্ষুঃ—দৃষ্টি; আত্মা—বুদ্ধি; প্রাণ—জীবন ধারণের জন্য সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়গুলি; চ—অথবা; যথা—যেভাবে; অনলম্—অগ্নি; অর্চিষঃ—স্ফুলিঙ্গ হয়; স্বাঃ—নিজের; শব্দঃ—বেদের প্রামাণ্য বাণী; অপি—এমন কি; বোধক—বাক্যের মাধ্যমে বোঝাতে সক্ষম; নিষেধতয়া—ঐভাবে নিষেধ করার ফলে; আত্ম—পরমাত্মা; মূলম্—প্রকৃত প্রমাণ; অর্থ-উক্তম্—অন্যভাবে কথিত; আহ—প্রকাশিত করে; যদ্-ঋতে—যার দ্বারা (পরম); ন—থাকে না; নিষেধ—শাস্ত্রের নিষেধাত্মক বাণী; সিদ্ধিঃ—চরম উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

মূল অগ্নি থেকে যে সমস্ত ক্ষুদ্র অগ্নিকণা সৃষ্টি হয়, তা যেমন অগ্নির উৎসরাশিতে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, তেমনি মন, বাক্য, দৃষ্টি, বুদ্ধি, প্রাণবায়ু কিংবা কোনও ইন্দ্রিয়ই পরম তত্ত্বে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম নয়। এমনকি বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য ভাষাও পরম তত্ত্বের যথাযথ বর্ণনা দিতে পারে না, যেহেতু বেদসম্ভারের মধ্যেই পরমতত্ত্বের অভিব্যক্তি প্রকাশ সম্পর্কে বেদেরই ভাষার অক্ষমতা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বৈদিক শব্দ সম্পদের পরোক্ষ প্রভাবে পরমতত্ত্বের প্রমাণ সম্পর্কে আভাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যেহেতু পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব ব্যতীত বেদশাস্ত্রসম্ভারের মধ্যে বিবিধ অনুশাসনের কোনই চরম উদ্দেশ্য থাকত না।

তাৎপর্য

জ্বলন্ত অগ্নিরাশি থেকে উৎপন্ন ক্ষুদ্র অগ্নিকণাগুলি মূল অগ্নিরাশিকে উজ্জ্বল করে তোলার কোনও ক্ষমতাই রাখে না, তেমনই অগ্নিকণা কখনই অগ্নিরাশিকে দগ্ধ করে ফেলতেও পারে না। মূল অগ্নিরাশির উত্তাপ এবং জ্যোতি সর্বদাই সামান্য অগ্নিকণার মধ্যেকার আগুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তেমনই, নগণ্য জীব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে, যা *বেদান্তসূত্রে* (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) এবং *ভগবদ্গীতায়* (*অহং সর্বস্য প্রভবঃ/মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*) বলা হয়েছে। নগণ্য তুচ্ছ জীব যেহেতু *অংশ*, অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের স্ফুলিঙ্গ মাত্র, তাই তাদের শক্তির পরিমাণে কখনই পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের জ্ঞান এবং আনন্দের রাশি সর্বদাই উত্তম। সুতরাং যখনই কোনও মূর্খ বদ্ধ জীব পরম তত্ত্বের বিষয়বস্তুকে তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে, তখন সে নিতান্তই নিজের

নির্বুদ্ধিতাই ফুটিয়ে তোলে। পরমেশ্বর শ্রীভগবানই স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* তাঁর বাণী প্রকাশ করেছেন, যা যথার্থ জ্ঞান-তত্ত্বের জ্বলন্ত অগ্নির মতো তেজোদ্দীপ্ত এবং তা দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত মানুষরা পরমতত্ত্ব সম্পর্কে যা কিছু সামান্য জল্পনাকল্পনা এবং তত্ত্বকথা বলেছেন, তা সবই ভস্মীভূত করে দিয়েছে।

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে হৃষীকেশ অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়াদির ঈশ্বর বলা হয়। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের পরম শ্রেষ্ঠ দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্পর্শশক্তি, ঘ্রাণশক্তি এবং আস্বাদন ক্ষমতা রয়েছে, তাই শ্রীহৃষীকেশের কৃপায় জীবগণও সীমিত পরিমাণে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ এবং আস্বাদন করতে পারে। এই ভাবধারাটি *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪/৪/১৮) অভিব্যক্ত হয়েছে—*প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ অন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ*—"পরম তত্ত্ব বলতে প্রত্যেকের প্রাণবায়ু, প্রত্যেকের চক্ষুর দর্শনশক্তি, প্রত্যেকের কানের শ্রবণশক্তি, এবং খাদ্য সংস্থানেরই সূত্র।" অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, পরমতত্ত্বকে তাঁর আপনার অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমেই অবগত হতে পারা যায়, এবং আমাদের বুদ্ধির নগণ্য পরিধির মধ্যে সর্বব্যাপী তত্ত্বসত্তার নিয়ে এসে আমাদের নির্বোধ প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়ে কোনই লাভ নেই। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (২/৪/১) বলা হয়েছে—*যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*—"পরম তত্ত্বের রাজ্যে বর্ণনামূলক বাক্‌শক্তি বিফল হয়, এবং কল্পনাপ্রবণ মনঃশক্তি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না।"

কিন্তু যেহেতু ঐ সকল বৈদিক শ্রুতি সম্ভারের মধ্যেই পরমতত্ত্বের বর্ণনা রয়েছে, তাই মানুষের কাছে ঐ সমস্ত বেদবাক্য পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—*শব্দোঽপিবোধক-নিষেধতয়াত্ম-মূলম্ অর্থোক্তম্ আহ*—যদিও বৈদিক শ্রুতি (শব্দ) পরম তত্ত্ব সম্পর্কে কল্পনা বিলাস করতে আমাদের নিষেধ করে থাকে, পরোক্ষভাবে ঐ সকল নিষেধাজ্ঞাসূচক অনুশাসনাদি পরম জীবসত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুকূল সিদ্ধান্তই গঠন করে। বাস্তবিকই, বৈদিক অনুশাসনগুলি মানসিক কল্পনার ভ্রান্ত পথ থেকে আমাদের রক্ষা করে এবং অবশেষে ভক্তিমূলক আত্মসমর্পণের অভিমুখে মানুষকে উপনীত করতে পারে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্‌গীতায়* বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহম্ এব বেদ্যঃ*—সকল বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে অবগত হওয়া যায়। কোনও বিশেষ প্রক্রিয়া, যেমন মানসিক কল্পনা যে নিরর্থক (*যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*), তা থেকে পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে, পরমতত্ত্ব উপলব্ধির অনুকূল যথার্থ একটি পথের অস্তিত্ব আছে। তাই শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—*সর্বস্য নিষেধস্য সাবধিত্বাৎ*—"প্রত্যেকটি নিষেধাত্মক অনুশাসনেরই একটি

বিশেষ পরিধি আছে বলে বুঝতে হবে। নিষেধাত্মক অনুশাসনাদি সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা স্বীকার্য হতে পারে না।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি নিষেধাত্মক অনুশাসনে বলা হয়েছে যে, কোনও জীব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সমকক্ষ কিংবা মহত্তর হতেই পারে না। তবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনবাসীদের সুগভীর প্রেমার্তির ফলে, তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করে থাকেন। তাই, যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুবদ্ধ করেন, এবং সমবয়স্ক গোপবালকেরা মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণের কাঁধেও চড়ে কিংবা তাঁকে কুস্তি খেলায় পরাজিতও করে থাকে। নিষেধাত্মক অনুশাসনগুলি তাই কোনও কোনও ক্ষেত্রে দিব্য পরিবেশে সামঞ্জস্য করে নিতেই হয়।

যদিও পরমতত্ত্ব জাগতিক সৃষ্টি বৈচিত্র্যের অতীত এবং তাই জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতার অতীত, তাই যখনই ঐ ধরনের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি ভগবৎপ্রেমের ধারায় সঞ্চারিত হয়, তখন সেইগুলি দিব্যভাবাপন্ন হয়ে উঠে এবং পরমতত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরম্ অচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" *ভগবদ্গীতায়* (১১/৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

"কিন্তু তোমার প্রাকৃত স্থূল চক্ষুর দ্বারা তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারবে না। তাই আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি, যার দ্বারা তুমি আমার অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য দর্শন করতে পারবে।" তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতেও* অনেক ঘটনা বিবৃত হয়েছে, যেখানে পরমতত্ত্ব স্বয়ং আপনাকে তাঁর ভক্তের কাছে প্রকাশিত করেছেন, যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, পৃথু মহারাজ, কর্দম মুনি, পাণ্ডবগণ এবং গোপীদের ইতিকথায় রয়েছে। সুতরাং, বৈদিক তত্ত্ব সিদ্ধান্তে যে বলা হয়েছে, পরমতত্ত্ব সাধারণের দৃষ্টিশক্তির অতীত, কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার মাধ্যমে দিব্য চক্ষু লাভ করেনি। কিন্তু শ্রীভগবানের আপন দিব্য অনুভূতি যা

আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়-অনুভূতির উৎস, তা শ্রুতি শাস্ত্রে সমর্থিত হয়েছে *কেনোপনিষদের* (১/৪) নিম্নলিখিত উক্তির মাধ্যমে—

যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদম্ উপাসতে ॥

"পরম ব্রহ্ম এমনই এক তত্ত্ব বলে বুঝতে হবে, যা জাগতিক বাক্‌শক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করতে পারা যায় না, সেই পরম তত্ত্ব থেকেই বাক্‌শক্তির উদ্ভব হয়ে থাকে।" *যেনবাগভ্যুদতে* অভিব্যক্তির শব্দগুলির অর্থ—পরমতত্ত্বের দ্বারাই অভিব্যক্ত আমাদের বাক্‌শক্তি দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই বোঝানো হয়েছে যে, পরম তত্ত্বের নিজস্ব দিব্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি রয়েছে। সুতরাং তাঁকে হৃষীকেশ বলা হয়েছে।

শ্রীল নারদ মুনি বলেছেন, *হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।* আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিজস্ব সামর্থ্য দিয়ে পরম তত্ত্বের উপলব্ধি করতে পারা যায় না, তবে যখন প্রেমময়ী ভক্তিসেবা অনুশীলনের মধ্যে নিয়োজিত থেকে শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রয়াসী হই, তখন আমাদের সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়াদি অবশ্যই শ্রীভগবানের অনন্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে, এবং তাই ভগবৎ কৃপায় তাঁকে উপলব্ধি করা যায়।

শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নলিখিত বিবৃতিটি *ব্রহ্মতর্ক* থেকে উদ্ধৃত করেছেন—

আনন্দোনেদৃশানন্দ ইত্যুক্তে লোকতঃ পরম্ ।
প্রতিভাতি ন চাভাতি যথাবদ্ দর্শনং বিনা ॥

"পরমতত্ত্বের দিব্য আনন্দানুভূতির সঙ্গে জড়জাগতিক পৃথিবীর সাধারণ সুখানুভূতির তুলনা করা যায় না।" তেমনই, *বেদান্ত-সূত্রে* পরমতত্ত্বকে আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দে পরিপূর্ণ সত্ত্বা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এই শ্লোকটিতে শ্রীপিপ্পলায়ন পরম তত্ত্বের নিরাকার নির্বিশেষ বৈশিষ্ট্য মোটামুটি বর্ণনা করেছেন। নবযোগেন্দ্রবর্গ স্বয়ং শ্রীভগবানেরই স্বরূপসত্ত্বার ভক্ত ছিলেন, তাই নিমিরাজ তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে অদ্বয়জ্ঞান তথা দিব্য অপ্রাকৃত বাস্তব সত্ত্বার সকল প্রকার বৈচিত্র্যময় প্রকরণাদির উৎস স্বরূপ পরমপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পরম তত্ত্ব মর্যাদার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়টি শ্রুতি শাস্ত্রের মাধ্যমেও নিম্নরূপ শ্লোকে অভিব্যক্ত হয়েছে—*তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি*—"উপনিষদে অভিব্যক্ত পরম পুরুষ সম্পর্কে আমি অনুসন্ধিৎসু হয়েছি।"

যদি পরম তত্ত্ব বাস্তবিকই বাক্যের মাধ্যমে অর্জন করা দুঃসাধ্য হত, তা হলে যে বৈদিক শাস্ত্রে দিব্য শব্দসম্ভার সঙ্কলিত হয়েছে, তার কোনই অর্থ হত না। যেহেতু তত্ত্বকথার বৈদিক ভাষ্য অভ্রান্ত রূপে স্বীকার করতে হয়, তাই স্বীকার করা অসম্ভব যে, সকল ক্ষেত্রেই বাক্‌শক্তি সত্য তথা তত্ত্ব বর্ণনায় অক্ষম। বস্তুত, বৈদিক মন্ত্রগুলিই উচ্চারণের জন্য এবং শ্রবণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং, পরমতত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে মন অথবা বাক্য কোনটির দ্বারাই অগ্রসর হওয়া যাবে না (*নৈতান্ মনো বিশতি বাগুত*), এমন অনুশাসন সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে স্বীকার করা চলে না; বরং, যারা নির্বোধের মতো পরম তত্ত্বকে তাদের নিজেদের ক্ষুদ্র কল্পনাভিত্তিক চিন্তাশক্তির পরিধির মধ্যে পরম তত্ত্বকে আবদ্ধ করে রাখতে প্রয়াসী হয়, তাদের ক্ষেত্রে এই অনুশাসনটিকে সতর্কবাণী বলা যেতে পারে। যেহেতু বৈদিক অনুশাসনাদি, সদর্থক কিংবা নেতিবাচক যাই হোক, সবই পরম তত্ত্বের বাস্তব সম্মত বিবরণরূপে স্বীকার করা উচিত, তাই বৈদিক জ্ঞান শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রক্রিয়া (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*) যে দিব্যজ্ঞানের ভক্তিভাবময় উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের ভাবগোচর হয়ে থাকে, তাকে এক প্রকার ভিন্ন প্রক্রিয়ারূপেই গণ্য করা উচিত। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ভক্ত স্বরূপ যিনি সদ্‌গুরু রূপে কর্তব্য সাধন করেন, তাঁরই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপরে এই প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে থাকে। তাই বলা হয়েছে—

যস্যদেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"শুধুমাত্র যে সকল মহাত্মার অন্তরে শ্রীভগবান এবং শ্রীগুরুদেব উভয়েরই প্রতি অচল বিশ্বাস থাকে, তাঁদের কাছেই অনায়াসে বৈদিক জ্ঞানসম্ভারের সকল সারাৎসার উদ্ভাসিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩) শ্রীভগবান স্বয়ং *হরিবংশ* গ্রন্থে বলেছেন—

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ ।
মমৈব তদ্ ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥

"হে ভারত, সেই পরম তত্ত্ব তথা পরব্রহ্ম আপনা হতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে উদ্ভাসিত করেন হে ভারত।" *জ্ঞাতুম্ অর্হসি* শব্দসমষ্টি "তোমার অবশ্যই জানা উচিত" স্বয়ং শ্রীভগবান উচ্চারণ করেন, তাতে বোঝা যায় যে, পরম তত্ত্ব উপলব্ধি অবশ্যই করা চাই, তবে সেই তত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে মূর্খের মতো কল্পনায় কালক্ষেপ করা চলবে না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, বৈদিক শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য উক্তি অনুসারে, শ্রীভগবানের দিব্য রূপকে ব্রহ্মময় অর্থাৎ সম্পূর্ণ দিব্য অপ্রাকৃত মনে করতে হবে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও জড়জাগতিক কলুষতা নেই। সুতরাং, *নীলোৎপলদলশ্যামম্*, "শ্রীভগবানের রূপ ঘন নীল পদ্মফুলের পাপড়ির রঙে মনোরমভাবে উদ্ভাসিত" এই ধরনের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে দিব্য গাঢ় নীল রঙেরই বর্ণনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, শ্রীভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রতি অহৈতুকি কৃপাময় হয়ে থাকেন, এমনকি যে সকল কনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত ভগবৎ প্রেমের আস্বাদন লাভে অগ্রসর হতে প্রয়াসী হচ্ছে, তাদের প্রতিও শ্রীভগবান কৃপাময় হন। অতএব শ্রীভগবান ক্রমশই বদ্ধজীবদের ইন্দ্রিয়াদি পরিশুদ্ধ করে দেন যাতে তারা শ্রীভগবানকে যথার্থ প্রেমভক্তি সহকারে সেবা করতে উৎসাহী হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, *প্রাকৃত নীলোৎপল বর্ণত্বেন ভক্তৈর্ধ্যাতম্ অতাদৃশমপি*। প্রথম দিকে পূর্বকৃত জড়জাগতিক কাজকর্মের দ্বারা বদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, ভক্ত শ্রীভগবানের দিব্য শ্রীবিগ্রহে মনোনিবেশ করেন এবং পৃথিবীর মধ্যে নানা রূপ, রঙের পরিবেশে ভগবানের আরাধনা করতে শেখেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, *প্রাকৃত নীলোৎপলবর্ণত্বেন ভক্তৈর্ধ্যাতম্ অতাদৃশমপি*। প্রথম দিকে, পূর্বকৃত জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মে বদ্ধভাব সৃষ্টির ফলে, শ্রীভগবানের দিব্য রূপ বিগ্রহে মনোনিবেশের সময়ে ভগবদ্ভক্ত এই জগতের মধ্যে দৃষ্টমান পার্থিব রূপ ও বর্ণাদির বিষয়ে মনঃসংযোগ করে থাকতেও পারে। জড়জাগতিক রূপ ও বর্ণাদি বিষয়ে শ্রীভগবানের দিব্য রূপের কোনই সম্বন্ধ নেই, তবে এই ধ্যানমগ্নতার লক্ষ্য যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাই ঐ ধরনের ধ্যানমগ্নতা অবশেষে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের যথার্থ রূপ, বর্ণ, ক্রিয়াকলাপ, লীলাবিলাস এবং পরিকরাদির দিব্য অবিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হবে। ভাষান্তরে বলা যায়, কোনও জাগতিক যুক্তি বিচারের উপরে দিব্য জ্ঞান নির্ভর করে থাকে না, বরং পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের মাধ্যমেই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। শ্রীভগবানকে অবহিত হওয়ার বিষয়ে ভগবদ্ভক্তের আন্তরিক প্রয়াসে যদি ভগবান সন্তোষ লাভ করেন, তা হলে অচিরেই শ্রীভগবান জড়জাগতিক যুক্তিবিচারের কূট তর্কাদি ও বৈদিক অনুশাসনাদি বলতে যা বোঝায়, সেই সমস্তই পরিষ্কার করে দেন এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে আপনাকে অভিব্যক্ত করেন। পরমেশ্বর ভগবানের এই সর্বশক্তিমত্তা স্বীকার না করলে, পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার কোনই আশা নেই। সুতরাং *কঠোপনিষদে* (১/৩/১২) বলা হয়েছে *দৃশ্যতে ত্ব গ্র্যয়া বুদ্ধ্যা*—পরম তত্ত্বের উপলব্ধি হয় দিব্য বুদ্ধি উন্মেষেরই মাধ্যমে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সাথে জাগতিক জড়েন্দ্রিয়গুলির সংযোগের মাধ্যমে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তা নিতান্তই আনুমানিক জ্ঞান—তা কখনই যথার্থ জ্ঞান হতে পারে না। জড়া প্রকৃতির দ্বারা সঞ্চারিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের অনিত্য অভিজ্ঞতা থেকেই বাস্তব জ্ঞান গড়ে উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাতীয়তাবোধের একটা ভ্রান্ত ধারণার ফলেই বর্তমানে বহু যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে চলেছে। ঠিক তেমনই, সারাজগতে বিবাদ ঘটে চলেছে, এবং জগদ্বিখ্যাত নেতারা তাদের বিভিন্ন দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি-বিকাশের জন্য কুকুর-বেড়ালদের মতো ঝগড়া করেই চলেছে। এইভাবেই, চোখ, নাক, জিভ, স্পর্শ এবং আস্বাদনের মাধ্যমে উপলব্ধ অনিত্য বিষয়াদির বর্ণনার জন্যই জড়জাগতিক ভাষার ব্যবহার চলে। এই ধরনের ভাষা এবং অভিজ্ঞতা পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগে না। কিন্তু চিদাকাশ থেকে দিব্য ধ্বনি তরঙ্গের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রভাব থাকে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জড়জগতের কোনও একটি বিষয়বস্তু রূপে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্বোধের মতো আমাদের জড়জাগতিক কল্পিত ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবান সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত এবং তাঁকে 'আত্মপ্রকাশ' অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশিত সত্তা রূপে অভিহিত করা হয়। তাই *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"জড়েন্দ্রিয়গুলি শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, রূপ, গুণাবলী এবং লীলা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু যখন বদ্ধ জীবাত্মা কৃষ্ণভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে, এবং তার জিহ্বাদি ব্যবহার করে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ করতে থাকে ও শ্রীভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করতে থাকে, তখন জিহ্বা পবিত্র হয়ে উঠে, এবং মানুষ ক্রমশ বুঝতে থাকে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ কে।" যদি মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করে, তখন তার দিব্যভাবসমৃদ্ধ ইন্দ্রিয়াদি ক্রমশই শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করবার মতো সামর্থ্য লাভ করে থাকে। শুধুমাত্র বাস্তব ভাবধারা এবং জড়জাগতিক যুক্তিবাদ পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির মাঝে সীমিত ভাবধারাই অভিব্যক্ত করতে পারে এবং যা কিছু নিত্যস্থিত, সেগুলির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হতে পারে না। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবত* (৭/৫/৩২) থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

"জড়জাগতিক কলুষতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বৈষ্ণব পাদপদ্মের ধূলি যাদের দেহে সিঞ্চিত হয়নি, তারা জড়জাগতিক জীবনধারার দিকেই বেশি প্রবণতা লাভ করে, তাই অসাধারণ ক্রিয়াকলাপের জন্য মহিমান্বিত শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে সম্পৃক্ত হতে পারে না। শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠে এবং ভগবদ্‌পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেই মানুষ জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।"

যদিও শ্রীপিপ্পলায়ন ব্যক্ত করছেন যে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না, তা সত্ত্বেও ঋষিপ্রবর স্বয়ং অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমেই পরমতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন, এবং নিমিরাজ এই দিব্য ধ্বনি উপলব্ধি করতেও সক্ষম হচ্ছেন কারণ তিনি শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলী নবযোগেন্দ্রবর্গের শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করেছেন। সুতরাং, নির্বোধের মতো কেউ যেন এই শ্লোকটিকে নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক উপায়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উপলব্ধি করবার প্রয়াস না করেন, বরং পরমপুরুষোত্তম শ্রীভগবান যে উপায়ে সব কিছুর পরম উৎস রূপে বিরাজমান, নিমিরাজ যেভাবে তা বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্তই যেন অনুসরণ করেন।

শ্লোক ৩৭

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্ ।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এইভাবে পরিগণিত; **ত্রিবৃৎ**—ত্রিবিধ; **একম্**—এক; **আদৌ**—সৃষ্টির প্রথমে; **সূত্রম্**—ক্রিয়াকর্মের শক্তি; **মহান্**—চেতনাশক্তি; **অহম্**—এবং মিথ্যা অহঙ্কার; **ইতি**—এইভাবে; **প্রবদন্তি**—বলা হয়ে থাকে; **জীবম্**—(মিথ্যা অহঙ্কারে আবৃত) জীব; **জ্ঞান**—জ্ঞানের আধার দেবতাগণ; **ক্রিয়া**—ইন্দ্রিয়সকল; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসামগ্রী; **ফল**—সুখ-দুঃখ রূপে কর্মফল; **রূপতয়াঃ**—রূপধারণ করে; **উরু-শক্তি**—বিপুল নানা শক্তি সহ; **ব্রহ্ম-এব**—

একমাত্র পরমব্রহ্ম; **ভাতি**—প্রকটিত হয়; **সৎ অসৎ চ**—স্থূল বস্তুসামগ্রী এবং সেইগুলির সূক্ষ্ম কারণসমূহ; **তয়োঃ**—উভয়ে; **পরম্**—অতীত; **যৎ**—যা কিছু।

অনুবাদ

সৃষ্টির আদিতে একমাত্র পরমব্রহ্ম ত্রিবিধরূপে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তমো নামে আপনাকে প্রকটিত করেন, ব্রহ্ম আরও নানাভাবে আপনার শক্তি প্রসারিত করেন, এবং এইভাবে কর্মশক্তি ও চেতনাশক্তি প্রকটিত হয় আর সেই সঙ্গে মিথ্যা অহঙ্কার বদ্ধ জীবত্তার স্বরূপ আবৃত করে রাখে। এইভাবেই, পরম ব্রহ্মের বহুধা শক্তির প্রসার হওয়ার মাধ্যমে দেবতাগণ জ্ঞানের আধারস্বরূপ, জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি সহ সেইগুলির লক্ষ্য এবং জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ফলাফল—যথা, সুখ ও দুঃখ সমেত আবির্ভূত হন। এইভাবে সূক্ষ্ম কারণরূপে এবং স্থূল জড় জাগতিক সামগ্রীর রূপ নিয়ে জড়জাগতিক চাক্ষুষ কারণরূপে জড় জগতের প্রকাশ ঘটে। সমস্ত সূক্ষ্ম এবং স্থূল সৃষ্টি প্রকাশের উৎস ব্রহ্ম একই সাথে পরম সত্ত্বা রূপে ঐ সব কিছুরই অতীত।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে ঋষি পিপ্পলায়ন পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, ব্রহ্ম জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং মানসিক কল্পনার সীমার অতীত সত্ত্বা। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, *আত্মমূলম্ অর্থোক্তম্ আহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ* — বেদশাস্ত্রাদির নিষেধাত্মক অনুশাসনগুলি পরোক্ষভাবে পরম তত্ত্বের অস্তিত্ব নির্দেশ করে থাকে। এই পরম তত্ত্বের সন্ধানে যথাযথ উপায় অবলম্বন করতে হয়। এখন, বর্তমান শ্লোকে, সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরম তত্ত্বের অগণিত শক্তি আছে। (*উরুশক্তি ব্রহ্মৈব ভাতি*)। তাই পরম তত্ত্বের বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে জড় জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম বৈচিত্রগুলিও প্রকটিত হয়। তাই শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—*কার্যং কারণাদ্ ভিন্নং ন ভবতি*—"কার্যের কারণ থেকে কার্য ভিন্ন থাকে না।" সুতরাং, পরমতত্ত্ব যেহেতু নিত্য বিরাজমান, তাই এই জড় জগৎ পরম ব্রহ্মেরই শক্তি প্রকাশ বলেই, অবশ্যই প্রকৃত সত্য রূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত, যদিও জড় জগতের বিবিধ অভিপ্রকাশ সবই অনিত্য এবং তাই মায়াময়। জড় জগতকে বাস্তব উপাদানসমূহের বিভ্রান্তিকর আদান প্রদানের মধ্যেই বিদ্যমান বলে মনে করতে হবে। বৌদ্ধ এবং মায়াবাদীগণের কল্পনাপ্রবণ ভাবধারায় জড় জগৎ অলীক মিথ্যা নয়; তারা মনে করে যে, জড় জগৎ দ্রষ্টার মনের বাইরে অবস্থান করে না। পরম তত্ত্বের শক্তি প্রকাশ রূপে জড় জগতের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু জীব মাত্রেই নির্বোধের মতো সেইগুলিকে নিত্যস্থিত মনে করার ফলে অনিত্য প্রকাশের মায়ায়

বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তাই এক প্রকার মায়াময় শক্তিরূপেই জড় জগৎ সক্রিয় রয়েছে এবং যে চিন্ময় জগতে সচ্চিদানন্দময় জীবনের অস্তিত্ব আছে, সেই সম্পর্কে জীবকে বিস্মৃত করে রেখেছে। যেহেতু জড় জগৎ এইভাবে বদ্ধজীবকে বিভ্রান্ত করে থাকে, তাই তাকে মায়াময় বলা হয়। যখন কোনও জাদুকর মঞ্চের উপরে তার কৌশল প্রদর্শন করতে থাকে, তখন দর্শকমণ্ডলী আপাতদৃষ্টিতে যা দেখতে থাকে, তা মায়াময়। তবে জাদুকর যথার্থই বিদ্যমান থাকে, এবং তার টুপিখানি আর খরগোশও থাকে, অবশ্য টুপির মধ্যে থেকে একটি খরগোশের আবির্ভাবটাই একটা মায়া। ঠিক সেইভাবেই, যখন জীব নিজেকে এই জড় জগতের অঙ্গাঙ্গী অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিচয় প্রদান করে, ভাবে, "আমি আমেরিকার লোক", "আমি ভারতবাসী", "আমি রাশিয়ান", "আমি কালো মানুষ", "আমি শ্বেতাঙ্গ", তখন সে শ্রীভগবানের মায়াশক্তির জাদুর মাধ্যমে বিভ্রান্ত হয়েই থাকে। বদ্ধ জীবকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, "আমি শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিন্ময় আত্মা, এবং শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ। এখন আমাকে সমস্ত অহেতুক ক্রিয়াকর্ম বন্ধ করতে হবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে হবে, যেহেতু আমি তাঁর অংশ।" তখন সে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। যদি কেউ কৃত্রিম উপায়ে মায়াশক্তির প্রভাব থেকে মুক্তির চেষ্টায় বলতে থাকে যে, মায়াশক্তি বলতে কিছু নেই এবং এই জগৎ মিথ্যা, তা হলে সে নিতান্তই মায়ারই অন্য এক শক্তির প্রভাবে নিজেকে অজ্ঞতার অন্ধকারেই রেখে দিতে চায়। শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

মায়ার অধিপতি মায়াধীশের শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ না করলে মায়ার কবল থেকে মুক্তি প্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। মায়াশক্তি বলে কিছুই নেই, এমন শিশুসুলভ মনোভাব নিয়ে বাগাড়ম্বর করা নিরর্থক, কারণ মায়া বাস্তবিকই *দুরত্যয়া* অর্থাৎ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে দুরতিক্রম্য বাধা। তবে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াশক্তিকে মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

এই শ্লোকটিতে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম থেকে জড়জগতের অভিপ্রকাশ বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অধীনস্থ বৈশিষ্ট্যাদির অন্যতম প্রকাশ ব্রহ্ম (*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*), তাই যিনি এই জড় জগতটিকে ব্রহ্ম রূপে উপলব্ধি করেন, তিনি আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি এবং মানসিক কল্পনার মাধ্যমে জড়া শক্তিকে আপন স্বার্থে কাজে লাগানোর প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হন।

প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যেহেতু ব্রহ্মকে *একম্* অর্থাৎ একমাত্র সত্তা বলা হয়, তাই পার্থিব জগতের অগণিত বৈচিত্র্যের মধ্যে তা কেমন করে প্রকটিত হন? তাই এই শ্লোকে *উরুশক্তি* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পরম তত্ত্বের মধ্যে বহুবিধ শক্তি আধারিত থাকে, সেকথা বেদশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ*)—*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*। পরম তত্ত্ব শক্তি নন, বরং শক্তিমান, অগণিত শক্তিপুঞ্জের অধিকারী। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে, পরম তত্ত্বের এই সকল প্রামাণ্য বর্ণনা বিনম্রভাবে মানুষের শ্রবণ করা উচিত। তাই পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে, *যথানলম্ অর্চিষঃ স্বাঃ*—যে প্রজ্বলিত অগ্নি ঔজ্জ্বল্যের উৎস, সেই অগ্নিকে আরও আলোকিত করবার কোনও ক্ষমতাই সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে থাকে না। ঠিক তেমনই, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ক্ষুদ্রস্ফুলিঙ্গের অতি সামান্য যে জীব, সে কখনই তার নগণ্য বুদ্ধির ক্ষমতা দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে ভাবোজ্জ্বল করে তুলতে পারে না। কেউ হয়ত তর্ক করতে পারে যে, সূর্য তার কিরণধারার আকারে তার শক্তি বিস্তার করতে থাকে এবং সেই কিরণরাশির উজ্জ্বলতার মাধ্যমেই তো আমরা সূর্যকে দেখতে পারি। ঠিক এইভাবেই, পরমতত্ত্বের শক্তির বিস্তারের ফলেই তাকে আমাদের উপলব্ধি করতে পারা উচিত। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সূর্য যদি আকাশ ঢেকে একটি মেঘের সৃষ্টি করে, তখন সূর্যকিরণ উপস্থিত থাকলেও সূর্যকে দেখা যেতে পারে না। অতএব, শেষ পর্যন্ত সূর্যকে দেখবার ক্ষমতা শুধুমাত্র সূর্যকিরণের উপরেই নির্ভরশীল নয়, বরং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আকাশ, যা সূর্যেরই ব্যবস্থাপনায় হয়ে থাকে, তারও দরকার আছে। তেমনই, এই শ্লোকে যেভাবে বলা হয়েছে, পরমতত্ত্বের শক্তিরাশির বিস্তারের মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব মানুষ উপলব্ধি করতে পারে।

যদিও পূর্ববর্তী শ্লোকে জড় ইন্দ্রিয়াদি এবং মনের শক্তি নস্যাৎ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এখানে যে সমস্ত প্রামাণ্য বর্ণনাদি বিবৃত হয়েছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি রূপে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তা মানুষ প্রত্যক্ষভাবে সব কিছুরই উপলব্ধি করতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীনারদ মুনি নিম্নরূপ উপদেশ রাজা প্রাচীনবর্হিকে দিয়েছিলেন—

অতস্তদ্ অপবাদার্থং ভজ সর্বাত্মনা হরিম্ ।
পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ ॥

"সর্বদা জেনে রাখা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবানেরই ইচ্ছাক্রমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়ে থাকে। পরিণামে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

অভিপ্রকাশের মধ্যে প্রত্যেক জিনিসই শ্রীভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। এই শুদ্ধ সার্থক জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানবান হতে হলে মানুষের সর্বদাই নিজেকে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত রাখা উচিত।" (*ভাগবত* ৪/২৯/৭৯) এখানে তাই বলা হয়েছে—*ভজ সর্বাত্মনা হরিম্*—পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা অবশ্যই করতে হবে যাতে পরিষ্কার নীল আকাশে যেমন পূর্ণ শক্তিময় সূর্য প্রতিভাত হয়ে থাকে, তেমনই মানুষের চেতনা শুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে। ঠিক তেমনই, যদি মানুষ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে তার মন থেকে জাগতিক কলুষতা পরিষ্কার হয়ে যায়, এবং তাই শুধুমাত্র শ্রীভগবানকেই নয়—চিন্ময় জগৎরূপে শ্রীভগবানের বিপুল অভিপ্রকাশ, তাঁর শুদ্ধভক্তমণ্ডলী রূপে, পরমাত্মা রূপে, নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি রূপে এবং তার পরিণামে জড়জাগতিক পৃথিবীর সৃষ্টি রূপেও শ্রীভগবানের ধামের ছায়া (*ছায়েব*) রূপে, যার মাঝে অসংখ্য জড়জাগতিক বৈচিত্র অভিব্যক্ত রয়েছে, তা সবই প্রত্যক্ষ করতে পারা যায়।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, *ফলম্*, শব্দটির অর্থ *পুরুষার্থ-স্বরূপম্*, অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্যের যথার্থ রূপ, কিংবা, ভাষান্তরে, স্বয়ং শ্রীভগবানের দিব্য রূপ অর্থেও বুঝতে পারা যায়। জীব তার যথার্থ শুদ্ধস্বরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সত্তা থেকে ভিন্ন হয়। তেমনই, বৈকুণ্ঠ নামে পরিচিত ভগবদ্ধামের অনন্ত বৈচিত্র্যময় ঐশ্বর্যও শ্রীভগবানের গুণবৈশিষ্ট্য থেকে অভিন্ন বলেই স্বীকৃত। তাই যখনই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তাঁর অতুলনীয় ঐশ্বর্য সহকারে, এবং তাঁর শুদ্ধ দিব্য সেবকবৃন্দ, ও জীবগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং বিরাজিত হন, তখন এক অতি সুখকর পরিবেশ রচিত হয়। শ্রীভগবান যখন ঐভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে পরিপূর্ণ দিব্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে সম্মিলিত হন, তখন যে সুখময় পরিবেশ রচিত হয়, তাকে জড়জাগতিক পরিবারের ধারণায় অভিহিত করলে তা বিকৃত প্রতিফলন রূপে গণ্য হবে। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যমণ্ডিত নিত্যধামে তাঁর সাথে সম্মিলিত হওয়ার স্বাধীনতা প্রত্যেক জীবেরই রয়েছে। তাই এই শ্লোকটি থেকে বোঝা উচিত যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম অভিপ্রকাশের মধ্যেই শ্রীভগবানের শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং তাই সেই সবই শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা উচিত। *ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বম্।*

শ্রীল জীব গোস্বামী বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে প্রতিপন্ন করেছেন যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিবেশই পরম তত্ত্বের স্বাভাবিক শক্তিপ্রকাশ। অনেক সময়ে

কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে বলে থাকে যে, জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপ সবই কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং শ্রীভগবান ঐরকম একটি শয়তানের সাথে সংগ্রাম করে চলেছেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য উপলব্ধির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সম্যক্ মর্যাদা সম্পর্কে ঐ ধরনের বিপুল অজ্ঞতা দূর করা যেতে পারে। কোনও একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গকে যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে একটি বিচ্ছুরণ বলা চলে, তেমনই যা কিছু বিদ্যমান, তা সবই পরমেশ্বর শ্রীভগবানের শক্তিমত্তার একটি অতি নগণ্য স্ফুলিঙ্গ মাত্র। তাই শ্রীভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪২) বলেছেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"কিন্তু অর্জুন, অধিক আর কি বলব, এই মাত্র জেনে রাখ যে, আমি আমার ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি এবং এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছি।" সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতপক্ষে সকল জীবেরই সুহৃদ (*সুহৃদং সর্বভূতানাম্*)। সুতরাং, যদি মানুষ যথার্থ বুদ্ধিমানের মতো বুঝতে পারে যে, সকলের কল্যাণকামী সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুর উৎস এবং নিয়ন্তা, তা হলে সে অচিরে শান্তিলাভ করতে পারে (*জ্ঞাত্বা মাং শান্তিম্ ঋচ্ছতি*)। যখনই মানুষ নির্বোধের মতো মনে করে যে, জগৎ সৃষ্টির একটি মাত্র অণু-পরমাণুও পরমেশ্বর শ্রীভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন শক্তি নয়, তখন তার মনে ভয় ও মায়ামোহ সৃষ্টি হতে থাকে। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ।* জড় জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ফলেও অতি বিপজ্জনক ভয়াবহ মায়ামোহ সৃষ্টি হয়। উভয় ধরনেরই নিরীশ্বরবাদ—যথা, জড় জগতটিকে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করা (এবং তার ফলে সেটি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ভোগ্য বিষয় বলেই ধরে নেওয়া), আবার সেই জড় জগতেরই অস্তিত্ব অলীক বলে তত্ত্ব প্রচার করা—তা পরমেশ্বর ভগবান যিনি সবকিছুরই যথার্থ মালিক এবং ভোক্তা, তাঁর কাছে চিরন্তন অধীনতাকে অস্বীকার করবারই বৃথা অপচেষ্টা মাত্র। শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নরূপ প্রশ্নটি উদ্ধৃত করেছেন, যা *বিষ্ণু পুরাণের* (১/৩/১) মধ্যে শ্রীমৈত্রেয় ঋষি একদা মহামুনি শ্রীপরাশরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ ।
কথং সর্গাদি কর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥

" কেমন করে আমরা বুঝব যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধিকর্তা, যদিও তা সকল গুণের অতীত, অপরিমেয়, নিরাকার, এবং ত্রুটিমুক্ত মনে হয়?" এর উত্তরে শ্রীপরাশর মুনি বলেছিলেন—

শক্তয়ঃ সর্বভাবানাম্ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যাভাবশক্তয়ঃ ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥

"জড় জাগতিক বস্তুসামগ্রীও কিভাবে তাদের শক্তি বিস্তার করতে থাকে, শুধুমাত্র যুক্তিবাদের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা করতে পারা যায় না। পরিণত পর্যায়ের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই এই সব বিষয়াদি উপলব্ধি করা যেতে পারে। অগ্নি যেভাবে তাপশক্তি বিকীরণ করে থাকে, সেইভাবেই পরম তত্ত্ব তাঁর শক্তি বিস্তারের মাধ্যমে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করে থাকেন।" (*বিষ্ণুপুরাণ* ১/৩/২) শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোনও মূল্যবান রত্নের শক্তির পরিচয় পেতে হলে, সেই সম্পর্কে যুক্তিবাদী বর্ণনা দিলেই বোধগম্য হয় না, বরং সেই রত্নটির প্রভাব প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেই তা বুঝতে হয়। তেমনই, কোনও মন্ত্রের প্রভাব বুঝতে হলে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার মাধ্যমেই উপলব্ধি করতে হয়। কোনও প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণার মাধ্যমে সেই প্রভাব বোঝানো যায় না। মানুষের দেহের পক্ষে উপকারী ফলপ্রদায়ী কোনও গাছ যে বীজ থেকে উৎপন্ন হয়, তা কোনও যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। হয়ত কেউ তর্ক করে বোঝাতে চায় যে, সমস্ত গাছটির বংশোদ্ভব তত্ত্বের মুল উপাদান গাছটির বীজের মধ্যেই থাকে। কিন্তু বীজটির অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য কোনও প্রকার যুক্তি বিন্যাসের প্রয়োজন হয় না, কিংবা বীজটি থেকে বিশাল বৃক্ষ গড়ে উঠার জন্যও কোন যুক্তি তর্কের দরকার হয় না। কোনও ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে, তা নিয়ে আইনজ্ঞের মতো যুক্তিজাল সৃষ্টি করার মতো অর্থাৎ বিস্ময়কর জড়া প্রকৃতি অভিব্যক্ত হওয়ার পরে, নির্বোধ জড় জাগতিক বিজ্ঞানী নানা ঘটনাবলীর আপাত যুক্তিবাদী পারম্পর্য বিচারের মাধ্যমে একটি বীজের উৎপাদন ক্ষমতার ক্রমবিকাশের ধারা অন্বেষণ করতে শুরু করে। কিন্তু বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ বলতে যা বোঝায়, তার পরিধির মধ্যে এমন কোনও তত্ত্ব নেই, যার দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে বলা চলে যে, একটি বীজ থেকে একটি গাছের বিস্তার হতেই হবে। বরং, ঐ ধরনের বিস্তারকে বৃক্ষের শক্তি বলেই স্বীকার করতে হবে। ঠিক তেমনই, কোনও রত্নের ক্ষমতা বলতে বোঝায় সেটির রহস্যময় শক্তি আছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রাবলীর মধ্যেও

অন্তর্নিহিত ক্ষমতা থাকে। অবশেষে বলতে হয় যে, মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এর মধ্যেও এমন ক্ষমতা রয়েছে, যার দ্বারা মানুষকে সচ্চিদানন্দময় দিব্য জগতে নিয়ে যাওয়া যায়। এইভাবেই, অগণিত বিবিধ পার্থিব এবং দিব্য জগতের মধ্যে আপন সত্ত্বা বিস্তারিত করার স্বাভাবিক গুণশক্তি পরম তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে। আমরা হয়ত যুক্তির দ্বারা এই শক্তি বিস্তারের তত্ত্বটি সংঘটিত হওয়ার পরে বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু পরম তত্ত্বের বিস্তার আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যে মানুষ অন্ধ নয়, সে যেভাবে একটি বীজ থেকে একটি বৃক্ষ বিস্তারের সত্যটি লক্ষ্য করতে পারে, তেমনই যে বদ্ধ জীব ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে আপন চেতনা শুদ্ধ করে তোলে, এখানে বর্ণিত পরম তত্ত্বের বিস্তার সে বিজ্ঞান সম্মতভাবেই লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়। কোনও বীজের অন্তর্নিহিত শক্তি কল্পনা দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না, বরং বাস্তব পর্যবেক্ষণের ফলেই তা বোঝা যায়। তেমনই, মানুষ যাতে পরম তত্ত্বের সম্প্রসারণ বাস্তবে লক্ষ্য করতে পারে, তার জন্য অবশ্যই তার দর্শন ক্ষমতা শুদ্ধ করে তুলতে হবে। ঐ দর্শন বা পর্যবেক্ষণ চক্ষু বা কর্ণ যে কোনটির মাধ্যমেই হতে পারে। বৈদিক জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে শব্দব্রহ্ম, অর্থাৎ শব্দময় তরঙ্গের মাধ্যমে দিব্য শক্তির প্রকাশ। সুতরাং, দিব্য ধ্বনি তরঙ্গ শ্রবণের সশ্রদ্ধ অভ্যাস করার মাধ্যমেই পরমতত্ত্বের ক্রিয়াকলাপ দর্শন করা যেতে পারে। *শাস্ত্রচক্ষুঃ*। যখন মানুষের চেতনা পরিপূর্ণ শুদ্ধতা লাভ করে, তখনই তার দিব্য শক্তিসম্পন্ন সকল চেতন-ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

পরমতত্ত্ব তথা পরমেশ্বর শ্রীভগবানের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের প্রভাব থাকে না, তবে যেহেতু তিনি দিব্য গুণাবলীর পরম আধার মহাসমুদ্র এবং তাই পার্থিব জগতের নিকৃষ্ট গুণাবলীতে তাঁর কোনই প্রয়োজন থাকে না। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৪/১০) তাই বলা হয়েছে, *মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনং তু মহেশ্বরম্*—"বুঝতে হবে যে, মায়া এক জড়াশক্তি, আর পরমেশ্বর ভগবান মায়ার অধিপতি।" তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*মায়াং চ তদপাশ্রয়াম্* মায়া সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে যেভাবে বোঝা যায় যে, জড় জগৎ শ্রীভগবানের নিরাকার ব্রহ্ম শক্তির থেকেই উৎপত্তি, তেমনই ব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পরম শক্তির অংশ প্রকাশ—যেকথা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্ ।

তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪০)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মে কোনও দিব্য ক্রিয়াকলাপ নেই কিংবা পরম *পুং-অর্থ,* অর্থাৎ মানব জীবনের কোনও যথার্থ উপকার তথা কল্যাণার্থে প্রেম বা ভগবৎ-প্রেমেরও অস্তিত্ব নেই। অতএব, যদি কেউ ব্রহ্ম নামে অভিহিত শ্রীভগবানের দেহরূপের জ্যোতিবিকাশের দ্বারা তার নিজ অপরিণত পর্যায়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, এবং পরমেশ্বর ভগবানকে যথার্থই অবহিত হতে না পারে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য আনন্দময় স্বরূপ প্রকাশের সাথে আপনার নিত্য একাত্ম পরিচয়ের সত্ত্বাও যথার্থে উপলব্ধি করবার কোনও সম্ভাবনাই তার জীবনে থাকে না। এই বিষয়টি *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* (আদি ১/১/৩) সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে—

যদ্ অদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যতনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

শ্লোক ৩৮

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি ।
সর্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥ ৩৮ ॥

ন—কখনই নয়; **আত্মা**—আত্মা; **জজান**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **ন**—কখনই নয়; **মরিষ্যতি**—মৃত্যু হবে; ন—না; **এধতে**—বৃদ্ধি; **অসৌ**—এই; ন—করে না; **ক্ষীয়তে**—ক্ষয়প্রাপ্ত হতে; **সবন-বিৎ**—কালক্রমের এই পর্যায়গুলি সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞ; **ব্যভিচারিণাম্**—যেভাবে সেইগুলি অন্যান্য পরিবর্তনশীল সত্তার মধ্যে ঘটে থাকে; **হি**—অবশ্য; **সর্বত্র**—সকল ক্ষেত্রে; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **অনপায়ি**—কখনও তিরোহিত হয় না; **উপলব্ধি-মাত্রম্**—শুদ্ধ চেতনা; **প্রাণঃ যথা**—দেহ মধ্যে প্রাণবায়ুর মতোই; **ইন্দ্রিয়-বলেন**—ইন্দ্রিয়াদির শক্তি মাধ্যমে; **বিকল্পিতম্**—বিভক্ত রূপে কল্পিত; সৎ—হয়ে থাকে।

অনুবাদ

ব্রহ্মরূপে শাশ্বত আত্মার কখনই জন্ম হয়নি এবং কখনই মৃত্যু হবে না, এবং তার বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় হয় না। সেই চিন্ময় আত্মাই প্রকৃতপক্ষে জড় জাগতিক শরীরের পরিবর্তনশীল যৌবন, প্রৌঢ়তা এবং মৃত্যুর তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত। তাই আত্মাকেই শুদ্ধ চেতনা স্বরূপ সর্বত্র সর্বকালের জন্যই বিদ্যমান এবং অক্ষয় সত্ত্বা বলে জানতে হয়। শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ু একটি হলেও তা যেমন বিভিন্ন জড়েন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শে বহুধারূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে, তেমনই একটি আত্মা জড় দেহের সংস্পর্শে এসে বিবিধ জড় জাগতিক অভিধা গ্রহণ করে থাকে।

তাৎপর্য

বৈদিক সারমন্ত্র *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—"সকল কিছুই ব্রহ্ম", *ভাগবতের* এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সকল বিষয়েরই মূল উৎস। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিস্তার সাধনের মাধ্যমে, তিনি চিন্ময় জগৎ অভিব্যক্ত করেন, এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির বিস্তার সাধনের মাধ্যমে তিনি জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত করেন। বদ্ধ জীব মূলত শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গা শক্তি, তবে মায়ার সংস্পর্শে এসে, বহিরঙ্গা শক্তির কবলে সে পতিত হয়। যেভাবেই হোক, সবকিছুই যেহেতু পরম ব্রহ্মের শক্তির বিস্তার, তাই সবকিছুই শ্রীভগবানের চিন্ময় শক্তির অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ। *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদ্ অপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ*। যখন জীব মনে করে যে, জড়জাগতিক পৃথিবী শ্রীভগবানের শক্তির অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ নয়—নিতান্তই পৃথক একটি সত্ত্বা, যাকে ক্ষুদ্র জীবাত্মাও নিয়ন্ত্রণ ও উপভোগ করতে পারে, তখন তার *বিপর্যয়ঃ* অর্থাৎ বিপজ্জনক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যাকে বলা চলে *অস্মৃতিঃ*। তার ফলে জীব বিস্মৃত হয়ে যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুর মালিক, সব কিছুই শ্রীভগবানের বিস্তারিত অংশপ্রকাশ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি যদিও জন্ম, বৃদ্ধি, জরা এবং মৃত্যুর মতো নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে, তা হলেও নির্বোধের মতো কারও সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে, শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবসত্ত্বাও এই সকল পরিবর্তনের অধীন। জীব সত্ত্বা এবং জড়া প্রকৃতি উভয়েই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম, যা পরম ব্রহ্মেরই অংশপ্রকাশ। তবে বেদশাস্ত্রে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—শ্রীভগবানের শক্তিরাশি *বিবিধা* অর্থাৎ বহুপ্রকার। তাই, এই শ্লোকটি অনুসারে, *নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ ন ক্ষীয়তে*—আত্মা কখনই জন্মগ্রহণ করে না, কখনও সে

মরে না, এবং অবশ্যই জড় দেহের মতো বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় তার হয় না। যদিও পরিদৃশ্যমান জড় দেহ বাল্যকাল, কৈশোর-যৌবন এবং বার্ধক্যের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে, কিংবা যদিও কেউ দেবতা, কেউ মানুষ, কেউ গাছপালা কিংবা পশুপাখি হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, তা সত্ত্বেও চিন্ময় আত্মা কখনই তার নিত্য শাশ্বত স্বরূপ অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয় না। বরং জড় জাগতিক শরীরের বাহ্যিক রূপ পরিবর্তনকেই সে স্বরূপ জ্ঞান করে এবং তার ফলে মায়ামোহ নামে এক প্রকার মানসিক অবস্থায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এইভাবে নিজেকে পরিবর্তিত হতে দেখে এবং পরিণামে প্রকৃতির নিয়মাধীন ব্যবস্থায় বিনষ্ট হয়ে যেতে হবে তা লক্ষ্য করার ভয়াবহ মায়ামোহ অভিজ্ঞতা থেকে যে বিভ্রান্তি জাগে, তা শ্রীভগবানের পরম শক্তি স্বরূপ মানুষের নিত্য সত্ত্বার দিব্য জ্ঞানের দ্বারা নস্যাৎ করা যেতে পারে।

এই শ্লোকে *সর্বত্র* শব্দটি থেকে নির্বোধের মতো অপব্যাখা করা উচিত হবে না যে, প্রত্যেক জীবাত্মা সর্বব্যাপী। আত্মার জন্ম হয় না, তাছাড়া তার মৃত্যুও হয় না। তা সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান বদ্ধ অবস্থার মাঝে আমাদের শরীরের জন্ম ও মৃত্যুর সাথে আমরা বৃথাই আত্মস্থজ্ঞান করে থাকি। সুতরাং, সর্বব্যাপ্ত আত্মা যেহেতু কখনই মায়ামোহের কবলে পতিত হতে পারে না, তেমনই *সর্বত্র* শব্দটিও জীবাত্মার সর্বব্যাপকতা বোঝাতে পারে না। মায়া বলতে বোঝায় বাস্তব তত্ত্বের অসম্পূর্ণ উপলব্ধি, যা কোনও সর্বব্যাপী সত্ত্বার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং *সর্বত্র* শব্দটির অর্থ এইভাবে বুঝতে হবে যে, শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা সকল জড়জাগতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির মাঝেই বিদ্যমান থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গভীর নিদ্রার মধ্যে চেতনার বহির্প্রকাশ না ঘটতে পারে, এবং তা হলেও শরীরের মধ্যে চিন্ময় আত্মার উপস্থিতি রয়েছে বলেই বুঝতে হবে। সেইভাবেই, *ভগবদ্গীতা* থেকে জানা যায় যে, চিন্ময় আত্মা (*নিত্যঃ সর্বগতঃ*) অগ্নি, জল কিংবা মহাশূন্যেও থাকতে পারে, যেহেতু আত্মার উপস্থিতি কখনই জড়জাগতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উপরে নির্ভরশীল হয় না, আত্মার উপস্থিতি নিত্যতত্ত্ব। বিশেষ জড়জাগতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সম্ভাবনার মাঝে আত্মার চেতনা কিছুটা অভিব্যক্ত হয়ে থাকে, যেমন বৈদ্যুতিক আলো বিশেষ তেজ এবং বর্ণ নিয়ে বৈদ্যুতিক বাল্‌ভের উপরে নির্ভর করে বিকশিত হতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তি একটাই শক্তি, কিন্তু তা জাগতিক বিভিন্ন পরিবেশের অনুযায়ী নানাভাবে রূপায়িত হয়।

যুক্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, চিন্ময় আত্মা যদিও শুদ্ধ চেতনা (*উপলব্ধি মাত্রম্*), তা হ ও আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, চেতনা নিত্যনিয়ত

পরিবর্তিত হতে থাকে। যদি আমি আকাশের মতো একটি নীল বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করে থাকি, তা হলে তখন আমার মনের মধ্যে কোনও হলুদ রঙের বিষয়বস্তু, যেমন কোনও ফুলের চিন্তা নষ্ট হয়ে যায়। তেমনই, যদি আমি বুঝতে পারি যে, আমার ক্ষুধা হয়েছে, তখনও আমার নীল আকাশের চেতনা নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে, চেতনা নিত্যনিয়তই রূপ পরিবর্তন করছে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন যে, চেতনা অবশ্যই স্বরূপত নিত্য সত্ত্বা বিশিষ্ট, কিন্তু জাগতিক জড়েন্দ্রিয়গুলির সংস্পর্শে তা বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাণবায়ুর দৃষ্টান্ত খুবই উপযোগী। প্রাণ অর্থাৎ প্রাণবায়ু এক পরম সত্ত্বা, তবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শে সেটি দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, এবং এই রকম নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়। তেমনই, চেতনাও চিন্ময় সত্ত্বা হলেও সেটিও অদ্বিতীয় সত্ত্বা, কিন্তু যখনই বিবিধ প্রকার ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কে আসে, তখনই তাকে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়মূলক ক্রিয়াকলাপের ভাবধারায় উপলব্ধি করতে পারা যায়। কিন্তু চেতনার সত্ত্বা এমন একটি নিত্য তত্ত্ব যার পরিবর্তন করা চলে না, তবে সাময়িকভাবে তা মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারে।

যখন কেউ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠে, তখনই তাকে ধীর মনোভাবাপন্ন বলে বুঝতে হবে (*ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*)। সেই সময়ে মানুষ আর জড়া প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে তার চেতনার স্বরূপ নিয়ে ব্যর্থ বিভ্রান্তির কবলায়িত হয় না।

তত্ত্বমসি ভাব-অভিব্যক্তি থেকে *ছান্দোগ্য উপনিষদের* দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে, চিন্ময় জ্ঞান নিরাকার নির্বিশেষ তত্ত্ব নয়, বরং জড় দেহের মধ্যে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মাকে ক্রমশ উপলব্ধি করবার উপায়। ঠিক যেমন *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বারে বারে বলেছেন *অহম্* অর্থাৎ "আমি" তেমনই এই বৈদিক বাণী *ত্বম্* অর্থাৎ "তুমি" শব্দের মাধ্যমে বোঝায় যে, পরম তত্ত্ব যেমন, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, সেই রকম ব্রহ্ম (তৎ)-এর একক স্ফুলিঙ্গও এক নিত্য পুরুষ-তত্ত্ব (*ত্বম্*)। অতএব, শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, এই বিষয়ে অনুধাবন করতে হবে যে, ব্রহ্মের এক-একটি স্ফুলিঙ্গ নিত্য চেতন সত্ত্বা। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরম তত্ত্বের নিরাকার নির্বিশেষ ভাবধারা উপলব্ধির জন্য চেষ্টার মাধ্যমে সময় নষ্ট না করে, জীব তত্ত্বের পর্যায়ে নিত্য-চেতন জীব সত্ত্বা রূপেই মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করাই উচিত, কারণ নিরাকার নির্বিশেষ তত্ত্ব নিতান্তই অস্থায়ী জড়জাগতিক বৈচিত্রের অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাষান্তরে, প্রত্যেক মানুষেরই নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য চেতন সেবক মনে করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *মহাভারতের* মোক্ষধর্ম অংশ থেকে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি উদ্ধৃত করেছেন—

অহং হি জীব সংজ্ঞো বৈ ময়ি জীবঃ সনাতনঃ ।
মৈবং ত্বয়ানুমন্তব্যং দৃষ্টো জীবো ময়েতি হ ।
অহং শ্রেয়ো বিধাস্যামি যথাধিকারম্ ঈশ্বরঃ ॥

"জীব সত্তা আমার থেকে পৃথক নয়, কারণ সে আমারই অংশ প্রকাশ। তাই আমার মতো জীব নিত্য সত্তা, এবং সর্বদাই আমার ভিতরেই অবস্থান করে থাকে। তবে বৃথা চিন্তা করা উচিত নয়, 'এখন আমি আত্মার দর্শন পেয়ে গেছি।' বরং আমি, পরমেশ্বর ভগবান বলেই, তোমাদের সেই আশীর্বাদ বিধান করব যাতে তোমরা সেই অধিকারের যোগ্য হয়ে উঠতে পার।"

শ্লোক ৩৯

অণ্ডেষু পেশীষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র ।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ ॥ ৩৯ ॥

অণ্ডেষু—অণ্ড থেকে সৃষ্ট জীবযোনি; **পেশীষু**—ভ্রূণ মধ্যে; **তরুষু**—বৃক্ষলতার মধ্যে; **অবিনিশ্চিতেষু**—অনিশ্চিত যোনি থেকে সৃষ্ট জীব (ঘর্মকণা থেকে উৎপন্ন); **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু; **হি**—অবশ্য; **জীবম্**—জীবাত্মা; **উপধাবতি**—অনুসরণ করে; **তত্র তত্র**—এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতি; **সন্নে**—তারা সন্নিবিষ্ট হয়; **যৎ**—যখন; **ইন্দ্রিয়গণে**—সকল ইন্দ্রিয়াদি; **অহমি**—মিথ্যা অহঙ্কার; **চ**—আরও; **প্রসুপ্তে**—গভীর নিদ্রায়; **কূটস্থঃ**—অপরিবর্তিত; **আশয়ম্**—কলুষিত চেতনার সূক্ষ্ম আবরণ, লিঙ্গশরীর; **ঋতে**—ব্যতীত; **তৎ**—তাহা; **অনুস্মৃতিঃ**—পরবর্তীকালের স্মরণ ক্ষমতা; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

পার্থিব জগতে চিন্ময় আত্মা বিভিন্ন প্রকার জীব প্রজাতির মাঝে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কতকগুলি প্রজাতি ডিম্বাদি থেকে জন্মগ্রহণ করে, অন্যগুলি ভ্রূণ থেকে, আরও অনেকগুলি তরুলতার বীজ থেকে, এবং বাকি সব ঘর্মকণা থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। তবে জীব-প্রজাতির সকল ক্ষেত্রেই প্রাণবায়ু অপরিবর্তিতই থাকে এবং এক শরীর থেকে অন্য এক শরীরে চিন্ময় আত্মার অনুসরণ করতে থাকে।

সেইভাবেই, চিন্ময় আত্মা জড়জাগতিক জীবনধারার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নিত্যকাল নির্বিকার অপরিবর্তনীয় ভাবেই বিরাজিত থাকে। এই সম্পর্কে আমাদের বাস্তব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। যখন আমরা স্বপ্ন না দেখেই গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে থাকি, তখন জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, এবং মন ও অহঙ্কারও সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং মিথ্যা অহম্ বোধ যদিও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তবুও জাগ্রত হয়ে মানুষ নিদ্রা থেকে উত্থানের পরে মনে করতে পারে যে, আত্মারূপে সে শান্তিতে নিদ্রামগ্নই ছিল।

তাৎপর্য

যখন জীব জাগ্রত থাকে, জড়েন্দ্রিয়গুলি এবং মন তখন নিত্য সক্রিয় হয়ে থাকে। ঠিক তেমনই, যখন কেউ ঘুমায়, তখন মিথ্যা অহম্ বোধ তার জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাগুলি সংগ্রহ করে থাকে এবং তাই ঘুমের সময়ে মানুষ স্বপ্নাদি কিংবা স্বপ্নাদির নানা অংশ দেখতে থাকে। তবে প্রসুপ্তি অর্থাৎ গভীর নিদ্রার সময়ে, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি সবই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, এবং অহম্ বোধ আগেকার কোনও অভিজ্ঞতা বা বাসনাদি মনে করতে পারে না। সূক্ষ্ম মন এবং অহম্ বোধকে বলা হয় *লিঙ্গ-শরীর*, অর্থাৎ সূক্ষ্ম জড় দেহ। এই লিঙ্গ-শরীর অস্থায়ী জড়জাগতিক পরিচয়াদি যথা, "আমি ধনী", "আমি শক্তিমান", "আমি কালো", "আমি সাদা", "আমি আমেরিকান", "আমি চীনা" এই ধরনের অভিজ্ঞতা পোষণ করতে থাকে। মানুষের নিজের সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা সমষ্টিকে বলা হয় অহঙ্কার। আর জীবন সম্পর্কে এই মায়াময় বিভ্রান্তিকর ধারণার ফলেই জীব এক প্রজন্ম থেকে অন্য একটিতে দেহান্তরিত হতে থাকে, যা সুস্পষ্টভাবেই *ভগবদ্গীতায়* বোঝানো হয়েছে। চিন্ময় আত্মা অবশ্যই তার সচ্চিদানন্দময় নিত্য স্বরূপ মর্যাদা পরিবর্তন করে না, তবে আত্মা হয়ত অস্থায়ীভাবে এই মর্যাদা বিস্মৃত হয়ে থাকতেও পারে। তুলনীয় একটি পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, রাত্রে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে যে, সে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার ফলে ঐ স্বপ্নটির প্রভাবে তার ঘরের মধ্যে যথার্থই তার বিছানায় শুয়ে থাকার অবস্থাটির কোনই পরিবর্তন হয় না। তাই এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, *কূটস্থ আশয়ম্ ঋতে*—সূক্ষ্ম ভঙ্গুর শরীরের রূপান্তর হলেও চিন্ময় আত্মার পরিবর্তন হয় না। শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যার জন্য নিম্নরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। *এতাবন্তং কালং সুখম্ অহম্ অস্বাপ্সম্/ন কিঞ্চিদ্ অবেদিষম্*। মানুষ প্রায়ই চিন্তা করে, "আমি খুব সুখে ঘুমাচ্ছিলাম, তবে স্বপ্ন দেখিনি কিংবা কোনও কিছুই জানি না।" যুক্তিবিচারে মনে করা যেতে পারে যে, মানুষের যে বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি, তা সে স্মরণ

করতে পারে না। তাই, কোনও রকম মানসিক অথবা ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা না হলেও যদি কেউ শান্তিতে ঘুমানোর কথা মনে করতে পারে, তা হলে সেই ধরনের স্মৃতি অর্থাৎ মনে করার ব্যাপারটিকে চিন্ময় আত্মার অস্পষ্ট অভিজ্ঞতা বলেই বোঝা উচিত।

শ্রীল মধ্বাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর গ্রহমণ্ডলীতে মানবরূপী এক উন্নত জাতি, যাঁদের দেবতা বলা হয়, তাঁরা বাস্তবিকই সাধারণ মানবজাতির মতো গভীর ঘুমের স্থূল অজ্ঞানতার মধ্যে কালযাপন করেন না। যেহেতু দেবতাদের উন্নত বুদ্ধি থাকে, তাই তাঁরা নিদ্রাকালে অজ্ঞানতার মধ্যে নিমজ্জমান হন না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মত্তঃস্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনং চ*। নিদ্রাকে *অপহনম্* অর্থাৎ বিস্মৃতি বলা হয়েছে। কোনও সময়ে স্বপ্নের মাধ্যমে স্মৃতি অর্থাৎ মানুষের যথার্থ পরিবেশ-পরিস্থিতির জ্ঞান সক্রিয় থাকে, যদিও স্বপ্নের মধ্যে মানুষ তার পরিবার-পরিজন বা বন্ধুবান্ধবদের এক ধরনের পরিবর্তিত, মায়াময় অবস্থায় দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। কিন্তু স্মৃতি ও বিস্মৃতির ঐ ধরনের সমস্ত অবস্থাতেই হৃদয়ে পরমাত্মার অবস্থানের ফলেই তা সংঘটিত হতে থাকে। পরমাত্মার কৃপায় মানুষ কোনও প্রকার মানসিক অথবা ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা ছাড়াই মনে করতে পারে কিভাবে সে শান্তিতে বিশ্রাম করছিল এবং তার ফলেই আত্মার প্রাথমিক ক্ষণিক দর্শন লাভ তার পক্ষে সম্ভব হয়।

এই শ্লোকটির প্রামাণ্য তাৎপর্য ব্যাখ্যা অনুসারে, *অবিনিশ্চিতেষু* শব্দটির অর্থ *স্বেদজেষু*, অর্থাৎ স্বেদজাত। শ্রীল মধ্বাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, *ভূস্বেদেন হি প্রায়ো জায়ন্তে*—পৃথিবীর শিশিরবিন্দুকে পৃথিবীর ঘর্মবিন্দুরূপে বিবেচনা করতে হবে এবং শিশিরবিন্দু থেকে বিভিন্ন জীব প্রজন্ম উৎপন্ন হয়।

মুণ্ডক উপনিষদে (৩/১/৯) প্রাণবিষয়ক আত্মার ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়েছে—

এষোঽনুর আত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বম্ ওতম্ প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥

"আত্মার আকার পরমাণুর মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং যথার্থ বুদ্ধির মাধ্যমে তাকে বুঝতে পারা যায়। এই পারমাণবিক আত্মা পঞ্চবায়ু (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান এবং উদান)-এর মধ্যে ভাসমান থাকে। আত্মার অবস্থান হৃদয়ের মধ্যে, এবং দেহধারী জীবগণের সমগ্র শরীরে তার প্রভাব বিস্তার করে। যখন পঞ্চবায়ুর দূষণ থেকে

আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে, তখন তার চিন্ময় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।" এইভাবেই জীবের অগণিত প্রজাতির মধ্যে চিন্ময় আত্মা প্রাণবায়ুর মধ্যে অবস্থান করে।

শ্লোক ৪০

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্ গুণকর্মজানি ।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্ যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥ ৪০ ॥

যর্হি—যখন; **অব্জ-নাভ**—পরমেশ্বর ভগবানের, যাঁর নাভি পদ্মফুলের মতো; **চরণ**—চরণ; **এষণয়া**—শুধুমাত্র বাসনার ফলে; **উরু-ভক্ত্যা**—সবিশেষ ভক্তিসেবা অনুশীলনের মাধ্যমে; **চেতঃ**—হৃদয়ের; **মলানি**—মলিনতা; **বিধমেৎ**—বিধৌত হয়; **গুণ-কর্ম-জানি**—প্রকৃতির গুণাবলী মাধ্যমে উৎপন্ন এবং সেই সকল গুণানুসারে জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্ম; **তস্মিন্**—তার মধ্যে; **বিশুদ্ধে**—(হৃদয়) সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হয়ে; **উপলভ্যতে**—উপলব্ধি করা যায়; **আত্ম-তত্ত্বম্**—আত্মার যথার্থ প্রকৃতি; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **যথা**—যেভাবে; **অমল-দৃশোঃ**—শুদ্ধ দৃষ্টির; **সবিতৃ**—সূর্যের; **প্রকাশঃ**—প্রকাশ।

অনুবাদ

যখন মানুষ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে তার হৃদয়ের মাঝে শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল চিন্তায় মনোনিবেশ করে, পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে দৃঢ়ভাবে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তখন জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে তার অন্তরে পূর্বকৃত ফলাশ্রয়ী কর্মের পরিণাম স্বরূপ সঞ্চিত অসংখ্য অশুদ্ধ বাসনাদি সে বিনষ্ট করতে পারে। যখন এইভাবে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, তখন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে এবং নিজের স্বরূপকে দিব্য সত্তা রূপে উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবেই মানুষ যেমন সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সূর্যকিরণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, ঠিক তেমনই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চিন্ময় দিব্য উপলব্ধির ক্ষেত্রেও সার্থক সাফল্য অর্জন করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি যখন সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে, তখনও সুখে নিদ্রা উপভোগের অভিজ্ঞতা স্মরণের মাধ্যমেও মানুষ নিত্যস্থিত, অপরিবর্তনশীল আত্মার প্রাথমিক সামান্য দর্শন লাভ করতেও পারে। কেউ প্রশ্ন

করতে পারে, যদি গভীর নিদ্রার মধ্যে আত্মার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তা হলে কেন জাগ্রত হলে মানুষ মায়াময় জাগতিক অস্তিত্বের মাঝে ফিরে আসে? উত্তরে বলা যায় যে, অন্তরে জড়জাগতিক বাসনাদি পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার ফলে, বদ্ধ জীবাত্মা জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অজ্ঞনেতায় আসক্ত হয়ে থাকে। কারাকক্ষের জানালার বাইরে গরাদের মধ্যে দিয়ে বন্দী মুক্ত আলোক কিছুটা দেখতে পারে, কিন্তু তবুও সে কারাবন্দী থেকেই যায়। তেমনই, যদিও বদ্ধ জীবাত্মা চিন্ময় আত্মার ক্ষণিক দর্শন লাভ করতেও পারে, তবুও তাকে জাগতিক জড় কামনা-বাসনার বন্ধনে বন্দী হয়ে থাকতেই হয়। অতএব, যদিও অনিত্য অস্থায়ী শরীরটির মধ্যে যে নিত্য স্বরূপ আত্মা অবস্থান করে, তার প্রারম্ভিক উপলব্ধি মানুষ অর্জন করতে পারলেও, কিংবা অন্তরমাঝে বিশেষ আত্মাটির সঙ্গে যে পরমাত্মার অবস্থান, তার উপলব্ধি হলেও, জড়জাগতিক কামনা-বাসনা নামে অভিহিত জাগতিক অস্তিত্বের কারণ দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে এক অতি বিশেষ প্রকার প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়েই থাকে।

ভগবদ্গীতায় (৮/৬) তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"মৃত্যুর সময়ে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।" মৃত্যুকালে মানুষের বাসনা-অভিলাষ অনুসারে জড়া প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী জীবকে যথাযথ জড়জাগতিক শরীর প্রদান করা হয়ে থাকে। *কর্মণা দৈবনেত্রেন জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।* মানুষের মনে ফলাশ্রয়ী কামনা-বাসনা এবং ক্রিয়াকলাপ অনুসারে এবং দেবতাদি নামে অভিহিত শ্রীভগবানের প্রতিভূগণের আয়ত্তাধীন ব্যবস্থাক্রমে, জীবকে এমন একটি বিশেষ ধরনের জাগতিক শরীর প্রদান করা হয়ে থাকে, যা অবধারিতভাবেই জন্ম, মৃত্যু, জরা, এবং ব্যাধির দ্বারা বিব্রত হওয়ার পরিণাম ভোগ করে। যদি কেউ বিশেষ কারণ-রহস্যটি দুর করতে পারে, তা হলে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সে কর্মের ফলও নস্যাৎ করে দিতে পারে। অতএব, এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় লাভের যোগ্যতা অর্জনেরই অভিলাষ পোষণ করা মানুষের উচিত। জড়জাগতিক সমাজ প্রতিপত্তি, সখ্যতা এবং স্নেহ-ভালবাসার মায়াময় বাসনা মানুষের বর্জন করা উচিত, যেহেতু ঐ ধরনের বাসনাদি ক্রমশ জাগতিক বন্ধন সৃষ্টি করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই মনোনিবেশ করা মানুষের উচিত, যাতে মৃত্যুকালে অবধারিতভাবে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ হতে পারে। তাই ভগবান বলেছেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয় ॥

"মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।" (গীতা ৮/৫) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবের যথার্থ 'আশ্রয়। আর মানুষের অন্তর যত শীঘ্র ভক্তিযোগের মাধ্যমে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে, ততই শ্রীভগবানের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারবে।

ভগবদ্গীতায় বিবৃত *ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্* শব্দগুলির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এবং নির্বিশেষবাদীরা নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষেরা বৃথাই এই শব্দগুলিকে *ব্রহ্মসাযুজ্যম্*, অর্থাৎ শ্রীভগবানের সাথে নিরাকার ব্রহ্মরূপে বিলীন হয়ে যাওয়ার পদ্ধতি বলে কখনও ব্যাখা করে থাকে। পরিষ্কারভাবে এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের *অব্জনাভ* অর্থাৎ পদ্মফুলের মতো নাভিরূপ শরীরের চরণকমলে মানুষকে অবশ্যই মন ও ভক্তি নিবদ্ধ করতে হবে। যদি প্রত্যেক জীবই পরমেশ্বর ভগবানের সমান হত, তা হলে তো জীব শুধুমাত্র নিজের কথা চিন্তা করার মাধ্যমেই শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করতে পারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা মতভেদ সৃষ্টি হত—পরমেশ্বর শ্রীভগবানকে শুদ্ধ হয়ে উঠার কোনই প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তাঁকে *ভগবদ্গীতায় পবিত্রং পরমম্* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি পরম শুদ্ধ। সুতরাং, বৈদিক শাস্ত্রের বিবৃতি থেকে একটা নির্বিশেষবাদী অর্থ কৃত্রিমভাবে বিকৃতরূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করা অনুচিত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, এই শ্লোকে উল্লিখিত ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের যথার্থ পর্যায়ে অনুশীলন করতে হলে মহান ভক্ত ধ্রুব মহারাজের মতো কার্যকলাপ অনুসরণ করা যেতে পারে। পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ধ্রুব মহারাজ এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করার মানসে জড়জাগতিক পর্যায়ে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু যখন শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে শুদ্ধতা অর্জন করার ফলে (*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*), তিনি জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের আর কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে উল্লিখিত *জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যম্* শ্লোকাংশ অনুসারে, মানুষ যখনই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পথে অগ্রসর হতে থাকে, তখন থেকেই সে অনাবশ্যক জাগতিক কামনা-বাসনার বিরক্তি থেকে আসক্তিশূন্য হতে থাকে।

উপলভ্যেত আত্মতত্ত্বম্ শব্দগুলি এই শ্লোকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, *আত্মতত্ত্বম্* অর্থাৎ আত্মা বিষয়ক জ্ঞান বলতে বোঝায় পরমেশ্বর ভগবানের বিবিধ অংশ প্রকাশ যথা নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি এবং তাঁর আপন তটস্থ জীবসত্তা সব কিছুরই তত্ত্ব বোঝায়। এখানে *সাক্ষাৎ* শব্দটির মাধ্যমে তাই বোঝানো হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধির মানসে শ্রীভগবানের স্বরূপ বিশেষত্ব, তাঁর হাত এবং পা, তাঁর বিবিধ দিব্য যান এবং সেবকবৃন্দ, এবং আরও অনেক কিছু জানতে হয়, ঠিক যেভাবে সূর্যদেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে হলে, মানুষ ক্রমশ সূর্যের শরীর, তাঁর দিব্য রথ এবং পরিচারকদেরও জানতে পারে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নির্দেশ করেছেন যে, ৩৫ থেকে ৩৯ সংখ্যক শ্লোকাবলীতে সাধারণ যুক্তিবাদের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্লোক ৩৫ *বিষয়* অর্থাৎ সাধারণ বিবেচ্য তত্ত্ব উপস্থাপন করেছে। শ্লোক ৩৬ *সমস্যা* অর্থাৎ সন্দেহ বিষয়ক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছে। শ্লোক ৩৭ *পূর্বপক্ষ* অর্থাৎ বিরুদ্ধ মতবাদ উপস্থাপন করেছে। আর শ্লোক ৩৮ সুনির্দিষ্টভাবে *সিদ্ধান্ত* অর্থাৎ উপসংহার প্রতিপন্ন করেছে। শ্লোক ৩৯ *সঙ্গতি* অর্থাৎ সারমর্ম উপস্থাপন করেছে। *সঙ্গতি* অর্থাৎ চরম সিদ্ধান্ত হয়েছে এই যে, শ্রীভগবানের চরণকমলে মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে বন্দনা করতে হবে। এইভাবে, মানুষের চিত্তদর্পণ পরিমার্জিত করার মাধ্যমে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করা যায়, ঠিক যেমন সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত ২০/২০ দৃষ্টিশক্তিতে সহজেই সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি দেখতে পায় কিংবা যেমন সূর্যের কোনও উত্তম ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং সূর্যদেবের দিব্য অঙ্গ দর্শন করতে পারে।

শ্লোক ৪১

শ্রীরাজোবাচ

কর্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ ।
বিধূয়েহাশু কর্মাণি নৈষ্কর্ম্যং বিন্দতে পরম্ ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **কর্ম-যোগম্**—পরমেশ্বরের সাথে কর্মসাধনার যোগসূত্র স্থাপন; **বদত**—কৃপা করে বলুন; **নঃ**—আমাদের; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **যেন**—যার দ্বারা; **সংস্কৃতঃ**—সংস্কার সাধিত হয়ে; **বিধূয়**—মুক্তি লাভ করে; **ইহ**—এই জীবনে; **আশু**—শীঘ্রই; **কর্মাণি**—জাগতিক কর্ম; **নৈষ্কর্ম্যম্**—ফলাশ্রয়ী কর্মফল থেকে মুক্তি; **বিন্দতে**—ভোগ করে; **পরম্**—দিব্য।

অনুবাদ

নিমিরাজ বললেন—হে মহামুনিগণ, কৃপা করে কর্মযোগের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের অবহিত করুন। পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে বাস্তব জীবনের সকল ক্রিয়াকর্মের ফলাফল অর্পণ করার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া ইহজীবনের সকল কাজকর্ম পরিশুদ্ধ করে তোলে এবং তার ফলে মানুষ দিব্যস্তরে শুদ্ধজীবন উপভোগ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে (৩/৫)—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥

"সকলেই অসহায়ভাবে মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না।" যেহেতু কোনও জীব নিষ্কর্মা হয়ে থাকতে পারে না, সেই জন্যই তাকে সকল কাজকর্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা অবশ্যই শিখতে হবে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* এই শ্লোকটি সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন—"দেহমধ্যে দেহী নিয়ে সমস্যা নয়, কিন্তু আত্মার প্রকৃতিই হল সর্বদা কর্মচঞ্চলতা। কর্তব্যকর্ম না করে কেউ স্থির থাকতে পারে না। চিন্ময় আত্মা না থাকলে সেই সকল কর্তব্যকর্ম কেউ করতে পারে না। আত্মা না থাকলে শরীর কর্মক্ষম হতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে শরীর নিতান্তই নিষ্প্রাণ আধার মাত্র, যাকে চিন্ময় আত্মা সজীব রাখে, সেই আত্মা সকল সময়ে কর্মচঞ্চল এবং এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারে না। তাই, চিন্ময় আত্মাকে কৃষ্ণভাবনাময় সৎ কাজে নিয়োগ করতে হয়, তা না হলে মায়াময় শক্তির নির্দেশে বিভিন্ন কাজে সেই আত্মা নিয়োজিত হবে। জাগতিক শক্তির প্রভাবে, চিন্ময় আত্মা জড়জাগতিক গুণাবলী আহরণ করে এবং সেই ধরনের কলুষতা থেকে আত্মাকে শুদ্ধ করতে হলে শাস্ত্রাদির মধ্যে নির্ধারিত কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত থাকতে হয়। কিন্তু আত্মা যদি কৃষ্ণভাবনাময় স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত হয়, তাহলে মানুষ যা কিছু করে তা সবই তার পক্ষে কল্যাণকর হয়ে উঠে।"

সাধারণ মানুষেরা প্রায়ই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তমণ্ডলীর কর্মব্যস্ত জীবনধারার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, যেহেতু ঐসকল ক্রিয়াকর্ম তাদের কাছে সাধারণ জড়জাগতিক কাজ বলেই মনে হয়। শ্রীল জীব গোস্বামী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, *কাম্যকর্মাণ্যেব ত্যাজিতানি, ন তু নিত্যনৈমিত্তিকানি ফলস্যৈব বিনিন্দিতত্বাৎ।* নিজ ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য অনুষ্ঠিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকর্ম বর্জন করা উচিত, যেহেতু

ঐ ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত কাজের পরিণামে ক্রমশ আরও জাগতিক বন্ধনদশা সৃষ্টি হতে থাকে। তাই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেই মানুষের সমস্ত দৈনন্দিন তথা বৃত্তিমূলক কর্তব্যকর্ম সবই পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে হয়, এবং তার ফলে ঐ সকল কাজকর্ম দিব্য ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবাকার্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*—এই শব্দসমষ্টির মাধ্যমে এই অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ভগবদ্-সেবায় নিজ কাজকর্ম সন্নিবিষ্ট করা এমন এক প্রকার দক্ষতাপূর্ণ ক্রিয়াকর্ম, যা পারমার্থিক সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হয়ে শিখতে হয়। নতুবা যদি কেউ তার নিজ খেয়ালখুশি মতো তার সমস্ত জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপকে দিব্য ভগবদ্ সেবা বলে জাহির করতে চায়, তা হলে যথাযথ ফললাভ হবে না। তাই, শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, মানুষ যেন *নৈষ্কর্ম্যম্* শব্দটির দ্বারা নিষ্কর্মা হয়ে কাজকর্ম বর্জন করে বসে থাকার পরামর্শ না বোঝে; বরং এর দ্বারা বোঝায় যে, শ্রীভগবান এবং তাঁর যোগ্য প্রতিভূর পরামর্শ ও নির্দেশানুযায়ী দিব্যভাবময় কাজকর্মই করতে হবে।

শ্লোক ৪২

এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে ।
নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রশ্নম্**—প্রশ্ন; **ঋষীন্**—ঋষিবর্গকে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **অপৃচ্ছম্**—আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম; **পিতুঃ**—আমার পিতা (ইক্ষ্বাকু মহারাজ); **অন্তিকে**—সামনে; **ন অব্রুবন্**—তাঁরা বলেননি; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **তত্র**—তার; **কারণম্**—কারণ; **উচ্যতাম্**—কৃপা করে বলুন।

অনুবাদ

অতীতকালে আমার পিতা ইক্ষ্বাকু মহারাজার সমক্ষে ব্রহ্মার চারপুত্র মহর্ষিবর্গের কাছে এমনই এক প্রশ্ন আমি উত্থাপন করেছিলাম। তবে তাঁরা আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। কৃপা করে আপনি তার কারণ বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, *ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ*, "ব্রহ্মার পুত্রগণ" বলতে শ্রীসনক ঋষি প্রমুখ চতুষ্কুমারগণকে বোঝায়। শ্রীল মধ্বাচার্য *তন্ত্রভাগবত* থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যাতে শ্রীব্রহ্মার চার পুত্র মহাজন হলেও এবং তাঁরা ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক পারমার্থিক বিজ্ঞানের বিশারদ হলেও, নিমিরাজের প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত ছিলেন, তার কারণ ছিল এই যে, তাঁরা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত করতে ইচ্ছা

করেছিলেন যে, কল্পনাভিত্তিক মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানচর্চায় যারা পারদর্শী, তারা ভগবদ্ভক্তিসেবা অনুশীলনের পথে যথার্থ উপলব্ধি লাভ করতে পারে না। শ্রীল জীব গোস্বামী আরও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সনকাদি ঋষিবর্গ যে রাজার প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত হয়েছিলেন, তার কারণ সেই সময়ে নিমিরাজ ছিলেন এক তরুণ বালক মাত্র এবং সেই কারণেই পরিপূর্ণভাবে সেই উত্তর উপলব্ধির যথার্থ সামর্থ্য তাঁর ছিল না।

শ্লোক ৪৩

শ্রীআবির্হোত্র উবাচ

কর্মাকর্মবিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীআবির্হোত্রঃ উবাচ—ঋষি শ্রীআবির্হোত্র বললেন; **কর্ম**—শাস্ত্র-নির্দেশিত কর্তব্যকর্ম প্রতিপালন; **অকর্ম**—যথাযথ কর্তব্যপালনে ব্যর্থতা; **বিকর্ম**—নিষিদ্ধ কাজকর্মে লিপ্ত থাকা; **ইতি**—এইভাবে; **বেদ-বাদঃ**—বেদ শাস্ত্রাদির মাধ্যমে উপলব্ধ বিষয়াদি; **ন**—না; **লৌকিকঃ**—জড়জাগতিক; **বেদস্য**—বেদগ্রন্থাবলীর; **চ**—এবং; **ঈশ্বর-আত্মত্বাৎ**—স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত; **তত্র**—এই বিষয়ে; **মুহ্যন্তি**—বিভ্রান্ত হয়ে; **সূরয়ঃ**—(এমন কি) মহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও।

অনুবাদ

শ্রীআবির্হোত্র উত্তর দিলেন—নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম পালন এবং সেই বিষয়ে ব্যর্থতা ও নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত থাকার বিষয়ে বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে প্রামাণ্য পাঠ চর্চার মাধ্যমে মানুষ যথাযথভাবে সবকিছু জানতে পারে। কোনও প্রকার জাগতিক কল্পনার মাধ্যমে এই দুরূহ তত্ত্ব কখনই উপলব্ধি করা যায় না। প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানেরই বাণী-অবতার স্বরূপ, এবং সেই কারণেই বৈদিক জ্ঞান অভ্রান্ত। মহা বিদ্বান পণ্ডিতেরাও বৈদিক জ্ঞানের প্রামাণিকতা অবহেলা করলে কর্মবিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির প্রচেষ্টা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

দিব্য শাস্ত্রাদির মাধ্যমে অনুমোদিত যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনের নাম *কর্ম*, আর মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থতার নাম *অকর্ম*। নিষিদ্ধ কাজকর্ম সম্পাদনের নাম *বিকর্ম*। এইভাবে, বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা-অনুসারে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম নির্ধারিত হয়েছে। নিতান্ত জাগতিক যুক্তিবাদের অনুশীলন করার

মাধ্যমে ঐ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৬/৫১) শ্রীভগবান বলেছেন, *শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মামোভে শাশ্বতী তনূ*—"ওঁ-কার এবং হরে কৃষ্ণ হরে রাম শব্দগুলির মতো ধ্বনিরূপে বৈদিক দিব্য ভাব তরঙ্গেরই প্রতিরূপ আমি। আমার এই দুটি রূপ—যথা, দিব্য বৈদিক শব্দবাণী এবং সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ—আমার নিত্য রূপ; সেইগুলি জাগতিক নয়।" তেমনই *ভাগবতে* (৬/১/৪০) বলা হয়েছে—*বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম*—"বেদশাস্ত্রাদি সাক্ষাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণ এবং তা স্বয়ংসৃষ্ট সত্তা। আমরা যমরাজের কাছে তা শুনেছি।" *পুরুষ-সূক্ত* (*ঋগ্বেদ*, ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ৯ম মন্ত্র) উল্লেখ করেছে যে, *তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে / ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ*—"যজ্ঞ, তাঁর কাছ থেকেই সমস্ত বৈদিক উৎসর্গ মন্ত্রাবলী, মঙ্গলাচরণ এবং স্তুতিবন্দনা প্রাপ্ত হয়েছে। বেদশাস্ত্রাদির সমস্ত মন্ত্রাবলী শ্রীভগবানের কাছ থেকেই লব্ধ হয়েছে।" পরমেশ্বর ভগবানের সকল অবতার রূপ পরিগ্রহ সম্পূর্ণভাবেই দিব্য অপ্রাকৃত এবং দোষত্রুটি, ভ্রমভ্রান্তি, ছলচাতুরি ও ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয় উপলব্ধি জনিত বদ্ধজীবের এই চার প্রকার অপূর্ণতা দোষ থেকে মুক্ত। সুতরাং পরমেশ্বর ভগবানেরই দিব্য অংশপ্রকাশরূপে বৈদিক জ্ঞানসম্ভারও সেই প্রকারে অভ্রান্ত এবং দিব্য সত্য।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানের মায়াময় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পার্থিব জগতে কোনও বিশেষ শব্দের মাধ্যমে তার লক্ষ্য বিষয়বস্তুটির বর্ণনার পরেই তা বর্জিত হয়। বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত দিব্যধামে কোনও কিছুই বর্জিত হয় না, এবং তাই পরমেশ্বর ভগবান দিব্য শব্দ রূপে তাঁর স্বরূপে *শব্দব্রহ্ম* নামে অভিহিত হয়ে বিরাজমান রয়েছেন।

মানুষের সাধারণ আলোচনা প্রসঙ্গে, বক্তার অভিলাষ উপলব্ধির মাধ্যমে মানবিক শব্দের অর্থ নিরূপণ করা যায়। কিন্তু বৈদিক জ্ঞান যেহেতু *অপৌরুষেয়*, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, তাই শুধুমাত্র গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রামাণ্য সূত্রের মাধ্যমে শ্রবণের ফলেই তাই তার তাৎপর্য মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই পদ্ধতি স্বয়ং শ্রীভগবান *ভগবদ্গীতায়* (*এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্*) অনুমোদন করেছেন। তাই, সর্বোচ্চ জ্ঞানী ব্যক্তিরা গর্বভরে এই সহজ সাধারণ গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রম অস্বীকার করেন বলেই বৈদিক জ্ঞানসম্ভারের পরম তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে হতাশ প্রচেষ্টায় বিভ্রান্ত এবং বিচলিত বোধ করে থাকেন। শ্রীব্রহ্মার চতুঃসন্তানাদি নিমিরাজের প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত হয়েছিলেন যেহেতু তখন রাজা নিতান্ত শিশু ছিলেন এবং তাই গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে শ্রবণের পদ্ধতিগ্রহণে তিনি যথার্থ আত্ম নিবেদনের ক্ষেত্রে অক্ষম ছিলেন। শ্রীল মধ্বাচার্য এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, *ঈশ্বরাত্মত্বাদ্ ঈশ্বরবিষয়ত্বাৎ*।

যেহেতু বেদশাস্ত্রাবলীতে অনন্ত পরমেশ্বর শ্রীভগবানের বর্ণনা রয়েছে, তাই জাগতিক উপলব্ধির পদ্ধতি অনুসারে তা বুঝতে পারা যায় না।

শ্লোক ৪৪

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্ ।
কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥ ৪৪ ॥

পরোক্ষ-বাদঃ—কোনও পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা গোপনের উদ্দেশ্যে পরোক্ষভাবে বর্ণনা; **বেদঃ**—বেদশাস্ত্র; **অয়ম্**—এই সকল; **বালানাম্**—বালসুলভ ব্যক্তিদের; **অনুশাসনম্**—পথ নির্দেশ; **কর্ম-মোক্ষায়**—জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্তি; **কর্মাণি**—জাগতিক ক্রিয়াকর্ম; **বিধত্তে**—বিধান; **হি**—অবশ্যই; **অগদম্**—ঔষধ; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

শিশুসুলভ এবং মূর্খ মানুষেরা জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই আসক্ত হয়ে থাকে, যদিও ঐ ধরনের সকল প্রকার কাজকর্ম থেকে মুক্ত হওয়াই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য। সুতরাং, বৈদিক অনুশাসনাদি পরোক্ষভাবে প্রথমে ফলাশ্রয়ী ধর্মাচারণের বিধান দেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে পরম মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, ঠিক যেভাবে পিতা তাঁর শিশুসন্তানকে মিষ্টদ্রব্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে শিশুকে ঔষধ গ্রহণে আগ্রহান্বিত করে তোলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।* আপাতদৃষ্টিতে বেদশাস্ত্রাদি জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের পরিবেশের মাধ্যমেই ফলাশ্রয়ী কর্মফল আহরণের পথ দেখায়। যারা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ভাবধারায় ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদি বা কৃচ্ছ্রতা সাধন করে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে স্বর্গলোক নামে উচ্চতর গ্রহলোকে উন্নীত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়। *অশ্নতি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।* তেমনই, যারা কর্মকাণ্ড অর্থাৎ রজোগুণাশ্রিত ফলাশ্রয়ী ধর্মাচারণ করে থাকে, তারা পৃথিবীতে মহান শাসক কিংবা ধনবান ব্যক্তি হয়ে উঠার সৌভাগ্য লাভ করে এবং বিপুল সম্মান-সৌভাগ্য ও জাগতিক শক্তি অর্জন করার সুযোগ পায়। তবে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে—*প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা*—"যদিও বদ্ধ জীবগণের মধ্যে ফলাশ্রয়ী ধর্মাচারণ করবার প্রবৃত্তিই বেশি জনপ্রিয়, কিন্তু মানুষ যখন সমস্ত প্রকার ফলাশ্রয়ী প্রচেষ্টা বর্জন করে, তখনই তার জীবনে যথার্থ সার্থকতা লাভ হয়ে থাকে।"

কোনও পিতা যদি তাঁর পুত্রসন্তানকে বলেন, "আমার কথামতো এই ওষুধগুলি তোমাকে খেতেই হবে, "তা হলে সন্তান ভয় পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে সেই ওষুধ বরবাদ করতে পারে। তাই, পিতা তাঁর শিশুকে প্রলোভন দেখিয়ে বলেন, "তোমাকে আমি একটা চমৎকার লজেন্স এনে দিচ্ছি। তবে লজেন্স খেতে যদি চাও, তা হলে আগে এই ওষুধটুকু খেয়ে নাও তো, আর তা হলেই লজেন্সটা পেয়ে যাবে।" ঐ ধরনের প্রলোভনকে বলা হয় *পরোক্ষবাদঃ*, অর্থাৎ যথার্থ উদ্দেশ্যটিকে অন্যভাবে বর্ণনার মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়। সন্তানের কাছে পিতা প্রস্তাব রাখলেন যেন প্রধান লক্ষ্যটি লজেন্স পাওয়া এবং সেই লক্ষ্যটি পূরণের জন্য অতি সামান্য একটি শর্ত পালন করতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে, অবশ্যই পিতার লক্ষ্য শিশুটিকে ওষুধ খাইয়ে সুস্থ করে তোলা। তাই, প্রাথমিক উদ্দেশ্যটিকে অন্যভাবে বর্ণনা করে এবং অন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যটিকে আচ্ছন্ন করে রাখার পদ্ধতিকে বলা হয় *পরোক্ষবাদঃ* অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সম্মত করানো।

যেহেতু বদ্ধজীবগণ অধিকাংশই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লাভে আসক্ত থাকে (*প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্*), সেই কারণেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের নির্ধারিত কর্তব্যকর্মগুলি তাদের সামনে এমন কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অবতারণা করে থাকে, যার ফলে তারা স্বর্গলাভে কিংবা পৃথিবীতে শক্তিমান শাসন কর্তৃত্বের মর্যাদা লাভের মতো ফলাশ্রয়ী বৈদিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিপুল প্রাপ্তির বিষয়ে প্রলুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র সম্মত কর্মকাণ্ডে শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হয়ে থাকেন, এবং ঐভাবেই মানুষ ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকে যে, শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করাই মানুষের যথার্থ স্বার্থের অনুকূল। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*। এই ধরনের পরোক্ষ পদ্ধতি *বালানাম্* অর্থাৎ বালসুলভ তথা নির্বোধ মানুষদের জন্যই নির্ধারিত হয়ে থাকে। যে কোনও বুদ্ধিমান মানুষ অচিরেই প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে পারে বৈদিক শাস্ত্রাদির মাধ্যমে শ্রীভগবান স্বয়ং কি উদ্দেশ্যে কোন্ বিধান নির্দিষ্ট করেছেন (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহম্ এব বেদ্যঃ*)। পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করাই সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। ঐভাবে আশ্রয় গ্রহণ না করলে, জীবকে শ্রীভগবানের মায়াময় শক্তির কবলে পড়ে ৮৪,০০,০০০ প্রজন্মের মধ্যে অবশ্যই আবর্তিত হতে হবে। স্থূল ইন্দ্রিয় উপলব্ধি কিংবা যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তের সূক্ষ্ম উপলব্ধির মাধ্যমে সাধারণ জাগতিক চিন্তাভাবনা থেকে সর্বদাই মায়াময় জাগতিক উপভোগের উদ্দেশ্যে বাসনার মাধ্যমে বিকৃত অসম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, নিরাকার

নির্বিশেষবাদী আত্ম উপলব্ধির অনুশীলনও বদ্ধ জীবের পক্ষে উৎপাত সৃষ্টি করে থাকে, যেহেতু নির্বিশেষবাদী কল্পনার পদ্ধতি নিতান্তই সম্পূর্ণভাবে শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার কৃত্রিম প্রচেষ্টা মাত্র। ঐ ধরনের প্রচেষ্টা কোনওভাবেই বেদশাস্ত্রাদির যথার্থ বিচার পদ্ধতির অনুকূল নয়, যা *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহম্ এব বেদ্যঃ*)।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শিশুসুলভ মনোভাব নিয়ে ফলাশ্রয়ী জাগতিক লক্ষ্য পরিপূরণের অভিমুখে এগিয়ে চলার কোনই প্রয়োজন হয় না এবং ক্রমশ যথার্থ জ্ঞানের অভিমুখেই আকৃষ্ট হতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কলিযুগে আয়ু খুবই অল্প হয় (*প্রায়েণাল্পায়ুষঃ*), এবং মানুষ সাধারণত বিশৃঙ্খল (*মন্দাঃ*), বিপথগামী (*সুমন্দমতয়ঃ*), এবং তাদের পূর্বকর্মের অশুভ কর্মফলে বিপুলভাবে ভরাক্রান্ত (*মন্দভাগ্যাঃ*) হয়ে থাকে। তাই তাদের মনে কখনই শান্তি থাকে না (*উপদ্রুতাঃ*), এবং তাদের অতি স্বল্প আয়ুষ্কালে বৈদিক শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকর্মসাধনের পথে ক্রমশ অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা ব্যর্থ করে দেয়। অতএব, এমতাবস্থায় শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ অভ্যাস করাই একমাত্র আশাভরসা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/৩/৫১) রয়েছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কলিযুগ শঠতা ও কলুষতার সমুদ্র। কলিযুগে সকল স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উপাদান যথা—জল, মাটি, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং অহম্‌বোধ—সবই কলুষিত হয়ে যায়। এই পতনোন্মুখ যুগে একমাত্র শুভ বিষয়—শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তনের পদ্ধতি (*অস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ*)। শুধুমাত্র মহানন্দময় পদ্ধতিতে কৃষ্ণকীর্তনেই মানুষ এই কলুষিত যুগের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে যায় (*মুক্ত সঙ্গ*) এবং ভগবদ্ধামে, নিজ নিকেতনে স্বচ্ছন্দে প্রত্যাবর্তন করতে পারে (*পরং ব্রজেৎ*)। অনেক ক্ষেত্রে কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনের প্রচারক মণ্ডলীও পরোক্ষভাবে মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য সুন্দর দিব্য সুস্বাদু মিষ্টান্ন বিতরণের মাধ্যমে বদ্ধজীবগণকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আকৃষ্ট করতে প্রলুব্ধ করতে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *কেবল আনন্দকাণ্ড*, অর্থাৎ শুধুমাত্র পরমানন্দময়। তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি পরোক্ষভাবে আকৃষ্ট মানুষও অচিরে জীবনে সার্থকতা অর্জন করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে, নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্লোক ৪৫

নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥ ৪৫ ॥

ন আচরেৎ—আচরণ করে না; **যঃ**—যে; **তু**—তবে; **বেদ-উক্তম্**—বেদশাস্ত্রে উক্ত; **স্বয়ম্**—নিজে; **অজ্ঞঃ**—অজ্ঞ; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—নিজ ইন্দ্রিয়াদি সংযমে অনভ্যস্ত; **বিকর্মণা**—শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য পালন না করে; **হি**—অবশ্য; **অধর্মেণ**—তার অধর্মোচিত আচরণে; **মৃত্যোঃ মৃত্যুম্**—মৃত্যুর পরে মৃত্যু; **উপৈতি**—লাভ করে; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

যদি কোনও অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞ মানুষ বৈদিক অনুশাসনগুলি পালন না করে, তাহলে অবশ্যই সে পাপকর্ম এবং অধর্মোচিত কার্যকলাপে লিপ্ত হবে। এইভাবেই জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে পতিত হওয়াই তার পরিণাম হবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, বেদশাস্ত্রাদিতে ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের বিধান দেওয়া হলেও, সকল প্রকার জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করাই মানব জীবনের যথার্থ লক্ষ্য। অতএব, লোকে মনে করতে পারে যে, বৈদিক রীতিনীতির মাধ্যমে বিধিবদ্ধ ইন্দ্রিয় উপভোগের বিধান দেওয়া হয়ে থাকে বলেই সেইগুলি অনুধাবনের কোনও প্রয়োজন নেই। তবে কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ অন্য ভাবে বলতে গেলে যেব্যক্তি জানে না যে, জাগতিক দেহটাই তার সত্তা নয়, বরং সে একটি নিত্য শাশ্বত চিন্ময় আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সে অবধারিতভাবেই জাগতিক জড়েন্দ্রিয়গুলির বেগ নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হবে। সুতরাং, যদি ঐ ধরনের কোনও মানুষ জাগতিক সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে যে সব বৈদিক অনুশাসনাদি ইন্দ্রিয় উপভোগ নিয়ন্ত্রণে প্রযোজ্য, সেগুলি অবহেলা করে, তা হলে অবশ্যই সে পাপময় জীবনে অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। যেমন, মৈথুনাসক্ত মানুষদের বিবাহযজ্ঞ তথা ধর্মমতে বিবাহ উৎসব উদ্‌যাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রায়ই আমরা লক্ষ্য করি যে, ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত অনেক বৈদিক জ্ঞান অনুযায়ী তরুণ শিক্ষার্থীরাও বিবাহ উৎসবকে মায়াময় কার্যকলাপ মনে করে প্রত্যাখ্যান করে থাকে। কিন্তু ঐ ধরনের ব্রহ্মচারী

তরুণ যদি তার ইন্দ্রিয়াদি সংযত রাখতে না পারে, তবে অবধারিতভাবেই তাকে পরিণামে অবৈধ মৈথুন চর্চায় পতনোন্মুখ হতে হবে, যা বৈদিক সংস্কৃতি বিরোধী কাজ। সেইভাবেই, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে কনিষ্ঠ তথা নবীন ভক্তকে আকণ্ঠ কৃষ্ণ প্রসাদ সেবনে উৎসাহিত করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভক্তিযোগের অনভিজ্ঞ অনুশীলনকারী ভক্ত প্রচুর পরিমাণে আকণ্ঠ ভোজনের কৃতিত্ব প্রদর্শনে উৎসাহী হতে পারে এবং তার পরিণামে অনিয়ন্ত্রিতভাবে অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণের অভ্যাসে লিপ্ত হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, *মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি* শব্দটির অর্থ এই যে, পাপকর্মে অভ্যস্ত মানুষকে মৃত্যুর অধিপতি যমরাজ স্বয়ং নরকবাসের অনায়াস ছাড়পত্র দিয়ে থাকেন। এই বিষয়টি বেদশাস্ত্রেও এইভাবে বর্ণনা করা আছে—*মৃত্বা পুনর্মৃত্যুমাপদ্যতে অর্দ্যমানঃ স্বকর্মভিঃ।* "জাগতিক নিজ কর্মফলে যে সকল মানুষ বিষম কষ্ট ভোগ করে, তারা মৃত্যুকালে কোনও নিষ্কৃতি পায় না, কারণ তাদের আবার এমনই এক পরিবেশে রাখা হয়, যেখানে মৃত্যুকালে সে কোনও সান্ত্বনা পায় না।" অতএব, বিবাহ উৎসব কিংবা প্রচুর *যজ্ঞশিষ্ট* তথা যজ্ঞাবশিষ্ট ভগবৎ-প্রসাদ আস্বাদনের অভ্যাস বর্জন করা তাদের পক্ষে অনুচিত, যাদের ইন্দ্রিয়াদি এখনও নিয়ন্ত্রিত হয়নি।

পূর্ববর্তী শ্লোকে শিশুসন্তানকে ঔষধ খাওয়ানোর জন্য পিতার পক্ষে মিষ্টান্ন খাওয়ানোর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। মিষ্টান্নের দরকার নেই মনে করে শিশু যদি পিতার কথা অমান্য করে, তাহলে ব্যাধি প্রশমনের জন্য উপযোগী ওষুধটির সুযোগ গ্রহণে শিশুটিও বঞ্চিত হয়ে থাকবে। সেইভাবেই, সব বৈদিক অনুশাসনে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে. যদি কোনও জাগতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ তা প্রত্যাখান করে, তা হলে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে না, বরং তার পরিবর্তে সে আরও অধোগামী হবে। শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, জাগতিক মনোভাবাপন্ন মানুষের মন ও বুদ্ধি যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের বাণী-উপদেশাবলী হৃদয়ঙ্গমে আন্তরিকভাবে নিবদ্ধ থাকে না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবনের যথার্থ লক্ষ্য সম্পর্কে অর্জুনের মতো বদ্ধ জীবদের ভাবধারার মনোরম তাৎপর্য দিয়েছেন। এই সকল নির্দেশাবলী অনুধাবনে যে মনোনিবেশ করতে না পারে, তাকে জাগতিক মানুষ বলে গণ্য করতে হবে, কারণ ঐ ধরনের মানুষ পাপময় কর্মে নিয়োজিত থাকে এবং তাদেরই যথাযথ বৈদিক অনুশাসনাদি প্রতিপালনে আত্মনিয়োগ করা উচিত। ঐ ধরনের বৈদিক নির্দেশাবলী কর্মফলাশ্রয়ী হলেও সেগুলি পুণ্যকর্ম রূপে স্বীকৃত হয়, তা শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন এবং তাই ঐগুলি যথাযথভাবে পালন

করলে নরকবাসে অব্যাহতি মেলে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

"জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবণতা থেকে যথাযথভাবে নিরাসক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমার প্রতি বিশ্বাস নিয়ে নামজপকীর্তনে অভ্যস্ত না হওয়া অবধি, বৈদিক ধর্মাচরণ প্রতিপালন করা উচিত।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে, স্নান সেরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হয়। যদি কেউ অবহেলাভরে এই ধরনের সুচারু সুনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা বর্জন করে, তা হলে ক্রমশই তাকে নানা প্রকার ইন্দ্রিয় উপভোগমূলক ক্রিয়াকর্ম যথা, যত্রতত্র দোকানে বাজারে নির্বিচারে আহারাদি গ্রহণ এবং অবৈধ নারী সংসর্গে লিপ্ত হতে দেখা যায়। এইভাবে মানুষ ইন্দ্রিয়াদির সংযম হারিয়ে, পশুর মতো হয়ে গিয়ে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বিপজ্জনক ক্রিয়াকর্মে মেতে উঠে। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন, *অজ্ঞঃ সমাচরন্নপি*। অজ্ঞানতার অন্ধকারে জীবনযাপন করলেও মানুষ তার কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজকর্মের ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা বিবেচনা করে না। মানুষের কাজকর্মের ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে এই ধরনের নির্লিপ্ত মনোভাবের ব্যাখ্যা করে *ভগবদ্গীতায়* তাকে অজ্ঞানতার লক্ষণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বুদ্ধিমান মানুষ যদি জানে যে, দূরপাল্লার অতি দ্রুতগামী যান চলাচলের উপযোগী বড় রাস্তায় গাড়ি চালানো বিপজ্জনক, তা হলে সচরাচর সেখানে সে গাড়ি চালাতে যাবে না, তেমনই বুদ্ধিমান মানুষ যদি জানে যে, বেদবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হলে এখানে উল্লেখিত *মৃত্যোর্মৃত্যুম্ উপৈতি* বাণীর মাধ্যমে বর্ণিত মহা দুর্বিপাকের চরম প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তা হলে সে তেমন বিপজ্জনক পরিণতির কাজের অভ্যাস থেকে বিরত থাকতেই সচেষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, অজ্ঞ লোকেরা অনেক সময়ে মনে করে যে, মৃত্যুর পরে আপনা হতেই চির শান্তি লাভ করবে। কিন্তু পাপময় কাজকর্মের ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে অত্যন্ত অশান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাতে হয়, কারণ জড়জাগতিক কাজকর্মের অতি সামান্য এবং অস্থায়ীফল লাভের বিনিময়ে তাকে অবশ্যই নারকীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করতেই হয়। মানুষ যতদিন বৈদিক অনুশাসনাদির প্রতি অবহেলা পোষণ করতে থাকে, ততদিন যাবৎ ঐ ধরনের যাবতীয় নারকীয় প্রতিক্রিয়া একবার নয়, বারে বারে সংঘটিত হতেই থাকে।

শ্লোক ৪৬

বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে ।
নৈষ্কর্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতি ॥ ৪৬ ॥

বেদ-উক্তম্—বেদশাস্ত্রাদির মধ্যে বর্ণিত বিধিবদ্ধ ক্রিয়াকর্ম; **এব**—অবশ্যই; **কুর্বাণঃ**—সম্পন্ন করে; **নিঃসঙ্গঃ**—আসক্তিশূন্য হয়ে; **অর্পিতম্**—অর্পণ করে; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নৈষ্কর্ম্যম্**—জড়জাগতিক কাজকর্ম ও তার প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি; **লভতে**—লাভ; **সিদ্ধিম্**—সার্থকতা; **রোচন-অর্থা**—উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে; **ফলশ্রুতিঃ**—বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে বর্ণিত জড়জাগতিক কর্মফলের প্রতিশ্রুতি।

অনুবাদ

নিরাসক্তভাবে বৈদিক অনুশাসন অনুসারে বিধিবদ্ধ কাজকর্ম সম্পন্ন করে, তার ফলাফল পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলে, মানুষ জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের সার্থকতা অর্জন করে। দিব্য শাস্ত্রাদির মধ্যে যে সকল জাগতিক ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বৈদিক জ্ঞানসম্পদের যথার্থ লক্ষ্য নয়, বরং সেইগুলির মাধ্যমে কর্মরত মানুষের আগ্রহ সঞ্চারের উদ্দেশ্যই সাধিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সাথে বদ্ধজীব যাতে তার নিত্যকালের সম্বন্ধ উপলব্ধি করাতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাকে মানবজীবন লাভের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, জীবনধারায় মানবদেহ অর্জন করা সত্ত্বেও অধিকাংশ জীবই আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা এবং মৈথুন উপভোগের মতো পশুসুলভ কাজকর্মের ধারা উন্নতিকল্পে আসক্ত হয়েই থাকে। প্রায় কেউই জীবনের যথার্থ স্বার্থকতাস্বরূপ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে আগ্রহ বোধ করে না।

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ ।
অপশ্যতাম্ আত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥

"হে রাজেন্দ্র, যে সকল মানুষ জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপে নিবিষ্ট হয়ে থাকার ফলে পরমতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানদর্শনে অন্ধ হয়ে থাকে, তারা মানব সমাজের মাঝে নানা বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়।" (*ভাগবত* ২/১/২)

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *পরমকারুণিকো বেদঃ*—"বৈদিক জ্ঞানসম্পদ পরম করুণাসম্পদে পরিপূর্ণ"—কারণ তার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভাবনাসম্পদের অনুশীলন প্রক্রিয়া ক্রমশ পশুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে প্রভাবিত এবং

পরিশুদ্ধ করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া স্বয়ং শ্রীভগবান *ভগবদ্‌গীতায়* প্রতিপন্ন করেছেন (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। অধিকাংশ মানুষই অকস্মাৎ জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অভ্যাস বর্জন করতে সক্ষম হয় না, যদিও বৈদিক সাহিত্যসম্ভার থেকে তারা বুঝতেই পারে যে, ঐ ধরনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভ্যাস থেকে ভবিষ্যতে বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সরকার থেকে যখন দেশবাসীকে জানানো হল, ধূমপান করলে হৃৎপিণ্ডে ক্যানসার রোগ হয়, তখনও অধিকাংশ মানুষই তাদের ধূমপানের বদভ্যাস ছাড়তে পারেনি। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শুদ্ধতা অর্জনের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে বদ্ধ জীব তার জাগতিক কাজকর্মের ফল পরমেশ্বর শ্রীভগবানেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে শেখে এবং সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সেই সকল কাজ চিন্ময় ভাবাপন্ন হয়ে উঠে। জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ সাধিত হয়ে থাকে দুটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, আস্বাদনের জন্য জিহ্বা এবং মৈথুন জীবন উপভোগের জন্য যৌনাঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে সুস্বাদু আহার্যাদি নিবেদনের মাধ্যমে এবং তারপরে সেই সকল আহার্যাদির অবশিষ্টাংশ কৃষ্ণপ্রসাদ রূপে সেবনের ফলে, এবং বৈদিক গৃহস্থের বিধিনিয়মাদি পালনের মাধ্যমে এবং কৃষ্ণভাবনাময় সন্তানাদি লাভের দ্বারা মানুষ ক্রমান্বয়ে জাগতিক কার্যকলাপের সবকিছুই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার পর্যায়ে উন্নীত করে তুলতে পারে। মানুষ তার সাধারণ কাজকর্মেরও ফল পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করার মাধ্যমে ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারে যে, জাগতিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নয়—স্বয়ং শ্রীভগবানই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতার* মধ্যে সতর্কবাণী ঘোষণা করেছেন যে, মানুষ যদি অপরিণত পর্যায়ে গৃহস্থ জীবন বর্জন করতে উৎসাহী হয় কিংবা শ্রীভগবানের পরম উপাদেয় প্রসাদ গ্রহণে বিমুখ হয়, তা হলে সেই ধরনের বৈরাগ্যের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে।

কিছু দ্বিরাচারী মানুষ আছে, যারা বেদশাস্ত্রাদির অপ্রাকৃত দিব্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে থাকে এবং অযথা অভিমত ব্যক্ত করে থাকে যে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞাদির মাধ্যমে যে সকল জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ফল আহুতি স্বরূপ অর্পণ করা হয়ে থাকে, সেইগুলিই বেদশাস্ত্রাদির চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সেই ধরনের মূর্খ ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥

“বিবেকবর্জিত লোকেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ, উচ্চকুলে জন্ম, ক্ষমতা লাভ ইত্যাদি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ এবং ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার ঊর্ধ্বে আর কিছুই নেই।” (*গীতা* ২/৪২-৪৩) বৈদিক শাস্ত্রাদির উদ্দেশ্যে সম্পর্কিত ঐ ধরনের নির্বুদ্ধিতাসম্পন্ন ধারণার প্রতিবাদস্বরূপ এই শ্লোকটিতে *নিঃসঙ্গ* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ জাগতিক ফললাভে আকৃষ্ট না হয়ে। বেদশাস্ত্রাদির যথার্থ উদ্দেশ্য *অর্পিতম্ ঈশ্বরে*, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে। তার পরিণামে *সিদ্ধিম্* অর্থাৎ জীবনের পরম সার্থকতা ও সিদ্ধিলাভ স্বরূপ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করা সম্ভব হবে।

রোচনার্থাফলশ্রুতিঃ শব্দসমষ্টি সুস্পষ্টভাবেই বোঝায় যে, বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে যে সকল ফলাশ্রয়ী কার্যের পরিণাম নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলির দ্বারা বৈদিক অনুশাসনাদির প্রতি জাগতিক মানুষদের বিশ্বাস জন্মানোর উদ্দেশ্যেই তা নির্ধারিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, শিশুকে মিশ্রি-ঢাকা ওষুধ খেতে দেওয়া হতেই পারে। মিশ্রি দিয়ে ঢাকা আছে বলেই ওষুধটি শিশু খেতে উৎসাহ পায়, অথচ বয়স্ক মানুষ তার যথার্থ স্বার্থেই ওষুধটি গ্রহণে উৎসাহ বোধ করবে। বৈদিক উপলব্ধির পরিণত পর্যায় সম্পর্কে *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৪/৪/২২) উল্লেখ করা হয়েছে—*তম্ এতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্যেন তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানাশকেন চ।* “বেদশাস্ত্রাদির মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের ফলে, এবং ব্রহ্মচর্য, প্রায়শ্চিত্ত, কৃচ্ছ্রতা, ভগবৎ-বিশ্বাস এবং নিয়ন্ত্রিত আহারাদির মাধ্যমে ব্রাহ্মণেরাই পরমতত্ত্ব অবগত হতে পারেন।” পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, তা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে। যদিও বেদশাস্ত্রাদিতে অনুমোদিত ব্রতপালনাদির সঙ্গে জাগতিক ফলাশ্রয়ী কাজকর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তা হলেও সেই সকল কাজকর্মেরই ফল যেহেতু পরমেশ্বরের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে, তাই সে সব কাজই চিন্ময় সত্তাবিশিষ্ট হয়ে উঠে। মিশ্রিতে ঢাকা ওষুধ এবং সাধারণ মিশ্রি দেখতে কিংবা খেতে একই রকম মনে হতে পারে। কিন্তু মিশ্রিতে ঢাকা ওষুধের যে চিকিৎসা-সার্থকতা আছে, সাধারণ মিশ্রির ক্ষেত্রে সেই গুণটি থাকার দরকার হয় না। ঠিক সেইভাবেই, *নৈষ্কর্ম্যং লভতে সিদ্ধিম্* শব্দসমষ্টির দ্বারা এই শ্লোকে বোঝানো হয়েছে যে, বৈদিক অনুশাসনাদির বিশ্বস্ত অনুসরণকারী মানুষ অবশ্যই জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা তথা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম অর্জনের পর্যায়ে ক্রমশ উন্নীত হবে, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন (*প্রেমা পুমর্থো মহান্*)।

শ্লোক ৪৭

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ ।
বিধিনোপচরেদ্ দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ॥ ৪৭ ॥

যঃ—যে; **আশু**—শীঘ্র; **হৃদয়-গ্রন্থিম্**—হৃদয়ের গ্রন্থি (জড় দেহের সাথে মিথ্যা আত্মপরিচিতি); **নির্জিহীর্ষুঃ**—ছেদনে আগ্রহী; **পরাত্মনঃ**—দিব্য আত্মা; **বিধিনা**—বিবিধ বিধান সহকারে; **উপচরেৎ**—উপাচার সহকারে আরাধনা করা উচিত; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তন্ত্র-উক্তেন**—যা বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে (বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের আনুষঙ্গিক পরিশিষ্টসমূহ যেখানে পারমার্থিক পূজা-অর্চনার বিশদ নির্দেশাবলী আছে); **চ**—আরও (প্রত্যক্ষভাবে *বেদোক্তম্* বিধিনিষেধাদির অতিরিক্ত); **কেশবম্**—ভগবান শ্রীকেশব।

অনুবাদ

চিন্ময় আত্মাকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখে যে মিথ্যা অহম্ বোধ, সেই বন্ধন দ্রুত ছিন্ন করতে যেব্যক্তি আগ্রহী হন, তিনি তন্ত্রাদির মতো বৈদিক শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত বিধিনিয়মাদি অবলম্বনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকেশবের পূজা-আরাধনা অবশ্যই করে থাকেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রাদিতে পরম তত্ত্বের এমন রহস্যময় বর্ণনা আছে, যা থেকে দার্শনিক কল্পনার প্রবণতা জাগে। বৈদিক গ্রন্থাদির মধ্যে ও ধর্মীয় যাগযজ্ঞাদিমূলক উৎসবাদির জন্য স্বর্গীয় সুফল লাভের কথা রয়েছে। কিন্তু এই অধ্যায়ের ৪৪ সংখ্যক শ্লোকে যেভাবে বেদশাস্ত্রাদির জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড বিভাগে উল্লিখিত *বালানাম্ অনুশাসনম্* প্রথা আলোচিত হয়েছে—অর্থাৎ, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন তথা শিশুসুলভ মানুষেরা যেহেতু মনগড়া এবং ফলাশ্রয়ী কাজকর্মেই আসক্ত হয়, তাই বেদশাস্ত্রের এই অংশগুলি সেই ধরনের মানুষদেরই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সার্থক পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে উন্নত করে তোলার জন্যই বৈদিক অনুশাসনাদির আয়ত্তে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে।

যেহেতু জাগতিক ভাবাপন্ন মানুষদের জন্য বিভিন্ন শ্লোকে পথের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাই এখন এই শ্লোকটিতে *বিজ্ঞঃ* অর্থাৎ, শিক্ষিত দিব্যজ্ঞানীদের জন্য প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ ধরনের দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মানুষেরা যাতে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রীতি সাধনের জন্য *শ্রীনারদপঞ্চরাত্র* প্রমুখ বৈষ্ণব তন্ত্রাবলীর মধ্যে বর্ণিত সুনিয়মবদ্ধ পূজা-অর্চনার বিধি অনুসরণ করতে পারেন, সেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। *উপচরেদ্ দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্* শব্দসমষ্টির

দ্বারা অভিব্যক্ত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকেশব নানাপ্রকার বিভিন্ন অবতার রূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর ভক্তসমাজের আনন্দবিধানের আয়োজন করেছিলেন, তাঁকেই প্রত্যক্ষভাবে আরাধনা করা উচিত। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী তাঁর রচিত দশাবতার স্তোত্রের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকেশবের দশটি উল্লেখযোগ্য অবতাররূপ, যথা—মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কির লীলা বর্ণনা করেছেন। *উপচরেদ্ দেবম্* শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবা অনুশীলন বোঝানো হয়েছে। আর তাই *তন্ত্রোক্তেন* অর্থাৎ "তন্ত্রাদির অনুশাসন অনুসারে" শব্দগুলির দ্বারা বুঝতে হবে যে, বৈষ্ণব তন্ত্রাবলী যথা *শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে* বোঝানো হয়েছে, যে গ্রন্থে শ্রীকেশবের আরাধনার উপযোগী বিশদ বিস্তারিত উপদেশাবলী বিধৃত হয়েছে। বেদগ্রন্থাবলীকে *নিগম* উপাধি দ্বারা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আর এই সকল *নিগম* বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলে সেইগুলিকে বলা হয় *আগম*, অর্থাৎ তন্ত্র। যখন দিব্য ভাবসম্পন্ন জাগতিক শরীর সম্পর্কিত দ্বৈত আচরণে বিরক্তিকর মানসিকতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন, তখন তিনি বেদ গ্রন্থাবলী থেকে তাঁর দিব্য মর্যাদা সম্পর্কে শ্রবণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এই শ্লোকে *আশু* শব্দটির দ্বারা বোঝায় যে, জাগতিক অবস্থানের আশু সমাপ্তি সাধন করে যাঁরা নিজেদের সচ্চিদানন্দময় জীবনধারায় অবস্থিত করতে আকুলতা বোধ করেন, তাঁদের পক্ষে পূর্ববর্তী শ্লোকাদির মধ্যে বর্ণিত প্রারম্ভিক বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের পথ বর্জন করে প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা উচিত।

শ্লোক ৪৮

লব্ধানুগ্রহ আচার্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করার মাধ্যমে; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **আচার্যাৎ**—পারমার্থিক আচার্যদেবের কাছ থেকে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **সন্দর্শিত**—প্রদর্শিত; **আগমঃ**—বৈষ্ণব-তন্ত্রসমূহের মাধ্যমে প্রদত্ত আরাধনার প্রক্রিয়াদি; **মহা-পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **অভ্যর্চেৎ**—শিষ্যের পূজা করা উচিত; **মূর্ত্যা**—বিশেষ শ্রীবিগ্রহ রূপে; **অভিমতয়া**—অভিরুচি মতো; **আত্মনঃ**—নিজের।

অনুবাদ

বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের অনুশাসনাদি শিষ্যের কাছে প্রকাশ করেন যে পারমার্থিক গুরুদেব, তাঁর কৃপালাভের মাধ্যমে ভক্ত তাঁর নিজের কাছে সর্বাকর্ষক

শ্রীবিগ্রহরূপে শ্রীভগবানের বিশেষ স্বরূপ বিবেচনা করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মন্তব্য অনুসারে, *লব্ধানুগ্রহঃ* শব্দটির দ্বারা পারমার্থিক সদ্‌গুরু প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক দীক্ষা প্রদান বোঝায়। এই বিষয়ে *পদ্মপুরাণে* বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্মনিপুণোবিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্নস্যাদ্ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

পারমার্থিক সদ্‌গুরু অবশ্যই পরমেশ্বর শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিবেদিতপ্রাণ শুদ্ধাত্মা পুরুষ হবেন। *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* তাই বলা হয়েছে—

বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্ ।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥

"নিজের পারমার্থিক গুরুদেবকে কেউ যখন বর্জন করে, তখন তার আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে সে কলুষিত করে এবং চরিত্রের ভয়াবহ দুর্বলতা অভিব্যক্ত করে। অবশ্যই ঐ ধরনের মানুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকেই বর্জন করেছে।" যথার্থ শিষ্যকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তার পারমার্থিক সদ্‌গুরুর মাধ্যমেই বৈদিক জ্ঞানের সমগ্র উপলব্ধির আগমন সম্ভব হয়েছে। যদি কেউ লঘুভাবে কিংবা যদিচ্ছাক্রমে পারমার্থিক বৈষ্ণব সদ্‌গুরু গ্রহণ এবং বর্জন করে, কখনও-বা অন্য কোনও পারমার্থিক গুরুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর বিরুদ্ধে মহা অন্যায়স্বরূপ *বৈষ্ণব-অপরাধে* দোষী হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনও নির্বোধ কনিষ্ঠ ভক্ত ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, শিষ্যের ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যেই পারমার্থিক গুরুদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ-সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে, এবং তাই পারমার্থিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার নামে ঐ ধরনের নির্বোধ বৈষ্ণব সদ্‌গুরুকে ত্যাগ করে থাকে। নিজেকে গুরুর নিত্য দাস বলে মনে করা উচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী অবশ্য *নারদপঞ্চরাত্র* থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥

"কোনও অবৈষ্ণবের দ্বারা মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষকে অবশ্যই নরকগামী হতে হয়। অতএব, কোনও বৈষ্ণব গুরুর মাধ্যমে যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে তাকে আবার সঠিকভাবে দীক্ষালাভ করতে হয়।" শিষ্যের যোগ্যতা সযত্নে পরীক্ষা করা

পারমার্থিক গুরুদেবের কর্তব্য, এবং পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছে শিষ্যেরও সেইভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। নতুবা, প্রকৃতির বিধি অনুযায়ী নির্বোধ শিষ্য এবং বিচারবুদ্ধিহীন গুরু উভয়কেই শাস্তি ভোগ করতে হয়।

সকল বৈদিক জ্ঞানসম্ভারের আপাতবিরোধী শাখাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কৃত্রিম প্রয়াস করা অনুচিত। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* বদ্ধজীবকুলের বিভিন্ন ধরনের পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি রয়েছে, যেগুলি বৈদিক অনুশাসনাদির আপাতবিরোধী *প্রবৃত্তি* এবং *নিবৃত্তিমার্গ* রূপে অভিহিত অনুশাসনাদির মাধ্যমে বিবিধ প্রকার কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বরূপ *অদ্বয়জ্ঞান* নিয়মিতভাবে আরাধনার প্রক্রিয়াই সহজতম পন্থা। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে উল্লেখিত সমস্ত দেবতাগণই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যে পরিকরাদি মাত্র। দৃষ্টিগোচর জড়জাগতিক পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, তা সবই শ্রীভগবানের সেবায় নিবেদিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে, নতুবা তার কোনই মূল্য নেই। যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় প্রয়োজনীয় জড়জাগতিক বস্তুসামগ্রী কৃত্রিম ভাবনায় বর্জন করে, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সেইভাবে দর্শনের পারমার্থিক যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং জড়জাগতিক বস্তুসামগ্রী সবই তার নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, এমনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়। অন্যভাবে বলতে পারা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের আনুকূল্যেই জড়জাগতিক সামগ্রী গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় মানুষ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের আদর্শ পন্থা থেকে অধঃপতিত হয়। এই শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—*লব্ধানুগ্রহ আচার্যাৎ*—যে পারমার্থিক সদ্‌গুরু বৈদিক জ্ঞানের সার্থক উপযোগিতা নিষ্ঠাবান শিষ্যের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেন, তাঁর কৃপালাভ হলে তখনই মানুষ ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে।

শ্লোক ৪৯

শুচিঃ সম্মুখমাসীন প্রাণসংযমনাদিভিঃ ।
পিণ্ডং বিশোধ্য সন্ন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ৪৯ ॥

শুচিঃ—পরিচ্ছন্ন; **সম্মুখম্**—শ্রীবিগ্রহের সন্মুখীন; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **প্রাণ-সংযমন-আদিভিঃ**—প্রাণায়াম (শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম) এবং অন্যান্য উপায়ে; **পিণ্ডম্**—স্থুল দেহ; **বিশোধ্য**—বিশুদ্ধ করার পরে; **সন্ন্যাস**—শরীরের বিভিন্ন স্থানে তিলকের দিব্যচিহ্ন দিয়ে; **কৃত-রক্ষঃ**—এইভাবে শ্রীভগবানের কাছে রক্ষালাভের প্রার্থনা জানিয়ে; **অর্চয়েৎ**—অর্চনা করা উচিত; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে শুদ্ধিকরণের পরে, এবং আত্মরক্ষার্থে দেহে পবিত্র তিলক চিহ্ন অঙ্কনের মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে বসে আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

শরীরের মধ্যে বায়ু চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রামাণ্য বৈদিক পদ্ধতি *প্রাণায়াম*। তেমনই, শরীরকে শুদ্ধ করার জন্য ভূতশুদ্ধি প্রামাণ্য প্রক্রিয়া। *শুচিঃ* শব্দটির অর্থ এই যে, কেবলমাত্র পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে সকল ক্রিয়াকর্ম সাধন করা উচিত। যদি কোনওভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যহ জপকীর্তন ও শ্রবণের মাধ্যমে মানুষ স্মরণ করতে পারে, তবে জীবনের পরম শুদ্ধতার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তা এই বৈদিক মন্ত্রটিতে বর্ণনা করা হয়েছে—

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ (গরুড় পুরাণ)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, শরীরে পবিত্র তিলক চিহ্ন দিয়ে, মুদ্রাদি অভ্যাস এবং মন্ত্রোচ্চারণ করে মানুষ শুদ্ধতা অর্জনের চেষ্টা করতে পারে, তবে মনের মধ্যে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের কথা চিন্তা করতে থাকলে, তার পক্ষে ভগবান শ্রীহরির ভজনা নিতান্তই ব্যর্থ হয়। সুতরাং এখানে *শুচি* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীভগবানকে পবিত্র এবং নিজেকে শ্রীভগবানের সামান্য সেবকরূপে চিন্তা করে অনুকূল মানসিকতায় শ্রীভগবানের আরাধনা করা উচিত। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রতি যার মানসিকতা অনুকূল নয়, তারা মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের পূজা-অর্চনা করতে চায় না, এবং তারা অন্য সকলকে শ্রীভগবানের মন্দিরে যেতে নিরুৎসাহিত করে, কারণ তারা মনে করে, শ্রীভগবান যেহেতু সর্বত্র বিদ্যমান, তাই ঐভাবে মন্দিরে গিয়ে পূজা নিবেদনের কোনই প্রয়োজন নেই। ঐ ধরনের ঈর্ষাক্লিষ্ট মানুষ হঠযোগ কিংবা রাজযোগ পদ্ধতি অনুসারে শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন করা পছন্দ করে। কিন্তু শ্রীভগবান স্বয়ং যা বলেছেন—যেমন, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি* এবং *মামেকং শরণং ব্রজ*—তা থেকে বোঝা যায় যে, যথার্থ দিব্য অনুভূতি উপলব্ধির মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানই সবকিছুর উৎস এবং তাই তিনিই একমাত্র পূজ্য বিষয়। তাই *পঞ্চরাত্র* প্রথা অনুযায়ী শ্রীভগবৎ-বিগ্রহের পূজা অর্চনা যে সকল ভক্তবৃন্দ সম্পন্ন করেন, তাঁরা ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার যোগ প্রক্রিয়া অনুশীলনে আকৃষ্ট হন না।

শ্লোক ৫০-৫১

অর্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনম্ ॥ ৫০ ॥
পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ ।
হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েৎ ॥ ৫১ ॥

অর্চা-আদৌ—শ্রীঅর্চাবিগ্রহ এবং তাঁর উপকরণাদি সহ; **হৃদয়ে**—অন্তরে; চ অপি—আরও; **যথা-লব্ধ**—যা কিছু প্রাপ্তব্য; **উপচারকৈঃ**—আরাধনার উপচারাদি সহ; **দ্রব্য**—অর্পণের জন্য দ্রব্য সামগ্রী; **ক্ষিতি**—ভূমি; **আত্ম**—নিজ মন; **লিঙ্গানি**—এবং শ্রীবিগ্রহ; **নিষ্পাদ্য**—প্রস্তুত করে; **প্রোক্ষ্য**—শুদ্ধি করণের জন্য জলসিঞ্চন; **চ**—এবং; **আসনম্**—উপবেশনের আসন; **পাদ্য-আদীন্**—শ্রীবিগ্রহের চরণ এবং অন্যান্য অর্ঘ্য উপচারাদি স্নাত করার জল; **উপকল্প্য**—প্রস্তুত হয়ে; **অথ**—অতঃপর; সন্নিধাপ্য—যথাস্থানে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করে; **সমাহিতঃ**—নিজ মন সন্নিবেশ করে; **হৃৎ-আদিভিঃ**—শ্রীবিগ্রহের হৃদয়ে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে; **কৃত-ন্যাসঃ**—পুণ্য তিলক চিহ্নাদি অঙ্কণের মাধ্যমে; **মূল-মন্ত্রেণ**—বিশেষ শ্রীবিগ্রহের অর্চনার উপযোগী যথার্থ মূল মন্ত্রাদির সাহায্যে; **চ**—এবং; **অর্চয়েৎ**—অর্চনা করা উচিত।

অনুবাদ

শ্রীবিগ্রহের অর্চনার জন্য যা কিছু উপকরণ প্রয়োজন, সেইগুলি ভক্তের সংগ্রহ করা উচিত, নৈবেদ্য প্রস্তুত করা উচিত, ভূমিতল, তার মন এবং শ্রীবিগ্রহ প্রস্তুত করা উচিত, উপবেশনের স্থানে জল সিঞ্চন করে শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন এবং স্নানের জল এবং অন্যান্য উপচারাদি প্রস্তুত করা উচিত। তারপরে ভক্তের শ্রীবিগ্রহটিকে যথাস্থানে যথারূপে এবং যথোপযুক্ত মানসিকতায় স্থাপন করা প্রয়োজন, এবং তিলকের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের হৃদয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান পবিত্রভাবে অঙ্কন করা উচিত। তারপরে যথাযথ মন্ত্র সহকারে পূজা নিবেদন করা উচিত।

তাৎপর্য

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

সাধারণ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে পরম তত্ত্ব কখনই উপলব্ধি করা যায় না। জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মত্ত বদ্ধজীবগণ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত দিব্য প্রেমময়ী সেবা অভিমুখে সম্পূর্ণভাবে নিস্পৃহ হয়ে থাকে। তাদের জড়জাগতিক ভাবাপন্ন মনগুলি নিত্যনিয়তই অশুচি অশুদ্ধ হয়ে থাকে এবং দারিদ্র

ও সমৃদ্ধি, শীত ও গ্রীষ্ম, যশ ও অপযশ, যৌবন ও বার্ধক্যের মতো জাগতিক দ্বৈতবোধের সীমাহীন ধারাস্রোতে বিব্রত ও বিচলিত হতে থাকে। ঐ ধরনের সদা বিব্রত বদ্ধ জীবগণ কখনই শ্রীবিগ্রহরূপে পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে না। জড়জাগতিক নাম-উপাধিগুলির প্রভাবে সদাসর্বদাই আচ্ছন্ন হয়ে থাকা জড়বাদী তথা কনিষ্ঠ ভক্তগণের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপার সবিশেষ অভিব্যক্তি তথা অংশপ্রকাশ স্বরূপ শ্রীভগবানের অর্চাবতার তথা শ্রীবিগ্রহ রূপের অধিষ্ঠান হয়ে থাকে। তারা শ্রীভগবানকে তাঁর নিত্যধামে প্রত্যক্ষ করতে অপারগ, তাই শ্রীভগবান তাঁর প্রকাশ অবতারাদির অভিব্যক্তির মাধ্যমে এবং স্বয়ং প্রকাশ তথা শ্রীভগবানের স্বয়ং রূপে শ্রীবিগ্রহরূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন।

আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের পূজা-আরাধনা যে করে, শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং তাঁর সামনে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান রূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। যারা নিতান্তই দুর্ভাগা, তারা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর কৃপাময় শ্রীবিগ্রহ অংশপ্রকাশরূপে চিনতে পারে না। তারা শ্রীবিগ্রহকে নিতান্তই সাধারণ একটি জড় পদার্থ বলে মনে করতে থাকে। কিন্তু পারমার্থিক সদ্‌গুরু, যিনি শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এই শ্লোকটিতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেইভাবে মানুষ শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা শিখতে পারে এবং সেইভাবেই শ্রীভগবানের সাথে লুপ্ত সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে পারে। এই ধরনের অপ্রাকৃত বিগ্রহ আরাধনাকে প্রতিমা পূজা বলে যে মনে করে, সে জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। গোলাপী রঙের চশমা লাগিয়ে থাকলে মানুষ সারা জগতটাকেই গোলাপী রঙের দেখে। তেমনই, যে সমস্ত দুর্ভাগা জীব প্রকৃতির জড়াগুণে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন থাকে, তারা পরমেশ্বর ভগবান সমেত সব কিছুকেই তাদের কলুষময় দৃষ্টির মাধ্যমে জড়জাগতিক বিষয় বলেই মনে করতে থাকে।

শ্লোক ৫২-৫৩

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্তিং স্বমন্ত্রতঃ ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ॥ ৫২ ॥
গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ ।
সাঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্ ॥ ৫৩ ॥

স-অঙ্গ—তাঁর অপ্রাকৃত দিব্য শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; **উপাঙ্গাম্**—এবং তাঁর সবিশেষ দৈহিক বৈচিত্র্যাদি, যথা—তাঁর সুদর্শন চক্র এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি; **স-পার্ষদাম্**—তাঁর পার্ষদবর্গ সহ; **তাম্ তাম্**—প্রত্যেকটি বিষয়ে; **মূর্তিম্**—শ্রীবিগ্রহ; **স্ব-মন্ত্রতঃ**—

শ্রীবিগ্রহের নিজ মন্ত্র; **পাদ্য**—পাদ্য অর্ঘ্যের জল; **অর্ঘ্য**—সুবাসিত অর্ঘ্য জল; **আচমনীয়**—মুখ প্রক্ষালনের জন্য জল; **আদ্যৈঃ**—এবং ইত্যাদি; **স্নান**—স্নানের জল; **বাসঃ**—সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি; **বিভূষণৈঃ**—অলঙ্কার-ভূষণাদি; **গন্ধ**—সুগন্ধি দ্রব্যসহ; **মাল্য**—গলমাল্য; **অক্ষত**—পূর্ণ শস্যদানা; **স্রগ্‌ভিঃ**—এবং পুষ্পমাল্যাদি; **ধূপ**—সুগন্ধি ধূপ; **দীপ**—এবং প্রদীপ; **উপহারকৈঃ**—ঐ ধরনের নৈবেদ্য সহ; **স-অঙ্গম্**—সর্ব বিষয়ে; **সম্পূজ্য**—পূজা সমাপন করে; **বিধিবৎ**—অনুমোদিত বিধি অনুসারে; **স্তবৈঃ স্তুত্বা**—প্রার্থনাদি নিবেদনের মাধ্যমে পূজা; **নমেৎ**—দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত; **হরিম্**—শ্রীভগবানকে।

অনুবাদ

শ্রীবিগ্রহের দিব্য শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ, তাঁর সুদর্শন চক্রাদি অস্ত্রশস্ত্রসহ, তাঁর অন্যান্য উপাঙ্গ বৈচিত্র্য সহ এবং তাঁর পার্ষদবর্গসমেত সকল বিষয়েই পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করা উচিত। নিজ মন্ত্র সহকারে শ্রীভগবানের এই সকল দিব্য আভরণের প্রত্যেকটির আরাধনা করতে হয় এবং সেই সঙ্গে পাদ প্রক্ষালনের জন্য জল নিবেদন করতে হয়, সুগন্ধি জল, মুখ প্রক্ষালনের জল, স্নানের জন্য জল সূক্ষ্ম বস্ত্রাভরণ ও অলঙ্কারাদি, সুগন্ধি তৈলাদি, মূল্যবান কণ্ঠহারসমূহ, পূর্ণ শস্যদানা, পুষ্পমাল্যাদি, সুগন্ধি ধূপ এবং দীপমালা অর্ঘ্য প্রদান করতে হয়। বিধিবদ্ধ রীতি অনুসারে ঐভাবে সকল বিষয়ে পূজা সমাপন করে, ভগবান শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন সহকারে প্রার্থনাদি জানিয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাতে হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, *অক্ষত* শস্যদানা (৫৩ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত) শ্রীবিগ্রহের তিলক সজ্জা প্রকরণে ব্যবহার করতে হয় এবং সেগুলি ঠিক পূজার জন্য নয়। *নাক্ষতৈরর্চয়েদ্ বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরম্*—"শ্রীবিষ্ণুকে পূর্ণ শস্য সহ পূজা নিবেদন করা অনুচিত, এবং শ্রীশিবকে কেতকী পুষ্পাদির দ্বারা আরাধনা করা উচিত নয়।"

শ্লোক ৫৪

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্তিং সম্পূজয়েদ্ধরেঃ ।
শেষামাধায় শিরসা স্বধাম্ন্যুদ্বাস্য সৎকৃতম্ ॥ ৫৪ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **তৎ**—শ্রীভগবানে; **ময়ম্**—তন্ময় হয়ে; **ধ্যায়ন্**—সেইভাবে ধ্যানস্থ হয়ে; **মূর্তিম্**—স্বীয় রূপ; **সম্পূজয়েৎ**—পরিপূর্ণভাবে পূজা করা উচিত; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **শেষাম্**—পূজার অবশিষ্ট; **আধায়**—গ্রহণ করে; **শিরসা**—নিজ মস্তকে; **স্ব-ধাম্নি**—তাঁর ধামে; **উদ্বাস্য**—স্থাপন করে; **সৎ-কৃতম্**—শ্রদ্ধা সহকারে।

অনুবাদ

নিজেকে শ্রীভগবানের নিত্যদাস বিবেচনা করে পূজারীকে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ হতে এবং শ্রীবিগ্রহ তাঁর অন্তরেও অবস্থান করছেন, তা স্মরণ করে যথার্থভাবে শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করতে হয়। তারপরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনার উপকরণাদি তথা নৈবেদ্যের অবশিষ্টাংশ, যথা, পুষ্পমাল্য, তাঁর মাথায় ধারণ করতে হয় এবং শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীবিগ্রহ তাঁর যথাস্থানে স্থাপন করে, পূজা সমাপন করতে হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *তন্ময়ম্* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মাধ্যমে যিনি শুদ্ধতা অর্জন করেন, তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি পূজারীরূপে শ্রীভগবানের নিত্যদাস এবং শ্রীভগবানের সাথে গুণগতভাবে একাত্ম, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবান যেন অগ্নির উৎস এবং আরাধনাকারী ভক্ত সেই অগ্নির একটি সামান্য অগ্নিকণা মাত্র। শ্রীল মধ্বাচার্য এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

বিষ্ণোর্ভৃত্যোঽহম্ ইত্যেব সদা স্যাদ্ ভগবান্ময়ঃ।
নৈবাহং বিষ্ণুরস্মীতি বিষ্ণুঃ সর্বেশ্বরোহ্যজঃ ॥

"চিন্তা করা উচিত যে, 'আমি শ্রীবিষ্ণুর নিত্যদাস, এবং তাই আমি তাঁরই অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ, আমি তাঁর নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু আমি স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু নই, কারণ শ্রীবিষ্ণু সব কিছুর পরম নিয়ন্তা।"

শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মূল নীতি এই যে, পরমেশ্বর শ্রীভগবানের নিত্য সেবক রূপে নিজেকে বিবেচনা করতে হয়। বাহ্যিক জড়জাগতিক শরীরের সঙ্গে মূর্খের মতো আত্মপরিচয় জ্ঞান অনুভবের মাধ্যমে যেজন মৈথুনাসক্ত হয়ে ইন্দ্রিয় উপভোগে মত্ত হয়, সে নিজেকে ভক্ত অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভোগ্য বিষয় মনে করবার ধারণায় মানসিক পরিবর্তন করতে না পেরে ভোগী মনোবৃত্তি পোষণ করতেই থাকে। সেই ধরনের মানুষ *তন্ময়ম্* শব্দটির এমনই অর্থবোধ প্রতিপন্ন করে যেন সে নিজেই আরাধ্য বিষয়। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁর *দুর্গসঙ্গমনী* নামক রচনায় শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য প্রদান প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, *অহংগ্রহোপাসনা,* অর্থাৎ নিজেকে পরম পুরুষরূপে আরাধনার পদ্ধতি নিতান্তই নিজের সঙ্গে পরম তত্ত্বের ভ্রান্ত আত্মপরিচিতি মাত্র, কারণ পরম পুরুষ প্রকৃতপক্ষে সকল জীবের পরম নিত্য আশ্রয়তত্ত্ব। ষড় গোস্বামীগণ বারংবার এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বুদ্ধিহীন লোকেরা মায়াবাদী দার্শনিকদের ভ্রান্ত ধারণাদির ফলে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে এবং তাই মায়াচ্ছন্ন ভ্রান্ত মতবাদ অভিব্যক্ত করে যে, আরাধনাকারীই পরম আশ্রয়

হয়ে উঠে। ঐ ধরনের ভ্রান্তিবোধ শ্রীভগবানের বিরুদ্ধে অপরাধ। তাই, এই শ্লোকে *তন্ময়* শব্দটিতে ভ্রান্তিবশত ভুল বোঝা উচিত নয় যে, এর অর্থ বুঝি আরাধনাকারী তার আরাধ্য বস্তুর সমকক্ষ হয়ে উঠে।

শ্লোক ৫৫

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ ।
যজতীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ ॥ ৫৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **অগ্নি**—অগ্নিতে; **অর্ক**—সূর্য; **তোয়**—জল; **আদৌ**—এবং এইভাবে; **অতিথৌ**—কারও গৃহে অতিথি রূপে; **হৃদয়ে**—কারও হৃদয়ে; **চ**—আরও; **যঃ**—যে; **যজতি**—পূজা করে; **ঈশ্বরম্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **অচিরাৎ**—অনতিবিলম্বে; **মুচ্যতে**—মুক্তিলাভ করে; **হি**—অবশ্যই; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

সুতরাং পরমেশ্বর শ্রীভগবানের আরাধনাকারীর উপলব্ধি করা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপী সত্ত্বা এবং সেই কারণে তাঁকে অগ্নি, সূর্য, জল এবং অন্যান্য সকল উপাদানের মধ্যে, গৃহে আগত অতিথির হৃদয়ের মধ্যে, এবং নিজ হৃদয়েরও মাঝে আরাধনা করা উচিত। এইভাবেই আরাধনাকারী অচিরে মুক্তিলাভ করে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

নিমিরাজকে দ্রুমিল শ্রীভগবানের অবতারসমূহের ব্যাখ্যা শোনান

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবতারত্বের বিভিন্ন রূপ এবং এই সকল অবতারের প্রত্যেকটির বিবিধ দিব্য বৈশিষ্ট্যাদি এই অধ্যায়টির বিষয়বস্তু।

পৃথিবীর বুকে সমস্ত ধূলিকণা গণনা করা যদিও সম্ভব হতে পারে, তবু সকল শক্তির উৎস অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান শ্রীহরির অগণিত দিব্য গুণাবলীর সমস্তগুলি গণনা করার যে কোনও প্রচেষ্টা নিতান্তই বাতুলতা মাত্র। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর নিজের মায়াবলে প্রস্তুত পঞ্চ উপাদান থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পরমাত্মা রূপে প্রবেশ করেছেন এবং পুরুষাবতার রূপে অভিহিত হয়েছেন। তিনি ব্রহ্মার স্বরূপের মাধ্যমে রজোগুণের আধারে সৃষ্টির কার্য সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের দেবতা শ্রীবিষ্ণুর রূপের মাধ্যমে সত্ত্বগুণের আবরণে পালনের ভূমিকা পালন করেন, এবং রুদ্ররূপের মাধ্যমে তমোগুণের আধারে সংহার তথা প্রলয়ের কর্তব্য সমাধা করেন। ধর্মরাজের পত্নী এবং দক্ষরাজের কন্যা রূপে শ্রীমূর্তির গর্ভের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিবর শ্রীনরনারায়ণ রূপে তিনি অবতার গ্রহণ করেন এবং তাঁর বাস্তব কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নৈষ্কর্ম্য বিজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যখন ভগবান শ্রীনরনারায়ণের নৈষ্ঠিক ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে শ্রীমদনদেব (কন্দর্প) এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গকে বদরিকাশ্রমে পাঠিয়েছিলেন, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীনরনারায়ণ তখন শ্রীকন্দর্পকে সম্মানিত অতিথিরূপে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। শান্ত পরিতুষ্ট হয়ে শ্রীকন্দর্প তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনরনারায়ণের উদ্দেশ্যে বন্দনা জানান। মুনিবরের আদেশে শ্রীকন্দর্প সেখান থেকে উর্বশীকে নিয়ে ফিরে আসেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে উপস্থিত হয়ে যা কিছু ঘটেছে, তা বিবৃত করেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সমগ্র জগতের কল্যাণে বিভিন্ন অংশপ্রকাশরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং হংস, দত্তাত্রেয়, সনকাদি কুমারভ্রাতৃবর্গ, এবং ঋষভদেব রূপে পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করেছেন। হয়গ্রীব রূপে তিনি মধুদানব বধ করেন এবং সমগ্র বেদসম্ভার রক্ষা করেন। মৎস্যাবতার রূপে পৃথিবীসহ সত্যব্রত মনুকে রক্ষা করেন। বরাহ অবতার রূপে তিনি পৃথিবীকে উদ্ধার করেন এবং হিরণ্যাক্ষ

বধ করেন। কূর্ম অবতার রূপে তিনি নিজ পৃষ্ঠদেশে মন্দার পর্বত ধারণ করেন; এবং শ্রীহরিরূপে গজরাজকে মুক্তিপ্রদান করেন। গোষ্পদের মতো ক্ষুদ্র গর্তের জল মধ্যে আবদ্ধ বালখিল্য ঋষিবর্গকে শ্রীভগবান উদ্ধার করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যার অপরাধ থেকে ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, এবং ভয়ানক অসুরদের প্রাসাদমালা থেকে বন্দীত্ব দশার মুক্তি দিয়ে দেবপত্নীদের উদ্ধার করেছিলেন। নৃসিংহ অবতার রূপে তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালে তিনি অসুরদের বধ করেন, দেবতাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন এবং সমগ্র গ্রহমণ্ডলীকে রক্ষা করেন। খর্বকায় বামনাবতার রূপে তিনি বলি মহারাজকে প্রতারিত করেন; পরশুরামরূপে তিনি একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন; এবং শ্রীরাম রূপে তিনি সমুদ্রকে তাঁর পদানত করে রাবণ বধ করেন। যদুবংশে অবতরণ করে তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। বুদ্ধ রূপে তাঁর বেদবিরোধী প্রচার মাধ্যমে যজ্ঞানুষ্ঠানে অনভিজ্ঞ অযোগ্য অসুরদের বিভ্রান্ত করেছিলেন, এবং অবশেষে কলিযুগের অবসানে তিনি তাঁর কল্কি অবতার রূপে শূদ্র রাজাদের ধ্বংস করবেন। এইভাবেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির অগণিত আবির্ভাব ও ক্রিয়াকর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

যানি যানীহ কর্মাণি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ ।
চক্রে করোতি কর্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **যানি যানি**—প্রত্যেকে; **ইহ**—এই জগতে; **কর্মাণি**—কাজকর্মের মাধ্যমে; **যৈঃ যৈঃ**—প্রত্যেকে; **স্বচ্ছন্দ**—স্বাধীনভাবে গ্রহণ করে; **জন্মভিঃ**—আবির্ভাবের; **চক্রে**—তিনি সমাধা করেন; **করোতি**—সাধিত হয়; **কর্তা**—সম্পন্ন করবেন; **বা**—কিংবা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **তানি**—এই সকল; **ব্রুবন্তু**—কৃপা করে বলুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

নিমিরাজ বললেন—পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সাহায্যে এবং তাঁর নিজ অভিলাষ অনুসারে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন। সুতরাং, ভগবান শ্রীহরি অতীতে যে সকল লীলা বিস্তার করেছিলেন, এখন যে সকল লীলা প্রদর্শন করছেন এবং ভবিষ্যতে এই জগতে যে সকল লীলা তাঁর বিবিধ অবতার রূপে উপস্থাপন করবেন, সেই সকল বিষয়ে আমাদের বলুন।

তাৎপর্য

এই চতুর্থ অধ্যায়ে জয়ন্তীপুত্র দ্রুমিল নিমিরাজের সঙ্গে কথা বলবেন। তৃতীয় অধ্যায়ের আটচল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, *মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ*—"নিজের কাছে সর্বাকর্ষক শ্রীবিগ্রহরূপে শ্রীভগবানের আরাধনা করতে হয়।" তেমনই, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে—*স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেস্করিম্*—"প্রার্থনার মাধ্যমে শ্রীহরির বন্দনা করে প্রণতি জানাতে হয়।" এইভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে যে, পূর্বে বর্ণিত প্রার্থনার পদ্ধতি অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যগুণাবলী এবং লীলা সম্পর্কে আরাধনাকারীকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। সুতরাং নিমিরাজ পরমাগ্রহে পরমেশ্বর ভগবানের বিবিধ অবতারসমূহ সম্পর্কে আগ্রহ সহকারে অনুসন্ধিৎসু হয়েছেন, যাতে পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ যে-রূপটি তাঁর নিজের আরাধনার পক্ষে পরম উপযোগী হতে পারে, তা নির্ধারণ করতে পারেন। নিমিরাজ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা অনুশীলনে অগ্রণী হতে সচেষ্ট বৈষ্ণব ভক্ত, তা বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, *অভিমতমূর্তি* যে শব্দটির অর্থ "আপনার সর্বাপেক্ষা পছন্দমতো রূপ", তার দ্বারা নিজের অভিরুচি মতো শ্রীভগবানের কোনও একটি রূপ কল্পনা করে নেওয়া বোঝায় না। *অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্ অনাদিম্ অনন্তরূপম্*। পরমেশ্বর ভগবানের সকল রূপই *অনাদিম্*, অর্থাৎ আদিবিহীন চিরন্তন। অতএব, কোনও একটি রূপ কল্পনা করে নেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ঐ ধরনের কল্পনা হবে আদি, অর্থাৎ কল্পিত রূপটির সূচনা। *অভিমতমূর্তি* বলতে বোঝায় যে, শ্রীভগবানের চিরন্তন শাশ্বত রূপগুলির মধ্যে থেকে যে-রূপটি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যথেষ্ট প্রেমভক্তির উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেই রূপটিকেই নির্বাচন করে নিতে হয়। সেই ধরনের প্রেমভক্তির অনুকরণ করা চলে না, তবে পারমার্থিক সদ্‌গুরু প্রদত্ত নির্ধারিত বিধিনিয়মাদি অনুসরণের মাধ্যমে এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই সকল বর্ণনাদি প্রণিপাত সহকারে শ্রবণের মাধ্যমে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জাগরিত হতে থাকে।

শ্লোক ২

শ্রীদ্রুমিল উবাচ

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
ননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ ৷
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ ॥ ২ ॥

শ্রীদ্রুমিলঃ উবাচ—শ্রীদ্রুমিল বললেন; **যঃ**—যিনি; **বৈ**—অবশ্য; **অনন্তস্য**—অনন্ত শ্রীভগবানের; **গুণান্**—দিব্য গুণাবলী; **অনন্তান্**—যা অনন্ত; **অনুক্রমিষ্যান্**—বর্ণনা করতে সচেষ্ট; **সঃ**—তিনি; **তু**—অবশ্যই; **বাল-বুদ্ধিঃ**—বালসুলভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ; **রজাংসি**—ধূলিকণা; **ভূমেঃ**—ভূমে; **গণয়েৎ**—গণনা করতে পারে; **কথঞ্চিৎ**—কোনও ক্রমে; **কালেন**—কখনও; **ন এব**—কিন্তু সম্ভব নয়; **অখিল-শক্তি-ধাম্নঃ**—সকল প্রকার শক্তিরাজির আধার স্বরূপ।

অনুবাদ

শ্রীদ্রুমিল বললেন—অনন্ত পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অনন্ত গুণরাশির পূর্ণতালিকা অথবা বর্ণনা দিতে সচেষ্ট মানুষেরা শিশুসুলভ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। যদি কখনও মহা গুণবান কোনও ভাবে বহুকালের প্রচেষ্টার পরে, পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল ধূলিকণা গণনা করে ফেলতেও পারে, তবুও সেই মনীষী কখনই সর্বশক্তির উৎস আধার পরমেশ্বর ভগবানের চিত্তাকর্ষক গুণাবলী কখনই গণনা করে উঠতে পারবে না।

তাৎপর্য

নবযোগেন্দ্র শ্রীভগবানের সকল গুণাবলী এবং লীলা প্রসঙ্গ বর্ণনা করুন—নিমিরাজের এই অনুরোধের উত্তরে এখানে শ্রীদ্রুমিল ব্যাখ্যা করেছেন যে, শুধুমাত্র অতীব বুদ্ধিহীন মানুষই ঐভাবে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অনন্ত গুণাবলী এবং লীলাবৈচিত্র্যের আনুপূর্বিক বর্ণনা প্রদানের চেষ্টা করে থাকে। ঐ ধরনের নির্বোধ শিশুসুলভ মানুষেরা অবশ্য মূর্খ জড়জাগতিক যে সব বিজ্ঞানীরা সত্যিই পরমেশ্বর ভগবানের কোনও প্রকার উল্লেখ ব্যতিরেকেই তাদের সমস্ত জ্ঞানচর্চা করতে চেষ্টা করে থাকে, তাদের চেয়ে অনেকাংশেই যথেষ্ট উন্নতভাবসম্পন্ন। ভাষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ বর্ণনা প্রদান অসম্ভব হলেও, নাস্তিক বিজ্ঞানীরা পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে অতি প্রাথমিক পর্যায়ের জ্ঞানের স্তরে উপনীত না হয়েই সকল প্রকার জ্ঞানের বর্ণনা করতে চেষ্টা করে। ঐ ধরনের নিরীশ্বরবাদী মানুষদের অবশ্যই ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং একান্ত দুর্বল বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলে জানতে হবে, যদিও তাদের লোক-দেখানো জাগতিক সাফল্যের দৃষ্টান্তগুলি বিপুল দুঃখযন্ত্রণা এবং বিধ্বংসী পরিণামেই পর্যবসিত হয়ে থাকে। কথিত আছে যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীঅনন্তদেবও তাঁর অনন্ত জিহ্বাদির সাহায্যে, পরমেশ্বর ভগবানের যশোগাথা সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ শুরু করতেই পারেন না। এই শ্লোকটিতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তটি অতি মনোরম। কোনও মানুষই পৃথিবীবক্ষের ধূলিকণা গণনা করবার সামর্থ্য লাভের আশা করে না; অতএব তার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা উপলব্ধির প্রয়াসে কোনও মানুষেরই নির্বোধ উদ্যোগ প্রদর্শন অনুচিত। শ্রীভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* যেভাবে ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞান বর্ণনা

করেছেন, প্রণিপাত সহকারে তা শ্রবণ করাই মানুষের উচিত এবং তা হলেই মানুষ ক্রমান্বয়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণের স্তরে উন্নীত হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরামর্শানুসারে, এক বিন্দু সমুদ্রজল আস্বাদনের মাধ্যমেই মানুষ সমগ্র সমুদ্রের আস্বাদন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করে নিতেই পারে। সেইভাবেই, পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে প্রণিপাত সহকারে শ্রবণের মাধ্যমেই, মানুষ পরমতত্ত্বের গুণগত উপলব্ধি অর্জন করতে পারে, যদিও পরিমাণগতভাবে মানুষের পক্ষে সেই জ্ঞান কখনই পূর্ণ হতে পারে না।

শ্লোক ৩

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্ ।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানম্
অবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥ ৩ ॥

ভূতৈঃ—জড়জাগতিক উপাদানগুলির দ্বারা; **যদা**—যখন; **পঞ্চভিঃ**—পঞ্চ (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম); **আত্ম-সৃষ্টৈঃ**—স্বয়ং তাঁর সৃষ্টি; **পুরম্**—শরীর; **বিরাজম্**—সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মাণ্ডের; **বিরচয্য**—বিরচিত হয়ে; **তস্মিন্**—তার মধ্যে; **স-অংশেন**—তাঁর আপনার স্বাংশপ্রকাশের অভিব্যক্তিতে; **বিষ্টঃ**—অনুপ্রবিষ্ট হয়ে; **পুরুষ-অভিধানম্**—পুরুষ নামে; **অবাপ**—পরিচিত হয়ে; **নারায়ণঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **আদি-দেবঃ**—আদিদেব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।

অনুবাদ

যখন আদিদেব শ্রীনারায়ণ তাঁর থেকেই সৃষ্ট পঞ্চভূতাদি দ্বারা উদ্ভূত তাঁর ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর সৃষ্টি করলেন এবং তারপরে তাঁরই আপন অংশপ্রকাশের সাহায্যে সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন, তখন সেইভাবেই তিনি পুরুষ রূপে অভিহিত হলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভূতৈঃ পঞ্চভিঃ* শব্দসমষ্টি দ্বারা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—এই যে পঞ্চ স্থূল উপাদানগুলির দ্বারা জড়া পৃথিবীর মূল আকৃতি গড়ে উঠে, সেইগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। যখন বদ্ধজীব এই পঞ্চভৌত উপাদানগুলির মধ্যে প্রবেশ করে, তখন মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াকর্ম সহকারে চেতনার সঞ্চার হয়। দুর্ভাগ্যবশত, জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর অধীনে অভিব্যক্ত চেতনা যে অহঙ্কার অর্থাৎ বৃথা অহম্‌বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তার ফলে জীব ভ্রান্তিবশত নিজেকে

জড়া উপাদানগুলির ভোক্তা মনে করতে থাকে। যদিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীপুরুষোত্তম চিদাকাশে তাঁর শুদ্ধদিব্য অধিষ্ঠান উপভোগ করে থাকেন, তবুও যজ্ঞক্রিয়াদি তথা উৎসর্গ-ক্রিয়াদির মাধ্যমে জড়া উপাদানগুলিও সবই তাঁরই উপভোগের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। এই জড়া পৃথিবীকে শ্রীভগবানের মায়াশক্তি তথা শ্রীমায়াদেবীর জন্য নির্ধারিত দেবীধাম বলা হয়ে থাকে। *ব্রহ্মসংহিতায়* ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিকৃষ্ট শক্তি মায়ার প্রতি একেবারেই আকৃষ্ট হন না, কিন্তু যখন শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের ক্ষেত্রে জড়া সৃষ্টির উপযোগ সাধিত হয়, তখন শ্রীভগবান জীবের ভক্তিভাব ও যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে আকৃষ্ট হন, এবং তাই, পরোক্ষভাবে, তিনিও জড়া পৃথিবীর ভোক্তা।

আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, পরমাত্মা এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তারূপে ভগবান শ্রীনারায়ণের লীলা প্রসঙ্গাদি চিন্ময় জগতে শ্রীনারায়ণের নিত্যলীলাসম্ভারের চেয়ে অধস্তন চিন্ময় পর্যায়ে প্রকটিত হয়। শ্রীনারায়ণ তাঁর জড়জাগতিক সৃষ্টির মাঝে তাঁর সচ্চিদানন্দ সত্ত্বা যদি কোনও প্রকারে হ্রাস করতেন, তবে মায়াশক্তির সংস্পর্শের প্রভাবে তাঁকে বদ্ধ জীব রূপে পরিগণিত করা হত। কিন্তু শ্রীনারায়ণ যেহেতু মায়ার প্রভাব থেকে নিত্যমুক্ত, তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা রূপে তাঁর ক্রিয়াকলাপ সবই চিদ্‌জগতে তাঁর ক্রিয়াকলাপের মতোই যথাযথভাবে দিব্যস্তরে বিরাজ করে থাকে। পরমেশ্বর ভগবানের সকল কার্যকলাপই তাঁর অনন্ত দিব্যলীলা সম্ভারের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ।

শ্লোক ৪

যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশো
যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি ।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা
সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্তা ॥ ৪ ॥

যৎ-কায়ে—যাঁর শরীরের মধ্যে; **এষঃ**—এই; **ভুবন-ত্রয়**—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মধ্যে ত্রিভুবন ব্যবস্থা; **সন্নিবেশঃ**—বিস্তারিত আয়োজন; **যস্য**—যাঁর; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে; **তনু-ভৃতাম্**—শরীরধারী জীবকুল; **উভয়-ইন্দ্রিয়াণি**—উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়াদি (জ্ঞান এবং কর্ম); **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **স্বতঃ**—তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে; **শ্বসনতঃ**—তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে; **বলম্**—শরীরের বল; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়াদির শক্তি; **ঈহা**—ক্রিয়াকর্ম; **সত্ত্ব-আদিভিঃ**—প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাবলীর দ্বারা; **স্থিতি**—পালন; **লয়**—প্রলয়; **উদ্ভবে**—এবং সৃষ্টি; **আদিকর্তা**—আদি সৃষ্টিকর্তা।

অনুবাদ

তাঁর শরীরের মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিভুবন মণ্ডলের সুবিন্যস্ত আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর দিব্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সকল দেহধারী জীবের জ্ঞান ও কর্ম সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে উঠে। তাঁর শুদ্ধ চেতনা থেকে বদ্ধ জীবের জ্ঞান, এবং তাঁর শক্তিমান শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া থেকে দেহধারী জীবাত্মার শারীরিক ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়ানুভূতির ক্ষমতা এবং দেহবদ্ধ সীমায়িত ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টি হতে থাকে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণাদির আধারের মাধ্যমে তিনিই একমাত্র গতিনির্ধারক সত্তা। আর সেইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

যখন কোনও বদ্ধ জীবাত্মা তার শ্রমসাধ্য কাজকর্মের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, কিংবা যখন সে রোগব্যাধি, মৃত্যু কিংবা ভয়ভীতির প্রকোপে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন বাস্তব জ্ঞান অথবা কাজকর্ম সাধনের অভিব্যক্তি সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অতএব আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে আমরা কাজকর্ম কিংবা জ্ঞানচর্চা কিছুই করতে পারি না। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাতেই বদ্ধ জীবাত্মা একটি জড়জাগতিক দেহ লাভ করে, যে দেহটি, শ্রীভগবানের অনন্ত চিন্ময় শরীরেরই বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। তাই জীব তার সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেম-ভালবাসার জন্য নির্বোধের মতো জড়জাগতিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত কাজকর্মই অকস্মাৎ জড় দেহটি অযাচিতভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে বন্ধ হয়ে যায়। তেমনই, আমাদের জড়জাগতিক জ্ঞানসম্পদও সর্বদা এক লহমার মধ্যেই অর্থহীন হয়ে যেতে পারে, যেহেতু জড়া প্রকৃতিই নিত্য পরিবর্তন হয়ে চলেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের পেছনে পরম সঞ্চালক হলেন পরমেশ্বর ভগবান। আর বদ্ধ জীবের সেই পরমেশ্বর শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত যিনি মায়ার এত সুযোগ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কাছেই বদ্ধ জীবাত্মার আত্মসমর্পণ ইচ্ছা করেন এবং তার মাধ্যমে যেন জীবাত্মা শ্রীভগবানের কাছেই সচ্চিদানন্দময় সত্তা পুনরুদ্ধার করতে পারে। বদ্ধ জীবাত্মার যুক্তিসহকারে বোঝা উচিত, "যদি অজ্ঞতার মধ্যে বিলীন হওয়ার জন্যে শ্রীভগবান আমাকে এত সুযোগ দিচ্ছেন, তা হলে অবশ্যই আমি নির্বোধের মতো কল্পনা বর্জন করে বিনম্র হয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে চলি, তা হলে অবশ্যই এই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে আসার আরও বেশি সুযোগ তিনি আমাকে দেবেন।

এই শ্লোকটিতে শ্রীভগবানের দ্বিতীয় পুরুষাবতার রূপে গর্ভোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পুরুষসূক্ত স্তোত্রাবলীর মাধ্যমে মহিমান্বিত গর্ভোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণু প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে প্রবেশের জন্য পরমাত্মা রূপে নিজেকে বিস্তারিত করে থাকেন। শ্রীভগবানের পবিত্র নামাবলী—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে/হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে—জপ অনুশীলনের মাধ্যমে, এমন অধঃপতিত যুগেও মানুষ তার হৃদয়ে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করতে পারে। আমাদের মতোই শ্রীভগবানও একজন পুরুষ, তবে তিনি অনন্ত। তা সত্ত্বেও, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব এবং অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে একান্ত আপন প্রেমময় সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রকার একান্ত সম্বন্ধের বিবেচনায়, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস রূপে আমাদের স্বরূপ মর্যাদার পরম উপলব্ধি অর্জনের একমাত্র যথাযথ প্রক্রিয়া ভক্তিযোগ।

শ্লোক ৫

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্মসেতুঃ ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু ॥ ৫ ॥

আদৌ—আদিতে; **অভূৎ**—তিনি হয়েছিলেন; **সত-ধৃতীঃ**—ব্রহ্মা; **রজসা**—জড়জাগতিক রজোগুণের আশ্রিত হয়ে; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **সর্গে**—সৃষ্টির মধ্যে; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **স্থিতৌ**—পালন কার্যে; **ক্রতুপতিঃ**—যজ্ঞের দেবতা; **দ্বিজ**—দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণকারী ব্রাহ্মণগণ; **ধর্ম**—ধর্ম সংক্রান্ত কর্তব্যকর্ম; **সেতুঃ**—ত্রাতা; **রুদ্রঃ**—শিব; **অপ্যয়ায়**—প্রলয়ের জন্য; **তমসা**—তমোগুণের সাহায্যে; **পুরুষঃ**—পরমপুরুষ; **সঃ**—তিনি; **আদ্যঃ**—আদি; **ইতি**—এইভাবে; **উদ্ভব-স্থিতি-লয়াঃ**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়; **সততম্**—সর্বদা; **প্রজাসু**—সৃষ্টির জীবগণের মধ্যে।

অনুবাদ

প্রথমে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জড়া প্রকৃতির রজোগুণের মাধ্যমে ব্রহ্মারূপে আদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান প্রকাশিত হন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালনের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান তাঁর যজ্ঞদেবতারূপে শ্রীবিষ্ণু হয়ে দ্বিজ ব্রাহ্মণবর্গের ত্রাতা এবং তাঁদের ধর্মকর্মের পোষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আর যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ প্রয়োজন, তখন সেই একই পরমেশ্বর ভগবান তমোগুণের প্রয়োগের মাধ্যমে রুদ্ররূপে অভিব্যক্ত হন। সৃষ্টি মধ্যে সকল জীবগণই সর্বদা এইভাবে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের শক্তিরাজির অধীনস্থ থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবানকে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্তা আদিপুরুষ, তথা *আদিকর্তা* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে, *আদিকর্তা* অর্থাৎ "প্রথম কর্মকর্তা" বলতে পরবর্তী সৃষ্টিকর্তাগণ, পালকগণ এবং প্রলয়কারীগণ সকলকেই বোঝায়। নতুবা 'আদি' অর্থাৎ "সর্বপ্রথম" শব্দটির কোনও অর্থ হত না, অতএব এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করছে যে, পরমতত্ত্ব আপন *গুণাবতার* অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাবলীর আধারের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়লীলা সাধন করেই চলেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই শ্লোকে রজোগুণের মাধ্যমে সৃষ্টি এবং তমোগুণের মাধ্যমে প্রলয়ের বিষয় উল্লেখ করা হলেও সত্ত্বগুণের মাধ্যমে বিষ্ণুকর্তৃক পালনের কথা তাতে উল্লেখ করা হয়নি। তার কারণ শ্রীবিষ্ণু *বিশুদ্ধসত্ত্ব*, অর্থাৎ তিনি অনন্ত দিব্য সত্ত্বগুণের স্তরে বিরাজমান থাকেন। যদিও শিব এবং ব্রহ্মা প্রকৃতির গুণাবলীর অধ্যক্ষ রূপে তাঁদের জন্য নির্ধারিত কর্তব্যকর্মের মাধ্যমে কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকেন, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু যেহেতু *বিশুদ্ধসত্ত্ব* তাই তিনি জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণেরও কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন। বেদশাস্ত্রে বলা হয়েছে—*ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে*—পরমেশ্বর ভগবানের কোনও প্রকার করণীয় কাজ থাকে না। সেক্ষেত্রে শিব এবং ব্রহ্মা শ্রীভগবানের দাস রূপে গণ্য হলেও, শ্রীবিষ্ণু সম্পূর্ণ দিব্য মর্যাদাসম্পন্ন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত অনুযায়ী, এই শ্লোকের মধ্যে *ক্রতুপতিঃ* তথা যজ্ঞের অধিপতিরূপে বর্ণিত শ্রীবিষ্ণু পূর্ববর্তী যুগে প্রজাপতি রুচির পুত্র সুযজ্ঞ অবতার রূপে আবির্ভূত হন বলে জানা যায়। ব্রহ্মা এবং শিব নিষ্ঠা সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়ে থাকলেও, শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই এই শ্লোকে উল্লিখিত (*দ্বিজধর্ম সেতুঃ*) ভাবানুসারে ব্রাহ্মণগণ এবং ধর্মনীতিসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাঁর ক্রিয়াকলাপ বস্তুত কর্তব্যকর্ম নয়, সেগুলি তাঁর *লীলা*। সুতরাং *গুণাবতার* হওয়া ছাড়াও, শ্রীবিষ্ণু যে *লীলাবতার*, তা শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত। *মহাভারতের* শান্তি পর্বে বর্ণনা রয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে শ্রীব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরে শ্রীব্রহ্মার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি থেকে শিবের জন্ম হয়। তবে শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং প্রকাশিত পরমেশ্বর শ্রীভগবান যিনি তাঁর আপন অন্তরঙ্গা শক্তিবলে জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন, যে বিষয়ে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৮/১৫) বলা হয়েছে—

তচ্ছ্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্বগুণাবভাসম্‌ ।

উপসংহারে বলা যায়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু পরম নিয়ন্তা, যাঁর স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, যিনি অনাদি অথচ সর্বসৃষ্টির আদি, যিনি শ্রীগোবিন্দ নামে সুবিদিত, এবং *ব্রহ্মসংহিতার* বর্ণনা অনুসারে, তিনি সর্বকারণের কারণ স্বরূপ। তা সত্ত্বেও, সেই একই নিত্যশাশ্বত শ্রীভগবান আপনাকে ব্রহ্মা ও শিব রূপে প্রকাশ করেন, কারণ আদি নিয়ন্তা রূপে ব্রহ্মা ও শিব প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানেরই শক্তিমত্তা ও পরম শ্রেষ্ঠত্ব অভিব্যক্ত করেন, যদিও তাঁরা নিজেরা পরমেশ্বর নন।

শ্লোক ৬

ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং
নারায়ণো নর ঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ ।
নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম
যোঽদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬ ॥

ধর্মস্য—ধর্মরাজের (পত্নী); **দক্ষ-দুহিতরি**—দক্ষ কন্যার দ্বারা; **অজনিষ্ট**—জন্মেছিলেন; **মূর্ত্যাম্‌**—মূর্তির দ্বারা; **নারায়ণঃ নরঃ**—নরনারায়ণ; **ঋষি-প্রবরঃ**—ঋষিশ্রেষ্ঠ; **প্রশান্তঃ**—প্রশান্ত; **নৈষ্কর্ম্য-লক্ষণম্‌**—সকল জাগতিক কর্মে বিরত হয়ে; **উবাচ**—তিনি বললেন; **চচার**—এবং সম্পন্ন করলেন; **কর্ম**—কর্তব্যকর্মাদি; **যঃ**—যিনি; **অদ্য অপি**—আজ অবধি; **চ**—এবং; **আস্তে**—জীবিত; **ঋষিবর্য**—মহর্ষিগণের দ্বারা; **নিষেবিত**—সেবিত হয়ে; **অঙ্ঘ্রিঃ**—তাঁর শ্রীচরণ।

অনুবাদ

ধর্মরাজ ও তাঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা মূর্তির পুত্র রূপে অতি প্রশান্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীনরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঋষি নরনারায়ণ সকল জাগতিক কর্মে বিরত হয়ে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করেন এবং তিনি স্বয়ং এই জ্ঞানের যথার্থ অনুশীলন সম্পন্ন করেন। তিনি আজও জীবিত রয়েছেন এবং মহর্ষিগণ তাঁর শ্রীচরণকমলের সেবা করে থাকেন।

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, নরনারায়ণ ঋষি তাঁর দিব্যজ্ঞানগর্ভবাণী শ্রীনারদ মুনির মতো মহর্ষিদেরও শুনিয়েছিলেন। এই সকল শিক্ষার ফলে শ্রীনারদমুনি নৈষ্কর্ম্য তথা জড়জাগতিক কাজকর্ম বলতে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৩/৮) *তন্ত্রং শাশ্বতম্‌ আচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং*

কর্মণাং যতঃ শ্লোকাদি মাধ্যমে যেভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবের আত্মস্বরূপ তথা নিত্য শাশ্বতরূপই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলন। তবে আমাদের নিত্য শাশ্বতরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা, ঠিক আমাদের জীবনের সম্পর্কে আমাদের স্বাভাবিক ধারণার মতোই স্বপ্নে আবৃত থাকে। স্বয়ং শ্রীনারদ মুনি যেভাবে বলেছেন, সেই অনুসারে, *নৈষ্কর্ম্যং* তথা জড়জাগতিক কাজকর্মে বিরত থাকা একমাত্র শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে থাকে—*নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানম্ অলং নিরঞ্জনম্* (*ভাগবত* ১/৫/১২)। শ্রীনারদ মুনি কথিত এই শ্লোকটির তাৎপর্য প্রদান প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর বক্তব্যের সারাংশে জানিয়েছেন কিভাবে সাধারণ কাজকর্মগুলি নৈষ্কর্ম্য তথা দিব্য কাজকর্মে রূপান্তরিত করা যায়। "অধিকাংশ মানুষই সাধারণ যে সমস্ত ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে, সেগুলি সর্বদাই প্রথমে কিংবা শেষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে। এগুলিকে যথার্থ ফলবতী করতে হলে একমাত্র উপায় হল, সেগুলিকে ভগবৎ-ভক্তির অধীন করা চাই। *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ঐ ধরনের ফলাশ্রয়ী সকাম কর্মগুলির সকল ফলাফল ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যেতে পারে, নতুবা তা থেকে জাগতিক বন্ধন সৃষ্টির সম্ভাবনা জাগে। সকল প্রকার ফলাশ্রয়ী সকাম কর্মেরই যথার্থ ভোক্তা পরমেশ্বর শ্রীভগবান, এবং তাই এই সব কাজকর্ম যখন জীবগণের ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বার্থে নিয়োজিত হয়, তখন মহা বিপত্তির সৃষ্টি হতে থাকে।" *মৎস্যপুরাণ* (৩/১০) অনুসারে, ঋষি নরনারায়ণের পিতা ধর্মরাজ পূর্বে ব্রহ্মার দক্ষিণ বক্ষ থেকে জন্মলাভ করেন এবং পরে প্রজাপতি দক্ষের কন্যাদের মধ্যে তেরজনকে বিবাহ করেছিলেন। ঋষি নরনারায়ণ স্বয়ং মূর্তিদেবীর গর্ভের মাধ্যমে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৭

ইন্দ্রো বিশঙ্কয় মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি
কামং ন্যযুঙ্ক্তঃ সগণং স বদর্যুপাখ্যম্‌ ।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ
স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রঃ—শ্রীইন্দ্রদেব; **বিশঙ্কয়**—আশঙ্কিত হয়ে; **মম**—আমার; **ধাম**—রাজ্য; **জিঘৃক্ষতী**—তিনি গ্রাস করতে চান; **ইতি**—এইভাবে চিন্তা করে; **কামম্‌**—মদন; **ন্যযুঙ্ক্তঃ**—তিনি নিয়োজিত হন; **স-গণম্‌**—তাঁর পারিষদসহ; **সঃ**—তিনি (মদন);

বদরী-উপাখ্যম্—বদরীকা নামে আশ্রমের দিকে; **গত্বা**—গমনে; **অপ্সরঃ-গণ**—স্বর্গীয় বারনারীগণকে নিয়ে; **বসন্ত**—বসন্তকালে; **সুমন্দবাতৈঃ**—এবং মৃদুমন্দ সমীরণে; **স্ত্রীপ্রেক্ষণ**—নারী কটাক্ষ সহকারে; **ইষুভিঃ**—তাঁর বাণগুলি সহ; **অভিধ্যৎ**—ভেদ করতে চাইলেন; **তৎ-মহি-জ্ঞঃ**—তাঁর মহিমা না জেনে।

অনুবাদ

শ্রীনরনারায়ণ ঋষি তাঁর কঠোর তপস্যার দ্বারা অতিশয় শক্তিমান হয়ে উঠে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নেবেন, এই আশঙ্কায় দেবরাজ আতঙ্কিত হন। তাই ইন্দ্র ভগবানের অবতারের দিব্য মহিমা না জেনে মদন ও তাঁর পারিষদগণকে বদরীকাশ্রমে ঋষির বাসভবনে পাঠিয়ে দেন। যেহেতু বসন্তকালের মৃদুমন্দ সমীরণে অতি মনোরম পরিবেশ রচিত হয়েছিল, তাই তখন মদনদেব স্বয়ং সেই মহর্ষিকে সুন্দরী নারীদের অপ্রতিরোধ্য কটাক্ষ স্বরূপ তাঁর বাণগুলি দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী নয়টি শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম বৈরাগ্যের ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হয়েছে। *অতন্মহিজ্ঞঃ* শব্দটি অর্থাৎ "শ্রীভগবানের মহিমা উপলব্ধি না করে"—এর দ্বারা বোঝায় যে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই মহর্ষিকে জড়জাগতিক সাধারণ মৈথুনাসক্ত জীবনধারার মানুষ মনে করে, তাঁকে নিজের সমপর্যায়ের বলে ধারণা করেছিলেন। তাই শ্রীনরনারায়ণ ঋষির পতনের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের ছলনা কার্যকরী হতে পারেনি, তবে তাতে ইন্দ্রের নিজেরই অদূরদর্শিতা প্রত্যক্ষ করা যায়। যেহেতু ইন্দ্র তাঁর স্বর্গরাজ্যে আসক্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান স্বর্গরাজ্যের মতো তুচ্ছ কল্পনাশ্রিত রাজ্যটিকে অধিকারের জন্যই তপস্যা করছিলেন।

শ্লোক ৮

বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ ।
প্রাহ প্রহস্য গতবিস্ময় এজমানান্ ।
মা ভৈর্বিভো মদন মারুত দেববধ্বো
গৃহ্ণীত নো বলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বম্ ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞায়—যথাযথভাবে উপলব্ধির পরে; **শক্র**—ইন্দ্রের দ্বারা; **কৃতম্**—সম্পন্ন হলে; **অক্রমম্**—অপরাধ; **আদিদেবঃ**—আদি পরমেশ্বর ভগবান; **প্রাহ**—তিনি বললেন;

প্রহস্য—সহাস্যে; **গতবিস্ময়ঃ**—অহঙ্কারশূন্য ভাবে; **এজমানান্**—যারা কম্পমান; **মা ভৈঃ**—ভয় পেয়ো না; **বিভো**—হে শক্তিমান; **মদন**—মদনদেব; **মারুত**—হে পবনদেব; **দেববধ্বঃ**—হে দেবনারীগণ; **গৃহ্ণীত**—কৃপা করে গ্রহণ করুন; **নঃ**—আমাদের; **বলিম্**—এই সকল উপহারসম্ভার; **অশূন্যম্**—রিক্ত নয়; **ইমম্**—এই (আশ্রম); **কুরুধ্বম্**—কৃপা করে করুন।

অনুবাদ

আদি পরমেশ্বর ভগবান তখন ইন্দ্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধ উপলব্ধি করলেও বিস্মিত হলেন না। বরং তিনি সহাস্যে মদনদেব ও তাঁর কম্পমান ভয়ভীত অনুচরদের বলেছিলেন, "হে শক্তিমান মদনদেব, হে পবনদেব এবং দেবপত্নীগণ, ভীত হবেন না। বরং আমাদের এই সকল উপহারসামগ্রী কৃপা করে গ্রহণ করুন এবং আপনাদের আবির্ভাবে আমার আশ্রম পবিত্র করুন।"

তাৎপর্য

গতবিস্ময়ঃ অর্থাৎ 'অহঙ্কারশূন্য ভাবে' শব্দটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কঠোর তপস্যার ফলে কেউ অহঙ্কারী হয়ে উঠলে, সেই তপস্যাকে জড়জাগতিক প্রতিপন্ন করা হয়ে থাকে। মনে করা অনুচিত, "আমি মহান্ তপস্বী।" শ্রীনরনারায়ণ অচিরেই ইন্দ্রের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তাই তিনি সমগ্র ঘটনায় পুলকবোধ করেন। মদনদেব এবং দেবনারীগণ তাঁদের মহা অপরাধ হয়েছে বুঝতে পেরে, প্রবল অভিশাপের ভয়ে তাঁরা শ্রীনরনারায়ণের সামনে কম্পমান হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান অতি মনোরমভাবে ঋষিসুলভ আচরণ প্রদর্শন করে, তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, *মাভৈঃ*—"এই বিষয়ে ভয় পাবেন না"—এবং বাস্তবিকই তাঁদের জন্য উপাদেয় প্রসাদ এবং পূজার সামগ্রী নিবেদন করেন। তিনি বলেন, "দেবতা এবং সম্মানিত ব্যক্তি রূপে আপনাদের যদি অতিথিরূপে সেবার সুযোগ আমাকে না দেন, তা হলে আমার এই আশ্রমের কী প্রয়োজন? আপনাদের মতো সম্মানিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ না পেলে আমার আশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

এইভাবেই, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনা সংঘ পৃথিবীর সমস্ত প্রধান শহরগুলিতে মনোরম কেন্দ্র স্থাপনা করছে। এই সকল কেন্দ্রের কোনও কোনও স্থানে, যেমন লস অ্যাঞ্জেলেস, মুম্বাই, লণ্ডন, প্যারিস এবং মেলবোর্নে এই সংঘ অতি বিশালাকার প্রচার কেন্দ্র তথা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু যে সব বৈষ্ণবেরা এই সমস্ত সুদৃশ্য ভবনগুলিতে থাকেন, তাঁরা মনে করেন যে, অতিথিরা কৃষ্ণকথা শুনতে এবং তাঁর পবিত্র নামকীর্তনের উদ্দেশ্যে এই সকল ভবনে যদি না আসেন, তা হলে

সেইগুলির উদ্দেশ্য ব্যর্থ। এইভাবেই, মনোরম আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের ইন্দ্রিয় উপভোগের ব্যবস্থা না করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলন করা এবং অন্য সকলকেও কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

শ্লোক ৯

ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ
সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ ।
নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং
স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে ॥ ৯ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **ব্রুবতি**—যখন তিনি বললেন; **অভয়দে**—অভয়প্রদানকারী; **নর-দেব**—হে রাজা (নিমি); **দেবাঃ**—দেবগণ (মদন ও সহচরবৃন্দ); **স-ব্রীড়**—সলজ্জে; **নম্র**—বিনম্র হয়ে; **শিরসঃ**—তাঁদের মাথা; **স-ঘৃণম্**—কৃপা প্রার্থনা সহকারে; **তম্**—তাঁকে; **উচুঃ**—তাঁরা বললেন; **ন**—না; **এতৎ**—এই; **বিভো**—হে পরম বিভু; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **পরে**—পরম; **অবিকৃতে**—অবিকৃতভাবে; **বিচিত্রম্**—বিস্ময়কর যা কিছু; **স্ব-আরাম**—যাঁরা স্বতঃ সন্তুষ্ট আত্মতৃপ্ত; **ধীর**—এবং যাঁরা ধীরচিত্ত; **নিকর**—অগণিত; **আনত**—প্রণত; **পাদপদ্মে**—যাঁর পাদপদ্মে।

অনুবাদ

হে প্রিয় নিমিরাজ, যখন ঋষিপ্রবর শ্রীনরনারায়ণ এইভাবে বললেন, যাতে দেবতাদের ভয় দূর হয়ে যায়, তখন তাঁরা লজ্জায় মাথা নিচু করে শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করে তাঁকে বললেন—"হে ভগবান, আপনি মায়ার অতীত দিব্য শাশ্বত সত্তা, তাই আপনি নিত্য অবিকৃত থাকেন। আমাদের অপরাধ সত্ত্বেও আপনি আমাদের যেভাবে অহৈতুকী করুণা প্রদর্শন করলেন, তা আপনার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়, যেহেতু অগণিত মহর্ষিগণ আত্মতৃপ্ত ধীরচিত্ত হয়ে আপনার পাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

দেবতারা বললেন, "হে ভগবান, সাধারণ জীবগণ তথা দেবতাগণ এবং সাধারণ মানুষ যদিও জড়জাগতিক অহঙ্কার ও ক্রোধের বশবর্তী সর্বদাই হয়ে থাকে, কিন্তু আপনি অপ্রাকৃত দিব্য পুরুষ। তাই আপনার মহিমা অনিত্য দেবতারা উপলব্ধি করতে পারে না, তা বিস্ময়কর নয়।"

শ্লোক ১০

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে ।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্ধ্নি ॥ ১০ ॥

ত্বাম্—আপনি; **সেবতাম্**—সেবকদের জন্য; **সুরকৃতাঃ**—দেবতাদের সৃষ্ট; **বহবঃ**—বহু; **অন্তরায়াঃ**—অন্তরায়; **স্ব-ওকঃ**—তাঁদের নিজ ধাম (দেবতাদের গ্রহমণ্ডলী); **বিলঙ্ঘ্য**—লঙ্ঘন করে; **পরমম্**—পরম; **ব্রজতাম্**—যারা যায়; **পদম্**—গ্রহে; **তে**—আপনার; **ন**—তেমন নেই; **অন্যস্য**—অন্যের জন্য; **বর্হিষি**—যজ্ঞাদিতে; **বলীন্**—নৈবেদ্য; **দদতঃ**—দাতার জন্য; **স্বভাগান্**—তাদের নিজ ভাগ (দেবতাদের); **ধত্তে**—(ভক্ত) নিবেদন করে; **পদম্**—তাঁর চরণে; **ত্বম্**—আপনি; **অবিতা**—ত্রাতা; **যদি**—কারণ; **বিঘ্ন**—বিঘ্ন; **মূর্ধ্নি**—মস্তকে।

অনুবাদ

দেবতাদের অনিত্য ধাম অতিক্রম করে আপনার পরমধামে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাঁরা আপনার আরাধনা করেন, দেবতাগণ তাঁদের পথে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকেন। যাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠানাদির মাধ্যমে দেবতাদের জন্য নির্ধারিত অর্ঘ্য নিবেদন করে থাকেন, তাঁরা কোনও প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন না। কিন্তু যেহেতু আপনার ভক্তবৃন্দকে আপনি সাক্ষাৎ প্রতিরক্ষা করে থাকেন, তাই দেবতাগণ যে কোনও প্রকার বাধাবিঘ্নই ভক্তের সামনে সৃষ্টি করেন, তা সবই সে লঙ্ঘন করে যেতে পারে।

তাৎপর্য

কামদেব প্রমুখ দেবতাগণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনরনারায়ণের শ্রীচরণপদ্মে অপরাধ স্বীকার করার পরে, এখানে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের তুলনায় দেবতাদের নগণ্য মর্যাদা উল্লেখ করেছেন। রাজা কিংবা জমিদারের জন্য কৃষককে যেমন তার কৃষিকার্যের কিছু লভ্যাংশ দিতেই হয়, সব মানুষকেও তেমনি তাদের জড়জাগতিক সম্পদের কিছু অংশ অবশ্যই দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাহুতি দিতে হয়। অবশ্য *ভগবদ্গীতায়* শ্রীভগবান বুঝিয়েছেন যে, দেবতাগণও তাঁর সেবক এবং একমাত্র তিনিই ঐসকল দেবতাদের মাধ্যমে যা কিছু বর প্রদান করে থাকেন। *ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্*—যদিও দেবতাদের আরাধনা করবার কোনও প্রয়োজনই ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ অনুভব করেন না, তা সত্ত্বেও দেবতারা তাঁদের জড়জাগতিক উচ্চ মর্যাদায় গর্বোস্ফীত হয়ে

থাকার ফলে, অনেক সময়ে একমাত্র শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবদের ঐকান্তিক ভক্তি নিবেদন উষ্মা বোধ করে থাকেন বলে অনুমিত হয় এবং তার ফলে এই শ্লোকে বর্ণিত উপায়ে বৈষ্ণবদের পতনের অপচেষ্টা করে থাকেন (*সুরকৃতা বহবোহন্তরায়াঃ*)। তবে এখানে দেবতাগণ স্বীকার করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ভক্তদের রক্ষা করে থাকেন। এইভাবেই, বাধাবিপত্তিরূপে প্রতীয়মান সকল ঘটনাই শুদ্ধভক্তের নিরন্তর ভগবদ্ভক্তি বিকাশের পক্ষে অনুকূল বিষয় হয়েই থাকে।

দেবতাগণ এখানে উল্লেখ করছেন, "হে প্রিয় ভগবান, আমরা মনে করেছিলাম যে, আমাদের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত কৌশলের মাধ্যমে আপনার শুদ্ধ চেতনার বিঘ্ন ঘটাতে পারব। কিন্তু আপনার কৃপায় আপনার ভক্তেরা তো আমাদের বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না, তাই আপনি কেমন করে আমাদের নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত কাজে আমল দেবেন?" এখানে 'যদি' শব্দটির দ্বারা নিশ্চিতভাবে বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সদাসর্বদাই তাঁর প্রতি আত্মনিবেদিত ভক্তকে রক্ষা করে থাকেন। যদিও শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা ভগবৎ মহিমা প্রচারের কাজে বহু বাধাবিঘ্ন ঘটে থাকতে পারে, তবুও সেই বাধাবিপত্তিগুলি ভক্তের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর করেই তোলে। তাই, শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, দেবতারা অবিরাম যে সকল বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকেন, সেগুলিই ভগবদ্ধামে সুনিশ্চিতভাবে ভগবদ্ভক্তের পৌঁছানোর পথে এক প্রকার সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেই থাকে। একই ধরনের একটি শ্লোক *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩৩) রয়েছে—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো ॥

"হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীমাধব লক্ষ্মীপতি, আপনার প্রেমাসক্ত ভক্ত যদিও কখনও ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুত হন, তবুও তাঁরা অভক্তদের মতো অধঃপতিত হন না, কারণ তখনও আপনি তাঁদের রক্ষা করে থাকেন। তাই তাঁরা নির্ভয়ে তাঁদের বিরুদ্ধবাদী মানুষদের মাথার উপর দিয়েই বিচরণ করতে করতে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পথে উন্নতি করতেই থাকেন।"

শ্লোক ১১

ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্বশৈশ্না-
নস্মানপারজলধীনতিতীর্য কেচিৎ ।

ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে
গোর্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি ॥ ১১ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধা; **তৃট্**—তৃষ্ণা; **ত্রিকালগুণ**—সময়ের তিনটি পর্যায়ের অভিপ্রকাশ (যথা, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি); **মারুত**—বায়ু; **জৈহ্ব**—জিহ্বার সুখাস্বাদন; **শৈশ্নান্**—এবং যৌনাঙ্গগুলির; **অস্মান্**—আমাদের নিজেদের (এইসকল প্রকারে); **অপার**—অনন্ত; **জলধীন্**—জলধিসমূহ; **অতিতীর্য**—অতিক্রম করে; **কেচিৎ**—কিছু মানুষ; **ক্রোধস্য**—ক্রোধবশত; **যান্তি**—তারা আসে; **বিফলস্য**—যা বিফল হয়; **বশম্**—বশীভূত হয়ে; **পদে**—পদাঙ্কের মধ্যে; **গোঃ**—গাভীর **মজ্জন্তি**—তারা নিমজ্জিত হয়; **দুশ্চর**—দুঃসাধ্য; **তপঃ**—তাদের সাধনা; **চ**—এবং **বৃথাঃ**—কোনও সদুদ্দেশ্য সাধিত হওয়া ছাড়াই; **উৎসৃজন্তি**—তারা পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

অনন্ত সমুদ্রের সীমাহীন তরঙ্গের মতো ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম এবং অন্যান্য পরিস্থিতি যা নানা সময়ে কামনা, বাসনা, জিহ্বা ও যৌনাঙ্গের আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তা সবই অতিক্রম করার জন্য কিছু মানুষ কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন করে থাকে। তা সত্ত্বেও, কঠোর সাধনার মাধ্যমে এইভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগের সমুদ্র অতিক্রম করলেও, নির্বোধের মতো ঐ মানুষেরা অযথা ক্রোধের বশীভূত হয়ে সামান্য গোষ্পদের মতো দৈবদুর্বিপাকে নিমজ্জমান হয়। এইভাবে তাদের কঠোর সাধনার সুফল তারা বৃথা অপচয় করে থাকে।

তাৎপর্য

যারা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবা অনুশীলনের ব্রত স্বীকার করে না, তাদের দুটি শ্রেণীতে বিবেচনা করা যেতে পারে। যারা ইন্দ্রিয় উপভোগে নিয়োজিত থাকে, তারা অনায়াসেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৈথুনাকাঙ্ক্ষা, অতীতের অনুশোচনা আর ভবিষ্যতের অলীক আশা-আকাঙ্ক্ষার মতো অভ্যাসের ফলে দেবতাদের দ্বারা নানাপ্রকার অস্ত্রাদির মাধ্যমে অচিরেই বিজিত হয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়-মাধ্যমাদি সৃষ্টি-সরবরাহের একান্ত উৎস-অধিকারীরূপে দেবতাগণ অনায়াসেই জড়জাগতিক পরিবেশের মাঝে উন্মত্ত ঐপ্রকার জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মুর্খদের বশীভূত করে রাখে। তবে শ্রীধর স্বামীর অভিমতে, পরমেশ্বর শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ না করে যে সমস্ত মানুষ দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে অব্যাহতি পেতে চায় এবং জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদি উপভোগে তাদের প্রচেষ্টা করতেই থাকে, তারা ইন্দ্রিয় উপভোগী মানুষদের চেয়েও নির্বোধ। শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিসেবা অনুশীলনের অভ্যাস বর্জন

করে শুধুমাত্র কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাধ্যমে যারা ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সমুদ্র অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে, তারাও শেষপর্যন্ত ক্রোধের গোষ্পদে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র জড়জাগতিক কৃচ্ছ্রতা সাধন যারা অনুশীলন করে, তারা তাদের অন্তর শুদ্ধ করতে পারে না। জাগতিক প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে যে মানুষ শুধুমাত্র তার ইন্দ্রিয়াদি দমন করে, তার অন্তরে তখনও জাগতিক বাসনা পূর্ণভাবে সুপ্ত হয়ে থাকে। এরই বাস্তব পরিণতি হয় রাগ বা ক্রোধ। আমরা কৃত্রিমভাবে কৃচ্ছ্রতা সাধনকারী মানুষদের দেখেছি, যারা ইন্দ্রিয় সম্ভোগ বর্জন করার মাধ্যমে অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় অমনোযোগী হয়ে ঐ ধরনের মানুষেরা পরম মুক্তি লাভ করতে পারে না, কিংবা জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ করতেও পারে না; বরং, তারা অনায়াসেই ক্রোধপ্রবণ হয়ে ওঠে, এবং অন্য সকলকে নিন্দামন্দ করার মাধ্যমে কিংবা অনর্থক গর্ব অনুভবের মাধ্যমে তারা তাদের কষ্টকর কৃচ্ছ্রতা সাধনের পুণ্যফল সবই বৃথা ক্ষয় করতে থাকে। বোঝা উচিত যে, কোনও যোগী যখন অভিশাপ দিতে থাকে, তখন তার সঞ্চিত সমস্ত যোগশক্তি ক্ষয় হতে থাকে। এইভাবে, ক্রোধের ফলে কোনওভাবেই মুক্তি কিংবা জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ কিছুই লাভ হয় না, বরং জড়জাগতিক কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং প্রায়শ্চিত্তের সবরকম সুফলই ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঐ ধরনের ক্রোধ নিতান্তই নিষ্ফল বলেই তাকে গোষ্পদের সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ গর্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এইভাবেই ইন্দ্রিয় সম্ভোগের মতো সাগর পার হয়ে এসেও মহান যোগীরা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবায় অন্যমনা থাকেন বলেই তাঁরা ক্রোধের গোষ্পদে নিমজ্জিত হন। যদিও দেবতারা স্বীকার করেন যে, ভগবদ্ভক্তেরা বাস্তবিকই জড়জাগতিক জীবনের সকল দুঃখকষ্ট জয় করে থাকেন, তবু এখানে বোঝা যায় যে, যোগী নামে পরিচিত ঐ ধরনের মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবা অনুশীলনে উৎসাহী হন না বলেই একই ধরনের ফল তাঁরা লাভ করেন না।

শ্লোক ১২

ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ ।
দর্শয়ামাস শুশ্রূষাং স্বর্চিতাঃ কুর্বতীর্বিভুঃ ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রগৃণতাম্**—স্তুতিবাদে নিয়োজিত; **তেষাম্**—তাঁদের সামনেই; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **অতি-অদ্ভুত**—অতি আশ্চর্য; **দর্শনাঃ**—দর্শনীয়; **দর্শয়াম্ আস**—তিনি প্রদর্শন করলেন; **শুশ্রূষাম্**—সশ্রদ্ধ সেবা; **সু-অর্চিতাঃ**—সুসজ্জিতভাবে; **কুর্বতীঃ**—অনুষ্ঠান সহকারে; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

এইভাবে যখন দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানের স্তুতিবাদে নিয়োজিত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান তাঁদের চোখের সামনে বহু নারীর সৃষ্টি প্রকাশ করলেন, যাঁরা সুসজ্জিত, সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ও অলঙ্কারে শোভিত হয়ে, সকলে শ্রীভগবানের সেবায় পরম বিশ্বস্তভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীনরনারায়ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেবতাগণের মিথ্যা মর্যাদাবোধের অভিমান থেকে মুক্ত করেছিলেন। যদিও দেবতারা তাঁদের নিজ নিজ রূপ এবং নারীসঙ্গের সৌন্দর্যের ফলে গর্ববোধ করছিলেন, তা সত্ত্বেও শ্রীভগবান দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইতিপূর্বেই তিনি অগণিত অপরূপা নারীদের দ্বারা যথাযথভাবে সেবিত হয়েছেন, যে সব নারীরা প্রত্যেকেই দেবতাদের কল্পিত যে কোনও নারীসঙ্গিনীদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সুন্দরী। শ্রীভগবান তাঁর নিজ মায়াশক্তির মাধ্যমে ঐ ধরনের অতুলনীয় চিত্তাকর্ষক নারীদের অভিপ্রকাশ করলেন।

শ্লোক ১৩

তে দেবানুচরা দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ ।
গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্যহতশ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

তে—তাঁরা; দেব-অনুচরাঃ—দেবতাদের অনুচরবৃন্দ; দৃষ্ট্বা—দেখে; স্ত্রিয়ঃ—সেই স্ত্রীলোকদের; শ্রীঃ—শ্রীলক্ষ্মীদেবী; ইব—যেন; রূপিণীঃ—রূপে; গন্ধেন—সুগন্ধের দ্বারা; মুমুহুঃ—তাঁরা বিভ্রান্ত হলেন; তাসাম্—নারীদের; রূপ—সৌন্দর্য; ঔদার্য—প্রাচুর্যে; হত—বিনষ্ট; শ্রিয়ঃ—তাদের সম্পদ।

অনুবাদ

দেবতার অনুচরবৃন্দ যখন শ্রীনরনারায়ণ ঋষির সৃষ্ট নারীদের অপরূপ সৌন্দর্যে এবং তাদের শরীরের সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হলেন, তখন তাঁদের মন বিচলিত হয়ে উঠল। অবশ্যই, ঐ সকল রূপসী নারীদের দর্শন করে দেবতাদের অনুচরবৃন্দ তাঁদের রূপের মহিমায় একেবারেই হতসৌন্দর্য হয়ে পড়লেন।

শ্লোক ১৪

তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান্ প্রহসন্নিব ।
আসামেকতমাং বৃঙ্ধ্বং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাম্ ॥ ১৪ ॥

তান্—তাঁদের প্রতি; **আহ**—বললেন; **দেব-দেব-ঈশঃ**—সকল দেবগণের পরমেশ্বর; **প্রণতান্**—তাঁর প্রতি যাঁরা প্রণত হয়েছিলেন; **প্রহসন্ ইব**—সহাস্যে; **আসাম্**—এই নারীদের; **একতমাম্**—এক; **বৃঙ্‌ধ্বম্**—অনুগ্রহ করে নির্বাচন করুন; **স-বর্ণাম্**—উপযুক্ত; **স্বর্গ**—স্বর্গ; **ভূষণাম্**—অলঙ্কার

অনুবাদ

তখন সকল দেবতাবর্গের পরমেশ্বর শ্রীভগবান ঈষৎ হাসলেন এবং তাঁর সামনে প্রণত স্বর্গের প্রতিনিধিদের বললেন, আপনাদের মনোমত একজন নারীকে আপনারা এই সকল নারীদের মধ্যে থেকে অনুগ্রহ করে নির্বাচন করে নিন। তিনি স্বর্গরাজ্যের ভূষণ হয়ে থাকবেন।

তাৎপর্য

দেবতাদের পরাজিত হতে দেখে শ্রীনরনারায়ণ ঋষি মৃদু হাসছিলেন। অবশ্য, যথেষ্ট গাম্ভীর্য সহকারে, তিনি হাস্য সংবরণ করেছিলেন। যদিও দেবতারা হয়ত চিন্তা করে থাকতে পারেন, "এই সকল নারীদের তুলনায় আমরা তো নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর নির্বোধ মাত্র," তাই শ্রীভগবান তাঁদের উৎসাহ দিয়ে তাঁদের নিজেদের স্বভাব-চরিত্রের উপযোগী বিবেচনা করে যে কোনও একজন নারীকে পছন্দমতো বেছে নিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। ঐভাবে মনোনীত সুন্দরী নারী স্বর্গের ভূষণ হয়ে থাকবেন।

শ্লোক ১৫

ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ ।
উর্বশীমপ্সরঃশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ ॥ ১৫ ॥

ওম্ ইতি—সম্মতি জ্ঞাপনার্থে ওঁ উচ্চারণ; **আদেশম্**—তাঁর আদেশ; **আদায়**—গ্রহণ করে; **নত্বা**—প্রণতি জানিয়ে; **তম্**—তাঁকে; **সুর**—দেবতাদের; **বন্দিনঃ**—সেই সেবকগণ; **উর্বশীম্**—উর্বশী; **অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠাম্**—অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **পুরঃ-কৃত্য**—(শ্রদ্ধা সহকারে) সামনে রেখে; **দিবম্**—স্বর্গে; **যযুঃ**—তাঁরা ফিরে গেলেন।

অনুবাদ

পুণ্য শব্দ ওঁ উচ্চারণ করে. দেবতাদরে অনুচরবৃন্দ অপ্সরাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উর্বশীকে মনোনীত করলেন। শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে তাঁদের সামনে রেখে, তাঁরা স্বর্গধামে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ১৬

ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্ ।
ঊচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রায়—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **আনম্য**—প্রণত হয়ে; **সদসি**—তাঁর সভায়; **শৃণ্বতাম্**—যখন তাঁরা শুনছিলেন; **ত্রিদিব**—ত্রিভুবন; **ওকসাম্**—যাদের বসবাসগৃহ; **ঊচুঃ**—তাঁরা বললেন; **নারায়ণ-বলম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণের শক্তি; **শক্রঃ**—ইন্দ্র; **তত্র**—তাতে; **আস**—হলেন; **বিস্মিতঃ**—আশ্চর্য।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবতাদের অনুচরবৃন্দ পৌঁছলেন, এবং তখন, সেখানে সমবেত ত্রিভুবনের সকলের সামনে শুনিয়ে, তাঁরা ইন্দ্রকে শ্রীনারায়ণের পরম শক্তির পরিচয় ব্যাখ্যা করে শোনালেন। যখন ইন্দ্র এইভাবে শ্রীনরনারায়ণ ঋষির বিষয়ে অবগত হলেন এবং তাঁর বিরক্তির কথা শুনলেন, তখন তিনি বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ১৭

হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং
দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণঃ
তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে ॥ ১৭ ॥

হংস-স্বরূপী—তাঁর নিত্যরূপ হংসাবতার ধারণ করে; **অবদৎ**—তিনি বললেন; **অচ্যুতঃ**—অক্ষয় নিত্যশাশ্বত পরমেশ্বর ভগবান; **আত্মযোগম্**—আত্ম উপলব্ধি; **দত্তঃ**—দত্তাত্রেয়; **কুমারঃ**—সনকাদি কুমার ভ্রাতাগণ; **ঋষভঃ**—শ্রীঋষভদেব; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **পিতা**—পিতা; **নঃ**—আমাদের; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **শিবায়**—মঙ্গলার্থে; **জগতাম্**—সকল বিশ্বের জন্য; **কলয়া**—তাঁর স্বরূপ অবতারত্বের মাধ্যমে; **অবতীর্ণঃ**—এই জগতে অবতরণ করে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **আহৃতাঃ**—পাতাললোক থেকে প্রত্যাবৃত; **মধুভিদা**—মধুদৈত্যের হননকারীর দ্বারা; **শ্রুতয়ঃ**—বেদশাস্ত্রাদির মূল গ্রন্থাবলী; **হয়-আস্যে**—অশ্বমুখাকৃতি অবতারত্বে।

অনুবাদ

অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই পৃথিবীতে তাঁর বিবিধ অংশাবতার, যথা—শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীদত্তাত্রেয়, চতুষ্কুমার এবং আমাদের নিজ পিতা মহাশক্তিমান

শ্রীঋষভদেব রূপে। এই সকল অবতারসমূহের মাধ্যমে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর শ্রীহয়গ্রীব অবতাররূপে তিনি মধুদানবকে বধ করেন এবং নরকালয় পাতাললোক থেকে বেদগ্রন্থাবলী উদ্ধার করে আনেন।

তাৎপর্য

স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু শ্রীহরি স্বয়ং একদা কুমার নামে এক তরুণ ব্রহ্মচারীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সনৎকুমারকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন।

শ্লোক ১৮

গুপ্তোঽপ্যয়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে
ক্রৌড়ে হতো দিতিজ উদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষমাম্ ।
কৌর্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে
গ্রাহাৎ প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্তম্ ॥ ১৮ ॥

গুপ্তঃ—সুরক্ষিত হয়েছিল; **অপ্যয়ে**—প্রলয়কালে; **মনুঃ**—বৈবস্বত মনু; **ইলা**—পৃথিবী গ্রহ; **ওষধয়ঃ**—ঔষধাদি; **চ**—এবং; **মাৎস্যে**—মৎস্যাবতাররূপে তিনি; **ক্রৌড়ে**—তাঁর বরাহ-অবতার রূপে; **হতঃ**—নিহত হয়; **দিতি-জঃ**—দিতির দানব শিশু হিরণ্যাক্ষ; **উদ্ধরতাঃ**—যিনি উদ্ধার করছিলেন; **অম্ভসঃ**—জলরাশি থেকে; **ক্ষমাম্**—পৃথিবী; **কৌর্মে**—কূর্মরূপে; **ধৃতঃ**—ধারণ করে; **অদ্রিঃ**—পর্বত (মন্দার); **অমৃত-উন্মথনে**—যখন অমৃত মন্থন করা হয়েছিল (দেবতা ও দানবগণ মিলে); **স্বপৃষ্ঠে**—তাঁর নিজের পৃষ্ঠদেশে; **গ্রাহাৎ**—কুমিরের গ্রাস থেকে; **প্রপন্নম্**—আত্মসমর্পণ করে; **ইভ-রাজম্**—হস্তিরাজ; **অমুঞ্চৎ**—তিনি মুক্ত করেন; **আর্তম্**—কষ্ট থেকে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান তাঁর মৎস্য-অবতাররূপে সত্যব্রত মনু, পৃথিবী গ্রহ এবং তাঁর যাবতীয় ঔষধি সামগ্রী রক্ষা করেছিলেন। মহাপ্রলয়ের জলরাশি থেকে তিনি ঐসব রক্ষা করেন। বরাহ অবতাররূপে শ্রীভগবান, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষকে বধ করে প্রলয় সমুদ্র থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেন। আর কূর্ম অবতাররূপে তিনি মন্দার পর্বতটিকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে ধারণ করেছিলেন যাতে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত উত্তোলন করা যায়। হস্তিরাজ গজেন্দ্র যখন কুমিরের গ্রাসে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল, তখন শ্রীভগবান তাকে রক্ষা করেন।

শ্লোক ১৯

সংস্তুন্বতো নিপতিতান্ শ্রমণানৃষীংশ্চ
শক্রং চ বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্ ।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহে পিহিতা অনাথা
জঘ্নেঽসুরেন্দ্রমভয়ায় সতাং নৃসিংহে ॥ ১৯ ॥

সংস্তুন্বতঃ—যাঁরা প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন; **নিপতিতান্**—পতিত হয়ে (গোষ্পদের জলের মধ্যে); **শ্রমণান্**—সাধুগণ; **ঋষীন্**—বালখিল্য ঋষিগণ; **চ**—এবং; **শক্রম্**—ইন্দ্র; **চ**—এবং; **বৃত্র-বধতঃ**—বৃত্রাসুরকে বধ করে; **তমসি**—তমসার মধ্যে; **প্রবিষ্টম্**—আবৃত হয়ে; **দেবস্ত্রিয়ঃ**—দেবপত্নীগণ; **অসুরগৃহে**—অসুরদের প্রাসাদের মধ্যে; **পিহিতাঃ**—বন্দিনী হয়ে; **অনাথাঃ**—অসহায়; **জঘ্নে**—তিনি বধ করেন; **অসুর-ইন্দ্রম্**—অসুররাজ হিরণ্যাক্ষ; **অভয়ায়**—অভয় প্রদানের জন্য; **সতাম্**—ঋষিতুল্য ভক্তগণকে; **নৃসিংহে**—শ্রীনৃসিংহ অবতাররূপে।

অনুবাদ

যখন বালখিল্য নামে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি বামন ঋষিবর্গ গোক্ষুরের গর্তের জলে পড়ে গেলে ইন্দ্র পরিহাস করছিলেন, তখনও শ্রীভগবান তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। তারপরে ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরকে বধ করে পাপের ফলে তমসার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তখনও শ্রীভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। যখন দেবপত্নীগণ নিরাশ্রিতারূপে অসুরদের প্রাসাদে বন্দিনী হয়েছিলেন। শ্রীভগবানই তখন তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। শ্রীনৃসিংহ অবতারের মাধ্যমে শ্রীভগবান দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করে সাধুভক্তবৃন্দকে ভয় থেকে মুক্ত করেন।

শ্লোক ২০

দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে
হত্বান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ ।
ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্ বলেঃ ক্ষমাং
যাচ্ঞাচ্ছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ ॥ ২০ ॥

দেব-অসুরে—দেবতা এবং অসুরদের; **যুধি**—যুদ্ধে, **চ**—এবং; **দৈত্যপতীন্**—দৈত্যদের নেতাদের; **সুর-অর্থে**—দেবতাদের হিতার্থে; **হত্বা**—হত্যা করে; **অন্তরেষু**—প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালে; **ভুবনানি**—সকল ভুবনের; **অদধাৎ**—রক্ষা করে; **কলাভিঃ**—তাঁর বিবিধ আবির্ভাবের মাধ্যমে; **ভূত্বা**—হয়ে; **অথ**—আরও; **বামনঃ**—ক্ষুদ্রাকৃতি

বামনরূপে বালকরূপী অবতারত্ব; **ইমাম্**—এই; **অহরৎ**—নিয়েছিলেন; **বলেঃ**—বলি মহারাজের কাছ থেকে; **ক্ষমাম্**—পৃথিবী; **যাজ্ঞা-ছলেন**—ভিক্ষা প্রার্থনার ছলনায়; **সমদাৎ**—প্রদান করেন; **অদিতেঃ**—অদিতির; **সুতেভ্যঃ**—দেবতাদের পুত্রদের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর শ্রীভগবান অসুরদের নেতাগণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ সর্বদাই গ্রহণ করে থাকেন। এইভাবে শ্রীভগবান প্রত্যেক মনুর রাজত্বকালে তাঁর বিবিধ অবতাররূপের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করে দেবতাদের উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। শ্রীভগবান বামন রূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি ভিক্ষার ছলনায় পৃথিবী অধিকার করেন। তারপরে শ্রীভগবান সমগ্র পৃথিবী অদিতির পুত্রগণকে সমর্পণ করেন।

শ্লোক ২১

নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাং চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো
রামস্তু হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ ।
সোঽব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং
সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্তিঃ ॥ ২১ ॥

নিঃক্ষত্রিয়াম্—ক্ষত্রিয় শ্রেণীর মানুষদের নিঃশেষিত করার দ্বারা; **অকৃত**—তিনি সম্পন্ন করেন; **গাম্**—পৃথিবী; **চ**—এবং; **ত্রিঃ-সপ্ত-কৃত্বঃ**—একুশবার; **রামঃ**—শ্রীপরশুরাম; **তু**—অবশ্য; **হৈহয়-কুল**—হৈহয়ের রাজত্বকালে; **অপ্যয়**—ধ্বংস; **ভার্গব**—ভৃগুমুনির বংশধর; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **সঃ**—তিনি; **অব্ধিম্**—সমুদ্র; **ববন্ধ**—শাসনাধীন; **দশবক্ত্রম্**—দশানন রাবণ; **অহন্**—হত; **সলঙ্কম্**—তার লঙ্কা রাজ্যের সকল প্রজাগণসহ; **সীতাপতিঃ**—সীতাদেবীর পতি শ্রীরামচন্দ্র; **জয়তি**—সর্বদা জয়ী; **লোক**—সমগ্র জগৎ; **মল**—পাপ; **ঘ্ন**—নাশ করে; **কীর্তিঃ**—যার কীর্তি নাশ করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীপরশুরাম অগ্নিস্বরূপ শ্রীভৃগুবংশে আবির্ভূত হয়ে হৈহয় বংশ ভস্মীভূত করেন। এইভাবে শ্রীপরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে সকল ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্য থেকে মুক্ত করেছিলেন। সেই ভগবানই শ্রীরামচন্দ্ররূপে সীতাদেবীর স্বামী হয়ে দশানন রাবণকে শ্রীলঙ্কার সমস্ত সৈন্যসমেত নিহত করেন। পৃথিবীর কলুষ হরণকারী শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর অভিমত অনুসারে, শ্রীরামচন্দ্র অনেকাংশেই নবযোগেন্দ্রবর্গের সমসাময়িক অবতার। তাই তাঁরা 'জয়তি' শব্দটির দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

শ্লোক ২২

ভূমের্ভরাবতরণায় যদুষ্বজন্মা
জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি ।
বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্
শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতিভুজো ন্যহনিষ্যদন্তে ॥ ২২ ॥

ভূমেঃ—পৃথিবীর; **ভর**—বোঝা; **অবতরণায়**—হ্রাস করার জন্য; **যদুষু**—যদুবংশের মধ্যে; **অজন্মা**—জন্মরহিত শ্রীভগবান; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **করিষ্যতি**—তিনি সম্পন্ন করবেন; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **অপি**—এমনকি; **দুষ্করাণি**—কঠিন দুঃসাধ্য কাজ; **বাদৈঃ**—কষ্টকল্পিত বাদানুবাদ; **বিমোহয়তি**—তিনি বিমোহিত করবেন; **যজ্ঞকৃতঃ**—বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতাগণ; **অতৎ-অর্হান্**—সেই অনুষ্ঠানে অনুপযুক্ত; **শূদ্রান্**—শূদ্রশ্রেণীর মানুষ; **কলৌ**—কলিযুগে; **ক্ষিতিভুজঃ**—শাসনকর্তাগণ; **ন্যহনিষ্যৎ**—তিনি নিহত করবেন; **অন্তে**—অবশেষে।

অনুবাদ

পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য, জন্মরহিত শ্রীভগবান যদুবংশে জন্মগ্রহণ করবেন এবং দেবতাদেরও অসাধ্য কীর্তি সাধন করবেন। নানা মতবাদের অবতারণার মাধ্যমে শ্রীভগবান বুদ্ধরূপে তিনি বৈদিক যজ্ঞকর্তাদের অযোগ্যতা প্রমাণ করে তাদের বিমোহিত করবেন। আর কল্কি অবতাররূপে শ্রীভগবান শূদ্রশ্রেণীর শাসকবর্গকে কলিযুগের অবসানে নিহত করবেন।

তাৎপর্য

বোঝা যায় যে, এই শ্লোকটিতে যদুবংশে আবির্ভূত শ্রীভগবানের বর্ণনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়েরই অবতরণের উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা উভয়েই একই সঙ্গে যে সব আসুরিক শাসকবর্গ পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করেছিল, তাদের দূরীভূত করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, যাঁরা শূদ্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা শ্রীবুদ্ধ এবং শ্রীকল্কি অবতার। নিজেদের ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বার্থে যারা বৈদিক যজ্ঞাচরণে নিয়োজিত হয়, যথা,

পশু বধের পাপাচরণ করে, তারা সুনিশ্চিতভাবে শূদ্র পদবাচ্য, যারা কলিযুগের রাজনৈতিক নেতাদেরই মতো, যারা রাষ্ট্র পরিচালনার নামে নানা ধরনের কদর্য কাজ করে চলে।

শ্লোক ২৩

এবংবিধানি কর্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ ।
ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভুজ ॥ ২৩ ॥

এবম্-বিধানি—এই প্রকারে; **কর্মাণি**—ক্রিয়াকর্ম; **জন্মানি**—আবির্ভাব; **চ**—এবং; **জগৎ-পতেঃ**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; **ভূরীণি**—অগণিত; **ভূরিযশসঃ**—বহু গুণান্বিত; **বর্ণিতানি**—বর্ণিত; **মহাভুজ**—হে মহাবলশালী নিমিরাজ।

অনুবাদ

হে মহাবলশালী মহারাজ, যেভাবে আমি বর্ণনা করলাম, সেইভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অগণিত আবির্ভাব ও লীলা প্রকরণ আছে, যা আমি এখনই বর্ণনা করেছি। বাস্তবিকই, পরমেশ্বর শ্রীভগবানের মহিমা অনন্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'নিমিরাজকে দ্রুমিল শ্রীভগবানের অবতার সমূহের ব্যাখ্যা শোনান' নামক চতুর্থ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদ মুনির উপদেশের শেষাংশ

যারা শ্রীহরির পূজা-আরাধনার বিরোধী, যারা নিজেদের ইন্দ্রিয়াদি সংযমে অক্ষম এবং যারা শান্ত প্রকৃতির মানুষ নয়, তাদের পরিণাম বিশ্লেষণের সঙ্গে, প্রত্যেক যুগে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার অনুকূল বিবিধ নাম, রূপ এবং পদ্ধতি প্রকরণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

আদি পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর মুখ, হাত, পা, এবং উরু থেকে (ক্রমানুসারে এবং সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণানুক্রমে) ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ এবং বিভিন্ন চারি আশ্রমের উদ্ভব হয়েছে। চাতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের সকল মানুষেরই সৃষ্টি হয়েছে ভগবান শ্রীহরির আপন সত্তা থেকে, তাই শ্রীহরির আরাধনা যদি তারা না করে, তা হলে তারা নিতান্তই অধঃপতিত হবে। এই সকল মানুষদের মধ্যে নারী এবং শূদ্রগণ, যাদের সচরাচর হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তনের সংযোগ তেমন থাকে না, তাদের বিষম অজ্ঞতার ফলেই তারা বিশেষভাবে মহাত্মাদের কৃপালাভের যোগ্য। অন্যান্য তিন বর্ণের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা বৈদিক প্রথায় দীক্ষা অর্থাৎ শ্রৌত জন্মের মাধ্যমে শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে, তবে বেদশাস্ত্রাদির কল্পিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা অচিরেই বিভ্রান্ত হয়ে যায়। নিজেদের মহা মহা পণ্ডিত মনে করলেও, তারা কর্ম বলতে তার যথার্থ অর্থ না বুঝে তাদের ফলাশ্রয়ী কাজের ফললাভে উদ্‌গ্রীব হয়ে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা আরাধনা করতে থাকে এবং পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তদের উপহাস করে। তারা পরিবার প্রতিপালনের দায়দায়িত্বের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে, জাগতিক তুচ্ছ প্রজল্পে আকৃষ্ট হয় এবং শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে নির্লিপ্ত হয়ে থাকে। তারা জাগতিক ধন-ঐশ্বর্যাদি এবং আমোদ-আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, যথার্থ ভালমন্দ বিচারে অক্ষম হয়, যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয় না, এবং সকল সময়ে মানসিক জল্পনা-কল্পনার পর্যায়ে সক্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ ধরনের পারিবারিক জীবনচর্যায় আসক্তি এবং অন্যান্য প্রবৃত্তির ফলে জনগণের অধিকাংশ মানুষই খুবই স্বাভাবিকভাবে শাস্ত্রের উত্তম উপদেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। এই ধরনের জীবনধারা থেকে সর্বপ্রকারে বন্ধন মুক্ত হওয়াই বেদশাস্ত্রাদির মূল শিক্ষা। শুধুমাত্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য নয়, আত্মার কর্তব্যাদি বিশ্বস্তভাবে সম্পাদনের

সহায়ক হয় যে-সম্পদ, তাকেই যথার্থ-সম্পদ বলা চলে। ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিলাষের পরিণামে পুরুষ এবং নারী সঙ্গমাবদ্ধ হয়ে সন্তানাদি সৃষ্টি করতে চায়। যজ্ঞানুষ্ঠানাদির জন্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে প্রাণী হত্যায় নিয়োজিত হয়ে এই সমস্ত মানব-পশুগুলি নিজেরাই পরজন্মে হিংসার কবলে কষ্টভোগ করে থাকে। যদি নিজের সুখতৃপ্তির জন্য অত্যধিক লালসার ফলে কেউ জীবগণের প্রতি হিংসাত্মক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয় তা হলে পরমাত্মারূপে সকল জীবের শরীরের মধ্যে বিরাজমান ভগবান শ্রীহরিকেও সে আঘাত করে থাকে। ভগবান শ্রীবাসুদেবের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে, অজ্ঞতাপূর্ণ আত্মপ্রবঞ্চকেরা তাদের নিজেদের ধ্বংসকার্য সম্পূর্ণ করে এবং নরকে প্রবেশ করে।

পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন যুগের প্রত্যেকটিতে বিবিধ বর্ণ, নাম এবং রূপ ধারণ করে থাকেন আর বহুবিধ বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় পূজিত হন। সত্যযুগে পরমেশ্বর ভগবানের দেহ বর্ণ হয় শ্বেতশুভ্র, চারটি বাহু থাকে, ব্রহ্মচারীরূপে পোশাক পরিহিত হয়ে হংস প্রমুখ নামে অভিহিত হন এবং ধ্যান যোগের অনুশীলন মাধ্যমে সেবিত হন। ত্রেতাযুগে তিনি লোহিত বর্ণ ও চতুর্ভুজ হন, যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিষ্ঠাতা হন, যজ্ঞে ব্যবহারের উপযোগী স্রুক্‌, স্রুব ইত্যাদি প্রতীক চিহ্ন ধারণ করেন এবং যজ্ঞাধিপতি রূপে আরাধিত হন। দ্বাপর যুগে তিনি ঘন নীল বর্ণ ধারণ করেন, গৈরিক বসন পরিধান করেন, শ্রীবৎস ও অন্যান্য চিহ্নাদিতে শোভিত থাকেন, বাসুদেব প্রমুখ নামধারী হন এবং বৈদিক তন্ত্রমন্ত্রের বিধি অনুসারে তাঁর শ্রীবিগ্রহ পূজিত হন। কলিযুগে তিনি গৌরবর্ণ হন, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারে সপার্ষদ কৃষ্ণকীর্তনে মগ্ন থাকেন এবং সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে সেবিত হন। যেহেতু কলিযুগে মানবজীবনের সকল উদ্দেশ্যই শুধুমাত্র ভগবান শ্রীহরির পবিত্র নামের মহিমা কীর্তনের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে, তাই যাঁরা তার যথার্থ সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তারা কলিযুগের প্রশংসা করে থাকেন। কলিযুগে দক্ষিণ ভারতে (দ্রাবিড়দেশে) বহু মানুষ তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, কাবেরী ও মহানদী নামক নদীবহুল অঞ্চলগুলিতে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে আত্মস্থ হবে।

সকল প্রকার মিথ্যা অহঙ্কার বর্জন করে মানুষ যদি ভগবান শ্রীহরির চরণে পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে দেবতা কিংবা অন্য কারও কাছে সে আর ঋণী হতে থাকে না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে বিরাজ করেন বলে ভক্তগণ শ্রীভগবানকে ছাড়া অন্য কিছুতে ভরসা করেন না এবং তাই শ্রীভগবানও তাঁর অহৈতুকী কৃপাবলে ভক্তবৃন্দের হৃদয় থেকে সকল প্রকার কলুষিত বাসনা দূর করে থাকেন। বিদেহরাজ শ্রীনিমি তখন নবযোগেন্দ্রবর্গের মুখনিঃসৃত ভগবৎ-ধর্মের বিশদ

বর্ণনা শ্রবণ করার পরে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর আরাধনা নিবেদন করলেন। তারপরে তাঁরা অন্তর্হিত হলেন।

অতঃপর দেবর্ষি নারদ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিষয়ে বসুদেবকে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বসুদেবকে বলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর পুত্র রূপে এই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, তবু শ্রীকৃষ্ণকে যেন তিনি তাঁর সন্তান বলে দাবি না করেন। বরং তাঁকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলেই জানেন। শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুভাবে চিন্তা করা সত্ত্বেও শিশুপালের মতো রাজারা তাঁর রূপ চিন্তা করে এবং শ্রীভগবানের সমান শক্তিবলের অধিকারী হতে চান। অতএব বসুদেবের মতো মহান জ্ঞানী ব্যক্তির সাফল্য সম্পর্কে আর বেশি কিছু বর্ণনা না করে, বসুদেবের কার্যকলাপের সাথে পরিচয় লাভ করার চেষ্টা বৃথা।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—নিমিরাজ বললেন; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিম্**—শ্রীহরি; **প্রায়ঃ**—অধিকাংশ; **ন**—কখনই নয়; **ভজন্তি**—যে ভজনা করে; **আত্ম-বিত্তমাঃ**—আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে আপনারা সকলেই বিজ্ঞ; **তেষাম্**—তাঁদের; **অশান্ত**—অতৃপ্ত; **কামানাম্**—জাগতিক বাসনাদি; **কা**—কি; **নিষ্ঠা**—লক্ষ্য; **অবিজিত**—যারা নিয়ন্ত্রণে অক্ষম; **আত্মানাম**—নিজেদের।

অনুবাদ

নিমিরাজ আরও জানতে চাইলেন—হে প্রিয় যোগেন্দ্রবর্গ, আপনারা সকলেই আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী। তাই, যারা জীবনের অধিকাংশ সময়েই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভজনা করেনি এবং যারা তাদের জাগতিক কামনা-বাসনার তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হয়নি এবং যারা তাদের আত্মসংযম করতে শেখেনি, তাদের গতি কি হবে, সেই বিষয়ে আমাকে কৃপা করে অবহিত করুন।

তাৎপর্য

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে, চমস ঋষি ব্যাখ্যা করেছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে যারা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে, তাদের জীবনধারা কিভাবে অশুভ হয়ে উঠে, এবং করভাজন ঋষি বর্ণনা করেছেন কিভাবে যুগে যুগে ধর্মাচরণের প্রামাণ্য প্রক্রিয়া উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রীভগবানের অবতাররূপে যুগধর্মাবতার আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, দেবতারা যদিও ভগবানের ভক্তমণ্ডলীর আরাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকেন, তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভক্তগণ ঐ সকল বাধা বিপত্তি পদদলিত করে পরম লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর পথ অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে যেতে পারেন। তবে, অভক্ত মানুষদের তেমন কোনই সুবিধা থাকে না। যে মুহূর্তে বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের পথে অন্যমনা হয়, তখনই অশুভ কামনা-বাসনাদির দাস হয়ে তাকে জড়জগতের অনিত্য নানাবিধ আকর্ষণে জড়িয়ে পড়তে হয়। এইভাবে বদ্ধজীব ভগবদ্ভক্তিবিহীন হয়ে সম্পূর্ণরূপে দিব্যজগতের সৎ-চিৎ-আনন্দময় যে জীবনে পঞ্চ দিব্য রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়। যদিও ভক্তগণ দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত আশীর্বাদস্বরূপ ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়াদিতে মগ্ন হন না, তবে দেবতাগণ জড়জাগতিক রূপ, রস ও গন্ধাদি উপভোগে মগ্ন হয়েই থাকেন। আর তার ফলেই, যারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তারাও জড়জাগতিক রূপ, রস এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় উপলব্ধির মাধ্যমে, যথা—মৈথুনাসক্ত জীবনের ইন্দ্রিয় সুখভোগের অভিজ্ঞতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এইভাবেই তারা স্বপ্নময় আচ্ছন্নতার মাঝে, বিভিন্ন ধরনের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কল্পনায় ভেসে চলে, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তাদের নিত্যকালের সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের বিভ্রান্ত মানুষেরা কিভাবে তাদের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে, সেই বিষয়ে শ্রীচমস মুনির কাছে বিদেহরাজ শ্রীনিমি এখন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

শ্লোক ২

শ্রীচমস উবাচ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ২ ॥

শ্রীচমসঃ উবাচ—শ্রীচমস মুনি বললেন; **মুখ**—মুখ; **বাহু**—বাহু; **ঊরু**—ঊরু; **পাদেভ্যঃ**—পদযুগল থেকে; **পুরুষস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আশ্রমৈঃ**—পারমার্থিক চারি আশ্রম; **সহ**—সঙ্গে; **চত্বারঃ**—চারি; **জজ্ঞিরে**—সৃষ্টি হয়; **বর্ণাঃ**—সামাজিক বর্ণ বিভাগ; **গুণৈঃ**—প্রকৃতি গুণাবলীর মাধ্যমে; **বিপ্র-আদয়ঃ**—ব্রাহ্মণগণের পরিচালনায়; **পৃথক্**—বিবিধ।

অনুবাদ

শ্রীচমস মুনি বললেন—পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপের মাধ্যমে তাঁর মুখ, হাত, ঊরু এবং পদযুগল থেকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ প্রমুখ

বিভিন্ন সামাজিক চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল। সেইভাবেই চার প্রকার পারমার্থিক সমাজ চতুরাশ্রম ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যারা আকৃষ্ট হতে পারে না, তারা ক্রমশ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মাধ্যমে চারপ্রকার বর্ণবিভাগের সমাজ শ্রেণী এবং চার প্রকার পারমার্থিক বিভাগের কর্মবিভাগের মাধ্যমে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে, ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ থেকে জন্মগ্রহণ করেন, ক্ষত্রিয়রা সত্ত্ব ও রজোগুণের সংমিশ্রণে, বৈশ্যরা রজো ও তমোগুণের সংমিশ্রণে এবং শূদ্র তমোগুণের প্রভাবে জন্মগ্রহণ করে থাকে। যেভাবে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপের মুখ, বাহু, ঊরু এবং পদযুগল থেকে চারি বর্ণ ও আশ্রমের উদ্ভব হয়েছিল, তেমনই ব্রহ্মচারীরা শ্রীভগবানের হৃদয় থেকে, গৃহস্থরা তাঁর ঊরুদেশ থেকে, বানপ্রস্থরা তাঁর বক্ষ থেকে এবং সন্ন্যাসীরা তাঁর শিরোদেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছেন।

একই ধরনের শ্লোক *ঋক্‌সংহিতা* (৮/৪/১৯), *শুক্লযজুর্বেদ* (৩৪/১১) এবং *অথর্ববেদ* (১৯/৬৬)-এর মধ্যেও দেখা যায়—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ ।
ঊরূতদস্য যদ্বৈশ্য পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজয়ত ॥

"ব্রাহ্মণেরা তাঁর মুখ থেকে, রাজা তাঁর বাহু থেকে, বৈশ্যরা তাঁর ঊরুস্বরূপ, এবং শূদ্রেরা তাঁর শ্রীচরণ থেকে উদ্ভূত হন।"

জানা গেছে যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিষয়ে ইতিপূর্বেই দ্রুমিল এবং আবির্হোত্র নামে দুই যোগেন্দ্র ঋষি বর্ণনা করেছেন। চমস মুনি এখন বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থার বর্ণনা করছেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিরোধীভাবাপন্ন মানুষদের ক্রমশ শুদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে এবং ভগবৎ-প্রেমের নিত্যসত্তায় তাদের পুনরধিষ্ঠিত করবার জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। সেইভাবেই, শ্রীভগবানের বিরাট রূপ একটি কাল্পনিক রূপ যার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদা ক্রমশ উপলব্ধির পক্ষে একান্ত জড়বাদী মানুষদের সহায়ক হতে পারে। যেহেতু নির্বোধ জড়বাদী মানুষ জড়বস্তুর বাইরে কোনও কিছু বুঝতে পারে না, তাই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটিকে পরমেশ্বর ভগবানের শারীরিক রূপের আকারে বুঝতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। নিরাকার অস্তিত্বের আকার-আকৃতিবিহীন ধারণা নিতান্তই শ্রীভগবানের চিন্ময় শক্তির কোনও ধারণা ব্যতীত অনিত্য জড়জাগতিক বৈচিত্র্য বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে। পরমেশ্বর শ্রীভগবান হ্লাদিনী তথা অনন্ত আনন্দ, সন্ধিনী তথা অনন্ত অস্তিত্ব এবং

সম্বিৎ তথা অনন্ত শক্তি নামক মুখ্য চিন্ময় শক্তিগুলিতে পরিপূর্ণ। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীভগবানের বিরাট রূপ থেকে উদ্ভূত বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রীভগবান যে কার্যক্রম উপহার দিয়েছেন, তার ফলে বদ্ধ জীবের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও পারমার্থিক ব্যবস্থায় ক্রমশ নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের সহায়ক হতে পারে।

শ্লোক ৩

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৩ ॥

যঃ—যিনি; **এষাম্**—এইগুলির মধ্যে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **আত্ম-প্রভবম্**—তাদের নিজেদেরই সৃষ্টির মূল সত্তা; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **ন**—করে না; **ভজন্তি**—ভজনা; **অবজানন্তি**—অবজ্ঞা; **স্থানাৎ**—তাদের স্বীয় মর্যাদা থেকে; **ভ্রষ্টাঃ**—ভ্রষ্ট হয়; **পতন্তি**—তারা পতিত হয়; **অধঃ**—নিচে।

অনুবাদ

চাতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কোনও মানুষ যদি তাদের সৃষ্টির মূল সত্তাস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানকে পূজা-আরাধনা জানাতে ব্যর্থ হয় কিংবা ইচ্ছাপূর্বক অবমাননা করে, তবে তার স্বীয় মর্যাদার অবস্থান থেকে পতন হয়ে নারকীয় জীবন যাপন করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের মধ্যে *ন ভজন্তি* শব্দগুলির মাধ্যমে সেই সমস্ত মানুষদের বোঝানো হয়েছে, যারা অজ্ঞতাবশত পরমেশ্বর ভগবানের পূজা আরাধনা করে না, সেই সঙ্গে *অবজানন্তি* শব্দটি সেই ধরনের মানুষদের বোঝানো হয়েছে, যারা শ্রীভগবানের পরম মর্যাদার কথা জেনে শুনেও তাঁকে অশ্রদ্ধা করে থাকে। ইতিপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, চারপ্রকার পারমার্থিক এবং কর্মভিত্তিক জীবনধারা শ্রীভগবানের দিব্য শরীর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বস্তুত, পরমেশ্বর ভগবানই সব কিছুর উৎস, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) বলা হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবঃ*। যারা অজ্ঞতাবশত পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদা বুঝতে চেষ্টা করে না, তাছাড়া যারা তাঁর দিব্য মর্যাদার কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও শ্রীভগবানের অমর্যাদা করে থাকে, তারা অবশ্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থার মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হবে, যে কথা *স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ* শব্দগুলির মাধ্যমে বলা হয়েছে। *পতন্ত্যধঃ* শব্দসমষ্টি দ্বারা বোঝায় যে, বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থা থেকে যে মানুষ বিচ্যুত হয়, তারপক্ষে পাপকর্মাদি বর্জন করে চলার কোনও উপায় থাকে না; তা ছাড়া ঐ ধরনের কোনও মানুষই যজ্ঞাদি সম্পন্ন করে কোনও ফললাভ

করতে পারে না, এবং তার ফলে সে ক্রমশ অধঃপতিত হতে হতে নারকীয় জীবন-পরিবেশে নিমজ্জিত হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, পারমার্থিক সদ্‌গুরুকে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা-আরাধনা করতে না শিখলে তার পরিণামেই মানুষ আপন মর্যাদা হারায় এবং সেই মূল কারণেই শ্রীভগবানের বিরাগভাজন হয়। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা সহকারে প্রণিপাত জানিয়ে পূজা-আরাধনা করতে যে অভ্যস্ত হতে শিখেছে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পরমেশ্বর ভগবানকে যথার্থ পূজা নিবেদন করে থাকে। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে ধার্মিক মানুষরূপে পরিচিত মানুষও ক্রমশ ভগবদবিরোধী হয়ে ওঠে, নির্বোধের মতো কল্পনাজাত চিন্তাধারার মাধ্যমে শ্রীভগবানের মর্যাদা হানি করে এবং নারকীয় জীবনধারার মাঝে অধঃপতিত হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকে উল্লিখিত *পুরুষ* শব্দটির দ্বারা শ্রীগর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকে বোঝানো হয়েছে, যাঁকে পুরুষসূক্ত স্তোত্রাবলীর মাধ্যমে মহিমান্বিত করা হয়েছে। যদি কেউ তার সামাজিক উচ্চ মর্যাদার বশে অহঙ্কৃত হয়ে মনে করে যে, শ্রীভগবানও প্রকৃতির সৃষ্টি এবং সকল জীবের উৎস বলতে কোনই পরম সত্তা নেই, তা হলে ঐ ধরনের অহঙ্কৃত নির্বোধ মানুষকে অবশ্যই বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থা থেকে অধঃপতিত হতে হবে এবং নিতান্ত শৃঙ্খলাহীন পশুর মতো জীবন কাটাতে হবে।

শ্লোক ৪

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্ দূরে চাচ্যুতকীর্তনাঃ ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥ ৪ ॥

দূরে—বহু দূরে; **হরি-কথাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের বিষয়ে হরিকথা আলোচনা; **কেচিৎ**—বহু লোক; **দূরে**—বহু দূরে; **চ**—এবং; **অচ্যুত**—অক্ষয়; **কীর্তনাঃ**—মহিমা; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী লোকেরা; **শূদ্র-আদয়ঃ**—শূদ্রগণ এবং অন্যান্য পতিতজনেরা; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **তে**—তারা; **অনুকম্প্যাঃ**—কৃপা অভিলাষী; **ভবাদৃশাম্**—আপনার মতো মহানুভব ব্যক্তিগণের।

অনুবাদ

বহু লোক আছেন যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন না এবং তাই শ্রীভগবানের অক্ষয় কীর্তি গাথা উচ্চারণ তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। সেই ধরনের নারী, শূদ্র এবং অন্যান্য পতিতজনের সর্বদাই আপনার মতো মহানুভব ব্যক্তিদের কৃপা অভিলাষী হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কিছু মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা সম্পর্কে অজ্ঞ (*ন ভজন্তি*), অথচ অন্যেরা শ্রীভগবানের কথা জানলেও, তাঁকে উপহাস করে কিংবা বলে যে, শ্রীভগবানও তো জড়জাগতিক (*অবজানন্তি*)। এই শ্লোকটিতে প্রথম পর্যায়ের, তথা অজ্ঞ লোকেদের পক্ষে, শুদ্ধ ভক্তের কৃপালাভের যথার্থ যোগ্যতা আছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *দূরে* শব্দটির দ্বারা বোঝায়—যারা শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের সামান্য সুযোগই পেয়ে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, তাদের মতো মানুষদের যে *সাধুসঙ্গভাগ্যহীনাঃ* অর্থাৎ যারা সাধুসঙ্গ ও শুদ্ধভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভে বঞ্চিত বলা চলে। সচরাচর, যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পারমার্থিক বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রণী হয়েছেন, তাঁরা নারী সমাজ ও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সঙ্গ পরিহার করেই চলেন। সাধারণত, নারীরা কামলোভাতুর হন, এবং শূদ্রাদি তথা নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা স্বভাবত ধূমপান, মদ্যপান এবং নারী সঙ্গ লিপ্সার মতো জাগতিক অভ্যাসে আসক্ত হয়ে থাকে। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাধুদের অর্থাৎ সদাচারী মানুষদের পক্ষে নারীসঙ্গ এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সাথে অন্তরঙ্গতা পরিহার করে চলতে উপদেশ দিয়েছেন। ঐ ধরনের বিধিনিষেধের বাস্তব পরিণাম এই হয় যে, নারীরা এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা প্রায়ই সাধুসমাজের দ্বারা কীর্তিত শ্রীভগবানের গুণগাথা শোনবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে; এই জন্যই শ্রীচমস মুনি রাজাকে পরামর্শ দেন যে, ঐ ধরনের পতিতদের কল্যাণে তাঁর কৃপা বিতরণ করা বিশেষভাবেই কর্তব্য।

আমাদের পারমার্থিক গুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সকল শ্রেণীর নারী ও পুরুষকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রবলভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন। অবশ্য, ভারতের তথাকথিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা এবং শুধুমাত্র যাগযজ্ঞের আনুসঙ্গিতায় যত্নবান কিছু মানুষই এইভাবে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যে নারীসমাজ ও নিম্নশ্রেণীর পরিবারবর্গকে স্বচ্ছন্দে বৈষ্ণব সংস্কৃতির মধ্যে, এমনকি শুদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে দীক্ষা গ্রহণের মধ্যেও অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে মর্মাহত হন। যাইহোক, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই যুগে বাস্তবিকই প্রত্যেক মানুষই অধঃপতিত হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, পারমার্থিক জীবনধারা যদি শুধুমাত্র উচ্চশ্রেণী বলতে যাদের বোঝায়, তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তা হলে সারা পৃথিবীতে যথার্থ পারমার্থিক ভাবধারার আন্দোলন প্রসারিত করার কোনও সম্ভাবনাই থাকবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা এতই মহান্ এবং পবিত্র

কৃষ্ণনাম এতই শক্তিশালী যে, নারী পুরুষ, শিশু, এমন কি পশুও কৃষ্ণনাম কীর্তনের মাধ্যমে এবং পবিত্র কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণের ফলে শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের মধ্যে আত্ম-উপলব্ধির সর্বোচ্চ সার্থকতা অর্জনে আগ্রহী কোনও মানুষকেই বাধা দেওয়া হয় না। যেক্ষেত্রে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী এবং যোগীরা স্বার্থপরতার মনোভাব নিয়ে তাদের নিজেদের আত্মশুদ্ধি এবং সিদ্ধিলাভের জন্য যৌগিক শক্তির চর্চায় প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন, তখন বৈষ্ণবদের প্রথায় সকল শ্রেণীর জীবকেই কৃপা প্রদর্শনের রীতি মেনে চলা হয়।

মনে করা হয় যে, বহু শত সহস্র বৎসর আগে, আনুমানিক শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে নবযোগেন্দ্রবর্গ এবং নিমিরাজের মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল। তবে মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে কথিত *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং উল্লেখ করেছেন যে, জীবনের জাগতিক পরিবেশ পরিস্থিতি নির্বিশেষে যে কোনও মানুষই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শ্রীভগবানের পরম ভক্ত হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং, কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের অবশ্যই বৈষ্ণবদের বিশেষ কৃপার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করার মাধ্যমে তাদের জীবন সার্থক করে নিজ আলয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করা উচিত।

শ্লোক ৫

বিপ্রোরাজন্যবৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্ ।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ॥ ৫ ॥

বিপ্রঃ—ব্রাহ্মণগণ; **রাজন্য-বৈশ্যৌ**—রাজন্যবর্গ এবং বৈশ্যগণ; **বা**—কিংবা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির; **প্রাপ্তাঃ**—আশ্রয় লাভের অধিকার; **পদ-অন্তিকম্**—পাদপদ্মের কাছে; **শ্রৌতেন-জন্মনা**—বৈদিক দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্মলাভ করে; **অথ**—অতঃপর; **অপি**—এমন কি; **মুহ্যন্তি**—বিভ্রান্ত হয়ে; **আম্নায়-বাদিনঃ**—বিবিধ প্রকার জড়জাগতিক দার্শনিক মতবাদ স্বীকার করার পরে।

অনুবাদ

অন্যদিকে, ব্রাহ্মণেরা, রাজন্যবর্গ এবং বৈশ্যগণ বৈদিক দীক্ষানুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিজত্ব গ্রহণের পরেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হতে পারলেও, বিভ্রান্ত হয়ে নানা প্রকার জড়জাগতিক দর্শনাদির পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

তাৎপর্য

কথায় বলে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। জড়জাগতিক সমাজের মান মর্যাদায় যারা বৃথা গর্ববোধ করে এবং তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাদের সেবা-আরাধনা

সার্থক করে তোলার বিষয়ে অবহেলা করে থাকে, এই শ্লোকটির মাধ্যমে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। *মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ*—বর্ণাশ্রমের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জীব ইন্দ্রিয় উপভোগে আকৃষ্ট হয়ে, ঐ ধরনের-মানুষেরা, পরমতত্ত্ব যা জড়জাগতিক বিষয় নয়, তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে মায়াময় জাগতিক জীবনদর্শনে আগ্রহান্বিত হয়ে থাকে। বৈদিক প্রথার মধ্যে, এই শ্লোকে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ সকলকেই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে এবং তাদের দ্বিজ অর্থাৎ উচ্চ সভ্যতাসম্পন্ন মানুষ রূপে বিবেচনা করা হয়। বৈদিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে, বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণের সাহায্যে, ধর্মাচরণমূলক উৎসব অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের মাধ্যমে এবং পারমার্থিক গুরুদেব ও পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার মাধ্যমে ঐ সকল মানুষ ক্রমশই পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের নিকটবর্তী হতে থাকেন। যদি কেউ ঐ ধরনের মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থায় তার উন্নতি সম্পর্কে অহঙ্কার বোধ করে কিংবা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অনুসরণকারীদের জীবনে যে ধরনের স্বর্গসুখের আনন্দ অনুভূত হতে থাকে, তাতে প্রলুব্ধ হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে মানুষ জন্ম ও মৃত্যুর জড়জাগতিক মায়াময় আবর্তে প্রত্যাবর্তন করে। এমন কি উচ্চমর্যাদার অধিকারী দেবতাগণও মায়ার প্রলোভনে বঞ্চিত হয়ে থাকেন, যে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোকটিতেই বলা হয়েছে—*মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।*

ঐ ধরনের মূঢ় ব্যক্তিরা অজ্ঞানতাবশত (*অবজানন্তি*) পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় উদ্যোগ হ্রাস করবার প্রয়োজনে জড় বিষয়াদি নিয়ে উপভোগের কাল্পনিক বাসনার সমর্থনে যে সমস্ত বৈদিক কর্মকাণ্ডের অংশে বৃথাই সমান উপযোগিতা আরোপ করতে প্রয়াসী হয়ে থাকে, সেইগুলি বিধিবদ্ধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে স্বর্গসুখ দিয়ে থাকে বলে তারা ভুল ধারণা করে থাকে। ঐ ধরনের অপদার্থ যুক্তিবাদী মানুষদের কথা *ভগবদ্গীতায়* (২/৪২) এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥

"বিবেকবর্জিত মানুষেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে স্বর্গসুখ, উচ্চকুলে জন্ম, ক্ষমতা লাভ ইত্যাদি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ এবং ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই।"

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *ভগবদ্গীতার* এই শ্লোকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এর মধ্যে বর্ণিত বিরুদ্ধবাদী মানুষদের একটি পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন।

"সাধারণত মানুষ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, এবং তাদের মূর্খতার ফলেই তারা *বেদের* কর্মকাণ্ডে বর্ণিত সকাম কর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যেখানে সুরা এবং নারীসঙ্গ পাওয়া যায় ও যেখানে ভোগ-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, সেই স্বর্গলোকে গিয়ে ইন্দ্রিয়ের চরম তৃপ্তি সাধন করাই ঐ শ্রেণীর মানুষদের পরম কাম্য। স্বর্গলোকে যাওয়ার জন্য বেদে নানা প্রকার যজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে, সেইগুলির মধ্যে 'জ্যোতিষ্টোম' যজ্ঞ বিশেষভাবে ফলপ্রদ।

"বেদে আছে, যে মানুষ স্বর্গলোকে যেতে চায়, তার পক্ষে এই সমস্ত যজ্ঞগুলি অবশ্য পালনীয়। তাই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে, এটাই বৈদিক জ্ঞানের চরম শিক্ষা। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেদের পক্ষে একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ভক্তি সাধন করা সম্ভব হয় না। বিষবৃক্ষের ফল দেখে মূর্খব্যক্তি যেভাবে লালায়িত হয়, তেমনই অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা স্বর্গলোকের ঐশ্বর্যের প্রতি লালায়িত হয়ে তা ভোগ করবার বাসনায় লালায়িত হয়ে ওঠে।"

"বেদের কর্মকাণ্ডে আছে যে, চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করলে মানুষ স্বর্গলোকে গিয়ে সোমরস পান করে অমরত্ব লাভ করে এবং চিরকালের জন্য সুখী হতে পারে। এই পৃথিবীতেও বহু লোক আছে যারা সোমরস পান করবার জন্য নিতান্ত উৎসুক—সোমরস পান করে বল ও বীর্য বর্ধন করে কিভাবে আরও বেশি ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করতে পারবে, সেটাই তাদের একমাত্র কাম্য। ঐ ধরনের মানুষেরা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায় বিশ্বাস করে না, এবং তারা বৈদিক যজ্ঞাদির আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে খুবই আসক্ত হয়ে থাকে। তারা সচরাচর ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়, এবং তারা জীবনে স্বর্গসুখ ছাড়া আর কিছুই চায় না। তারা মনে করে যে, স্বর্গের নন্দনকাননে সোমরস পান করে অপরূপ রূপসী অপ্সরাদের সঙ্গ লাভ করাই ইন্দ্রিয় সুখের চরম প্রাপ্তি। ঐ ধরনের দৈহিক সুখ লাভ অবশ্যই ইন্দ্রিয়াসক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়; সেই কারণেই জড় জগতের প্রভু তথা সর্বময় কর্তারূপে যারা রয়েছে, তারা একান্তভাবেই জড়জাগতিক অস্থায়ী সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।"

এই শ্লোকটির তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি এই যে, ঐ ধরনের যে সব বিভ্রান্ত জড়বাদী মানুষেরা বেদশাস্ত্রাদির মধ্যে উল্লিখিত জড়জাগতিক অংশগুলির প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে থাকে (*মুহ্যন্তি আম্নায়বাদিনঃ*), তারা পরমেশ্বর ভগবান যিনি পরম ভোক্তা (*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্*), তাঁর পরম ভোক্তা স্বরূপ মর্যাদা অগ্রাহ্য করতে চায়। আর সেই সঙ্গে বৈদিক নীতিসমূহের অনুগামীরূপে তাদের নিজেদের উচ্চ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়াসী হয়। ঐ ধরনের দ্বিচারিতাদুষ্ট মানুষেরা জৈমিনি ঋষির মতো জড়জাগতিক দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক, যারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব নস্যাৎ করতে চায়

(*ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ*), এবং তাই পরম জ্ঞাতব্য তত্ত্বস্বরূপ জড়জাগতিক ফলাশ্রয়ী সকাম ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতেই পরামর্শ দিয়ে থাকে, তাদেরই মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে চলতে থাকে। ঐ ধরনের যে সব মানুষদের বেদজ্ঞ দার্শনিক বলে মনে করা হয়ে থাকে, তাদের এক ধরনের মার্জিত রুচিসম্পন্ন নিরীশ্বরবাদী ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না, যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানের পরম সত্তার বিরুদ্ধেই প্রচার করে থাকে। যদিও বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থার নির্বোধ জড়জাতিক অনুসরণকারী মানুষেরা নিজেদের আর্য তথা দ্বিজ মর্যাদাসম্পন্ন পরিচিতি অক্ষুণ্ণ রাখতেই আগ্রহী এবং একই সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে থাকে, তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩) সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে *স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ*—ঐ ধরনের মানুষেরা অবশ্যই স্বীয় মর্যাদা থেকে অধঃপতিত হয়ে নারকীয় জীবন যাপন করতে থাকে। এই শ্লোকে *মুহ্যন্তি* শব্দটির মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। কখনও-বা এই ধরনের গর্বোদ্ধত মানুষগুলি গুরুরূপেও নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে। অবশ্য, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, এই ধরনের মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে বৈদিক জ্ঞানসম্ভারে 'গুরু' না হয়ে বরং 'লঘু' মর্যাদারই অধিকারী বলা চলে। মানুষের নিজের পরম কর্তব্য (*স্বার্থগতি*) এবং পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেও যথার্থ কর্তব্য পালনের জন্যই কর্ম ও জ্ঞান রূপে বিশেষভাবে বর্ণিত সমস্ত জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপ বর্জন করাই মানুষের একান্ত করণীয় এবং এইভাবেই শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। শুধুমাত্র একান্ত হতভাগ্য মানুষই মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোকুলানন্দের চরণকমলে পরমানন্দে আত্মসমর্পণ করার চেয়েও অন্য কোনও অধিকতর তৃপ্তিকর কাজ থাকতে পারে।

শ্লোক ৬

কর্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যযা মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥ ৬ ॥

কর্মণি—ফলাশ্রয়ী কাজের বিষয়ে; **অকোবিদাঃ**—অজ্ঞ; **স্তব্ধাঃ**—বৃথা গর্বোদ্ধত; **মূর্খাঃ**—মূর্খেরা; **পণ্ডিত-মানিনঃ**—নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করার ফলে; **বদন্তি**—তারা বলে থাকে; **চাটুকান্**—চাটুকারী প্রার্থনাদি; **মূঢ়াঃ**—বিভ্রান্ত; **যযা**—যার দ্বারা; **মাধ্ব্যা**—মধুময়; **গিরা**—বাক্য; **উৎসুকাঃ**—অতিশয় উৎসুক।

অনুবাদ

ফলাশ্রয়ী কাজকর্মের বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই ধরনের গর্বোদ্ধত মূর্খলোকেরা বেদসম্ভারের মধুময় বাক্যে উজ্জীবিত হয়ে নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করে

আত্মম্ভরিতা দেখায় এবং দেবতাদের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে চাটুকরী প্রার্থনাদি নিবেদন করে থাকে।

তাৎপর্য

কর্মণ্যকোবিদাঃ শব্দসমষ্টির দ্বারা সেই সব মানুষদের বোঝায় যারা কাজকর্ম সম্পন্ন করার মাধ্যমে কিভাবে ভবিষ্যতের কোনও বন্ধন সৃষ্টি হবে না, সেই বিষয়ে মূর্খ। এই কর্মকৌশল *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) বর্ণিত হয়েছে—*যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই সকল কর্ম সাধন করা উচিত, নতুবা জড় জগতের জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে কর্মফলের মাধ্যমে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। *স্তব্ধাঃ* শব্দটিতে বোঝায় "বৃথা অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে থাকা," অর্থাৎ অজ্ঞ মূর্খ লোকেরা কর্ম সম্পাদনের কৌশল যথাযথভাবে না জেনেও, সেই বিষয়ে শিক্ষিত ভগবদ্ভক্তদের কাছে কিছু জানতেও চায় না, কিংবা শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গের উপদেশাবলীও গ্রহণ করে না।

বৈদিক গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত সকাম ক্রিয়াকর্মে উৎসাহী হয়ে এই ধরনের মূর্খ মানুষেরা মনে করে, "আমরা সুশিক্ষিত বৈদিক পণ্ডিত; আমরা সবকিছু ঠিকমতো বুঝেছি।" তার ফলে তারা এই সমস্ত বৈদিক বাক্যে আকৃষ্ট হয়, যেন—*অপামসোমম্ অমৃতা অভূম* ("আমরা সোমরস পান করেছি এবং এখন আমরা অমর হয়ে গেছি") *অক্ষয়ং হ বৈ চাতুর্মাস্য যজ্ঞঃ সুকৃতং ভবতি* ("কারণ চাতুর্মাস্য ব্রত যে পালন করে, তার অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়"), *এবং যত্র নোষ্ণং ন শীতং স্যান্ন গ্লানির্নাপ্যরাতয়ঃ* ("যেখানে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, গ্লানি নেই এবং কোনও শত্রুতা নেই, আমরা সেই গ্রহে যেতে চাই")। এই সমস্ত মূর্খ লোকেরা জানে না যে, স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কালে নিঃশেষ হয়ে যাবেন, তা হলে প্রচুর পরিমাণে ইন্দ্রিয় উপভোগে আকাঙ্ক্ষী এই সমস্ত বেদ-অনুসারী জড়জাগতিক মূর্খ বিভ্রান্ত মানুষগুলি যারা ব্যাঙের মতো বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহে লাফিয়ে বেড়ায়, তাদের কথা আর না বলাই ভালো। এই সমস্ত বিভ্রান্ত বেদজ্ঞেরা স্বর্গলোকের উদ্ভিন্নযৌবনা বারনারী অপ্সরাদের যারা সঙ্গীতে, নৃত্যে এবং সাধারণত অসংযমী কামভাবনা উদ্রেকে পটীয়সী, তাদের সাথে আমোদ-আহ্লাদ করবার স্বপ্ন দেখে। এইভাবেই, বেদসমগ্রের কর্মকাণ্ড অংশে বর্ণিত স্বর্গসুখের কল্পনাটো যারা বিমোহিত হয়, তাদের মধ্যে ভগবৎ-বিরোধী তথা নিরীশ্বরবাদী মনোবৃত্তি জেগে উঠে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্যই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাবেই বদ্ধজীব ক্রমশ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের মায়ামোহ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে দিব্য নিত্যধামে নিজেকে উন্নত করতে পারে। তবে, বৃথা

অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে বেদের জড়জাগতিক অনুসরণকারীরা পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে চিরকাল অজ্ঞ থেকেই যায়।

শ্লোক ৭

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥ ৭ ॥

রজসা—রজোগুণের আধিক্যে; **ঘোর-সঙ্কল্পাঃ**—ঘোরতর বাসনাদি নিয়ে; **কামুকাঃ**—কামপ্রবণ; **অহিমন্যবঃ**—সাপের মতো তাদের ক্রুদ্ধ মন; **দাম্ভিকাঃ**—প্রবঞ্চক; **মানিনঃ**—অত্যন্ত অহঙ্কারী; **পাপাঃ**—পাপী; **বিহসন্তি**—পরিহাসপ্রিয়; **অচ্যুত-প্রিয়ান্**—অচ্যুত পরমেশ্বর শ্রীভগবানের প্রিয়জনদের প্রতি।

অনুবাদ

রজোগুণের প্রভাবে, বৈদিক শাস্ত্রের জড়জাগতিক অনুসারীদের মধ্যে উগ্র মানসিকতা জাগে এবং তারা অত্যন্ত কামপ্রবণ হয়ে থাকে। তাদের ক্রোধ সাপের মতো উগ্র হয়। প্রবঞ্চক, অহঙ্কারী এবং পাপাচারী এই সব মানুষেরা ভগবান শ্রীঅচ্যুতের প্রিয় ভক্তদের পরিহাস করে থাকে।

তাৎপর্য

ঘোরসঙ্কল্পাঃ কথাটির মাধ্যমে এমন ধরনের উগ্র মানসিকতা বোঝায়, যার মাধ্যমে চিন্তা হতে থাকে—"সে আমার শত্রু, তার মৃত্যু হোক।" রজোগুণের প্রভাবে, কামপ্রবণতায় ভাবাবেগে বদ্ধজীব আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন সে সাপের মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দম্ভ এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ ঐ ধরনের মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণে নিয়োজিত ভগবদ্ভক্তদের সামান্য প্রচেষ্টাও সহ্য করতে পারে না। সে মনে করে, "এই সমস্ত ভিখারিরা তাদের উদরপূর্তির জন্যই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা-আরাধনা করছে, কিন্তু তারা কখনই সুখী হবে না।" এই ধরনের জড়জাগতিক নির্বোধ মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের সুরক্ষায় এবং আশীর্বাদে যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত কাজ করে চলেছেন, তাঁদের দিব্য মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ৮

বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো
গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং
বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ ॥ ৮ ॥

বদন্তি—বলে; **তে**—তারা; **অন্যোন্যম্**—প্রত্যেকের মধ্যে; **উপাসিত-স্ত্রিয়ঃ**—যারা নারী ভজনায় নিয়োজিত; **গৃহেষু**—তাদের গৃহমধ্যে; **মৈথুন্য-পরেষু**—যা নিতান্তই মিথুনক্রিয়ায় নিয়োজিত হয়; **চ**—এবং; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **যজন্তি**—তারা ভজনা করে; **অসৃষ্ট**—কর্তব্য না করে; **অন্ন-বিধান**—অন্ন বিতরণ; **দক্ষিণম্**—পূজারীদের প্রদত্ত দক্ষিণা; **বৃত্ত্যৈ**—তাদের জীবিকার জন্য; **পরম্**—কেবল; **ঘ্নন্তি**—তারা হত্যা করে; **পশূন্**—পশুদের; **অতৎ-বিদঃ**—সেই ধরনের আচরণের পরিণাম না জেনে।

অনুবাদ

বৈদিক যাগযজ্ঞাদির জড়জাগতিক অনুসরণকারীরা শ্রীভগবানের উপাসনা বর্জন করে, তার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জীবনে তাদের স্ত্রীদেরই ভজনা করতে থাকে, এবং তার ফলে তাদের গৃহজীবন একেবারেই মৈথুনাসক্তিময় হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই ধরনের জড়জাগতিক গৃহস্থ পরিবারবর্গ পরস্পরকে একই রকমের অবিন্যস্ত জীবনধারায় অভ্যস্ত হতে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি সবই দৈহিক প্রতিপালনের জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম মনে করার ফলে, ঐ সব গৃহস্থেরা এমন ধরনের অবৈধ উৎসব অনুষ্ঠানাদি পালন করতে থাকে, যেখানে ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য কিংবা দান বিতরণের কোনই ব্যবস্থা থাকে না। তার পরিবর্তে, তারা নিষ্ঠুরভাবে ছাগ ইত্যাদি নিরীহ পশু হত্যা করে থাকে এবং তাদের সেই ধরনের কাজকর্মের বিষময় প্রতিফলনের কথা কোনওভাবেই বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

মিথ্যা অহমিকা অবশ্যই মৈথুনাসক্তি ছাড়া চলে না। তাই, মৈথুনাসক্ত জড়বাদী গৃহস্থেরা সাধুসজ্জনদের শ্রদ্ধাভক্তি জানাতে মোটেই আগ্রহী হয় না, বরং অনবরত মৈথুন সুখভোগের ব্যাপারে তাদের পত্নীদের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে এবং তাদেরই ভজনা করে। ঐ ধরনের নিন্দনীয় মানুষদের শ্রীভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৩) বর্ণনা করেছেন—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥

"আজ আমার এত লাভ হল, এবং ভবিষ্যতে আমার পরিকল্পনা অনুসারে আরও লাভ হবে। এখন আমার এত ধন আছে, এবং ভবিষ্যতে আরও ধন লাভ হবে।"

সাধারণত, জড়জাগতিক গৃহস্থেরা নিজেদের খুবই ধর্মপ্রাণ বলেই মনে করে থাকে। আসলে, অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারগোষ্ঠী প্রতিপালনের ফলে তারা

'দায়িত্বজ্ঞানশূন্য' সাধুরা যারা পরিবার-পরিজনের জন্যে সংগ্রাম করে না, তাদের চেয়ে নিজেদের অনেক বেশি ধার্মিক মানুষ বলেই মনে করে। জড়জাগতিক শরীরের সাধনা করতে করতে, তারা যে সব সামান্য সরল ব্রাহ্মণেরা সাধারণ আর্থিক উন্নতির পথে তেমন সাফল্য লাভ করে না, তাদের সম্পর্কে ঘৃণাবোধ পোষণ করে থাকে। ঐ ধরনের দরিদ্র ভিখারীদের মতো মানুষদের তারা দয়াদাক্ষিণ্যেরও অযোগ্য বলে মনে করে এবং তার বদলে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের পরিবারবর্গের মানুষদেরই মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধির অনুকূলে যাগযজ্ঞ নিবেদন করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন, *উপেক্ষ্য বৈ হরিং তে তু ভূত্বা যাজ্যাঃ পতন্ত্যধঃ।* ধর্মানুষ্ঠানের বিপুল আয়োজনকারী বলে নিজেদের সম্পর্কে গর্ববোধ করলেও যারা শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর অবহেলা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকে, তাদের সুনিশ্চিত পতন ঘটে। এই ধরনের মূর্খ মানুষেরা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরকে আশীর্বাদ করে শুভকামনা জানায়, "পুষ্পমাল্যভারে চন্দনচর্চিত হয়ে এবং সুন্দরী নারীসঙ্গে তোমাদের জীবন ভরে উঠুক।"

যে সব মানুষ নারীপ্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তারা অবিকল নারীস্বভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। জাগতিক ভোগবাদী মহিলারা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে আগ্রহী হয় না এবং তারা নিতান্তই নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সুখভোগের চেষ্টা করে চলে। সুতরাং তারা পরমাগ্রহে তাদের পতিদের কাছ থেকে সেবাযত্ন আদায় করে চলে এবং যদি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় পতির আগ্রহ দেখা যায়, তা হলে তাতে বিষম অনাগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। এই ধরনের মূর্খের স্বর্গে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে পতি এবং পত্নী উভয়েই পরস্পরকে অনিত্য সুখাস্বাদনে উৎসাহ দিতে থাকে। তারা ভগবানের লীলাকথা আলোচনা কিংবা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করে না। বরং নিজেদের পরিবারবর্গের নানা কথায় সময় কাটাতেই ভালোবাসে। তা সত্ত্বেও, ভগবদ্ভক্তেরা সত্ত্বগুণে পরিমার্জিত হওয়ার ফলে, সদা সর্বদাই এই ধরনের বদ্ধজীবদের প্রতি কৃপাভরে কিছু করতে আগ্রহী হয়ে থাকে, কারণ এই জীবেরা নিতান্তই ব্যর্থ পশুজীবন যাপন করে। যখন ভগবদ্ভক্তেরা প্রচার করেন যে, মানুষের পক্ষে পশুহত্যা অনুচিত, তখন জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন গৃহস্থেরা প্রায়ই খুব বিস্মিত হয়ে জানতে চায়—যদি তাই করতে হয়, তা হলে নিরামিষ আহারে প্রাণরক্ষা করা বাস্তবিকই সম্ভব কিনা। এইভাবেই সত্ত্বগুণের জাগতিক অভ্যাসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হওয়ার ফলে, ঐ ধরনের অধঃপতিত জড়বাদী মানুষগুলির জীবনে ভগবদ্ভক্তদের কৃপালাভ ব্যতীত উদ্ধারের কোনও আশাই থাকে না।

শ্লোক ৯

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্মণা ।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রিয়া—তাদের সম্পদশ্রী (ধনসম্পত্তি ইত্যাদি) দ্বারা; **বিভূত্যা**—বিশেষ ক্ষমতাদি; **অভিজনেন**—অভিজাত বংশমর্যাদা; **বিদ্যয়া**—শিক্ষাদীক্ষা; **ত্যাগেন**—ত্যাগ; **রূপেণ**—রূপ; **বলেন**—শক্তি; **কর্মণা**—বৈদিক ক্রিয়াকর্ম; **জাত**—জন্মলাভ করে; **স্ময়েন**—এইরকম অহঙ্কারের ফলে; **অন্ধ**—অন্ধ হয়ে; **ধিয়ঃ**—যার বুদ্ধি; **সহ-ঈশ্বরান্**—স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের সাথে; **সতঃ**—শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ; **অবমন্যন্তি**—তারা অবমাননা করে; **হরি-প্রিয়ান্**—ভগবান শ্রীহরির অতীব প্রিয়জনেরা; **খলাঃ**—খল চরিত্রের মানুষেরা।

অনুবাদ

বিপুল সম্পদ, ঐশ্বর্য, পারিবারিক আভিজাত্য, শিক্ষাদীক্ষা, ত্যাগ, রূপ-সৌন্দর্য, দেহবল এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মে সফল সার্থক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মিথ্যা অহমিকায় খল চরিত্রের মানুষদের বুদ্ধি লোপ পায়। এইরকম বৃথা গর্ববোধের ফলে, খলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর নিন্দামন্দ করতে থাকে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবগণ যে সমস্ত আকর্ষণীয় গুণাবলী অভিব্যক্ত করে, তা সবই মূলত সকল চিত্তাকর্ষক গুণাবলীর আকরস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানেরই করায়ত্ত থাকে। চন্দ্রকিরণ প্রকৃতপক্ষে সূর্যকিরণেরই প্রতিবিম্বিত ঔজ্জ্বল্য মাত্র। তেমনই, ভগবানেরই ঐশ্বর্যসম্পদের সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্য স্বল্প সময়ের জন্য জড় জীবের মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই তত্ত্বটি না জেনে, ভগবৎ-বিদ্বেষী মানুষেরা ঐ ধরনের প্রতিফলিত ঐশ্বর্যগুণে প্রমত্ত হয়ে ওঠে, এবং তার ফলে অন্ধ হয়ে, তারা কেবলই শ্রীভগবান এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলীর নিন্দামন্দ করার মাধ্যমে নিজেদেরই অপযশ সৃষ্টি করে। তারা বুঝতে পারে না যে, কিভাবে তারা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির জীব হয়ে উঠেছে এবং তাই তাদের নরক গমন থেকে নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য কর্ম।

শ্লোক ১০

সর্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খ মাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্ ।
বেদোপগীতং চ ন শৃণ্বতেঽবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্তয়া ॥ ১০ ॥

সর্বেষু—সকলেরই; **শশ্বৎ**—চিরকাল; **তনু-ভৃৎসু**—দেহধারী জীব; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত থাকে; **যথা**—যেভাবে; **খম্**—আকাশ; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **অভীষ্টম্**—আরাধ্য; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **বেদ-উপগীতম্**—বেদে প্রশংসিত; **চ**—এবং; **ন শৃণ্বতে**—তারা শোনে না; **অবুধাঃ**—অবোধ মানুষেরা; **মনঃ-রথানাম্**—যথেচ্ছ সুখ; **প্রবদন্তি**—তারা আলোচনা করতে থাকে; **বার্তায়া**—বিষয়াদি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক দেহধারী জীবের অন্তরে নিত্য বিরাজমান থাকেন; তা সত্ত্বেও ভগবান পৃথকভাবেও বিরাজ করেন, ঠিক যেমন আকাশ সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও, কোনও বিশেষ জড় বস্তুর সঙ্গে একেবারে মিশে যায় না। এইভাবেই শ্রীভগবান পরম আরাধ্য এবং সব কিছুরই পরম নিয়ন্তা। বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে তাঁকে বিশদভাবে গুণান্বিত করা হয়েছে, কিন্তু যারা বুদ্ধিভ্রষ্ট, তারা শ্রীভগবান সম্পর্কিত ঐ সব গুণাবলী শুনতেই চায় না। তাদের নিজেদের মানসিক কল্পনাপ্রসূত আলোচনার প্রসঙ্গাদি যা অবধারিতভাবেই মৈথুনাচার এবং আমিষাহারের মতো স্থূল জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সংক্রান্ত কথাবার্তা, সেইগুলি নিয়েই তাদের সময়ের অপব্যয় করা তারা পছন্দ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* পরম তত্ত্ব শ্রীভগবানকে অবগত হওয়াই সকল বৈদিক জ্ঞানসম্ভারের লক্ষ্য। বেদশাস্ত্রাদির এই উদ্দেশ্য যদিও সুস্পষ্টভাবেই বৈদিক গ্রন্থাবলীর মধ্যেই এবং আত্মজ্ঞানসম্পন্ন আচার্যবর্গের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও মূর্খ ব্যক্তিরা এই সহজ সত্য বুঝতে পারে না। তাদের মৈথুনসঙ্গীদের নিয়ে মৈথুন অভিজ্ঞতার কথা আলোচনার মাধ্যমে অবৈধ মৈথুনাচার বিষয়ক জ্ঞান চর্চাই তারা পছন্দ করে থাকে। এছাড়া তারা আমিষাহারের লোভে ভাল ভাল রেস্তোরাঁর কথা তাদের বন্ধুদের কাছে সাগ্রহে বর্ণনা করে এবং প্ররোচিত করতে থাকে, আর তাদের পাপাসক্ত অভিজ্ঞতাদির ফলে মাদকাসক্তি ও বিভ্রান্তিকর পরিণামের সবিশদ বর্ণনার মাধ্যমে মাদক দ্রব্যাদি এবং

মদ্যপানের গুণ বর্ণনায় আনন্দ পায়। জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখভোগীরা পরমাগ্রহে পরস্পরকে ফোনে ডেকে নেয়, সংঘসমিতির আড্ডায় জমায়েত হয়, এবং পরম উদ্দীপনায় পশুপাখি শিকার, মদ্যপান এবং জুয়াখেলার সন্ধানে ছুটে চলে, যার ফলে তাদের জীবন অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢেকে যেতে থাকে। পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় কিংবা রুচিবোধ, কোনটাই তাদের নেই। দুর্ভাগ্যবশত, তারা পরমেশ্বর ভগবানকে তাচ্ছিল্য করে, তাই তিনি ঐসব নির্বোধ মানুষদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের কঠোর শাস্তিবিধান করে থাকেন। সব কিছুই ভগবানের সম্পদ এবং সব কিছুই ভগবানেরই উপভোগের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যখন জীব তার সমস্ত কাজকর্ম শ্রীভগবানের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে সংযোজিত করে, তখনই সে অনন্ত সুখের অধিকারী হতে শেখে। *যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেদ্ যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যম্ ত্বনন্তম্।* বাস্তবিকই, জড়জাগতিক বিষয়াদির মধ্যে কোনই সুখ নেই, এবং মাদকাসক্ত বদ্ধ জীবকে তার প্রকৃত শুদ্ধ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান কৃপাভরে তাদের শাস্তিবিধান করে থাকেন।

দুর্ভাগ্যবশত, *ভগবদ্গীতায়* পরমেশ্বর ভগবান যে পরামর্শ দিয়েছেন, জড়বাদী মানুষেরা তাতে কর্ণপাত করে না কিংবা শ্রীভগবানের প্রতিভূ স্বরূপ যাঁরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো আনুষঙ্গিক শাস্ত্রাদির মাধ্যমে বাণী প্রদান করেছেন, তাও শোনে না। বরং, এই ধরনের ইন্দ্রিয় ভোগীরা নিজেদের জন্য বিষম বাকচতুর এবং পণ্ডিতাভিমানী মনে করে থাকেন। প্রত্যেক জড়বাদী মানুষই যথার্থভাবে মনে করে থাকে যে, সে বুঝি সবচেয়ে বুদ্ধিমান, এবং তাই পরম তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু শোনবার কোনই সময় তার নেই। তা সত্ত্বেও, এই শ্লোকে বর্ণিত পরমেশ্বর ভগবান বদ্ধ জীবের অন্তরের মাঝে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকেন, এবং তার সঙ্গেই বিরাজমান ভগবানকে উপলব্ধি করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। ঐভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মর্যাদা সম্পর্কে উপলব্ধির প্রয়াস শুরু হয়, যা থেকে বদ্ধ জীবের সর্বপ্রকার শুভ বিকাশ ও সুখ শান্তির সূচনা হতে থাকে।

শ্লোক ১১

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ১১ ॥

লোকে—জড় জগতে; **ব্যবায়**—মৈথুনাসক্তি; **আমিষ**—আমিষাহার; **মদ্য**—এবং মদ্যপান; **সেবাঃ**—গ্রহণ; **নিত্যাঃ**—সবসময়ে দেখা যায়; **হি**—অবশ্য; **জন্তোঃ**—বদ্ধ জীবেদের মধ্যে; **ন**—না; **হি**—অবশ্য; **তত্র**—তাদের বিষয়ে; **চোদনা**—শাস্ত্রের বিধান; **ব্যবস্থিতিঃ**—বিধিসম্মত ব্যবস্থা; **তেষু**—এই সকল বিষয়ে; **বিবাহ**—পবিত্র বিবাহ সূত্রে; **যজ্ঞ**—আহুতি সমর্পণ; **সুরা-গ্রহৈঃ**—এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের সোমরস গ্রহণ; **আসু**—এই সকল বিষয়ের; **নিবৃত্তিঃ**—নিবারণ; **ইষ্টা**—পরম বাঞ্ছা।

অনুবাদ

এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে বদ্ধ জীব সর্বদাই মৈথুন অভ্যাস, আমিষ আহার এবং নেশাভাং বিষয়ে প্রবণতা লাভ করে থাকে। অতএব ধর্মশাস্ত্রাদিতে কখনই বস্তুত ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপের উৎসাহ দেওয়া হয় না। যদিও শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদির দ্বারা পবিত্র বিবাহরীতির মাধ্যমে মৈথুনাচারের সুযোগ, যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে নিবেদিত পশুমাংসের আহারের রীতি, এবং যজ্ঞশেষে শাস্ত্রসম্মত সোমরস পানের রীতি অনুমোদিত হয়েছে, তবে ঐ সকল অনুষ্ঠানাদি কোনও মতেই নিরাসক্ত বৈরাগ্য সাধনের চরম উদ্দেশ্য সাধনে সহায়করূপে অনুমোদিত হয় না।

তাৎপর্য

যারা শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের স্তরে অবস্থিত নয়, তারা সর্বদাই অবৈধ মৈথুনচর্চা, আমিষ আহার এবং নেশা ভাং অভ্যাসের মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দিকে সর্বদাই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। ঐ ধরনের জড়জাগতিক মানুষেরা এসব অস্থায়ী ভোগ-উপভোগ বর্জন করতে চায় না, তার কারণ তারা দেহাত্ম বুদ্ধির জালে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই শ্রেণীর মনুষ্যদের জন্য ধর্মানুষ্ঠানের বিবিধ বৈদিক অনুশাসন রয়েছে যার মাধ্যমে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সুযোগ প্রদানের উপায় হয়। তার ফলে বদ্ধ জীব পরোক্ষভাবে বৈদিক জীবনধারায় প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ ইন্দ্রিয় উপভোগের শুদ্ধতা অর্জন করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এইভাবে শুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে জীবমাত্রেই ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ের রুচিবিকাশের সুযোগ লাভ করে এবং প্রত্যক্ষভাবে শ্রীভগবানের দিব্যপ্রকৃতির অভিমুখে আকৃষ্ট হতে থাকে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেদশাস্ত্রাদির কর্মকাণ্ড অংশের বিভ্রান্ত অনুসরণকারীরা প্রত্যয়বোধ করে যে, বৈদিক উৎসব অনুষ্ঠানাদির জড়জাগতিক ফলাশ্রয়ী কর্মের উদ্যোগ কখনই বর্জন করা উচিত নয়, যেহেতু সেইগুলি ধর্মশাস্ত্রাদির মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বৈদিক অনুশাসন রয়েছে যে, যথাযথ ঋতুতে পতি অবশ্যই তাঁর পত্নীর ঋতুকালের অন্তত পাঁচদিন পরে রাত্রে পত্নীর

সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবেন, যদি স্ত্রী যথাযথভাবে স্নান সমাপন করে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখেন। এইভাবেই, ধর্মসম্মত মৈথুন জীবনে দায়িত্বসম্পন্ন গৃহস্থেরা অবশ্যই নিয়োজিত হবেন।

মৈথুনজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মানুষ অবশ্যই তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে, সেই অনুশাসন বৈষ্ণব আচার্যবর্গও নিম্নরূপ ভাবধারায় ব্যাখ্যা করেছেন। জড়জগতের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক মানুষই খুব মৈথুনাসক্ত হয়ে থাকে এবং যখনই কোনও সুরূপা নারীর সাক্ষাৎ লাভ করে কিংবা সমস্ত নারীর প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রবলভাবে মৈথুনাসক্ত জীবন উপভোগের বাসনা পোষণ করে থাকে। বাস্তবিকই, সাধারণ জড়জাগতিক কোনও মানুষের পক্ষে তার বিধিসম্মত বিবাহিতা পত্নীর সাথে সংযোগ-সম্পর্ক সাধনের ক্ষেত্রে নিজেকে সংযত করতে পারা সম্ভব হলে, তা অবশ্যই এক ধরনের কৃতিত্ব সাধন বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যেহেতু অন্তরঙ্গতা থেকেই তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাই পত্নীর প্রতি পতি ক্রমশই বিরক্ত কিংবা বিদ্বেষভাবাপন্ন হতে শুরু করে থাকে এবং অন্যান্য নারীদের সাথে অবৈধ সংসর্গ লিপ্সা অনুভব করতে শুরু করে। এই ধরনের মনোবৃত্তি অত্যন্ত পাপপূর্ণ এবং জঘন্য, আর সেই জন্যই বৈদিক শাস্ত্রে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, অবশ্যই সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে যথার্থ পত্নীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই পতির অগ্রসর হওয়া উচিত, এবং এইভাবেই অন্যান্য নারীদের সাথে অবৈধ মৈথুনাসক্তি উপভোগের প্রবণতা হ্রাস করা চলে। পত্নীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এইভাবে বৈদিক অনুশাসন যদি না থাকত, তা হলে বহু লোক স্বভাবতই তাদের পত্নীদের অবহেলা করত এবং অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে অন্যান্য নারীদের কলুষিত করত।

যাইহোক, বদ্ধ জীবগণের উদ্দেশ্যে এই ধরনের অনুশাসন আধ্যাত্মিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত মহাত্মাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না এবং তাঁরা জড়জাগতিক মৈথুন আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে—*নিবৃত্তিরিষ্টা* অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্রাদির যথার্থ উদ্দেশ্যই হল মানুষকে চিন্ময় জগতে নিজ আলয়ে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলেছেন—*যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজতি অন্তে কলেবরম্*—মৃত্যুকালে আমরা যা চিন্তা করি, পরজন্মে আমাদের সেই অনুযায়ী দেহ ধারণ করতে হয়।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ (গীতা ৮/৫)

মৃত্যুর সময়ে কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ সে শ্রীভগবানেরই ভাব অর্জন করে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তার ফলে

শ্রীকৃষ্ণের দিব্যধামের মর্যাদা অর্জন করা যায়। তাই, সেই কারণেই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*), বেদসম্ভারের চরম উদ্দেশ্য কোনও রকমের জড়জাগতিক বৈধ কিংবা অবৈধ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নির্দিষ্ট হয়নি। বিবাহিত মৈথুন জীবনচর্যার বৈদিক বিধিগুলি যথার্থই পাপময় অবৈধ মৈথুনাচার নিবৃত্তির জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্য, অবোধের মতো সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে, কারও বিবাহিত স্ত্রীর নিরাভরণ শরীরের প্রতি মৈথুনাসক্তি আত্মজ্ঞান উপলব্ধি এবং বৈদিক জ্ঞানচর্চায় উন্নতিলাভের পথে সার্থকতা সাধন করতে পারে। বস্তুত, সকল প্রকার জড়জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারলেই পারমার্থিক জীবনচর্যায় যথার্থ সার্থকসিদ্ধি লাভ করা যায় এবং সকল ভোগতৃপ্তির কবল থেকে বাসনামুক্ত তথা নিবৃত্তি লাভ করা যায় আর তার ফলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মনোনিবেশ করা চলে।

সেইভাবেই, আসবপান এবং আমিষাহার সম্পর্কেও নিয়ন্ত্রিত আচরণবিধি নির্ধারণ করে অন্যান্য অনুশাসনাদি রয়েছে। যারা মাংসাহারে উন্মত্ত, তাদের জন্য বিধান আছে যে, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঁচ শ্রেণীর পঞ্চনখবিশিষ্ট পশু, যথা—গণ্ডার, কচ্ছপ, খরগোশ, শজারু এবং টিকটিকির মাংস ভক্ষণ করতে পারে। তেমনই, বছরের বিশেষ দিনগুলিতে বিশেষ ব্যয় বহুল যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অতি সতর্কভাবে আহুতি প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের আসব পান অনুমোদন করা আছে। এইভাবে, অন্যান্য প্রকার মাদকাসক্তি এবং নিষ্ঠুর পশুহনন নিষিদ্ধ করা আছে। মানুষ এই ধরনের যজ্ঞাহুতি প্রদানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শুদ্ধ মানসিকতা অর্জন করতে থাকে, এবং তার ফলে মাংসাহার ও মদ্যপানের মতো নির্বুদ্ধিতার কার্যকলাপ সম্পর্কে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যে সমস্ত বৈদিক নিয়মাদি ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবৃত্তির নিবারণ করে, সেইগুলিকে *বিধি* বলা হয়। *নিয়ম* বলতে যে সমস্ত অনুশাসনাদি বোঝায়, সেইগুলির মাধ্যমে মানুষকে কিছু অনাবশ্যক কাজকর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলা হয়ে থাকে—*অহর্অহঃ সন্ধ্যাম্ উপাসিত*—"প্রত্যেক দিন ত্রিসন্ধ্যা অর্থাৎ তিনবেলা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত।" আরও বলা হয়েছে, *মাঘস্নানং প্রকুর্বিতা*—"শীতকালের দারুণ ঠাণ্ডার সময়েও প্রতিদিন স্নান করতে হবে।" সাধারণত যে সমস্ত কাজ অবহেলিত হয়ে থাকে, সেইগুলির বিধান দেওয়ার জন্য এইরূপ বিধিনিয়মগুলি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যদিও উল্লিখিত বিধিনিষেধাদির মাধ্যমে মানুষের বিধিসম্মত পত্নীকে অবহেলা করার বিষয়ে অনুশাসন ঘোষিত হয়েছে, তবে সম্পূর্ণভাবে মাংসাহারে অবহেলা

করার বিরুদ্ধে কোনও অনুশাসন নেই। পক্ষান্তরে, পশুহনন অতীব জঘন্য কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে, এবং যদিও অত্যন্ত উগ্রপ্রকৃতির মানুষদের জন্য কিছু শিথিলতা গ্রাহ্য করা হয়েছে, তা হলেও এই নিষ্ঠুর কাজ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করাই মানুষের উচিত, কারণ পশুহত্যার যজ্ঞানুষ্ঠানে সামান্যতম অনিয়ম হলেই মানুষের জীবনে বিপর্যয় ঘটে থাকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশাবলী অনুসারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ-অনুশীলনের মাধ্যমে যারা পারমার্থিক জীবনে সার্থকতা অর্জন করেছে, তারা সম্পূর্ণভাবে জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির প্রবণতা বর্জন করে বলেই আশা করা হয়। যদি কোনও কৃষ্ণভক্ত দ্বিচারিতার মাধ্যমে মাংসাহার, মাদকাসক্তি কিংবা মৈথুন উপভোগ সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় অনুমোদনগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে, তা হলে সে জপ অনুশীলনের বিরুদ্ধে দশম অপরাধ সম্পন্ন করে থাকে। বিশেষ করে যদি ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাস পরিচয়ে বৈরাগ্যের আশ্রমজীবনধারা কেউ স্বীকার করে থাকলে, তাদের পক্ষে গৃহস্থদের জন্য নির্ধারিত বিধিবদ্ধ মৈথুনাচারী জীবনধারার অনুশাসনগুলির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিশেষভাবেই গর্হিত এবং নিন্দনীয় কাজ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, সন্ন্যাস জীবনে এই ধরনের কোনও অব্যাহতি নেই। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা নির্বোধের মতো কখনই বৈদিক শাস্ত্রের বিধানগুলিতে বিভ্রান্ত হবেন না, যেমন *মনুসংহিতা* থেকে নিচের শ্লোকটিতে রয়েছে—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥

"মাংসাহার, মদ্যপান এবং মৈথুনাচার বদ্ধ জীবগণের স্বাভাবিক প্রবণতা বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে, এবং তাই এই ধরনের কার্যকলাপের জন্য এসব মানুষদের নিন্দা করা উচিত নয়। কিন্তু এইরূপ পাপকর্মাদি বর্জন না করলে, কারও পক্ষেই জীবনের যথার্থ সার্থকতা লাভ করা সম্ভব হয় না।"

ক্রিয়াবিধানে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র *বামনদেব* যজ্ঞানুষ্ঠানে, কিংবা ধর্মভাবাপন্ন সুসন্তানাদি লাভের উদ্দেশ্যেই *গর্ভাধান সংস্কার* অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেই মৈথুনক্রিয়া অনুমোদিত হয়। আরও বলা হয়েছে যে, কয়েক ধরনের মাংস পিতৃপুরুষাদি এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞাদির মাধ্যমে ভগবান শ্রীহরির পূজার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এইভাবেই, সোমরস পানের মাধ্যমে এক প্রকার মাদকতাও লাভ করা যায়। তবে, ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত কোনও মানুষ যদি এই ধরনের নৈবেদ্য আস্বাদনে আগ্রহী হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সে দূষিত চরিত্রের মানুষ রূপে গণ্য হয়ে

থাকে। বাস্তবিকই, যে সকল ব্রাহ্মণেরা এইরূপ নৈবেদ্য উৎসর্গ করে থাকেন, তাঁরা নিজেরা কোনও রকমের মাদক কিংবা মাংস গ্রহণ করেন না। এই সামগ্রীগুলি ক্ষত্রিয়েরাই গ্রহণ করে থাকে, তারাই যজ্ঞবিশিষ্ট গ্রহণের ফলে পাপের ভাগী হয়ে থাকে।

যাইহোক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায় যে, কৃষ্ণভক্ত রূপে যাঁরা সার্থকতা অর্জন করতে আগ্রহী হন, তাঁরা অচিরেই এই সমস্ত ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্ম-বর্জন করে থাকেন। শুদ্ধভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের অভিলাষ থাকলে এই ধরনের কোনও প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষী যজ্ঞ নিবেদনের অবকাশ থাকে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ ছিল যে, তাঁর অনুরাগী সমস্ত ভক্ত অনুরাগীদের দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করতেই হবে—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*। যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী হতে ইচ্ছুক এবং অচিরে নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায়, তারা অবশ্যই অবহেলাভরে কোনও বৈদিক ফলাশ্রয়ী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে আকৃষ্ট হবে না যার ফলে তারা জড়জাগতিক দেহাত্মবুদ্ধির জীবনধারায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা সর্বদাই এই সমস্ত দোষযুক্ত যাগযজ্ঞাদি থেকে নিবৃত্ত থাকেন।

শ্লোক ১২

ধনং চ ধর্মৈকফলং যতো বৈ
জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি ।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য
মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্যম্ ॥ ১২ ॥

ধনম্—ধনসম্পদ; **চ**—ও; **ধর্ম-এক-ফলম্**—যার একমাত্র ফললাভ ধর্মপ্রবণতা; **যতঃ**—যা থেকে (ধার্মিক জীবন); **বৈ**—অবশ্য; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **সবিজ্ঞানম্**—প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সাথে; **অনুপ্রশান্তি**—এবং ফলস্বরূপ দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতি; **গৃহেষু**—তাদের গৃহে; **যুঞ্জন্তি**—তারা উপভোগ করে; **কলেবরস্য**—তাদের জাগতিক দেহের; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **ন পশ্যন্তি**—তারা দেখতে পায় না; **দুরন্ত**—অজেয়; **বীর্যম্**—যে শক্তি।

অনুবাদ

যে ধর্ম হতে বিজ্ঞান ও মোক্ষসাধক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদৃশ ধর্মকৃতা সম্পাদনোপযোগী ধনকে যারা কেবলমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের জন্য ব্যবহার করে, তাহারা দুরন্তবীর্য্য মৃত্যুর কথা চিন্তা করে না।

তাৎপর্য

যে সকল সামগ্রী কোনও অধিকারীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাদের বলা হয় *ধনম্* বা সম্পত্তি। যখন বুদ্ধিহীন কোনও মানুষ তার জাগতিক দেহ এবং পরিবারবর্গের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তার কষ্টোপার্জিত সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করতে থাকে, তখন সে আর মোটেই দেখতে পায় না যে, মৃত্যু কেমন অবধারিতভাবে তার নিজের দেহ, এমনকি তার পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবদের সকলেরই অনিত্য দেহগুলির দিকে এগিয়ে আসছে। *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—পরমেশ্বর ভগবান সর্বশক্তিমান মৃত্যুরূপে সকল জড়জাগতিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনে আবির্ভূত হন। বাস্তবিকই, পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনেও মানুষের নিজের এবং তার নিজ পরিবার-পরিজনদের পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের কল্যাণে তার ধনসম্পদ কাজে লাগানো উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অনেক ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ আছেন, যাঁরা সরল শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন এবং বাড়িতে কৃষ্ণভাবনাময় ক্রিয়াকর্মের আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের সম্পদ কাজে লাগান এবং যে সব সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা জনগণের মাঝে কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করছেন, তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। এই ধরনের গৃহস্থেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে তথা প্রচারে তাদের সমগ্রশক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করতে না পারলেও, জীবনের পারমার্থিক নীতিগুলি সম্পর্কে বেশ সুদৃঢ় উপলব্ধি ক্রমশই আয়ত্ত করতে থাকে এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে দৃঢ়ভাবে ভক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে দিব্যভাবাপন্ন মানুষ হয়ে ওঠে। এইভাবে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি নামে বদ্ধ জীবনের সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করে।

কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন বিনা জীবন বাস্তবিকই দারিদ্র্যে পূর্ণ হয়ে থাকে। তবে দারিদক্লিষ্ট জড়বাদী যে সব মানুষের বুদ্ধি স্বল্প, তারা উপলব্ধি করতেই পারে না যে, কৃষ্ণভাবনামৃত স্বরূপ ভগবৎ-প্রেমের সর্বোচ্চ পর্যায়ে চেতনার বিস্তার করতে পারলেই প্রকৃত সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। এই ধরনের মানুষেরা তাদের ছেলেমেয়েদের যেন ঠিক পশুদের মতোই বড় করে তোলে যাতে তাদের জীবনে একমাত্র লক্ষ্য হয় অনর্থক মানমর্যাদা আর জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ। এই ধরনের জড়বাদী গৃহস্থেরা ভয় পায় বুঝি পারমার্থিক জীবনচর্যায় অত্যধিক আগ্রহ হলে তাদের সন্তানদের পক্ষে অসার জাগতিক মর্যাদা আহরণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মৃত্যুই এই সমস্ত আধ্যাত্মিক ভাববর্জিত জড়বাদী মানুষদের সমস্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে। যদি গৃহস্থ পরিবারের জীবন ও ধনসম্পদ সবই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে ও প্রচারে প্রয়োগ করা হয়,

তা হলে মানুষ নিত্য এবং অনিত্য, চিন্ময় এবং জাগতিক, আনন্দ ও উৎকণ্ঠার পার্থক্য বিচার করতে শিখবে এবং তার ফলে জীব মুক্তি লাভ করবে এবং নিত্য সত্য কৃষ্ণভাবনাময় জীবনের অনুকূল সর্বোত্তম বিশুদ্ধ আশীর্বাদ লাভের মাধ্যমে নিতান্ত তুচ্ছ তত্ত্বমূলক জ্ঞানের প্রসারতার ফলে সার্বিক সিদ্ধি লাভে সমর্থ হবে। সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান অবশ্যই পরোক্ষ তত্ত্বমূলক জ্ঞান ছাড়া কার্যকরী হতে পারে না; এই পরোক্ষ জ্ঞান ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে সযত্ন চর্চা-অনুশীলনের মাধ্যমে, যা থেকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ জ্ঞান তথা আত্মতত্ত্বজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে।

এই শ্লোকে *অনুপ্রশান্তি* শব্দটি বোঝায় যে, চিন্ময় জ্ঞান (*বিজ্ঞানম্*) থেকে মানুষ নিত্য আনন্দময় শান্তি লাভের পরম সুখাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যা বদ্ধ জড়জাগতিক জীবের স্বপ্নেরও অতীত।

শ্লোক ১৩

যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা ।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্মম্ ॥ ১৩ ॥

যৎ—যেহেতু; **ঘ্রাণ**—ঘ্রাণ দ্বারা; **ভক্ষঃ**—গ্রহণ করে; **বিহিতঃ**—বিধান আছে; **সুরায়াঃ**—সুরার; **তথা**—সেইভাবেই; **পশোঃ**—যজ্ঞের পশুদের; **আলভনম্**—যথাবিহিত হত্যা; **ন**—না; **হিংসা**—যথেচ্ছ হিংসা; **এবম্**—এইভাবেই; **ব্যবায়ঃ**—মৈথুন; **প্রজয়া**—সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে; **ন**—না; **রত্যা**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে; **ইমম্**—এই (যেভাবে পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে); **বিশুদ্ধম্**—অতি শুদ্ধ; **ন বিদুঃ**—তারা বোধ করে না; **স্বধর্মম্**—তাদের নিজেদের যথার্থ ধর্ম।

অনুবাদ

বৈদিক অনুশাসন অনুসারে, যখন যজ্ঞানুষ্ঠানের উৎসবাদিতে সুরা নিবেদন করা হয়, তা যজ্ঞের পরে ঘ্রাণের মাধ্যমে আস্বাদন করতে হয়, পান করা হয় না। সেইভাবেই, পশুকে আহুতিস্বরূপ নিবেদন করার বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু নির্বিচারে ব্যাপকভাবে প্রাণিহত্যার কোনও ব্যবস্থাই নেই। ধর্মাচরণের মাধ্যমে মৈথুন জীবনযাপনেরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সন্তানাদির লাভেরই জন্য এবং দৈহিক সুখতৃপ্তি উপভোগের জন্য অনুমোদিত হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত, অবশ্য স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন জড়বাদীরা বুঝতে পারে না যে, শুদ্ধভাবে পারমার্থিক স্তরেই তাদের জীবনধারা পরিচালনা করাই উচিত।

তাৎপর্য

মধ্বাচার্য পশুবলি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন---

যজ্ঞেষ্বালভনং প্রোক্তম্ দেবতোদ্দেশতঃ পশোঃ ।
হিংসা নাম তদন্যত্র তস্মাৎ তাং নাচরেদ্ বুধঃ ॥
যতো যজ্ঞে মৃতা উর্ধ্বং যান্তী দেবে চ পৈতৃকে ।
অতো লাভাদ্ আলভনম্ স্বর্গস্য ন তু মারণম্ ॥

এই বিবৃতি অনুযায়ী, বেদশাস্ত্রাদি অনেক ক্ষেত্রে ধর্মানুষ্ঠানে পশু বলিদানের বিধান দেওয়া আছে পরমেশ্বর ভগবান বা কোনও বিশেষ দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে। অবশ্য যদি কেউ খেয়ালখুশিমতো বৈদিক অনুশাসনাদি যথাযথভাবে পালন না করে পশুহত্যা করে, তা হলে সেই ধরনের পশুবলিদান প্রকৃতপক্ষে হিংসাত্মক কাজ বলেই গণ্য হয় এবং কোনও বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষেই তা মেনে নেওয়া উচিত হবে না। যদি পশুবলি যথাযথভাবে পালিত হয়, তা হলে বলি প্রদত্ত পশুটি যজ্ঞাহুতির মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের স্বর্গধামে চলে যায়। সুতরাং সেই ধরনের পশুবলি যথার্থ পশু হত্যা নয়, তবে বৈদিক মন্ত্রাবলীর শক্তি প্রদর্শনের জন্য সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়, যার মাধ্যমে বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণের শক্তির মাধ্যমে সেই যজ্ঞপশুটি তৎক্ষণাৎ এক সমুন্নত মর্যাদাসম্পন্ন স্তরে উন্নীত হয়ে যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্য এইভাবে পশু বলি এই যুগে নিষিদ্ধ করেছেন, যেহেতু যথাযথভাবে মন্ত্রাদি উচ্চারণে পারদর্শী কোনও ব্রাহ্মণই আজকাল নেই, এবং পশুযজ্ঞে আহুতি প্রদানের জায়গা বলতে যেটি আজকাল নির্ধারিত হয়ে থাকে, সেটি সাধারণত কসাইখানায় পরিণত হয়েছে। আর পূর্ববর্তী যুগে, যখন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিকৃত ব্যাখ্যা সহকারে মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, পশুহত্যা এবং মাংসাহার বিধিসম্মত, তখন ভগবান শ্রীবুদ্ধ স্বয়ং আবির্ভূত হন এবং তাদের গর্হিত পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে শ্রীল জয়দেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধে—রহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥

দুর্ভাগ্যবশত, বদ্ধ জীবগণ যে চারটি অপূর্ণতার হীনতাদুষ্ট, সেইগুলির মধ্যে অন্যতম প্রতারণা, এবং তার ফলেই, তারা শ্রীভগবানের কৃপাশীর্বাদ স্বরূপ তাদের

ক্রমান্বয়ে উন্নতিবিকাশের উদ্দেশ্যে যে সকল ধর্মশাস্ত্রাদির মাধ্যমে সুবিধামূলক সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বিকৃতভাবে স্বার্থ সাধনে কাজে লাগিয়ে থাকে। একই সঙ্গে তাদের ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি সাধনের সঙ্গে তাদের পারমার্থিক উন্নতিবিধানের সুযোগ সমন্বিত বৈদিক অনুশাসনগুলি অনুসরণ করে চলার চেয়ে, বদ্ধ জীবগণ সেই অনুশাসনগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝে, জড়জাগতিক উৎসবাদি বর্জনের পরামর্শ অনুসরণ করতে থাকে এবং তার ফলে ক্রমশই তারা কেবলই দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীবনধারার অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত তথা অধঃপতিত হতেই থাকে। এইভাবেই তারা মূল বর্ণাশ্রম প্রথা থেকেই অধঃপতিত হয় এবং উগ্র বেদবিরোধী সমাজ ব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, সেই সকল পরিবেশের মধ্যে প্রচলিত সর্বজনীন ধর্মনীতিগুলির যৎসামান্য অংশগুলিকেই আত্মার একান্ত ধর্ম বলে ধারণা পোষণ করে। এই ধরনের হতভাগ্য মানুষগুলি তাদের জীবনে নিত্যসিদ্ধ শাশ্বত করণীয় কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে একেবারেই সম্পর্কছিন্ন হয়ে সব কিছুকেই বাস্তব থেকে বিপুলভাবে ভিন্ন বস্তু রূপে ধারণা করতে থাকে।

শ্লোক ১৪

যেত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥ ১৪ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **অনেবম্-বিদঃ**—এই সকল তথ্য না জেনে; **অসন্তঃ**—অতি অসাধু; **স্তব্ধাঃ**—অজ্ঞতাবশত; **সৎ-অভিমানিনঃ**—নিজেদের সাধু মনে করে; **পশূন্**—পশুগণ; **দ্রুহ্যন্তি**—তারা ক্ষতি করে; **বিশ্রব্ধাঃ**—নির্দোষ বিশ্বাসী; **প্রেত্য**—বর্তমান শরীর ত্যাগের পরে; **খাদন্তি**—তারা খায়; **তে**—ঐ পশুগুলি; **চ**—এবং; **তান্**—তাদের।

অনুবাদ

সেই সমস্ত পাপাচারী মানুষ যথার্থ ধর্মনীতি বিষয়ে অজ্ঞ হলেও নিজেদের সম্পূর্ণ ধার্মিক মনে করে, তাই নির্বিচারে ঐ সব নিরীহ পশু যারা তাদের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে থাকে, তাদের উপর হিংসাত্মক আচরণ করে থাকে। তাদের পরজন্মে, এই সমস্ত পাপাচারী মানুষগুলিকে এই পশুগুলিই আবার হত্যা করে ভক্ষণ করে থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর বিধিনিয়মাদির প্রতি যে সব মানুষ আত্মসমর্পণ করে না, তাদের মধ্যে কত বিরাট

অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে। তাই *ভাগবতে* বলা হয়েছে—*হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ*—যারা পরমেশ্বর ভগবানের পরম শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না, ক্রমশই তারা চরম পাপময় প্রবৃত্তির বশীভূত হতে থাকে, যার পরিণামে অভক্ত মানুষদের জীবনে ভয়ানক দুঃখকষ্ট নেমে আসে। আমেরিকা, ইউরোপের মতো দেশগুলিতে, অনেক লোক বিশেষ গর্বভরে নিজেদের অতি নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ মানুষ বলে এবং অনেক সময়ে অবতার কিংবা ভগবানের প্রতিনিধি বলেও আত্মপ্রচার করে থাকে। তাদের ধর্মভাবের গর্ব প্রকাশের মাধ্যমে, এই ধরনের নির্বোধ মানুষগুলি কসাইখানাগুলিতে অগণিত পশুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার সময়ে কোনও ভয় কিংবা দ্বিধা অনুভব করে না কিংবা তাদের খেয়াল খুশিমতো ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের জন্য পশুপাখি শিকারের প্রমোদ-অভিযানে যেতেও ইতস্তত করে না। আমেরিকা মহাদেশেও মিশিশিপি রাজ্যে মাঝে মাঝে শূকর বধের উৎসব হয়ে থাকে, যেখানে স্থানীয় সমস্ত পরিবারবর্গের মানুষেরা জমায়েত হয়ে তাদের চোখের সামনে একটি শূকরকে নিষ্ঠুরভাবে নানা কৌশলে অনেকক্ষণ ধরে হত্যা করবার অনুষ্ঠান উপভোগ করতে থাকে। ঠিক তেমনই, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো মহান দেশ বলে জগদ্বিখ্যাত রাষ্ট্রের পূর্বতন এক রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেন্ট) সেখানকার টেকসাস্ রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে এসে মনে করতেন যে, একটি গাভীকে কোনও উৎসবের মাঝে কসাই না করা হলে নাকি সেই উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না। এই ধরনের মানুষগুলি শ্রীভগবানের কল্যাণকর বিধিনিয়মাদি যথাযথভাবে পালন করে চলেছে বলে সর্বসমক্ষে নির্লজ্জভাবে জাহির করে থাকে এবং তাদের এই ধরনের গর্বোদ্ধত নির্বুদ্ধিতার পরিণামেই বাস্তব সত্যের সঙ্গে সর্বপ্রকার শুভ সংযোগ তারা হারিয়ে ফেলতে থাকে। যখন কেউ একটি প্রাণীকে হত্যা করবার মতলবে তাকে পালন করতে থাকে, তখন সে তাকে খুব ভালভাবে খেতে দেয় এবং হৃষ্টপুষ্ট করে তোলার জন্য উৎসাহ দেয়। তাই পশুটি ক্রমশ তার ভবিষ্যৎ হন্তাটিকেই তার রক্ষাকর্তা এবং প্রভু মনে করতে থাকে। যখন শেষ পর্যন্ত সেই মনিবটি হতভাগ্য পশুটির দিকে ধারালো ছুরি কিংবা বন্দুক নিয়ে এগুতে থাকে, তখন পশুটি ভাবে, "আহা, আমার প্রভু আমার সঙ্গে তামাসা করছে।" একেবারে শেষ মুহূর্তে পশুটি বোঝে যে, যাকে সে প্রভু মনিব মনে করেছিল, সে মূর্তিমান মৃত্যু। বৈদিক শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশুদের নিষ্ঠুর মনিবেরা যারা নির্দোষ প্রাণীদের হত্যা করে, নিঃসন্দেহে পরজন্মে তারা একই পদ্ধতিতে নিহত হবে।

মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসম্ ইহাদ্ম্যহম্ ।
এতন্ মাংসস্য মাংসত্বম্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

" 'এখানে যে পশুটির মাংস আমি এখন ভক্ষণ করছি, পরজন্মে সে আমার মাংস আহার করবে।' এই জন্যই পশুদেহ ভক্ষণকে 'মাংস' রূপে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রকারেরা বর্ণনা করছেন।" *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রাণিহত্যাকারীদের এই ভয়ানক দুর্ভাগ্যের কথা একদা যজ্ঞাদিতে নিবেদনের নামে এইভাবে যথেচ্ছ পশুহত্যাকারী রাজা প্রাচীনবর্হিকে শ্রীনারদ মুনি বর্ণনা করেছিলেন।

ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে ।
সংজ্ঞাপিতান্ জীবসংঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ ॥
এতে ত্বাং সম্প্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব ।
সম্পরেতম্ অয়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যু উত্থিতমন্যবঃ ॥

"হে প্রজাপালক রাজা, অনুগ্রহ করে আকাশমার্গে লক্ষ্য করে দেখুন—যে সমস্ত পশুদের আপনি নির্বিচারে এবং নির্দয়ভাবে যজ্ঞস্থলে বলি দিয়েছেন। এই সমস্ত পশুরা আপনার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রয়েছে যাতে আপনি তাদের উপরে যে আঘাত হেনেছেন, তার প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করতে পারে। আপনার মৃত্যু হলে, তারা ক্রুদ্ধভাবে তাদের লৌহময় শৃঙ্গ দ্বারা আপনার দেহ ছিন্নভিন্ন করবে।" (*ভাগবত* ৪/২৫/৭-৮) মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের গ্রহলোকে তাঁর ব্যবস্থাধীনে পশুহনন-কারীদের জন্য এই ধরনের শাস্তিবিধান হতে পারে। পক্ষান্তরে, কোনও পশুকে যে বধ করে কিংবা যে মাংস ভক্ষণ করে, নিঃসন্দেহে যে জীবটি তার দেহটিকে ভক্ষণের জন্য মাংসাহারীর পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে হয়েই থাকে। মাংসাহারীকে অবশ্যই তার নিজের দেহের মাংস আহারের জন্য প্রত্যর্পণ করে পরজন্মে তার ঋণ শোধ করতেই হয়। এইভাবে নিজের দেহটিকে মাংসরূপে আহারের জন্য প্রত্যর্পণের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের বিধান বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

শ্লোক ১৫

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্ ।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১৫ ॥

দ্বিষন্তঃ—দ্বেষবশতঃ; **পরকায়েষু**—অন্যের শরীরের মধ্যে অবস্থিত (আত্মা); **স্ব-আত্মানম্**—তাদের নিজেদের যথার্থ আত্মপরিচিতি; **হরিম্-ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **মৃতকে**—মৃতদেহে; **স-অনুবন্ধে**—তার সম্বন্ধ সম্পর্কের সঙ্গে; **অস্মিন্**—এই; **বদ্ধস্নেহাঃ**—তাদের সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন; **পতন্তি**—তাদের পতন হয়; **অধঃ**—নিম্নগামী।

অনুবাদ

বদ্ধজীবগণ সুদৃঢ় স্নেহবন্ধনে তাদের নিজেদেরই মৃতদেহবৎ জড় শরীরটির সাথে এবং তাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গের সাথে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই ধরনের মহানন্দময় এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট অবস্থায়, বদ্ধ জীবগণ অন্য সকল জীব, এমন কি সকল জীবের অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির প্রতিও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। তার ফলে ঈর্ষাবশে সকলকে মনোকষ্ট দেওয়ার ফলে, বদ্ধজীবগণ ক্রমশই নরকে অধঃপতিত হতে থাকে।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক মানুষেরা নিষ্ঠুরভাবে পশুহত্যার মাধ্যমে তাদের ঈর্ষাবোধ অভিব্যক্ত করে থাকে। তেমনই, বদ্ধ জীব অন্যান্য মানুষদের প্রতিও ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকে, এমনকি প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজমান স্বয়ং শ্রীভগবানের প্রতি ঈর্ষাবোধ করতে থাকে। প্রত্যেক জীবই শ্রীভগবানের নিত্যদাস, এই তত্ত্ব সম্পর্কে তারা পরিহাস প্রকাশ করে এবং নিরীশ্বরবাদী বিজ্ঞান তথা *ভূয়োদর্শী* প্রচারের মাধ্যমে তারা শ্রীভগবানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকে। এই ধরনের ঈর্ষাজর্জরিত মানুষেরাই যুদ্ধবিগ্রহ বাধিয়ে, আতঙ্কবাদ ছড়িয়ে, নির্মম রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করে এবং প্রতারণামূলক ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোগ সৃষ্টির সাহায্যে অন্যান্য সকল মানুষের প্রতি তাদের তিক্ত মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। এই ধরনের ঈর্ষাবিষজর্জরিত মানুষদের পাপপঙ্কিল দেহগুলি ঠিক যেন মৃতশরীরেরই মতো হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও, ঈর্ষাপূর্ণ মানুষেরা তাদের জড়জাগতিক দেহটির মৃতবৎ শারীরিকরূপ নিয়েই আত্মপ্রশংসামুখর হয়ে থাকে এবং তাদের সন্তানাদি ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের বিষয়ে আনন্দোচ্ছল হয়ে জীবন যাপন করে। *বৃথা অহম্* বোধের ফলেই এই ধরনের মনোবৃত্তি জাগে। শ্রীল মধ্বাচার্য *হরিবংশ* থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

আপ্তবাদ আত্মশব্দোক্তং স্বস্মিন্নপি পরেষু চ।
জীবাদন্যং ন পশ্যন্তি শ্রুত্বৈবং বিদ্বিষন্তি চ।
এতাংস্তম্ আসুরান্ বিদ্ধি লক্ষণৈঃ পুরুষাধমান্ ॥

"পরমপুরুষকে আত্মা বলা হয় কারণ তিনি এক এবং বহুর মধ্যেও বিরাজ করে থাকেন। কিছু মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের বর্ণনাদি শ্রবণ করলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এবং তারা প্রকাশ্যে বলে থাকে যে, তারা ছাড়া অন্য কোনও পরম সত্তা থাকতেই পারে না। এই ধরনের মানুষদের অসুর বলেই জানতে হবে। তাদের বাস্তব লক্ষণাদি বিচারের মাধ্যমেই বুঝে নিতে হয় যে, তারা সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ।"

শ্লোক ১৬

যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্ ।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে ॥ ১৬ ॥

যে—যারা; **কৈবল্যম্**—পরম তত্ত্বের জ্ঞান; **অসম্প্রাপ্তাঃ**—অর্জন না করে; **যে**—যারা; **চ**—ও; **অতীতাঃ**—অতীত; **চ**—ও; **মূঢ়তাম্**—সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা; **ত্রৈবর্গিকাঃ**—ধর্ম, অর্থ ও কাম রূপে জীবনের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনে; **হি**—অবশ্য; **অক্ষণিকাঃ**—এক মুহূর্তও চিন্তার সময় না থাকায়; **আত্মানম্**—তাদের নিজ সত্তা; **ঘাতয়ন্তি**—হন্ত; **তে**—তাদের।

অনুবাদ

যারা পরম তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়নি, অথচ সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার অন্ধকার অতিক্রম করেছে, তারা সাধারণত ধর্ম, অর্থ ও কাম নামে অভিহিত পুণ্য পবিত্র জড়জাগতিক জীবনযাপনের ত্রিবিধ মার্গ অনুসরণ করে থাকে। অন্য কোনও প্রকার উচ্চ পর্যায়ের উদ্দেশ্য সাধনে ভাবনাচিন্তা করবার মতো সময় তারা পায় না বলেই আপনার আত্মার শুদ্ধতা হননকারী জীব হয়ে যায়।

তাৎপর্য

যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত থাকে এবং তার ফলে জড়জাগতিক ধর্মজীবন যাপনেরও অবকাশ পায় না, তারা অসংখ্য পাপকর্ম করতে থাকে এবং অত্যন্ত কষ্টভোগ করে। এই ধরনের বিষম কষ্টভোগের ফলে এই শ্রেণীর মানুষেরা অনেক সময়ে ভগবদ্ভক্তদের শরণাগত হয় এবং সেইভাবে দিব্য সঙ্গ লাভের মাধ্যমে আশীর্বাদধন্য হয়ে উঠে, অনেক ক্ষেত্রেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সর্বোত্তম সিদ্ধির পর্যায়ে উন্নতি লাভ করে।

যারা পরিপূর্ণভাবে পাপাচারী নয়, তারা জড়জাগতিক জীবনধারার দুঃখকষ্টের কিছুটা লাঘব হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তার ফলে জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধের অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করে নিয়ে থাকে। যেহেতু জড়জাগতিক পুণ্যবান লোকেরা সাধারণত পৃথিবীতে সমৃদ্ধি, দৈহিক সৌন্দর্য এবং সুখের সাংসারিক গৃহপরিবেশ লাভ করে থাকে, তাই তারা তাদের মর্যাদা-পরিবেশে মিথ্যা গর্ববোধ করে এবং ভগবদ্ভক্তদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ কিংবা তাদের সঙ্গলাভে আগ্রহবোধ করে না। দুর্ভাগ্যবশত, পুণ্য বা পুণ্যহীন সমস্ত জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপই অবধারিতভাবে পাপময় কাজকর্মের দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়ে। যারা তাদের পবিত্রতা সম্পর্কে গর্ববোধ করে এবং কৃষ্ণকথা শুনতে পছন্দ করে না, তাদের কৃত্রিম মর্যাদা থেকে আজ নয় কাল তারা অবশ্যই অধঃপতিত হয়। প্রত্যেক

জীব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যদাস। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণের কাছে আমরা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত, আমাদের বাস্তবিকই অধর্ম হতেই থাকে। *অক্ষণিকাঃ* (ক্ষণমাত্রও চিন্তাভাবনার অবকাশশূন্য) শব্দটি এই শ্লোকে তাৎপর্যপূর্ণ। জড়জাগতিক ভাবাপন্ন মানুষেরা তাদের নিত্যকালের আত্ম-উপলব্ধির জন্য একটি মুহূর্তও ব্যয় করতে পারে না। এটা দুর্ভাগ্যেরই লক্ষণ মাত্র। এই ধরনের মানুষেরা তাদের অবাধ্যতার ফলে নিজেদেরই আত্মাকে হনন করতে থাকে এবং পরিণামে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে, তা থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ তারা মুক্তিলাভ করে না।

অসুস্থ মানুষ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডাক্তারের যত্নের প্রাথমিক ফললাভে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যদি রোগী প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্যোন্নতির লক্ষণে অযথা গর্ববোধ করতে থাকে এবং ডাক্তারের আদেশ-নির্দেশগুলি অসময়ে আগে থেকেই বর্জন করে নিজেকে ইতিমধ্যেই সুস্থ বলে মনে করে, তা হলে নিঃসন্দেহে আবার রোগ ফিরে আসবেই। *যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তাঃ* শব্দসমষ্টি দ্বারা এই শ্লোকটিতে পরিষ্কার বোঝানো হয়েছে যে, জাগতিক দান-ধ্যানের পুণ্যকর্ম থেকে পরমতত্ত্বের শুদ্ধজ্ঞান লাভের পথ বহু দূরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রয়লাভের আগেই কেউ যদি তার পারমার্থিক জীবনে উন্নতিলাভের প্রয়াস স্তব্ধ করে দেয়, তা হলে, তার জীবনে ব্রহ্মজ্যোতির নিরাকার নির্বিশেষবাদী উপলব্ধি লাভ হয়ে থাকলেও, অবধারিতভাবেই অতীব অশান্তিপূর্ণ জাগতিক পরিস্থিতির মধ্যে তাকে অধঃপতিত হতে হবে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ।*

শ্লোক ১৭

এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ ॥ ১৭ ॥

এতে—এই সকল; **আত্ম-হনঃ**—আত্মহননকারী; **অশান্তাঃ**—শান্তিবর্জিত; **অজ্ঞানে**—অজ্ঞানতাবশত; **জ্ঞানমানিনঃ**—জ্ঞানী মনে করে; **সীদন্তি**—তারা কষ্ট পায়; **অকৃত**—কৃতকার্যে ব্যর্থ; **কৃত্যাঃ**—তাদের কর্তব্য; **বৈ**—অবশ্য; **কাল**—সময়ে; **ধ্বস্ত**—বিধ্বংস; **মনঃ-রথাঃ**—তাদের মনোবাঞ্ছা।

অনুবাদ

আত্মহননকারী জীব কখনই সুখী হয় না, কারণ তারা মনে করে যে, জড়জাগতিক জীবনধারা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যেই মূলত মানুষের বুদ্ধি কাজে লাগাতে হয়।

তাই যথার্থ চিন্ময় পারমার্থিক কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করে তারা সর্বদা দুঃখভোগ করতেই থাকে। বিপুল আশা এবং স্বপ্নে তারা পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিয়তই এই সব কিছুই কালের দুর্দমনীয় পদক্ষেপে ধ্বংস হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এই ধরনের একটি শ্লোক *শ্রীঈশোপনিষদে* (৩) রয়েছে—

অসুর্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

"আত্মহননকারী যে কেউ হোক, তাকে অবশ্যই অন্ধকার ও অজ্ঞানতায় পূর্ণ অবিশ্বাসীদের গ্রহমণ্ডলীতে প্রবেশ করতে হয়।"

শ্লোক ১৮

হিত্বাত্মমায়ারচিতা গৃহাপত্যসুহৃৎস্ত্রিয়ঃ ।
তমো বিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৮ ॥

হিত্বা—ত্যাগ করে; **আত্ম-মায়া**—পরমাত্মার মায়াশক্তির দ্বারা; **রচিতাঃ**—সৃষ্ট; **গৃহ**—ঘর; **অপত্য**—সন্তানাদি; **সুহৃৎ**—বন্ধুরা; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; তমঃ—তমোগুণের মধ্যে; **বিশন্তি**—তারা প্রবেশ করে; **অনিচ্ছন্তঃ**—কোনও ইচ্ছা না করেও; **বাসুদেব-পরাঙ্মুখাঃ**—যারা ভগবান শ্রীবাসুদেবের কাছ থেকে বিমুখ হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবান্বিত হয়ে যারা পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি বিমুখ হয়ে রয়েছে, তার পরিণামে তারা বাধ্য হয়ে তাদের ঘরবাড়ি, সন্তানাদি, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-প্রেমিকা বলতে যা কিছু বোঝায়, পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট সেই সব কিছুই তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীর তমসাময় প্রদেশে তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রবিষ্ট হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

বদ্ধজীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকে এবং তার পরিবর্তে অনিত্য ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় সুখভোগের চেষ্টা করে। তার পরিণামে কেবলই উদ্বেগ সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেহেতু বদ্ধজীব তার অনিত্য স্ত্রীপুত্রকন্যা-বন্ধুবান্ধব-ঘরবাড়ি-জাতিপাতি ইত্যাদি প্রতিপালনের জন্যই সংগ্রাম করে চলে। শেষ পর্যন্ত এই সব কিছুই কেড়ে নেওয়া হয়, এবং নিদারুণ হতাশা-বিষাদে বিভ্রান্ত জীবাত্মা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রীভগবানের নির্বিশেষ নিরাকার তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তি খোঁজে। এইভাবেই

বদ্ধজীব সর্বদাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকে, কখনও মায়াময় ইন্দ্রিয় উপভোগের চেষ্টা করে কিংবা কখনও-বা ব্রহ্ম নামে নিরাকার ভগবৎ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জনের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু পরমেশ্বর তথা পরমপুরুষ যিনি জীবের প্রভু, তাঁর সেবারত থাকতে চেষ্টা করাই জীবের যথার্থ মর্যাদা। আর পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বৈরী মনোভাব যতক্ষণ না বর্জন করতে পারছে, ততক্ষণ জীবনে সুখ শান্তির কোনও আশাই কেউ করতে পারে না।

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলি 'অশান্ত' ॥

(*চৈঃচঃ মধ্য* ১৯/১৪৯)

শ্লোক ১৯

শ্রীরাজোবাচ

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **কস্মিন্**—কোন; **কালে**—সময়ে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কিম্ বর্ণঃ**—কোন বর্ণের; **কীদৃশঃ**—কি ধরনের; **নৃভিঃ**—মানুষের দ্বারা; **নাম্না**—কোন নামে; **বা**—এবং; **কেন**—কিভাবে; **বিধিনা**—প্রক্রিয়ায়; **পূজ্যতে**—পূজিত হন; **তৎ**—তা; **ইহ**—আমাদের কাছে; **উচ্যতাম্**—কৃপা করে বলুন।

অনুবাদ

নিমিরাজ প্রশ্ন করলেন, বিভিন্ন যুগের প্রত্যেকটিতে পরমেশ্বর ভগবান কি কি বর্ণে এবং কোন কোন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, এবং কি কি নামে ও কি ধরনের বিধিনিয়মাদি সহকারে মানব সমাজে শ্রীভগবান পূজিত হন?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকাবলীর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন না করলে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত না হলে, মানব জীবন ব্যর্থ হয়। অতএব রাজা এখন ঋষিবর্গের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন যেন তাঁরা শ্রীভগবানের পূজা অর্চনার সুনির্দিষ্ট বিশদ প্রণালী বর্ণনা করেন, কারণ বদ্ধ জীবগণের উদ্ধারের জন্য সেটাই একমাত্র বাস্তব উপায় স্বরূপ সুস্পষ্টভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

শ্রীকরভাজন উবাচ

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ ২০ ॥

শ্রীকরভাজনঃ উবাচ—শ্রীকরভাজন বললেন; **কৃতম্**—সত্য; **ত্রেতা**—ত্রেতা; **দ্বাপরম্**—দ্বাপর; **চ**—এবং; **কলিঃ**—কলি; **ইতি**—এই নামে; **এষু**—এই সকল যুগে; **কেশবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকেশব; **নানা**—বিবিধ; **বর্ণ**—গাত্রবর্ণে; **অভিধা**—নামে; **আকারঃ**—এবং আকৃতিতে; **নানা**—বিবিধ; **এব**—একই ভাবে; **বিধিনা**—প্রক্রিয়ায়; **ইজ্যতে**—পূজিত।

অনুবাদ

শ্রীকরভাজন উত্তর দিলেন— সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই প্রত্যেকযুগে ভগবান শ্রীকেশব নানাবর্ণে, নামে এবং আকারে আবির্ভূত হন এবং সেইভাবে বিবিধ প্রক্রিয়ায় আরাধ্য হয়ে থাকেন।

শ্লোক ২১

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্ দণ্ডকমণ্ডলূ ॥ ২১ ॥

কৃতে—সত্যযুগে; **শুক্লঃ**—শ্বেত; **চতুঃ-বাহুঃ**—চতুর্ভুজ; **জটিলঃ**—জটাধারী; **বল্কলা-অম্বরঃ**—গাছের ছালের পোশাক; **কৃষ্ণ-অজিন**—কৃষ্ণবর্ণের হরিণের চামড়া; **উপবীত**—ব্রাহ্মণের পৈতা; **অক্ষান্**—অক্ষ বীজের জপমালা; **বিভ্রৎ**—বহন করে; **দণ্ড**—লাঠি; **কমণ্ডলূ**—এবং জলপাত্র।

অনুবাদ

সত্যযুগে ভগবান শ্বেতবর্ণ ও চতুর্ভুজরূপে জটাধারী বল্কলপরিহিত হন। তিনি কৃষ্ণহরিণের চর্ম, পবিত্র উপবীত, জপমালা, দণ্ড ও ব্রহ্মচারীর কমণ্ডলূ বহন করেন।

শ্লোক ২২

মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥ ২২ ॥

মনুষ্যাঃ—মানুষ; **তু**—এবং; **তদা**—তখন; **শান্তাঃ**—শান্ত প্রকৃতির; **নির্বৈরাঃ**—ঈর্ষাবর্জিত; **সুহৃদঃ**—সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন; **সমাঃ**—সুস্থির; **যজন্তি**—তারা

আরাধনা করে; **তপসা**—তপস্যার মাধ্যমে; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শমেন**—মনঃসংযোগের দ্বারা; **চ**—এবং; **দমেন**—বহিরিন্দ্রিয়াদি সংযমের মাধ্যমে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সত্যযুগে মানুষ শান্ত প্রকৃতিসম্পন্ন, ঈর্ষাবর্জিত, সর্বজীবে মিত্রভাবাপন্ন এবং সর্ব বিষয়ে সুস্থির থাকে। শুদ্ধ তপস্যা এবং বহিরিন্দ্রিয়াদি ও অন্তরিন্দ্রিয়াদি সংযমের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

সত্যযুগে পরমেশ্বর ভগবান পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণিত চতুর্ভুজ ব্রহ্মচারী রূপে আবির্ভূত হন এবং স্বয়ং ধ্যান প্রক্রিয়া প্রবর্তন করেন।

শ্লোক ২৩

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ২৩ ॥

হংসঃ—দিব্য হংস; **সুপর্ণঃ**—অতি সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট; **বৈকুণ্ঠঃ**—চিন্ময়ধামের অধিপতি; **ধর্মঃ**—ধর্মরাজ; **যোগ-ঈশ্বরঃ**—সকল যোগ সাধনার অধিপতি; **অমলঃ**—নির্মল; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **পুরুষঃ**—পরম ভোক্তা পুরুষ; **অব্যক্তঃ**—অপ্রকাশিত; **পরম-আত্মা**—প্রত্যেক জীবের অন্তরস্থিত পরমাত্মা; **ইতি**—এইভাবে; **গীয়তে**—তাঁর নাম নানাভাবে গীত হয়।

অনুবাদ

শ্রীভগবান সত্যযুগে হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরমাত্মা নামে মহিমান্বিত হন।

তাৎপর্য

শ্রীভগবানের অবতারত্বের বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিদেহরাজ নিমির প্রশ্নাবলীর উত্তর দিচ্ছেন করভাজন মুনি। সত্য যুগে শ্রীভগবানের দেহ শ্বেতবর্ণ হয়ে থাকে, এবং তিনি বৃক্ষের বল্কল এবং কৃষ্ণ হরিণ চর্ম পরিধান করে আদর্শ ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মচারীরূপে বিরাজ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সত্যযুগে শ্রীভগবানের বিভিন্ন নামের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরা জানেন, পরমাত্মাই পরমেশ্বর শ্রীভগবানের পরম তত্ত্ব। যে সকল পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্মব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরা শ্রীভগবানের এই হংস অবতারত্ব সকল বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে বিরাজিত বলে মনে করেন। স্থূল জড় বিষয়ে মগ্ন মানুষেরা তাঁকে *সুপর্ণ,* "সুশ্রী পক্ষবিশিষ্ট" ধারণায় *ছান্দোগ্য উপনিষদে* বর্ণিত ভাবানুসারে

আত্মার সূক্ষ্ম আকাশের মাঝে বিচরণশীল কার্যকারণের ভিত্তিতে উপলব্ধি করে থাকেন। শ্রীভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্ট সূক্ষ্ম এবং স্থূল পদার্থের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিচরণে অভ্যস্ত মানুষেরা তাঁর বৈকুণ্ঠ নাম জপ করেন। পারমার্থিক ধ্যান ধারণার শক্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে যারা ধর্মমার্গ থেকে পতনোন্মুখ হয়, তারা তাঁকে ধর্মের প্রতিমূর্তিরূপে মহিমান্বিত করে। যারা জড়া প্রকৃতির মায়াময় গুণাবলীর অধীনে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এবং যাদের মন অনিয়ন্ত্রিত ও বিপর্যস্ত হয়েছে, তারা তাঁকে সর্বার্থ সাধক আত্মস্থ যোগেশ্বর রূপে বন্দনা করে থাকে। রজোগুণ এবং তমোগুণের সংমিশ্রণে যারা প্রভাবান্বিত, তারা তাঁকে অমল অর্থাৎ নির্মলভাবে স্বীকার করে থাকে। তেজোহীন মানুষেরা তাঁকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করে, এবং যারা তাঁকে নিজেদের আশ্রয়কর্তা বলে বিবেচনা করে থাকে, তারা তাঁকে উত্তমপুরুষ নামে জপ সাধনা করে থাকে। এই জড়জাগতিক অভিব্যক্তিকে যারা নিতান্তই অনিত্য অস্থায়ী বলে জানে, তারা তাঁকে অব্যক্ত বলে অভিহিত করে। এইভাবে, সত্যযুগে ভগবান শ্রীবাসুদেব বিবিধ চতুর্ভুজ দিব্যরূপে আবির্ভূত হন, এবং জীবাত্মাগণ তাঁকে প্রত্যেকটি বিশেষ দিব্যরূপের আকারে ভক্তিসেবা অনুশীলনের মাধ্যমে আরাধনা করে থাকে। এইভাবেই পরমেশ্বর ভগবান বহু বিবিধ নাম ধারণ করে বিরাজ করেন।

শ্লোক ২৪

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৪ ॥

ত্রেতায়াম্—ত্রেতা যুগে; **রক্তবর্ণঃ**—লোহিত বর্ণের; **অসৌ**—তিনি; **চতুর্বাহুঃ**—চতুর্ভুজ; **ত্রিমেখলঃ**—তিনটি কোমরবন্ধ পরিহিত (বৈদিক দীক্ষার তিনটি পর্যায়ের অভিব্যক্তি); **হিরণ্যকেশঃ**—সোনালী কেশ; **ত্রয়ী-আত্মা**—তিনটি বেদের জ্ঞানসম্ভারের প্রতিমূর্তি; **স্রুক্-স্রুব-আদি**—যজ্ঞে ব্যবহৃত চামচ, হাতা ইত্যাদি উপকরণ; **উপলক্ষণঃ**—তাঁর প্রতীকাদি স্বরূপ।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে শ্রীভগবান রক্ত দেহবর্ণে আবির্ভূত হন। তাঁর চতুর্ভুজ, স্বর্ণবর্ণ কেশরাজি থাকে এবং তিনটি বেদশাস্ত্রের প্রত্যেকটিতে দীক্ষিত হওয়ার লক্ষণ স্বরূপ তিনটি মেখলা পরিধান করেন। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানের উপাসনা সম্বলিত ঋক, সাম ও যজুঃ বেদশাস্ত্রগুলির প্রতীকস্বরূপ যজ্ঞ উপকরণাদি রূপে স্রুক্, স্রুব এবং অন্যান্য সামগ্রী তিনি ধারণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

স্রুক্ বা হাতা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে ঘি ঢালবার উপযোগী এক প্রকার উপকরণ। *বিকণ্টক* নামে এক ধরনের কাঠ থেকে তৈরি এই উপকরণটি এক হাত লম্বা হয়। স্রুক্ বা হাতার লম্বা শিকের মতো হাতল থাকে এবং তার অগ্রভাগে হাঁসের *ঠোঁটের* মতো চ্যাপটা স্বল্প পরিমাণ গর্ত থাকে। এটির অগ্রভাগে হাতের মুঠোর মতো আকৃতিবিশিষ্ট একটি খোদাই করা চামচ থাকে। যজ্ঞে আহুতি প্রদানের জন্য ব্যবহৃত অন্য একটি উপকরণ স্রুব। এটি খদির কাষ্ঠ থেকে প্রস্তুত করা হয়, স্রুক্ উপকরণটি থেকেও ক্ষুদ্রাকার এবং স্রুক্ উপকরণের মধ্যে ঘি ঢালবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে অনেক সময়ে যজ্ঞাগ্নিতে সরাসরি আহুতির ঘি প্রদানের জন্য স্রুক্ ব্যবহার করা হয়। ত্রেতাযুগের যুগধর্ম যজ্ঞপালন প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন এইগুলি তাঁর প্রতীক হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৫

তং তদা মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং হরিম্ ।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৫ ॥

তম্—তাঁকে; **তদা**—তখন; **মনুজাঃ**—মনুষ্যজাতি; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্বদেবময়ম্**—যিনি তাঁর মধ্যে সকল দেবতাকে ধারণ করে থাকেন; **হরিম্**—শ্রীহরি; **যজন্তি**—তারা পূজা করে; **বিদ্যয়া**—শাস্ত্রসম্মতভাবে; **ত্রয্যা**—তিনটি মূল বেদশাস্ত্রের; **ধর্মিষ্ঠাঃ**—ধর্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান; **ব্রহ্মবাদিনঃ**—পরমতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসুগণ।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে যে সকল মানুষ ধর্মাচরণে অভ্যস্ত হয় এবং আন্তরিকভাবে পরমতত্ত্বজ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হয়, তারা যে ভগবান শ্রীহরির মাঝে সকল দেবতা অবস্থিত থাকেন, তাঁকেই পূজা করে। তিনটি বেদশাস্ত্রের মাধ্যমে নির্দেশিত যজ্ঞক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সত্যযুগে পৃথিবীবাসীদের সকল প্রকার শুভ গুণাবলী থাকে বলেই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ত্রেতাযুগে মানব সমাজকে *ধর্মিষ্ঠা* অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধর্মপ্রাণ এবং *ব্রহ্মবাদিনঃ* অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির মাধ্যমে পরমতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে উদ্যোগী হয়। যাইহোক, এই শ্লোকে সত্যযুগের মানুষদের সর্বপ্রকার মহান গুণাবলী উল্লেখ করা হয়নি। পক্ষান্তরে, সত্যযুগে মানুষ আপনা হতেই শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়ে থাকে, অথচ ত্রেতাযুগের মানুষেরা বৈদিক যজ্ঞাদি পালনের মাধ্যমে শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়ে উঠতে

চায়। ত্রেতাযুগে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠে না, যেমন সত্যযুগে হয়ে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে থাকে, এবং তাই তারা নিষ্ঠাভরে বৈদিক অনুশাসনাদি অনুসরণ করে চলে।

শ্লোক ২৬

বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্বদেব উরুক্রমঃ ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্যতে ॥ ২৬ ॥

বিষ্ণুঃ—সর্বময় পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞের অধিপতি; **পৃশ্নিগর্ভঃ**—পৃশ্নি ও প্রজাপতি সুতপার পুত্র; **সর্বদেবঃ**—সকল দেবতার প্রভু; **উরুক্রমঃ**—আশ্চর্য ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠাতা; **বৃষাকপিঃ**—শুধুমাত্র স্মরণ করলেই যে ভগবান সকল দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে সর্বপ্রকার বাসনা পরিপূরণ করে থাকেন; **জয়ন্তঃ**—সর্ববিষয়ে বিজয়ী; **চ**—এবং; **উরুগায়ঃ**—সর্ববিষয়ে মহিমান্বিত; **ইতি**—এই সকল নামে; **ঈর্যতে**—তাঁকে বলা হয়।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে শ্রীভগবানকে বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় নামে বন্দিত হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পৃশ্নিগর্ভ শব্দটি দ্বারা পৃশ্নিদেবী ও প্রজাপতি সুতপার পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতারকে বোঝানো হয়েছে। *বৃষাকপি* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, জীব যদি কেবলমাত্র ভগবানকে স্মরণ করে তাহলেই তিনি তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দূর করে তাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করার মাধ্যমে তাদের সকল আকাঙ্ক্ষার সন্তুষ্টি বিধান করেন। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সর্বদা বিজয়ী তাই তাঁকে জয়ন্ত বলা হয়।

শ্লোক ২৭

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

দ্বাপরে—দ্বাপর যুগে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শ্যামঃ**—ঘন নীল; **পীতবাসাঃ**—পীতবর্ণের বসনধারী; **নিজ-আয়ুধঃ**—তাঁর নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্রাদি (শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম) ধারণ করে; **শ্রীবৎস-আদিভিঃ**—শ্রীবৎস এবং অন্যান্যদের দ্বারা; **অঙ্কৈঃ**—দেহ চিহ্নাদি সহ; **চ**—এবং; **লক্ষণৈঃ**—অলঙ্কারাদি সহ; **উপলক্ষিতঃ**—বিশেষভাবে চিহ্নিত।

অনুবাদ

দ্বাপর যুগে পরমেশ্বর ভগবান পীত বস্ত্র পরিধান করে শ্যাম বর্ণে অবতরণ করেন। এই অবতরণে ভগবানের দেহ শ্রীবৎস ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যমূলক অলঙ্কার দ্বারা চিহ্নিত থাকে এবং তিনি তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহের প্রকাশ ঘটান।

তাৎপর্য

দ্বাপর যুগে ভগবানের চিন্ময় দেহকে শ্যামবর্ণ ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ভগবান সুদর্শন চক্রের মতো তাঁর নিজস্ব চিন্ময় অস্ত্রসমূহ এবং তাঁর দেহের সকল অঙ্গসমূহ, বিশেষত পতাকা ও পদ্মফুলের পবিত্র চিহ্ন দ্বারা অলঙ্কৃত তাঁর হস্ত পদদ্বয় প্রদর্শন করলেন। তারপর তাঁর বক্ষোপরে কৌস্তুভমণি সহ ডান বক্ষে বাম থেকে ডান দিকে চক্রাকারে স্থিত কুঞ্চিত কেশরাশিরূপ পবিত্র শ্রীবৎস চিহ্নের প্রকাশ ঘটালেন। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কৌস্তুভমণি ও শ্রীবৎস চিহ্ন এবং ভগবানের অস্ত্রসমূহ সকল বিষ্ণুতত্ত্ব অবতারের মধ্যেই উপস্থিত থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে করভাজন মুনি দ্বারা উল্লেখিত ভগবানের এই সকল সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলি কৃষ্ণ অবতারকেই নির্দেশ করছে। কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন সকল অবতারের অবতারী আর অন্যান্য অবতারের লক্ষণসমূহও তাঁর চিন্ময় দেহে পাওয়া যায়

শ্লোক ২৮

তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্ ।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥ ২৮ ॥

তম্—তাঁকে; **তদা**—সেই যুগে; **পুরুষম্**—পরম ভোক্তা; **মর্ত্যাঃ**—মর্ত্যের মানুষেরা; **মহা-রাজঃ**—এক মহান নৃপতি; **উপলক্ষণম্**—ভূমিকায়; **যজন্তি**—তারা পূজা করেন; **বেদ-তন্ত্রাভ্যাম্**—বৈদিক শাস্ত্রাদি এবং তন্ত্রযন্ত্রাদি উভয় বিধান অনুসারে; **পরম্**—পরম; **জিজ্ঞাসবঃ**—যারা জ্ঞান লাভ করতে চান; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

হে রাজন্, পরম ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানকে দ্বাপর যুগের যে সকল মানুষ অবগত হতে অভিলাষী হতেন, তাঁরা বৈদিক শাস্ত্রাদি এবং তন্ত্রমন্ত্রাদি উভয়ের বিধানাদি অনুসরণে পরম ভোক্তার মর্যাদায় ভগবানকে মহারাজের সম্মান জানিয়ে পূজা করে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করছিলেন, অর্জুন তখন নিজে শ্রীভগবানের উপরে ছত্র ধারণ করেন, এবং উদ্ধব ও সাত্যকি বর্ণাঢ্য চামরের দ্বারা

শ্রীভগবানকে বাতাস দিতে থাকেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১০/১৭-১৮)। এইভাবেই, সম্রাট যুধিষ্ঠির এবং তাঁর অনুগামীরা শ্রীকৃষ্ণকে সকল মহান রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পরমেশ্বর ভগবান রূপে বন্দনা জানিয়েছিলেন। তেমনই, রাজসূয় যজ্ঞে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহাত্মামণ্ডলীর সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে সকল রাজন্যবর্গেরও রাজা, তথা বিরাট ব্যক্তিত্বরূপে মনোনীত করেছিলেন, যিনি ছিলেন সকলের মাঝে সর্বপ্রথম পূজনীয় পুরুষ। এই ধরনের বিপুল শ্রদ্ধাপূর্ণ ভগবৎ আরাধনা দ্বাপর যুগেরই বৈশিষ্ট, যা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে (*মহারাজোপলক্ষণম্*)। প্রত্যেকটি যুগপরম্পরাক্রমে, যথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগে মানব সমাজের অবস্থা ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হতেই থাকে। এই শ্লোকটিতে তাই বলা হয়েছে, দ্বাপর যুগের অধিবাসীদের একমাত্র অনুকূল যোগ্যতা এই হয় যে, তারা *জিজ্ঞাসবঃ* অর্থাৎ পরমতত্ত্ব বিষয়ে বিপুলভাবে অনুসন্ধিৎসু হয়ে থাকে। তাছাড়া আর কোনও সদ্‌গুণ উল্লেখ করা হয়নি। সত্যযুগের অধিবাসীরা *শান্তাঃ, নির্বৈরাঃ, সুহৃদঃ* এবং *সমাঃ* অর্থাৎ শান্ত, বিদ্বেষহীন, সর্বজীবের হিতকারী, এবং পারমার্থিক স্তরে সুস্থিরচিত্তে অবস্থানের মাধ্যমে জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন। তেমনই, ত্রেতাযুগের অধিবাসীরা *ধর্মিষ্ঠাঃ* এবং *ব্রহ্মবাদিনঃ* অর্থাৎ বিশেষভাবে ধর্মভাবাপন্ন এবং বৈদিক অনুশাসনাদিতে বিশেষ নিষ্ঠাবান হয়ে থাকেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান শ্লোকটিতে, দ্বাপর যুগের অধিবাসীদের নিতান্তই *জিজ্ঞাসবঃ* অর্থাৎ পরম তত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যথায় তাদের *মর্ত্যাঃ* অর্থাৎ মর্ত্যবাসীদের দুর্বলতাসম্পন্ন বলা হয়েছে। যদি দ্বাপর যুগেরও মানব সমাজ স্পষ্টতই সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগের মানুষের চেয়েও হীনতাসম্পন্ন হয়ে থাকে, তা হলে কলিযুগের মানব সমাজের যথার্থ দুর্দশার কথা আমাদের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন কাজ। অতএব, পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হবে, কিভাবে বর্তমান কলিযুগে জন্মগ্রহণকারী মানুষেরা তাদের নির্বুদ্ধিতার জীবন থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করার মাধ্যমে জীবন সার্থক করে তুলতে পারে।

শ্লোক ২৯-৩০

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ২৯ ॥
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে ।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ৩০ ॥

নমঃ—প্রণাম; **তে**—আপনাকে; **বাসুদেবায়**—বাসুদেব; **নমঃ**—প্রণাম; **সঙ্কর্ষণায়**—শ্রীসঙ্কর্ষণের; **চ**—এবং; **প্রদ্যুম্নায়**—শ্রীপ্রদ্যুম্নের উদ্দেশ্যে; **অনিরুদ্ধায়**—শ্রীঅনিরুদ্ধের উদ্দেশ্যে; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবান; **নমঃ**—প্রণতি জানাই; **নারায়ণায় ঋষয়ে**—ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষিকে; **পুরুষায়**—পরমভোক্তা পুরুষ ও জড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; **মহা-আত্মনে**—পরমাত্মা; **বিশ্ব-ঈশ্বরায়**—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর; **বিশ্বায়**—এবং স্বয়ং বিশ্বরূপ; **সর্বভূত-আত্মনে**—সকল জীবের পরমাত্মা; **নমঃ**—প্রণাম করি।

অনুবাদ

"হে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেব, আপনাকে প্রণতি জানাই, এবং আপনার অভিপ্রকাশ-রূপ শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন এবং শ্রীঅনিরুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। হে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, আপনার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকারে প্রণতি জানাই। হে শ্রীনারায়ণ ঋষি, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পরম পুরুষোত্তম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, এবং যথার্থ বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, হে সর্বভূতাত্মা, আপনাকে সর্বপ্রকারে নমস্কার জানাই।"

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগের শেষাংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা হলেও মহামুনিগণ এই শ্লোকটি সেই যুগের প্রারম্ভ থেকেই তাঁর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় উচ্চারণ করতে থাকেন।

সাধারণ বদ্ধ জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাস হলেও, জড়া প্রকৃতির সৃষ্টিরাজ্যে আধিপত্যের চেষ্টায় মগ্ন থাকে, তা সত্ত্বেও পরিণামে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনেই তাদের থাকতে হয়। শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকাই জীবের স্বরূপ। তা ছাড়াও জড়া প্রকৃতিরও স্বরূপমর্যাদা এমনই যে, শ্রীভগবানের দিব্য অভিলাষের প্রীতিবিধানের জন্যই তাকে নিয়োজিত করতে হয়। তাই এই শ্লোকে উল্লিখিত এই সকল প্রার্থনাবলী পঞ্চরাত্র এবং বৈদিক মন্ত্রাবলী অনুযায়ী পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে, যাতে মানুষ পরমতত্ত্বের প্রতি তার নিত্য দাসত্বের মর্যাদা স্মরণের মাধ্যমে স্থিতধী হতে পারে।

পরম জীব শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে *চতুর্ব্যূহ* অর্থাৎ চতুর্মুখী স্বপ্রকাশ রূপে অভিব্যক্ত করে থাকেন। এই প্রার্থনাটির উদ্দেশ্য এই যে, মিথ্যা অহম্‌বোধ বর্জন করে মানুষকে এই চতুর্ব্যূহের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে প্রণতি জানাতে হবে। যদি পরমতত্ত্ব এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা, তবু সেই পরম তত্ত্ব তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য ও শক্তিরাজি প্রদর্শন করেন এবং অগণিত অংশপ্রকাশের মাধ্যমে আপনাকে বিস্তারিত

করে রাখেন, যেগুলির মধ্যে চতুর্ব্যূহ একটি প্রধান অংশপ্রকাশ। মূল তত্ত্ব শ্রীবাসুদেব, পরমেশ্বর শ্রীভগবান। যখন ঈশ্বর তাঁর আদি শক্তিরাশি ও ঐশ্বর্যসমূহ প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় সংকর্ষণ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি আত্মাস্বরূপ, সেই বিষ্ণু অংশপ্রকাশের মূল ভিত্তি প্রদ্যুম্ন, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটি জীবসত্তার পরমাত্মা রূপে শ্রীবিষ্ণুর স্বপ্রকাশের ভিত্তি হলেন শ্রীঅনিরুদ্ধ। এখানে উল্লিখিত চারটি স্বপ্রকাশের মধ্যে, মূল আদি অংশপ্রকাশ শ্রীবাসুদেব, এবং অন্য তিনটিকে তাঁরই বিশেষ প্রকাশ রূপে বিবেচনা করা হয়।

যখন জীব বিস্মৃত হয় যে, সে নিজে এবং জড়া প্রকৃতিও সবই শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে, তখন তার অজ্ঞানতার রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং বদ্ধজীব নিজেই প্রভু হয়ে উঠার বাসনা পোষণ করে। এইভাবেই বদ্ধজীব কল্পনা করে যে, সমাজে সে একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কিংবা মনে করে, সে একজন বিরাট দার্শনিক। বৈদিক মন্ত্রাবলী এবং পঞ্চতন্ত্র শাস্ত্রাদি মানব জাতিকে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পরামর্শ দিয়ে থাকে, যার মাধ্যমে নিজেকে সমাজের এক সম্মানীয় মানুষ কিংবা মস্তবড় দার্শনিক বলে মনে করবার কলুষভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। যথার্থ জ্ঞানের মাঝে অধিষ্ঠিত হলে মানুষ নিজেকে পরমতত্ত্বেরই এক অতি সামান্য দাস রূপে উপলব্ধি করতে পারে।

দ্বাপর যুগে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনাই প্রধান কর্তব্য কর্ম। *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* পদ্ধতির মাধ্যমেই এই ধরনের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার চরম লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। শ্রীভগবানের মহিমারাজি শ্রবণ ও কীর্তনের অভ্যাস ব্যতিরেকে মানুষ শ্রীবিগ্রহ আরাধনা সম্পন্ন করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, গুণাবলী, পরিকরাদি, পরিক্রমা এবং লীলাবিস্তারের মহিমা বর্ণনার মাধ্যমে পূজারী শ্রীবিগ্রহ আরাধনার অনুশীলন করবেন, সেটাই বাঞ্ছনীয়। যখন এইভাবে মহিমা কীর্তন সুসম্পন্ন হয়, তখনই মাত্র পূজারী শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণের মাধ্যমে পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধির যোগ্য হয়ে উঠেন।

শ্লোক ৩১

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ৩১ ॥

ইতি—এইভাবে; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **উরু-ঈশ**—হে রাজন; **স্তুবন্তি**—তারা গুণগান করে; **জগৎ-ঈশ্বরম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু; **নানা**—বিবিধ; **তন্ত্র**—শাস্ত্রাদির; **বিধানেন**—

বিধিনিয়ম অনুসারে; **কলৌ**—কলিযুগে; **অপি**—ও; **তথা**—যেভাবে; **শৃণু**—অনুগ্রহপূর্বক শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

হে রাজন, এইভাবে দ্বাপরযুগের মানুষেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির বন্দনা করতেন। কলিযুগেও মানুষ দিব্য শাস্ত্রাদির বিবিধ বিধিনিয়মাদি অনুসরণের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। এখন কৃপা করে আমার কাছে এই বিষয়ে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে *কলাবপি,* "কলিযুগেও" শব্দসমষ্টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বজনবিদিত তথ্য এই যে, কলিযুগ একটি অধর্মাচারী যুগ। তাই এমনভাবে সম্পূর্ণ ধর্মবিহীন কোনও যুগে পরমেশ্বর ভগবান যে পূজিত হচ্ছেন, তা বিস্ময়কর ব্যাপার। তাই বলা হয়েছে *কলাবপি,* "এমনি কলিযুগেও"। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার কলিযুগে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানরূপে পূজিত হন না, বরং দিব্য বৈদিক শাস্ত্রাদি অনুসারে সুচতুর ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা তিনি আবিষ্কৃত হয়ে থাকেন। এইভাবেই, প্রহ্লাদ মহারাজ *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৯/৩৮) বলেছেন—

> *ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈঃ*
> *লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্ ।*
> *ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং*
> *ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্বম্ ॥*

"এইভাবে, হে ভগবান, আপনি বিভিন্ন অবতারকালে মানুষ, পশু, মহর্ষি দেবতা, মীন কিংবা কূর্ম রূপে আবির্ভূত হন, যাতে বিভিন্ন গ্রহ ব্যবস্থার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির পালন হয় এবং আসুরিক নীতিগুলির দমন হয়। যুগ অনুসারে, হে ভগবান, আপনি ধর্মনীতি রক্ষা করে থাকেন। অবশ্য কলিযুগে আপনি পরমেশ্বর ভগবান রূপে আপনাকে আত্মপরিচিত করেন না, তাই আপনাকে ত্রিযুগ অর্থাৎ তিনযুগে আবির্ভূত শ্রীভগবান বলা হয়ে থাকে।" অতএব এইভাবে বোঝা যায় যে, কলিযুগে শ্রীভগবানের অবতার সাধারণ মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন হয়, যেহেতু এই যুগে শ্রীভগবানের আবির্ভাব ঈষৎভাবে আচ্ছন্ন থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, *নানাতন্ত্র বিধানেন* শব্দটির দ্বারা কলিযুগে *পঞ্চরাত্র* কিংবা *সাত্বত-পঞ্চরাত্র* নামক বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলির উপযোগিতা বোঝানো হয়েছে। *ভাগবতে* বলা হয়েছে, *স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা*—কলিযুগে সাধারণ মানুষের পক্ষে অতি উচ্চ পর্যায়ের কুশলতানির্ভর বৈদিক যজ্ঞাদি

অনুষ্ঠান কিংবা গূঢ়রহস্যাবৃত যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে অসহনীয় কৃচ্ছ্রতা সাধন করা অসম্ভব। কলিযুগের মধ্যে অধ্যাত্মবাদে অপটু জনগণের পক্ষে বাস্তবিকই যথার্থ বৈদিক প্রক্রিয়াদি আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। তাই পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম যশ কীর্তনের সহজ প্রক্রিয়াই এই যুগে অত্যাবশ্যক। *পঞ্চরাত্র* প্রমুখ সুবিদিত বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বিশদভাবে শ্রীভগবানের পবিত্র নামাবলী এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ আরাধনার ভক্তিমূলক পদ্ধতি-প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্লোকটিতে ঐ সকল তান্ত্রিক শাস্ত্রসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে, শ্রীনারদ মুনি প্রমুখ মহান্ আচার্যবর্গের দ্বারা উপদিষ্ট এই সকল ভক্তিমূলক পদ্ধতিগুলিই কলিযুগে ভগবৎ-আরাধনার একমাত্র বাস্তবসম্মত উপায়। পরবর্তী শ্লোকে এই বিষয়ে আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

শ্লোক ৩২

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ-বর্ণম্—*কৃষ্-ণ* শব্দাংশগুলি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে; **ত্বিষা**—ঔজ্জ্বল্য সমন্বিত; **অকৃষ্ণম্**—কৃষ্ণবর্ণ নয় (গৌরবর্ণ); **স-অঙ্গঃ**—সঙ্গীসাথী সহ; **উপ-অঙ্গ**—সেবকগণ; **অস্ত্র**—অস্ত্রশস্ত্র; **পার্ষদম্**—একান্ত সহচরবৃন্দ; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের মাধ্যমে; **সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈঃ**—মূলত সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংকীর্তনের দ্বারা; **যজন্তি**—তাঁরা ভজনা করে; **হি**—অবশ্যই; **সু-মেধসঃ**—বুদ্ধিমান মানুষেরা।

অনুবাদ

কলিযুগে যেসব বুদ্ধিমান মানুষেরা ভগবৎ-আরাধনার উদ্দেশ্যে সঙ্কীর্তন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁরা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের নামগানের মাধ্যমে ভগবৎ-অবতারের আরাধনা করে থাকেন। যদিও তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণ নয়, তা হলেও তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে পার্ষদরূপে রয়েছেন তার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা, সেবকগণ, অস্ত্র এবং সহযোগীবৃন্দ।

তাৎপর্য

এই একই শ্লোক *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের আদিলীলা খণ্ড, ৩য় অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে। এই শ্লোকটির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। "এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/৩২) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী *ভাগবতের* ভাষ্য প্রদান প্রসঙ্গে '*ক্রমসন্দর্ভ*' নামে অভিহিত রচনার মাধ্যমে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায়

বলেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ ধারণ করেও আবির্ভূত হন। সেই গৌরবর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি এই যুগের বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে পূজিত হয়ে থাকেন। গর্গ মুনিও *শ্রীমদ্ভাগবতে* তা প্রতিপন্ন করেছে, যিনি বলেছেন যে, শিশু কৃষ্ণ যদিও কৃষ্ণবর্ণের, তা হলেও তিনি অন্য তিনটি বর্ণেও আবির্ভূত হন—যেমন, রক্ত বর্ণ, শ্বেতবর্ণ এবং গৌরবর্ণ। শ্রীভগবান তাঁর শ্বেত এবং রক্ত বর্ণের রূপ প্রকাশ করেন যথাক্রমে সত্য ও ত্রেতা যুগে। গৌরহরি নামে শ্রদ্ধান্বিত শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীভগবান গৌরবর্ণ প্রকাশের ইচ্ছা করেননি।

"শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, কৃষ্ণবর্ণ মানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। *কৃষ্ণবর্ণম্* এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমমর্যাদাসম্পন্ন অভিধা। শ্রীকৃষ্ণ নামটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু উভয়ের সাথেই আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, তবে তিনি সদাসর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় নিয়োজিত থাকেন এবং সেইভাবেই তাঁর নাম ও রূপের কীর্তন ও মননের দিব্য আনন্দ আস্বাদন করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ-বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। *বর্ণয়তি* মানে 'উচ্চারণ করেন' অথবা 'বর্ণনা করেন'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিয়তই শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য পবিত্র নামকীর্তন করেন এবং তাঁর বর্ণনাও করেন, এবং যেহেতু তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাই তাঁর দর্শন যিনিই লাভ করেন, তিনিও স্বপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপকীর্তন করতে থাকেন এবং পরে সকলের কাছে তা বর্ণনাও করেন। তিনি মানুষকে দিব্য কৃষ্ণভাবনামৃতে সঞ্জীবিত করেন, যার ফলে কীর্তনকারী দিব্য আনন্দে মগ্ন হন। সর্ব বিষয়ে তাই তিনি প্রত্যেকের সামনেই রূপ শব্দের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শনমাত্রই মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে থাকে। অতএব তাঁকে বিষ্ণুতত্ত্ব রূপে মর্যাদা দিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

"*সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্* শব্দটি আরও বোঝায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর শরীর সদা সর্বদাই চন্দনকাষ্ঠের অলঙ্কারাদি দ্বারা শোভিত হয়ে থাকে এবং চন্দনচর্চিত হয়। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর যুগের সকল মানুষকেই অভিভূত করেন। অন্যান্য আবির্ভাবকালে শ্রীভগবান কখনও আসুরিক জীবকে পরাভূত করার জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রয়োগ করেন, কিন্তু এই যুগে শ্রীভগবান সেইগুলি তাঁর সর্বাকর্ষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবদমিত করেন। শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, অসুরাদি দমনের উদ্দেশ্যেই তাঁর রূপসৌন্দর্য হয়েছে তাঁর অস্ত্র। যেহেতু তিনি পরম মনোহর চিত্তহারী রূপময়,

তাই বোঝা যায় যে, তাঁর পার্ষদ হয়ে সমস্ত দেবতাগণও তাঁর সাথে বিদ্যমান হয়েছিলেন। তাঁর ক্রিয়াকর্মগুলি ছিল অসামান্য এবং তাঁর পার্ষদবর্গও অত্যাশ্চর্য। যখন তিনি সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন, তখন তিনি বহু বিশিষ্ট বিদ্বান পণ্ডিত ও আচার্যবর্গকে বিশেষত বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা থেকে আকৃষ্ট করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের মতো একান্ত পার্ষদবর্গের সঙ্গলাভ করতেন।

"শ্রীল জীব গোস্বামী বৈদিক শাস্ত্র থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, যজ্ঞানুষ্ঠান কিংবা উৎসবানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই ধরনের বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শন না করে সমস্ত মানুষ জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে হরেকৃষ্ণ নামজপকীর্তনের মাধ্যমে সমবেতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে পারেন। *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্* শব্দসমষ্টি থেকে বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণনামেই প্রাধান্য দিতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণনাম কীর্তন করতেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে হলে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' মহামন্ত্র প্রত্যেককেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে জপকীর্তন করতে হবে। গির্জায়, মন্দিরে কিংবা মসজিদে গিয়ে সকলের পক্ষে ভগবৎ-আরাধনার কথা প্রচার করা আর সম্ভব নয়, কারণ মানুষ তাতে সব আগ্রহ হারিয়েছে। কিন্তু মানুষ সর্বত্রই সকল সময়ে হরেকৃষ্ণ নাম জপ কীর্তন করতে পারে। এইভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনার মাধ্যমে, তারা সর্বোচ্চ কর্তব্য সাধন করতে পারবে এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের জন্য সর্বোত্তম ধর্মকর্মের উদ্দেশ্য সাধন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে।

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রখ্যাত শিষ্য শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'দিব্য ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের নীতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবদ্ভক্তির পদ্ধতি আবার বিতরণের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এমনই কৃপাময় যে, তিনি কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করছেন। যেভাবে পদ্মফুলের দিকে মৌমাছিরা গুণ্‌গুণ্ করে আকৃষ্ট হয়ে থাকে, সেইভাবেই প্রত্যেক মানুষ তাঁর পাদপদ্মের দিকে কৃষ্ণনামের আকর্ষণে এগিয়ে যাবে।"

মহাভারতের দানধর্ম পর্বের ১৮৯ অধ্যায়ের মধ্যে উল্লিখিত *শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম* অংশেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী এই প্রসঙ্গটি নিম্নরূপে উদ্ধৃত করেছেন—*সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।*—"তাঁর পূর্বলীলায় তিনি গৌরবর্ণ গৃহস্থ রূপে আবির্ভূত হন।

তাঁর সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং তাঁর চন্দনচর্চিত দেহ গলিত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল মনে হত।" তিনি আরও উদ্ধৃত করেছেন যে, *সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ*—"তাঁর পরবর্তী লীলায় তিনি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন, এবং তিনি শান্ত ও নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠেন। নিরাকার নির্বিশেষবাদী অভক্তদের স্তব্ধ করে দিয়ে তিনি পরম শান্তি এবং ভক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন।"

শ্লোক ৩৩

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৩ ॥

ধ্যেয়ম্—ধ্যানের উপযোগী; **সদা**—সর্বদা; **পরিভব**—জাগতিক অস্তিত্বের অবমাননা; **ঘ্নম্**—ধ্বংস করে; **অভীষ্ট**—আত্মার যথার্থ অভিলাষ; **দোহম্**—যা থেকে যথার্থ ফললাভ হয়; **তীর্থ**—সকল তীর্থস্থান ও মহাপুরুষদের; **আস্পদম্**—স্থান; **শিববিরিঞ্চি**—দেবাদিদেব শিব এবং ব্রহ্মার দ্বারা; **নুতম্**—প্রণত; **শরণ্যম্**—আশ্রয় গ্রহণের বিশেষ উপযোগী; **ভৃত্য**—আপনার সেবকগণ; **আর্তিহম্**—দুঃখ হরণ করে; **প্রণতপাল**—আপনার শ্রীচরণে প্রণত সকলের ত্রাতা; **ভব-অব্ধি**—জন্ম-মৃত্যুর সমুদ্রে; **পোতম্**—অতিক্রমের উপযোগী তরণী; **বন্দে**—আমি বন্দনা করি; **মহাপুরুষ**—হে মহাপ্রভু; **তে**—আপনার প্রতি; **চরণ-অরবিন্দম্**—চরণপদ্ম।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি মহাপুরুষ, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, এবং ধ্যানমগ্ন হওয়ার একমাত্র নিত্য বিষয়রূপে আপনার শ্রীচরণপদ্ম আমি বন্দনা করি। এই চরণ দুখানি জড়জাগতিক জীবনের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটায় এবং জীবাত্মার সর্বোচ্চ বাসনা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অভিলাষ পূরণ করে। প্রিয় প্রভু, আপনার শ্রীচরণকমল সকল তীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তির সকল তীর্থকেন্দ্র ও সকল মহাপুরুষবর্গের ভক্তিসেবার আশ্রয় প্রদান করে এবং দেবাদিদেব শিব ও ব্রহ্মার মতো শক্তিমান দেবতাদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। হে প্রভু, আপনি এমনই কৃপাময় যে, যে সকল মানুষ শ্রদ্ধাভরে আপনার কাছে প্রণত হয়, তাদের সকলকেই আপনি সানন্দে সুরক্ষিত রাখেন, এবং আপনার সেবকদের সকল দুঃখদুর্দশা আপনি প্রশমন করে থাকেন। পরিশেষে, হে প্রভু, জন্মমৃত্যুর ভবসাগর পাড়ি দিতে হলে আপনার শ্রীচরণকমলই যথার্থ তরণীস্বরূপ, তাই দেবাদিদেব শিব এবং ব্রহ্মাও আপনার শ্রীচরণ কমলের আশ্রয় অভিলাষ করে থাকেন।

তাৎপর্য

কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবানের অবতারের কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বে সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে শ্রীভগবানের অবতারের কথা বর্ণনার পরে শ্রীকরভাজন ঋষি প্রত্যেক যুগের উপযোগী ভগবৎ-মহিমা কীর্তনের জন্য প্রার্থনা উপস্থাপন করেছেন। *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্* শ্লোকটির মাধ্যমে কলিযুগে শ্রীভগবানের অবতারের বিষয়ে বর্ণনা করার পরে, বর্তমান ও পরবর্তী শ্লোকগুলি এখন পরিবেশিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে *কৃষ্ণবর্ণম্* শরীরে কলিযুগে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের গুণগান করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে আবির্ভূত হন এবং পবিত্র কৃষ্ণনামে প্রত্যেক মানুষকে দীক্ষিত করেন। ইসকন আন্দোলনের সদস্যবৃন্দ কৃষ্ণনামে এমনই মগ্ন থাকেন কিংবা *কৃষ্ণবর্ণম্* ভাবধারায় এমনভাবে আপ্লুত থাকেন যে, তাদের কৃষ্ণভক্ত বলা হয়ে থাকে। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের সংস্পর্শে যাঁরাই আসেন, তাঁরা অচিরেই শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপকীর্তনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণভজনা করতে শুরু করে থাকেন।

ধ্যেয়ং সদা অর্থাৎ 'সদাসর্বদা ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকা' কথাগুলির দ্বারা বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম জপকীর্তনের জন্য এই যুগে কোনও বিশেষ রীতিনীতি নির্ধারিত হয়নি। কলিযুগে শ্রীভগবানের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হওয়ার প্রামাণ্য প্রথা হল—বিশেষভাবে অনুমোদিত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রটি নিরন্তর জপ অনুশীলন করা। এই প্রথাটি নিত্য এবং সদাসর্বদা অভ্যাস করতে হবে। এইভাবেই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ*—কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবান কৃপা করে তাঁর সকল শক্তিসম্পদ তাঁর পবিত্র নামের মধ্যে অর্পণ করেছেন, এবং এই নামাবলী জপ অনুশীলনের কোনও সুনির্দিষ্ট বিধিনিয়ম নেই। সচরাচর কোনও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান পালন করতে হলে কিংবা বিশেষ কোনও বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণ করবার জন্য তার সময়, ঋতু, স্থান, পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে যেসব কঠোর বিধিনিয়ম অনুসরণ করতে হয়, তেমন কোনই কঠোরতা অবলম্বন করতে হয় না। তবে, পবিত্র কৃষ্ণনাম সর্বত্র সকল সময়ে, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই জপ ও স্মরণ করা উচিত। এবিষয়ে স্থান ও কালের কোনও বিধিনিষেধ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর এই তাৎপর্য।

পরিভবঘ্নং শব্দটি এই শ্লোকে তাৎপর্যপূর্ণ। কলিযুগে মানবসমাজ ঈর্ষাবিদ্বেষে কলুষিত। একই পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন মানুষেরা প্রচণ্ড ঈর্ষাজর্জরিত হয়ে থাকে, যারা এই যুগে সর্বদা সর্বত্র কলহে লিপ্ত হয়। তেমনই, প্রতিবেশীরাও পরস্পরের

প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে থাকে এবং পরস্পরের ধনসম্পদ ও মানমর্যাদায় ঈর্ষাবোধ করতে থাকে। আর সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন জাতিগুলিও ঈর্ষাজর্জরিত হয়ে অযথা যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হয়ে ভয়ানক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রাদি নিয়ে গণহত্যার দায়দায়িত্বের শিকার হয়। তবে পরিবারবর্গ, নবাগত মানুষ, বন্ধুরূপে পরিচিত অবিশ্বস্ত মানুষ, বিরুদ্ধবাদী জাতিবর্গ, অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সামাজিক অবমাননা, কর্কট ব্যাধি ইত্যাদি এই সর্বপ্রকার সঙ্কট থেকেই মুক্তিলাভের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা চলে। জড় দেহটিকে রক্ষা করা সম্ভব নয়, তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে যে মানুষ, তার সুক্ষ্ম জড়বাদী মন অথবা বহিরাবরণস্বরূপ দেহের সাথে আত্ম পরিচয়ের মায়ামোহ যেভাবে তাকে মানসিক পর্যায়ে আবদ্ধ করে রাখে, হৃদয়ের সেই কঠিন বন্ধনদশার গ্রন্থিমুক্ত সে হতে পারে। একবার এই মিথ্যা দেহাত্মপরিচয় বিনষ্ট হলেই, মানুষ যে কোনও বিরুদ্ধ জড়া প্রকৃতির পরিস্থিতির মধ্যেও আনন্দ অনুভব করতে পারে। যারা অনিত্য অস্থায়ী শরীরটিকে নিত্য স্থায়ী করে রাখার জন্য মূর্খের মতো প্রয়াসী হয় এবং মানবজীবনের যথার্থ প্রক্রিয়াটিকে চিরস্থায়ী করে রাখার ব্রতসাধনে অবহেলা করে থাকে, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমলে আশ্রয়লাভের উদ্যোগে অবহেলা করে, তারা তাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে থাকে।

এই শ্লোকটিতে *তীর্থাস্পদম্* শব্দটির অর্থ এই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মই সকল তীর্থস্থানের আশ্রয়স্থল। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যতই সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হচ্ছে, ততই আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করছি, বিশেষত দরিদ্র জনগণের 'তৃতীয় বিশ্ব' রূপে পরিগণিত দেশগুলিতে, শ্রীবৃন্দাবনধাম এবং শ্রীধাম মায়াপুরের মতো অতিমহান পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে ভ্রমণ করবার উদ্দেশ্যে মানুষের পক্ষে আসা-যাওয়া খুব কষ্টকর। বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকায় বিপুলসংখ্যক ভক্তবৃন্দের পক্ষে ভারতবর্ষের ঐ সব জায়গাগুলিতে এসে তাদের জীবন শুদ্ধ করে তোলা খুবই দুঃসাধ্য। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই কৃপাময় যে, শুধুমাত্র তাঁকে আরাধনা করার মাধ্যমেই, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম তথা পরম পবিত্র স্থানটি দর্শনের পুণ্য অর্জন করে থাকেন। এইভাবেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অনুগামীরা তাদের বাহ্যিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন—*কলৌ দ্রব্যদেশক্রিয়াদিজনিতং দুর্বারম্ অপাবিত্র্যম্ অপি নাশঙ্কনীয়ম্ ইতি ভাবঃ।* এই যুগে পাপময় জীবনধারায় জগৎ এমনভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, কলিযুগের সমস্ত

লক্ষণাদি থেকে মুক্ত থাকা অতীব কঠিন। তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচারমূলক কাজে যে মানুষ নিষ্ঠাভরে সেবা নিবেদন করে থাকে, তার পক্ষে কলিযুগের ক্ষণিক অপরিহার্য লক্ষণাদির ভয় করবার কারণ ঘটে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা অবৈধ মৈথুনাচার বর্জন, নেশা ভাং বর্জন, আমিষাহার বর্জন এবং জুয়া খেলা বর্জনের চারটি বিধিবদ্ধ অনুশাসন কঠোরভাবে পালন করে থাকেন। তাঁরা সদাসর্বদাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ অনুশীলনের প্রয়াস করে থাকেন এবং শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্যই, কলিযুগের সাময়িক লক্ষণাদি দুর্ঘটনাবশত ঘটে যেতেও পারে—যেমন ঈর্ষাবিদ্বেষ, ক্রোধ, অহঙ্কার, লোভ ইত্যাদি ভক্তদের জীবনে এসে যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে ভক্ত যদি বাস্তবিকই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে থাকে, তা হলে তাঁর কৃপায় ঐ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনাদি তথা অনর্থ শীঘ্রই দূর হয়ে যায়। সুতরাং, নিষ্ঠাবান ভগবৎ-অনুগামী মানুষের পক্ষে তার নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম পালনে কখনই নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়, বরং তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা তার সমস্ত সঙ্কট দূরীভূত হয়ে যাবেই।

এই শ্লোকটিতে আরও বলা হয়েছে যে, *শিববিরিঞ্চি নুতম্।* দেবাদিদেব শিব এবং জগৎপিতা ব্রহ্মা নিঃসন্দেহে এই ব্রহ্মাণ্ডের দুই পরম শক্তিমান পুরুষ। তা সত্ত্বেও তাঁরা নিষ্ঠাভরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মের ভজনা করে থাকেন। কেন? *শরণ্যম্।* এমন কি দেবাদিদেব শিব এবং জগৎ পিতা ব্রহ্মাও শ্রীভগবানের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ না করে পারেননি।

ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল শব্দসমষ্টি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, যদি কেউ শ্রীভগবানের চরণকমলে কোনও প্রকার কপটতা ছাড়াই দণ্ডবৎ প্রণত হয়, তা হলে সেই নিষ্ঠাবান মানুষকে শ্রীভগবান সকল প্রকারে নিরাপত্তা প্রদান করে থাকেন। এই শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়নি যে, মানুষকে পরম ভগবদ্ভক্ত হতে হবে। বরং, উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কেউ কেবলমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রণত হয়, তা হলেই সে সকল প্রকারে নিরাপত্তা ভোগ করবে, এবং এই সৌভাগ্য অন্য সকলেই যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামপ্রচারের ব্রতসাধনে সেবা নিয়োজিত হতে প্রয়াসী হয়, তেমন যে কোনও মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমন কি কনিষ্ঠ ভক্তও শ্রীভগবানের কৃপায় সব রকম নিরাপত্তা পাবে।

ভবাব্ধিপোতম্ অর্থাৎ "ভবসাগর অতিক্রমের উপযোগী নৌকা" সম্পর্কিত শব্দসমষ্টি সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* শ্রীব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের নিম্নরূপ উক্তি আছে—*ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্।* "অজ্ঞানতার

অন্ধকারময় মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য মহাজনদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে হলে আপনার চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং তা হলে গোষ্পদ অতিক্রম করার মতোই অনায়াসে জড়জাগতিক সঙ্কটের সাগর পার হওয়া যায়।" শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী মানুষ জীবন্মুক্ত অর্থাৎ মুক্তাত্মা হয়ে থাকেন। তার ফলে, ভক্ত তাঁর ভবিষ্যতের লক্ষ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হন না, কারণ তিনি দৃঢ়নিশ্চিত যে, শ্রীভগবান অনতিবিলম্বে তাঁকে জড়জাগতিক অস্তিত্বের সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন। *শ্রীউপদেশামৃত* রচনায় *নিশ্চয়াৎ* শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমেও এই ধরনের দৃঢ়নিশ্চয়তার কথা বলা আছে, যার অর্থ এই যে, ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস বোঝায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত এই যে, *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্* শব্দপ্রকাশ থেকেও বুঝতে হবে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেবাদিদেব শিবের অবতার শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং জগৎ পিতা শ্রীব্রহ্মার অবতার শ্রীহরিদাস ঠাকুরও আরাধনা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এই শ্লোকটিতে মহাপুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম তথা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান রূপে আবাহন করা হয়েছে। সেইভাবেই, *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৩/১২) মহাপ্রভু বিষয়ে আলোচনা রয়েছে, *মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ*—"পরম শ্রেষ্ঠ প্রভু পরমেশ্বর শ্রীভগবান, যিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরের তথা মহাব্রহ্মাণ্ডেরও প্রবর্তক।" তেমনই, এই শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীগৌরকৃষ্ণকে মহাপুরুষ শব্দটির দ্বারা আবাহন করা হয়েছে, এবং তাঁর পাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করাই এই শ্লোকটির সর্বাত্মক অভিলাষ। তেমন পাদপদ্মই ধ্যানমগ্ন হওয়ার পক্ষে যথার্থ নিত্য বস্তু যেহেতু সেই চরণকমলই জড়জাগতিক জীবনের বন্ধন ছিন্ন করে এবং ভক্তমণ্ডলীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করে থাকে। যদিও বদ্ধ জীবেরা মায়ার অধীনে জীবনে বহু অনিত্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে, তা হলেও যথার্থ সৎ, চিৎ, আনন্দ কিছুই অর্জনের সম্ভাবনা তাদের জীবনে নেই। সেই নিত্যকালের সচ্চিদানন্দময় জীবনই যথার্থ সম্পদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁর শ্রীচরণকমলের প্রতি অবহেলা করা এবং তার পরিবর্তে শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রদত্ত অনাবশ্যক অস্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করা মানুষের উচিত নয়।

যে সব যোগীরা শ্রীভগবানের চরণকমল ছাড়া অন্য সমস্ত বস্তুকে ধ্যানের লক্ষ্যরূপে মনোনীত করে থাকে, তারা নিতান্তই নিজেদেরই শাশ্বত জীবনধাবার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যখনই ধ্যানযোগী, ধ্যান এবং ধ্যানের মাধ্যমরূপে যথার্থ সামগ্রী সবগুলিই শ্রীভগবানেরই নিত্য শাশ্বত সমপর্যায়ে অবস্থিত হয়, তখনই যথাযথ আশ্রয় লাভ হয়ে থাকে। সচরাচর বদ্ধ জীবেরা *ভোগে-ত্যাগে* নিয়োজিত

হয়েই থাকে। কখনও তারা উন্মাদের মতো জাগতিক মানসম্ভ্রম মর্যাদা এবং ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে ছোটে, এবং কখনও তারা প্রাণপণে এই সব জিনিসই বর্জনের চেষ্টা করে। অবশ্যই, এইভাবে একাদিক্রমে ইন্দ্রিয় উপভোগ আর ভোগ বর্জনের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তিলাভের জন্যই রয়েছে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম, যার মাঝেই জীবের পরম শান্তি ও সুখের আবাস বিদ্যমান।

এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ অতিরিক্ত টীকাগুলি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রদান করেছেন—

ধ্যেয়ম্—গায়ত্রী মন্ত্রে *ধীমহি* শব্দটির মাধ্যমে নির্দেশিত বস্তু।

তীর্থাস্পদম্—শ্রীগৌড়ক্ষেত্র এবং ব্রজমণ্ডল প্রমুখ তীর্থস্থানগুলির যথার্থ আশ্রয়; অথবা একাগ্র শ্রবণের মাধ্যমে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম, গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের মহান্ ভক্তমণ্ডলীর পাদপদ্ম আশ্রয় স্বরূপ। শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণের মাধ্যমে গুরুপরম্পরা শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ (মধ্বাচার্য) থেকে শুরু হয় এবং শ্রীরূপানুগ মহাভাগবতমণ্ডলী, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত মহান্ অনুগামীদের দ্বারা অনুসৃত হয়।

শিব-বিরিঞ্চিনুতম্—দেবাদিদেব শ্রীমহাদেব (শিব) এর অবতার শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য প্রভুর দ্বারা, এবং শ্রীবিরিঞ্চিদেবের অবতার শ্রীমন্ আচার্য হরিদাস প্রভুর দ্বারা যিনি আরাধিত হন।

ভৃত্যার্তি-হম্—শ্রীচৈতন্যলীলায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্রাহ্মণ বাসুদেব নামে তাঁর নিজ ভৃত্যের কষ্ট যিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে লাঘব করেছিলেন।

ভবাব্ধিপোতম্—সংসার সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার উপায়; মুক্তি অথবা জাগতিক সুখভোগের জন্য লোভের আকারে জীবকে বিচলিত করার মতো জাগতিক অস্তিত্ব থেকে নিজেদের মুক্তিলাভে উদ্যোগী জীবদের আশ্রয়। *মুক্তিকাম* অর্থাৎ মুক্তিলাভের বাসনা থেকে যাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল, সেই সার্বভৌম ভট্টাচার্য, এবং *ভুক্তিকাম* অর্থাৎ জাগতিক ঐশ্বর্যের বাসনা থেকে যাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল, সেই প্রতাপরুদ্র মহারাজ সেই ধরনের মানুষ, যাঁরা শ্রীভগবানের পাদপদ্মের এই দিব্য তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।

মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৪ ॥

ত্যক্ত্বা—পরিত্যাগ করে; **সু-দুস্ত্যজ**—ত্যাগ করা অতি দুঃসাধ্য; **সুর-ঈপ্সিত**—দেবতাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত; **রাজ্যলক্ষ্মীম্**—সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবী এবং তাঁর ঐশ্বর্য; **ধর্মিষ্ঠঃ**—ধর্মাচরণে একান্ত নিষ্ঠাবান পুরুষ; **আর্যবচসা**—কোনও ব্রাহ্মণের বাক্যে (যিনি তাঁকে গার্হস্থ্য জীবনের সকল সুখ ভোগে বঞ্চিত করে অভিশাপ দিয়েছিলেন); **যৎ**—তিনিই; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **অরণ্যম্**—অরণ্যে (সন্ন্যাস জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে); **মায়ামৃগম্**—যে বদ্ধ জীব নিত্যনিয়ত মায়াময় ভোগ-উপভোগে সন্ধানী); **দয়িতয়া**—একান্ত কৃপাবশে; **ঈপ্সিতম্**—তাঁর বাঞ্ছিত বস্তু; **অন্বধাবৎ**—পিছনে ধাবমান হয়ে; **বন্দে**—আমার বন্দনা জানাই; **মহাপুরুষ**—হে মহাপ্রভু; **তে**—আপনার প্রতি; **চরণ-অরবিন্দম্**—শ্রীচরণকমল।

অনুবাদ

হে মহাপুরুষ, আপনার শ্রীচরণারবিন্দ আমি বন্দনা করি। যে রাজ্যলক্ষ্মীর সঙ্গ এবং তাঁর সকল ঐশ্বর্য ত্যাগ করা অতীব কঠিন কাজ এবং দেবতাগণও যা অর্জন করতে আগ্রহী, আপনি সেই সকলই বর্জন করেছেন। ধর্মপথের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে আপনি তাই ব্রাহ্মণের অভিশাপ অনুযায়ী বনগমন করেছেন। একান্ত কৃপাবশে আপনি মায়ামৃগ সম অধঃপতিত বদ্ধ জীবগণের অনুধাবন করে চলেছেন, এবং সেই সঙ্গে আপনার ঈপ্সিত লক্ষ্য ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দরের অনুসন্ধানে নিয়োজিত রয়েছেন।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের অভিমত অনুসারে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরও বর্ণনা করা হয়েছে বলেই বোঝা যায়। প্রত্যেক যুগে বদ্ধ জীবগণের উদ্ধারকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অবতারগণ অর্থাৎ যুগাবতারদের মধ্যে শ্রীকরভাজন ঋষির সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারের মহিমা বর্ণনা করেই *বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্* শব্দসমষ্টির দ্বারা প্রার্থনাবলী শেষ হয়েছে বলেই বোঝা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বছর যাবৎ নবদ্বীপে গৃহস্থরূপে বসবাস করেছিলেন এবং পণ্ডিতবর্গ ও জন সাধারণের মাঝেও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সংকীর্তন প্রচার আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় সরকারী সমর্থনপুষ্ট হয়েই চলত, যদিও সেই সরকার মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হত। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাগ্যলক্ষ্মীকে বিবাহের

আনন্দ লাভ করেছিলেন। জড় জগতের কোনও সাধারণ মহিলা, তিনি যতই সৌন্দর্যময়ী হোন, অপরূপা সুন্দরী ভাগ্যলক্ষ্মীর সাথে তাঁর তুলনা কোনওভাবেই করা চলে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকেই, শ্রীব্রহ্মাও, ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে থাকেন। সুতরাং এখানে বলা হয়েছে *সুরেঙ্গিত*।

যাইহোক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাই তিনি অবশ্যই *ধর্মিষ্ঠঃ*, অর্থাৎ অতীব ধর্মভাবাপন্ন। প্রকৃতপক্ষে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান রাখাল বালক, মহারাজা কিংবা ব্রাহ্মণ যেভাবেই আবির্ভূত হন, সর্বদাই তিনি *ধর্মিষ্ঠঃ*, কারণ শ্রীভগবান স্বয়ং সকল ধর্মসম্বন্ধীয় নীতিবিষয়ের মূল উৎস এবং মূর্ত প্রতীক স্বরূপ। অবশ্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ খুবই অল্প। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন বিরাট দার্শনিক ব্রাহ্মণ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং সেই কারণেই তিনি অবশ্যই *ধর্মিষ্ঠঃ*। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের আদিলীলা পর্বে সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনও এক ব্রাহ্মণের খুব উগ্রস্বভাব ছিল এবং সকলকে অভিশাপ দেওয়া তার বদভ্যাস ছিল বলে সবাই জানত; সে একদিন যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তন অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন, সেখানে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়নি, কারণ দরজা বন্ধ করা ছিল। সেই উগ্র ব্রাহ্মণ তখন রাগে উত্তেজিত হয়ে তার উপবীত ছিন্ন করে পরদিনই গঙ্গাতীরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অভিশাপ দিয়েছিল, "তোমার আচরণে আমি দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছি, তাই এখন আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। তোমার সমস্ত সুখ নষ্ট হোক।" অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনে মনে খুব উল্লাস বোধ করেছিলেন, যেহেতু তার লক্ষ্যই ছিল *'বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ'*—জড়জাগতিক সমস্ত সুখভোগ বর্জন করে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎভক্তির পথে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করে থাকা। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐ অভিশাপটিকে আশীর্বাদ বলেই মেনে নিয়েছিলেন, এবং তার অল্পদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাই এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, *আর্যবচসা* তথা ব্রাহ্মণের কথায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস (*যদ্ অগাদ্ অরণ্যম্*) এবং বৃন্দাবন অভিমুখে এবং পরে দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার পথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবেই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মর্যাদা রক্ষা করতেই চেয়েছিলেন, তাই তিনি এই ব্রাহ্মণের অভিশাপটি অক্ষুণ্ণ রাখাই মনস্থ করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *মায়ামৃগম্* শব্দটির ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন—*মায়া* মানে মানুষের বিবাহিত স্ত্রী, পুত্রকন্যা এবং ব্যাঙ্কে জমানো টাকা, যেগুলি

মানুষকে জীবনের দেহাত্মবুদ্ধিজাত জড়জাগতিক ধারণার মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রেখে দেয়। *মৃগম্* শব্দটি বোঝায় *মৃগ্যতি*, অর্থাৎ "অনুসন্ধান করে বার করা"। তাই, *মায়ামৃগম্* শব্দটি থেকে বোঝা যায়, বদ্ধ জীব সকল সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সমাজ, সখ্যতা এবং প্রেম-ভালবাসার দেহাত্মবুদ্ধিজাত ধারণায় একেবারে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ইন্দ্রিয় উপভোগের আকুল চেষ্টা করেই চলেছে। *অন্বধাবৎ* শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সকল সময়েই বদ্ধ অধঃপতিত জীবদের সন্ধানে নানাদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধর্মভাবের উন্মাদনায় বা সখ্যতার অনুকূলে বদ্ধ জীবদের আলিঙ্গনাবদ্ধ করতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহাপ্রভু ঐ সব বদ্ধ জীবদের শরীর স্পর্শ করে তাদের জড়জাগতিক অস্তিত্বের সমুদ্র থেকে তুলে এনে ভাবোল্লাসময় ভগবৎ-প্রেমের অমৃতসাগরে ভাসিয়ে দিতেন। এইভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন শ্রীভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপাময় এবং উদার মনোভাবাপন্ন অবতার, যাঁর করুণাধারা জাতি-ধর্ম-বর্ণের জাগতিক ভেদ-বিভেদের সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছিল।

দয়িতয়া শব্দটিকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সংস্কৃত *দয়া* শব্দটির অর্থ 'কৃপা'। এইভাবে, ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে, এই শ্লোকে ব্যবহৃত *দয়িতয়া* শব্দটি বোঝায় যে, বিশেষ কৃপাময় হওয়ার জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সমস্ত অধঃপতিত বদ্ধ জীব শ্রীভগবানের মায়াময় বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত এবং বিভ্রান্ত, তাদের উদ্ধারকার্যেই ব্যস্ত হয়ে আত্মনিয়োগ করতেন। পরম করুণাময় হওয়ার এই গুণবৈশিষ্ট্য মহাপুরুষ, তথা পরমেশ্বর ভগবানেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গীভূত হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, এই শ্লোকটিতেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে তাঁর প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণ রূপের বর্ণনাই করা হয়েছে। এইভাবেই *সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং* শব্দসমষ্টি বোঝায় *শ্রীমথুরা-সম্পত্তিম্*, অর্থাৎ মথুরার ঐশ্বর্য। বৈদিক শাস্ত্রে মথুরাকে সকল ঐশ্বর্যের আধার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ ঐ ধামে শ্রীভগবানের পাদপদ্মের স্পর্শলাভ হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মথুরার ঐশ্বর্যময় নগরীতে জন্মগ্রহণ করে থাকলেও, তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনের বনানীময় গ্রামে চলে যান। এই প্রসঙ্গে *আর্যবচসা* শব্দটি বোঝায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীর আদেশ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৩/২২, ২৯) বসুদেব এবং দেবকী উভয়েই কংসের ভীতিপ্রদর্শনের ফলে তাঁদের আতঙ্কের কথা বলেন, কারণ কংস ইতিপূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সকলকেই বধ করে ফেলেছিল। তাই *আর্যবচসা* শব্দটি বোঝায় যে, গভীর ভালবাসা নিয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন

যাতে কংসকে পরিহার করে চলবার মতো কোনও ব্যবস্থা করা যায়। আর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁদের আদেশ মান্য করার জন্যই, নিজে বৃন্দাবনের অরণ্যময় গ্রামে চলে যান (*যদগাদরণ্যম্*)।

এই প্রসঙ্গে, *মায়ামৃগম্* শব্দসমষ্টির দ্বারা শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিশেষ সমুন্নত সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে। *মায়া* শব্দটিও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া বোঝানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীমতী রাধারাণীর অকল্পনীয় প্রেমের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসেই তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। তাই, *মৃগম্* অর্থাৎ 'পশু' বলতে এখানে *ক্রীড়ামৃগম্* বা 'একটি খেলনার পশু' বোঝানো হয়েছে। কোনও সুন্দরী বালিকা যেভাবে নানা ধরনের পুতুল নিয়ে খেলা করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যেন অপরূপা সুন্দরী শ্রীমতী রাধারাণীর হাতে যেন পুতুলের মতোই হয়ে যান। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, শ্রীমতী রাধারাণী যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বিরহে জীবনধারণ করে থাকতে পারেন না, তাই শ্রীমতী রাধারাণী অসংখ্য প্রকার আরাধনা তথা প্রার্থনা অনুষ্ঠান করেছিলেন যাতে শ্রীকৃষ্ণকে আরও বেশী তাঁর কাছে বন্ধনে রাখা যেতে পারে। এইভাবেই, শ্রীমতী রাধারাণীর আরাধনার ফলেই, শ্রীকৃষ্ণ কখনই শ্রীবৃন্দাবনধাম ত্যাগ করে যেতে পারেন না। তিনি গোচারণ করে তাঁর সখাদের সাথে খেলা করে এবং শ্রীমতী রাধারাণী ও গোপীদের সঙ্গে অগণিত প্রেমলীলায় রত হয়ে বৃন্দাবনের এখানে সেখানে ছুটে বেড়াতেন। তাই *অন্বধাবৎ* শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, বৃন্দাবনের দিব্যধামের সর্বত্র তাঁর ছুটোছুটি সবই শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের কঠোর বন্ধনাশ্রিত।

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে শ্লোকটি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রেরও আবির্ভাব বর্ণনা করেছে। যদিও শ্রীভগবান সম্পূর্ণভাবে স্বরাট এবং সকল বিষয় থেকে নিরাসক্ত, তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রেমের আকর্ষণে আসক্ত হয়েই থাকেন। অযোধ্যার বিশাল রাজধানী শহরে নাগরিকদের সকলেই শ্রীরামচন্দ্রকে অবর্ণনীয়ভাবে ভালবাসতেন। এই প্রসঙ্গে *আর্যবচসা* শব্দটির অর্থ এই যে, তাঁর গুরুপ্রতিম পিতার আদেশে শ্রীরামচন্দ্র সর্বত্যাগী হয়ে বনে গমন করেন। সেখানে তিনি সীতাদেবীর জন্য গভীর স্নেহ ভালবাসা প্রদর্শন করেন এবং রাবণের দ্বারা মায়াবলে সৃষ্ট *মায়ামৃগম্* অর্থাৎ মায়াবী হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। এই সোনার হরিণটি বিশেষভাবে শ্রীমতী সীতাদেবী বাসনা করেছিলেন, তা *দয়িতয়েপ্সিতম্* শব্দটির মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

শ্রীভগবানের দিব্য শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যে অভিন্ন এবং পরস্পর সহায়ক, সেই বিষয়ে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩২) এইভাবে উল্লেখ আছে—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

পরমেশ্বর ভগবানের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (*অঙ্গানি*) *সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি*, অর্থাৎ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ অন্য সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সমানভাবে সম্পন্ন করে থাকে। তাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণপদ্মদ্বয় পরমেশ্বর ভগবানেরই অংশপ্রকাশ, এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলের আরাধনা করে আরাধনাকারী অচিরেই দিব্য আনন্দসাগরে অবগাহন করতে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের মধ্যে দিব্য গুণের কোনও প্রকার পার্থক্য নেই। বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে—*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্ (ব্রহ্মসংহিতা* ৩৩)। সুতরাং এই শ্লোকটি চমৎকারভাবে একই পরমতত্ত্বের তিনটি বিভিন্ন অভিপ্রকাশের চমৎকার গুণকীর্তন করেছে, সেই বিষয়ে আচার্যবর্গের মতামতের কোনও দ্বিধা নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবিসম্বাদিতভাবেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান। বৈদিকশাস্ত্রে যেভাবে পরম তত্ত্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাঁর দিব্য গুণাবলী সর্ববিষয়েই নিঃসন্দেহে তার সমকক্ষ। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের* আদিলীলা খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশদভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যসত্তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা পাঠক বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে পাঠ করতে পারেন।

প্রত্যেক মানুষেরই করভাজন মুনির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত এবং মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলের আরাধনা করা উচিত। মানসিক জল্পনা কল্পনা এবং খেয়ালখুশিমতো ব্যাখ্যা প্রদানের স্তরে সময় নষ্ট করা কারও উচিত নয়, বরং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে পরম তত্ত্বের সাথে মানুষের লুপ্ত সম্বন্ধ যথাযথভাবে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করে থাকেন তাঁরা বিস্ময়কর দিব্যফল লাভ করে থাকেন এবং কৃষ্ণপ্রেমের ফল আস্বাদন করে থাকেন। অতএব, *বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্*—আদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমলে বিনীতভাবে আমাদের প্রণতি জানাতে চাই, কারণ তিনিই যথার্থ একজন *মহাপুরুষ*, যাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* মধ্যে মহিমান্বিত করা হয়েছে।

এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা সমর্থন করার মাধ্যমে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরাও তাঁর ষড়ভুজ রূপের ছয়টি বাহুসমন্বিত শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে থাকেন। দুটি বাহু সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কমণ্ডলু এবং দণ্ড ধারণ করে, দুটি বাহু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধারণ করে, এবং দুটি বাহু শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্বাণ ধারণ করে থাকে। এই ষড়ভুজ রূপই *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটির যথার্থ তাৎপর্য প্রকাশ করে থাকে।

শ্লোক ৩৫

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্তিভিঃ ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **যুগ-অনুরূপাভ্যাম্**—(বিশেষ নাম ও রূপের মাধ্যমে) প্রত্যেক যুগের উপযোগী; **ভগবান্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **যুগবর্তিভিঃ**—বিভিন্ন যুগের প্রত্যেকটির অধিবাসীদের দ্বারা; **মনুজৈঃ**—মানবজাতি; **ইজ্যতে**—পূজিত হয়; **রাজন্**—হে রাজা; **শ্রেয়সাম্**—সকল দিব্য কল্যাণে; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

এইভাবেই, হে রাজা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণপ্রদাতা। বিভিন্ন যুগে শ্রীভগবান যে সকল বিশেষ রূপ এবং নামের আধারে প্রকাশিত হন, বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

এখানে *যুগানুরূপাভ্যাং* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *অনুরূপা* মানে 'যথার্থ' কিংবা 'উপযোগী'। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আকুলভাবে বাসনা করে থাকেন যেন সকল বদ্ধ জীব সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগের উদ্দেশ্যে নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে। তাই, শ্রীভগবান সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চারিযুগের প্রত্যেকটিতেই সেই যুগের মানবজাতির পক্ষে যথাযথভাবে আরাধনার উপযোগী রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *লঘুভাগবতামৃত* (*পূর্ব খণ্ড* ১/২৫) গ্রন্থে লিখেছেন—

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তাঁর বর্ণ এবং নামানুসারে বর্ণিত হয়ে থাকেন, যেমন—শুক্ল (শ্বেত, অর্থাৎ অতীব শুদ্ধ) সত্যযুগে, এবং যথাক্রমে লাল, ঘননীল এবং

কালোরঙে ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগে।" তাই, যদিও বিভিন্ন যুগে শ্রীভগবানের মহিমা বর্ণনার উপযোগী বিভিন্ন নামে, যথা—সত্যযুগে হংস এবং সুপর্ণ, ত্রেতাযুগে বিষ্ণু এবং যজ্ঞ, আর দ্বাপর যুগে বাসুদেব ও সংকর্ষণ নাম তাঁকে অর্পণ করা হয়ে থাকে, তবু কলিযুগে সেই ধরনের নাম তাঁকে দেওয়া হয়নি, যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারত্বের তত্ত্ব লঘুভাবে প্রকাশের প্রয়াস পরিহার করা যায়।

কলিযুগে মানব সমাজ শঠতা এবং আড়ম্বরে জর্জরিত হয়ে থাকে। এই যুগে অনুকরণপ্রিয়তা এবং জালিয়াতির প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। সুতরাং বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারত্বের কথা গূঢ়, প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে উপযুক্ত প্রামাণ্য ব্যক্তিরাই তা অবগত হয়ে তারপরে পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য প্রচার করতে পারেন। বাস্তবিকই এই আধুনিক যুগে আমরা দেখি যে, বহু মূর্খ এবং সাধারণ মানুষও ভগবান কিংবা অবতার বলে নিজেদের পরিচয় জাহির করে থাকে। অনেক সহজলভ্য দর্শনকথা এবং শিক্ষা সংস্থাও হয়েছে, যেখানে যৎসামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে মানুষকে অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান কিংবা অবতার বানিয়ে দেওয়ার দাবি করা হয়ে থাকে। আমেরিকার মতো দেশেও কোনও একটি প্রখ্যাত ধর্মসংস্থা তার অনুগামীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে যে, তারা সকলেই স্বর্গধামে গিয়ে পরমেশ্বর ভগবান হয়ে যাবে। এই ধরনের ভিত্তিহীন অপপ্রচার খ্রিস্টধর্মের নামে চলছে। তাই, যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম বৈদিক শাস্ত্রে মুক্তভাবে বলা হয়, তা হলে অচিরেই ভেকধারী নকল অনেক চৈতন্য মহাপ্রভু পৃথিবীতে ভরে উঠত।

সুতরাং, এই হট্টগোল প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে, কলিযুগের বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করতে হয়েছিল, এবং সরল, প্রচ্ছন্নভাবে বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামীদের কাছে বৈদিক মন্ত্রাবলীর মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কলিযুগে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের জন্য মনোনীত এই সুচারু ব্যবস্থাটি তিনি স্বয়ং প্রবর্তন করেছিলেন বলেই তা পৃথিবীগ্রহে বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। আর সমগ্র পৃথিবীব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ শতসহস্র নকল চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে অসহনীয় বিব্রতবোধ না করেই শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ অনুশীলন করে চলেছে। যারা গভীর আন্তরিকতার সাথে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সামীপ্য লাভ করতে আগ্রহী, তারা অনায়াসেই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে, অথচ সন্দেহবাতিক জড়বাদী মূর্খেরা মিথ্যা মর্যাদাবোধের অহঙ্কারের ফলে এবং তাদের নগণ্য বুদ্ধিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম বুদ্ধির চেয়ে অনেক উন্নত মনে করার ফলে, জড় জগতে শ্রীভগবানের মহিমান্বিত

অবতরণের জন্য তাঁর অপূর্ব সুন্দর আয়োজনের মর্ম উপলব্ধি করতেই পারে না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ যদিও *শ্রেয়সাম্ ঈশ্বরঃ*, অর্থাৎ সকল প্রকার শুভদায়ী শ্রীভগবান, তা সত্ত্বেও ঐ ধরনের মূর্খেরা শ্রীভগবানের লক্ষ্যপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে এবং তাই জীবনে তাদের নিজেদেরই যথার্থ মঙ্গল সাধনে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৬

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ৩৬ ॥

কলিম্—কলিযুগ; **সভাজয়ন্তি**—তাঁরা প্রশংসা করে থাকেন; **আর্যাঃ**—উন্নত শ্রেণীর মানুষেরা; **গুণজ্ঞাঃ**—(যুগের) যথার্থ মূল্য যাঁরা বোঝেন; **সারভাগিনঃ**—যাঁরা সারতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন; **যত্র**—যাতে; **সঙ্কীর্তনেন**—পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে; **এব**—শুধুমাত্র; **সর্ব**—সকল; **স্ব-অর্থঃ**—বাঞ্ছিত লক্ষ্য; **অভিলভ্যতে**—লাভ করা যায়।

অনুবাদ

যথার্থ জ্ঞানবান উন্নত শ্রেণীর মানুষেরা এই কলিযুগের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এই ধরনের জ্ঞানবান মানুষেরা কলিযুগের প্রশংসাহি করে থাকেন, যেহেতু এই অধঃপতনের যুগে নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে অনায়াসেই জীবনের সকল বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগের মধ্যে কলিযুগই যথার্থ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই যুগেই শ্রীভগবান কৃপা করে কৃষ্ণভাবনামৃতের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবনার সারমর্ম অতি মুক্তভাবে বিতরণ করেছেন। *'আর্য'* শব্দটিকে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন "যিনি পারমার্থিক পথে উন্নত"। উন্নত মানুষের স্বভাবই জীবনের সারতত্ত্বের অনুসন্ধান করা। যেমন, জড় দেহের সারবস্তু কেবলমাত্র দেহটিই নয়, বরং দেহের অভ্যন্তরে যে চিন্ময় আত্মা রয়েছে, সেটাই সারবস্তু; অতএব যে কোনও বুদ্ধিমান মানুষ অস্থায়ী দেহটির চেয়ে নিত্যস্থায়ী আত্মার চিন্তাতেই বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন। তেমনই, কলিযুগটিকে কলুষতার সমুদ্র মনে করা হলেও, কলিযুগে মহাসৌভাগ্যেরও একটি সমুদ্র রয়েছে, তার নাম সঙ্কীর্তন আন্দোলন। পক্ষান্তরে, এই যুগের যতকিছু দোষত্রুটি, তা সবই শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের প্রথার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা যায়। তাই বৈদিকভাষায় বলা হয়েছে—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্ ॥

"সত্যযুগে ধ্যানের মাধ্যমে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের মাধ্যমে এবং দ্বাপর যুগে মন্দিরে উপাসনার মাধ্যমে যা অর্জন করা যায়, কলিযুগে ভগবান শ্রীকেশবের নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমেই তা লাভ হয়ে থাকে।"

স্থূল জাগতিক শরীরের সাথে আত্মপরিচয়ের অহঙ্কারজনিত অন্ধকার থেকে বদ্ধ জীব বৈদিক প্রথার মাধ্যমে ক্রমশই মুক্ত হতে থাকে এবং *অহং ব্রহ্মাস্মি* অর্থাৎ আত্মজ্ঞান উপলব্ধির পরিচয় লাভের অভিমুখে তখন অগ্রসর হতে পারে, অর্থাৎ তখন বদ্ধ জীব "আমি চিন্ময় আত্মা। আমি নিত্য স্বরূপ।" এই উপলব্ধি অর্জন করে। তখন মানুষকে আরও অগ্রসর হতে হয় যাতে বোঝা যায় যে, নিত্য স্বরূপ হলেও সকলের হৃদয়ে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি অনুপরমাণুর মধ্যেও পরমেশ্বর ভগবান পরম সত্তা রূপে বিরাজ করছেন, তিনিই সর্বোত্তম পরম সত্তা। আত্ম উপলব্ধির এই দ্বিতীয় পর্যায় এবং শেষ স্তরের পরম সার্থকতা অর্জন করতে হলে পরম দিব্যধামে ভগবান তথা পরম পুরুষোত্তমের উপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হয়।

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান মূলত এই জগতের কেবল অধ্যক্ষই নন, বরং তাঁর রচিত সমগ্র বিশ্বেরই তিনি ভোক্তা, যা বদ্ধ জীবের সকল প্রকার কল্পনাশ্রিত স্বপ্নেরও অতীত। পরোক্ষভাবে বলা চলে, যদিও কোনও দেশের রাজা অথবা রাষ্ট্রপতিই সেই দেশের কারা বিভাগের প্রধান নিয়ন্তা, তবু রাজপ্রাসাদ কিংবা রাষ্ট্রপতি ভবনের মধ্যেই তিনি যথার্থ শান্তি সুখ উপভোগ করতে পারেন, নির্বোধ কারাবাসীদের দেখাশোনা করায় তিনি সেই সুখ পান না। ঠিক তেমনই, শ্রীভগবান জড়জাগতিক সৃষ্টিসম্ভার তদারকির জন্য তাঁর অধীনে দেবতাদের নিয়োগ করে থাকেন, যাঁরা শ্রীভগবানের নামে সেইগুলির পরিচালনা করে। শ্রীভগবান তখন তাঁর নিত্য দিব্য ধামে অনন্ত সুখ সাগরে শান্তি উপভোগ করতে থাকেন। এইভাবেই, শ্রীভগবানের নিজধামে অবস্থানের ধারণা অবশ্যই জড়জগতের কারাগারে শ্রীভগবানের প্রভুত্ব সম্পর্কে ধারণার চেয়ে অনেক উন্নত। শ্রীভগবানের সম্পর্কে এই ধরনের উপলব্ধি থেকে বোঝা যায় যে, চিন্ময় আকাশে অগণিত বৈকুণ্ঠলোক আছে এবং তার প্রত্যেকটিতে অগণিত শ্রীনারায়ণের সঙ্গে অসংখ্য ভগবদ্ভক্তদের বসবাসের ব্যবস্থা করা আছে। চিদাকাশের মূল গ্রহটিকে কৃষ্ণলোক বলা হয় এবং সেখানে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শ্রীগোবিন্দ রূপ প্রকাশ করেন। তাই ব্রহ্মা প্রতিপন্ন করেছেন— *গোবিন্দম্ আদি পুরুষম্ তমহং ভজামি।* ব্রহ্মা আরও বলেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)

তাই, কৃষ্ণপ্রেম অর্জন এবং চিদাকাশে কৃষ্ণ ধামে প্রবেশ করাই যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় জীবনের পরম সার্থকতা রূপে বিবেচনা করা উচিত। কলিযুগে সেই সার্থকতা সহজলভ্য হয়েছে শুধুমাত্র শ্রীভগবানের পবিত্র নাম—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥" এইভাবে নিরন্তর জপ করার মাধ্যমে। অতএব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে অভূতপূর্ব সুযোগ প্রত্যেক মানুষকে এনে দিয়েছেন, তা গুরুত্ব সহকারে সব মানুষেরই গ্রহণ করা উচিত। নিতান্ত অবিবেচক হতভাগ্য মানুষই এমন দিব্য সুযোগ অবহেলা করে।

শ্লোক ৩৭

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ ৩৭ ॥

ন—হয় না; **হি**—অবশ্যই; **অতঃ**—এর চেয়ে (সংকীর্তন প্রক্রিয়া); **পরমঃ**—বৃহত্তর; **লাভঃ**—উপকার; **দেহিনাম্**—দেহাত্মার; **ভ্রাম্যতাম্**—ভ্রাম্যমান হয়ে থাকতে বাধ্য হয়; **ইহ**—এই জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র; **যতঃ**—যা থেকে; **বিন্দেত**—লাভ করে; **পরমাম্**—পরম; **শান্তিম্**—শান্তি; **নশ্যতি**—এবং বিনষ্ট হয়; **সংসৃতিঃ**—জন্ম ও মৃত্যুর আবর্ত।

অনুবাদ

অবশ্যই, এই জড় জগতের সর্বত্র ভ্রাম্যমাণ থাকতে বাধ্য বদ্ধ জীবাত্মাদের পক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানের সঙ্কীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে নিজের পরম শান্তি লাভ এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তিলাভ করতে পারার চেয়ে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা নেই।

তাৎপর্য

স্কন্দ পুরাণ তথা অন্যান্য পুরাণাদি মধ্যেও নিম্নরূপ বিবৃতি রয়েছে—*মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্বন্তি কীর্তনম্*। "কলিযুগে মহাভাগবত ভক্তগণ সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তন করে থাকেন।" পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান স্বভাবতই কৃপাময়, এবং যারা অসহায় অবস্থায় তাঁর শ্রীচরণপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় গ্রহণ

করে, তাদের প্রতি বিশেষভাবেই কৃপালু হয়ে থাকেন। শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তনের মাধ্যমে মানুষ অচিরেই তাঁর শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। শ্রীল শ্রীধর গোস্বামীর অভিমত অনুসারে, সত্যযুগের মতো পূর্ববর্তী কোনও যুগেই কলিযুগের মতো সার্থক জীবন লাভের সুযোগ জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব হয়নি। শ্রীল জীব গোস্বামী এই বিষয়টি সম্পর্কে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সত্যযুগের মতো পূর্ববর্তী কালে মানুষের পূর্ণ যোগ্যতা ছিল এবং তাঁরা অনায়াসে বহু সহস্র বছর বাস্তবিকই আহার-নিদ্রা প্রায় বর্জন করেও বহু কঠোর পারমার্থিক প্রক্রিয়ায় ধ্যানমগ্ন থাকার অভ্যাস করতেন। তাই, যদিও যে কোনও যুগে শ্রীভগবানের পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করলেই সকল সার্থকতা মানুষ লাভ করে থাকে, তা হলেও সত্যযুগের অতীব উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন বাসিন্দারা মনে করেন না যে, শুধুমাত্র জিহ্বা এবং ওষ্ঠ সঞ্চালন করে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তনই সর্বাঙ্গীন প্রক্রিয়া এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র আশ্রয় শ্রীভগবানের পবিত্র নাম। উন্নত আধুনিক প্রক্রিয়াসমন্বিত আসন পদ্ধতি, শ্বাস-প্রশ্বাসের আয়াসসাধ্য নিয়ন্ত্রণ এবং হৃদয়মাঝে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানচিন্তাই দীর্ঘসময় গভীরভাবে আত্মস্থ হয়ে থাকার কঠোর বিশদ যোগচর্চার অভ্যাস আয়ত্ত করার বিষয়েই তাঁরা বেশি আকৃষ্ট হন। সত্যযুগে পাপাচরণ পূর্ণ জীবনধারার কথা বস্তুত শোনা যায় না, তাই তখনকার মানুষ কলিযুগের মতো বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী, মড়ক, খরা, মনোবিকার প্রভৃতির ভয়াবহ প্রকোপে আক্রান্ত হন না। যদিও সত্যযুগের লোকেরা জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতেন এবং নিষ্ঠাভরে ধর্মের নামে তাঁর বিধান মেনে চলতেন, তবে তাঁরা নিজেদের অসহায় মনে করতেন না, তাই সকল সময়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে একান্ত গভীর প্রেম ভালবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করতেন না।

তবে কলিযুগে জীবনধারণের অবস্থা এতই অসহনীয়, আধুনিক সরকার তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমনই ন্যক্কারজনক, শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির দ্বারা আমাদের শরীর এমনভাবে জর্জরিত, এবং নিজেদের যথাযথভাবে সুরক্ষিত রাখাও এমন সঙ্কটময় হয়ে উঠেছে যে, বদ্ধ জীব কাতরভাবে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম উচ্চস্বরে জপকীর্তনের মাধ্যমে, এই যুগের আগ্রাসন থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে চলেছে। এই যুগের মানব সমাজের মধ্যে মজ্জাগত ভয়ানক বৈসাদৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের জীবনে অনুভূত হয়েছে এবং তাই তাঁরা দৃঢ়নিশ্চিত হয়েছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপালাভ ব্যতীত এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য কোনই সাফল্য অর্জন করা যাবে না। সারা পৃথিবীব্যাপী

ইসকনের কেন্দ্রগুলিতে আমরা চমৎকারভাবে ভাবোল্লাসময় কীর্তন অনুষ্ঠান করে থাকি, যাতে সকল শ্রেণীর নারী, পুরুষ এবং শিশুরাও বিস্ময়কর উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামকীর্তনের সঙ্গে নৃত্যগীত পরিবেশন করার সময়ে, সাধারণ জনগণের মন্তব্যের প্রতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্যের মনোভাব প্রকাশ করে। আমেরিকা ওবেরলিন কলেজের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক ক্যালিফর্নিয়া শহরে একটি হরেকৃষ্ণ কেন্দ্রে এসেছিলেন এবং হরেকৃষ্ণ ভক্তগণ যেভাবে উৎসাহ সহকারে সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠানে পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করছিল, তা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাই, কলিযুগের জীবগণ তাদের অসহায় এবং করুণ পরিস্থিতির জন্য, শ্রীভগবানের পবিত্রনামে তাদের সকল আশাভরসা ও বিশ্বাস স্থাপন করে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রনামের প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের বিপুল উদ্দীপনা অর্জন করেছে। কলিযুগ এই কারণেই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, কারণ এই যুগেই, সত্যযুগ এবং অন্যান্য যুগের অপেক্ষাও, বদ্ধ জীবাত্মাগণ মায়াময় রাজ্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে, শ্রীভগবানের পবিত্র নামেই পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে থাকে। পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের এই অবস্থাকেই *পরমাং শান্তিম্*, অর্থাৎ পরম শান্তিপূর্ণ মনোবৃত্তি বলে।

শ্রীল মধ্বাচার্য *স্বভাব্য* নামে গ্রন্থ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে, গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে পারমার্থিক সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যবর্গের মানসিকতা এবং সামর্থ্য বুঝতে সক্ষম হন এবং তাদের পক্ষে উপযোগী শ্রীভগবানের যথাযথ শ্রীবিগ্রহ উপাসনায় তাদের নিয়োজিত করে থাকেন। এইভাবেই পারমার্থিক গুরুদেব তাঁর শিষ্যবর্গের ভক্তিমার্গের সকল প্রকার বিঘ্ন নাশ করেন। সাধারণত নিয়ম আছে যে, বর্তমান যুগে প্রচলিত শ্রীভগবানের বিশেষ বিগ্রহেরই পূজা অবশ্য করা উচিত। অন্যান্য যুগে আবির্ভূত শ্রীভগবানের অন্যান্য রূপেরও উদ্দেশ্যে মানুষ প্রেমভক্তি নিবেদন করতে পারে, এবং বিশেষ করে সকল বিষয়ে বিঘ্ন বিপদ থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের পবিত্র নাম জপ করার জন্যও অনুমোদন করা হয়েছে। বাস্তবিকই এই সমস্ত অনুশাসনগুলি ইসকন আন্দোলনের মধ্যে অনুসরণ করা হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের মধ্যে সকল পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশুরাই যে যার বিশেষ আচার-আচরণ ও প্রকৃতি অনুসারে ভগবদ্ভক্তি সেবা করে থাকে। তাছাড়াও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশানুসারে, দ্বাপর যুগে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামও বন্দনা করে থাকে, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রকৃত রূপ। সেই ভাবেই *দশাবতার* স্তোত্রে উল্লিখিত *জয় জগদীশ হরে* ভক্তিগীত সহকারেও এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ অনুশীলনের মাধ্যমেও ইসকনের সদস্যবৃন্দ

পরমেশ্বর ভগবানের সকল প্রকার অংশপ্রকাশের আরাধনা করে থাকেন। আর প্রত্যেকবার আরতি অনুষ্ঠানের পরেই এই আন্দোলনের সংরক্ষণার্থে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে ভক্তি নিবেদন করা হয়, যাতে মানব সমাজের কল্যাণে এই সংস্থাটি নির্বিঘ্নে সেবা নিয়োজিত হয়ে থাকতে পারে।

শ্লোক ৩৮-৪০

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্ ।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ।
ক্কচিৎ ক্কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ ॥ ৩৮ ॥
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী ॥ ৩৯ ॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর ।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥ ৪০ ॥

কৃত-আদিষু—সত্য এবং অন্যান্য প্রথম দিকের যুগগুলির; **প্রজাঃ**—অধিবাসীগণ; **রাজন্**—হে রাজা; **কলৌ**—কলিযুগে; **ইচ্ছন্তি**—তারা ইচ্ছা করে; **সম্ভবম্**—জন্ম; **কলৌ**—কলিযুগে; **খলু**—অবশ্যই; **ভবিষ্যন্তি**—হবে; **নারায়ণ-পরায়ণাঃ**—ভগবান শ্রীনারায়ণের সেবায় ভক্তের জীবন উৎসর্গ; **ক্কচিৎ ক্কচিৎ**—এখানে সেখানে; **মহারাজ**—হে মহারাজ; **দ্রবিড়েষু**—দক্ষিণ ভারতে দ্রবিড় দেশে; **চ**—কিন্তু; **ভূরিশঃ**—বিশেষভাবে সমৃদ্ধ; **তাম্রপর্ণী**—তাম্রপর্ণী নামে; **নদী**—নদী; **যত্র**—যেখানে; **কৃতমালা**—কৃতমালা; **পয়স্বিনী**—পয়স্বিনী; **কাবেরী**—কাবেরী; **চ**—এবং; **মহাপুণ্যা**—অত্যন্ত পবিত্র; **প্রতীচী**—প্রতীচী নামে; **চ**—এবং; **মহানদী**—মহানদী; **যে**—যারা; **পিবন্তি**—পান করে; **জলম্**—জল; **তাসাম্**—এইগুলির; **মনুজাঃ**—মানবজাতি; **মনুজ-ঈশ্বর**—হে নরপতি (নিমি); **প্রায়ঃ**—অধিকাংশ; **ভক্তাঃ**—ভক্তগণ; **ভগবতী**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বাসুদেবে**—ভগবান শ্রীবাসুদেব; **অমল-আশয়াঃ**—নির্মল হৃদয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন, সত্যযুগ এবং অন্যান্য যুগের মানুষেরা পরমাগ্রহে এই কলিযুগে জন্ম গ্রহণ করতে চায়, যেহেতু এই যুগে পরমেশ্বর ভগবানের অনেক ভক্ত হবেন। বিভিন্ন স্থানে এই সকল ভক্তগণ আবির্ভূত হবেন, কিন্তু বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারতেই অগণিত ভক্ত থাকবেন। হে নরপতি, কলিযুগে যে সকল মানুষ তাম্রপর্ণী,

কৃতমালা, পয়স্বিনী, অতীব পবিত্র কাবেরী এবং প্রতীচী মহানদীর জল পান করেন, তাঁরা অধিকাংশেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবাসুদেবের নির্মলহৃদয় ভক্ত হবেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রগুলিতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জীবন ধারণের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি দেওয়া আছে। এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়। যেমন, ভারতে এখন বসন্ত ঋতু চলতে থাকলেও, আমরা জানি যে, ভবিষ্যতে প্রবল গ্রীষ্ম আসবে, তারপরে বর্ষা ঋতু, শরৎ এবং অবশেষে শীতকাল এবং আবার এক বসন্ত কাল শুরু হবে। ঠিক এইভাবেই, আমরা জানি যে, এই ঋতুগুলি অতীতকালেও পুনরাবৃত্তি হয়ে চলত। ঠিক যেভাবে সাধারণ মানুষেরা পৃথিবীর অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ঋতুগুলি বুঝতে পারে, তেমনভাবেই বৈদিক সংস্কৃতির মুক্তচিত্ত অনুগামীরাও অনায়াসেই পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহমণ্ডলীরও ঋতু অনুযায়ী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারতেন। সত্যযুগের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই কলিযুগের অবস্থার কথা জানতেন। তাঁরা জানতেন যে, কলিযুগের কঠিন জড়জাগতিক অবস্থার ফলে জীবগণ বাধ্য হয়ে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এবং কলিযুগের অধিবাসীরা তাই অতি উচ্চশ্রেণীর ভগবৎ-প্রেম বিকাশ করতে পারে। তাই, সত্যযুগের অধিবাসীরা অন্য যুগের মানুষদের চেয়ে যদিও অনেক বেশি নিষ্পাপ, সত্যবাদী এবং আত্মসংযমী হতেন, তবু তাঁরা কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের শুদ্ধতা উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে কলিযুগে জন্মগ্রহণ করতেই অভিলাষী হতেন।

ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত না হলে কেউ শ্রীভগবানের উত্তম ভক্ত হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং, কলিযুগের প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে অন্যান্য বৈদিক প্রথাগুলি লুপ্ত হলেও, এবং সকলের কাছেই সহজলভ্য শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই একমাত্র প্রামাণ্য বৈদিক প্রথা হওয়া সত্ত্বেও, এই যুগে নিঃসন্দেহে অসংখ্য বৈষ্ণব ভগবদ্ভক্ত থাকবেন। ভক্তদের সাথে যাঁরা সঙ্গ লাভ করতে আগ্রহী হবেন, এই যুগে তাঁদের জন্মগ্রহণ করা বিশেষ অনুকূল হবে। বাস্তবিকই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবীতে প্রামাণ্য বৈষ্ণব মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করছে যাতে অগণিত স্থানে মানুষ শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গ লাভ করতে পারে।

কেবলমাত্র আত্মসংযমী, নিষ্পাপ কিংবা বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞানে পণ্ডিত মানুষদের সাথে যথেষ্ট সঙ্গ লাভ করা ছাড়াও ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গলাভের উপযোগিতা অনেক বেশি মূল্যবান। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৪/৫) বলা হয়েছে—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥

"হে মহামুনি বহু লক্ষ কোটি মুক্ত প্রাণ এবং মুক্তি বিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ মানুষদের একজন হয়ত ভগবান শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হতে পারেন। তেমন ভক্তেরাই সম্পূর্ণ শান্ত স্বভাব হন এবং তাঁরা অতি দুর্লভ ব্যক্তিত্ব।" তেমনই, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (*মধ্য* ২২/৫৪) গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

"সমস্ত দিব্য শাস্ত্রাদিতেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, শুদ্ধভক্তের সাথে একমুহূর্তমাত্রও সঙ্গলাভ করতে পারলে, যে কোনও মানুষের সকল বিষয়ে সার্থকতা লাভ হয়।"

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত অনুযায়ী, এই শ্লোকটির মধ্যে *ক্বচিৎ ক্বচিৎ* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়দেশের নদীয়া জেলায় আবির্ভূত হবেন। আর এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে তিনি ক্রমশ ভগবৎপ্রেমের বন্যা ধারা প্লাবিত করে সমগ্র পৃথিবী ঢেকে দেবেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রমুখ অনেক উন্নত ভগবদ্ভক্তও গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করেন।

কৃষ্ণকীর্তন তথা পবিত্র কৃষ্ণনাম জপের প্রক্রিয়া কলিযুগেই সীমাবদ্ধ নয়। *বিষ্ণুধর্ম* গ্রন্থে এক ক্ষত্রিয়ের অধঃপতিত সন্তানের কাহিনী প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকঃ॥

"যখন কেউ শ্রীহরির নাম জপকীর্তনে উৎসুক হয়ে ওঠে, তখন প্রসাদ ইত্যাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও স্থান কালের বিধিনিষেধ থাকে না।" তেমনই, *স্কন্দপুরাণে* বলা হয়েছে, এবং *বিষ্ণুধর্ম* ও *পদ্মপুরাণের বৈশাখ মাহাত্ম্য* খণ্ডেও উল্লেখ করা আছে যে, *চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্বত্র কীর্তয়েৎ*—"পরমেশ্বর ভগবান যিনি চক্রধারী, তাঁকে সর্বদা সর্বত্র গুণকীর্তনের মাধ্যমে আরাধনা করা উচিত।" এইভাবেই, *স্কন্দপুরাণে* বলা হয়েছে—

ন দেশকালাবস্থাত্মশুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতং নাম কামিতকামদম্॥

"শ্রীভগবানের নাম জপকীর্তনের জন্য স্থান, কাল, পরিবেশ পরিস্থিতি, আনুপূর্বিক আত্মশুদ্ধি কিংবা অন্য কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। বরং, অন্য সকল পদ্ধতির চেয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ এবং একাগ্রমনে জপকারী মানুষের সকল মনোবাঞ্ছা এর মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত হয়।"

এইভাবে *বিষ্ণুধর্ম* রচনার মাধ্যমে বলা হয়েছে—

কলৌ কৃতযুগং তস্য কলিস্তস্য কৃতে যুগে ।
যস্য চেতসি গোবিন্দোহৃদয়ে যস্য নাচ্যুতঃ ॥

"যার হৃদয় মাঝে ভগবান শ্রীগোবিন্দের অবস্থান, তার জীবনে কলিযুগের মধ্যেও সত্যযুগ বিকশিত হয়, এবং বিপরীতক্রমে সত্যযুগও কলিযুগে রূপান্তরিত হয়ে যায়—যদি কারও হৃদয়ে অচ্যুত শ্রীভগবানের চিন্তার কোনও মর্যাদা থাকে না।" শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম সর্বত্র শক্তিমান, সর্বদা এবং সকল পরিবেশেও তা বিদ্যমান; তাই কলিযুগে হোক, সত্যযুগে হোক, স্বর্গে হোক, নরকে হোক, কিংবা বৈকুণ্ঠেই হোক, সদা সর্বদাই শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তন করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম তাঁর পরম সত্তা থেকে অভিন্ন, এবং শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান। তাই, এই নয় যে, অন্য কোনও প্রক্রিয়া কার্যকরী হওয়ার ফলেই পবিত্র কৃষ্ণনাম এই যুগেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বলা হয়েছে যে, ধ্যানযোগের মাধ্যমে ভগবানকে শুধুমাত্র স্মরণ করার চেয়ে ভগবানের পবিত্র নামাদি জপকীর্তন অভ্যাস করা অনেক বেশি শক্তিশালী প্রক্রিয়া। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১/১১) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

এতান্ নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতাম্ অকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপং নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥

"হে রাজন, মহান যোগীগণের দ্বারা নির্ণীত পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম নিত্য জপকীর্তন করলে নিঃসন্দেহে সকলের জীবনেই নির্ভয়ে সাফল্য লাভের পথ প্রদর্শিত হয়, এমনকি যারা সকল প্রকার জড়জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছে, যারা সকল প্রকার জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগে আগ্রহী রয়েছে, এবং যারা দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে আত্মতৃপ্ত হয়েছে, তাদের সকলেরই জীবন সুখময় হয়ে উঠে।" *ভাগবতের* এই শ্লোকটি সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর তাৎপর্য প্রদান প্রসঙ্গে লিখেছেন—"শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর অভিমত অনুসারে, পবিত্র নাম জপকীর্তনের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের পন্থাটি প্রতিষ্ঠিত সর্বজনস্বীকৃত সত্য, সেকথা শুধুমাত্র তিনিই করেছেন, তা নয়, পূর্ববর্তী অন্য সকল আচার্যবর্গও তা সমর্থন করেছেন। সুতরাং এই বিষয়ে অধিকতর প্রমাণের আর কোনও প্রয়োজন নেই।" শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তনের বিশদ ব্যাখ্যা সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের লেখা এই শ্লোকটির তাৎপর্য পাঠকবর্গ পর্যালোচনা করে অনুধাবন করতে পারেন এবং ঐভাবে নাম জপকীর্তনের অপরাধগুলি বর্জনের বিষয়ে অবহিত হতেও পারবেন।

বৈষ্ণব-চিন্তামণি গ্রন্থে নিম্নরূপ বিবৃতি রয়েছে—

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে ।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনং তু ততো বরম্ ॥

"শ্রীবিষ্ণু স্মরণের মাধ্যমে যদিও সকল প্রকার পাপ নাশ করা সমর্থ হয়, তবুও তা বহু আয়াসসাধ্য। অথচ শুধুমাত্র ওষ্ঠ সঞ্চালনের মাধ্যমেই কৃষ্ণনামকীর্তন করা যায় এবং তাই এই প্রক্রিয়াটিই শ্রেষ্ঠ।" শ্রীল জীব গোস্বামীও নিম্নরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

যেন জন্মশতৈঃ পূর্বং বাসুদেবঃ সমার্চিতঃ ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥

"হে ভরত বংশের অনুগামী, যে ব্যক্তি শত শত পূর্বজন্মে নিষ্ঠাভরে শ্রীবাসুদেবের আরাধনা করছে, তারই মুখে সদাসর্বদা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নাম বিরাজ করতে থাকে।" একই ধরনের ভাবধারা শ্রীমতী দেবহূতি তাঁর পুত্র কপিলমুনিকে যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন, তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বিধৃত হয়েছে—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

"আহা, আপনার পবিত্র নাম যাদের জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হয়ে থাকে, তারা কতই না মহিমান্বিত! তারা চণ্ডালের পরিবারে জন্ম নিয়ে থাকলেও, সেই সব মানুষ পূজনীয়। যে সব মানুষ আপনার পবিত্র নাম জপকীর্তন করেন, তাঁরা অবশ্যই সমস্ত প্রকার কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন, এবং আর্যগণের সকল সদাচার আয়ত্ত করেছেন। আপনার পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে তীর্থ স্নানাদি সম্পন্ন করেছেন, বেদশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছেন এবং সর্বপ্রকার গুণাবলী আয়ত্ত করেছেন।" (*ভাগবত ৩/৩৩/৭*)

সুতরাং, শ্রীল জীব গোস্বামী উপসংহারে লিখেছেন যে, সকল যুগেই সমান ভাবে কীর্তনানুষ্ঠান করা চলে। কলিযুগে অবশ্য পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে স্বয়ং জীবগণকে তাঁর পবিত্র নাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন—

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি' ।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥

"হে বদ্ধ জীবগণ যারা মূর্খের মতো মায়াপিশাচীর কোলে নিদ্রামগ্ন রয়েছ, আমি তোমাদের মায়াময় ব্যাধি সারানোর জন্য চমৎকার ঔষধ এনেছি। এই ঔষধের পরিচয় 'হরিনাম'। এটি আমারই পবিত্র নাম, এবং এই ঔষধ গ্রহণে তোমরা জীবনের সর্ববিষয়ে সার্থকতা লাভ করবে। তাই, বিশেষভাবে আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, কৃপা করে এই ঔষধ তোমরা গ্রহণ করো, যা আমি নিজে তোমাদের জন্যই নিয়ে এসেছি।"

এই অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে বলা হয়েছিল, *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।* শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *সংকীর্তনপ্রায়ৈঃ*—শব্দগুলির অর্থ "বিশেষত সংকীর্তন প্রথার মাধ্যমে", যার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কলিযুগে যদিও অন্যান্য ধরনের পূজা, যেমন শ্রীবিগ্রহ আরাধনা অনুষ্ঠিত হতে পারে, তবে যথার্থ সার্থকতা অর্জন করতে হলে, শ্রীভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের সঙ্গে অবশ্যই ভালভাবে সংযোগ সাধন প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজারীকে অবশ্যই জানতে হবে যে, এই ধরনের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অবিরাম শ্রীভগবানের পবিত্র নামকীর্তন। পক্ষান্তরে, যিনি শ্রীভগবানের নাম জপকীর্তন নিষ্ঠাভরে যথাযথভাবে পালন করেছেন, তাঁকে অন্য কোনও পদ্ধতিতে আর নির্ভর করতে হয় না, সেকথা নিম্নলিখিত বিখ্যাত মন্ত্রটির মধ্যে জানানো হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলিযুগে ভগবানের পবিত্র হরিনাম ছাড়া পারমার্থিক উন্নতির অন্য কোনও বিকল্প নেই, অন্য কোনও বিকল্প নেই, অন্য কোনও বিকল্প নেই।" (*বৃহন্নারদীয় পুরাণ* ৩৮/১২৬) এই সকল প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, *ভাগবতের* উক্তি (*কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যাঃ*) অনুসারে এই যুগে যে সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তার ফলে পারমার্থিক দিব্য ভাবাপন্ন মানুষেরাও কলিযুগের বন্দনা করে থাকেন, তা মোটেই স্ববিরোধী মন্তব্য নয়।

এই অধ্যায়ের শ্লোক ৪০-এর শেষে বলা হয়েছে, *প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ*—দক্ষিণ ভারতের পবিত্র নদীগুলির জলধারা যারা নিয়মিতভাবে পান করতে সক্ষম হয়, সাধারণত তারা ভগবান শ্রীবাসুদেবের নির্মলচিত্ত ভক্ত হয়ে উঠবে। *প্রায়ঃ*, অর্থাৎ "সাধারণত" শব্দটি বোঝায় যে, যারা ভগবদ্ভক্তদের প্রতি

অপরাধমূলক আচরণ করে থাকে, অথচ নিজেদের ভক্ত বলে জাহির করে, তারা *অমলাশয়াঃ*, অর্থাৎ নির্মলচিত্ত মানুষ বলে গণ্য হয় না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের আপাত দারিদ্রপ্রপীড়িত দুরবস্থা দেখে কেউ যেন বিভ্রান্ত বোধ না করেন। এমন কি আজও এই শ্লোকে উল্লিখিত স্থানগুলির অধিবাসীরা সাধারণত অতি সামান্য আহারে এবং ব্যসনভূষণে তাদের দিনাতিপাত করে থাকে আর পরমেশ্বর ভগবানের মহান ত্যাগী ভক্তদের মতোই বসবাস করে। পক্ষান্তরে বলা চলে, পোশাকে-আসাকে মানুষকে চেনা যায় না। মার্জিত সুবেশা পশুর মতো বাস করলে, দামি জামা-কাপড় পরলে আর রাজসিক খাদ্যদ্রব্যে রসনাতৃপ্ত করলেই সেগুলিকে উন্নত পরমার্থবাদী মানুষের লক্ষণ বলে স্বীকার করা চলে না। যদিও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা সাধারণত শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবভক্ত, তা হলেও তাঁদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরই অনুগামী ভগবদ্ভক্ত রূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, তাঁদের সহজ সরল জীবনধারা অবশ্যই সদ্‌গুণরূপে গণ্য হওয়া উচিত, তা কোনওভাবেই অযোগ্যতার পরিচায়ক নয়।

শ্লোক ৪১

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥ ৪১ ॥

দেব—দেবতাদের; **ঋষি**—ঋষিদের; **ভূত**—সাধারণ জীব; **আপ্ত**—মিত্র এবং আত্মীয়; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষদের; **পিতৄণাম্**—পিতৃপিতামহদের; **ন**—না; **কিঙ্করঃ**—ভৃত্য; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **ঋণী**—ঋণী; **চ**—ও; **রাজন্**—হে রাজা; **সর্ব-আত্মনা**—তাঁর সর্বাত্মকভাবে; **যঃ**—যে মানুষ; **শরণম্**—আশ্রয়; **শরণ্যম্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, যিনি সকলের আশ্রয়দাতা; **গতঃ**—প্রার্থিত; **মুকুন্দম্**—শ্রীমুকুন্দ; **পরিহৃত্য**—পরিত্যাগ করে; **কর্তম্**—কর্তব্যাদি।

অনুবাদ

হে রাজন্, যিনি সকল প্রকার জড়জাগতিক কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং সকলের আশ্রয়দাতা শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি কোনও দেব-দেবতা, মুনিঋষি, সাধারণ জীব, লোকজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মানবজাতি কিংবা পরলোকগত পিতৃপুরুষদের কাছেও কোনওভাবে ঋণী হয়ে

থাকেন না। যেহেতু ঐ সমস্ত শ্রেণীর জীবগণই পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশমাত্র, তাই শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিবেদিত মানুষকে আর ঐ সমস্ত মানুষদের পৃথকভাবে সেবা করবার প্রয়োজন থাকে না।

তাৎপর্য

ভগবৎ-সেবায় ভক্তিমূলক অনুশীলনের পন্থায় যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেনি, নিঃসন্দেহে তাকে অনেক জড়জাগতিক কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করতেই হয়। প্রত্যেক সাধারণ বদ্ধ জীবকেই দেবতাদের দেওয়া অগণিত উপকার গ্রহণ করতে হয়, চন্দ্র-সূর্যের কিরণ, বৃষ্টি, বাতাস, খাদ্য এবং সর্বোপরি, জড় দেহটিও দেবতাদের কৃপায় সচল থাকে। *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে, *স্তেন এব সঃ*—দেবতাদের দানের বিনিময়ে মানুষ যজ্ঞের মাধ্যমে প্রতিদান অর্পণ না করলে, সে *স্তেন* অর্থাৎ চোর হয়ে থাকে। সেইভাবেই, অন্যান্য জীবেরাও, যেমন গাভীরা নানাপ্রকার অগণিত উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী আমাদের জন্য দিয়ে থাকে। যখন আমরা সকালে উঠি, তখন পাখিদের মিষ্ট কলতানে আমাদের মন সজীব হয়ে ওঠে, এবং গরমের দিনে বনের গাছপালার ছায়া আর ঠাণ্ডা বাতাসে আমরা বিশ্রাম উপভোগ করি। অগণিত জীবের কাছ থেকে আমরা কত রকমের সেবা আদায় করে ভোগ করি এবং তাদের সেগুলির প্রতিদানে কিছু দেওয়াই আমাদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য। *আপ্ত* মানে নিজের পরিবার-পরিজন, যাদের প্রতি স্বাভাবিক ন্যায়নীতি অনুসারেই মানুষ অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকে, এবং *নৃণাম্* মানে মানব সমাজ। পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত না হওয়া পর্যন্ত, মানুষ অবশ্যই তার সমাজের একটি উপকরণ মাত্র হয়ে থাকে। যে সমাজে আমরা বাস করি, সেখান থেকে আমরা সুলভ শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং নিরাপত্তা আমরা গ্রহণ করে থাকি, এবং এইভাবেই আমরা সমাজের কাছে বিপুলভাবে ঋণী হয়ে যাই। অবশ্য, সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং আমাদের যেসব পূর্বপুরুষেরা সযত্নে নৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি সংরক্ষণ করে গেছেন যাতে তাঁদের বংশধর রূপে আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারি, তাঁদের প্রতিও আমাদের ঋণ প্রত্যর্পণের কর্তব্য থাকে। তাই *পিতৃণাং* অর্থাৎ "পিতৃপুরুষগণ" শব্দটি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে আমাদের ঋণের কথাই বোঝায়।

বাস্তবিকই, কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যদের প্রায়ই জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের কাছ থেকে সমালোচনা শুনতে হয় যে, উপরে উল্লিখিত সমস্ত দায়দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে পালন না করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। এর উত্তরে *ভাগবতে* (৪/৩১/১৪) বলা হয়েছে, *যথা*

তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ। যদি কেউ বৃক্ষ মূলে জল সিঞ্চন করে, তবে আপনা হতেই শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প ইত্যাদি সবই পুষ্টি লাভ করে। পৃথকভাবে গাছের শাখা-প্রশাখা এবং পত্রপুষ্পে জল দেওয়ার কোনই প্রয়োজন হয় না, কিংবা তাতে কোনও কাজ হয় না। তরুমূলে শিকড়ে জল দিতে হয়। ঠিক সেইভাবেই, *প্রাণোপহারাক চ যথেন্দ্রিয়ানাম্*—খাদ্যসামগ্রী উদরস্থ করতে হয়, যেখান থেকে তা আপনা হতেই শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিবেশিত হয়ে যায়। শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খাদ্যসামগ্রী ঘর্ষণের মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহের সব রকমের চেষ্টাই বাতুলতা মাত্র। ঠিক সেইভাবেই, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল সৃষ্টির মূল সূত্র এবং উৎস। সবই শ্রীকৃষ্ণ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ পোষণ করেন, এবং শেষে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবেরই পরম কল্যাণময় সখা, ত্রাতা এবং শুভকামী, আর যদি তিনি প্রীতিলাভ করেন, তা হলেই সারা জগৎ আপনা হতেই প্রীতিলাভ করবে, ঠিক যেমন উদরে যথাযথভাবে খাদ্যসামগ্রী পাঠালেই সমস্ত শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গও শক্তিলাভ ও পুষ্টিলাভ করে থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনও মহারাজের প্রধান অমাত্য হয়ে যে কাজ করছে, ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের প্রতি তার আর কোনও দায়দায়িত্ব থাকে না। নিঃসন্দেহে কোনও সাধারণ মানুষের জীবনে এই জড়জগতের মধ্যে অনেক রকম বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু *ভগবদ্‌গীতা* অনুসারে, *ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্*—প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানই সকল প্রকার কল্যাণ বিতরণ করে থাকেন। যেমন, জীবমাত্রেই তার পিতামাতার কাছ থেকেই তার শরীরটি লাভ করে। অবশ্য, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, কোনও বিশেষ পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক কোনও সময়ে বন্ধ্যা হয়ে পড়ে। কখনও বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেয়, আবার কখনও মৃত অবস্থায় শিশুর জন্ম হয়। প্রায়ই মৈথুন ক্রিয়া ব্যর্থ হলে সন্তান সম্ভাবনা একেবারেই বিফল হয়ে যায়। তাই যদিও সমস্ত পিতামাতাই সুন্দর, উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন সন্তান লাভের আশা করে থাকে, প্রায়ই তা ঘটে না। তাই বোঝা যেতে পারে যে, কোনও পুরুষ এবং নারী যে মৈথুন ক্রিয়ার মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, সেটা শেষ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাতেই সম্ভব হয়ে থাকে। শ্রীভগবানের কৃপাতেই পুরুষ মানুষের শুক্রবীর্য নিক্ষেপ এবং নারীর ডিম্বকোষের উর্বরতা সম্ভব হয়। তেমনই, ভগবানের কৃপাতেই শিশু সুস্বাস্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তার নিজের জীবনপথে এগিয়ে চলার জন্য শারীরিক পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। যদি কোনও একটি পর্যায়ে মানুষের ক্রমবিকাশের মাঝে ভগবানের কৃপালাভ ব্যাহত হয়, তা হলেই অকস্মাৎ মৃত্যু কিংবা বিকলাঙ্গ ব্যাধি হয়।

দেবতারাও স্বাধীন স্বতন্ত্র নন। *পরিহৃত্য কর্তম্* শব্দগুলির দ্বারা বোঝায় "অন্যান্য কর্তব্যাদি পরিহার", অর্থাৎ দেবতারা যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন, এই ধরনের যে কোনও ভাবধারা পরিহার করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানেরই বিশ্বরূপসম শরীরেরই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। তা ছাড়া, *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং বুদ্ধি ও স্মৃতি সবকিছু একমাত্র তিনিই প্রদান করেন। তাই, আমাদের প্রপিতাগণ যাঁরা সযত্নে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছেন, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রদত্ত বুদ্ধির সাহায্যেই তা করেছিলেন। অবশ্যই তাঁরা তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তা করেননি। মস্তিষ্ক ছাড়া কেউ বুদ্ধিমান হতে পারে না, এবং শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় আমরা মানব মস্তিষ্ক পেয়ে থাকি। সুতরাং, যদি আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের প্রতি আমাদের নানা প্রকার অসংখ্য দায়দায়িত্বের কথা সবকিছু সযত্নে বিশ্লেষণ করি, তা হলে আমরা দেখব যে, প্রত্যেকটি বিষয়েই একমাত্র পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই কৃপায় আমরা জীবনে যা কিছু বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করে থাকি। তাই কোনও সাধারণ মানুষ তার অনুকূলে যারা উপকার করেছে, তাদের ক্ষেত্রে বিবিধ দায়দায়িত্ব পূরণের জন্য অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ ও দানধ্যানমূলক ক্রিয়াকর্ম অবশ্যই পালন করতে থাকলেও, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে যিনি ভক্তিমূলক সেবা নিবেদন করে থাকেন, তিনি অচিরেই সেই ধরনের সকল প্রকার দায়দায়িত্ব পূরণ করতে সক্ষম হন, যেহেতু সকল প্রকার আশীর্বাদ ও কল্যাণ শেষ পর্যন্ত শ্রীভগবানের কাছ থেকেই বিভিন্ন প্রকারে পরিবারবর্গ, প্রপিতাপিতৃমহ, দেবতামণ্ডলী প্রমুখ মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে।

দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যে, রাজ্য সরকার কখনও কিছু কিছু সুবিধা বিতরণ করে থাকতে পারে, যা মূলত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাঠানো হয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সচিব কিংবা মন্ত্রী যিনি থাকেন, তাঁর পক্ষে রাজ্য সরকারের স্বল্পমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিনিধিদের প্রতি আর কোনও দায়দায়িত্ব থাকে না। সুতরাং, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২০/৯) বলা হয়েছে—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ না হবে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে ভক্তিভাবসম্পন্ন সেবার মাধ্যমে শ্রবণ ও কীর্তনাদি অনুষ্ঠানের রুচি জাগাতে না পারে, ততদিন তাকে বৈদিক অনুশাসনাদি অনুসারে বিধিবদ্ধ

ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করতে হয়।" উপসংহারে বলা চলে যে, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিসেবা নিবেদনের মাধ্যমে যে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, তাকেই শ্রেষ্ঠ মানুষ বলা চলে।

সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র দেবতাগণ, পরিবারবর্গ এবং সমাজের কাছ থেকেই উপকার পেতে চায়, যেহেতু সেইগুলি জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অনুকূল হয়ে থাকে। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সেই ধরনের জাগতিক প্রগতিকেই জীবনের লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে থাকে, এবং তাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তিসেবা নিবেদনের মহান মর্যাদা বুঝতে পারে না। ভক্তিযোগ অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার অনুশীলন বলতে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য ইন্দ্রিয়াদির সন্তুষ্টি বিধানের উদ্যোগ বোঝায়। পরমেশ্বর ভগবানেরও দিব্য ইন্দ্রিয়াদি আছে, ঈর্ষাক্লিষ্ট জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা তা অস্বীকার করে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করে থাকে। অবশ্য, ভগবদ্ভক্তেরা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় রূপ, শক্তি, সম্পদ, এবং কারুণ্যের প্রতি সন্দেহ পোষণের মাধ্যমে কাল হরণ করে না, বরং প্রত্যক্ষভাবেই তারা শ্রীভগবানের দিব্য ইন্দ্রিয়াদির প্রীতিবিধানের প্রয়াসে উদ্যোগী হয় এবং সেইভাবেই নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পরম আশীর্বাদ লাভ করে থাকে। ভগবদ্ভক্তেরা ভগবদ্ধামেই ফিরে যান, যেখানে জীবন সচ্চিদানন্দময়। কোনও দেবতা, পরিবার পরিজন কিংবা পিতৃপুরুষেরও সচ্চিদানন্দ জীবন প্রদানের কোনও সাধ্য নেই। তবে যদি কেউ মূর্খের মতো পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমলের আরাধনায় অবহেলা করে, এবং তার পরিবর্তে অনিত্য জড়জাগতিক দেহটিকেই সর্বস্ব জ্ঞান করে, তা হলে তাকে অবশ্যই বিশদভাবে যাগযজ্ঞাদি, পূজাব্রত সাধন, কৃচ্ছ্রতা পালন, এবং দানধ্যানের মাধ্যমে উল্লিখিত সকল প্রকার দায়দায়িত্ব অনুসরণ করতেই হবে। অন্যথায়, মানুষ সম্পূর্ণ পাপের ভাগী এবং নিন্দনীয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকে জড়জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারের মাধ্যমে।

শ্লোক ৪২

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৪২ ॥

স্বপাদমূলম্—ভক্তবৃন্দের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল; **ভজতঃ**—যিনি ভজনা করেন; **প্রিয়স্য**—শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়জন; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করে; **অন্য**—অপরের;

ভাবস্য—যার ভাব অথবা অভিরুচি মতো; **হরিঃ**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **পর-ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিকর্ম**—পাপকর্মাদি; **যৎ**—যা কিছু; **চ**—এবং; **উৎপতিতম্**—সংঘটিত হয়; **কথঞ্চিৎ**—কোনও ভাবে; **ধুনোতি**—বিদূরিত হয়; **সর্বম্**—সকল; **হৃদি**—হৃদয়ে; **সন্নিবিষ্টঃ**—প্রবিষ্ট।

অনুবাদ

এইভাবে যিনি অন্য সকল প্রকার ক্রিয়াকর্ম বর্জন করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ভগবানের অতীব প্রিয়জন। তবে, যদি ঐ ধরনের কোনও আত্মসমর্পিত জীব ঘটনাচক্রে কোনও পাপকর্ম করে থাকে, তা হলে সকলের হৃদয়াসনে বিরাজিত পরমেশ্বর ভগবান অচিরেই সেই ধরনের পাপের কর্মফল হরণ করে নিয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত কোনও ভক্তকে সাধারণ জড়জাগতিক কর্তব্য পালন করবার প্রয়োজন হয় না। এখন এই শ্লোকটিতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি সেবার অনুশীলন এমনই পবিত্র এবং শক্তিশালী যে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পিত ভক্তের পক্ষে অন্য কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্ত মূলক ক্রিয়াকর্মাদি সাধন করবার প্রয়োজনই হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধে তাই বিবৃত হয়েছে যে, ঘটনাক্রমে কোনও পাপময় ক্রিয়াকর্মে জড়িত হয়ে পড়লেও আত্মসমর্পিত ভগবদ্ভক্তকে কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে হয় না। যেহেতু ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনই এমনভাবে অতীব পরিশুদ্ধ পদ্ধতি যে, শুদ্ধ ভক্ত ঘটনাচক্রে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকলে অনতিবিলম্বেই শ্রীভগবানের চরণকমলে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে আবার নিয়োজিত হয়। আর এইভাবেই শ্রীভগবান তাকে রক্ষা করে থাকে, সেকথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) উল্লেখ করা হয়েছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

এই শ্লোকটিতে *ত্যক্তান্য ভাবস্য* শব্দটি অতিশয় অর্থবহ। পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করে থাকেন যে, ব্রহ্মা এবং শিবসমেত সমস্ত জীব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশমাত্র এবং তাই তাঁদের কোনও ভিন্ন কিংবা স্বাধীন সত্তা নেই। প্রত্যেক জিনিস এবং প্রত্যেক জীব শ্রীভগবানেরই অভিন্ন সত্তা উপলব্ধি হওয়ার ফলে, ভগবদ্ভক্ত কখনই শ্রীভগবানের আদেশ অমান্য করে কোনও প্রকার পাপকর্ম অনুষ্ঠানে আপনা থেকেই

বিরত থাকেন। তবে জড়জাগতিক প্রকৃতির প্রচণ্ড প্রভাবে শুদ্ধ নিষ্ঠাবান কোনও ভক্তও হয়তো ক্ষণকালের জন্য মায়ার প্রভাবান্বিত হয়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির কঠোর পথ থেকে বিচ্যুত হতেও পারেন। তেমন ক্ষেত্রে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, ভক্তের হৃদয়মাঝে বিরাজিত হয়ে, সেই সকল পাপকর্ম বিদূরিত করে থাকেন। এমনকি, মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের পক্ষেও আত্মসমর্পিত কোনও ভগবদ্ভক্তের আকস্মিক পাপকর্মের ফলে শাস্তিদানের ক্ষমতা থাকে না। উপরে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ হলেন *পরেশ*, অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীভগবান, তাই ভগবানের আপন ভক্তদের শাস্তির বিধান দেওয়া কোনও অধঃস্তন দেবতাদের সাধ্যের অতীত। যৌবনে অজামিল ধার্মিক ব্রাহ্মণ রূপে ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। পরে, কোনও এক বারনারীর কুসংসর্গে মাধ্যমে, তিনি বাস্তবিকই জগতের মধ্যে সব চেয়ে হীনতম মানুষ হয়ে ওঠেন। তাঁর শেষ জীবনে যমরাজ তাঁর যমদূতদের পাঠিয়ে পাপী অজামিলের আত্মাকে টেনে আনতে বলেছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তখনই তাঁর দেবদূতদের পাঠিয়ে অজামিলকে রক্ষা করেছিলেন এবং যমরাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ভক্তদের বিব্রত করা কোনও অধঃস্তন পুরুষের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় কাজ। তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।*

এখানে বিতর্ক উত্থাপিত হতে পারে যে, *স্মৃতিশাস্ত্রে* বলা হয়েছে, *শ্রুতি-স্মৃতি মমৈ বাজ্ঞে*—বৈদিক শাস্ত্রাদি সবই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ আদেশাবলী। সুতরাং, প্রশ্ন করা যেতে পারে, শ্রীভগবান কেমন করে তাঁর ভক্তদের ক্ষেত্রেও তাঁর আদেশাবলী প্রায়ই লঙ্ঘনের অপরাধ মার্জনা করতে পারেন? এই ধরনের সম্ভাব্য আপত্তির উত্তর দিতেই *প্রিয়স্য* শব্দটি এই শ্লোকটির মধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবানের অতীব প্রিয়জন। যদিও স্নেহের শিশু কোনও মারাত্মক অপরাধ ঘটনাক্রমে করেও ফেলে, তা হলে স্নেহময় পিতা শিশুকে ক্ষমাই করেন, তিনি মনে করেন যে, শিশুটির যথার্থ কোনও সদুদ্দেশ্য থাকতেও পারে। সেইভাবেই, ভগবদ্ভক্তেরা যদিও তাদের ভবিষ্যতে কোনও দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষার জন্য শ্রীভগবানের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে অনুরোধ করে না, তা সত্ত্বেও শ্রীভগবান তাঁর করুণাবশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ভক্তকে সকল প্রকার আকস্মিক পতনের পরিণাম থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকেন।

শ্রীভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি এই অহৈতুকী কৃপা প্রদান করেন, তা হল *পরমৈশ্বর্যম্* অর্থাৎ তাঁর পরম ঐশ্বর্য। ক্রমশ এইভাবেই নিষ্ঠাবান ভক্ত মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হতে থাকেন, এমন কি আকস্মিক পতন থেকেও রক্ষা পান, কারণ তিনি নিত্য শ্রীভগবানের চরণকমল স্মরণ করতে থাকেন এবং শ্রীভগবানের সন্তুষ্টি

বিধানের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে আত্মস্থ থাকেন বলে তাঁর হৃদয় শুদ্ধতা লাভ করে থাকে। যদিও আত্মনিবেদিত ভগবদ্ভক্তদেরও মাঝে মাঝে কলুষিত তুচ্ছ আচার-আচরণের মাধ্যমে পীড়িত হতে লক্ষ্য করা যায়, তা হলেও সুনিশ্চিতভাবে তাঁরা ভগবৎ-কৃপায় রক্ষা পান এবং বাস্তবিকই কখনও জীবনে পরাজিত তথা ব্যর্থ হন না।

শ্লোক ৪৩

শ্রীনারদ উবাচ

ধর্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বাথ মিথিলেশ্বরঃ ।
জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হ্যপূজয়ৎ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **ধর্মান্ ভাগবতান্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উদ্দেশে নিবেদিত ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের বিজ্ঞান; **ইত্থম্**—এই ভাবে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণের পরে; **অথ**—তখন; **মিথিলা-ঈশ্বরঃ**—মিথিলা রাজ্যের অধিপতি রাজা নিমি; **জায়ন্তেয়ান্**—জয়ন্তীর পুত্রদের প্রতি; **মুনীন্**—মুনিগণ; **প্রীতঃ**—প্রীত হয়ে; **স-উপাধ্যায়ঃ**—পুরোহিতদের সাথে; **হি**—অবশ্য; **অপূজয়ৎ**—তিনি পূজা নিবেদন করলেন।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—এইভাবে ভগবদ্ভক্তিসেবার বিজ্ঞান কথা শ্রবণ করে মিথিলার রাজা শ্রীনিমি বিপুলভাবে প্রীতিলাভ করেন, এবং যজ্ঞের পুরোহিতদের সঙ্গে নিয়ে, তিনি পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীজয়ন্তীর ঋষিতুল্য পুত্রদের প্রতি পূজা নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

জায়ন্তেয়ান্ শব্দটির দ্বারা নবযোগেন্দ্রবর্গকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা শ্রীঋষভদেবের পত্নী শ্রীজয়ন্তীর গর্ভজাত পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ৪৪

ততোঽন্তর্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ।
রাজা ধর্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিম্ ॥ ৪৪ ॥

ততঃ—তখন; **অন্তর্দধিরে**—তাঁরা অন্তর্হিত হলেন; **সিদ্ধাঃ**—কবি প্রমুখ সিদ্ধপুরুষগণ; **সর্ব-লোকস্য**—উপস্থিত সকলে; **পশ্যতঃ**—তাঁরা যেমন লক্ষ্য করছিলেন; **রাজা**—রাজা; **ধর্মান্**—পারমার্থিক জীবনধারার নীতি; **উপাতিষ্ঠন্**—সযত্নে অনুসরণের মাধ্যমে; **অবাপ**—তিনি লাভ করেন; **পরমাম্**—পরম শ্রেষ্ঠ; **গতিম্**—লক্ষ্য।

অনুবাদ

তখন উপস্থিত সকলের চোখের সামনে থেকে সিদ্ধপুরুষগণ অন্তর্হিত হলেন। তাঁদের কাছ থেকে নিমিরাজ পারমার্থিক জীবনধারার যে সকল নীতি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা নিষ্ঠা সহকারে পালনের মাধ্যমে তিনি জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্মান্ ভাগবতান্ শ্রুতান্ ।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরম্ ॥ ৪৫ ॥

ত্বম্—আপনি (বসুদেব); **অপি**—ও; **এতান্**—এই সকল; **মহাভাগ**—হে পরম ভাগ্যবান পুরুষ; **ধর্মান্**—নীতিসমূহ; **ভাগবতান্**—ভগবদ্ভক্তি সেবা; **শ্রুতান্**—যা আপনি শ্রবণ করলেন; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাবিশ্বাসের সঙ্গে; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **নিঃসঙ্গঃ**—জড়জাগতিক সঙ্গ বিবর্জিত; **যাস্যসে**—আপনি গমন করবেন; **পরম্**—পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

হে পরম ভাগ্যবান শ্রীবসুদেব, আপনি ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক নীতিকথা যা কিছু শুনলেন, তা বিশ্বস্তভাবে কেবল অনুসরণ করুন এবং তা হলেই, জড়জাগতিক সঙ্গ মুক্ত হয়ে আপনি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে গমন করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পিতা শ্রীবসুদেবের কাছে শ্রীনারদমুনি তখন নিমিরাজের জ্ঞানলাভের কাহিনী বর্ণনা করলেন। এখন শ্রীনারদ মুনি অভিব্যক্ত করলেন যে, নবযোগেন্দ্রবর্গ বহুকাল পূর্বে যে সকল নীতি ব্যক্ত করেছিলেন, সেইগুলি শ্রীবসুদেব স্বয়ং অনুশীলনের মাধ্যমে জীবনের পরম সার্থকতা নিজেও অর্জন করবেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীবসুদেব ইতিপূর্বেই পরমেশ্বর ভগবানের একান্ত পার্ষদ হয়েছিলেন, কিন্তু মহান ভক্ত রূপে তাঁর স্বাভাবিক বিনয়-নম্রতার ফলেই, তাঁর কৃষ্ণপ্রেম তিনি শুদ্ধ করে তুলতে মনস্থ করেছিলেন। এইভাবে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের পিতারও সুমহান ভক্তসুলভ মর্যাদার দৃষ্টান্ত আমরা অনুধাবন করতে পারি।

সাধারণ মানুষেরা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু পরম পিতার মতেই জীবগণের প্রয়োজনে সব কিছু সরবরাহ করে থাকেন, তাই তাঁকে সর্বদাই পূজা করতে হয়। এই ধরনের মনোভাবের ফলে ভগবৎ-প্রেমের সার্থকতা লাভ হয় না, কারণ সন্তান যখন অল্পবয়সী থাকে, তখন তার পিতা ও মাতার জন্য তেমনভাবে

সেবা করতে পারে না। যখন শিশু খুবই ছোট থাকে, তখন বরং পিতামাতাই নিত্যনিয়ত সন্তানের সেবাযত্ন করে থাকেন। তাই যখন ভক্তরূপে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের মাতা কিংবা পিতার ভূমিকা পালন করতে থাকেন, তখন শ্রীভগবানকে পরম উল্লাসভরে নিজের সন্তান রূপে স্বীকার করার ফলে, শ্রীভগবানের সেবায় অপরিসীম প্রেমময়ী সেবা নিবেদনের অবকাশ লাভ করতে তিনি পারেন। শ্রীবসুদেবের পরম সৌভাগ্য যে, বহুকাল পূর্বে ঋষিতুল্য নিমিরাজকে নবযোগেন্দ্রবর্গ যে বিস্ময়কর উপদেশাবলী প্রদান করেছিলেন, তা শ্রীনারদমুনি স্বয়ং তাঁর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন।

শ্লোক ৪৬

যুবয়োঃ খলু দম্পত্যোর্যশসা পূরিতং জগৎ।
পুত্রতামগমদ্ যদ্ বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ ॥ ৪৬ ॥

যুবয়োঃ—আপনাদের দুজনের; **খলু**—অবশ্য; **দম্পত্যোঃ**—পতি-পত্নীর; **যশসা**—যশের দ্বারা; **পূরিতম্**—পরিপূর্ণ হয়ে; **জগৎ**—পৃথিবী; **পুত্রতাম্**—পুত্র হওয়ার ফলে; **অগমৎ**—গ্রহণ করে; **যৎ**—যেহেতু; **বাম্**—আপনার; **ভগবান্**—পরমেশ্বর শ্রীভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর শ্রীভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

অনুবাদ

অবশ্যই, সমগ্র জগৎ আপনার এবং আপনার পত্নীর মহিমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি আপনার পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে *যশসা পূরিতং জগৎ* "সমগ্র জগৎ এখন আপনার মহিমায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে", এই শব্দগুলির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামের পিতামাতা শ্রীবসুদেব এবং শ্রীমতী দেবকীর গৌরবের কথা শ্রীনারদ মুনি উল্লেখ করেছেন। পরোক্ষভাবে বলা যায়, শ্রীবসুদেব যদিও শ্রীনারদ মুনির কাছে পারমার্থিক উন্নতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন, তবু শ্রীনারদ মুনি এখানে বক্তব্য রেখেছেন, "পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রতি আপনার অসামান্য ভক্তিভাবের ফলে আপনি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছেন।"

শ্লোক ৪৭

দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ।
আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্বতোঃ ॥ ৪৭ ॥

দর্শন—দর্শনের ফলে; **আলিঙ্গন**—আলিঙ্গনের ফলে; **আলাপৈঃ**—এবং বাক্যালাপের মাধ্যমে; **শয়ন**—বিশ্রাম গ্রহণের মাধ্যমে; **আসন**—উপবেশন করার মাধ্যমে; **ভোজনৈঃ**—এবং আহারের মাধ্যমে; **আত্মা**—হৃদয়গুলি; **বাম্**—আপনাদের দুজনের; **পাবিতঃ**—পবিত্র হয়ে গেছে; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পুত্রস্নেহম্**—পুত্রের প্রতি স্নেহ; **প্রকুর্বতোঃ**—যিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে প্রিয় বসুদেব, আপনাদের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করার ফলে, আপনি এবং আপনার পত্নী দেবকী অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিপুলভাবে দিব্য প্রেমভাব অভিব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই, আপনারা সকল সময়ে শ্রীভগবানকে দেখেছেন, তাঁকে আলিঙ্গন করছেন, তাঁর সাথে কথা বলছেন, তাঁর সাথে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন, তাঁর সাথে উপবেশন করছেন এবং তাঁর সাথে আহার ভোজন করছেন। এই শ্রীভগবানের সাথে স্নেহঘন নিবিড় সঙ্গলাভের ফলে নিঃসন্দেহে আপনারা উভয়ে আপনাদের হৃদয়গুলি সম্পূর্ণভাবেই শুদ্ধ করে নিয়েছেন। পক্ষান্তরে বলা চলে, আপনারা ইতিমধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছেন।

তাৎপর্য

আত্মা বাং পাবিতঃ শব্দগুলি এই শ্লোকের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তিযোগের বিধিবদ্ধ নীতিগুলি অভ্যাস-অনুশীলনের মাধ্যমে এবং ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে তাদের ক্রিয়াকলাপ নিবেদনের পদ্ধতিগুলি শিক্ষালাভের মাধ্যমেই সাধারণ বদ্ধজীবগণকে তাদের জীবনধারা পরিশুদ্ধ করে নিতে হয়। সেই ধরনের বিধিবদ্ধ ক্রমান্বয়ী পদ্ধতি অবশ্যই উন্নত মহাত্মাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ তাঁরা স্বয়ং শ্রীভগবানকে সেবা উৎসর্গ করে থাকেন তাঁর পিতামাতা, সখা, সখী উপদেষ্টা, পুত্রাদি রূপের মাধ্যমে। পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বসুদেব ও দেবকীর গভীর ভালবাসায়, তাঁরা ইতিমধ্যেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরম সার্থকতার পর্যায়ে উপনীত হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও পূর্ববর্তী শ্লোকে নারদমুনি বসুদেবকে জানিয়েছেন যে, বসুদেব এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবার ফলে, তাঁরা মহিমান্বিত হয়েছেন, তবু শ্রীবসুদেব মন্তব্য করতে পারতেন যে, শ্রীভগবানের অন্যান্য পার্ষদেরা, যেমন জয় এবং বিজয়, ব্রাহ্মণদের অবমাননা করার ফলে পতিত হয়েছিলেন। তাই, বর্তমান শ্লোকটিতে শ্রীনারদমুনি *পাবিতঃ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন—"আপনারা সম্পূর্ণ পবিত্র, এবং তাই আপনাদের গভীর কৃষ্ণপ্রেমের ফলে আপনারা আপনাদের ভগবদ্ভক্তি সেবার পথে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতির সম্ভাবনা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্য থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীরূপে তাঁর পিতা শ্রীবসুদেব প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর শ্রীভগবানেরই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ছিলেন, এবং তাঁর রমণীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেবার অতীব ভাবোল্লাসময় বাসনায় তিনি সদাসর্বদা নিমজ্জমান হয়েছিলেন। অবশ্য, শ্রীনারদমুনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, অসামান্য বিনয়বশত বসুদেব নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতেন এবং তাই শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের দিব্য উপদেশাবলী গ্রহণের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করতেন। শ্রীবসুদেবের ভাবোল্লাসময় বিনয় স্বীকার করে নিয়ে, তাঁকে তাঁর উদ্বেগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বাসনায়, শ্রীনারদমুনি যেভাবে কোনও সাধারণ মানুষকে ভক্তিযোগের বিজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ দিতেন, সেইভাবেই তাঁকে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। অবশ্য, একই সময়ে শ্রীনারদমুনি অভিব্যক্ত করেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বসুদেব ও দেবকী ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে তাঁদের পুত্র রূপে লাভের অভাবনীয় অভূতপূর্ব সৌভাগ্যের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছেন। অতএব, শ্রীবসুদেবকে শ্রীনারদমুনি বলেছেন, "হে বসুদেব, আপনার মর্যাদা সম্পর্কে কোনওভাবে হতাশ কিংবা সন্দিহান হবেন না। নিঃসন্দেহে আপনি অনতিবিলম্বে নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন। আর বাস্তবিকই আপনি এবং আপনার উত্তমা স্ত্রী মহাভাগ্যবান।"

উপসংহারে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুপ্ত প্রেম ভালোবাসা পূর্ণভাবে বিকশিত করার মাধ্যমে প্রত্যেকেই ভাগ্যবান হতে পারে। অনেক ভীষণ দানবও শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করলেও, অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমেই সুখময় জীবনধারা লাভ করেছিল। অতএব প্রেমময় যেসব ভগবদ্ভক্ত দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে চিন্তাভাবনা করে থাকেন, তাঁরাও নিঃসন্দেহে প্রেমময় ভগবদ্ভক্তদের প্রাপ্য পরমানন্দ লাভ করেই থাকেন।

শ্লোক ৪৮

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্র-
শাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ৪৮ ॥

বৈরেণ—শত্রুতা সহ; **যম্**—যাঁকে (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে); **নৃ-পতয়ঃ**—নৃপতিরা; **শিশুপাল-পৌণ্ড্র-শাল্ব-আদয়ঃ**—শিশুপাল, পৌণ্ড্রক, শাল্ব প্রমুখ; **গতি**—তাঁর

গতিবিধির উপরে; **বিলাস**—ক্রীড়াসূচক; **বিলোকন**—দৃষ্টিপাতে; **আদ্যৈঃ**—এবং নানাভাবে; **ধ্যায়ন্ত**—চিন্তা করে; **আকৃত**—মনস্থির করে; **ধিয়ঃ**—তাদের মন; **শয়ন**—শয়নকালে; **আসন-আদৌ**—উপবেশন, ইত্যাদিতে; **তৎ-সাম্যম্**—তাঁর সাথে সমান পর্যায়ে (অর্থাৎ নিত্য, দিব্য জগতে); **আপুঃ**—তারা লাভ করে; **অনুরক্ত-ধিয়াম্**—যাদের মন স্বভাবই অনুরাগী; **পুনঃ কিম্**—তুলনা করে আর কী বলা যায়।

অনুবাদ

শিশুপাল, পৌণ্ড্রক এবং শাল্ব প্রমুখ শত্রুভাবাপন্ন রাজারা সকল সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রতিকূল চিন্তাভাবনা করত। এমনকি যখন তারা শয়নে, উপবেশনে কিংবা অন্য কোনও কাজকর্মে নিয়োজিত থাকত, তখনও শ্রীভগবানের শারীরিক গতিবিধি, তাঁর ক্রীড়া বিনোদন, তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রেমময় দৃষ্টিপাত, এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় ভাববিলাসের প্রতি মন ঈর্ষাভরে আকৃষ্ট এবং মগ্ন হত। এইভাবে সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় তাদের মন মগ্ন থাকার ফলে, তারা ভগবদ্ধামে দিব্য মুক্তি অর্জন করেছিল। তা হলে যারা অনুকূলভাবে প্রেমময় মানসিকতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় তাদের মন সকল সময়ে মগ্ন রাখে, সেই সকল অনুরাগী ভক্তজনের কথা আর কী বলার আছে?

তাৎপর্য

এই জগৎ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের সময়ে, বসুদেব চিন্তা করতে থাকেন যে, তিনি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ উপস্থিতির সুযোগ যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠার প্রয়াস করেনি, তাই মর্মবেদনায় তিনি পরিপূর্ণভাবে মর্মাহত হয়ে উঠেছিলেন। যাই হোক, শ্রীনারদ মুনি অবশ্য বসুদেবকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, বসুদেব এবং তাঁর সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী দেবকীর গৌরবগাথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী উচ্চারিত হচ্ছে, কারণ দেবতাগণও শ্রীভগবানের আপন পিতামাতার মহিমান্বিত মর্যাদার আরাধনা করে থাকেন। বসুদেব কেবলমাত্র তাঁর নিজের পারমার্থিক মর্যাদার বিষয় সম্পর্কেই চিন্তাকুল হননি, বরং তিনি যদুবংশের জন্যও দুঃখবোধ করছিলেন, কারণ শ্রীনারদমুনির মতো বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আক্রান্ত হয়ে এবং এক বিপুল ভ্রাতৃহন্তা যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে তারা আপাতদৃষ্ট এক অশুভ পরিবেশে পৃথিবী-ত্যাগ করেছিল। যদিও যদুবংশের সকলেই শ্রীভগবানের আপনজন ছিলেন, তাই পৃথিবী থেকে তাদের তিরোভাব আপাতদৃষ্টিতে অশুভ বলেই মনে হয়। তাই বসুদেব তাদের শেষ গতি সম্পর্কে চিন্তাকুল হয়েছিলেন। তাই শ্রীনারদমুনি শ্রীবসুদেবকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, শিশুপাল, পৌণ্ড্রক এবং শাল্বের মতো কৃষ্ণবিরোধী দানবেরাও তাদের অবিরাম কৃষ্ণবিষয়ক চিন্তমগ্নতার ফলে ভগবদ্ধামেই উত্তীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

অতএব যদুবংশের মহান বংশধরেরা যারা বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণকে সবার থেকেও ভালবাসতেন (*অনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্*), তাদের কথা আর বলার কি আছে? তেমনই, *গরুড়পুরাণে* বলা হয়েছে—

অজ্ঞানিনঃ সুরবর্ণং সমধিক্ষিপন্তো
যং পাপিনোঽপি শিশুপালসুযোধনাদ্যাঃ ।
মুক্তিং গতাঃ স্মরণমাত্রবিধূতপাপাঃ
কঃ সংশয়ঃ পরমভক্তিমতাং জনানাম্ ॥

"এমন কি শিশুপাল এবং দুর্যোধনের মতো মূর্খ পাপীগণও শ্রীকৃষ্ণকে কটুবাক্য বর্ষণে বিব্রত করা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার মাধ্যমেই সকল পাপরাশি থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যে কোনও ভাবেই হোক, তাদের মন শ্রীভগবানের চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এবং তার ফলে তারা মুক্তি লাভ করে। তা হলে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক ভাবধারায় যারা গভীরভাবে আত্মমগ্ন হয়ে থাকে, তাঁদের পরমগতি সম্পর্কে সন্দেহের কী অবকাশ থাকে?"

শ্রীবসুদেবও উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন, কারণ এক দিকে তিনি জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি শ্রীভগবানকে তাঁর স্নেহভাজন পুত্রের মতো লালনপালন করেছেন। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে, অনেক সময়ে পুত্রকে তিরস্কার করা এবং নানাভাবে তাকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া পিতার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হয়েই থাকে। এইভাবে শ্রীবসুদেব চিন্তা করছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্রের মতো শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে তিনি ভগবানের অবমাননা করেছেন। অবশ্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বস্তুত প্রীতিলাভ করেই থাকেন, যখন কোনও শুদ্ধভক্ত তাঁর প্রতি অপত্যস্নেহে মগ্ন হয়ে থাকেন, এবং তার ফলে ভক্তিভাবে শ্রীভগবানের যত্নবিধানে সযত্ন হন, যেমনভাবে স্নেহপ্রবণ পিতামাতা ছোট শিশুসন্তানকে যত্ন করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তরুণ বালকরূপে সেই ধরনের ভক্তবৃন্দের কাছে আবির্ভূত হয়ে এবং তাঁদের পুত্রসন্তানের মতোই আবরণলীলা বিলাসের মাধ্যমে ঐ ধরনের ভক্তদের গভীর ভক্তিভাবের আনুকূল্যে যথাযথ আচরণ অভিব্যক্ত করেন।

এই শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দানবেরা বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুভাবে তিরস্কার করেছিল। তা সত্ত্বেও, ঐ ধরনের দানবেরা শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় মগ্নতার ফলেই মুক্তি লাভ করেছিল। অতএব, শ্রীবসুদেবের সদ্‌গতি সম্পর্কে আর বেশি কী বলার আছে, যেহেতু তিনি তাঁর অফুরন্ত পিতৃস্নেহের বশেই শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করতেন? উপসংহারে তাই বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে শ্রীবসুদেব এবং শ্রীমতী

দেবকীকে কখনই সাধারণ বদ্ধ জীব বলে মনে করা উচিৎ নয়। পরমেশ্বর শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে *বাৎসল্যরস* তথা পিতামাতার স্নেহ ভালবাসার আকারেই দিব্যস্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁদের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিরাজিত ছিল। জড় জগতের পিতামাতার স্নেহের সঙ্গে এই সম্পর্কের কোনও তুলনা চলে না, কারণ তাঁরা জড়জাগতিক উপভোগের মাধ্যমরূপেই সন্তানদের যত্ন নিয়ে থাকেন যাতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষ চরিতার্থ হতে পারে।

শ্লোক ৪৯

মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্বাত্মনীশ্বরে ।
মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্যে পরেঽব্যয়ে ॥ ৪৯ ॥

মা—করে না; **অপত্য-বুদ্ধিম্**—আপনার পুত্ররূপে চিন্তা করে; **অকৃথাঃ**—আরোপ করে; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের উপরে; **সর্ব-আত্মনি**—সকলের পরমাত্মা; **ঈশ্বরে**—পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **মায়া**—তাঁর মায়াশক্তির প্রভাবে; **মনুষ্য-ভাবেন**—সাধারণ মানুষের রূপে আবির্ভূত হয়ে; **গূঢ়-ঐশ্বর্যে**—তাঁর ঐশ্বর্য গোপন রেখে; **পরে**—পরম; **অব্যয়ে**—অচ্যুত, অক্ষয়।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ শিশু মনে করবেন না, কারণ তিনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, অব্যয় অচ্যুত, সর্বজনেরই পরমাত্মাস্বরূপ। শ্রীভগবান অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য গোপন রেখে, সাধারণ মানুষের মতোই আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বের সকল অংশপ্রকাশের মূল উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*। তাঁর অনন্ত দিব্য ঐশ্বর্যের শেষ হয় না, তাই তিনি অতি সহজেই সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবেরই নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই শ্রীবসুদেবের নিজের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে, কিংবা যদুবংশের সদস্যদের মতো শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদবর্গের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে কোনও দুশ্চিন্তা করবার কারণ ছিল না। এই অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকটিতে, শ্রীনারদ মুনি শ্রীবসুদেবকে বলেছেন, *পুত্রতাম্ অগমদ্ যদ্ বাং ভগবান্ ঈশ্বরো হরিঃ*—"আপনি এবং আপনার সাধ্বী স্ত্রী এখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহিমান্বিত হয়েছেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আপনার পুত্র হয়ে এসেছেন।" এইভাবে, শ্রীনারদমুনি শ্রীকৃষ্ণকে অতি প্রিয়পুত্র রূপে ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য শ্রীবসুদেবকে উৎসাহিত করছেন, কারণ ঐ ধরনের দিব্য আনন্দময় ভক্তিভাব কখনও বর্জন করা উচিৎ নয়। কিন্তু

একই সঙ্গে, শ্রীনারদমুনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রীবসুদেবের সন্দেহ দ্বিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, "আপনার কৃষ্ণপ্রেমের জন্যই আপনি তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করতে পারেন। আপনি মানুষরূপে জন্মেছেন, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবলই আপনার সঙ্গে সমভাবাপন্ন হয়ে চলেছেন। আপনার পুত্ররূপে তাঁকে ভালবাসার জন্য আপনাকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে, তিনি নিজেকে আপনার শাসনাধীন করে রেখেছেন। আর এইভাবেই, তাঁর অচিন্তনীয় শক্তি এবং ঐশ্বর্য আপনার কাছ থেকে তিনি গোপন করে রেখেছেন। অবশ্যই আপনি ধারণা করবেন না যে, এই জগতের ঘটনাবলীর মাধ্যমে কোনও বিপজ্জনক পরিস্থিতি বাস্তবিকই সৃষ্টি হয়েছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, বাস্তবে তিনি নিত্য কালই পরম নিয়ন্তা রূপে বিরাজিত। সুতরাং তাঁকে মানবশিশু মনে করবেন না। সর্বদাই তিনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।"

এই শ্লোকটিতে *মায়া* শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণের *মনুষ্য*, অর্থাৎ মানবরূপী ক্রিয়াকলাপ বাস্তবিকই সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর, কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান। *মায়া* শব্দটিও বোঝায় "অপ্রাকৃত দিব্য শক্তিরাজি"। *ভগবদ্গীতায়* তাই বলা হয়েছে, *সম্ভবাম্যাত্মা মায়য়া*—শ্রীভগবান তাঁর দিব্য শক্তিরাজি সমন্বিত হয়েই নিজ দিব্য রূপে অবতরণ করে থাকেন। আর তাই *মায়ামনুষ্যভাবেন* কথাটিও এখানে বোঝায় শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ দিব্য রূপ, যা এই জগতে দৃষ্ট মানবরূপেই অনুরূপ হয়ে থাকে। *মায়া* শব্দটিও সংস্কৃত অভিধান অনুযায়ী বোঝায় "কৃপা" অর্থাৎ "করুণা", এবং তাই বদ্ধ জীবগণের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা রূপেই ভগবানের অবতারত্বের উপলব্ধি করতে হয়। শ্রীভগবানের অবতরণ ও মুক্তাত্মা জীবগণের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা, কারণ শ্রীভগবানের অবতার-লীলায় যোগদান করে এবং ঐ ধরনের মহিমান্বিত দিব্য ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে তাঁরা বিপুল আনন্দ লাভ করে থাকেন। (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*)।

শ্রীবসুদেবের ভগবৎ-প্রেমের সাথে পারস্পরিক আদানপ্রদানের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর অনন্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। এই ভাবেই, শ্রীভগবানের সাথে বিশেষভাবে প্রেমময়ী সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে তাঁকে সর্বপ্রকারে সুযোগ দেওয়া হয়। অবশ্য, ব্রাহ্মণদের অভিশাপের দ্বারা উদ্ভূত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি উদ্ভব হলে, শ্রীবসুদেব উদ্বেগাকুল হয়ে উঠেন এবং শ্রীনারদ তৎক্ষণাৎ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঐ ধরনের উদ্বেগ অনাবশ্যক, কারণ এই সব ঘটনাই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এইভাবেই, যে সকল বৈষ্ণব

পরমহংসগণ শ্রীভগবানের পিতামাতা রূপে অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা সর্বদাই শ্রীভগবানের আশ্রয়াধীন থাকেন এবং কখনও শ্রীভগবানের প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের ব্রত থেকে বিচ্যুত হন না। তাঁরা সর্বদাই দিব্যভাবে মগ্ন হয়ে থাকেন, সকল পরিবেশের মধ্যেই এবং জড়জাগতিক সাধারণ পিতামাতাদের মতো তাঁরা দেহাত্মবুদ্ধির মায়াধীন হয়ে নিত্য বিভ্রান্ত হন না।

শ্লোক ৫০

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাম্ ।
অবতীর্ণস্য নির্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে ॥ ৫০ ॥

ভূ-ভার—যারা পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করে রয়েছে; **অসুর**—অসুরগণ; **রাজন্য**—রাজকীয় বংশজাত মানুষেরা; **হন্তবে**—হত্যা করার উদ্দেশ্যে; **গুপ্তয়ে**—গোপনে রাখার উদ্দেশ্যে; **সতাম্**—ঋষিতুল্য ভক্তবৃন্দের; **অবতীর্ণস্য**—তাঁর অবতরণের জন্য; **নির্বৃত্যৈ**—মুক্তি প্রদানের জন্যও; **যশঃ**—যশ; **লোকে**—সমগ্র পৃথিবীতে; **বিতন্যতে**—প্রসার লাভ করেছে।

অনুবাদ

পৃথিবীর ভার বৃদ্ধিকারী আসুরিক রাজাদের বধ করে ঋষিতুল্য ভক্তদের জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। অবশ্য, অসুর এবং ভক্তবৃন্দ উভয়কেই শ্রীভগবৎ-কৃপায় মুক্তি প্রদান করা হয়। এইভাবেই, তাঁর দিব্য যশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রসারলাভ করে থাকে।

তাৎপর্য

এই জড়জাগতিক পৃথিবীতে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান কিভাবে অবতরণ করেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ জাগতে পারে। আর যেহেতু তিনি লক্ষকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, তাই পূতনা নামে রাক্ষসীর বক্ষ শোষণের মাধ্যমে তার প্রাণবায়ু হরণের দ্বারা তাকে বধ করার মতো শ্রীভগবানের কীর্তিকলাপকে ভক্তগণ বিস্ময়কর বলে গুণকীর্তন করে থাকেন কেন? যদিও এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ অবশ্যই সাধারণ মানুষদের আয়ত্বের অতীত, তবে তা যখন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীভগবানের দ্বারাই সংঘটিত হয়, তখন তারা সেই কাজটিকে বিস্ময়কর মনে করে কেন? এই শ্লোকের মধ্যে *নির্বৃত্যৈ* শব্দটির মাধ্যমে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। শ্রীভগবান অসুরদের বধ করেন তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়ার জন্য নয়, বরং তাদের দিব্য মুক্তি প্রদানের জন্য। তাই পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্তনীয় লীলার মাধ্যমে ভক্তবৃন্দ এবং দৈত্যকুল উভয়েরই মুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের অকল্পনীয়

লীলাবিলাস থেকে স্পষ্টতই শ্রীভগবান এবং অন্যান্য জীবগণ, মানুষ অথবা দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বলা হয় যে, *মুক্তিপ্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ*—একমাত্র শ্রীবিষ্ণুই জন্ম ও মৃত্যুর অতীত মুক্তিপ্রদান করতে সক্ষম। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নির্দেশ করেছেন যে, অসুরদের সাধারণত ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে নির্বিশেষ মুক্তি প্রদান করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ভগবৎ-প্রেমের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ স্বরূপ ভগবদ্ভক্তদের চিন্ময়লোকে স্থান দেওয়া হয়। এইভাবে, শ্রীভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপা সকল শ্রেণীর জীবকে প্রদান করে থাকেন, এবং তাঁর যশ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ দিব্য সত্তা, তাই তাঁর যশগৌরব তাঁর নিজ অবতার থেকে ভিন্ন হয় না, তাই শ্রীভগবানের যশোগাথা যতই প্রসারলাভ করে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ততই মুক্তিলাভ করতে থাকে। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের এই কয়েকটি মাত্র অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হল।

শ্লোক ৫১

শ্রীশুক উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ ।
দেবকী চ মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এতৎ**—এই; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **মহাভাগঃ**—মহাভাগ্যবান; **বসুদেবঃ**—রাজা শ্রীবসুদেব; **অতি-বিস্মিতঃ**—অতিশয় বিস্মিত হয়ে; **দেবকী**—শ্রীমতী দেবকী মাতা; **চ**—এবং; **মহাভাগা**—মহা ভাগ্যবতী; **জহতুঃ**—তাঁরা উভয়ে পরিত্যাগ করলেন; **মোহম্**—বিভ্রান্তি; **আত্মনঃ**—তাঁদের নিজেদের।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—এই বর্ণনা শুনে, মহাভাগ্যবান শ্রীবসুদেব বিস্ময়ে সম্পূর্ণ হতবাক হলেন। এইভাবে তিনি এবং তাঁর মহাভাগ্যবতী স্ত্রী শ্রীমতী দেবকী সমস্ত উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি বর্জন করে তাঁদের হৃদয় শান্ত করলেন।

শ্লোক ৫২

ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদ্ যঃ সমাহিতঃ ।
স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫২ ॥

ইতিহাসম্—ঐতিহাসিক বর্ণনা; **ইমম্**—এই; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **ধারয়েৎ**—ধ্যানমগ্ন হয়ে; **যঃ**—যিনি; **সমাহিতঃ**—একাগ্র মনে; **সঃ**—তিনি; **বিধূয়**—পরিষ্কার করে; **ইহ**—ইহজীবনেই; **শমলম্**—কলুষতা; **ব্রহ্মভূয়ায়**—পরম পারমার্থিক সিদ্ধি; **কল্পতে**—লাভ করে।

অনুবাদ

এই পুণ্য পবিত্র ঐতিহাসিক উপাখ্যানে যিনি একাগ্র মনে ধ্যানমগ্ন হন, তিনি ইহজীবনের সমস্ত কলুষতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং পরম পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'বসুদেবের প্রতি শ্রীনারদ মুনির উপদেশের শেষাংশ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাদবদের প্রভাসে প্রস্থান

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে শ্রীব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাদি নিবেদনের পরে, শ্রীভগবানকে তাঁর নিজধামে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানালেন, এবং কিভাবে শ্রীউদ্ধব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের অনুমান করে, বিশেষ দুঃখভারাক্রান্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রার্থনা নিবেদন করেন যেন, ভগবদ্ধামে ভগবানের সঙ্গে তিনিও একসাথে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের যে মানব রূপ সমগ্র জগতকে বিমোহিত করে, তা দর্শনের অভিলাষে শ্রীব্রহ্মা, শিব এবং ইন্দ্র প্রমুখ সকল গান্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগবৃন্দ, ঋষিকুল, পিতাগণ, বিদ্যাধরগণ, কিন্নরবর্গ এবং অন্যান্য দেবতাদের সমভিব্যাহারে দ্বারকা নগরীতে উপস্থিত হলেন। স্বর্গ থেকে নন্দন কাননের পুষ্পমাল্য এনে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যদেহ সুশোভিত করে, তাঁরা শ্রীভগবানের দিব্য শক্তি ও গুণাবলীর যশোগাথা কীর্তন করছিলেন।

ফলাশ্রয়ী যজ্ঞানুষ্ঠানকারীরা এবং যোগীরা রহস্যময় যৌগিক ক্ষমতা লাভের বাসনায় ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মের ধ্যান করে থাকে যাতে তাদের জড়জাগতিক অভিলাষাদি পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু অতি উন্নত শ্রেণীর যে সব ভগবদ্ভক্ত জাগতিক ক্রিয়াকর্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের বাসনা করেন, তাঁরা প্রেমভরে শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলের ধ্যান করে থাকেন, কারণ সেই শ্রীচরণারবিন্দই অগ্নির মতো ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সমস্ত বাসনা ধ্বংস করে দেয়। সাধারণ পূজা-অর্চনা, কৃচ্ছ্রতা-প্রায়শ্চিত্ত আর অন্য ধরনের ঐ সকল পদ্ধতি-প্রক্রিয়ায় প্রকৃতপক্ষে মানুষ মনের যথার্থ শুদ্ধতা অর্জন করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা শ্রবণের ফলে যে সত্ত্বগুণ জাগ্রত হয়, তার প্রতি পরিণত বিশ্বাসের মাধ্যমেই কেবল মানুষ ইন্দ্রিয় উপভোগের ফলে কলুষিত মনের শুদ্ধতা লাভ করতে পারে। তাই, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিমান মানুষেরা দু'ধরনের তীর্থের সেবা করে থাকেন—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নানা কথার অমৃতময় ফল্গুধারা আর শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল থেকে প্রবাহিত করুণার অমৃতধারা।

যদুবংশের মধ্যে অবতারত্ব গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য লীলা বিলাসের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য পরম কল্যাণ সাধন করে গেছেন। শুধুমাত্র এই সমস্ত লীলা সম্পর্কিত কাহিনী শ্রবণ ও কীর্তন অভ্যাসের মাধ্যমেই কলিযুগের ধর্মপ্রাণ

মানুষেরা সুনিশ্চিতভাবেই জড়জাগতিক মায়ামোহের সাগর পাড়ি দিতে পারে। যখন ভগবান তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন এবং ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংসোন্মুখ হল, তখন তাঁর লীলাবিলাস সংবরণ করতে তিনি অভিলাষ করেন। যখন ব্রহ্মা তাঁর নিজের এবং অন্য সমস্ত দেবতাদের মুক্তির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানালেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে অভিব্যক্ত করেন যে, যদুবংশের ধ্বংসের পরে তাঁর নিজধামে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন।

যদুবংশের আসন্ন ধ্বংসের লক্ষণে বিপুল বিপর্যয় লক্ষ্য করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের বিজ্ঞ সদস্যদের একসঙ্গে ডেকে ব্রাহ্মণদের অভিশাপের কথা তাদের মনে করিয়ে দেন। শ্রীভগবান তাদের সকলকে প্রভাসতীর্থে গিয়ে তীর্থস্নান, দানধ্যানে শুদ্ধ হয়ে উঠতে রাজী করান। শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ মান্য করে, যদুবংশীয় সকলে প্রভাসে যেতে মনস্থ করে।

যাদবদের সঙ্গে শ্রীভগবানের কথাবার্তার সময়ে সব দেখেশুনে শ্রীউদ্ধব নির্জনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানিয়ে করজোড়ে ভগবানের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ অসহনীয় হবে জানালেন। তিনি তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের নিজধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করলেন।

যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী শ্রবণ করে, তবে সে অন্য সকল বিষয়ের প্রতি তার অনীহা সৃষ্টি হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যথা, আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে যে জন নিত্যনিয়ত নিয়োজিত থাকে, সে শ্রীকৃষ্ণবিরহ সহ্য করতে পারে না। তারা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সকল প্রকারের প্রসাদ শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেন এবং তার মাধ্যমেই শ্রীভগবানের মায়াশক্তিকে জয় করে থাকেন। সন্ন্যাস আশ্রমের শান্তিপ্রিয় মানুষেরা প্রাণান্তকর এবং কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের পরে ব্রহ্মলোক লাভ করেন, তবে শ্রীভগবানের ভক্তবৃন্দ কেবলই নিজেদের মধ্যে শ্রীভগবানের কথা আলোচনা করে থাকেন, তাঁর নাম জপকীর্তন করেন এবং তাঁর বিবিধ লীলাকথা ও উপদেশাবলী নিয়ে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দুরতিক্রমণীয় জড়াশক্তিকে জয় করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাৎ ।
ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তখন; **ব্রহ্মা**—শ্রীব্রহ্মা; **আত্মজৈঃ**—(সনক প্রমুখ) তাঁর পুত্র সন্তানদের নিয়ে; **দেবৈঃ**—দেবতাদের সঙ্গে; **প্রজা-ঈশৈঃ**—এবং (মরীচি-প্রমুখ) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তাদের; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **অভ্যগাৎ**—(দ্বারকায়) গেলেন; **ভবঃ**—দেবাদিদেব শিব; **চ**—ও; **ভূত**—সকল জীবের প্রতি; **ভব্য-ঈশঃ**—শুভপ্রদায়ী; **যযৌ**—গেলেন; **ভূতগণৈঃ**—ভূতপ্রেতগণের সঙ্গে; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তখন শ্রীব্রহ্মা তাঁর আপন পুত্রদের নিয়ে দেবতাগণ ও মহান প্রজাপতিদের সঙ্গে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সকল জীবের প্রতি শুভপ্রদায়ী দেবাদিদেব শিবও বহু ভূতপ্রেতাদি পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২-৪

ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যা বসবোঽশ্বিনৌ ।
ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥ ২ ॥
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ ॥ ৩ ॥
দ্বারকামুপসংজগ্মুঃ সর্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ ।
বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ ।
যশো বিতেনে লোকেষু সর্বলোকমলাপহম্ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; **মরুদ্ভিঃ**—বায়ুদেবতাদের সঙ্গে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান নিয়ন্তা; **আদিত্যাঃ**—আদিতি পুত্রগণ, দ্বাদশ বিশিষ্ট দেবতাগণ; **বসবঃ**—অষ্টবসুদেবগণ; **অশ্বিনৌ**—দুই অশ্বিনীকুমার; **ঋভবঃ**—ঋভুগণ; **অঙ্গিরসঃ**—শ্রীঅঙ্গিরা মুনির বংশধরগণ; **রুদ্রাঃ**—দেবাদিদেব শিবের অংশপ্রকাশ; **বিশ্বে সাধ্যাঃ**—বিশ্বদেব ও সাধ্যায়গণের নামে; **চ**—ও; **দেবতাঃ**—অন্যান্য দেবতাগণ; **গন্ধর্বঃ-অপ্সরঃ**—স্বর্গলোকের সঙ্গীতজ্ঞগণ এবং নর্তকীগণ; **নাগাঃ**—দিব্য সর্পগণ; **সিদ্ধ-চারণ**—সিদ্ধগণ ও চারণগণ; **গুহ্যকাঃ**—এবং ভূতপ্রেতগণ; **ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **পিতরঃ**—পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ; **চ**—ও; **এব**—অবশ্য; **স**—সেই সাথে; **বিদ্যাধর-কিন্নরাঃ**—বিদ্যাধরগণ ও কিন্নরগণ; **দ্বারকাম্**—দ্বারকাধামে; **উপসংজগ্মুঃ**—তাঁরা সকলে উপস্থিত হলেন; **সর্বে**—একসঙ্গে; **কৃষ্ণ-দিদৃক্ষবঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের আশায়; **বপুষা**—দিব্যদেহ নিয়ে; **যেন**—যা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান;

নরলোক—সকল মানব সমাজের প্রতি; **মনঃ-রমঃ**—মনোরম সুন্দর; **যশঃ**—তাঁর যশ; **বিতেনে**—তিনি প্রসার করলেন; **লোকেষু**—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে; **সর্বলোক**—সমগ্র লোকে; **মল**—কলুষতা; **অপহম্**—যা দূর করে।

অনুবাদ

পরম শক্তিমান দেবরাজ ইন্দ্র তখন মরুৎগণ, আদিত্যগণ, বসুদেবগণ, অশ্বিনীগণ, অঙ্গিরাদি বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গুহ্যকগণ, মহর্ষিগণ, পিতৃপুরুষগণ এবং বিদ্যাধরগণ ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের আশায় দ্বারকা নগরীতে উপস্থিত হলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্যরূপে সকলকে বিমুগ্ধ করলেন এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজ যশ ঘোষণা করলেন। শ্রীভগবানের গৌরবগাথার মহিমা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই কলুষতা হরণ করে থাকে।

তাৎপর্য

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালনে দেবতাদের সহায়েতা করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান জড়জগতের মাঝে অবতরণ করে থাকেন। তাই দেবতাগণ সাধারণত উপেন্দ্ররূপে শ্রীভগবানের ঐ সকল রূপ দর্শন করেন। তবে, এখানে বলা হয়েছে যে, শ্রীভগবানের বিবিধরূপে শ্রীবিষ্ণু অংশপ্রকাশ দর্শনে অভ্যস্ত হলেও, দেবতারা বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানের অতি মনোহর রূপ দর্শনেই অভিলাষী হয়েছিলেন। *দেহদেহীবিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ*—পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর আপন দেহের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। জীবাত্মা থেকে জীবদেহ ভিন্ন হয়, কিন্তু শ্রীভগবানের অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য দেহরূপ সর্ব বিষয়েই শ্রীভগবানের সাথে অভিন্ন হয়।

শ্লোক ৫

তস্যাং বিভ্রাজমানায়াং সমৃদ্ধায়াং মহর্দ্ধিভিঃ ।
ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৫ ॥

তস্যাম্—সেইখানে (দ্বারকায়); **বিভ্রাজমানায়াম্**—অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত; **সমৃদ্ধায়াম্**—অতি সমৃদ্ধশালী; **মহা-ঋদ্ধিভিঃ**—বিপুল ঐশ্বর্যে; **ব্যচক্ষত**—তাঁরা লক্ষ্য করলেন; **অবিতৃপ্ত**—অতৃপ্ত; **আক্ষাঃ**—তাঁদের চোখে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অদ্ভুতদর্শনম্**—আশ্চর্যরূপে।

অনুবাদ

সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যমণ্ডিত অতি সমৃদ্ধিশালী সেই দ্বারকা নগরীতে, দেবতাগণ তাঁদের অতৃপ্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য রূপ অবলোকন করলেন।

শ্লোক ৬

স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈশ্ছাদয়ন্তো যদূত্তমম্ ।
গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুষ্টুবুর্জগদীশ্বরম্ ॥ ৬ ॥

স্বর্গ-উদ্যান—দেবতাদের স্বর্গলোকের উদ্যান থেকে; **উপগৈঃ**—আনীত; **মাল্যৈঃ**—পুষ্পমাল্যাদি; **ছাদয়ন্তঃ**—আচ্ছাদিত করে; **যদু-উত্তমম্**—যদুগণের শ্রেষ্ঠ; **গীর্ভিঃ**—গুণগানের মাধ্যমে; **চিত্র**—বিচিত্র মনোরম; **পদ-অর্থাভিঃ**—বাক্য ও ভাব সংমিশ্রণে; **তুষ্টুবুঃ**—তাঁরা বন্দনা করলেন; **জগৎ-ঈশ্বরম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম প্রভুকে।

অনুবাদ

স্বর্গের উদ্যানগুলি থেকে আনা পুষ্পমাল্যাদিতে দেবতাগণ পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করেন। তারপরে তাঁরা তাঁর গুণগান করেন, যদুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে বিচিত্র মনোরম বাক্য এবং ভাবসংমিশ্রণের সাহায্যে।

শ্লোক ৭

শ্রীদেবা উচুঃ
নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্মময়োরুপাশাৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীদেবাঃ উচুঃ—দেবতাগণ বললেন; **নতাঃ স্ম**—আমরা নত হয়ে; **তে**—আপনার; **নাথ**—হে ভগবান; **পদ-অরবিন্দম্**—পাদপদ্মে; **বুদ্ধি**—আমাদের বুদ্ধির দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়াদি; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—মন; **বচোভিঃ**—এবং বাক্যে; **যৎ**—যা; **চিন্ত্যতে**—চিন্তামগ্ন; **অন্তঃ হৃদি**—হৃদয় মাঝে; **ভাবযুক্তৈঃ**—যাঁরা যোগ চর্চায় নিবদ্ধ; **মুমুক্ষুভিঃ**—যাঁরা মুক্তিলাভের উৎসুক; **কর্মময়ঃ**—ফলাশ্রয়ী কর্মের পরিণামে; **উরুপাশাৎ**—বিপুল বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

দেবতাগণ বলতে লাগলেন—আমাদের প্রিয় ভগবান, কঠোর জড়জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াসে উন্নত যোগীরা তাঁদের অন্তরে আপনার পাদপদ্মে গভীর ভক্তি নিবেদন সহকারে ধ্যান করে থাকেন। আমরা, দেবতারা আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণবায়ু, মন ও বাক্যের দ্বারা আপনার শ্রীচরণকমলে প্রণতি জ্ঞাপন করি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে, এই শ্লোকে *স্ম* শব্দটি *বিস্ময়* বোঝায়। দেবতারা বিস্ময়বোধ করেছিলেন যে, মহাতপস্বী যোগীরাই কেবলমাত্র তাঁদের অন্তরে শ্রীভগবানের যে শ্রীচরণকমলই ধ্যান করতে সক্ষম হন, দেবতারা দ্বারকা নগরীতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সামনে সেই পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র দেহরূপ দর্শন করতে পারলেন। সুতরাং শক্তিমান দেবতাগণ শ্রীভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত জানিয়ে সাষ্টাঙ্গে নত হলেন। "দণ্ডবৎ" প্রণিপাত বলতে বোঝায় যে, একটি দণ্ডের মতোই সর্ব অঙ্গ ভূমিতে প্রণত করতে হয়, যা এইভাবে বৈদিক শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—

দোর্ভ্যাং পদাভ্যাং জানুভ্যাম্ উরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

"অষ্ট অঙ্গ দ্বারা যে প্রণতি নিবেদন করা হয়, তাতে দুই বাহু, দুই পা, দুই জানু, বক্ষ, মস্তক, দুই চক্ষু, মন এবং বাক্য—এইগুলি ভূমিতে অবলম্ব করতে হয়।"

জড়া প্রকৃতির স্রোত প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়, এবং তাই শ্রীভগবৎ-চরণারবিন্দে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে থাকা চাই। নতুবা, ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং মানসিক কল্পনার ভয়াবহ তরঙ্গগুলি পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমাকুল সেবকরূপে মানুষের নিত্যকালের স্বরূপ মর্যাদা থেকে অবধারিতভাবে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবেই, এবং তখন মানুষ *উরুপাশাৎ* নামে এখানে বর্ণিত "এক অতি শক্তিশালী মায়াজালে" সুকঠিন বন্ধনপাশে বাঁধা পড়বে।

শ্লোক ৮

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ ॥ ৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **মায়য়া**—মায়া শক্তির মাধ্যমে; **ত্রিগুণয়া**—প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের সৃষ্টি; **আত্মনি**—স্বয়ং আপনারই মধ্যে; **দুর্বিভাব্যম্**—অভাবনীয়; **ব্যক্তম্**—প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **সৃজসি**—আপনি সৃষ্টি করেন; **অবসি**—রক্ষা করেন; **লুম্পসি**—এবং বিলুপ্ত করেন; **তৎ**—সেই জড়া প্রকৃতির; **গুণ**—(সত্ত্ব, রজো এবং তমো) গুণাদির মধ্যে; **স্থঃ**—স্থিত; **ন**—না; **এতৈঃ**—এই গুলির দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **অজিত**—

হে অজেয় প্রভু; **কর্মভিঃ**—ক্রিয়াকর্মাদি; **অজ্যতে**—জড়িত হয়; **বৈ**—একেবারেই; **যৎ**—যেহেতু; **স্বে**—আপনার নিজের; **সুখে**—আনন্দে; **অব্যবহিতেঃ**—বিনা বাধায়; **অভিরতঃ**—আপনি সর্বদা অভিনিবিষ্ট থাকেন; **অনবদ্যঃ**—অতুলনীয় শ্রীভগবান।

অনুবাদ

হে অজেয় প্রভু, স্বয়ং আপনারই মধ্যে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের সৃষ্টি মায়াশক্তির মাধ্যমে অভাবনীয় রূপে প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনি সৃষ্টি, রক্ষা এবং বিলুপ্ত করে থাকেন। মায়াশক্তির পরম অধিকর্তারূপে সেই জড়া প্রকৃতির গুণাদির পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের মাঝে আপনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে; তবে, কখনই আপনি জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মাদির মাঝে জড়িত হয়ে পড়েন না। বস্তুত, আপনি বিনাবাধায় সদাসর্বদা আপনার নিজ সচ্চিদানন্দ সুখে নিমগ্ন থাকেন এবং তাই হে অতুলনীয় শ্রীভগবান, কোনও প্রকার জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ফলাফলে আপনি কখনই সংক্রমিত হন না।

তাৎপর্য

দুর্বিভাব্যম্ শব্দটি এখানে বিশেষভাবেই অর্থবহ। অনর্থক এবং নিষ্ফল কল্পনার মাধ্যমে যে সকল মহা মহা জড়জাগতিক বিজ্ঞানীরাও তাদের জীবনের অপচয় করে থাকে, তাদের কাছেও জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের পরিণামঘটিত কারণ স্পষ্টতই অজানা রয়ে গেছে। অথচ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশপ্রকাশের অংশপ্রকাশরূপে শ্রীমহাবিষ্ণু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটিকে একটি নগণ্য ক্ষুদ্র পরমাণুরূপে লক্ষ্য করে থাকেন। তাহলে মূর্খ বিজ্ঞানী বলে যারা পরিচিত, তারা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির জন্য তাদের হাস্যকর পরীক্ষামূলক ক্ষমতা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির যে চেষ্টা করে থাকে, তাদের ভাগ্যে জ্ঞানলাভের আশা কতটুকুই বা হতে পারে? তাই *অনবদ্য* শব্দটি উপরোক্ত শ্লোকটির শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শরীর, তাঁর চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ কিংবা উপদেশাবলী সম্পর্কে কেউ কোনও ত্রুটি কিংবা অসামঞ্জস্য খুঁজে পাবে না। জড়জাগতিক ভাবধারায় শ্রীভগবান অনভিজ্ঞ নন; তাই তিনি কখনই নিষ্ঠুরতা, অলসতা, নির্বুদ্ধিতা, অন্ধভাবাপন্ন তথা জড়জাগতিক আচ্ছন্নতার অধীন হন না। তেমনই, শ্রীভগবান যেহেতু কখনই জাগতিক রজোগুণাশ্রিত হন না। তিনি কখনই জাগতিক অহংকার, বিরহ দুঃখ, আকুলতা কিংবা উগ্রহিংসাভাব প্রকাশ করেন না। আর যেহেতু শ্রীভগবান জাগতিক সত্ত্বগুণ মুক্ত, তাই তিনি কখনই নিশ্চিন্ত জড়জাগতিক মনোবৃত্তি নিয়ে জড় জগৎ ভোগ করতে চান না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিতভাবে (*স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতঃ*) তাঁর দিব্যধামে নিত্য দিবারাত্র ব্যস্ত থাকেন এবং তাঁর অগণিত পার্ষদবর্গের সাথে অচিন্তনীয় প্রেমভক্তি আস্বাদন করেন। সেখানে শ্রীভগবান সকলকে আলিঙ্গন করেন এবং শ্রীভগবানকেও সকলে আলিঙ্গন করেন। তিনি প্রিয় পার্ষদবর্গের সঙ্গে কৌতুক বিনিময় করেন। শ্রীভগবান যমুনা নদীতে স্নানক্রীড়া করতে করতে এবং বৃন্দাবনের গোপিকাদের সঙ্গে তাঁর একান্ত দিব্য প্রেমলীলার মাধ্যমে বনের ফুল-ফলের মাঝে বিহার করেন। কৃষ্ণলোকে এবং অন্যান্য বৈকুণ্ঠলোকে এই সকল লীলাবিহার নিত্য, শুদ্ধ এবং দিব্য আনন্দময়। পরিবর্তনশীল জড়জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের শুষ্ক পরিবেশে শ্রীভগবান কখনই অবতরণ করেন না। অনন্তসত্তাময় পরমেশ্বর ভগবান কারও কাছে থেকে কোনও প্রকাশ লাভের আশা করেন না; তাই কর্মফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকলাপ শ্রীভগবানের মধ্যে নেই।

শ্লোক ৯

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ৯ ॥

শুদ্ধিঃ—শুদ্ধতা; **নৃণাম্**—মানুষের; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **তথা**—সেইভাবে; **ঈড্য**—হে পূজনীয়; **দুরাশয়ানাম্**—যাদের চেতনা কলুষিত; **বিদ্যা**—সাধারণ আরাধনায়; **শ্রুত**—বৈদিক অনুশাসনাদি শ্রবণ এবং পালনের মাধ্যমে; **অধ্যয়ন**—বিভিন্ন শাস্ত্রাদি পাঠ; **দান**—কৃপা বিতরণ; **তপঃ**—শুদ্ধ কৃচ্ছ্রতা; **ক্রিয়াভিঃ**—এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম; **সত্ত্ব-আত্মনাম্**—যাঁরা শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত; **ঋষভ**—হে পরম শ্রেষ্ঠ; **তে**—আপনার; **যশসি**—গুণগরিমায়; **প্রবৃদ্ধ**—পরিপূর্ণ পরিণত; **সৎ**—দিব্য; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাবিশ্বাস সহকারে; **শ্রবণ-সম্ভৃতয়া**—শ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুনিবদ্ধ; **যথা**—যেভাবে; **স্যাৎ**—সেখানে।

অনুবাদ

হে পূজনীয় শ্রেষ্ঠপুরুষ, যাদের চেতনা মায়ার দ্বারা কলুষিত হয়েছে, তারা কেবলমাত্র সাধারণ পূজা-আরাধনার মাধ্যমেই নিজেদের পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে না, কিংবা বেদশাস্ত্রাদি পাঠ-অধ্যয়ন, দানধ্যান, কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং যাগযজ্ঞ করেও তারা শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। হে ভগাবান, যে সকল শুদ্ধাত্মাপুরুষ

আপনার গুণমহিমায় সুদৃঢ় দিব্য আস্থা পোষণ করতে শিখেছে, তারাই শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার শুদ্ধ সত্তায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়।

তাৎপর্য

যদি বৈদিক অনুশীলন এবং শুদ্ধভাবে কৃচ্ছ্রতা সাধনের যোগ্যতা এবং গুণাবলী শুদ্ধ ভক্তের আয়ত্ত না হয়ে থাকে, তা হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচল একনিষ্ঠ বিশ্বাস থাকলেই শ্রীভগবান সেই ভক্তের একান্ত ভক্তির জন্য তাকে রক্ষা করবেন। অন্যদিকে, যদি কেউ সাধারণ দানধ্যান সহ নিজের জাগতিক গুণাবলীর ফলে বৃথা গর্ববোধ করতে থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গুণগাথা শ্রবণ ও কীর্তনে আত্মনিয়োগ করে না, তা হলে পরিণামে ফললাভ হবে শূন্য। যতই জাগতিক শুদ্ধতা, দানধ্যান কিংবা পাণ্ডিত্য থাকুক, তার দ্বারা দিব্য চিন্ময় আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে না। শুধুমাত্র চিন্ময় পরমেশ্বর শ্রীভগবানই চিন্ময় জীবাত্মার অন্তরে তাঁর কৃপা বিতরণের মাধ্যমেই তাকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারেন। দেবতারা তাঁদের সৌভাগ্যে বিস্মিত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র কৃষ্ণকথা শ্রবণের ফলেই কেউ সর্বাঙ্গীন সার্থকতা অর্জন করতে পারে, কিন্তু তাঁরা তো একেবারে শ্রীভগবানের নিজের নগরীতে প্রবেশ করছিলেন এবং তাঁদের সামনেই তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন।

শ্লোক ১০

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভিঃ-
ব্যূহেঽর্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥ ১০ ॥

স্যাৎ—তাঁরা হতে পারেন; **নঃ**—আমাদের পক্ষে; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রিঃ**—শ্রীচরণকমল; **অশুভ-আশয়**—আমাদের অশুভ মনোভাবে; **ধূমকেতুঃ**—প্রলয়ঙ্কর অগ্নি; **ক্ষেমায়**—যথার্থ কল্যাণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে; **যঃ**—যা; **মুনিভিঃ**—মুনিগণের দ্বারা; **আর্দ্র-হৃদা**—কোমল হৃদয়ে; **উহ্যমানঃ**—বাহিত হয়ে থাকে; **যঃ**—যা; **সাত্বতৈঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তমণ্ডলী; **সম-বিভূতয়ে**—তাঁর মতোই ঐশ্বর্য লাভের জন্য; **আত্মবদ্ভিঃ**—আত্মসংযমী মানুষদের দ্বারা; **ব্যূহে**—শ্রীবাসুদেব, শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীপ্রদ্যুম্ন এবং শ্রীঅনিরুদ্ধের সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ অংশপ্রকাশে; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **সবনশঃ**—দৈনিক ত্রিসন্ধিক্ষণে; **স্বঃ-অতিক্রমায়**—এই জগতের দিব্য গ্রহমণ্ডলী অতিক্রমের জন্য।

অনুবাদ

জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ প্রাপ্তির আশায় মহান ঋষিবর্গ সদাসর্বদাই তাঁদের ভগবৎ-প্রেমার্দ্র অন্তরে আপনার শ্রীচরণকমলের বন্দনা করে থাকেন। তেমনই, আপনার আত্মসংযমী ভক্তবৃন্দ আপনার সমপর্যায়ের বিভূতি লাভের জন্য স্বর্গের জড়জাগতিক রাজ্য অতিক্রম করে যাওয়ার বাসনায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে এবং অপরাহ্নের ত্রিসন্ধ্যায় আপনার শ্রীচরণকমল বন্দনা করে থাকেন। ঐভাবে আপনার চতুর্ভুজ অংশপ্রকাশের রূপের মাধ্যমে আপনার প্রভুত্বের চেতনায় ধ্যানমগ্ন পূজা আরাধনা করেন। জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার অশুভ বাসনা ভস্মীভূত করে যে জ্বলন্ত অগ্নি, আপনার শ্রীচরণকমল তারই মতো।

তাৎপর্য

শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য মহিমারাশির প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমেই বদ্ধ জীব তার জীবন শুদ্ধ করে তুলতে পারে। তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের সাক্ষাৎ দর্শনলাভের কৃতার্থ দেবতাদের অসামান্য সৌভাগ্যের বিষয় অধিক কী বলবার থাকতে পারে? অসংখ্য জড়জাগতিক কামনা-বাসনায় আমরা এখন জর্জরিত হয়ে থাকলেও, সেগুলি সবই অনিত্য অস্থায়ী। পরমেশ্বর শ্রীভগবানের শুদ্ধ জীবের সাথে প্রেমময় সম্পর্ক উপলব্ধি করাই নিত্যসত্তার ধর্ম, এবং শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ প্রেমময় ভক্তি নিবেদনের মাধ্যমেই জীবের হৃদয় সম্পূর্ণ সন্তুষ্টিলাভ করে থাকে।

এই শ্লোকটিতে *ধূমকেতু* শব্দটি জ্বলন্ত ধুমকেতু বা অগ্নিকে বোঝায়, যার মাধ্যমে দেবাদিদেব শিবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। তিনি তমোগুণ তথা অজ্ঞানতার অধিকর্তা, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে ধূমকেতুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যেহেতু শিবের শক্তির প্রতীক সেই ধূমকেতু হৃদয়ের সকল অজ্ঞতার বিনাশ সাধন করতে পারে। *সমবিভূতয়* শব্দটি ("তাঁর মতোই ঐশ্বর্যলাভের জন্যই") বোঝায় যে, শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামেই প্রত্যাবর্তন করে থাকেন, এবং চিন্ময় জগতের অনন্ত সুখতৃপ্তি উপভোগ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত সুখ ভোগের ঐশ্বর্যরাশি সমৃদ্ধ পুরুষ, এবং তাই মুক্ত আত্মামাত্রই শ্রীকৃষ্ণের আলয়ে প্রত্যাবর্তনের সৌভাগ্য লাভের মাধ্যমে ভগবৎ-সেবার সকল ঐশ্বর্যে বিভূষিত হন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, এই শ্লোকটির মধ্যে *ব্যূহে* শব্দটি বোঝায় যে, মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু নামে তিন পুরুষ অবতার এবং শ্রীবাসুদেবও রয়েছেন। যদি আমরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝতে পারি যে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তারিত করার মাধ্যমে জড় জগতের সৃষ্টি করে থাকেন,

তা হলে আমরা অচিরেই উপলব্ধি করতে পারব যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি এবং তার ফলে আমাদের নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অভিলাষের বশে তা আত্মসাৎ করবার অভিলাষ থেকে মুক্ত থাকতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর শ্রীভগবান, তিনি প্রত্যেক জীবের প্রভু ও সকল ঐশ্বর্যের উৎস এবং প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যাকালে তাঁর পাদপদ্ম সকলেরই স্মরণ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণকে যে সর্বদা স্মরণ করে এবং কখনই বিস্মৃত হয় না, তার পক্ষে জড়জাগতিক মায়ার তমসাচ্ছন্ন ছায়ার বাইরে যথার্থ আনন্দময় জীবন উপভোগ করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ১১

যশ্চিন্ত্যতে প্রয়তপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ ॥ ১১ ॥

যঃ—যা; **চিন্ত্যতে**—চিন্তামগ্ন হয়ে; **প্রয়তপাণিভিঃ**—করজোড়ে প্রার্থনারত; **অধ্বর-অগ্নৌ**—যজ্ঞের অগ্নি মধ্যে; **ত্রয্যা**—বেদত্রয় (ঋক্, যজুঃ এবং সাম); **নিরুক্ত**—*নিরুক্ত* নামক শাস্ত্রে উপস্থাপিত অপরিহার্য জ্ঞাতব্য সমন্বিত; **বিধিনা**—পদ্ধতি অনুযায়ী; **ঈশ**—হে ভগবান; **হবিঃ**—যজ্ঞাহুতির জন্য ঘৃত; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **অধ্যাত্মযোগে**—যথার্থ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট যোগপদ্ধতি; **উত**—আরও; **যোগিভিঃ**—যোগাভ্যাসকারীদের দ্বারা; **আত্মমায়াম্**—আপনার আশ্চর্য জড়জাগতিক শক্তি সম্পর্কে; **জিজ্ঞাসুভিঃ**—যারা অনুসন্ধিৎসু; **পরম-ভাগবতৈঃ**—পরম উন্নত ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা; **পরীষ্টঃ**—যথাযথভাবে আরাধিত।

অনুবাদ

ঋক্, সাম এবং যজুর্বেদ অনুসারে যজ্ঞের অগ্নিতে যাঁরা আহুতি প্রদানে উদ্যত হন, তাঁরা আপনারই শ্রীচরণকমলের ধ্যান করে থাকেন। তেমনই, অপ্রাকৃত যোগাভ্যাসকারীগণও আপনার দিব্য যোগাশক্তির বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের আশায় আপনার শ্রীচরণপদ্মে ধ্যানমগ্ন হন, এবং অতি উত্তম শুদ্ধ ভক্তগণ আপনার মায়ার বন্ধন অতিক্রমের অভিলাষে যথাযথভাবে আপনারই শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করে থাকেন।

তাৎপর্য

আত্মমায়াং জিজ্ঞাসুভিঃ শব্দগুলি এই শ্লোকটির মধ্যে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যোগীরা (*অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিঃ*) শ্রীভগবানের

অলৌকিক শক্তিরাজির জ্ঞান আহরণে উৎসুক হয়ে থাকেন, তবে শুদ্ধ ভক্তগণ (*পরম-ভাগবতৈঃ*) যাতে বিশুদ্ধ প্রেমোল্লাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলের সেবা করতে পারেন, তার জন্য মায়ার রাজ্য অতিক্রমেই আগ্রহী হন। যেভাবেই হোক, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রতিই প্রত্যেকে আগ্রহান্বিত হন। ভগবদ্বিদ্বেষী জড়জাগতিক বিজ্ঞানীরাও শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা জাগতিক শক্তি সম্পর্কে আকৃষ্ট, এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগীরা শ্রীভগবানের আরও এক অভিপ্রকাশ *আত্মমায়া* স্বরূপ জড় দেহের প্রতি লুব্ধ হয়ে থাকে। যদিও শ্রীভগবানের শক্তিরাশির সব কিছুই শ্রীভগবানেরই সাথে গুণগতভাবে একাত্ম, এবং সেইকারণেই প্রত্যেকটির সাথে, আনন্দময় চিন্ময় শক্তিই পরম সত্তা যেহেতু নিত্য সুখ অনুভূতির ক্ষেত্রে সেই সত্তাই শ্রীভগবান ও শুদ্ধ জীবগণের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। প্রত্যেক জীবই মূলতঃ শ্রীভগবানের প্রেমময় সেবক, এবং শ্রীভগবানের চিন্ময় শক্তি জীবকে মায়ার প্রভাবের বাইরে তার শুদ্ধ স্বরূপ মর্যাদায় আত্মনিয়োজিত রাখে।

আমাদের স্বপনে এবং জাগরণের সমস্ত অভিজ্ঞতাই মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র; অবশ্য, জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে সমস্ত কাজকর্ম করে থাকি, তা সবই অধিকতর মূল্যবান, যেহেতু সেইগুলি আমাদের স্থায়ী মর্যাদায় অভিষিক্ত করে থাকে। সেই ভাবেই, প্রত্যেক মুহূর্তে প্রত্যেক জীব পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অগণিত শক্তিরাশির এক একটির অভিজ্ঞতা অর্জন করে চলেছে। তবে, চিন্ময় শক্তির অভিজ্ঞতাই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ যেহেতু তার মাধ্যমেই জীব পরমেশ্বর শ্রীভগবানের একান্ত বিশ্বস্ত সেবকরূপে তার নিত্য স্বরূপ মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে।

দেবতারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলের গুণকীর্তন করে থাকেন, যেহেতু তাঁরা স্বয়ং ঐ চরণযুগলের স্পর্শে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে বিশেষভাবে উৎসুক (*তবাঙ্ঘ্রিরস্মাকম্ অশুভাশয়ধূমকেতুঃ স্যাৎ*)। যখন কোনও ঐকান্তিক ভক্ত পরমাগ্রহে শ্রীভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে আকুলভাবে মনোবাঞ্ছা পোষণ করে, তখন শ্রীভগবান তাকে তাঁর নিজধামে নিয়ে আসেন, ঠিক যেমনভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থাক্রমে দেবতাগণ দ্বারকাধামে উপনীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

পর্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পর্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নিবচ্ছ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো
ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ ॥ ১২ ॥

পর্যুষ্টয়া—জীর্ণ; **তব**—আপনার; **বিভো**—সর্বশক্তিমান; **বনমালয়া**—পুষ্পমাল্য দ্বারা; **ইয়ম্**—তিনি; **সংস্পর্ধিনী**—প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবাপন্ন; **ভগবতী**—পরমেশ্বর শ্রীভগবানের নিত্যসঙ্গিনী; **প্রতিপত্নীবৎ**—ঈর্ষাজর্জরিত উপপত্নীর মতো; **শ্রীঃ**—সৌভাগ্যের দেবী শ্রীমতী লক্ষ্মী; **যঃ**—যা পরমেশ্বর ভগবান (স্বয়ং আপনি); **সুপ্রণীতম্**—(যার দ্বারা) যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে; **অমুয়া**—এর দ্বারা; **অর্হণম্**—অর্পণ; **আদদন্**—গ্রহণ করে; **নঃ**—আমাদের; **ভূয়াৎ**—তাঁরা যেন হন; **সদা**—সর্বদা; **অঙ্ঘ্রিঃ**—পাদপদ্ম; **অশুভ-আশয়**—আমাদের অশুদ্ধ বাসনাদি; **ধূমকেতুঃ**—প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আপনি আমাদের মতো ভৃত্যদের প্রতি এমনই কৃপাময় যে, আপনার বক্ষে আমরা যে শুষ্কজীর্ণ পুষ্পমাল্য স্থাপন করেছি, তাই আপনি গ্রহণ করেছেন। যেহেতু লক্ষ্মীদেবী আপনার দিব্য বক্ষোপরি তাঁর অধিষ্ঠান সুরক্ষিত করে রয়েছেন, তাই তিনি নিঃসন্দেহে ঈর্ষাজীর্ণ উপপত্নীর মতোই সেই স্থানে আমাদের নিবেদনের অবস্থান লক্ষ্য করে চাঞ্চল্য বোধ করবেন। তা সত্ত্বেও আপনি এমনই কৃপাময় যে, আপনার নিত্যসঙ্গিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকেও অবহেলা করছেন এবং আমাদের নৈবেদ্য পুষ্পমাল্য অতীব চমৎকার পূজার অর্ঘ্যস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। হে করুণাময় প্রভু, আপনার শ্রীচরণকমল যেন নিত্যকাল জ্বলন্ত ধূমকেতুর মতোই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অশুভ কামনা-বাসনাদি গ্রাস করতে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৬) বলা হয়েছে—

> *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।*
> *তদহম্ ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥*

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকৃতজ্ঞচিত্তে এবং পরমানন্দে তাঁর প্রেমময় ভক্তের কাছ থেকে অতীব সামান্য নিবেদন মাত্রও স্বীকার করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রেমের দ্বারা বিজিত হয়ে থাকেন, ঠিক যেভাবে পিতা অতি অনায়াসেই তাঁর স্নেহের সন্তানের দেওয়া অতি সামান্য উপহারের বিনিময়ে বিজিত হয়ে থাকেন। শ্রীভগবানের নিরাকার নির্বিশেষবাদী ধারণা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে না পারলে, কোনও মানুষই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে এমনভাবে প্রেমময় উপহার নিবেদন করতে পারে না। অন্তর মাঝে পরমাত্মার চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হওয়ার যে পদ্ধতিকে *ধ্যানযোগ* বলা হয়ে থাকে, সেটি শ্রীকৃষ্ণের কাছে *ভক্তিযোগের* মতো

ততটা প্রীতিপ্রদ হয় না, কারণ ধ্যানের মাধ্যমে যোগী অলৌকিক আশ্চর্য শক্তিরাশি আয়ত্ত করতেই চায় যাতে সে নিজে সন্তুষ্ট হতে পারে (এবং তা শ্রীভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়)। ঠিক তেমনই, শ্রীভগবানের কাছ থেকে জাগতিক সুখসুবিধা আদায়ের জন্য, সাধারণ মানুষ মন্দিরে মসজিদে গির্জায় শ্রীভগবানের পূজা করতে যায়। কিন্তু যথার্থ পারমার্থিক সার্থকতা অর্জনে অভিলাষী মানুষ অবশ্যই শ্রীভগবানের নাম ও লীলা শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমেই উজ্জীবিত হয়ে উঠে। সেই ধরনের ভগবদ্ভক্তিমূলক উৎসাহ-উদ্দীপনা ভগবৎ-প্রেম থেকেই জাগ্রত হয় এবং তার মধ্যে কোনও রকম স্বার্থচিন্তামূলক প্রত্যাশা থাকে না।

শ্রীভগবান এমনই কৃপাময় যে, তাঁর একান্ত নিত্যসঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীকেও অবহেলা করে থাকেন এবং তাঁর করুণাপ্রার্থী ভক্তকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, ঠিক যেমন একটা উপহার নিয়ে স্নেহের পুত্র যখন পিতার দিকে এগিয়ে আসে, তখন তিনি তাঁর পত্নীর প্রেমালিঙ্গন থেকেও নিজেকে অবহেলা ভরে মুক্ত করে নিয়ে পুত্রের উপহারটির দিকে আকৃষ্ট হতে বাধ্য হন।

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানে অঙ্গভূষণরূপে নিবেদিত কোনও পুষ্পমাল্য জীর্ণ হতে পারে না, কারণ শ্রীভগবানের একান্ত ব্যবহার্য পরিকরাদি সবই সম্পূর্ণভাবে দিব্য এবং পারমার্থিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তেমনই, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতোই যিনি দিব্য পরমার্থগুণসম্পন্না, সেই শ্রীলক্ষ্মীদেবীর চরিত্রের মধ্যেও জড়জাগতিক ঈর্ষাভাব জাগ্রত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং, দেবতাদের মন্তব্যগুলিকে সুগভীর ভগবৎ-প্রেমেরই ঐকান্তিক অভিব্যক্তিস্বরূপ কৌতুকাবহ বাক্যালাপ বলে মনে করা যায়। দেবতারা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়-আনুকূল্য উপভোগ করে থাকেন, এবং শ্রীভগবান ও তাঁর নিত্যসঙ্গিনীর সাথে তাঁদের প্রেমময় সম্পর্কের ভরসায় তাঁরা কৌতুকাবহ বাক্যালাপের স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকেন।

শ্লোক ১৩

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেষ্বিতরায় ভূমন্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ ॥ ১৩ ॥

কেতুঃ—পতাকাদণ্ড; ত্রিবিক্রম—বলি মহারাজকে জয় করবার জন্য তিনটি বিপুল পদক্ষেপ; যুতঃ—সুশোভিত; ত্রিপতৎ—ত্রিভুবনের সর্বত্র পতিত হয়ে; পতাকঃ—

যার উপরে পতাকাসহ; **যঃ**—যা; **তে**—আপনার (পাদপদ্ম); **ভয়-অভয়**—ভয় এবং ভয়শূন্যতা; **করঃ**—সৃষ্টি করে; **অসুর-দেব**—অসুরগণ ও দেবতাগণের; **চম্বোঃ**—নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীর জন্য; **স্বর্গায়**—স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে; **সাধুষু**—ঋষিতুল্য দেবতাগণ ও ভক্তবৃন্দের মাঝে; **খলেষু**—ঈর্ষাজর্জরিত মানুষদের মাঝে; **ইতরায়**—বিপরীত প্রকৃতির জন্য; **ভূমন্**—হে পরম শক্তিমান শ্রীভগবান; **পাদঃ**—শ্রীচরণকমল; **পুনাতু**—তারা যেন পবিত্র হয়ে উঠে; **ভগবন্**—হে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **ভজতাম্**—যাঁরা আপনার ভজনায় নিয়োজিত; **অঘম্**—পাপরাশি; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান, আপনার শ্রীত্রিবিক্রম অবতাররূপে, আপনি পতাকাদণ্ডের মতো আপনার পাদপদ্ম উত্তোলন করে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিলেন, যাতে পবিত্র গঙ্গানদীর জলধারা বিজয়পতাকার মতো সমগ্র ত্রিভুবনের সর্বত্র ত্রিধারায় প্রবাহিত হতে পারে। আপনার পাদপদ্মের তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা আপনি বলি মহারাজার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রাজ্য দখল করে নিয়েছিলেন। আপনার পাদপদ্ম দৈত্যদানবদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে এবং তাদের নরকে প্রেরণ করে, আপনার ভক্তমণ্ডলীকে স্বর্গীয় জীবনধারার সার্থকতা উত্তীর্ণ করে এবং নির্ভয় সৃষ্টি করে। হে ভগবান, আমরা আপনাকে বন্দনার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করে থাকি, সুতরাং আপনার শ্রীচরণকমল যেন আমাদের সকল পাপকর্মফল থেকে মুক্ত করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিপুল শাস্ত্রসম্ভারের অষ্টম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের জন্য বলি মহারাজের কাছ থেকে তার অধিকৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রাজ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সুশ্রী খর্বকায় ব্রাহ্মণ বামন রূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর শ্রীচরণ ব্রহ্মাণ্ডেরও সীমানার বাইরে উপরদিকে উত্তোলন করেছিলেন। যখন শ্রীভগবানের পা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণে একটি গহ্বরের সৃষ্টি করে, তখন পবিত্র গঙ্গানদীর জল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। এই দৃশ্যটি যেন পরমাশ্চর্য বিজয়বৈজয়ন্তী তথা পতাকাদণ্ডের মতো প্রতিভাত হয়েছিল।

তাই শ্রুতিমন্ত্রাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে—*চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি*—"পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমল অতি পবিত্র, সর্বব্যাপী এবং সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এইগুলির দ্বারা যে পবিত্র হয়, সে সকল পূর্বকৃত পাপকর্মফল অতিক্রম করে।" সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাই শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল আরাধনার প্রক্রিয়া অতীব জনপ্রিয়।

শ্লোক ১৪

নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্যমানাঃ ।
কালস্য তে প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য ॥ ১৪ ॥

নসি—নাসিকার মধ্য দিয়ে; **ওত**—বদ্ধ; **গাবঃ**—বলদেরা; **ইব**—যেমন; **যস্য**—যাদের; **বশে**—অধীনে; **ভবন্তি**—তারা থাকে; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা এবং অন্যান্য সকলে; **তনু-ভৃতঃ**—দেহধারী জীবগণ; **মিথুঃ**—প্রত্যেকের মধ্যে; **অর্দ্যমানাঃ**—সংগ্রামে রত; **কালস্য**—কালের গতিতে; **তে**—স্বয়ং আপনার; **প্রকৃতি-পূরুষয়োঃ**—জড়া প্রকৃতি এবং জীবগণ উভয়ে; **পরস্য**—যিনি তাঁদের সকলেরই ঊর্ধ্বে; **শম্**—দিব্য সৌভাগ্য; **নঃ**—আমাদের জন্য; **তনোতু**—তারা বিস্তার লাভ করতে পারে; **চরণঃ**—শ্রীচরণপদ্ম; **পুরুষ-উত্তমস্য**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের।

অনুবাদ

আপনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, আপনি জড়া প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ভোগকারী জীবগণেরও শ্রেষ্ঠ দিব্য সত্তা। আপনার শ্রীচরণপদ্ম দিব্য আনন্দ আমাদের উপরে বিতরণ করুন। ব্রহ্মা প্রমুখ সমস্ত মহান দেবতারা সকলেই জীবসত্তা। আপনার কালের গতিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে তারা যেন নাসামধ্যে রজ্জুনিবদ্ধ বলদের মতোই আকৃষ্ট হয়ে সংগ্রাম করে চলেছে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন—*ননু যুদ্ধে দেবাসুরাদয়ঃ পরস্পরং জয়ন্তী জীয়ন্তে চ কিম্ অহং তত্রেত্যাত আহঃ, নসীতি। মিথুর্মিথোঽর্দ্যমানা যুদ্ধাদিভিঃ পীড্যমানা ব্রহ্মাদয়োঽপি যস্য তব বশে ভবন্তি ন তু জয়ে পরাজয়ে বা স্বতন্ত্রাঃ*—"দেবতাগণ, অথবা ভগবদ্ভক্তগণ, এবং দৈত্যগণ, অথবা ভগবদ্-বিরোধীগণের মধ্যে চিরন্তন সংগ্রামে, প্রত্যেক পক্ষই কখনও জয়লাভ করে এবং কখনও আপাতদৃষ্টিতে পরাজয় বরণ করে। কেউ হয়ত যুক্তি দেখাতে পারে যে, এই সমস্তই বিরুদ্ধবাদী জীবগণেরই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে পরমেশ্বর ভগবানের করণীয় কিছুই থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক জীবই অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানেরই কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে এবং তাই পরাজয় সর্বদাই ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণে হয়ে থাকে।" এই মতবাদের দ্বারা জীবের স্বাধীন ইচ্ছার যথার্থতা অগ্রাহ্য করা হয় না, যেহেতু জীবের গুণকর্মের অনুপাতেই শ্রীভগবান জয় এবং পরাজয় অর্পণ করে

থাকেন। বিধিমতো আইনী সংগ্রামে প্রামাণ্য বিচারকের পৌরোহিত্যে বিধিমতো প্রথার মধ্যেই স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে বাদী কিংবা বিবাদী পক্ষ কেউ সক্রিয় হতে পারে না। আইনী আদালতের মধ্যে জয় এবং পরাজয় বিচারপতি দ্বারাই ঘোষিত হয়ে থাকে, কিন্তু বিচারক আইন মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, যার ফলে উভয় পক্ষের কোনও দিকেই অনুকূল কিংবা প্রতিকূল আচরণ বিবেচনা করা হয় না।

সেইভাবেই, পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রারব্ধ কর্মফল বিচার করেই ফল প্রদান করে থাকেন। শ্রীভগবানকে নস্যাৎ করবার জন্য জড়বাদীরা প্রায়ই যুক্তি উত্থাপন করে থাকে যে, প্রায়ক্ষেত্রেই নির্দোষ মানুষেরা কষ্ট ভোগ করে অথচ অধার্মিক বদমাশরা নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, ঐ সমস্ত যুক্তিধারী জড়বাদী মানুষদের মতো পরমেশ্বর শ্রীভগবান নির্বোধ নন। শ্রীভগবান আমাদের অনেক পূর্বজন্মের ক্রিয়াকলাপ দেখতে পারেন; তাই কোনও মানুষের শুধুমাত্র ইহজন্মের কার্যকলাপের ফলাফল ছাড়াও, তার পূর্বজন্মের কর্মফলের বিচারেও মানুষকে তথা জীবকে ইহজন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগের বিধান দিতে পারেন। যেমন, খুব কঠোর পরিশ্রম করে কোনও মানুষ বিপুল সম্পত্তি আহরণের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। যদি তেমন কোনও নব্য ধনী মানুষ তখন তার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে হীনকর্মের জীবন যাপন করতে থাকে, তা হলে তার ধনসম্পদ তৎক্ষণাৎ নিঃশেষিত হয়ে যায় না। আবার অন্যদিকে, ধনী হয়ে উঠা যার ভাগ্যে আছে, সে হয়ত এখন কঠোর পরিশ্রমের কাজ করে চলেছে নিয়মনিষ্ঠা সহকারে, এবং এখনও অর্থব্যয়ে সামর্থ্য লাভ করেনি। তাই আপাতদৃষ্টিতে মানুষ অবশ্যই বিভ্রান্তি বোধ করতে পারে যে, নিয়মনিষ্ঠ আদর্শবাদী কঠোর পরিশ্রমী মানুষটি অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছে আর দুর্নীতিপরায়ণ অলস প্রকৃতির মানুষটির দখলে প্রচুর ধনসম্পদ এসে পড়ে আছে। এইভাবেই, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে জড়জাগতিক নির্বোধ মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ সুবিচারের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্তাশক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটিতে যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, তা অভ্রান্ত। বলদ অতি বলশালী হলেও, তার নাকের মধ্যে দিয়ে একটি দড়ি লাগিয়ে সামান্য আকর্ষণ করেই তাকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ঠিক সেইভাবেই, বড় বড় শক্তিমান রাজনৈতিক নেতা, পণ্ডিত, দেবতা প্রভৃতি সকলকেই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় মুহূর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই দেবতারা তাঁদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রাজনৈতিক তথা কূটনৈতিক ক্ষমতা জাহির করবার জন্যে দ্বারকাধামে যাননি, বরং পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমলে বিনম্রচিত্তে আত্মসমর্পণ করতেই অভিলাষী হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানাম্
অব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ ।
সোঽয়ং ত্রিণাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীররয় উত্তমপূরুষস্ত্বম্ ॥ ১৫ ॥

অস্য—এই (ব্রহ্মাণ্ডের); **অসি**—আপনি; **হেতুঃ**—কারণ; **উদয়**—সৃষ্টির; **স্থিতি**—পালন; **সংযমানাম্**—এবং প্রলয়; **অব্যক্ত**—অপ্রকাশিত জড়া প্রকৃতি; **জীব**—জীব; **মহতাম্**—এবং যে মহত্তত্ত্ব থেকে সকল ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়ে থাকে; **অপি**—আরও; **কালম্**—নিয়ন্ত্রণকারী সময়; **আহুঃ**—আপনি কথিত হয়ে থাকেন; **সঃ অয়ম্**—এই একই ব্যক্তি পুরুষ; **ত্রি-ণাভিঃ**—(তিনটি অংশে বিভাজিত বৃত্তাকারে চক্রের মতো) বৎসরের চার-মাসের এক-একটি ঋতু হিসাবে; **অখিল**—সব কিছুর; **অপচয়ে**—বিনাশ সাধনে; **প্রবৃত্তঃ**—নিয়োজিত; **কালঃ**—সময়; **গভীর**—অনধিগম্য; **রয়ঃ**—যার চালনা; **উত্তম-পূরুষঃ**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **ত্বম্**—আপনি।

অনুবাদ

আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। মহাকালরূপে, জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও অভিব্যক্ত অবস্থা এবং প্রত্যেক জীবের আচরণ আপনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। মহাকালের ত্রিনাভি যুক্ত চক্ররূপে আপনার অনধিগম্য ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সকল বস্তুর বিনাশ সাধন করে থাকেন এবং তাই আপনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।

তাৎপর্য

গভীররয়ঃ অর্থাৎ "অনধিগম্য চালনা শক্তি" শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রকৃতির নিয়মে আমাদের নিজেদের শরীর সমেত সমস্ত জড়জাগতিক পদার্থই ক্রমশ বিনাশপ্রাপ্ত হতে থাকে। যদিও আমরা এইভাবে জরাজীর্ণ হওয়ার দীর্ঘস্থায়ী পরিণাম লক্ষ্য করে থাকি, তবুও আমরা এই প্রক্রিয়াটির যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারি না। যেমন, কেউ বুঝতেই পারে না কেমনভাবে তার চুল বা নখ বাড়তে থাকে। সেইগুলির বৃদ্ধির পরিণাম আমরা অনুধাবন করতে পারি, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তের পর মুহূর্ত তার অভিজ্ঞতা লাভ করতে আমরা পারি না। তেমনই, কোনও বাড়ি ক্রমশ জীর্ণ হতে হতে অবশেষে ধ্বংস করে ফেলা হয়। মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরে কেমনভাবে তা ঘটছে, তা আমরা অনুধাবন করতেই পারি না। কিন্তু কালের দীর্ঘ ব্যবধানে বাড়িটির অবক্ষয় আমরা বাস্তবিকই লক্ষ্য করতে পারি।

অন্যভাবে বলা চলে, আমরা বার্ধক্য অথবা অবক্ষয়ের পরিণাম বা অভিপ্রকাশ লক্ষ্য করতে পারি, কিন্তু তা যেভাবে সক্রিয় হতে থাকে, সেই প্রক্রিয়াটি এমনই দুর্নিরীক্ষ্য যে, আমরা তা বুঝতে পারি না।। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মহাকালের রূপ সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়কর শক্তি এমনই রহস্যজনকভাবে সক্রিয় হয়ে আছে।

ত্রিনাভিঃ শব্দটি বোঝায় যে, সূর্যের গতিক্রমের জ্যোতির্বিদ্যাসম্মত গণনাদি অনুসারে, একটি বৎসরকে তিনভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—যেগুলি মেষ, বৃষ, কন্যা ও কর্কট; সিংহ, মিথুন, তুলা ও বৃশ্চিক এবং কুম্ভ, মীন, ধনু ও মকর রাশিচক্রের নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

উত্তমপুরুষ অর্থাৎ *পুরুষোত্তম* শব্দটি *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৮) এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

যস্মাৎ ক্ষরম্ অতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

"যেহেতু আমি অপ্রাকৃত দিব্যপুরুষ, ক্ষয় এবং অক্ষয় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে বিরাজ করি, এবং যেহেতু সর্বোত্তম, তাই আমি এই বিশ্বে এবং বেদশাস্ত্রেও পরম পুরুষরূপে বিদিত হয়ে থাকি।"

শ্লোক ১৬

ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিগম্য যযাস্য বীর্যং
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্যঃ ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন অণ্ডকোশং
হৈমং সসর্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্ ॥ ১৬ ॥

ত্বত্তঃ—আপনার কাছ থেকে; **পুমান্**—পুরুষ-অবতার শ্রীমহাবিষ্ণু; **সমধিগম্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **যযা**—যার সাথে (জড়া প্রকৃতি); **অস্য**—এই সৃষ্টির; **বীর্যম্**—শক্তিপ্রদায়িনী বীজ; **ধত্তে**—তিনি ফলবতী করেন; **মহান্তম্**—মহত্তত্ত্ব, মূল উপাদানগুলির সমাহার; **ইব গর্ভম্**—সাধারণ ভ্রূণের মতো; **অমোঘ-বীর্যঃ**—যাঁর বীর্য কখনও বিফল হয় না; **সঃ অয়ম্**—সেই একই (মহত্তত্ত্ব); **তয়া**—সেই জড়া প্রকৃতির সাথে; **অনুগতঃ**—সংযুক্ত; **আত্মনঃ**—তা থেকেই; **অণ্ড-কোশম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আদি অণ্ডরূপ; **হৈমম্**—স্বর্ণমণ্ডিত; **সসর্জ**—সৃষ্টি হয়; **বহিঃ**—তার বহিরাবরণে; **আবরণৈঃ**—বিবিধ আবরণ সহ; **উপেতম্**—পরিবেশিত হয়।

অনুবাদ

হে প্রভু, আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু আপনারই সৃষ্টিশক্তি থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এইভাবে অক্ষয় শক্তির সাহায্যে তিনি জড়া প্রকৃতিকে বীর্যবতী করেন এবং তাতে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। তারপরে মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ সম্মিলিত জড়াপ্রকৃতি ভগবানের শক্তি সম্পন্ন হয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্ণময় আদি অণ্ডকোষ উৎপন্ন করেন, যা থেকে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের আবরণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হতে থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে জীব ও জড়া প্রকৃতির বিষয়ানুসারে পরমেশ্বর ভগবানের পরম শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই শ্লোকটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মহত্তম বিষ্ণু অবতার মহাবিষ্ণুরূপে প্রতিভাত হয়েছেন, এবং শ্রীমহাবিষ্ণু তাঁর সৃষ্টিশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকেই লাভ করেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীবিষ্ণুর অংশাবতার, এমন ধারণা মূর্খতার পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মা প্রমুখ দেবতাগণের অভিমতই চূড়ান্ত বিবেচনা করে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্লোক ১৭

তৎ তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্ ।
অর্থাঞ্জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম ॥ ১৭ ॥

তৎ—অতএব; তস্থুষঃ—যা কিছু স্থাবর, নিশ্চল; চ—এবং; জগতঃ—জঙ্গম, সচল; চ—আরও; ভবান্—আপনি হন; অধীশঃ—পরম নিয়ন্তা; যৎ—যেহেতু; মায়য়া—জড়া প্রকৃতির মায়ায়; উত্থঃ—উত্থাপিত; গুণ—(প্রকৃতির) গুণাবলীর; বিক্রিয়য়া—(জীবের ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ায়) প্রতিক্রিয়াস্বরূপ; উপনীতান্—একত্রে সংগৃহীত; অর্থান্—ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রী; জুষন্—সংযোজিত হয়ে; অপি—তা সত্ত্বেও; হৃষীক-পতে—হে সর্বজনের ইন্দ্রিয়-অধিপতি; ন লিপ্তঃ—আপনি নির্লিপ্ত থাকেন; যে—যাঁরা; অন্যেঃ—অন্য সকলে; স্বতঃ—তাদের আপন ক্ষমতায়; পরিহৃতাৎ—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিষয়ক (কারণে); অপি—এমনকি; বিভ্যতি—তারা ভীত হয়; স্ম—অবশ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম স্রষ্টা এবং সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর পরম নিয়ন্তা। আপনি সকল ইন্দ্রিয় প্রক্রিয়ার পরম নিয়ন্তা শ্রীহৃষীকেশ।

তাই, জড় সৃষ্টির অভ্যন্তরে অসংখ্য ইন্দ্রিয়জাত ক্রিয়াকলাপের মাঝে আপনার পর্যবেক্ষণের মাঝেও আপনি কখনই কোনও প্রকারেই কলুষিত কিংবা সংশ্লিষ্ট হন না। পক্ষান্তরে, অন্যান্য জীবগণ, যথা যোগীগণ এবং দার্শনিকগণও তাঁদের জ্ঞানান্বেষণের সময়ে পরিত্যক্ত জাগতিক বিষয়গুলি শুধুমাত্র স্মরণের ফলেই ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল বদ্ধ জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ক্রিয়াকর্ম ও অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে তাদের পরিচালিত করে থাকেন। ঐ প্রকার ক্রিয়াকলাপের হতাশাব্যঞ্জক ফলাফল থেকে মানুষ ক্রমশই জড়জাগতিক জীবনধারা পরিত্যাগ করে আবার নিজের হৃদয়মাঝে শ্রীভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করে থাকে। জীবগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ার মাঝে জীবনকে উপলব্ধির ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফলে ভগবানের কোনরকমই বিকার ঘটে না। পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে কোন প্রকারেই আতঙ্ক কিংবা বিপত্তির সম্ভাবনা নেই, কারণ কোন কিছুই তাঁর সত্তা থেকে ভিন্ন নয়।

শ্লোক ১৮

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈঃ
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ ॥ ১৮ ॥

স্মায়—স্মিতহাস্যে; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **লব**—মুহূর্তে; **দর্শিত**—প্রদর্শন করিয়ে; **ভাব**—তাদের মনোভাব; **হারি**—মনোহারী; **ভ্রূমণ্ডল**—ভ্রূভঙ্গীতে; **প্রহিত**—চালনায়; **সৌরত**—মধুর রসে; **মন্ত্র**—বাণী; **শৌণ্ডৈঃ**—ভাবের অভিব্যক্তি সহকারে; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **তু**—কিন্তু; **ষোড়শ-সহস্রম্**—ষোল হাজার; **অনঙ্গ**—কামদেবের; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **যস্য**—যার; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়াদি; **বিমথিতুম্**—চঞ্চল করার জন্য; **করণৈঃ**—সকল কৌশলে; **ন বিভ্ব্যঃ**—তারা সক্ষম হতে পারেনি।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি ষোল হাজার অনিন্দ্যসুন্দরী মনোহারী মহিষীদের সঙ্গে বাস করছেন। তাঁদের মনোহারী ভ্রূভঙ্গী, স্মিতহাস্য, অপ্রতিরোধ্য আহ্বানের মাধ্যমে তাঁদের ঐকান্তিক মধুর রস আস্বাদনের আকুলতা জানিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের নিক্ষিপ্ত অনঙ্গবাণের আঘাতে আপনার মন এবং ইন্দ্রিয়াদি বিচলিত করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনও জড় বিষয়াদি ভগবানের ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করতে পারে না। এখন এই শ্লোকটিতে দেখানো হয়েছে যে, চিন্ময় ইন্দ্রিয় উপভোগেরও কোনও আকাঙ্ক্ষা ভগবানের থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্তা। তিনি সকল সুখতৃপ্তির উৎস, এবং জাগতিক কিংবা পারমার্থিক কোনও কিছুতেই লালসা করেন না। যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পত্নী সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে পারিজাত পুষ্প হরণ করে এনেছিলেন এবং তাতে মনে হয়েছিল তিনি তাঁর প্রেমময়ী পত্নীর অধীনে যেন একজন দুর্বলচিত্ত পতি হয়ে গিয়েছিলেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ যদিও কখনও-বা তাঁর ভক্তমণ্ডলীর প্রেমের মাধ্যমে তাদের দ্বারা বিজিত হয়েছেন মনে হতে পারে, তা হলেও তিনি কখনই সাধারণ কামপ্রবণ জড়জাগতিক মানুষের মতো ভোগ-উপভোগের লালসায় প্রভাবান্বিত হননি। শ্রীভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তজনের মাধ্যমে উচ্ছ্বসিত প্রেমময় ভক্তিভাবের বিনিময়ের তাৎপর্য ভগবদ্ভক্তিহীন মানুষেরা বুঝতে পারে না। আমাদের সুগভীর একান্ত কৃষ্ণপ্রেমে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন জয় করতে পারি, এবং তার ফলে শুদ্ধ ভক্ত বাস্তবিকই শ্রীভগবানকে নিয়ন্ত্রিত করতেও পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বয়স্কা গোপিকারা বৃন্দাবনে নানাভাবে নানা ছন্দে হাতে তালি বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্যে উৎসাহিত করতেন, এবং দ্বারকায় সত্যভামা তাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে ফুল আনতে আদেশ করেছিলেন। ষড়্গোস্বামীদের উদ্দেশ্যে শ্রীনিবাস আচার্যের গানে আছে—*গোপীভাবরসামৃতাব্ধিলহরীকল্লোলমগ্নৌ মুহুঃ*—শ্রীভগবান এবং শুদ্ধভক্তের প্রেম যেন চিন্ময় আনন্দের সমুদ্রেরই মতো। কিন্তু সেই সঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আত্মপরিতৃপ্ত হয়েই থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অবহেলাভরে ব্রজভূমির অনিন্দ্যসুন্দরী অতুলনীয়া তরুণী গোপীকাদের সঙ্গ বর্জন করে, তাঁর পিতৃব্য শ্রীঅক্রূরের অনুরোধে মথুরায় চলে গিয়েছিলেন। তাতে বোঝা যায় যে, বৃন্দাবনের গোপিকারা কিংবা দ্বারকার মহিষীরা কেউই শ্রীকৃষ্ণের মনে কোনও প্রকার ভোগতৃষ্ণা উদ্দীপ্ত করতেই পারেননি। যখন সকল বাক্যালাপ সমাপ্ত হয়, তখন এই জগতে বোঝায় মৈথুন। কিন্তু এই তুচ্ছ মৈথুন আকর্ষণ নিতান্তই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর চিন্ময় জগতের নিত্য পার্ষদবর্গের মধ্যে দিব্য প্রেমলীলারই বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। বৃন্দাবনের গোপিকারা আভিজাত্যবর্জিত গ্রাম্য বালিকা, অথচ দ্বারকার মহিষীরা মর্যাদাসম্পন্না তরুণী। অথচ গোপিকারা এবং মহিষীরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু পরম

পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য, শৌর্য, বীর্য, যশগৌরব, জ্ঞানসম্পদ এবং বৈরাগ্যভাবের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠায় সম্যকভাবে ভূষিত হয়ে তার যথার্থ অভিপ্রকাশ সাধন করে থাকেন, তাই তাঁর আপন মহিমান্বিত মর্যাদায় তিনি সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত হয়ে থাকেন। গোপিকাগণ এবং মহিষীগণের কল্যাণেই তিনি তাঁদের সাথে প্রেমলীলা বিনিময় করেন। শুধুমাত্র মূর্খজনেরাই মনে করে যে, আমরা হতভাগ্য বদ্ধজীবেরা যেভাবে সকল প্রকার বিকৃত রুচির আনন্দ উপভোগে আসক্ত হয়ে থাকি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে আকৃষ্ট হতে পারেন। সুতরাং পরমেশ্বর ভগবানের পরম দিব্য অবস্থান উপলব্ধির মাধ্যমে প্রত্যেকেরই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত। দেবতাদের এই মন্তব্যের সেটাই স্বচ্ছ অভিব্যক্তি।

শ্লোক ১৯

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্ ।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি ॥ ১৯ ॥

বিভ্ব্যঃ—সক্ষম; **তব**—আপনার; **অমৃত**—অমৃতময়; **কথা**—বিষয়াদি; **উদ-বহাঃ**—জলবাহী নদীগুলি; **ত্রিলোক্যাঃ**—ত্রিভুবনের; **পাদ-অবনে**—আপনার চরণকমলের স্নানের মাধ্যমে; **জ**—সৃষ্ট; **সরিতঃ**—নদীগুলি; **শমলানি**—সকল কলুষাদি; **হন্তুম্**—নাশ করার জন্য; **আনুশ্রবম্**—প্রামাণ্য সূত্রের মাধ্যমে শ্রবণ প্রক্রিয়া সম্বলিত; **শ্রুতিভিঃ**—শ্রবণের মাধ্যমে; **অঙ্ঘ্রি-জম্**—আপনার শ্রীচরণকমল থেকে উৎসারিত; **অঙ্গ-সঙ্গৈঃ**—সাক্ষাৎ দৈহিক সম্বন্ধের মাধ্যমে; **তীর্থ-দ্বয়ম্**—এই দুই প্রকার পুণ্যস্থান; **শুচি-যদঃ**—যাঁরা শুচিতা অর্জনে আকুল; **তে**—আপনার; **উপস্পৃশন্তি**—তাঁরা সঙ্গলাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন।

অনুবাদ

আপনার সম্পর্কিত অমৃতকথার ফল্গুধারা, এবং আপনার শ্রীচরণকমল স্নাত হয়ে উৎসারিত পবিত্র নদীধারাগুলিও, ত্রিভুবনের সকল কলুষতা নাশ করতে পারে। যাঁরা শুদ্ধতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হন, তাঁরা শ্রবণের মাধ্যমে আপনার গুণমহিমার পুণ্য বর্ণনার সাথে পরিচয় লাভের দ্বারা মানসিক শুদ্ধতা লাভ করেন, তাঁরা আপনার শ্রীচরণকমল থেকে প্রবাহিত পবিত্র নদীগুলিতে অঙ্গসংবাহনের মাধ্যমে শারীরিক শুচিতা অর্জন করে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *আনুশ্রবং গুরোরুচ্চারণম্ অনুশ্রূয়ন্তে*—"পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে শ্রবণের মাধ্যমে কৃষ্ণকথা অনুধাবন করা উচিত।" পারমার্থিক সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাস, শক্তিমত্তা এবং অবতারসমূহ বর্ণনা করে থাকেন। যদি দীক্ষাগুরু সদ্‌গুণভাবাপন্ন হন এবং শিষ্য আন্তরিক ও অনুগত হন, তখন গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান যথার্থ অমৃতময় হয়ে উঠে গুরু-শিষ্য উভয়ের পক্ষেই। ভগবদ্ভক্তেরা যে বিশেষ আনন্দসুখ উপভোগ করেন, সাধারণ লোকে তা ধারণা করতেই পারবে না। সেই ধরনের অমৃতময় বাক্যালাপ এবং শ্রবণের মাধ্যমে বদ্ধ জীবের অন্তরে সকলপ্রকার কলুষতা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা বিহনে জীবন যাপন করার বাসনাই মূল কলুষতা।

এখানে বর্ণিত অন্যতম অমৃতরূপে *চরণামৃত* উল্লেখ করা হয়েছে, যা শ্রীভগবানের চরণস্নাত অমৃতময় জলধারা। ভগবান শ্রীবামনদেব তাঁর নিজ পাদপদ্মের শ্রীচরণাঘাতের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণে একটি ছিদ্র সৃষ্টি করেছিলেন যার ফলে পুণ্যপবিত্র গঙ্গার অমৃতধারা নেমে এসে তাঁর শ্রীচরণাঙ্গুলি বিধৌত করে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পতিত হয়েছিল। যমুনা নদীও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল বিধৌত করে দিয়েছিল, যখন শ্রীভগবান এই গ্রহে পাঁচ হাজার বছর আগে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন তাঁর গোপসখাবৃন্দ এবং গোপিকাগণের সাথে যমুনা নদীতে জলবিহার করতেন, এবং তার ফলে ঐ নদীটিও চরণামৃত। সুতরাং গঙ্গা অথবা যমুনা নদীতে স্নানের প্রয়াস করা উচিত।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইসকনের মন্দিরগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পাদপদ্ম স্নান করানো হয়, এবং ঐভাবে পবিত্র জল *চরণামৃত* রূপে অভিহিত হয়। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যবর্গ এবং অনুগামীদের প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীবিগ্রহের সামনে উপস্থিত হতে শিখিয়েছেন এবং শ্রীবিগ্রহের চরণস্নাত চরণামৃত তিন ফোঁটা পানের উপদেশ দিয়েছেন।

এই সকল উপায়ে মানুষ তার হৃদয় পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে এবং দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারে। যখন মানুষ দিব্য আনন্দের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে জড় জগতে আর জন্মগ্রহণ করে না। এই শ্লোকটিতে *শুচিষদঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ—প্রত্যেক মানুষকে কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ক্রিয়াকর্মে অবশ্যই আত্মনিয়োগ করতে হয়। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছ থেকেই শ্রীভগবানের সেবাসাধনের প্রক্রিয়াদি শিখতে হয়, এবং তাঁর উপদেশাবলী কোনও প্রকার কল্পনা ব্যতিরেকেই স্বীকার

করতে হয়। যারা এই জগতের কল্পনাট্যরূপে আসক্ত হয়ে থাকে, প্রায়ই তারা শ্রীভগবান সম্পর্কিত নিজের খেয়ালখুশিমতো ধারণা কল্পনা করে নেয়। কিন্তু শুধুমাত্র পারমার্থিক সদ্‌গুরুই আমাদের পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান সম্পর্কিত যথার্থ শুদ্ধ জ্ঞান এবং তাঁর প্রতি ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করতে পারেন। সেই ধরনের জ্ঞান কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের সকল গ্রন্থে দেখা যায়।

শ্লোক ২০

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

ইত্যভিষ্টূয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধৃতির্হরিম্ ।
অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অভিষ্টূয়**—প্রার্থনা জানিয়ে; **বিবুধৈঃ**—অন্য সকল দেবতাগণ সহ; **স-ঈশঃ**—এবং দেবাদিদেব শিবও; **শত-ধৃতিঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অভ্যভাষত**—বললেন; **গোবিন্দম্**—শ্রীগোবিন্দকে; **প্রণম্য**—প্রণাম জানিয়ে; **অম্বরম্**—আকাশে; **আশ্রিতঃ**—অবস্থান করলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—ব্রহ্মা সহ দেবাদিদেব শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণ এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানোর পরে, ব্রহ্মা স্বয়ং আকাশমার্গে অবস্থিত হলেন এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ২১

শ্রীব্রহ্মোবাচ

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো ।
ত্বমস্মাভিরশেষাত্মন্ তৎ তথৈবোপপাদিতম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীব্রহ্মা উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভার**—বোঝা; **অবতারায়**—লাঘব করার জন্য; **পুরা**—পূর্বে; **বিজ্ঞাপিতঃ**—অনুরোধ করা হয়েছিল; **প্রভো**—হে প্রভু; **ত্বম্**—আপনাকে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **অশেষ-আত্মন্**—হে সর্বলোকের অনন্ত আত্মা; **তৎ**—তা (অনুরোধ); **তথা এব**—আমরা যেভাবে ব্যক্ত করলাম; **উপপাদিতম্**—পরিপূর্ণ হয়েছিল।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান, পূর্বে আমরা আপনাকে পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। হে অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান, সেই অনুরোধ সুনিশ্চিতভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবত দেবতাদের বলেছিলেন, "প্রকৃতপক্ষে, আপনারা ক্ষীরোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুকে অবতরণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তবে কেন আপনারা বলছেন যে, আপনারা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন? যাইহোক, আমি তো শ্রীগোবিন্দ।" অতঃপর শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানকে *অশেষাত্মা*, অর্থাৎ অনন্ত পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করেছিলেন, অর্থাৎ যাঁর মধ্য থেকেই শ্রীবিষ্ণুর সকল অংশপ্রকাশ উদ্ভূত হয়ে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ২২

ধর্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া ।
কীর্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্বলোকমলাপহা ॥ ২২ ॥

ধর্মঃ—ধর্মের নীতিসমূহ; **চ**—এবং; **স্থাপিতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **সৎসু**—সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে; **সত্যসন্ধেষু**—সত্যানুসন্ধানীদের মধ্যে; **বৈ**—অবশ্য; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **কীর্তিঃ**—আপনার কীর্তি; **চ**—এবং; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **বিক্ষিপ্তা**—প্রসারিত; **সর্বলোক**—সকল গ্রহে; **মল**—কলুষতা; **অপহা**—যা দূর করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, নিয়ত সত্যসন্ধানী যে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ, তাদের মধ্যে আপনি ধর্মনীতি পুনরুস্থাপন করেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে আপনার মহিমাও আপনি প্রচার করেছেন, এবং তাই এখন সমগ্র জগৎ আপনার বিষয় শ্রবণের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠতে পারবে।

শ্লোক ২৩

অবতীর্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্ রূপমনুত্তমম্ ।
কর্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ ॥ ২৩ ॥

অবতীর্য—অবতীর্ণ হয়ে; **যদোঃ**—যদুরাজের; **বংশে**—বংশধারার মধ্যে; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **রূপম্**—দিব্যরূপ; **অনুত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **কর্মাণি**—ক্রিয়াকলাপ; **উদ্দাম-**

বৃত্তানি—মহিমাময় কর্মকাণ্ড সহ; হিতায়—কল্যাণে; জগতঃ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; অকৃতাঃ—আপনি সাধন করেছিলেন।

অনুবাদ

যদুরাজের বংশে অবতরণ করে, আপনার অতুলনীয় দিব্যরূপ আপনি প্রকাশ করেন, এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে আপনি মহিমান্বিত দিব্য ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ ॥ ২৪ ॥

যানি—যা; **তে**—আপনার; **চরিতানি**—লীলাবিলাস; **ঈশ**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **মনুষ্যাঃ**—মানবজাতি; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **কলৌ**—অধঃপতিত কলিযুগে; **শৃণ্বন্তঃ**—শ্রবণ করে; **কীর্তয়ন্তঃ**—কীর্তন করে; **চ**—এবং; **তরিষ্যন্তি**—তারা অতিক্রম করবে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **তমঃ**—তমসা।

অনুবাদ

হে ভগবান, কলিযুগের যে সকল সাধু সজ্জন ব্যক্তি আপনার দিব্য ক্রিয়াকলাপের কথা শোনেন এবং সেই সকল বিষয়ের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তাঁরা অনায়াসেই কলিযুগের অন্ধকারময় অজ্ঞানতা অতিক্রম করে যান।

তাৎপর্য

দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগে বহু মানুষ প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রাদির প্রতি আগ্রহান্বিত হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্তনের দিব্য প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ করে, তারা বেতারে, দূরদর্শনে, সংবাদপত্র-পত্রিকা এবং অনুরূপ অবাঞ্ছিত এবং খেয়ালখুশিমতো ভাবতরঙ্গে কর্ণপাত করে থাকাই পছন্দ করে থাকে। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কথা শ্রবণ না করে, তারা অবিশ্রান্তভাবে সকল বিষয়েই তাদের অভিমত ব্যক্ত করে চলে, যাতে শেষ অবধি তারা কালের গতিতে ভেসে চলে যায়। জড়জাগতিক পৃথিবীর অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, সীমাবদ্ধ রূপগুলি অনুধাবনের পরে, তারা অস্থির হয়ে সিদ্ধান্ত করে থাকে যে, পরমতত্ত্বের কোনই রূপ বা আকৃতি নেই। ঐ ধরনের মানুষেরা প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিভ্রান্তিকর শক্তি 'মায়া' সম্পর্কেই অধিক ধ্যানধারণা করতে থাকে, কারণ মায়া তাদের স্থূল মস্তিষ্কে পদাঘাত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন লাভ করেছে। যদি তার পরিবর্তে মানুষ প্রামাণ্য তথ্য সম্ভার থেকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কথা প্রত্যক্ষভাবে চর্চা করতে থাকে,

তা হলে তারা অনায়াসেই তাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে। কলিযুগে মানুষ সদা সর্বদাই নানারকম মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত সমস্যাদির মাঝে কষ্টভোগ করছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান যিনি সচ্চিদানন্দময় এবং যিনি জড়াশক্তির সকল প্রকার বিভ্রান্তিকর অভিপ্রকাশের ঊর্ধ্বে বিরাজমান, তাঁর চিন্তায় মানুষ যখনই উজ্জীবিত হয়, তখনই এই সমস্ত দুঃস্বপ্নের মতো সমস্যাগুলি দূর হয়ে যায়। শ্রীভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হন যাতে মানুষ তাঁর যথার্থ ক্রিয়াকলাপের শ্রবণ কীর্তন এবং মাহাত্ম্য প্রচারে আত্মনিয়োজিত হতে পারে। এই দুর্দশাময় কলিযুগে আমাদের সকলেরই এই সুবিধা গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ২৫

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো ॥ ২৫ ॥

যদুবংশে—যদু পরিবারে; **অবতীর্ণস্য**—যিনি অবতীর্ণ হয়েছেন; **ভবতঃ**—আপনার নিজেরই; **পুরুষ-উত্তম**—হে পরম পুরুষোত্তম; **শরৎ-সতম্**—এক শত শরৎ ঋতু; **ব্যতীয়ায়**—অতীত হলে; **পঞ্চবিংশ**—পঁচিশ; **অধিকম্**—বেশি; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, হে আমার প্রভু, আপনি যদুবংশে অবতরণ করেছেন, এবং তাই ঐভাবে আপনার ভক্তকুলের সাথে একশত পঁচিশটি শরৎকাল অতিবাহিত করেছেন।

শ্লোক ২৬-২৭

নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্যাবশেষিতম্।
কুলং চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্ ॥ ২৬ ॥
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
সলোকান্ লোকপালান্ নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥ ২৭ ॥

ন অধুনা—বেশিকাল নয়; **তে**—আপনার জন্য; **অখিল-আধার**—হে সর্ববিষয়ের আধার; **দেবকার্য**—দেবতার আনুকূল্যে ক্রিয়াকর্ম; **অবশেষিতম্**—অবশিষ্টাংশ; **কুলম্**—আপনার রাজবংশ; **চ**—এবং; **বিপ্র-শাপেন**—ব্রাহ্মণদের অভিশাপে; **নষ্ট-প্রায়ম্**—প্রায় বিনষ্ট; **অভূৎ**—হয়েছে; **ইদম্**—এই; **ততঃ**—তাই; **স্ব-ধাম**—আপনার ধাম; **পরমম্**—পরম শ্রেষ্ঠ; **বিশস্ব**—কৃপা করে প্রবেশ করুন; **যদি**—যদি; **মন্যসে**—

আপনি অভিলাষ করেন; **স-লোকান্**—সমস্ত লোকের অধিবাসীদের সঙ্গে; **লোক-পালান্**—গ্রহলোকগুলির পালকগণ; **নঃ**—আমাদের; **পাহি**—কৃপা করে পালন করতে থাকুন; **বৈকুণ্ঠ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধাম; **কিঙ্করান্**—সেবকবৃন্দ।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই মুহূর্তে দেবতাদের অনুকূলে আপনার পক্ষে আর কিছুই করবার নেই। আপনি ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আপনার বংশ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। হে ভগবান, আপনি সব কিছুর মূল তত্ত্ব, এবং যদি আপনি তেমন অভিলাষ করেন, কৃপা করে চিদ্‌জগতে আপনার নিজ ধামে এখন আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। সেই সঙ্গে, আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন। আমরা আপনার বিনম্র সেবকবৃন্দ, এবং আপনার প্রতিভূস্বরূপ আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিস্থিতি সামাল দিয়ে থাকি। আমাদের গ্রহলোকসমূহ এবং অনুগামীদের নিয়ে আমরা নিত্য আপনার সুরক্ষা প্রার্থনা করে থাকি।

শ্লোক ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

অবধারিতমেতন্মে যদাত্থ বিবুধেশ্বর ।
কৃতং বঃ কার্যমখিলং ভূমের্ভারোঽবতারিতঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অবধারিতম্**—বোঝা গেল; **এতৎ**—এর দ্বারা; **মে**—আমার দ্বারা; **যৎ**—যা; **আত্থ**—আপনারা যা বলেছেন; **বিবুধ-ঈশ্বর**—হে দেবতাগণের নিয়ন্তা শ্রীব্রহ্মা; **কৃতম্**—সম্পূর্ণ হয়েছে; **বঃ**—আপনার; **কার্যম্**—কাজ; **অখিলম্**—সকল; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভারঃ**—ভার; **অবতারিতঃ**—দূরীভূত হয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে দেবগণের নিয়ন্তা ব্রহ্মা, আমি আপনার প্রার্থনা এবং অনুরোধ উপলব্ধি করেছি। পৃথিবীর ভার লাঘবের পরে, আপনাদের পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন ছিল, তা সবই আমি সম্পন্ন করেছি।

শ্লোক ২৯

তদিদং যাদবকুলং বীর্যশৌর্যশ্রিয়োদ্ধতম্ ।
লোকং জিঘৃক্ষদ্ রুদ্ধং মে বেলয়েব মহার্ণবঃ ॥ ২৯ ॥

তৎ ইদম্—এই বিশেষ; **যাদব-কুলম্**—যদুবংশ; **বীর্য**—তাদের শক্তির দ্বারা; **শৌর্য**—সাহস; **শ্রিয়া**—এবং সম্পদ; **উদ্ধতম্**—বিপুলাকার ধারণ করে; **লোকম্**—সমগ্র পৃথিবীতে; **জিঘৃক্ষদ্**—গ্রাসের আতঙ্ক; **রুদ্ধম্**—সংযত করা হয়েছে; **মে**—আমার দ্বারা; **বেলয়া**—সাগর তীরে; **ইব**—যেমন; **মহা-অর্ণবঃ**—এক মহা সমুদ্র।

অনুবাদ

যে যদুবংশে আমি আবির্ভূত হয়েছিলাম, সেটাই এমনই সকল বিষয়ে, বিশেষত ঐশ্বর্যে, শৌর্যে এবং বীর্যে বিশালাকার ধারণ করেছিল যে, তারা সমগ্র জগৎ আগ্রাসনের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। সুতরাং যেভাবে তীরভূমিতে মহাসমুদ্র রুদ্ধ হয়ে থাকে, সেইভাবেই আমি তাদের স্তব্ধ করে দিয়েছি।

তাৎপর্য

যদুবংশের বীরগণ এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, দেবতারাও তাদের গতিরোধ করতে পারেননি। ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিগ্রহে যাদবদের বিজয়লাভের ফলে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এবং তাদের বধ করা সম্ভব হত না। তাদের রণস্পৃহার ফলে স্বভাবতই তারা সমগ্র পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে অভিলাষী হয়েছিল, তাই ভগবান তাদের সংযত করেন এবং পৃথিবী থেকে লুপ্ত করেন।

শ্লোক ৩০

যদ্যসংহৃত্য দৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলম্ ।
গন্তাস্ম্যনেন লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৩০ ॥

যদি—যদি; **অসংহৃত্য**—সংহত না করে; **দৃপ্তানাম্**—উদ্ধত সদস্যদের; **যদূনাম্**—যদুবংশের সদস্যদের; **বিপুলম্**—বিশাল; **কুলম্**—বংশ; **গন্তা অস্মি**—আমি চলে যাই; **অনেন**—তার জন্য; **লোকঃ**—পৃথিবী; **অয়ম্**—এই; **উদ্বেলেন**—(যাদবদের) বাহুল্যে; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—ধ্বংস হবে।

অনুবাদ

যদুবংশের অতিশয় উদ্ধত সদস্যদের সংহত না করে যদি আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করতাম, তা হলে তাদের বাহুল্যে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত।

তাৎপর্য

তটরেখা অতিক্রম করে উত্তাল তরঙ্গ যেভাবে নিরীহ মানুষদের সর্বনাশ করে, তেমনই, মহাশক্তিশালী যদুবংশও সমস্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রেখা অমান্য করে বিস্তার লাভের সম্ভাবনায় সমূহ আশঙ্কা জেগেছিল। পরমেশ্বর

ভগবানের সাথে তাদের সাক্ষাৎ পারিবারিক সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যদুবংশের সকলে গর্বোদ্ধত হয়ে উঠেছিল। যদিও তারা খুবই ধর্মভীরু এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাভাবাপন্ন ছিল, তবুও *দৃপ্তানাম্* শব্দটির ইঙ্গিত অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাদের পারিবারিক সম্বন্ধের ফলে গর্বোদ্ধত হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া, তাদের ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রেমের জন্যই, চিদ্‌জগতে ভগবানের প্রত্যাবর্তনের পরে তারা এমনই তীব্র বিচ্ছেদ বেদনা অবশ্যই অনুভব করত, যার পরিণামে তারা উন্মাদ হয়ে উঠত এবং তার ফলে পৃথিবীর পক্ষে দুর্বিষহ ভার সৃষ্টি করত। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অবশ্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, পৃথিবী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির ফলে কখনই শ্রীকৃষ্ণের নিজ পরিবারবর্গকে একান্ত বাঞ্ছনীয় ভার ব্যতীত অন্য কোনও রকমেই বিবেচনা করত না। তা সত্ত্বেও, শ্রীকৃষ্ণ এই ভার দূর করতেই চেয়েছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনও সুন্দরী যুবতী স্ত্রী তার পতির সন্তুষ্টির জন্য বহু স্বর্ণালঙ্কারে নিজেকে সুসজ্জিতা করতে পারে। এই সকল অলঙ্কারগুলি ক্ষীণাঙ্গী বধূর পক্ষে দুর্বিষহ ভার বৃদ্ধি করে থাকতে পারে, এই বিবেচনায়, স্ত্রী সেইগুলি অঙ্গে ধারণ করে থাকতে আগ্রহী হয়ে থাকলেও, প্রেমাস্পদ পতি তার পত্নীর দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় সেই অলঙ্কারের ভার লাঘব করে সেগুলি খুলে ফেলতে থাকেন। তাই ভগবান, সময় থাকতে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের বিজ্ঞনীতি অনুসারে পৃথিবীর উপর থেকে যদুবংশের ভার লাঘবের প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্য দ্বিজশাপজঃ ।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্ এতদন্তে তবানঘ ॥ ৩১ ॥

ইদানীম্—এখনই; **নাশঃ**—বিনাশ; **আরব্ধঃ**—শুরু হয়েছে; **কুলস্য**—বংশের; **দ্বিজ-শাপ-জঃ**—ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে; **যাস্যামি**—আমি যাব; **ভবনম্**—বাসভবনে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মা; **এতৎ-অন্তে**—এর পরে; **তব**—আপনার; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

এখন ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে, আমার বংশের বিনাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। হে নিষ্পাপ ব্রহ্মা, যখন এই ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং শ্রীবৈকুণ্ঠধামের অভিমুখে আমি চলে যাব, তখন আমি আপনার আলয়ে গিয়ে ক্ষণেকের জন্য সাক্ষাৎ করব।

তাৎপর্য

যদুবংশের সকলেই ভগবানের নিত্য সেবক; তাই শ্রীল জীব গোস্বামী *নাশঃ*, অর্থাৎ 'বিনাশ' শব্দটির ব্যাখ্যা এইভাবে দিয়েছেন—*নিগূঢ়ায়াং দ্বারকায়াং প্রবেশনম্ ইত্যর্থঃ* —যদুবংশের সকলেই চিদ্‌জগতে গুপ্ত অর্থাৎ রহস্যাবৃত দ্বারকাধামে প্রবেশ করেছেন। সেই ধাম পৃথিবীবক্ষে প্রকাশিত হয় না। পরোক্ষভাবে বলা যায় যে, ভগবানের দ্বারকাধাম পৃথিবীবক্ষে প্রকটিত রয়েছে, এবং যখন জাগতিক দ্বারকানগরী আপাতদৃষ্টিতে অপসারিত হয়ে গেল, তখনও নিত্য দ্বারকাধাম চিন্ময় জগতে যথাপূর্ব বিরাজ করতেই থাকল। যেহেতু যদুবংশের সদস্যগণ ভগবানেরই নিত্যপার্ষদবর্গ, তাই তাদের বিনাশের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শুধুমাত্র আমাদের বদ্ধ দৃষ্টিতে তাদের অভিপ্রকাশ বিনষ্ট হয়ে যায়। *নাশঃ* শব্দটির এটাই মর্মার্থ।

শ্লোক ৩২

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভূঃ প্রণিপত্য তম্ ।
সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত ॥ ৩২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—আহুত হয়ে; **লোক-নাথেন**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **স্বয়ম্-ভূঃ**—স্বয়ং জাত শ্রীব্রহ্মা; **প্রণিপত্য**—দণ্ডবৎ হয়ে প্রণিপাত জানিয়ে; **তম্**—তাঁকে; **সহ**—সাথে; **দেব-গণৈঃ**—অন্য সকল দেবতাগণ; **দেবঃ**—মহান দেবতা শ্রীব্রহ্মা; **স্ব-ধাম**—তাঁর আপন আলয়ে; **সমপদ্যত**—প্রত্যাবর্তন করলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি লোকনাথের বক্তব্য শ্রবণের পরে ভগবানের শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত জানালেন। তারপরে সমস্ত দেবতাগণ পরিবৃত হয়ে মহান ব্রহ্মা তাঁর নিজধামে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৩৩

অথ তস্যাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্ ।
বিলোক্য ভগবানহ যদুবৃদ্ধান সমাগতান্ ॥ ৩৩ ॥

অথ—তারপরে; **তস্যাম্**—সেই নগরে; **মহা-উৎপাতান্**—বিপুল উপদ্রব; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকায়; **সমুত্থিতান্**—সৃষ্টি হল; **বিলোক্য**—লক্ষ্য করে; **ভগবান্**—

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; আহ—বললেন; যদু-বৃদ্ধান্—বয়স্ক যদুবংশীয়দের প্রতি; **সমাগতান্**—সমবেত।

অনুবাদ

অতঃপর, পরমেশ্বর ভগবান পবিত্র দ্বারকা নগরীর মধ্যে বিপুল উপদ্রব সৃষ্টি হতে দেখলেন। তাই ভগবান যদুবংশের সমবেত বয়োবৃদ্ধ অধিবাসীদের এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

মুনি-বাস-নিবাসে কিং ঘটেতারিষ্ট-দর্শনম্—ঋষিতুল্য মানুষেরা যেখানে বসবাস করেন, সেখানে কোনও প্রকার যথার্থ দুর্ঘটনা কিংবা অশুভ ঘটনার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। তাই দ্বারকা নগরীতে দুর্বিপাক উপদ্রব বলতে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানেরই শুভ উদ্দেশ্য সাধনার্থে লীলা প্রদর্শন মাত্র।

শ্লোক ৩৪

শ্রীভগবানুবাচ

এতে বৈ সুমহোৎপাতা ব্যুত্তিষ্ঠন্তীহ সর্বতঃ।
শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **এতে**—এইসকল; **বৈ**—অবশ্য; **সু-মহা-উৎপাতাঃ**—অতি বিপুল উপদ্রব; **ব্যুত্তিষ্ঠন্তী**—উৎপন্ন হচ্ছে; **ইহ**—এখানে; **সর্বতঃ**—সর্বব্যাপী; **শাপঃ**—অভিশাপ; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের; **কুলস্য**—পরিবারবর্গের; **আসীৎ**—হয়েছে; **ব্রাহ্মণেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **দুরত্যয়ঃ**—দুর্নিবার, অপ্রতিরোধ্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—ব্রাহ্মণদের দ্বারা আমাদের রাজবংশ অভিশপ্ত হয়েছে। এই ধরনের অভিশাপ অপ্রতিরোধ্য। তাই আমাদের চতুর্দিকেই বিপুল উপদ্রব উপস্থিত হচ্ছে।

শ্লোক ৩৫

ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং যাস্যামোঽদ্যৈব মা চিরম্ ॥ ৩৫ ॥

ন বস্তব্যম্—বাস করা অনুচিত; **ইহ**—এখানে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের; **জিজীবিষুভিঃ**—বেঁচে থাকতে আগ্রহী; **আর্যকাঃ**—হে শ্রদ্ধাস্পদ মানুষেরা; **প্রভাসম্**—প্রভাসতীর্থে; **সু-মহৎ**—অতি মহান; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **যাস্যামঃ**—আমরা যেতে পারি; **অদ্য**—আজই; **এব**—এমনকি; **মা চিরম্**—অবিলম্বে।

অনুবাদ

হে শ্রদ্ধাস্পদ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ, যদি আমরা বেঁচে থাকতে আগ্রহী থাকি, তা হলে এই জায়গায় আর আমাদের বাস করা উচিত নয়। চলুন, আজই আমরা প্রভাসতীর্থের মতো পুণ্য পবিত্র ধামে আজই চলে যাই। আর দেরি করা আমাদের উচিত নয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সহায়তা করবার জন্য তাঁর লীলাবিলাসের সময়ে বহু দেব-দেবতা পৃথিবীতে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদরূপে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যখন ভগবান তাঁর ভৌম লীলাবিলাস সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি এই সকল দেবতাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় তাঁদের নিজ নিজ পূর্ববর্তী সেবাদায়িত্বে প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ করেছিলেন। প্রত্যেক দেবতাকেই তাঁর যথাযথ কর্তব্যস্থল গ্রহধামে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। দিব্যধাম দ্বারকা নগরী এমনই পবিত্র ধাম যে, সেখানে যে মৃত্যুবরণ করে, সে তৎক্ষণাৎ নিজআলয়ে, ভগবদ্ধামে ফিরে যায়, কিন্তু যেহেতু যদুবংশের দেবতা-সদস্যগণ অনেক ক্ষেত্রেই ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তাঁদের দ্বারকা নগরীর বাইরে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ জীবের মতো ছল করে বলেছিলেন, "আমাদের সকলেই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এখনই আমাদের সকলকে প্রভাসে চলে যেতে হবে।" এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে যদুবংশের ঐ সকল দেবতা-সদস্যদের বিভ্রান্ত করেছিলেন, এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে পবিত্র প্রভাসতীর্থে চলে যান।

যেহেতু দ্বারকা পরম-মঙ্গলময় ধাম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর স্থান, তাই অশুভ ঘটনার ছায়ামাত্র সেখানে স্থান পেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, যদুবংশকে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা একান্তভাবেই শুভ লক্ষণ, তবে যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে তা অশুভ প্রতীয়মান হয়েছিল, তাই দ্বারকায় তা সংঘটিত হতে পারেনি, ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবদের দ্বারকা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেবতাদের নিজ নিজ গ্রহলোকে ফিরিয়ে দিয়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজস্বরূপে চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন এবং নিত্যধাম দ্বারকায় অবস্থান করতে ইচ্ছা করেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। প্রভাস নামে বিখ্যাত তীর্থস্থানটি ভারতের জুনাগড় অঞ্চলে বেরাবল রেলস্টেশনের কাছেই অবস্থিত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধের ত্রিংশতি অধ্যায়ে লিখিত হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে, যাদবেরা নৌকার সাহায্যে দ্বারকার দ্বীপনগরী থেকে মূল তটভূমিতে গিয়ে, তারপরে রথে আরোহণ করে প্রভাস অভিমুখে যাত্রা করে। প্রভাসক্ষেত্রে তারা মৈরেয় নামে এক প্রকার পানীয় রস পান করে এবং পরস্পরের মধ্যে কোলাহলে মত্ত হয়ে পড়ে। তা থেকে এক মহাযুদ্ধ ঘটে যায়, এবং কঠোর দণ্ডাঘাতে তথা এরকাদণ্ডের আঘাতে পরস্পরকে নিহত করতে করতে, যদুবংশের সকলে তাদের আপন ধ্বংসলীলায় প্রমত্ত হয়ে পড়ে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চতুর্ভুজ রূপের অভিব্যক্তি সহকারে একটি পিপ্পল বৃক্ষের নিচে তাঁর বাম পায়ের গোড়ালীতে কোকনদ পদ্মের মতো রক্তিম আভা নিয়ে সেটি ডান উরুতে রেখে বসে ছিলেন। জরা নামে একজন ব্যাধ প্রভাসতীর্থের সমুদ্র উপকূল থেকে লক্ষ্য করে, শ্রীভগবানের রক্তিমাভ শ্রীচরণপদ্মকে কোনও হরিণের মুখ মনে করেছিল এবং সেই দিকে তার তীর নিক্ষেপ করে দিয়েছিল।

সেই একই পিপ্পল বৃক্ষের নিচে যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসে ছিলেন, সেখানেই এখন একটি মন্দির আছে। ঐ গাছটির এক মাইল দূরে সমুদ্রতীরে আছে বীর প্রভঞ্জন মঠ এবং বলা হয়ে থাকে যে, এই স্থানটি থেকেই শিকারী জরা তার তীর নিক্ষেপ করেছিল।

শ্রীমধ্বাচার্যপাদ তাঁর রচিত *মহাভারত-তাৎপর্য নির্ণয়* গ্রন্থখানির উপসংহারে *মৌষল-লীলা* বিষয়ক নিম্নরূপ তাৎপর্য লিখেছেন। পরমেশ্বর ভগবান অসুরদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর নিজ ভক্তমণ্ডলীর ও ব্রাহ্মণদের বাক্য যাতে প্রতিপন্ন হয়, সেই অভিলাষেই, জড়জাগতিক শক্তিসম্পন্ন একটি শরীর সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে তীরটি বিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ভগবানের প্রকৃত চতুর্ভুজ রূপটিতে জরা ব্যাধের তীরটি কখনই স্পর্শ করেনি আর সেই জরাব্যাধ প্রকৃতপক্ষে ভৃগুমুনি নামে ভগবানের যথার্থ ভক্ত ছিলেন। পূর্ববর্তী কোনও একটি যুগে ভৃগুমুনি একদা ভগবান বিষ্ণুর বক্ষে তাঁর পাদস্পর্শ করেছিলেন। ভগবানের বক্ষে অযথা পাদস্পর্শ করার অপরাধের পরিণামে ভৃগু নিম্নবর্ণের ব্যাধ রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তবে এক মহান ভক্তরূপে ঐভাবে নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণের অভিশাপ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তকে ঐভাবে অধঃপতিত হয়ে থাকতে দেখে সহ্য করতে পারেননি। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, দ্বাপর যুগের শেষে যখন ভগবান তাঁর অভিব্যক্ত লীলা সংবরণ করছিলেন, তখন

তাঁর ভক্ত ভৃগু একজন ব্যাধ হয়ে জরা নামে ভগবানেরই মায়াবলে সৃষ্ট একটি জড়জাগতিক শরীরের মধ্যে তীর নিক্ষেপ করবে। তার ফলে ব্যাধ অনুতপ্ত হবে, তার অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পাবে, এবং বৈকুণ্ঠলোকে প্রত্যাবর্তন করবে।

সুতরাং, পরমেশ্বর ভগবান প্রভাস-তীর্থে তাঁর মৌষল লীলা বিস্তার করেছিলেন, যাতে তাঁর ভক্ত প্রীতিলাভ করে এবং অসুরগণ বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু বুঝতে হবে যে, এটি একটি মায়াময় লীলামাত্র। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কোনও জড়জাগতিক গুণাবলীই অভিব্যক্ত করেননি। ভগবান তাঁর মাতার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হননি। বরং, তাঁর অচিন্তনীয় ক্ষমতাবলে সন্তান প্রসব কক্ষের মধ্যেই তিনি অবতরণ করেছিলেন। এই মর্ত্য জগৎ থেকে পরিত্যাগ করে যাওয়ার সময়ে, তিনি ঐভাবেই অসুরদের বিভ্রান্ত করবার অভিলাষে এক মায়াময় পরিস্থিতির অবতারণা করেছিলেন। অভক্তজনদের বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে, ভগবান তাঁর জড়া শক্তির মাধ্যমে একটি মায়াময় শরীর সৃষ্টি করেছিলেন, সেই একই সঙ্গে তাঁর সচ্চিদানন্দ শরীররূপে স্বয়ং ব্যক্ত হয়েছিলেন, আর সেইভাবেই তিনি এক মায়াময়, জড়জাগতিক রূপের অধঃপতন অভিব্যক্ত করেছিলেন। এই ছলনা যথার্থই মূর্খ অসুরদের বিভ্রান্ত করে, তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত দিব্য সচ্চিদানন্দময় শরীরের পক্ষে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কখনই হয় না।

প্রভাসক্ষেত্রেও ভগবান পরশুরামের দ্বারা অভিব্যক্ত ভৃগুতীর্থ নামে অভিহিত তীর্থস্থান রয়েছে। সরস্বতী এবং হিরণ্যা নামে দুটি নদী যেখানে সমুদ্রের সাথে মিলিতভাবে বহমান হয়েছে, সেই স্থানটিকে ভৃগুতীর্থ নামাঙ্কিত করা হয়েছে, এবং সেখানেই ব্যাধ তাঁর তীর নিক্ষেপ করেছিল। *স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে* প্রভাসতীর্থের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। প্রভাসতীর্থ সম্পর্কিত বহু *ফলশ্রুতির* কথাও মহাভারতের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ কোনও পুণ্যক্রিয়া সম্পাদন করলে মানুষ যে সমস্ত বিবিধ প্রকার শুভফল আয়ত্ত করতে পারে, সেগুলির শাস্ত্রসম্মত বর্ণনাগুলিকে *ফলশ্রুতি* বলা হয়। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবান স্বয়ং বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করবেন প্রভাসক্ষেত্র দর্শন এবং সেখানে ধর্মাচরণের ফলে কি কি বিশেষ ফললাভ হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৬

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্ গৃহীতো যক্ষ্মণোডুরাট্ ।
বিমুক্তঃ কিল্বিষাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

যত্র—যেখানে; **স্নাত্বা**—স্নান করে; **দক্ষ-শাপাৎ**—প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপে; **গৃহীতঃ**—আক্রান্ত হয়ে; **যক্ষ্মণা**—যক্ষ্মা রোগে; **উডু-রাট্**—তারকারাজির অধিপতি চন্দ্র; **বিমুক্তঃ**—মুক্তিলাভ করে; **কিল্বিষাৎ**—তাঁর পাপময় কর্মফল থেকে; **সদ্যঃ**—অচিরে; **ভেজে**—তিনি লাভ করলেন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কলা**—তাঁর বিভিন্ন রূপ; **উদয়ম্**—ক্রমশ।

অনুবাদ

একদা ব্রহ্মার অভিশাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র প্রভাসক্ষেত্রে অবগাহন স্নানের ফলেই চন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁর পাপকর্মফল থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন এবং পুনরায় তাঁর বিভিন্ন রূপলাবণ্য ফিরে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭-৩৮

বয়ং চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৃন্ সুরান্ ।
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতান্ধসা ॥ ৩৭ ॥
তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ ।
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্ ॥ ৩৮ ॥

বয়ম্—আমরা; **চ**—ও; **তস্মিন্**—সেই স্থানে; **আপ্লুত্য**—স্নান করে; **তর্পয়িত্বা**—তর্পণ প্রদানে সুখী হয়ে; **পিতৃন্**—পরলোকগত পিতৃপুরুষদের; **সুরান্**—এবং দেবতাদের; **ভোজয়িত্বা**—ভোজন করিয়ে; **উশিজঃ**—আরাধ্য; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের; **নানা**—বিভিন্ন; **গুণ-বতা**—সুরুচিকর; **অন্ধসা**—খাদ্যসামগ্রী দিয়ে; **তেষু**—তাঁদের (ব্রাহ্মণদের) মধ্যে; **দানানি**—দানসামগ্রী; **পাত্রেষু**—দান গ্রহণের যোগ্য পাত্র; **শ্রদ্ধয়াঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপ্ত্বা**—বপন করে (অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে বিতরণ করে); **মহান্তি**—মহান্; **বৈ**—অবশ্য; **বৃজিনানি**—বিপদাপদ; **তরিষ্যামঃ**—আমরা অতিক্রম করব; **দানৈঃ**—আমাদের দান বিতরণের ফলে; **নৌভিঃ**—নৌকার সাহায্যে; **ইব**—যেন; **অর্ণবম্**—সাগর।

অনুবাদ

প্রভাসক্ষেত্রে স্নান করে, সেখানে পিতৃপিতামহ এবং দেবতাদের উদ্দেশে তর্পণ প্রদানে সুখী হয়ে, আরাধ্য ব্রাহ্মণবর্গকে বিবিধ প্রকার উপাদেয় সুরুচিকর খাদ্যসামগ্রী ভোজনে পরিতৃপ্ত করে এবং তাঁদেরই দানধ্যানের যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করে ঐশ্বর্যমণ্ডিত দানসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে, আমরা ঐ ধরনের পুণ্যকর্মের ফলে, সুনিশ্চিতভাবে এই সকল বিপদাপদই অতিক্রম করব, ঠিক যেভাবে যথোপযুক্ত নৌকার সাহায্যে মানুষ মহাসাগর অতিক্রম করে থাকে।

শ্লোক ৩৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুরুনন্দন ।
গন্তুং কৃতধিয়স্তীর্থং স্যন্দনান্ সময়ূযুজন্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **আদিষ্টাঃ**—উপদেশে; **যাদবাঃ**—যাদবগণ; **কুরু-নন্দন**—হে প্রিয় কৌরবগণ; **গন্তুম্**—যেতে; **কৃতধিয়ঃ**—মনস্থির করে; **তীর্থম্**—তীর্থস্থান; **স্যন্দনান্**—তাদের রথে; **সময়ূযুজন্**—তাদের অশ্বগুলি সংযোজন করলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুনন্দন, এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ লাভ করার পরে, যাদবেরা পুণ্যতীর্থ প্রভাসক্ষেত্রে চলে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেছিল, এবং তাই তাদের রথগুলিতে অশ্ব যোজনা করল।

শ্লোক ৪০-৪১

তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবো রাজন্ শ্রুত্বা ভগবতোদিতম্ ।
দৃষ্ট্বারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ৪০ ॥
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য জগতামীশ্বরেশ্বরম্ ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত ॥ ৪১ ॥

তৎ—তা; **নিরীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **উদ্ধবঃ**—শ্রীউদ্ধব; **রাজন্**—হে রাজা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **উদিতম্**—যা বলা হয়েছে; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **অরিষ্টানি**—অশুভ লক্ষণাদি; **ঘোরাণি**—ভয়াবহ; **নিত্যম্**—সর্বদা; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **অনুব্রতঃ**—বিশ্বস্ত অনুগামী; **বিবিক্তে**—সঙ্গোপনে; **উপসঙ্গম্য**—নিকটবর্তী হয়ে; **জগতাম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জঙ্গম প্রাণীকুলের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তাদের; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **শিরসা**—নতমস্তকে; **পাদৌ**—তাঁর শ্রীচরণে; **প্রাঞ্জলিঃ**—করজোড়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে; **তম্**—তাঁকে; **অভাষত**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে প্রিয় রাজন্, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিশ্বস্ত অনুগামী ছিলেন শ্রীউদ্ধব। যাদববর্গের প্রস্থান আসন্ন লক্ষ্য করে, তাদের কাছে ভগবানের নির্দেশাদির কথা শ্রবণ করে এবং অশুভ লক্ষণাদি অনুধাবন করে, তিনি সঙ্গোপনে পরমেশ্বর

ভগবানের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম নিয়ন্তার শ্রীচরণকমলে নতমস্তকে করজোড়ে প্রণত হয়ে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমতে, ভগবদ্ধামে বাস্তবিকই কোনও প্রকার দুর্বিপাক সৃষ্টি হতে পারে না। শ্রীভগবানের লীলাবিলাস সুসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই দ্বারকাধামে আপাতদৃষ্ট তুমুল ধ্বংসলীলার সংঘটন শ্রীভগবানের সৃষ্টি এক বাহ্যিক প্রদর্শন মাত্র। একমাত্র প্রামাণ্য আচার্যবর্গের বর্ণিত তাৎপর্য শ্রবণের মাধ্যমেই আমরা শ্রীকৃষ্ণলীলা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সামান্য একজন ঐতিহাসিক চরিত্র নন, এবং জড়জাগতিক যুক্তিতর্কের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে তাঁর কার্যকলাপে ব্যাখ্যা সীমাবদ্ধ করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিস্তার তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রদর্শন তথা অভিপ্রকাশ, অর্থাৎ সেই শক্তির ক্রিয়াকলাপ অতীব উচ্চপর্যায়ের আধ্যাত্মিক তথা চিন্ময় নিয়মনীতি অনুসারে সক্রিয় হয়ে থাকে, যে-বিষয়ে জ্ঞানান্ধ বদ্ধজীবগণ তাদের যৎসামান্য জড়জাগতিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কিছুই বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৪২

শ্রীউদ্ধব উবাচ

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন ।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে ভবান্ ।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ন যদীশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **দেব-দেব**—সকল দেবতার পরমদেবতা; **ঈশ**—হে পরম ঈশ্বর; **যোগ-ঈশ**—হে সকল যোগশক্তির অধিপতি; **পুণ্য**—যা কিছু পবিত্র; **শ্রবণ-কীর্তন**—হে প্রভু, আপনার কীর্তির গুণ-গান শ্রবণ ও কীর্তন; **সংহৃত্য**—অবসান করে; **এতৎ**—এইভাবে; **কুলম্**—বংশ; **নূনম্**—তেমন নয়; **লোকম্**—এই গ্রহলোক জগৎ; **সন্ত্যক্ষ্যতে**—একেবারে চিরকালের মতো বর্জনে প্রস্তুত; **ভবান্**—আপনি; **বিপ্র-শাপম্**—ব্রাহ্মণদের অভিশাপ; **সমর্থঃ**—যোগ্য; **অপি**—যদিও; **প্রত্যহন্ ন**—আপনি প্রতিহত করেননি; **যৎ**—যেহেতু; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান, দেবাদিদেব, কেবলমাত্র আপনার দিব্য মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমেই যথার্থ ধর্মভাব জাগ্রত হয়ে থাকে। হে ভগবান, মনে হয় যে, এখন আপনার রাজ্য আপনি সংবরণ করে নেবেন, এবং সেইভাবেই আপনি অবশেষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার লীলাবিস্তার

পরিত্যাগ করবেন। আপনি পরম নিয়ন্তা এবং সকল যৌগিক শক্তির অধিপতি। কিন্তু আপনার রাজবংশের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবর্গের অভিশাপের প্রতিবিধান করতে আপনি সম্পূর্ণ সক্ষম হলেও, আপনি তা করছেন না, এবং তাই আপনার অন্তর্ধান আসন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নিজ রাজবংশ কখনই ধ্বংস হতে পারে না; অতএব *সংহৃত্য* শব্দটির অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু এই জড় জগৎ পরিত্যাগ করে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি যাদবদের তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য, সাধারণ অজ্ঞ মানুষদের দৃষ্টিতে যদুবংশের প্রত্যাহার তথা অবলুপ্তি যেন ধ্বংস বলেই মনে হয়ে থাকে। শ্রীউদ্ধবের মন্তব্য অতি সুন্দরভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে *'দেব-দেব'*, অর্থাৎ সকল দেবতাদের মধ্যে পরম দেবতা রূপে অভিহিত করা হয়েছে, যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর অবতরণের মাধ্যমে দেবতাদের সকল সমস্যাদির সুচারুভাবে সমাধান তিনি করেছিলেন। ভগবান পৃথিবীকে দানবমুক্ত করেন এবং দৃঢ়ভাবে তাঁর ভক্তবৃন্দও ধর্মীয় নিয়মনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *যোগেশ* নামে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ তিনি কেবলমাত্র দেবতাদের অনুকূলেই কাজ করেছিলেন, তা নয়, তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁর অতীন্দ্রিয় গুণাবলী এবং ভাবোল্লাস সমন্বিত, অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যরূপও তিনি প্রকাশিত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে *পুণ্যশ্রবণকীর্তন* বলে অভিহিত করা হয়, কারণ যখন তাঁর অন্তরঙ্গা যোগশক্তিবলে তাঁর মানবরূপী দিব্যকর্ম অভিব্যক্ত করেন, তখন ভগবান তাঁর লীলাবিষয়ক অগণিত বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার প্রণয়নকার্যে উজ্জীবিত করেছিলেন। তার ফলে আমাদের মতো যারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে, তারাও ভগবানের লীলাবিষয়ক কীর্তিকথা শ্রবণ ও কীর্তন করতে সক্ষম হবে এবং নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতেও পারবে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সকল ভক্তমণ্ডলীর, এমনকি যাঁরা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদেরও সকলের দিব্য আনন্দ ও মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত করে, সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, এই জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে। উদ্ধব শ্রীভগবানের মনোবাঞ্ছা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "প্রভাসতীর্থে স্নান করে ব্রাহ্মণদের অভিশাপ খণ্ডন করবার জন্য আপনি যাদবদের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানরূপে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শনের

চেয়ে শুধুমাত্র কোনও একটি পুণ্যস্থানে স্নান সমাপনের অধিকতর মূল্য কেমন করে হতে পারে? যেহেতু যাদবেরা সদাসর্বদা আপনার দিব্যরূপ দর্শন করে থাকে, এবং আপনিই পরমেশ্বর ভগবান, তাই পবিত্রস্থান রূপে অভিহিত কোনও স্থানে তাদের স্নান করবার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? সুতরাং আপনার অবশ্যই অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে। যদি আপনি বাস্তবিকই অভিশাপ খণ্ডন করাতে অভিলাষ করতেন, তা হলে আপনি শুধুমাত্র বলতে পারতেন, " 'এই অভিশাপ ব্যর্থ হোক', এবং তা হলেই অভিশাপ মুহূর্তের মধ্যেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে অন্তর্ধান করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এবং সেই কারণেই আপনি অভিশাপের খণ্ডন করতে চাননি।"

শ্লোক ৪৩

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্ধমপি কেশব ।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥ ৪৩ ॥

ন—নই; **অহম্**—আমি; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি-কমলম্**—শ্রীচরণকমল; **ক্ষণ**—মুহূর্ত; **অর্ধম্**—অর্ধেকের জন্য; **অপি**—এমনকি; **কেশব**—হে কেশী দানবের হন্তা; **ত্যক্তুম্**—পরিত্যাগ করে; **সমুৎসহে**—সহ্য করতে পারি কি; **নাথ**—হে প্রভু; **স্ব-ধাম**—আপনার নিজধামে; **নয়**—কৃপা করে গ্রহণ করুন; **মাম্**—আমাকে; **অপি**—ও।

অনুবাদ

হে ভগবান কেশব, আমার প্রিয় প্রভু, এক মুহূর্তের জন্যও আমি আপনার শ্রীচরণকমল পরিত্যাগ করে থাকা সহ্য করতে পারি না। আমি প্রার্থনা করি, কৃপা করে আপনি আমাকে আপনার নিজ ধামে নিয়ে চলুন।

তাৎপর্য

শ্রীউদ্ধব উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে চলেছেন, এবং তাই ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিজধামে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির মাঝে তাঁর বিলীন হয়ে যাওয়ার কোনও অভিলাষ ছিল না; বরং তিনি ভগবানের দিব্যধামে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গ সখা রূপে সঙ্গলাভ অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি যা অভিলাষ করেন, তাই করতে পারেন, কিন্তু ভগবানের সেবার সুযোগের জন্য ভক্ত তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে থাকেন। যদিও ভগবান বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং মথুরায় তাঁর বিভিন্নধামে জড়জগতের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, এবং এই সকলই চিদ্জগতে তাঁর রূপ থেকে অবশ্যই অভিন্ন, তা সত্ত্বেও অতি

উন্নত ভক্তগণ ভগবানকে সাক্ষাৎরূপে সেবার অভিলাষে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন, তাই তাঁরা ভগবানের আদি চিন্ময় ধামে যেতে বিশেষ আগ্রহী হন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান কপিলদেব তাই বলেছেন, শুদ্ধভক্তবৃন্দের মুক্তিলাভের কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যেহেতু তাঁরা সেবা নিবেদনে আগ্রহাকুল থাকেন, তাই ভগবান তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন, সেই আকাঙ্ক্ষা তাঁরা করে থাকেন। ষড়গোস্বামীগণ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবায় আকুলতার জন্য বিশেষভাবে তাঁদের নাম ধরে ডেকে ডেকে বৃন্দাবনের বনে বনে একান্তভাবে অনুসন্ধান করতেন। সেইভাবেই, উদ্ধব ভগবানকে আকুলভাবে নিবেদন করছেন যেন ভগবান তাঁর নিজধামে নিয়ে যান যাতে উদ্ধব ভগবানের পাদপদ্মে সেবা নিবেদনে এক মুহূর্তের জন্য বিচ্ছেদ অনুভব না করেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন জড়জীবগণ মনে করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিতান্তই এক জীবাত্মামাত্র জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হয়ে আছেন এবং সেই কারণে ব্রাহ্মণদের অভিশাপ থেকে নিজের রাজবংশটাই রক্ষা করতে পারেননি। শ্রীউদ্ধবের বক্তব্য সেই সব হতভাগ্য মানুষদের সংশোধন করে দেয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পুণ্যবান জীবগণকে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মের অধিকার দিয়ে থাকেন এবং তারপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁর নিজেরই রাজবংশকে অভিশাপ দেওয়ার যোগ্যতাও তাদের অর্পণ করেন। আর অবশেষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই অভিশাপ অবিচল রাখেন, যদিও তিনি তা নস্যাৎ করবার ক্ষমতা রাখেন। অতএব, সব কিছুরই সূচনায়, মধ্যভাগে এবং শেষে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, এবং জড়জাগতিক মায়া অথবা জড়তার সামান্যতম স্পর্শ থেকেও তিনি সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় অস্পৃশ্য।

শ্লোক ৪৪

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্ ।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

তব—আপনার; **বিক্রীড়িতম্**—লীলা; **কৃষ্ণ**—হে শ্রীকৃষ্ণ; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য; **পরম-মঙ্গলম্**—পরম কল্যাণময়; **কর্ণ**—কানে শ্রবণের জন্য; **পীযূষম্**—অমৃত; **আসাদ্য**—স্বাদগ্রহণে; **ত্যজন্তি**—তারা বর্জন করে; **অন্য**—অন্যান্য বিষয়ে; **স্পৃহাম্**—তাদের বাসনা; **জনাঃ**—লোকেরা।

অনুবাদ

হে প্রিয় কৃষ্ণ, আপনার লীলাবৈচিত্র্য মানুষের পক্ষে একান্ত শুভপ্রদ এবং শ্রবণের পক্ষে পরম কল্যাণময় অমৃত। ঐসকল লীলার আস্বাদনের মাধ্যমে, অন্য সকল বিষয়ে তাদের বাসনাদি বর্জন করে।

তাৎপর্য

অন্যস্পৃহাম্ অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ বিনা অন্য কোনও বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা" বলতে স্ত্রীসম্ভোগ, পুত্রকন্যা, অর্থসম্পদ ভোগ, ইত্যাদি বোঝায়। পরিণামে, জড়বাদী মানুষ তাদের নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং তৃপ্তির জন্য ধর্মাচরণের মাধ্যমে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করতেও পারে, তবে সেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই হয় তুচ্ছ মূল্যহীন, কারণ চিন্ময় স্তরে শুদ্ধ আত্মা কেবলমাত্র ভগবানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দবিধান এবং ভগবানেরই সেবার কথা ভাবেন। সুতরাং, শুদ্ধ ভক্ত এক মুহূর্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করতে পারেন না, যদিও শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করতেও পারেন।

শ্লোক ৪৫

শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু ।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেমহি ॥ ৪৫ ॥

শয্যা—শয়নে; **আসন**—উপবেশনে; **অটন**—ভ্রমণে; **স্থান**—দণ্ডায়মানে; **স্নান**—স্নানে; **ক্রীড়া**—অবসর যাপনে; **অশন**—আহারে; **আদিষু**—এবং অন্যান্য কাজকর্মে; **কথম্**—কিভাবে; **ত্বাম্**—আপনি; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **বয়ম্**—আমরা; **ভক্তাঃ**—আপনার ভক্তগণ; **ত্যজেম**—ত্যাগ করতে পারে; **হি**—অবশ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা, তাই আপনি আমাদের পরম প্রিয়। আমরা আপনার ভক্তবৃন্দ, তাই কিভাবে আমরা আপনাকে বর্জন করে কিংবা আপনাকে ছাড়া এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারি? যখনই যেভাবে আমরা শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে, দণ্ডায়মান হয়ে, স্নানে, বিশ্রামে, আহারে, কিম্বা যে কোনও কাজে মগ্ন থাকি, আমরা সদা সর্বদাই আপনারই সেবায় নিয়োজিত রয়েছি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সকলেরই নিয়োজিত থাকা উচিত। কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণের ফলে এবং তাঁর সেবা নিবেদনের মাধ্যমে আমরা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কিছু উপভোগের চেষ্টায় মোহগ্রস্ত হওয়া বর্জন করতে পারি। আমরা যদি

ঐভাবে শ্রবণ ও সেবাকার্যে অবহেলা করি। তা হলে আমাদের মন ভগবানেরই মায়াশক্তির তাড়নায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবে, এবং সমস্ত জগৎ যেন শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হওয়ার ফলে, এই জায়গাটিকে আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় উপভোগেরই জন্য জায়গা মনে করব। এই বিপুল বিভ্রান্তি জীবমাত্রেরই জীবনে কেবলই নানা দুর্বিপাক ডেকে আনে।

শ্লোক ৪৬

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৪৬ ॥

ত্বয়া—আপনার দ্বারা; **উপভুক্ত**—ইতিপূর্বে উপভোগ হয়েছে; **স্রক্‌**—মাল্যের দ্বারা; **গন্ধ**—সুগন্ধি; **বাসঃ**—বস্ত্রাদি; **অলঙ্কার**—এবং গহনাদি; **চর্চিতাঃ**—সজ্জিত; **উচ্ছিষ্ট**—আপনার ভোজনের অবশিষ্টাংশ; **ভোজিনঃ**—আহার; **দাসাঃ**—আপনার সেবকগণ; **তব**—আপনার; **মায়াম্‌**—মায়াময় শক্তি; **জয়েম**—আমরা জয় করব; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

আপনি যে সকল পুষ্পমাল্য, সুগন্ধি তৈল, বস্ত্রাদি, এবং অলঙ্কারাদি ইতিপূর্বে উপভোগ করেছেন, শুধুমাত্র সেইগুলির দ্বারা আমাদের সজ্জিত করে, এবং আপনার ভোজনের অবশিষ্টাংশ আহার করে, আমরা আপনার দাসেরা সুনিশ্চিতভাবেই আপনার মায়াশক্তিকে জয় করব।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মায়াশক্তির কাছ থেকে মুক্তিলাভের জন্য শ্রীউদ্ধব ভগবানের কাছে আবেদন করেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত আপন পার্ষদরূপে শ্রীউদ্ধব নিঃসন্দেহে ছিলেন একজন সম্পূর্ণ মুক্তাত্মা। তিনি ভগবানের কাছে এই মর্মে প্রার্থনা জানাচ্ছেন যে, তিনি এক মুহূর্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বেঁচে থাকার কথা ভাবতেই পারেন না। এই ধরনের ভাবনাকেই বলা হয় ভগবৎ প্রেম। ভগবানকে উদ্দেশ্য করে শ্রীউদ্ধব এইভাবে বলছেন—"কখনও যদি আপনার মায়াশক্তি আমাদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করে, হে ভগবান, তা হলে আমরা অনায়াসেই তাকে আমাদের শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে জয় করতে পারব—সেই অস্ত্রগুলি হল আপনার ভোজনের অবশিষ্টাংশ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ, বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণপ্রসাদের দ্বারাই অনায়াসে আমরা মায়াকে অতিক্রম করব, এবং তার জন্য অযথা কল্পনার কোনই প্রয়োজন হবে না।"

শ্লোক ৪৭

বাতবসনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ৪৭ ॥

বাত-বসনাঃ—দিগম্বর (উলঙ্গ); **যে**—যারা হয়; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **শ্রমণাঃ**—কঠোর পারমার্থিক সাধকেরা; **ঊর্ধ্ব-মন্থিনঃ**—যাদের বীর্য মস্তকে ঊর্ধ্বগামী হয়ে থাকে; **ব্রহ্ম-আখ্যম্**—ব্রহ্ম নামে বিদিত; **ধাম**—(নিরাকার নির্বিশেষ) চিন্ময় ধাম; **তে**—তাদের; **যান্তি**—যেতে; **শান্তাঃ**—শান্ত; **সন্ন্যাসিনঃ**—সন্ন্যাস আশ্রমের মানুষেরা; **অমলাঃ**—নিষ্পাপ।

অনুবাদ

যে সকল দিগম্বর সন্ন্যাসীরা পারমার্থিক অনুশীলনে কঠোর প্রচেষ্টা করেন, যাঁরা তাঁদের বীর্য ঊর্ধ্বগামী করেন, যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রমের শান্ত এবং নিষ্পাপ, তাঁরা ব্রহ্মলোক লাভ করে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্*—পরমেশ্বর ভগবানের নিরাকার নির্বিশেষ সত্তার প্রতি যাঁরা আসক্ত হয়েছেন, তাঁদের অবশ্যই ব্রহ্মালোক প্রাপ্তির জন্য নির্বিশেষ মুক্তি অর্জনের পথে প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধন সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া *ভাগবতেও* বলা হয়েছে—*আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ কৃচ্ছ্রেণ*—কঠোর সংগ্রাম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে যোগীরা ব্রহ্মজ্যোতি নামে নির্বিশেষ জ্যোতিপথের দিকে উত্তরণের চেষ্টা করে থাকেন, কিন্তু তাঁরা আবার সেই জ্যোতি থেকে পথচ্যুত হয়ে জড় জগতেই অধঃপতিত হন, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন না।

ঈর্ষাজর্জরিত নির্বোধ মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের "অভিভাবকত্ব" সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে থাকে, কিন্তু এই সমস্ত মূর্খেরা তাদের নিজেদের শরীর, মস্তিষ্ক কিংবা শক্তিসামর্থ্যের সৃষ্টি বিষয়ে কোনও ভাবেই দায়িত্বগ্রহণ করতে পারে না, কিংবা বাতাস, বৃষ্টি, শাক-সবজি, ফলমূল, সূর্য, চন্দ্র এবং এইধরনের সবকিছুর দায়দায়িত্ব স্বীকার করতেও পারে না। পরোক্ষভাবে, তারা সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যেকটি মুহূর্তেই ভগবানের কৃপা নির্ভর করে রয়েছে এবং তা সত্ত্বেও দম্ভভরে জানায় যেন তারা ভগবানের আশ্রয় ভিক্ষা করতে চায় না, কারণ তারা বুঝি স্বনির্ভর সত্তা। আসলে, কিছু বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্তজীব এমনও মনে করতে থাকে যেন তারা নিজেরাই ভগবান, যদিও তারা বোঝাতেই পারে না কেন "ভগবান" যোগাভ্যাস করে সামান্য

সাফল্য লাভ করবার জন্য এত কষ্টকর পরিশ্রম করে চলেছে। তাই শ্রীউদ্ধব বলেছেন যে, নির্বিশেষবাদী এবং মধ্যপন্থাবলম্বীদের পথে না বিচরণ করে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ অতি সহজেই জাগতিক মায়াময় সকল প্রতিবন্ধকতার শক্তি অতিক্রম করে যায়, যেহেতু তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিসম্পন্ন শ্রীচরণকমলের আশ্রয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সর্বদাই অতীন্দ্রিয় দিব্যশক্তিসম্পন্ন পুরুষসত্তা, এবং যদি কেউ সুদৃঢ় মানসিকতা নিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণের মাধ্যমে দৃঢ়চিত্ত হয়ে সব কাজ করতে থাকে, তা হলে সেই মানুষও দিব্য অতীন্দ্রিয়ভাব অর্জন করে থাকে। নিজের চেষ্টায় লক্ষ কোটি বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম এবং পরিশ্রম করার চেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপালাভ করা অনেক মূল্যবান। ভগবানের কৃপালাভের জন্য মানুষকে সচেষ্ট হতে হবে, তখন পারমার্থিক দিব্য উপলব্ধির পথে সব কিছু অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠবে। এই কলিযুগে যে কোনও মানুষ ভগবানের পবিত্র নাম নিত্য জপকীর্তনের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করতে পারে, সেই সম্পর্কে শাস্ত্রের অনুমোদন রয়েছে এইভাবে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(*বৃহন্নারদীয় পুরাণ*)

সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপের সময় সর্বপ্রকার অপরাধশূন্য হয়ে অবিরাম শ্রবণ কীর্তন করতে থাকলে, অবশ্যই মানুষ শ্রীউদ্ধবের মতোই সুফল লাভ করতে পারে। শ্রীউদ্ধব ব্রহ্ম উপলব্ধির নামে তেমন কোনও কিছু চাননি, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র ভগবানের মুখচন্দ্রের মনোমুগ্ধকর স্মিতহাসির উন্মাদনাময় সুধাপান অবিরাম উপভোগ করতেই চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৮-৪৯

বয়ং ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু ।
ত্বদ্বার্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥ ৪৮ ॥
স্মরন্তঃ কীর্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্ ॥ ৪৯ ॥

বয়ম্—আমরা; **তু**—অন্যদিকে; **ইহ**—এই জগতে **মহাযোগিন্**—হে যোগীশ্রেষ্ঠ; **ভ্রমন্তঃ**—ভ্রমণরত; **কর্ম-বর্ত্মসু**—জড়জাগতিক কর্মপথে; **ত্বৎ**—আপনার; **বার্তয়া**—

বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে; **তরিষ্যামঃ**—উত্তরণ করব; **তাবকৈঃ**—আপনার ভক্তবৃন্দের সাথে; **দুস্তরম্**—অনতিক্রমণীয়; **তমঃ**—তমসা; **স্মরন্তঃ**—স্মরণের মাধ্যমে; **কীর্তয়ন্তঃ**—কীর্তনের মাধ্যমে; **তে**—আপনার; **কৃতানি**—ক্রিয়াকর্ম; **গদিতানি**—বাক্য; **চ**—ও; **গতি**—গতি; **উৎস্মিত**—উদ্ভাসিত স্মিতহাস্যে; **ঈক্ষণ**—দৃষ্টিপাতে; **ক্ষ্বেলি**—এবং প্রেমময় লীলাবিলাস; **যৎ**—যেগুলি; **নৃ-লোক**—মানব সমাজের; **বিড়ম্বনম্**—সুচতুর অনুকরণ।

অনুবাদ

হে যোগীশ্রেষ্ঠ, যদিও আমরা ফলাশ্রয়ী কর্মের পথে বদ্ধজীবের মতোই বিচরণ করছি, তবুও জানি আপনার ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্যে শুধুমাত্র আপনার লীলাকথা শ্রবণের মাধ্যমেই এই জড় জগতের অন্ধকার আমরা অবশ্যই উত্তীর্ণ হব। তাই আমরা সর্বদাই আপনার লীলাকথা ও বিস্ময়কর বাণী শ্রবণ এবং মহিমা প্রচারের মাধ্যমে দিনাতিপাত করে থাকি। আমরা পরমোল্লাসে আপনার প্রেমময় লীলাবিলাস স্মরণ করে থাকি এবং আপনার ভক্তবৃন্দের সাথে তা আলোচনা করি। হে ভগবান, আপনার সুমধুর লীলা এই জড়জগতেরই সাধারণ মানুষদের কার্যকলাপের মতোই আশ্চর্যভাবে সমান বলে মনে হতে থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে শ্রীউদ্ধব *ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু* কথাটি উচ্চারণের মাধ্যমে বিনম্রভাবে নিজেকে ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে বিজড়িত বদ্ধজীবদেরই মতো উপস্থাপন করেছেন। তা সত্ত্বেও, শ্রীউদ্ধব নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় লীলাকাহিনী এবং বাণী শ্রবণ, কীর্তন এবং মননে বিশেষভাবেই অনুরক্ত হয়ে আছেন বলেই, সুনিশ্চিতভাবে মায়ার অশুভ শক্তিরাশি অনায়াসেই অতিক্রম করে যেতে পারবেন। ঠিক তেমনই, শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

যদিও মানুষ আপাতদৃষ্টিতে এই জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে বিজড়িত মনে হয়ে থাকে, তা হলেও কেউ যদি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তা হলে তাকে মুক্তাত্মা বিবেচনা করা হয়। শ্রীউদ্ধব এখানে বলেছেন যে, দিগম্বর যোগী হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে কামনা বাসনার পথে মৈথুনাসক্ত হয়ে উলঙ্গ বানরের মতো নিত্য বিপদ সঙ্কুল জীবন যাপনের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র অমৃতময় নাম ও লীলা শ্রবণ-কীর্তনে জীবন অতিবাহিত করা অনেক বেশি কল্যাণকর এবং শুভফলদায়ক। শ্রীউদ্ধব এখানে ভগবানের সুদর্শনচক্রের কৃপা

ভিক্ষা করেছেন, কারণ ভগবানের লীলাবিলাস স্মরণ এবং কীর্তনের প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ চক্রের দিব্যজ্যোতি প্রতিভাত হয়ে থাকে। ভগবদ্ধামের চিন্তার মাধ্যমে অতুলনীয় আনন্দের মাঝে যে নিজেকে মগ্ন রাখে, তার পক্ষে অনায়াসেই সকল দুঃখবেদনা, মায়া বিভ্রান্তি এবং ভয়ভীতির আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। শ্রীউদ্ধব সেই বিষয়েই অনুমোদন করেছেন।

শ্লোক ৫০

শ্রীশুক উবাচ

এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ দেবকীসুত।
একান্তিনং প্রিয়ং ভৃত্যমুদ্ধবং সমভাষত ॥ ৫০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **বিজ্ঞাপিতঃ**—বলার পরে; **রাজন্**—হে রাজা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—শ্রীমতী দেবকীর পুত্র; **একান্তিনম্**—একান্তে; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **ভৃত্যম্**—ভৃত্যকে; **উদ্ধবম্**—শ্রীউদ্ধব; **সমভাষত**—তিনি বিশদভাবে বললেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে শোনার পরে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দেবকীপুত্র, তাঁর শুদ্ধ সেবক প্রিয় শ্রীউদ্ধবকে একান্তে উত্তর দিতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, বদ্ধ জীব তাদের চলাফেরা, হাসি তামাসা, কাজকর্ম এবং কথাবার্তার মাধ্যমে, কেবলই নিজেদের ক্রমশই জড়জাগতিক জীবনধারার মাঝে আবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু যদি তারা পরমেশ্বর ভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্তনে আত্মনিয়োগ করে, তা হলে তাদের বদ্ধ জীবনধারা থেকে মুক্ত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তের বন্ধন থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। পরম মুক্তিলাভের এই প্রক্রিয়া এখন বিশদভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তম ভক্ত শ্রীউদ্ধবের কাছে বর্ণনা করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'যাদবদের প্রভাসে প্রস্থান' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

ভগবান যাতে উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিজধামে প্রত্যাবর্তন করেন, তার জন্য উদ্ধবের ঐকান্তিক প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উত্তর এই অধ্যায়টিতে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের জন্য উদ্ধবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, এবং যখন উদ্ধব আরও বিশদ পরামর্শের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন ভগবান এক ব্রাহ্মণ অবধূতের জীবনে তাঁর চব্বিশজন গুরুর কাহিনীও বর্ণনা করেছিলেন।

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিন্ময়ধামে উদ্ধবকে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্ধবের প্রার্থনামূলক অনুনয় শুনলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি অবশ্যই তাঁর নিজ ধামে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী, কারণ তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সার্থকভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে এবং অচিরেই কলিযুগের দুর্ভাগ্য পৃথিবীকে গ্রাস করবে। তাই তিনি উদ্ধবকে তাঁর প্রতি মন সন্নিবিষ্ট করে তত্ত্বজ্ঞান ও আত্ম-উপলব্ধিমূলক দিব্যজ্ঞান আহরণের মাধ্যমে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। শ্রীভগবান তারপরে উদ্ধবকে আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, কলুষতার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে এবং সকল জীবের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে, এই অনিত্য অস্থায়ী জগতের সর্বত্র তাঁর পরিভ্রমণ শুরু করা উচিত, কারণ এই জগৎ একান্তভাবেই শ্রীভগবানের মায়াশক্তি এবং জীবগণের কল্পনাশক্তির সংমিশ্রিত অতিপ্রকাশ মাত্র।

উদ্ধব তখন বলেছিলেন যে, অনাসক্তির মনোভাব নিয়ে জড়জাগতিক সবকিছু বর্জন করার মধ্যে দিয়েই সর্বোত্তম শুদ্ধতা অর্জন করা যায়, কিন্তু পরমেশ্বর শ্রীভগবানের ভক্তগণ ছাড়া জীবগণের পক্ষে এই ধরনের অনাসক্তি আয়ত্ত করা অতীব কষ্টসাধ্য, কারণ তারা ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে থাকে। উদ্ধব কিছু উপদেশের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন যার মাধ্যমে যেসব মূর্খলোকেরা নিজেদের দেহকেই আত্মজ্ঞান করে থাকে, তাদের পরমেশ্বর ভগবানের আদেশানুক্রমে নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম সাধনে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারবে। ব্রহ্মার মতো মহান দেবতাগণও শ্রীভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত হতে পারেন না, কিন্তু উদ্ধব ঘোষণা করেন যে, তিনি স্বয়ং পরমতত্ত্বের একমাত্র যথার্থ শিক্ষাপ্রদাতা সর্বগুণসম্পন্ন, বৈকুণ্ঠধামের সর্বজ্ঞ অধিকর্তা এবং সকল জীবের একমাত্র যথার্থ বান্ধব ভগবান নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই কথা শুনে, পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মাই তাঁর নিজের গুরু। এই মানবদেহের মধ্যেই, ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উপায়ে জীবমাত্রেই পরমেশ্বর ভগবানের

অনুসন্ধান করতে পারে এবং অবশেষে তাঁকে লাভ করতে সক্ষম হয়। এই কারণে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে মানবদেহ রূপী জীবনধারা অতীব প্রীতিপ্রদ। এই প্রসঙ্গে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন ব্রাহ্মণ অবধূত এবং মহান নৃপতি যদুর মধ্যে প্রাচীনকালের এক বাক্যালাপ বর্ণনা করেছিলেন।

যযাতির পুত্র মহারাজ যদু একদা এক অবধূতের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, যিনি অত্যন্ত দিব্য ভাবোল্লাসে মগ্ন হয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করছিলেন এবং ঠিক যেন ভূতগ্রস্ত মানুষের মতোই দুর্বোধ্য আচরণে মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাজা সেই পুণ্যবান মানুষটিকে তাঁর ইতস্ততঃ ভ্রমণের এবং ভাব-তন্ময়তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তখন অবধূত তার উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি চব্বিশজন বিভিন্ন গুরুর কাছ থেকে নানা প্রকার উপদেশ অর্জন করেছেন—সেই গুরুরা হলেন পৃথিবী, বাতাস, আকাশ, জল, আগুন এবং আরও অনেকে। যেহেতু তিনি তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাই তিনি পৃথিবীতে মুক্ত অবস্থায় পর্যটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

পৃথিবী থেকে তিনি শিখেছিলেন কেমন করে বিনয়ী হতে হয়, এবং পৃথিবীর পর্বত এবং বৃক্ষ এই দুটি অভিপ্রকাশ থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেন, যথাক্রমে, কিভাবে অন্য সকলের সেবা করতে হয় এবং কিভাবে সারা জীবনটা অন্যের উপকারে উৎসর্গ করতে হয়। শরীরের মধ্যে প্রাণবায়ুরূপে অভিব্যক্ত বাতাস থেকে তিনি শিখেছিলেন কিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, এবং বহির্জগতের বাতাস থেকে তিনি শিখেছিলেন কিভাবে শরীর ও ইন্দ্রিয় উপভোগ্য সামগ্রীর মাধ্যমে নিষ্কলুষ হয়ে থাকা যায়। আকাশ থেকে তিনি শিখেছিলেন সকল জাগতিক বস্তুর মধ্যে যে আত্মা সর্বব্যাপী হয়ে রয়েছে, তা যেমন অদৃশ্য, তেমনই দুর্বোধ্য, এবং জল থেকে তিনি শিখেছেন কিভাবে স্বভাবত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা যায়। আগুন থেকে তিনি শিখেছিলেন কেমনভাবে কলুষিত না হয়েও সকল কিছু গ্রাস করা যায় এবং যে যা কিছু অর্পণ করছে, তার মধ্যে সমস্ত অশুভ বাসনা কিভাবে ধ্বংস করে ফেলা যায়। তিনি আগুন থেকে আরও শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, কিভাবে চিন্ময় আত্মা প্রত্যেকটি শরীরের মধ্যে প্রবেশলাভ করে এবং জ্ঞানের আলোক প্রদান করে এবং কিভাবে কোনও দেহধারীর জন্ম ও মৃত্যু নির্ধারণ করা অসম্ভব। চন্দ্র থেকে তিনি শিখেছিলেন কিভাবে জড়জাগতিক দেহ বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়। সূর্য থেকে তিনি জেনেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়উপভোগ্য বিষয়াদির সংস্পর্শে এসেও কিভাবে তা থেকে বিজড়িত হয়ে থাকার সম্ভাবনা দূর করা যায়, এবং তিনি আরও শিক্ষালাভ করেছিলেন কিভাবে আত্মার স্বরূপ দর্শনের ভিত্তিতে

দুটি বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি অর্জন করা যায় এবং আত্মার মিথ্যা দেহাত্মরূপ বুদ্ধির প্রভাব বর্জন করা সম্ভব। তিনি পায়রার কাছ থেকে শিখেছিলেন কিভাবে অত্যধিক স্নেহ ভালবাসা এবং অতিরিক্ত আসক্তি কারও পক্ষেই মঙ্গলজনক নয়। এই মানবদেহ মুক্তির মুক্ত দ্বার, কিন্তু কেউ যদি পায়রার মতো পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তা হলে তাকে এমন মানুষের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যে উচ্চস্থানে আরোহণ করেছে শুধুমাত্র সেখান থেকে আবার অধঃপতিত হওয়ার জন্যই।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

যদাথ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে।
ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসংমেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যৎ**—যা; **আথ**—তুমি বললে; **মাম্**—আমাকে; **মহাভাগ**—হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব; **তৎ**—তা; **চিকীর্ষিতম্**—যে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে আমি উদ্যোগী হয়েছি; **এব**—অবশ্যই; **মে**—আমার; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **ভবঃ**—দেবাদিদেব শিব; **লোক-পালাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহলোকের অধিপতিগণ; **স্বঃ-বাসম্**—বৈকুণ্ঠধামে; **মে**—আমার; **অভিকাঙ্ক্ষিণঃ**—তাঁরা আকাঙ্ক্ষা করছেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, পৃথিবী থেকে যদুবংশ উৎখাত করে বৈকুণ্ঠধামে আমার নিজধামে ফিরে যাওয়ার জন্য অভিলাষের কথা তুমি যথার্থই ব্যক্ত করেছ। তাই ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব এবং অন্য সকল গ্রহমণ্ডলীর অধিপতিরা এখন বৈকুণ্ঠে আমার নিজধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করছেন।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্বর্গলোকের গ্রহমণ্ডলীতে প্রত্যেক দেবতার নিজ নিজ ধাম রয়েছে। যদিও ভগবান বিষ্ণুকে দেবতাদের মধ্যে কখনও গণ্য করা হয়ে থাকে, তাঁর ধাম চিদাকাশে বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত। দেবতারা মায়ার রাজ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন নিয়ন্তা, কিন্তু বিষ্ণু মায়াশক্তি এবং অন্যান্য বহু চিন্ময় শক্তিরও অধিপতি। তাঁর নগণ্য দাসী মায়ার রাজ্যের অভ্যন্তরে তাঁর মহিমান্বিত বাসস্থান থাকে না।

পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু সকল দেবতাদের পরম প্রভু; দেবতাগণ তাঁরই বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ অবিচ্ছেদ্য সত্তা। তাঁরা নিজেরাই নগণ্য জীবাত্মা, তাই দেবতাগণ মায়াশক্তির প্রভাবাধীন থাকেন; কিন্তু ভগবান বিষ্ণু সর্বদাই মায়ার পরম নিয়ন্তা। পরমেশ্বর ভগবান সকল অস্তিত্বেরই উৎস এবং মূল সূত্র এবং জড় জগৎ তাঁর নিত্য চিন্ময় ধামেরই ক্ষীণ প্রতিবিম্ব, যেখানে সব কিছুই অশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং আনন্দদায়ক। বিষ্ণু পরম বাস্তব, এবং কোনও জীবই তাঁর সমকক্ষ কিংবা তাঁর চেয়ে ঊর্ধ্বে বিরাজ করতে পারে না। বিষ্ণু তাঁর নিজস্ব অতুলনীয় স্তরে বিরাজিত থাকেন, যাকে বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব, অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান। অন্যসকল বিশিষ্ট কিংবা অসামান্য জীবগণ ভগবানের কাছেই তাদের মর্যাদা এবং সামর্থ্যের জন্য ঋণী। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বিষ্ণুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণই সকল বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের অংশপ্রকাশের মূল সূত্র। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর ভিত্তি।

শ্লোক ২

ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্যমশেষতঃ ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ২ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **নিষ্পাদিতম্**—সম্পন্ন; **হি**—অবশ্য; **অত্র**—এই জগতের মধ্যে; **দেব-কার্যম্**—দেবতাদের আনুকূল্যে কাজ; **অশেষতঃ**—কিছু অবশিষ্ট না রেখে সম্পূর্ণভাবে; **যৎ**—যার জন্য; **অর্থম্**—কারণে; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেন; **অহম্**—আমি; **অংশেন**—আমার অংশপ্রকাশ, শ্রীবলদেব; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে, আমি এই পৃথিবীতে অবতরণকালে আমার অংশপ্রকাশ শ্রীবলদেবের সঙ্গে অবতরণ করেছিলাম, এবং দেবতাদের পক্ষে বিবিধ ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করি। এখানে আমার নির্দিষ্ট কাজ এখন শেষ হয়েছে।

শ্লোক ৩

কুলং বৈ শাপনির্দগ্ধং নঙ্ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ ।
সমুদ্রঃ সপ্তমে হ্যেনাং পুরীং চ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৩ ॥

কুলম্—এই যদুকুল; **বৈ**—সুনিশ্চিতভাবেই; **শাপ**—অভিশাপে; **নির্দগ্ধম্**—নির্বংশ হবে; **নঙ্ক্ষ্যতি**—ধ্বংস হবে; **অন্যোন্য**—পারস্পরিক; **বিগ্রহাৎ**—কলহের মাধ্যমে;

সমুদ্রঃ—সমুদ্র; **সপ্তমে**—সপ্তম দিনে; **হি**—অবশ্যই; **এনাম্**—এই; **পুরীম্**—নগরী; **চ**—ও; **প্লাবয়িষ্যতি**—জলপ্লাবিত হয়ে যাবে।

অনুবাদ

এখন ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশ অবশ্যই নিজেদের মধ্যে কলহের ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং আজ থেকে সপ্তম দিনে সমুদ্রের জল উত্থিত হবে এবং এই দ্বারকা নগরী প্লাবিত হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

বর্তমান এবং পরবর্তী শ্লোকগুলিতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বুঝিয়েছেন যে, জড় জগতের সকল আত্মপরিচিতি বর্জন করে তাঁকে অবিলম্বে আত্ম উপলব্ধির উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদুবংশ বাস্তবিকই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ধ্বংস হয়নি, তবে ব্রাহ্মণদের অভিশাপের মাধ্যমে জগতের দৃষ্টির বাইরে শুধুমাত্র অপসারিত হয়েছিল; সেইভাবেই, ভগবানের নিত্যধাম দ্বারকা কখনই সমুদ্রমগ্ন হতে পারে না। তবে, এই দিব্য নগরীর অভিমুখে বাইরে থেকে সকল গমনাগমনের পথই সমুদ্রবেষ্টিত ছিল, এবং তাই কলিযুগে নির্বোধ মানুষদের কাছে ভগবদ্ধাম অগম্য হয়ে গিয়েছিল, সেই বিষয়েই এই স্কন্ধটিতে পরে বর্ণনা করা হবে।

ভগবানের *যোগমায়া* নামে অভিহিত মায়াময় শক্তির সাহায্যে, তিনি তাঁর আপন রূপ, ধাম, পরিকর, লীলাবিলাস, পরিক্রমা, এবং অন্য সকল বিষয় অভিপ্রকাশিত করে থাকেন, এবং যথোপযুক্ত সময়ে তিনি এই সব কিছুই আমাদের সামান্য দৃষ্টিপথ থেকে অপসারিত করে থাকেন। যদিও বিভ্রান্ত বদ্ধ জীবেরা ভগবানের চিন্ময় শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে, তবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেরা তাঁর দিব্য অপ্রাকৃত আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব এবং আস্বাদন করতে পারে, যে বিষয়ে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে—*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্।* যদি মানুষ পূর্ণবিশ্বাসে ভগবানের এই দিব্য প্রকৃতির যথার্থ জ্ঞান আহরণ করতে পারে, তাহলে অবশ্যই সে নিজ আলয়, ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারবে, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ হতে পারবে।

শ্লোক ৪

যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ।
ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥ ৪ ॥

যর্হি—যখন; **এব**—অবশ্যই; **অয়ম্**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ত্যক্তঃ**—পরিত্যাগ করব; **লোকঃ**—পৃথিবী; **অয়ম্**—এই; **নষ্ট-মঙ্গলঃ**—সকল সৎগুণাবলী তথা

ধর্মবর্জিত; **ভবিষ্যতি**—তেমন হবে; **অচিরাৎ**—খুব শীঘ্রই; **সাধো**—হে সজ্জন; **কলিনা**—কলিযুগের ফলে; **অপি**—স্বয়ং; **নিরাকৃতঃ**—পরিপূর্ণ।

অনুবাদ

হে সজ্জন উদ্ধব, অদূর ভবিষ্যতে আমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করব। তখন, কলিযুগের প্রভাবে পরিপূর্ণ হয়ে পৃথিবী সকল প্রকার সৎগুণাবলী বর্জিত স্থান হয়ে উঠবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা ছিল কিছু বিলম্বে উদ্ধবকে তাঁর নিত্যধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। উদ্ধবের অসামান্য পারমার্থিক গুণাবলীর জন্যই, অন্যান্য সাধুপুরুষ যাঁরা ভগবদ্ভক্তি মার্গে এখনও উন্নতি করতে পারেননি, ভগবান তাঁকে সেই ধরনের মানুষদের মধ্যে তাঁর বাণী প্রচারের কাজে নিয়োজিত রাখতে অভিলাষ করেছিলেন। অবশ্য, উদ্ধবকে ভগবান আশ্বস্ত করেছিলেন যে, এক মুহূর্তের জন্য ভগবানের সঙ্গ লাভ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন না। তা ছাড়া, উদ্ধব যেহেতু তাঁর ইন্দ্রিয়াদির যথার্থ সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ সুচারুভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, তাই জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের প্রভাবে তিনি কখনই আক্রান্ত হবেন না। এইভাবে, ভগবদ্ধামে নিজ আলয়ে উদ্ধবকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে, ভগবান তাঁকে এক সবিশেষ গূঢ় উদ্দেশ্যমূলক ব্রতসাধনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন।

যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের সুমহান মর্যাদা স্বীকৃত হয় না, সেখানে তখন অনর্থক জল্পনা-কল্পনা খুবই প্রকট হয়ে উঠে, এবং মানসিক ধ্যান-ধারণার বিভ্রান্তির আবরণে বৈদিক জ্ঞান যথাযথভাবে শ্রবণের উপযোগী নিরাপদ ও যথার্থ পন্থা রুদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে, বিশেষত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, বাস্তবিকই লক্ষ কোটি গ্রন্থাদি শতসহস্র বিষয়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছে; তা সত্ত্বেও এই ধরনের মানসিক জল্পনা-কল্পনার বাতাবরণে মানব জীবনের একান্ত মূলগত সমস্যাদি সম্পর্কে মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার মধ্যেই রয়ে গিয়েছে—যেমন, আমি কে? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কোথায় যাচ্ছি? আমার আত্মা কি রকম? ভগবান কি?—এসব বিষয়ে মানুষ স্পষ্টভাবেই কিছুই জানে না।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগণিত বিস্ময়কর লীলাবিলাসের উৎস, এবং অসংখ্য বৈচিত্র্যময় আনন্দের সৃষ্টি তাঁর মধ্যে থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে। বস্তুত, তিনি নিত্য বিরাজিত আনন্দসুখের সমুদ্র। ভগবানের প্রেমময় সেবা নিবেদনের মাধ্যমে যে স্বরূপসত্তার আনন্দ লাভ হয়, তা থেকে যখন শাশ্বত আত্মা বঞ্চিত হয়ে থাকে, তখন সে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে উদ্বেলিত এবং বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তখন সে একটি জড়জাগতিক সামগ্রীকে ভাল আর অন্যটিকে খারাপ চিন্তা করার

মাধ্যমে, অসহায়ভাবে বিভিন্ন জড়জাগতিক উপভোগের পেছনে ছোটাছুটি করতে থাকে, এবং কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ সেই বিষয়ে তার নিজেরই বিচারবুদ্ধি অনবরত পরিবর্তন করতে থাকে। তাই সে কোনও শান্তি বা সুখ পায় না, নিত্য উদ্বেগের মধ্যে থাকে, এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির আকারে প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মের তাড়নায় অনবরত কষ্ট পেয়েই চলে।

এইভাবে বদ্ধজীব দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্তিস্বরূপ কলিযুগের মধ্যে জন্মগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে। কলিযুগে জীবগণ নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নিয়ত নানা দুর্ভোগ সহ্য করতে থাকলেও, সেই সঙ্গে নির্দয়ভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। কলিযুগে মানব সমাজ আদিম যুগের মানুষদের মতোই হিংস্র হয়ে উঠে, এবং লক্ষ কোটি নিরীহ প্রাণীকে খণ্ড বিখণ্ড করার উদ্দেশ্যে কসাইখানা খোলে। বিপুলাকারে যুদ্ধবিগ্রহ ঘোষণা হতে থাকে, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ, এমনকি নারী ও শিশুরাও অচিরে লোপ পেতে থাকে।

পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করলে জীব মায়াশক্তির কবলে অসহায় দুর্ভাগার মতো দিন কাটাতে থাকে। মায়ার দুর্দশা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে বিভিন্ন সমাধানের কথা কল্পনা করতেই থাকে, কিন্তু সেই সমাধানগুলিই মায়ার বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং তার ফলে হয়ত বদ্ধজীবের রেহাই পাওয়া সম্ভবই হয় না। প্রকৃতপক্ষে সেইগুলি কেবলমাত্র তার দুঃখদুর্দশা তীব্র করেই তোলে। পরবর্তী শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে উদ্ধবকে কলিযুগ পরিত্যাগ করতে এবং নিজ আলয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে কলিযুগে জন্মগ্রহণ করেছি, তাদের পক্ষেও এই উপদেশ বিবেচনা করা উচিত এবং অনতিবিলম্বে ভগবানের নিত্যধামে ফিরে গিয়ে সচ্চিদানন্দময় জীবন যাপনের জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় আয়োজন করা উচিত। জড়জাগতিক পৃথিবী, বিশেষত কলিযুগের ভয়াবহ দিনগুলিতে কখনই সুখময় স্থান হয় না।

শ্লোক ৫

ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে ।
জনোঽভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥ ৫ ॥

ন—না; **বস্তব্যম্**—থাকবে; **ত্বয়া**—আপনি; **এব**—অবশ্যই; **ইহ**—এইজগতে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ত্যক্তে**—যখন পরিত্যক্ত হয়; **মহীতলে**—পৃথিবীতে; **জনঃ**—লোকে; **অভদ্র**—পাপময়, অশুভ বস্তু; **রুচিঃ**—আসক্ত; **ভদ্র**—হে পাপমুক্ত ভদ্র; **ভবিষ্যতি**—হবেন; **কলৌ**—কলিযুগে; **যুগে**—এই যুগে।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, আমি এই জগৎ পরিত্যাগ করলে তোমার পক্ষে আর এইস্থানে থাকা উচিত হবে না। হে প্রিয় ভক্ত, তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু কলিযুগে মানুষ সকল প্রকার পাপকর্মে আসক্ত হবে; অতএব এখানে থেকো না।

তাৎপর্য

এই কলিযুগে, মানুষ একেবারেই জানে না যে, চিদ্‌জগতে ভগবানের যে সকল দিব্য লীলা প্রকটিত হয়ে থাকে, সেগুলি এই পৃথিবীতে অভিপ্রকাশের জন্য তিনি স্বয়ং আগমন করেন। পরমেশ্বর ভগবানের প্রামাণ্য আধিপত্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রকাশ করে কলিযুগের অধঃপতিত জীবেরা তীব্র কলহে লিপ্ত হয় এবং পরস্পরকে নির্দয়ভাবে পীড়ন করে থাকে। যেহেতু কলিযুগের মানুষ কলুষিত পাপময় ক্রিয়াকলাপে আসক্ত হয়ে থাকে, তাই তারা সকল সময়ে ক্রুদ্ধ, কামভাবাপন্ন এবং বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তিমূলক প্রেমময়ী সেবায় যাঁরা উত্তরোত্তর আত্মনিয়োগ করতে থাকেন, তাঁদের পক্ষে কখনই পৃথিবীতে বাস করবার আগ্রহ থাকা উচিত নয়, কারণ এই পৃথিবীর জনগণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে এবং ভগবানের সঙ্গে প্রেমময়ী সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলতে চায়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে পৃথিবীতে না থাকার জন্য উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছিলেন। বাস্তবিকই, *ভগবদ্গীতায়* ভগবান সমস্ত জীবগণের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন কোনও যুগেই জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথাও বসবাস করে না থাকে। অতএব কলিযুগের প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করে প্রত্যেক জীবেরই উপলব্ধি করা উচিত যে, এই জড়জগৎ মূলত অনাবশ্যক রীতিপ্রকৃতির জায়গা এবং তাই একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলের ভরসায় আত্মসমর্পণ করতে শেখা উচিত। উদ্ধবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, প্রত্যেক মানুষেরই তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হতে হবে।

শ্লোক ৬

ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু ।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্ ॥ ৬ ॥

ত্বম্—তুমি; **তু**—অবশ্যই; **সর্বম্**—সকল; **পরিত্যজ্য**—পরিত্যাগ করে; **স্নেহম্**—স্নেহ-ভালবাসা; **স্বজন-বন্ধুষু**—তোমার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতি; **ময়ি**—পরমেশ্বর ভগবান, আমার প্রতি; **আবেশ্য**—আবিষ্ট হয়ে; **মনঃ**—তোমার মন;

সম্যক্—সম্পূর্ণভাবে; **সম-দৃক্**—সমদৃষ্টিতে সব কিছু দর্শন করে; **বিচরস্ব**—বিচরণ করে; **গাম্**—পৃথিবীর সর্বত্র।

অনুবাদ

এখন তোমার সকল বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সকল প্রকার স্নেহ-ভালবাসার আসক্তি বর্জন করা উচিত এবং আমার প্রতি মন সমর্পণ করা প্রয়োজন। এইভাবে তুমি আমার প্রতি নিত্য আবিষ্ট হয়ে তুমি সব কিছু সমদৃষ্টিতে দর্শন করতে থাকবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ বীররাঘব আচার্য সমদৃষ্টি সম্পর্কে নিম্নধারা ভাবধারা অভিব্যক্ত করেছেন—*সমদৃক্ সর্বস্য ব্রহ্মাত্মকত্বানুসন্ধানরূপসমদৃষ্টিমান্*—"আত্ম-অনুসন্ধানের পথে নিয়োজিত মানুষকে সর্বদা সকল বিষয়ে পরম চিন্ময় প্রকৃতির অভিপ্রকাশ দর্শনের প্রয়াস করা উচিত।" এই শ্লোকে *ময়ি* শব্দটির অর্থ *পরমাত্মনি*। সকল বিষয়ের উৎস পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মন নিবদ্ধ করা উচিত। তাই মানুষ এই পৃথিবীতে তার জীবন অতিবাহিত করবার সময়ে সর্বদাই তার স্বল্পকাল মধ্যে সব কিছুই এবং সমস্ত মানুষকেই পরম তত্ত্ব, তথা পরমেশ্বর ভগবানেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ রূপে দর্শন করতে থাকবে, সেটাই উচিত। যেহেতু সকল জীবমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, তাই শেষ পর্যন্ত তাদের সকলেরই সমান চিন্ময় মর্যাদা রয়েছে। জড়া প্রকৃতিও শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রকাশ বলে, একই প্রকার চিন্ময় মর্যাদা সম্পন্ন, কিন্তু বস্তু এবং আত্মা যদিও পরমেশ্বর ভগবানেরই অভিপ্রকাশ, সেগুলি যথার্থই একই পর্যায়ের অস্তিত্ব নয়। *ভগবদগীতায়* বলা হয়েছে যে, চিন্ময় আত্মা ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তি, আর সেক্ষেত্রে জড়া প্রকৃতি তাঁর নিকৃষ্ট শক্তি। যাই হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সব কিছুর মধ্যেই সমভাবে বিরাজিত থাকেন, তাই এই শ্লোকের *সম-দৃক্* শব্দটি বোঝায় যে, প্রত্যেক মানুষকেই সব কিছুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণকেও সব কিছুর মধ্যে সমভাবে দর্শন করতে শেখা উচিত। এইভাবেই সমদৃষ্টি অনুশীলনের মাধ্যমে এই জগতের মধ্যে বিদ্যমান বিবিধ বস্তুর পরিপক্ব জ্ঞান আয়ত্ত করা যথার্থই যুক্তিযুক্ত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন, "পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অভিব্যক্ত তাঁর লীলাবিলাসের অন্তে, তাঁর মনের মধ্যে এইভাবে চিন্তা করেছিলেন—"পৃথিবীতে আমার লীলাবিস্তারের সময়ে, আমার যে সকল ভক্তবৃন্দ আমাকে আকুলভাবে দর্শন করতে অভিলাষ করেছিল, আমি তাদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছি। রুক্মিণী প্রমুখ বহু সহস্র মহিষীদের

আমি স্বয়ং অপহরণের পরে যথাবিহিত বিবাহ করেছি এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপায়ে অগণিত অসুরকে আমি বধ করেছি। বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, হস্তিনাপুর এবং মিথিলার মতো শহরগুলিতে বহু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সভা সমিতি, পুনর্মিলনী ও নানা উৎসবে আমি যোগদান করেছি, এবং ঐভাবে লীলাবিস্তারের মাধ্যমে আসা-যাওয়ার ফলে আমি সদাসর্বদাই ব্যস্ত হয়েছিলাম।

তা ছাড়াও পৃথিবীর নিচে পাতাল লোকেও অবতীর্ণ হয়ে সেখানে অবস্থিত আমার মহান ভক্তদের কাছে সাক্ষাৎ সঙ্গ প্রদানেরও আয়োজন আমি করেছিলাম। আমার মাতা দেবকীকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং কংসের দ্বারা নিহত তাঁর ছয় মৃত পুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য, আমি সুতল লোকে অবতরণ করেছিলাম এবং আমার মহান ভক্ত বলী মহারাজকে আশীর্বাদ করেছিলাম। আমার দীক্ষাগুরু সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি স্বয়ং রবিনন্দন, অর্থাৎ যমরাজের আলয়ে গিয়েছিলাম, এবং তাই তিনি আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমার স্ত্রী সত্যভামার জন্য আমি পারিজাত পুষ্প অপহরণের উদ্দেশ্যে স্বর্গে যাওয়ার সময়ে মাতা অদিতি এবং কশ্যপ মুনির মতো স্বর্গবাসীদেরও আশীর্বাদ করেছিলাম। নন্দ, সুনন্দ এবং সুদর্শনের মতো মহাবিষ্ণুর ধামনিবাসীদের সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে, আমি হতভাগ্য এক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রদের উদ্ধারের জন্য মহাবৈকুণ্ঠলোকে গিয়েছিলাম। এইভাবে, আমার দর্শনলাভে আকুল অগণিত ভক্তগণ তাদের প্রার্থিত বস্তু লাভ করেছে।

দুর্ভাগ্যবশত বদরিকাশ্রমের নরনারায়ণ ঋষি এবং তাঁর সাথে বসবাসকারী মহান পরমহংস মুনিরা আমাকে দর্শনে বিশেষ আকুল হলেও কখনই তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূরণে সক্ষম হইনি। পৃথিবীতে আমি ১২৫ বছর ছিলাম, এবং নির্ধারিত সময় এখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমার লীলাবিস্তারে ব্যস্ত হয়ে থাকার ফলে, এই মহান ঋষিবর্গকে আমার আশীর্বাদ প্রদান করতে আমি পারিনি। তা সত্ত্বেও, উদ্ধব বাস্তবিকই আমারই সম পর্যায়সম্পন্ন। সে মহান ভক্ত এবং আমারই দিব্য ঐশ্বর্যবান। তাই, বদরিকাশ্রমে পাঠানোর পক্ষে সে-ই যথার্থ ব্যক্তি। জড় জগৎ থেকে নিরাসক্ত হওয়ার উপযোগী সম্পূর্ণ দিব্য জ্ঞান আমি উদ্ধবকে প্রদান করব, এবং তার ফলে বদরিকাশ্রমের যথার্থ ঋষিবর্গকে মায়ার রাজ্য থেকে অতিক্রমের বিজ্ঞান বিষয়ক এই জ্ঞান সে প্রদান করতে পারবে। এইভাবেই আমার পাদপদ্মে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতি তাদের শেখাতে সে পারবে। আমার প্রতি ঐ ধরনের প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবা অতীব মূল্যবান সম্পদ, এবং সেই জ্ঞান সম্পদ শ্রবণের মাধ্যমে নরনারায়ণের মতো মহর্ষিগণের বাসনা পরিপূর্ণ হবে।

যে সকল মহাত্মাগণ আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা সর্বদা'ই জড় জগৎ থেকে নিরাসক্ত হয়ে দিব্য জ্ঞানে ভূষিত হয়ে থাকেন। কখনও তাঁরা ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে গভীরভাবে আত্মস্থ থাকার ফলে, মনে হতে পারে তাঁরা আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন। অবশ্য, যে শুদ্ধভক্ত আমার প্রতি প্রেমভাবাপন্ন হওয়ার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, তাঁর সেই আন্তরিক ভক্তিভাবের ফলে তিনি সদাসর্বদাই সুরক্ষিত থাকেন। যদি কখনও তেমন কোনও ভগবদ্ভক্তকে আমার প্রতি অবহেলার মাধ্যমে তাঁর মন গভীরভাবে নিবদ্ধ না রাখতে পারার ফলে অকস্মাৎ জীবন ত্যাগ করতে হয়, তাহলে তেমন ভক্তেরও প্রেমভাব এমনই শক্তিধারণ করে যে, তার ফলে তিনি সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত হয়ে থাকেন। কোনও সময়ে অস্থায়ী মুহূর্তের বিস্মৃতির ফলেও তেমন ভক্তিভাব ভক্তকে আমার চরণপদ্মে নিয়ে আসে, যা সাধারণ জড়জাগতিক মানুষের দৃষ্টিবহির্ভূত রহস্যময় বিষয় হয়েই থাকে। উদ্ধব আমার প্রিয় শুদ্ধভক্ত। আমার সম্পর্কে জ্ঞান এবং এই জগৎ থেকে অনাসক্তি তার মধ্যে আবার জাগ্রত হয়েছে কারণ সে আমার সঙ্গ কখনই ত্যাগ করতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিষ্ঠাবান সেবকেরা তাদের গুরুদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারের বিপুল প্রচেষ্টা করে চলেছেন। বর্তমানে কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনের হাজার হাজার ভক্ত, পৃথিবীর সকল অংশে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে দিব্য শাস্ত্র প্রচার এবং জনগণকে তার মাধ্যমে উদ্দীপিত করে তোলার জন্য কাজ করে চলেছেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভক্তবৃন্দের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ থাকে না, তবে শুধুমাত্র তাঁদের গুরুদেবের প্রীতিসাধনের বাসনায় তাঁর গ্রন্থাবলী বিতরণ করতে থাকেন। যেসব লোকে এই সমস্ত গ্রন্থাবলী গ্রহণ করে, সচরাচর কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের কোনই পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের থাকে না, তা সত্ত্বেও যে সকল ভক্তদের সঙ্গে তারা মিলিত হয়, তাদের সরলতায় তারা এমনই বিমোহিত হয় যে, তারা পরমাগ্রহে গ্রন্থাদি ও পত্রিকাদি ক্রয় করে থাকে। কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন প্রচারের বিপুল সেবাযজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, ভক্তগণ অনলসভাবে দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছে, কারণ তারা প্রেমময় ভক্তিভাবের স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ঐ ধরনের কর্মব্যস্ত ভক্তদের প্রায়ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল প্রত্যক্ষভাবে চিন্তা করবার অবকাশ হয়ে ওঠে না, তা হলেও ঐ ধরনের প্রেমময় ভক্তি নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, এবং তাদের সেবায় প্রীতিলাভ করার ফলে, ভগবান স্বয়ং আবার তাঁর স্বরূপের প্রতি তাদের অভিনিবিষ্ট মনোনিবেশ

জাগ্রত করে দেবেন। ভক্তিযোগের এমনই সৌন্দর্য, যা পরম কৃপাময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপানির্ভর। জড়জাগতিক সুখভোগের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ প্রেম অর্জন, এবং জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করে যাওয়ার এটাই একমাত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ পন্থা। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪০) তাই বলা হয়েছে—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

ভাগবতের বর্তমান আলোচ্য শ্লোকটির মধ্যেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের মধ্যে তথাকথিত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের মায়াময় আসক্তি বর্জনের জন্য উদ্ধবকে পরামর্শ দিয়েছেন। বাস্তবিকই পরিবার পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সংস্রব বর্জন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে, কিন্তু বোঝা উচিত যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেকটি বিষয়ই ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে। যখনই কেউ মনে করে, "এটা আমার নিজের পরিবারগোষ্ঠী", তখনই মানুষের ধারণা হবে যে, জড় জগতটা পারিবারিক জীবন উপভোগেরই জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেইমাত্র মানুষ তার নিজের পরিবারবর্গ বলতে যা বোঝায়, তার প্রতি আসক্ত হয়, তখনই মিথ্যা মর্যাদাবোধ এবং জড়জাগতিক অধিকারবোধ জাগ্রত হয়। বাস্তবিকপক্ষে, প্রত্যেকেই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ মাত্র এবং তাই, পারমার্থিক স্তরে, অন্য সকল জীবের সাথেই তার সম্পর্ক রয়েছে। তাকে বলা হয় কৃষ্ণসম্বন্ধ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাথে স্বরূপ সম্বন্ধ। একই সঙ্গে সমাজের তুচ্ছ জড়জাগতিক ধারণা, বন্ধুত্ব আর ভালবাসার প্রবৃত্তি নিয়ে পারমার্থিক সচেতনতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নতিলাভ করা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণসম্বন্ধের উচ্চতর দিব্য স্তরেই সকল প্রকার পার্থিব সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধের উপলব্ধি অভ্যাস করাই বাঞ্ছনীয়, যার অর্থ এই যে, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বন্ধ-সম্পর্কযুক্ত সত্তারূপে বিবেচনা করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণের সাথে যেব্যক্তি তার স্বরূপ সম্বন্ধের স্তরে অবস্থান করে থাকে, তার পক্ষে সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত বলে সহজেই বোধগম্য হয়। তার ফলেই যে দেহ, মন ও বাক্যের সমস্ত তুচ্ছ প্রয়োজনাদি বর্জন করে এবং ভগবানের ভক্ত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে। এই ধরনের মহাপুরুষকেই গোস্বামী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি বলা হয়। জীবনের এই অবস্থাটিকে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) বলা হয়েছে *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা*—দিব্য ভাবময় স্তরে মানুষ সম্পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করে থাকে।

শ্লোক ৭

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণং চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্ ॥ ৭ ॥

যৎ—যা; **ইদম্**—এই জগৎ; **মনসা**—মনের সাহায্যে; **বাচা**—বাক্যের সাহায্যে; **চক্ষুর্ভ্যাম্**—চক্ষুর মাধ্যমে; **শ্রবণ-আদিভিঃ**—শ্রবণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে; **নশ্বরম্**—অনিত্য; **গৃহ্যমাণম্**—যা গৃহীত অর্থাৎ উপলব্ধ হয়েছে; **চ**—এবং; **বিদ্ধি**—তোমার জানা উচিত; **মায়া-মনঃ-ময়ম্**—মায়ার প্রভাবেই তা শুধু সত্য বলে ধারণা হয়ে থাকে।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, তোমার মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে যে জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্য করছ, তা নিতান্তই মায়াময় সৃষ্টি, যাকে মানুষ মায়ার প্রভাবে সত্য বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, তোমার জানা উচিত যে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে জ্ঞাত সবকিছুই অনিত্য অস্থায়ীমাত্র।

তাৎপর্য

প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, জড় জগতের সর্বত্রই আমরা যেহেতু ভাল এবং মন্দ সব কিছুই দেখে থাকি, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেমন করে উদ্ধবকে সব কিছুই সমভাবে দেখতে উপদেশ দিতে পারলেন? এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, স্বপ্ন যেমন এক ধরনের মানসিক সৃষ্টি, তেমনই জড়জাগতিক ভাল এবং মন্দ বিচারও নিতান্তই মায়াময় শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র।

ভগবদ্গীতায় তাই বলা হয়েছে—*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু, কারণ সব কিছুর মধ্যেই তিনি রয়েছেন এবং সব কিছু তাঁরই মধ্যে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ *সর্বলোকমহেশ্বরম্*, সকল বিশ্বজগতের ভগবান এবং সর্বময় প্রভু। শ্রীকৃষ্ণ থেকে কোনও কিছু ভিন্ন রূপে দর্শন উপলব্ধি করা নিতান্তই মায়া, এবং যে কোনও প্রকার জড়জাগতিক মায়ার প্রতি আকর্ষণ, তা ভাল বা মন্দ যাই হোক, পরিণামে ব্যর্থ হয়, যেহেতু সেই সকলই জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে জীবকে অবিরাম ভ্রাম্যমাণ থাকতে বাধ্য করে।

দৃষ্টি, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শের অভিজ্ঞতাগুলি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করে। সেইভাবেই, কণ্ঠ, হস্ত, পদ, পায়ু এবং উপস্থ নিয়ে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। সকল প্রকার জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রে স্থাপিত মনের চতুর্দিকে এই দশটি ইন্দ্রিয় সাজানো আছে। যখনই জীব কোনও জড় সামগ্রী তথা বিষয় আত্মসাৎ করতে অভিলাষী হয়, তখন সে জড়া

প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই সে বাস্তবের নানাবিধ দার্শনিক, রাজনৈতিক, এবং সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মনগড়া কল্পনা করতে থাকে, কিন্তু কখনই বোঝে না যে, পরম তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়গুলির কলুষিত উপলব্ধির ঊর্ধ্বে বিরাজমান রয়েছেন। সম্প্রদায়, জাতীয়তা, দলগত ধর্ম, রাজনৈতিক অনুমোদন ইত্যাদির মতো জড়জাগতিক উপাধির মায়াজালে যে আবদ্ধ, সে তার দেহটিকে অন্যান্য দেহগুলির সঙ্গে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপলব্ধির বিষয়বস্তুগুলির মাধ্যমে আত্মসাৎ করে চিন্তা করতে থাকে যে, এই সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়বস্তুগুলিই সুখ এবং তৃপ্তিলাভের উৎস। দুর্ভাগ্যবশত, সমগ্র জড় জগৎ, যে সকল ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে তা উপলব্ধি করা যায় সেইগুলি সমেত, নিতান্তই অস্থায়ী অনিত্য সৃষ্টি, যা পরমেশ্বর ভগবানের মহাকালের শক্তিতে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই। আমাদের বুদ্ধিহীন আশাভরসা এবং স্বপ্নবিলাস সত্ত্বেও, এই জড়জাগতিক স্তরে যথার্থ কোনও প্রকার সুখই নেই। যথার্থ সত্য কখনই জড়জাগতিক বিষয় নয়, এবং তা অস্থায়ীও নয়। যথার্থ সত্যকে বলা হয় *আত্মা*, অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী প্রাণসত্তা, এবং সকল নিত্যস্থায়ী প্রাণসত্তা স্বরূপ আত্মাই পরম সত্তা। তাঁকেই বলা হয় পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর স্বরূপ পরিচয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্তনীয়, দিব্য রূপের উপলব্ধির মধ্যেই জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হতে থাকে। সব কিছুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই সব কিছু রয়েছে, এই তত্ত্ব যে উপলব্ধি করে না, নিঃসন্দেহে সে মানসিক কল্পনার স্তরে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরনের মায়াময় অস্তিত্বের পরিবেশ থেকে নিরাসক্ত থাকতে হবে বলে উদ্ধবকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

শ্লোক ৮

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্ ।
কর্মাকর্মবিকর্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা ॥ ৮ ॥

পুংসঃ—কোনও মানুষের; **অযুক্তস্য**—যার মন সত্য থেকে বিচ্যুত; **নানা**—নানাপ্রকার; **অর্থঃ**—মূল্য বা অর্থ; **ভ্রমঃ**—ভ্রান্তি; **সঃ**—যা; **গুণ**—যা ভাল; **দোষ**—যা মন্দ; **ভাক্**—সম্বলিত; **কর্ম**—অবশ্য কর্তব্য; **অকর্ম**—বিধিবদ্ধ কর্মে অবহেলা; **বিকর্ম**—নিষিদ্ধ কর্ম; **ইতি**—এইভাবে; **গুণ**—ভাল; **দোষ**—মন্দ; **ধিয়ঃ**—যে চিন্তা করে; **ভিদা**—পার্থক্য।

অনুবাদ

যে মানুষের চেতনা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তার কাছে সব কিছুর মূল্য এবং ব্যাখ্যা নানাভাবে প্রতিভাত হতে থাকে। তার ফলে সে জাগতিক ভাল-মন্দের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে এবং সেই প্রকার ধারণায় আবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই ধরনের জাগতিক উভয় প্রকার ভাবনাচিন্তার ফলে মানুষ বিধিবদ্ধ কর্মে অবহেলা (অকর্ম), নিষিদ্ধ কর্মে আগ্রহ (বিকর্ম) এবং কর্ম (অবশ্য কর্তব্য) সম্পাদনেরও চেষ্টা করে চলে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে মায়াবিকারগ্রস্ত মানসিকতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। *অযুক্তস্য* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের ভাবনায় তার মন অভিনিবিষ্ট করে না। *ভগবদ্‌গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব রূপে সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন, এবং সব কিছুই ভগবানের মধ্যে বিরাজ করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, কোনও নারী যখন কোনও পুরুষকে ভালবাসে, তখন সে তাকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে থাকে, এবং সে প্রতিদিন তাকে বিভিন্ন পোশাকে ভূষিত অবস্থায় লক্ষ্য করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেই নারী পোশাক দেখতে আগ্রহী নয়, বরং পুরুষটিকেই দেখতে চায়। ঠিক তেমনই, প্রত্যেক জড় বস্তুর মধ্যেই পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন; তাই ভগবৎপ্রীতি যার মধ্যে জেগেছে, সে সর্বত্রই সর্বদাই ভগবানকে লক্ষ্য করতে থাকে, এবং ভগবানকে আবৃত করে রেখেছে যে সমস্ত বাহ্যিক জড় পদার্থ, কেবল সেগুলিকেই দেখে, তা নয়।

এই শ্লোকে *অযুক্তস্য* শব্দটি বোঝায় যে, বাস্তবতার পর্যায়ে উপনীত হতে যে পারেনি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবাকার্যের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে যে-মানুষ, সে জড়জাগতিক অভিজ্ঞতা-অনুভূতির অগণিত রূপ এবং সৌরভ উপভোগ করতেই সচেষ্ট হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সমুন্নত সত্তা সম্পর্কে কোনও প্রকার ধারণার অভাবে, বিভ্রান্ত জীবের পক্ষে তার স্বরূপ সত্তার উপযুক্ত কার্যাবলীর বিষয়ে অজ্ঞতার জন্যই এই ধরনের অনিত্য অস্থায়ী মায়াময় ক্রিয়াকর্মে তাকে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। জড় পদার্থময় পৃথিবীর মধ্যে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য রয়েছে। কুকুরদের মধ্যে খাঁটি জাতের কুকুরও রয়েছে, আবার নানা বেজাতের কুকুরও থাকে, এবং ঘোড়ারাও শুদ্ধ জাতের হয়, কখনও-বা নানা রঙের মিশ্র জাতের ঘোড়াও হয়। তেমনই, কিছু মানুষ সুন্দর এবং শিক্ষিত মার্জিত হয়, আবার অন্যেরা বোকা নির্বোধ এবং সাদাসিধেও হয়ে থাকে। কিছু মানুষ ধনী আর কিছু

মানুষ দরিদ্র। প্রকৃতির মাঝেও আমরা দেখি উর্বর জমি আর অনুর্বর জমি, ঘন জঙ্গল আর রুক্ষ মরুভূমি, অমূল্য রত্ন আর বর্ণহীন পাথর, প্রবহমান স্বচ্ছ নদী আর বদ্ধ নোংরা জলাডোবা। মানব সমাজে আমরা দেখি সুখ আর দুঃখ, ভালবাসা আর ঘৃণা, জয় এবং পরাজয়, যুদ্ধ এবং শান্তি, জীবন আর মৃত্যু, এবং আরও কত কী। তবে, এই সমস্ত পরিস্থিতির কোনটার সঙ্গেই আমাদের কোনও রকম স্থায়ী সম্বন্ধ থাকে না, কারণ আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ স্বরূপ নিত্য চিন্ময় আত্মা। বৈদিক সংস্কৃতি এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মানুষই শুধুমাত্র তার কর্তব্যকর্ম পালনের মাধ্যমে আত্ম উপলব্ধির সার্থকতা অর্জন করতে পারি। *স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ* (*গীতা* ১৮/৫৪)। কোনও কোনও বদ্ধজীব অবশ্য বিশ্বাস করে যে, সাধারণভাবে পারমার্থিকতা বিহীন কাজকর্ম পরিবার-পরিজন, দেশ-জাতি, মানব সমাজ এবং ঐ ধরনের ক্ষেত্রে সাধন করতে পারলেই জীবনে সম্পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করা যেতে পারে। অন্য সকলে ভগবৎ সেবা কিংবা উচ্চ ধারণায় তুচ্ছ কাজকর্ম করতেও আগ্রহবোধ করে না, এবং আরও অনেকে আছে যারা সম্পূর্ণ পাপ জীবন-যাপনই করে থাকে। ঐ ধরনের পাপময় মানুষগুলি সচরাচর মধ্যাহ্নের পরে ঘুম থেকে জেগে উঠে সারা রাত জেগে থাকে, নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে এবং অবৈধ মৈথুনাচরণ করে। তমোগুণ অর্থাৎ অজ্ঞানতা বশতই ঐ ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন নারকীয় জীবনধারা গড়ে ওঠে। এই শ্লোকটির মধ্যে তাই বলা হয়েছে যে, অজ্ঞানতার প্রভাবে এই ধরনের কাজকর্মকেই *বিকর্ম* বলা হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, জড়জাগতিক কাজকর্মে দায়িত্ববান লোক কিংবা জড়জাগতিক কাজকর্মে দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক, অথবা পাপকর্মে লিপ্ত কোনও লোকই জীবনের যথার্থ সার্থকতা অর্জন করতে পারে না, যে-সার্থকতা হল কৃষ্ণভাবনামৃত অস্বাদনের মাধুর্য আস্বাদন। যদিও বিভিন্ন সমাজ সংঘ-সমিতি এবং বিভিন্ন মানুষজন ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের ধারণা পোষণ করে থাকে, তা হলেও সমস্ত জড়জাগতিক বিষয়াদিই পরিণামে কৃষ্ণভাবনামৃত স্বরূপ আমাদের নিত্য শাশ্বত আত্মকল্যাণময় বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সবই অর্থহীন হয়ে যায়। এই ভাবধারাই রাজর্ষি চিত্রকেতুর অভিব্যক্তির মাধ্যমে *শ্রীমদ্ভাগবতের* (৬/১৭/২০) শ্লোকে বিধৃত হয়েছে—

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কো হ্যনুগ্রহঃ ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখং এব বা ॥

"এই জড় জগৎ নিত্যপ্রবাহিত নদী স্রোতেরই অনুরূপ। সুতরাং, অভিশাপই-বা কি এবং আশীর্বাদই-বা কি? স্বর্গই-বা কি, এবং নরকই-বা কি? প্রকৃত সুখই-বা কি এবং যথার্থ দুঃখই-বা কি? কারণ স্রোতের মধ্যে তরঙ্গগুলির মতোই সেগুলি নিত্য প্রবহমান রয়েছে, কোনটিরই নিত্যস্থায়ী প্রভাব থাকে না।"

বিতর্ক হতে পারে যে, বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে যেহেতু বিধিবদ্ধ ও বিধিবহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ রয়েছে, তাহলে বেদও জড়জগতের মধ্যে ভাল এবং মন্দের ধারণা স্বীকার করে নিয়েছে। যাইহোক, বাস্তব সত্য এই যে, শুধুমাত্র বৈদিক শাস্ত্রাদিই নয়, বদ্ধ জীবগণও জড়জাগতিক দ্বৈত সত্তার ধারণায় আবদ্ধ। প্রত্যেক মানুষ বর্তমানে যে অবস্থায় প্রবৃত্ত রয়েছে, তাকে তারই মধ্যে যথাযথভাবে নিয়োজিত রাখা এবং ক্রমশ তাকে জীবনের সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত করে তোলাই বৈদিক শাস্ত্রাদির কাজ। জড়জাগতিক সত্ত্বগুণও পারমার্থিক ভাবাপন্ন হয় না, তবে তার ফলে পারমার্থিক জীবনচর্যা ব্যাহত হয় না। যেহেতু সত্ত্বগুণের জড়জাগতিক ভাবধারা মানুষের চেতনা পরিশুদ্ধ করে তোলে এবং এবং উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানাহেষণে উন্মুখতা সৃষ্টি করে, তাই এই ধরনের অনুকূল ভিত্তিস্তর থেকেই পারমার্থিক জীবনধারা অনুসরণ করে চলতে হয়, ঠিক যেমন বিমানক্ষেত্রের অনুকূল পরিবেশ থেকেই আকাশ ভ্রমণ শুরু করতে হয়। যদি কেউ নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডনে যেতে চায়, তবে নিউ ইয়র্কের বিমানবন্দরটি থেকে যাত্রা করা অবশ্যই সবচেয়ে অনুকূল জায়গা। কিন্তু যদি কেউ তার বিমানে পৌঁছতে না পারে, তা হলে সে লণ্ডনের কাছে তো নয়ই, এমনকি নিউ ইয়র্কের যারা বিমানবন্দরে যায়নি, তাদের মতোই লণ্ডন থেকে দূরেই থেকে যায়। পক্ষান্তরে বলা চলে, বিমান পর্যন্ত পৌঁছে তাতে আরোহণ করতে পারলে তবেই বিমানবন্দরের সার্থকতা অর্থবহ হয়ে থাকে। তেমনই, জড়জাগতিক সত্ত্বগুণের অনুকূল পরিবেশ থেকেই পারমার্থিক পর্যায়ে উন্নতি লাভ করতে হয়। জড়জাগতিক সত্ত্বগুণের পর্যায়ে মানুষকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যেই বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে নানা ধরনের ক্রিয়াকর্ম অনুমোদন এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং সেই উন্নত অবস্থা থেকেই মানুষকে পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনের চিন্ময় পর্যায়ে উন্নতিলাভ করতে হয়। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পর্যায়ে মানুষ উপস্থিত না হলে, জড়জাগতিক সত্ত্বগুণের স্তরে তার উন্নতিলাভ করা নিরর্থক হয়, ঠিক যেভাবে বিমানবন্দরে পৌঁছতে না পারলে বিমান যাত্রাই ব্যর্থ হয়ে যায়। বৈদিক শাস্ত্রাদির মাধ্যমে অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, যেগুলি থেকে মনে হয় জড়জাগতিক বিষয়াদির মধ্যে ভাল এবং মন্দ বিষয়াদি বুঝে নিতে হয়, কিন্তু বৈদিক বিধিগুলির চরম উদ্দেশ্য পারমার্থিক জীবনের

উপযোগী অনুকূল পরিবেশ রচনা। যদি কেউ অচিরেই পারমার্থিক জীবনধারা গ্রহণ করতে পারে, তা হলে তার পক্ষে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মধ্যে যাগযজ্ঞাদির রীতিনীতি পালনে কাল অপহরণের কোনও প্রয়োজন থাকে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৫) অর্জুনকে বলেছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বোনিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন, তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নলিখিত শ্লোকাবলী *মহাভারত* থেকে উদ্ধৃত করেছেন—

স্বর্গাদ্যাশ্চ গুণাঃ সর্বে দোষাঃ সর্বে তথৈবচ ।
আত্মনঃ কর্তৃতাভ্রান্ত্যা জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

"জড় জগতের মধ্যে, বদ্ধ জীবগণ স্বর্গবাস এবং সুন্দরী নারী সংসর্গের সুখ উপভোগ করাই সর্বগুণসম্পন্ন বিষয়াদি মনে করে থাকে। তেমনই, দুঃখকষ্টের দুর্বিষহ অবস্থাকে মন্দ মনে করে। অবশ্যই, জড় জগতে ঐ ধরনের সমস্ত ভাল এবং মন্দের ধারণাই নিঃসন্দেহে পরমেশ্বর ভগবানকে বাদ দিয়ে নিজেকে সকল কর্মের একমাত্র কর্তা বা অনুষ্ঠাতা মনে করবার মতো মূল ভ্রান্তির ফলেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।"

পরমাত্মানম্ এবৈকং কর্তারং বেত্তি যঃ পুমান্ ।
স মুচ্যতেঽস্মাৎ সংসারাৎ পরমাত্মানমেতি চ ॥

"অপরদিকে, যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানকেই জড়া প্রকৃতির যথার্থ নিয়ন্তা বলে জানে এবং তিনি পরিণামে সব কিছু চালনা করছেন বলে স্বীকার করে, সে নিজেকে জড়জাগতিক অস্তিত্বের বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করতে পারে। তেমন মানুষই ভগবদ্ধামে যেতে পারে।"

শ্লোক ৯

তস্মাদ্ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে ॥ ৯ ॥

তস্মাৎ—অতঃপর; **যুক্ত**—নিয়ন্ত্রিত করে; **ইন্দ্রিয়-গ্রামঃ**—সকল ইন্দ্রিয়াদি; **যুক্ত**—অবদমিত করে; **চিত্তঃ**—তোমার মন; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—পৃথিবী; **আত্মনি**—নিজ আত্মার মধ্যে; **ঈক্ষস্ব**—তুমি দেখবে; **বিততম্**—বিস্তারিত (তার জাগতিক উপভোগের বিষয়রূপে); **আত্মানম্**—এবং নিজ আত্মা; **ময়ি**—আমার মধ্যে; **অধীশ্বরে**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

অতঃপর, তোমার সকল ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রণাধীন করে এবং সেইভাবে মনকে অবদমিত করে, তুমি সমগ্র পৃথিবীকে তোমার নিজ আত্মার মধ্যে বিস্তারিত রয়েছে দেখতে পাবে, সেই আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, এবং এই ব্যক্তিরূপ আত্মাকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান আমার মধ্যেও দেখতে পাবে।

তাৎপর্য

বিততম্ অর্থাৎ "বিস্তারিত" শব্দটি বোঝায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ জীবাত্মা সমগ্র জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সেইভাবেই, *ভগবদ্গীতায়* (২/২৪) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*নিত্যঃ সর্বগতঃ*—জীবাত্মা চিরস্থায়ী, এবং জড়জাগতিক ও চিন্ময় জগতের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। অবশ্য, এর দ্বারা বোঝায় না যে, প্রত্যেকটি জীবাত্মা সর্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তটস্থা শক্তি সর্বত্র বিস্তারিত করেই রেখেছেন। তাই, কেউ যেন অন্ধবিশ্বাস পোষণ না করে যে, কণামাত্র জীবসত্তা সকল বিষয়ে সর্বব্যাপী হয়ে রয়েছে; বরং বোঝা উচিত যে, ভগবানই মহান সত্তা এবং তাঁর আপন শক্তি সর্ব বিষয়ে বিস্তার করে থাকেন। এই শ্লোকটিতে *আত্মনীক্ষস্ব বিততম্* শব্দসমষ্টি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে যে সকল বদ্ধ জীব তাদের যথার্থ প্রভুরূপে মর্যাদা না দিয়েই ভোগতৃপ্তি আহরণের প্রয়াসী হয়, তাদেরই ইন্দ্রিয় সুখের সুবিধার্থে এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি আত্মসাৎ করবার জন্য জীবগণ নানা প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকে, কিন্তু জড় জগতের উপরে তাদের আধিপত্য নিতান্ত মায়াময়। জড়া প্রকৃতি এবং বদ্ধ জীবগণ উভয়েই ভগবানের শক্তিরাশি, তাই পরমেশ্বর ভগবানেরই মাঝে সেই সব কিছুরই অবস্থান আর সেই কারণেই সেইগুলি তাঁরই একান্ত নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে রয়েছে।

প্রত্যেক জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে থাকে এবং জীবমাত্রই ভগবানের নিত্যকালের দাস মাত্র। ইন্দ্রিয়গুলি যে মুহূর্তে জড়জাগতিক সুখতৃপ্তির মাঝে মগ্ন হয়, তখনই পরম তত্ত্ব উপলব্ধির সামর্থ্য হারায়। ভগবান বিষ্ণুর প্রীতিসাধনই ইন্দ্রিয়জাত ক্রিয়াকলাপের যথার্থ লক্ষ্য, এবং ভগবানকে

তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপলব্ধি এবং সেবা নিবেদনের মাধ্যমেই ইন্দ্রিয়াদির পক্ষেই অনন্ত চিন্ময় তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব নয়। অবশ্য যারা ভগবানের নির্বিশেষ নিরাকার ধারণায় বিশ্বাসী, তারা সকল প্রকার ক্রিয়াকর্ম স্তব্ধ রাখতে চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বক্ষণ নিষ্ক্রিয় রাখতে পারা যায় না, তাই সেইগুলি স্বভাবতই জড়জাগতিক মায়াময় রাজ্যের মধ্যে ক্রিয়াকর্মে প্রবৃত্ত হতে আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। যদি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মানুষ ইন্দ্রিয়াদি উপভোগ করে থাকে, তা হলে ভগবানের রূপের দিব্য সৌন্দর্য দর্শন করে সে অনন্ত সুখ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমভক্তির মাধ্যমে যোগ্য না হলে, জীবকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করবার উপযোগী দিব্য ক্ষমতা অর্পণ করেন না। অতএব, প্রত্যেক বদ্ধ জীবকেই পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তার অনাবশ্যক বিচ্ছিন্নতা বোধ অবশ্যই লোপ করতে হবে ভগবানের সচ্চিদানন্দ সঙ্গলাভের আকুলতা নিয়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বদ্ধজীবের অন্ধ চক্ষু পুনরুন্মীলনের উদ্দেশ্যে অবতরণ করে থাকেন, এবং তাই ভগবান স্বয়ং উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করছেন, যাতে ভবিষ্যতে অনুরাগী জীবগণ তাঁর উপদেশাবলীর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। বাস্তবিকই, আজও শত শত এবং লক্ষকোটি মানুষ *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী থেকে পারমার্থিক জ্ঞানের উদ্দীপনা লাভ করে থাকে।

শ্লোক ১০

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্ ।
আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে ॥ ১০ ॥

জ্ঞান—বেদশাস্ত্রাদির সারতত্ত্ব আহরণ করে; **বিজ্ঞান**—এবং জ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধি; **সংযুক্তঃ**—পূর্ণ অবহিত হয়ে; **আত্ম-ভূতঃ**—আসক্তির বস্তু; **শরীরিণাম্**—সকল দেহধারীগণের (মহান দেবতাগণও); **আত্ম-অনুভব**—আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতির ফলে; **তুষ্ট-আত্মা**—সন্তুষ্টচিত্তে; **ন**—কখনও নয়; **অন্তরায়ৈঃ**—বাধাবিপত্তি; **বিহন্যসে**—প্রগতির পথে বিঘ্ন।

অনুবাদ

বৈদিক জ্ঞানের সারতত্ত্ব আহরণ করে এবং জ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধি অর্জন করে, তারপরে আত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করা সম্ভব হবে, এবং এইভাবে মন সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। তখন তুমি সকল দেবতাপ্রমুখ জীবেরই প্রিয়ভাজন হবে, এবং জীবনের কোনও বাধাবিপত্তি তোমার প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, জড়জাগতিক বাসনা থেকে যার মন মুক্ত হয়েছে, সে দেবতাদের পূজায় আর আগ্রহী হয় না, যেহেতু ঐ ধরনের পূজার উদ্দেশ্য জড়জাগতিক উন্নতি লাভ। অবশ্য যে সকল শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত ভগবানের উদ্দেশ্যে সকল প্রকারে পূজা আরাধনা নিবেদন করে থাকে, দেবতারাও তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হন না। দেবতারা নিজেরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই বিনীত সেবকমাত্র, তার দৃষ্টান্ত প্রভূত পরিমাণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের মাঝে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জীবের শরীরেই নিত্য শাশ্বত আত্মার অবস্থান যে ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে, সে সকল জীবেরই প্রিয় হয়ে উঠে। যেহেতু সকলের সাথে নিজেকে সমপর্যায়ভুক্ত জীবরূপে বুঝতে পারা যায়, তাই সেই ধরনের মানুষ কারও প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ পোষণ করে না কিংবা অন্য কোনও জীবের উপরে প্রাধান্য বিস্তারও করতে চায় না। ঈর্ষা বিদ্বেষমুক্ত হয়ে এবং সর্বজনের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে সেই ধরনের আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীবাত্মা স্বভাবতই প্রত্যেকের প্রিয়জন হয়ে উঠে। ষড়্‌গোস্বামীগণের গীতরচনায় তাই বলা হয়েছে—*ধীরাধীরজনপ্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মৎসরৌ পূজিতৌ*।

শ্লোক ১১

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ততে ।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ ॥ ১১ ॥

দোষবুদ্ধ্যা—কোনও কাজ দূষণীয় চিন্তা করার ফলে; **উভয়-অতীতঃ**—উভয় বিষয়ে (জড়জাগতিক ভাল এবং মন্দ) চিন্তার অতীত; **নিষেধাৎ**—যা নিষিদ্ধ তা থেকে; **ন নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয় না; **গুণবুদ্ধ্যা**—যথার্থ বলে মনে করার ফলে; **চ**—এবং; **বিহিতম্**—যা বিধিসম্মত; **ন করোতি**—সে তা করে না; **যথা**—যেভাবে; **অর্ভকঃ**—শিশু।

অনুবাদ

জড়জাগতিক ভাল-মন্দের উর্ধ্বে যে উত্তীর্ণ হয়েছে, স্বভাবতই সে ধর্মাচরণের অনুশাসনাদি মতো কাজ করে থাকে এবং নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার করে। নিষ্পাপ শিশুর মতোই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধরনের কাজ করতে থাকে, এবং জড়জাগতিক ভাল-মন্দের বিচারের মাধ্যমে সে ঐভাবে কাজ করে, তা নয়।

তাৎপর্য

যার মধ্যে পারমার্থিক দিব্য জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়েছে, সে কখনই খেয়ালখুশিমতো কাজ করে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক কাজের দুটি পর্যায় নির্ধারিত করেছেন—*সাধনভক্তি* এবং *রাগানুগভক্তি*। *রাগানুগ-ভক্তি* হল ভগবদ্ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম অভিব্যক্তির পর্যায়, সেক্ষেত্রে *সাধনভক্তি* বলতে বোঝায় ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিধিবদ্ধ নিয়মনীতিগুলির যথাযথ বিবেচনার মাধ্যমে অভ্যাসচর্চা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এখন যে মানুষ পারমার্থিক দিব্য ভাবনা অনুভব করতে পারছে, সে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিধিনিয়মগুলি কঠোরভাবে অনুশীলন ইতিমধ্যে আয়ত্ত করেছে। এইভাবে, পূর্বকৃত অনুশীলনের ফলে, মানুষ সহজে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পাপময় জীবন পরিহার করে থাকে এবং সাধারণ পবিত্রতার নির্ধারিত মান অনুসারে কাজকর্ম করে চলে। এর দ্বারা বোঝায় না যে, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীব সচেতনভাবে পাপকর্ম পরিহার করে এবং পুণ্যকর্ম অনুসরণ করতে থাকে। বরং, তার আত্মজ্ঞানসম্পন্ন প্রকৃতির প্রভাবেই, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে অতি উত্তম পারমার্থিক ক্রিয়াকর্মে আত্মনিয়োগ করতে থাকে, ঠিক যেভাবে কোনও নিষ্পাপ শিশু ক্ষমা, দয়া, সহনশীলতা এবং বিভিন্ন সদ্‌গুণাবলী স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতেই পারে। পারমার্থিকতার চিন্ময় পর্যায়কে *শুদ্ধ সত্ত্ব* অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বলা হয়ে থাকে, যাতে নিম্নস্তরের রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা সর্বদাই কিছুটা কলুষিত জড়জাগতিক সত্ত্বগুণের পার্থক্য বোঝানো যায়। তাই যদি কোনও মানুষকে জড়জাগতিক সত্ত্বগুণের পরিচয়ে জগতের সকলের চোখে বিশেষ ধর্মপ্রাণ বলে মনেও হয়, তা সত্ত্বেও আমরা শুধুমাত্র বিশুদ্ধ পারমার্থিক সত্ত্বগুণসম্পন্ন আত্মজ্ঞানসমৃদ্ধ জীবের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা চিন্তা করতে পারি। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) বলা হয়েছে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

যদি কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্ত হন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি দেবতাদের সকল মহৎ গুণাবলী অভিব্যক্ত করে থাকেন। সেই ধরনের পবিত্রতার অভিব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যা এই শ্লোকটিতে বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ১২

সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥ ১২ ॥

সর্ব-ভূত—সকল জীবের প্রতি; **সুহৃৎ**—সহৃদয় শুভাকাঙ্ক্ষী; **শান্তঃ**—প্রশান্ত; **জ্ঞান-বিজ্ঞান**—জ্ঞান এবং দিব্য আত্ম উপলব্ধি; **নিশ্চয়ঃ**—সুনিবদ্ধ; **পশ্যন্**—লক্ষ্য করেন; **মৎ-আত্মকম্**—আমার দ্বারা সর্বব্যাপ্ত; **বিশ্বম্**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **ন বিপদ্যেত**—জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে কখনই পতিত হয় না; **বৈ**—অবশ্য; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

যিনি সর্বজীবের প্রতি সহৃদয় শুভাকাঙ্ক্ষী, যিনি জ্ঞানে এবং আত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে দৃঢ়নিশ্চিত, তিনি আমাকে সর্বব্যাপ্ত লক্ষ্য করে থাকেন। তিনি কখনই জন্ম এবং মৃত্যুর আবর্তে আর পতিত হন না।

শ্লোক ১৩

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ ।
উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরচ্যুতম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আদিষ্টঃ**—আদেশ লাভ করে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহা-ভাগবতঃ**—মহান ভগবদ্ভক্ত; **নৃপ**—হে রাজা; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **প্রণিপত্য**—শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত হয়ে; **আহ**—বললেন; **তত্ত্বম্**—বিশেষ জ্ঞানগর্ভ সত্য; **জিজ্ঞাসুঃ**—জ্ঞান আহরণে আগ্রহী; **অচ্যুতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের কাছে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্ত উদ্ধব ভগবৎ-তত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হলে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। উদ্ধব তখন ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত জানিয়ে এইভাবে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে উদ্ধবকে তত্ত্বং *জিজ্ঞাসু*, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান আহরণে আগ্রহী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলি থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, উদ্ধব যথার্থই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা

নিবেদনের মাধ্যমেই জীবনের সার্থকতা লাভ হয় বলে মনে করেন। তাই *তত্ত্বং জিজ্ঞাসু* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু এই জগৎ পরিত্যাগ করে অন্তর্ধান করছেন, সেইজন্য উদ্ধব ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি সুনিবিড় করতে উৎসুক হয়েছেন, যাতে তিনি ভগবানের শ্রীচরণকমলে প্রেমময় সেবানিবেদনে আরও আগ্রহী হতে পারেন। সাধারণ দার্শনিক বা পণ্ডিতজনের মতো, কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত নিজের সুখ ভোগের জন্য জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হন না।

শ্লোক ১৪

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব ।
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণ ॥ ১৪ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যোগ-ঈশ**—হে যোগশিক্ষার সকল সুফলপ্রদাতা; **যোগবিন্যাস**—হে প্রভু, যোগাভ্যাসে অনভিজ্ঞ মানুষকেও আপনার নিজ ক্ষমতাবলে সার্থকতা প্রদান করেন; **যোগ-আত্মন্**—যোগ-মাধ্যমে উপলব্ধ হে পরমাত্মা; **যোগ-সম্ভব**—হে সকল যোগশক্তির উৎস; **নিঃশ্রেয়সায়**—পরম কল্যাণার্থে; **মে**—আমাকে; **প্রোক্তঃ**—আপনি বর্ণনা করেছেন; **ত্যাগঃ**—পরিত্যাগ; **সন্ন্যাস**—সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের মাধ্যমে; **লক্ষণঃ**—লক্ষণাদিসহ।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান, একমাত্র আপনিই যোগচর্চার সুফল প্রদান করেন, এবং আপনিই কৃপা করে আপনার ক্ষমতাবলে যোগ অনুশীলনের সার্থকতা আপনার ভক্তকে অর্পণ করেন। সুতরাং আপনি যোগের মাধ্যমে উপলব্ধ পরমাত্মা, এবং আপনিই সকল যোগ শক্তির উৎস। আমার পরম কল্যাণার্থে, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের মাধ্যমে জড়জাগতিক পৃথিবী পরিত্যাগ করে যাওয়ার পদ্ধতি আপনি ব্যাখ্যা করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে *যোগেশ* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সকল প্রকার যোগাভ্যাসের ফল প্রদান করে থাকেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শরীর থেকেই জড় এবং চিন্ময় সকল প্রকার জগৎ উদ্ভূত হয়ে থাকে, তাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তি ভিন্ন কোনও যোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ফললাভ করা যায় না। আর যেহেতু ভগবান তাঁর শক্তিরাশির নিত্য প্রভু, তাই পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতিরেকে

কোনও যোগ পদ্ধতি, কিংবা অন্য কোনও প্রকার পারমার্থিক বা জড়জাগতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনও কিছুই লাভ করা যায় না। *যোগ* শব্দটির অর্থ "সংযোগ সাধন", এবং আমরা নিজেদের যদি পরম তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত না করি, তা হলে আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারেই নিমজ্জিত হয়ে থেকে যাই। এই কারণে, শ্রীকৃষ্ণই যোগচর্চার পরম লক্ষ্য।

জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে, আমরা বৃথাই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসামগ্রীর সঙ্গে আমাদের সংযোগ সাধন করতে থাকি। পুরুষ চায় নারীর সাথে সংসর্গ আর নারী চায় পুরুষের সঙ্গ, কিংবা লোকে চায় জাতীয়তাবোধ, সমাজতত্ত্ববাদ, ধনতন্ত্র কিংবা ভগবানের মায়াশক্তির আরও অগণিত মায়াময় ভাবধারার সৃষ্টির মধ্যে ভাবসংযোগ। যেহেতু আমরা অনিত্য অস্থায়ী বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমরা নিজেদের সংযোগ সাধন করে থাকি, তাই সেইগুলির সাথে আমাদের সম্বন্ধও হয় অস্থায়ী, তা থেকে ফললাভও হয় অস্থায়ী, এবং মৃত্যুকালে যখন ঐ সব কিছুর সঙ্গে আমাদের সকল সম্পর্ক অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আমরা বিভ্রান্ত বোধ করে থাকি। অবশ্য, আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করি, তা হলে মৃত্যুর পরেও তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণভাবে প্রবহমান থাকবে। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে ইহজীবনে আমরা যে সম্পর্ক গড়ে তুলি, তা পরজন্মেও বর্ধিত পরিমাণে প্রবহমান থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের গোলোকধামে প্রবেশের পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। ভগবানের দ্বারা নির্ধারিত দিব্য জীবনচর্যা অনুসরণের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের ব্রত সাধনে যারা সর্বান্তঃকরণে সেবা নিবেদন করে থাকে, তারা ইহজীবনের শেষে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে।

মানসিক কল্পনার সাহায্যে চিরস্থায়ী মর্যাদার কোনও অবস্থান কেউ কখনও অর্জন করতে পারে না এবং সাধারণ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখভোগের কথা আর বলে কী লাভ। হঠযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে কোনও মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিত্য প্রেমময় সেবা নিবেদনের প্রবৃত্তি বাস্তবিকই জাগিয়ে তুলতে পারে না। তার ফলে, চিন্ময় আনন্দের দিব্য আস্বাদন লাভের সুযোগ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়ে থাকে। কখনও বা বদ্ধজীব তার ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিতৃপ্ত সাধনে ব্যর্থ হওয়ার ফলে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, বিরক্তির সাথে জড়জগৎ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নির্বিশেষ নিরাকার অনায়াসসাধ্য দিব্যভাবে বিলীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণকমলে প্রেমময় সেবা নিবেদনে নিয়োজিত থাকতে পারাই আমাদের জীবনের যথার্থ সুখের

অবস্থা বলে মনে করা উচিত। সমস্ত রকমের বিভিন্ন যোগ পদ্ধতি ক্রমশ মানুষকে ভগবৎ প্রেমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এমনই সুখময় মর্যাদাকর অবস্থানে বদ্ধজীবকে পুনরধিষ্ঠিত করাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্তমান যুগের উপযোগী পরম শ্রেষ্ঠ যোগ পদ্ধতি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপকীর্তন অনুশীলনের মাধ্যমে সেই সার্থকতা সহজলভ্য করেছেন।

শ্লোক ১৫

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ ॥ ১৫ ॥

ত্যাগঃ—বৈরাগ্য; **অয়ম্**—এই; **দুষ্করঃ**—দুঃসাধ্য; **ভূমন্**—হে ভগবান; **কামানাম্**—জাগতিক ভোগ; **বিষয়**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি; **আত্মভিঃ**—আসক্ত; **সুতরাম্**—বিশেষত; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **সর্ব-আত্মন্**—হে পরমাত্মা; **অভক্তৈঃ**—যারা ভক্তহীন; **ইতি**—তাই; **মে**—আমার; **মতিঃ**—অভিমত।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে পরমাত্মা, যাদের মন ইন্দ্রিয় উপভোগে আসক্ত, এবং বিশেষত যারা আপনার প্রতি ভক্তিভাবশূন্য, তাদের পক্ষে ঐভাবে জাগতিক ভোগ-উপভোগ বর্জন করা অতীব কষ্টসাধ্য। এটাই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

বাস্তবিকই যারা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিভাবাপন্ন, তারা কোনও কিছুই তাদের আপন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে না, বরং সেই সবই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় সেবার জন্য উৎসর্গ নিবেদনের জন্য গ্রহণ করে থাকে। *বিষয়াত্মভিঃ* শব্দটি বোঝায়, যে সব মানুষ জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলিকে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ না করে তারা নিজেদের ইন্দ্রিয় উপভোগের কাজে লাগাতে চায়। ঐ ধরনের জড়বাদী মানুষদের মনও সেইভাবে যথাযথ বিপর্যস্ত হয়ে থাকে, এবং বস্তুত ঐ সব মানুষ জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগ বর্জন করাও দুঃসাধ্য মনে করে। উদ্ধবের এটাই অভিমত।

শ্লোক ১৬

সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়-
স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।
তত্ত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং
সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—সে; **অহম্**—আমি; **মম অহম্**—'আমি' এবং 'আমার' মিথ্যা অভিমান; **ইতি**—এইভাবে; **মূঢ়**—অতীব নির্বোধ; **মতিঃ**—চেতনা; **বিগাঢ়ঃ**—মগ্ন; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার মায়া শক্তির দ্বারা; **বিরচিত**—সৃষ্ট; **আত্মনি**—শরীর মধ্যে; **স-অনুবন্ধে**—দেহ সম্পর্কিত বিষয়ে; **তৎ**—অতঃপর; **তু**—অবশ্য; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **নিগদিতম্**—যেভাবে উপবিষ্ট; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **যথা**—যে প্রথায়; **অহম্**—আমি; **সংসাধয়ামি**—সাধন করতে পারি; **ভগবন্**—হে ভগবান; **অনুশাধি**—শিক্ষা প্রদান করুন; **ভৃত্যম্**—আপনার দাস।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমি নিজেই অতীব নির্বোধ, কারণ আমার জড়জাগতিক দেহ এবং দেহসম্পর্কিত বিষয়ানুবন্ধে আমি আপনার মায়াবলে মগ্ন হয়ে রয়েছি। তাই, আমি মনে করছি, "এই দেহটি আমি, এবং এই সমস্ত মানুষই আমার আত্মীয় স্বজন।" অতএব, হে ভগবান, আপনার দাসকে কৃপা করে উপদেশ প্রদান করুন। কৃপা করে আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন যাতে অনায়াসে আপনার নির্দেশ পালন করতে পারি।

তাৎপর্য

জড় দেহটির সাথে মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি পরিহার করা খুবই কঠিন কাজ, এবং তাই আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্যদের সঙ্গে তথাকথিত দৈহিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ নিয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকি। দেহাত্মবুদ্ধি থেকে অন্তরে কঠিন যন্ত্রণা হতে থাকে এবং দুঃখ-হতাশা আর আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে থাকি। এখানে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তরূপে উদ্ধব সাধারণ মানুষেরই মতো দেখাচ্ছেন কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করতে হয়। বাস্তবিকই আমরা লক্ষ্য করি যে, বহু পাপময় মানুষ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে প্রবেশ করে এবং প্রাথমিক শুদ্ধতার পরেই তাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য বিষম অনুতপ্ত হতে থাকে। যখন তারা উপলব্ধি করে যে, মায়াময় পরিবেশের মাধ্যমে তারা কতরকম অনাবশ্যক বিষয়ের অনুধাবনের ফলে ভগবানের সাথে আপন আত্মিক সম্বন্ধ বর্জন করেছিল, তখন তারা স্তম্ভিত হয়; সুতরাং তখন তারা সর্বান্তঃকরণে শ্রীগুরুদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকে যেন তারা পারমার্থিক ভগবদ্ভক্তির সেবা অনুশীলনে নিত্যকাল নিয়োজিত থাকতে পারে। এই ধরনের অনুশোচনামূলক উদ্বিগ্ন মনোভাব পারমার্থিক প্রগতির পথে বিশেষ মঙ্গলময়। মায়ার কবল থেকে মুক্তিলাভে আকুল ভক্তের প্রার্থনায় ভগবান অবশ্যই সাড়া দিয়ে থাকেন।

শ্লোক ১৭

সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোঽন্যং
বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপি নানুচক্ষে ।
সর্বে বিমোহিতধিয়স্তব মায়য়েমে
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো বহিরর্থভাবাঃ ॥ ১৭ ॥

সত্যস্য—পরমতত্ত্বের; **তে**—আপনাকে ব্যতীত; **স্ব-দৃশঃ**—যিনি আপনাকে প্রকাশিত করেন; **আত্মনঃ**—আমার নিজের জন্য; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের চেয়েও; **অন্যম্**—অন্য; **বক্তারম্**—যথার্থ বক্তা; **ঈশ**—হে ভগবান; **বিবুধেষু**—দেবতাদের মধ্যে; **অপি**—এমনকি; **ন**—না; **অনুচক্ষে**—আমি দেখতে পাই; **সর্বে**—তাদের সকলে; **বিমোহিত**—বিভ্রান্ত; **ধিয়ঃ**—তাদের চেতনা; **তব**—আপনার; **মায়য়া**—মায়া বলে; **ইমে**—এই সকল; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা প্রমুখ; **তনু-ভৃতঃ**—জড় দেহে বদ্ধ আত্মাগণ; **বহিঃ**—বাহ্যিক বস্তুসমূহ; **অর্থ**—পরমার্থ; **ভাবাঃ**—চিন্তা করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি পরমতত্ত্ব, পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং আপনার ভক্তমণ্ডলীর কাছে আপনাকে প্রকাশিত করে থাকেন। আপনার ভগবত্তা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে আমি যথাযথ জ্ঞান যথেষ্ট মনে করি না—অন্য কেউ আমাকে যথার্থ জ্ঞান বোঝাতে পারে না। এমন কি স্বর্গের দেবতাদের মাঝে তেমন যথার্থ শিক্ষক লক্ষ্য করা যাবে না। বাস্তবিকই, ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবতাদের সকলেই আপনার মায়াশক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। তাঁরাও বদ্ধ জীবের মতো নিজেদের জড়দেহ ধারণ করেন এবং তাঁদের দৈহিক অংশপ্রকাশই সর্বোত্তম বলে মনে করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সামান্য পিপীলিকা পর্যন্ত, সকল বদ্ধজীবই ভগবানের মায়াবলে জড়দেহের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে, উদ্ধব এখানে তা বর্ণনা করেছেন। স্বর্গের দেবতারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থাপনায় মগ্ন থাকেন বলে সর্বসময়ে তাঁদের মহিমান্বিত জড়জাগতিক শক্তিসামর্থ্য ব্যবহার করেন। তাই তাঁরা ক্রমশ তাঁদের আশ্চর্য ক্ষমতার মাধ্যমে উপলব্ধ শরীরে মন নিবদ্ধ করেন এবং তাঁদের স্বর্গীয় ঐশ্বর্যময় স্ত্রীপুত্র, সহকর্মী এবং বন্ধুদের নিয়ে চিন্তা করে থাকেন। স্বর্গীয় গ্রহলোকে জীবনযাপনের সময়ে দেবতারাও জড়জাগতিক ভাল এবং মন্দের কথা চিন্তা করেন, এবং সেই জন্যই তাঁদের শরীরের তাৎক্ষণিক কল্যাণ চিন্তাকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করতে থাকেন।

দেবতারা অবশ্য ভগবানের নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতেই প্রয়াসী হন। আর এইভাবে তাঁদের সাহায্য করবার জন্যে পরমেশ্বর ভগবান অবতরণ করেন এবং স্বর্গীয় পুরুষদের তাঁর নিজ পরম সত্তা উপলব্ধিতে সাহায্য করেন, যে শক্তি দেবতাদের শক্তিসামর্থ্যের অপেক্ষা বহুলাংশেই শ্রেষ্ঠতর। ভগবান শ্রীবিষ্ণু সচ্চিদানন্দময় নিত্য শরীর ধারণ করে থাকেন এবং তিনি অনন্ত বৈচিত্র্যময় গুণসম্পন্ন হন, অথচ দেবতাদের শুধুমাত্র বর্ণাঢ্য জড়দেহ থাকে, যা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির অধীনস্থ।

যেহেতু দেবতাগণ ভগবানের সৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শাসনে আসক্ত হয়ে থাকেন, তাই তাঁদের ভগবদ্ভক্তি জড়জাগতিক কামনা বাসনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁরা বৈদিক জ্ঞান সম্ভারের যে সকল ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে তাঁদের স্বর্গীয় জীবন দীর্ঘায়িত করবার অনুকূলে যে সকল জড়জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রয়োজন হয়, সেইগুলি অর্জনের জন্য বৈদিক জ্ঞানের সেই অংশগুলি আয়ত্ত করে থাকেন। উদ্ধব অবশ্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তরূপে, নিত্য শাশ্বত জীবন লাভের উদ্দেশ্যে নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনেই আগ্রহী এবং তাই দেবতাদের মতো চাকচিক্যময় ভাবাবেগ পূর্ণ বৈদিক জ্ঞান আহরণে কিছুমাত্র আগ্রহী নন। জড়জাগতিক পৃথিবী এক সুবিশাল কারাগার যেখানে বাসিন্দারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং মায়ার অধীন হয়ে থাকে, এবং কোনও শুদ্ধভক্তই দেবতাদের মতো সেখানে শ্রেষ্ঠ বন্দী হয়ে থাকতে চান না। উদ্ধব ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে ইচ্ছুক এবং সেই কারণে প্রত্যক্ষভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। ভগবান *স্ব-দৃশঃ* সত্তা, অর্থাৎ তিনি ভক্তের কাছে আপনাকে দৃশ্যমান করে থাকেন। তাই, ভগবান স্বয়ং, অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের বাণী শুদ্ধভাবে পুনরাবৃত্তি করে থাকেন, তিনিই মানুষকে জড়জাগতিক আকাশের প্রান্তরে যেখানে চিন্ময় গ্রহলোক মুক্ত পরিবেশে রয়েছে, যেখানে মুক্ত আত্মা পুরুষেরা নিত্য শাশ্বত সচ্চিদানন্দময় জীবন যাপন করে থাকেন।

শ্লোক ১৮

তস্মাদ্ ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং
সর্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ।
নির্বিণ্ণধীরহমু হে বৃজিনাভিতপ্তো
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **ভবন্তম্**—আপনার কাছে; **অনবদ্যম্**—অতুলনীয়; **অনন্ত-পারম্**—অপার অনন্ত; **সর্বজ্ঞম্**—সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অকুণ্ঠ**—

যে কোনও শক্তির দ্বারা অবিচলিত; **বিকুণ্ঠ**—চিন্ময় বৈকুণ্ঠধাম; **ধিষ্ণ্যম্**—যাঁর নিজধাম; **নির্বিণ্ণ**—সর্বত্যাগী সন্ন্যাসভাবে; **ধীঃ**—আমার মন; **অহম্**—আমি; **উ হে**—হে (ভগবান); **বৃজিন**—জড়জাগতিক বিপর্যয়ে; **অভিতপ্তঃ**—বিক্ষুব্ধ; **নারায়ণম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণের প্রতি; **নর-সখম্**—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগণের সখা; **শরণম্ প্রপদ্যে**—আমি আশ্রয় গ্রহণের জন্য উপস্থিত হই।

অনুবাদ

সুতরাং, হে ভগবান, জড়জাগতিক জীবনে বিপর্যস্ত হয়ে এবং তার মাঝে দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়ে, এখন আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আপনি যথার্থ প্রভু, আপনি অনন্ত, সর্বজ্ঞ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সকল দুঃখকষ্ট থেকে বিবর্জিত বৈকুণ্ঠধামে আপনার চিন্ময় আবাস। বস্তুত, আপনি শ্রীনারায়ণ রূপে সকল জীবের যথার্থ মিত্ররূপে সুবিদিত।

তাৎপর্য

স্বপ্রতিষ্ঠিত মানুষ বলে কেউই দাবি করতে পারে না, কারণ প্রত্যেকেই জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত দেহ এবং মন দিয়ে কাজ করে বড় হয়। প্রকৃতির নিয়মে, জড়া প্রকৃতির মাঝে সকল সময়েই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকে, এবং বদ্ধ জীবকে মাঝে মাঝেই প্রবল দুর্যোগ দুর্বিপাকে বিপর্যস্ত হতেই হয়। এখানে উদ্ধব মন্তব্য করেছেন যে, একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বদ্ধ জীবগণের যথার্থ প্রভু, সখা এবং আশ্রয়স্থল। বিশেষ কোনও মানুষ কিংবা দেবতার সদ্গুণাবলীতে আমরা আকৃষ্ট হতে পারি, কিন্তু পরে সেই মানুষ বা দেবতার মধ্যেও নানা অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করতে পারি। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণকে *অনবদ্যম্* বলে অভিহিত করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের নিজ আচরণ বা চরিত্রের মধ্যে কোনও ব্যতিরেক লক্ষ্য করা যায় না; তিনি নিত্য অতুলনীয় পুরুষ।

প্রভু, পিতা কিংবা দেবতাকে আমরা বিশ্বস্তভাবে সেবা করতে পারি, কিন্তু যখন বিশ্বস্তভাবে সেবার জন্যে পুরস্কার লাভের সময় আসবে, তখন প্রভুর মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকতেও পারে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে *অনন্তপারং* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যার দ্বারা বোঝায় যে, তিনি কাল বা পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। *অন্ত* শব্দটি বোঝায় কালের সীমা, এবং *পার* শব্দটি বোঝায় পরিধির সীমা; অতএব *অনন্ত-পারম্* শব্দের অর্থ এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাল এবং পরিধির দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকেন না এবং তাই তিনি নিয়তই তাঁর বিশ্বস্ত সেবকদের পুরস্কৃত করার জন্য কর্তব্যপালন করে থাকেন।

পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া অন্য কারও সেবা যদি করি, আমাদের সেই মনিব আমাদের সেবার কথা ভুলে যেতে পারে কিংবা অকৃতজ্ঞ হতেও পারে। তাই

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে *সর্বজ্ঞম্* অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী বলা হয়েছে। তিনি কখনই তাঁর ভক্তের সেবা ভুলতে পারেন না, তাই তিনি কখনই অকৃতজ্ঞ হন না। বস্তুত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তবৃন্দের ত্রুটি বিচ্যুতি স্মরণে রাখেন না, কিন্তু শুধুমাত্র তারা যে সব সেবা আন্তরিকভাবে নিবেদন করেছে, সেইগুলি তিনি মনে রাখেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কারও কাছে সেবা নিবেদনের আরও একটি অসুবিধা এই যে, যখন আমরা বিপদগ্রস্ত হই, তখন আমাদের মনিব আমাদের রক্ষা করতে পারে না। যদি আমাদের জাতির আশ্রয় নিই, সেই জাতি যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। যদি আমাদের পরিবারবর্গের আশ্রয় নিই, তাদেরও সকলে মারা যেতে পারে। আর বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দেবতারাও অনেক সময়ে অসুরদের কাছে পরাজিত হয়ে থাকেন। কিন্তু এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যেহেতু *ঈশ্বর* অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই কোনও বিপদে-আপদে তাঁর পরাজয় কিংবা অন্য কোনও শক্তির কাছে তাঁর অবনত হওয়ার কোনও বিপদাশঙ্কা নেই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তবৃন্দকে রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অনন্তকাল কার্যকর থাকে।

যদি আমরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা না করি, তা হলে তাঁর প্রতি সেবার অন্তিম ফললাভ সম্পর্কে কিছু মাত্রও জানতে পারি না। কিন্তু এখানে *অকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্* রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক নিত্য ধাম আছে যার নাম বৈকুণ্ঠ, এবং ধামে কখনও কোনও বিঘ্ন বিপত্তি ঘটে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক সেবকেরা ভগবানের নিজের ধামে প্রত্যাবর্তন করে নিত্য জীবনে সুখ এবং আনন্দ লাভ করতে আগ্রহী হন। অবশ্য, দেবতারা পর্যন্ত আজ নয় কাল বিনাশ প্রাপ্ত হবেন, তাহলে সামান্য মানুষদের কথা আর কী বলার আছে, তাদেরও একদিন বিনাশ প্রাপ্ত হতেই হবে।

উদ্ধব তাঁর নিজ অবস্থান বর্ণনা করে বলেছেন *নির্বিণ্ণধীঃ* এবং *বৃজিনাভিতপ্তঃ*। পরোক্ষভাবে বলা চলে, উদ্ধব বলেছেন যে, জড়জাগতিক জীবনধারার পরস্পরবিরোধিতা এবং জ্বালাযন্ত্রণায় তিনি অবসন্ন এবং হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাই, তিনি প্রত্যেকটি জীবেরই একান্ত সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে প্রণত হতে বাধ্য হয়েছেন। জড়জাগতিক পৃথিবীতে সামান্য ক্ষুদ্র মানুষদের জন্য মহামানবদের সময় ব্যয় করা চলে না। কিন্তু ভগবান যদিও এক মহাপুরুষ, তবু তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই বিরাজমান রয়েছেন; তাই তো তিনি পরম কৃপাময়। এমন কি, *নার* অর্থাৎ ভগবানের পুরুষ অংশপ্রকাশ, যিনি জড়জগতের

সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন, তাঁরও পরম আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জীবকে বলা হয় *নর,* এবং তার জড়জাগতিক অবস্থানের সূত্র তথা উৎস হলেন *নার* অর্থাৎ মহাবিষ্ণু। *নারায়ণ* শব্দটি বোঝায় যে, মহাবিষ্ণুও তাঁর আশ্রয় লাভ করেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মাঝে, তাই তিনি অবশ্যই পরম তত্ত্ব। যদিও আমাদের চেতনা বর্তমানে পাপময় প্রবৃত্তি-প্রভাবে কলুষিত হয়ে রয়েছে, তবু যদি আমরা উদ্ধবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করি, তা হলে সব কিছুই সংশোধিত হয়ে উঠতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ বলতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের প্রয়াস এবং তাঁকে অনুসরণ করা বোঝায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* মধ্যে এই দাবিই করেছেন, এবং আমরা যদি ভগবানের আদেশানুসারে জীবন গঠন করি, তা হলে আমাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে শুভপ্রদ এবং সার্থক হয়ে উঠতে পারে। আশাতীতভাবে তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সচ্চিদানন্দময় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ধামে প্রবেশাধিকার অর্জন করতে পারি।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন; **প্রায়েণ**—সচরাচর; **মনুজাঃ**—মানবজাতি; **লোকে**—এই জগতে; **লোক-তত্ত্ব**—জড়জগতের যথার্থ অবস্থা; **বিচক্ষণাঃ**—যিনি সম্যকভাবে জানেন; **সমুদ্ধরন্তি**—তারা উদ্ধার লাভ করে; **হি**—অবশ্যই; **আত্মানম্**—নিজেদের; **আত্মনা**—তাদের নিজবুদ্ধিবলে; **এব**—সুনিশ্চিত; **অশুভ-আশয়াৎ**—ইন্দ্রিয় উপভোগের আকাঙ্ক্ষাজনিত অশুভ প্রবণতা থেকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন—সচরাচর যে সব মানুষ দক্ষতার সঙ্গে জড় জগতের যথার্থ পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে, তারা তুচ্ছ জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগময় অশুভ জীবনযাত্রার উর্ধ্বে নিজেদের উন্নীত করে তুলতে সক্ষম হয়।

তাৎপর্য

উদ্ধব পূর্ববর্তী শ্লোকাবলীর মধ্যে দিয়ে ভগবানের কাছে তাঁর অধঃপতিত অবস্থা এবং জীবনের জড়জাগতিক ধারণার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার পরিস্থিতি বর্ণনা

করেছেন। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়ে উদ্ধবকে বলছেন যে, উদ্ধবের চেয়েও অনেকাংশে হীনজ্ঞান মানুষ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের অশুভ জীবনচর্যা থেকে নিজেদের উদ্ধার করে আনতে পারে। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, যদি কেউ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর পরামর্শ লাভ করতে না পারে, তবুও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সে উপলব্ধি করতে পারে যে, এই জড় জগত ভোগ উপভোগের স্থান নয়। প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসম্পদ এবং পরোক্ষ বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় অন্য সকলের অভিজ্ঞতা শ্রবণ এবং পাঠ অধ্যয়ন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, স্বর্গের দেবতাদের চেয়েও উদ্ধব অনেক বেশি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। অবশ্য উদ্ধব নিরুৎসাহিত বোধ করছিলেন, কারণ তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলন নিবেদনের জন্য নিজেকে অযোগ্য বলেই মনে করছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকই উদ্ধব সার্থক জীবনচর্যার স্তরেই বিরাজমান হতে পেরেছিলেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর একান্ত পারমার্থিক গুরুদেবরূপে তিনি লাভ করেছিলেন। সেইভাবেই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যমণ্ডলীও এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের উপদেশাবলীর মাধ্যমে পথনির্দেশ লাভ করে চলেছেন। সুতরাং, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কোনও নিষ্ঠাবান সদস্যেরই কখনই হতাশাচ্ছন্ন হওয়া অনুচিত, বরং শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দিব্য আশীর্বাদ স্মরণে রেখে নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যথাকর্তব্য সাধনে আত্মনিয়োজিত থাকাই উচিত। জড়জগতের মাঝে, কয়েক ধরনের কাজকর্ম শুভফলপ্রদায়ী এবং সুখময়, অন্যদিকে অপরাপর কাজকর্ম পাপময় হয় বলেই, সেগুলি অশুভ আর তাই অশেষ দুঃখকষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। এমন কি, কৃষ্ণভাবনাময় পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সম্পূর্ণ কৃপা এখনও যেব্যক্তি অর্জন করেনি, তার পক্ষেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসহকারে উপলব্ধি করা উচিত যে, সাধারণ জড়জাগতিক জীবনধারার মাঝে কোনও সুখ থাকে না এবং জড়জাগতিক পরিধির বাইরেই যথার্থ আত্ম-পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রীল মধ্বাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোনও মানুষ যদি শুধুমাত্র জড়জাগতিক জ্ঞান ছাড়াও পারমার্থিক জ্ঞানে সুপণ্ডিত হয়, তা হলেও সে ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ লাভে অবহেলা করলে অজ্ঞানতার অন্ধকারে তাকে প্রবেশ করতে হয়। সুতরাং, এই শ্লোকটিকে কেউ যেন এমনভাবে অপব্যাখ্যা না করে, যার ফলে শুদ্ধ ভক্ত

পারমার্থিক গুরুদেবের গুরুত্ব হ্রাস পায়। বিচক্ষণ মানুষ শেষ পর্যন্ত জড় বস্তু এবং চিন্ময় বিষয়াদির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। তেমন মানুষই যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুকে চিনতে পারে। জ্ঞানবান মানুষ নিঃসন্দেহে নম্রবিনয়ী হন, এবং এইভাবেই সুদক্ষ উত্তম জ্ঞানী পুরুষ কখনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তবৃন্দের চরণকমল লাভে অবহেলা করেন না।

শ্লোক ২০

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে ॥ ২০ ॥

আত্মনঃ—নিজের; **গুরুঃ**—পারমার্থিক শিক্ষাগুরু; **আত্মা**—নিজে; **এব**—অবশ্য; **পুরুষস্য**—কোনও মানুষের; **বিশেষতঃ**—বিশেষভাবে; **যৎ**—যেহেতু; **প্রত্যক্ষ**—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে; **অনুমানাভ্যাম্**—এবং যুক্তি সহযোগে; **শ্রেয়ঃ**—যথার্থ উপকার; **অসৌ**—সে; **অনুবিন্দতে**—অবশেষে লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

কোনও বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর চারদিকের জগৎ পর্যবেক্ষণে দক্ষ হলে এবং যথার্থ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে সক্ষম হলে, তাঁর নিজ বুদ্ধিবলে যথাযথ উপকার লাভ করতে পারেন। এইভাবেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনও মানুষ নিজেই নিজের পারমার্থিক শিক্ষাগুরুরূপে জীবনচর্যার সক্ষম হয়ে উঠতে পারেন।

তাৎপর্য

যদুরাজ এবং অবধূতের কথোপকথনের মাধ্যমে এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় থেকে বোঝা যায় যে, সপ্রতিভ সুবিবেচক মানুষ শুধুমাত্র তাঁর পারিপার্শ্বিক জগতটিকে যত্নসহকারে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞান ও সুখ অর্জন করতে পারে। অন্যান্য জীবের সুখ এবং দুঃখ লক্ষ্য করবার মাধ্যমেই মানুষ বুঝতে পারে কোন্‌টি কল্যাণকর এবং কোন্‌টি ক্ষতিকর।

শ্রীল জীব গোস্বামী এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন—*গুর্বনুসরণে প্রবর্তক ইত্যর্থঃ*—নিজগুণে যথার্থ উপলব্ধি এবং সুবুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে আপনার অর্জিত জ্ঞানসম্পদ কাজে লাগিয়েই মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূর মর্যাদা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। এই শ্লোকের মধ্যে *শ্রেয়ঃ* শব্দটি বোঝায় যে, নিজ বুদ্ধির মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনে সফল হতে পারে। সৎসঙ্গের মাধ্যমেই ক্রমশ কৃষ্ণসেবকরূপে মানুষ তার চিরন্তন মর্যাদা ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারে, এবং তার পরে সে ক্রমশ অন্যান্য জ্ঞানবান মানুষদের সঙ্গলাভে উৎসুক হতে থাকে। সৎসঙ্গে

কাশীবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভাবধারায় উজ্জ্বল ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ এই যে, তিনি অন্যান্য মহাত্মা ব্যক্তির সম্পর্কলাভে উৎসাহী হন। এইভাবেই মানুষ এই জড়জাগতিক পৃথিবীর সব কিছু যথাযথভাবে সচেতন মনোযোগ সহকারে বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের ফলে ভক্তসঙ্গের মধ্যে দিয়ে পারমার্থিক জীবন-যাপনের মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ২১

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ॥ ২১ ॥

পুরুষত্বে—মানবরূপী জীবনে; **চ**—এবং; **মাম্**—আমাকে; **ধীরাঃ**—পারমার্থিক জ্ঞানের মাধ্যমে ঈর্ষা-দ্বেষ বর্জিত; **সাংখ্যযোগ**—বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানচর্চা এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিভাব অনুশীলনে পারমার্থিক বিজ্ঞান; **বিশারদাঃ**—অভিজ্ঞ; **আবিস্তরাম্**—প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত; **প্রপশ্যন্তি**—তাঁরা স্পষ্টই লক্ষ্য করেন; **সর্ব**—সকল; **শক্তি**—আমার শক্তির মাধ্যমে; **উপবৃংহিতম্**—সম্পূর্ণভাবে সঞ্জীবিত।

অনুবাদ

মানব জীবনে যাঁরা আত্মসংযমী এবং সাংখ্যযোগে অভিজ্ঞ, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আমার সকল শক্তির মাধ্যমে আমাকে দর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

আমরা বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে নিম্নরূপ বিবৃতি লক্ষ্য করেছি—*পুরুষত্বে চাবিস্তরাম্ আত্মা সহিত-প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ মর্ত্যেনামৃতম্ ঈপ্সত্যেবং সম্পন্নোহথেতরেষাং পশূনাম্ অশনাপিপাসে এবাভিজ্ঞানম্*। "মানব জীবনে পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনের উপযোগী বুদ্ধিমত্তা নিয়েই আত্মা দেহ ধারণ করে থাকে। তাই, এই মানব জীবনেই জীবাত্মা আত্ম-উপলব্ধি সম্পর্কিত আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, ভবিষ্যতের আভাস পেতে শেখে এবং ইহজন্ম ও পরজন্মের বাস্তব সত্য নিরূপণেও সচেষ্ট হতে উদ্যোগী হয়। মরণশীল জীব ইহজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে, মানবরূপী জীবাত্মা অমরত্ব লাভের জন্য উদ্যোগী হতে প্রয়াসী হয়, এবং মানব শরীর সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ। আত্মার সেই রূপ সমুন্নত মর্যাদা নিয়ে, আত্মা অবশ্যই পশুদের উপযোগী আহার এবং পানাভ্যাসের মতো সাধারণ আচরণগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকে।"

মানবরূপী জীবন (*পুরুষত্বে*) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই জীবনের মাধ্যমেই আমাদের অস্তিত্ব পরিশুদ্ধ করে তোলার সুযোগ লাভ করে থাকি। এখানে সাংখ্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অতি সুন্দরভাবে ভগবান শ্রীকপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে উপদেশ প্রদানের সময়ে উপস্থাপন করেছিলেন। শ্রীকপিলদেব পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান এবং তাঁর মাতা তাঁর কাছে এসে এইভাবে বলেছিলেন—

নির্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্নসদিন্দ্রিয়তর্ষণাৎ ।
যেন সম্ভাব্যমানেন প্রপন্নান্ধং তমঃ প্রভো ॥

"আমার জড়েন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বিঘ্নিত হয়ে আমি বিশেষ অসুখী হয়েছি, কারণ হে ভগবান, এই প্রকার ইন্দ্রিয় বিঘ্নের কারণে আমি অজ্ঞতার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৩/২৫/৭)

ভগবান শ্রীকপিলদেব তাঁর জননীকে সকল প্রকার জড়জাগতিক ও পারমার্থিক তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণাত্মক সারতত্ত্ব প্রদান করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, শ্রীকপিলদেবের জননী নারী ছিলেন বলে এবং ঐ প্রকার অতি বিশদ পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধি করতে অক্ষম বলে মনে করে শ্রীকপিলদেব কোনও দ্বিধা করেননি। তাই এইভাবেই, কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মধ্যে মুক্তাত্মা পুরুষদের সঙ্গলাভের ফলে যে কোনও মানুষ, নারী-পুরুষ, কিংবা শিশুও নির্বিচারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত হয়ে উঠতে পারে। শ্রীকপিলদেবের প্রতিপাদ্য অতি উচ্চজ্ঞানের আধারস্বরূপ সাংখ্য প্রক্রিয়ার গভীর তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধভক্তের চরণে এবং ভগবৎপ্রেমের উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবের উপদেশাবলীর মধ্যে, তিনি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্তমান শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সাংখ্যযোগবিশারদাঃ*—যারা শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয়গ্রহণে অভিজ্ঞ এবং তার ফলে এই জগতের যথার্থ অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম, তারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর নিজ রূপে, তাঁর অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিরাশির সাথে দর্শন করতে সক্ষম হয়।

পারমার্থিক গুরু তাঁর পারমার্থিক গুরুর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সদ্গুরু হয়ে উঠেন; তবে এই অধ্যায়ে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ নিজেই নিজের গুরু হতে পারে। এর অর্থ এই যে, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী মানুষ এই জগতের প্রকৃতি এবং তার নিজের সীমাবদ্ধতার উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। এই ধরনের মানুষই তখন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে

এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে উন্নত ভক্তদের কৃপা লাভ করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, সাংখ্যযোগ যেভাবে এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের পাদপদ্মের কৃপালাভের গুরুত্বমণ্ডিত ভক্তিযোগে আত্মনিয়োগের সঙ্গে, জ্ঞানযোগ পদ্ধতির কঠোর বুদ্ধিদীপ্ত উন্নতির প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, ভক্তিযোগ পদ্ধতিরই অন্তর্গত একটি অনুষঙ্গ জ্ঞানযোগ, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ *জ্ঞানগম্য* অর্থাৎ সকল জ্ঞানের লক্ষ্য। শ্রীভগবানও *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) বলেছেন যে, তিনি স্বয়ং নিষ্ঠাবান ভক্তকে সকল প্রকারে জ্ঞানে উদ্ভাসিত করেন। এই অধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়জগতের মাঝে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কিভাবে ভগবানের স্বরূপ দর্শন করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে উদ্ধবকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ভগবান এই প্রসঙ্গে উদ্ধবকে আরও ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি সমগ্র জগতে সমাধিস্থ অবস্থায় ভ্রমণ করবেন এবং এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে উদ্ধবকে প্রস্তুত করে দিচ্ছেন যাতে তিনি যথার্থ সন্ন্যাসীর মতো ভ্রমণ করতে করতে পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করতে থাকবেন।

শ্লোক ২২

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া ॥ ২২ ॥

এক—এক; **দ্বি**—দুই; **ত্রি**—তিন; **চতুঃ**—চার; **পাদঃ**—পদযুক্ত; **বহু-পাদঃ**—বহুপদবিশিষ্ট; **তথা**—ও; **অপদঃ**—পদবিহীন; **বহ্ব্যঃ**—বহু; **সন্তি**—আছে; **পুরঃ**—বিভিন্ন প্রকার দেহ; **সৃষ্টাঃ**—সৃষ্ট; **তাসাম্**—তাদের; **মে**—আমাকে; **পৌরুষী**—মানবরূপ; **প্রিয়া**—অতি প্রিয়তম।

অনুবাদ

এই জগতে নানা ধরনের শরীর সৃষ্টি হয়েছে—কোনটি একপদ, অন্যেরা দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ কিংবা বহুপদবিশিষ্ট, আবার আরও অনেকের কোন পা থাকে না—তবে এই সকলের মধ্যে, মানব রূপই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক সৃষ্টির পরম উদ্দেশ্য—বদ্ধজীবকে নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে দেওয়া। যেহেতু বিশেষভাবে মানবরূপী জীবনধারার মাধ্যমেই বদ্ধজীবদের এইভাবে উদ্ধারলাভ সম্ভব, তাই স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারেই পরম করুণাময় পরমেশ্বর ভগবানের কাছে এই মানবরূপ বিশেষভাবে প্রিয়।

শ্লোক ২৩

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্ ।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ ॥ ২৩ ॥

অত্র—এখানে (মানবরূপে); **মাম্**—আমার পক্ষে; **মৃগয়ন্তি**—তারা অনুসন্ধান করে; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **যুক্তাঃ**—অবস্থিত; **হেতুভিঃ**—লক্ষণাদিসহ; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গৃহ্যমাণৈঃ গুণৈঃ**—বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয় উপলব্ধির মাধ্যমে; **লিঙ্গৈঃ**—এবং পরোক্ষভাবে অনুভূত লক্ষণাদির মাধ্যমে; **অগ্রাহ্যম্**—প্রত্যক্ষ অনুভূতির আয়ত্তের অতীত; **অনুমানতঃ**—যুক্তিসঙ্গত বিচার বিবেচনার মাধ্যমে।

অনুবাদ

যদিও পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমাকে সাধারণ ইন্দ্রিয়াদির অনুভূতির মাধ্যমে কখনই বিধৃত করা যায় না, তবু মানবজীবন লাভে সৌভাগ্যবান জীবগণ তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুভূতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আমাকে দর্শন করতে এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন লক্ষণাদির মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এই শ্লোকে *যুক্তাঃ* শব্দটির মাধ্যমে ভক্তিযোগে বিধিবদ্ধ অনুশীলনে নিয়োজিত ভক্তদের বোঝানো হয়েছে। ভগবদ্ভক্তগণ বুদ্ধিশুদ্ধি বর্জন করে উন্মাদের মতো ভবঘুরে হয়ে যান বলে কিছু মূর্খ লোকে মনে ভাবে। এখানে *অনুমানতঃ* এবং *গুণৈর্লিঙ্গৈঃ* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ভক্তিযোগের মাধ্যমে আত্মনিয়োজিত ভক্ত নিবিষ্টমনে মস্তিষ্কের সকল যুক্তিবিচারের সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবানের নিবিড় অনুসন্ধান করে থাকেন। *মৃগয়ন্তি* অর্থাৎ অনুসন্ধান করা শব্দটি অবশ্য অনিয়ন্ত্রিত কিংবা অননুমোদিত প্রক্রিয়া বোঝায় না। যদি আমরা কোনও বিশেষ মানুষের টেলিফোন নম্বর পেতে চাই, তা হলে প্রামাণ্য টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে খোঁজ করি। তেমনই, আমরা যদি কোনও বিশেষ সামগ্রীর খোঁজ করি, তা হলে বিশেষ যে দোকানে তা পেতে পারি, সেখানে গিয়ে খোঁজ করি। শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান কল্পনার সৃষ্টি নন, এবং তাই খেয়ালখুশিমতো আমরা ধারণা বা কল্পনা করে নিতে পারি না যে, ভগবান কেমন হতে পারেন। অতএব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হলে, প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে বিধিবদ্ধ প্রণালীতে অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকতেই হবে। *অগ্রাহ্যম্* শব্দটি এই শ্লোকের মধ্যে বোঝায় যে, সাধারণ ভাবনা-চিন্তার সাহায্যে কিংবা জড়েন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি কারও পক্ষে

সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/২৩৪) নিম্নরূপ শ্লোকের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

"কোনও মানুষ তার জড়জাগতিক কলুষময় ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার দিব্য প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে না। কেবলমাত্র যখনই ভগবানের উদ্দেশ্যে দিব্য সেবা নিবেদনের মাধ্যমে ভক্ত আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন হতে পারে, তখনই ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণাবলী এবং লীলা বৈচিত্র্য তার কাছে প্রকটিত হয়।"

গৃহ্যমানৈর্গুণৈঃ শব্দ সমষ্টির দ্বারা বোঝায় যে, মানুষের মস্তিষ্কে যুক্তি ক্ষমতা ও বুদ্ধিদীপ্ত গুণাবলী সক্রিয় রয়েছে। এই সবই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব হতে পারে। পরোক্ষভাবে ভগবানের সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি করা চলে। যেহেতু আমাদের নিজেদের বুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আমাদের বুদ্ধিরও নিশ্চয়ই এক সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং সৃষ্টিকর্তা তাহলে পরম বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষ। এইভাবেই, সামান্য সহজসরল যুক্তির মাধ্যমে যে কোনও সদবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকলের পরম নিয়ন্তারূপে বিরাজমান রয়েছেন।

শ্রীভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তন এবং শ্রবণের মাধ্যমেও তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়। *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* মানে সকল সময়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা উচিত। যথাযথভাবে ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তন যে করে, সে অবশ্যই তাঁকে চাক্ষুষ দর্শন করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপ্ত রয়েছেন এবং তাঁকে সর্বত্রই অনুসন্ধান করা উচিত। ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে অপ্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় উন্মেষিত হলে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন লাভ করতে পারে। এই শ্লোকে *অদ্ধা* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, এই ধরনের দর্শন লাভের অনুভূতি প্রত্যক্ষ সত্য এবং তা কল্পনাশ্রিত নয়। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই বিষয়টি বিশদভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/২/৩৫) তাঁর তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন—

ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতং স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক জীবের মধ্যে জীবাত্মা রূপে বিরাজমান, এবং বুদ্ধির সাহায্যে দর্শনশক্তির মাধ্যমে এই সত্য প্রতিপন্ন এবং অনুভূত হয়েছে।"

শ্লোক ২৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ ॥ ২৪ ॥

অত্র অপি—এই প্রসঙ্গেই; **উদাহরন্তি**—দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা বলেন; **ইমম্**—এই; **ইতিহাসম্**—এক ঐতিহাসিক বর্ণনা; **পুরাতনম্**—প্রাচীন; **অবধূতস্য**—সাধারণ বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি বহির্ভূত ক্রিয়াকর্মে অভ্যস্ত পুণ্যবান মানুষের; **সংবাদম্**—বাক্যালাপ; **যদোঃ**—এবং যদুরাজের; **অমিত-তেজসঃ**—যাঁর অসীম ক্ষমতা।

অনুবাদ

এই প্রসঙ্গে, মুনিঋষিগণ মহাবলশালী যদুরাজ এবং এক অবধূতের কথোপকথন বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করেন।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কিভাবে যুক্তিবাদী বুদ্ধি কার্যকরী করা যায় এবং বুদ্ধিমান মানুষ কিভাবে শেষ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণপদ্মেই উপনীত হতে পারে, তা উদ্ধবকে দেখানোর জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কাহিনীটি বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ২৫

অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্ ।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্মবিৎ ॥ ২৫ ॥

অবধূতম্—সন্ন্যাসী; **দ্বিজম্**—ব্রাহ্মণ; **কঞ্চিৎ**—জনৈক; **চরন্তম্**—বিচরণশীল; **অকুতঃ-ভয়ম্**—নির্ভীক; **কবিম্**—জ্ঞানী; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন; **তরুণম্**—তরুণ; **যদুঃ**—যদুরাজ; **পপ্রচ্ছ**—জিজ্ঞাসু; **ধর্মবিৎ**—ধর্মতত্ত্বজ্ঞ।

অনুবাদ

একবার মহারাজ যদু এক অতি তরুণ এবং জ্ঞানবান, নির্ভীকভাবে ভ্রমণশীল ব্রাহ্মণ অবধূত সন্ন্যাসীকে দেখেছিলেন। রাজা স্বয়ং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন বলে ঐ তরুণের কাছে নিম্নরূপ প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

শ্রীযদুরুবাচ

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্তুঃ সুবিশারদা ।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীযদুঃ উবাচ—মহারাজা যদু বললেন; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **ইয়ম্**—এই; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **অকর্তুঃ**—কর্মবিহীন; **সু-বিশারদা**—অতি উদার; **যাম্**—যাহা; **আসাদ্য**—আহরণ করে; **ভবান্**—আপনি; **লোকম্**—জগৎ; **বিদ্বান্**—জ্ঞানবান; **চরতি**—ভ্রমণ; **বাল-বৎ**—শিশুর মতো।

অনুবাদ

শ্রীযদু বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমি লক্ষ্য করছি যে, আপনি কোনও প্রকার ব্যবহারিক ধর্মাচরণে নিয়োজিত নন, এবং তা সত্ত্বেও এই জগতের সব কিছু এবং সব মানুষের সম্পর্কেই আপনি অতি উদার জ্ঞান আহরণ করেছেন। মহাশয়, আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন—কেমন করে এমন অসাধারণ বুদ্ধি আপনি লাভ করলেন এবং ঠিক একজন শিশুর মতো সারা পৃথিবীময় স্বচ্ছন্দে পর্যটন করছেন কেন?

শ্লোক ২৭

প্রায়ো ধর্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াং চ মানবাঃ ।
হেতুনৈব সমীহন্ত আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥

প্রায়ঃ—সাধারণত; **ধর্ম**—ধর্মাচরণ; **অর্থ**—আর্থিক প্রগতি; **কামেষু**—এবং ইন্দ্রিয়ভোগের কামনা বাসনা; **বিবিৎসায়াম্**—পারমার্থিক তথা চিন্ময় জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে; **চ**—ও; **মানবাঃ**—মানবজাতি; **হেতুনা**—উদ্দেশ্যে; **এব**—অবশ্যই; **সমীহন্তে**—তারা প্রয়াসী হয়; **আয়ুষঃ**—দীর্ঘ জীবনলাভে; **যশসঃ**—যশ মর্যাদা; **শ্রিয়ঃ**—এবং জাগতিক সম্পদ।

অনুবাদ

সাধারণত মানুষ ধর্মাচরণের জন্য, আর্থিক প্রগতির উদ্দেশ্যে, ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনায় এবং পারমার্থিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের বাসনায় কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। আর, তাদের সাধারণত উদ্দেশ্য থাকে আয়ু বৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি এবং জাগতিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধি তথা সেইগুলির পরিপূর্ণ উপভোগ।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান মানুষের বোঝা উচিত যে, শরীর থেকে ভিন্ন কোনও যদি আত্মা থাকে, তা হলে আমাদের যথার্থ সুখশান্তি অবশ্যই আমাদের সেই নিত্য অবস্থার মাঝেই বিরাজমান থাকে, যা জড়া প্রকৃতির বন্ধনমুক্ত। অবশ্য, সাধারণ মানুষ যখন পারমার্থিক বিষয়াদি সম্পর্কেও আলোচনা করে, তখন সাধারণত তারা খ্যাতনামা হতে চায় কিংবা এই ধরনের পারমার্থিক অভ্যাস-অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের

ধনসম্পদ এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে অভিলাষী হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বহু সাধারণ মানুষ মনে করে যে, যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, যাতে ভগবানের কাছে অর্থসম্পদ প্রার্থনা করা যেতে পারে, এবং পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা যায়। যদু মহারাজ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, তরুণবয়সী ব্রাহ্মণ অবধূত সাধারণ মানুষের মতো নন এবং তিনি বাস্তবিকই চিন্ময় পারমার্থিক পর্যায়ে বিরাজমান, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ব্যাখ্যা করা হবে।

শ্লোক ২৮

ত্বং তু কল্পঃ কবির্দক্ষ সুভগোঽমৃতভাষণঃ ।
ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **তু**—অবশ্য; **কল্পঃ**—সক্ষম; **কবিঃ**—শিক্ষিত; **দক্ষঃ**—নিপুণ; **সু-ভগঃ**—সুশ্রী; **অমৃত-ভাষণঃ**—অমৃতময় বাচন; **ন**—না; **কর্তা**—কর্মকর্তা; **ন ঈহসে**—আপনি ইচ্ছা করেন না; **কিঞ্চিৎ**—যা কিছু; **জড়**—জড়বুদ্ধিসম্পন্ন; **উন্মত্ত**—উন্মাদ; **পিশাচ-বৎ**—ভূতপিশাচের মতো।

অনুবাদ

অবশ্য, আপনি যদিও কর্মক্ষম, সুশিক্ষিত, সুশ্রী এবং সুবক্তা, তবু আপনি কোনও কাজেই নিয়োজিত নেই, কোনও কিছুই বাসনা করেন না; বরং আপনাকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, উন্মাদ বলে মনে হয়, যেন আপনি ভূত পিশাচের মতো প্রাণী ছিলেন।

তাৎপর্য

অজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই মনে করে যে, পারমার্থিক সন্ন্যাস জীবন শুধুমাত্র অকর্মণ্য কিংবা সাদাসিধে কিংবা জাগতিক বাস্তব বিষয়কর্মে অপটু মানুষদের জন্যই নির্ধারিত হয়। প্রায়ই মূর্খলোকেরা বলে যে, সমাজে যারা উচ্চ মর্যাদা অর্জনে যথেষ্ট দক্ষ নয়, তাদেরই পক্ষে খঞ্জ লোকের যষ্টির মতো ধর্মীয় জীবন গ্রহণ যথার্থ মনে হয়। তাই মহারাজ যদু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন যাতে বোঝানো যায় যে, সেই ব্রাহ্মণের জাগতিক সাফল্য অর্জনের বিপুল সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, তিনি পারমার্থিক সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছেন। বিপুল জাগতিক সাফল্য অর্জনে সকল প্রকারে দক্ষ, সুশিক্ষিত, সুশ্রী, বাগ্মী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষরূপে অবধূত ব্রাহ্মণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও, সেই অবধূত জাগতিক জীবনধারা ত্যাগ করেছেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পন্থা অবলম্বন করেছেন। কারণ,

প্রত্যেক মানুষেরই নিজ জীবনের কল্যাণে সচ্চিদানন্দ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করাই যথার্থ কর্তব্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা একই সঙ্গে তাঁদের নিজেদের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভ্যাস করেন এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সেবাব্রত পালনের মানসিকতায় অন্য সকলকেও কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠতে সাহায্য করে থাকেন। অনেক সময়ে নির্বোধ লোকেরা ভগবদ্ভক্তদের নিন্দামন্দ করতে গিয়ে বলে উঠেন, "আপনাদের কোনও কাজকর্ম নেই বুঝি?" তারা মনে করে যে, পারমার্থিক উজ্জীবনের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা যাঁরা করছেন এবং অন্য সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন, তাঁরা বাস্তবিক কোনও কাজই করছেন না। মুর্খ জড়বাদী মানুষেরা হাসপাতালে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার মাধ্যমে কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাস তাদের আয়ু বাড়িয়ে তুলতে আকুলভাবে চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু কেউ যখন নিত্য শাশ্বত জীবন লাভের জন্য উৎসাহী হয়, তখন তাদের কাজের প্রশংসা করতে পারে না। জড়জাগতিক জীবনচর্যার কোনই যথার্থ যৌক্তিকতা নেই। কৃষ্ণচিন্তা ব্যতিরেকে ভোগ-উপভোগের প্রয়াস বাস্তবিকই অযৌক্তিক মানসিকতার অভিব্যক্তি মাত্র এবং তার ফলেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টা বর্জন করে জাগতিক জীবনধারার মাঝে শেষ পর্যন্ত আমরা কোনও কিছুই যথার্থ যুক্তিসঙ্গত বা বাস্তবসম্মত ফললাভের লক্ষণ দেখতে পাই না। অনেক কৃষ্ণভক্তই অর্থবিত্তসম্পন্ন, শিক্ষিত-মার্জিত এবং প্রভাবশালী পরিবারগোষ্ঠী থেকে আসেন এবং তাঁদের জীবন সার্থক করে তোলার জন্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের চর্চা শুরু করেন, আর অবশ্যই তাঁরা জড়জাগতিক উন্নতি লাভের কোনও সুযোগ পাননি বলে কৃষ্ণভক্ত হয়েছেন, তাও নয়। যদিও অনেক সময়ে মানুষ জাগতিক দুঃখদুর্দশার মাঝে কষ্ট পেয়ে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে জড়জাগতিক জীবনধারার মাঝে সাহায্য কৃপা ভিক্ষা করে থাকেন, তবে যথার্থ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সকল প্রকার জাগতিক ভোগ-উপভোগ বর্জন করে থাকেন, কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রেমভক্তি সহকারে সেবা নিবেদন ছাড়া জীবনে যথার্থ সার্থকতা অর্জনের আর কোনও পথ নেই।

শ্লোক ২৯

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা ।
ন তপ্যসেহগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ ॥ ২৯ ॥

জনেষু—সকল মানুষ; **দহ্যমানেষু**—এমনকি যখন তারা দহনজ্বালা ভোগ করছে; **কাম**—মৈথুন কামনায়; **লোভ**—এবং লোভে; **দব-অগ্নিনা**—বনের অগ্নিকাণ্ডে; **ন তপ্যসে**—আপনি দাহ্য হন না; **অগ্নিনা**—আগুনে; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **গঙ্গা-অন্তঃ**—গঙ্গানদীর জলে; **স্থঃ**—দাঁড়িয়ে; **ইব**—যেন; **দ্বিপঃ**—হাতি।

অনুবাদ

যদিও জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যে সর্বত্র সমস্ত মানুষ কামনা-বাসনার মহা দাবাগ্নিতে জ্বলছে, তখন আপনি মুক্তভাবে বিচরণ করছেন এবং অগ্নিজ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন না। আপনি যেন ঠিক দাবাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গানদীর জলে দাঁড়িয়ে থেকে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

অপ্রাকৃত দিব্য আনন্দ লাভের স্বাভাবিক পরিণাম এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। তরুণ ব্রাহ্মণটি শারীরিকভাবে খুবই আকর্ষণীয় ছিলেন, এবং তাঁর ইন্দ্রিয়াদিও সবই জাগতিক ভোগ উপভোগের পূর্ণ ক্ষমতাবান ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি জাগতিক কামনা-বাসনায় প্রলুব্ধ হননি। এই অবস্থার নাম মুক্তি।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, গঙ্গানদীতে খরস্রোতা জলধারা প্রবহমান থাকে, যার ফলে প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যেতে পারে। যদি কোনও হাতি মৈথুন আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হয়ে উঠে গঙ্গার জলে এসে দাঁড়ায়, তা হলে নদীর খরস্রোতা সুশীতল জলধারায় তার সব মৈথুন আকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত হয়ে যায় এবং তাতে হাতি শান্ত হয়। তেমনই, জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আবদ্ধ সাধারণ মানুষও কামনাবাসনা এবং লোভমোহস্বরূপ জীবনশত্রুদের কবলে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত জন্ম-মৃত্যুর ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে থাকে বলে কখনই মনে পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু যদি, হাতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার মাধ্যমে, মানুষ যদি দিব্য আনন্দের শীতল স্রোতের মাঝে নিজেকে অবগাহন করার সুযোগ দিতে পারে, তা হলে সকল প্রকার জাগতিক কামনা বাসনা অচিরে নির্বাপিত হয়ে যাবে এবং মানুষ শান্ত হবে। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে বলা হয়েছে—*কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত*। এই জন্যই প্রত্যেক মানুষেরই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে শামিল হওয়া উচিত এবং আমাদের যথার্থ নিত্য চেতনার উৎস কৃষ্ণভাবনামৃতের সুশীতল ধারায় নিজেকে পরিস্নাত করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩০

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্ ।
ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

ত্বম্—আপনি; **হি**—অবশ্যই; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **পৃচ্ছতাম্**—যারা প্রশ্ন করেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **আত্মনি**—আপনার নিজের মধ্যে; **আনন্দ**—ভাবোল্লাসের; **কারণম্**—কারণ, হেতু; **ব্রূহি**—কৃপা করে বলুন; **স্পর্শ-বিহীনস্য**—যিনি জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগের সাথে সর্বপ্রকারে সম্পর্কবিহীন; **ভবতঃ**—আপনার; **কেবল-আত্মনঃ**—যিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে বাস করেন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আমরা লক্ষ্য করছি যে, আপনি জড়জাগতিক কোনও প্রকার ভোগ-উপভোগের সম্পর্কশূন্য এবং আপনি নিঃসঙ্গভাবে কোনও সাথী-সহযোগী কিংবা পরিবার-পরিজন বর্জন করেই ভ্রমণ করছেন। তাই, আমরা যেহেতু আকুলভাবে আপনার কাছে অনুসন্ধান করছি, সেই কারণে আপনার মধ্যে যে পরম ভাবোল্লাস আপনি উপভোগ করছেন, কৃপা করে আপনি সেই বিষয়ে তার কারণহেতু বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

এখানে *কেবলাত্মনঃ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক জীবের অন্তরে একই সাথে পরমাত্মা ও জীবাত্মার অবস্থান সম্পর্কে বাস্তব আত্মজ্ঞান না থাকলে, কারও পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিজনের সঙ্গবিহীন অবস্থায় ভ্রমণ করা অতি কঠিন। অন্যের সাথে সখ্যতা স্থাপন এবং যথাযোগ্য প্রেম-ভালবাসা অর্পণ করা প্রত্যেক জীবেরই স্বভাব। পরম পুরুষ সম্পর্কে যাঁর উপলব্ধি হয়েছে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে নিত্যসঙ্গীরূপে তাঁর অন্তরে সদাসর্বদা ধারণ করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই সকলের যথার্থ সখা এবং শ্রীকৃষ্ণই প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান রয়েছেন, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম না হলে, মানুষ জড়জগতের অনিত্য অস্থায়ী সম্পর্কগুলির সঙ্গেই আসক্ত হয়ে থেকে যাবে।

শ্লোক ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

যদুনৈবং মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা ।
পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং দ্বিজঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যদুনা**—যদু মহারাজ কর্তৃক; **এবম্**—এইভাবে; **মহা-ভাগঃ**—অতি ভাগ্যবান; **ব্রহ্মণ্যেন**—ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল; **সু-মেধসা**—এবং বুদ্ধিমান মেধাবী; **পৃষ্টঃ**—প্রশ্ন করলেন; **সভাজিতঃ**—সম্মানিত হয়ে; **প্রাহ**—তিনি বললেন; **প্রশ্রয়**—বিনয় সহকারে; **অবনতম্**—নতমস্তকে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—বুদ্ধিমান মহারাজ যদু ব্রাহ্মণদের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে, নতমস্তকে প্রতীক্ষা করছিলেন এবং মহারাজের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে, সেই ব্রাহ্মণ বলতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩২

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্‌শৃণু ॥ ৩২ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **সন্তি**—আছেন; **মে**—আমার; **গুরবঃ**—পারমার্থিক গুরুবর্গ; **রাজন্**—হে রাজা; **বহবঃ**—অনেক; **বুদ্ধি**—আমার বুদ্ধির দ্বারা; **উপাশ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে; **যতঃ**—যাঁদের কাছ থেকে; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **উপাদায়**—লাভ করে; **মুক্তঃ**—মুক্তিপ্রাপ্ত; **অটামি**—আমি ভ্রমণ করছি; **ইহ**—এইজগতে; **তান্**—তাঁদের; **শৃণু**—অনুগ্রহ করে শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—হে প্রিয় মহারাজ, আমার বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে বহু পারমার্থিক গুরুবর্গের আশ্রয় আমি গ্রহণ করেছি। তাঁদের কাছ থেকে পারমার্থিক দিব্য জ্ঞানের উপলব্ধি অর্জন করে, এখন আমি মুক্তভাবে জগতে বিচরণ করছি। আমি যেভাবে সেই সব কথা বর্ণনা করছি, কৃপা করে তা শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের মধ্যে *বুদ্ধ্য-উপাশ্রিতাঃ* শব্দসমষ্টি থেকে বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণটির গুরুদেবগণ তাঁর সাথে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলেননি। বরং, তাঁর বুদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী সব জীবই অনাবশ্যক জাগতিক বিষয়বস্তুগুলির গুণগান করে আর যেসব জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কে অনাবশ্যক প্রার্থনা জানায়, সেইগুলির উপরে আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা করে থাকে। এইভাবেই, বদ্ধজীবেরা তাদের জীবনের আয়ুবৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে এবং তুচ্ছ ধর্মাচরণ, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্থূল ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে তাদের নাম যশ ও রূপসৌন্দর্যের বৃদ্ধি সাধন করতে চায়। মহারাজ যদু লক্ষ্য করলেন যে, সেই সাধুপুরুষ অবধূত সেইভাবে আচরণ করছিলেন না। তাই মহারাজা সেই ব্রাহ্মণের যথার্থ মর্যাদা জানতে কৌতুহলী হলেন। মহারাজার জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ বললেন, "জড় জগতের চব্বিশটি উপাদানকে আমার ইন্দ্রিয়

উপভোগের বস্তু বলে মনে করি না, তাই আমি সেগুলি গ্রহণ বা বর্জন কিছুই করি না। বরং, জড় পদার্থগুলিকে আমার শিক্ষাগুরু রূপে স্বীকার করে থাকি। তাই, জড়জাগতিক পৃথিবীর সর্বত্র আমি বিচরণ করতে থাকলেও, আমার গুরুর প্রতি সেবা নিবেদনে বঞ্চিত হই না। সুস্থির বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে, আমি সদাসর্বদাই পারমার্থিক স্তরে নিয়োজিত থেকে বিশ্ব পর্যটন করে থাকি। বুদ্ধির সাহায্যে আমি অনাবশ্যক আকাঙ্ক্ষাগুলিকে অতিক্রম করে যাই, এবং আমার পরম লক্ষ্য ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় ভক্তিসেবা নিবেদন। এখন আমি আমার চব্বিশজন পারমার্থিক গুরুদেবের পরিচয় বিশ্লেষণ করব।"

শ্লোক ৩৩-৩৫

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্ গজঃ ॥ ৩৩ ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥ ৩৪ ॥
এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ ।
শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবী—জগৎ; **বায়ুঃ**—বাতাস; **আকাশম্**—আকাশ; **আপঃ**—জল; **অগ্নিঃ**—আগুন; **চন্দ্রমা**—চাঁদ; **রবিঃ**—সূর্য; **কপোতঃ**—পায়রা; **অজগরঃ**—অজগর সাপ; **সিন্ধুঃ**—সাগর; **পতঙ্গঃ**—পোকা; **মধু-কৃৎ**—মৌমাছি; **গজঃ**—হাতি; **মধু-হা**—মধু-চোর; **হরিণঃ**—হরিণ; **মীনঃ**—মাছ; **পিঙ্গলা**—পিঙ্গলা নামে বারনারী; **কুররঃ**—কুরর পাখি; **অর্ভকঃ**—শিশু; **কুমারী**—বালিকা; **শর-কৃৎ**—তীরন্দাজ; **সর্পঃ**—সাপ; **উর্ণ-নাভিঃ**—মাকড়সা; **সুপেশ-কৃৎ**—ভ্রমর; **এতে**—এই সকল; **মে**—আমাকে; **গুরবঃ**—গুরুদেবগণ; **রাজন্**—হে মহারাজ; **চতুঃ-বিংশতিঃ**—চব্বিশজন; **আশ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **শিক্ষা**—উপদেশ; **বৃত্তিভিঃ**—ক্রিয়াকলাপ থেকে; **এতেষাম্**—তাঁদের; **অন্বশিক্ষম্**—আমি যথাযথভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেছি; **ইহ**—এইজীবনে; **আত্মনঃ**—নিজের সম্পর্কে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, আমি চব্বিশজন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তাঁরা হলেন—পৃথিবী, বাতাস, আকাশ, জল, আগুন, চাঁদ, সূর্য, পায়রা এবং অজগর সাপ; সমুদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি, হাতি এবং মধুচোর; হরিণ, মাছ, পিঙ্গলা বারনারী, কুরর পাখি এবং

শিশু; এবং বালিকা, তীরন্দাজ, সাপ, মাকড়সা ও ভ্রমর। হে রাজা, তাদের কাজকর্ম লক্ষ্য করে আমি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছি।

তাৎপর্য

ভ্রমরকে *সুপেশকৃৎ* বলা হয়ে থাকে, যেহেতু যে পতঙ্গকে ভ্রমর বধ করে, তাকে পরজন্মে একটি মনোরম আকৃতি লাভের সৌভাগ্য প্রদান করা হয়।

শ্লোক ৩৬

যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৩৬ ॥

যতঃ—যাঁদের কাছ থেকে; **যৎ**—যা কিছু; **অনুশিক্ষামি**—আমি শিক্ষা লাভ করেছি; **যথা**—যেভাবে; **বা**—এবং; **নাহুষ-আত্ম-জ**—হে রাজা নাহুষ (যযাতি) পুত্র; **তৎ**—তাহা; **তথা**—সেইভাবে; **পুরুষ-ব্যাঘ্র**—হে ব্যাঘ্রসম পুরুষ; **নিবোধ**—শ্রবণ করুন; **কথয়ামি**—আমি বর্ণনা করছি; **তে**—আপনার কাছে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যযাতি, হে ব্যাঘ্রসম পুরুষ, এই সকল গুরুর কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা লাভ করেছি, তা আপনাকে বর্ণনা করছি।

শ্লোক ৩৭

ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ ।
তদ্ বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্ ॥ ৩৭ ॥

ভূতৈঃ—বিভিন্ন প্রাণীদের দ্বারা; **আক্রম্যমাণঃ**—আক্রান্ত হয়ে; **অপি**—যদিও; **ধীরঃ**—ধীরস্থির; **দৈব**—দৈববশে; **বশ**—নিয়ন্ত্রণে; **অনুগৈঃ**—যারা একান্ত অনুগামী; **তৎ**—এই সত্য; **বিদ্বান্**—জ্ঞানী; **ন চলেৎ**—বিচলিত হন না; **মার্গাৎ**—পথ হতে; **অন্বশিক্ষম্**—আমি শিক্ষালাভ করে; **ক্ষিতেঃ**—ভূমি থেকে; **ব্রতম্**—এই অবিচল অভ্যাস।

অনুবাদ

যখনই কোনও ধীরস্থির ব্যক্তি অন্যান্য জীবের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তার বোঝা উচিত যে, আক্রমণকারীরা ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণে অসহায়ভাবে কাজ করছে, তাই তার পক্ষে উন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া অনুচিত। পৃথিবী থেকে এই শিক্ষা আমি লাভ করেছি।

তাৎপর্য

পৃথিবী সহনশীলতার প্রতীক। গভীর তৈলকূপ খনন, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, নানা প্রকার দূষণ, এবং আরও অনেক প্রকারে আসুরিক জীবগণ নিত্যই পৃথিবীকে উত্যক্ত করে রেখেছে। কখনও বা লোভী মানুষদের ব্যবসায়িক স্বার্থে বৃক্ষলতা সমৃদ্ধ বনজঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে, এবং তার ফলে পতিত জমি জেগে উঠছে। কখনও বা হিংস্র যুদ্ধবিগ্রহের মাঝে সংগ্রামে নিয়োজিত সৈনিকদের রক্তে পৃথিবীর বুক ভেসে যাচ্ছে। তবু, এই সমস্ত বিপর্যয় সত্ত্বেও, জীবগণের প্রয়োজনীয় যা কিছু সবই এই পৃথিবী সরবরাহ করেই চলেছে। এইভাবেই পৃথিবীর দৃষ্টান্ত থেকে সহনশীলতার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে।

শ্লোক ৩৮

শশ্বৎ পরার্থসর্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্ ॥ ৩৮ ॥

শশ্বৎ—সদাসর্বদা; **পর**—অন্যের; **অর্থ**—কারণে; **সর্ব-ঈহঃ**—সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়; **পর-অর্থ**—পরের উপকারে; **একান্ত**—একমাত্র; **সম্ভবঃ**—প্রাণধারণের প্রয়োজন; **সাধুঃ**—সদাচারী মানুষ; **শিক্ষেত**—শিক্ষালাভ করা উচিত; **ভূভৃত্তঃ**—পর্বত থেকে; **নগ-শিষ্যঃ**—বৃক্ষের শিক্ষার্থী; **পর-আত্মতাম্**—পরের জন্য উৎসর্গীকৃত।

অনুবাদ

অন্যের সেবায় নিজের সকল প্রচেষ্টা উৎসর্গ করা এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার মূল উদ্দেশ্যস্বরূপ অন্য সকলের কল্যাণ সাধন করার আদর্শ পর্বতের কাছ থেকেই সাধুপুরুষের শিক্ষালাভ করা উচিত। তেমনই, বৃক্ষের শিষ্য রূপেও, অন্য সকলেরই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা তাঁকে শিখতে হবে।

তাৎপর্য

বিশাল পর্বতগুলি অপরিমিত মৃত্তিকা ধারণ করে থাকে, যা থেকে অগণিত রূপে প্রাণের পরিচয় যথা বৃক্ষ, তৃণ, পশুপাখি ইত্যাদি উদ্ভূত হয় এবং প্রাণধারণ করে থাকে। পর্বতগুলি অফুরন্ত পরিমাণে স্বচ্ছ জলও বিভিন্ন জলপ্রপাত এবং নদীর আকারে ঢেলে দিতে থাকে এবং এই জল সকলকে জীবন দান করে। পর্বতগুলির দৃষ্টান্ত অনুধাবনের মাধ্যমে, সকল জীবের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রক্রিয়া মানুষের শিক্ষালাভ করা উচিত। তেমনই, পুণ্যশরীর বৃক্ষ সকল যেগুলি ফল, ফুল, শীতল ছায়া এবং ওষধি নির্যাস আদি বিতরণ করে যেভাবে অগণিত প্রকারে কল্যাণ বিতরণ করে থাকে, তা থেকেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এমনকি অকস্মাৎ কোনও

বৃক্ষকে কেটে নিয়ে টানতে টানতে চলে গেলেও গাছ প্রতিবাদ করে না, বরং জ্বালানী কাঠের রূপ নিয়ে সকলের সেবা করতেই থাকে। এইভাবে, মানুষ এই ধরনের পরোপকারী বৃক্ষের শিষ্য হয়ে উঠতে অবশ্যই পারে এবং তাদের কাছ থেকে সাধুসুলভ আচরণের গুণাবলী শিক্ষা করতে পারে।

শ্রীল মধ্বাচার্যের অভিমত অনুসারে, *পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ* শব্দটি বোঝায় যে, নিজের সমস্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সঞ্চয়াদি সবই পরোপকারে উৎসর্গ করা উচিত। নিজের অর্জিত ঐশ্বর্যরাশি দিয়ে বিশেষভাবে গুরুদেব এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের প্রয়াস করাই কর্তব্য। এইভাবেই, দেবতাগণ তথা সমস্ত যথার্থ মান্যবর ঊর্ধ্বতন পুরুষেরা স্বতঃসিদ্ধভাবেই প্রীতিলাভ করে থাকেন। এই শ্লোকটিতে বর্ণিত উপায়ে, সাধুজনোচিত আচরণ বিকাশের মাধ্যমে মানুষ সহনশীল হয়ে উঠবে, এবং জাগতিক সুখান্বেষণের বৃথা চেষ্টায় সমগ্র জগৎব্যাপী পরিভ্রমণের মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়গুলির অনর্থক পরিশ্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বৃক্ষের সহনশীলতার গুণ সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে উপদেশ দিয়েছেন—*তরোরিব সহিষ্ণুনা, কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*। যে ভক্ত গাছের মতো সহিষ্ণু, তিনিই অবিরাম শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রনাম জপকীর্তন করতে পারেন বলে তিনি নিত্যনুতন আনন্দ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ৩৯

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্যেত বাঙ্মনঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রাণ-বৃত্ত্যা—কেবলমাত্র প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার মাধ্যমে; **এব**—এমনকি; **সন্তুষ্যেৎ**—সন্তুষ্ট থাকা উচিত; **মুনিঃ**—ঋষি; **ন**—না; **এব**—অবশ্য; **ইন্দ্রিয়-প্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর সামগ্রীর দ্বারা; **জ্ঞানম্**—চেতনা; **যথা**—যাতে; **ন নশ্যেত**—বিনষ্ট হতে পারে না; **ন অবকীর্যেত**—বিপর্যস্ত না হতেও পারে; **বাক্**—তার বাক্য; **মনঃ**—এবং মন।

অনুবাদ

কোনও জ্ঞানবান মুনি সরলভাবে জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট থাকেন এবং জড়েন্দ্রিয়-গুলিকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে তৃপ্তি সুখ পেতে চান না। পরোক্ষভাবে, জড়-জাগতিক শরীরটিকে এমনভাবে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, যাতে যথার্থ উচ্চজ্ঞানচর্চা বিপর্যস্ত না হতে পারে এবং মন ও বাক্য কখনই আত্মজ্ঞান উপলব্ধির পথ থেকে বিচ্যুতি না ঘটাতে পারে।

তাৎপর্য

জ্ঞানীব্যক্তি কখনই রূপ, গন্ধ, রস এবং অনুভূতির মাঝে তাঁর শুদ্ধ চেতনাকে নিমগ্ন করেন না, তবে আহার, এবং নিদ্রার মতো ক্রিয়াকর্ম স্বীকারের মাধ্যমে তাঁর দেহ এবং আত্মাকে একাত্ম করে রাখেন। মানুষকে অবশ্যই আহার, নিদ্রা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিধিবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যথাযথভাবে শরীর রক্ষা করতেই হবে, নচেৎ মন দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পারমার্থিক জ্ঞান ক্ষীণ হয়ে যাবে। যদি কেউ অতীব কৃচ্ছ্রতার মাধ্যমে আহার গ্রহণ করে, তা হলে সুনিশ্চিতভাবেই তার শরীর ক্ষীণ হয়ে যাবে, কিংবা নিঃস্বার্থ হয়ে জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে অপবিত্র আহার্য গ্রহণ করে, তবে তার মনঃশক্তি অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্যদিকে, কেউ যদি অতিরিক্ত তৈলাক্ত কিংবা গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ করে, তা হলে অবাঞ্ছিত দীর্ঘ নিদ্রা এবং বীর্য বৃদ্ধির কারণ হবে, আর তার ফলে মন ও বাক্য ক্রমশই রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাবে আচ্ছন্ন হতে থাকবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* সমগ্র বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করে তাঁর উপদেশে বলেছেন—*যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু* (*গীতা* ৬/১৭) নিজের শরীরের সকল ক্রিয়াকলাপ সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত রাখলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি সহজসাধ্য হয়ে উঠে। এই পদ্ধতি পারমার্থিক সদ্‌গুরু শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা কিংবা অত্যধিক ইন্দ্রিয় উপভোগ, কোনটারই দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।

শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্নরূপে কোনও বস্তুকে বিবেচনা করা কোনও ভগবদ্ভক্তের উচিত নয়, কারণ সেটি মায়াময় ভ্রান্তিমাত্র। কোন ভদ্রলোক কখনই অন্যের সম্পত্তি উপভোগের চেষ্টা করে না। তেমনই, সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত বুঝতে পারলে, জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের আর কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যদি জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্নরূপে বিচার করা হয়, তা হলে মানুষের জড়জাগতিক ভোগ প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত হতে থাকে। মানুষকে অবশ্যই বুদ্ধিমানের মতো *প্রেয়স্* অর্থাৎ অস্থায়ী তৃপ্তি, এবং *শ্রেয়স্* অর্থাৎ স্থায়ী কল্যাণের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে শেখা চাই। সুনিয়ন্ত্রিত সীমিত পদ্ধতির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়জাত ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে অভ্যাস করা চাই, যাতে সুদৃঢ়চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করতে পারা যায়, কিন্তু যদি কেউ জড়েন্দ্রিয়গুলির কাজে অত্যধিক প্রশ্রয় দিতে থাকে, তা হলে অবশ্যই মানুষ তার আত্মিক গুরুত্ব হারিয়ে পারমার্থিক জীবনে সাধারণ জড়জাগতিক মানুষদের মতো কাজ করতে থাকে। এখানে তাই বলা হয়েছে, আমাদের পরম লক্ষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান তথা সুস্পষ্ট চেতনা অর্জন।

শ্লোক ৪০

বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্মেষু সর্বতঃ ।
গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ ॥ ৪০ ॥

বিষয়েষু—জড় বিষয়াদির সংস্পর্শে; **আবিশন্**—প্রবেশ করে; **যোগী**—আত্মনিয়ন্ত্রিত মানুষ; **নানা-ধর্মেষু**—বিভিন্ন প্রকার গুণাবলী সমন্বিত; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **গুণ**—সদ্‌গুণাবলী; **দোষ**—এবং ত্রুটিসমূহ; **ব্যপেত-আত্মা**—পরমার্থজ্ঞানী পুরুষ; **ন-বিষজ্জেত**—বিজড়িত হন না; **বায়ু-বৎ**—বায়ুর মতো।

অনুবাদ

পরমার্থ বিষয়ে জ্ঞানী এবং আত্মসংযমী ব্যক্তিরও চতুর্দিকে অগণিত ভাল এবং মন্দ জড় বিষয়াদি পরিবেষ্টন করেই থাকে। অবশ্যই, যিনি জাগতিক ভাল এবং মন্দ বিষয়াদির প্রভাব অতিক্রম করেছেন, তিনি কোনও মতেই জড়বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হন না; বরং তিনি যেন বাতাসের মতোই নির্লিপ্ত হয়ে চলেন।

তাৎপর্য

যেমন বায়ুর বহিরঙ্গা প্রকাশকে বাতাস বলে, তেমনই তার অন্তরঙ্গা পরিচয় হল প্রাণ। যখন বাতাস কোনও জলপ্রপাতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়, তখন তাতে নির্মল জলের কণা ভাসমান থাকে এবং তাই সেই বাতাস অতীব প্রাণসঞ্জীবনী হয়ে উঠে। কখনও বা সেই বাতাস মনোরম অরণ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, ফল ও ফুলের সুবাস বহন করে নিয়ে চলে; অন্য সময়ে বাতাসের প্রবাহে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে যাতে সেই একই অরণ্য দগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত হয়। সেই বাতাস অবশ্যই তার নিজ প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলে, তার শুভ এবং অশুভ কার্যাবলীর উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে চলতে থাকে। তেমনই, এই জড়জগতের মধ্যেও আমরা অবধারিতভাবে সুখকর এবং বিরক্তিকর দুঃখময় উভয় প্রকার পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হয়ে থাকি। অবশ্য যদি আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে অবিচল হয়ে থাকতে পারি, তা হলে জড়জাগতিক অশুভ বিষয়ে যেমন বিচলিত হব না, তেমনই জড়জাগতিক শুভ ফললাভেও আসক্তি অনুভব করব না। কোনও ভক্ত তার পারমার্থিক কর্তব্যাদি পালনের সময়ে, হয়ত কখনও মনোরম গ্রামীণ পরিবেশের মাঝে হরেকৃষ্ণ নাম জপের অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে, আবার কখনও হয়ত কোনও নরকতুল্য শহরের মাঝে সেই একই কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই ভক্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মনোনিবেশ করে থাকে এবং দিব্য আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে। যদিও বাতাসকে গভীর অন্ধকারময় এবং দুর্গম স্থান দিয়েও বয়ে যেতে হয়, তবু

বাতাস কখনও ভীত সন্ত্রস্ত কিংবা বিচলিত হয় না। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনও ভক্তেরও অতীব কঠিন পরিস্থিতির মাঝেও, কখনই ভীতসন্ত্রস্ত কিংবা উদ্বিগ্ন হওয়া অনুচিত। জড়জাগতিক মনোরম রূপসৌন্দর্য, আস্বাদন, আঘ্রাণ, শব্দ এবং স্পর্শানুভূতির প্রতি আসক্ত মানুষকেও প্রত্যেকটি বিষয়েই বিপরীতধর্মী আকর্ষণ-বিকর্ষণে বিচলিত হতে হবেই। এইভাবেই অগণিত ভাল এবং মন্দ বস্তুর মাঝে পরিবৃত হয়ে, জড়বাদী মানুষ নিত্য বিভ্রান্ত বোধ করতে থাকে। যখন বাতাস নানা দিগ্বিদিকে একই সঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে, তখন পরিবেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঠিক সেইভাবেই, যদি মন নিত্যই জড়জাগতিক বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট ও বিরক্ত বোধ করতে থাকে, তবে তখন এমনই মানসিক বিক্ষোভ জাগে যে, পরম তত্ত্বের চিন্তা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অতএব, প্রবহমান বাতাস থেকে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত কিভাবে জড়জগতের সর্বত্র নিরাসক্ত হয়ে বিচরণ করতে হয়।

শ্লোক ৪১

পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্‌গুণাশ্রয়ঃ ।
গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্ ॥ ৪১ ॥

পার্থিবেষু—মাটি (এবং অন্যান্য উপাদানে) সৃষ্ট; **ইহ**—এই জগতে; **দেহেষু**—দেহগুলির মধ্যে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **তৎ**—তাদের; **গুণ**—বিশেষ গুণাবলী; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয় নিয়ে; **গুণৈঃ**—ঐসকল গুণাবলীসহ; **ন যুজ্যতে**—নিজেকে জড়িত করে না; **যোগী**—যোগী; **গন্ধৈঃ**—বিভিন্ন গন্ধ সহ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **ইব**—যেমন; **আত্ম-ধৃক্**—নিজেকে যথাযথভাবে দর্শন করতে যে পারে (এই জড়জগৎ থেকে পৃথকভাবে)।

অনুবাদ

যদিও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীবাত্মা এই জগতে বিভিন্ন জড়জাগতিক শরীরের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে, সেগুলির বিবিধ গুণাবলী ও কার্যপদ্ধতির অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে, তা সত্ত্বেও সে কখনও তাতে জড়িত হয়ে পড়ে না, ঠিক যেভাবে বাতাস বিবিধ গন্ধ বহন করলেও বস্তুত তাদের সাথে মিশে যায় না।

তাৎপর্য

যদিও বাতাস যেভাবে যখন যেমন গন্ধ বহন করে থাকে, সেইভাবেই আমরা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ অনুভব করি, তবু বাতাস বাস্তবিকই তার যথার্থ প্রকৃতি পরিবর্তন করে না। ঠিক তেমনই, আমরা যদিও কোনও মানুষকে সবল বা দুর্বল, বুদ্ধিমান কিংবা হতবুদ্ধি, সুশ্রী কিংবা সাদাসিধে, ভাল কিংবা মন্দ বিচার করতে পারি, তা

হলেও যথার্থ জীবাত্মা যে প্রকৃত মানুষটি বাস্তবিকই শরীরের কোনও গুণাবলীর অধিকারী হয় না, শুধুমাত্র সেই ভাল-মন্দ গুণগুলির দ্বারা আবৃত হয়েই থাকে, ঠিক যেমন বিভিন্ন গন্ধের দ্বারা বাতাস ভরে থাকে মাত্র। এইভাবেই, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ সর্বদাই জানে যে, অনিত্য অস্থায়ী শরীর থেকে সে ভিন্ন এক সত্তা। দেহের বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা, যেমন—শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধক্য তার জীবনে হতে থাকে; তবে সেই দেহের ব্যথাবেদনা, সুখ-আনন্দ, গুণাবলী এবং ক্রিয়াকর্মের অনুভূতি তার হতে থাকলেও, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ কখনই মনে করে না যে, সে ঐ দেহটি মাত্র। সর্বদা সে উপলব্ধি করে যে, সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ নিত্যশাশ্বত চিন্ময় আত্মা। এই শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—*ন যুজ্যতে যোগী*—সে কখনই বন্ধনে জড়িত হয়ে পড়ে না। সিদ্ধান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনাময় মানুষকে কখনই দেহপরিচিতির সূত্রে বিবেচনা করা অনুচিত, বরং তাকে ভগবানের নিত্য সেবক মনে করাই ঠিক।

শ্লোক ৪২

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু
ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন ।
ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো
মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ ॥ ৪২ ॥

অন্তর্হিতঃ—মধ্যে অবস্থিত; **চ**—ও; **স্থির**—সকল অচল শরীর; **জঙ্গমেষু**—এবং জীবনের সকল সচল রূপ; **ব্রহ্ম-আত্মভাবেন**—সে নিজেই শুদ্ধ আত্মা এই উপলব্ধির মাধ্যমে; **সমন্বয়েন**—বিভিন্ন শরীরের সঙ্গে বিভিন্ন সংযোগের পরিণামে; **ব্যাপ্ত্যা**—সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে; **অব্যবচ্ছেদম্**—অবিচ্ছেদ্য হওয়ার ফলে; **অসঙ্গম্**—অনাসক্ত না হওয়ার ফলে; **আত্মনঃ**—পরমাত্মার অধীনে; **মুনিঃ**—মুনিঋষি; **নভস্ত্বম্**—আকাশের সমতুল্য; **বিততস্য**—প্রসারিত; **ভাবয়েৎ**—সেই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

অনুবাদ

মননশীল মুনিঋষি জড়জাগতিক দেহধারী হলেও নিজেকে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা রূপেই তাঁর উপলব্ধি করা উচিত। সেইভাবেই, প্রত্যেক মানুষেরই বোঝা উচিত যে, চিন্ময় আত্মা সচল এবং নিশ্চল সকল প্রকার জীবরূপের মধ্যেই প্রবেশ করে, এবং প্রত্যেক আত্মাই এই কারণে সর্বব্যাপী। মুনিঋষির পক্ষে আরও উপলব্ধি করা উচিত যে, পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান একই সাথে সকল বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েরই মধ্যে তুলনা করা যেতে

পারে আকাশের প্রকৃতির সঙ্গে—যদিও আকাশ সর্বব্যাপী এবং সব কিছুই আকাশের মধ্যে বিরাজ করে আছে, তবু আকাশ কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না, কিংবা কোনও কিছুর দ্বারা তাকে বিভক্ত করাও সম্ভব হয় না।

তাৎপর্য

যদিও আকাশের মধ্যেই বায়ু বিদ্যমান, তবু আকাশ, অর্থাৎ মহাশূন্য অবশ্যই বায়ু থেকে ভিন্ন। বায়ু না থাকলেও, মহাশূন্য বা আকাশ বিরাজিতই থাকে। সকল জড় বস্তু মহাশূন্যের মাঝে, অর্থাৎ সুবিশাল জড়জাগতিক আকাশের মাঝে বিরাজ করছে, কিন্তু আকাশ অবিভাজ্য হয়েই থাকে এবং, সকল বস্তুর স্থান সংকুলান করে দিলেও, আকাশ কখনও কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না। ঠিক এইভাবেই মানুষ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েরই অবস্থান বুঝতে পারে। জীবাত্মা সর্বব্যাপী, যেহেতু অগণিত জীবাত্মা সকল বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে থাকে; তবে, বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, প্রত্যেক জীবাত্মাই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৫/৯) বলা হয়েছে—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥

"যখন একটি কেশাগ্রকে শতধা করা হয় এবং প্রত্যেকটি অংশকে আবার শতধা বিভক্ত করা হয়, তখন সেই প্রত্যেকটি অংশের পরিমাণই চিন্ময় আত্মার পরিমাণ।" সেই কথাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশঃ সাদৃশাত্মকঃ ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥

"চিন্ময় অনুকণার অসংখ্য অংশবিভাগ রয়েছে, যেগুলি কেশাগ্রের শতসহস্রভাগের একভাগ পরিমাণ।"

অবশ্য পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপী, কারণ তিনি স্বয়ং সর্বত্র বিরাজমান। ভগবান অদ্বৈত অর্থাৎ অবিভাজ্যরূপে সুবিদিত। তাই একই অনন্য পরমেশ্বর ভগবান ঠিক আকাশের মতোই সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছেন, এবং তা সত্ত্বেও তিনি কোনও কিছুর সঙ্গে আসক্ত কিংবা সংযুক্ত নেই, যদিও সব কিছুই তাঁরই মাঝে নির্ভর করে রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৬) ভগবান স্বয়ং তাঁর সর্বব্যাপকতার এই বিশ্লেষণ প্রতিপন্ন করেছেন—

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥

"মহান বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণশীল হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আকাশে অবস্থান করে, তেমনই সমগ্র জগৎ আমার মাঝেই অবস্থান করে রয়েছে।"

অতএব, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই সর্বব্যাপী, তা বলা হলেও, মনে রাখা উচিত যে, জীবাত্মা রয়েছে অসংখ্য, অথচ পরম পুরুষোত্তম ভগবান মাত্র একজনই। ভগবান সর্বদাই পরম সত্তা, এবং যথার্থ মননশীল মুনিঋষি কখনই ভগবানের পরম অবস্থানের মর্যাদা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হন না।

শ্লোক ৪৩

তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ ।
ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্ ॥ ৪৩ ॥

তেজঃ—আগুন; **অপ**—জল; **অন্ন**—এবং আগুন; **ময়ৈঃ**—সমন্বিত; **ভাবৈঃ**—বস্তুগুলির দ্বারা; **মেঘ-আদ্যৈঃ**—মেঘ এবং অন্যান্য; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **ঈরিতৈঃ**—প্রবাহিত হয়; **ন স্পৃশ্যতে**—স্পর্শ না করে; **নভঃ**—শূন্য আকাশ; **তৎ-বৎ**—সেইভাবেই; **কাল-সৃষ্টৈঃ**—কালের দ্বারা সৃষ্ট; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর দ্বারা; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

যদিও প্রচণ্ড বাতাসে মেঘ এবং ঝড় আকাশের প্রান্তে উড়ে যায়, তবু এই সব ক্রিয়াকর্মের দ্বারা আকাশ কখনও ভারাক্রান্ত কিংবা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না। তেমনই, চিন্ময় আত্মা জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে বাস্তবিকই পরিবর্তিত কিংবা প্রভাবিত হয় না। যদিও জীব ক্ষিতি, অপ ও তেজ দ্বারা গঠিত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে, এবং মহাকালের দ্বারা সৃষ্ট প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে তা প্রভাবিত হয়, তা হলেও তার নিত্য শাশ্বত চিন্ময় প্রকৃতি বাস্তবিকই কখনও কলুষিত হয় না।

তাৎপর্য

যদিও মনে হয় ঝড়, বৃষ্টি, তুফান, বজ্র এবং বিদ্যুতের প্রবল সঞ্চালনে আকাশ বিক্ষুব্ধ হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে আকাশ অতি সূক্ষ্ম হলেও, বিপর্যস্ত হয় না, তবে এই ধরনের আপাতদৃষ্ট ক্রিয়াকলাপের পটভূমি হয়েই বিরাজিত থাকে। তেমনই, জড় দেহ এবং মন যদিও জন্ম ও মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখ, ভালবাসা ও ঘৃণার মতো অগণিত পরিবর্তনের মাধ্যমে কালযাপন করতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে এই সকল ক্রিয়াকর্মেরই নিতান্ত পটভূমিরূপেই নিত্য শাশ্বত জীব বিদ্যমান থাকে। চিন্ময় আত্মা অতীব সূক্ষ্ম সত্তা বলেই বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয় না; শুধুমাত্র দেহ

এবং মনের আপাতদৃষ্ট বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বৃথা দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, এই জড়জগতের মধ্যে আত্মা প্রবল দুঃখদুর্দশার মাঝে কষ্টভোগ করতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে, শ্রীল মধ্বাচার্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক জীবকে অবশ্যই সংগ্রামের মাধ্যমে তার দিব্য চিন্ময় গুণাবলী পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে। জীবসত্তা যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের পরম সত্তার অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, এবং তাই প্রত্যেক জীবাত্মাই দিব্য গুণাবলীর আধার। পরমেশ্বর ভগবান অবশ্য এই সমস্ত গুণবৈশিষ্ট্যই বিনা বাধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিব্যক্ত করে থাকেন, তবে বদ্ধ জীবকে অবশ্যই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই সকল গুণাবলী পুনরুদ্ধার করতে হয়। অতএব, পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব উভয়েই নিত্য এবং দিব্য হলেও, পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই পরম শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে এই সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করলেই, বদ্ধজীব চিন্ময় পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ৪৪

স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্যস্তীর্থভূর্নৃণাম্ ।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্তনৈঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বচ্ছঃ—পবিত্র; **প্রকৃতিতঃ**—প্রকৃতি অনুসারে; **স্নিগ্ধঃ**—স্নিগ্ধ প্রকৃতির; **মাধুর্যঃ**—মিষ্ট বা ভদ্র বাচন; **তীর্থ-ভূঃ**—তীর্থস্থান; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **মুনিঃ**—মুনিঋষি; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **অপাম্**—জলের; **মিত্রম্**—যথার্থ সঙ্গী; **ঈক্ষা**—দৃষ্টির মাধ্যমে; **উপস্পর্শ**—শ্রদ্ধার স্পর্শের মাধ্যমে; **কীর্তনৈঃ**—এবং মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, কোনও মুনিঋষি ঠিক জলের মতো, কারণ তিনি সকল প্রকার কলুষতামুক্ত, শান্তমধুর প্রকৃতির মানুষ, এবং মিষ্ট বাচনের মাধ্যমে জল প্রবাহের মতো মনোরম ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করেন। এই ধরনের সাধু পুরুষকে দর্শন, স্পর্শ কিংবা শ্রবণের মাধ্যমেই জীব শুদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক যেভাবে পবিত্র জলস্পর্শে মানুষ শুদ্ধতা অর্জন করে থাকে। তাই ঠিক কোনও তীর্থস্থানের মতোই, কোনও সাধুপুরুষ তাঁর সঙ্গে যারই সম্পর্ক লাভ হয়, তাদের সকলকেই পবিত্র করে তোলেন, কারণ তিনি নিয়তই ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে থাকেন।

তাৎপর্য

অপাং মিত্রম্, "ঠিক জলের মতো" শব্দগুলিকে *অঘান্ মিত্রম্* রূপেও পাঠ করা চলতে পারে, যার অর্থ এই যে, সাধুপুরুষগণ সকল জীবকেই মিত্ররূপে অর্থাৎ তাঁর একান্ত সখারূপে স্বীকার করে থাকেন, এবং তাদের পাপকর্মফল (*অঘাৎ*)

থেকে তাদের রক্ষা করেন। বদ্ধ জীব বৃথাই তার স্থূল জড় দেহ এবং সূক্ষ্ম মনের সাথে দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে আর তাই চিন্ময় দিব্য জ্ঞানের স্তর থেকে অধঃপতিত হয়ে থাকে। বদ্ধজীব সর্বদাই জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনায় লোভার্ত হয়ে থাকে এবং যদি সে তা অর্জন করতে না পারে, তা হলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কখনও তার জড়জাগতিক ভোগতৃপ্তির সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলার ভয়ে এমনই বিচলিত হয়ে পড়ে যে, উন্মাদ হয়ে উঠার পর্যায়ে সে এগিয়ে চলে।

কোনও সাধুপুরুষ অবশ্য পবিত্র জলের মতোই সকল প্রকার দূষণমুক্ত থাকেন এবং সকল জিনিস পবিত্র করে তোলার ক্ষমতা রাখেন। শুদ্ধ জল যেমন স্বচ্ছ হয়, যে কোনও সাধুপুরুষও তেমনই স্বচ্ছভাবে তাঁর অন্তরে পরমেশ্বর ভগবানের অভিপ্রকাশ উপলব্ধি করে থাকেন। তেমন ভগবৎ-প্রেম সকল সুখের উৎস হয়ে ওঠে। যখন জল বয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে, তখন অতি সুমধুর তরঙ্গ ধ্বনি সৃষ্টি করতে থাকে, এবং তেমনই ভগবৎ-মহিমায় সঞ্জীবিত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মুখনিঃসৃত শব্দতরঙ্গও বিশেষভাবে মনোহর এবং চমৎকার ভাব সৃষ্টি করে। এইভাবেই, জলের প্রকৃতি অনুধাবনের মাধ্যমে মানুষ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণাদি উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ৪৫

তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্ধর্ষোদরভাজনঃ ।
সর্বভক্ষ্যোঽপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ ॥ ৪৫ ॥

তেজস্বী—তেজোদ্দীপ্ত; **তপসা**—তাঁর তপস্যার মাধ্যমে; **দীপ্তঃ**—দীপ্যমান; **দুর্ধর্ষ**—অবিচলিত; **উদর-ভাজনঃ**—উদরপূর্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তৎসামান্য আহার; **সর্ব**—সবকিছু; **ভক্ষ্যঃ**—আহার্য; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **যুক্ত-আত্মা**—পারমার্থিক জীবনচর্যায় নিবদ্ধ; **ন আদৎ-তে**—স্বীকার করেন না; **মলম্**—মলিনতা; **অগ্নি-বৎ**—অগ্নির মতো।

অনুবাদ

সাধুপুরুষেরা তপস্যার মাধ্যমে তেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন। তাঁদের চেতনা অবিচল থাকে, কারণ তাঁরা জড়জগতের কিছুই উপভোগের প্রয়াসী হন না। এই ধরনের স্বভাবসিদ্ধ মুক্ত ঋষিগণ ভাগ্যবলে যতটুকু তাঁদের কাছে উপস্থাপিত হয়ে থাকে, সেইমাত্র আহার্য গ্রহণ করে থাকেন, এবং যদি ঘটনাক্রমে কলুষিত খাদ্য তাঁদের গ্রহণ করতেও হয় তাঁদের কোনই ক্ষতি হয় না, যেন তাঁরা আগুনের মতোই সমস্ত কলুষিত সামগ্রী দহন করে ফেলেন।

তাৎপর্য

উদরভাজন শব্দটি বোঝায় যে, সাধু পুরুষ শুধুমাত্র দেহ এবং আত্মা সংযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই আহার করেন এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে ভোজন করেন না। মন প্রফুল্ল রাখার উদ্দেশ্যে সুস্বাদু আহার ভোজন করা উচিত; তবে রাজসিক ভোজন করা অনুচিত, কারণ তার ফলে মৈথুন আকাঙ্ক্ষা এবং আলস্য জাগে। সাধু পুরুষ সর্বদাই যথার্থ সদাচারী হন এবং কখনই লোভী কিংবা মৈথুনাসক্ত হন না। যদিও মায়ার চেষ্টার ফলে বিবিধ প্রকার জড়জাগতিক প্রলোভনের মাধ্যমে তাঁকে পরাভূত করবার উদ্যোগ থাকে, শেষ পর্যন্ত সাধুপুরুষের আধ্যাত্মিক দিব্য শক্তির কাছে সেই সমস্ত প্রলোভনেরই পরাভব ঘটে। তাই, পারমার্থিক দিব্য জ্ঞানে ভূষিত কোনও ব্যক্তিত্বকে কারও অশ্রদ্ধা করা কখনই উচিত নয়, এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের বন্দনা করা কর্তব্য। কৃষ্ণভাবনাময় পুরুষের কাছে অনবধানতা সহকারে উপস্থিত হওয়ার অর্থ অসতর্কভাবে আগুনের কাছে এগিয়ে যাওয়ারই মতো, কারণ তাঁর সঙ্গে যথাযথভাবে আচরণ না করতে পারলে, তৎক্ষণাৎ দহনজ্বালা সহ্য করতে হয়। শুদ্ধ ভক্তকে অসৎ আচরণ করলে ভগবান ক্ষমা করেন না।

শ্লোক ৪৬

ক্বচিচ্ছন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্ ।
ভুঙ্‌ক্তে সর্বত্র দাতৃণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্ ॥ ৪৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও; **ছন্নঃ**—গুপ্ত; **ক্বচিৎ**—কখনও; **স্পষ্টঃ**—প্রকাশিত; **উপাস্যঃ**—পূজনীয়; **শ্রেয়ঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ; **ইচ্ছতাম্**—যারা ইচ্ছা করে; **ভুঙ্‌ক্তে**—তিনি গ্রাস করেন; **সর্বত্র**—সর্বদিকে; **দাতৃণাম্**—যারা তাঁকে অর্ঘ্য প্রদান করে; **দহন্**—দগ্ধ করেন; **প্রাক্**—পূর্বের; **উত্তর**—এবং ভবিষ্যতের; **অশুভম্**—পাপকর্মাদি।

অনুবাদ

সাধু পুরুষ, যেন ঠিক আগুনের মতো, কখনও প্রচ্ছন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেন আবার কখনও নিজেকে গোপন করে রাখেন। যথার্থ সুখশান্তির অভিলাষী বদ্ধ জীবগণের কল্যাণে, সাধু পুরুষ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর পূজনীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন, এবং সেইভাবে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদনকারীদের অর্ঘ্য স্বীকার করে তাদের সকল প্রকার অতীত এবং ভবিষ্যতের পাপময় কর্মফল আগুনের মতো ভস্মীভূত করেন।

তাৎপর্য

সাধুপুরুষ তাঁর সুমহান পারমার্থিক মর্যাদা গোপন রাখাই পছন্দ করে থাকেন, কিন্তু জগতের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে উপদেশ প্রদানের জন্যই তাঁকে হয়ত কখনও আপন

মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটন করতেই হয়। এই বিষয়টিকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ আগুনও অনেক সময়ে ভস্মের আবরণে সকলের অলক্ষ্যে জ্বলন্ত হয়ে থাকে এবং কোনও সময়ে প্রকাশ্যে অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করে। যজ্ঞের সময়ে যেভাবে পূজারীদের আহুতি প্রদত্ত ঘি এবং অন্যান্য নৈবেদ্য অগ্নি গ্রাস করে থাকে, সেইভাবেই কোনও সাধু পুরুষও তাঁর অনুগামী বদ্ধজীবদের নিবেদিত প্রশংসাও গ্রহণ করেন, এবং তিনি মনে করেন যে, ঐ সকল প্রশংসাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে। যদিও কোনও সাধারণ মানুষকে প্রশংসা করলে সে তৎক্ষণাৎ নির্বোধের মতো উল্লসিত হয়ে ওঠে, সাধুপুরুষের মনে ঐ ধরনের অশুভ ভাবাবেগ মুহূর্তের মধ্যেই পরম তত্ত্বের প্রতি তাঁর আত্মসমর্পণের ফলে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

শ্লোক ৪৭

স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ ।
প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তৎস্বরূপোহগ্নিরিবৈধসি ॥ ৪৭ ॥

স্ব-মায়য়া—তাঁর আপন জড়াশক্তির মাধ্যমে; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **ইদম্**—এই (বিভিন্ন জীব দেহ); **সৎ-অসৎ**—দেবতা, পশুপাখি, এবং অন্যান্য নানা রূপে; **লক্ষণম্**—লক্ষণযুক্ত; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **ঈয়তে**—প্রতিভাত হন; **তৎ-তৎ**—প্রত্যেকটি বিভিন্ন রূপের; **স্বরূপঃ**—পরিচয় ধারণ করে; **অগ্নিঃ**—আগুন; **ইব**—যেন; **এধসি**—জ্বালানী কাঠের মধ্যে।

অনুবাদ

বিভিন্ন আকারের ও প্রকৃতির জ্বালানী কাঠের টুকরোর মধ্যে আগুন যেমন বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, তেমনই সর্বশক্তিমান পরমাত্মাও উত্তম শ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন জীবরূপের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর নিজ শক্তিবলে, প্রত্যেকের স্ব স্ব পরিচিতি ধারণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

যদিও পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান, তা হলেও প্রত্যেক বস্তুই ভগবান নয়। সত্ত্বগুণের দ্বারা ভগবান দেবতাদের এবং ব্রাহ্মণদের উন্নতশ্রেণীর জড়জাগতিক শরীর সৃষ্টি করেন, আর তমোগুণের অভিব্যক্তি প্রসারিত করে তিনি সেইভাবেই জীবজন্তু, শূদ্রাদি এবং নিম্নশ্রেণীর জীবকুলের শরীরগুলি সৃষ্টি করে থাকেন। ভগবান এই সমস্ত উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেন, কিন্তু তিনি বিভু অর্থাৎ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান হয়েই বিরাজমান থাকেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, জ্বলন্ত কাঠের মধ্যে আগুন যদিও বিদ্যমান থাকে, তা হলেও কাঠের চারদিক থেকে নাড়াচাড়া করলে তবেই তা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যদিও পরোক্ষভাবে সর্বত্রই বিরাজমান থাকেন, তবুও যখনই আমরা প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তন ও শ্রবণ করতে থাকি, তখন ভগবান আবির্ভাবের উদ্দীপনা লাভ করে থাকেন এবং তাঁর ভক্তজনের সামনে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন।

নির্বোধ বদ্ধ জীব সবকিছুরই মধ্যে ভগবানের অত্যাশ্চর্য উপস্থিতির তত্ত্ব অগ্রাহ্য করে থাকে এবং তার পরিবর্তে তার সাধারণ বুদ্ধি চেতনা দিয়ে নিজের অনিত্য জাগতিক দেহাবরণের মাঝে মগ্ন হয়ে চিন্তা করে, "আমি শক্তিমান মানুষ," "আমি সুন্দরী নারী," "আমি এই শহরের সবচেয়ে ধনী," "আমি পি এইচ ডি পণ্ডিত", এবং এই ধরনের ভাব পোষণ করে থাকে। এইসব দেহাত্ম চিন্তার বন্ধন ছিন্ন করাই উচিত এবং যথার্থ তত্ত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন যে, জীব চিন্ময় আত্মা, চিরন্তন সত্তা, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় সেবক মাত্র।

শ্লোক ৪৮

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা ॥ ৪৮ ॥

বিসর্গ—জন্ম; **আদ্যাঃ**—থেকে; **শ্মশান**—মৃত্যুকালে যেখানে দেহ ভস্মীভূত হয়; **অন্তাঃ**—পর্যন্ত; **ভাবাঃ**—ভাবসমূহ; **দেহস্য**—দেহের; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **কলানাম্**—বিভিন্ন কলার; **ইব**—মতো; **চন্দ্রস্য**—চন্দ্রের; **কালেন**—কাল দ্বারা; **অব্যক্ত**—অব্যক্ত; **বর্ত্মনা**—যার গতি।

অনুবাদ

জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুতে বিনাশ পর্যন্ত এই জড় জীবনের বিভিন্ন অবস্থাগুলির সবই দেহের বিকার মাত্র আর তা আত্মাকে কোনভাবে প্রভাবিত করে না। ঠিক যেমন আপাত প্রতীয়মান চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি স্বয়ং চন্দ্রকে কখনই প্রভাবিত করে না। কালের অব্যক্ত গতির দ্বারা এই পরিবর্তন সকল ঘটে থাকে।

তাৎপর্য

দেহকে ছয়টি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—জন্ম, বৃদ্ধি, রক্ষণ, উৎপাদন, ক্ষয় ও মৃত্যু। তেমনই চন্দ্রকেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হল বলে মনে হয়। যেহেতু চন্দ্রালোক হচ্ছে সূর্যালোকের প্রতিফলন মাত্র তাই বুঝতে হবে যে স্বয়ং চন্দ্রের কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে না।

বরং চন্দ্রে সূর্যালোকের প্রতিফলনের বিভিন্ন কলাকেই আমরা দেখে থাকি। সেইভাবে, *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে যে—*ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ* অর্থাৎ নিত্য আত্মার জন্ম বা মৃত্যু হয় না। বিভিন্ন জড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া সূক্ষ্ম মন ও জড় দেহে আমরা আত্মার প্রতিফলন অনুভব করি।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে সূর্য হচ্ছে অত্যন্ত জ্বলন্ত একটি গ্রহ এবং চন্দ্র হচ্ছে এক জলজ গ্রহ। শ্রীল জীব গোস্বামী দ্বারাও এই কথাটি স্বীকৃত হয়েছে এবং চন্দ্র গ্রহের যথার্থ প্রকৃতি বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞানীদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি বিশদ বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪৯

কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ ।
নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোঽগ্নের্যথার্চিষাম্ ॥ ৪৯ ॥

কালেন—সময়ের মাধ্যমে; **হি**—অবশ্যই; **ওঘ**—বন্যার মতো; **বেগেন**—যার গতি; **ভূতানাম্**—জড় উপাদানে সৃষ্ট শরীরাদি; **প্রভব**—জন্ম; **অপ্যয়ৌ**—এবং মৃত্যু; **নিত্যৌ**—নিত্যকাল; **অপি**—যদিও; **ন দৃশ্যেতে**—লক্ষ্য করা যায় না; **আত্মনঃ**—চিন্ময় আত্মার সম্পর্কিত; **অগ্নেঃ**—আগুনের; **যথা**—যেমন; **অর্চিষাম্**—শিখার।

অনুবাদ

অগ্নিশিখা প্রতিমুহূর্তে জ্বলে এবং নেভে, তবু এই সৃষ্টির আর বিনাশের কাণ্ড সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় না। তেমনই, মহাকালের শক্তিশালী তরঙ্গগুলি নদীর স্রোতের মতোই নিত্য প্রবহমান রয়েছে, এবং সকলের অলক্ষ্যে অগণিত জড় দেহের জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করে চলেছে। আর তা সত্ত্বেও, আত্মা প্রতিনিয়ত তার অবস্থান মর্যাদা পরিবর্তনের জন্য বাধ্য হয়ে থাকলেও, কালের গতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

তাৎপর্য

ইতিপূর্বে চাঁদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের পরে ব্রাহ্মণ অবধূত আবার যদু মহারাজকে আগুনের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। এইভাবে কোনও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিকে বলা হয় *সিংহাবলোকন* অর্থাৎ "সিংহের দৃষ্টি", যার মাধ্যমে একই সাথে সামনে এগিয়ে এবং পিছনে দৃষ্টিপাত করে কোনও ভুলভ্রান্তি হয়েছে কিনা, তা লক্ষ্য করা যায়। তাই ঋষিবর তাঁর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করতে করতে আগুনের উপমা দিয়েছেন, যাতে অনাসক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হতে পারে। জড়দেহ অবশ্যই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির অনিত্য এবং কল্পনাট্যস্বরূপ অভিব্যক্তি মাত্র। আগুনের

শিখাগুলি নিত্য জন্ম নেয় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, তবুও আমরা আগুনকে দাহ্যমান রূপেই লক্ষ্য করতে থাকি। ঠিক তেমনই, আত্মাও এক নিরবিচ্ছিন্ন সত্তা, যদিও কালের প্রভাবে তার জড়জাগতিক দেহ নিয়তই আবির্ভূত এবং তিরোহিত হতে থাকে। লোকে বলে, সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কেউই ভাবে না যে, সে মরবে। আত্মা যেহেতু নিত্য শাশ্বত, তাই জীব স্বভাবতই স্বীকার করতে চায় যে, সকল অবস্থাই নিত্যকালের মতো স্থায়ী এবং তাই বিস্মৃত হয় যে, শুধুমাত্র চিন্ময় আকাশের মধ্যে নিত্য পরিবেশেই তার নিত্য স্বরূপ প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। এই তত্ত্বটি যদি কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তা হলে তার মাঝে বৈরাগ্যগুণ জেগে ওঠে, অর্থাৎ জড়জাগতিক মায়ামোহ থেকে মুক্তির গুণাবলী জাগ্রত হয়।

শ্লোক ৫০

গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি ।
ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ ॥ ৫০ ॥

গুণৈঃ—ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু-সামগ্রী; **উপাদত্তে**—গ্রহণ করে; **যথা-কালম্**—যথা সময়ে; **বিমুঞ্চতি**—সেগুলি ত্যাগ করে; **ন**—করে না; **তেষু**—সেগুলিতে; **যুজ্যতে**—জড়িত হয়ে পড়ে; **যোগী**—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি; **গোভিঃ**—তাঁর জ্যোতিপ্রভায়; **গাঃ**—জলরাশি; **ইব**—মতো; **গো-পতিঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

ঠিক যেভাবে সূর্য তার প্রচণ্ড জ্যোতিপ্রভায় প্রচুর পরিমাণে জলরাশি বাষ্পীভূত করে নেয় এবং পরে বৃষ্টিধারার আকারে সেই জল পৃথিবীকে ফিরিয়ে দেয়, তেমনই ঋষিতুল্য মানুষ তাঁর জড়েন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সকল প্রকার জড়জাগতিক বিষয়াদির সারমর্ম গ্রহণ করে থাকেন, এবং যথাসময়ে, যথোপযুক্ত মানুষ তাঁর কাছে এসে যখনই সেই সকল বিষয়ে প্রার্থনা জানায়, তখন তিনি সেই সকল সারবস্তুর আকারে তাকে প্রত্যর্পণ করে থাকেন। এইভাবে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড়জাগতিক বিষয়াদি গ্রহণ এবং প্রত্যর্পণের সময়ে তিনি কোনও বিষয়ে আসক্ত হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রসারের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যে সকল ঐশ্বর্য কোনও কৃষ্ণভক্তকে অর্পণ করে থাকেন, সেগুলির প্রতি ভক্ত কখনই স্বাধিকার

ভোগের প্রবৃত্তি পোষণ করে না। কৃষ্ণভক্ত শুধুমাত্র জড়জাগতিক ঐশ্বর্য সঞ্চয় করেই তৃপ্ত হন, তা নয়, বরং এমনভাবে তাঁর পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই প্রদত্ত ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য সর্বত্র উদারভাবে বিতরণ করে দেওয়াই উচিত হবে, যাতে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। সূর্যের কাছ থেকে ভক্তকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হয়।

শ্লোক ৫১

বুধ্যতে স্বে ন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্‌গতঃ।
লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ ॥ ৫১ ॥

বুধ্যতে—চিন্তা করা হয়; **স্বে**—তার আপনরূপে; **ন**—না; **ভেদেন**—বিভিন্নতার কারণে; **ব্যক্তি**—বিভিন্ন প্রতিফলনের বিষয়ে; **স্থঃ**—স্থিত; **ইব**—স্পষ্টত; **তৎ-গতঃ**—সেইগুলির মধ্যে যথাযথভাবে প্রবেশ করে; **লক্ষ্যতে**—মনে হয়; **স্থূল-মতিভিঃ**—যাদের বুদ্ধি স্থূল; **আত্মা**—আত্মা; **চ**—ও; **অবস্থিতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **অর্কবৎ**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সূর্য প্রতিবিম্বিত হলেও, তা কখনই বিভক্ত হয় না কিংবা প্রতিবিম্বের মধ্যে তা মিশে যায় না। যাদের স্থূলবুদ্ধি, তারাই সূর্যকে এইভাবে ধারণা করে থাকে। ঠিক তেমনই, বিভিন্ন জড়দেহের মাধ্যমে আত্মা প্রতিবিম্বিত হলেও, আত্মা সর্বদাই অবিভাজ্য এবং জড়সত্তাবিহীন হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

জানালা, আয়না, উজ্জ্বল বস্তু, তেল, জল এবং এমনই বহু জিনিসে সূর্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তা হলেও সূর্য এক এবং অবিভাজ্য থাকে। তেমনই, নিত্য শাশ্বত আত্মাও শরীরের মধ্যে পার্থিব শরীরের পর্দার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই আত্মাকে বৃদ্ধ কিংবা তরুণ, মোটা কিংবা রোগা, সুখী বা দুঃখী মনে হয়। আত্মাকে আমেরিকাবাসী, রুশ, আফ্রিকাবাসী, হিন্দু কিংবা খ্রিস্টান মনে হতেও পারে, তবে, নিত্য শাশ্বত আত্মা তার স্বাভাবিক মর্যাদা নিয়ে এই সমস্ত জাগতিক নাম-পরিচয়ের বন্ধনে থাকে না।

স্থূল-মতিভিঃ শব্দটি এই শ্লোকের মধ্যে বোঝায় অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শিল্প প্রদর্শনীর মধ্যে মূল্যবান চিত্রপটে কুকুর মূত্রত্যাগ করে, এমন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। কুকুরটি তার স্থূল বুদ্ধির ফলে চিত্রপটখানির যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করতেই পারেনি। তেমনই, কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন গ্রহণে

উদ্যোগী না হলে, মানুষ এইভাবেই মানবজীবনের অমূল্য সুযোগ সমূলে অপব্যবহার করে। আত্ম উপলব্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যেই মানব জীবন লাভ হয়েছে এবং তাই ধনতন্ত্রবাদী, সাম্যবাদী, আমেরিকান, রাশিয়ান এবং এই ধরনের জাগতিক উপাধি-পরিচয় নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করা অনুচিত। তার পরিবর্তে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় সেবাভক্তি নিবেদনের অনুশীলন করা সকল মানুষেরই উচিত এবং তার মাধ্যমে ক্রমশ তাদের নিত্য শাশ্বত শুদ্ধ পরিচয় আত্মস্থ করা প্রয়োজন। সূর্যকে তার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির মাধ্যমেই উপলব্ধি করা উচিত এবং শুধুমাত্র সূর্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। সেইভাবেই, প্রত্যেক জীবকে তার শুদ্ধ চিন্ময় পরিচয়ে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের জড়জাগতিক দেহাত্ম পরিচয়ের বাইরে বিকৃত প্রতিবিম্বে আকৃষ্ট হলে চলবে না।

এই শ্লোকে *আত্মা* শব্দটির দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। ঠিক যেমন আমরা সাধারণ জীবাত্মাকে জড়জাগতিক শরীরের প্রতিবিম্বের মাধ্যমে অনুধাবন করে থাকি, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানকেও আমাদের জাগতিক মনের বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের মাধ্যমে উপলব্ধির প্রয়াস করে থাকি। তাই, আমরা ভগবানকে নিরাকার, নৈর্ব্যক্তিক, নয়তো জড়জাগতিক কিংবা অজ্ঞাত পুরুষরূপে কল্পনা করে থাকি। আকাশ যখন মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তখনই সূর্যকিরণ থেকে সূর্যের সর্বোত্তম অনুভূতি লাভের সম্ভাবনা থাকে। তেমনই, মানুষেরও মন যখন নানা মনগড়া কল্পনায় কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখনই ভগবানের দিব্য শরীর থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরাশিকে পরম চিন্ময় তত্ত্বরূপে গ্রহণ করতে সে পারে। অবশ্য, যখন নির্মেঘ নীলাকাশের মতোই মন বিন্দুমাত্রও কলুষতামুক্ত হয়ে থাকে, তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ রূপ মানুষ দর্শন করতে সক্ষম হয়। বদ্ধ জীবাত্মার আবদ্ধ মন দিয়ে পরম তত্ত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারা যায় না, বরং কর্মফলাশ্রয়ী বাসনা ও মানসিক বৃথা কল্পনা থেকে মুক্ত যে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের নির্মল নীলাকাশ, তার মাধ্যমেই ভগবানকে দর্শন করা মানুষের অবশ্যই উচিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন—

জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির তপন-রূপে
হৃদগগনে বিরাজে ।

"বদ্ধ জীবাত্মাগণের আশীর্বাদস্বরূপ জড়জগতের অন্ধকারের মাঝে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য নাম যেন ভক্তগণের নির্মল

হৃদয়াকাশে সূর্যের মতো উদিত হয়েছেন।" যারা ধর্মকর্ম বা ভগবৎ-তত্ত্ব চর্চার নামে ভগবানের জড়জাগতিক সৃষ্টিকে আত্মসাৎ করে উপভোগ করবার প্রয়াস করছে, তারা এমন সমুজ্জ্বল জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে না। মানুষকে প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হয়ে উঠতে হবে, এবং তখন তার জ্ঞান সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে সব কিছু উদ্ভাসিত করে তুলবে—*কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি (মুণ্ডক উপনিষদ* ১/৩)।

শ্লোক ৫২

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ ।
কুর্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ ॥ ৫২ ॥

ন—না; **অতি-স্নেহঃ**—অধিক স্নেহ-ভালবাসা; **প্রসঙ্গঃ**—ঘনিষ্ঠ সঙ্গ; **বা**—অথবা; **কর্তব্যঃ**—ব্যক্ত করা উচিত; **ক্ব অপি**—কখনও; **কেনচিৎ**—কারও বা কোনও কিছুর সঙ্গে; **কুর্বন্**—সেইভাবে করলে; **বিন্দেত**—অভিজ্ঞতা হবে; **সন্তাপম্**—গভীর দুঃখ; **কপোতঃ**—পায়রা; **ইব**—মতো; **দীনধীঃ**—নীচমনা।

অনুবাদ

কোনও কিছু বা কারও জন্য অত্যধিক স্নেহ বা আসক্তি পোষণ করা কারও উচিত নয়, না হলে বুদ্ধিহীন কপোতের মতো অনেক দুঃখ পেতে হয়।

তাৎপর্য

সংস্কৃত ভাষায় *অতি* উপসর্গ শব্দটির অর্থ 'অত্যধিক', যার দ্বারা বোঝায় কৃষ্ণভাবনাহীন স্নেহ-ভালবাসা কিংবা আসক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, *সুহৃদং সর্বভূতানাম্* (*গীতা* ৫/২৯)—ভগবান সকল জীবের নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী। ভগবান এমনই স্নেহময় যে, প্রত্যেক বদ্ধ জীবের অন্তরে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন এবং বদ্ধ জীবাত্মা নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে ফিরে না আসা পর্যন্ত মায়ার রাজ্যে তার অনন্ত ভ্রমণকালে ধৈর্য নিয়ে তার সঙ্গেই থাকেন। এইভাবে প্রত্যেক জীবের নিত্যসুখের সকল আয়োজন ভগবান করে দেন। সকল জীবের প্রতি স্নেহ এবং অনুকম্পা প্রদর্শনের সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা করতে হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুকূলে কৃষ্ণভাবনা প্রচার করা উচিত এবং অধঃপতিত জীবগণের উদ্ধারকার্যে ভগবানের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। সমাজ, সখ্যতা এবং ভালবাসার নামে দেহ সম্পর্কিত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ভিত্তিতে অন্যের প্রতি যদি আমাদের স্নেহমমতা কিংবা আসক্তি গড়ে ওঠে, তবে অবাঞ্ছিত আসক্তি (অতিস্নেহ) সৃষ্টির মাধ্যমে কোনও এক সময়ে সম্বন্ধ ছিন্ন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার ফলে দুঃখ জ্বালা ভোগ করতে হবে। এখন

মূর্খ কপোতের কাহিনী বর্ণনা করা হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুরূপ একটি কাহিনী রাজা সুযজ্ঞের শোকার্তা বিধবা পত্নীদের কাছে যমরাজ বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৩

কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ ।
কপোত্যা ভার্যয়া সার্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ ॥ ৫৩ ॥

কপোতঃ—পায়রা; **কশ্চন**—কোনও এক; **অরণ্যে**—বনের মধ্যে; **কৃতনীড়ঃ**—তার বাসা তৈরি করে; **বনস্পতৌ**—একটি গাছে; **কপোত্যা**—এক কপোতীর সঙ্গে; **ভার্যয়া**—তার স্ত্রী; **স-অর্ধম্**—তার সঙ্গিনী রূপে; **উবাস**—সে বাস করত; **কতিচিৎ**—কিছু; **সমাঃ**—বছর।

অনুবাদ

একটি কপোত তার কপোতীর সঙ্গে বনে বাস করত। একটি গাছে সে বাসা বেঁধেছিল এবং কয়েক বছর যাবৎ কপোতীর সঙ্গে সেখানে থাকত।

শ্লোক ৫৪

কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্মিণৌ ।
দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ ॥ ৫৪ ॥

কপোতৌ—দুই কপোত; **স্নেহ**—ভালবাসায়; **গুণিত**—যেন রজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে; **হৃদয়ৌ**—তাদের হৃদয়ে; **গৃহ-ধর্মিণৌ**—গৃহস্থের ধর্মপালনে আসক্ত; **দৃষ্টিম্**—দৃষ্টিপাতে; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টি বিনিময়ে; **অঙ্গম্**—শরীর; **অঙ্গেন**—শরীর দিয়ে; **বুদ্ধিম্**—মন; **বুদ্ধ্যা**—অন্যের বুদ্ধি ও মন দিয়ে; **ববন্ধতুঃ**—তারা পরস্পরকে বেঁধেছিল।

অনুবাদ

দুই কপোত-কপোতী তাদের গার্হস্থ্যে কাজকর্মে খুবই আসক্ত হয়ে উঠেছিল। মন ও বুদ্ধি দিয়ে তারা পরস্পরকে দৃষ্টি বিনিময়ে, শরীর ও মনের আদানপ্রদানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করে রেখেছিল। এইভাবে, তারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরকে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করেছিল।

তাৎপর্য

পুরুষ এবং স্ত্রী পায়রা দুটি পরস্পরকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে রেখেছিল যে, তারা এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারত না। একে বলা হয় ভগবৎ-বিস্মৃতি, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হয়ে জড় বিষয়াদির প্রতি আসক্তি।

ভগবানের প্রতি প্রত্যেক জীবেরই নিত্য প্রেম বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সেই প্রেমভাব যখন বিকৃত হয়, তখন তা মিথ্যা জড়জাগতিক ভালবাসায় পর্যবসিত হয়। তার ফলে যথার্থ প্রেমানন্দের বিরস বিবর্ণ প্রতিফলন থেকে পরমতত্ত্বের বিস্মৃতির উপর নির্ভর করে সেই ধরনের ভালবাসা ব্যর্থ জীবনধারার ভিত্তি হয়ে প্রতিভাত হয়।

শ্লোক ৫৫

শয্যাসনাটনস্থানবার্তাক্রীড়াশনাদিকম্ ।
মিথুনীভূয় বিশ্রব্ধৌ চেরতুর্বনরাজিষু ॥ ৫৫ ॥

শয্যা—বিশ্রাম; **আসন**—উপবেশন; **অটন**—ভ্রমণ; **স্থান**—দাঁড়ানো; **বার্তা**—কথাবার্তা; **ক্রীড়া**—খেলা; **অশন**—আহার; **আদিকম্**—ইত্যাদি; **মিথুনী-ভূয়**—পতি-পত্নীরূপে দুজনে; **বিশ্রব্ধৌ**—বিশ্বাস করে; **চেরতুঃ**—তারা সম্পন্ন করল; **বন**—বনের; **রাজিষু**—বৃক্ষরাজির মাঝে।

অনুবাদ

সরল মনে ভবিষ্যতের বিশ্বাস নিয়ে, বনের গাছপালার মাঝে প্রেমময় দম্পতির মতো তারা বিশ্রাম, আহার-বিহার, চলাফেরা, কথাবার্তা, খেলাধুলা এবং সব কিছু করত।

শ্লোক ৫৬

যং যং বাঞ্ছতি সা রাজন্ তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা ।
তং তং সমনয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

যম্ যম্—যা কিছু; **বাঞ্ছতি**—বাসনা করত; **সা**—সে; **রাজন্**—হে রাজা; **তর্পয়ন্তি**—তৃপ্ত করে; **অনুকম্পিতা**—অনুকম্পা দেখিয়ে; **তম্ তম্**—যা কিছু; **সমনয়ৎ**—এনে দিত; **কামম্**—তার কামনা; **কৃচ্ছ্রেণ**—কষ্ট স্বীকার করে; **অপি**—এমন কি; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—তার ইন্দ্রিয়াদি দমনের শিক্ষা কখনই লাভ না করে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, কপোতী যখনই কোনও কিছু বাসনা করত, তখন অনুকম্পার মাধ্যমে কপোতকে সন্তুষ্ট করার ফলে, বহু কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও সব কিছুই কপোত তাকে এনে দিত। তার ফলে, কপোতীর সংসর্গে কপোত তার ইন্দ্রিয়াদি সংযম করতে পারত না।

তাৎপর্য

তর্পয়ন্তী শব্দটির দ্বারা বোঝায় যে, হাস্যময়ী দৃষ্টিপাত ও প্রেমময়ী বাক্যালাপে কপোতী তার পতিকে প্রলুব্ধ করতে বিশেষ দক্ষ হয়ে উঠেছিল। ঐভাবে কপোতের

উদার মনোভাবে আবেদন জানিয়ে, সে চতুরভাবে তার বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো তাকে কাজে লাগাত। হতভাগ্য কপোত ছিল অজিতেন্দ্রিয়, অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয়াদি দমনে যে অক্ষম এবং নারীর রূপ দেখে সহজেই যার মন বিগলিত হয়। দুই কপোত-কপোতীর এই কাহিনী এবং তাদের অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের ফলে তারা যে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল, তা বর্ণনার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ অবধূত মূল্যবান উপদেশ প্রদান করছেন। কারও বুদ্ধি যদি সকল ইন্দ্রিয়ক্রিয়াকলাপের পরমেশ্বর হৃষীকেশের সেবায় নিবেদিত না হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে দেহসুখতৃপ্তির অজ্ঞানতার অন্ধকারে তাকে অধঃপতিত হতেই হবে। তখন মূর্খ কপোতের থেকে তার কোনই প্রভেদ থাকে না।

শ্লোক ৫৭

কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহ্ণন্তী কাল আগতে ।
অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ সতী ॥ ৫৭ ॥

কপোতী—স্ত্রী কপোত; **প্রথমম্**—তার প্রথম; **গর্ভম্**—শাবক সম্ভাবনা; **গৃহ্ণন্তী**—ধারণ করে; **কালে**—যখন প্রসবের সময়ে; **আগতে**—আসন্ন হল; **অণ্ডানি**—ডিম্বগুলি; **সুষুবে**—সে প্রসব করল; **নীড়ে**—বাসার মধ্যে; **স্ব-পত্যুঃ**—তার পতির; **সন্নিধৌ**—উপস্থিতিতে; **সতী**—সাধ্বী স্ত্রী।

অনুবাদ

তারপরে কপোতী তার প্রথম শাবক সম্ভাবনা অর্জন করল। যখন সময় হল, তখন সাধ্বী স্ত্রীর মতোই কতকগুলি ডিম তার পতির উপস্থিতিতে বাসার মধ্যে প্রসব করেছিল।

শ্লোক ৫৮

তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ ।
শক্তিভির্দুর্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ ॥ ৫৮ ॥

তেষু—সেই ডিমগুলি থেকে; **কালে**—যথাসময়ে; **ব্যজায়ন্ত**—জন্ম নিল; **রচিত**—সৃষ্ট; **অবয়বাঃ**—শিশুদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **শক্তিভিঃ**—শক্তির দ্বারা; **দুর্বিভাব্যাভিঃ**—অচিন্ত্যনীয়; **কোমল**—কোমল; **অঙ্গ**—যাদের অঙ্গ; **তনূরুহাঃ**—এবং পালক।

অনুবাদ

যথাসময়ে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্তনীয় শক্তির মাধ্যমে সেই ডিমগুলি থেকে কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পালক সমেত কপোত শাবকেরা জন্মলাভ করল।

শ্লোক ৫৯

প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতি পুত্রবৎসলৌ ।
শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রজাঃ—তাদের সন্তানাদি; **পুপুষতুঃ**—তারা পালন-পোষণ করতে লাগল; **প্রীতৌ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **দম্পতি**—পতি ও পত্নী; **পুত্র**—তাদের শাবকদের জন্য; **বৎসলৌ**—স্নেহবশত; **শৃণ্বন্তৌ**—শ্রবণ করে; **কূজিতম্**—পাখির কলরব; **তাসাম্**—তাদের শাবকদের; **নির্বৃতৌ**—বিপুলভাবে খুশি হয়ে; **কল-ভাষিতৈঃ**—কলকাকলি রবে।

অনুবাদ

দুই কপোত-কপোতী তাদের শাবকদের নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের কলরব শুনে আনন্দলাভ করত। তাই ভালবাসার মাধ্যমে তাদের নবজাত ছোট পাখিগুলিকে নিয়ে বড় করে তুলতে লাগল।

শ্লোক ৬০

তাসাং পতত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈর্মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ ।
প্রত্যুদ্গমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ ॥ ৬০ ॥

তাসাম্—ছোট পাখিগুলির; **পতত্রৈঃ**—ডানাগুলি; **সু-স্পর্শৈঃ**—কোমল স্পর্শলাভে; **কূজিতৈঃ**—তাদের কলকাকলিতে; **মুগ্ধ**—খুশি; **চেষ্টিতৈঃ**—ক্রিয়াকলাপে; **প্রত্যুদ্গমৈ**—সাগ্রহে লাফ দিয়ে তাদের উড়ে চলার চেষ্টায়; **অদীনানাম্**—আনন্দচঞ্চল (শাবকদের); **পিতরৌ**—কপোত-কপোতী পিতামাতা; **মুদম্ আপতুঃ**—আনন্দিত হল।

অনুবাদ

কপোত-কপোতী পিতামাতা তাদের শাবকদের কোমল ডানাগুলি দেখে, তাদের কলরব শুনে, বাসার মধ্যে চারদিকে তাদের সুন্দরভাবে সরল অঙ্গভঙ্গী আর লাফিয়ে উঠে উড়ে চলার চেষ্টা লক্ষ্য করে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাদের শাবকদের প্রফুল্ল দেখে পিতামাতাও প্রফুল্লচিত্ত হল।

শ্লোক ৬১

স্নেহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া ।
বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ ॥ ৬১ ॥

স্নেহ—প্রীতিভরে; **অনুবদ্ধ**—আবদ্ধ হয়ে; **হৃদয়ৌ**—তাদের হৃদয়ে; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরের; **বিষ্ণু-মায়য়া**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তি বলে; **বিমোহিতৌ**—সম্পূর্ণ মুগ্ধ হয়ে; **দীন-ধিয়ৌ**—দুর্বলচিত্তে; **শিশূন্**—তাদের শাবকদের; **পুপুষতুঃ**—তারা পালন করতে লাগল; **প্রজাঃ**—তাদের সৃষ্টিধর শাবকদের।

অনুবাদ

মূর্খ পাখিগুলি তাদের অন্তরের স্নেহবন্ধনে ভগবান বিষ্ণুর মায়াশক্তিবলে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে তাদের প্রজাতি স্বরূপ নবজাত শাবকগুলিকে সযত্নে পালন-পোষণ করতে লাগল।

শ্লোক ৬২

একদা জগ্মতুস্তাসামন্নার্থং তৌ কুটুম্বিনৌ ।
পরিতঃ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্ ॥ ৬২ ॥

একদা—একদিন; **জগ্মতুঃ**—তারা গিয়েছিল; **তাসাম্**—শাবকদের জন্য; **অন্ন**—খাদ্য; **অর্থম্**—কারণে; **তৌ**—দুজনে; **কুটুম্বিনৌ**—পরিবারের প্রধান দুজনে মিলে; **পরিতঃ**—চারদিকে; **কাননে**—বনে; **তস্মিন্**—সেই; **অর্থিনৌ**—উদ্বিগ্ন হয়ে সন্ধানের জন্য; **চেরতু**—তারা বিচরণ করছিল; **চিরম্**—অনেক দূর পর্যন্ত।

অনুবাদ

একদিন কপোত-দম্পতি শাবকদের আহার-অন্বেষণে দুজনে মিলে বেরিয়েছিল। তাদের শাবকদের ভালভাবে আহার জোগানের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে, তারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বনের সর্বত্র বিচরণ করছিল।

শ্লোক ৬৩

দৃষ্ট্বাতান্ লুব্ধকঃ কশ্চিদ্ যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ ।
জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে ॥ ৬৩ ॥

দৃষ্ট্বা—দেখে; **তান্**—তাদের, পক্ষিশাবকদের; **লুব্ধকঃ**—শিকারী; **কশ্চিৎ**—কোনও এক; **যদৃচ্ছাতঃ**—যথেচ্ছ; **বনে**—জঙ্গলে; **চরঃ**—বিচরণকারী; **জগৃহে**—সে ধরে নিল; **জালম্**—তার জালে; **আতত্য**—ছড়িয়ে দিয়ে; **চরতঃ**—ঘুরছিল; **স্ব-আলয়-অন্তিকে**—তাদের নিজ আলয়ের কাছে।

অনুবাদ

সেই সময়ে বনের মধ্যে বিচরণশীল কোনও এক শিকারী সেই কপোত শাবকগুলিকে তাদের বাসার কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখল। তার জাল ছড়িয়ে দিয়ে তাদের সকলকে সে ধরে নিয়েছিল।

শ্লোক ৬৪

কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে সদোৎসুকৌ ।
গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ ॥ ৬৪ ॥

কপোতঃ—পায়রা; **চ**—এবং; **কপোতী**—স্ত্রী-পায়রা; **চ**—এবং; **প্রজা**—তাদের বাচ্চাদের; **পোষে**—পালন পোষণে; **সদা**—সর্বদা; **উৎসুকৌ**—আগ্রহভরে নিয়োজিত; **গতৌ**—গিয়েছিল; **পোষণম্**—খাদ্য; **আদায়**—আনতে; **স্ব**—তাদের নিজেদের; **নীড়ম্**—বাসায়; **উপজগ্মতুঃ**—তারা এল।

অনুবাদ

কপোত এবং তার কপোতী তাদের বাচ্চাদের পালন পোষণের জন্য নিত্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত, এবং সেই উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়াত। যথাযথ খাদ্যাদি পেলে, তারা তখন তাদের বাসায় ফিরে আসত।

শ্লোক ৬৫

কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য বালকান্ জালসংবৃতান্ ।
তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভৃশদুঃখিতা ॥ ৬৫ ॥

কপোতী—কপোত-স্ত্রী; **স্ব-আত্ম-জান্**—তার নিজের সন্তানাদি; **বীক্ষ্য**—দেখে; **বালকান্**—শিশুদের; **জাল**—জালের দ্বারা; **সংবৃতান্**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **তান্**—তাদের দিকে; **অভ্যধাবৎ**—সে ছুটে গেল; **ক্রোশন্তী**—চিৎকার করে; **ক্রোশতঃ**—ওরাও চিৎকার করছিল; **ভৃশ**—ভীষণভাবে; **দুঃখিতা**—দুঃখ পেয়ে।

অনুবাদ

যখন কপোতী শিকারী জালের মধ্যে তার নিজ শাবকদের বন্দী অবস্থায় দেখতে পেল, তখন সে দুঃখে কাতর হয়ে তাদের দিকে ছুটে গেল, এবং শাবকরাও চিৎকার করতে লাগল।

শ্লোক ৬৬

সাসকৃৎস্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া ।
স্বয়ং চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পশ্যন্ত্যপস্মৃতিঃ ॥ ৬৬ ॥

সা—সে; **অসকৃৎ**—সদাসর্বদা; **স্নেহ**—জাগতিক মমতায়; **গুণিতা**—আবদ্ধ; **দীন-চিত্তা**—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে; **অজ**—জন্মরহিত পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়য়া**—মায়াবলে; **স্বয়ম্**—নিজে; **চ**—ও; **অবধ্যত**—ধৃত হয়ে; **শিচা**—জালের দ্বারা; **বদ্ধান্**—আবদ্ধ (শাবকেরা); **পশ্যন্তি**—লক্ষ্য করে; **অপস্মৃতিঃ**—আত্মবিস্মৃত হয়ে।

অনুবাদ

কপোতী নিয়তই গভীর জাগতিক মায়াময় স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চাইত, এবং তাই তার মন ক্ষোভে আত্মবিস্মৃত হল। ভগবানের মায়াবলে আবদ্ধ হয়ে, সে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে তার অসহায় শাবকদের দিকে উড়ে গেল আর অচিরেই শিকারীর জালে সেও আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

শ্লোক ৬৭

কপোতঃ স্বাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽপ্যধিকান্ প্রিয়ান্ ।
ভার্যাং চাত্মসমাং দীনো বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৬৭ ॥

কপোতঃ—কপোত পুরুষ; **স্ব-আত্ম-জান্**—তার নিজ শাবকদের; **বদ্ধান্**—আবদ্ধ; **আত্মনঃ**—নিজের চেয়ে; **অপি**—এমনকি; **অধিকান্**—আরও; **প্রিয়ান্**—প্রিয়জন; **ভার্যাম্**—তার স্ত্রী; **চ**—এবং; **আত্ম-সমাম্**—নিজেরই সমান; **দীনঃ**—হতভাগ্য; **বিললাপ**—আক্ষেপ করছিল; **অতি-দুঃখিতঃ**—খুব দুঃখিত।

অনুবাদ

প্রাণাধিক প্রিয় শাবকদের সঙ্গে প্রিয়তমা কপোতীকে শিকারীর জালে মরণাপন্ন হয়ে আবদ্ধ থাকতে দেখে, হতভাগ্য কপোত দুঃখের সঙ্গে আক্ষেপ করতে থাকল।

শ্লোক ৬৮

অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্মতেঃ ।
অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ ॥ ৬৮ ॥

অহো—হায়; **মে**—আমার; **পশ্যত**—লক্ষ্য কর; **অপায়ম্**—ধ্বংস; **অল্প-পুণ্যস্য**—যার পুণ্যসঞ্চয় অল্প; **দুর্মতেঃ**—বুদ্ধিহীন; **অতৃপ্তস্য**—অতৃপ্ত; **অকৃত-অর্থস্য**—জীবনের উদ্দেশ্য যে পূর্ণ করেনি; **গৃহঃ**—গার্হস্থ্য জীবন; **ত্রৈবর্গিকঃ**—ধর্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে সভ্যজগতের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধন; **হতঃ**—ধ্বংস।

অনুবাদ

কপোত বলল—হায়, আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল! আমি অবশ্যই মহামূর্খ, কারণ আমি যথার্থ পুণ্যকর্ম পালন করি নি। আমি নিজেকে সন্তুষ্ট করতেও পারিনি এবং জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতেও পারলাম না। আমার জীবনের ধর্ম, অর্থ এবং কাম চরিতার্থের ভিত্তিস্বরূপ গার্হস্থ্য পরিবারই আমার সম্মুখে ধ্বংস হয়ে গেল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, *অতৃপ্তস্য* কথাটি থেকে বোঝা যায় যে, কপোতটি যেভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগ করেছিল, তাতে সে তৃপ্তি লাভ করেনি। যদিও তার স্ত্রী, শাবকাদি এবং বাসার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হয়েই ছিল, তা সত্ত্বেও সেইগুলি থেকে যথেষ্ট ভোগতৃপ্তি অর্জন করতে সে পারেনি, যেহেতু ঐ সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিণামে কোনও তৃপ্তি সুখই পাওয়া যায় না। *অকৃতার্থস্য* শব্দটি বোঝায় যে, তার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লাভের ভবিষ্যৎ বিবৃদ্ধির সব আশা এবং স্বপ্নগুলিও এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। লোকে সচরাচর তাদের বাসাকে 'মিষ্টি মধুর সুখী গৃহকোণ' বলে থাকে, আর ভবিষ্যতের ইন্দ্রিয় সুখতৃপ্তি অর্জনের জন্য নির্ধারিত অর্থসঞ্চয়কে বলে যেন বাসায়-পাড়া ডিম। অতএব, জড় জগতের প্রেমাকুল পাখিদের সুস্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে, তাদের স্ত্রী, সন্তানাদি এবং ধনসম্পদ বলতে যা কিছু বোঝায়, তা সবই শিকারীর জালে টেনে নিয়ে চলে যাবে। তাই বলতে গেলে, মৃত্যু এসে সব শেষ করে দেবে।

শ্লোক ৬৯

অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা ।
শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুরূপা—যথোপযুক্ত; **অনুকূলা**—বিশ্বাসযোগ্য; **চ**—এবং; **যস্য**—যার; **মে**—আমাকে; **পতিদেবতা**—যে নারী পতিকে দেবতারূপে স্বীকার করে; **শূন্যে**—পরিত্যক্ত; **গৃহে**—ঘরে; **মাম্**—আমাকে; **সন্ত্যজ্য**—ফেলে দিয়ে; **পুত্রৈঃ**—তার সন্তান-শাবকাদির সঙ্গে; **স্বঃ**—স্বর্গে; **যাতি**—যাচ্ছে; **সাধুভিঃ**—সাধুসম।

অনুবাদ

আমার স্ত্রী এবং আমি আদর্শ যুগল ছিলাম। সে সদাসর্বদা আমাকে মান্য করে চলত এবং বাস্তবিকই আমাকে তার আরাধ্য দেবতার মতোই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখন, তার শাবকদের হারিয়ে এবং তার বাসা খালি হয়ে যেতে দেখে, আমাকে সে ফেলে গেল এবং আমাদের সাধুসম শাবকদের নিয়ে স্বর্গে চলে গেল।

শ্লোক ৭০

সোহহং শূন্যে গৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ ।
জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ ॥ ৭০ ॥

সঃ অহম্—আমি স্বয়ং; **শূন্যে**—শূন্য, খালি; **গৃহে**—ঘরে; **দীনঃ**—দীনহীন; **মৃতদারঃ**—আমার স্ত্রী-কপোতী মৃত; **মৃত-প্রজঃ**—আমার শাবকেরা মৃত; **জিজীবিষে**—আমি জীবনধারণ করে থাকতে চাই; **কিম্ অর্থম্**—কি উদ্দেশ্যে; **বা**—অবশ্য; **বিধুরঃ**—বিচ্ছেদ বেদনা; **দুঃখ**—কষ্টকর; **জীবিতঃ**—আমার জীবন।

অনুবাদ

শূন্য বাসায় আমি এখন দীনহীনের মতো রয়েছি। আমার কপোতী মারা গেছে; আমার শাবকেরা মৃত। তবে আমি জীবন ধারণ করে থাকতে চাইব কেন? আমাদের পরিবারবর্গের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমার হৃদয় এমনই বেদনাময় হয়েছে যে, জীবনটাই নিতান্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৭১

তাংস্তথৈবাবৃতান্ শিগ্‌ভির্মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ ।
স্বয়ং চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ ॥ ৭১ ॥

তান্—তাদের; **তথা**—ও; **এব**—অবশ্য; **আবৃতান্**—বেষ্টিত; **শিগ্‌ভিঃ**—জালের দ্বারা; **মৃত্যু**—মৃত্যুর দ্বারা; **গ্রস্তান্**—কবলিত; **বিচেষ্টতঃ**—বিভ্রান্ত; **স্বয়ম্**—নিজেই; **চ**—ও; **কৃপণঃ**—বিক্ষুব্ধ; **শিক্ষু**—জালের মধ্যে; **পশ্যন্**—লক্ষ্য করে; **অপি**—এমন কি; **অবুধঃ**—বুদ্ধিহীন; **অপতৎ**—পতিত হল।

অনুবাদ

জালের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থায় করুণভাবে মুক্তিলাভের চেষ্টায় সংগ্রামরত হতভাগ্য শাবকদের হতাশভাবে লক্ষ্য করে পিতা কপোতের মন উদাস হয়ে গেল, এবং তাই সে নিজেও শিকারীর জালের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

শ্লোক ৭২

তং লব্ধা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্ ।
কপোতকান্ কপোতীং চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্ ॥ ৭২ ॥

তম্—তাকে; **লব্ধা**—নিয়ে; **লুব্ধকঃ**—শিকারী; **ক্রূরঃ**—নিষ্ঠুর; **কপোতম্**—পায়রা; **গৃহ-মেধিনম্**—জড়জাগতিক ভাবাপন্ন গৃহস্থ; **কপোতকান্**—কপোত-শাবকেরা; **কপোতীম্**—কপোত-স্ত্রী; **চ**—ও; **সিদ্ধ-অর্থঃ**—তার উদ্দেশ্য সাধন হয়ে গেলে; **প্রযযৌ**—সে যাত্রা করল; **গৃহম্**—তার ঘরের দিকে।

অনুবাদ

নিষ্ঠুর শিকারী সেই কপোত-কর্তা, তার কপোতী-স্ত্রী এবং সব কয়টি শাবককে বন্দী করে নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যেতে, তার গৃহ অভিমুখে যাত্রা করল।

শ্লোক ৭৩

এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি ॥ ৭৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **কুটুম্বী**—গৃহস্থ মানুষ; **অশান্ত**—অসন্তুষ্ট; **আত্মা**—তার আত্মা; **দ্বন্দ্ব**—জড়জাগতিক দ্বৈত সত্তায় (যেমন নারী ও পুরুষ); **আরামঃ**—তার আনন্দগ্রহণে; **পতত্রি-বৎ**—এই পাখির মতো; **পুষ্ণন্**—পালন পোষণ করার ফলে; **কুটুম্বম্**—তার পরিবারবর্গকে; **কৃপণঃ**—অতি সঞ্চয়ী; **স-অনুবন্ধঃ**—তার আত্মীয়পরিজনদের নিয়ে; **অবসীদতি**—অবশ্যই বিষম কষ্টভোগ করে।

অনুবাদ

এইভাবেই, গার্হস্থ্য জীবনে যে অত্যধিক আসক্ত হয়, অন্তরে সে অসন্তোষ বোধ করতে থাকে। পায়রার মতোই, তুচ্ছ মৈথুন সুখের আকর্ষণে সে আনন্দতৃপ্তির অন্বেষণ করে। অতি সঞ্চয়ী মানুষ তার নিজ আত্মীয়পরিজনদের প্রতিপালনে নিয়োজিত থাকার ফলে, তার সকল পরিবারবর্গকে নিয়েই নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতেই থাকে।

শ্লোক ৭৪

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্ ।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥ ৭৪ ॥

যঃ—যেজন; **প্রাপ্য**—লাভ করার পরে; **মানুষম্ লোকম্**—জীবনের মনুষ্যরূপ; **মুক্তি**—মুক্তিলাভের; **দ্বারম্**—প্রবেশপথ; **অপাবৃতম্**—অবারিত মুক্ত; **গৃহেষু**—গার্হস্থ্য বিষয়াদিতে; **খগ-বৎ**—এই কাহিনীর পাখির মতো; **সক্তঃ**—আকৃষ্ট, আসক্ত; **তম্**—তার; **আরূঢ়**—উচ্চস্থানে আরোহণ করার; **চ্যুতম্**—তারপরে পতন; **বিদুঃ**—তারা মনে করে।

অনুবাদ

মানব জন্ম যে লাভ করেছে, তার জন্য মুক্তির সকল দ্বার অবারিত মুক্ত রয়েছে। কিন্তু এই কাহিনীর মূর্খ পাখির মতো যদি কোনও মানুষ শুধুমাত্র তার গার্হস্থ্য জীবনেই আত্মনিয়োগ করে থাকে, তা হলে মনে করতে হবে যে, কেবলই পদস্খলিত হয়ে অধঃপতিত হওয়ার জন্যই এক অতি উচ্চস্থানে সে আরোহণ করেছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'উদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

পিঙ্গলা কাহিনী

ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধবকে এক অবধূত ব্রাহ্মণের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। সেই অবধূত ব্রাহ্মণ তাঁর ২৪ জন গুরুর মধ্যে অজগর সর্প প্রভৃতি যে নয়জন গুরুর কাছ থেকে উপদেশাবলী লাভ করেছিলেন, তা মহারাজ যদুকে, ব্যাখ্যা করে বলেন।

অজগর সর্পের কাছ থেকে অবধূত ব্রাহ্মণ উপদেশ লাভ করেছিলেন যে, নিরাসক্তির মানসিকতা অনুশীলন করাই বুদ্ধিমান মানুষের উচিত এবং যা কিছু আপনা হতে আসে কিংবা অনায়াসলব্ধ, তাই গ্রহণ করেই তার শরীর রক্ষা করা কর্তব্য। এইভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় সর্বদা তার আত্মনিয়োগ করে থাকা উচিত। এমন কি, কোনও খাদ্য না পাওয়া গেলেও, ভগবানের আরাধনায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগে ইচ্ছুক মানুষের পক্ষে ভিক্ষা করাও অনুচিত; বরং তার চিন্তা করা উচিত যে, এটাই তার ভাগ্যের লিখন এবং বোঝা উচিত, "আমার জন্য যা কিছু ভোগ উপভোগ নির্ধারিত আছে, তা আপনা হতেই আসবে, এবং তাই সেই সব জিনিসের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে জীবনের বাকি অংশটুকু অযথা অপব্যয় করা আমার উচিত হবে না।" যদি কোনও খাদ্য সে না পায়, তা হলে অজগর সর্পের মতো তার শুধুমাত্র শয়ন করে থাকাই উচিত এবং পরমেশ্বর ভগবানের একান্ত চিন্তায় তার মন নিবদ্ধ করা কর্তব্য।

সমুদ্রের কাছ থেকে অবধূত ব্রাহ্মণ যে উপদেশ লাভ করেছিলেন, তা এই যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রণত মুনিঋষিকে অতি শান্ত এবং গম্ভীর মনে হয়, ঠিক যেন ধীর স্থির সমুদ্রের জলের মতো। বর্ষাকালে সমস্ত নদীগুলির বন্যার জল সমুদ্রে গিয়ে পড়তে থাকলেও সমুদ্রের জল ছাপিয়ে পড়ে না, তেমনই গ্রীষ্মকালে নদীগুলি জল দিতে না পারলেও সমুদ্র শুখিয়ে যায় না। তেমনই, সাধুব্যক্তি বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করলে উল্লসিত হন না, আবার তা না পেলেও বিমর্ষও হন না।

পতঙ্গের উপদেশ এই যে, আগুনের দিকে প্রলুব্ধ হয়ে সে যেমন প্রাণ দেয়, তেমনই মূর্খেরা স্বর্ণালঙ্কারে এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রে সুসজ্জিতা রমণীর রূপে মোহিত হয়ে ইন্দ্রিয় দমন করতে পারে না। ভগবানের মোহনীয় শক্তির এই সকল শরীর রূপের অনুসরণ করতে গিয়ে, মূর্খজীব অকালে জীবন নষ্ট করে এবং নারকীয় জীবন যাপনে অধঃপতিত হয়।

দু'ধরনের মক্ষিকা আছে—ভ্রমর ও মৌমাছি। ভ্রমরের কাছ থেকে এই শিক্ষা পাই যে, ঋষিতুল্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থদের কাছ থেকে অতি সামান্য

পরিমাণে আহার্য সংগ্রহ করবেন এবং দিনের পর দিন মাধুকরী ব্রত পালনের মাধ্যমে নিজের জীবিকা অর্জন করবেন। এছাড়া মহান অথবা ক্ষুদ্র সকল প্রকার শাস্ত্রাদি থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করাও ঋষিতুল্য মানুষের কর্তব্য। অন্য ধরনের মক্ষিকা মৌমাছির কাছ থেকে লব্ধ উপদেশ এই যে, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তাঁর ভিক্ষালব্ধ খাদ্য রাত্রে কিংবা পরদিন গ্রহণ করবেন বলে সঞ্চয় করে রাখবেন না, কারণ যদি তিনি তা করেন, তা হলে ঠিক মধুলোভী মৌমাছির মতোই তাঁর সঞ্চিত সবকিছু সমেত বিনষ্ট হবেন।

হাতির কাছ থেকে অবধূত ব্রাহ্মণ নিম্নরূপ উপদেশ লাভ করেছিলেন। পুরুষ-হাতিরা শিকারীদের তাড়ায় বন্দিনী স্ত্রী-হাতিদের দিকে ছুটে যায় এবং তার ফলে শিকারীদের খোঁয়াড়ের মধ্যে পড়ে যায় আর তখন বন্দী হয়। সেই ভাবেই, মানুষ যখনই নারীর রূপে আসক্ত হয়, তখনই জড়জাগতিক জীবনধারার গভীর কূপে অধঃপতিত এবং বিনষ্ট হয়।

মধুহারী অর্থাৎ মৌচোরের কাছ থেকে উপদেশ লাভ করা যায় যে, মৌমাছি অতিকষ্টে যে মধু সংগ্রহ করে তা ভোগ করবার আগেই যেমন মধুহারী তা লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়, তেমনই গৃহস্থের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে কেনা খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী অন্য কেউ ভোগের সুযোগ গ্রহণের আগেই সন্ন্যাসী তা ভোগ করার সুযোগ লাভ করে থাকেন।

হরিণের কাছ থেকে এই শিক্ষালাভ হয় যে, শিকারীর বাঁশির সুর শুনে সে যেমন বিভ্রান্ত হয়ে তার জীবন হারায়, তেমনই মানুষও তুচ্ছ সুর আর গানে আকৃষ্ট হয়ে বৃথাই তার জীবন নষ্ট করে।

মাছের কাছে শেখা যায় যে, আস্বাদনের ইন্দ্রিয় অনুভূতির আসক্তিতে সে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে বলেই সামান্য খাবার লাগানো মারাত্মক বঁড়শিতে আটকে পড়ে অবধারিতভাবে প্রাণ হারায়। ঠিক সেইভাবেই, বুদ্ধিহীন মানুষ তার অতি লোভময় জিহ্বার মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত হয় এবং তার জীবন নষ্ট করে।

বিদেহ নগরীতে একদা পিঙ্গলা নামে এক বারনারী ছিল। তার কাছ থেকে আরও একটি শিক্ষা অবধূত লাভ করেছিলেন। একদিন সে অতি মনোরম জামা-কাপড় ও গহনায় সেজে বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত গ্রাহকের আশায় প্রতীক্ষা করেছিল। অনেক ভরসায় সে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু যতই সময় কেটে যাচ্ছিল, ততই সে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। তাকে দেখে একটা লোকও এগিয়ে এল না, এবং তাই হতাশ এবং বিরক্ত হয়ে কোনও খরিদ্দার আসবার ভরসা ছেড়ে দিল। তার পর থেকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চিন্তাতেই কেবল মন দিয়েছিল।

এবং তার ফলে মনে পরম শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তার কাছ থেকে এই শিক্ষা অর্জন করা গেল যে, ইন্দ্রিয় উপভোগের আশা-আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত দুঃখকষ্টের মূল কারণ। তাই এই ধরনের লালসা বর্জন করে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় নিজেকে যে দৃঢ়নিবদ্ধ করতে পারে, সে দিব্য শান্তি লাভ করতে পারে।

শ্লোক ১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ ।
দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্‌বুধঃ ॥ ১ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—সাধু ব্রাহ্মণ বললেন; **সুখম্**—সুখ; **ইন্দ্রিয়কম্**—জড়েন্দ্রিয় মাধ্যমে উদ্ভূত; **রাজন্**—হে রাজা; **স্বর্গে**—জাগতিক স্বর্গরাজ্যে; **নরকে**—নরকে; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবগণ; **যৎ**—যেহেতু; **যথা**—যেমন; **দুঃখম্**—অসন্তোষ; **তস্মাৎ**—অতএব; **ন**—না; **ইচ্ছেত**—ইচ্ছা করা উচিত; **তৎ**—তা; **বুধঃ**—যে জানে।

অনুবাদ

অবধূত ব্রাহ্মণ বললেন—হে মহারাজ, দেহধারী জীব মাত্রই স্বর্গে বা নরকে আপনা হতেই দুঃখ ভোগ করতে থাকে। তেমনই, কেউ না চাইলেও, সুখের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান বিবেচক মানুষ এই ধরনের জাগতিক সুখ লাভের কোনও প্রচেষ্টাই করে না।

তাৎপর্য

জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুসন্ধানে অযথা জীবনের অপব্যয় করা উচিত নয়, কারণ প্রত্যেকেরই অতীত ও বর্তমান কর্মফলের সূত্রে কিছু না কিছু জাগতিক সুখ আপনা হতেই এসে যাবে। এই শিক্ষা পাওয়া যায় অজগর সাপের দৃষ্টান্ত থেকে, সে কেবল শুয়ে থাকে এবং আপনা থেকে যা কিছু আসে, তাই দিয়েই তার ভরণপোষণ চালিয়ে নেয়। উল্লেখযোগ্য এই যে জড়জাগতিক স্বর্গে এবং নরকেও আমাদের পূর্বকর্মের ফলেই আপনা হতে সুখ এবং দুঃখ আসে, যদিও সুখ এবং দুঃখের অনুপাত অবশ্যই কম-বেশি হয়ে থাকে। স্বর্গেই হোক বা নরকেই হোক, যে কেউ আহার, নিদ্রা, পান, মৈথুন সবই করতে পারে। তবে এই সব ক্রিয়াকর্মই জড়জাগতিক শরীর নিয়ে ভোগ করা হয়ে থাকে বলেই সেগুলি অস্থায়ী এবং অতি তুচ্ছ ফলপ্রদ। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেরই লক্ষ্য করা উচিত যে, সর্বোত্তম জাগতিক অবস্থাও প্রকৃতপক্ষে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি নিবেদনের বাইরে

বিধিবিরুদ্ধ পূর্বকর্মফলের শাস্তিস্বরূপই ভোগ করতে হয়। সামান্য সুখভোগ করতে হলেও বদ্ধ জীবকে বিপুল কষ্ট স্বীকার করতে হয়। জড়জাগতিক জীবন ধারার মাঝে নানা কঠিন পরিস্থিতি এবং জটিল শঠতায় পূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মানুষ সামান্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সুযোগ হয়ত অর্জন করতে পারে, কিন্তু এই মায়াময় সুখতৃপ্তি লাভের জন্য যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তার যথার্থ পরিপূরণ হয় না। কেউ যদি বাস্তবিকই জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে চায়, তা হলে তাকে সহজ সরল জীবন যাপন করতে হবে এবং জীবনের বিপুল অংশই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। যারা অবশ্য ভগবানের সেবা করে না, তারাও তাঁর কাছ থেকে ভরণপোষণের কিছুটা বরাদ্দ লাভ করেই থাকে; সুতরাং আমরা অনায়াসেই কল্পনা করে নিতে পারি ভগবানের প্রেমভক্তি নিবেদনে যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদের নিরাপত্তার জন্য কত ব্যবস্থা করা আছে।

নিম্নস্তরের ফলাশ্রয়ী কর্মীরা নির্বোধের মতো ইহজীবন নিয়ে উদ্বেগ পোষণ করে, অথচ অপেক্ষাকৃত পুণ্য কর্মে আগ্রহী ধর্মপ্রাণ কর্মীরা বিচার বিবেচনা করে তাদের ভবিষ্যতের সুখ তৃপ্তির বন্দোবস্ত বিশদভাবেই করে রাখে, অথচ তারাও জানে না যে, ঐ সব রকম বন্দোবস্ত অস্থায়ী, অনিত্য । প্রকৃত সমাধান করতে হলে জানা চাই যে, পরমেশ্বর ভগবান যিনি সকল ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং কামনা-বাসনার অধিপতি, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই স্থায়ী সুখলাভ সম্ভব হয়। সেই জ্ঞানলাভ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

শ্লোক ২

গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা ।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রাসম্—আহার; **সু-মৃষ্টম্**—পরিচ্ছন্ন ও সুস্বাদু; **বিরসম্**—স্বাদহীন; **মহান্তম্**—প্রচুর পরিমাণে; **স্তোকম্**—সামান্য পরিমাণে; **এব**—অবশ্যই; **বা**—অথবা; **যদৃচ্ছয়া**—নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া; **এব**—নিশ্চয়ই; **আপতিতম্**—প্রাপ্ত; **গ্রসেৎ**—আহার করা উচিত; **আজগরঃ**—অজগর সাপের মতো; **অক্রিয়ঃ**—নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা।

অনুবাদ

অজগর সাপের দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে, জড়জাগতিক প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে এবং অনায়াসে যতটুকু গ্রাসাচ্ছাদন লব্ধ হয়, তা গ্রহণ করা উচিত, সেই খাদ্য সুস্বাদু বা বিস্বাদ যাই হোক, কম কিংবা বেশি যেমনই হোক।

শ্লোক ৩

শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ ।
যদি নোপনয়েদ্ গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্ ॥ ৩ ॥

শয়ীত—শান্ত হয়ে থাকা উচিত; **অহানি**—দিনগুলিতে; **ভূরীণি**—অনেক; **নিরাহারঃ**—আনাহারে; **অনুপক্রমঃ**—বিনা প্রয়াসে; **যদি**—যদি; **ন উপনয়েৎ**—আসে না; **গ্রাসঃ**—আহার; **মহা-অহিঃ**—বিশাল অজগর সাপ; **ইব**—মতো; **দিষ্ট**—অদৃষ্টে যা পাওয়া যায়; **ভুক্**—আহার।

অনুবাদ

কখনও যদি আহার নাও জোটে, তা হলে সাধু পুরুষ কোনও চেষ্টা না করেই বহুদিন অনাহারে থাকেন। তাঁর বোঝা উচিত যে, ভগবানেরই ব্যবস্থা ক্রমে তাঁকে অবশ্যই উপবাস করতে হবে। তাই অজগর সাপের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে তাঁর পক্ষে শান্ত হয়ে থাকাই উচিত।

তাৎপর্য

যদি ভগবানেরই ব্যবস্থাক্রমে কোনও মানুষকে জড়জাগতিক পরিবেশে কষ্টভোগ করতে হয়, তা হলে তার চিন্তা করা উচিত, "আমার বিগত পাপকর্মের ফলেই আমি এখন শাস্তি ভোগ করছি। এইভাবেই ভগবান কৃপা করে আমাকে নম্র বিনয়ী করে তুলছেন।" *শয়ীত* শব্দটি বোঝায় যে, মানুষকে সর্বদা মানসিক উদ্বেগ বর্জন করে শান্ত ও ধীরস্থির থাকতে হবে। *দিষ্টভুক্* মানে পরমেশ্বর ভগবানকে অবশ্যই পরম নিয়ন্তা বলে স্বীকার করতে হবে এবং জড়জাগতিক অসুবিধা ঘটলেই নির্বোধের মতো সেই বিশ্বাস ত্যাগ করা অনুচিত। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৮)। ভগবদ্ভক্ত সকল সময়েই জড় জাগতিক দুঃখকষ্টগুলিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপা বলে মনে করে থাকেন; তার ফলেই তিনি পরম মুক্তিলাভের যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্লোক ৪

ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্ দেহমকর্মকম্ ।
শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি ॥ ৪ ॥

ওজঃ—ইন্দ্রিয়জাত শক্তি; **সহঃ**—মনোবল; **বল**—দৈহিক শক্তি; **যুতম্**—সমৃদ্ধ; **বিভ্রৎ**—রক্ষা করে; **দেহম্**—শরীর; **অকর্মকম্**—অক্লেশে; **শয়ানঃ**—শান্ত হয়ে; **বীত**—মুক্ত; **নিদ্রঃ**—অজ্ঞানতা থেকে; **চ**—এবং; **ন**—না; **ঈহেত**—চেষ্টা করা উচিত; **ইন্দ্রিয়-বান্**—দৈহিক, মানসিক ও ইন্দ্রিয়জাত পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন; **অপি**—হলেও।

অনুবাদ

সাধুর পক্ষে শান্ত এবং জাগতিক ক্রিয়াকর্মে রহিত হয়ে থাকা উচিত, তার শরীর অত্যধিক প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রতিপালন করা প্রয়োজন। সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের ক্ষমতা থাকলেও, জড়জাগতিক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধুর কখনই উদ্যোগী হওয়া উচিত নয়, কেবল সর্বদাই যথার্থভাবে নিজ পারমার্থিক স্বার্থে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

বীতনিদ্রঃ শব্দটি এই শ্লোকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *নিদ্রা* মানে ঘুম বা অজ্ঞানতা, আর *বীত* মানে 'তা থেকে মুক্ত'। তাই বলতে গেলে, পারমার্থিক জ্ঞানান্বেষী মানুষের পক্ষে সদা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তাঁর নিত্য সম্বন্ধ বিষয়ে সজাগ থাকা উচিত এবং সযত্নে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলন করা আবশ্যক। ভগবান তাঁকে সকল বিষয়ে সুরক্ষিত রেখেছেন, তা অবহিত হওয়ার ফলে, ভগবানের সাথে তাঁর সম্বন্ধ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে, তাঁর নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কোনও প্রচেষ্টা করাই অনুচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, অজগর সাপের দৃষ্টান্ত এখানে এইজন্য দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ দেহ প্রতিপালনে অযথা সময় ব্যয় না করে।

অবশ্য কোনও মানুষেরই এমন চিন্তা করা চলে না যে, অজগর সাপের মতো মাটিতে শুয়ে পড়ে থাকা কিংবা শরীরকে উপবাসে রাখার ভেক প্রদর্শন করাই জীবনের উদ্দেশ্য। অজগর সাপের দৃষ্টান্ত থেকে কেউ যেন সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে থাকার উৎসাহ বোধ না করে। বরং মনে রাখা উচিত যে, মানুষকে পারমার্থিক উন্নতির জন্য সক্রিয় হতে হবে এবং জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখভোগে নিষ্ক্রিয় থাকতে হবে। যদি কেউ সম্পূর্ণ অকমর্ণ্য হয়ে পড়ে, সেটা অবশ্যই নিদ্রা অর্থাৎ অজ্ঞানতার অন্ধকার অবস্থা, যার মধ্যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবকরূপে তার আপন সত্তা সম্পর্কে নিদ্রামগ্ন হয়েই থাকে।

পারমার্থিক জ্ঞানান্বেষী মানুষ ভগবৎ সেবা সম্পাদনে উৎসুক হয়ে থাকেন, এবং সেই সেবার অনুকূল জাগতিক সুযোগ-সুবিধা যখন ভগবান প্রদান করেন, তখন জ্ঞানী মানুষ পরম কৃতার্থ বোধ করেন। নিতান্ত, জড়জাগতিক বিষয়াদির প্রতি অনাসক্ত শুধুমাত্র ফল্গুবৈরাগ্য বা পারমার্থিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে অপরিণত অবস্থার প্রতিফলন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদনের মাধ্যমে যুক্ত বৈরাগ্য অনুশীলনের যথার্থ পর্যায়ে মানুষকে উন্নত হতে হবে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছি যে, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে মগ্ন যে কোনও ভক্তই আপনা থেকেই তার নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের সব রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকে।

শ্লোক ৫

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ ॥ ৫ ॥

মুনিঃ—ঋষি; প্রসন্ন—সন্তুষ্ট; গম্ভীরঃ—অতি গুরুত্বপূর্ণ; দুর্বিগাহ্যঃ—গভীর জ্ঞানসম্পন্ন; দুরত্যয়ঃ—অনতিক্রম্য; অনন্ত-পারঃ—অশেষ; হি—অবশ্যই; অক্ষোভ্যঃ—অবিচলিত; স্তিমিত—শান্ত; উদঃ—জল; ইব—মতো; অর্ণবঃ—সমুদ্র।

অনুবাদ

ঋষিতুল্য মানুষ তাঁর বাহ্যিক আচরণে সুখী এবং সন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ করে থাকেন, তবে অন্তরে তিনি বিশেষ গভীর ভাবসম্পন্ন এবং চিন্তাশীল হন। যেহেতু তাঁর জ্ঞান অপরিমেয় এবং অনন্ত, তাই তিনি কখনই বিচলিত হন না, এবং সকল বিষয়ে তিনি অতলান্ত এবং অকূল সমুদ্রের প্রশান্ত জলরাশির মতোই ধীর স্থির হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

নিদারুণ দুঃখকষ্টের মাঝেও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিতুল্য মানুষ কখনই আত্মসংযম নষ্ট করেন না কিংবা তাঁর পারমার্থিক জ্ঞানও বিনষ্ট হয় না। তাই তিনি অক্ষোভ্য, অর্থাৎ অবিচলিত থাকেন। সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি তাঁর মন দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে থাকে এবং পরম চেতন সত্তার সাথে তাঁর চেতনা সুসংবদ্ধ থাকে বলেই, তাঁর জ্ঞানের পরিধি অপরিমেয়। শুদ্ধভক্ত যেহেতু ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন, তাই তিনি বিপুল দিব্য ক্ষমতার অধিকারী হন, এবং সেই কারণেই তাঁকে কখনই অতিক্রম করে কিংবা বিক্ষুব্ধ করে কিছু করা সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর দিব্য শরীর গঠিত হওয়ার ফলেই, কালের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবে তাঁর কোনও ক্ষতি হয় না। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি বন্ধুভাবাপন্ন এবং সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ, তাহলেও অন্তরে তাঁর মন পরমতত্ত্বেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে, এবং তাঁর যথার্থ উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা কেউই বুঝতে পারে না। যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ভক্ত কামনা বাসনা ভিত্তিক জড়জাগতিক জীবনধারা বর্জন করেছেন এবং ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর মানসিক ক্রিয়াকলাপ অতি বুদ্ধিমান মানুষেও বুঝতে পারে না। এই ধরনের মহাত্মাকে মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অগণিত বেগবান নদীধারা সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু সমুদ্র শান্ত এবং ধীরস্থির হয়েই থাকে। তাই সমুদ্রের মতোই, ঋষিতুল্য মানুষকে শান্ত, অতলান্ত, গম্ভীর, অকূল পরিধি, অনন্ত এবং অচঞ্চল মনে হয়।

শ্লোক ৬

সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ ॥ ৬ ॥

সমৃদ্ধ—পরিপুষ্ট; **কামঃ**—জাগতিক ঐশ্বর্য; **হীনঃ**—অতিশয় দীন; **বা**—কিংবা; **নারায়ণ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **পরঃ**—পরম সত্তা রূপে স্বীকৃত; **মুনিঃ**—শুদ্ধসাত্ত্বিক ভক্ত; **ন**—করেন না; **উৎসর্পেত**—উদ্বেলিত হন; **ন**—না; **শুষ্যেত**—শুষ্ক হওয়া; **সরিদ্ভিঃ**—নদীগুলির দ্বারা; **ইব**—মতো; **সাগরঃ**—সমুদ্র।

অনুবাদ

বর্ষাকালে উচ্ছ্বসিত নদীগুলি সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়ে থাকে, এবং গ্রীষ্মকালে ক্ষীণকায় নদীগুলির জলধারা অত্যন্ত হ্রাস পায়; তা সত্ত্বেও বর্ষাকালে সমুদ্র স্ফীত হয়ে ওঠে না কিংবা গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয়ে যায় না। সেইভাবেই, শুদ্ধসাত্ত্বিক ভগবদ্ভক্ত তাঁর জীবনে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে পরম লক্ষ্য রূপে স্বীকার করেছেন বলেই কখনও ভগবৎ কৃপায় বিপুল জড়জাগতিক ঐশ্বর্য লাভ করতে পারেন, এবং কখনও জাগতিক সম্পদশূন্য হয়ে যেতেও পারেন। তবে এই ধরনের শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত কখনই ঐশ্বর্যবান হলেও উৎফুল্ল হন না, তেমনই দারিদ্রপীড়িত হলেও বিমর্ষ হন না।

তাৎপর্য

ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত সবসময় ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে উৎসুক হয়ে থাকেন এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে দিব্য সেবা নিবেদনে আগ্রহী হন। ভগবৎ-পাদপদ্মে তিনি অনুকণার মতোই সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে অভিলাষী হন, কারণ তিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণ তথা শ্রীনারায়ণই সকল প্রকার আনন্দের উৎস। যখনই তিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন উৎফুল্ল হন এবং শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা তাঁর মনে উপস্থিত না হলে, তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকেন। জড় জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে কোনও কিছু করবার সময়ে, যে সব জাগতিক মনোভাবাপন্ন সাধারণ মানুষ তাঁকে প্রায়ই অপদস্থ করে থাকে এবং জড়েন্দ্রিয়াদি উপভোগে তাঁর অনীহার জন্য দোষারোপ করে, ভগবদ্ভক্ত তাতে বিচলিত বোধ করেন না, ঠিক যেমন মহাসমুদ্রে অসংখ্য নদীর জলধারা এসে পড়লে কোনও প্রকার বিক্ষোভের সৃষ্টি হতে দেখা যায় না। কখনও বা কামার্ত নারীরা শুদ্ধ ভক্তের কাছে আসে, এবং কখনও কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকেরা পরমেশ্বর ভগবানের বিরুদ্ধে তর্কবিতর্কের অবতারণা করতে চেষ্টা করে থাকে, কিন্তু এই সমস্ত সাধারণ নগণ্য মানুষদের সঙ্গে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত তাঁর চিদানন্দময় কৃষ্ণভাবনামৃতের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত এবং অবিচলিত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ৭

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ৭ ॥

দৃষ্ট্বা—দেখে; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোককে; **দেব-মায়াম্**—ভগবানের মায়াবলে যার রূপ সৃষ্টি হয়েছে; **তৎ-ভাবৈঃ**—স্ত্রীলোকের প্রলোভনময়ী চিত্তাকর্ষক আহ্বানে; **অজিত**—যে জিতেন্দ্রিয় নয়; **ইন্দ্রিয়ঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়াদির; **প্রলোভিতঃ**—প্রলুব্ধ হয়ে; **পততি**—পতিত হয়; **অন্ধে**—অজ্ঞানতার অন্ধকতার মাঝে; **তমসি**—নরকের অন্ধকারের মাঝে; **অগ্নৌ**—আগুনের মধ্যে; **পতঙ্গ-বৎ**—পতঙ্গের মতো।

অনুবাদ

যে মানুষ তার ইন্দ্রিয়াদি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে, সে পরমেশ্বর ভগবানের মায়াবলে সৃষ্ট নারীরূপ দেখামাত্রই তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ বোধ করে। অবশ্যই যখন নারী মনোলোভা কথা বলে, ছলনাময়ী হাসি হাসে এবং তার কামোদ্দীপক শরীর সঞ্চালন করে, তখনই তার মন প্রলুব্ধ হয়, এবং অগ্নিশিখার দিকে অন্ধভাবে পতঙ্গ যেমন উন্মত্তের মতো ধাবিত হয়, সেই ভাবেই সেই মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অন্ধকারে অন্ধের মতোই পতিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, পতঙ্গ যেভাবে আগুনের রূপে আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়, ঠিক সেইভাবেই মৌমাছিকে ফুলের সুবাসে আকৃষ্ট করে অনায়াসেই মারা যায়। তা ছাড়া, বন্দিনী হস্তিনীকে স্পর্শ করবার কামেচ্ছা উদ্রেক করার মাধ্যমে শিকারীরা হস্তীকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করতেও পারে এবং হরিণকে শিঙার শব্দ শুনিয়ে তাদের আকর্ষণ করে এনে মেরে ফেলতে পারে; এবং মাছকেও বঁড়শিতে টোপের লোভ দেখিয়ে মারা যায়। এইভাবে জড়জাগতিক মায়ামোহের প্রলোভন থেকে অনাসক্তির শিক্ষালাভ করতে যেব্যক্তি আগ্রহী হয়, তার পক্ষে এই পাঁচটি অসহায় প্রাণীকে গুরু রূপে স্বীকার করা উচিত। নারীর মায়ামোহময় আকার অবয়বে যে কামার্ত বোধ করে, তাকে অচিরেই জাগতিক মোহাবর্তে নিমজ্জিত হতে হবে। জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তু বিষয়ক পাঁচ প্রকার মারাত্মক প্রলোভনের মধ্যে রূপ তথা আকৃতি বিষয়ক উপদেশের কথা এই শ্লোকটিতে সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

শ্লোক ৮

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি-
দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ ।

প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা
পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥ ৮ ॥

যোষিৎ—নারীদের; **হিরণ্য**—স্বর্ণমণ্ডিত; **আভরণ**—অলঙ্কারাদি; **অম্বর**—পোশাক; **আদি**—ইত্যাদি; **দ্রব্যেষু**—এই সকল জিনিস লক্ষ্য করে; **মায়া**—ভগবানের মায়া বলে; **রচিতেষু**—সৃষ্টি হয়; **মূঢ়ঃ**—অবিবেচক নির্বোধ; **প্রলোভিত**—কাম বাসনায় উদ্দীপ্ত; **আত্মা**—তেমন মানুষ; **হি**—অবশ্যই; **উপভোগ**—ইন্দ্রিয় সম্ভোগের জন্য; **বুদ্ধ্যা**—বাসনায়; **পতঙ্গ-বৎ**—পতঙ্গের মতো; **নশ্যতি**—বিনষ্ট হয়; **নষ্ট**—নাশ; **দৃষ্টিঃ**—যার বুদ্ধি।

অনুবাদ

যে কোনও অবিবেচক নির্বোধ মানুষ স্বর্ণালঙ্কার শোভিতা, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিতা এবং অন্যান্য প্রসাধনে মনোরমভাবে সুসজ্জিতা কোনও লাস্যময়ী রমণীকে দেখলেই তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত বোধ করে। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আগ্রহ নিয়ে, এই ধরনের নির্বোধ মানুষ সমস্ত বুদ্ধি হারায় এবং জ্বলন্ত অগ্নি অভিমুখে ধাবমান পতঙ্গের মতোই ধ্বংস হয়ে যায়।

তাৎপর্য

বাস্তবিকই, জড়েন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা নারীদের থাকে। কোনও নারীর শরীর দেখলে, তার সুরভি আঘ্রাণ করলে, তার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করলে, তার ওষ্ঠস্বাদ গ্রহণ করলে এবং তার শরীর স্পর্শ করলে মানুষ কামাতুর হয়ে উঠে। অবশ্য, জড়জাগতিক মৈথুন আকর্ষণের ফলে নির্বুদ্ধিতাসম্পন্ন সম্পর্ক গড়ে ওঠার সূচনা হয় দৃষ্টির মাধ্যমে, এবং এইভাবে রূপ অর্থাৎ আকৃতি অবশ্যই কারও বুদ্ধি বিনাশের প্রক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই সত্যটিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক যুগে বিপুলভাবে মৈথুনাচার শিল্প ব্যবসায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তার ফলে অগণিত হতভাগ্য নারী ও পুরুষ প্রলুব্ধ হচ্ছে। মূর্খ পতঙ্গ আগুনের দিকে ছুটে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলার যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, এই প্রসঙ্গে তা একান্ত উপযুক্ত, কারণ মৈথুন উপভোগের ক্ষণিক সুখে আসক্ত হওয়ার ফলে মানুষ অবশ্যই সমস্ত স্থূল জড় বিষয়াদির পেছনে যে চিন্ময় সত্য বিরাজিত রয়েছে, তা উপলব্ধির ক্ষমতা সুনিশ্চিতভাবে হারিয়ে ফেলে।

কামার্ত মৈথুনাসক্ত মানুষ মৈথুনসুখ আস্বাদনের আধিক্যে অন্ধ এবং নির্বোধ হয়ে যেতে থাকে। এইভাবে সর্বনাশের সমূহ বিপদাশঙ্কা থেকে রক্ষা পেতে হলে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের পদ্ধতি প্রক্রিয়া, অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

—এই মহামন্ত্র জপ কীর্তনের অনুশীলন করা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর শক্ত্যাবতার স্বরূপ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মতো আচার্যবর্গ জড়জাগতিক জীবনধারার বদ্ধ পরিবেশ থেকে জনগণকে উদ্ধারের জন্য এক অসামান্য আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, এবং আমাদের সকলেরই এই সংগঠনের সুযোগ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৯

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্তেত যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ ॥ ৯ ॥

স্তোকম্ স্তোকম্—সর্বদা, সামান্য পরিমাণে; **গ্রসেৎ**—আহার করা উচিত; **গ্রাসম্**—খাদ্য; **দেহঃ**—জড় শরীর; **বর্তেত**—যাতে বেঁচে থাকতে পারে; **যাবতা**—শুধুমাত্র সেই পরিমাণেই; **গৃহান্**—গৃহস্থেরা; **অহিংসন্**—বিব্রত না করে; **আতিষ্ঠেৎ**—অভ্যাস করা উচিত; **বৃত্তিম্**—কাজকর্ম; **মাধুকরীম্**—মৌমাছির; **মুনিঃ**—ঋষি।

অনুবাদ

শরীর এবং আত্মা সজীব রাখার উদ্দেশ্যে যৎ সামান্য আহার গ্রহণ করাই সাধুদের কর্তব্য। গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে যৎসামান্য আহার্য সংগ্রহ করাই তাঁর উচিত। এইভাবে মৌমাছির মতো জীবিকা অর্জনের অভ্যাস করা তাঁর কর্তব্য।

তাৎপর্য

মৌমাছি কোনও সময়ে এক বিশেষ ধরনের পদ্মফুলের অসামান্য সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেখানেই কালক্ষেপ করতে গিয়ে ফুলে ফুলে উড়ে চলার স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মে বিচ্যুতি ঘটায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সূর্যাস্ত হলে পদ্মফুল বন্ধ হয়ে যায়, এবং তাই সুগন্ধিলোভী মৌমাছি সেখানে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনই, কোনও সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী হয়ত বিশেষ কোনও এক গৃহস্থের বাড়িতে উত্তম আহার্যের সন্ধান পেতে পারেন এবং তাই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্তে, তিনি হয়ত তেমন কোনও সুভোজী গৃহস্থের মনোরম আবাসের বাসিন্দা হয়ে থেকে যেতে পারেন। এইভাবেই গার্হস্থ্য জীবনধারায় মোহগ্রস্ত হয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে সন্ন্যাস বা ব্রহ্মচারী জীবনের অনাসক্তির উচ্চ পর্যায় থেকে অধঃপতিত হতেও পারেন। তা ছাড়া, যদি কোনও পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কিংবা ব্রহ্মচারী বৈদিক রীতি অনুসারে দানগ্রহণের অযথা সুযোগ নিতে গিয়ে সমাজ ব্যবস্থায় অসন্তোষ সৃষ্টি করেন, তাও অবাঞ্ছনীয়। যথার্থ আদর্শবান সন্ন্যাসীর পক্ষে বিভিন্ন স্থানে মৌমাছির মতো ভ্রমণ

করে বেড়ানোই উচিত, তবে তাঁকে সতর্ক থাকতেও হবে যেন অনেক বাড়িতে ঘুরে ঘুরে আর প্রত্যেক বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে আহারাদি করতে করতে স্থূলকায় মৌমাছির মতো না হয়ে যান। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, এই ধরনের মোটা মৌমাছিকে নিঃসন্দেহে মায়ার কঠিন জালে জড়িয়ে পড়তেই হবে। লোভময় জিহ্বার প্রীতিসাধনে অত্যধিক আসক্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়া কখনই উচিত নয়, কারণ তা থেকেই বিপুলাকার উদর সৃষ্টি হয় এবং তারপরেই জাগে অদম্য কামভাব। পরিশেষে বলা চলে, জড়েন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা করা অনুচিত, বরং তার পরিবর্তে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রচারের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা উচিত। মানব সম্পদ সদ্ব্যবহার করার এটাই যথার্থ পন্থা।

শ্লোক ১০

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ ॥ ১০ ॥

অণুভ্যঃ—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র; **চ**—এবং; **মহদ্ভ্যঃ**—বৃহত্তম থেকে; **চ**—এবং; **শাস্ত্রেভ্যঃ**—ধর্মশাস্ত্রাদি থেকে; **কুশলঃ**—বুদ্ধিমান; **নরঃ**—মানুষ; **সর্বতঃ**—সকল দিক থেকে; **সারম্**—সারবস্তু; **আদদ্যাৎ**—গ্রহণ করবে; **পুষ্পেভ্যঃ**—পুষ্পগুলি থেকে; **ইব**—যেন; **ষট্পদঃ**—মৌমাছি।

অনুবাদ

মৌমাছি যেভাবে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্ত ফুল থেকেই মধু আহরণ করে থাকে, বুদ্ধিমান মানুষেরও তেমনই সকল ধর্ম শাস্ত্রাদি থেকে সারতত্ত্ব সংগ্রহ করা উচিত।

তাৎপর্য

মানব সমাজে মূলগত আদি তত্ত্বসারকে *বেদ* বলা হয়ে থাকে, এবং বৈদিক শাস্ত্রের সারাংশ হল কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ক তত্ত্ব। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* মৌমাছির কাছ থেকে বুদ্ধিমান মানুষের শিক্ষালাভ করা উচিত কিভাবে সকল তত্ত্বজ্ঞানের সারমর্ম অর্থাৎ মধু সঞ্চয় করতে হয়। মৌমাছি কখনই সারা বাগানে বা ঝোপের মধ্যে অযথা ঘোরাঘুরি করে সময় নষ্ট করে না, বরং ঠিক জায়গা থেকে আসল মধুটুকু আহরণ করে থাকে। আমরা তাই মৌমাছি এবং গর্দভের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারি কারণ গর্দভ অকারণে ভারী বোঝা বয়ে বেড়ায় মাত্র। অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের বোঝা বয়ে বেড়ানো মানে শিক্ষা নয়; বরং নিত্য কালের আনন্দময় জীবনের উপলব্ধির দিকে যে সারগ্রাহী শিক্ষা আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে, সেই শিক্ষা গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য।

বর্তমান যুগে মানুষ সাধারণত ধর্মতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা মেনে চলে, এবং তা সত্ত্বেও পরম তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধি আজও মানুষের হল না। ঐ ধরনের আত্মতৃপ্ত, বিচার বিবেচনাহীন, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ধর্মীয় প্রবক্তাদের পক্ষে অবশ্যই এই শ্লোকে প্রদত্ত মৌমাছির দৃষ্টান্ত থেকে অনেক কিছু শিক্ষালাভের সুযোগ রয়েছে।

শ্লোক ১১

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্নীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী ॥ ১১ ॥

সায়ন্তনম্—রাত্রের জন্য; **শ্বস্তনম্**—আগামীদিনের জন্য; **বা**—কিংবা; **ন**—না; **সংগৃহ্নীত**—গ্রহণ করা উচিত; **ভিক্ষিতম্**—ভিক্ষার অন্ন; **পাণি**—হাত দিয়ে; **পাত্রঃ**—থালা; **উদর**—পেটে; **অমত্রঃ**—ভাণ্ডাররূপে; **মক্ষিকা**—মৌমাছি; **ইব**—মতো; **ন**—না; **সংগ্রহী**—সংগ্রাহক।

অনুবাদ

সাধুব্যক্তির চিন্তা করা অনুচিত, "এই খাদ্য আমি রাত্রে খাওয়ার জন্য রেখে দেব এবং ঐ অন্য খাবারটি আমি আগামী কাল খাওয়ার জন্য সঞ্চয় করে রাখব।" পক্ষান্তরে সাধুব্যক্তি কখনই ভিক্ষালব্ধ খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করে রাখবেন না। বরং তাঁর নিজের হাতগুলি কাজে লাগিয়ে তাতেই যতটুকু ধরা যায়, ততটুকু খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। তাঁর একমাত্র ভাণ্ডার হওয়া উচিত তাঁর উদর, এবং যতটুকু স্বচ্ছন্দে তাঁর উদরে স্থান পেতে পারে, ততটুকুই তাঁর সঞ্চয় করা উচিত। তাই যে লোভী মৌমাছি পরমাগ্রহে কেবলই আরও বেশি মধু সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতে থাকে, তাকে অনুকরণ করা মানুষের পক্ষে অনুচিত কার্য হবে।

তাৎপর্য

দু'শ্রেণীর মৌমাছি আছে—যারা ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে এবং যারা বাস্তবিকই মৌচাকের মধ্যে মধু উৎপন্ন করে থাকে। এই শ্লোকটিতে দ্বিতীয় ধরনের মৌমাছিদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। লোভাতুর মৌমাছি শেষ পর্যন্ত এত বেশি মধু সংগ্রহ করে থাকে যে, মৌচাকের মধ্যে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে; আর ঠিক তেমন করেই, জড়জাগতিক মানুষও অনাবশ্যক জাগতিক সঞ্চয়ের বোঝার মাঝে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করতে আগ্রহী হলে, ঐ ধরনের পরিস্থিতি পরিহার করে চলা চাই; অবশ্য, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের সেবাব্রতের উদ্দেশ্যে অপরিমিত জড়জাগতিক

ঐশ্বর্য সঞ্চয় করা চলতেও পারে। একে বলা হয় যুক্ত বৈরাগ্য, অর্থাৎ সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবা অভিলাষে সংগৃহীত এবং সঞ্চিত হচ্ছে। কোনও সাধু যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের ব্রতসাধনে উদ্যোগী হতে না পারেন, তা হলে তাঁকে মিতব্যয়িতার চর্চা করতে হবে এবং যতটুকু তাঁর দু'হাতে এবং পেটে ধরে, শুধুমাত্র সেইটুকুই তিনি সংগ্রহ করবেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যে অপরিমিত সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করতে পারেন। বাস্তবিকই, জড়জাগতিক ঐশ্বর্য সম্পদ না থাকলে কেমন করে সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার সাধন সম্ভব হয়ে উঠবে? কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের জনহিতকর সেবাব্রতের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ সম্পদ কিংবা সুযোগ সুবিধাগুলি যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করতে চেষ্টা করে, তাহলে সে মহা অপরাধ করবে। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামেও যদি কেউ এমন পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে, যা অচিরেই বাস্তবিক ভগবৎ সেবায় নিবেদিত হবে, তাহলে তা প্রশংসনীয়; নতুবা, ভগবানের নামে সংগৃহীত অর্থ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সাধারণ লোভের চরিতার্থতায় ব্যবহৃত হলে অন্যায় হবে।

শ্লোক ১২

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্লীত ভিক্ষুকঃ ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্নন্ সহ তেন বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

সায়ন্তনম্—রাত্রের জন্য নির্ধারিত; **শ্বস্তনম্**—আগামী দিনের জন্য নির্দিষ্ট; **বা**—অথবা; **ন**—না; **সংগৃহ্লীত**—গ্রহণ করা উচিত; **ভিক্ষুকঃ**—পরিব্রাজক সন্ন্যাসী; **মক্ষিকা**—মৌমাছি; **ইব**—মতো; **সংগৃহ্নন্**—সংগ্রহ করে; **সহ**—সঙ্গে; **তেন**—সেই সংগ্রহ; **বিনশ্যতি**—নষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

কোনও পরিব্রাজক সাধুর পক্ষে দিনের শেষে কিংবা পরের দিনে খাওয়ার উদ্দেশ্যে আহার্য সংগ্রহ করাও অনুচিত। তিনি যদি এই অনুশাসন অমান্য করেন এবং মৌমাছির মতো কেবলই বেশি বেশি সুস্বাদ্য খাদ্য সংগ্রহ করতেই থাকেন, তাহলে সেই সংগ্রহ তথা সঞ্চয়ের ফলে তার জীবনে ধ্বংস নেমে আসবে।

তাৎপর্য

ভ্রমর শব্দটির দ্বারা মৌমাছি বোঝানো হয়েছে, ফুলে ফুলে যে পতঙ্গ ঘুরে বেড়ায়, এবং *মক্ষিকা* আরও এক ধরনের মৌমাছি যা মৌচাকের মধ্যে পরম যত্নের সঙ্গে ক্রমাগত মধু সঞ্চয় করে চলে। পরিব্রাজক সাধুকে ভ্রমরের মতো হতে হয়, কারণ

যদি তিনি মক্ষিকার মতো হন, তবে তার পারমার্থিক চেতনা বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, শ্লোকটির মধ্যে তা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি ।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ ॥ ১৩ ॥

পদা—পা দিয়ে; **অপি**—এমন কি; **যুবতীম্**—তরুণী বালিকা; **ভিক্ষুঃ**—পরিব্রাজক সন্ন্যাসী; **ন**—না; **স্পৃশেৎ**—স্পর্শ করা উচিত; **দারবীম্**—দারুনির্মিত; **অপি**—এমন কি; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **করী**—হাতি; **ইব**—মতো; **বধ্যেত**—আবদ্ধ হয়; **করিণ্যাঃ**—হস্তিনীর; **অঙ্গ-সঙ্গতঃ**—শরীরের স্পর্শলাভের দ্বারা।

অনুবাদ

কোনও সাধু সজ্জন মানুষেরই তরুণী বালিকাকে স্পর্শ করাও উচিত নয়। এমন কি, নারীরূপের কোনও কাঠের পুতুলেও যেন তাঁর চরণ পর্যন্ত স্পর্শ না করে। নারীর শরীর স্পর্শের ফলে অবশ্যই তিনি মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন, ঠিক যেভাবে হস্তিনীর শরীর স্পর্শের আকাঙ্ক্ষার ফলে হস্তি বন্দিদশা বরণ করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

জঙ্গলে হাতিদের ধরা হয় নিম্নরূপ পদ্ধতিতে। একটি গভীর গর্ত খনন করা হয় এবং তার উপরে ঘাস, পাতা এবং কাদামাটি ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তারপরে একটি হস্তিনীকে সেই হস্তির সামনে দেখানো হয়, তখন মৈথুন লালসায় হস্তি তার পেছনে ছুটতে থাকে। তার ফলে হস্তিটি সেই গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং বন্দী হয়ে পড়ে। হাতির এই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষালাভ করা উচিত যে, স্পর্শ সুখের বাসনার ফলে মানুষের জীবনেও এইভাবে সর্বনাশ হয়। হস্তিনীর সাথে হস্তির ক্রীড়াসুখ ভোগের প্রবল বাসনার দৃষ্টান্ত থেকে এইভাবে মানুষ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা উচিত। সুতরাং, যেভাবেই হোক নারীর কামোদ্দীপক রূপের মোহে বিভ্রান্ত হওয়া পরিহার করে চলা মানুষ মাত্রেরই উচিত। মৈথুন সুখের লোভনীয় স্বপ্নচিন্তার মাঝে মনকে বিভ্রান্ত হতে দেওয়া অনুচিত। কথাবার্তা, ভাবনাচিন্তা, অঙ্গ স্পর্শ, মৈথুন সঙ্গম ইত্যাদি নানা ভাবে পুরুষ এবং নারী ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করে থাকে, এবং এই সব কিছুই এমন মায়াজাল রচনা করে, যার মাঝে মানুষ যেন পশুর মতোই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেভাবেই হোক মৈথুন সুখের যে কোনও প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিমূলক আচরণ থেকেই মানুষকে শুদ্ধ থাকতে হয়; নতুবা, চি ়য় জগতের উপলব্ধি অর্জন করার কোনও সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ১৪

**নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ ।
বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা ॥ ১৪ ॥**

ন অধিগচ্ছেৎ—উপভোগের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া অনুচিত; স্ত্রিয়ম্—স্ত্রীলোক; প্রাজ্ঞঃ—বুদ্ধি সহকারে বিচারে সক্ষম; কর্হিচিৎ—কোনও সময়ে; মৃত্যুম্—স্বয়ং মৃত্যু; আত্মনঃ—নিজের জন্য; বল—শক্তি দিয়ে; অধিকৈঃ—যারা শ্রেষ্ঠ তাদের দ্বারা; সঃ—সে; হন্যেত—বিনষ্ট হবে; গজৈঃ—হাতিদের দ্বারা; অন্যৈঃ—অন্যদের দ্বারা; গজঃ—হাতি; যথা—যেমন।

অনুবাদ

বুদ্ধি বিচার সম্পন্ন মানুষ কখনই তার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে নারীর মনোরম রূপ উপভোগ করতে চেষ্টা করে না। কোনও হস্তি যখন কোনও হস্তিনীকে উপভোগ করতে চেষ্টা করে, তখন অন্যান্য যে সকল হস্তি সেই হস্তিনীকেই সঙ্গিনী রূপে পেতে চায়, তারা যে কোনও মুহূর্তে হাতিটিকে হত্যা করতে পারে। তেমনই, কোনও মানুষ যখন নারী সঙ্গ লাভ করতে চায়, তখন সেই নারীর প্রতি আসক্ত অন্যান্য অধিকতর বলবান পুরুষেরা তাকে হত্যা করতেও পারে।

তাৎপর্য

কোনও নারীর মনোরম রূপসৌন্দর্যে কোনও মানুষ মোহগ্রস্ত হলে, অন্য অনেক মানুষও মোহিত হতে পারে, এবং তারা অধিকতর বলবান হলে বিপদ এই যে, ঈর্ষাবশে তারা মানুষকে হত্যা করতেও পারে। তমোগুণাশ্রিত কামনার বশে পাপকর্মের অনুষ্ঠান প্রায়ই ঘটে থাকে। জড়জাগতিক জীবনধারার এই হল অন্যতম অসুবিধা।

শ্লোক ১৫

**ন দেয়ং নোপভোগ্যং চ লুব্ধৈর্যদ্ দুঃখসঞ্চিতম্ ।
ভুঙ্ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু ॥ ১৫ ॥**

ন—না; দেয়ম্—অন্য সকলকে দান বিতরণ; ন—না; উপভোগ্যম্—নিজের উপভোগের জন্য; চ—ও; লুব্ধৈঃ—যারা লোভী তাদের দ্বারা; যৎ—যা; দুঃখ—বহু দুঃখকষ্টে; সঞ্চিতম্—সংগৃহীত; ভুঙ্ক্তে—সে ভোগ করে; তৎ—তা; অপি—তা সত্ত্বেও; তৎ—তা; চ—ও; অন্যঃ—অপর কেহ; মধু-হা—মৌচাক থেকে যে মধু অপহরণ করে নেয়; ইব—মতো; অর্থ—অর্থ সম্পদ; বিৎ—যে চিনতে পারে; মধু—মধু।

অনুবাদ

লোভী মানুষ বিপুল সংগ্রাম এবং কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে বিরাট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে থাকে, কিন্তু এই সম্পদ আহরণের জন্য যে মানুষ এত সংগ্রাম করে, সে সব সময়ে তা নিজে ভোগ করতে পারে না কিংবা অন্যকে দান ধ্যান করতেও পারে না। লোভী মানুষ ঠিক মৌমাছিরই মতো যেন বিপুল পরিমাণে মধু সংগ্রহ করতেই থাকে, তারপরে তা এমন কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, যে নিজে ভোগ করে কিংবা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। যেভাবেই যত্ন সহকারে মানুষ তার কষ্টার্জিত ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখতে কিংবা সঞ্চিত করতে চেষ্টা করুক, তেমনই আরও কিছু চতুর মানুষ তার সন্ধান পেয়ে ঠিক সেগুলি অপহরণ করে নেয়।

তাৎপর্য

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, বিত্তশালী মানুষ এমন কৌশলে তার অর্থ সম্পদ ব্যাঙ্কে, শেয়ারে, সম্পত্তি বা নানাভাবে গচ্ছিত করার মাধ্যমে গোপন রাখতে পারে যে, চুরি যাওয়ার কোনই বিপদ থাকে না। কেবল মাত্র মূর্খ লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে মাটির নিচে কিংবা মাদুরের তলায় টাকা পয়সা লুকিয়ে রাখে। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদ অতি উন্নত ধন তান্ত্রিক দেশগুলিতে সঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, এই সব দেশগুলি বহু শত্রুর মাধ্যমে ভীষণভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে যেন সেই শত্রুরা যে কোনও মুহূর্তে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষদের পরাভূত করে তাদের সকল সম্পদ অপহরণ করে নিতে পারে। সেইভাবেই, আমরা প্রায় লক্ষ্য করে থাকি যে, বিত্তশালী মানুষদের সন্তানেরা অপহৃত হচ্ছে, এবং তারপরে তাদের পিতা-মাতা বিপুল অর্থ মুক্তিপণ দিতে বাধ্য হন। কখনও বা পিতা-মাতারা নিজেরাই অপহৃত হয়ে যেতে পারেন। এছাড়াও, অর্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত উপদেষ্টার নামে কিছু লোক আছে যারা ধনী মানুষদের অর্থ অপহরণে পটু; এবং আধুনিক যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার সরকারী দফতরগুলিও কর আদায়ের মাধ্যমে অর্থ অপহরণের কলাকৌশল আয়ত্ত করেছে। এই কারণেই, এই শ্লোকে *অর্থবিৎ* শব্দটি বোঝায় যে, কোনও কোনও মানুষ অন্য মানুষের বহু কষ্টার্জিত ধনসম্পদ নানা ছলকৌশলের মাধ্যমে অপহরণে পটু হয়ে থাকে। মৌমাছিরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো মধু উৎপন্ন করতে থাকে, কিন্তু তাদের মধু তারা উপভোগ করবে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্* "আমি স্বয়ং মূর্তিমান মৃত্যুরূপে আসব এবং সবকিছুই অপহরণ করে নেব।" (*গীতা* ১০/৩৪) যেভাবেই হোক, মানুষের কষ্টোপার্জিত জাগতিক ঐশ্বর্য-সম্পদ অপহৃত হবেই, এই শ্লোকে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই ভাবেই মূর্খ মৌমাছির মতো বৃথা কাজ করাও উচিত নয়।

শ্লোক ১৬

সুদুঃখোপার্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ ।
মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্‌ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৬ ॥

সু-দুঃখ—বিপুল সংগ্রাম করে; **উপার্জিতৈঃ**—যা উপার্জিত হয়েছে; **বিত্তৈঃ**—জাগতিক সম্পদ; **আশাসানাম্**—যারা একান্তভাবে আশা করে; **গৃহ**—গার্হস্থ্য সুখভোগ সম্পর্কিত; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **মধু-হা**—মৌমাছির কাছ থেকে যে মানুষ মধু চুরি করে নিয়ে যায়; **ইব**—মতো; **অগ্রতঃ**—প্রথমে, অন্য সকলের আগে; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **যতিঃ**—সাধু পরিব্রাজক; **বৈ**—অবশ্যই; **গৃহ-মেধিনাম্**—জাগতিক গার্হস্থ্য জীবনে আত্মনিবেদন।

অনুবাদ

মৌমাছিদের পরিশ্রমে তৈরি মধু যেমন শিকারী নিয়ে চলে যায়, তেমনই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের মতোই সাধু পরিব্রাজকেরাও গৃহমেধী গৃহস্থদের কষ্টার্জিত সম্পদ উপভোগের যোগ্যতা লাভ করেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "গৃহস্থদের তৈরি উপাদেয় খাদ্যসম্ভার সন্ন্যাস এবং ব্রহ্মচারী আশ্রমভুক্ত পরিব্রাজক সাধুদের জন্যই উপভোগের প্রথম অধিকার থাকে। ঐসকল খাদ্য সামগ্রী প্রথমে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন তথা উৎসর্গ না করে গৃহস্থেরা যদি সেইগুলি ভোগ করে, তাহলে সেই ধরনের অন্যমনা গৃহস্থদের অবশ্যই *চান্দ্রায়ণম্* তথা একাদশীর উপবাস ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়।" গার্হস্থ্য জীবনে অবশ্যই অকাতরে দানধ্যানের মাধ্যমে স্বার্থপরতার স্বাভাবিক প্রবণতা জয় করা উচিত। আধুনিক সমাজ নির্বোধের মতো এই ধরনের বৈদিক অনুশাসনাদি অনুসরণ করে না, এবং তার ফলে ঈর্ষাপরায়ণ গৃহমেধী, অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবনে নিজের সুখতৃপ্তির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে একাত্মতার সঙ্গে আত্মনিবেদিত লোকেরাই পৃথিবী ভরিয়ে তুলেছে। সুতরাং, হিংসা-বিদ্বেষ ও দুঃখ-কষ্টের অদম্য তাড়নায় সমগ্র জগৎ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। শান্তিতে জীবন যাপন করতে হলে, গার্হস্থ্য জীবন বিধিবদ্ধ ভাবে গড়ে তোলার জন্য বৈদিক অনুশাসনাদি অবশ্যই পালন করতে হবে। যদিও গৃহস্থেরা অর্থ সঞ্চয় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করে থাকে, তবে সেই পরিশ্রমের ফললাভের প্রথম অধিকার সাধু সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদেরই জন্য নির্ধারিত থাকে। পরিশেষে বলা উচিত যে, কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ক পারমার্থিক অগ্রগতির বিষয়েই প্রাথমিক উপযোগিতা বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং তার মাধ্যমেই নিজেদের জীবন সার্থক করে তুলতে হয়। তখন কোনও প্রকার উদ্যোগ ছাড়াই, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপাবলে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই পাওয়া যেতে থাকে।

শ্লোক ১৭

গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ ।
শিক্ষেত হরিণাদ্ বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ ॥ ১৭ ॥

গ্রাম্য—ইন্দ্রিয় ভোগতৃপ্তি বিষয়ক; **গীতম্**—গানবাজনা; **ন**—না; **শৃণুয়াৎ**—তার শোনা উচিত; **যতিঃ**—পরিব্রাজক সাধু; **বন**—বনে; **চরঃ**—বিচরণ; **ক্বচিৎ**—কখনও; **শিক্ষেত**—শিক্ষা করা উচিত; **হরিণাৎ**—হরিণের কাছে; **বদ্ধাৎ**—বদ্ধ হয়ে; **মৃগয়োঃ**—শিকারীর; **গীত**—গানের দ্বারা; **মোহিতাৎ**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

বনবাসী সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে জাগতিক আনন্দ বিধানের উপযোগী গান বাজনা শোনা অনুচিত। অবশ্যই সাধু ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগ সহকারে হরিণের দৃষ্টান্ত অনুসরণের প্রয়াস করা উচিত, কারণ শিকারীর শিঙার শব্দ শুনে বিভ্রান্ত হয় এবং তাই ধরা পড়ে প্রাণ হারায়।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক গান-বাজনার তৃপ্তিসুখ ভোগের দিকে আসক্ত হলে, জাগতিক বন্ধনের সকল লক্ষণ জাগতে থাকে। সব মানুষেরই তাই *ভগবদ্গীতা*, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের কণ্ঠে যে গীত উচ্চারিত হয়েছে, তাই শোনা উচিত।

শ্লোক ১৮

নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্ ।
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ ॥ ১৮ ॥

নৃত্য—নাচ; **বাদিত্র**—বাজনা; **গীতানি**—গান; **জুষন্**—চর্চা; **গ্রাম্যাণি**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিষয়ক; **যোষিতাম্**—স্ত্রীলোকদের; **আসাম্**—তাদের; **ক্রীড়নকঃ**—পুতুলের মতো; **বশ্যঃ**—সম্পূর্ণ বশীভূত; **ঋষ্য-শৃঙ্গঃ**—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি; **মৃগী-সুতঃ**—মৃগী মুনির পুত্র।

অনুবাদ

সুন্দরী স্ত্রীলোকদের জাগতিক গান, নাচ এবং বাজনার অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয়ে মৃগীমুনির পুত্র মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গও পালিত পশুর মতো তাদের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

মৃগীমুনির কনিষ্ঠ পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে বিশেষভাবে তাঁর পিতা সম্পূর্ণ নির্মল নির্দোষ পরিবেশে প্রতিপালন করেছিলেন। মৃগীমুনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর পুত্রকে

যদি কখনও নারীদর্শনের সুযোগ না দেওয়া হয়, তা হলে সে যথার্থ ব্রহ্মচারী হয়েই সর্বদা থাকতে পারবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রতিবেশী রাজ্যের অধিবাসীরা দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টিতে কষ্টভোগ করছিল বলে দৈব্যবাণী লাভ করে যে, ঋষ্যশৃঙ্গ নামে ব্রাহ্মণ তাদের রাজ্যে পদার্পণ করলে তবেই সে আবার বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। সুতরাং ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে তারা মৃগীমুনির আশ্রমে সুন্দরী স্ত্রীলোকদের পাঠিয়ে দিয়েছিল। যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কখনই স্ত্রীলোকদের বিষয়ে কিছু শোনেননি, তাই অনায়াসেই তাদের প্রলোভনে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ নামটি বোঝায় যে, তরুণ ঋষিবর তাঁর কপালে হরিণের মতো উৎপন্ন শৃঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদি হরিণের মতো কোনও ঋষি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির প্রলোভনে সুমিষ্ট গীতবাদ্যের শব্দে আকৃষ্ট হন, তবে হরিণের মতোই তিনি অচিরে পরাভূত হন। হরিণ যেভাবে সঙ্গীতবাদ্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আকর্ষণে বিপদগ্রস্ত হয়, তা থেকে বুদ্ধিমান মানুষেরা বিনম্রভাবে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ১৯

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্‌বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা ॥ ১৯ ॥

জিহ্বয়া—জিহ্বার দ্বারা; **অতি-প্রমাথিন্যা**—যা বিশেষ বিরক্তিকর; **জনঃ**—মানুষ; **রস-বিমোহিতঃ**—আস্বাদনের আকর্ষণে প্রলুব্ধ; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **ঋচ্ছতি**—লাভ করে; **অসৎ**—অপ্রয়োজনীয়; **বুদ্ধিঃ**—যার বুদ্ধি; **মীনঃ**—মাছ; **তু**—অবশ্য; **বড়িশৈঃ**—বঁড়শি দ্বারা; **যথা**—যেভাবে।

অনুবাদ

মাছ যেভাবে তার জিহ্বার আস্বাদনের লোভে ধীবরের বঁড়শিতে মারাত্মকভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তেমনই মূর্খ লোকেও জিহ্বার অতি লোভময় আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত হয়ে বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

ধীবর ধারালো বঁড়শিতে সুস্বাদু টোপ লাগায় এবং অনায়াসে মূর্খ মাছকে আকর্ষণ করে আনে, কারণ তার জিহ্বার সুখের লোভে সে প্রলুব্ধ হয়। তেমনই, সব মানুষই তাদের জিহ্বাকে পরিতৃপ্ত করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসে সমস্ত বাছবিচার হারিয়ে ফেলে। ক্ষণিকের সুখাস্বাদনের জন্য তারা বিশাল কসাইখানা গড়ে তোলে এবং লক্ষ লক্ষ নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করে এবং ঐভাবে নিষ্ঠুর

ব্যথাবেদনা দেওয়ার ফলে তাদের নিজেদেরই অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে। কিন্তু মানুষ যদি বেদশাস্ত্রে অনুমোদিত খাদ্য সামগ্রীও শুধুমাত্র গ্রহণ করে, তা সত্ত্বেও বিপদাশঙ্কা থাকে। মানুষ অত্যধিক পরিমাণে আহার করতে পারে এবং তখন অনাবশ্যকভাবে পরিপূর্ণ উদরের ফলে যৌনাঙ্গগুলিতে চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। তার ফলে মানুষ প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের নিম্নতর পর্যায়গুলিতে অধঃপতিত হয় এবং এমন পাপকর্ম করতে থাকে, যার ফলে তার পারমার্থিক জীবনের মৃত্যু ঘটে। মাছের জীবনাভ্যাস থেকে জিহ্বা লালসা পরিতৃপ্তির যথার্থ বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে মানুষের সযত্নে শিক্ষালাভ করা উচিত।

শ্লোক ২০

ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ ।
বর্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্ধতে ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—জড়েন্দ্রিয়গুলি; **জয়ন্তি**—তারা জয় করে; **আশু**—অচিরে; **নিরাহারাঃ**—যারা সব কিছু থেকে ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে; **মনীষিণঃ**—শিক্ষিতজন; **বর্জয়িত্বা**—তা ছাড়া; **তু**—অবশ্য; **রসনম্**—জিহ্বা; **তৎ**—তার বাসনা; **নিরন্নস্য**—উপবাসী; **বর্ধতে**—বৃদ্ধি পায়।

অনুবাদ

উপবাসের মাধ্যমে জ্ঞানী মানুষ অতি শীঘ্র জিহ্বা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারে কারণ আহারাদি সংযমের মাধ্যমে ঐ ধরনের মানুষ রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, উদর পূর্ণ হলে অন্তরে শান্তি বিরাজ করে। তাই, প্রচুর পরিমাণে যে আহার করে, সে উফুল্ল হয়, এবং কেউ যদি যথার্থ খাদ্য আহারে বঞ্চিত হয়, তা হলে তার ক্ষুধা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। অবশ্য বুদ্ধিমান মানুষ জিহ্বার নিয়ন্ত্রণাধীন হয় না, বরং সে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনেই আগ্রহ বোধ করতে থাকে। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আহার্য (ভগবৎ প্রসাদ) থেকে অবশিষ্টাংশ মাত্র গ্রহণে ভগবদ্ভক্ত ক্রমশই অন্তরে শুদ্ধতা অর্জন করতে থাকে এবং আপনা হতেই সহজ সরল আচরণের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সুবাসে আত্মতৃপ্তি অর্জন করাই জিহ্বার কাজ, কিন্তু ব্রজমণ্ডল তথা বৃন্দাবনের দ্বাদশ পবিত্র উপবনে ভ্রমণ করেই মানুষ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উপযোগী দ্বাদশ

সুগন্ধ লাভের প্রলোভন থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারে। জড়জাগতিক সম্বন্ধের পাঁচটি প্রধান মুখ্য বিভাগ হল শুদ্ধ শান্ত (নির্বিকার প্রশংসা), দাস্য (সেবা), সখ্য (বন্ধুত্ব), বাৎসল্য (পিতৃমাতৃ স্নেহ), এবং মধুর (দাম্পত্য প্রেম); সাতটি গৌণ জড়জাগতিক সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য হল হাস্য (জাগতিক কৌতুক), অদ্ভুত (বিস্ময়), ধীর (সাহসিকতা), করুণ (সহমর্মিতা), রৌদ্র (ক্রোধ), বীভৎস (ভয়ানক), এবং ভয় (ভীতিপ্রদ)। মূলত, এই বারোটি রস অর্থাৎ সম্বন্ধ সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যাদি চিন্ময় জগতে পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং জীবের মধ্যে বিনিময় হতে থাকে; শ্রীবৃন্দাবন ধামের দ্বাদশ বনে উপবনে বিচরণের মাধ্যমেই মানুষ দ্বাদশ রসের আস্বাদন উপভোগ করতে পারে। এই ভাবেই যে কেউ মুক্ত জীবাত্মা হয়ে সকল জড়জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারে। যদি কেউ কৃত্রিমভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জন করতে চায়, বিশেষত জিহ্বার সংযম করতে চেষ্টা করে, তবে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। এবং বাস্তবিকই ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবণতাকে কৃত্রিম উপায়ে বঞ্চিত করার ফলে সেই প্রবণতা প্রাবল্য লাভ করবে। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সাথে দিব্য সম্পর্ক গড়ে তোলার চিন্ময় আনন্দ উপলব্ধির মাধ্যমেই মানুষ জড়জাগতিক ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে পারবে।

শ্লোক ২১

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ ।
ন জয়েদ্ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে ॥ ২১ ॥

তাবৎ—তবুও; **জিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়াদি জয় করতে যে পেরেছে; **ন**—না; **স্যাৎ**—পারে; **বিজিত-অন্য-ইন্দ্রিয়ঃ**—অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়াদি জয় করতে যে পেরেছে; **পুমান্**—মানুষ; **ন জয়েৎ**—জয় করতে পারে না; **রসনম্**—জিহ্বা; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **জিতম্**—জয় করে; **সর্বম্**—সব কিছু; **জিতে**—যখন জয় করা হয়; **রসে**—রসনা।

অনুবাদ

যদিও মানুষ তার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করতে পারে, তবু যতক্ষণ না তার জিহ্বাকে জয় করা যাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে জিতেন্দ্রিয় বলা চলে না। অবশ্যই জিহ্বার সংযম করতে যে সক্ষম হয় তখনই বুঝতে হবে সকল ইন্দ্রিয়েরই পূর্ণ সংযমী সে হয়েছে।

তাৎপর্য

আহারের মাধ্যমেই মানুষ অন্য সকল ইন্দ্রিয়াদিকে শক্তি সামর্থ্য দিয়ে থাকে, এবং তাই যদি জিহ্বাকে সংযত না করা যায়, তাহলে অন্য সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলিও

জড়জাগতিক জীবন ধারার নিম্নস্তরে আকৃষ্ট হতে থাকবে। সুতরাং যেভাবেই হোক, জিহ্বাকে সংযত করতে হবেই। যখন মানুষ উপবাস করে, তখন তার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি দুর্বল হয়ে তাদের শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। অবশ্য, জিহ্বা সুস্বাদু খাদ্য আহারের জন্য আরও লোভী হয়ে ওঠে। এবং যখন মানুষ জিহ্বাকে প্রাধান্য দেয়, তখন অচিরেই অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। তাই, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পরামর্শ দিয়েছেন যে, সামান্য পরিমাণে ভগবানের মহাপ্রসাদ আহার সেবন করাই উচিত। যেহেতু জিহ্বা সততই কম্পিত হতে থাকে, তাই পরমেশ্বর ভগবানের নাম জপকীর্তনের মাধ্যমেই তাকে কম্পিত রাখা উচিত এবং শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন করা প্রয়োজন। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে—*রসবর্জং রসোঽপ্য অস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে*—যে সমস্ত ভয়াবহ নিম্ন পর্যায়ের রুচি মানুষকে জড়জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, তা থেকে একমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের পরম আস্বাদনের মাধ্যমেই মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, মানুষের চেতনা যতক্ষণ জড়জাগতিক চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে কৃষ্ণভাবনামৃতের পরমানন্দময় আস্বাদন উপভোগ করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধি বিহনে জীব যতদিন জগৎ সুখ ভোগ করতে চায়, ততক্ষণ সে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধামের প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, পরমধাম হল ব্রজভূমি এবং তার ফলে জীব এই জড় জগতে অধোগতি লাভ করে আর ক্রমশই নিজ ইন্দ্রিয়াদির সংযম হারাতে থাকে। বিশেষত জিহ্বা, উদর এবং উপস্থ এই ইন্দ্রিয়গুলির দাস হয়ে পড়তে হয়, কারণ এইগুলির মাধ্যমেই বদ্ধজীব অদম্য সুখতৃপ্তি ভোগ করতে থাকে। তবে সকল সুখতৃপ্তির উৎস পরমেশ্বর ভগবানের সাথে যখন জীব সচ্চিদানন্দময় সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, তখন অবশ্য ঐ সকল বাসনা অবদমিত হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সংস্পর্শে যে মানুষ এসেছে, স্বভাবতই সে তখন বিশুদ্ধ সত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণের ফলে ধর্ম জীবনের সকল বিধিনিয়মাদি অনুসরণ করতে থাকে। ঐ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ বিনা মানুষ অবশ্যই জড়েন্দ্রিয়গুলির প্রবল চাপে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এমন কি ভক্তি সাধনার প্রাথমিক পর্যায়েও, সাধনভক্তি তথা বিধিবদ্ধ আচরণ অভ্যাসের সময়েও ভগবদ্ভক্তি এমনই শক্তি সঞ্চার করে থাকে, যার ফলে মানুষ অনর্থ নিবৃত্তির পর্যায়ে উন্নীত হতে থাকে, যখন মানুষ অবাঞ্ছিত পাপকর্মাদি থেকে মুক্ত হয় এবং জিহ্বা, উদর ও উপস্থের দাবি থেকে মুক্তি পায়। এই ভাবে মানুষ জড়জাগতিক প্রবণতা থেকে মুক্তি লাভ করে জড়া শক্তির প্রলোভনে আর বঞ্চিত হয় না। তাই বলা হয়,

ঝকমক করলেই সোনা হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পরামর্শ দিয়েছেন যে, এই বিষয়ে তাঁর পিতৃদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিম্নরূপ যে ভক্তিগীতি রচনা করেছিলেন, তা আমাদের অনুধাবন করা উচিত—

শরীর অবিদ্যাজাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্মতি,
তাকে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাকো চৈতন্য নিতাই ॥

"হে ভগবান, এই শরীর অবিদ্যার জালে বিজড়িত, এবং তার মধ্যে জড়েন্দ্রিয়গুলি যেন মৃত্যু পথের জাল পেতেছে। যে ভাবেই হোক, আমরা জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের মহাসমুদ্রে পতিত হয়েছি, এবং এই সবকিছুর মধ্যে জিহ্বাই সবচেয়ে বেশি মহা বিপজ্জনক নিয়ন্ত্রণহীন ইন্দ্রিয়, তাকে জয় করা অতি কঠিন কাজ। কিন্তু হে কৃষ্ণ, আপনি বড়ই দয়াময়, তাই এই জিহ্বার লোভ জয় করার উদ্দেশ্যে আপনি কৃপা করে আপনার উপাদেয় প্রসাদ আমাদের দিয়েছেন। এখন আমরা এই প্রসাদ গ্রহণ করছি পরম তৃপ্তিভরে এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের গুণগান করছি।

শ্লোক ২২

পিঙ্গলা নাম বেশ্যাসীদ্ বিদেহনগরে পুরা।
তস্যা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন ॥ ২২ ॥

পিঙ্গলা নাম—পিঙ্গলা নামে; **বেশ্যা**—বারনারী; **আসীৎ**—ছিল; **বিদেহ-নগরে**—বিদেহ নামক নগরে; **পুরা**—পুরাকালে; **তস্যাঃ**—তার কাছ থেকে; **মে**—আমার দ্বারা; **শিক্ষিতম্**—যা শিখেছিলাম; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **নিবোধ**—এখন আপনি শিখুন; **নৃপ-নন্দন**—হে রাজনন্দন।

অনুবাদ

হে রাজপুত্র, পুরাকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বারনারী বাস করত। এখন কৃপা করে শুনুন, সেই নারীর কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা লাভ করেছি।

শ্লোক ২৩

সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতী ।
অভূৎ কালে বহির্দ্বারে বিভ্রতি রূপমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥

সা—সে; স্বৈরিণী—বারনারী; একদা—একদিন; কান্তম্—গ্রাহক; সঙ্কেত—তার গৃহে; উপনেষ্যতী—এনেছিল; অভূৎ—সে দাঁড়িয়েছিল; কালে—রাত্রে; বহিঃ—বাইরে; দ্বারে—দরজায়; বিভ্রতি—উন্মুক্ত করে; রূপম্—তাঁর রূপ; উত্তমম্—অতি মনোরম।

অনুবাদ

একদা সেই বারনারী তার ঘরে গ্রাহককে নিয়ে আসার জন্য রাত্রি কালে তার মনোহারী রূপ সৌন্দর্য নিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

শ্লোক ২৪

মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ ।
তান্ শুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্ মেনেঽর্থকামুকী ॥ ২৪ ॥

মার্গে—সেই পথে; আগচ্ছতঃ—যারা আসছিল; বীক্ষ্য—তাই লক্ষ্য করে; পুরুষান্—লোকগুলি; পুরুষ-ঋষভ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; তান্—তাদের; শুল্ক-দান্—যারা মূল্য দেয়; বিত্ত-বতঃ—বিত্তবান; কান্তান্—গ্রাহক বা প্রেমিক; মেনে—সে মনে করেছিল; অর্থ-কামুকী—অর্থ কামনায়।

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই বারনারী খুবই অর্থলোভী ছিল, এবং যখন সে রাত্রিবেলা পথে দাঁড়িয়ে থাকত, তখন পথ দিয়ে যত মানুষ যেত, তাদের সকলকেই দেখত আর মনে করত, "আহা, এই লোকটার নিশ্চয়ই টাকা আছে। জানি, ঐ লোকটা পয়সা খরচ করতে পারে, আর আমার নিশ্চিত মনে হয় আমার সঙ্গে থাকলে ওর খুব আনন্দ হবে।" এই ভাবে পথের সব মানুষদের নিয়ে চিন্তা করত।

শ্লোক ২৫-২৬

আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী ।
অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোঽপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ ॥ ২৫ ॥
এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্যবলম্বতী ।
নির্গচ্ছন্তি প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ॥ ২৬ ॥

আগতেষু—যখন তারা আসে; অপযাতেষু—এবং চলে যায়; সা—সে; সঙ্কেতঃ-উপজীবিনী—যার একমাত্র জীবিকা বেশ্যাবৃত্তি; অপি—হয়তো; অন্যঃ—অন্য কেউ; বিত্ত-বান্—অর্থবান; কঃ অপি—অন্য কেউ; মাম্—আমাকে; উপৈষ্যতি—ভালবাসা জানাতে এগিয়ে যেত; ভূরি-দঃ—এবং সে অনেক টাকা দেবে; এবম্—এইভাবে; দুরাশয়া—বৃথা আশায়; ধ্বস্ত—বিনষ্ট; নিদ্রা—তার ঘুম; দ্বারি—দরজায়; অবলম্বতী—কেবল দাঁড়িয়ে থেকে; নির্গচ্ছন্তি—পথে বেরিয়ে; প্রবিশতী—ঘরে ঢুকে; নিশীথম্—মধ্যরাত্রে; সম-পদ্যত—পৌঁছত।

অনুবাদ

বারনারী পিঙ্গলা গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে বহু লোক তার বাড়ির কাছ দিয়ে আসত যেত। তার একমাত্র জীবিকা ছিল বেশ্যাবৃত্তি, এবং তাই সে উদ্বিগ্ন হয়ে মনে করত, "এখন যে লোকটা আসছে, ওর নিশ্চয় অনেক টাকা পয়সা আছে.....আহা, ও-তো থামল না, কিন্তু অন্য কেউ নিশ্চয়ই আসবে। এই যে লোকটা আসছে, এখন সে আমার আদর ভালবাসার ফলে নিশ্চয়ই অনেক টাকাপয়সা দেবে।" এইভাবে বৃথা আশা নিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকত, তার কাজ হত না এবং ঘুমনোও হত না। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কখনও সে রাস্তার দিকে বেরত আবার কখনো তার ঘরের মধ্যে ঢুকে যেত। এই ভাবেই, ক্রমশ মধ্যরাত এসে পড়ত।

শ্লোক ২৭

তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ ।
নির্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ ॥ ২৭ ॥

তস্যাঃ—তার; বিত্ত—টাকার জন্য; আশয়া—আশায়; শুষ্যৎ—শুকিয়ে গেল; বক্ত্রায়া—তার মুখ; দীন—ম্লান; চেতসঃ—তার মন; নির্বেদঃ—নির্বিকার; পরমঃ—অত্যন্ত; জজ্ঞে—জাগরিত হল; চিন্তা—দুর্ভাবনা; হেতুঃ—কারণে; সুখ—আনন্দ; আবহঃ—আসন্ন।

অনুবাদ

রাত্রি গভীর হলে অর্থাকাঙ্ক্ষী বারনারী বিষম হতাশা ভোগ করতে লাগল এবং তার মুখ শুকিয়ে গেল। এইভাবে অর্থের আশায় তার মনে গভীর উৎকণ্ঠা জাগল এবং সেই অবস্থা থেকে তার মনে বিপুল নিরাসক্তির সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তার ফলে তার মনে শান্তি জাগে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলি থেকে বোঝা যায় যে, এই বিশেষ রাত্রিটিতে বারনারী পিঙ্গলা তার গৃহে গ্রাহক আকর্ষণ করতে মোটেই পারেনি। সম্পূর্ণ হতাশ এবং ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে ক্রমশ তার দুরবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। এই ভাবেই, প্রবল দুঃখকষ্ট থেকেই অনেকে যথার্থ আত্ম-উপলব্ধির পথে এগিয়ে যায়; কিংবা, সংস্কৃত প্রবাদ অনুসারে, হতাশা বিষাদ থেকেই বিপুল সান্ত্বনা লাভ হয়।

ঐ বারনারী বহু লোকের কাম বাসনা তৃপ্ত করার জন্যই তার জীবন অতিবাহিত করেছিল। কায়মনোবাক্যে তার খরিদ্দারদের মন সন্তুষ্টির জন্য সে সম্পূর্ণভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবাভক্তির চর্চা করতে ভুলে গিয়েছিল, আর তাই তার মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে থাকত। অবশেষে, সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল, এবং তার দুরবস্থায় বিরক্ত হয়ে উঠল, আর তখনই তার মনে সুখানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

তস্যা নির্বিণ্ণচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম ।
নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ ॥ ২৮ ॥

তস্যাঃ—তার; **নির্বিণ্ণ**—বিরক্ত হয়ে; **চিত্তায়াঃ**—যার মন; **গীতম্**—গীত; **শৃণু**—দয়া করে শুনুন; **যথা**—যেমন; **মম**—আমার কাছ থেকে; **নির্বেদঃ**—নিরাসক্ত; **আশা**—ভরসা; **পাশানাম্**—জালের; **পুরুষস্য**—মানুষের; **যথা**—যেমন; **হি**—অবশ্য; **অসিঃ**—তরবারি।

অনুবাদ

সেই বারনারী তার জীবনের জড়জাগতিক দুরবস্থায় বিরক্ত হয়ে বিশেষভাবে নিরাসক্ত বোধ করতে লাগল। বাস্তবিকই, নিরাসক্তি যেন তরবারির মতোই জড়জাগতিক আশা আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন করে দেয়। সেই অবস্থায় বারনারী যে গানটি গেয়েছিল আমার কাছে তা শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

জড় জগতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করা যাবে, এমন মিথ্যা ধারণা যে করে তার মনে জাগতিক বাসনার জাল সৃষ্টি হতে থাকে। নিরাসক্তির সুতীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে সেই জালের বন্ধন ছিন্ন করতে হয়; নতুবা পারমার্থিক ভাবধারা সম্বলিত মুক্ত জীবন সম্পর্কে উপলব্ধিবিহীন মায়াজালে মানুষ আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়।

শ্লোক ২৯

ন হ্যঙ্গাজাতনির্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি ।
যথা বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ ॥ ২৯ ॥

ন—করে না; **হি**—অবশ্যই; **অঙ্গ**—হে রাজা; **অজাত**—যে অভ্যাস করেনি; **নির্বেদঃ**—অনাসক্তি; **দেহ**—জড় দেহের; **বন্ধম্**—বন্ধন; **জিহাসতি**—ত্যাগ করতে চায়; **যথা**—যে ভাবে; **বিজ্ঞান**—আত্মতত্ত্ব জ্ঞান; **রহিতঃ**—বর্জিত; **মনুজঃ**—মানুষ; **মমতাম্**—মিথ্যা অধিকার বোধ; **নৃপ**—হে রাজা।

অনুবাদ

হে রাজা, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান বর্জিত মানুষ যেমন তার বহু জাগতিক বিষয়াদির মিথ্যা অধিকার বর্জন করতে চায় না, তেমনই, যে মানুষের নিরাসক্তির মনোভাব জাগেনি, সে কখনই জড় দেহের বন্ধন পরিত্যাগ করতে চায় না।

শ্লোক ৩০

পিঙ্গলোবাচ

অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ ।
যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা ॥ ৩০ ॥

পিঙ্গলা উবাচ—পিঙ্গলা বলল; **অহো**—আহা; **মে**—আমার; **মোহ**—বিভ্রান্তি; **বিততিম্**—বিস্তারিত; **পশ্যত**—লক্ষ্য করুন, প্রত্যেকে; **অবিজিত-আত্মনঃ**—যার মন জয় করা হয় নি; **যা**—যে জন (আমি); **কান্তাৎ**—প্রেমিকের কাছ থেকে; **অসতঃ**—অপ্রয়োজনীয়, অহৈতুক; **কামম্**—কাম সুখ; **কাময়ে**—আমি বাসনা করি; **যেন**—যেহেতু; **বালিশা**—আমি নির্বোধ।

অনুবাদ

বারনারী পিঙ্গলা বলল—দেখুন, আমি কতখানি বিভ্রান্ত হয়ে আছি। যেহেতু আমি মন সংযত করতে পারিনি, তাই আমি সামান্য মানুষের কাছ থেকে মূর্খের মতো কামসুখ আশা করে থাকি।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক জীবন ধারায় নানা প্রকার বিষয়াদির প্রতি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, এবং এইভাবে বদ্ধ জীব একেবারে নির্বোধ হয়ে যায়। পরম তত্ত্বের প্রতি বিরূপতা থেকেই জড়জাগতিক জীবন ধারা সৃষ্টি হয়। বদ্ধ জীব নিজেকে সকল বিষয়ে প্রাধান্য লাভের যোগ্য মনে করে এবং সব কিছু ভোগ করাই জীবনের

লক্ষ্য বিবেচনা করে। মানুষ যতই জড়জগৎ থেকে ভোগ সুখ চায়, ততই তার মায়াজাল বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই শ্লোকটি থেকে মনে হয় যে, পিঙ্গলা বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে কেবল তার জীবিকা আহরণ করত, তা নয়; সে নিজেও বহু পুরুষের সাথে অবৈধ সংস্পর্শের সুখ বাস্তবিকই উপভোগ করত। *কান্তাদ্ অসতঃ* শব্দগুলি থেকে বোঝা যায় যে, অতি সাধারণ বাজে লোকেদের 'প্রেমিক' মনে করে সে নিজে নির্বিচারে আত্মবিক্রয় করত। তাই সে বলেছে, "আমি অতি নির্বোধ"। *বালিশা* মানে "শিশু সুলভ মানুষ যার ভাল মন্দ বিচারের জ্ঞান নেই।"

শ্লোক ৩১

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং
বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোক-
মোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা ॥ ৩১ ॥

সন্তম্—তার ফলে; **সমীপে**—অন্তরে কাছে; **রমণম্**—অতি প্রিয়; **রতি**—যথার্থ প্রেমানন্দ; **প্রদম্**—প্রদান করে; **বিত্ত**—সম্পদ; **প্রদম্**—দেয়; **নিত্যম্**—চিরন্তন; **ইমম্**—তাঁকে; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **অকাম-দম্**—নিজের কামনা বাসনা কখনই পরিতৃপ্ত করতে যে পারে না; **দুঃখ**—দুর্দশা; **ভয়**—আশঙ্কা; **আধি**—মনের বিষাদ; **শোক**—দুঃখ; **মোহ**—মায়া; **প্রদম্**—প্রদান করে; **তুচ্ছম্**—অতি সামান্য; **অহম্**—আমি; **ভজে**—সেবা করে; **অজ্ঞা**—নির্বোধ।

অনুবাদ

আমি এতই নির্বোধ যে, আমার যথার্থ প্রিয় যে পুরুষ আমার অন্তরে নিত্য বিরাজ করছেন, তার সেবায় আমি অবহেলা করেছি। সেই পরম প্রিয় পুরুষ বিশ্বজগতের অধিপতি, যিনি যথার্থ সুখ ও শান্তির প্রদাতা এবং সকল সমৃদ্ধির উৎস। যদিও তিনি আমার অন্তরে বিরাজ করছেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে আমি সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। তার পরিবর্তে যে সমস্ত নগণ্য মানুষগুলি কোনও দিনই আমার যথার্থ বাসনা পরিতৃপ্ত করতে পারবে না এবং যারা কেবলই আমাকে অশান্তি, ভয়, আতঙ্ক, দুঃখ আর বিভ্রান্তি এনে দিয়েছে, আমি অজ্ঞতার মাধ্যমে তাদেরই সেবা পরিতৃপ্তি প্রদান করেছি।

তাৎপর্য

পিঙ্গলা অনুশোচনা করছে যে, নিতান্ত পাপাচারী অপদার্থ মানুষদেরই সেবা সে করতে চেয়েছিল। বৃথাই সে মনে করেছিল যে, তারাই তাকে সুখশান্তি এনে

দেবে, আর তাই তার অন্তরে অধিষ্ঠিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অবহেলা করেছিল। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিষ্ঠাবান ভক্তকে সুখ সমৃদ্ধি প্রদানে উৎসুক থাকেন, তা না জেনে সে কত নির্বোধের মতো অর্থের লোভে সংগ্রাম করেছে, তা মনে করে সে দুঃখ পেল। বারনারী খুব অহঙ্কার বোধ করত যেন সে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে খুবই পারে, কিন্তু এখন সে অনুশোচনা করছে যে, প্রেমভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা সে করেনি। পরমেশ্বর ভগবান জড়জাগতিক কোনও প্রকার আদান প্রদানে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক বস্তুরই ভোক্তা, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষকে জানতে হয় কিভাবে শুদ্ধ পারমার্থিক সেবার মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারা যায়।

শ্লোক ৩২

অহো ময়াত্মা পরিতাপিতো বৃথা
সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্তয়া ।
স্ত্রৈণান্নরাদ্ যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ
ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী ॥ ৩২ ॥

অহো—আহা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আত্মা**—আত্মা; **পরিতাপিতঃ**—বিষম ব্যথিত; **বৃথা**—অনর্থক; **সাঙ্কেত্য**—এক বারনারীর; **বৃত্ত্যা**—জীবিকায়; **অতি-বিগর্হ্য**—অত্যন্ত বিগর্হিত; **বার্তয়া**—বৃত্তি; **স্ত্রৈণাৎ**—কামার্ত নারীলোভীদের; **নরাৎ**—মানুষদের কাছ থেকে; **যা**—যে (আমি); **অর্থ-তৃষঃ**—অর্থ লোভীদের; **অনুশোচ্যাৎ**—দুর্ভাগ্যজনক; **ক্রীতেন**—যার দ্বারা বিক্রীত; **বিত্তম্**—অর্থ; **রতিম্**—মৈথুন সুখ; **আত্মনা**—আমার শরীরের সাথে; **ইচ্ছতী**—বাসনা করে।

অনুবাদ

আহা, আমার আত্মাকে আমি কতই না অনর্থক ব্যথা দিয়েছি! কামার্ত লোভী মানুষ যারা করুণার পাত্র, তাদের কাছে আমার শরীর আমি বিক্রি করেছি। এইভাবে অতি দুর্ভাগ্যজনক বারনারী বৃত্তি অবলম্বন করে, আমি অর্থ এবং মৈথুন সুখ লাভের আশা করেছিলাম।

তাৎপর্য

পুরুষের দেহে ভোগের আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করবার জন্যই বারনারী বৃত্তির সৃষ্টি। আপাতদৃষ্টিতে এই বারনারী এমনই মূর্খ ছিল যে, তার বৃত্তি সম্পর্কে মনোহর ধারণা পোষণ করত এবং তার গ্রাহকেরা অতি নিম্নস্তরের মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ তা উপলব্ধি না করে বাস্তবিকই তাদের সঙ্গে প্রেমলীলা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হত। বারনারী

পিঙ্গলার মতোই, মানুষের বোঝা উচিত যে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় সেবা নিবেদনের প্রবৃত্তি বর্জন করে মানুষ নিতান্তই মায়া শক্তির কবলে আবদ্ধ হয় এবং বিপুল কষ্ট ভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ৩৩

যদস্থিভির্নির্মিতবংশবংশ্য-
স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্ ।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্
বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা ॥ ৩৩ ॥

যৎ—যা; **অস্থিভিঃ**—অস্থিগুলি সহ; **নির্মিত**—গঠিত; **বংশ**—মেরুদণ্ড; **বংশ্য**—পিঞ্জরাদি; **স্থূণম্**—হাত ও পায়ের অস্থিগুলি; **ত্বচা**—চর্ম দ্বারা; **রোম-নখৈঃ**—চুল ও নখ দ্বারা; **পিনদ্ধম্**—আবৃত; **ক্ষরৎ**—ক্ষরিত হয়; **নব**—নয়; **দ্বারম্**—দ্বারগুলি; **অগারম্**—গৃহ; **এতৎ**—এই; **ভিট্**—মল; **মূত্র**—মূত্র; **পূর্ণম্**—পরিপূর্ণ; **মৎ**—আমাকে ছাড়া; **উপৈতি**—কাজে লাগায়; **কা**—কোন্ নারী; **অন্যা**—অন্য কোনও ।

অনুবাদ

এই জড়জাগতিক দেহটি একটি গৃহের মতো, যার মাঝে আমি বাস করছি। আমার মেরুদণ্ড, হৃদপিঞ্জর, হাত এবং পাগুলি গৃহের কড়ি, বরগা ও থামেরই মতো, এবং মল ও মূত্রে পরিপূর্ণ সমগ্র অবয়বটি চর্ম, চুল ও নখ দ্বারা আবৃত রয়েছে। এই দেহের নয়টি দ্বার থেকে নিয়ত দূষিত পদার্থ নিষ্কাষণ হচ্ছে। আমি ছাড়া কোন্ নারী এমনই মূর্খ, যে এই জড় শরীরটিকে এত মূল্য মর্যাদা আরোপ করে, কারণ সে মনে করে যে, এই কলাকৌশল থেকেই আনন্দ ও প্রেমভালবাসা পাওয়া যায়?

তাৎপর্য

দেহের মধ্যে প্রবেশের দ্বার ও বহির্দ্বার স্বরূপ দুটি চোখ, দুটি নাসারন্ধ্র, মুখগহ্বর, দুটি কান, উপস্থ ও পায়ু এই নয়টি পথ রয়েছে। *বংশ*, অর্থাৎ 'মেরুদণ্ড' বলতে বাঁশকেও বোঝায়। এবং বাস্তবিকই দেহের অস্থি কঙ্কাল ঠিক যেন বাঁশের কাঠামোর মতোই মনে হয়। বাঁশ যেমন অচিরেই আগুনে ভস্ম হতে পারে কিংবা খণ্ড বিখণ্ড করা যেতে পারে, তেমনই, জড় দেহটিও নিত্য ক্ষয়িষ্ণু বলেই যে কোন সময়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে, খণ্ড বিখণ্ড হতে পারে, জলমগ্ন, অগ্নিদগ্ধ, শ্বাসরুদ্ধ, এবং আরও নানাভাবে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। পরিণামে দেহটিকে অবশ্যই বহুধাবিভক্ত হয়ে যেতেই হবে, এবং তাই এই ক্ষণভঙ্গুর যে দেহটি অপ্রীতিকর

উপাদানে পূর্ণ, তার প্রতি যেজন সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ তথা নিজেকে উৎসর্গ করে থাকে, তার মতো হতভাগ্য আর কেউ নেই।

শ্লোক ৩৪

বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ।
যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ ॥ ৩৪ ॥

বিদেহানাম্—বিদেহবাসী; **পুরে**—শহরে; **হি**—অবশ্যই; **অস্মিন্**—এই; **অহম্**—আমি; **একা**—একাকী; **এব**—নিঃসন্দেহে; **মূঢ়**—নির্বোধ; **ধীঃ**—যার বুদ্ধি; **যা**—যে (আমি); **অন্যম্**—অন্য কেউ; **ইচ্ছন্তী**—ইচ্ছা করে; **অসতি**—অতিশয় পাপময়ী; **অস্মাৎ**—তাঁর অপেক্ষা; **আত্ম-দাৎ**—যিনি আমাদের যথার্থ চিন্ময় রূপ প্রদান করেছেন; **কামম্**—ইন্দ্রিয় উপভোগ; **অচ্যুতাৎ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীঅচ্যুত।

অনুবাদ

অবশ্যই এই বিদেহ নগরের মধ্যে আমিই সম্পূর্ণ নির্বোধ। যিনি আমাদের সব কিছু, এমনকি আমাদের যথার্থ চিন্ময় রূপটিও প্রদান করেছেন, সেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকেই আমি অবহেলা করেছি, এবং তার পরিবর্তে বহু পুরুষের সঙ্গে ইন্দ্রিয় উপভোগ বাসনা করেছি।

শ্লোক ৩৫

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্ ।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ ৩৫ ॥

সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; **প্রেষ্ঠ-তমঃ**—সম্পূর্ণভাবেই অতি প্রিয়জন; **নাথঃ**—ভগবান; **আত্মা**—আত্মা; **চ**—ও; **অয়ম্**—তিনি; **শরীরিণাম্**—সকল শরীরি সত্তার; **তম্**—তাঁকে; **বিক্রীয়**—ক্রয় করে; **আত্মনা**—নিজেকে সমর্পণ করে; **এব**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি; **রমে**—ভোগ করব; **অনেন**—ভগবানের সাথে; **যথা**—যেমন ভাবে; **রমা**—লক্ষ্মীদেবী।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান সম্পূর্ণভাবেই সকল জীবের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্র, কারণ তিনি প্রত্যেকেরই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং প্রভু। তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা। সুতরাং আমি এখন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মূল্য প্রদান করব, এবং এইভাবে ভগবানকে যেন ক্রয় করে নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর মতোই আনন্দ উপভোগ করব।

তাৎপর্য

সকল বদ্ধ জীবের যথার্থ বন্ধু পরমেশ্বর ভগবান, এবং একমাত্র তিনিই জীবনের পরম সার্থকতা প্রদান করতে পারেন। ভগবানের শ্রীচরণকমলে নিত্য বিরাজিতা লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে, মানুষ অবশ্যই নিত্য সুখ লাভ করে থাকে। জড়জাগতিক দেহটি নিষ্ফল প্রাপ্তি বলেই সেটির যথার্থ সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত। এই ভাবে যথার্থ মূল্য প্রদান করতে পারলে, তবেই ভগবানকে ক্রয় করা সম্ভব হতে পারে, কারণ তিনি প্রত্যেকেই পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। এই ভাবে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি স্বরূপ ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবণতা আপনা হতেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

শ্লোক ৩৬

কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ ।
আদ্যন্তবন্তো ভার্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ ॥ ৩৬ ॥

কিয়ৎ—কতখানি; **প্রিয়ম্**—যথার্থ সুখ; **তে**—তারা; **ব্যভজন্**—আয়োজন করেছে; **কামাঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **যে**—এবং যাকিছু; **কামদাঃ**—যা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রদান করে; **নরাঃ**—মানুষেরা; **আদি**—শুরু; **অন্ত**—শেষ; **বন্তঃ**—সহ; **ভার্যায়াঃ**—পত্নীর; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **বা**—কিংবা; **কাল**—সময়ে; **বিদ্রুতাঃ**—বিচ্ছিন্ন এবং বিভ্রান্ত।

অনুবাদ

পুরুষেরা নারীদের ইন্দ্রিয় সুখ প্রদান করে থাকে, কিন্তু এই সকল পুরুষদেরও এবং স্বর্গের দেবতাদেরও শুরু এবং শেষ আছে। তারা সকলেই অস্থায়ী সৃষ্টি, যারা সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাবে। সুতরাং তাদের স্ত্রীদের চিরকাল যথার্থই সুখ শান্তি কজন দিতে পারে?

তাৎপর্য

এই জড় জগতে প্রত্যেকেই মূলত তার নিজেরই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের পথ খুঁজে চলেছে, এবং তাই কালক্রমে প্রত্যেকেরই বিনাশ ঘটছে। জড়জাগতিক পর্যায়ে বাস্তবিকই কেউ কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করে না। জড়জাগতিক প্রেম ভালবাসা নিতান্তই একটা প্রবঞ্চনামূলক প্রক্রিয়া, যা এখন পিঙ্গলা বারনারী হৃদয়ঙ্গম করেছে।

শ্লোক ৩৭

নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্মণা ।
নির্বেদোঽয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ ॥ ৩৭ ॥

নূনম্—নিঃসন্দেহে; মে—আমার সঙ্গে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; প্রীতঃ—সন্তুষ্ট; বিষ্ণুঃ—পরমেশ্বর ভগবান; কেন অপি—কোনও প্রকার; কর্মণা—ক্রিয়া কর্ম; নির্বেদঃ—ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে বিরত; অয়ম্—এই; দুরাশায়াঃ—জড়জাগতিক সুখ ভোগ যেজন দুরন্ত আশা করে থাকে; যৎ—যেহেতু; মে—আমার প্রতি; জাতঃ—সৃষ্ট; সুখ—আনন্দ; আবহঃ—আগত।

অনুবাদ

যদি জড় জগতটিকে উপভোগের জন্য আমি দুরন্ত আশা করেছিলাম, কিন্তু কোনও প্রকারে আমার হৃদয়ে অনাসক্তি জেগেছে, আর তাতে আমি খুব সুখী হয়েছি। অতএব, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবশ্যই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তা না জানলেও তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমাকে কিছু করতেই হবে।

শ্লোক ৩৮

মৈবং স্যুর্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্বেদহেতবঃ।
যেনানুবন্ধং নির্হৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥

মা—না; এবম্—এই ভাবে; স্যুঃ—তারা পারে; মন্দ-ভাগ্যায়াঃ—যথার্থ দুর্ভাগা নারীর; ক্লেশাঃ—দুঃখ দুর্দশা; নির্বেদ—অনাসক্তির; হেতবঃ—কারণাবলী; যেন—যে অনাসক্তির মাধ্যমে; অনুবন্ধম্—বন্ধন; নির্হৃত্য—দূর করার মাধ্যমে; পুরুষঃ—পুরুষ; শমম্—যথার্থ শান্তি; ঋচ্ছতি—লাভ করে।

অনুবাদ

অনাসক্তি জাগলে মানুষ জড়জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা সব ত্যাগ করতে পারে, এবং বিপুল দুঃখ ভোগের পরে মানুষ ক্রমশ হতাশাচ্ছন্ন হয়ে জড়জাগতিক বিষয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নির্বিকার হয়ে পড়ে। তাই, আমার বিষম দুঃখ ভোগের ফলে, তেমনই নিরাসক্তি আমার হৃদয়ে জেগেছে তা সত্ত্বেও বাস্তবিকই আমি যদি দুর্ভাগী হতাম, তা হলে কেন কৃপাময় আমাকে দুঃখকষ্ট ভোগ করালেন? সুতরাং, বাস্তবিকই আমি ভাগ্যবতী এবং ভগবৎকৃপা লাভ করেছি। কোনও ভাবে নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

শ্লোক ৩৯

তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ।
ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্ ॥ ৩৯ ॥

তেন—তাঁর (ভগবানের) দ্বারা; **উপকৃতম্**—মহা উপকারের মাধ্যমে; **আদায়**—গ্রহণ করে; **শিরসা**—ভক্তি সহকারে আমার মাথায়; **গ্রাম্য**—তুচ্ছ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি; **সঙ্গতাঃ**—সংশ্লিষ্ট; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **দুরাশাঃ**—পাপময় অভিলাষাদি; **শরণম্**—আশ্রয় লাভের জন্য; **ব্রজামি**—আমি এখন আসছি; **তম্**—তাঁর দিকে; **অধীশ্বরম্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান।

অনুবাদ

ভগবান আমার প্রতি যে মহা কৃপা প্রদর্শন করেছেন, ভক্তি সহকারে তা আমি গ্রহণ করেছি। অতি তুচ্ছ ইন্দ্রিয় উপভোগের পাপময় সকল ইচ্ছা বর্জনের ফলে আমি পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

শ্লোক ৪০

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী ।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥ ৪০ ॥

সন্তুষ্টা—সম্পূর্ণ প্রীত হয়ে; **শ্রদ্দধতি**—এখন পূর্ণ বিশ্বাসে; **এতদ্**—ভগবৎ কৃপায়; **যথা-লাভেন**—সহজে আপনা হতে যা কিছু আসে; **জীবতী**—জীবিত; **বিহরামি**—আমি জীবন উপভোগ করব; **অমুনা**—তার সঙ্গে; **এব**—শুধু মাত্র; **অহম্**—আমি; **আত্মনা**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে; **রমণেন**—যিনি প্রেম ও সুখের যথার্থ উৎস; **বৈ**—নিঃসন্দেহে।

অনুবাদ

এখন আমি সম্পূর্ণ তৃপ্ত এবং সুখী, এবং ভগবানের কৃপায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে। সুতরাং সহজভাবে যা কিছু ঘটে, আমি তার দ্বারাই জীবন ধারণ করে থাকব। শুধুমাত্র ভগবানকে নিয়েই আমি জীবন যাপন করব, কারণ তিনিই সকল প্রেম ভালবাসা এবং সুখ সমৃদ্ধির যথার্থ উৎস।

শ্লোক ৪১

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্ ।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥

সংসার—জড়জাগতিক অস্তিত্ব; **কূপে**—গভীর অন্ধকারময় কূপের মধ্যে; **পতিতম্**—পতিত হয়েছে; **বিষয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মাধ্যমে; **মুষিত**—অপহৃত; **ঈক্ষণম্**—দৃষ্টি; **গ্রস্তম্**—গ্রস্ত; **কাল**—সময়ের; **অহিনা**—সর্পের দ্বারা; **আত্মানম্**—জীব; **কঃ**—যে; **অন্যঃ**—অন্য কিছু; **ত্রাতুম্**—মুক্তিলাভের যোগ্য; **অধীশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে জীবের বুদ্ধি অপহৃত হয়ে যায়, এবং তার ফলে সে জড়জাগতিক অন্ধকূপে পতিত হয়। সেই কূপের মধ্যে মহাকাল সর্প তাকে গ্রাস করে থাকে। এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি থেকে দুর্ভাগা জীবকে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে পারেন?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে পিঙ্গলা বলেছিল যে, দেবতারাও কোনও নারীকে যথার্থ সুখ বিধান করতে সক্ষম নন। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঐ ধরনের ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য দেবতাদের মতো মহান পুরুষদেরও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অধিকার এই নারী কিভাবে পেয়েছে। তার উত্তরে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি যথার্থই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান চায়, এবং নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী থাকে, তবে তাকে একমাত্র ভগবানের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। একথা সর্বজনবিদিত যে, দেবতাগণ নিজেরাও জন্ম মৃত্যুর অধীন। স্বয়ং দেবাদিদেব শিবও বলেছেন, *মুক্তি প্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ*—"কোনও সন্দেহ নেই যে, শ্রীবিষ্ণুই প্রত্যেকের মুক্তি প্রদাতা।"

শ্লোক ৪২

আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত যদাখিলাৎ।
অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেদ্ গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ ॥ ৪২ ॥

আত্মা—আত্মা; **এব**—একাকি; **হি**—অবশ্যই; **আত্মনঃ**—নিজের; **গোপ্তা**—ত্রাতা; **নির্বিদ্যেত**—নিরাসক্ত; **যদা**—যখন; **অখিলাৎ**—সকল জড়জাগতিক বিষয়াদি থেকে; **অপ্রমত্তঃ**—জড়জাগতিক বিষয়ে উন্মত্ত নয়; **ইদম্**—এই; **পশ্যেৎ**—দেখতে পায়; **গ্রস্তম্**—ধৃত; **কাল**—সময়; **অহিনা**—সর্পের দ্বারা; **জগৎ**—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড।

অনুবাদ

যখন জীব লক্ষ্য করে যে, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহাকাল সর্পের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তখন সেই উপলব্ধির ফলে, সে সকল প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বাসনা থেকে নিরাসক্ত হয়ে শান্তিলাভ করে। সেই পরিস্থিতিতে জীব নিজের ত্রাতা রূপে যোগ্যতা অর্জন করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে, পিঙ্গলা উল্লেখ করেছে যে, ভগবৎ-কৃপায় আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন জীব উপলব্ধি করতে পারে যে, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহাকালসর্পের গ্রাসের মধ্যে

অবস্থান করছে। অবশ্যই এই পরিস্থিতি শুভ লক্ষণ নয়, এবং এই পরিস্থিতি যে উপলব্ধি করতে পারে, তার ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভগবানের অশেষ কৃপায়, সেই আত্মজ্ঞান সম্পন্ন সুস্থির জীব মায়া মোহ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

যেহেতু পিঙ্গলা এখন পরমেশ্বর ভগবানকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করছে, তাই নিম্নরূপ প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হতে পারে, সে এখন ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময় উপাসনা নিবেদন করছে, না কি নিতান্তই জড়জাগতিক অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের বাসনায় উদ্বিগ্ন হয়েছে? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তার কৃষ্ণভাবনাময় পরিবেশের মাঝে সে ইতিমধ্যেই মুক্তিলাভ করেছে, যদিও এই জগতে সে এখনও আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এখন তাকে শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি নিবেদনের জন্যই সবরকম স্বার্থ অভিলাষ ব্যতিরেকেই সকল কার্য সমাধা করতে হবে, এমন কি তার মুক্তির অভিলাষও বর্জন করতে হবে।

শ্লোক ৪৩

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

এবং ব্যবসিতমতির্দুরাশাং কান্ততর্ষজাম্ ।
ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা ॥ ৪৩ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—শ্রীঅবধূত ব্রাহ্মণ বললেন; **এবম্**—এই ভাবে; **ব্যবসিত**—মনস্থ করে; **মতিঃ**—তাঁর (পিঙ্গলার) মন; **দুরাশাম্**—পাপময় ইচ্ছা; **কান্ত**—প্রেমিকেরা; **তর্ষ**—উদ্বিগ্ন হয়ে; **জাম্**—কারণে; **ছিত্ত্বা**—ছেদন করে; **উপশমম্**—শান্ত হয়ে; **আস্থায়**—অবস্থিত হয়ে; **শয্যাম্**—তার শয্যার উপরে; **উপবিবেশ**—বসেছিল; **সা**—সে।

অনুবাদ

অবধূত ব্রাহ্মণ বললেন—এইভাবে, পিঙ্গলা সম্পূর্ণভাবে তার মনস্থির করে নিয়ে, তার প্রেমিকদের সঙ্গে মৈথুন সুখ উপভোগের সকল প্রকার পাপময় ইচ্ছা ছেদন করেছিল এবং সে যথার্থ সুখময় পরিবেশে বিরাজ করতে পেরেছিল। তখন তার শয্যায় সে উপবেশন করেছিল।

শ্লোক ৪৪

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্ ।
যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥ ৪৪ ॥

আশা—জাগতিক আকাঙ্ক্ষা; **হি**—অবশ্যই; **পরমম্**—বিপুল; **দুঃখম্**—দুঃখ; **নৈরাশ্যম্**—জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি; **পরমম্**—বিপুল; **সুখম্**—সুখ; **যথা**—এই ভাবে; **সঞ্ছিদ্য**—সম্পূর্ণ ছিন্ন করে; **কান্ত**—প্রেমিকদের; **আশাম্**—অভিলাষ; **সুখম্**—সুখে; **সুষ্বাপ**—সে ঘুমাল; **পিঙ্গলা**—সেই বারনারী পিঙ্গলা।

অনুবাদ

জড়জাগতিক বাসনা নিঃসন্দেহে বিপুল দুঃখের কারণ হয়, এবং সেই বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারলেই বিপুল সুখ লাভ করা যায়। সুতরাং পিঙ্গলা তার প্রেমিকদের সঙ্গে সকল প্রকার উপভোগের বাসনা বর্জন করে সুখে নিদ্রা উপভোগ করেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'পিঙ্গলা কাহিনী' নামক অষ্টম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

জড় জাগতিক সবকিছু থেকে নিরাসক্তি

অবধূত ব্রাহ্মণ এখন কুরর পাখি প্রমুখ অন্য সাতজন গুরুর কথা বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি অন্য আরও একজন গুরুর কথাও বলেছেন, তা হল তাঁর নিজের দেহ।

কুরর পাখির কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিলেন যে, আসক্তির ফলে দুঃখদুর্দশা সৃষ্টি হয়, তবে যে মানুষ অনাসক্ত এবং যার কোনও জড়জাগতিক সম্পদ নেই, তার পক্ষেই অনন্ত সুখ অর্জনের যোগ্যতা লাভ সম্ভব হয়।

অবধূত ব্রাহ্মণ মূর্খ অলস শিশুর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হলে মানুষ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে আরাধনার যোগ্যতা লাভ করে এবং পরম উল্লাস উপভোগ করে।

যে কুমারী তার দু হাতে শুধুমাত্র একটি করে শাঁখা পরেছিল, তার কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়া গিয়েছিল যে, একাকী থাকাই ভাল এবং তাতেই মন দৃঢ়ভাবাপন্ন হয়। তার ফলেই মানুষের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে একাত্মভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়। একদা কয়েকজন লোক বালিকাটির পাণিপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছিল, যখন তার আত্মীয়স্বজন ঘটনাক্রমে কেউ বাড়িতে ছিল না। সে ভিতরে গিয়ে অনাহুত অতিথিদের জন্য খাদ্য প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ধান ভানতে শুরু করেছিল। সেই সময়ে তার হাতের শাঁখাগুলি ঠোকাঠুকি হয়ে শব্দ সৃষ্টি করছিল, এবং সেই শব্দ থামানোর জন্য একে একে হাতের শাঁখাগুলি ভেঙে ফেলেছিল, কেবল প্রত্যেক হাতে একটি করে শাঁখা বাকি ছিল। দুটি বা তার বেশি শাঁখা থাকলে যেমন শব্দ হতেই থাকে, তেমনই দুজন মানুষ যেখানেই থাকবে, সেখানে পরস্পরে কলহ এবং অনাবশ্যক বাক্যালাপ হবেই।

অবধূত ব্রাহ্মণ এক তীরন্দাজের কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তীরন্দাজটি এমনই মনোনিবেশ সহকারে তীর প্রস্তুত করছিল যে, তার পাশের রাস্তাটি দিয়ে রাজা চলে যাচ্ছেন, তা সে জানতেই পারেনি। ঠিক এইভাবেই, ভগবান শ্রীহরির আরাধনায় একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে মনঃসংযোগ করা অবশ্যই উচিত।

অবধূত ব্রাহ্মণ সাপের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, সাধু সর্বদা একাকী ভ্রমণ করবেন, কোনও পূর্বনির্ধারিত স্থানে বসবাস করবেন না, সকল সময়ে সতর্ক এবং গম্ভীর থাকবেন, তাঁর গতিবিধি প্রকাশ করবেন না, কারও কাছ থেকে সহযোগিতা চাইবেন না এবং অল্প কথা বলবেন।

যে মাকড়সা তার মুখ থেকে জাল বোনা শুরু করে এবং তারপরে তা থেকে সরে যায়, তার কাছে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানও তেমনই তাঁরই স্বরূপ থেকে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং তারপরে নিজের মধ্যেই তা বিলীন করেন।

পেশস্কৃত ভ্রমরের মতো রূপ ধারণ করতে পারে যে ক্ষুদ্র কীট, তার কাছ থেকে অবধূত ব্রাহ্মণ শিক্ষালাভ করেন যে সাধারণ জীবও স্নেহ-ভালোবাসা, ঘৃণা এবং ভয়ের তাড়নায় যে বিষয়ে মনোনিবেশ করে থাকে, পরজন্মে তার সেই প্রকার জন্মলাভ ঘটে।

এই ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী জড়জাগতিক শরীরটি জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হয়ে থাকে, তা লক্ষ্য করার ফলে, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের এই শরীরের প্রতি আসক্ত হওয়া অনুচিত এবং মানবজন্মের মাধ্যমে যে দুর্লভ সুযোগ পাওয়া গেছে, তা জ্ঞান অনুশীলনের পথে কাজে লাগিয়ে, জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনে যথাযথভাবে উদ্যোগী হওয়া উচিত।

শ্লোক ১

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎপ্রিয়তমং নৃণাম্ ।
অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্ বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ—সাধু ব্রাহ্মণ বললেন; **পরিগ্রহঃ**—অধিকারের প্রতি আসক্তি; **হি**—অবশ্যই; **দুঃখায়**—দুঃখ আনে; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **প্রিয়তমম্**—যা অতি প্রিয়; **নৃণাম্**—মানুষদের; **অনন্তম্**—অশেষ; **সুখম্**—সুখ; **আপ্নোতি**—লাভ করে; **তৎ**—তা; **বিদ্বান্**—জ্ঞান লাভ করে; **যঃ**—যে কেউ; **তু**—অবশ্যই; **অকিঞ্চনঃ**—সেই আসক্তি থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

সাধু ব্রাহ্মণ বললেন—প্রত্যেকেই এই জড়জগতের মাঝে কোনও কোনও জিনিসকে তার খুবই প্রিয় বলে মনে করে থাকে, এবং ঐসব জিনিসের প্রতি আসক্তির ফলে, পরিণামে মানুষ দুঃখ পায়। এই বিষয়টি যে বুঝতে পারে, সে জড়জাগতিক সব অধিকারস্বত্ব পরিত্যাগ করে এবং সকল প্রকার আসক্তি বর্জনের ফলে সে অনন্ত সুখ শান্তির অধিকারী হয়।

শ্লোক ২

সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত ॥ ২ ॥

স-আমিষম্—মাংস সমেত; **কুররম্**—এক বিশাল বাজপাখি; **জঘ্নুঃ**—তারা আক্রমণ করল; **বলিনঃ**—খুব বলবান; **অন্যে**—অন্যদের; **নিরামিষাঃ**—মাংসবিহীন; **তদা**—সেই সময়ে; **আমিষম্**—মাংস; **পরিত্যজ্য**—ত্যাগ করে; **সঃ**—সে; **সুখম্**—সুখ; **সমবিন্দত**—লাভ করল।

অনুবাদ

একদা এক ঝাঁক বড় বড় বাজপাখি শিকার খুঁজে না পেয়ে অন্য একটি দুর্বল বাজপাখির কাছে কিছুমাংস রয়েছে দেখতে পেয়ে, তাকে আক্রমণ করেছিল। তখন সেই বাজপাখিটি তার জীবন বিপন্ন হয়েছে বুঝে তার মাংসের টুকরোটি বর্জন করেছিল এবং তখন সে যথার্থ সুখ অনুভব করেছিল।

তাৎপর্য

প্রকৃতির গুণাশ্রিত পাখিরা হিংস্র হয়ে উঠে অন্য পাখিদের মেরে খেয়ে ফেলে কিংবা তাদের শিকার করা মাংস কেড়ে নিয়ে খায়। বাজপাখি, শকুনি এবং চিল জাতীয় পাখিরা এই ধরনের হয়ে থাকে। অবশ্যই, অন্যের প্রতি হিংসাত্মক আচরণের প্রবৃত্তি অবশ্যই বর্জন করা উচিত এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলন করা কর্তব্য, যার ফলে প্রত্যেক জীবকেই সমভাবাপন্ন অনুভব করতে শেখা যায়। সুখশান্তির এই পর্যায়ে জীব যখন উন্নীত হয়, তখন আর অন্যদের প্রতি ঈর্ষা বা হিংসা পোষণ করবার ইচ্ছা হয় না এবং কাউকেই শত্রু বলে মনে হয় না।

শ্লোক ৩

ন মে মানাপমানৌ স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্ ।
আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ ॥ ৩ ॥

ন—না; **মে**—আমার মধ্যে; **মান**—সম্মান; **অপমানৌ**—অসম্মান; **স্তঃ**—আছে; **ন**—নেই; **চিন্তা**—দুঃশ্চিন্তা; **গেহ**—গৃহী; **পুত্রিণাম্**—এবং সন্তানাদি; **আত্ম**—নিজের দ্বারা; **ক্রীড়ঃ**—ক্রীড়া করে; **আত্ম**—নিজের একাকী; **রতিঃ**—উপভোগ করে; **বিচরামী**—আমি ভ্রমণ করি; **ইহ**—এই জগতে; **বালবৎ**—শিশুর মতো।

অনুবাদ

গার্হস্থ্য জীবনে, পিতামাতারা সর্বদা তাঁদের গৃহ, সন্তানাদি এবং মান যশ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। কিন্তু এই সব ব্যাপারে আমার কিছুই চিন্তা নেই। কোনও পরিবারের চিন্তা আমার মোটেই নেই, এবং আমি মান সম্মানেরও গ্রাহ্য করি না। আমি শুধুমাত্র আত্মার জীবনধারা উপভোগ করে থাকি, এবং চিন্ময় ভাবের স্তরে আমি প্রেমের যথার্থ অভিজ্ঞতা অনুভব করে থাকি। এইভাবেই পৃথিবীতে আমি শিশুর মতো বিচরণ করে থাকি।

শ্লোক ৪

দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ ।
যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥ ৪ ॥

দ্বৌ—দুই; **এব**—অবশ্যই; **চিন্তয়া**—উদ্বেগ থেকে; **মুক্তৌ**—মুক্ত; **পরম-আনন্দে**—পরম আনন্দে; **আপ্লুতৌ**—মগ্ন; **যঃ**—যেজন; **বিমুগ্ধঃ**—অজ্ঞ হয়; **জড়ঃ**—জড়বুদ্ধি; **বালঃ**—বালসুলভ; **যঃ**—যে; **গুণেভ্যঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীতে; **পরম্**—অপ্রাকৃত পরমেশ্বর ভগবান; **গতঃ**—লব্ধ।

অনুবাদ

এই জগতে দু'ধরনের মানুষ সর্বপ্রকার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে পরম আনন্দে মগ্ন থাকে—যে জড়বুদ্ধি শিশুর মতো নির্বোধ এবং জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অতীত পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যে মনপ্রাণ অর্পণ করেছে।

তাৎপর্য

যারা জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লাভ করতে বিশেষ আগ্রহী হয়, তারা ক্রমশ দুর্দশাময় জীবন ধারায় নিমজ্জিত হতে থাকে, কারণ যখনই তারা প্রকৃতির বিধিনিয়মাদি সামান্যতম অবহেলা করে, তখনই পাপময় কর্মফল তাদের ভোগ করতে হয়। তাই জড়জাগতিক কাজকর্মে সুচতুর এবং উচ্চাভিলাষী মানুষেরাও নিয়ত উদ্বেগাক্রান্ত হয়ে থাকে, এবং মাঝে মাঝেই বিপুল দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে তাদের পতিত হতে দেখা যায়। অবশ্য যারা হতবুদ্ধি এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধ, তারা যেন, মূর্খের স্বর্গে বাস করতে থাকে, আর যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন করে থাকে, তারা দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং হতবুদ্ধি মানুষ আর ভগবদ্ভক্ত উভয়কেই শান্তিপ্রিয় বলা যেতে পারে, কারণ জড়জাগতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট মানুষদের সাধারণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে তারা মুক্ত থাকে। অবশ্য, এর অর্থ এমন নয় যে, ভগবদ্ভক্ত এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বোধ মানুষ

সমপর্যায়ভুক্ত। নির্বোধ মানুষের মানসিক শান্তি যেন প্রাণহীন পাথরের মতো, তবে ভগবদ্ভক্তের প্রশান্তি সর্বদাই যথার্থ শুদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুভূত হয়।

শ্লোক ৫

ক্বচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্ ।
স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু ॥ ৫ ॥

ক্বচিৎ—একদা; **কুমারী**—তরুণী বালিকা; **তু**—অবশ্য; **আত্মানম্**—সে নিজে; **বৃণানান্**—পত্নীরূপে আকাঙ্ক্ষায়; **গৃহম্**—বাড়িতে; **আগতান্**—এসেছিল; **স্বয়ম্**—নিজে; **তান্**—ঐ লোকগুলি; **অর্হয়াম্-আস**—পূর্ণ আতিথ্য সহকারে অভ্যর্থনা; **ক্ব অপি**—অন্য জায়গায়; **যাতেষু**—যখন তারা গিয়েছিল; **বন্ধুষু**—তার সকল আত্মীয়স্বজন।

অনুবাদ

একদা কোনও এক বিবাহযোগ্যা কুমারী বালিকা তার বাড়িতে একা ছিল, কারণ তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনেরা সেইদিন অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। সেই সময়ে কয়েকজন লোক বাড়িতে এসে বিশেষ করে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা জানিয়েছিল। সে সকল প্রকার আতিথ্য সহকারে তাদের প্রীতি সম্পাদন করেছিল।

শ্লোক ৬

তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব ।
অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ ॥ ৬ ॥

তেষাম্—অতিথি বর্গের; **অভ্যবহার-অর্থম্**—তাঁদের আহারার্থে; **শালীন্**—চাল; **রহসি**—একা থাকার জন্য; **পার্থিব**—হে রাজা; **অবঘ্নন্ত্যাঃ**—যে চাল ঝাড়ছিল; **প্রকোষ্ঠ**—তার হাতের; **স্থাঃ**—অবস্থিত; **চক্রুঃ**—সেগুলি সৃষ্টি করছিল; **শঙ্খাঃ**—শাঁখা; **স্বনম্**—শব্দ; **মহৎ**—খুব।

অনুবাদ

বালিকাটি অন্দরমহলে গিয়ে প্রস্তুত হতে লাগল যাতে অনাহুত অতিথিরা কিছু আহার করতে পারেন। সে যখন চাল ঝাড়ছিল, তখন তার হাতের শাঁখা চুড়িগুলি পরস্পর ধাক্কায় খুব শব্দ হচ্ছিল।

শ্লোক ৭

সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ ॥ ৭ ॥

সা—সে; **তৎ**—সেই শব্দে; **জুগুপ্সিতম্**—লজ্জিত হয়ে; **মত্বা**—বোধ করে; **মহতী**—খুব বুদ্ধিমতী; **ব্রীড়িতা**—লজ্জিতা; **ততঃ**—তার হাত থেকে; **বভঞ্জ**—সে ভেঙে ফেলল; **এক-একশঃ**—একে একে; **শঙ্খান্**—শাঁখাগুলি; **দ্বৌ দ্বৌ**—দুটি করে; **পাণ্যোঃ**—তার দুই হাতের; **অশেষয়ৎ**—সে রেখে দিল।

অনুবাদ

বালিকাটি আশঙ্কা করেছিল যে, লোকগুলি হয়ত তাদের পরিবারবর্গকে দরিদ্র মনে করতে পারে যেহেতু কন্যাটি চাল ঝাড়বার মতো সামান্য কাজে ব্যস্ত হয়েছে। তাই খুব বুদ্ধিমতী বলেই, লজ্জিতা হয়ে বালিকাটি তার হাতের শাঁখাগুলি ভেঙে ফেলল, শুধুমাত্র প্রত্যেক হাতে দুটি করে শাঁখা রেখে দিল যাতে আর কোনও শব্দ না হয়।

শ্লোক ৮

উভয়োরপ্যভূদ্ ঘোষো হ্যবঘ্নন্ত্যাঃ স্বশঙ্খয়োঃ ।
তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্ ধ্বনিঃ ॥ ৮ ॥

উভয়োঃ—দুটি (হাত) হতে; **অপি**—তবুও; **অভূৎ**—হতে লাগলো; **ঘোষঃ**—শব্দ; **হি**—বস্তুত; **অবঘ্নন্ত্যাঃ**—ধান্য-কুট্টনরতার; **স্ব-শঙ্খয়োঃ**—তাঁর কঙ্কণদ্বয় হতে; **তত্র**—তখন; **অপি**—বস্তুত; **একম্**—একটি মাত্র; **নিরভিদৎ**—সে বিচ্ছিন্ন করল; **একস্মাৎ**—সেই একটি অলঙ্কার হতে; **ন**—না; **অভবৎ**—উৎপন্ন হল না; **ধ্বনিঃ**—কোন শব্দ।

অনুবাদ

অতঃপর, কুমারী ধান কুটতে থাকলে তার উভয় হাতের দুটি করে কঙ্কণের ক্রমাগত ঘর্ষণে শব্দ হতে লাগলো। তাই সে উভয় হাত থেকে একটি করে কঙ্কণ খুলে রাখলে পর উভয় হাতের একটি মাত্র কঙ্কন হতে আর কোন শব্দ উৎপন্ন হল না।

শ্লোক ৯

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম্ ।
লোকাননুচরন্নেতান্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া ॥ ৯ ॥

অন্বশিক্ষম্—আমার নিজের চোখে দেখেছি; **ইমম্**—এই; **তস্যাঃ**—বালিকাটির; **উপদেশম্**—শিক্ষা; **অরিম্-দম**—হে শত্রুদমনকারী; **লোকান্**—জগৎগুলি; **অনুচরন্**—পরিভ্রমণ; **এতান্**—এই সমস্ত; **লোক**—পৃথিবীর; **তত্ত্ব**—সত্য; **বিবিৎসয়া**—জানবার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

হে শত্রুদমনকারী, এই জগৎ প্রকৃতি সম্পর্কে নিত্য শিক্ষা লাভের মাধ্যমে আমি সারা জগৎ পরিভ্রমণ করে চলেছি, এবং তাই আমি স্বয়ং এই বালিকাটির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করছি।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ ঋষি এখানে যদুরাজের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁর কোনও তাত্ত্বিক জ্ঞান নেই এবং সেই সম্পর্কে কিছু বলছেন না। বরং, সারা পৃথিবীতে ভ্রমণের মাধ্যমে তীক্ষ্ণদর্শী ও চিন্তাশীল ব্রাহ্মণ স্বয়ং উল্লিখিত সমস্ত গুরুবর্গের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। তাই, আপনাকে ভগবানের মতো সর্বজ্ঞরূপে উপস্থাপিত না করে, তিনি বিনম্রভাবে বুঝিয়েছেন যে, তাঁর ভ্রমণের মাধ্যমেই এই সকল শিক্ষা তিনি বিশ্বস্ততা সহকারে অর্জন করেছেন।

শ্লোক ১০

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্ বার্তা দ্বয়োরপি ।
এক এব বসেত্তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণঃ ॥ ১০ ॥

বাসে—বাসভবনে; **বহূনাম্**—অনেক লোকের; **কলহঃ**—ঝগড়া; **ভবেৎ**—হবে; **বার্তা**—বাক্যালাপ; **দ্বয়োঃ**—দু'জন; **অপি**—এমন কি; **একঃ**—একাকী; **এব**—অবশ্যই; **বসেৎ**—বাস করা উচিত; **তস্মাৎ**—অতএব; **কুমার্যাঃ**—কুমারী বালিকার; **ইব**—মতো; **কঙ্কণঃ**—শাঁখা।

অনুবাদ

যখন বহু লোক এক জায়গায় বাস করে, তখন সেখানে নিঃসন্দেহে কলহ-বিবাদ হবে। আর যদি দু'জন মাত্র লোকও একসাথে বাস করে, তা হলে চটুল বাক্যালাপ এবং মতভেদ হবে। অতএব, সংঘাত বর্জনের জন্যই, একাকী বসবাস করা উচিত, যা আমরা তরুণী বালিকার শাঁখার দৃষ্টান্ত থেকে শিখতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এই কাহিনীতে বর্ণিত তরুণী বালিকাটির পতি ছিল না বলে, গৃহকর্ত্রী রূপে তার দায়িত্ব

সম্পন্ন করবার জন্য তার হাতের শাঁখাগুলি খুলে ফেলেছিল, যাতে প্রত্যেক হাতে একটি মাত্র শাঁখাই থাকে। ঠিক সেইভাবেই, জ্ঞানযোগ অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতির প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যোগাভ্যাসরত ঋষিদের একাকী বসবাস করতে হয় এবং সকল প্রকার অন্যান্য সঙ্গ বর্জন করতে হয়। যেহেতু জ্ঞানীরা মানসিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে থাকেন, তা হলে অবশ্যই অন্তহীন তর্ক বিতর্ক এবং তাত্ত্বিক বিষয়াদি নিয়ে কলহ বিবাদ একত্রে বসবাসকারী অনেক জ্ঞানী মানুষদের মধ্যে হতেই থাকবে। সুতরাং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে তাদের পৃথকভাবে বাস করাই উচিত। অপরদিকে, যে রাজকন্যা'র বিবাহ কোনও সম্ভ্রান্ত রাজপুত্রের সঙ্গে হয়েছে তাকে অসংখ্য অলঙ্কারাদি সহ সুসজ্জিত হয়ে তার পতির প্রেম-ভালবাসা অর্জনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে হয়। সেইভাবেই, ভগবানের পবিত্র নামের মধুর ধ্বনির আস্বাদনের উদ্দেশ্যে সমবেত বৈষ্ণবগণের অগণিত অলঙ্কারদি সহ ভক্তিদেবী আপনাকে সুসজ্জিত করে থাকেন। যেহেতু শুদ্ধ বৈষ্ণবেরা অভক্তদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্যতা স্থাপন করেন না, তাই বলা যেতে পারে যে, তারা একাকী নিঃসঙ্গভাবেই বাস করেন, এবং সেইভাবে তাঁরাও এই শ্লোকটির উদ্দেশ্য সার্থক করে থাকেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবদের মধ্যে কোনও কলহ বিবাদ হতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয় না বললেও চলে, তাঁরা যথার্থ নিরাসক্তির স্তরে বিরাজ করেন বলে, মুক্তিলাভ অথবা রহস্যময় যোগশক্তি লাভ করতেও চান না। যেহেতু তাঁরা সকলেই কৃষ্ণভক্ত, তাই তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৫/৩৪) বলা হয়েছে—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্
মৎপাদ সেবাভিরতা মদীহাঃ ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥

"যে শুদ্ধ ভক্ত ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবাকার্যে অনুরক্ত এবং সর্বদাই যে আমার চরণকমলের সেবায় আত্মনিয়োজিত থাকে, সে কখনই আমার সাথে লীন হয়ে যেতে অভিলাষ করে না। যে ভক্ত নিঃসংশয়ে ভক্তিপথে নিয়োজিত থাকে, সে সততই আমার দিব্যলীলা এবং কার্যকলাপ মহিমান্বিত করতে চায়।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন—"কাহিনীটির মধ্যে বর্ণিত তরুণী বালিকাটি তার দুই হাতে মাত্র একটি করে শাঁখা রেখেছিল, যাতে শাঁখাগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কোনও শব্দ না হতে

পারে। ঠিক সেইভাবেই, যারা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিভাবাপন্ন নয়, তাদের সঙ্গ বর্জন করাই উচিত।" এই যথার্থ শিক্ষাটি গ্রহণ করাই উচিত। শুদ্ধ বৈষ্ণব সকল সময়ে শুদ্ধ এবং কলঙ্কহীন চরিত্রসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠেন। তবে, যেখানেই অভক্তদের সমাবেশ ঘটে, নিঃসন্দেহে সেখানে ঈর্ষাদ্বন্দ্বমূলক সমালোচনার মাধ্যমে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের নিন্দামন্দ করা হয়ে থাকে, এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে বর্জন করে যারাই বাস্তব জগতের বিশ্লেষণ করতে উদ্যোগী হয়, তারা নিতান্তই দর্শন চর্চার নামে প্রভূত পরিমাণে বিরক্তিকর কোলাহল সৃষ্টি করতেই থাকে। অতএব, যেখানে বৈদিক যথার্থ রীতি অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের যথাযথ উপাসনা হয়ে থাকে, সেখানেই থাকা উচিত। যদি সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা কীর্তনে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তা হলে সেখানে পারস্পরিক শুদ্ধ সঙ্গলাভের কোনই বিঘ্ন ঘটে না। অবশ্য, যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিবিধানের কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মানুষ আসে, সেখানে সামাজিক আদানপ্রদানে অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

তাই ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে যারা বিরূপ, তাদের সঙ্গ বর্জন করাই উচিত; নতুবা জীবনের পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনে মানুষকে হতাশাচ্ছন্ন হতেই হবে। ভগবদ্ভক্ত সংসর্গে যিনি নিয়ত দিনযাপন করেন, তিনি যথার্থই নিঃসঙ্গতার সুফল অর্জন করতে পারেন। যেখানে ভগবৎ প্রীতি সাধন করাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়, তেমন সংসর্গে বসবাস করলেই মানুষ বহুলোকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট জড়জাগতিক বাসনাদি চরিতার্থ করবার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিকূল পরিবেশের কুফল পরিহার করতে পারেন। কুমারী বালিকাটির শাঁখাগুলির দৃষ্টান্ত থেকেই ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমানের মতো এই শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নরূপ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

অসজ্জনৈস্তু সংবাসো ন কর্তব্যঃ কথঞ্চন ।
যাবদ্ যাবচ্চ বহুভিঃ সজ্জনৈঃ স তু মুক্তিদঃ ॥

"ভগবদ্ভক্ত নয় এমন মানুষদের সঙ্গে কোনও পরিবেশেই বসবাস করা অনুচিত। বরং বহু ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে অবস্থান করাই উচিত, কারণ ভক্তসঙ্গই মুক্তিপ্রদান করে।"

শ্লোক ১১

মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ ॥ ১১ ॥

মনঃ—মন; **একত্র**—এক জায়গায়; **সংযুঞ্জ্যাৎ**—সংযুক্ত করে; **জিত**—জয় করে; **শ্বাসঃ**—শ্বাসক্রিয়া; **জিত**—জয় করে; **আসনঃ**—যোগাসন ভঙ্গীগুলি; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তির মাধ্যমে; **অভ্যাস-যোগেন**—যোগ প্রক্রিয়ার বিধিবদ্ধ আচরণের মাধ্যমে; **ধ্রিয়মাণম্**—মনস্থির করার ফলে; **অতন্দ্রিতঃ**—অতি যত্ন সহকারে।

অনুবাদ

যোগাসন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অভ্যাসের মাধ্যমে এবং শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে, বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় যোগচর্চার ফলে অনাসক্তির সাহায্যে মন স্থির করতে পারা যায়। এইভাবেই সযত্নে যোগাভ্যাসের একমাত্র লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা উচিত।

তাৎপর্য

সমস্ত জড়জাগতিক বস্তুই নিঃশেষিত হতে বাধ্য, তা লক্ষ্য করে মানুষের বৈরাগ্য অর্থাৎ অনাসক্তি আয়ত্ত করা উচিত। বর্তমান যুগে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপকীর্তনের প্রক্রিয়া বলতে যে বিধিবদ্ধ যৌগিক প্রক্রিয়া অনুমোদিত হয়েছে, তা অভ্যাস করাই কর্তব্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, অবধূত ব্রাহ্মণ ভক্তিমিশ্র অষ্টাঙ্গযোগ অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য অষ্ট বিধি সম্পন্ন বিস্ময়কর অলৌকিক যোগ প্রক্রিয়া অভ্যাসেরই অনুমোদন করেছেন।

বিস্ময়কর অলৌকিক যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, মনকে সংযত করতে না পারলে, অনিয়ন্ত্রিত অসংযত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মনের মাধ্যমে জড়জগৎ উপভোগ করা সহজসাধ্য হয় না। জড়জগতটিকে উপভোগ করবার বাসনা এমনই প্রবল যে, মন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে দিগ্বিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। তাই বলা হয়েছে—*ধ্রিয়মানম্*—পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবনের লক্ষ্য ধার্য করে মনকে অবশ্যই সুনিবদ্ধ করতে হবে। *সমাধি* নামে অভিহিত মনঃসংযোগের চরম সার্থক অবস্থায়, বাইরের এবং অন্তরের দৃষ্টি ক্ষমতার মধ্যে আর কোনও পার্থক্য থাকে না, যেহেতু মানুষ তখন সর্বত্রই পরম তত্ত্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করতে পারে।

বিস্ময়কর অলৌকিক যোগ প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে উপবেশন করতে হয়, এবং তারপরে শরীরের মধ্যে বিভিন্নপ্রকার বায়ু চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। যখন শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন দেহ মধ্যস্থ বিভিন্ন প্রকার বায়ুগুলির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উপরে নির্ভরশীল মনকেও উচ্চতর চেতনার স্তরে অনায়াসেই সুস্থিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু মনকে যদিও ক্ষণকালের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, তবু ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনার দ্বারা পরাভূত হলে মন আবার হারিয়ে যাবে। এইভাবে,

এই শ্লোকটি জড়জাগতিক মায়ামোহ থেকে অনাসক্তি তথা বৈরাগ্যের প্রাধান্য উপস্থাপন করেছে। *অভ্যাসযোগের* মাধ্যমে অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের বিধিবদ্ধ অনুশীলনের সাহায্যে, আর তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগপ্রক্রিয়া রূপে *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥

"সকল যোগীদের মধ্যে যিনি গভীর বিশ্বাসে দিব্য প্রেমভক্তি সহকারে আমাকে আরাধনা করেন, তিনিই যথার্থ যোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থাকেন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী রূপে পরিগণিত হয়ে থাকেন।"

শ্লোক ১২

যস্মিন্ মনো লব্ধপদং যদেতৎ
শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্মরেণূন্ ।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ
বিধূয় নির্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্ ॥ ১২ ॥

যস্মিন্—যেখানে (পরমেশ্বর শ্রীভগবান); **মনঃ**—মন; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **পদম্**—স্থায়ী অবস্থান; **যৎ এতৎ**—সেই মন; **শনৈঃ শনৈঃ**—ক্রমশ, ধীরে ধীরে; **মুঞ্চতি**—ত্যাগ করে; **কর্ম**—ফলাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্ম; **রেণূন্**—কলুষতা; **সত্ত্বেন**—সত্ত্ব গুণের দ্বারা; **বৃদ্ধেন**—যার বল বৃদ্ধি হয়েছে; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **চ**—ও; **বিধূয়**—পরিত্যাগ করে; **নির্বাণম্**—ধ্যানযোগের মাধ্যমে লক্ষ্য বস্তুর সাথে দিব্য অবস্থান; **উপৈতি**—লাভ করে; **অনিন্ধনম্**—ইন্ধন ব্যতীত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে মন নিবদ্ধ হলে তখন তা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুস্থির অবস্থা লাভ করার ফলে, জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কলুষিত বাসনাদি থেকে মন মুক্তিলাভ করে; এইভাবে সত্ত্বগুণের প্রভাব শক্তিশালী হলে তখন রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারে, এবং ক্রমশ সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে থাকে। যখন মন জড়াপ্রকৃতির ইন্ধন থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে, তখন তার জড়জাগতিক অস্তিত্বের আগুন নিভে যায়। তখন মানুষ তার ধ্যানের মূল লক্ষ্য স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভের দিব্যস্তর প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের পারমার্থিক অগ্রগতির পথে বিপুল বাধাবিপত্তি সৃষ্টি হতে থাকে, এবং তার ফলে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিপদ থাকে। যারা বাস্তব জীবনে মনস্তত্ত্বের কথা জানে, তারা বোঝে যে, অনিয়ন্ত্রিত মনের দ্বারা কত বিপদ ঘটে এবং তাই তারা নিয়ত মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার চেষ্টা করতে থাকে। যদি মানুষ জড়া প্রকৃতির রজো ও তমোগুণাবলীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে, তা হলে জীবনধারা খুবই মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। মনঃসংযম, এবং তার মাধ্যমে জড়জাগতিক ত্রৈগুণ্যের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাই জীবনে যথার্থ প্রগতির একমাত্র পন্থা। এই শ্লোকটির মধ্যে *যস্মিন্* শব্দটি শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে বোঝায়, যিনি সকল সুখশান্তির উৎস। স্বপ্নহীন নিদ্রার মাঝে যেমন নিরাকার সত্তার অনুভব হয়, মনের জড়া প্রকৃতিগুলি বর্জন করলে তেমন অনুভূতির মধ্যে বিলীন হওয়া বোঝায় না। এই শ্লোকটিতে তাই বলা হয়েছে—*সত্ত্বেন বৃদ্ধেন*—সত্ত্বগুণের আচরণে মানুষকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং তবেই ক্রমশ চিন্ময় পারমার্থিক স্তরে ক্রমশ উন্নত হওয়া সম্ভব হবে, সেখানেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গলাভের মাধ্যমে জীবন যাপন করা যায়।

শ্লোক ১৩

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিদ্ বহিরন্তরং বা ।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত-
মিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে ॥ ১৩ ॥

তদা—তখন; এবম্—এইভাবে; **আত্মনি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অবরুদ্ধ**—দৃঢ়নিবদ্ধ; **চিত্তঃ**—মন; ন—করে না; **বেদ**—জানে; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **বহিঃ**—বাইরের; **অন্তরম্**—ভিতরে; **বা**—কিংবা; **যথা**—যেমন; **ইষু**—তীরের; **কারঃ**—কারিগর; **নৃ-পতিম্**—রাজা; **ব্রজন্তম্**—যাচ্ছিলেন; **ইষৌ**—তীরের দিকে; **গত-আত্মা**—নিবিষ্ট; **ন দদর্শ**—দেখেনি; **পার্শ্বে**—ঠিক তার পাশেই।

অনুবাদ

এইভাবে, যখনই পরমতত্ত্বস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে সম্পূর্ণভাবে মানুষ অভিনিবিষ্ট হয়, তখন সে আর কোনও ভাবেই অন্তরে কিংবা বাহিরে কিছুমাত্র দ্বৈতভাব বা কোনও দ্বিধা অনুভব করে না। তাই এখানে একজন তীরন্দাজের

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, সেই মানুষটি একটি তীর যথাযথ সোজাভাবে তৈরি করার কাজে এমনই অভিনিবিষ্ট হয়ে কাজ করছিল যে, স্বয়ং রাজাও তার ঠিক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে কিংবা অনুভব করতে পারেনি।

তাৎপর্য

সকলেই জানে যে, কোনও রাজা যখন উন্মুক্ত রাজপথ দিয়ে যান, তখন তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণার জন্য ভেরী, দামামা এবং অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রাদি বাজিয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা হতে থাকে, আর তাঁর সঙ্গে সৈন্যদল এবং তাঁর পারিষদবর্গের সদস্যেরাও থাকেন। এই অবস্থায়, এই ধরনের রাজকীয় জৌলুষ সেই তীরন্দাজটির কর্মশালার ঠিক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সত্ত্বেও, সেইদিকে সে লক্ষ্যপাতও করেনি, কারণ একটি তীরকে সঠিকভাবে সোজা এবং সুতীক্ষ্ণ করে তোলার জন্য তার নির্ধারিত কর্তব্য পালনে একান্তভাবেই আত্মমগ্ন হয়ে ছিল। তেমনই, পরম তত্ত্বস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে যেব্যক্তি সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে থাকে, সে আর কখনই জড়জাগতিক মায়ামোহের দিকে ফিরে তাকায় না। এই শ্লোকটিতে *বহিঃ* অর্থাৎ 'বাইরের' শব্দটির দ্বারা খাদ্য, পানীয়, মৈথুনসুখ, এবং এই ধরনের সব কিছু জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অগণিত বিষয়বস্তুর কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ এইগুলি বদ্ধজীবাত্মার সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি জড়জাগতিক দ্বৈত সত্তার দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে।

অন্তরম্ অর্থাৎ "আভ্যন্তরীণ" শব্দটির দ্বারা ভবিষ্যতের জড়জাগতিক পরিস্থিতির আশাভরসা এবং নানা স্বপ্নময় কল্পনাবিলাস অথবা পূর্বতন ইন্দ্রিয় উপভোগের স্মৃতিচারণ ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। সর্বত্রই পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি যিনি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা সমস্ত মায়ামোহ সবই একেবারেই বর্জন করতে পারেন। একেই বলা হয় *মুক্তিপদ,* অর্থাৎ মুক্তিলাভের মর্যাদা। এই পদমর্যাদায় উপনীত হলে, তখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়বস্তুগুলির প্রতি আকর্ষণ কিংবা অনাসক্তি, কিছুই থাকে না; বরং, তখন পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় প্রেমময় চিন্তামগ্ন হয়ে থাকার প্রবণতা সৃষ্টি হয়, এবং ভক্তিমুলক সেবা নিবেদনের মাধ্যমে ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার প্রবল বাসনা জাগে। যে মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব উপলব্ধি বর্জন করে, তাকে অবশ্যই নানা প্রকার মানসিক কল্পনার রাজ্যে অনাবশ্যক বিচরণ করে চলতেই হবে। যা কিছুর অস্তিত্ব বিরাজ করে রয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিরই পটভূমিতে ভিত্তিস্বরূপ পরমতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান যে উপলব্ধি করতে পারে না, সে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া যে কিছু আছে, সেই

ভ্রান্ত ধারণার বিপর্যস্ত হয়েই থাকে। প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই ভগবানের মধ্যে থেকেই উৎসারিত হয়, এবং তিনি সব কিছুর প্রভু। বাস্তবে বিরাজমান পরিস্থিতি-পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধির এই হল সহজ সূত্র।

শ্লোক ১৪

একচার্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ।
অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণ ॥ ১৪ ॥

এক—একাকী; চারী—বিচরণকারী; অনিকেতঃ—বসবাসহীন; স্যাৎ—উচিত; অপ্রমত্তঃ—অতি সতর্ক; গুহা-আশয়ঃ—নিভৃত; অলক্ষ্যমাণঃ—লক্ষ্য বহির্ভূত অবস্থায়; আচারৈঃ—তার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে; মুনিঃ—কোনও ঋষি; একঃ—নিঃসঙ্গ; অল্প—সামান্য; ভাষণঃ—কথাবার্তা।

অনুবাদ

কোনও ঋষিতুল্য মানুষ অবশ্যই একাকী দিনযাপন করেন এবং সর্বদাই নির্দিষ্ট বসবাস না রেখেই নিয়ত পরিভ্রমণ করতে থাকেন। সদাসতর্ক হয়ে তিনি নিঃসঙ্গ দিনযাপন করেন এবং সকলের অলক্ষ্যে কাজ করে থাকেন। সঙ্গীবিহীন হয়ে ভ্রমণ করেন বলেই, তাকে প্রয়োজনের বেশি কথা বলতে হয় না।

তাৎপর্য

কুমারী বালিকার শাঁখাচুড়ি বিষয়ক উল্লিখিত কাহিনী প্রসঙ্গে বোঝা যায় যে, যোগ প্রক্রিয়া অনুশীলনে সাধারণ মুনিঋষিদেরও এইভাবে সংঘর্ষ তথা কোলাহল থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে একাকী বসবাস করাই শ্রেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, সাধারণ যোগ প্রক্রিয়াদি অনুশীলনে নিয়োজিত মানুষদেরও পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গ সংসর্গ রাখা অনুচিত। এই শ্লোকটিতে বিশেষ করে সাপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ মানুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই সাপ নিজেকে একান্তে গুটিয়ে রাখে। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা শিক্ষালাভ করি যে, সাধু পুরুষদের কখনই সাধারণ জড়জাগতিক মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান রাখাও তাঁর অনুচিত এবং অন্য সকলের অলক্ষ্যে তাঁর চলাফেরা তথা পরিভ্রমণ করা উচিত।

আমাদের অসন্তোষের কারণ জড়জাগতিক অস্তিত্বের মাঝে আমাদের আত্মনিয়োগ। এইভাবে আত্মনিয়োজিত থাকার ফলে আমাদের জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন করেই হোক, জড়জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেমভালবাসার প্রতি আমাদের আমূল আসক্তি

বর্জন করতেই হবে। মানুষকে অনাসক্তির অনুশীলন করতেই হবে, এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পদ্ধতি-প্রক্রিয়াদির বিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের মাধ্যমেই মানুষের শুভপ্রদ জীবনধারার সূচনা হতে পারবে। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে মানুষের জীবনধারা সুনিবদ্ধ করে তুলতে পারলে, তবেই মানুষ আত্ম-উপলব্ধির প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। অন্যভাবে বলতে হলে, ব্রহ্মচারী কিংবা সন্ন্যাসী অথবা বিবাহিত জীবনধারায় গৃহস্থ হয়ে, সম্পূর্ণভাবে মৈথুনাসক্তির জীবন বর্জন করে অথবা তা সুনিয়ন্ত্রিত করার মাধ্যমে সৎ জীবন যাপনের পন্থা গ্রহণ করে মানুষকে যথার্থ সুখশান্তির পথ বেছে নিতে হবেই। মানুষের জীবনে কাজকর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে, বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে পারমার্থিক অগ্রগতি সাধন করা কঠিন হবে। জড় জগতে দীর্ঘকালের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেম ভালবাসার আসক্তি গড়ে ওঠে। দিব্য জগতের অনুভূতি অর্জনের পথে ঐগুলি সবই বিপুল বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে, এবং ঐগুলি অনুধাবন করতে থাকলে পারমার্থিক বিকাশ লাভ অতি কঠিন হয়ে উঠবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত এবং উপদেশাবলীর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান করেছেন কিভাবে ভক্তের পক্ষে কোনও কাজ করা উচিত কিংবা অনুচিত, এবং সেই সকল নীতি উপদেশাবলীর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই মানুষের জীবনে পরম সার্থকতার পথ সুগম হয়ে ওঠে। সুতরাং, এইভাবেই মানুষকে সাধারণ সামাজিক রীতিনীতির ঊর্ধ্বে বিচরণ করা শিখতে হবে, কারণ ঐগুলিই মানুষকে অনর্থক ইন্দ্রিয় পরিতোষণের দিকে ধাবিত করে থাকে।

শ্লোক ১৫

গৃহারম্ভোহহি দুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥ ১৫ ॥

গৃহ—ঘরের; **আরম্ভঃ**—গঠন; **হি**—অবশ্য; **দুঃখায়**—দুঃখ নিয়ে আসে; **বিফল**—নিষ্ফল; **চ**—ও; **অধ্রুব**—অনিত্য; **আত্মনঃ**—জীবের; **সর্পঃ**—সাপ; **পরকৃতম্**—অন্যের দ্বারা তৈরি; **বেশ্ম**—গৃহ; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **সুখম্**—সুখে; **এধতে**—উন্নতি করে।

অনুবাদ

যখন কোনও মানুষ একটা অস্থায়ী অনিত্য জড় দেহের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও একটা সুখী গৃহকোণ তৈরী করতে চায়, তখন তা নিষ্ফল হয় এবং দুঃখ দুর্দশারই সৃষ্টি করে। অবশ্য সাপ অন্য কারও তৈরি বাড়িতে ঢুকে সুখেই দিনযাপন করতে থাকে।

তাৎপর্য

সাপের নিজের ঘরবাড়ি তৈরি করার কোনও কৌশলই জানা নেই, কিন্তু অন্য প্রাণীদের তৈরি উপযুক্ত বাসাতেই বসবাস করে দিন কাটিয়ে দেয়। তাই বাড়িঘর তৈরি করবার ঝঞ্ঝাটে সে জড়িয়ে পড়ে না। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা যদিও বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন, প্রচুর মোটরগাড়ি, বিমান ইত্যাদি আবিষ্কার এবং তৈরি করতে গিয়ে অপরিসীম পরিশ্রম করে থাকে, তবুও শেষ পর্যন্ত এই সব কিছুই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিয়োজিত বৈষ্ণবদেরই সুবিধার জন্য গড়ে উঠেছে। কর্মীরাই সকল সময়ে ঐ সব কষ্ট স্বীকার করবে, আর ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ঐ সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা নিবেদনে অর্পণ করে থাকেন। ভক্তগণ জীবনের পরম সার্থকতা অর্জনে আগ্রহী হয়ে থাকেন বলেই জড়জাগতিক প্রগতির জন্য নিজেরা কোনও সংগ্রাম করেন না। অপর পক্ষে, প্রাচীন কালের কৃচ্ছ্রতাময় জীবনচর্যা অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করতেও তাঁরা চান না। ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য যথাসম্ভব সুন্দরভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা অনুশীলন; তাই ভক্তেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোরম অট্টালিকাগুলি এবং সকল প্রকার জাগতিক ঐশ্বর্যসম্পদ সবই গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু কোনটিতেই তাঁদের নিজেদের বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না; তবে তাঁরা শুধুমাত্র চিন্তা করতে থাকেন কিভাবে সেগুলি ভগবানের সেবায় নিবেদন করা যায়। যদি কেউ সেইগুলি নিজের উপভোগের জন্য কাজে লাগাতে চায়, তা হলে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিমূলক পর্যায় থেকে অধঃপতিত হতে হয়। জড়জাগতিক মনোভাবাপন্ন মানুষেরা যৌগিক প্রক্রিয়ার নামে শুধুমাত্র তাদের মৈথুন শক্তি বৃদ্ধির মতলবে উৎসাহবোধ করতে থাকে কিংবা বৃথাই তাদের পূর্বজন্মের কর্ম স্মরণ করতে চায়। এইভাবে, অলৌকিক যোগচর্চার মাধ্যমে অফুরন্ত ইন্দ্রিয় উপভোগের চেষ্টায়, ঐসব মানুষ মানবজীবনের যথার্থ লক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ১৬

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বসৃষ্টং স্বমায়য়া ।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ ।
এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥

একঃ—একাকী; **নারায়ণঃ**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **দেবঃ**—দেবতা; **পূর্ব**—পূর্বে; **সৃষ্টম্**—সৃষ্টি হয়েছে; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর নিজ শক্তির মাধ্যমে; **সংহৃত্য**—তাঁর নিজের মধ্যে প্রত্যাহারের মাধ্যমে; **কাল**—সময়ের; **কলয়া**—কল্প অনুসারে; **কল্প**-

অন্তে—প্রলয় কল্পের পরে; **ইদম্**—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **একঃ**—একাকী; **এব**—অবশ্য; **অদ্বিতীয়ঃ**—একমাত্র; **অভূৎ**—হলেন; **আত্ম-আধারঃ**—যিনি সকলের উৎস ও শান্তির আধার; **অখিল**—সকল শক্তির; **আশ্রয়ঃ**—আধার।

অনুবাদ

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীনারায়ণ সকল জীবেরই আরাধ্য দেবতা। কোনও প্রকার সাহায্য ছাড়াই, তাঁর নিজ শক্তি বলে তিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রলয়কালে তাঁর স্বপ্রকাশরূপ মহাকালের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ সাধন করেন এবং তিনি স্বয়ং সকল জীবগণসহ ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু নিজ মধ্যেই আবার বিলীন করেন। এই কারণেই, তাঁরই অনন্ত সত্তা সকল শক্তির উৎস এবং আধার স্বরূপ বিরাজমান রয়েছে। সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল সত্তা স্বরূপ সূক্ষ্ম প্রধান শক্তি ভগবানের মাঝেই সুরক্ষিত থাকে এবং এইভাবেই তাঁর সত্তা হতে এই শক্তি ভিন্ন সত্তা নয়। প্রলয়পর্বের শেষে ভগবান একমাত্র সত্তা রূপে বিরাজিত থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবানের স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং প্রলয় ব্যবস্থাটিকে মাকড়সার জাল তৈরি এবং তা থেকে নিজে সরে আসার প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে এবং সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ের পরবর্তী ২১ সংখ্যক শ্লোকে বিবৃত হয়েছে। 'এক' শব্দটি 'একমাত্র' অর্থে এই শ্লোকে দু'বার প্রয়োগ করা হয়েছে, তার দ্বারা দৃঢ়প্রত্যয় করা হয়েছে যে, একমাত্র একজন পরম পুরুষোত্তম ভগবান রয়েছেন এবং যত প্রকার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কার্যক্রম, এবং তৎসহ চিন্ময় দিব্যলীলা, তা সবই একমাত্র ভগবানেরই শক্তিবলে সংঘটিত হয়ে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, এই শ্লোকটিতে কারণার্ণবশায়ী শ্রীবিষ্ণু, অর্থাৎ কারণ সমুদ্রে শয়ানাবস্থায় বিরাজিত মহাবিষ্ণুর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। *আত্মাধার* এবং *অখিলাশ্রয়* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীনারায়ণ সকল অস্তিত্বের উৎস অর্থাৎ আশ্রয়। *আত্মাধার* বলতে বোঝানো হয়েছে যে, ভগবানের স্বশরীরই সব কিছুর আশ্রয়স্থল। মহাবিষ্ণু প্রকৃতপক্ষে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ, যাঁর শরীর থেকেই জড়জগৎ এবং চিদ্‌জগতে অভিব্যক্ত অগণিত শক্তি প্রকাশ বিরাজমান রয়েছে। তাই *ব্রহ্মসংহিতা* অনুসারে, এই সমস্ত অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মজ্যোতি অর্থাৎ চিন্ময় আলোকচ্ছটার মাঝেই অবস্থান করে আছে, আর সেই জ্যোতিরও প্রকাশ ভগবানের দিব্য শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই ঈশ্বর অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা।

শ্লোক ১৭-১৮

কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু ।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ॥ ১৮ ॥

কালেন—কালের মাধ্যমে; **আত্ম-অনুভাবেন**—যা ভগবানের আপন শক্তি; **সাম্যম্**—সমতা রক্ষা মাধ্যমে; **নীতাসু**—আনীত হয়ে; **শক্তিষু**—জড়া শক্তিসমূহ; **সত্ত্ব-আদিষু**—সত্ত্ব প্রভৃতি জড় গুণাবলী; **আদি-পুরুষঃ**—নিত্য শাশ্বত পরমেশ্বর ভগবান; **প্রধান-পুরুষ-ঈশ্বরঃ**—প্রকৃতির নির্বিকার 'প্রধান' রূপের এবং সকল জীবের পরম নিয়ন্তা; **পর**—দেবতাদের মুক্ত জীবসত্তার; **অবরাণাম্**—সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মাগণের; **পরমঃ**—পরমশ্রেষ্ঠ আরাধ্য বস্তু; **আস্তে**—আছে; **কৈবল্য**—মুক্ত সত্তা; **সংজ্ঞিতঃ**—কালক্রমের মাধ্যমে যা সূচিত হয়; **কেবল**—জড়জাগতিক কলুষতামুক্ত শুদ্ধ; **অনুভব**—উপলব্ধির অভিজ্ঞতা; **আনন্দ**—আনন্দ; **সন্দোহঃ**—সামগ্রিকতা; **নিরুপাধিকঃ**—জড়জাগতিক পরিচিতিমূলক সম্বন্ধ-সম্পর্ক বিবর্জিত।

অনুবাদ

যখন পরমেশ্বর ভগবান মহাকালের রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর আপন শক্তির অভিপ্রকাশ করেন এবং সত্ত্বগুণাদির মতো তাঁর জড়জাগতিক শক্তিসমূহ পরিচালিত করেন, তখন তিনি প্রকৃতির নির্বিকার 'প্রধান' রূপ নামে অভিহিত শক্তিরাজির পরম নিয়ন্তা হয়ে থাকেন। তাছাড়া সমস্ত মুক্ত পুরুষ, দেবতাগণ ও সাধারণ জীবাত্মাসহ সকল সত্তারই তিনি পরমারাধ্য লক্ষ্য হয়ে থাকেন। ভগবান সর্ব প্রকার জড়জাগতিক উপাধি থেকে নিত্য বিবর্জিত সত্তা রূপে বিরাজ করেন, এবং চিদানন্দের পূর্ণতা নিয়েই তাঁর সেই সত্তা, যাঁর দর্শনের উদ্দেশ্যে মানুষ তাঁর দিব্যরূপের প্রতি দৃষ্টিপাতের অনুশীলন করে। এইভাবেই ভগবান 'মুক্তি' শব্দটির সম্পূর্ণ ভাবার্থ উদ্ঘাটিত করে থাকেন।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় যেব্যক্তি মনোনিবেশ করে থাকে, সে জড়জাগতিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠার তরঙ্গাঘাত থেকে অচিরে স্বস্তি লাভ করে, কারণ ভগবানের দিব্য রূপ যে কোনও প্রকার জাগতিক কলুষতা অথবা উপাধি-পরিচয় থেকে সম্পূর্ণভাবেই মুক্ত। স্বল্পবুদ্ধি মানুষেরা যুক্তিহীন ধারণা পোষণ করে যে, ভগবান তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেই রূপায়িত হয়ে রয়েছেন এবং অন্য কোনও প্রকার ভিন্ন স্বরূপ তিনি ধারণ করেন না। তারা বৃথাই কল্পনা করে থাকে যে, তারা

বিশ্বসত্তার মাঝে তাদের আপন ব্যক্তিত্ব বিলীন করে দিতে পারে এবং একেবারে পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত সত্তা অর্জন করতে পারে। অবশ্য, *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাবনা অনুযায়ী, পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ তত্ত্ব নন, বরং তিনি সকল প্রকার সবিশেষ দিব্য গুণাবলীতে পরিপূর্ণভাবেই ভূষিত। জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দিয়ে তাঁর নিকৃষ্ট শক্তি গড়ে উঠেছে, এবং সর্বগুণসম্পন্ন যে মহাকাল তার উপরে বিভিন্ন গুণাদি নির্ভর করে রয়েছে, তাই হল ভগবানের স্বরূপ অভিব্যক্ত। এইভাবেই, জড়া অভিব্যক্তি ভগবান সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং বিনাশ করেন, আর তা সত্ত্বেও তা থেকে সম্পূর্ণভাবে অসংস্পৃক্তভাবে বিরাজ করেন। যে সকল বদ্ধজীব ভগবানের নিকৃষ্ট সৃষ্টি আত্মসাৎ করে উপভোগ করতে চায়, তারা পরমেশ্বর ভগবানেরই অভিলাষে তেমনভাবে সক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়, এবং তাই তারা অনিত্য জড়জগতের কৃত্রিম ভোক্তা হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়জাগতিক সকল প্রকার রূপই একান্তভাবে নিত্য শাশ্বত আত্মার আবরণ মাত্র, তখন জড়জাগতিক আসক্তির নির্বুদ্ধিতা পরিহার করে এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি একাত্মতা অনুভব করতে থাকে। তখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করা কিংবা শ্রীভগবৎ-সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়া, কোনটাই তার স্বরূপ সত্তার মর্যাদার অনুকূল নয়। তার যথার্থ প্রকৃতি ভগবানের সেবক রূপে দাসত্ব স্বীকার করা। ভগবানের সেবা নিত্য শাশ্বত অভিব্যক্তি, এবং তা সচ্চিদানন্দময় অনুভূতিসম্পন্ন, আর সেই ধরনের সেবা মনোভাবের শক্তির মাধ্যমেই মানুষ মুক্তিলাভ করে এবং তার সকল কাজকর্ম মহিমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। সেই ধরনের প্রেমভক্তিপূর্ণ ভগবৎ সেবার মাধ্যমেই নিত্যসুখ অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে, এবং তার মাধ্যমেই মানুষ *কেবলানুভবানন্দসন্দোহ* পর্যায়ে ক্রমশ উন্নীত হতে থাকে, অর্থাৎ ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপ আকৃতি দর্শনের পরমানন্দময় সাগরে অবগাহন করতে থাকে।

শ্লোক ১৯

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্ ।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম্ ॥ ১৯ ॥

কেবল—শুদ্ধ; **আত্ম**—তাঁর আপন সত্তার; **অনুভাবেন**—শক্তির দ্বারা; **স্ব-মায়াম্**—তাঁর নিজ শক্তি; **ত্রি**—তিন; **গুণ**—গুণাবলী; **আত্মিকাম্**—সম্বলিত; **সংক্ষোভয়ন্**—সংক্ষুব্ধ করার মাধ্যমে; **সৃজতি**—প্রকাশ করেন; **আদৌ**—সৃষ্টির সময়ে; **তয়া**—সেই শক্তির দ্বারা; **সূত্রম্**—সেই শক্তির বিশেষভাবে পরিচিত মহত্তত্ত্ব; **অরিন্দম্**—হে শত্রুদমনকারী।

অনুবাদ

হে অরিন্দম, সৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দিব্যশক্তিকে মহাকাল রূপে প্রসারিত করেন, এবং জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দ্বারা রচিত তাঁর জড়া শক্তিকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

কেবল শব্দটির অর্থ 'শুদ্ধ' এবং তা থেকে বোঝা যায় যে, ভগবানের *কালশক্তি* অর্থাৎ মহাকাল তাঁর স্বশরীর থেকে অভিন্ন এক দিব্য শক্তি। এখানে যদুরাজকে *অরিন্দম্* অর্থাৎ শত্রুদমনকারী রূপে ব্রাহ্মণ সম্ভাষণ করেছেন। তা থেকে বোঝায় যে, মায়া অর্থাৎ মায়াময় সৃষ্টি সম্পর্কে এখানে যে আলোচনা হয়েছে, তা সত্ত্বেও রাজার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই, কারণ ভগবানের অবিচল ভক্ত রূপে তিনি কাম, ক্রোধ ও লোভ নামক জীবনের প্রকৃত শত্রুগুলিকে নিশ্চিতরূপে দমন করতে সক্ষম, কারণ ঐগুলিই মানুষকে মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ করে রাখে। *সূত্রম্* শব্দটি মহত্তত্ত্ব বোঝায়, কারণ মনিরত্নাদি যেমন সূত্রে গাঁথা থাকে, তেমনই বহু জড়জাগতিক সৃষ্টিতত্ত্বও মহত্তত্ত্বের সূত্রে নির্ভর করে থাকে। *প্রধান* অর্থাৎ জড়জাগতিক ভারসাম্য রক্ষার পরিস্থিতির মাঝে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের কোনও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান শ্রীকপিলদেব তাঁর সাংখ্য দর্শন বিষয়ক উপদেশাবলীর মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান প্রকৃতির নির্বিকার সত্তা পুনর্জাগরিত করেন এবং তার মাধ্যমেই সৃষ্টি অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃতির যে অভিব্যক্ত সৃষ্টি রূপ, যার মাঝে কর্মাশ্রয়ী ক্রিয়াকর্মগুলি উদ্দীপিত হতে থাকে, তাকেই *মহত্তত্ত্ব* বলা হয়, যা এই শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে।

যদি কেউ বেদান্ত দর্শনের নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে ভগবানের মায়াময় সৃষ্টির প্রভাব বর্জন করতে সচেষ্ট হয়, এবং সেইভাবে ভগবানের অনন্ত চেতনাকে কৃত্রিমভাবে বদ্ধজীবের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য চেতনার সঙ্গে সমতুল্য বিবেচনা করতে চান, তা হলে সেই বিশ্লেষণ বাস্তব সত্যের বহু দূরবর্তী সিদ্ধান্তেই প্রতিপন্ন হবে। *স্ব-মায়াম্* শব্দটি এই শ্লোকে বোঝায় যে, বদ্ধজীবকে যে মায়াবলে আচ্ছন্ন রাখা হয়েছে, তা সর্বদাই ভগবানের অধীনস্থ শক্তি এবং তিনি অপরাজেয় চেতনার অধিকারী এবং তিনি অনন্ত এবং তিনিও পুরুষসত্তা।

শ্লোক ২০

তামাহুস্ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজন্তীং বিশ্বতোমুখম্ ।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥ ২০ ॥

ত্বাম্—মহত্তত্ত্ব; **আহুঃ**—তাঁরা বলেন; **ত্রিগুণ**—জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য; **ব্যক্তিম্**—কারণরূপে অভিব্যক্ত; **সৃজন্তীম্**—সৃষ্টি করে; **বিশ্বতঃ-মুখম্**—মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নানা বিভিন্ন বিষয়াদি; **যস্মিন্**—মহত্তত্ত্বের মধ্যে; **প্রোতম্**—সূত্রে আবদ্ধ; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; যেন—যার দ্বারা; **সংসরতে**—জড়জাগতিক অস্তিত্বের রূপ গ্রহণ করে; **পুমান্**—জীব।

অনুবাদ

মহর্ষিগণের মতানুসারে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের যা ভিত্তি, এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা থেকে অভিব্যক্ত হয়, তাকে বলা হয় সূত্র কিংবা মহত্তত্ত্ব। বাস্তবিকই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই মহত্তত্ত্বের উপরেই নির্ভর করে রয়েছে, এবং এর শক্তিবলেই জীব জড়জাগতিক অস্তিত্ব উপভোগ করে থাকে।

তাৎপর্য

মহাবিশ্বের অভিব্যক্তি অবশ্যই এক বাস্তব সত্য, কারণ পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তথা পরম বাস্তব তত্ত্ব থেকেই তার উৎপত্তি। তবে, জড়জাগতিক পৃথিবী অনিত্য অস্থায়ী এবং তা সমস্যায় পরিপূর্ণ। বদ্ধ জীব নির্বোধের মতো এই নিকৃষ্ট সৃষ্টির অধিপতি হতে চেষ্টা করে এবং তার ফলে তার যথার্থ সুহৃৎ যে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সঙ্গলাভের সুযোগ হারায়। এমনই অবস্থায়, তার একমাত্র কাজ হয় ইন্দ্রিয় উপভোগ, এবং তাই তার যথার্থ জ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ২১

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

যথা—যেমনভাবে; **ঊর্ণ-নাভিঃ**—মাকড়সা; **হৃদয়াৎ**—তার মধ্যে থেকে; **ঊর্ণাম্**—সুতা; **সন্তত্য**—বিস্তার করে; **বক্ত্রতঃ**—তার মুখ থেকে; **তয়া**—সেই সুতার দ্বারা; **বিহৃত্য**—উপভোগ করে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তাম্**—সেই সূতা; **গ্রসতি**—সে গ্রাস করে; **এবম্**—এইভাবে; **মহা-ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

যেভাবে মাকড়সা তার নিজের মধ্য থেকে তার মুখ দিয়ে জালের সুতা বিস্তার করে, কিছুকাল তাই নিয়ে খেলা করে এবং অবশেষে তা গ্রাস করে নেয়, তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর নিজ সত্তার ভিতর থেকে তাঁর আপন শক্তি বিস্তার করে থাকেন। সেইভাবেই ভগবান মহাবিশ্বের অভিব্যক্তি নিয়ে সৃষ্টিজাল বিস্তার করেন, তাঁর উদ্দেশ্য বিধানে তার উপযোগ করেন এবং অন্তিমকালে সম্পূর্ণভাবে তা তিনি আপনার মধ্যে প্রত্যাহার করে নেন।

তাৎপর্য

যেজন বুদ্ধিমান, সে মাকড়সার মতো সামান্য প্রাণীর কাছ থেকেও দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারে। সেইভাবেই, কৃষ্ণভাবনামৃত উপলব্ধির জন্য দৃষ্টি প্রসারিত রাখলে পারমার্থিক দিব্যজ্ঞান সর্বত্রই লক্ষ্য করতে পারা যায়।

শ্লোক ২২

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া ।
স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্ ॥ ২২ ॥

যত্র যত্র—যেখানেই; **মনঃ**—মন; **দেহী**—বদ্ধ জীব; **ধারয়েৎ**—বদ্ধ করে; **সকলম্**—সম্পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে; **ধিয়া**—বুদ্ধি সহকারে; **স্নেহাৎ**—স্নেহবশে; **দ্বেষাৎ**—ঈর্ষাবশে; **ভয়াৎ**—ভয়বশত; **বা অপি**—অন্যভাবে; **যাতি**—সে যায়; **তৎ তৎ**—সেই ভাবে; **স্বরূপতাম্**—বিশেষ রূপে অবস্থানের মাধ্যমে।

অনুবাদ

যদি প্রেম, ঘৃণা কিংবা ভয়ের বশে কোনও বদ্ধজীব তার মন ও বুদ্ধি সহকারে কোনও বিশেষ শারীরিক অবয়ব ধারণের বাসনায় মনোনিবেশ করে থাকে, তা হলে যেমন রূপ লাভের জন্য সে অভিনিবিষ্ট হয়েছে, অবশ্যই সেই রূপটি সে অর্জন করে থাকে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে, মানুষ যদি নিরন্তর পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের চিন্তায় মনোনিবেশ করে থাকে, তা হলে সে এমন একটি চিন্ময় শরীর লাভ করবে তা অবিকল ভগবানেরই মতো। *ধিয়া* শব্দটি অর্থাৎ 'বুদ্ধির দ্বারা' বোঝায় মানুষের মনে কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ বিচারবুদ্ধির বিশ্বাস, এবং তেমনই *সকলম্* শব্দটির দ্বারা মনের একাগ্র অভিনিবেশ বোঝায়। ঐ ধরনের একাগ্রচিত্ত মনোনিবেশের সাহায্যে, অবশ্যই মানুষ পরজন্মে নিজের গভীর চিন্তার অনুকূল অবিকল রূপ অর্জন করতে পারে। কীট পতঙ্গের রাজ্য থেকে এই দৃষ্টান্তটি লাভ করা যায়, তা নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৩

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাম্ তেন প্রবেশিতঃ ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসন্ত্যজন্ ॥ ২৩ ॥

কীটঃ—পোকা; **পেশস্কৃতম্**—ভ্রমর; **ধ্যায়ন্**—চিন্তা করতে করতে; **কুড্যাম্**—তার চাকের মধ্যে; **তেন**—সেই ভ্রমরের দ্বারা; **প্রবেশিতঃ**—বাধ্য হয়ে প্রবেশ করতে হলে; **যাতি**—সে যায়; **তৎ**—ভ্রমরটির; **স-আত্মতাম্**—সেই রূপলাভে; **রাজন্**—হে রাজা; **পূর্ব-রূপম্**—পূর্বের শরীর; **অসন্ত্যজন্**—ত্যাগ না করে।

অনুবাদ

হে রাজা, একদা একটি ভ্রমর বলপূর্বক একটি দুর্বল কীটকে তার বাসার মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিল এবং সেখানে তাকে বন্দী করে রেখেছিল। নিদারুণ ভয়ে দুর্বল কীটটি নিরন্তর তার বন্দীত্বের জন্য ভ্রমরটির কথা গভীর ভাবে চিন্তা করত, এবং তার শরীরটি ত্যাগ না করা সত্ত্বেও, সে ক্রমশ সেই ভ্রমরটির মতোই জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে মানুষ যে ভাবধারা নিয়ে নিরন্তর চিন্তা করতে থাকে, ক্রমশ সেই রকম জীবনই সে লাভ করে।

তাৎপর্য

নিম্নরূপ প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে—দুর্বল পতঙ্গটি যেহেতু এই কাহিনীর মধ্যে শারীরিক ক্ষেত্রে তার দেহ পরিবর্তন করেনি, তা হলে কেমন করে বলা যেতে পারে যে, ভ্রমরটির মতোই সে জীবনধারা আয়ত্ত করেছিল? প্রকৃতপক্ষে, কোনও বিষয়ে একাদিক্রমে কারও চেতনা অভিনিবিষ্ট হয়ে থাকলে ক্রমশ সেই বিষয়টির গুণাবলীও চেনতাকে পরিপূর্ণ করে তোলে। প্রবল আতঙ্কে ক্ষুদ্র কীটের মানসিকতা সেই বিরাটাকার ভ্রমরটির আচরণ বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়াকলাপের চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে থাকত এবং তাই সে ভ্রমরটির জীবনধারার বৈশিষ্ট্যে মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই ধরনের মনঃসংযোগের ফলে, বাস্তবিকই সে পরজন্মে একটি ভ্রমরের শরীর লাভ করেছিল।

তেমনই, আমরা যদিও বদ্ধজীব, তা হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় আমরা গভীরভাবে চেতনা নিবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হলে, এই শরীর পরিত্যাগ করবার আগেই আমরা মুক্ত সত্তা অর্জন করতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সবকিছু, সেই ধারণার মাধ্যমে পারমার্থিক স্তরে যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দৃঢ়নিবদ্ধ হয়, তখনই আমাদের বহিরাবরণ স্বরূপ অনিত্য দেহটির প্রতি অনাবশ্যক সচেতনা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হই, এবং তার ফলে বৈকুণ্ঠধামের দিব্যলীলা প্রসঙ্গে আমরা আত্মমগ্ন হতে পারি। এইভাবে মৃত্যুবরণের পূর্বেই মানুষ নিজেকে পারমার্থিক দিব্য স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হতে পারে এবং মুক্তাত্মা পুরুষেরই মতো জীবন উপভোগ করতে সমর্থ হয়। কিংবা, যদি কেউ নির্বোধ মূর্খ হয়, তা হলে ইহজীবনেই শূকর বা কুকুরের মতো নিয়ত আহার, নিদ্রা আর মৈথুন সুখময় জীবনধারার কথায় মগ্ন হয়ে থাকার

ফলে ঠিক পশুর মতোই জীবন লাভ করে। কিন্তু আত্মসচেতনতা অর্জনের বিজ্ঞানতত্ত্ব উপলব্ধি এবং আমাদের গভীর ধ্যানমগ্নতার ভবিষ্যৎ ফললাভের উদ্দেশ্যেই বস্তুত মানব জীবন নির্ধারিত হয়েছে।

শ্লোক ২৪

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ ।
স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **গুরুভ্যঃ**—গুরুদেববর্গের কাছ থেকে; **এতেভ্যঃ**—এই সব থেকে; **এষা**—এই; **মে**—আমার দ্বারা; **শিক্ষিতা**—শিক্ষাপ্রাপ্ত; **মতিঃ**—জ্ঞান; **স্ব-আত্মা**—নিজ শরীর থেকে; **উপশিক্ষিতাম্**—সুশিক্ষিত; **বুদ্ধিম্**—জ্ঞান; **শৃণু**—কৃপাপূর্বক শ্রবণ করুন; **মে**—আমার কাছ থেকে; **বদতঃ**—আমি যা বলছি; **প্রভো**—হে রাজা।

অনুবাদ

হে রাজা, এই সকল গুরুবর্গের কাছ থেকে আমি বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছি। এখন কৃপা করে শুনুন, আমার নিজ শরীর থেকে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, তা বর্ণনা করে বোঝাচ্ছি।

শ্লোক ২৫

দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতুঃ
বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্যুদর্কম্ ।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি
পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ ॥ ২৫ ॥

দেহঃ—শরীর; **গুরুঃ**—পারমার্থিক গুরুদেব; **মম**—আমার; **বিরক্তি**—অনাসক্তির; **বিবেক**—এবং যে বুদ্ধি সাহায্য করে; **হেতুঃ**—কারণ; **বিভ্রৎ**—পালন করে; **স্ম**—অবশ্যই; **সত্ত্ব**—অস্তিত্ব; **নিধনম্**—বিনাশ; **সতত**—সর্বদা; **আর্তি**—দুঃখকষ্ট; **উদর্কম্**—ভবিষ্যত পরিণাম; **তত্ত্বানি**—এই জগতের তত্ত্ব; **অনেন**—এই শরীর দিয়ে; **বিমৃশামি**—আমি স্মরণ করি; **যথা**—যদিও; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **পারক্যম্**—পরের অধিকারে; **ইতি**—এইভাবে; **অবসিতঃ**—স্থিরচিত্ত হয়ে; **বিচরামি**—আমি চারদিকে পরিভ্রমণ করি; **অসঙ্গঃ**—আসক্তিবিহীন হয়ে।

অনুবাদ

জড় দেহটিও আমার পারমার্থিক গুরু কারণ এরই মাধ্যমে আমি অনাসক্তি শিক্ষালাভ করে থাকি। সৃষ্টি এবং বিনাশের অধীনস্থ বলেই, এই দেহটি শেষ

পর্যন্ত নিয়তই কষ্টভোগ করতে থাকে। তাই, শিক্ষাদীক্ষা লাভের জন্য আমার শরীর নিয়োজিত করা হলেও, আমি সর্বদা স্মরণে রাখি যে, এই দেহটিকে শেষ পর্যন্ত অন্য সকল উপাদানেই আত্মসাৎ করে নেবে এবং তাই নিরাসক্ত হয়ে, আমি এই জগতে ভ্রমণ করতে থাকি।

তাৎপর্য

যথা তথাপি শব্দগুলি এই শ্লোকে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই দেহটির মাধ্যমে ইহজগত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের বিপুল উপযোগিতা লাভ করা যায়, তা সত্ত্বেও সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, এই দেহের ভবিষ্যৎ সর্বদাই অসুখকর এবং অবধারিতভাবেই দুঃখে পরিপূর্ণ। মৃত্যুর পরে, দেহের সৎকার করা হলে, তা আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়; নির্জন স্থানে হারিয়ে গেলে, এই দেহটি শিয়ালে-শকুনে খেয়ে নেয়; আর যদি মনোরম শবাধারের মধ্যে রেখে সমাধিস্থ করা হয়, তা হলে দেহটি বিগলিত হয়ে নগণ্য কীটপতঙ্গের আহারে পরিণত হয়ে যায়। তাই এই দেহটিকে *পারক্যম্* বলা হয়েছে, অর্থাৎ তা "শেষ পর্যন্ত অন্যের দ্বারা আত্মসাৎ হয়ে থাকে"। অবশ্য, এই দেহটিকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সযত্নে রক্ষা করাও দরকার যাতে কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্য সাধন করা যায়, তবে তার জন্য অনর্থক স্নেহ মমতা কিংবা আসক্তি পোষণের কোনও প্রয়োজন নেই। দেহটির জন্ম এবং মৃত্যু অবধাবন করলে, মানুষ *বিরক্তি-বিবেক* অর্থাৎ অনাবশ্যক বিষয়বস্তুগুলি থেকে নিজেকে অনাসক্ত রাখার বুদ্ধি অর্জন করতে পারে। *অবসিত* শব্দটি বোঝায় স্থিরচিত্ত হয়ে ওঠা। কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সকল বাস্তব সত্য সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষকে স্থির আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে হবে।

শ্লোক ২৬

জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্
পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন্ ।
স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ
সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্মঃ ॥ ২৬ ॥

জায়া—পত্নী; **আত্মজা**—পুত্রকন্যা; **অর্থ**—ধনসম্পদ; **পশু**—গৃহপালিত জীবজন্তু; **ভৃত্য**—দাসদাসী; **গৃহ**—ঘর; **আপ্ত**—আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব; **বর্গান্**—এই সকল শ্রেণীর; **পুষ্ণাতি**—পোষণ করে; **যৎ**—দেহ; **প্রিয়চিকীর্ষয়া**—প্রীতিসাধনের বাসনায়; **বিতন্বন্**—প্রসারিত করে; **স্ব-অন্তে**—মৃত্যুকালে; **স-কৃচ্ছ্রম্**—বহু সংগ্রামের মাধ্যমে; **অবরুদ্ধ**—সঞ্চিত; **ধনঃ**—সম্পত্তি; **সঃ**—এই; **দেহঃ**—শরীর; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করার

মাধ্যমে; **অস্য**—জীবের; **বীজম্**—বীজ; **অবসীদতি**—পতন ও মৃত্যু হয়; **বৃক্ষ**—গাছ; **ধর্মঃ**—প্রকৃতি অনুসারে।

অনুবাদ

দেহের প্রতি আসক্ত মানুষ বিপুল সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে যাতে তার স্ত্রী, পুত্রকন্যা, সম্পত্তি, গৃহপালিত পশু, দাস দাসী, বাসগৃহ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এবং অন্যান্য সব কিছুর মর্যাদা রক্ষা করা যায়। এই সমস্তই সে নিজের শরীরটির প্রীতিসাধনের জন্যই করে থাকে। বৃক্ষ যেভাবে মৃত্যুর পূর্বে ভবিষ্যতের বৃক্ষটির জন্য বীজ সৃষ্টি করে, তেমনই মৃত্যুমুখী দেহটিও নিজের সঞ্চিত কর্মফলের মাধ্যমে পরজন্মের জড় দেহটির বীজ সৃষ্টি করে থাকে। এইভাবে জড়জাগতিক অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে জড় দেহটি অবসন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

তাৎপর্য

কেউ যুক্তি দেখাতে পারে, "এতক্ষণ যে সমস্ত গুরুর উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে জড়জাগতিক দেহটি অবশ্যই সর্বোত্তম, যেহেতু এরই মাধ্যমে অনাসক্তি এবং বুদ্ধির সাহায্যে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনে নিয়োজিত থাকার সক্ষমতা জাগে। তাই, দেহটি অনিত্য অস্থায়ী হলেও, যথেষ্ট যত্ন সহকারে, তার সেবাযত্ন করা কর্তব্য, নতুবা অকৃতজ্ঞতার অপরাধে দোষী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দেহটি এত রকম আশ্চর্য গুণাবলীতে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে নিরাসক্ত হয়ে থাকার পরামর্শ কেমন করে অনুমোদন করা যেতে পারে?" এর উত্তর এই শ্লোকটিতে দেওয়া হয়েছে। কোনও কল্যাণকামী শিক্ষকের পদ্ধতি অনুসারে অনাসক্তি ও জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা এই দেহটি প্রদান করে না; বরং এর মাধ্যমে এত দুঃখ এবং কষ্টের কারণ ঘটে যাতে যে কোনও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেই জাগতিক জীবনধারার অনাবশ্যকতা বিষয়ে নিঃসন্দিহান না হয়ে পারা যায় না। যেভাবে কোনও গাছ পরবর্তী গাছের জন্য বীজ সৃষ্টি করে এবং তারপরে মৃত্যুবরণ করে, তেমনই দেহের কামনাবাসনাময় নানা ইচ্ছা থেকে কর্মফলের আরও শৃঙ্খল সৃষ্টি করার জন্য বদ্ধ জীবকে উদ্দীপিত করতে থাকে। অবশেষে দেহটি জড়জাগতিক জীবনধারার মাঝে অপরিসীম অগণিত দুঃখ কষ্টের পথ তৈরি করে দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, *দেহ* বলতে জড় দেহ এবং সূক্ষ্ম মানসিক দেহটিকেও বোঝায়। দেহ এবং আত্মার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে যারা পারে না, তারা অনর্থক মনে করে যে, দেহ এবং আত্মা সমপর্যায়ভুক্ত এবং ভাবে যে, দৈহিক ইন্দ্রিয় সুখানুভূতির মাধ্যমে যথার্থ সুখ ভোগ করা যেতে পারে।

কিন্তু যারা নির্বোধের মতো অনিত্য অস্থায়ী দেহটিকে সর্ববিষয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সত্তা বলে মনে করে, তাদের সাথে যে সব আত্ম-উপলব্ধিসম্পন্ন জীবাত্মার বুদ্ধিমানের মতো নিত্য আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে থাকেন, তাঁদের তুলনা করা চলে না।

শ্লোক ২৭

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তিঃ
বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ২৭ ॥

জিহ্বা—জিভ; **একতঃ**—এক দিকে; **অমুম্**—দেহ অথবা বদ্ধ জীবাত্মা যে দেহটিকে আত্মবুদ্ধিজ্ঞান করে; **অপকর্ষতি**—আকৃষ্ট করে নিয়ে চলে; **কর্হি**—কখনও; **তর্ষা**—তৃষ্ণা; **শিশ্নঃ**—যৌনাঙ্গ; **অন্যতঃ**—অন্য দিকে; **ত্বক্**—স্পর্শ অনুভূতি; **উদরম্**—উদর; **শ্রবণম্**—কান; **কুতশ্চিৎ**—অন্য কোথাও থেকে; **ঘ্রাণঃ**—গন্ধের অনুভূতি; **অন্যতঃ**—অন্য দিক থেকে; **চপল-দৃক্**—চঞ্চল দৃষ্টি; **ক্ব চ**—অন্য কোথাও; **কর্ম-শক্তিঃ**—শরীরের অন্যান্য সক্রিয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; **বহ্ব্যঃ**—বহু; **সপত্ন্যঃ**—উপপত্নীগণ; **ইব**—মতো; **গেহ-পতিম্**—গৃহস্থ; **লুনন্তি**—বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট করে।

অনুবাদ

বহুপত্নী থাকলে মানুষকে তাদের জন্য নিত্য বিব্রত হয়ে হয়। তাদের ভরণপোষণের জন্য তাকে দায়ী থাকতে হয়, এবং সমস্ত পত্নীরা তাকে বিভিন্ন দিকে নিত্য বিব্রত করতে থাকে, নিজ নিজ স্বার্থে বিবাদে রত হয়। ঠিক সেইভাবেই জড়েন্দ্রিয়গুলিও একই সঙ্গে বদ্ধজীবটিকে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ বিকর্ষণের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করতে থাকে। একদিকে জিহ্বা সুস্বাদু আহারাদির আয়োজনের জন্য তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে; তারপরে তৃষ্ণা তাকে মনের মতো পানীয় গ্রহণের জন্য টেনে নিয়ে যায়। একই সাথে যৌনাঙ্গগুলি তৃপ্তিসুখের জন্য বিব্রত করতে থাকে; আর স্পর্শেন্দ্রিয় পেতে চায় কোমল, ইন্দ্রিয় সুখকর বিষয়বস্তুর সঙ্গলাভ। উদর যতক্ষণ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ তাকে বিচলিত করতে থাকে, কানগুলি মনোমুগ্ধকর ধ্বনি শ্রবণের দাবি জানাতে থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় লুব্ধ হয় স্নিগ্ধ তৃপ্তিকর সুগন্ধের প্রতি, আর চঞ্চল চোখগুলি লালায়িত হয় মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের জন্য। এইভাবেই ইন্দ্রিয়াদি, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সকলেই তৃপ্তিসুখের বাসনায় জীবকে চতুর্দিকে টেনে নিয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, এই শ্লোকটি উপলব্ধির পরে শরীরের একান্ত প্রয়োজনে যা কিছু সামান্য বস্তু গ্রহণ করতে হয়, তাই সবই আসক্তিশূন্য মনোভাব নিয়ে, গুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত। যতদূর সম্ভব সরল সহজ উপায়ে কাজকর্মের মাধ্যমে শরীর উপযুক্ত এবং সক্ষম রাখা উচিত, এবং গুরুদেবের প্রতি সেবা নিবেদনের সেটাই মূল কথা। কেউ যদি শরীরটাকেই মনোনিবেশ সহকারে সেবা যত্ন করতে চায়, তা হলে তার বিবেচনা করা উচিত যে, বদ্ধ জীবের চেতনাকে শরীর একাদিক্রমে বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, এবং তাই শরীরের দাসের পক্ষে ভগবদুপলব্ধি সম্ভব হয় না কিংবা শান্তিলাভ করাও যায় না।

শ্লোক ২৮

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্ ।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥ ২৮ ॥

সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করে; **পুরাণি**—জড় দেহ যেখানে বদ্ধ জীবের বাস; **বিবিধানি**—বিবিধ প্রকারের; **অজয়া**—মায়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে; **আত্ম-শক্ত্যা**—ভগবানের স্বীয় শক্তি; **বৃক্ষান্**—বৃক্ষসকল; **সরীসৃপ**—সরীসৃপ প্রাণীরা; **পশূন্**—পশুরা; **খগ**—পক্ষীরা; **দন্দ-শূকান্**—সর্পেরা; **তৈঃ তৈঃ**—শরীরের সকল প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে; **অতুষ্ট**—অপরিতৃপ্ত; **হৃদয়ঃ**—তাঁর হৃদয়; **পুরুষম্**—জীবনের মনুষ্য রূপ; **বিধায়**—সৃষ্টির মাধ্যমে; **ব্রহ্ম**—পরম তত্ত্ব; **অবলোক**—দর্শনলাভ; **ধিষণম্**—উপযুক্ত বুদ্ধি; **মুদম্**—তৃপ্তি; **আপা**—লব্ধ হয়; **দেবঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবাত্মা সকলের বসবাসের জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর আপন মায়াময় শক্তি বিস্তারের মাধ্যমে অসংখ্য জীব-প্রজাতি সৃষ্টি করেছিলেন। বৃক্ষাদি, সরীসৃপকুল, পশু পাখি, সাপ ইত্যাদি নানা রূপ সৃষ্টি করবার পরেও ভগবান তাঁর অন্তরে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেননি। তখন তিনি মানবজীবন সৃষ্টি করেন, যার মাধ্যমে বদ্ধজীব যথার্থ বুদ্ধি অর্জনের ফলে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং পরিতৃপ্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবাত্মার মুক্তি লাভের সুবিধার জন্যই ভগবান বিশেষভাবে জীবনের মানব রূপটি সৃষ্টি করেন। তাই মানব জীবনের অবহেলা যে করে, তার নরকের পথ সে সুগম করে। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা*—"মানব জীবনের মধ্যেই নিত্য সত্তা বিশিষ্ট আত্মাকে উপলব্ধির উত্তম সম্ভাবনা থাকে।" বৈদিক শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে—

তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্
ন বৈ নোঽয়ম্ অলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্
ন বৈ নোঽয়ম্ অলমিতি॥
তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা
অব্রুবন্ সুকৃতং বত॥

এই শ্রুতি মন্ত্রটির তাৎপর্য এই যে, গরু-ঘোড়ার মতো নিম্ন শ্রেণীর পশুরা বাস্তবিকই সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে যথাযথ উপযুক্ত নয়। কিন্তু মানব জীবনের মাধ্যমে জীব ভগবানের সাথে তার নিত্যকালের সম্পর্ক-সম্বন্ধের তত্ত্বটি উপলব্ধি করবার সুযোগ অর্জন করে। এই কারণেই, জড়েন্দ্রিয়গুলিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলা সকলেরই উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে, পরমেশ্বর ভগবান ক্রমশ আপনাকে তাঁর ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত করেন যাতে মানুষ যথার্থ সুখ অনুভব করতে পারে।

ভগবানের জড়জাগতিক সৃষ্টির মাঝে জীবগণ এবং জড় পদার্থগুলি রয়েছে। জড়পদার্থগুলি অপেক্ষাকৃত স্বল্পবুদ্ধি জীবেরাই উপভোগ করতে চেষ্টা করে। অবশ্য, যারা চিন্ময় প্রকৃতির কোনও উপলব্ধির চেষ্টা না করে অন্ধের মতো কেবলই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে চলে, ভগবান তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হয়ে থাকার জন্যই আমরা দুঃখকষ্ট পাই এবং ভগবানের সচ্চিদানন্দময় ধামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও ধারণা করতেই চেষ্টা করি না। যদি আমরা ভগবানকে আমাদের ত্রাতা এবং পরমাশ্রয় রূপে স্বীকার করি, এবং তাঁর দিব্য আদেশ মান্য করে চলি, তা হলে অনায়াসেই আমরা সচ্চিদানন্দময় জীবনে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে পূর্ণ মর্যাদা ফিরে পেতে পারি। এই উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যেই ভগবান মানব জীবনের সৃষ্টি করেছেন।

শ্লোক ২৯

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যম পীহ ধীরঃ ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥ ২৯ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করার পরে; **সু-দুর্লভম্**—যা লাভ করা অতি কঠিন; **ইদম্**—এই; **বহু**—অনেক; **সম্ভব**—জন্ম; **অন্তে**—পরে; **মানুষ্যম্**—মানবজন্ম; **অর্থ-দম্**—যাতে বিশেষ মূল্য আরোপিত হয়; **অনিত্যম্**—অস্থায়ী; **অপি**—যদিও; **ইহ**—এই জড় জগতের মধ্যে; **ধীরঃ**—স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন; **তূর্ণম্**—অচিরে; **যতেত**—চেষ্টা করা উচিত; **ন**—না; **পতেৎ**—পতিত হয়েছে; **অনু-মৃত্যু**—নিতাই মৃত্যুমুখী; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **নিঃশ্রেয়সায়**—পরম মুক্তির জন্য; **বিষয়ঃ**—ইন্দ্রিয় ভোগ; **খলু**—সর্বদা; **সর্বতঃ**—সর্ব অবস্থায়; **স্যাৎ**—সম্ভব হয়।

অনুবাদ

বহু বহু জন্ম ও মৃত্যুর পরে কোনও জীব অতি দুর্লভ মানব রূপ লাভ করতে পারে, আর যদিও এই মানব জন্ম অস্থায়ী, তা হলেও এই মানব জন্মের মাধ্যমেই জীব তার জীবনের চরম সার্থকতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে থাকে। তাই যে কোনও স্থিরবুদ্ধি মানুষেরই যথাশীঘ্র সম্ভব উদ্যোগী হয়ে এই অনিত্য অস্থায়ী দেহটির পতন এবং মৃত্যুর পূর্বেই জীবনের পরম সার্থকতা অর্জনের জন্য দ্রুত চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবিকই, অতি জঘন্য জীবন প্রজন্মেও ইন্দ্রিয় উপভোগের সুযোগ থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদন একমাত্র মানবজাতির পক্ষেই সম্ভব হয়।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক জীবনধারার অর্থ জন্ম এবং মৃত্যুর পুনরাবর্তন। সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, শূকর এবং কুকুরদের মতো নিম্ন স্তরের জীবনধারাতেও ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রচুর সুযোগ থাকে। এমন কি সাধারণ মাছিরাও মৈথুন জীবন যাপনে ব্যস্ত থাকে এবং তাই তারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। মানব জীবনে অবশ্য পরম তত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষমতা পাওয়া যায় এবং তাই বিপুল দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেহেতু মূল্যবান মানবজীবন নিত্যস্থায়ী হয় না, সেই কারণেই জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা স্বরূপ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টায় যথাকর্তব্য পালন করাই আমাদের আশু কর্তব্য হওয়া উচিত। মৃত্যু আসন্ন হওয়ার পূর্বেই, আমাদের সেই বিষয়ে যথার্থ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্ব সহকারে অনুশীলন করা কর্তব্য।

ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভের মাধ্যমেই মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। তাদের সঙ্গ না পেলে, মানুষের পক্ষে জীবনের নির্বিশেষ নিরাকার তত্ত্বমূলক ভ্রান্ত ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে, যে ধারণার ফলে মানুষ ক্রমশ পরম তত্ত্বের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের পথ থেকে বিভ্রান্ত হতে থাকে। কিংবা, পরমতত্ত্বের উপলব্ধি বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার ফলে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে, মানুষ আবার ইন্দ্রিয় উপভোগের অনর্থক প্রচেষ্টার জীবনধারায় ফিরে যায়। উপসংহারে বলা যায় যে, অভিজ্ঞ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ভগবদ্ভক্তবৃন্দের পথ নির্দেশের মাধ্যমেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলন করার উদ্দেশ্যেই জীব পরম সৌভাগ্যস্বরূপ এই মানবরূপ জীবনধারার সুযোগ লাভ করে থাকে।

শ্লোক ৩০

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি ।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঞ্জাত**—পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করার মাধ্যমে; **বৈরাগ্যঃ**—অনাসক্তি; **বিজ্ঞান**—আত্মোপলব্ধির তত্ত্ব; **আলোকঃ**—অন্তর্দৃষ্টি লাভের; **আত্মনি**—পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায়; **বিচরামি**—আমি বিচরণ করি; **মহীম্**—পৃথিবীতে; **এতাম্**—এই; **মুক্ত**—বন্ধনহীন; **সঙ্গঃ**—আসক্তি থেকে; **অনহঙ্কৃতঃ**—মিথ্যা অহম্‌বোধ শূন্য হয়ে।

অনুবাদ

আমার পারমার্থিক গুরুবর্গের কাছ থেকে শিক্ষালাভের মাধ্যমে, আমি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছি এবং পারমার্থিক আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত অর্জন করে, নিঃসঙ্গভাবে নিরহঙ্কার হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছি।

শ্লোক ৩১

ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্ ।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥ ৩১ ॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **অকস্মাৎ**—একজনের কাছ থেকে; **গুরোঃ**—গুরুদেব; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **সুস্থিরম্**—অতি সুদৃঢ়; **স্যাৎ**—হতে পারে; **সু-পুষ্কলম্**—অতি সম্পূর্ণ; **ব্রহ্ম**—পরমতত্ত্ব; **এতৎ**—এই; **অদ্বিতীয়ম্**—অদ্বিতীয়; **বৈ**—অবশ্যই; **গীয়তে**—গুণান্বিত হয়; **বহুধা**—নানাভাবে; **ঋষিভিঃ**—ঋষিবর্গের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমতত্ত্ব যদিও এক এবং অদ্বিতীয়, তা সত্ত্বেও ঋষিবর্গ সেই পরমতত্ত্বকে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করেছেন। সেই কারণেই কোনও একজন মাত্র গুরুর কাছ থেকে সুদৃঢ় অর্থাৎ সুসম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা কারও পক্ষে সম্ভব না হতেও পারে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন—"বহু পারমার্থিক গুরু মানুষের প্রয়োজন, এই মন্তব্যটি অবশ্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, যেহেতু বাস্তবক্ষেত্রে অতীতের সমস্ত মহান ঋষিতুল্য মানুষেরাই বহু পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেননি, বরং একজন গুরুদেবই স্বীকার করেছিলেন। *গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ*, 'মুনিঋষিগণ নানাভাবে পরমতত্ত্বের গুণবর্ণনা করেছেন' কথাগুলি থেকে বোঝানো হয়েছে যে, পরমতত্ত্বের সাকার এবং নিরাকার উপলব্ধি হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনও কোনও মুনিঋষি কেবল ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি বর্ণনা করে থাকেন, যার কোনও পারমার্থিক চিন্ময় বৈচিত্র্য নেই, অথচ অন্যান্যেরা ভগবানকে সবিশেষ পরমেশ্বর ভগবান রূপে ব্যাখ্যা করেন। তাই, শুধুমাত্র অনেকগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বীর কাছ থেকে ব্যাখ্যা শ্রবণ করলেই, কারও পক্ষে বাস্তবিকই জীবনের সর্বোত্তম শিক্ষালাভ করতে পারা যায় না। সর্ব বিষয়ে জড়জাগতিক ভাবধারাসম্পন্ন হয়ে যাওয়ার দিকে জীবগণের প্রবণতা রোধ করবার জন্যই কেবলমাত্র ভিন্ন মতাবলম্বী পারমার্থিক গুরুবর্গের তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়। আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন পরমার্থবাদী দার্শনিকেরা বিশ্বাস গড়ে তোলেন এবং সেই পর্যায় পর্যন্তই সেইগুলি স্বীকার করা যেতে পারে। তবে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কোনও পারমার্থিক গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে যে জ্ঞান প্রদান করেন, শেষ পর্যন্ত সেই জ্ঞানই প্রামাণ্য তত্ত্ব রূপে স্বীকার করতে হয়।"

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন, "একজন মাত্র পারমার্থিক গুরুদেবকে স্বীকার করাই যেহেতু সকলের সাধারণ উপলব্ধিগ্রাহ্য মতবাদ, তা সত্ত্বেও সাধারণ জড় সামগ্রীর রূপে বিভিন্ন বিষয়াদিকে বহু গুরুবর্গ বলে মেনে নিয়ে সেইগুলি থেকে শিক্ষাগ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কেন? তার ব্যাখ্যা এই যে, বিভিন্ন সাধারণ বিষয়াদি থেকে উদ্ভাসিত শিক্ষাপ্রদ বিষয়াদির মাধ্যমে পূজনীয় পারমার্থিক গুরুদেব মানুষকে জ্ঞানের নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতে পারবেন। তাই ব্রাহ্মণ অবধূত পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, নিজের আচার্যের কাছ থেকে মানুষ যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দৃঢ়প্রত্যয় হওয়া সম্ভব হয় এবং

তার ফলে প্রকৃতির মাঝে নানা প্রকার সাধারণ বিষয়বস্তুগুলি লক্ষ্য করার মাধ্যমে শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন করবার প্রবৃত্তি পরিহার করা সম্ভব হয়। নিজের গুরুদেবের শিক্ষা-উপদেশাবলী উপলব্ধি ছাড়াই কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করা অনুচিত। শিষ্যকে অবশ্যই চিন্তাশীল হতে হবে এবং তার গুরুদেবের কাছ থেকে যা কিছু শুনেছে, চতুর্দিকে পৃথিবীর সব কিছু অবলোকনের মাধ্যমে, নিজ বুদ্ধির সাহায্যে সেইগুলি উপলব্ধি করতে হবে। এই বিচারে, বহু গুরু মান্য করা যেতেও পারে, তবে পারমার্থিক দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে, সেইগুলির বিরুদ্ধে প্রচারিত ভাবধারার অনুসারী কোনও গুরু স্বীকার করা উচিত নয়। অপরদিকে বলা যেতে পারে যে, নিরীশ্বরবাদী কপিল ঋষির মতো মানুষদের কোনও কথাই শোনা অনুচিত।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন— "*শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*—'সুতরাং জীবনে সর্বোচ্চ সার্থকতা অর্জনে বাস্তবিকই কেউ অভিলাষী হলে তাকে কোনও সদ্গুরুর আশ্রিত হতে হবে।' তেমনই, এই স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে পঞ্চম শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বলেছেন, *মদভিজ্ঞানং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্*— 'আমাকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হয়েছেন যে পারমার্থিক সদ্গুরু এবং যিনি আমা হতে অভিন্ন, তাঁকে সেবা করাই উচিত।' বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে এই রকম আরও বহু শ্লোকাদি রয়েছে, যেখানে নির্দেশ করা হয়েছে যে, একজন মাত্র পারমার্থিক সদ্গুরুর চরণাশ্রিত হওয়াই বিধেয়। এইভাবে আমরা আরও অসংখ্য মহামুনিঋষিবর্গের দৃষ্টান্ত পেয়েছি, যাঁরা একজনের বেশি পারমার্থিক গুরু গ্রহণ করেননি। তাই, বাস্তবিকই একজন মাত্র পারমার্থিক সদ্গুরু স্বীকার করাই আমাদের উচিত এবং তিনি যে বিশেষ মন্ত্রটি প্রদান করেন, তা গ্রহণ করে আমাদের জপ করা কর্তব্য। আমি নিজে এই নীতি মেনে চলি, এবং আমার পারমার্থিক গুরুদেবের বন্দনা করে থাকি। অবশ্যই, নিজের আচার্যের বন্দনা করবার সময়ে, ভাল এবং মন্দ দৃষ্টান্তগুলির সাহায্য গ্রহণ করা চলতে পারে। সদাচারমূলক দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য করার মাধ্যমে মানুষ ভগবদ্ভক্তিসেবা অনুশীলনের পথে দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে উঠবে এবং নেতিবাচক দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য করে মানুষ অগ্রিম সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে বিপদাশঙ্কা পরিহার করতে পারবে। এইভাবেই, মানুষ বহু সাধারণ জাগতিক সামগ্রীকেও শিক্ষাগুরুর মতো বিবেচনা করে সেগুলিকেও সদ্গুরু মনে করতে পারে, কিংবা পারমার্থিক অগ্রগতির পথে মূল্যবান শিক্ষা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সেইগুলিকে গুরুরূপে মর্যাদা প্রদান করতেও পারে।"

এইভাবেই ভগবানের নিজ উক্তি—*মদভিজ্ঞানং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্* (ভাগবত ১১/১০/৫) অনুসারে, এমন একজন মাত্র পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হওয়া উচিত, যিনি ভগবানের পরম সত্তার পূর্ণজ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁকে *মদাত্মকম্* রূপে বিবেচনা করার মাধ্যমে অর্থাৎ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান থেকে তাঁকে অভিন্ন জ্ঞানে, আন্তরিকভাবে বন্দনা করতে হবে। অবধূত ব্রাহ্মণের উপদেশাবলীর মাধ্যমে ভগবান যে সকল উপদেশাবলী উপস্থাপন করেছেন, এই মন্তব্যটি তার বিরোধীতা করে না। যদি মানুষ তার আচার্যের উপদেশাবলী গ্রহণ করার পরে, সেইগুলি শুধুমাত্র তার মস্তিষ্কের মধ্যে তাত্ত্বিক নীতিকথার মতো আবদ্ধ করে রেখে দেয়, তা হলে তার সামান্যই উন্নতি হবে। যদি যথার্থই দৃঢ়ভাবে প্রগতি লাভ করতে হয়, এবং পূর্ণজ্ঞান অর্জনের অভিলাষ থাকে, তা হলে নিজের আচার্যের উপদেশাবলীর প্রতিফলন সর্বত্র তাকে লক্ষ্য করা শিখতে হবে; তাই, যে কেউ বা যা কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন সদ্‌গুরু তথা আচার্যের বন্দনার পথে উদ্দীপনা জাগাতে পারে, যথার্থ বৈষ্ণব তা সব কিছুর প্রতি বা তেমন যে কোনও জীবের প্রতি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকে।

ব্রাহ্মণের উপদেশের মাধ্যমে যে সকল বহু গুরুবর্গের উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলির কিছু শুভ নির্দেশাত্মক এবং কিছু অশুভ নির্দেশাত্মক। পিঙ্গলা বারনারী এবং কুমারী বালিকার শাঁখাচুড়ি বর্জনের কাহিনী থেকে যথাযথ আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, অথচ হতভাগ্য পায়রাগুলি আর নির্বোধ মৌমাছির কাজকর্মে; পরিত্যাজ্য আচরণের সূত্র লাভ করা যায়।

উভয় ক্ষেত্রেই, মানুষের পারমার্থিক জ্ঞান সমৃদ্ধ হতে পারে। অতএব, এই শ্লোকটিকে ভগবানের উক্তি, *মদভিজ্ঞানং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্* (ভাগবত ১১/১০/৫) অনুসারে কোনও ভাবেই বিপরীতার্থক বলে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যুক্ত্বা স যদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ ।
বন্দিতঃ স্বর্চিতো রাজ্ঞা যযৌ প্রীতো যথাগতম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলার পরে; **সঃ**—সে; **যদুম্**—যদুরাজকে; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **তম্**—রাজাকে; **আমন্ত্র্য**—বিদায় জানিয়ে; **গভীর**—অতি গভীর; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **বন্দিতঃ**—বন্দনা জানিয়ে; **সু-অর্চিতঃ**—যথাযথভাবে অর্চনার মাধ্যমে; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **যযৌ**—তিনি চলে গেলেন; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট মনে; **যথা**—যেমন; **আগতম্**—তিনি এসেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—এইভাবে যদুরাজকে বলার পরে, জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ সেই রাজার প্রণতি ও বন্দনা গ্রহণ করে, প্রীতিলাভ করলেন। তারপরে বিদায় জানিয়ে তিনি যেভাবে এসেছিলেন, সেইভাবেই চলে গেলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে প্রমাণ উল্লেখ করেছেন যে, সেই ব্রাহ্মণ অবধূত প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীদত্তাত্রেয়রই অবতার ছিলেন। *ভাগবতে* (২/৭/৪) উল্লেখ আছে—

যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা
যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ।

"বহু যদুগণ, হৈহয়গণ প্রমুখ এমনই শুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে, ভগবান শ্রীদত্তাত্রেয়র পাদপদ্মের কৃপায় তারা জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় প্রকার আশীর্বাদই লাভ করতে পেরেছিল।"

এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, দত্তাত্রেয়র চরণস্পর্শে যদু পবিত্র হয়ে উঠেছিলেন, এবং তেমনই এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে—*বন্দিতো স্বর্চিতো রাজ্ঞা*—যদুরাজ সেই ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম বন্দনা করেছিলেন। তাই, শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, অবধূত ব্রাহ্মণ যথার্থই স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানই, এবং তা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৩৩

অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পূর্বেষাং নঃ স পূর্বজঃ ।
সর্বসঙ্গবিনির্মুক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ ॥ ৩৩ ॥

অবধূত—অবধূত ব্রাহ্মণের; **বচঃ**—কথাবার্তা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **পূর্বেষাম্**—পূর্বপুরুষগণের; **নঃ**—আমাদের; **সঃ**—তিনি; **পূর্বজঃ**—স্বয়ং প্রপিতামহ; **সর্ব**—সকলের; **সঙ্গ**—আসক্তি থেকে; **বিনির্মুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **সম-চিত্তঃ**—পারমার্থিক স্তরে তাঁর চেতনা সুস্থির করে এবং সর্বত্র সমভাবাপন্ন হয়ে; **বভূব**—তিনি হলেন; **হ**—অবশ্যই।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, অবধূতের কথাগুলি শুনে, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রপিতামহ ঋষিতুল্য যদুরাজ সকল প্রকার জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হলেন, এবং তাই তাঁর মন পারমার্থিক স্তরে যথাযথভাবে স্থিত হল।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান তাঁর নিজ রাজবংশ অর্থাৎ যদুবংশের সুখ্যাতি ব্যক্ত করেছেন, কারণ ঐ রাজবংশে বহু মহান আত্মজ্ঞানসম্পন্ন রাজারা আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদুরাজকে দত্তাত্রেয় এক অবধূত ব্রাহ্মণরূপে উপদেশ প্রদান করার ফলে রাজা কেবলমাত্র ভগবানের সৃষ্টি অবলোকনের মাধ্যমে নিরাসক্তির পারমার্থিক স্তরে তাঁর চেতনা সুস্থির করতে শিখেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'জড় জাগতিক সবকিছু থেকে নিরাসক্তি' নামক নবম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

সকাম কর্মের প্রকৃতি

এই অধ্যায়টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে জৈমিনির অনুগামীদের দর্শনতত্ত্ব নস্যাৎ করেছেন এবং জড় দেহের মধ্যে আবদ্ধ চিন্ময় আত্মা কিভাবে শুদ্ধ অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান বিকাশ করতে পারে, তা উদ্ধবকে বর্ণনা করেছেন।

বৈষ্ণবগণ, অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আশ্রিতজনকে *পঞ্চরাত্র* এবং অন্যান্য দিব্য শাস্ত্রাদির মধ্যে দ্রষ্টব্য বিধিনিয়মাদি পালন করতে হয়। তার নিজের স্বাভাবিক গুণাবলী এবং কর্ম অনুসারে মানুষকে বর্ণাশ্রম প্রথার রীতিনীতি অবশ্যই মেনে চলতে হয় এবং সর্বপ্রকার স্বার্থচিন্তার আগ্রহ আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে হয়। নিদ্রাচ্ছন্ন মানুষের দেখা স্বপ্নগুলি যেমন নিছক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বিষয়ক প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে, তেমনই জড়েন্দ্রিয়গুলি তথা মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান বলতে যা কিছু বোঝায়, তা ঐ স্বপ্নের মতোই অবাস্তব অপ্রয়োজনীয় বলেই স্বীকার করতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় উপভোগের উদ্দেশ্যে করণীয় সব কাজই বর্জন করা উচিত এবং শুধুমাত্র কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে কাজ করা প্রয়োজন। যখনই মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই পরম সত্য তখনই সে, কর্তব্যের বশে জড়জাগতিক কাজকর্ম পরিহার করতে চায় এবং শুধুমাত্র এমন একজন পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে থাকে, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিভূ স্বরূপ। পারমার্থিক গুরুদেবের সেবক অবশ্যই তাঁর নিজ গুরুদেবকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করবেন এবং তাঁর কাছ থেকে পরমতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রয়াসী হবেন আর সকল প্রকার ঈর্ষাদ্বন্দ্ব এবং বাচালতা থেকে দূরে থাকবেন। আত্মা বাস্তবিকই জড় দেহের মধ্যে প্রবেশ করে তার পূর্বকর্মের ফল অনুসারে কাজ করতে থাকে। সুতরাং একমাত্র যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুই আত্মার শুদ্ধ জ্ঞান বিকাশে সক্ষম হন।

জৈমিনি এবং অন্যান্য নাস্তিক দার্শনিকেরা এবং তাদের অনুগামীরা বিধিবদ্ধ জড়জাগতিক কাজ কর্মকে জীবনের উদ্দেশ্য রূপে স্বীকার করে থাকে। তবে শ্রীকৃষ্ণ তা প্রত্যাখান করেছেন তাঁর ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে, দেহস্থ আত্মা জড়জাগতিক খণ্ডিত মহাকালের যে অংশটিতে সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে সে এক অনন্ত জন্ম মৃত্যুর আবর্তমধ্যে চলতে থাকা স্বীকার করে নিয়েছে এবং তাই তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতেও বাধ্য হচ্ছে। এইভাবেই যে মানুষ তার জড়জাগতিক কাজের ফল লাভে আসক্ত হয়ে থাকে, তার পক্ষে

এই জীবনে কোনও প্রকার যথার্থ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। স্বর্গসুখ কিংবা অন্যান্য লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার সার্থকতা, যা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লাভ করা যায় তার পুণ্যফল অতি অল্পকালের জন্য ভোগ করা চলে। ভোগপর্ব শেষ হলেই, জীবকে এই মর্ত্যে জগতের পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করে দুঃখ এবং কষ্টের অংশ গ্রহণের জন্য আবার ফিরে আসতেই হবে। জড়জাগতিক পরিবেশে অবশ্যই কোনও প্রকার অবিচ্ছিন্ন অথবা স্বাভাবিক সুখশান্তি নেই।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্মেষু মদাশ্রয়ঃ ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উদিতেষু**—উক্ত; **অবহিতঃ**—সযত্নে; **স্ব-ধর্মেষু**—ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের কর্তব্য পালনে; **মৎ-আশ্রয়ঃ**—আমাকে আশ্রয় রূপে যে স্বীকার করে; **বর্ণ-আশ্রম**—সামাজিক ও বৃত্তিমূলক বিভাগের বৈদিক প্রথা; **কুল**—সমাজে; **আচারম্**—আচরণ; **অকাম**—জড়জাগতিক বাসনাদি রহিত; **আত্মা**—তেমন মানুষ; **সমাচরেৎ**—আচরণ অভ্যাস করা উচিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—আমার কাছে পূর্ণ আশ্রয় নিয়ে, আমি যেভাবে বলেছি সেইভাবে ভক্তিমূলক সেবায় সযত্নে মনোনিবেশের মাধ্যমে, বর্ণাশ্রম প্রথা নামে অভিহিত সামাজিক ও বৃত্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কোনও প্রকার ব্যক্তিগত বাসনা বর্জন করে মানুষকে জীবনযাপন করতে হবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অবধূত ব্রাহ্মণের কাহিনীর মাধ্যমে সাধুজনোচিত মানুষের গুণাবলী এবং স্বভাব-চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। এখন ভগবান সেই ধরনের সাধুজনোচিত মর্যাদা অর্জনের বাস্তব পদ্ধতি প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা করছেন। পঞ্চরাত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রাবলীর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন। তেমনই, *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) ভগবান বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ* "আমি স্বয়ং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছি।" বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যে অগণিত বিধিনিয়মাদি রয়েছে, এবং

যেগুলি ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে না, ভক্তজনের পক্ষে সেগুলিই আচরণ করা কর্তব্য। *বর্ণ* নামক সংজ্ঞাটির অর্থ এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, কিছু তমোগুণাশ্রিত, কিছু রজোগুণাশ্রিত এবং কিছু সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের অভ্যাস মুক্তচিত্ত পর্যায়ে সম্পন্ন করতে হয়, এবং তাই তমোগুণাশ্রিত মানুষদের জন্য নির্ধারিত কিছু বিধিনিষেধ মুক্তচিত্ত পর্যায়ের মানুষদের জন্য নির্ধারিত বিধিবদ্ধ নীতিনিয়মাবলীর বিরোধী হতেও পারে। অতএব, ভগবানের থেকে অভিন্ন পারমার্থিক সদ্‌গুরুর নির্দেশানুসারে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের পক্ষে অনুকূল পন্থায় মানুষকে বর্ণাশ্রম প্রথার মূলনীতিগুলি অনুসরণ করে চলতে হবে।

শ্লোক ২

অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্ ।
গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্বারম্ভবিপর্যয়ম্ ॥ ২ ॥

অন্বীক্ষেত—লক্ষ্য করা উচিত; **বিশুদ্ধ**—শুদ্ধচিত্ত; **আত্মা**—জীবাত্মা; **দেহিনাম্**—শরীরধারী জীব; **বিষয়-আত্মনাম্**—যারা ইন্দ্রিয় উপভোগে প্রবৃত্ত; **গুণেষু**—সুখাস্বাদনের জড় বিষয়াদির মাঝে; **তত্ত্ব**—সত্য রূপে; **ধ্যানেন**—চিন্তাভাবনার মাধ্যমে; **সর্ব**—সব কিছুর; **আরম্ভ**—প্রচেষ্টা; **বিপর্যয়ম্**—অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা।

অনুবাদ

শুদ্ধাত্মা পুরুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, বদ্ধ জীবগণ যেহেতু ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে জীবন উৎসর্গ করে, তাই তারা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের সব কিছুকেই অনর্থক সত্যরূপে স্বীকার করে থাকে, যার ফলে তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাই অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে ভগবান কামনা বাসনামুক্ত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। রূপ-আকৃতি, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ কিংবা শব্দের মাধ্যমে অনুভূত সবরকম জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রই অনিত্য। আমরা এখন আমাদের পরিবার পরিজন এবং দেশ জাতিকে দেখছি, কিন্তু পরিণামে ঐ সব কিছুই বিলীন হয়ে যাবে। এমন কি আমাদের যে শরীরটির মাধ্যমে আমরা ঐ সব কিছু অনুধাবন করছি, সেটিও বিলীন হয়ে যাবে। এইভাবেই জড়জাগতিক ভোগ উপভোগের অপরিহার্য পরিণামই হল বিপর্যয়, অর্থাৎ বিপুল দুঃখকষ্ট। *বিশুদ্ধাত্মা* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবদ্ভক্তিমূলক বিধিবদ্ধ কর্তব্যকর্ম সাধনাদির মাধ্যমে যাঁরা নিজেদের পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁরা

সুস্পষ্টভাবেই জড়জাগতিক জীবনের হতাশাচ্ছন্ন ব্যর্থতা অবলোকন করতে পারেন, এবং তাই তাঁরা *অকামাত্মা* অর্থাৎ জড়জাগতিক কামনা বাসনামুক্ত মহাত্মা হয়ে উঠেন।

শ্লোক ৩

সুপ্তস্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ ।
নানাত্মকত্বাদ্ বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর্গুণৈঃ ॥ ৩ ॥

সুপ্তস্য—যে ঘুমন্ত; **বিষয়**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি; **আলোকঃ**—লক্ষ্য করে; **ধ্যায়তঃ**—যে গভীরভাবে চিন্তা করে; **বা**—কিংবা; **মনঃ-রথঃ**—নিতান্তই মনের সৃষ্টি; **নানা**—বহু বিচিত্র প্রকার; **আত্মক-ত্বাৎ**—সেই প্রকৃতি সম্পন্ন; **বিফলঃ**—যথার্থ সার্থকতা বিহীন; **তথা**—সেই ভাবে; **ভেদ-আত্ম**—ভিন্ন ভাবে গঠিত; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **গুণৈঃ**—জড়েন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে।

অনুবাদ

ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্নের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বহু জিনিস দেখতে পারে, কিন্তু ঐসকল সুখকর সব কিছুই নিতান্ত মানসিক কল্পনা মাত্র এবং তাই শেষপর্যন্ত অহেতুক। সেইভাবেই, জীবমাত্রই তার চিন্ময় পারমার্থিক সত্তা সম্পর্কে নিদ্রামগ্ন হয়ে থাকে, তার দৃষ্টিতেও বহু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদি আসে, কিন্তু ঐসকল অস্থায়ী উপভোগের অগণিত বিষয়বস্তু নিতান্তই ভগবানের মায়াবলে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেগুলির কোনই স্থায়ী সত্তা নেই। ঐগুলি নিয়ে যে মানুষ মনঃসংযোগ করে থাকে, ইন্দ্রিয়াদির তাড়নায় সে অনর্থক তার বুদ্ধি বৃত্তির অপব্যয় করতে থাকে।

তাৎপর্য

যেহেতু জড়জাগতিক কাজকর্মের ফলগুলি অস্থায়ী হয়, তাই সেগুলি মানুষ লাভ করতে পারল কি না পারল, তাতে কিছুই যায় আসে না; চরম পরিণাম একই থাকে। জড়জাগতিক কাজকর্ম কখনই জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা স্বরূপ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রদান করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলির তাড়নায় জড়জাগতিক বুদ্ধিবৃত্তি প্রবলভাবে ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা করতে থাকে। তাই তাকে এখানে *ভেদাত্মধীঃ* বলা হয়েছে, ঐ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষকে তার যথার্থ শুদ্ধ স্বার্থবোধের চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এইভাবেই জড়জাগতিক অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়াদির মধ্যে মগ্ন হয়ে জাগতিক প্রগতির অগণিত বিষয়াদি অনুধাবনে বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঐ ধরনের ভেদাত্মবুদ্ধি শক্তিহীন হয় এবং পরমতত্ত্ব স্বরূপ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তদের অবশ্য একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাদের বুদ্ধি নিবদ্ধ করবার পদ্ধতি জানা আছে। তাঁরা শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা এবং ভক্তমণ্ডলী নিয়ে মনোনিবেশ করতে জানেন, এবং তাই তাঁদের বুদ্ধি কখনই পরমতত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/৪১) আছে—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥

"যারা এই পথ অবলম্বন করেছে, তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ। হে কুরুনন্দন, অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী।"

মানুষ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে আগ্রহী না হয়, তা হলে তার নিত্য স্থিতির মর্যাদা সম্পর্কে কোনও প্রকার ধারণা ছাড়াই অযথা স্বপ্নবিলাস করতে থাকে। জড়জাগতিক বুদ্ধি বৃত্তি সকল সময়েই সুখ অন্বেষণের জন্য নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে থাকবে, এবং তাই মানুষ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লাভের একটি নিষ্ফল কর্ম প্রচেষ্টা থেকে অন্য আরও একটিতে লাফিয়ে চলে যাবে, তবু প্রকৃত সত্য রহস্যটিতে মনোযোগ দিতে সে পারবে না। মানুষ বুঝতে পারে না যে, সকল জড়জাগতিক বস্তুই অস্থায়ী এবং বিলীন হয়ে যাবে। তার ফলে মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি জড়জাগতিক কামনার লোভে কলুষিত হয়ে যায় এবং সেই কলুষ বুদ্ধির ফলে মানুষ জীবনের যথার্থ লক্ষ্যের অভিমুখী হতে পারে না। এইভাবে মানুষ শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন পারমার্থিক সদ্গুরুর উপদেশ লাভের গুরুত্ব বোঝে এবং তখন জীবনের চরম সার্থকতা স্বরূপ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়।

শ্লোক ৪

নিবৃত্তং কর্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ ।
জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্মচোদনাম্ ॥ ৪ ॥

নিবৃত্তম্—বিধিবদ্ধ কর্তব্য কর্ম; **কর্ম**—সেই কর্ম; **সেবেত**—পালন করা উচিত; **প্রবৃত্তম্**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির কাজকর্ম; **মৎ-পরঃ**—যে আমাতে আত্মসমর্পিত; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **জিজ্ঞাসায়াম্**—পরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে; **সম্প্রবৃত্তঃ**—নিষ্ঠাভরে নিয়োজিত থেকে; **ন**—না; **আদ্রিয়েৎ**—স্বীকার করা উচিত; **কর্ম**—যে কে. জাগতিক ক্রিয়াকর্ম; **চোদনাম্**—সেই বিষয়ে বিধি নিষেধাদি।

অনুবাদ

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে আমাকে সুদৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে যে স্থান দিতে পেরেছে, তার পক্ষে ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল কাজকর্ম বর্জন করা উচিত এবং তার পরিবর্তে বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি অনুসারে উন্নতি সাধনের জন্য কাজ করা কর্তব্য। অবশ্য যখন আত্মার পরমতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ যথার্থ অনুসন্ধিৎসু হয়, তখন তাকে সকাম কর্ম সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি আর পালন করবার প্রয়োজন হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, *জিজ্ঞাসায়াং সম্প্রবৃত্তঃ* শব্দসমষ্টির দ্বারা *যোগারূঢ়* ব্যক্তি অর্থাৎ যৌগিক প্রক্রিয়ায় বিশেষজ্ঞ মানুষকে বোঝানো হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৩-৪) বলা হয়েছে—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে ।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥

"অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠানে যারা নবীন, তাদের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান করাই উৎকৃষ্ট সাধন, আর যাঁরা ইতিমধ্যে যোগারূঢ় হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তিই উৎকৃষ্ট সাধন। যখন যোগী জড় সুখ ভোগের সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত রহিত হন, তখন তাঁকেই যোগারূঢ় বলা হয়।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনও সাধারণ মানুষ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নারীসঙ্গ উপভোগের প্রয়াসী হবে। এই ধরনের প্রয়াসকে বলা হয় *প্রবৃত্তকর্ম* অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পথ। ধর্মপ্রাণ মানুষও নারীসঙ্গ উপভোগ করবেন, তবে বর্ণাশ্রম প্রথার বিধিবদ্ধ নীতির অধীনেই তিনি তা করবেন। অবশ্যই, পারমার্থিক উন্নতি বিকাশের পথে যিনি পূর্ণ একাগ্রতা অর্জন করেছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত মৈথুন সঙ্গ জনিত সর্বপ্রকার বৈধ কিংবা অবৈধ সুখভোগের বাসনাই পরিত্যাগ করবেন। সেইভাবেই, *প্রবৃত্তকর্ম* অনুশীলনের পর্যায়ে অর্থাৎ সাধারণ জীবনে ইন্দ্রিয় উপভোগের ক্ষেত্রে, মানুষমাত্রই তার রসনাতৃপ্তির জন্য যা কিছু ইচ্ছা হয়, তা সবই আহার করবে। অন্যদিকে, জড়জাগতিক ভগবদ্ভক্ত কখনও উপাদেয় খাদ্যবস্তু সামগ্রী তৈরি করবে এবং তা শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে, তা ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে নয়, বরং নিজেরই জিহ্বা ও উদরের তৃপ্তির জন্য তা করতে

থাকবে। অবশ্য, যিনি *সম্প্রবৃত্ত,* অর্থাৎ পারমার্থিক চেতনা উন্মেষের সাধনায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োজিত, তিনি কখনই শুধুমাত্র তাঁর নিজের রসনা পরিতৃপ্তির বিষয়ে আগ্রহবোধ করবেন না। জড়জাগতিক মানুষদের তৈরি সাধারণ খাদ্যসামগ্রী তিনি পরিহার করে চলেন এবং শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবার অভিলাষে নিজ শরীর কর্মক্ষম রাখবার উদ্দেশ্যে শ্রীবিগ্রহের প্রীতিসাধনের জন্য শ্রীবিগ্রহের কাছে সর্বাগ্রে নিবেদিত আহার্য সামগ্রী থেকে সামান্য পরিমাণে প্রসাদ আহার করে থাকেন।

পারমার্থিক উপলব্ধির মাধ্যমে বদ্ধজীব জড়জাগতিক চেতনার সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে ক্রমশ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের স্তরে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভগবানের প্রীতিসাধনের বাসনা নিয়ে মানুষের সমস্ত রকম উপভোগ্য বিষয়াদি তথা সর্বপ্রকার কর্মফল প্রথমেই ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে শেখানো হয়। উন্নত পর্যায়ে অবশ্য সকাম কর্ম অনুষ্ঠানের (*কর্মচোদনাম্*) প্রবৃত্তি আর থাকে না, এবং মানুষ তখন শুধুমাত্র ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সর্বপ্রকার স্বার্থচিন্তা ব্যতিরেকেই সব কিছু সমর্পণ করতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিয়োজিত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অথবা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিয়োজিত সর্বত্যাগী গৃহস্থকেও গার্হস্থ্য জীবনে ইন্দ্রিয় উপভোগের সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করে চলার প্রয়োজন হয় না। শেষ পর্যন্ত, প্রত্যেক মানুষকেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন সম্পর্কিত দিব্য কর্তব্যকর্মেই আত্মনিয়োগ করতে হবে। নিজের অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে কাজকর্ম করার পরে কর্মফল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করার চেয়ে, শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিলাষ অনুসারে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে সন্তুষ্ট করার মতো কাজকর্মে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োজিত থাকাই উচিত।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতানুসারে, ধর্মমতে কিংবা অধর্মমতে যেভাবেই জড় জগতটিকে উপভোগ চেষ্টা করা হোক, শেষপর্যন্ত তার পরিণাম বিভ্রান্তিপূর্ণ হবেই। মানুষকে বাসনাশূন্য যথার্থ জীবনচর্যায় উন্নীত হতেই হবে এবং শুদ্ধভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করতে হবে, তা হলেই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হবে।

শ্লোক ৫

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্ ॥ ৫ ॥

যমান্—হত্যা করা অনুচিত এবং এই ধরনের মূল অনুশাসনাদি; অভীক্ষ্ণম্—সর্বদাই; **সেবেত**—পালন করা কর্তব্য; **নিয়মান্**—শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মতো সাধারণ অনুশাসনাদি; **মৎপরঃ**—আমার স্বরূপে আমাকে যে জ্ঞাত হয়েছে; **ক্বচিৎ**—যথাসম্ভব; **মৎ-অভিজ্ঞম্**—আমার স্বরূপ যে জানতে পারে; **গুরুম্**—পারমার্থিক গুরুদেব; **শান্তম্**—শান্তিপূর্ণ; **উপাসীত**—সেবা করা উচিত; **মৎ-আত্মকম্**—আমা হতে অভিন্ন।

অনুবাদ

জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে আমাকে যে স্বীকার করেছে, তার পক্ষে পাপকর্মাদি পরিহার সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি অবশ্যই নিষ্ঠাভরে পালন করা উচিত এবং যথাসম্ভব শুচিতা রক্ষার মতো সামান্য বিধিনিষেধগুলিও প্রতিপালন করা প্রয়োজন। অবশেষে, মানুষকে অবশ্যই কোনও পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সমীপবর্তী হতে হবে, যিনি আমার মতোই সর্বজ্ঞানে গুণান্বিত, যিনি প্রশান্ত এবং যিনি পারমার্থিক দিব্য চেতনার মাধ্যমে আমা হতে অভিন্ন।

তাৎপর্য

যমান্ শব্দটির দ্বারা মানুষের শুচিতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মূল অনুশাসনগুলির কথা বোঝানো হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সকল শুদ্ধাচারী যথার্থ ভক্তসদস্যকেই মাছ, মাংস এবং ডিম খাওয়া বর্জন করতেই হয়, এবং তাছাড়া তাদের নেশাভাং করা, জুয়াখেলা এবং অবৈধ মৈথুন সংসর্গও অবশ্যই বর্জন করতে হয়। *অভিজ্ঞম্* কথাটি বোঝায় যে, কোনও মানুষ যে কোনও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও যেন কখনও ঐ ধরনের নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত না হয়। *নিয়মান্* শব্দটি কিছু স্বল্প বাধ্যতামূলক অনুশাসনাদি বোঝায়, যেমন দিনে তিনবার স্নান করা। কিছু কঠিন পরিস্থিতির মাঝে, মানুষ দিনে তিনবার স্নান না করতেও পারে, তা সত্ত্বেও তার পারমার্থিক মর্যাদা রক্ষা করে চলতেও পারে। কিন্তু যদি কেউ যে কোনও কঠিন পরিস্থিতির মাঝেও নিষিদ্ধ পাপকর্মে লিপ্ত হয় তা হলে নিঃসন্দেহে তার পারমার্থিক অবনতি হবে। শেষপর্যন্ত *শ্রীউপদেশামৃত* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র বিধিনিয়মাদি পালনে নিষ্ঠাবান হলেই চলবে না, তাতে পারমার্থিক উন্নতি করা যায় না। নিষ্ঠাবান মানুষকে অবশ্যই কোনও পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হবে, যে গুরুদেবকে বলা যায় *মদভিজ্ঞম্* অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ। মৎ (আমাকে) শব্দটি বোঝায় যে যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুর মনে পারমার্থিক পরমতত্ত্বের কোনও নিরীশ্বরবাদী ধারণা থাকার কোনও সম্ভাবনা যেন না থাকে। তা ছাড়া গুরুদেব অবশ্যই তাঁর ইন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণভাবে

নিয়ন্ত্রিত রাখবেন। কারণ, ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের ফলে, তেমন পারমার্থিক গুরুদেব *মদাত্মকম্* হয়ে উঠেন, অর্থাৎ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য সত্তার অভিন্ন মর্যাদা লাভ করেন।

শ্লোক ৬

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৬ ॥

অমানী—মিথ্যা অহমিকাশূন্য; **অমৎসরঃ**—নিজেকে সকল কর্মের কর্তা না বিবেচনা করা; **দক্ষঃ**—অলসতা বিহীন; **নির্মমঃ**—নিজ স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সমাজ ইত্যাদি কোনও কিছুতেই ক্ষমতাবিহীন তথা প্রভুত্ববোধশূন্য; **দৃঢ়-সৌহৃদঃ**—আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ স্বরূপ পারমার্থিক গুরুদেবের সাথে প্রেমময় সখ্যতার ভাবে আবদ্ধ; **অসত্বরঃ**—জড়জাগতিক রজোগুণের প্রভাবে বিভ্রান্ত না হওয়া; **অর্থ-জিজ্ঞাসুঃ**—পরম তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানান্বেষী; **অসূয়ুঃ**—ঈর্ষাদ্বেষবর্জিত; **অমোঘ-বাক্**—বাচালতা মুক্ত।

অনুবাদ

পারমার্থিক সদ্‌গুরুর সেবক অর্থাৎ শিষ্যকে অবশ্যই মিথ্যা অহমিকামুক্ত হতে হবে এবং কখনই নিজেকে সকল কর্মের কর্তা বিবেচনা করা চলবে না। তাকে সকল সময়ে কর্মদক্ষ এবং নিরলস হতে হবে আর তার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, গৃহ ও সমাজ সকল বিষয়ে মমতাশূন্য ও প্রভুত্ববোধহীন হওয়া প্রয়োজন। তার পারমার্থিক গুরুর প্রতি প্রেমময় সখ্যভাবাপন্ন হতে হবে এবং কখনই বিভ্রান্ত বা বিপথগামী হলে চলবে না। সেবক তথা শিষ্যরূপে তাকে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে, কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হলে চলবে না এবং স্বল্পবাক হওয়া প্রয়োজন।

তাৎপর্য

কোনও মানুষই তার স্ত্রী, পরিবার, ঘর, সমাজ ইত্যাদি বলতে যা কিছু বোঝায় তার কোনটারই চিরদিনের প্রভু বা মালিক বলে দাবি করতে পারে না। সমুদ্রের উপরে ফেনার মতোই ঐ ধরনের সামাজিক তথা জাগতিক সম্পর্কগুলি সৃষ্টি হয় এবং লোপ পায়। কোনও মানুষই তার ঘরবাড়ি, সমাজ এবং পরিবারবর্গ যা কিছু জাগতিক বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে, তার কোনটারই সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করতে পারে না। যদি এমন ঘটনা সত্য হত যে, পিতামাতারাই তাঁদের সন্তানদের দেহগুলির প্রকৃত স্রষ্টা, তাহলে সন্তানেরা কখনই তাদের পিতামাতার সামনে মৃত্যুবরণ করত না। তখন পিতামাতারা অনায়াসে সন্তানদের জন্য নতুন শরীর

সৃষ্টি করতেই পারতেন। তেমনই, পিতামাতারাও মৃত্যুবরণ করতেন না, যেহেতু তাঁরা নিজেরাই নিজেদের নতুন শরীর সৃষ্টি করে নিতে পারতেন এবং পুরানো মৃত শরীর ফেলে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানই প্রত্যেকের শরীর সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত জড়জাগতিক পদার্থ যা দিয়ে আমার জড়জাগতিক সমাজ গড়ে তুলি, তা সবই ভগবান সৃষ্টি করেন। সুতরাং এই সব কিছু আমাদের কাছ থেকে মৃত্যু টেনে নিয়ে যাওয়ার আগেই সেই সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ স্বরূপ পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবের প্রেমময়ী সেবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় নিবেদন করা উচিত। তা হলে ঐ সমস্ত জড়জাগতিক বস্তুই দুঃখ সৃষ্টির পরিবর্তে সুখের কারণ হয়ে উঠবে।

শ্লোক ৭

জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু ।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

জায়া—স্ত্রীর প্রতি; **অপত্য**—সন্তানাদি; **গৃহ**—ঘর; **ক্ষেত্র**—জমি; **স্বজন**—আত্মীয় ও বন্ধুগণ; **দ্রবিণ**—সঞ্চিত ধন; **আদিষু**—এবং অন্য সব কিছু; **উদাসীনঃ**—অন্যমনোভাবাপন্ন থাকা; **সমম্**—সমভাবে; **পশ্যন্**—দেখার ফলে; **সর্বেষু**—এই সব কিছুতে; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **ইব**—মতো; **আত্মনঃ**—নিজের মতো।

অনুবাদ

জীবনের সকল পরিবেশের মধ্যেই মানুষকে আপন যথার্থ শুভ স্বার্থের প্রতি যত্নশীল হতে হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই স্ত্রীপুত্র, পরিবার পরিজন, ঘরসংসার, জমিবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধনসম্পদ এবং সবকিছু থেকেই অনাসক্ত থাকা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত স্বীকার করেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের জন্য প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশ্যেই তাঁর স্ত্রী-পুত্র, পরিবার পরিজন, ঘরসংসার, জমিবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধনসম্পদ সবকিছুই নিয়োজিত করতে হবে। সুতরাং তিনি কখনই তাঁর নিজের পরিবারবর্গ এবং বন্ধুবান্ধবদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন না। তাঁর স্ত্রীপুত্র কন্যার প্রভু হয়ে উঠার জন্য আগ্রহ বোধ করেন না কিংবা বন্ধুবান্ধব আর সমাজের কাছ থেকে মান সম্মানের জন্য উদ্বিগ্ন হন না। সেই কারণে কারও প্রতি তাঁর ঈর্ষাবোধ থাকে না এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির চর্চায় তাঁর কোনও আলস্য বোধ হয় না। প্রভুত্ব করবার অকারণ বাসনা থেকে মুক্ত থাকেন এবং সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিষয়ে তাঁর ধ্যানধারণা

বিকশিত করতে আগ্রহবোধ করেন। বৃথা আত্মম্ভরিতার মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি স্বভাবতই অকারণ জড়জাগতিক বাচালতা থেকে দূরে থাকেন। সেই কারণেই তিনি সর্বদা দৃঢ়মনোভাবাপন্ন হন এবং খেয়ালখুশিমতো কোনও কাজ করেন না, আর তাই গুরুদেবের শ্রীচরণকমলে প্রেমময়ী সেবার পরিবেশে তিনি সদাসর্বদাই সুস্থির হয়ে থাকতে পারেন।

প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, বৃথা প্রভুত্ববোধ থেকে কিভাবে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা যেতে পারে। এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। যে কোনও সাধারণ মানুষই আরও বেশি অর্থ সঞ্চয় করতে বিশেষ আগ্রহবোধ করে থাকে, এবং তার অর্থসম্পদ সে, কোম্পানী শেয়ার, সরকারি-বেসরকারী ঋণপত্র, ব্যাঙ্কের হিসাব, জমিবাড়ি, সোনা জহরত এবং এমনি সব ক্ষেত্রে গচ্ছিত রাখে। যতদিন এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি থেকে তার আর্থিক শুভফল লাভ হতে থাকে, ততদিন সেইগুলি সে সমান চোখে দেখে এবং সেইগুলি তারই সম্পদ বলে মনে করতে থাকে। কিন্তু যদি কখনও তার সেই সব সম্পত্তি থেকে সরকার কর বাবদ খানিকটা নিয়ে নেয়, কিংবা যদি কোনও দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির ফলে ব্যবসায়িক কারণে সেই সব হারিয়ে যেতে দেখে, তখন সে ঐসব সম্পত্তির মালিকানার ধারণা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই ভাবেই প্রত্যেক মানুষেরই বুদ্ধিমানের মতো লক্ষ্য করা উচিত যে, অগণিত জড়জাগতিক সামগ্রীর উপরে কারও প্রভুত্ব বা মালিকানার ধারণা কখনই স্থায়ী হয় না; সুতরাং এই সবকিছু থেকেই মনকে অনাসক্ত করে রাখার চর্চা করা শিখতে হয়। যদি মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তসমাজ ও পারমার্থিক গুরুদেবের প্রতি প্রেমময়ী সেবার মনোভাব অনুশীলন না করে, তাহলে নিঃসন্দেহে জড়জাগতিক সমাজ সখ্যতা আর প্রেম ভালবাসার মোহজালে জড়িত হয়ে পড়তেই হবে। তার ফলে স্থায়ী সুখভোগের আশা বর্জন করে জড়জাগতিক স্তরেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

শ্লোক ৮

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্ দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্ ।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্ দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥ ৮ ॥

বিলক্ষণঃ—বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি সম্পন্ন; **স্থূল**—স্থূল সামগ্রী থেকে; **সূক্ষ্মাৎ**—এবং সূক্ষ্ম; **দেহাৎ**—শরীর থেকে; **আত্মা**—চিন্ময় আত্মা; **ঈক্ষিতা**—দর্শক; **স্ব-দৃক্**—আত্মতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন; **যথা**—যেভাবে; **অগ্নিঃ**—আগুন; **দারুণঃ**—জ্বালানী কাঠ

থেকে; **দাহ্যাৎ**—দাহ্য পদার্থ থেকে; **দাহকঃ**—দহনকারী; **অন্যঃ**—অন্যান্য; **প্রকাশকঃ**—আলোকিত করে।

অনুবাদ

আগুন যেমন দহনের মাধ্যমে আলোক প্রদান করে, অথচ তা দাহ্য কাঠ থেকে ভিন্ন, তবু কাঠ দহনের মাধ্যমে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে; তেমনই শরীরের মধ্যে যে দর্শক রয়েছে, তা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন চিন্ময় আত্মা এবং তা জড় শরীর থেকে ভিন্ন হলেও চেতনার দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে রয়েছে। তাই চিন্ময় আত্মা এবং শরীর ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, জড় দেহের সঙ্গে কখনই অহম্‌বোধ একাত্ম মনে করা অনুচিত। ঐ ধরনের ভ্রান্ত একান্ত বোধকে বলা হয় জাগতিক বিভ্রান্তি তথা অহমিকা। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। যেহেতু সাধারণত সকলেই জানে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানই বদ্ধ আত্মাকে জ্ঞানালোক প্রদান করে থাকেন, তবে কেন *স্ব-দৃক্* অর্থাৎ 'আত্মজ্ঞানসম্পন্ন' শব্দটি এই শ্লোকে ব্যবহার করা হয়েছে? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যদিও জীবকে অবশ্যই চেতনা প্রদান করেছেন, তবু জীব ভগবানের শক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত বলে নিজেই তার শুদ্ধ চেতনা পুনরুজ্জীবিত এবং প্রসারিত করতে সক্ষম হতে পারে। সুতরাং পরোক্ষ ভাবধারায় তাকে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সোনা কিংবা রূপার চূড়ায় সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বল দেখায়। সেই উজ্জ্বলতা আলো যদিও সূর্য থেকেই আসে, তা হলেও সোনা এবং রূপার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকেও উজ্জ্বলতা প্রতিফলনের কারণ রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে, যেহেতু অন্য কোনও বস্তুর তেমন কোনও যথার্থ গুণবৈশিষ্ট্য নেই, যা থেকে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হতে পারে। তেমনই, চিন্ময় আত্মাকে *স্ব-দৃক্* অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সত্তা বলা যেতে পারে, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিমত্তার প্রতিফলনে উজ্জ্বলতা বিকীরণের সামর্থ্য তার রয়েছে, তাই তার নিজের সত্তার বিকাশে অস্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য বিকিরণ করতে পারে, যেভাবে সোনা কিংবা রূপার চূড়া থেকে তার প্রতিফলনের গুণবৈশিষ্ট্যের কারণেই সূর্যালোক বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়।

শরীর এবং আত্মার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি বর্ণনার উদ্দেশ্যে এই শ্লোকে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। আগুনের দহন এবং আলোক প্রদান ক্ষমতা থাকলেও, যে বস্তুটিকে নিয়ে আগুনের দহনের ফলে আলোক বিচ্ছুরিত হতে থাকে, সেই

বস্তুটি থেকে আগুন ভিন্ন। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, কাঠের মধ্যেই অব্যক্ত রূপে আগুন থাকে। তেমনই, অজ্ঞানতার আধার বদ্ধ জীবনের মধ্যেও চিন্ময় আত্মা রয়েছে, যদিও তা শরীরের মধ্যে অব্যক্ত প্রতীয়মান হয়। জীবসত্তার জ্ঞান সঞ্জীবিত অবস্থাটিকে কাঠের মধ্যে আগুন সৃষ্টির পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেমন আগুন অচিরেই কাঠ পুড়িয়ে ছাই করে দেয় তেমনই চিন্ময় আত্মা সঞ্জীবিত হলে অজ্ঞানতার অন্ধকার পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। আমরা দেহ সম্পর্কে সচেতন; অতএব বলা যেতে পারে যে, শরীরটিকে চেতনার দ্বারা আলোকিত করা হয়, সেই চেতনা অর্থাৎ চিন্ময় আত্মার লক্ষণ একটি শক্তি। শরীর এবং আত্মাকে একই সত্তা মনে করা যেন আগুন এবং কাঠকে একই বস্তু মনে করার মতোই নির্বুদ্ধিতা। উভয় ক্ষেত্রেই, আগুন এবং কাঠের সম্পর্ক কিংবা আত্মা ও দেহের সম্পর্ক থাকলেও আগুন আর কাঠ যে ভিন্ন পদার্থ বা আত্মা যে দেহ থেকে ভিন্ন, সেই সত্যের কোনও পরিবর্তন হয়না।

শ্লোক ৯

নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্ ।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্ত এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥ ৯ ॥

নিরোধ—সুপ্ত; **উৎপত্তি**—অভিব্যক্তি; **অণু**—ক্ষুদ্র; **বৃহৎ**—বিশাল; **নানাত্বম্**—বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি; **তৎ-কৃতান্**—তার দ্বারা উৎপন্ন; **গুণান্**—গুণাবলী; **অন্তঃ**—মধ্যে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **আধৎ-তে**—গ্রহণ করে; **এবম্**—এইভাবে; **দেহ**—জড় শরীরের; **গুণান্**—গুণাবলী; **পরঃ**—পারমার্থিক সত্তা।

অনুবাদ

যেমন আগুন বিভিন্নভাবে সুপ্ত, উগ্র, ক্ষীণ, উজ্জ্বল এবং আরও নানাভাবে দাহ্য পদার্থের অবস্থাভেদে প্রকাশ পেতে পারে, তেমনই, চিন্ময় আত্মা কোনও জড় দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিশেষ দৈহিক গুণাবলী ব্যক্ত করে।

তাৎপর্য

যদিও আগুন কোনও বিশেষ পদার্থের মধ্যে জ্বলতে এবং নিভে যেতে পারে, তাহলেও আগুন নামক সত্তাটি নিত্য বিরাজমান থাকে। তেমনই, চিন্ময় আত্মা কোনও এক উপযুক্ত শরীরের মধ্যে আবির্ভূত হয় এবং পরে সেই শরীর থেকে অন্তর্হিত হয়, কিন্তু আত্মা সর্বদাই বিরাজমান থাকে। যেমন আগুন তার দাহ্য পদার্থটি থেকে ভিন্ন, তেমনই আত্মাও শরীর থেকে ভিন্ন। একটি দেশলাই কাঠি ছোট একটু আগুন জ্বালায়, সেক্ষেত্রে বিশাল তৈলাধার বিস্ফোরণ হলে আকাশে

আগুনের শিখা লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু, তা হলেও আগুন একই। তেমনই, একটি চিন্ময় আত্মা ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করে থাকতে পারে, আর অন্য একটি পিঁপড়ের শরীরেও এক আত্মা থাকতে পারে, কিন্তু গুণগতভাবে প্রত্যেক শরীরেই আত্মা এক ও সমান। অজ্ঞানতার ফলে আমরা আত্মার সঙ্গে শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি আরোপ করে থাকি, এবং তাই আমরা বলতে থাকি যে, অমুক লোকটি আমেরিকান, রাশিয়ান, না হয় চীনা, আফ্রিকান কিংবা মেক্সিকান, কিংবা লোকটা বৃদ্ধ, না হয় জোয়ান। যদি ঐ ধরনের নাম পরিচয়গুলি অবশ্যই শরীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেগুলি কখনই চিন্ময় আত্মার পরিচয় প্রদান করে না, কারণ আত্মাকে বলা হয়েছে *পরঃ* অর্থাৎ পারমার্থিক সত্তা। যতক্ষণ বিভ্রান্ত চিন্ময় আত্মা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি বিরূপ হয়ে থাকে, ততদিন স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরাদির নাম উপাধিগুলি নিয়ে নিজের চারদিকে জড়িয়ে রাখে এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিজেকে রেখে দেয়। যদি কেউ বুদ্ধিবৃত্তি সহকারে নিজেকে জীবনের বিভিন্ন জড়জাগতিক দর্শনতত্ত্বের সাথে একাত্ম বোধ সম্পন্ন করে তোলে, তা হলে সে সূক্ষ্ম মনের দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে। পরিণামে, যা বিদ্যমান থাকে তা সবই পরমতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ। যখন জীব তা উপলব্ধি করে, তখন *নিরুপাধি*, অর্থাৎ জড়জাগতিক উপাধিমুক্ত হয়। এই হল তার স্বরূপ সত্তা।

শ্লোক ১০

যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোঽয়ং পুরুষস্য হি ।
সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

যঃ—যা; **অসৌ**—যে (সূক্ষ্ম শরীর); **গুণৈঃ**—জড় গুণাবলীর দ্বারা; **বিরচিতঃ**—সৃষ্ট; **দেহঃ**—শরীর; **অয়ম্**—এই (স্থূল দেহ); **পুরুষস্য**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের; **হি**—অবশ্যই; **সংসার**—জড় জাগতিক অস্তিত্ব; **তৎ-নিবন্ধঃ**—তার সাথে আবদ্ধ; **অয়ম্**—এই; **পুংসঃ**—জীবসত্তার; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **ছিৎ**—যা ছেদন করে; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি থেকে বিস্তারিত জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে থাকে সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহগুলি। যখন জীব স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহগুলিকে তার নিজেরই বাস্তব প্রকৃতি সম্মত বলে ভ্রান্ত ধারণা করে তখনই জড়জাগতিক অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে অবশ্যই এই মায়াময় পরিস্থিতির বিনাশ ঘটানো যেতে পারে।

তাৎপর্য

আগুন এবং তার জ্বালানী পদার্থের সঙ্গে আত্মা এবং শরীরের তুলনা প্রসঙ্গে কেউ প্রতিবাদ করতে পারে যে, আগুন কিছু পরিমাণে তার জ্বালানী পদার্থের উপর নির্ভরশীল হয়েই থাকে এবং তাকে ছাড়া তার অস্তিত্ব থাকে না। যেহেতু আমরা জ্বালানী পদার্থ ব্যতিরেকে আগুনের অস্তিত্বের কোনও অভিজ্ঞতা লাভ করিনি, তাই মানুষের মনে আরও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, শরীর থেকে পৃথক ভাবে জীবের কেমন করে বেঁচে থাকা সম্ভব, কিভাবে দেহের আচ্ছাদন লাভ করতে পারবে এবং পরিণামে তা থেকে মুক্ত হতেও পারে। কেবলমাত্র পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত জ্ঞানশক্তির দ্বারাই মানুষ জীবতত্ত্বের প্রকৃতি পরিষ্কার দ্বন্দ্বভাবে উপলব্ধি করা যায়। *বিদ্যা*, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে, মানুষ জড়জাগতিক অস্তিত্বের বন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং ইহজীবনেই চিন্ময় সত্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, জড়জাগতিক অস্তিত্ব এক প্রকার কৃত্রিম পরিস্থিতির প্রভাব মাত্র। ভগবানের অচিন্তনীয় অজ্ঞানতার মায়াবলে, জড়জাগতিক রূপগুলির স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়জাগতিক অভিপ্রকাশ জীবের উপর আরোপিত হয়ে থাকে এবং যেহেতু মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির দোষে নিজের দেহটিকেই স্বরূপ সত্তাজ্ঞান করে, তাই জীবগণকে ক্রমান্বয়ে মায়াময় ক্রিয়াকলাপের অধীন হতে হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, বর্তমান জড় দেহটি যেন একটি গাছের মতো, যে গাছটি থেকে পর জন্মের শরীরটির উপযোগী কর্মবীজ রোপণ করা হয়। অবশ্য, অজ্ঞানতার এই চক্রটিকে ভগবানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দিব্য জ্ঞানের দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করা যায়।

দুর্ভাগ্যবশত, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বদ্ধ জীবেরা ভগবানের কথিত যথার্থ জ্ঞান স্বীকার করে না। তার পরিবর্তে তার স্থূল ও সূক্ষ্ম মায়াময় ক্রিয়াকলাপে মত্ত থাকে। কিন্তু যদি জীব মাত্রেই ভগবানের জ্ঞান অর্জন করে, তা হলে তার সমগ্র জীবনধারা সংশোধিত হয়ে যেতে পারে, এবং সে তাহলে ভগবানের প্রত্যক্ষ সঙ্গলাভের মাধ্যমে সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানের জগতে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ১১

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্ ।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্ ॥ ১১ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **জিজ্ঞাসয়া**—জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে; **আত্মানম্**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **আত্ম**—আপনসত্তার মধ্যে; **স্থম্**—অবস্থিত; **কেবলম্**—শুদ্ধ; **পরম্**—পারমার্থিক এবং পরমতত্ত্ব; **সঙ্গম্য**—আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির মাধ্যমে; **নিরসেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **এতৎ**—এই; **বস্তু**—জড়জাগতিক সামগ্রীর মধ্যে; **বুদ্ধিম্**—বাস্তব সত্যের ধারণা; **যথা-ক্রমম্**—ক্রমশ, ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

সুতরাং, জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষকে তার অন্তরে বিরাজমান পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। ভগবানের শুদ্ধ পারমার্থিক দিব্য সত্তা উপলব্ধির মাধ্যমে জড় জগতটিকে স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা রূপে ভ্রান্তধারণা ক্রমশ বর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

তাৎপর্য

যথাক্রমম্ (ক্রমে ক্রমে) শব্দটি অর্থ এই যে, স্থূল জড় দেহটি থেকে প্রথমে নিজের ভিন্ন সত্তা রূপে উপলব্ধির পরে, জড়জাগতিক মানসিক ক্রিয়াকলাপগুলি থেকে নিজেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া উচিত। এই শ্লোকটিতে *এতদ্ বস্তু বুদ্ধিম্* শব্দ সমষ্টির অর্থ এই যে, জড় জগতটিকে পরম তত্ত্বেরই অভিপ্রকাশরূপে সকল বস্তুর যথার্থ অবলোকন না করে তার পৃথক স্বতন্ত্র সত্তারূপে উপলব্ধির ভ্রান্ত বুদ্ধি।

নিজেকে নিত্যসত্তাবিশিষ্ট চিন্ময় রূপের অভিব্যক্তি স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধি করতে পারলে, তখন মানুষ জ্ঞানের যথার্থ সুফল উপভোগ করতে পারে। ভগবান তাঁর নিত্যরূপে নিত্য অভিব্যক্তই রয়েছেন, এবং জীবও তার নিত্যরূপে ভগবানের প্রেমময় সেবকের মতো তেমনই অভিব্যক্ত রয়েছে। যখন আমরা বৃথা মনে করি যে, অনিত্য অস্থায়ী মায়াময় বস্তুগুলি সত্য, তখনই আমাদের নিত্য দিব্য রূপের জ্ঞান অজ্ঞানতার আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। অবশ্য, যদি মানুষ সবকিছুর মধ্যেই ভগবানের পরম স্থিতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে, তা হলে মানুষ দিব্য জীবনের স্বাভাবিক আনন্দময় পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। এই শ্লোকের মধ্যে *জিজ্ঞাসয়া* শব্দটির মাধ্যমে যেভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে প্রত্যেক মানুষেরই পরম তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করা উচিত।

শ্লোক ১২

আচার্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥ ১২ ॥

আচার্যঃ—পারমার্থিক গুরুদেব; **অরণিঃ**—যজ্ঞাহুতির জন্য ব্যবহৃত পবিত্র জ্বালানী কাঠ; **আদ্যঃ**—নিচে রাখা হয়; **স্যাৎ**—বিবেচিত হয়ে থাকে; **অন্তে-বাসী**—শিষ্য; **উত্তর**—সর্বোপরি; **অরণিঃ**—জ্বালানী কাঠ; **তৎ-সন্ধানম্**—মাঝখানের যে কাঠিটি উপরের এবং নিচের কাঠ সংযুক্ত করে; **প্রবচনম্**—উপদেশাবলী; **বিদ্যা**—দিব্যজ্ঞান; **সন্ধিঃ**—জ্বালানী কাঠের মধ্যে অগ্নিবিস্তারের জন্য ঘর্ষণজনিত আগুনের মতো; **সুখ**—সুখ; **আবহঃ**—আনয়ন করে।

অনুবাদ

পারমার্থিক গুরুদেবকে যজ্ঞাগ্নিতে ব্যবহৃত অরণি কাষ্ঠের আদি কাষ্ঠ স্বরূপ মনে করা উচিত, শিষ্যকে সর্বোপরি জ্বালানী কাষ্ঠ এবং গুরুদেবের উপদেশাবলীকে এই দুইয়ের মাঝে অবস্থিত তৃতীয় সন্ধিকাষ্ঠ রূপে বিবেচনা করা চলে। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে প্রদত্ত পারমার্থিক জ্ঞান শিষ্যের কাছে আসে যেন যজ্ঞের উপর নিচে কাষ্ঠের সংঘর্ষজনিত আগুনের মতো, যে আগুন অজ্ঞানতার অন্ধকার পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, ফলে গুরু ও শিষ্য অপার আনন্দ লাভ করেন।

তাৎপর্য

অজ্ঞানতার অন্ধকার যখন ভস্মীভূত হয়, তখন অজ্ঞানতার ভয়াবহ জীবনও লোপ পায়, এবং তখন মানুষ পূর্ণজ্ঞানে নিজের যথার্থ আত্ম স্বার্থ অনুসারে কাজ করতে পারে। এই শ্লোকটিতে *আদ্যঃ* শব্দটির অর্থ 'আদি' এবং তার দ্বারা শ্রীগুরুদেবকে বোঝানো হয়েছে, কারণ তাঁকে যজ্ঞের পবিত্র কাঠের জ্বালানী স্বরূপ সর্বনিম্নে কাঠ খানির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পারমার্থিক গুরুদেবের কাছ থেকেই দিব্য জ্ঞান আগুনেরই মতো শিষ্যের দিকে ছড়িয়ে যায়। দুটি কাঠের মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে যেভাবে আগুন সৃষ্টি হয়, তেমনই পারমার্থিক গুরুদেব যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ, এবং নিষ্ঠাবান শিষ্যের মধ্যে সংযোগের মাধ্যমে জ্ঞানের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। যখনই শিষ্য তার পারমার্থিক গুরুদেবের শ্রীচরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই আপনা হতেই তার আদি অকৃত্রিম দিব্য রূপের সার্থক জ্ঞান লাভ করে।

শ্লোক ১৩

বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধিঃ
ধুনোতি মায়াং গুণসম্প্রসূতাম্ ।
গুণাংশ্চ সন্দহ্য যদাত্মমেতৎ
স্বয়ং চ শাম্যত্যসমিদ্ যথাগ্নিঃ ॥ ১৩ ॥

বৈশারদী—বিশারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত; **সা**—এই; **অতি-বিশুদ্ধ**—অতি শুদ্ধ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি বা জ্ঞান; **ধুনোতি**—খণ্ডন করে; **মায়াম্**—মায়াকে; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলী থেকে; **সম্প্রসূতাম্**—সৃষ্টি হয়; **গুণান্**—সেই জড়গুণাবলী থেকেই; **চ**—ও; **সন্দহ্য**—সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে; **যৎ**—যে সকল গুণাবলী থেকে; **আত্মম্**—সৃষ্টি হয়; **এতৎ**—এই (জড় অস্তিত্ব); **স্বয়ম্**—নিজেই; **চ**—ও; **শাম্যতি**—শান্তি হয়; **অসমিৎ**—জ্বালানী ছাড়া; **যথা**—যেভাবে; **অগ্নিঃ**—আগুন।

অনুবাদ

সুদক্ষ পারমার্থিক গুরুদেবের কাছ থেকে বিনীতভাবে শ্রবণের মাধ্যমে, সুদক্ষ শিষ্য শুদ্ধ জ্ঞান বিকশিত হওয়ার ফলে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য থেকে উৎপন্ন জড়জাগতিক মায়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। অবশেষে এই শুদ্ধ জ্ঞান আপনা হতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, যেভাবে জ্বালানী কাঠ শেষ হয়ে গেলে আগুনও নিভে যায়।

তাৎপর্য

সংস্কৃত শব্দ *বৈশারদী* মানে 'বিশারদ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করা জ্ঞান'। বিশুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান অভিজ্ঞ গুরুদেবের কাছ থেকেই আসে, এবং সেই ধরনের জ্ঞান যখন অভিজ্ঞ শিষ্য শ্রবণ করে, জড়জাগতিক মায়ার প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে যায়। যেহেতু ভগবানের মায়াশক্তি জড়জগতে নিত্যকাল সক্রিয় রয়েছে, তাই মায়াকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তবে নিজের অন্তরে মায়ার প্রভাব বিনষ্ট করা যেতে পারে। এই কাজটি আয়ত্ত করতে হলে, অভিজ্ঞ গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিষ্যকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। মানুষ যতই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সার্থকতার পর্যায়ে অগ্রসর হতে থাকে এবং সর্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে থাকে, ততই তার মনোযোগ পারমার্থিক দিব্য স্তরে উন্নীত হতে থাকে। সেই সময়ে শুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবেই মানুষের মায়ামোহ বিষয়ক নিত্য নিপুণ অভিজ্ঞতা ও সচেতনতাও হ্রাস পেতে থাকে, যেমন জ্বালানী ফুরিয়ে যাবার পরে আগুন হ্রাস পেতে পেতে নির্বাপিত হয়ে যায়।

শ্রীল মধ্বাচার্য কতকগুলি বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে উদ্ধৃতি সহকারে দেখিয়েছেন যে, মায়ামোহ ঠিক ডাকিনীর মতোই সদাসর্বদা বদ্ধ জীবগণকে আক্রমণ করে চলেছে। জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মধ্যে যা কিছু প্রয়োজন হয়, বদ্ধ জীবগণকে মায়া তা সবই এনে দেয়, কিন্তু ঐ সমস্ত কিছুই ঠিক আগুনের মতো হৃদয় দগ্ধ ও ভস্মীভূত করতে থাকে। সুতরাং, প্রত্যেকেরই বোঝা উচিত যে, জড় জগৎ এমন এক নারকীয় স্থান যেখানে কোনও কিছুতেই মানুষ স্থায়ী ফল লাভ করতে

পারে না। বহির্জগতে আমরা বহু জিনিসের অভিজ্ঞতা অর্জন করি, এবং অন্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকি এবং ভবিষ্যতের কার্যক্রম নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করি। এইভাবেই অন্তরে এবং বাইরে আমরা অজ্ঞতার শিকার হয়ে পড়ি। যথার্থ জ্ঞান আসে বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে, অর্থাৎ যাকে আমরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই শুদ্ধ জ্ঞানের গ্রন্থ রূপ মনে করে থাকি। যদি আমরা ভগবানের পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠি, তা হলে আনন্দ সুখের কোনই অভাব ঘটবে না, কারণ ভগবানই সকল আনন্দের উৎস, এবং তাঁরই ভক্তবৃন্দ সেই সুখসাগরে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন।

শ্লোক ১৪-১৬

অথৈষাং কর্মকর্তৃণাং ভোক্তৄণাং সুখদুঃখয়োঃ ।
নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্ ॥ ১৪ ॥
মন্যসে সর্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা ।
তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ ॥ ১৫ ॥
এবমপ্যঙ্গ সর্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ ।
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োঽসকৃৎ ॥ ১৬ ॥

অথ—এইভাবে; **এষাম্**—সেইগুলির; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **কর্তৃণাম্**—কর্মীদের; **ভোক্তৄণাম্**—উপভোগকারীদের; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের; **নানাত্বম্**—বৈচিত্র্য; **অথ**—তা ছাড়া; **নিত্যত্বম্**—নিত্যকালের স্থিতি; **লোক**—জড়জাগতিক পৃথিবীর; **কাল**—জড়জাগতিক সময়; **আগম**—সকাম কর্মের অনুমোদনকারী বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার; **আত্মনাম্**—এবং নিজে; **মন্যসে**—যদি তুমি মনে করো; **সর্ব**—সবকিছুর; **ভাবানাম্**—জড় বস্তুসামগ্রীর; **সংস্থা**—প্রকৃত পরিস্থিতি; **হি**—অবশ্যই; **ঔৎপত্তিকী**—মূল; **যথা**—যেভাবে; **তৎ তৎ**—সকল বিভিন্ন বিষয়াদির; **আকৃতি**—যেগুলি আকৃতির; **ভেদেন**—পার্থক্যের দ্বারা; **জায়তে**—জন্ম নেয়; **ভিদ্যতে**—এবং পরিবর্তিত হয়; **চ**—এবং; **ধীঃ**—বুদ্ধি বা জ্ঞান; **এবম্**—এইভাবে; **অপি**—যদিও; **অঙ্গ**—হে উদ্ধব; **সর্বেষাম্**—সব কিছুর; **দেহিনাম্**—দেহ বিশিষ্ট সত্তা; **দেহ-যোগতঃ**—জড় দেহের সংস্পর্শে; **কাল**—সময়ের; **অবয়বতঃ**—অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা; **সন্তি**—থাকে; **ভাবাঃ**—অস্তিত্ব; **জন্ম**—জন্ম; **আদয়ঃ**—এবং অন্য কিছু; **অসকৃৎ**—নিত্য।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, এইভাবেই তোমার কাছে আমি শুদ্ধ জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছি। অবশ্য কিছু দার্শনিক আছেন, যাঁরা আমার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা বলে থাকেন যে, সকাম কাজকর্মে নিয়োজিত থাকাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং তারা জীবকে তার নিজের কর্ম থেকে উপলব্ধ সুখ ও দুঃখের ভোক্তা বলে মনে করে থাকেন। এই জড়জাগতিক দর্শন অনুসারে, পৃথিবী, সময়, দিব্য শাস্ত্রাদি এবং আত্মা সবই বৈচিত্র্যময় এবং নিত্যস্থিত সত্তা, যেগুলি অবিরাম পরিবর্তনের ধারায় অব্যাহত থাকে। তা ছাড়া, জ্ঞান কখনই একমাত্র বিষয় কিংবা নিত্যস্থিত হতে পারে না, কারণ তা বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বিষয়বস্তু থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে; তাই জ্ঞান মাত্রই নিত্য পরিবর্তন সাপেক্ষ হয়। যদিও তুমি এই ধরনের দার্শনিক মতবাদ স্বীকার কর, হে উদ্ধব, তা হলেও নিত্যকালের জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি থাকবেই, যেহেতু কালের প্রভাব মতো জড় দেহ অবশ্যই সকল জীবকে স্বীকার করতেই হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিম্নরূপ কথাগুলি উদ্ধবকে বলছেন। "হে উদ্ধব, আমি এই মাত্র যে উপদেশ তোমাকে দিয়েছি, তার মধ্যে জীবের যথার্থ লক্ষ্যের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অবশ্য কিছু লোক, বিশেষ করে জৈমিনি কবির অনুগামীরা, আমার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে থাকে। যদি তুমি তাদের উপলব্ধির প্রতি অনুকূল অভিমত পোষণ কর এবং আমার উপদেশগুলি স্বীকার না কর, তা হলে যা ব্যাখ্যা করছি, তা মন দিয়ে শোন।

"জৈমিনির অনুগামীদের মতে, জীব মূলত এবং স্বভাবত সকাম ক্রিয়াকর্মের অনুসারী হয়, এবং তার নিজের কাজকর্মের ফল থেকে তার সুখ ও দুঃখ সে আহরণ করে। যে জগতের মাঝে জীবগণ তাদের আনন্দ সুখ উপভোগ করে, যে সময়ের মধ্যে তারা উপভোগ করে, যে সমস্ত দিব্য শাস্ত্রাদি আনন্দ সুখ আহরণের ব্যাখ্যা প্রদান করে, এবং যে সূক্ষ্ম ক্ষণভঙ্গুর শরীরের মাধ্যমে জীবগণ সুখভোগ করে, তা সবই বহু বিচিত্র রূপে বিরাজমান রয়েছে এবং শুধু তাই নয়, সেগুলি নিত্যকাল বিরাজ করছে।

"বিভিন্ন জড়জাগতিক বস্তুর অস্থায়িত্ব লক্ষ্য করে, এবং বিভিন্ন ঘটনাদি, পরিস্থিতি, সবই মায়াময় মনে করে, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবৃত্তি থেকে জীবের অনাসক্তি সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নেই। ঐ ধরনের জড়জাগতিক

দর্শনচিন্তা অনুসারে, পুষ্পমাল্য, চন্দন বা সুন্দরী রমণী বিশেষ রূপের মাঝে অনিত্য অস্থায়ী বটে, কিন্তু সৃষ্টি এবং বিনাশের স্বাভাবিক ধারার মাঝে সেইগুলি নিত্য বিরাজমান রয়েছে। অন্য ভাষায়, কোনও বিশেষ রমণীর রূপ অস্থায়ী হতে পারে, তবু জড় জগতের মধ্যে সুন্দরী রমণী চিরকালই থাকবে। এইভাবে, ধর্মশাস্ত্রাদি অনুসারে সযত্নে সকাম যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, মানুষ সারা জীবন ধরে রমণী এবং ঐশ্বর্যের সুখ সান্নিধ্যে অতিবাহিত করতেই পারে। এইভাবেই মানুষের ইন্দ্রিয় উপভোগ অনন্তকাল চলতে পারে।

"জৈমিনি দার্শনিকেরা আরও বলেন যে, এমন কোনও সময় ছিল না, যখন এই পৃথিবী আজ যেভাবে রয়েছে, সেইভাবে তার অস্তিত্ব ছিল না, যা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই পৃথিবী সৃষ্টির জন্য কোনও পরম নিয়ন্তা নেই। তারা দাবি করে যে, এই পৃথিবীর ব্যবস্থা সবই বাস্তব এবং যথাযথ হয়েছে এবং তাই মায়াময় নয়। তা ছাড়া, তারা বলে যে, আত্মার আদি অকৃত্রিম নিত্যরূপ সম্পর্কে কোনই চিরন্তন জ্ঞান নেই। বস্তুত, তারা বলে, পরম তত্ত্ব থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, তা সৃষ্টি হয় জড়জাগতিক বস্তুগুলির পার্থক্য থেকে। জ্ঞান সেইজন্যই নিত্য সত্য নয় এবং তা পরিবর্তনসাপেক্ষ। এই ভাবধারায় অন্তর্নিহিত ধারণা এই যে, একমাত্র অদ্বিতীয় অপরিবর্তনশীল বাস্তব সত্যের নিত্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী কোনও চিন্ময় আত্মা বলে কিছুই নেই! বরং, চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকৃতিই নিত্য পরিবর্তনশীল। অবশ্য তারা বলে যে, চেতনার নিত্য নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ফলে নিত্য তত্ত্বের বিরোধিতা করা হয় না। চেতনা নিত্য বিরাজমান রয়েছে, এই তত্ত্ব তারা স্বীকার করলেও তারা বলে যে, চেতনা একই রূপ নিয়ে বিরাজ করে না।

"এইভাবে, জৈমিনি অনুগামীরা সিদ্ধান্ত করে যে, জ্ঞানের নিত্য পরিবর্তনশীলতার ফলে তার চিরন্তন নিত্যতা অস্বীকার করা হয় না; বরং তারা বলে যে, জ্ঞানের পরিবর্তনশীলতার নিত্য নৈমিত্তিক প্রকৃতির মধ্যেই জ্ঞান নিত্য বিরাজমান রয়েছে। এইভাবে তারা স্বভাবতই নিরাসক্তির পন্থার চেয়ে বিধিবদ্ধ ইন্দ্রিয়ভোগের পথেই অগ্রসর হয়েছে, কারণ মুক্তির অবস্থায়, জীবের কোনও প্রকার জাগতিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি থাকবে না, এবং তাই জড়জাগতিক উপলব্ধির কোনও পরিবর্তনও সম্ভব হবে না। ঐ ধরনের দার্শনিকেরা মনে করে যে, মুক্তিলাভের পরে যে স্থিতাবস্থা বিরাজ করতে থাকবে, তার ফলে জীবের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ বা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে এবং তার ফলে সেটি তার স্বার্থরক্ষার অনুকূল হবে না। নিবৃত্তির পন্থা (জড় জগতের প্রতি অনাসক্তি এবং উত্তরণের মনোভাব) স্বভাবতই ঐ ধরনের জড়বাদী দার্শনিকদের কাছে মনঃপূত হয় না। নিছক তর্কের খাতিরেও যদি ঐ ধরনের

জড়জাগতিক দর্শনতত্ত্ব স্বীকার করা হয়, তা হলে মানুষ অনায়াসে উপস্থাপন করতে পারে যে, বিধিবদ্ধ ইন্দ্রিয় উপভোগের পন্থার মাধ্যমে জীবগণের আচরণে বহু অবাঞ্ছিত এবং শোচনীয় পরিণাম ঘটতে থাকে। সুতরাং জড়জাগতিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতেও অনাসক্তি বাঞ্ছনীয়। জড়জাগতিক সময় নানাভাবে দিন, সপ্তাহ, মাস এবং বছরে বিভক্ত করা আছে এবং জড়জাগতিক কালের হিসাবেই জীবকে বারংবার জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতেই হয়। ঐ ধরনের বাস্তব দুঃখদুর্দশা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই সংঘটিত হয়, তা সর্বজনবিদিত।" এইভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়জাগতিক দর্শন তত্ত্বের ভ্রান্তি উদ্ধবের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

আমরা এই বিষয়ে আরও বিশদভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, জৈমিনি এবং তার অগণিত আধুনিক অনুগামীদের নাস্তিক দর্শনতত্ত্ব যদি মানুষ অযথা স্বীকার করে, তা হলে জীবগণকে অনন্তকাল জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির যন্ত্রণার আবদ্ধ হয়ে থাকতেই হবে। এই অর্থহীন ভ্রান্ত নাস্তিক দর্শনতত্ত্ব জীবনের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য স্বরূপ জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগের উৎসাহ প্রদান করে থাকে কিন্তু বিধিবদ্ধ ইন্দ্রিয় উপভোগের পন্থা অবলম্বনের ফলে জীব অবশ্যম্ভাবীরূপে বিভ্রান্তির কবলায়িত হবে এবং তার পরিণামে নরকগামী হবে। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই বিষয়ে উদ্ধবকে বলেছেন যে, এই জড়জাগতিক দর্শনতত্ত্ব ভ্রান্ত এবং জীবের যথার্থ স্বার্থ রক্ষার প্রতিকূল।

শ্লোক ১৭

তত্রাপি কর্মণাং কর্তুরস্বাতন্ত্র্যং চ লক্ষ্যতে।
ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কো ন্বর্থো বিবশং ভজেৎ ॥ ১৭ ॥

তত্র—সুখলাভের সামর্থ্য বিষয়ে; **অপি**—আরও; **কর্মণাম্**—সকাম ক্রিয়াকর্মের; **কর্তুঃ**—কর্মীর; **অস্বাতন্ত্র্যম্**—স্বাতন্ত্র্যের অভাব; **চ**—আরও; **লক্ষ্যতে**—স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়; **ভোক্তুঃ**—যে ভোগের চেষ্টা করছে; **চ**—আরও; **দুঃখ-সুখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখ; **কঃ**—কি; **নু**—অবশ্য; **অর্থঃ**—মূল্য; **বিবশম্**—যে অনিয়ন্ত্রিত; **ভজেৎ**—সিদ্ধান্ত হতে পারে।

অনুবাদ

যদিও সকাম কর্মী অনন্ত সুখের বাসনা করে, তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায় যে, জড়জাগতিক কর্মীরা প্রায় অসুখী হয়ে থাকে এবং কেবল মাঝে মাঝেই সন্তোষলাভ করে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে তারা

স্বাধীন স্বতন্ত্র নয় কিংবা পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করতেও অক্ষম। যখন কোনও মানুষ অন্য কারও প্রভুত্বময় নিয়ন্ত্রণে সর্বদা চলতে থাকে, তবে সে কেমন ভাবে তার নিজের সকাম ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে কোনও মূল্যবান সুফল আশা করতে পারে?

তাৎপর্য

যদিও জড়বাদী মানুষেরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রত্যাখ্যান করে এবং তার পরিবর্তে অস্থায়ী ইন্দ্রিয় উপভোগের পন্থা অবলম্বন করে, তা সত্ত্বেও ভোগ উপভোগ তাদের আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। যদি মানুষ বাস্তবিকই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, তা হলে সে নিজের সমস্যা নিজেই সৃষ্টি করবে কেন? কোনও বুদ্ধিমান মানুষই তার নিজের জীবনে কিংবা প্রিয়জনদের জীবনে মৃত্যু, জরা কিংবা ব্যাধির প্রভাব স্বীকার করতে চায় না। মানুষকে তাই বুঝতে হবে যে, এই সব অবাঞ্ছিত দুঃখ দুর্দশা উচ্চতর কোনও শক্তির প্রভাবে মানুষের জীবনে নেমে আসে। যেহেতু আমরা সকলেই স্পষ্টতই পরম শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছি, তাই মানুষকে শুধুমাত্র সকাম ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত হতে এবং সুখী জীবন সৃষ্টি করতে পরামর্শ দেয় যে নাস্তিক দর্শনতত্ত্ব, তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ ভাবধারা মাত্র।

কালের প্রভাবে সুখ এবং দুঃখ সৃষ্টি হয়। যখন নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়, তখন তার পতি, আত্মীয় পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা সাগ্রহে সন্তান জন্মের প্রতীক্ষায় থাকে। সময় হলে শিশুর জন্ম হওয়ার পরে, প্রত্যেকেই বিপুল সুখ অনুভব করে। কিন্তু শিশু যেমন বড় হয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং অবশেষে তার মৃত্যু হয়, সেইভাবেই কালক্রমে দুঃখের সৃষ্টি হয়। অজ্ঞ মানুষেরা বৃথাই বিজ্ঞানিদের কাছে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করতে থাকে, কারণ ঐ সব বিজ্ঞানীরা প্রচণ্ডভাবে এবং বৃথা চেষ্টায় তাদের গবেষণাগারগুলিতে কাজ করতে থাকে মৃত্যু নিবারণ করার উদ্দেশ্যে। আধুনিক কালে, আবিষ্কারের ফলে জীবনের নানা অসুবিধা দূর করার পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে, সেই সমস্ত সুবিধাজন পন্থাগুলি রক্ষণাবেক্ষণ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে দুর্বিষহ অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে, তা সুপ্রমাণিত হয়েছে। একমাত্র অতিশয় নির্বোধ মানুষই বলবে যে, কোনও পরম নিয়ন্তা নেই এবং জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের সুদক্ষ সুচারু সমাধা করতে পারলেই মানুষ শুভফল অর্জন করতে পারে। পরিণামে সমস্ত জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মই অহেতুক, কারণ সেগুলির ফললাভ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েই থাকে। যদি কেউ গাড়ি চালায় কিন্তু নিয়ন্ত্রণক্ষমতা তার সামান্য তাহলে অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয় এবং অবশ্যই দুর্ঘটনা ঘটবে। তেমনই, জড়জাগতিক দেহটিকে সুখশান্তি উপভোগের দিকে চালিত করতে আমরা যদিও চেষ্টা করে চলেছি, তবু দেহের দাবিদাওয়াগুলি

পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আমরা অক্ষম, এবং তাই বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩) বলা হয়েছে—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥

"হে পরন্তপ, যে সমস্ত জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা এই পরম ধর্মরূপ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে এই জড় জগতে জন্ম মৃত্যুর আর্বতে পতিত হয়।" যদি কোন মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত না হয়, তবে তার কাজকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল হয় নিতান্তই *মৃত্যুসংসার*—জন্ম এবং মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি মাত্র।

শ্লোক ১৮

ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে বিদুষামপি ।
তথা চ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরম্ ॥ ১৮ ॥

ন—না; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবের; **সুখম্**—সুখ; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **বিদ্যতে**—আছে; **বিদুষাম্**—যারা বুদ্ধিমান তাদের; **অপি**—ও; **তথা**—সেইভাবে; **চ**—ও; **দুঃখম্**—দুঃখ; **মূঢ়ানাম্**—মহা মূর্খদের; **বৃথা**—বৃথা; **অহঙ্করণম্**—মিথ্যা অহমিকা; **পরম্**—একমাত্র কিংবা সম্পূর্ণভাবে।

অনুবাদ

জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক সময়ে বুদ্ধিমান মানুষও সুখী হয় না। তেমনই, কখনও এক মহামূর্খও সুখী হয়। জড়জাগতিক কাজকর্ম সম্পাদনের দক্ষতার মাধ্যমেই সুখী হয়ে ওঠার ধারণা নিতান্তই মিথ্যা অহমিকার অনর্থক অভিপ্রকাশ মাত্র।

তাৎপর্য

যুক্তিসহকারে বলা যেতে পারে যে, জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে ধর্মকর্ম সাধনের দক্ষতার মাধ্যমে বুদ্ধিমান মানুষ কখনই দুঃখভোগের মাঝে কষ্ট পায় না, যেহেতু পাপকর্মের ফলেই দুঃখ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য, আমরা প্রায়ই ধর্মপ্রাণ, বুদ্ধিমান মানুষদেরও মধ্যে বিপুল দুঃখকষ্টের ঘটনা লক্ষ্য করে থাকি, কারণ তারা তাদের কর্তব্য সাধনে কখনও ব্যর্থ হয় এবং কখনও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিষিদ্ধকর্ম সম্পন্ন করে থাকে। এই যুক্তিতে ভগবান এমন মতবাদ খণ্ডন করতে চান যে, মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন না করলেও শুধুমাত্র জড়জাগতিক ধর্মপ্রাণতার শুভফল স্বরূপ চিরন্তন সুখ উপভোগ করতে পারে।

বস্তুত আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অতি নির্বোধ কিংবা পাপী হলেও মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সুখ উপভোগ করতে থাকে, কারণ যারা সম্পূর্ণভাবে পাপকর্মেই জীবন ভরিয়ে রেখেছে, তারাও ঘটনাক্রমে কোনসময়ে অন্য মনস্কভাবেও পবিত্র তীর্থস্থানের মধ্য দিয়ে গমন করে কিংবা কোনও সাধু পুরুষকে সাহায্য করে থাকে। ভগবানের জড়জাগতিক সৃষ্টি বৈচিত্র্য এমনই জটিল ও বিভ্রান্তিকর যে, ধর্ম কর্মে আত্মস্থ মানুষও কখনও পাপ করে থাকে, এবং যারা পাপময় জীবনধারায় অভ্যস্ত, তারাও মাঝে মাঝে ধর্ম কর্ম সাধন করে থাকে। সুতরাং জড়জগতের মধ্যে একান্ত অবিচ্ছিন্ন সুখ কিংবা দুঃখ আমরা কোথাও লক্ষ্য করি না। বরং, প্রত্যেক বদ্ধ জীবই যথার্থ জ্ঞানের অভাবে বিভ্রান্তির মাঝে ভেসে চলেছে। পুণ্য এবং পাপ আপেক্ষিক জড়জাগতিক ধারণা, যা থেকে আপেক্ষিক সুখ এবং দুঃখ জাগে। একমাত্র পরিপূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন তথা ভগবৎ প্রেমের পারমার্থিক পর্যায়ে পরম সুখ উপভোগ করা চলে। তাই জড়জাগতিক জীবনধারা সদাসর্বদাই বিভ্রান্তিকর এবং আপেক্ষিক গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, অথচ কৃষ্ণভাবনামৃতই প্রকৃত সুখ।

শ্লোক ১৯

যদি প্রাপ্তিং বিঘাতং চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ ।
তেঽপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন প্রভবেদ্ যথা ॥ ১৯ ॥

যদি—যদি; **প্রাপ্তিম্**—ফলপ্রাপ্তি; **বিঘাতম্**—দূরীকরণ; **চ**—ও; **জানন্তি**—তারা জানে; **সুখ**—সুখের; **দুঃখয়োঃ**—এবং দুঃখের; **তে**—তারা; **অপি**—তবু; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **ন**—না; **বিদুঃ**—জানে; **যোগম্**—পদ্ধতি; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ন**—না; **প্রভবেৎ**—প্রভাব বিস্তার করবে; **যথা**—যেভাবে।

অনুবাদ

যদিও মানুষ জানে কিভাবে সুখ অর্জন করতে হয় এবং দুঃখ পরিহার করতে হয়, তবু তারা জানে না কোন পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্যু তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

তাৎপর্য

তথাকথিত জড়বাদী বুদ্ধিমানরা যদি সুখলাভের এবং দুঃখ বিনাশের পদ্ধতি জানে তা হলে অবধারিত মৃত্যু থেকে মানুষকে উদ্ধার করা তাদের উচিত। বিজ্ঞানীরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাজ করে চলেছে, কিন্তু যেহেতু তারা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে, তাই বোঝা গেছে যে, তারা বাস্তবিকই বুদ্ধিমান নয় এবং সুখলাভের ও দুঃখ মোচনের উপায় তারা জানে না। কারও মাথার উপরে খড়্গ

ঝুলতে থাকলে সে সুখবোধ করতে পারে, তা চিন্তা করাই একান্ত নির্বুদ্ধিতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—"আমি স্বয়ং তোমার সামনে মৃত্যুরূপে উপস্থিত হয়ে সব কিছু নিয়ে যাই।" জড়জাগতিক জীবনের এই বিপর্যয়ের ব্যাপারটি অন্ধের মতো অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়, বরং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে যে অহৈতুকী কৃপা অকাতরে বিতরণ করেছেন, তা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। ভগবানের পবিত্র নাম জপ কীর্তনের মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন সুখলাভের যথার্থ উপায় দেখিয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তাঁরই শ্রীচরণকমলে আমাদের আত্মনিবেদন করা কর্তব্য। ভগবানের তাই অভিলাষ এবং আমাদের নিজেদেরই স্বার্থে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা আমাদের উচিত।

শ্লোক ২০

কো স্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে ।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ ॥ ২০ ॥

কঃ—কি; **নু**—অবশ্যই; **অর্থ**—জড়জাগতিক বস্তু; **সুখয়তি**—সুখ প্রদান করে; **এনম্**—কোনও মানুষকে; **কামঃ**—জড়জাগতিক সামগ্রী থেকে লব্ধ ইন্দ্রিয় উপভোগ; **বা**—কিংবা; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **অন্তিকে**—নিকটে দণ্ডায়মান; **আঘাতম্**—মৃত্যুদণ্ডের স্থানে; **নীয়মানস্য**—যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; **বধ্যস্য**—যাকে বধ করা হবে; **ইব**—মতো; **ন**—মোটেই নয়; **তুষ্টি-দঃ**—তৃপ্তি প্রদান করে।

অনুবাদ

মৃত্যু কখনই সুখকর নয়, এবং যেহেতু প্রত্যেক মানুষকেই ঠিক যেন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মতোই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাই জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলি থেকে যা সুখতৃপ্তি ভোগ করা যেতে পারে, তা থেকে কতখানি সুখই বা মানুষ পেতে পারে?

তাৎপর্য

সারা জগতে প্রথা আছে যে, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মানুষকে পরম উপাদেয় শেষ খাবার খেতে দেওয়া হয়ে থাকে। মৃত্যুদণ্ডভোগী মানুষটির কাছে অবশ্য সেই ধরনের ভোজ নিতান্তই তার অবধারিত আসন্ন মৃত্যুর বার্তা বহন করেই আনে এবং সেই জন্যই সেই ভোজ তার কাছে মোটেই উপভোগ্য মনে হয় না। তেমনই কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষেই জড়জাগতিক জীবনে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব হয় না, কারণ মৃত্যু নিকটেই থাকে এবং যে কোনও মুহূর্তে তা আঘাত হানতে পারে। যদি কেউ বসবার ঘরের কাছেই একটি সাপকে নিয়ে বসে থাকে এবং বুঝতে পারে যে, ঐ

সাপটি যে কোনও মুহূর্তে তার বিষাক্ত ফণা তার দেহে বিদ্ধ করতে পারে, তা হলে কেমন ভাবে শান্তিতে সে ঐ ঘরে বসে বসে দূরদর্শন উপভোগ কিংবা গ্রন্থপাঠ করতে পারবে? তেমনই নিতান্ত উন্মাদ গ্রস্ত না হলে, কেউই জড়জাগতিক জীবনে উৎসাহিত হতে কিংবা শান্তিপূর্ণ হয়ে থাকতে পারে না। অবধারিত মৃত্যুর কথা চিন্তা করার মাধ্যমে জ্ঞানের উন্মেষ হলে, মানুষ পারমার্থিক জীবনে সুস্থির হতে উৎসাহ বোধ করে।

শ্লোক ২১

শ্রুতং চ দৃষ্টবদ্ দুষ্টং স্পর্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ ।
বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলম্ ॥ ২১ ॥

শ্রুতম্—জড়জাগতিক সুখের কথা যা শোনা যায়; **চ**—ও; **দৃষ্টবৎ**—আমরা ইতিপূর্বে যা দেখেছি, তারই মতো; **দুষ্টম্**—কলুষিত; **স্পর্ধা**—ঈর্ষাবশে; **অসূয়া**—শত্রুতা; **অত্যয়**—মৃত্যুর দ্বারা; **ব্যয়ৈঃ**—এবং ক্ষয়ের দ্বারা; **বহু**—অনেক; **অন্তরায়**—বাধা বিপত্তি; **কামত্বাৎ**—ঐ ধরনের বৈশিষ্ট্যাদিসহ সুখ মেনে নেওয়া; **কৃষি-বৎ**—কৃষিকার্যের মতো; **চ**—ও; **অপি**—এমন কি; **নিষ্ফলম্**—ফলহীন।

অনুবাদ

যে জড়জাগতিক সুখের কথা শোনা যায়, যেমন, স্বর্গলোকে সুখভোগ, তা সবই আমরা যে সকল জড়জাগতিক সুখের পরিচয় পেয়েছি, তারই মতো। সবই ঈর্ষা, দ্বেষ, জরা এবং মৃত্যুর দ্বারা কলুষিত। অতএব তেমনই শস্য আহরণ করাও বৃথা হয়, যদি শস্যের ব্যাধি, কীটের আক্রমণ কিংবা অনাবৃষ্টির মতো বহু সমস্যা থাকে, আর সেই রকমই পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গলোকে যেখানেই হোক, অগণিত বাধাবিপত্তির কারণেই সর্বদাই কোনওখানেই জড়জাগতিক সুখ আহরণের চেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"সাধারণত, বিশেষ কোনও বাধাবিপত্তি না থাকলে, কৃষিকার্যের প্রচেষ্টায় ফল লাভ করা যায়। অবশ্য যদি বীজের মধ্যেই কোনও দোষ থাকে, কিংবা জমির মাটি খুব বেশি নোনা কিংবা অনুর্বর হয়, অথবা যদি অনাবৃষ্টি, মড়ক, অতিবৃষ্টি কিংবা খরাজনিত অত্যধিক উত্তাপ সৃষ্টি হয়, কিংবা যদি পশুপাখি বা কীটপতঙ্গের উপদ্রব থাকে, তাহলে কৃষিকাজের আশানুরূপ ফসল লাভ হয় না। তেমনই জড়জাগতিক পৃথিবীর সব কিছু বিশ্লেষণে অভিজ্ঞব্যক্তিরা লক্ষ্য করেছেন যে, বৈদিক শাস্ত্রাদিতে

স্বর্গীয় পরিবেশের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা সবই মূলত পৃথিবীর জীবনধারা থেকে পৃথক্ নয়। বদ্ধ জীবগণের মধ্যে মেলামেশার ফলে অবধারিতভাবে ঈর্ষা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবেই, যেহেতু একজন শ্রেষ্ঠতার শিখরে উন্নীত হয়ে মর্যাদাসম্পন্ন হলে এবং অন্যজন হীনমন্য হলে, এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েই থাকে। কালের প্রভাবে এই সকল মর্যাদা বিপরীতমুখী হয়ে যায়, এবং তার ফলে স্বর্গলোকেও হিংসা দ্বন্দ্ব ও জটিল মনোভাবের সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনধারা বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। বাস্তবিকই, স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার প্রচেষ্টাই নানা সমস্যা ও জটিলতায় পরিপূর্ণ। সুতরাং মানুষের বোঝা উচিত যে, ভগবানের রাজ্য শ্রীবৈকুণ্ঠধাম এই পৃথিবীর জড়জাগতিক প্রকৃতিগত বিধিনিয়মাদির সীমাবদ্ধতা এবং বিভ্রাটগুলি থেকে অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত। যদি কেউ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করে যে, ঐ ধরনের ত্রুটিগুলি ভগবদ্ধামেও আছে, তা হলে জড়জাগতিক কলুষতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।"

শ্লোক ২২

অন্তরায়ৈরবিহিতো যদি ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ ।
তেনাপি নির্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু ॥ ২২ ॥

অন্তরায়ৈঃ—বাধা বিঘ্নের অন্তরায়ের দ্বারা; **অবিহিতঃ**—আক্রান্ত নয়; **যদি**—যদি; **ধর্মঃ**—বৈদিক অনুশাসনাদির মতো বিধিবদ্ধ কর্তব্যাদি পালন; **স্ব-অনুষ্ঠিতঃ**—সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত; **তেন**—তার দ্বারা; **অপি**—এমনকি; **নির্জিতম্**—সম্পন্ন; **স্থানম্**—মর্যাদা; **যথা**—যেভাবে; **গচ্ছতি**—বিনষ্ট হয়; **তৎ**—তা; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

যদি কেউ বৈদিক অনুশাসনাদি মতো বিধিবদ্ধ ভাবে যাগযজ্ঞাদি পালন করে, তা হলে পরজন্মে তার স্বর্গসুখ লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু এমন সুফল লাভ সত্ত্বেও, সকাম যাগযজ্ঞাদি সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হলেও, কালের প্রভাবে তা সবই বিলীন হয়ে যায়। এই বিষয়ে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

গচ্ছতি শব্দটির অর্থ 'চলে যায়'। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ*—জড়জাগতিক সকল প্রকার অভিজ্ঞতাই, ভাল হোক বা মন্দ হোক, আসে এবং চলে যায়। সুতরাং *গচ্ছতি* শব্দতি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সযত্নে অনুষ্ঠিত সকাম যাগযজ্ঞাদির ফল অন্তর্হিত হয়ে যায়। যে কোনও জড়জাগতিক পরিস্থিতি, তা অতি মন্দ বা অতি ভাল যাই হোক, অসম্পূর্ণ হয়েই থাকে। এই জন্যই শুধুমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টা করাই উচিত।

শ্লোক ২৩

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্ ॥ ২৩ ॥

ইষ্ট্বা—আরাধনা করা হলে; **ইহ**—এই জগতে; **দেবতাঃ**—দেবতাগণ; **যজ্ঞৈঃ**—যাগযজ্ঞের মাধ্যমে; **স্বঃ-লোকম্**—স্বর্গলোকে; **যাতি**—যায়; **যাজ্ঞিকঃ**—যজ্ঞকর্তা; **ভুঞ্জীত**—ভোগ করতে পারে; **দেব-বৎ**—দেবতার মতো; **তত্র**—সেখানে; **ভোগান্**—সুখভোগ; **দিব্যান্**—স্বর্গীয়; **নিজ**—স্বয়ং; **অর্জিতান্**—অর্জন করে।

অনুবাদ

যদি কেউ এই পৃথিবীতে দেবতাদের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তা হলে স্বর্গলোকে গমন করে, সেখানে, দেবতাদের মতোই, তার যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত স্বর্গসুখ ভোগের সৌভাগ্য উপভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ২৪

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে ।
গন্ধর্বৈর্বিহরন্ মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেষধৃক্ ॥ ২৪ ॥

স্ব—তার নিজের; **পুণ্য**—পুণ্যকর্মের ফলে; **উপচিতে**—সঞ্চিত; **শুভ্রে**—সমুজ্জ্বল; **বিমানে**—আকাশযানে; **উপগীয়তে**—সঙ্গীতের দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে; **গন্ধর্বৈঃ**—স্বর্গলোকের গন্ধর্বগণের দ্বারা; **বিহরন্**—জীবন উপভোগের মাধ্যমে; **মধ্যে**—মাঝে; **দেবীনাম্**—স্বর্গলোকের দেবীগণের; **হৃদ্য**—মনোরম; **বেষ**—পোশাক; **ধৃক্**—পরিধান করে।

অনুবাদ

স্বর্গলোক লাভ করবার পরে, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা পৃথিবীতে তার পুণ্য কর্মের ফলে প্রাপ্ত সমুজ্জ্বল বিমানে ভ্রমণ করতে থাকে। গন্ধর্বগণের দ্বারা বাদ্য গীতের মাধ্যমে অভ্যর্থিত হয়ে, এবং মনোরম বেশভূষা পরিধান করে, সে স্বর্গের দেবীগণ পরিবৃত হয়ে জীবন সুখ উপভোগ করতে থাকে।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা ।
ক্রীড়ন্ ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥

স্ত্রীভিঃ—স্বর্গীয় স্ত্রীলোকদের সাথে; **কাম-গ**—যথেচ্ছ ভ্রমণে; **যানেন**—ঐ ধরনের বিমানে; **কিঙ্কিণী-জাল-মালিনা**—ঘণ্টা-মালায় শোভিত হয়ে; **ক্রীড়ন্**—সুসময়ে অতিবাহিত; **ন**—না; **বেদ**—চিন্তা করে; **আত্ম**—নিজের কথা; **পাতম্**—পতিত হয়; **সুর**—দেবতাদের; **আক্রীড়েষু**—প্রমোদ-কাননগুলিতে; **নির্বৃতঃ**—আহ্লাদিত, বিশ্রামরত এবং সুখী হয়ে।

অনুবাদ

যজ্ঞফলের ভোক্তা ঘন্টা মালায় সুশোভিত স্বইচ্ছায় গমনরত বিমানে স্বর্গের নারীগণের সাথে প্রমোদ কাননগুলিতে আহ্লাদিত, বিশ্রামরত এবং মহাসুখে অতিবাহিত করার সময়ে, তারা বিবেচনা করেনা যে, তার পুণ্যফল সে ব্যয় করে ফেলছে এবং অনতিবিলম্বে জড় জগতে সে অধঃপতিত হবে।

শ্লোক ২৬

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে ।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ২৬ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ; **সঃ**—সে; **মোদতে**—জীবন উপভোগ করে; **স্বর্গে**—স্বর্গলোকে; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **পুণ্যম্**—তার পুণ্যফলে; **সমাপ্যতে**—সমাপ্ত হয়; **ক্ষীণ**—নিঃশেষিত হয়; **পুণ্যঃ**—তার পুণ্যকর্ম; **পততি**—সে অধঃপতিত হয়; **অর্বাক্**—স্বর্গ থেকে নিচে; **অনিচ্ছন্**—পতনে অনিচ্ছুক; **কাল**—কালক্রমে; **চালিতঃ**—চালিত হয়ে।

অনুবাদ

যজ্ঞকর্তার পুণ্যফল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, স্বর্গলোকে সে জীবন উপভোগ করতে থাকে। অবশ্য যখন পুণ্যফল ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন সে স্বর্গের প্রমোদ কাননগুলি থেকে অধঃপতিত হয়, এবং অনন্ত কালের প্রভাবে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে পরিচালিত হতে হয়।

শ্লোক ২৭-২৯

যদ্যধর্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ ॥ ২৭ ॥
পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্ ।
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ ॥ ২৮ ॥
কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্যধর্মিণঃ ॥ ২৯ ॥

যদি—যদি; **অধর্ম**—ধর্মহীন কাজে; **রতঃ**—নিয়োজিত; **সঙ্গাৎ**—সঙ্গদোষে; **সতাম্**—জড়জাগতিক মানুষদের সাথে; **বা**—কিংবা; **অজিত**—জয় করতে না পারার ফলে; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়াদি; **কাম**—জড়জাগতিক কামেচ্ছা; **আত্মা**—ভোগের জন্য বেঁচে থাকা; **কৃপণঃ**—কৃপণের মতো; **লুব্ধঃ**—লোভী; **স্ত্রৈণঃ**—নারীলোভী; **ভূত**—অন্যান্য জীবগণের বিরুদ্ধে; **বিহিংসকঃ**—হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে; **পশূন্**—পশুগণ; **অবিধিনা**—বৈদিক অনুশাসন বিরোধী; **আলভ্য**—হত্যা করে; **প্রেত-ভূত**—ভূতপ্রেতগণ; **গণান্**—দলগুলি; **যজন্**—পূজা করে; **নরকান্**—নরকের দিকে; **অবশঃ**—কর্মফলের প্রভাবে অসহায়ভাবে; **জন্তুঃ**—জীব; **গত্বা**—গিয়ে; **যাতি**—অভিমুখে; **উল্বণম্**—চরম; **তমঃ**—অন্ধকার; **কর্মাণি**—কাজকর্ম; **দুঃখ**—গভীর অশান্তি; **উদর্কাণি**—ভবিষ্যতে নিয়ে এসে; **কুর্বন্**—অনুষ্ঠান করে; **দেহেন**—সেই দেহটি দিয়ে; **তৈঃ**—সেই ধরনের কাজকর্মে; **পুনঃ**—আবার; **দেহম্**—জড় দেহ; **আভজতে**—গ্রহণ করে; **তত্র**—তার মধ্যে; **কিম্**—কি; **সুখম্**—সুখ; **মর্ত্য**—সর্বদা মৃত্যু অভিমুখী; **ধর্মিণঃ**—ক্রিয়াকর্মে অভ্যস্ত।

অনুবাদ

যদি কোনও মানুষ পাপময়, ধর্মবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, অসৎসঙ্গ কিংবা ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষমতার জন্য, তাহলে তাকে অবশ্যই জড়জাগতিক কামনা বাসনায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতে হয়। তার ফলে অন্য সকলের প্রতি তার আচরণ হয় অশালীন লোভময় এবং সর্বদাই নারীদেহ সম্ভোগে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। মন কলুষিত হলে মানুষ হিংসাত্মক এবং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে আর বৈদিক অনুশাসন ব্যতিরেকেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করে। ভূতপ্রেতাদির পূজা করার ফলে, বিভ্রান্ত মানুষ অনুমোদিত কাজকর্মে পটুত্বলাভ করে এবং তার ফলে তার নরকগতি হয়, যেখানে সে তমোগুণান্বিত জড়জাগতিক শরীর লাভ করে। তেমন নিম্নস্তরের শরীর নিয়ে সে দুর্ভাগ্যবশত অশুভ ক্রিয়াকর্ম সাধন করতে থাকে যার ফলে ভবিষ্যতের অশান্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং তাই সে আবার একটি অনুরূপ শরীর অর্জন করে। এই ধরনের যেসব কাজকর্মের মাধ্যমে অবধারিতভাবে মৃত্যুর মাঝে ইহজীবনে পর্যবসিত হবে, তার মধ্যে কি ধরনের সুখের আশা করা সম্ভব হতে পারে?

তাৎপর্য

সভ্যতার জীবনধারা বিশ্লেষণে বৈদিক ব্যাখ্যায় দুটি পথ রয়েছে। নিবৃত্তি মার্গের পথ যে স্বীকার করে, সে অচিরেই জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগ বর্জন করে এবং কৃচ্ছ্রতা সাধন ও ভগবদ্ভক্তিমূলক ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে তার জীবনধারা পরিশুদ্ধ

করে তোলে। প্রবৃত্তিমার্গের ধারায় মানুষ তার ইন্দ্রিয়াদির সন্তুষ্টির জন্য অবিরামভাবে উপাদান সরবরাহ করতে থাকে, কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়গুলিকে সে কঠোরভাবে বিধিবদ্ধ রীতি অনুসারে কাজে লাগায় এবং যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে থাকে, যাতে সেইভাবে অন্তর পরিশুদ্ধ করে তোলার মাধ্যমে জড়েন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত রাখা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই শ্লোকে এবং পূর্ববর্তী শ্লোকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেইভাবে প্রবৃত্তিমার্গের মাধ্যমে প্রবল শক্তি কাজে লাগিয়ে চলতে হয়, অবশ্য তার ফলে অনাসক্তি অভ্যাস সম্ভব হয় না, ফলে জীব অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং আরও বেশী ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে পূর্ণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সাধনের সুনিয়ন্ত্রিত, বিধিবদ্ধ, প্রামাণ্য উপায়গুলি বিবৃত হয়েছে, এবং এই শ্লোকগুলিতে অননুমোদিত, আসুরিক ইন্দ্রিয় উপভোগের কথা বলা হয়েছে।

এই শ্লোকগুলিতে, প্রথমেই *সঙ্গাৎ অসতান্ বাজিতেন্দ্রিয়ঃ* শব্দসমষ্টির দ্বারা অতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলা হয়েছে যে, অসৎ সঙ্গের ফলে মানুষ পাপময় জীবনে অধঃপতিত হতে পারে, কিংবা সৎ সঙ্গের ফলেও মানুষ তার ইন্দ্রিয়াদির নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। অবশ্যই প্রত্যেক জীবকে তার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে হবে। এই শ্লোকে *অধর্মরতঃ* শব্দটি তাদের বোঝায় যে, যারা অত্যধিক মৈথুনাচার, আমিষাহার, আসবপান এবং অন্যান্য অশুভ কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, যাতে মানব জীবনের সভ্যতার রীতিনীতি লঙ্ঘিত হয়। অজ্ঞানতার ফলে তমোগুণাশ্রিত হওয়ার ফলে, ঐসব মানুষ এমন নিষ্ঠুর মানসিকতা অর্জন করে যে, তারা যে কোনও উৎসবে অসহায় প্রাণীদের হত্যা করে প্রচুর পরিমাণে মাংস ভোজনের আয়োজন ছাড়া পরিতৃপ্ত হতে পারে না। তার পরিণামে, ঐ ধরনের লোকগুলি ভূতপ্রেতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে, এবং ঐ ভূতপ্রেতগুলির প্রভাবে ভাল এবং মন্দের পার্থক্য বিচার করতে পারার সকল ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলে। তাদের সকল রকম সৌজন্যবোধ হারিয়ে জড়জাগতিক জীবনধারার অন্ধকারময় পরিবেশে বিচরণের সবরকম যোগ্যতাই অর্জন করতে পারে। কখনও বা এই সমস্ত বাসনাময় লোভাতুর, নেশাগ্রস্ত মাংসভুক জীবগুলি নিজেদের পুণ্যবান মানুষ বলে মনে করার ফলে ভগবানের উদ্দেশ্যে অনর্থক অসংলগ্নভাবে প্রার্থনা জানাতে চেষ্টাও করে। অগণিত জড়জাগতিক কামনা বাসনায় জর্জরিত হয়ে, তারা কোনও রকম যথার্থ সুখ উপভোগ না করেই একটি জড়জাগতিক শরীর থেকে অন্য শরীরে পরিভ্রমণ করতেই থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর মন্তব্য করেছেন

যে, জড়জাগতিক জীবনধারা এমনই বিভ্রান্তিকর যে, কোনও জীবকে যদি এর মাঝে ব্রহ্মার একটি সম্পূর্ণ দিন প্রায় ৮,৬৪০,০০০,০০০ বছর, বসবাসের অধিকার দেওয়া হয়, তা হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুর ভয়ে ভীতগ্রস্ত হয়ে থাকতেই হবে। বাস্তবিকই ব্রহ্মা স্বয়ং মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে থাকেন, তাই ক্ষুদ্র মানবজীবের কথা আর কী বলার আছে, কারণ মানুষ বড় জোর সত্তর কিংবা আশী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তাই এখানে বলা হয়েছে, *কিং সুখং মর্ত্যধর্মিণঃ*—জড়জাগতিক মায়ামোহময় যাতনার কবলে কোন্ সুখ জীব আশা করতে পারে?

শ্লোক ৩০

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ ভয়ং কল্পজীবিনাম্ ।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্ধপরায়ুষঃ ॥ ৩০ ॥

লোকানাম্—সকল গ্রহলোকে; **লোক-পালানাম্**—এবং সকল লোকপালবর্গের অর্থাৎ দেবতাদের; **মৎ**—আমার; **ভয়ম্**—ভয় আছে; **কল্প-জীবিনাম্**—যারা এক কল্প, অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিন সময়ের জন্য জীবিত থাকেন; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **অপি**—এমন কি; **ভয়ম্**—ভয় আছে; **মত্তঃ**—আমার কাছ থেকে; **দ্বি-পরার্ধ**—দুই পরার্ধ, অর্থাৎ মোট ৩,১১০,৪০,০০,০০,০০,০০০ বছর; **পর**—পরম; **আয়ুষঃ**—আয়ুষ্কাল।

অনুবাদ

সমস্ত গ্রহলোকে স্বর্গ থেকে নরক পর্যন্ত, এবং সমস্ত মহান দেবতাগণ যাঁরা এক হাজার যুগকল্পকাল জীবিত থাকেন, তাঁদের মনে আমার মহাকাল সম্পর্কে বিলক্ষণ ভয়ভীতি রয়েছে। স্বয়ং ব্রহ্মাও যাঁর পরম আয়ুষ্কাল ৩,১১০,৪০,০০,০০,০০,০০০ বছর, তিনিও আমাকে ভয় করেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রের সর্বত্রই প্রামাণ্য বহু উল্লেখ আছে যে, মহান দেবতারাও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহাকাল শক্তিকে ভয় করে থাকেন। স্বর্গলোকগুলিতেও জড়জাগতিক দুঃখকষ্টের কোনও অব্যাহতি নেই। কোনও বদ্ধ জীবই অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে না, তা সুস্পষ্টভাবেই হিরণ্যকশিপু এবং অন্যান্য অসুরদের মৃত্যুর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। যেহেতু দেবতারাও পরমেশ্বর ভগবানের মহাকালের শক্তিকে ভয় করেন, তাহলে মানুষ অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব এবং সকলের আর সব কিছুরই পরম নিয়ন্তা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম আশ্রয়।

শ্লোক ৩১

গুণাঃ সৃজন্তি কর্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্ ।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্ক্তে কর্মফলান্যসৌ ॥ ৩১ ॥

গুণাঃ—জড়েন্দ্রিয়গুলি; **সৃজন্তি**—সৃষ্টি করে; **কর্মাণি**—পাপ ও পুণ্য কর্মাদি; **গুণঃ**—প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য; **অনুসৃজতে**—সক্রিয় হয়; **গুণান্**—জড়েন্দ্রিয়গুলি; **জীবঃ**—অনুপরিমাণ জীবসত্তা; **তু**—অবশ্য; **গুণঃ**—জড়েন্দ্রিয় অথবা প্রকৃতির জড়গুণাবলী; **সংযুক্তঃ**—পূর্ণভাবে নিয়োজিত; **ভুঙ্ক্তে**—অভিজ্ঞতা অর্জন করে; **কর্ম**—ক্রিয়াকলাপের; **ফলানি**—বিভিন্ন কর্মফল; **অসৌ**—চিন্ময় আত্মা।

অনুবাদ

জড়েন্দ্রিয়গুলি পাপ অথবা পুণ্যময় জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের উদ্ভব ঘটায় এবং জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্য ধারায় জড়েন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে থাকে। জড়েন্দ্রিয়গুলি এবং জড়াপ্রকৃতির দ্বারা পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়ে জীব সকাম ক্রিয়াকলাপের বিবিধ ফলের অভিজ্ঞতা ভোগ করতে থাকে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকাবলীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সকাম ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে জীব নারকীয় জীবনধারায় অধোগতি লাভে বাধ্য হয়। এই শ্লোকটিতে, সকাম কাজকর্মের উপর নির্ভরশীল জীবের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যে কেউ লক্ষ্য করতে পারে যে, জড়েন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই মানুষের কাজকর্ম সাধিত হয়ে থাকে, এবং জীব ঐ ধরনের কাজকর্ম সম্পর্কে শুধুমাত্রই সচেতন থাকে। কোনও মানুষ দেবতাদের পূজা আরাধনা করতে পারে, মৈথুন সুখ উপভোগ কিংবা কৃষিকর্ম অথবা বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কাজকর্ম করতে পারে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই জড়েন্দ্রিয়গুলি সেই সকল কাজ করতে থাকে।

কেউ হয়তো যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে যে, চিন্ময় আত্মাই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকর্ম উদ্দীপিত করে থাকে এবং তাই আত্মাই সকল কর্মের কর্তা, কিন্তু এই ধরনের ভিত্তিহীন আত্মম্ভরিতা এই শ্লোকটিতে নস্যাৎ করে বলা হয়েছে—*গুণাঃ সৃজন্তি কর্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্*। প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব, রজ এবং তম—জড়েন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াকলাপকে উদ্দীপিত করে থাকে এবং বিশেষ ভাবে কোন একটি প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যদোষে প্রভাবিত তথা, নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলেই তার কাজের ভাল এবং মন্দ পরিণাম সে ভোগ করতে থাকে। এর দ্বারা মানুষের স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায় না, যেহেতু জীব জড়াপ্রকৃতির বিভিন্ন

গুণাবলীর সাথে আত্মস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিজেই করে থাকে। আহার, নিদ্রা, কথাবার্তা, মৈথুনাদি, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি সকল কাজের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির বিবিধ গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত হতে থাকে, এবং তার মাধ্যমেই বিশেষ ধরনের মানসিকতা অর্জন করে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতির গুণাবলীই সক্রিয় হয়ে থাকে, জীব সেইভাবে সক্রিয় হয় না। এই শ্লোকটিতে *অসৌ* শব্দটি বোঝায় যে, প্রকৃতির দ্বারাই নিষ্পন্ন ক্রিয়াকলাপকে জীব নিজেরই দ্বারা সম্পন্ন ক্রিয়াকর্ম বলে ভ্রান্তধারণা পোষণ করে থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মানি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা' এই রকম অভিমান করে।" মায়া নামে অভিহিত শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবের বিপর্যয় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য পরম পুরুষোত্তম ভগবানের তটস্থা শক্তি তথা জীব ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করলে এবং মিথ্যা অহমিকাপূর্ণ জীবনধারা বর্জন করলে বদ্ধ জীব মুক্তিলাভের সহজ পথ খুঁজে পেতে পারে। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমেই জীবের মুক্ত সত্তা তার সচ্চিদানন্দ যথার্থ রূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

সুফল প্রত্যাশা করেই কর্ম সম্পাদন করা স্বাভাবিক। তবে ভগবানের প্রেমময় সেবকরূপে তার স্বরূপ মর্যাদায় পুনরধিষ্ঠিত হওয়ার বাসনায় ভগবানের ভক্তিমূলক সেবা সম্পাদনে যে আত্মনিয়োগ করে, তার পক্ষেই অবশ্য সর্বোত্তম সুফল অর্জন করা যেতে পারে। এইভাবেই কোনও বিশেষ ফললাভের জন্য মানুষের নিজের কাজকর্মের উপযোগ সাধনের প্রবণতা পরিশুদ্ধ করে তোলা যেতে পারে; তা হলে প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দোষ এবং জড়েন্দ্রিয়গুলি আর জীবকে মোহগ্রস্ত করতে পারে না। জীবের শুদ্ধ সত্তা সদা আনন্দময়। এবং তার মায়ামোহ যখনই নিষ্ক্রিয় হয়, তখন সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান ঘটে। মুক্ত জীব তখন ভগবানের ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস করার যোগ্যতা অর্জন করে।

শ্লোক ৩২

যাবৎ স্যাদ্ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥ ৩২ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **স্যাৎ**—আছে; **গুণ**—জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী; **বৈষম্যম্**—ভিন্ন অস্তিত্ব; **তাবৎ**—তাহলে থাকবে; **নানাত্বম্**—বিভিন্ন ধরনের অস্তিত্ব; **আত্মনঃ**—

আত্মার; **নানাত্বম্**—বিভিন্ন ধরনের অস্তিত্ব; **আত্মনঃ**—আত্মার; **যাবৎ**—যতদিন থাকে; **পারতন্ত্র্যম্**—নির্ভরশীলতা; **তদা**—তখন থাকবে; **এব**—অবশ্যই; **হি**—সুনিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

যতক্ষণ জীব মনে করে যে, জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে, ততদিন তাকে বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং বিবিধ জড়জাগতিক অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা সে অর্জন করবে। তাই প্রকৃতির গুণাবলীর অধীনস্থ হয়ে সকাম ক্রিয়াকলাপের উপরেই জীবকে সম্পূর্ণ ভরসা করে চলতে হয়।

তাৎপর্য

গুণবৈষম্যম্ শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বিস্মৃতিই মানুষকে জড় জাগতিক বৈচিত্র্যগুলিকে পৃথক সত্তারূপে উপলব্ধির প্ররোচনা দেয়। জড়জাগতিক বিচিত্ররূপগুলিতে আকৃষ্ট হয়ে এবং সেইগুলির প্রতি আস্থা পোষণের ফলে, জীব বিভিন্ন জড়দেহের মধ্যে এই সকল বিচিত্র রূপগুলির অভিজ্ঞতা উপভোগে বাধ্য হয়। এই কারণেই দেবদেবী, শূয়োর-কুকুর, ব্যবসায়ী, পোকামাকড় এবং এই ধরনের সব জীবসত্তাকেই সে সমান মর্যাদা দেয়। কর্মমীমাংসা ভাবধারার দার্শনিকদের অভিমত অনুসারে, সমস্ত বিদ্যমান সৃষ্টির পেছনে দিব্য জীবসত্তা বলতে কিছুই নেই। তারা জড়জাগতিক বৈচিত্র্যকেই চরম বৈচিত্র বলে স্বীকার করে থাকে। অবশ্য পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর যথার্থ ভিত্তি বা উৎস। তাঁর মধ্যেই সবকিছু রয়েছে এবং তিনিও সব কিছুর মধ্যে রয়েছেন। শুদ্ধভক্ত সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে থাকেন এবং প্রকৃতির বৈচিত্রপূর্ণ সমস্ত প্রকার গুণাবলীর মধ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অভিপ্রকাশ লক্ষ্য করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে দেখতে পায় না, সে জড়জাগতিক বৈচিত্র্যময়তাকেই পরম সত্য বলে লক্ষ্য করতেই থাকে। সেই ধরনের দৃষ্টি অনুভূতিকেই বলা হয় *মায়া,* অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত উপলব্ধি, এবং তা যেন কোনও পশুর দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনীয়। *পারতন্ত্র্যম্* শব্দটির অর্থ বহিরাবরণ দেখে বিভেদমূলক দৃষ্টি বর্জন করতে না পারলে, মানুষকে সকাম ক্রিয়াকলাপের মায়াজালেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

শ্লোক ৩৩

যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্ ।
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

যাবৎ—যতদিন; **অস্য**—জীবের; **অস্বতন্ত্রত্বম্**—জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের উপরে নির্ভরশীলতা থেকে কোনই মুক্তি নেই; **তাবৎ**—তখন তা হলে; **ঈশ্বরতঃ**—পরম

নিয়ন্তার কাছ থেকে; **ভয়ম্**—ভয়; য—যারা; এতৎ—জীবনের জড়জাগতিক ধারণা; **সমুপাসীরন্**—তাদের আত্মোৎসর্গ করে; তে—তারা; **মুহ্যন্তি**—বিভ্রান্ত হয়; **শুচা**—দুঃখশোকে; **অর্পিতাঃ**—নিত্য মগ্ন।

অনুবাদ

জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অধীন সকাম কর্ম সম্পাদনে যে বদ্ধজীব নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তার পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপ আমাকে সমীহ করতে থাকবেই, যেহেতু আমিই সকল জীবের সকাম ক্রিয়াকর্মের ফলাফল অর্পণ করে থাকি। যারা প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের বৈচিত্র্যময়তাকে বাস্তবরূপে জ্ঞান করে, জড়জাগতিক জীবনধারা স্বীকার করে নেয়, তারা জড়জাগতিক ভোগ উপভোগের মাঝে আত্মোৎসর্গ করে থাকে বলেই সর্বদাই দুঃখ-দুর্দশার মাঝে মগ্ন হতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

মায়ামোহজালে জীব আবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু পরম শক্তির সে অধীনে রয়েছে তা উপলব্ধি করলেও পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে চায় না। তাই এই জীবনেরই নানাপ্রকার ভয় ভাবনায় তার মন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় উপভোগের কামনা-বাসনায়, জীব মাত্রই কংসাসুরের মতো সদা সর্বদাই তার জড়জাগতিক সমস্ত আয়োজনেরই ধ্বংস বিনাশ নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দিনযাপন করতে থাকে। জড়া প্রকৃতির আস্বাদনে আকৃষ্ট হয়ে থাকার ফলে, মানুষ যুক্তিবিবর্জিত জীবনধারায় ক্রমশ নিমজ্জিত হয়।

মায়ার দুটি শক্তি আছে—প্রথমটি জীবকে আচ্ছন্ন করে, এবং দ্বিতীয়টি তাকে জীবনের নারকীয় পরিবেশে নিক্ষেপ করে থাকে। মায়ায় আচ্ছন্ন হলে, মানুষ বিচার বিবেচনার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে, এবং মায়া তখন তাকে বুদ্ধিহীন বিবেচনা করার ফলে নারকীয় জীবনধারায় নিক্ষেপ করে থাকে এবং সে তখন অজ্ঞানতার অন্ধকার রাজ্যে নিমজ্জিত হয়। যখন মানুষ বিভ্রান্তভাবে নিজেকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মানতে চায় না, তখন সে অনিত্য অস্থায়ী জড়জাগতিক নানা বিষয় নিয়ে আরাধনা করতে থাকে এবং আশা করতে থাকে যে, জড়েন্দ্রিয়গুলির পরিতৃপ্তির মাধ্যমে সে বিপুল সুখাস্বাদন করতে পারবে, এবং মানুষ বয়োবৃদ্ধ হতে থাকলে, ক্রমশ ভয় এবং আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বদ্ধ জীব মনে করে তার জীবনে সে, আত্মনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জীবন সংযত রাখতে পারবে, কিন্তু যেহেতু তার আত্মনিয়ন্ত্রণের তেমন পন্থাই তার জানা নেই, তাই তার

জীবদশা বিপরীতধর্মী হয়ে ওঠে এবং মোটেই সুখকর হয় না। কালের প্রভাবে যখন তার সমস্ত জাগতিক সম্পদ অপহৃত হতে থাকে, তখন তার মন দুঃখবেদনায় ভরে ওঠে। সবদিক দিয়েই, জড়জাগতিক জীবনধারা বাস্তবিকই ভয়াবহ এবং গভীর মায়ামোহজনিত পরিবেশের ফলেই তাকে আমরা স্বীকার করে নিই।

শ্লোক ৩৪

কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম এব চ ।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি ॥ ৩৪ ॥

কালঃ—সময়; **আত্মা**—স্বয়ং; **আগমঃ**—বৈদিক জ্ঞান; **লোকঃ**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **স্বভাবঃ**—বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন প্রকৃতি; **ধর্মঃ**—ধর্মনীতিসমূহ; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **ইতি**—এইভাবে; **মাম্**—আমাকে; **বহুধা**—বহুপ্রকারে; **প্রাহুঃ**—তারা ডাকে; **গুণ**—প্রকৃতি ত্রৈগুণ্যাবলী; **ব্যতিকরে**—উত্তেজনা; **সতি**—যেখানে আছে।

অনুবাদ

প্রকৃতির জড়গুণাবলীর প্রভাবে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জীব আমাকে নানাভাবে বর্ণনা করতে থাকে, কখনও মহাকাল, আত্মা, বেদ, ব্রহ্মাণ্ড, স্বভাব, ধর্মনীতি এবং আরও নানাভাবে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রজাতির জীবনধারায় দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ, গাছপালা ইত্যাদি কিভাবে ক্রমশ তাদের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকলাপের বিকাশ ঘটায়, তা লক্ষ্য করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সম্পর্কে মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। প্রত্যেক প্রজাতির জীবনধারার মধ্যে দিয়েই এক এক ধরনের বিশেষ প্রকার ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়ে থাকে এবং এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সেই প্রজাতির *ধর্ম*। পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে, সাধারণ মানুষেরা উপরে বর্ণিত অভিব্যক্তিগুলির মাঝে ভগবানের শক্তির সামান্য পরিচয় লক্ষ্য করে থাকে। শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নরূপ তথ্যসম্ভার *তন্ত্রভাগবত* থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ভগবানকে বলা হয় কাল, অর্থাৎ সময়, কারণ তিনিই সকল জড়জাগতিক গুণাবলীর সঞ্চালক এবং নিয়ামক। যেহেতু তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সার্থকসিদ্ধ সত্তা, তাই তাঁকে বলা হয় *আত্মা*, অর্থাৎ আত্মসত্তা; এবং তিনি সকল জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক। *স্বভাব* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান তাঁর লক্ষ্য ও কর্তব্য সম্পূর্ণভাবে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করেন; এবং প্রত্যেক জীবেরই প্রতিপালন তিনি করে থাকেন, তাই তাঁর নাম ধর্ম। মুক্ত পর্যায়ে সমুন্নত মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার মাধ্যমে অনন্ত

আশীর্বাদ ও পরম সুখশান্তি অর্জন করতে পারেন, অথচ ভগবৎ মাহাত্ম্য সম্পর্কে অজ্ঞজনেরা অন্য কোনও বিষয়াদির পূজা-অর্চনার মনগড়া কল্পনার মাধ্যমে ভগবদ্-আরাধনার অর্থ অন্বেষণ করতে থাকে। যদি কেউ অন্ধমত অনুসারে অবুঝের মতো ধারণা পোষণ করে থাকে যে, সবকিছুই শ্রীভগবানকে ছাড়াই চলছে, তবে ভগবানের শক্তিরাজির মায়াময় জালচক্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়বে। জড়জাগতিক সবকিছুরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্য করার ফলে, মানুষ নিত্য ভয়ভীত হয়ে থাকে এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে অবিরাম দুঃখ ভোগ করতেই থাকে। সেই অন্ধকারের মাঝে সুখের প্রত্যাশা করার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব কোনও মানুষেরই চিন্তা করা অনুচিত যে, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের থেকে স্বতন্ত্র সামর্থ্যে সৃষ্টি হয়েছে। যে মুহূর্তে মানুষ মনে করে যে, সবকিছু ভগবানকে ছাড়াই হয়েছে, তখনই সে ভগবানের *মায়া* নামে ভয়াবহ শক্তির কবলিত হয়ে যায়। তাই সদাসর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে বিনীত মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকা উচিত, এমন কি যখন মুক্তি ভাবাপন্ন হওয়া যায়, তখনও ভগবানের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা কর্তব্য, এবং তবেই পরম চিন্ময় সুখ ভোগ করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ৩৫

শ্রীউদ্ধব উবাচ

গুণেষু বর্তমানোঽপি দেহজেষ্বনপাবৃতঃ।
গুণৈর্ন বধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো ॥ ৩৫ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—উদ্ধব বললেন; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর মধ্যে; **বর্তমানঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **দেহ**—জড় দেহ থেকে; **জেষু**—জাত; **অনপাবৃতঃ**—অনাবৃত হয়ে; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর দ্বারা; **ন**—না; **বধ্যতে**—বাধ্য; **দেহী**—জড় দেহের মধ্যে জীব; **বধ্যতে**—আবদ্ধ হয়; **বা**—কিংবা; **কথম্**—তা কিভাবে ঘটে; **বিভো**—হে ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান, জড় দেহের মধ্যে অবস্থিত জীবকে ঘিরে থাকে জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী এবং এই সকল গুণাবলীর দ্বারা সৃষ্ট কর্মফলের সুখ ও দুঃখ। তাহলে এই জড়জাগতিক আর্বতের মধ্যে সে আবদ্ধ থাকে না, তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? আরও বলা যেতে পারে যে, জীব যথার্থই দিব্য সত্তা এবং জড় জগতের মাঝে তার করণীয় কিছুই নেই। তবে কেন সে চিরকাল জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকে?

তাৎপর্য

জড়াপ্রকৃতির প্রভাবে জড়দেহ সকাম ক্রিয়াকলাপের সৃষ্টি করতে থাকে বলেই তার পরিণামে জড়জাগতিক সুখ এবং দুঃখ জাগে। *দেহজেষু* শব্দটির মাধ্যমে এই জড়জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের পরিণাম বোঝানো হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান এখানে উদ্ধবকে বুঝিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয় উপভোগ নয়, ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে মুক্তি লাভ করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। যদিও ভগবান বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান ও অনাসক্তির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের ফলে জীব মুক্তিলাভ করে থাকে, তবু উদ্ধব আপাতদৃষ্টিতে শুদ্ধ সার্থকতা অর্জনের সবিশেষ পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি বলেই প্রতিভাত হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, উদ্ধবের প্রশ্ন থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, মুক্তাত্মা পুরুষগণের কার্যকলাপের মধ্যেও আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, শ্রবণ, বাচন প্রভৃতি যে সব বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করে থাকি, সেগুলির স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহসঞ্জাত ক্রিয়ার অভিব্যক্তি। তাই যদি মুক্ত পুরুষেরাও স্থূল সূক্ষ্ম দেহগুলির অবস্থান করতে থাকেন, তবে কেমন করে তাঁরাও জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর দ্বারা আবদ্ধ হন না? যদি যুক্তিবিচার মাধ্যমে বলা যায় যে, জীব যেন আকাশেরই মতো, যে আকাশ অন্য কোনও বস্তুর সাথে কখনই সংমিশ্রিত হয়ে যায় না এবং সেই কারণেই আকাশ কোনও কিছুর সাথেই বদ্ধ অবস্থায় থাকে না, তা হলে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মুক্ত পুরুষের মতো কোনও এক দিব্য জীবও জড়া প্রকৃতির দ্বারা কিভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে? অন্যভাবে বলা চলে যে, জড়জাগতিক অস্তিত্ব কেমন করে সম্ভব? কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পন্থা পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যেই উদ্ধব এই প্রশ্নটি পরম দিব্যজ্ঞানের অধিকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে উপস্থাপন করেছেন।

মায়ার রাজ্যে পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে অসংখ্য কল্পনা হয়ে থাকে, যেগুলির মাধ্যমে নানাভাবে তাঁকে অস্তিত্বহীন, কিংবা জড়গুণাশ্রিত, কিংবা সম্পূর্ণ গুণবর্জিত, অথবা নপুংসকের মতো ক্লীবসত্তা ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তুচ্ছ কল্পনাদির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের প্রকৃতি উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। সুতরাং পারমার্থিক দিব্য মুক্তি অর্জনের পন্থা সুপরিচ্ছন্ন করে তোলার বাসনায় উদ্ধব ইচ্ছা করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষ পরমেশ্বর ভগবান যে শ্রীকৃষ্ণই, তা যেন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যতক্ষণ মানুষ জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যে প্রভাবিত হতে থাকবে, ততক্ষণ যথার্থ উপলব্ধি এই বিষয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন উদ্ধবের কাছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযোগী দিব্য মুক্তি পথের আরও বিশদ নির্দেশ প্রদান করবেন।

শ্লোক ৩৬-৩৭

কথং বর্তেত বিহরেৎ কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ ।
কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেচ্ছয়ীতাসীত যাতি বা ॥ ৩৬ ॥
এতদচ্যুত মে ব্রূহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর ।
নিত্যবদ্ধো নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥

কথম্—কিভাবে; **বর্তেত**—অবস্থিত; **বিহরেৎ**—বিহার করে; **কৈঃ**—যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **জ্ঞায়েত**—জানা যাবে; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণাদির দ্বারা; **কিম্**—কি; **ভুঞ্জীতঃ**—আহার করবে; **উত**—এবং; **বিসৃজেৎ**—বর্জন করবে; **শয়ীত**—শয়ন করবে; **আসীত**—বসবে; **যাতি**—যায়; **বা**—অথবা; **এতৎ**—এই; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **মে**—আমাকে; **ব্রূহি**—ব্যাখ্যা করে; **প্রশ্নম্**—প্রশ্ন; **প্রশ্ন-বিদাম্**—যাঁরা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে জানেন; **বর**—হে শ্রেষ্ঠ; **নিত্য-বদ্ধঃ**—নিত্যকাল যাবৎ বদ্ধজীব; **নিত্য-মুক্তঃ**—নিত্যকাল যাবৎ মুক্ত প্রাণ; **একঃ**—একক; **এব**—অবশ্য; **ইতি**—এইভাবে; **মে**—আমাকে; **ভ্রমঃ**—ভ্রান্তি।

অনুবাদ

হে ভগবান অচ্যুত, একই জীবকে কখনও নিত্যবদ্ধ এবং কখনও নিত্যমুক্ত রূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাই, জীবের যথার্থ অবস্থা আমি উপলব্ধি করতে পারি না। হে ভগবান, দার্শনিক প্রশ্নাদির উত্তর প্রদানে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। নিত্যমুক্ত জীব এবং নিত্যবদ্ধ জীবের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধির লক্ষণগুলি কৃপা করে আমাকে বুঝিয়ে দিন। তারা কি কি বিভিন্ন উপায়ে জীবন উপভোগ করে, আহার গ্রহণ করে, মল বর্জন করে, শয়ন করে, উপবেশন করে কিংবা বিচরণ করে, তা সবই বর্ণনা করবেন কি?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলির মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা সহকারে উদ্ধবকে বুঝিয়েছেন যে, নিত্যমুক্ত পুরুষ জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের অতীত বিরাজ করেন। যেহেতু নিত্যমুক্ত পুরুষকে সত্ত্বগুণেরও অতীত বিরাজমান বলে মনে হয়, তা হলে কিভাবে তাঁকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে? জড়া প্রকৃতির সাথে বৃথা স্বরূপ চিন্তার ফলে মানুষের জড় শরীরের সৃষ্টি হয় বলে, মানুষকে মায়ামোহগ্রস্ত হতেই হয়। অন্য দিকে, জড়াপ্রকৃতির গুণাতীত হতে পারলে, মানুষ মুক্ত সত্তা অর্জন করে। অবশ্য, আহার, নিদ্রা, বর্জ্যত্যাগ, বিশ্রাম বিহার, উপবেশন ও শয়নে মুক্তাত্মা পুরুষ এবং বদ্ধ জীব একই প্রকার মনে হয়। তাই, উদ্ধব প্রশ্ন করেছেন, "কোন্ কোন্

লক্ষণাদির মাধ্যমে আমি বুঝতে পারব যে, কোনও জীব অহমিকাবর্জিত হয়ে ঐ সকল কাজ করছে, আর কোন কোন্ লক্ষণাদির মাধ্যমে আমি বুঝতে পারব যে, জড়জাগতিক দেহাত্মবুদ্ধির মায়াবন্ধনের অধীনস্থ হয়ে মানুষ ঐসব ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করছে? এই কাজ কঠিন, যেহেতু মুক্ত পুরুষ ও বদ্ধ জীবের সাধারণ দৈহিক কার্যকলাপ সবই এক ধরনের মনে হয়।" পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে আপন পারমার্থিক গুরুদেব রূপে স্বীকার করার মাধ্যমে উদ্ধব তাঁর কাছে এই প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছেন এবং জড়জাগতিক ও পারমার্থিক জীবনধারার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধির উপায়গুলি সম্পর্কে উপদেশ লাভ করতে চেয়েছেন।

যেহেতু অনেক সময়ে জীবকে নিত্যবদ্ধ রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তা হলে কেমন করে তাকে কোনও কোনও সময়ে নিত্য মুক্ত কিংবা তার বিপরীত সংজ্ঞায় ভূষিত করা যেতে পারে? এই আপাতবিরোধী বৈষম্য সম্পর্কে পরম পুরুষোত্তম ভগবান ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'সকাম কর্মের প্রকৃতি' নামক দশম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

বদ্ধ ও মুক্ত জীবের লক্ষণাদি

এই অধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত ও বদ্ধ জীবের মধ্যে পার্থক্য, সাধু পুরুষের লক্ষণাদি এবং ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ধবের কাছে বর্ণনা করেছেন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধব বদ্ধ এবং মুক্ত জীবের সম্পর্কে প্রশ্নাদি উত্থাপন করেছিলেন। পরম শক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, চিন্ময় আত্মা যদিও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, তবে আত্মার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরিমাণ প্রকৃতির কারণে, তাকে জড়া প্রকৃতির সংসর্গে পতিত হতে হয়, যে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে চিন্ময় আত্মাকে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণের আবরণাত্মক উপাধি স্বীকার করে নিতে হয়। এইভাবে অবিস্মরণীয় কাল থেকেই আত্মাকে বন্ধনদশা ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু যখন সে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি মূলক সেবা অনুশীলনের আশ্রয় লাভ করে, তখন সে নিত্যমুক্ত মর্যাদা অর্জন করে। সুতরাং পারমার্থিক দিব্যজ্ঞান অর্জন করার ফলেই জীবের মুক্তিলাভ সম্ভব হয়, এবং অজ্ঞানতাই তার বন্ধনদশার কারণ হয়ে ওঠে। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার উভয় প্রকার বৈশিষ্টাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াবলে উৎপন্ন হয় এবং সেই সবই তাঁর নিত্য শক্তিরাজি। জীবগণ প্রকৃতির গুণাবলীতে আকৃষ্ট হলে মিথ্যা অহমিকায় বিভ্রান্ত হয়, যার পরিণামে তারা দুঃখদুর্দশা, বিভ্রান্তি, সুখ, হতাশা, বিপদ আপদ এবং আরও নানা প্রকার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের বিজড়িত হয়ে থাকতে দেখে। এইভাবে, তারা ঐ সকল অবস্থার মাঝেই চিন্তামগ্ন হয়ে থাকে, যদিও বাস্তব অর্থাৎ চিন্ময় তথা পারমার্থিক জগতে এই সব কিছুরই অস্তিত্ব নেই। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই অবস্থান একই দেহের মধ্যে থাকে। তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরম শক্তিমান পরমাত্মা যেহেতু সম্পূর্ণভাবেই সর্বজ্ঞ, তাই জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের উপভোগে তিনি প্রবৃত্ত হন না, তবে নিতান্ত দর্শকরূপে সাক্ষী হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে অণুপরিমাণ বদ্ধজীব অজ্ঞতার ফলে তার নিজের কাজের পরিণামে কষ্টভোগ করতে থাকে। মুক্তজীব, তাঁর পূর্বকর্মের প্রারব্ধ ফলস্বরূপ একটি জড় দেহের মধ্যে অবস্থান করে থাকলেও, সেই দেহের সুখ-দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না। স্বপ্ন থেকে উত্থিত কোনও মানুষ যেভাবে তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট অভিজ্ঞতাগুলিকে বিচার করে, সেইভাবেই মুক্তজীব জড়দেহের অভিজ্ঞতা-অনুভূতিগুলিকেও দেখতে থাকেন। অন্যদিকে, বদ্ধ জীব যদিও প্রকৃতই তার

শরীরের সুখ এবং দুঃখের ভোক্তা নয় তবুও স্বপ্নোত্থিত মানুষের মতো সে কল্পনা করতে থাকে যেন তার স্বপ্নের মতো জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিও সত্য। ঠিক যেমন জলে প্রতিফলিত সূর্য বাস্তবিকই জলের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায় না, এবং বাতাস যেমন আকাশের কোনও বিশেষ অংশে আবদ্ধ হতে পারে না, তেমনই কোনও অনাসক্ত মানুষও জগৎ সম্পর্কে তারউদার দৃষ্টিভঙ্গীর কল্যাণে যুক্ত বৈরাগ্য তথা অনাসক্তির যথার্থ কুঠার দিয়ে তার সমস্ত সন্দেহ বিচ্ছিন্ন করবার সুযোগ কাজে লাগায়। যেহেতু তার জীবনিশক্তি, ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াদির প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার কোনও প্রবণতা লাভ করেনি, তাই সে জড়দেহের মধ্যে অবস্থান করতে থাকলেও, মুক্ত সত্তা উপভোগ করতেই থাকে। সে বিপর্যস্ত হোক কিংবা আরাধিত হোক, ধীরস্থির হয়েই থাকে। এই জীবৎকালেই তাই তাকে মুক্ত পুরুষরূপে বিবেচনা করা হয়। এই জগতের পাপ এবং পুণ্য বিষয়ে কোনও কিছুই মুক্ত পুরুষের করণীয় থাকে না, তবে সমদৃষ্টিতেই সব কিছু লক্ষ্য করে থাকে। আত্মতৃপ্ত ঋষিতুল্য মানুষ কারও প্রশংসা কিংবা নিন্দা করে না। কারও সাথে সে অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করে না এবং জড়জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতি সে তার মনোনিবেশও করে না। বরং পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের চিন্তাতেই সে সর্বদা মগ্ন হয়ে থাকে, তাই বুদ্ধিহীন মানুষের চোখে তাকে যেন নির্বাক উন্মাদগ্রস্ত মানুষ বলেই মনে হতে থাকে।

যদি কেউ বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার শিক্ষালাভ অথবা শিক্ষাপ্রদান করেও থাকেন, অথচ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সেবা নিবেদনের শুদ্ধ আকর্ষণ আয়ত্ত করতে পারেননি, তাহলে তিনি কেবল পণ্ডশ্রমই করেছেন। এমন শাস্ত্রাদি চর্চা করাই মানুষের উচিত, যাতে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের গুণপ্রকৃতি, তাঁর অত্যাশ্চর্য লীলাবিলাস এবং তাঁর বিবিধ অবতারত্বের সুধাময় বিবরণী বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচিত হয়েছে; তার ফলেই মানুষ সর্বোচ্চ সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। তাই, এইগুলি ছাড়া অন্য কোনও শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে মানুষ নিতান্তই দুর্ভাগ্য আহরণ করে থাকে।

সম্পূর্ণ দৃঢ়মনস্ক হয়ে আত্মার পরিচয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করা উচিত এবং এই জড় দেহটির সাথে মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি বর্জন করা প্রয়োজন। তারপরে সকল প্রেম ভালবাসার উৎস পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আপন হৃদয় সমর্পণ করা উচিত এবং তার ফলেই যথার্থ শান্তি লাভ হয়। যখন মন জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের দ্বারা তাড়িত হতে থাকে, তখন অপ্রাকৃত চিন্ময় পরম তত্ত্বে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না। বহু জন্মের মাঝে ধর্ম, অর্থ ও কাম

অনুশীলনের পরে বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবশেষে শ্রবণ, কীর্তন ও নিত্য পরমেশ্বর ভগবানের পুণ্যপবিত্র লীলাবিলাস চিন্তনের অভ্যাস দ্বারা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিশুদ্ধ করে ভগবদ্-বিশ্বাসী ঐকান্তিক ভক্তগণ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করে থাকেন। অবশেষে ঐ ধরনের সাধুগণ পারমার্থিক সদ্‌গুরু এবং সাধুজনোচিত ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভ করেন। তার পরে পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবের করুণায়, তাঁরা পারমার্থিক জীবনের প্রামাণ্য পুরুষ তথা মহাজনদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে অগ্রসর হতে থাকেন এবং তাঁদের আপন যথার্থ পরিচয় উপলব্ধির মাধ্যমে সার্থক জীবনে উন্নীত হন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এই সকল উপদেশাবলী শ্রবণ করার পরে, উদ্ধব আরও অভিলাষ করলেন যাতে যথার্থ সাধুপুরুষের বৈশিষ্ট্যাদি উপলব্ধি করতে পারেন এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের বিবিধ প্রক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন যে, যথার্থ সাধু অথবা বৈষ্ণবগণ নিম্নরূপ গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হয়ে থাকেন। তিনি দয়ালু, দ্বেষহীন, সদা সত্যবাক, আত্মনিয়ন্ত্রিত, নির্ভুল, উদারমনা, নম্র, পরিচ্ছন্ন, অকৃপণ, সহৃদয়, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, কামবর্জিত, জড়জাগতিক আচরণবিমুখ, সুস্থির, মনের ষড়বিধ শত্রুর দমনে সক্ষম, মিতাহারী, অবিচল, শ্রদ্ধাবান, আত্মসম্মানে বিমুখ, মিষ্টভাষী, করুণাময়, মিত্রভাবাপন্ন, কাব্যরসিক, সুদক্ষ এবং মৌন হয়ে থাকেন। কোনও সাধুর মূল বৈশিষ্ট্য এইযে, তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে ভরসা রাখেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় একাত্মভাবে নিয়োজিত থাকেন এবং তাঁকে অনন্তশক্তি সম্পন্ন হৃদয়ে বিরাজিত অন্তর্যামী রূপে স্বীকার করেন, ভগবানকে যিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে আরাধনা করেন, তিনিই সর্বোত্তম ভগবদ্ভক্ত হতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পদ্ধতির মধ্যে চৌষট্টি প্রকার কার্যকলাপ থাকে। সেইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(১-৬) ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের দর্শন, স্পর্শ, বন্দনা, সেবানিবেদন, গুণকীর্তন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন; (৭) ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা এবং পরিকরাদি বিষয়ে শ্রবণ ও কীর্তন; (৮) নিত্য ভগবৎ চিন্তন; (৯) স্বোপার্জিত সকল বস্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন; (১০) আপনাকে ভগবানের দাস রূপে স্বীকার; (১১) ভগবানের আপন হৃদয় মন সমর্পণ; (১২) ভগবানের জন্ম ও লীলার গুণকীর্তন; (১৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত পবিত্র তিথিগুলি উদ্‌যাপন; (১৪) ভগবানের মন্দিরে ভক্ত সংসর্গে উৎসবের মাধ্যমে নৃত্য, গীত, বাদ্য সহকারে উৎসব উদ্‌যাপন; (১৫) সকল প্রকার বার্ষিক অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন; (১৬) ভগবানের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন; (১৭) বেদ ও তন্ত্রাদি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ; (১৮) ভগবানের উদ্দেশ্যে

প্রতিজ্ঞা পালন; (১৯) ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ; (২০) এককভাবে কিংবা অন্যদের সঙ্গে একত্রভাবে শ্রীভগবানের সেবা অভিলাষে, সবজি ও ফুলের বাগান, মন্দির, নগর স্থাপন ইত্যাদি; (২১) বিনীতভাবে ভগবানের মন্দির মার্জন; এবং (২২) ভগবানের বাসভবন অলঙ্কৃত করে, মার্জন করে এবং শুভ মাঙ্গলিক চিহ্নে শোভিত করা।

তার পরে, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচঃ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বদ্ধঃ**—বন্ধনের মধ্যে; **মুক্তঃ**—মুক্তি প্রাপ্ত; **ইতি**—এইভাবে; **ব্যাখ্যা**—জীব সত্তার ব্যাখ্যা; **গুণতঃ**—জড়প্রকৃতির গুণাবলীর ফলে; **মে**—যা আমার শক্তি; **ন**—না; **বস্তুতঃ**—বাস্তবে; **গুণস্য**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর; **মায়া**—আমার মায়াবল; **মূলত্বাৎ**—কারণ স্বরূপ হওয়ার ফলে; **ন**—না; **মে**—আমার; **মোক্ষঃ**—মুক্তি; **ন**—না; **বন্ধনম্**—বন্ধনদশা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব, আমার নিয়ন্ত্রণাধীন জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর প্রভাবে জীব কখনও বদ্ধ এবং কখনও মুক্ত আখ্যা পায়। বস্তুত, আত্মা কখনই বদ্ধ কিংবা মুক্ত হয় না, এবং জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর মূল কারণস্বরূপ মায়াশক্তির আমিই যেহেতু পরমেশ্বর, তাই আমাকেও কখনই মুক্ত কিংবা বদ্ধ বলে মনে করা চলে না।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ ও মুক্ত জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি, সাধুপুরুষ নির্ণয়ের লক্ষণাদি, এবং ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের বিবিধ প্রক্রিয়াদি বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, ভগবানের কাছে উদ্ধব জানতে চেয়েছিলেন বদ্ধজীব ও মুক্ত পুরুষ হওয়া কিভাবে সম্ভব? ভগবান এখন উত্তর দিচ্ছেন যে, উদ্ধবের প্রশ্নটি কিছু পরিমাণে লঘু প্রকৃতির ভাবধারা থেকে উদ্ভূত, যেহেতু শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা কখনই ভগবানের জড়া শক্তির সাথে সংলগ্ন হয় না। জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের সাথে জীব অলীক সংযোগ কল্পনা করার ফলে জড় দেহটিকেই আত্মসত্তা

রূপে ভ্রান্ত স্বীকার করে থাকে। এইভাবে জীব তার নিজের কল্পনায় তার পরিণামস্বরূপ কষ্টভোগ করে, ঠিক যেভাবে মানুষ স্বপ্নের মাঝে মায়াময় ক্রিয়াকলাপের ফলে কষ্টভোগ করতে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, জড় জগৎ মায়াময় যেন তার কোনই অস্তিত্ব নেই। জড়জগৎ অবশ্যই বাস্তব সত্য এবং পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রকাশ বলেই তা অবশ্যই প্রকৃত সত্য এবং বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন। কিন্তু জীব যে নিজেকে জড় জগতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে, যার ফলে জড়জাগতিক বদ্ধ জীবনধারায় তাকে বিপরীতভাবের পরিবেশে আকৃষ্ট হতে হয়, তা মায়াময় ধারণা মাত্র। জীব কখনই বাস্তবিকই বদ্ধজীব নয়, যেহেতু জড়জগতের সঙ্গে শুধুমাত্র অলীক সংসর্গ কল্পনা করে, তাই সে ভ্রান্ত ধারণায় আবদ্ধ থাকে।

যেহেতু জীব এবং জড় বস্তুর মধ্যে বাস্তবিকই কোনও প্রকার সম্পর্ক নেই, তাই প্রকৃতপক্ষে মুক্তি বলতে কিছুই নেই। ভগবানের নিকৃষ্ট জড়াশক্তির চেয়ে জীবসত্তার নিত্য অপ্রাকৃত সত্তার মর্যাদা অনেক বেশি এবং সেই উন্নত জীবসত্তা বাস্তবিকই অনন্ত মুক্ত সত্তা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত করে বলেছেন যে, একভাবে বিবেচনা করলে জীব বাস্তবিকই আবদ্ধ নয় এবং মুক্ত হতেও পারে না। কিন্তু অন্যভাবে বিচার করা হলে, ভগবানেরই তটস্থা শক্তিস্বরূপ একক ব্যক্তিসত্তার আত্মার বিশেষ মর্যাদা বন্ধন এবং মুক্তি সংজ্ঞাগুলি দিয়ে বোঝাতে পারা সহজসাধ্য প্রয়াস হতে পারে না। যদিও জীবাত্মা কখনই জড়বস্তুর সঙ্গে বাস্তবিকই বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, তা হলেও নিছক ভ্রান্ত দেহাত্মবুদ্ধির পরিণামে সে জড়া প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ায় কষ্টভোগ করতে থাকে। আর এই কারণেই বদ্ধ অর্থাৎ 'বন্ধনদশা প্রাপ্ত' এই সংজ্ঞাটি প্রয়োগের মাধ্যমে ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তির মাঝে জীবের অভিজ্ঞতার প্রকৃতি বোঝানো যেতে পারে। যেহেতু বদ্ধ বলতে একটি অনর্থক পরিস্থিতি বোঝায়, তাই সেই রকম পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথকেও *মোক্ষ* অর্থাৎ অব্যাহতির উপায় বলা যেতে পারে। সুতরাং বদ্ধ এবং *মুক্তি* সংজ্ঞাগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলা যেতে পারে, যদি মানুষ বুঝতে পারে যে, ঐ ধরনের সংজ্ঞাগুলি শুধুমাত্র মায়ামোহ দ্বারা উদ্ভূত অস্থায়ী সাময়িক পরিস্থিতিকেই বোঝায় এবং জীবসত্তার যথার্থ প্রকৃতিকে নির্দেশ করে না। এই শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *গুণস্য মায়ামূলত্বান মে মোক্ষো ন বন্ধনম্—মোক্ষ* এবং *বন্ধন* সংজ্ঞাগুলি কখনই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, যেহেতু তিনি পরমতত্ত্ব এবং সবকিছুর পরম নিয়ন্তা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান পরম দিব্য সত্তা এবং তাঁকে মায়াবদ্ধ করা কখনই সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবানের

মায়াশক্তির কর্তব্য এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে ভিন্ন আনন্দময় পরিস্থিতির মিথ্যা ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে অজ্ঞানতার অভিমুখে জীবগণকে প্রলুব্ধ করে রাখা। পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য মর্যাদা থেকে ভিন্ন ভ্রমাত্মক অস্তিত্বের ধারণাকে বলা হয় *মায়া,* অর্থাৎ জাগতিক বিভ্রম। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়ার পরম অবিসম্বাদিত নিয়ন্তা, তাই মায়া পরমেশ্বর ভগবানের উপরে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং *বন্ধনম্* অর্থাৎ 'বদ্ধতা' সংজ্ঞাটি সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না। *মোক্ষ* অর্থাৎ 'মুক্তি' সংজ্ঞাটির মাধ্যমে বন্ধন থেকে অব্যাহতি লাভের যে ভাবধারা অভিব্যক্ত হয়, সেটিও একইভাবে ভগবানের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য অভিব্যক্ত করেছেন। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বিপুল দিব্য শক্তি সম্পন্ন। তুচ্ছ কাল্পনিক ধারণার বশে, বদ্ধ জীব মনে করে যে, দিব্য আনন্দময় জীবনের উপভোগ করার জন্য যে বৈচিত্র্যময় দিব্য ক্ষমতারাশি থাকা প্রয়োজন, তা পরম তত্ত্বে অভাব আছে। যদিও জীব ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রকাশ, আপাতত তাকে হীনতর মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হয়েছে, এবং মানসিক কল্পনার মধ্যে চিন্তাশক্তির অপপ্রয়োগের ফলে তাকে বদ্ধজীবনধারার শৃঙ্খলিত হয়ে থাকতে হয়েছে। মুক্তি বা মোক্ষ লাভের অর্থ এই যে, জীবকে ভগবানের দিব্য শক্তির অধীনে আত্মস্থ হতে হবে, যে দিব্যশক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে—*হ্লাদিনী* অর্থাৎ আনন্দময় শক্তি; *সন্ধিনী* অর্থাৎ নিত্য সত্তার শক্তি; এবং *সম্বিৎ*, অর্থাৎ সর্বব্যাপকতার শক্তি। যেহেতু পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান নিত্যস্থিত সচ্চিদানন্দময় শক্তি, তাই তিনি কখনও বন্ধন কিংবা মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। জীব অবশ্য ভগবানের জড়জাগতিক শক্তির মধ্যে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে বলে, কখনও বদ্ধ অবস্থায়, কখনও মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করতে পারে।

জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যরাশির নির্বিকার আদি সত্তাকে বলা হয় *মায়া*। যখন প্রকৃতির তিনটি গুণাবলী পরস্পর সম্পৃক্ত হতে থাকে, তখন সেইগুলির মধ্যে একটি গুণবৈশিষ্ট্য অন্যান্য দুটি গুণাবলীকে অধীনস্থ করে রাখতে সক্রিয় হয়ে থাকে, যাতে একটি গুণবৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য লাভ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই, ত্রিগুণরাশি সেইগুলির নিজ নিজ ভিন্ন রূপ অভিব্যক্তির মাধ্যমে তিনটি গুণাবলীই স্বপ্রকাশিত করতে পারে। যদিও জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যসমন্বিত শক্তি পরমেশ্বর ভগবানেরই কাছ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে, তা হলেও ভগবান স্বয়ং তাঁর স্বরূপে অভিব্যক্তির মাধ্যমেই সচ্চিদানন্দ নামে তিনটি চিন্ময় দিব্য শক্তিরও পরম আধার

রূপে নিত্য বিরাজমান থাকেন। যদি কেউ জড়াকাশে মায়ার রাজ্যে বদ্ধ জীবনের বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হতে অভিলাষী হয়, তবে চিদাকাশে যেখানে জীব সচ্চিদানন্দে পরিপূর্ণ জীবন উপভোগ করে থাকে এবং প্রেমময়ী ভগবৎ ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে আত্মনিয়োজিত হয়ে থাকতে পারে, সেই চিদ্‌জগতে অবশ্যই তাকে আসতে হবে। ভগবৎ প্রেমের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের উপযোগী নিত্য দিব্যরূপ লাভ করার মাধ্যমে, মানুষ অচিরে বদ্ধজীবন ও নির্বিশেষ মুক্তিলাভের পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে উন্নতি লাভ করে এবং তখন ভগবানের চিন্ময় শক্তির পরিচয় লাভের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তখন জড়জগতের মধ্যে মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধির কোনই সম্ভাবনা আর থাকে না।

নিজেকে নিত্য চিন্ময় আত্মার স্বরূপে উপলব্ধি করার ফলে, জীব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, কখনই সে জড় সত্তার সঙ্গে বাস্তবিকই সম্পৃক্ত নয়, কারণ ভগবানেরই উৎকৃষ্ট শক্তির অঙ্গরূপে তার সত্তা বিরাজমান রয়েছে। সুতরাং চিদাকাশের বাস্তবতার মধ্যে জড়জাগতিক বন্ধন এবং মুক্তি প্রকৃতপক্ষে উভয় বিষয়ই সম্পূর্ণ অর্থহীন বিষয়। জীবমাত্রই ভগবানের তটস্থা শক্তিস্বরূপ এবং সেই কারণেই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে তার পূর্ণ অভিলাষ অনুসারে আত্মনিয়োগ করাই উচিত। নিত্য শাশ্বত চিন্ময় শরীর পুনরুদ্ধার হলে, জীব তখন নিজেকে ভগবানের দিব্য শক্তির একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাস্বরূপ আত্মোপলব্ধি করতে পারবে। অন্যভাবে বলা চলে যে, জীব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের অনুকণাস্বরূপ এবং তাই পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পরিবেশে অবস্থানের ফলে, তার পক্ষে জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের মায়াস্রোতে ভেসে যাওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সিদ্ধান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, জীবসত্তা কখনই জড়সত্তার মাঝে বাস্তবিকই বিজড়িত হয় না এবং তাই মুক্ত হওয়ায় প্রশ্ন ওঠে যদিও তার মায়াবদ্ধ অবস্থাটিকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে গেলে বলতে হয় যে, সে মায়াজালে আবদ্ধ এবং মুক্ত। অপরদিকে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর আপন দিব্য শক্তিরাজির মাঝে নিত্য বিরাজ করে আছেন এবং তাঁকে কখনই বন্ধনদশা প্রাপ্ত বলা চলে না, এবং তাই সেই ধরনের অলীক পরিস্থিতি থেকে ভগবান নিজে মুক্ত করবেন, এমন কোনও তত্ত্বেরই অর্থ হয় না।

শ্লোক ২

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া ।
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী ॥ ২ ॥

শোক—শোক দুঃখ; **মোহৌ**—এবং মায়ামোহ; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখদুর্দশা; **দেহ-আপত্তিঃ**—জড় দেহ ধারণ; **চ**—ও; **মায়য়া**—মায়ার প্রভাবে; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন;

যথা—যেমন; **আত্মনঃ**—বুদ্ধির; **খ্যাতিঃ**—নিতান্ত এক ধারণামাত্র; **সংসৃতিঃ**—জড় অস্তিত্ব; **ন**—না; **তু**—অবশ্য; **বাস্তবী**—বাস্তব সত্য।

অনুবাদ

স্বপ্ন যেমন মানুষের নিতান্ত বুদ্ধি প্রসূত সৃষ্টি, কিন্তু বাস্তবে তার কোনই সত্যতা নেই, তেমনই, জড়জাগতিক শোকদুঃখ, মায়ামোহ, সুখ, বিষাদ এবং মায়ার অধীনে জড়দেহ ধারণও সবই আমার মায়াশক্তিরই সৃষ্টি। অন্যভাবে বলা চলে, মায়াময় অস্তিত্বের কোনই বাস্তব উপযোগিতা নেই।

তাৎপর্য

দেহ-আপত্তিঃ শব্দটি বোঝায় যে, জীবমাত্রই মিথ্যা ভাবনায় নিজেকে তার বহিরঙ্গা জড় দেহটির সাথে একাত্মবোধ করে এবং সেই ভাবেই একটি দেহ থেকে অন্যত্র দেহান্তরিত হতেই থাকে। *আপত্তি* শব্দটি আরও বোঝায় যে, বিষম বিপত্তি অর্থাৎ দুর্ভাগ্য এই দেহ সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। মায়ার প্রভাবে এই ধরনের মিথ্যা ভ্রান্ত দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, এখানে বর্ণিত ভয়াবহ লক্ষণাদি জীবমাত্রই ভোগ করতে থাকে। *মায়া* বলতে বোঝায় একটি মিথ্যা ভাবধারা যার দ্বারা বোঝানো হয় যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধন ব্যতিরেকেই অন্য যে কোনও উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান ছাড়াই কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। যদিও বদ্ধজীবগণ জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের চেষ্টা করেই চলেছে, তবে তার পরিণামও সর্বদা বেদনাদায়ক হয়, এবং সেই ধরনের কষ্টকর অভিজ্ঞতাদির ফলেই জীবাত্মা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াসী হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, জড়জাগতিক সৃষ্টি রহস্যের পরম উদ্দেশ্যই হল ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশ্যে জীবকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং, জড়জগতের সকল দুঃখকষ্টগুলিকেও পরমেশ্বর ভগবানেরই দিব্য কৃপাস্বরূপ গণ্য করা যেতে পারে। বদ্ধ জীবাত্মা যেহেতু মনে করে যে, জড়জাগতিক সবকিছুই তারই নিজেকে ভোগ উপভোগের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে, তাই সে ঐ সকল বস্তু হারিয়ে ফেলার সব ঘটনাতেই তীব্র দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে। এই শ্লোকটিতে একটি স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে জড়জাগতিক বুদ্ধির ফলে বহু মায়াময় বিষয়াদির সৃষ্টি হতে থাকে। তেমনই, আমাদের কলুষময় জড়জাগতিক চেতনার মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের ভিত্তিহীন ধারণা সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই কল্পনাটারূপ যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃতশূন্য বিষয়াদি নিয়ে রচিত হয়, তাই বাস্তবিকই তার কোনই অস্তিত্ব থাকে না। কলুষময় জড়জাগতিক অনুভূতি-চেতনার মাঝে আত্মসংযোজনের ফলে, জীব নানাপ্রকার বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই পরিস্থিতির

একমাত্র সমাধান স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব সব কিছুর মধ্যে উপস্থিত আছে, এবং সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মধ্যে বিরাজিত রয়েছে, তা উপলব্ধি করতে হয়। এইভাবেই মানুষ বুঝতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরম ভোক্তা, সবকিছুরই মালিক, এবং সকল জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ।

জড়জাগতিক মায়ামোহের ফলে, জীব নিজের নিত্য চিন্ময় শরীরের কোনও উপলব্ধি করতে পারে না, কিংবা পরমতত্ত্ব সম্পর্কেও তার কোনই ধারণা নেই। তার ফলে, জড়জাগতিক অস্তিত্ব, তা যতই অতি চাকচিক্যময় কিংবা পুণ্য পবিত্র রূপধারী হোক, তার মধ্যে আত্মস্থ হওয়া সর্বদাই মূর্খতা মাত্র। স্বপ্নদর্শনের দৃষ্টান্তটি থেকে ভ্রান্ত ধারণা করা উচিত নয় যে, জড়জগতের বুঝি কোনই অস্তিত্ব নেই। চিন্ময় আকাশ যেমন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ। তেমনই জড়াপ্রকৃতিও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ। যদিও জড়জাগতিক বস্তুসামগ্রী পরিবর্তনশীল এবং তাই সেগুলির কোনই স্থায়ী অস্তিত্ব থাকে না, তা হলেও জড়শক্তি বাস্তব সত্য যেহেতু পরম তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব থেকেই তার উদ্ভব হয়ে থাকে। জড় দেহটিকে আমাদের বৃথাই স্বীকার করার ফলে আমাদের যথার্থ আত্মজ্ঞান করে থাকি এবং আমরা নির্বোধের মতো স্বপ্ন দেখে থাকি যেন জড়জগতটি আমাদের সুখভোগের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেই সুখস্বপ্নের কোনই বাস্তব সত্যতা নেই। সেগুলি সবই নিতান্ত মানসিক কল্পনা মাত্র। তাই মানুষকে তার জড়জাগতিক দেহাত্ম পরিচয়গুলির ধারণা থেকে মন পরিষ্কার করে তুলতে হবে এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপী বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

শ্লোক ৩

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্ ।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে ॥ ৩ ॥

বিদ্যা—জ্ঞান; **অবিদ্যে**—এবং অজ্ঞানতা; **মম**—আমার; **তনূ**—অভিব্যক্ত শক্তিরাজি; **বিদ্ধি**—উপলব্ধি কর; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **শরীরিণাম্**—শরীরধারী জীবগণ; **মোক্ষ**—মুক্তি; **বন্ধ**—বন্ধন; **করী**—কারণ; **আদ্যে**—আদি, নিত্য; **মায়য়া**—শক্তিবলে; **মে**—আমার; **বিনির্মিতে**—নির্মিত হয়।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়েই মায়ার সৃষ্টি, তা আমারই শক্তির অভিপ্রকাশ। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়েই অনাদি অনন্ত স্বরূপ এবং দেহধারী জীবগণকে তা নিত্যকাল মুক্তি এবং বন্ধন দশা ভোগ করায়।

তাৎপর্য

বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশের মাধ্যমে, বদ্ধ জীব মায়ার কবল থেকে মুক্তিলাভ করে, এবং তেমনই অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতার প্রসার হলে বদ্ধ জীবাত্মা ক্রমশ আরও বেশি পরিমাণে মায়ামোহ এবং বন্ধনদশা ভোগ করতে থাকে। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়ই পরমেশ্বর ভগবানের বিপুল শক্তির উৎপত্তি। জীব যখনই নিজেকে সূক্ষ্ম এবং স্থূল জড় দেহগুলির অধিকর্তা মনে করে, তখনই মায়ামোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত অনুসারে, জীবকে *জীবমায়া* রূপে অভিহিত করা যেতে পারে, তেমনই জড় পদার্থগুলিকে *গুণমায়া* বলা হয়ে থাকে। জীব তার জীবন-শক্তিকে (*জীবমায়া*) তুচ্ছ গুণবৈচিত্র্যের (*গুণমায়া*) মাঝে আবদ্ধ রাখার ফলে বৃথাই স্বপ্নচিন্তা করতে থাকে যেন সে এই জড়জগতের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ। সেই ধরনের কৃত্রিম ভাবমিশ্রণকে বলা হয় মায়ামোহ কিংবা অজ্ঞানতা। যখনই ভগবানের সকল প্রকার শক্তি বৈচিত্র্যের যথার্থ ধ্যানধারণা সৃষ্টি হয়, তখনই মাত্র জীব জড়জাগতিক বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয় এবং চিদাকাশে তার সচ্চিদানন্দময় নিজধামে প্রত্যাবর্তন করে থাকে।

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর শক্তিরাজি থেকে ভিন্ন নন, তা সত্ত্বেও তিনি সেই সকল শক্তি সম্পদেরও ঊর্ধ্বে সেগুলির পরম নিয়ন্তারূপেই বিরাজিত রয়েছেন। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে *মুক্ত* রূপেই অভিহিত করা যেতে পারে, যার ফলে বোঝানো যায় যে, তিনি নিত্যকালই জড়জাগতিক কলুষতা মুক্ত এবং জড়জাগতিক পরিবেশের মাঝে বাস্তবিক সর্ব প্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধ থেকে তিনি মুক্ত। শ্রীল মধ্বাচার্যের অভিমত অনুসারে, *বিদ্যা* শব্দটি লক্ষ্মী দেবীকে বোঝায়, যিনি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ, আর *অবিদ্যা* বলতে দুর্গাদেবীকে বোঝায়, অর্থাৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। পরিণামে অবশ্য, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আপনার অভিলাষ অনুসারে তাঁর শক্তিরাজির রূপান্তর সৃষ্টি করতে পারেন, যে বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/৩/৩৪) তাৎপর্যভাষ্যে ব্যাখ্যা করেছেন, যেহেতু ভগবান দিব্য অপ্রাকৃত তত্ত্ব, সেই কারণে তাঁর রূপ, নাম, লীলা, পরিকর, পারিষদবর্গ এবং শক্তিরাশিও তাঁর সাথে অভিন্ন। তাঁর দিব্য শক্তিরাশি তাঁরই সর্বময় শক্তিমত্তা অনুসারে সক্রিয় হয়ে থাকে। একই শক্তিপুঞ্জ তাঁর বহিরঙ্গা, অন্তরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তিসম্পদ রূপে সক্রিয় হয়ে থাকে, এবং তাঁর সর্বশক্তিমত্তার সাহায্যে তাঁর উপরোক্ত যে কোনও শক্তির মাধ্যমে সবকিছু এবং যা কিছু সম্ভব তিনি সাধন করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছামতো তিনি বহিরঙ্গা শক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে সক্রিয় করে তুলতেও পারেন।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য রেখেছেন যে, যদিও এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিতে ভগবান ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, জীব কখনই প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ নয়, এবং তাই বাস্তবিকই তাকে কখনই মুক্ত হতেও হয় না, তা হলেও মানুষ *বন্ধন* এবং *মুক্তি* সম্পর্কিত ভাবধারা প্রয়োগ করতে পারে, যদি মনে করে যে, জীবমাত্রই পরমেশ্বর ভগবানেরই নিত্য দিব্য অংশ মাত্র। তা ছাড়া *মায়য়া মে বিনির্মিতে* শব্দগুলিরও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা অনুচিত হবে—এর দ্বারা জড়জাগতিক বন্ধন মুক্তিকে অনিত্য সংজ্ঞা বলা হয়েছে মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি ভগবানেরই বিভিন্ন শক্তি থেকে সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং *আদ্যে* শব্দটি, যার অর্থ 'প্রাচীন ও নিত্য' সেটি এই শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে। ভগবানের *বিদ্যা* ও *অবিদ্যা* শক্তির কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে, কারণ মায়ার মাধ্যমেই বিদ্যা ও অবিদ্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এইগুলিও ভগবানের শক্তিরাজির অন্যতম এবং সেইগুলির মাধ্যমে ভগবানের শক্তি অভিপ্রকাশ ঘটে। *বিদ্যা* শক্তি স্ফুরিত হলে জীব ভগবানের লীলাকাহিনীর মাধ্যমে ভগবানের কার্যাবলীর কারণ উপলব্ধি করে। *অবিদ্যা* শক্তি থেকে জীবের মনে বিস্মৃতি জাগে এবং পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে গিয়ে সে অন্ধকার তমোজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা উভয়ই ভগবানেরই তটস্থা শক্তির নিত্যগ্রাহ্য প্রতিভাস মাত্র, এবং এই ভাবধারা অনুসারে মন্তব্য করা অন্যায় হবে না যে, জীব মাত্রই নিত্যবদ্ধ কিংবা নিত্য মুক্ত উভয় মর্যাদাই লাভ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে *বিনির্মিতে*, অর্থাৎ 'নির্মিত হয়' পদটি বোঝায় যে, ভগবান তাঁর আপন শক্তির বিস্তারের মাধ্যমে জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার উদ্ভব করে থাকেন, যার মাধ্যমেই ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিরাজির ক্রিয়াকলাপ অভিব্যক্ত হতে থাকে। সেই ধরনের শক্তিসম্পন্ন অভিপ্রকাশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ও পরিবেশে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হতে পারে, কিন্তু জড়জাগতিক বন্ধদশা এবং পারমার্থিক মুক্তিলাভ ভোগ করার নিত্যকালের অভিরুচি ভগবানের তটস্থা শক্তিরই আপন বৈশিষ্ট্য, তা অনস্বীকার্য বটে।

শ্লোক ৪

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে ।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥ ৪ ॥

একস্য—একের; **এব**—অবশ্যই; **মম**—আমার; **অংশস্য**—অবিচ্ছেদ্য অংশ; **জীবস্য**—জীবের; **এব**—অবশ্যই; **মহা-মতে**—হে মহাবুদ্ধিমান; **বন্ধঃ**—বন্ধনদশা; **অস্য**—তার; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানতার ফলে; **অনাদিঃ**—আদিহীন; **বিদ্যয়া**—জ্ঞানের মাধ্যমে; **চ**—এবং; **তথা**—সেইভাবে; **ইতরঃ**—বিপরীতরূপের বন্ধন, মুক্তি।

অনুবাদ

হে মহাবুদ্ধিমান উদ্ধব, জীব আমারই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, কিন্তু অজ্ঞানতার প্রভাবে তাকে অনাদিকাল যাবৎ জড়জাগতিক বন্ধনদশার কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। অবশ্য জ্ঞানের সাহায্যে সে মুক্তিলাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

যেভাবে সূর্য তার আপন রশ্মির মাধ্যমে নিজেকে উদ্ভাসিত করে কিংবা মেঘ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে আবৃত করে থাকে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর আপন শক্তির অভিপ্রকাশের মাধ্যমে জ্ঞান এবং অজ্ঞানতায় আপনাকে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত রাখেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) বলা হয়েছে—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগতকে ধারণ করে আছে।" শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকটি প্রসঙ্গে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সব জীব ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, কারণ গুণগতভাবে তার অস্তিত্ব ভগবানের সঙ্গে এক, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই জীব কখনই শক্তিসামর্থ্যে ভগবানের সমকক্ষ নয়।"

শক্তিসামর্থ্যের গুণগত হীনতার ফলেই, জীবমাত্রই মায়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং ভগবানের শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করতে পারলেই আবার সেই মায়বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। *অংশ* অর্থাৎ 'অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ' ভাবধারাটিও *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) উল্লেখ করা হয়েছে—*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*। জীবমাত্রই ভগবানের অংশ, অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা অণুকণা মাত্র, এবং সেই কারণেই মুক্তি ও বন্ধনদশার অধীন হয়েই সেই অংশটিকে থাকতে হয়। তাই *বিষ্ণুপুরাণে* বলা হয়েছে—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

"পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর উৎকৃষ্টা শক্তির সাথে ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিরও অধিকারী। এই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিও চিন্ময় দিব্য শক্তি, কিন্তু এই শক্তি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তৃতীয় অর্থাৎ জড়জাগতিক শক্তিরূপে অজ্ঞানতা অথবা তমোগুণের দ্বারাও

আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে আচ্ছাদনের ফলে, দ্বিতীয় অর্থাৎ তটস্থা শক্তি বিভিন্ন প্রকার বিবর্তনের ধারায় অভিব্যক্ত হতে থাকে।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকেই সকাম কর্ম সম্পাদনের অভ্যাসে জীবমাত্রই আত্মনিয়োজিত রয়েছে। এই কারণেই তার বদ্ধজীবনধারাকে অনাদি বদ্ধ জীবন বলা চলতে পারে। এই ধরনের বদ্ধ জীবন অবশ্য অনন্তকালের জন্য নয়, কারণ প্রেমময়ী ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের মাধ্যমে জীব মুক্তিলাভ করতে পারে। যেহেতু জীবের মুক্তিলাভ করা সম্ভব হতে পারে, তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, জীবের মুক্ত জীবনধারা কোনও এক সময়ে শুরু হলেও তা অনন্তকাল প্রবহমান থাকে, যেহেতু মুক্ত জীবন অনন্ত সত্তাসম্পন্ন বলেই স্বীকার করা হয়। যেভাবেই হোক, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ যে করতে পেরেছে, তাকে নিত্যমুক্ত বলে স্বীকার করা যেতে পারে, যেহেতু সেই ধরনের মানুষ চিদাকাশের দিব্য অনন্ত পরিবেশে চিরকালের মতো প্রবেশলাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছে। যেহেতু চিদাকাশে কোনও জড়জাগতিক কালের প্রভাব নেই, সেই কারণেই জীব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপন গ্রহলোকে গিয়েই তার নিত্য চিন্ময় দিব্য শরীর লাভ করে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার সচ্চিদানন্দময় জীবনধারা জড়জাগতিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মফলের বিচারে নির্ধারিত হয় না এবং তাই সেই জীবনধারাটিকে বলা হয় নিত্য মুক্তি। চিদাকাশে জড়জাগতিক কালের হিসাব স্পষ্টতই অনুপস্থিত, এবং প্রত্যেক জীবই সেখানে পরম সত্তা অর্জন করার ফলে নিত্যমুক্ত হয়ে থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* যেভাবে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্পর্কিত তিনটি স্তরের মাধ্যমে *বিদ্যা* অর্থাৎ যথার্থ সার্থক জ্ঞানের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, তা চর্চার ফলেই মুক্তি অর্জন করা যেতে পারে। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের পরম পর্যায় বলতে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* এই ধরনের জ্ঞানকে *রাজবিদ্যা*, অর্থাৎ সকল জ্ঞানের রাজা বলা হয়েছে, আর এই বিদ্যাই পরম মুক্তি প্রদান করে থাকে।

শ্লোক ৫

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে ।
বিরুদ্ধধর্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্মিণি ॥ ৫ ॥

অথ—এইভাবে; **বদ্ধস্য**—বদ্ধ জীবাত্মার; **মুক্তস্য**—পরমমুক্ত ভগবানের; **বৈলক্ষণ্যম্**—বিভিন্ন লক্ষণাদি; **বদামি**—আমি এখন বলছি; **তে**—তোমাকে;

বিরুদ্ধ—বিপরীতধর্মী; **ধর্মিণোঃ**—যার দুটি প্রকৃতি; **তাত**—হে উদ্ধব; **স্থিতয়োঃ**—যে দুজন অবস্থিত; **এক ধর্মিণি**—তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি প্রকাশমান একটি শরীর।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, এইভাবেই একই জড়দেহের মধ্যে আমরা বিপুল সুখ এবং দুঃখ দুর্দশার মতো বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে থাকি। তার কারণ এই যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান যিনি নিত্যমুক্ত দিব্য সত্তা, আর সেই সঙ্গে বদ্ধ জীবাত্মা উভয়েই দেহের মধ্যে রয়েছে। এখন আমি তোমার কাছে তাঁদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদির কথা বলব।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৩৬ সংখ্যক শ্লোকটিতে, উদ্ধব মুক্ত এবং বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন লক্ষণাদি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, বদ্ধাবস্থা এবং মুক্তাবস্থার বৈশিষ্ট্যাদি দু'টি বিভাগে উপলব্ধি করা চলে—সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মা ও নিত্যমুক্ত পরমাত্মা স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য অথবা জীব সত্তার পর্যায়ে বদ্ধ জীবাত্মা ও মুক্তাত্মার মধ্যে পার্থক্য। ভগবান প্রথমে সাধারণ বদ্ধ জীবসত্তা ও পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করবেন, যা থেকে নিয়ন্ত্রিত সত্তা ও পরম নিয়ন্তার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা যেতে পারবে।

শ্লোক ৬

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে ।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নম্
অন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥ ৬ ॥

সুপর্ণৌ—দুটি পাখি; **এতৌ**—এই; **সদৃশৌ**—একই রকম; **সখায়ৌ**—বন্ধুগণ; **যদৃচ্ছয়া**—ঘটনাক্রমে; **এতৌ**—এই দুই; **কৃত**—তৈরি; **নীড়ৌ**—একটি বাসা; **চ**—এবং; **বৃক্ষে**—একটি গাছে; **একঃ**—এক; **তয়োঃ**—দুইজনের; **খাদতি**—খাচ্ছিল; **পিপ্পল**—গাছটির; **অন্নম্**—ফলগুলির; **অন্যঃ**—অপরটি; **নিরন্নঃ**—না খেয়ে; **অপি**—যদিও; **বলেন**—শক্তির দ্বারা; **ভূয়ান্**—তিনিই শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

ঘটনাক্রমে দুটি পাখি একই গাছে একসঙ্গে বাসা করেছে। দুটি পাখিই বন্ধু আর সমপ্রকৃতি। অবশ্য, তাদের মধ্যে একজন গাছটির ফল খাচ্ছে, অন্যদিকে অন্য পাখিটি যে ফল খাচ্ছে না, সে নিজ শক্তির ফলে উত্তম মর্যাদায় অবস্থান করছে।

তাৎপর্য

জড় দেহের হৃদয়ের মাঝে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা তথা পরমেশ্বর ভগবানের অবস্থান এখানে একই গাছে দুটি পাখির অবস্থানের সঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। পাখি যেমন গাছে বাসা বাঁধে, তেমনই জীব হৃদয়ে অবস্থান করে থাকে। দৃষ্টান্তটি যথাযথ হয়েছে, কারণ পাখি সর্বদাই গাছটি থেকে ভিন্ন সত্তারূপে বিরাজ করে। তেমনই, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন, উভয়েই অস্থায়ী জড় শরীর থেকে ভিন্ন। *বলেন* শব্দটি বোঝায় যে, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দময় অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েই থাকেন। *ভূয়ান্*, অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠ অস্তিত্বসম্পন্ন" শব্দের মাধ্যমে বোঝায় যে, পরমেশ্বর ভগবান নিত্য শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন, সেক্ষেত্রে জীব কখনও মায়ামোহগ্রস্ত এবং কখনও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়। *বলেন* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান কখনই তমোগুণাচ্ছন্ন কিংবা অজ্ঞানতার অন্ধকারে বিরাজ করেন না, তবে তিনি নিত্য সচ্চিদানন্দময় সত্তায় অবস্থিত থাকেন।

তাই, ভগবান *নিরন্ন*, অর্থাৎ জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপের তিক্ত ফল আস্বাদনে অনাসক্ত হয়ে থাকেন, অথচ সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মা সেই ধরনের তিক্ত ফলগুলিকেই মিষ্ট মনে করে তাড়াতাড়ি ভক্ষণ করতে থাকে। অবশেষে সকল জড়জাগতিক কর্মপ্রচেষ্টার পরিণামেই আছে মৃত্যু, কিন্তু জীব নির্বোধের মতো মনে করে জড় বিষয়াদি থেকে সে আনন্দসুখ অর্পণ করবে। *সখায়ৌ* অর্থাৎ "দুই সখা" শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের যথার্থ সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অন্তরে বিরাজমান রয়েছেন। কেবলমাত্র তিনিই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন বোঝেন, এবং একমাত্র তিনিই আমাদের যথার্থ সুখ প্রদান করতে পারেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনই কৃপাময় যে, তিনি ধৈর্য সহকারে অন্তরে বিরাজমান থেকে, বদ্ধ জীবাত্মাকে নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করতে থাকেন। অবশ্য কোনও জড়জাগতিক বন্ধুই তার কোনও বুদ্ধিহীন সঙ্গীর সাথে লক্ষ লক্ষ বছর যাবৎ থাকতে চায় না, বিশেষ করে, যদি তার সঙ্গী তাকে অবহেলা কিংবা অভিসম্পাত করতেও থাকে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনই বিশ্বস্ত প্রেমময় সখা যে, অতি দানবীয় জীবের সঙ্গেও তিনি থাকেন এবং তিনি কীটপতঙ্গ, শুয়োর ও কুকুরের অন্তরেও থাকেন। তার কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ এবং তিনি প্রত্যেক জীবকেই তাঁর নিজের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে বিবেচনা করে থাকেন। প্রত্যেক জীবেরই জড়জাগতিক অস্তিত্বের বৃক্ষস্বরূপ কর্মকাণ্ডের তিক্ত ফলরাশি বর্জন করাই উচিত। অন্তরের মাঝে ভগবানের উদ্দেশ্যেই মানুষের দৃষ্টি ফেরানো উচিত এবং জীবের যথার্থ সখা পরমেশ্বর ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিত্য প্রেমময় সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে আপন অন্তরমাঝে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। *সদৃশৌ* অর্থাৎ 'সমান প্রকৃতিসম্পন্ন' শব্দটি বোঝায় যে, জীবাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই পরম চেতন। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশস্বরূপ আমরাও ভগবানের প্রকৃতির অংশীদার, কিন্তু তা অতি কণামাত্র পরিমাণে। তাই ভগবান এবং জীবসত্তা *সদৃশৌ।* অনুরূপ বর্ণনা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও* (৪/৬) দেখা যায়—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলাং স্বাদ্বত্ত্য
অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি ॥

"একটি গাছে দুটি পাখি আছে। তাদের মধ্যে একটি পাখি গাছের ফলগুলি খাচ্ছে, আর অন্যটি সেই কাজ লক্ষ্য করছে। লক্ষ্যকারী ভগবান এবং ফল ভক্ষণকারী জীবসত্তা।"

শ্লোক ৭

আত্মানমন্যং চ স বেদ বিদ্বান্
অপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭ ॥

আত্মানম্—স্বয়ং; **অন্যম্**—অন্যজন; **চ**—আরও; **সঃ**—তিনি; **বেদ**—জানে; **বিদ্বান্**—জ্ঞানময়; **অপিপ্পল-অদঃ**—গাছের ফল ভক্ষণ করছে না; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **পিপ্পল-অদঃ**—গাছটির ফল যে ভক্ষণ করছে; **যঃ**—যে; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানতার সঙ্গে; **যুক্**—পূর্ণ; **সঃ**—সে; **তু**—অবশ্য; **নিত্য**—নিত্যকাল; **বদ্ধঃ**—বদ্ধ; **বিদ্যা-ময়ঃ**—যথার্থ জ্ঞানে পরিপূর্ণ; **যঃ**—যে; **সঃ**—সে; **তু**—অবশ্য; **নিত্য**—নিত্যকাল **মুক্ত**—মুক্ত।

অনুবাদ

যে পাখিটি গাছটির ফল ভক্ষণ করে না, সেটি পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, যিনি তাঁর সর্বজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর আপন মর্যাদা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন এবং ফল ভক্ষণকারী পাখিটির মতো বদ্ধজীবের সত্তাও উপলব্ধি করেন। অপর দিকে ঐ জীব নিজেকে উপলব্ধি করে না কিংবা ভগবানকেও অনুভব করে না। সে

অজ্ঞানতার দ্বারা আবৃত হয়ে আছে এবং তাই তাকে নিত্য বদ্ধ বলা হয়ে থাকে, আর পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন বলেই তিনি নিত্য মুক্ত পুরুষ রূপে বিরাজমান থাকেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির মধ্যে *বিদ্যাময়* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি সর্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং তা বহিরঙ্গা শক্তি তথা মহামায়া থেকে উচ্চস্তরের ভগবৎ গুণ। জড় জগতের বিদ্যা অর্থাৎ জড়জাগতিক বিজ্ঞানতত্ত্ব এবং অবিদ্যা অর্থাৎ জড়জাগতিক অজ্ঞানতা রয়েছে, তবে এই শ্লোকে বিদ্যা বলতে অন্তরঙ্গা পারমার্থিক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, যে জ্ঞানের সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবান পরম তত্ত্বজ্ঞানের মাঝে আপনাকে চির বিরাজিত রাখেন। বহু বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে একটি গাছে দুটি পাখির যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা বোঝানো হয় যে, *নিত্যোনিত্যানাম্* অর্থাৎ নিত্যস্থিত সত্তা দুটি আছে—পরমেশ্বর ভগবান এবং অণুসদৃশ জীবাত্মা। বদ্ধ জীবাত্মা ভগবানের নিত্য দাস রূপে আপন সত্তা বিস্মৃত হওয়ার ফলে তার নিজের কাজকর্মের ফল উপভোগ করতে চায় এবং তার ফলে অজ্ঞানতার ধারায় প্রবহমান হয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই এই অজ্ঞানতার বন্ধনদশা বর্তমান রয়েছে এবং চিন্ময় জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রেমময়ী ভগবৎ সেবা অনুশীলনের মাধ্যমে তার প্রতিকার করা সম্ভব হতে পারে। বদ্ধ জীবনধারায় জীবকে প্রকৃতির বিধিনিয়মাদি অনুসারে জীবকে পুণ্য ধর্মী এবং পাপধর্মী ফলাশ্রয়ী কাজকর্মে বাধ্য হয়ে নিয়োজিত থাকতে হয়, তবে প্রত্যেক জীবের মুক্ত সত্তার অর্থ এই যে, তার সকল কর্মের ফলশ্রুতি পরম ভোক্তা ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হয়। তাই বোঝা উচিত যে, জীব যদিও কখনও মুক্ত সত্তায় বিরাজমান হতেও পারে, তবুও তার জ্ঞানসম্পদ কখনই পরমেশ্বর ভগবানের জ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এমন কি পরম জীবসত্তা ব্রহ্মাও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে পরমেশ্বর ভগবানের জ্ঞানের অতি সামান্য অংশই আয়ত্ত করতে পেরেছেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/৫) বলা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রাজবিদ্যা তথা শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পদ অর্জুনকে প্রদান করেছেন—

বহূনি মে ব্যতিতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পারো না।"

বদ্ধ অর্থাৎ 'আবদ্ধ' শব্দটির দ্বারাও বুঝতে হবে যে, তার দ্বারা ভগবানের উপরেই জীবের নির্ভরতা স্বীকার করা হয়েছে—কখনও বদ্ধ অবস্থায় কিংবা কখনও মুক্ত অবস্থায়! মায়ার রাজ্যে জীব তার জন্ম মৃত্যুর নিষ্ঠুর নিয়মে বদ্ধ হয়ে থাকে, অথচ চিন্ময় আকাশে জীব ভগবানের সাথে প্রেমময়ী সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকে। মুক্তি বলতে জীবনের সকল দুর্দশা থেকে অব্যাহতি বোঝায়, কিন্তু তার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে প্রেমময় সম্পর্কের বিচ্যুতি কখনই বোঝায় না। শ্রীল মধ্বাচার্যের মতে, ভগবান একমাত্র মুক্ত জীবসত্তা এবং অন্য সকল জীবই নিত্য নির্ভরশীল এবং ভগবানের সাথে চির আবদ্ধ সত্তা, সেই বন্ধন কখনও আনন্দময় সেবার সম্পর্কে কখনও বা মায়া বন্ধনের মধ্যে অবস্থান করে থাকে। জড়জাগতিক অস্তিত্বের বৃক্ষের তিক্ত ফল আস্বাদন করা বদ্ধ জীবের পক্ষে অনুচিত এবং তার পরিবর্তে তার পরম সুহৃৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় তার মনোনিবেশ করা উচিত। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার হৃদয়মাঝেই অবস্থান করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদন করার মতো আনন্দের কাজ আর কিছুই হতে পারে না, কারণ তার ফলেই মুক্ত জীব সুখসাগরে প্রবেশ করে থাকে।

শ্লোক ৮

দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা ॥ ৮ ॥

দেহ—জড় দেহের মধ্যে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **দেহ**—শরীরে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **বিদ্বান্**—জ্ঞানবান ব্যক্তি; **স্বপ্নাৎ**—স্বপ্ন থেকে; **যথা**—যেমন; **উত্থিতঃ**—জেগে ওঠা; **অদেহ**—শরীরের মধ্যে নয়; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **দেহ**—দেহের মধ্যে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **কুমতিঃ**—দুর্বুদ্ধি মানুষ; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **দৃক্**—দেখে; **যথা**—যেভাবে।

অনুবাদ

জড় দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকলেও, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দেহের বাইরেও নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, ঠিক যেমন স্বপ্ন থেকে উত্থিত মানুষ স্বপ্নে দেখা শরীরের সাথে আত্মস্থ হয়ে থাকা বর্জন করতে পারে। অবশ্য, নির্বোধ মানুষ তার জড় দেহটির সাথে একাত্ম না হলেও, তা থেকে অতীত সত্তা হওয়া সত্ত্বেও, মনে করে সে শরীরটির মধ্যেই রয়েছে, ঠিক যেমন স্বপ্নমগ্ন মানুষ নিজেকেই একটা কাল্পনিক শরীরের মধ্যে দেখতে পায়।

তাৎপর্য

মুক্তাত্মা পুরুষ ও বদ্ধ জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলোচনার মধ্যে, ভগবান প্রথমেই নিত্যমুক্ত পরমেশ্বর ভগবান এবং তটস্থা শক্তির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে, অগণিত জীবগণ যারা কখনও বদ্ধ জীব এবং কখনও মুক্তাত্মা, তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী নয়টি শ্লোকে, ভগবান মুক্ত ও বদ্ধ জীবাত্মার বিভিন্ন লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। স্বপ্নের মধ্যে মানুষ নিজেকে কোনও এক কাল্পনিক দেহে লক্ষ্য করে থাকে, তবে জেগে ওঠার পরে সেই দেহটির সাথে দেহাত্মবোধ বর্জন করে। তেমনই, কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে নবজাগরণ যার হয়েছে, সে আর স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম জড় শরীরাদির সাথে দেহাত্মবোধ পোষণ করে না কিংবা জড়জাগতিক জীবনধারার সুখ ও দুঃখের দ্বারও সে আর বিচলিত হয় না। অন্যদিকে, মূর্খ মানুষ (কুমতিসম্পন্ন) কখনও জড়জাগতিক অস্তিত্বের স্বপ্ন থেকে জাগরিত হয় না এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাদির সঙ্গে মিথ্যা দেহাত্মবোধের পরিণামে অগণিত সমস্যাদির মধ্যে বিজড়িত হয়ে পড়ে। নিজের চিরন্তন চিন্ময় পরিচয় (নিত্যস্বরূপ) উপলব্ধির মাধ্যমে সেই মর্যাদায় নিজেকে অধিষ্ঠিত করা চাই। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকরূপে যথাযথভাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারলে, মানুষ তার মিথ্যা জড়জাগতিক আত্মপরিচয়ের মোহ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে, এবং তার ফলে মায়াময় অস্তিত্বের দুঃখকষ্ট অচিরে দূর হয়ে যায়, ঠিক যেমন দুঃস্বপ্ন থেকে মনোরম পরিবেশের মধ্যে জেগে ওঠা মাত্রই সেই স্বপ্নের যতকিছু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তবে বোঝা উচিত যে, স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার উপমাটি কখনই পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না, যেহেতু তিনি কখনই মায়ামোহগ্রস্ত হন না। ভগবান বিষ্ণুতত্ত্ব নামে তাঁর আপন অনুপম অংশে নিত্য জাগরিত এবং জ্ঞানোদ্ভাসিত হয়ে রয়েছেন। যিনি বিদ্বান, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন, তাঁর কাছে এই তত্ত্ব নিতান্তই সহজবোধ্য বিষয়।

শ্লোক ৯

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপিগুণেষু চ ।
গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়ৈঃ—ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়গুলির; **অর্থেষু**—বিষয়াদিতে; **গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলী থেকে উদ্ভূত; **অপি**—সত্ত্বেও; **গুণেষু**—একই গুণাবলীর দ্বারা উদ্ভূত; **চ**—ও; **গৃহ্যমাণেষু**—যেভাবে সেইগুলি গৃহীত হয়ে থাকে; **অহম্**—

অহমিকা; **কুর্যাৎ**—সৃষ্টি করবে; **ন**—না; **বিদ্বান্**—বিদ্বান ব্যক্তি; **যঃ**—যে; **তু**—অবশ্য; **অবিক্রিয়ঃ**—জড়জাগতিক বাসনার দ্বারা অবিচলিত।

অনুবাদ

জড়জাগতিক বাসনার কলুষতা থেকে মুক্ত যে কোনও বিদ্বান ব্যক্তি দৈহিক ক্রিয়াকলাপের কর্মীরূপে নিজেকে মনে করেন না; বরং সে জানে যে, ঐ ধরনের সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই শুধুমাত্র জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী থেকে উদ্ভূত ইন্দ্রিয়গুলিই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলির সঙ্গে সংযোগ সাধন করছে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৮) অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন—

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥

"হে মহাবাহো, ভগবদ্ভক্তিবিমুখী কর্ম ও সকাম কর্মের মধ্যে পার্থক্য ভালভাবে অবগত হয়ে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কখনও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগাত্মক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হন না।"

জড়জাগতিক দেহটি সদাসর্বদাই ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীর সাথে সংযোগ রক্ষা করতে থাকে, কারণ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই দেহটিকে অবশ্যই আহার, নিদ্রা, পান ও বাচন ইত্যাদি করে চলতে হয়, কিন্তু জ্ঞানবান মানুষ যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের তত্ত্ববিজ্ঞান বোঝেন, তিনি কখনও ভাবেন না, "এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসামগ্রী আমার সম্পদ-সম্পত্তি বলে আমি গ্রহণ করেছি। ঐগুলি আমার ভোগতৃপ্তির জন্যে তৈরি হয়েছে।" তেমনই যদি শরীরটি কোনও চমৎকার কাজ সম্পন্ন করে, তাহলে কোনও কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ উল্লসিত হয়ে ওঠে না, কিংবা কোনও ভাবে কোনও কাজে শরীর ব্যর্থ হলে সে বিমর্ষ হয় না। অন্যভাবে বলা চলে যে, কৃষ্ণভাবনা বলতে বোঝায় স্থূল ও জড় বস্তুসামগ্রীর সাথে সর্বপ্রকার আত্মিক সংযোগ বর্জন করা। ভগবানের শক্তিসমন্বিত প্রতিভূ মায়ার নির্দেশে সক্রিয় ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিরূপে সেইগুলির ক্রিয়াকলাপ উপলব্ধি করা উচিত। সকাম কার্যকলাপে মগ্ন মানুষ মহামায়া, অর্থাৎ জড়জাগতিক অস্তিত্বের পরিণামস্বরূপ দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা ভোগ করবার জন্যই সেই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অধীনে কাজ করতে থাকে। অন্য দিকে, ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি তথা যোগমায়া নামে প্রভাবের অধীনে সন্তুষ্টমনে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিসেবা নিবেদনের কাজে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। উভয় ক্ষেত্রেই, ভগবান স্বয়ং তাঁর অগণিত শক্তিরাজির মাধ্যমে, সকল কর্মের কর্তা হয়েই থাকেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, জীবনের শরীর বিষয়ক ধারণার দ্বারা অবিচলিত মানুষ, জড়জাগতিক বাসনাদি ও মানসিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী হলে, তাকে আত্মপ্রবঞ্চক এবং অতি নিম্নস্তরের বদ্ধ জীব বলা চলে।

শ্লোক ১০

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্মণা ।
বর্তমানোঽবুধস্তত্র কর্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥ ১০ ॥

দৈব—মানুষের পূর্বকৃত প্রারব্ধ সকাম ক্রিয়াকলাপ; **অধীনে**—যা অধীনস্থ; **শরীরে**—জড় দেহের মধ্যে; **অস্মিন্**—এর মাঝে; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণাবলী; **ভাব্যেন**—যার দ্বারা উৎপাদিত হয়; **কর্মণা**—সকাম ক্রিয়াকলাপের দ্বারা; **বর্তমানঃ**—অবস্থিত; **অবুধঃ**—যে বুদ্ধিহীন; **তত্র**—দৈহিক কার্যকলাপের মাঝে; **কর্তা**—কর্মী; **অস্মী**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **নিবধ্যতে**—আবদ্ধ হয়ে থাকে।

অনুবাদ

প্রারব্ধ কর্মফলের পরিণামে দেহমধ্যে আবদ্ধ বুদ্ধিহীন মানুষ মনে করে, "আমি সকল কাজের কর্তা।" অহমিকায় বিভ্রান্ত তেমন নির্বোধ মানুষ তাই সকাম ক্রিয়াকলাপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণাবলীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে থাকে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

পরম সত্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরেই জীব নির্ভরশীল, কিন্তু মিথ্যা অহমিকার ফলে, সে পরমেশ্বর ভগবানকে অগ্রাহ্য করে এবং নিজেকেই সকল কাজের কর্তা বলে মনে করে। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, রাজা যেভাবে বিদ্রোহী প্রজাকে শাস্তি দেয়, পরমেশ্বর ভগবানও তেমনই পাপাত্মক জীবকে মায়াবলে দেহ থেকে দেহান্তরে প্রেরণ করে থাকে।

শ্লোক ১১

এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে ।
দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিষু ।
ন তথা বধ্যতে বিদ্বান্ তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্ ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিরক্তঃ**—জাগতিক উপভোগে অনাসক্ত; **শয়নে**—শুয়ে থাকতে; **আসন**—বসে থাকতে; **অটন**—বেড়াতে; **মজ্জনে**—কিংবা স্নান করতে; **দর্শন**—দেখতে; **স্পর্শন**—স্পর্শ করতে; **ঘ্রাণ**—ঘ্রাণ নিতে; **ভোজন**—খেতে; **শ্রবণ**—শুনতে; **আদিষু**—এবং ইত্যাদি; **ন**—না; **তথা**—সেইভাবে; **বধ্যতে**—বাধ্য হয়; **বিদ্বান্**—বুদ্ধিমান লোক; **তত্র তত্র**—যেখানে সে যায়; **আদয়ন্**—অভিজ্ঞতা লাভের অনুকুল; **গুণান্**—জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীর সৃষ্টি ইন্দ্রিয়াদি।

অনুবাদ

বিদ্বান জ্ঞানবান মানুষ অনাসক্তির অভ্যাসে দৃঢ়চিত্ত হলে তাঁর শরীরটিকে শোয়া, বসা, চলাফেরা, স্নান করা, দেখা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, আহার করা, শোনা এবং এই ধরনের সব কাজেই উপযোগ করেন, কিন্তু কখনই সেই ধরনের কাজকর্মে আসক্ত হয়ে পড়েন না। অবশ্য, সকল প্রকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী হয়ে থাকলেও তিনি সেই সকল কাজের বিষয়বস্তুগুলির সঙ্গে তিনি শুধুমাত্র তাঁর শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলিকেই নিয়োজিত রাখেন এবং বুদ্ধিহীন মানুষদের মতো সেই সকল কাজের মধ্যে বিজড়িত হয়ে পড়েন না।

তাৎপর্য

পুর্ববর্তী অধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব প্রশ্ন করেছিলেন কেন জ্ঞানবান মানুষও বদ্ধজীবের মতো বাহ্যিক দেহগত ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত হন। এখানে ভগবানের উত্তর রয়েছে। দেহগত ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত হওয়ার সময়ে, কোনও বুদ্ধিহীন মানুষ জড়জাগতিক জীবনের পদ্ধতি ও পরিণাম উভয় বিষয়েই আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তাই জড়জাগতিক কর্মক্ষেত্রে নিদারুণ দুঃখকষ্ট এবং হর্ষ উল্লাস বোধ করতে থাকে। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন জীব অবশ্য সাধারণ মানুষদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় এবং দুঃখকষ্টের ঘটনাদির পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেহগত ক্রিয়াকলাপ সামান্য মাত্রাতেও উপভোগের প্রচেষ্টায় ভুল করেন না। তার পরিবর্তে তিনি নিরাসক্ত সাক্ষী হয়ে থাকেন, শুধুমাত্র দেহ পরিচর্যার স্বাভাবিক কাজকর্মের মাধ্যমে তাঁর ইন্দ্রিয়াদি উপযোগ করেন। *আদয়ন্* শব্দটির মাধ্যমে এখানে তাই বোঝানো হয়েছে যে, জড়জাগতিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ আত্মসত্তাটি ছাড়া অন্য কিছু কাজে লাগিয়ে থাকেন।

শ্লোক ১২-১৩

প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ ।
বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্ বিনিবর্ততে ॥ ১৩ ॥

প্রকৃতি—জড়জাগতিক পৃথিবীতে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **অসংসক্তঃ**—ইন্দ্রিয় উপভোগ থেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত; **যথা**—যেমন; **খম্**—আকাশ; **সবিতা**—সূর্য; **অনিলঃ**—বাতাস; **বৈশারদ্যা**—অতি বিশারদের দ্বারা; **ঈক্ষয়া**—দৃষ্টি; **অসঙ্গ**—অনাসক্তির মাধ্যমে; **শিতয়া**—অভ্যস্ত; **ছিন্ন**—কাটা; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **প্রতিবুদ্ধঃ**—জাগরিত; **ইব**—মতো; **স্বপ্নাৎ**—স্বপ্ন থেকে; **নানাত্বাৎ**—জড় জগতের বৈচিত্র্যের দ্বৈতভাব; **বিনিবর্ততে**—বিমুখ বা অনাসক্ত হয়।

অনুবাদ

যদিও আকাশ, অর্থাৎ মহাশূন্য সব কিছুরই আশ্রয়স্থল, তা হলেও আকাশ কোনও কিছুর সঙ্গে মিশে যায় না, কিংবা আসক্ত হয়ে পড়ে না। তেমনই, অসংখ্য জলাশয়ের মধ্যে সূর্য প্রতিফলিত হলেও তা জলের মধ্যে মোটেই আসক্ত হয় না, শক্তিশালী বাতাস সর্বত্র বয়ে চলতে থাকলেও অগণিত প্রকার গন্ধের দ্বারা তা বিকৃত হয় না, বা যে সব পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়ে যায়, সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সেইভাবেই আত্মজ্ঞানলব্ধ মানুষও জড়দেহ থেকে এবং চারপাশের জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত থাকেন। তিনি যেন স্বপ্নোত্থিত মানুষের মতোই থাকেন। অনাসক্তির দ্বারা সুতীক্ষ্ণ সুদক্ষ দর্শন শক্তির সাহায্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মানুষ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সকল প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিন্ন করেন এবং জড়জাগতিক বৈচিত্র্যের প্রসারতা থেকে তাঁর চেতনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মানুষ তাঁর যথার্থ চিন্ময় সত্তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব সন্দেহ ছিন্ন করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর এবং তাই তাঁর অপেক্ষা ভিন্ন কোনও পৃথক সত্তার অস্তিত্ব থাকাই সম্ভব নয়। এই ধরনের সুদক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই সর্বপ্রকার দ্বিধা সন্দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা যায়। এখানে তাই বলা হয়েছে, *প্রকৃতিস্থোহপ্যসংসক্তঃ*—আকাশ, সূর্য কিংবা বাতাসের মতোই, আত্ম উপলব্ধি যার হয়েছে, তার আর বন্ধনদশার কোনও ভয় নেই। ভগবানের জড়জাগতিক সৃষ্টির মাঝে অবস্থিত থাকলেও কোনও প্রকার আসক্তি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। *নানাত্ব* অর্থাৎ "জড়জাগতিক বৈচিত্র্য," বলতে মানুষের জড়জাগতিক দেহ, অন্য সকলের দেহ এবং মানসিক ও দৈহিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য অগণিত সেবাপরিকরাদি বোঝায়। কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে শুদ্ধসত্ত্বের জাগরণ হলে, মানুষ তখন মায়াময় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সবরকম আগ্রহ থেকে পরিপূর্ণ

নিষ্কৃতিলাভ করতে পারে এবং শরীরের মধ্যে বিরাজমান আত্মার ক্রমশ উপলব্ধির চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হতে পারে। একটি গাছে দুটি পাখির দৃষ্টান্তটির মধ্যে তাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, জীবাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তাসম্পন্ন। যদি মানুষ ভগবানের অভিমুখে মনোযোগী হয়, এবং তাঁর উপরে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁকেই শাশ্বত নির্ভর রূপে বরণ করতে পারে, তা হলে আর কোনই দুঃখদুর্দশা বা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিছুই থাকবে না, তখন জড়জগতের মাঝে অবস্থান করে থাকলেই কোনও কিছুই দুঃখদুর্দশা বা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণ হবে না। জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলির অগণিত অভিজ্ঞতা কেবলই মানুষের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা জাগায়, অথচ পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি হলেই তৎক্ষণাৎ শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই বুদ্ধিমান মানুষ জড় বৈচিত্র্যের জগৎ থেকে অব্যাহতি নিয়ে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় আত্মতত্ত্বজ্ঞানী হয়ে ওঠেন।

শ্লোক ১৪

যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ ।
বৃত্তয়ঃ স বিনির্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি তদ্‌গুণৈঃ ॥ ১৪ ॥

যস্য—যার; **স্যুঃ**—তারা; **বীত**—মুক্ত; **সঙ্কল্পাঃ**—জড়জাগতিক কামনা-বাসনা; **প্রাণ**—প্রাণশক্তি; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়াদি; **মনঃ**—মন; **ধিয়াম্**—এবং বুদ্ধির; **বৃত্তয়ঃ**—ক্রিয়াকলাপ; **সঃ**—সেই ধরনের মানুষ; **বিনির্মুক্তঃ**—সম্পূর্ণ মুক্ত; **দেহ**—শরীরের মধ্যে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অপি**—এমনকি; **হি**—অবশ্যই; **তৎ**—শরীরের; **গুণৈঃ**—সর্বপ্রকার।

অনুবাদ

যখন কোনও মানুষের কোনও প্রকার জড়জাগতিক কামনা-বাসনা ছাড়াই তার প্রাণশক্তি, ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধির কাজ চলতে থাকে, তখন তাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়জাগতিক শরীরাদি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সেই ধরনের মানুষ শরীরের মধ্যে অবস্থিত থাকলেও, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন।

তাৎপর্য

জড় জাগতিক দেহটি এবং মনটি দুঃখদুর্দশা, মায়ামোহ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা, লোভ আকাঙ্ক্ষা, বাতুলতা-উন্মাদনা, হতাশা-বিষাদ ইত্যাদির প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে, তবে এই জগতে অনাসক্তভাবে যে বাস করতে পারে, তাকে বিনির্মুক্ত, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত পুরুষ রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন

হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের অনুশীলনে নিয়োজিত হলে, প্রাণশক্তি ইন্দ্রিয়াদি, মন এবং বুদ্ধি সবই পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১৫

যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া ।
অর্চ্যতে বা ক্বচিৎ তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ ॥ ১৫ ॥

যস্য—যার; **আত্মা**—দেহ; **হিংস্যতে**—আক্রান্ত হয়; **হিংস্রৈঃ**—পাপাত্মক মানুষ কিং বা হিংস্র পশুদের দ্বারা; **যেন**—অন্য কারও দ্বারা; **কিঞ্চিৎ**—কোনও ভাবে; **যদৃচ্ছয়া**—কোনও প্রকারে; **অর্চ্যতে**—আরাধিত হয়; **বা**—কিংবা; **ক্বচিৎ**—কোনও স্থানে; **তত্র**—তার মধ্যে; **ন**—না; **ব্যতিক্রিয়তে**—ব্যতিক্রম বা প্রভাবিত হয়; **বুধঃ**—যে বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

কখনও আপাত কারণ ব্যতিরেকেই হিংস্র মানুষ কিংবা পশুর দ্বারা কারও শরীর আক্রান্ত হয়ে থাকে। অন্য কোনও সময়ে বা অন্যক্ষেত্রে, অকস্মাৎ মানুষ বিপুল সম্মান কিংবা বন্দনায় ভূষিত হতে পারে। যে মানুষ আক্রান্ত হলেও ক্রুদ্ধ হয় না কিংবা বন্দনা লাভ করলেও উল্লসিত হয় না, তাকেই যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ বলা চলে।

তাৎপর্য

কোনও যথার্থ কারণ না থাকলেও যদি কেউ আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্রুদ্ধ হয় না এবং যখন বন্দনা বা আরাধনা লাভ করে, তখন উল্লসিত হয় না, তা হলে আত্ম-উপলব্ধি পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে এবং তাকে দিব্য বুদ্ধির পর্যায়ে অবস্থিত বলে স্বীকার করা চলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ*—কি কি লক্ষণাদির দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত মানুষকে চেনা যায়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে, অর্জুনকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, সেইভাবেই এখন তিনি একই বিষয়বস্তু উদ্ধবকে ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। এই শ্লোকটিতে ভগবান সাধুপুরুষকে সহজে চিনতে পারার লক্ষণগুলি বর্ণনা করছেন, কারণ সাধারণ মানুষকে নিন্দামন্দ করা হলে কিংবা আক্রমণ করলে, সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আর অন্য কেউ সুখ্যাতি প্রকাশ করলে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরও ঐ ধরনের একটি মন্তব্য আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, কন্টকবিদ্ধ হলেও যে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে না, তাকেই যথার্থ বুদ্ধিমান বলা চলে এবং চন্দনের মতো শুভ মাঙ্গলিক সহকারে আরাধনা করা হলেও যে মানুষ মনে মনে সন্তুষ্ট হয় না, সে-ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

শ্লোক ১৬

ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্বতঃ সাধ্বসাধু বা ।
বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জিতঃ সমদৃঙ্ মুনিঃ ॥ ১৬ ॥

ন স্তুবীত—প্রশংসা করে না; **ন নিন্দেত**—নিন্দা করে না; **কুর্বতঃ**—যারা কাজকর্ম করছে; **সাধু**—অতি সুচারুভাবে; **অসাধু**—অতি অপরিচ্ছন্ন ভাবে; **বা**—অথবা; **বদতঃ**—যারা বলে থাকে; **গুণ-দোষাভ্যাম্**—দোষ-গুণাদি থেকে; **বর্জিতঃ**—মুক্ত; **সমদৃক্**—সকল বিষয়ে পারদর্শী; **মুনিঃ**—মুনি ঋষি।

অনুবাদ

কোনও মুনিঋষি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং তাই জড়জাগতিক বিচারে যা ভাল বা মন্দ, তাতে বিচলিত হন না। অবশ্য, অন্যেরা ভাল মন্দ কাজ করছে, এবং তারা অযথা ও যথার্থ বাক্যালাপ করছে, তা তিনি লক্ষ্য করলেও ঋষিতুল্য মানুষ কাউকেই প্রশংসা কিংবা নিন্দা করেন না।

শ্লোক ১৭

ন কুর্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা ।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥ ১৭ ॥

ন-কুর্যাৎ—করা উচিত নয়; **ন বদেৎ**—বলা উচিত নয়; **কিঞ্চিৎ**—যা কিছু; **ন ধ্যায়েৎ**—চিন্তা করা অনুচিত; **সাধু অসাধু বা**—ভাল কিংবা মন্দ বিষয়; **আত্ম-আরামঃ**—আত্ম উপলব্ধির প্রচেষ্টায় যিনি আনন্দলাভ করেন; **অনয়া**—এর সাথে; **বৃত্ত্যা**—জীবনবৃত্তি; **বিচরেৎ**—বিচরণ করা উচিত; **জড়-বৎ**—জড়বুদ্ধি মানুষের মতো; **মুনিঃ**—ঋষিতুল্য মানুষ।

অনুবাদ

মুক্ত পুরুষ ঋষিতুল্য মানুষের পক্ষে তাঁর শরীর রক্ষার প্রয়োজনে, জড় জাগতিক ভাল কিংবা মন্দ বিচারের মাধ্যমে কোনও কাজ করা, কথা বলা কিংবা চিন্তা ভাবনা করা অনুচিত। বরং অবশ্যই তাঁকে সকল প্রকার জড়জাগতিক পরিবেশ থেকে অনাসক্ত থাকতে হবে এবং আত্ম-উপলব্ধির প্রয়াসে আনন্দসুখ অনুভবের মাধ্যমে তাঁকে এই ধরনের মুক্ত জীবনধারার মধ্যে আত্মনিয়োগ করে পরিভ্রমণ করে চলতে হবে, যেন তিনি জড়বুদ্ধি মানুষের মতো অন্য সকলের কাছে প্রতীয়মান হতে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে, যে সকল জ্ঞান যোগী পুরুষ তাঁদের বুদ্ধি সহযোগে উপলব্ধির প্রয়াস করে থাকেন যে, তাঁদের জড়জাগতিক দেহটি তাঁদের যথার্থ পরিচয় নয়, তাঁদের জন্য এক ধরনের জীবনদর্শন এই শ্লোকটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের মধ্যে যাঁরা আত্মনিয়োজিত থাকেন, তাঁরা অবশ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদনের উপযোগিতার বিচারেই জড়জাগতিক বিষয়সামগ্রী গ্রহণ এবং বর্জন করে থাকেন। যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োজিত থাকেন, তাঁকে বিশেষ বুদ্ধিমন্ত বলেই লক্ষ্য করা যায় এবং তিনি জড়বৎ আচরণ করেন না—যা এখানে বলা হয়েছে। যদিও ভগবদ্ভক্ত তাঁর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য কোনও কাজ করেন না, কোনও কথা বলেন না বা চিন্তা করেন না, তাই তিনি সদাসর্বদাই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের প্রয়াসে কাজকর্ম, কথাবার্তা এবং চিন্তাভাবনা করতেই খুব কর্মব্যস্ত থাকেন। সমস্ত অধঃপতিত জীবগণ যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা অনুশীলন করে শুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে তাদের নিজ নিকেতনে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, সেই বিষয়ে বিশদ পরিকল্পনা রচনার কাজেই ভগবদ্ভক্তজন আত্মনিয়োগ করে থাকেন। শুধুমাত্র জড়জাগতিক বিষয়সামগ্রী বর্জন করলেই যথার্থ আত্মোপলব্ধি হয় না। সবকিছুই ভগবানের সম্পদ এবং তা ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, মানুষমাত্রেরই সেইভাবে সকল বিষয়ে শুদ্ধ চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করতে হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের আন্দোলন প্রসারে নিয়োজিত কর্মব্যস্ত মানুষের জীবনধারায় জড়জাগতিক বাছবিচার করবার কোনও অবকাশ থাকে না এবং তাই স্বভাবতই তিনি অনায়াসে মুক্ত সাত্ত্বিক জীবনধারায় উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হন।

শ্লোক ১৮

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি ।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ১৮ ॥

শব্দ-ব্রহ্মণি—বৈদিক শাস্ত্রাদিতে; **নিষ্ণাতঃ**—সম্পূর্ণ অধ্যয়নের মাধ্যমে অভিজ্ঞ; **ন নিষ্ণায়াৎ**—মনোনিবেশ করে না; **পরে**—পরমেশ্বর ভগবানে; **যদি**—যদি; **শ্রমঃ**—পরিশ্রম; **তস্য**—তাঁর; **শ্রম**—বিপুল প্রচেষ্টার; **ফলঃ**—ফলাফল; **হি**—অবশ্যই; **অধেনুম্**—যে গাভী দুগ্ধ দান করে না; **ইব**—মতো; **রক্ষতঃ**—রক্ষাকারী।

অনুবাদ

সযত্নে বেদ শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে যদি কেউ বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মনোনিবেশ না করে, তা হলে যে গাভী দুগ্ধ দান করে না, তার রক্ষণাবেক্ষণে কঠোর পরিশ্রমী মানুষের মতোই তার অবস্থা হয়। অন্যভাবে বলা চলে যে, বৈদিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমসাধ্য অধ্যয়ন করলে তা শুধুই পণ্ডশ্রম হয়। তা থেকে অন্য কোনও কার্যকরী ফললাভ হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকে *পরে* (পরম) শব্দটির দ্বারা নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধি না করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসঙ্গই নির্দেশিত হয়েছে বলা চলে। কারণ, এই উপদেশাবলীর প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকগুলির মাধ্যমে তাঁর পরম ব্যক্তিসত্তাকেই পরম মর্যাদা প্রদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে কোনও নির্বিশেষ নিরাকার তত্ত্বের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলে তা হবে *একদেশান্বয় উত্তরশ্লোকার্থ তাৎপর্যবিরোধঃ* অর্থাৎ একটি প্রসঙ্গে কথিত অন্যান্য শ্লোকাবলীর সঙ্গে অযৌক্তিক বিরোধিতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্ববিরোধী ব্যাখ্যা তাৎপর্য প্রদানেরই সমতুল্য।

কোনও গাভীর যত্ন নিতে হলে বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। গাভীর আহার্য সংস্থানের জন্য শস্য উৎপাদন করতে হয় কিংবা যথাযথভাবে গোচারণ ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। চারণভূমি যথাযথভাবে পরিচর্যা করা না হলে, বিষাক্ত আগাছা জন্মাবে, কিংবা সাপের উপদ্রব হবে, এবং বিপদের সম্ভাবনা থাকবে। নানাপ্রকার ব্যাধি ও কীটপতঙ্গের দ্বারা গাভীরা সংক্রামিত হয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয় তাই তাদের নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে সংক্রমণ বিরোধী সুব্যবস্থা করতে হয়। তেমনই, গোচারণভূমির চতুর্দিকে বেড়াজাল সংরক্ষণ করাও উচিত এবং আরও অনেক কাজ করবার থাকে। অবশ্য, গাভী যদি দুধ না দেয়, তাহলে মানুষ অনর্থক কঠোর পরিশ্রমই করতে থাকে। তাছাড়া, বৈদিক মন্ত্রাবলীর সূক্ষ্ম এবং গূঢ় অর্থ উপলব্ধির করবার জন্য সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষালাভের প্রয়োজন হয়। যদি সেইভাবে কঠোর পরিশ্রমের পরেও মানুষ জীবনের সকল সুখশান্তির উৎস পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের দিব্য শরীর সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করতে না পারে এবং সকল বিষয়ের পরম আশ্রয় স্বরূপ শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, তা হলে অবশ্যই কোনও যথার্থ ফললাভ ছাড়াই তার বৃথা পণ্ডশ্রম হয়ে থাকে। এমনকি কোনও মুক্তাত্মা পুরুষও এই জীবনের দেহাত্মবুদ্ধি বর্জন করা সত্ত্বেও যদি

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তবে তারও অধঃপতন ঘটে। *নিষ্ণাত* অর্থাৎ 'বিশেষজ্ঞ' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মানুষকে শেষপর্যন্ত জীবনের যথার্থ লক্ষ্যে উপনীত হতেই হবে, নতুবা তাকে সুদক্ষ সুপণ্ডিত বলা যাবে না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন *প্রেমা পুমর্থো মহান্*—মানব জীবনের যথার্থ লক্ষ্য ভগবৎপ্রেম অর্জন করা, এবং এই লক্ষ্যে উপনীত না হতে পারলে কাউকেই সুদক্ষ বলা চলে না।

শ্লোক ১৯

গাং দুগ্ধদোহামসতীং চ ভার্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাং চ ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥ ১৯ ॥

গাম্—গাভী; **দুগ্ধ**—যার দুধ; **দোহাম্**—ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে; **সতীম্**—অসতী; **চ**—ও; **ভার্যাম্**—স্ত্রী; **দেহম্**—দেহ; **পর**—অন্যের উপরে; **অধীনম্**—সর্বদা অধীনস্থ; **অসৎ**—অনাবশ্যক; **প্রজাম্**—শিশুরা; **চ**—ও; **বিত্তম্**—ধনসম্পদ; **তু**—কিন্তু; **অতীর্থী-কৃতম্**—যথাযোগ্য মানুষকে না দেওয়া; **অঙ্গ**—হে উদ্ধব; **বাচম্**—বৈদিক জ্ঞান; **হীনাম্**—শূন্য; **ময়া**—আমার জ্ঞানের; **রক্ষতি**—রক্ষা করে; **দুঃখ-দুঃখী**—যে ক্রমান্বয়ে দুঃখ ভোগ করে।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, যে মানুষ এমন এক গাভীর যত্ন করে, যে দুধ দেয় না, এমন স্ত্রীর ভরণপোষণ করে, যে অসতী, এবং অন্যের উপরে নির্ভরশীল, অকর্মণ্য সন্তানাদি জন্ম দিয়ে ভরণপোষণ করে কিংবা যথাযোগ্য সেবায় ধনসম্পদ কাজে লাগায় না, তেমন মানুষ অবশ্যই অতি দুর্ভাগা। তেমনই, আমার মাহাত্ম্য বর্জিত বৈদিক জ্ঞানের চর্চা যে করে সেও অতি দুর্ভাগা।

তাৎপর্য

কোনও মানুষকে যথার্থ সুশিক্ষিত বা সুদক্ষ বলা যায় যখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে যতকিছু জড়জাগতিক বিষয়াদির অনুভূতি অর্জিত হয়ে থাকে, তা সবই পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই অংশপ্রকাশ এবং পরমেশ্বর ভগবানের ভরসা ছাড়া কোনও কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। এই শ্লোকটিতে বিবিধ প্রকার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অনুকূলে বাচন ক্ষমতা প্রয়োগ করা না হলে, সেই ক্ষমতার কোনই উপযোগিতা

থাকে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এই শ্লোকটির ভাবার্থ এই যে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যদি সেইগুলিকে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচারে নিয়োজিত না করা হয়, তবে সেইগুলি সবই ব্যর্থ হয়। অবশ্য, অবধূত ব্রাহ্মণ পূর্বেই যদুরাজকে বলেছিলেন যে, জিহ্বাকে যদি সংযত না করা হয়, তা হলে মানুষের ইন্দ্রিয় সংযমের সর্বপ্রকার উদ্যোগই ব্যর্থ হয়। জিহ্বা যদি ভগবানের মহিমা প্রচারকার্যে স্পন্দিত না হয়, তা হলে কেউ বাক সংযম করতে পারে না।

দুগ্ধহীন গাভীর দৃষ্টান্তটি তাৎপর্যপূর্ণ। সজ্জন ব্যক্তি কখনও গাভী হত্যা করে না, এবং তাই যখন গাভী বন্ধ্যা হয়ে যায় এবং আর দুধ দেয় না, তখন তাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবশ্যই কোনও পরিশ্রমসাধ্য কাজে নিয়োজিত হতে হয়, কারণ অকেজো গাভী কেউ কিনবে না। কিছুদিন হয়ত বন্ধ্যা গাভীটির লোভী মালিক চিন্তা করতে থাকে, "এই বন্ধ্যা গাভীটার দেখাশোনা করবার জন্য আমি ইতিমধ্যে কত টাকা ঢেলেছি, আর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই গাভীটা আবার শাবকসম্ভবা হবে আর দুধ দেবে।" কিন্তু এই আশা যখন ব্যর্থ হতে দেখা যায়, তখন সে পশুটির স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে অবহেলা করে এবং মন দেয় না। এই ধরনের পাপময় অবহেলার ফলে পরজন্মে অবশ্যই তাকে কষ্ট পেতে হবে, ইহজন্মে বন্ধ্যা গাভীটির জন্য তো ইতিপূর্বেই তাকে কষ্টভোগ করতেই হয়েছে।

সেইভাবেই, কোনও মানুষ যদিও জানতে পারে যে, তার স্ত্রী সাধ্বীও নয়, প্রেমময়ীও নয়, তবুও সে সন্তানাদি লাভের জন্য এমনই আকুল হয়ে ওঠে যে, সেই ধরনের অপ্রয়োজনীয় স্ত্রীরও যত্ন করতেই থাকে, আর ভাবতে থাকে, "আমার স্ত্রীকে সাধ্বী নারী হয়ে ওঠার জন্য ধর্মাচরণে সুশিক্ষা দেব। মহীয়সী নারীদের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত শ্রবণ করলে তার হৃদয়ের পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে, এবং তা হলে সে আমার অপূর্ব স্ত্রী হয়ে উঠবে।" দুর্ভাগ্যের বিষয়, অসতী স্ত্রীলোক অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয় না এবং তবুও মানুষকে অযথা সন্তানাদির জন্ম দিতে থাকে যারা নিতান্তই তারই মতো নির্বোধ এবং ধর্মবিরোধী হয়ে ওঠে। ঐ ধরনের সন্তানাদি কখনই পিতাকে শান্তি দেয় না, তবু বিরক্তির সঙ্গে পিতা তাদের যত্ন নিতে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে থাকে।

তেমনই ভগবানের কৃপায় কেউ সম্পদ সঞ্চয় করলে অবশ্য লক্ষ্য রাখা উচিত যেন তা যথাপাত্রে এবং যথা উদ্যোগে দান করা হয়। যদি তেমন উপযুক্ত মানুষ কিংবা উদ্যোগ আসে এবং স্বার্থচিন্তা নিয়ে দানধ্যানে দ্বিধা বোধ করে, তা হলে তার সম্মান হানি হয়, এবং পরজন্মে তাকে দারিদ্রপীড়িত হতে হয়। জীবৎকালে

কেউ তার সম্পদ-সম্পত্তি যথোপযুক্তভাবে দানধ্যানে অর্পণ করতে না পারলে, তাকে সারা জীবন উদ্বিগ্ন হয়ে তার সম্পত্তি রক্ষা করেই জীবন কাটাতে হয় যার ফলে তার কোনই সুখ বা যশ লাভ শেষ পর্যন্ত হয় না।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা প্রচার করে না যে বৈদিক জ্ঞান, তা চর্চা করবার জন্য কষ্ট স্বীকারের অনাবশ্যকতা বোঝানোর উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দে মানুষকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই বেদরাশির দিব্য ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে। পরমতত্ত্ব উপলব্ধির বহু পদ্ধতি প্রক্রিয়া উপনিষদাবলী ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের মধ্যে অনুমোদিত হয়েছে, কিন্তু সেইগুলির অসংখ্য এবং আপাতবিরোধী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ফলে এবং তাৎপর্য ও অনুশাসনাদির মাধ্যমে ঐ ধরনের শাস্ত্র শুধুমাত্র পাঠ করলেই কেউ পরমতত্ত্ব তথা পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে না। যদি কেউ অবশ্য সকল কারণের পরম কারণ রূপে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারে এবং পরমেশ্বর ভগবানেরই মাহাত্ম্য বর্ণনারূপে উপনিষদাবলী এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার পাঠ করেন, তা হলেই তিনি ভগবানের শ্রীচরণকমলে যথার্থ স্থিতি লাভ করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যেভাবে *ঈশোপনিষদ* গ্রন্থটির অনুবাদ এবং তার তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন যে, তার মাধ্যমে পাঠক পরমেশ্বর ভগবানের একান্ত সান্নিধ্য অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করে থাকে। নিঃসন্দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলই একমাত্র নির্ভরযোগ্য তরণী যার সাহায্যে জড়জাগতিক অস্তিত্বের বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া যায়। এমন কি ব্রহ্মাও *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, পুণ্যপবিত্র শুভফলপ্রদ ভক্তিমার্গ বর্জন করে যদি কেউ বৈদিক মনগড়া কল্পনার নিষ্ফল পরিশ্রমে অভ্যস্ত হয়, সে নিতান্তই নির্বোধের মতো ধানের পরিবর্তে তুষাঘাত করেই চাল সংগ্রহ করতে চাইছে। শ্রীল জীব গোস্বামী পরামর্শ দিয়েছেন যে, শুষ্ক বৈদিক মনগড়া কল্পনার অভ্যাস একেবারেই বর্জন করা উচিত, কারণ তার মাধ্যমে পরমতত্ত্ব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের লক্ষ্যে তা মানুষকে পথনির্দেশ দিতে পারে না।

শ্লোক ২০

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম
স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য ।

লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্
বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥ ২০ ॥

যস্যাম্—যে শাস্ত্রে; ন—না; মে—আমার; পাবনম্—পবিত্রকারী; অঙ্গ—হে উদ্ধব; কর্ম—কার্যকলাপ; স্থিতি—পালন; উদ্ভব—সৃষ্টি; প্রাণ-নিরোধম্—এবং বিনাশ; অস্য—জড়জাগতিক পৃথিবীর; লীলা-অবতার—লীলা অবতারদের মধ্যে; ঈপ্সিত—অভিপ্সিত; জন্ম—আবির্ভাব; বা—কিংবা; স্যাৎ—হয়; বন্ধ্যাম্—নিষ্ফল; গিরম্—প্রতিক্রিয়া; তাম্—এই; বিভৃয়াৎ—সমর্থন করে; ন—না; ধীরঃ—বুদ্ধিমান মানুষ।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, আমার যে সকল ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, সেইগুলির বর্ণনা যে সব শাস্ত্রাদিতে নেই, সেইগুলি বুদ্ধিমান মানুষ কখনই সমর্থন করে না। আমিই তো সমগ্র জড়জাগতিক অভিব্যক্তির সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংস সাধন করে থাকি। আমার সকল লীলাবতারগণের মধ্যে সর্বজনপ্রিয় হলেন কৃষ্ণ ও বলরাম। আমার এই সকল ক্রিয়াকলাপ যে জ্ঞানসম্পদের মধ্যে গ্রাহ্য হয়নি, তা নিতান্তই অসার এবং যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

তাৎপর্য

লীলাবতারেপ্সিতজন্ম শব্দসমষ্টি এখানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভগবানের অবতারের বিস্ময়কর লীলাবিলাস সম্পাদনের নাম লীলাবতার, এবং বিষ্ণুর বিভিন্ন বিস্ময়কর অবতার-রূপের মহিমা বর্ণিত হয়ে থাকে রামচন্দ্র, নৃসিংহদেব, কূর্ম, বরাহ এবং এইভাবে নানা নামে। অবশ্য এই প্রকার লীলাবতারগণের মধ্যে আজও পর্যন্ত সর্বজনপ্রিয় মূল বিষ্ণুতত্ত্ব রূপে সুবিদিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের আবির্ভাব হয় কংসের কারাগারের মধ্যে এবং অনতিবিলম্বে বৃন্দাবনের গ্রামীণ পরিবেশে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে তাঁর গোপবালক সখা, গোপিকা, পিতা-মাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে অনুপম শৈশব লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন। কিছুকাল পরে, ভগবানের লীলাক্ষেত্রে মথুরা ও দ্বারকায় স্থানান্তরিত হয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাদের বেদনাময় বিচ্ছেদ বিরহলীলার মাধ্যমে বৃন্দাবনবাসীদের অনন্য প্রেমলীলা প্রদর্শিত হয়। ভগবানের সেই লীলাবিলাসকে বলা হয় *ঈপ্সিত* অর্থাৎ পরমতত্ত্বের সাথে সকল প্রকার প্রেম বিনিময়ের উৎস। ভগবানের শুদ্ধভক্তগণ বিশেষ বুদ্ধিমান হন এবং পরম সত্যস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে সমস্ত অপ্রয়োজনীয়, নিষ্ফল শাস্ত্র তথা সাহিত্য অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে, সেইগুলির দিকে তাঁরা কোনও মনোযোগ দেয় না। যদিও সারা পৃথিবীতে ঐ ধরনের সাহিত্য

সৃষ্টির দিকে সমস্ত জড়জাগতিক মানুষের বিশেষ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেইগুলি শুদ্ধবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একেবারেই বর্জন করা হয়ে থাকে। এই শ্লোকটিতে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তের জন্য যে সমস্ত শাস্ত্রসম্ভার অনুমোদিত হয়েছে, সেইগুলির মধ্যে পুরুষাবতার ও লীলাবতার সম্পর্কিত লীলাবিলাসের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এবং সেইগুলি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ আবির্ভাবের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, সেকথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) প্রতিপন্ন করা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"যে পরম পুরুষ স্বাংশ কলাদি নিয়মে রামাদিমূর্তিতে স্থিত হয়ে ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করেছিলেন, এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হয়েছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

এমনকি বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যেও যেখানে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মাহাত্ম্য অবহেলিত হয়েছে, তা অগ্রাহ্য করা উচিত। এই কথাটি নারদমুনিও একদা বেদশাস্ত্রাদির রচয়িতা ব্যাসদেবকে বুঝিয়েছিলেন, কারণ তখন ব্যাসদেব তাঁর রচনায় তৃপ্তিলাভ করতে পারেননি।

শ্লোক ২১

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি ।
উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্বগে ॥ ২১ ॥

এবম্—এইভাবে (যা আমি এখন সিদ্ধান্ত করলাম); **জিজ্ঞাসয়া**—বিশেষভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে; **অপোহ্য**—বর্জন করার মাধ্যমে; **নানাত্ব**—জাগতিক ক্রিয়াকর্ম; **ভ্রমম্**—আবর্তনের ভ্রান্তি; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **উপারমেত**—জড়জাগতিক জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত; **বিরজম্**—বিশুদ্ধ; **মনঃ**—মন; **ময়ি**—আমার মধ্যে; **অর্প্য**—অর্পণ করে; **সর্বগে**—সর্বব্যাপী।

অনুবাদ

সকল জ্ঞানের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে জড়জাগতিক বৈচিত্র্যের যে ভ্রান্ত ধারণা মানুষ আত্মার উপরে প্রয়োগ করে, তা বর্জন করা উচিত এবং সেইভাবেই তার

জড়জাগতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। তখন আমাতে মনোনিবেশ করা উচিত কারণ আমিই সর্বব্যাপ্ত সত্তা।

তাৎপর্য

যদিও পূর্ববর্তী শ্লোকাবলীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড় পদার্থ ও চিন্ময় আত্মার মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে চিন্তাশীল নির্বিশেষবাদী দার্শনিকদের জীবনধারা ও ভাবধারা বর্ণনা করেছেন তবে এখানে তিনি জ্ঞান মার্গ অর্থাৎ মনগড়াকল্পনার পদ্ধতি নস্যাৎ করে দিয়ে চরম সিদ্ধান্ত রূপে ভক্তিমার্গ উপস্থাপন করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে উপলব্ধি করতে যে পারেনি, তার কাছেই জ্ঞানমার্গ আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, তাই *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

বাসুদেবঃ সর্বমিতি, অর্থাৎ 'বাসুদেবই সর্বেশ্বর' শব্দগুলি এই শ্লোকে উল্লিখিত *সর্বগে* শব্দসমষ্টির মতোই অনুরূপ ভাবব্যঞ্জক। পরমেশ্বর ভগবান কেন সর্বব্যাপ্ত রয়েছেন, তা জানা উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সর্বপ্রথম শ্লোকটিতেই বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ*—পরমেশ্বর ভগবানই সবকিছুর উৎস। আর এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী শ্লোকটিতেও তেমন বলা হয়েছে—তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংসও করেন। তাই ভগবান বাতাস কিংবা সূর্যালোকের মতোই সর্বব্যাপী, শুধু তাই নয়; বরং ভগবান সব কিছুর পরম নিয়ন্তা রূপেই সর্বব্যাপ্ত, যিনি তাঁরই হাতে সকল জীবনের নিয়তি ধারণ করে আছেন।

সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণই সবকিছুর অভিপ্রকাশ, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে ধ্যানমগ্ন হওয়ার প্রয়োজনই নেই। অন্য কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করলেও শ্রীকৃষ্ণের মনোনিবেশ করা হয়, কিন্তু তা যথাযথভাবে হয় না, সে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৩ এবং ১৬/১৭) *অবিধিপূর্বকম্* শব্দটির দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ভগবান *গীতায়* আরও বলেছেন যে, সমস্ত জীব নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য অজ্ঞানতার ফলে অনেকে পশ্চাদগামী হয় কিংবা মধ্যপথে থেমে যায়, নির্বোধের মতো চিন্তা করে যে, তাদের চলার পথ শেষ হয়ে গেছে; প্রকৃতপক্ষে তখন তারা পরমেশ্বর ভগবানেরই নিকৃষ্টা শক্তির বলে রুদ্ধগতি হয়ে থাকে। যদি কেউ পরম তত্ত্বের প্রকৃতি অন্তরঙ্গভাবে বুঝতে চায়, তবে তাকে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিপ্রেম অনুশীলনের পথ অনুসরণ করতে হবে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবানকে কেবলমাত্র ভক্তির মাধ্যমে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।"

নানাত্ব-ভ্রমম্ শব্দসমষ্টি এই শ্লোকটিতে বোঝায়—স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়জাগতিক বিষয়াদির সঙ্গে দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রম। *ভ্রমম্* শব্দটি বোঝায়-'ভুল'; এছাড়া এই শব্দটির অর্থ 'ভ্রমণ' বা 'বিচরণ' বোঝাতেও পারে। বদ্ধ জীব মায়ার কবলে পতিত হয়ে, তার ভ্রান্তির পরিণামে বিভিন্ন জড় দেহের মাধ্যমে বিচরণ করে থাকে, কখনও দেবতা এবং কখনও মলের কীটরূপে জন্মগ্রহণ করে। *উপারমেত* শব্দটির অর্থ এই যে, এইভাবে নিষ্ফল বিচরণ বন্ধ করা জীবের কর্তব্য এবং পরমতত্ত্ব তথা পরমেশ্বর ভগবান যিনি সকলের প্রেমাস্পদ তাঁর উদ্দেশ্যেই মনোনিবেশ করা উচিত। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কোনও ভাবেই ভাবাবেগপ্রসূত নয়, বরং একান্তভাবে সুচিন্তিত বুদ্ধিপ্রয়োগ (*জিজ্ঞাসয়া)* করার ফলেই এই সিদ্ধান্তে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে উদ্ধবকে বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের কথা নানাভাবে ভগবান ব্যাখ্যা করবার পরে, তিনি এবার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত স্বরূপ শুদ্ধভগবৎ প্রেম তথা কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের বিষয় উত্থাপন করেছেন। এই ধরনের ভগবৎ প্রেম ব্যতীত ভগবানের চিন্তায় নিত্যস্থিত মানসিকতা অর্জন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বিবেক শাস্ত্রসম্ভার থেকে উদ্ধৃত করে, শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, *নানাত্বভ্রমম্* শব্দটির দ্বারা কিছু ভ্রান্তির কথা বোঝানো হয়েছে—জীবকে পরম তত্ত্ব বিবেচনা করা; সমস্ত জীবকে অন্তিমে বিভিন্ন সত্তা না বিবেচনা করে একই সত্তা বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা; বহু ভগবান আছেন তা মনে করা; শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নন, এমন ভ্রান্তি; এবং জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই পরম তত্ত্ব বিবেচনা করা। এই সমস্ত বিভ্রান্তিকে বলা হয় *ভ্রম* অর্থাৎ ভ্রান্তি, তবে এই ধরনের অজ্ঞতা নিমেষের মধ্যে দূর করা যায়, শুধুমাত্র পবিত্র কৃষ্ণনাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রটি অবিরাম জপ অনুশীলনের মাধ্যমে।

শ্লোক ২২

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্ ।
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥ ২২ ॥

ভাবনাচিন্তার মাধ্যমে কেউ দিব্য স্তরে মনোনিবেশ করতে পারে না। সমগ্র ইতিহাসে দেখা যায় বহু মহা মহা দার্শনিকদের জঘন্য ব্যক্তিগত আচরণ ছিল, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা দার্শনিক বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে শুধুমাত্র মনগড়া চিন্তাভাবনাই ছিল বলে দিব্য পারমার্থিক পর্যায়ে বাস্তবিকই তারা মনঃসন্নিবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যদি পূর্বজন্মে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের তেমন সুযোগ লাভের সৌভাগ্য কারও না হয়ে থাকে, এবং তার ফলে জড়বস্তু এবং চিন্ময় সত্তার পার্থক্য সম্পর্কে নিতান্ত মনগড়া কল্পনায় কেউ অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তা হলে পারমার্থিক দিব্য স্তরে মনোনিবেশ করা তার পক্ষে সাধ্যসম্মত হয়ে উঠবে না। সেই ধরনের মানুষের পক্ষে অনাবশ্যক মনগড়া কল্পনার অভ্যাস বর্জন করে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের বাস্তবসম্মত পন্থায় আত্মনিবেদন করা উচিত, যাতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যেই দিনের ২৪ ঘণ্টাই আত্মস্থ হয়ে থাকার অভ্যাস অর্জন করা যায়। এই ধরনের ভগবৎ সেবামূলক জনহিতকর কাজকর্মে নিয়োজিত থাকার সময়ে, কোনও মানুষেরই নিজের কর্ম ফলের ভোগতৃষ্ণা থাকা অনুচিত। যদিও মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় না। তা সত্ত্বেও নিজের সকল কাজকর্মেরই ফল ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করাই বাঞ্ছনীয়, তা হলে মন অচিরেই শুদ্ধ অনাসক্তির স্তরে উন্নীত হবে। তখন মনের একমাত্র বাসনা হবে ভগবৎ-প্রীতি সাধনের উদ্যোগ আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সকল কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ ও ক্রিয়াকলাপে যার বিশ্বাস নেই, তার পক্ষে দিব্য স্তরে নিত্যকাল পারমার্থিক শক্তি নিয়ে অবস্থান করা সম্ভব হবে না। এই শ্লোকটিতে ভগবান সুনিশ্চিতভাবে উদ্ধবকে এবং সকল জীবকে সমস্ত রকমের দার্শনিক ভাবধারার সিদ্ধান্তে উপনীত করেছেন, এবং বুঝিয়েছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনই অপরিহার্য কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সকল কাজকর্মের ফল অর্পণ করাই যদিও জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার যথার্থ উপায়, তা সত্ত্বেও মানুষ মিথ্যা অহমিকায় বিভ্রান্ত হলে, তা করতে চায় না। অজ্ঞানতার ফলেই মানুষ জানে না যে, সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকমাত্র এবং তার ফলে জাগতিক মায়ামোহের দ্বৈতভাবের প্রভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে। শুধুমাত্র জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে, কোনও মানুষ কখনই মুক্তচিত্ত হতে পারে না, তবে যদি পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে তার কাজকর্ম উৎসর্গ করে দেয়, তা হলেই মানুষ ভগবানের সেবক রূপে তার নিত্য দিব্য মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করবে।

শ্লোক ২৩-২৪

শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ ।
গায়ন্ননুস্মরন্ কর্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ ॥ ২৩ ॥
মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে ॥ ২৪ ॥

শ্রদ্ধালুঃ—শ্রদ্ধাবান মানুষ; **মৎ-কথাঃ**—আমার বিষয়ে বর্ণনা; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ; **সুভদ্রা**—সর্বশুভময়; **লোক**—সমগ্র গ্রহলোক; **পাবনীঃ**—পবিত্রকারী; **গায়ন্**—গীত; **অনুস্মরন্**—নিত্য স্মরণের মাধ্যমে; **কর্ম**—আমার ক্রিয়াকলাপ; **জন্ম**—আমার জন্ম; **চ**—ও; **অভিনয়ন্**—নাটকীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন; **মুহুঃ**—বারে বারে; **মৎ-অর্থে**—আমার প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে; **ধর্ম**—ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ; **কাম**—ইন্দ্রিয় সেবামূলক ক্রিয়াকলাপ; **অর্থান্**—এবং বাণিজ্যিক কাজকর্ম; **আচরন্**—অনুষ্ঠান করে; **মৎ**—আমার মধ্যে; **অপাশ্রয়ঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **লভতে**—লাভ করে; **নিশ্চলাম্**—অবধারিতভাবে; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা; **ময়ি**—আমাতে; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **সনাতনে**—আমার নিত্য স্বরূপের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, আমার লীলাবিলাস ও গুণবৈশিষ্ট্যের বর্ণনা অতীব শুভফলপ্রদ এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তা পরিশুদ্ধ করে তোলে। ভগবৎতত্ত্বে বিশ্বাসী যে মানুষ সদাসর্বদা সেই সকল অপ্রাকৃত দিব্য লীলাকাহিনী শ্রবণ করে, মহিমা কীর্তন করে এবং স্মরণ করে থাকে, ও নাটকীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে আমার লীলা-বিলাসের জীবন্ত রূপ পরিবেশন করে, আমার আবির্ভাবের সূচনা দিয়ে যে অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা হয় এবং যে তার সমস্ত ধর্মবিষয়ক, ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং বৃত্তিমূলক কাজকর্মের ফল আমারই প্রীতিবিধানে উৎসর্গ করে থাকে, সে অবশ্যই নিত্য তত্ত্ব স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমার প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের সামর্থ্য লাভ করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের শুধুমাত্র নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতির তত্ত্বে যাদের বিশ্বাস এবং শুধুমাত্র অন্তরস্থ পরমাত্মায় যাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক জীবেরই অন্তরে অবস্থিত অলৌকিক আশ্চর্য ধ্যানমগ্নতার যথার্থ বিষয় নিয়ে যারা চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকে, তাদের পারমার্থিক দিব্য উপলব্ধির পরিধি খুবই সীমায়িত এবং অসম্পূর্ণ বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। অলৌকিক ধ্যানমগ্নতা আর নিরাকার নির্বিশেষবাদী দার্শনিক

মনগড়া কল্পনার উভয় প্রকার ধারণাই যথার্থ ভগবৎ-প্রেমবর্জিত ভাবধারা এবং তাই মানব জীবনের সার্থকতার পথে তার বিবেচনা করা যেতে পারে না। শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন যে করে, তার পক্ষেই নিজ দিব্য আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের যোগ্যতা লাভ সম্ভব হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর মধ্যে বয়স্কা গোপীদের কাছ থেকে মাখন চুরির ইতিবৃত্ত, তাঁর গোপবালকবৃন্দ ও গোপিকাদের সঙ্গে আনন্দময় জীবন উপভোগ, তাঁর বংশীবাদন এবং রাসনৃত্যে যোগদান ইত্যাদি সবই অতি শুভদায়ী চিন্ময় ক্রিয়াকলাপ এবং সেইগুলি সবই বিশদভাবে এই গ্রন্থসম্ভারের দশম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের এই সকল লীলাকাহিনীর মহিমা কীর্তনের উপযোগী বহুসংখ্যক প্রামাণ্য গীত ও প্রার্থনাবলী রয়েছে, এবং সেইগুলি নিত্য নিয়মিত জপকীর্তনের মাধ্যমে মানুষ আপনা হতেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কথা স্মরণের সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকবে। কংসের কারাগারের মধ্যে ভগবান তাঁর জন্মলীলা প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং পরে গোকুলধামে নন্দমহারাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসবে তাঁর দিব্য ঐশ্বর্য প্রতিভাত করেছেন। ভগবান পরে আরও অনেক দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে, যেমন, কালিয় সর্পকে দমন ও তিরস্কার এবং অন্যান্য বহু দায়িত্বজ্ঞানশূন্য অসুরদের দমন করে, তিনি কীর্তি স্থাপন করেন। ভগবানের অপ্রাকৃত জন্মোৎসব তথা জন্মাষ্টমির তিথি উদ্‌যাপন এবং তাঁর বিবিধ এইসব লীলাকাহিনীর স্মরণে আয়োজিত উৎসব অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল মানুষেরই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারে উদ্যোগী হওয়া উচিত। ঐ দিনগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বন্দনা করা উচিত এবং শ্রীগুরুদেবের আরাধনার মাধ্যমে ভগবানের লীলাকাহিনীর স্মরণ করা কর্তব্য।

এই শ্লোকটিতে *ধর্ম* শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই মানুষের সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালিত হওয়া বিধেয়। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণ স্মরণোৎসবে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে শস্যাদি, বস্ত্রাদি বিতরণের মাধ্যমে এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয় গাভীকুলের রক্ষণাবেক্ষণের উৎসব আয়োজন করতে হয়। *কাম* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ভগবানের দিব্য অপ্রাকৃত লীলা পরিকরাদি অনুশীলনের দ্বারাই সকল মনোবাঞ্ছা পূরণের চেষ্টা করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোগ সামগ্রী নিবেদনের মাধ্যমে মহাপ্রসাদ সংগ্রহ করে শুধুমাত্র তা সেবন করা উচিত এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি গ্রহণ করে নিজেকে ভূষিত করা এবং শ্রীবিগ্রহের বস্ত্রাদির অংশবিশেষ নিজ দেহে স্থাপন করা উচিত। যিনি

বিলাসবহুল অট্টালিকা কিংবা আবাসনে বসবাস করেন, তাঁর সেই ঘরবাড়ি সবই শ্রীকৃষ্ণের মন্দির করে দেওয়া উচিত এবং অন্য সকলকে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে, শ্রীবিগ্রহের সামনে জপকীর্তনের অনুষ্ঠান করে, *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠের আয়োজন করে, ভগবৎ-প্রসাদ সেবনের আয়োজন করা উচিত কিংবা বৈষ্ণবমণ্ডলীর সমাজে মনোরম মন্দির ভবনে বসবাস করা উচিত এবং ঐ ধরনের অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা দরকার। এই শ্লোকটির মধ্যে *অর্থ* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আগ্রহী মানুষের পক্ষে ভগবদ্ভক্তের প্রচারকার্যের উন্নতিকল্পে অর্থসঞ্চয় করা উচিত এবং আপন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অর্থ উপার্জন করা অনুচিত। এইভাবে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজকর্ম সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। *নিশ্চলান্* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু নিত্য সচ্চিদানন্দময়, তাই যিনি ভগবানের পূজা আরাধনা করে থাকেন, তাঁর জীবনে কখনও কোনও প্রকার বিঘ্ন বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। যদি আমরা ভগবান ছাড়া অন্য কিছুর আরাধনা করি, তা হলে আমাদের আরাধনা বিঘ্নিত হতে পারে কারণ আরাধ্য শ্রীবিগ্রহ ভ্রান্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ভগবান পরমেশ্বর তাই তাঁর প্রতি আমাদের আরাধনা নিত্য বিঘ্নমুক্ত হয়ে থাকে।

ভগবানের লীলাকাহিনীগুলি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং নাট্যরূপ প্রদানের মাধ্যমে যেজন আত্মনিয়োজিত থাকে, সমস্ত জড়জাগতিক বাসনাদি থেকে অচিরেই তার মুক্তিলাভ হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলনে যেজন অগ্রণী হয়েছেন, তিনি পারমার্থিক জগতে বিশেষভাবে ভগবৎ-সেবায় মগ্ন কোনও ভক্তের লীলায় আকৃষ্ট হতে পারেন। কোনও উত্তম ভক্ত এই জগতে সেইভাবে ভগবানের সেবায় আগ্রহী হতে পারেন এবং দিব্য জগতে তাঁর আরাধ্য ভক্তশ্রেষ্ঠজনের সেবা প্রক্রিয়ার নাট্যরূপ প্রদানের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতে আগ্রহী হন। তা ছাড়া দিব্য ভাবসুন্দর উৎসব অনুষ্ঠানাদি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ লীলাবৈচিত্র্যের অনুষ্ঠানাদি, কিংবা অন্যান্য ভগবদ্ভক্তদের ক্রিয়াকলাপ প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ বিনিময় করতে পারেন। এইভাবে, পরমেশ্বর ভগবানের মহিমায় মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তিভাব ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। ভগবানের দিব্য ক্রিয়াকলাপ শ্রবণ, মহিমা কীর্তন বা স্মরণের কোনই অভিরুচি যাদের নেই, তারা নিঃসন্দেহে জড়জাগতিক কলুষচিত্ত মানুষ এবং কখনই জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করতেও পারে না। ঐ ধরনের মানুষেরা অস্থায়ী অনিত্য জাগতিক বিষয়াদি যার দ্বারা কোনই স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয় না, সেইগুলি

নিয়ে নিজেদের আত্মোনিয়োজিত রাখার ফলে মানব জীবনের সকল সুযোগ সুবিধা নষ্ট করে ফেলে। সচ্চিদানন্দময় রূপবিশিষ্ট পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিয়ত সেবা অনুশীলন করাই ধর্মাচরণের প্রকৃত তাৎপর্য। ভগবানের পরম আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে মানুষ ভগবানের প্রকৃতি সম্পর্কে নির্বিশেষে নিরাকার ধারণায় সম্পূর্ণ অনাগ্রহী হয়ে ওঠে এবং শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের অনন্ত আনন্দ উপভোগেই ক্রমশ উন্নতি লাভে তার সময়ের সদ্ব্যবহার করতে থাকে।

শ্লোক ২৫

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা ।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্ ॥ ২৫ ॥

সৎ—ভগবদ্ভক্তদের; **সঙ্গ**—সান্নিধ্যে; **লব্ধয়া**—লাভ করার মাধ্যমে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **ময়ি**—আমাকে; **মাম্**—আমার; **সঃ**—সে; **উপাসিতা**—পূজারী; **সঃ**—সেই মানুষই; **বৈ**—নিঃসন্দেহে; **মে**—আমার; **দর্শিতম্**—অভিব্যক্ত হয়; **সদ্ভিঃ**—আমার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের দ্বারা; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **বিন্দতে**—লাভ করে; **পদম্**—আমার পাদপদ্ম অথবা আমার দিব্যধাম।

অনুবাদ

আমার ভক্তমণ্ডলীর সান্নিধ্যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন করে মানুষ আমার উপাসনায় নিত্য যুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে আমার শুদ্ধভক্তদের দ্বারা অভিব্যক্ত আমার পরম ধামে সে অনায়াসে গমন করে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদনের মূল্য সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে, কিভাবে সেই আত্মসমর্পণ বা ভক্তিভাব প্রকৃতপক্ষে লাভ করা যায়। ভগবান এই শ্লোকটিতে তার উত্তর দিয়েছেন। ভক্ত সমাজে বাস করা অবশ্যই কর্তব্য, এবং তা হলেই আপনা হতে মানুষ দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের বিবিধ প্রক্রিয়াদির মাঝে আত্মনিয়োগের সুযোগ পায়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের দিব্য ধ্বনিতরঙ্গের মাধ্যমে দিব্য জগতের পরিবেশ উদ্ঘাটিত করতে পারেন, যাতে কনিষ্ঠ ভক্ত ও ভগবদ্ধামের অভিজ্ঞতার লাভের সুযোগ পায়। সেইভাবে উদ্দীপিত হলে, কনিষ্ঠ ভক্ত আরও উন্নতি লাভ করে এবং ক্রমশ চিদ্‌জগতে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় স্বয়ং আত্মনিয়োগের যোগ্যতা অর্জন করে। অবিরাম ভক্তসঙ্গের মাধ্যমে এবং তাঁদের কাছ থেকে ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের শিক্ষালাভ করার ফলে,

মানুষ অচিরেই ভগবান এবং তাঁর সেবার উদ্দেশ্যে গভীর আসক্তি অনুভব করতে থাকে এবং এইরূপ আসক্তির মাধ্যমেই ক্রমশঃ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে পরিণতি লাভ করে।

মূর্খ লোকেরা বলে যে, ভগবানের নামগুলি নিয়ে রচিত বিভিন্ন মন্ত্রাবলী এবং মন্ত্রগুলিও নিতান্তই জড়জাগতিক সৃষ্টি মাত্র তাই সেইগুলির বিশেষ মূল্য নেই এবং সেই কারণে মন্ত্রাবলী কিংবা অলৌকিক পদ্ধতি বলতে যা বোঝানো হয়, সেগুলি থেকে একই ফললাভ হয়ে থাকে। এই ধরনের ভিত্তিহীন চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে, ভগবান এখানে জীবের নিজ আলয়ে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের বিজ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। যে সব নির্বিশেষবাদীরা বলে যে, ভগবানের পবিত্র নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সবই মায়ামাত্র, তাদের সঙ্গ করা উচিত নয়। মায়া বাস্তবিকই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের সামান্য শক্তিমাত্র, এবং যদি কেউ অজ্ঞতাবশত পরম তত্ত্বের ঊর্ধ্বে মায়ার মর্যাদা স্থির করতে প্রয়াসী হয়, তাহলে তার পক্ষে ভগবৎ প্রেমের অভিজ্ঞতা অর্জন করা কোনও দিনই সম্ভব হবে না এবং ভগবৎ বিভ্রান্তিই গভীর হয়ে উঠবে। যে সকল ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাঁদের সাথে ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা ভগবদ্ধামের অস্তিত্ব সম্পর্কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে থাকে। এইসব মানুষ অন্য সকলের মাঝে বিবাদ সৃষ্ট করে দেয়, অবশ্য তাদের ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবৎ-কথা না শুনলে যথাযথভাবে তারা উপলব্ধি করতেও পারে না যে, সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর ভগবানের নিজধাম বাস্তবিকই আছে। এই শ্লোকটিতে তাই যথার্থ ভক্তজন সঙ্গলাভের উপযোগিতা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬-২৭

শ্রীউদ্ধব উবাচ

সাধুস্তবোত্তমশ্লোক মতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো।
ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা ॥ ২৬ ॥
এতন্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো।
প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—উদ্ধব বললেন; **সাধুঃ**—সাধুজন; **তব**—আপনার; **উত্তম-শ্লোক**—হে প্রিয় ভগবান; **মতঃ**—অভিমত; **কীদৃগ্বিধঃ**—কোন্ প্রকৃতির সে হবে; **প্রভো**—হে প্রিয়, পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তিঃ**—ভক্তিমূলক সেবা; **ত্বয়ি**—আপনার ভগবত্তার

উদ্দেশ্যে; **উপযুজ্যেত**—প্রতিপালিত হওয়া উচিত; **কীদৃশী**—কি ধরনের; **সদ্ভিঃ**—নারদ মুনির মতো আপনার শুদ্ধ ভক্তগণের দ্বারা; **আদৃতা**—সম্মানিত; **এতৎ**—এই; **মে**—আমাকে; **পুরুষাধ্যক্ষ**—হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল নিয়ামকের নিয়ন্তা; **লোকাধ্যক্ষ**—হে বৈকুণ্ঠপতি; **জগৎ-প্রভো**—হে ব্রহ্মাণ্ডপতি; **প্রণতায়**—আপনার কাছে আত্মসমর্পিত ভক্তের প্রতি; **অনুরক্তায়**—যে আপনাকে ভালবাসে; **প্রপন্নায়**—আপনি ব্যতীত অন্য কোথাও যার আশ্রয় ভরসা নেই; **চ**—ও; **কথ্যতাম্**—বলা যাক।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান, হে পরম পুরুষোত্তম, কি ধরনের মানুষকে আপনি যথার্থ ভক্তরূপে বিবেচনা করেন, এবং মহান শুদ্ধভক্তগণ হতে পারেন কোন্ ধরনের মানুষ ও কি ধরনের ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক আচরণ আপনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে পারে বলে শুদ্ধভক্তগণ বিবেচনা করে থাকেন? হে বৈকুণ্ঠপতি, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ, আমি আপনার ভক্ত, এবং প্রেমাসক্ত, তাই আপনি ব্যতীত অন্য কোথাও আমার আশ্রয় নেই। তাই কৃপা করে এই বিষয়ে আমাকে বলুন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে ভগবানের পরম ধামে গতি লাভ করা যায়। তাই, উদ্ধব স্বভাবতই জানতে চেয়েছেন, যে সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে বাস করলে ভগবদ্ধামে উন্নীত হওয়া যায়, তাঁদের লক্ষণাদি কি কি হয়ে থাকে। শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান জানেন যথার্থ শুদ্ধ ভক্ত কারা হন, তিনি সদাসর্বদাই তাঁর প্রেমময়ী সেবকবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তেমনই, শুদ্ধভক্তগণও সুচারুভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের যথার্থ পদ্ধতিগুলি কেমন হওয়া উচিত, যেহেতু তাঁরা ইতিপূর্বেই কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হয়ে রয়েছেন। এখানে উদ্ধব বিশেষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে তিনি ভক্তের গুণাবলী বিবৃত করেন এবং ভগবানের উদ্দেশে নিবেদনের উপযোগী যে ধরনের ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের বিষয়ে ভক্তগণ স্বয়ং অনুমোদন করে থাকেন, সেইগুলিও বর্ণনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, *পুরুষাধ্যক্ষ* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা মহাবিষ্ণুর অধীনস্থ সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের পরম নিয়ন্তা এবং ভগবান তারই নিরঙ্কুশ সর্বময় কর্তৃত্ব ধারণ করে

আছেন। *লোকাধ্যক্ষ* সংজ্ঞাটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বৈকুণ্ঠ গ্রহমণ্ডলীর সর্বময় পর্যবেক্ষণকারী অধিকর্তা, এবং ভগবান অনন্ত গুণময় ও সর্বার্থসার্থক পরম নিয়ন্তা। উদ্ধব এছাড়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *জগৎপ্রভু* রূপে সম্বোধন করেছেন, যেহেতু মায়াময় জড়জাগতিক পৃথিবীর মধ্যেও বদ্ধ জীবগণকে উদ্ধারের অভিলাষে স্বয়ং অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান অপার করুণা প্রদর্শন করেছেন। *প্রণতায়* (আপনার কাছে আত্মসমর্পিত ভক্ত) শব্দটি বোঝায় যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে প্রণত হতে চায় না যে সকল মূর্খ জনসাধারণ, উদ্ধব তাদের মতো উদ্ধত মানুষ নন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মন্তব্য অনুসারে, উদ্ধব উল্লেখ করেছেন যে, তিনি *অনুরক্তায়,* অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ প্রেমাসক্ত, কারণ অর্জুনের মতো অন্যান্য মহান ভক্তবৃন্দ কোনও সময়ে সামাজিক রীতিনীতির আনুকূল্যে কিংবা গ্রহমণ্ডলী পরিচালনার ক্ষেত্রে দেবতাদের মান মর্যাদার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আরাধনা নিবেদন করা হলেও, উদ্ধব সদাসর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্তভাবে প্রেমাসক্ত হয়ে থাকেন, তিনি কোনও ক্ষেত্রে দেবতাদের পূজা করেননি। সুতরাং, উদ্ধবকে বলা হয়েছে *প্রপন্নায়,* অর্থাৎ তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কারও কাছে সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

শ্লোক ২৮

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **ব্রহ্ম পরমম্**—পরমতত্ত্ব; **ব্যোম**—আকাশের মতো (আপনি সব কিছু থেকেই অনাসক্ত); **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রকৃতেঃ**—জড়াপ্রকৃতির প্রতি; **পরঃ**—অপ্রাকৃত; **অবতীর্ণঃ**—অবতাররূপে আবির্ভূত; **অসি**—আপনি; **ভগবন্**—ভগবান; **স্ব**—আপনার নিজ ভক্তমণ্ডলীর; **ইচ্ছা**—বাসনা অনুসারে; **উপাত্ত**—স্বীকৃত; **পৃথক্**—ভিন্ন; **বপুঃ**—শরীরাদি।

অনুবাদ

হে ভগবান, পরমতত্ত্ব স্বরূপ আপনি জড়া প্রকৃতির প্রভাবের অতীত, এবং আকাশের মতো আপনি কোনও কিছুর সাথে কোনও ভাবেই সম্পৃক্ত হন না। তা সত্ত্বেও, আপনার ভক্তবৃন্দের প্রেমবন্ধনে আবিষ্ট হয়ে, আপনার ভক্তবৃন্দের বাসনামতে বহু বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ সমগ্র জগৎব্যাপী ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের প্রথা প্রচার করে থাকেন, এবং তাই, ভগবানের নিজরূপ থেকে ভিন্ন হলেও তাঁদের সকলকেই

ভগবানের কৃপা ও শক্তি বিকাশেরই অভিব্যক্তিরূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে (অন্ত্য ৭/১১) রয়েছে—*কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন।*

ভগবান ঠিক যেন আকাশ *(ব্যোম)* এরই মতো, সর্বত্র বিস্তারিত হয়ে থাকলেও, তিনি কোনও কিছুরই সাথে সম্পৃক্ত থাকেন না। তিনি যথার্থই *প্রকৃতেঃ পরঃ,* অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে জড়া প্রকৃতির প্রভাবের অতীত। ভগবান সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত এবং তাই তিনি জড়জাগতিক ঘটনাবলীর প্রতি নিস্পৃহ থাকেন। তা সত্ত্বেও, তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে, ভগবান শুদ্ধ ভক্তিসেবার সুযোগ বিস্তার করে রাখতেই অভিলাষী, এবং এই কারণেই তিনি অধঃপতিত বদ্ধ জীবাত্মাগুলিকে উন্নত করে তোলার জন্য জড় জগতের মাঝে অবতাররূপে আসেন।

ভগবান তাঁর প্রেমাকুল ভক্ত সমাজকে সন্তুষ্ট করার মানসে সুনির্বাচিত দিব্য শরীরাদির মাধ্যমে অবতরণ করে থাকেন। কখনও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বিবিধ রূপ অবলম্বন করে বিশেষ ভক্তবৃন্দের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন, যার ফলে তাঁর প্রতি তাঁদের প্রেমরসানুভূতি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে সক্ষম হন। ভগবদ্ভক্তবৃন্দের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত শ্রীল জীব গোস্বামী দিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জাম্ববানের ঘরে গিয়েছিলেন এবং ঈষৎ রুষ্টভাব গ্রহণ করে সেখানে তাঁর রূপ অভিব্যক্ত করেছিলেন। সেই রূপ ধারণ করে, ভগবান তাঁর ভক্তের সাথে যুদ্ধ বিবাদের আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন। ভগবান তাঁর দত্তাত্রেয় রূপ গ্রহণের মাধ্যমে অত্রিমুনির কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সেইভাবে ব্রহ্মাকেও তাঁর কৃপা প্রদান করেছিলেন; তা ছাড়া বিভিন্ন দেবতা, অক্রূর এবং অন্যান্য অগণিত ভক্তমণ্ডলীকেও কৃপা বিতরণ করেছিলেন। আর বৃন্দাবনের ভাগ্যবান ব্রজবাসীদের কাছে ভগবান তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ পরিগ্রহের মাধ্যমে লীলাবিলাস করেন।

শ্রীল মধ্বাচার্য *প্রকাশসংহিতা* থেকে নিম্নরূপ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। "ভগবান তাঁর ভক্তগণের অভিলাষ অনুযায়ী বিভিন্ন চিন্ময় শরীর ধারণ করে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বসুদেব ও দেবকীর পুত্রসন্তানরূপে আবির্ভাবে ভগবান সম্মত হয়েছিলেন। তাই, যদিও কৃষ্ণের রূপ সচ্চিদানন্দময়, তা সত্ত্বেও তাঁর ভক্তের শরীরের মধ্যে অবস্থানের ফলে সেই ভক্ত তাঁর জননী হয়েছিলেন। যদিও আমরা ভগবানের 'কোনও শরীরের মধ্যে রূপধারণের' কথা বলে থাকি, বাস্তবক্ষেত্রে ভগবান তাঁর রূপ পরিবর্তন করেন না, বরং বদ্ধ জীবেরাই তাদের শরীর পরিবর্তন করে থাকে। ভগবান তাঁর নিত্য শাশ্বত অপরিবর্তনশীল শরীরাদির মধ্যেই আবির্ভূত হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীহরি সর্বদাই তাঁর প্রিয় ভক্তবৃন্দের একান্ত অভিলাষ অনুসারেই রূপ গ্রহণ

করেন, তিনি কখনই অন্য কোনও রূপে আবির্ভূত হন না। অবশ্য, যদি কেউ মনে করে যে, ভগবান সাধারণ কোনও মানুষের মতোই জন্ম গ্রহণ করেন বলেই বসুদেবের তথা অন্য কোনও ভক্তের দেহজাত পুত্র হয়ে যায়, তা হলে বিভ্রান্ত হতে হবে। ভগবান নিতান্তই তাঁর চিন্ময় শক্তি বিস্তার করে থাকেন, যার ফলে তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে তিনি চিন্তা করান, 'কৃষ্ণ এখন আমার পুত্র'। সেই কারণেই বোঝা উচিত যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান কখনই কোনও জড় দেহ গ্রহণ কিংবা বর্জন করেন না, কিংবা তিনি কখনও তাঁর নিত্য শাশ্বত চিন্ময় রূপ পরিত্যাগও করেন না; বরং ভগবান তাঁর নিত্য শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের প্রেমাকুল ভাবধারা অনুসারেই তাঁর আনন্দময় শরীরাদির মাধ্যমে নিত্যকাল আপনাকে অভিব্যক্ত করে থাকেন।"

শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, *ব্যোম* শব্দটিও ভগবানেরই নাম পরব্যোম, অর্থাৎ চিন্ময় আকাশের অধিপতি বোঝায়। এই শ্লোকটি থেকে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা অনুচিত যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়জাগতিক আকাশের মতোই বুঝি নির্বিশেষ নিরাকার তত্ত্ব, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিতান্তই অন্য যে কোনও অবতার রূপের মতোই সম মর্যাদাসম্পন্ন। এই ধরনের সংকীর্ণ এবং আকস্মিক চিন্তাভাবনার দ্বারা যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণই আদি অকৃত্রিম পরমেশ্বর ভগবান (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*), এবং *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনিই সবকিছুর মূল উৎস। সুতরাং, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের আদিরূপের সাথে প্রেমময় সেবা অনুশীলনের মাধ্যমে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হয়েই থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রেম জাগরিত করাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* সামগ্রিক উদ্দেশ্য, এবং এই মহান উদ্দেশ্যটি সম্পর্কে নির্বোধের মতো ভ্রান্তধারণা পোষণ করা অনুচিত।

শ্লোক ২৯-৩২

শ্রীভগবানুবাচ

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্ ।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ ॥ ২৯ ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥ ৩০ ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ৩১ ॥

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবানে বললেন; **কৃপালুঃ**—অন্য সকলের দুঃখকষ্ট সহ্য করতে অক্ষম; **অকৃত-দ্রোহঃ**—অন্য কাউকে আঘাত না করে; **তিতিক্ষুঃ**—ক্ষমা করে; **সর্ব-দেহিনাম্**—সকল জীবের প্রতি; **সত্য-সারঃ**—সত্যবাদী এবং সত্যপথে ধীর স্থির; **অনবদ্য-আত্মা**—ঈর্ষা, বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত আত্মা; **সমঃ**—সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন আত্মা; **সর্ব-উপকারকঃ**—সকলের উপকারের জন্য সদা প্রচেষ্ট; **কামৈঃ**—স্বাভাবিক বাসনায়; **অহত**—অবিচলিত; **ধীঃ**—যার বুদ্ধি; **দান্তঃ**—বহিরিন্দ্রিয়াদির সংযমে; **মৃদুঃ**—রূঢ় মনোভাব রহিত; **শুচিঃ**—সদা সৎস্বভাবী; **অকিঞ্চনঃ**—কোনও কিছু ভোগ অধিকার শূন্য; **অনীহঃ**—জাগতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্ত; **মিতভুক্**—স্বল্প আহারী; **শান্তঃ**—মন স্থির করে; **স্থিরঃ**—নিজ কর্তব্যকর্মে স্থির প্রতিজ্ঞ; **মৎ-শরণঃ**—আমাকে একমাত্র আশ্রয় স্বীকারের মাধ্যমে; **মুনিঃ**—মনস্বী; **অপ্রমত্তঃ**—সদাসতর্ক এবং ধীরস্থির; **গভীর-আত্মা**—লঘুচিত্ত নয়, তাই ধীর স্বভাব; **ধৃতিমান্**—বিঘ্নময় পরিস্থিতিতেও দুর্বলমনা কিংবা দুঃখভারাক্রান্ত নয়; **জিত**—জয় করার পরে; **ষট্-গুণঃ**—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, মোহ, জরা ও মৃত্যু নামে ছয়টি জড়জাগতিক গুণাবলী; **অমানী**—সম্মানের আকাঙ্ক্ষাশূন্য; **মানদঃ**—সকলকে মান্যতা প্রদান; **কল্যঃ**—অন্য সকলের মাঝে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভিরুচি পুনরুজ্জীবন; **মৈত্রঃ**—অন্য মানুষকে কখনও বঞ্চিত না করা এবং সেইভাবে যথার্থ বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া; **কারুণিকঃ**—ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে সদাসর্বদা কারুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজকর্ম; **কবিঃ**—পূর্ণজ্ঞানী; **আজ্ঞায়**—জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে; **এবম্**—এইভাবে; **গুণান্**—গুণাবলী; **দোষান্**—দোষাবলী; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আদিষ্টান্**—প্রশিক্ষিত হয়ে; **অপি**—এমনকি; **স্বকান্**—নিজের; **ধর্মান্**—ধর্মনীতি; **সন্ত্যজ্য**—পরিত্যাগের মাধ্যমে; **যঃ**—যিনি; **সর্বান্**—সকল; **মাম্**—আমাকে; **ভজেত**—ভজনা করে; **সঃ**—সে; **তু**—অবশ্য; **সত্তমঃ**—সাধুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে উদ্ধব, সাধুব্যক্তি কৃপাময় হন এবং অন্যকে মর্মাহত করেন না। অন্যেরা উগ্রস্বভাব হলেও, তিনি সহনশীল হন এবং সর্বজীবে ক্ষমা প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর জীবনের শক্তি ও সামর্থ্য আসে পরম সত্য থেকে; তিনি সকল ঈর্ষা দ্বেষ মুক্ত হন, এবং তাঁর মন সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন থাকে। তাই, তিনি অন্য সকলের কল্যাণে কাজ করার জন্য সময় উপযোগ

করেন। জড়জাগতিক কামনা-বাসনায় তাঁর মন ও বুদ্ধি কখনও বিভ্রান্ত হয় না, এবং তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়াদি দমন করতে পেরেছেন। তাঁর আচরণ সদা শান্ত, প্রীতিপূর্ণ, কখনও কর্কশ হয় না এবং সর্বদা অনুসরণযোগ্য, তিনি লোভবর্জিত হন। তিনি জড়জাগতিক সাধারণ কাজকর্মে কখনও উদ্যোগী হন না, এবং কঠোরভাবে তিনি আহারাদির সংযম করে থাকেন। তাই তিনি সদাসর্বদাই শান্ত এবং ধীরস্থির হয়ে থাকেন। সাধুব্যক্তি চিন্তাশীল হন এবং আমাকেই তাঁর একমাত্র আশ্রয় বলে স্বীকার করে থাকেন। এই ধরনের মানুষ সদাসর্বদাই তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে বিশেষ সতর্ক হন এবং কখনও সংকীর্তনমনা হয়ে মনোভাব পরিবর্তন করেন না, কারণ তিনি দৃঢ়চিত্ত এবং উদার মনোভাবাপন্ন মানুষের মতোই জটিল পরিস্থিতিতেও সক্রিয় থাকেন। তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, মোহ, জরা ও মৃত্যুর মতো ষড় দোষে বিচলিত হন না। তিনি মান সম্মানের সকল বাসনা থেকে মুক্ত থাকেন এবং অন্য সকলকে সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি অন্য সকলের মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ এবং তাই কখনও কোন মানুষকে প্রবঞ্চনা করেন না। বরং, তিনি সকলেরই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হন এবং কৃপাপরায়ণ হন। এই ধরনের সজ্জন মানুষকে যথেষ্ট জ্ঞানী পুরুষ বলেই মনে করা উচিত। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেন যে, বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে আমার দ্বারা অনুমোদিত সাধারণ ধর্মাচরণগুলির মাধ্যমে যে সকল সদ্‌গুণাবলীর অভ্যাস নির্দিষ্ট হয়েছে, সেইগুলি মানুষকে পরিশুদ্ধ করে তোলে এবং তিনি জানেন যে, সেই কর্তব্যকর্মগুলিতে অবহেলা প্রদর্শন করলে মানুষের জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য আমার শ্রীচরণপদ্মে সম্পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে সাধু সজ্জনগণ অবশেষে ঐ সমস্ত সাধারণ ধর্মাচরণগুলি বর্জন করে এবং আমাকেই শুধুমাত্র ভজনা করে থাকে। এইভাবেই সকল জীবকুলের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠ জীবরূপে গণ্য করা হয়।

তাৎপর্য

২৯ থেকে ৩১ সংখ্যক শ্লোকাবলী সজ্জন ব্যক্তির আটাশটি গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছে এবং ৩২ সংখ্যক শ্লোকটিতে জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা আলোচিত হয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাখ্যা অনুসারে, সপ্তদশ সংখ্যক গুণটি (*মৎ-শরণ*, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শরণাগত হওয়া) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, এবং অন্য সাতাশটি গুণাবলী শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদ্‌গত হয়ে থাকে। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৮/১২) বলা হয়েছে—*যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ*। উপরোক্ত আটাশটি সৎগুণাবলী নিম্নরূপে বর্ণিত হতে পারে।

(১) *কৃপালু*—অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত পৃথিবী এবং মায়ার কশাঘাতে জর্জরিত জীবকুলের দুর্দশায় ভক্ত অসহনীয় যন্ত্রনা বোধ করেন। তাই তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণে ব্যস্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁকে কৃপালু অর্থাৎ দয়াময় মানুষ বলা হয়।

(২) *অকৃতদ্রোহ*—যদি কখনও কেউ ভক্তের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করে, তা হলে তার পরিবর্তে ভক্ত কখনও অসম্মানজনক প্রত্যুত্তর দেন না। বাস্তবিকই, তিনি কখনই কোনও জীবের স্বার্থবিরোধী কাজ করেন না। বলা যেতে পারে যে, মহান বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাজাগণও, যেমন যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ বহু অপরাধীর দণ্ড প্রদান করেছিলেন। অবশ্যই, যখন যথাযথভাবে সুবিচার প্রদানে রাষ্ট্র উদ্যোগী হয়, তার ফলে পাপী তথা বিনষ্টকারী মানুষগুলি বাস্তবিকই তাদের শাস্তিভোগের ফলে উপকৃত হয়, কারণ—তারা তাদের অবৈধ কার্যকলাপের ভয়ানক কর্মফলের পরিণাম থেকে মুক্তিলাভ করে। কোনও বৈষ্ণবভাবাপন্ন সুশাসক ঈর্ষা-বিদ্বেষের মনোভাব নিয়ে শাস্তি প্রদান করেন না, বরং তিনি ভগবানের বিধান মতোই বিশ্বস্তভাবে অনুশাসন পালন করে থাকেন। যে সব মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভগবানের অস্তিত্ব নেই মনে করার ফলে ভগবান সম্পর্কিত সকল ধারণাই নষ্ট করে ফেলতে চায়, অবশ্যই তারা *কৃতদ্রোহ,* অর্থাৎ তারা নিজেদের এবং অন্য সকলের প্রতি বিষম ক্ষতিকারক রূপে গণ্য হয়। নিরাকার নির্বিশেষবাদী মনে করে যে, সে নিজেই পরম পুরুষ এবং তার ফলে নিজের জীবনে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং তার অনুগামীরাও বিপদগ্রস্ত হয়। তেমনই, জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের সন্ধানে আত্মস্থ কর্মীরাও তাদের আত্মসত্তার হনন করে থাকে, কারণ তাদের জড়জাগতিক ভাবনা-চেতনার মাঝে আত্মমগ্ন হয়ে থাকার পরিণামে, তারা পরম তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সকল সুযোগ হারায় এবং তাদের নিজেদের সত্তা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতেও শেখে না। সুতরাং, জড়জাগতিক বিধিনিয়মাদি এবং কর্তব্যকর্মগুলির অধীনস্থ হয়ে সকল জীবমাত্রই অকারণে অন্যদের এবং নিজেদেরও বিব্রত করে রাখে, 'আর যে কোনও শুদ্ধ বৈষ্ণবই তাদের জন্য গভীর অনুশোচনা এবং দুশ্চিন্তা ভোগ করতে থাকে। কোনও ভগবদ্ভক্ত কখনই তার দেহ, মন ও বাক্যের মাধ্যমে কোনও জীবের কোনও ক্ষতিকারক কাজ করেন না।

(৩) *তিতিক্ষু*—ভক্তের দেহ-মনে কেউ কোনওভাবে আঘাত করলে, ভক্ত তাকে ক্ষমা করেন। সাধারণত বৈষ্ণবগণ মলমূত্র, রক্ত পুঁজ ইত্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ তাঁর দেহটির ভাবনা থেকে নিজে অনাসক্তভাবেই থাকেন। অতএব প্রচারকার্যে নিয়োজিত থাকার সময়ে মাঝে মাঝে বিরক্তিকর নানা প্রকার আচার ব্যবহারের

পরিচয় পেলেও ভক্তগণ তা উপেক্ষা করতে জানেন এবং সকলের সাথে সর্বদা ভদ্রজনোচিত আচরণ করে থাকেন। বৈষ্ণব সোচ্চারে ভগবানের পবিত্র নাম জপ করে থাকেন এবং শুদ্ধ ভক্তদের আচরণের যথাযথ আদান প্রদান করতে যারা পারে না, সেই সকল বদ্ধ জীবদের সঙ্গে বৈষ্ণবভক্ত সহনশীল আচরণ করেন এবং তাদের অপরাধ ক্ষমা করেন।

(৪) *সত্যসার*—ভগবদ্ভক্ত নিয়ত স্মরণ রাখেন যে, সর্বশক্তিমান, সকল সুখের উৎস এবং সকল ক্রিয়াকলাপেরই পরম ভোক্তা রূপে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই তিনি নিত্য সেবক। ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের অতিরিক্ত অন্য সকল প্রকার কাজকর্ম পরিহারের মাধ্যমে, ভক্তজন সত্য পথে অবিচল থাকেন, সময়ের অপব্যয় করেন না এবং তার ফলে সাহসী, শক্তিমান এবং দৃঢ়চিত্ত হয়ে ওঠেন।

(৫) *অনবদ্যাত্মা*—ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, জড়জাগতিক পৃথিবী নিতান্তই অনিত্য কল্পনাট্যেরই মতো এবং তাই তিনি কোনও জাগতিক পরিবেশে কোনও ব্যক্তির সাথে ঈর্ষা দ্বেষে বিজড়িত হন না। তিনি কোনও মানুষকে কখনই উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেন না কিংবা অনাবশ্যক তাদের নিন্দামন্দও করেন না।

(৬) *সম*—জড়জাগতিক সুখে বা দুঃখে, যশ বা অপযশে ভগবদ্ভক্ত অবিচল ও সমদর্শী হয়েই থাকেন। তাঁর যথার্থ সম্পদরূপে তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনকেই বিবেচনা করেন এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে, জড়া প্রকৃতির পরিধির বাইরেই তাঁর যথার্থ শুভ স্বার্থ বিরাজমান রয়েছে। তাই বহির্জগতের ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতে তিনি উত্তেজিত কিংবা অবসন্ন হন না, বরং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তার চেতনার প্রতি তিনি দৃঢ়চিত্ত হয়েই থাকেন।

(৭) *সর্বোপকারক*—নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বাসনাদি বর্জন এবং অন্যের প্রীতিসাধনের জন্য কাজ করার প্রবণতাকে *পরোপকার* বলা হয়, তেমনই নিজের সুখসুবিধার জন্য অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করার নাম *পরাপকার*। সকল জীবের পরম আশ্রয় স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যেই ভগবদ্ভক্ত সদাসর্বদা কাজ করে চলেন, এবং তাই যে কোনও ভক্তেরই ক্রিয়াকলাপ সকলের কাছেই প্রীতিপ্রদ হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনই জনকল্যাণমূলক কাজের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়, কারণ—প্রত্যেকেরই সুখ দুঃখ কল্যাণ প্রগতির পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। মূর্খ লোকেরা মিথ্যা আত্মম্ভরিতার প্রভাবে, অন্য সকল মানুষের পরম কল্যাণকামী বলে নিজেদের জাহির করার ফলে, নিত্য সুখ শান্তির বিধানে মনোযোগী না হয়ে কতকগুলি আপাত

কল্যাণকর জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপে মত্ত হয়ে থাকে। যেহেতু ভগবদ্ভক্ত ভক্তি কথা প্রচারে শুদ্ধ মনোভাব নিয়ে আত্মনিয়োজিত থাকেন, তাই তিনিই প্রত্যেক মানুষের পরম সুহৃদ।

(৮) *কামৈরহতধী*—সাধারণ মানুষ মাত্রই সমস্ত জড়জাগতিক বিষয়বস্তুকে তাদের নিজেদের সুখভোগের জন্য নির্ধারিত হয়েছে বলে মনে করে থাকে এবং তাই সেইগুলির দখল করতে কিংবা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে প্রয়াসী হয়। তার পরিণামে মানুষ একজন নারীকে অধিকার করতে চায় এবং তার সাথে মৈথুন সুখ উপভোগ করতে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান তাই মানুষের অন্তরে বেদনাময় কামনা-বাসনার আগুন জ্বালিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষিত দাহ্য বিষয়াদি অর্পণ করেও থাকেন, কিন্তু ভগবান ঐ ধরনের মতিচ্ছন্ন মানুষকে আত্মজ্ঞান উপলব্ধির আশীর্বাদ প্রদান করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য এবং নিরপেক্ষ সত্তার পরম অধিকারী, কিন্তু যদি কেউ ভগবানের সৃষ্টি আত্মসাৎ করতে আগ্রহী হয়, তখন ভগবান তাঁর মায়াবলে তাকে তেমন সুযোগ-সুবিধা করেই দিয়ে থাকেন, এবং তার ফলে মানুষ এই পৃথিবীর মধ্যে একজন বিপুল কামনা-বাসনালব্ধ ভোগাকাঙ্ক্ষী মানুষের মিথ্যা ভূমিকায় নিজেকে বিজড়িত করার মাধ্যমে যথার্থ সুখ আস্বাদনের ক্ষেত্রে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে থাকে। অপরদিকে, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সে যথার্থ জ্ঞান ও আনন্দ উপভোগের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে, জড় জগতের লোভনীয় আকর্ষণাদির দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ হয় না। শিকারীর বাজানো শিঙা শুনে প্রলুব্ধ হয়ে নির্বোধ হরিণ যেভাবে মারা পড়ে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সেই পথ অনুসরণ করেন না। ভগবদ্ভক্ত কখনই কোনও রূপসী নারীর কামাতুর আহ্বানে আকৃষ্ট হন না এবং জড়জাগতিক বিষয়াদি আহরণের মাধ্যমে নাম যশের প্রলোভনে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য বিভ্রান্ত কর্মীদের কথা শুনতেও চান না। ঠিক সেইভাবেই, কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সুগন্ধী কিংবা সুস্বাদু বিষয়ে বিভ্রান্ত হন না। তিনি ভূরিভোজে আসক্ত হন না, কিংবা দৈহিক সুখসম্ভোগের আয়োজন করার মাধ্যমে সারাদিন অতিবাহিত করেন না। ভগবানের সৃষ্টি সম্ভারের একমাত্র যথার্থ ভোক্তা স্বয়ং ভগবানই হতে পারেন, এবং জীবগণ নিতান্তই পরোক্ষ ভোক্তা, তাই ভগবানের প্রীতিসাধনের মাধ্যমেই প্রত্যেক জীব অপার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এইভাবে আনন্দ উপভোগের যথার্থ প্রক্রিয়াকেই বলা হয় ভক্তিযোগ, অর্থাৎ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন, এবং ভগবদ্ভক্ত সব রকমের জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনের সম্মুখীন হলেও, কখনই তাঁর স্থিরবুদ্ধির শুভসূচক মর্যাদা বিসর্জন দেন না।

(৯) *দান্ত*—ভগবদ্ভক্ত স্বভাবতই পাপকর্মাদি থেকে বিরক্তবোধ করেন এবং তাই তাঁর ইন্দ্রিয়াদি সংযমের উদ্দেশ্যে তাঁর সকল কাজই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করে থাকেন। এই জন্য অবিচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ এবং সতর্ক মনোভাব চর্চার প্রয়োজন হয়।

(১০) *মৃদু*—জড়জাগতিক ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত মানুষ সদাসর্বদাই বন্ধু অথবা শত্রুরূপে সব মানুষকে বিচার করতে থাকে এবং তাই কখনও কঠোর বা কোমল আচরণের মাধ্যমে তার বিরোধীজনকে বশীভূত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে। যেহেতু ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন, তাই তিনি কোনও মানুষকে শত্রু বলে মনে করেন না এবং কারও দুঃখ কষ্টে আনন্দ-উল্লাস উপভোগের কোনও প্রবণতায় তিনি বিচলিত হন না। সেই কারণেই তিনি মৃদু, অর্থাৎ নম্র ও সরল স্বভাবী হন।

(১১) *শুচি*—যা অশুদ্ধ বা অযথা, তা ভক্ত কখনই স্পর্শই করেন না, এবং সেই ধরনের শুদ্ধ ভক্তকে শুধুমাত্র স্মরণ করার মাধ্যমেই মানুষ পাপকর্মের প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারে। ভক্তের সুন্দর আচরণের জন্য তাঁকে বলা হয় শুচি বা শুদ্ধ।

(১২) *অকিঞ্চন*—ভগবদ্ভক্ত কোনও কিছুর অধিকার রক্ষার আগ্রহ থেকে মুক্ত থাকেন এবং কোনও কিছু ভোগ বা ত্যাগ করতেও আগ্রহ বোধ করেন না, যেহেতু তিনি মনে করেন সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সম্পদ।

(১৩) *অনীহ*—ভগবদ্ভক্ত কখনও আপন উদ্যোগে কোনও কিছু করেন না, শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্যোগে যা কিছু প্রয়োজন সবই করেন। তার ফলে তিনি অতি সাধারণ, জড়জাগতিক বিষয় ব্যাপারাদি থেকে মুক্ত থাকেন।

(১৪) *মিতভুক্*—ভগবদ্ভক্ত জড়জাগতিক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়বস্তু যতটুকুমাত্র একান্ত প্রয়োজন, তাই গ্রহণ করে থাকেন, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেকে স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম রাখা চলে। তাই তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ভোগের কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়েন না এবং কখনই তাঁর আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির প্রয়াস ব্যাহত করেন না। যখনই প্রয়োজন, তখনই ভগবদ্ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে সব কিছু উৎসর্গ করে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর আপন মান-মর্যাদার অনুকূলে কোনও কিছু গ্রহণ কিংবা বর্জন করেন না।

(১৫) *শান্ত*—ভগবানের সৃষ্টি সমগ্র যারা আত্মসাৎ করতে চায়, তারা সর্বদাই বিপর্যস্ত হয়ে থাকে। ভগবদ্ভক্ত অবশ্যই সেই ধরনের অহেতুক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকেন এবং তিনি যথার্থই উপলব্ধি করতে পারেন যে, ইন্দ্রিয় উপভোগের

প্রবৃত্তি একেবারে বিপরীতভাবেই যথার্থ আত্মতত্ত্বজ্ঞান অর্জনের স্বার্থের পরিপন্থী। সদা সর্বদাই তিনি ভগবানের অভিলাষ অনুসারে যথোপযুক্ত ক্রিয়াকর্মে আত্মনিয়োজিত থাকেন বলে, তিনি নিয়ত প্রশান্ত থাকেন।

(১৬) *স্থির*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর মূল, তা স্মরণের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্ত ভীতিগ্রস্ত কিংবা চঞ্চলমতি হন না।

(১৭) *মৎ-শরণ*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা অভিলাষ ভিন্ন অন্য কোনও কিছুতেই ভগবদ্ভক্ত তৃপ্তি বোধ করেন না এবং নিত্যনিয়ত সেইভাবেই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে তিনি মনোনিবেশ করে থাকেন। ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে রক্ষা করতে পারেন এবং যথাযোগ্য কাজে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম।

(১৮) *মুনি*—ভগবদ্ভক্ত চিন্তাশীল হন এবং বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর পারমার্থিক অগ্রগতির পথ থেকে বিচ্যুত না হতে সচেষ্ট থাকেন। বুদ্ধি সহকারে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সকল প্রকার সন্দেহের নিরসন করেন এবং অচঞ্চলভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে জীবনের সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকেন।

(১৯) *অপ্রমত্ত*—পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মৃত হলে মানুষের অপ্রবিস্তর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিয়মিতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে তাঁর সকল কাজকর্ম উৎসর্গ করার মাধ্যমে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

(২০) *গভীরাত্মা*—যেহেতু ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত সাগরে অবগাহন করেন, তাই তাঁর নিজের চেতনসত্তা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর মর্যাদা লাভ করতে থাকে; সাধারণ পর্যায়ের গতানুগতিক ক্রিয়াকর্মের অধীন মানুষেরা জড়জাগতিক স্তরে ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ হয়ে থাকে বলেই, ভগবদ্ভক্তের চেতনার গভীরতা সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না।

(২১) *ধৃতিমান*—জিহ্বা এবং উপস্থ বেগ প্রশমনের উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্ত ধীরস্থির ও শান্ত হয়ে থাকেন এবং ভাবাবেগে কোনও অবস্থায় অকস্মাৎ পরিবর্তন করেন না।

(২২) *জিতষড়্‌গুণ*—পারমার্থিক জ্ঞান উন্মেষের মাধ্যমে, ভগবদ্ভক্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক দুঃখ, মায়ামোহ, জরা, বার্ধক্য এবং মৃত্যুর ভাবাবেগ জয় করতে পারেন।

(২৩) *অমানী*—ভগবদ্ভক্ত গর্বোদ্ধত হন না এবং তিনি প্রখ্যাত হলেও, সেই খ্যাতির বিষয়ে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না।

(২৪) *মানদ*—প্রত্যেকেই যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশ, তাই ভগবদ্ভক্ত তাদের সকলকেই পূর্ণ মর্যাদা অর্পণ করে থাকেন।

(২৫) *কল্য*—ভগবদ্ভক্ত সকল মানুষকেই কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করাতে দক্ষতা অর্জন করেন।

(২৬) *মৈত্র*—ভগবদ্ভক্ত কখনই কোনও মানুষকে জীবনের দেহভোগ সম্পৃক্ত বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে বঞ্চনা করেন না; বরং, তাঁর প্রচারমূলক কাজের মাধ্যমে ভক্তজন প্রত্যেক মানুষেরই বন্ধু হয়ে ওঠেন।

(২৭) *কারুণিক*—ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই মানুষকে সুস্থির চিত্ত হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেন এবং তাই বাস্তবিকই তিনি বিশেষ কৃপাময়। তিনি পরদুঃখে দুঃখী হন, তাই কারও দুঃখ দেখলে তাঁর গভীর দুঃখ বোধ হয়।

(২৮) *কবি*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী অনুশীলনে ভগবদ্ভক্ত বিশেষ পারদর্শী হন এবং ভগবানের আপাত বিরোধী গুণাবলীর সামঞ্জস্য ও প্রয়োগশীলতা বোঝাতে পারেন। ভগবানের পরম প্রকৃতির সুচারু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোলাপের চেয়েও কোমল এবং বজ্রের চেয়েও কঠিন, কিন্তু এই সকল পরস্পরবিরোধী গুণাবলী ভগবানের অপ্রাকৃত দিব্য প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সহজসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। কোনও প্রকার বিরোধিতা বা অস্পষ্টতা ব্যতিরেকেই, কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সর্বদাই যে সক্ষম হয়, তাকে আমরা কবি অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তি বলে থাকি।

উপরিউক্ত গুণাবলী বিকাশের তারতম্য অনুসারেই পারমার্থিক পথে মানুষের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সর্বোপরি, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত, যেহেতু ভগবানই তাঁর একান্ত ভক্তকে সকল প্রকার সদ্‌গুণাবলীতে ভূষিত করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের সর্বপ্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা নিয়েই শুরু করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার সকল কাজের ফল ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে থাকে। এই ভক্তিস্তরটিকে বলা হয়েছে *কর্মমিশ্রা ভক্তি*। মানুষ ভগবদ্ভক্তি সেবামূলক কাজকর্মের মাধ্যমে ক্রমশই নিজেকে যত পরিশুদ্ধ করে তুলতে থাকে, ততই সে শুদ্ধ জ্ঞান উপলব্ধির মাধ্যমে অনাসক্তি অর্জন করতে থাকে এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তিলাভ করে। এই সময়ে সে দিব্য জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে এবং তাই এই পর্যায়টিকে বলা হয়ে থাকে *জ্ঞানমিশ্রাভক্তি* অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানের ফল আস্বাদনের অভিলাষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের প্রয়াস। কিন্তু যেহেতু শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম বাস্তবিকই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ এবং জীবের স্বাভাবিক মর্যাদারই লক্ষণ তাই ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ক্রমশ তার ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ এবং জ্ঞান অর্জনের অভিলাষ বর্জন করতে থাকে এবং শুদ্ধ ভক্তিমার্গে উত্তরণে প্রয়াসী

হয়, যার মধ্যে নিজসুখের কোনও বাসনা থাকে না। *ন কর্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্মভিস্ত্যজতে হি সঃ*—"যোগী পুরুষ কখনই তাঁর ক্রিয়াকর্ম পরিত্যাগ করেন না, তবে অনাসক্তির মাধ্যমে জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ হ্রাস পেতে থাকে।" অন্যভাবে বলা চলে যে, নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম অবশ্যই পালন করে চলা উচিত, তা যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন না হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। যদি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে উন্নতির জন্য পরমাগ্রহী হয়, তা হলে ভক্তিযোগের শক্তির মাধ্যমে তার কাজকর্ম ক্রমশই শুদ্ধ প্রেমময়ী সেবা অনুশীলনের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারবে।

ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের শক্তি অর্জনের মাধ্যমে সকাম কর্মীরা, মানসিক কল্পনাকারী দার্শনিকেরা এবং জড়জাগতিক ভোগবিলাসী ভক্তেরা শুদ্ধ সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছেন, এমন অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদনের মাধ্যমে, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখানুভূতি উপভোগ এবং যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও কিছুর অভাব থাকে না, এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা দার্শনিক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যও কোনও প্রকার অতিরিক্ত প্রচেষ্টার আবশ্যক হয় না। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই তার জীবনে সর্বপ্রকার সার্থকতা অর্জন করবে, এই সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস অবশ্যই থাকা চাই। উপরোক্ত গুণাবলীর কিছু বা কোনটাই যদি কারও অভাব থাকে, তবু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় আন্তরিকভাবে তার আত্মনিয়োগ করা উচিত, এবং তা হলে ক্রমশ তার আচার-আচরণ শুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাবান ভক্ত ক্রমশই ভগবানের কৃপাতেই সকল প্রকার দিব্য গুণাবলীর বিকাশ লাভে সক্ষম হবে, এবং উপরোক্ত গুণাবলী সহকারে ভগবৎ সেবায় আত্মনিয়োজিত মানুষ অচিরেই পরম ভক্ত রূপে পরিগণিত হতে পারবে। ৩২ সংখ্যক শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—যে কোনও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বর্ণাশ্রম প্রথার অন্তর্ভুক্ত কর্তব্যকর্মগুলি প্রতিপালনের পুণ্য সুফল সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হয়েই থাকেন, এবং তেমনই তিনি ঐ সকল কর্তব্যকর্মে অবহেলার মারাত্মক ত্রুটির কথাও অবহিত থাকেন। তা সত্ত্বেও, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে, ভগবদ্ভক্ত সর্বপ্রকার সাধারণ সামাজিক ধর্ম সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সবই বর্জন করেন এবং পরিপূর্ণভাবে শুধুমাত্র ভক্তিসেবামূলক ক্রিয়াকর্মেই আত্মনিয়োগ করে থাকেন। তিনি জানেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর পরম উৎস এবং একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকেই সকল প্রকার সার্থকতা উৎসারিত হয়। ভক্তের সেই

অসামান্য বিশ্বাসের ফলেই ভক্তকে বলা হয় *সত্তম*, অর্থাৎ সকল জীবের মধ্যে সর্বোত্তম।

তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *'উপদেশামৃত'* রচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যে, উল্লিখিত সদ্‌গুণাবলী যে ভক্তের মধ্যে এখনও বিকশিত হয়নি, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে তাঁর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে, তিনি অবশ্যই অগ্রণী বৈষ্ণবভক্তদের সঙ্গ মাধ্যমে কৃপালাভ করবেন। তার জন্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত কোনও ভক্তের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের প্রয়োজন হবে, এমন কথা নয়, তবে তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যনাম জপকীর্তনের মাধ্যমেই যে কোনও মানুষ অবশেষে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে অবশ্যই পারবে। এই শ্লোকগুলিতে বর্ণিত সজ্জন মানুষে সমাজ পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে সামাজিক পরিবেশ কত সুন্দর হয়ে উঠবে, তা কল্পনা করা যায়। উপরে বর্ণিত চমকপ্রদ কৃষ্ণভাবনাময় গুণাবলীই সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের ভিত্তিস্বরূপ এবং প্রত্যেক মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময় সেবা নিবেদনে অভ্যস্ত হলে, অবশ্যই বর্তমান যুগের ভয়, হিংসা, কামনা, লোভ আর মস্তিষ্ক বিকৃতিপূর্ণ সমাজের পরিবর্তে দিব্য পরিবেশ রচিত হবে, যেখানে নেতৃস্থানীয় এবং সকল নাগরিকই সুখী হতে পারবে। এখানে মুল বিষয়টি এই যে, *মৎ-শরণ* হতে হবে।

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য স্মরণ করা উচিত। এবং *মাং* ভজেত (সকলকেই ভগবানের আরাধনা করতে হবে)। এইভাবেই সমগ্র পৃথিবী *সত্তম্‌* অর্থাৎ সার্থক হয়ে উঠতে পারবে।

শ্লোক ৩৩

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞাত্বা—জানার ফলে; **অজ্ঞাত্বা**—না জানার ফলে; **অথ**—এইভাবে; **যে**—যারা; **বৈ**—অবশ্যই; **মাম্**—আমাকে; **যাবান্**—যেন; **যঃ**—যে; **চ**—ও; **অস্মি**—আমি; **যাদৃশঃ**—যেমন আমি; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **অনন্য-ভাবেন**—অনন্যমনে ভক্তিভাবে; **তে**—তারা; **মে**—আমার দ্বারা; **ভক্ততমাঃ**—উত্তম ভক্তগণ; **মতাঃ**—বিবেচিত হয়।

অনুবাদ

আমার ভক্তবৃন্দ হয়ত জানতে পারে কিংবা যথার্থভাবে না জানতেও পারে— আমি কি, আমি কে এবং আমি কিভাবে বিরাজ করি, কিন্তু তবু যদি তারা অনন্য

প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, তখন আমি তাদের ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে মনে করে থাকি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, *যাবান্* শব্দটি যদিও বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই মহাকাল বা মহাশূন্যের দ্বারা আবদ্ধ বা সীমিত হয়ে থাকতে পারেন না, তবে তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তগণের প্রেমভক্তির দ্বারা আবদ্ধ হয়েই পড়েন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই একটি পদক্ষেপও বৃন্দাবনধামের বাইরে রাখেননি, কারণ ব্রজবাসীদের একান্ত গভীর প্রেম ভালবাসা তাঁর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। এইভাবেই, ভগবান তাঁর ভক্ত সমাজের প্রেমাকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। *যঃ* শব্দটি বোঝায় যে, শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব হলেও বসুদেবের পুত্রসন্তান হয়ে অর্থাৎ শ্যামসুন্দর রূপে আবির্ভূত হন। *যাদৃশ* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান *আত্মারাম,* অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে আত্মতুষ্ট হয়েই থাকেন, এবং *আপ্তকাম,* অর্থাৎ "যিনি আপনা হতেই তাঁর অভিলাষাদি সবই পূর্ণ করে থাকেন।" তা সত্ত্বেও, ভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রেমে আপ্লুত হয়ে, কখনও বা *অনাত্মারাম,* অর্থাৎ তাঁর ভক্তমণ্ডলীর প্রেম ভালবাসায় নির্ভর করে থাকেন, এবং *অনাপ্তকাম,* অর্থাৎ তাঁর ভক্তসমাজের সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাঁর অভিলাষ পূরণে অক্ষম হয়ে থাকেন। বস্তুতপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সদাসর্বদাই স্বতন্ত্র স্বাধীন, তবে তিনি তাঁর ভক্তসমাজের সুগভীর প্রেম ভালবাসার আদান প্রদান করে থাকেন এবং তাই যেন তিনি ভক্তমণ্ডলীর উপরে নির্ভরশীল মনে হতে পারে, ঠিক যেভাবে তিনি আপাতদৃষ্টিতে বৃন্দাবনে তাঁর শৈশব লীলাবিলাস কালে নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মাতার উপরে ভরসা করেই থাকতেন। *অজ্ঞাত্বা* (অনভিজ্ঞ, স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন) শব্দটি বোঝায় যে, কোনও সময়ে ভক্ত হয়ত পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ দর্শনতত্ত্বভিত্তিক উপলব্ধি অর্জন করতে পারেন না কিংবা প্রেমভক্তির আবেশে কিছুকালের জন্য ভগবানের মান মর্যাদা বিস্মৃত হয়ে থাকতেও পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (১১/৪১) শ্রীঅর্জুন বলেছেন—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

"পূর্বে আমি তোমার মহিমা না জেনে তোমাকে 'হে কৃষ্ণ,' 'হে যাদব,' 'হে সখা,' বলে সম্বোধন করেছি। প্রমাদবশত এবং প্রণয়বশত আমি যা কিছু করেছি, তা

তুমি দয়া করে ক্ষমা কর।" অর্জুনের *অজানতা মহিমানং* শব্দগুলি *ভাগবতের* এই শ্লোকের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের *অজ্ঞাত্বা মাম্* শব্দগুলিরই সমার্থক। উভয় ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যরাশির অসম্পূর্ণ উপলব্ধির অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন বলেছেন, *প্রণয়েন*—কৃষ্ণের সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর যে বিস্মৃতি ঘটেছিল, কৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেম ভালবাসার ফলেই তা ঘটে গিয়েছিল। এই শ্লোকটিতে, *অজ্ঞাত্বা মাম্* শব্দগুলির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তবৃন্দের এই ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করেই থাকেন, অর্থাৎ ভক্তগণ যদিও শ্রীকৃষ্ণের মহিমামণ্ডিত মর্যাদা যথাযথভাবে উপলব্ধি নাও করতে পারেন, তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রেমময়ী সেবা স্বীকার করে থাকেন। সুতরাং এই শ্লোকটি সুস্পষ্টভাবে ভক্তি অনুশীলনের সুউন্নত মর্যাদা অভিব্যক্ত করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১১/৫৪) বলেছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥

"হে অর্জুন, অনন্য ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে পারা যায়।"

যদিও মানুষ অগণিত সাধুজনোচিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে পারে, তা হলেও কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত কেউ পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করবে না। পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং তাঁকে ভালবাসতে হবে। এমন কি কোনও মানুষ যদিও ভগবানের মর্যাদা বিশ্লেষণাত্মকভাবে উপলব্ধি করতে না পারে, তা হলে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার মাধ্যমেই সুনিশ্চিতভাবে সে সার্থকতা অর্জন করেছে। বৃন্দাবন ধামের অনেক অধিবাসীরই কোনও ধারণা নেই যে, শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষোত্তম ভগবান, কিংবা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসত্তার কিংবা অবতার বৈচিত্র্যের কথা কিছুই জানে না। তারা শুধুমাত্র তাদের মনেপ্রাণে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে, এবং তার ফলেই তাদের অতীব শুদ্ধ বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৪-৪১

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চনম্ ।
পরিচর্যা স্তুতিঃ প্রহ্বগুণকর্মানুকীর্তনম্ ॥ ৩৪ ॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব ।
সর্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥ ৩৫ ॥

মজ্জন্মকর্মকথনং মম পর্বানুমোদনম্ ।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্‌গৃহোৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥
যাত্রা বলিবিধানং চ সর্ববার্ষিকপর্বসু ।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্ ॥ ৩৭ ॥
মমার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্মণি ॥ ৩৮ ॥
সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া ॥ ৩৯ ॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্তনম্ ।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥ ৪০ ॥
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৪১ ॥

মৎ-লিঙ্গ—এই জগতে শ্রীবিগ্রহরূপে আমার আবির্ভাব ইত্যাদি; **মৎ-ভক্ত-জন**—আমার ভক্তবৃন্দ; **দর্শন**—দেখা; **স্পর্শন**—স্পর্শ করা; **অর্চনম্**—এবং অর্চনা করা; **পরিচর্যা**—একান্তভাবে সেবা করা; **স্তুতিঃ**—গুণগাথা নিবেদন; **প্রহ্ব**—প্রণিপাত; **গুণ**—আমার গুণাবলী; **কর্ম**—এবং ক্রিয়াকলাপ; **অনুকীর্তনম্**—অবিরাম গুণগান; **মৎ-কথা**—আমার বিষয়ে; **শ্রবণে**—শ্রবণের মাধ্যমে; **শ্রদ্ধা**—প্রেমের মাধ্যমে বিশ্বাস; **মৎ-অনুধ্যানম্**—নিয়ত আমার চিন্তায় মগ্নতা; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **সর্ব-লাভ**—মানুষ যা কিছু লাভ করে; **উপহরণম্**—নিবেদন; **দাস্যেন**—নিজেকে আমার দাসরূপে স্বীকারের মাধ্যমে; **আত্ম-নিবেদনম্**—আত্মসমর্পণ; **মৎ-জন্ম-কর্ম-কথনম্**—আমার জন্ম ও ক্রিয়াকলাপের মহিমা কীর্তন; **মম**—আমার; **পর্ব**—জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উৎসবে; **অনুমোদনম্**—বিপুল আনন্দ সহকারে; **গীত**—সঙ্গীতের মাধ্যমে; **তাণ্ডব**—নৃত্য করে; **বাদিত্র**—বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে; **গোষ্ঠীভিঃ**—এবং ভক্তজনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে; **মৎ-গৃহ**—আমার মন্দিরে; **উৎসবঃ**—উৎসব; **যাত্রা**—অনুষ্ঠানাদি; **বলি-বিধানম্**—নৈবেদ্য অর্পণের মাধ্যমে; **চ**—ও; **সর্ব**—সর্ব প্রকারে; **বার্ষিকঃ**—বাৎসরিক; **পর্বসু**—অনুষ্ঠান পর্বাদির মধ্যে; **বৈদিকী**—বেদশাস্ত্রাদিতে উল্লেখিত; **তান্ত্রিকী**—*পঞ্চতন্ত্র* প্রভৃতি শাস্ত্রাদিতে উল্লেখিত; **দীক্ষা**—দীক্ষা; **মদীয়**—আমার বিষয়ে; **ব্রত**—প্রতিজ্ঞা; **ধারণম্**—পালন করার মাধ্যমে; **মম**—আমার; **অর্চা**—শ্রীবিগ্রহ রূপে; **স্থাপনে**—প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুরক্ত; **স্বতঃ**—আপন চেষ্টায়;

সংহত্য—অন্য সকলের সঙ্গে; **চ**—ও **উদ্যমঃ**—প্রচেষ্টা; **উদ্যান**—পুষ্প উদ্যানের; **উপবন**—লতাগুল্ম; **আক্রীড়**—লীলাস্থল; **পুর**—তীর্থস্থান; **মন্দির**—এবং মন্দিরাদির; **কর্মণি**—গঠনকার্যে; **সম্মার্জন**—সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার মাধ্যমে; **উপলেপাভ্যাম্**—তারপরে জল ও গোময় সিঞ্চনের দ্বারা; **সেক**—সুগন্ধি জল সিঞ্চনের দ্বারা; **মণ্ডল-বর্তনৈঃ**—মণ্ডলাদি গঠনের মাধ্যমে; **গৃহ**—মন্দিরের অর্থাৎ আমার গৃহের; **শুশ্রূষণম্**—সেবা; **মহ্যম্**—আমার প্রয়োজনে; **দাস-বৎ**—দাসের মতো; **যৎ**—যা; **অমায়য়া**—দ্বিচারিতা ব্যতিরেকে; **অমানিত্বম্**—মিথ্যা অহমিকা ব্যতীত; **অদম্ভিত্বম্**—গর্বশূন্য হয়ে; **কৃতস্য**—মানুষের ভগবদ্ভক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ; **অপরিকীর্তনম্**—অত্যধিক প্রচার আড়ম্বর না করে; **অপি**—তা ছাড়া; **দীপ**—প্রদীপের; **অবলোকম্**—আলোক; **মে**—যা আমার অধীনস্থ; **ন**—না; **উপযুঞ্জৎ**—যুক্ত হওয়া উচিত; **নিবেদিতম্**—যে সকল সামগ্রী ইতিপূর্বেই অন্য সকলকে নিবেদন করা হয়ে গেছে; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **ইষ্ট-তমম্**—অতীব আকাঙ্ক্ষিত; **লোকে**—জড়জাগতিক পৃথিবীতে; **যৎ চ**—এবং যা কিছু; **অতি-প্রিয়ম্**—অতি প্রিয়; **আত্মনঃ**—নিজের; **তৎ তৎ**—সেই জিনিস; **নিবেদয়েৎ**—নিবেদন করা উচিত; **মহ্যম্**—আমার উদ্দেশ্যে; **তৎ**—সেই নিবেদন; **আনন্ত্যায়**—অনন্ত জীবনের জন্য; **কল্পতে**—যোগ্যতা অর্জন করে।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, নিম্নরূপ ভক্তি সেবামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে মানুষ তার মিথ্যা অহমিকা ও মর্যাদাবোধ পরিত্যাগ করতে পারে। শ্রীবিগ্রহের আকারে আমার রূপের প্রতি এবং আমার শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর প্রতি দর্শন, স্পর্শন, বন্দন, সেবা এবং গুণকীর্তন ও প্রণিপাতের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে। তা ছাড়া, আমার দিব্য গুণাবলী এবং ক্রিয়াকলাপের মহিমা কীর্তন করা, আমার গুণগাথা প্রেম ও বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করা এবং আমার চিন্তায় নিত্য মগ্ন থাকা উচিত। যা কিছু অর্জন করা যায়, তা সবই আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত এবং নিজেকে আমার নিত্য সেবকরূপে স্বীকার করা কর্তব্য, যাতে আমার উদ্দেশ্যেই নিজের সবকিছু উৎসর্গ করা যেতে পারে। আমার জন্ম ও কর্ম বিষয়ে সদাসর্বদা আলোচনা ও ধ্যান করা এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি যে সকল উৎসব অনুষ্ঠানের দ্বারা আমার লীলা পরিচয়ের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, সেইগুলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করা উচিত। আমার মন্দিরেও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের সাথে সম্মিলিতভাবে আমার বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে এবং নৃত্য গীত বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজনে অংশগ্রহণ করাও উচিত। উৎসব-অনুষ্ঠান,

তীর্থভ্রমণ এবং পূজা নিবেদনাদির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বার্ষিক জনসমাবেশের উদ্‌যাপন করা উচিত। একাদশী তিথি উদ্‌যাপনের মতো ধর্মানুষ্ঠানগুলিও পালন করা প্রয়োজন এবং বৈদিক শাস্ত্রাদি, পঞ্চরাত্র তথা অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষাগ্রহণাদি অনুষ্ঠান পালন করা উচিত। বিশ্বাস ভরে, এবং প্রেমসহকারে আমার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় সমর্থন জানানো উচিত, এবং আমার লীলাবিলাস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে এককভাবে কিংবা অন্য সকলের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় মন্দির গঠনের কাজে উদ্যোগী হওয়া এবং পুষ্পকানন, ফলের বাগান ও আমার লীলাবিলাস উদ্‌যাপনের উপযোগী বিশেষ অঞ্চল গঠন করা উচিত। কোনও প্রকার দ্বিচারিতা ব্যতিরেকে, আমার বিনীত সেবকরূপে নিজেকে চিন্তা করতে শেখা উচিত, এবং সেইভাবে আমার গৃহস্বরূপ মন্দির মার্জনায় সহযোগিতা করাও কর্তব্য। প্রথমে সম্মার্জনা ও ধূলি পরিষ্কার করা উচিত এবং তার পরে গোময় ও জল দিয়ে আরও পরিচ্ছন্ন করা উচিত। মন্দির শুষ্ক করার পরে, মন্দিরে সুগন্ধি জল সিঞ্চন করা উচিত এবং মণ্ডলচিত্র তথা, আলপনা অঙ্কনের দ্বারা মন্দির শোভিত করা প্রয়োজন। এইভাবেই আমার সেবকরূপে কাজ করা উচিত। কোনও ভগবদ্ভক্ত কখনই তার ভক্তিমূলক কার্যকলাপের প্রচার বিজ্ঞাপিত করবে না; সেইভাবেই তার সেবা কার্য থেকে মিথ্যা অহমিকা সৃষ্টি হবে না। আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রদীপগুলি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আলো জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হবে না, সেইভাবেই অন্য ব্যক্তিকে নিবেদিত বা অন্য জনের ব্যবহৃত কোনও সামগ্রী কখনই আমাকে নিবেদন করা উচিত নয়। এই জগতে যা কিছু নিজের কাছে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত, এবং যা কিছু সবচেয়ে প্রিয়, তা সবই আমাকে নিবেদন করা উচিত। সেই ধরনের উৎসর্গের ফলেই মানুষ নিত্য শাশ্বত শুদ্ধ জীবন লাভের যোগ্যতা অর্জন করে।

তাৎপর্য

এই আটটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধারণভাবে সাধুজনোচিত গুণাবলীর আলোচনা সম্পন্ন করেছেন এবং ভগবদ্ভক্তদের বিশেষ লক্ষণাদি উল্লেখ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে এখানে এবং *ভগবদ্গীতার* মধ্যেও বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত হয়ে ওঠাই জীবনের পরম লক্ষ্য। এখানে ভগবান বিশদভাবে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সবকিছুই তাঁরই উত্তম সেবার উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য পাঠিয়েছেন," তাই চিন্তা করেই মানুষের যা কিছু সঞ্চয়, সবই ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করতে হয়। অবশ্যই বোঝা উচিত যে, অনুকণা পরিমাণ

চিন্ময় আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশমাত্র, এবং তাই নিজেকেই ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা কর্তব্য। সচরাচর কোনও ভৃত্য যেভাবে তার মনিবের কাছে বিনীত এবং আজ্ঞাবহ হয়েই থাকে, তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ স্বরূপ পারমার্থিক গুরুদেবের কাছেও ভক্তকে সদাসর্বদা বিনীত হয়ে থাকতে হয়। ভক্তের উপলব্ধি করা উচিত যে, তার গুরুদেবকে শুধুমাত্র দর্শনের মাধ্যমেই কিংবা গুরুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্যস্বরূপ জল নিজের মাথায় ধারণ করলেই, কিভাবে তার দেহ ও মন পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই শ্লোকাবলীর মাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বৈষ্ণব উৎসব-অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করা উচিত। যতদূর সম্ভব, বৃহৎ উৎসবগুলি সারা জগতের সর্বত্র পালন করা উচিত যাতে মানুষ ক্রমশ সার্থক মানব জীবন কিভাবে গড়ে তুলতে হয়, তা ক্রমশ শিক্ষালাভ করতে পারে। *মমার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা* শব্দগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর শ্রীবিগ্রহসেবায় মানুষের বিশ্বাস ভরসা থাকা উচিত, যেহেতু ভগবান স্বয়ং শ্রীবিগ্রহরূপে বিরাজ করেন। *উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্মণি* শব্দসমষ্টি বোঝায় যে, সুন্দর সুন্দর মন্দির এবং প্রচুর উদ্যান, লতাগুল্ম ও পুষ্পকানন সহ বৈষ্ণব নগরী গড়ে তোলার জন্য গুরুতর প্রচেষ্টা থাকা উচিত। সম্প্রতি এই ধরনের প্রচেষ্টার একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বর্তমান কালে ভারতবর্ষের শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির গঠনের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে।

দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ শব্দসমষ্টির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীবিগ্রহের উপকরণাদি কিছুই নিজের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা অনুচিত। যদি বিদ্যুৎ কিংবা আলোর অভাব ঘটে তা হলে শ্রীবিগ্রহের নির্ধারিত প্রদীপ ব্যবহার করা চলে না, কিংবা যে সামগ্রী ইতিপূর্বে অন্য কোনও জনকে অর্পণ করা হয়ে গিয়েছে, তা কখনই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিবেদন করা চলে না। এই শ্লোকগুলির মাধ্যমে, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা এবং বৈষ্ণব উৎসব অনুষ্ঠানাদির উপযোগিতা নানাভাবে গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করেছেন যে, এই কর্তব্যকর্মগুলি নিষ্ঠাভরে যে পালন করে থাকে, সে অবশ্যই তার নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করবে (*তদনন্ত্যায় কল্পতে*)। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিংবা অপ্রয়োজনীয় যে সামগ্রী, সেইগুলি ছাড়া, নিজের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা উচিত। যদি নিজের পরিবার পরিজনই পরম আসক্তির বিষয় বলে মনে হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সেই সমগ্র পরিবারবর্গকেই নিয়োজিত করা উচিত। যদি কেউ অর্থসম্পদে বেশি আসক্ত হয়ে থাকে, তবে সেই সবই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে দান করা উচিত। আর যদি

কেউ মনে করে যে, তার বুদ্ধি বেশি মূল্যবান, তবে সেই বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে যুক্তি তর্কের সাহায্যে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করাই তার কর্তব্য। যদি আমাদের পরম মূল্যবান সম্পদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করি, তা হলে স্বতস্ফূর্তভাবে আমরা ভগবানের প্রিয়জন হয়ে উঠব এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারব।

শ্লোক ৪২

সূর্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্ ।
ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥ ৪২ ॥

সূর্যঃ—সূর্য; **অগ্নিঃ**—আগুন; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **গাবঃ**—গাভীগণ; **বৈষ্ণবঃ**—ভগবদ্ভক্তগণ; **খম্**—আকাশ; **মরুৎ**—বায়ু; **জলম্**—জল; **ভূঃ**—পৃথিবী; **আত্মা**—জীবাত্মা; **সর্ব-ভূতানি**—সকল জীবগণ; **ভদ্র**—হে উদ্ধব; **পূজা**—আরাধনা; **পদানি**—স্থানগুলিতে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

হে সজ্জন উদ্ধব, তুমি জেনে রাখো যে, সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণগণ, গাভীকুল, বৈষ্ণবজন, আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, জীবাত্মা এবং সকল জীবগণের মাধ্যমে তুমি আমাকে আরাধনা করতে পার।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী এবং ভগবানের মধ্যেই সবকিছু অবস্থান করে আছে, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে না পারলে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভিজ্ঞতা অতীব নিম্ন পর্যায়ের ও জড়জাগতিক ভাবাপন্ন অনুভূতিমাত্র হয়েই থাকবে। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম তত্ত্বই সব কিছুর উৎস। সব কিছুই তাঁর মধ্যে অবস্থিত, এবং তিনিও সব কিছুর মধ্যে বিরাজিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে জড়বাদী বস্তুতান্ত্রিক ভাবধারা থেকে অব্যাহতি পেতে হলে, কারও পক্ষেই চিন্তা করা অনুচিত যে, ভগবান কোনও একটি বিশেষ নির্দিষ্ট স্থান ও কালের মধ্যে বিরাজ করে আছেন। বরং, মানুষ মাত্রেরই বোঝা উচিত যে, তিনি সকল সময়েই এবং সকল স্থানেই বিরাজ করছেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছুরই মধ্যে অনুসন্ধান করে পাওয়া যেতে পারে। *পূজা পদানি* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী, তবে তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের পরম শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সর্বব্যাপী মর্যাদা সুস্পষ্ট করেছেন এবং পূর্ণ আত্মতত্ত্বজ্ঞান অর্জনের পথ প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ৪৩-৪৫

সূর্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্ ।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা ॥ ৪৩ ॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া ।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরঃসরৈঃ ॥ ৪৪ ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি ।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্ ॥ ৪৫ ॥

সূর্যে—সূর্যের আলোকের মধ্যে; **তু**—অবশ্য; **বিদ্যয়া ত্রয্যা**—নির্বাচিত বৈদিক শ্লোকাবলীর মাধ্যমে বন্দন, আরাধনা ও প্রণিপাতের নিবেদন; **হবিষা**—শুদ্ধ ঘৃত মাখনাদি অর্পণ; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **যজেত**—আরাধনা করা উচিত; **মাম্**—আমাকে; **আতিথ্যেন**—অনাহুত হলেও অতিথিগণকে শ্রদ্ধাসহকারে অভ্যর্থনার মাধ্যমে; **তু**—অবশ্য; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **অগ্র্যে**—সর্বগুণে; **গোষু**—গাভীদের; **অঙ্গ**—হে উদ্ধব; **যবস-আদিনা**—তাদের প্রতিপালনের জন্য ঘাস এবং অন্যান্য সামগ্রী প্রদান; **বৈষ্ণবে**—বৈষ্ণবজনের মধ্যে; **বন্ধু**—প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের মাধ্যমে; **সৎ-কৃত্যা**—সম্মানিত করার মাধ্যমে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **খে**—আকাশের মধ্যে; **ধ্যান**—ধ্যানের মধ্যে; **নিষ্ঠয়া**—মগ্ন হয়ে; **বায়ৌ**—বায়ুতে; **মুখ্য**—অতি প্রয়োজনীয়; **ধিয়া**—বুদ্ধি সহকারে বিবেচনার পরে; **তোয়ে**—জলে; **দ্রব্যৈঃ**—জড়জাগতিক বিষয়াদির দ্বারা; **তোয়-পুরঃ-সরৈঃ**—জল ইত্যাদির দ্বারা; **স্থণ্ডিলে**—মাটিতে; **মন্ত্র-হৃদয়ৈঃ**—গুপ্ত মন্ত্রাবলী প্রয়োগের মাধ্যমে; **ভোগৈঃ**—জড়জাগতিক ভোগ্য বিষয়বস্তু আদি সমর্পণের মাধ্যমে; **আত্মানম্**—জীবাত্মা; **আত্মনি**—শরীরের মধ্যে; **ক্ষেত্রজ্ঞম্**—পরমাত্মা; **সর্ব-ভূতেষু**—সকল জীবের মধ্যে; **সমত্বেন**—তাঁকে সর্বত্র সমানভাবে দর্শন করার মাধ্যমে; **যজেত**—ভজনা করা উচিত; **মাম্**—আমাকে ।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, নির্দিষ্ট বৈদিক মন্ত্রাবলী উচ্চারণের মাধ্যমে এবং পূজা ও অর্ঘ্য নিবেদন সহকারে সূর্যের আলোকের মধ্যে আমার বন্দনা করা উচিত। অগ্নির মধ্যে ঘৃতাহুতি অর্পণের মাধ্যমেও আমাকে পূজা করা যায়, এবং ব্রাহ্মণেরা অনাহুত হলেও অতিথির মতোই তাঁদের শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁদের মাঝেও আমাকে পূজা করা চলে। গাভীদের তৃণ এবং অন্যান্য শস্যাদি সহ তাদের সন্তুষ্টি ও সুস্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে উপকরণাদি প্রদানের মাধ্যমে তাদের মাঝেও আমার পূজা অর্চনা করা চলে, এবং বৈষ্ণবদের প্রতি প্রেমময় সখ্যতা জানিয়ে এবং

সর্বপ্রকার শ্রদ্ধাসহকারে তাঁদের মান্যতা প্রদানের মাধ্যমে আমাকে বন্দনা করতে পারা যায়। নিষ্ঠাভরে অচঞ্চলভাবে ধ্যান জপের মাধ্যমে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে আমার অর্চনা করা চলে, এবং প্রাণ বায়ু সকল উপাদানের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করে যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে বায়ুর মধ্যেও আমার বন্দনা করা যায়। জলের মাঝেও আমাকে শুধুমাত্র জল এবং ফুল-তুলসী নিবেদনের সাহায্যেও পূজা করা চলে, এবং মাটির মধ্যেও যথোপযুক্ত বীজমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে আমাকে অর্চনা করতে পারে। খাদ্য সামগ্রী ও ভোগ্য বিষয়াদি অর্পণের মাধ্যমে যে কোনও জীবের মধ্যেও পরমাত্মা স্বরূপ আমাকে বন্দনা করা যায়, এবং সকল জীবের মধ্যে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে, তাদের সকলের মধ্যে পরমাত্মার অবস্থান উপলব্ধির মাধ্যমে সকল জীবের মধ্যেই আমার পূজা করা উচিত।

তাৎপর্য

বিশেষ গুরুত্ব সহকারে, ভগবান এই তিনটি শ্লোকে মর্যাদা আরোপ করে বলেছেন যে, সর্ব জীবের মধ্যে সম্প্রসারিত পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে আরাধনা করা উচিত। ভগবানকে পরম সত্তা ছাড়া অন্য কোনও জড়জাগতিক কিংবা পারমার্থিক বস্তুবিষয়াদিকে মর্যাদা প্রদানের অনুমোদন করা হয় নি। ভগবানের সর্বব্যাপ্ত গুণবৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে অবিচল চেতনার অনুধ্যান সহকারে মানুষ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই আরাধনার মানসিকতায় মগ্ন থাকতে পারে। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমময়ী সেবা নিবেদনে সকল প্রকার জড়জাগতিক ও পারমার্থিক বিষয়বস্তু সবই অতি স্বাভাবিকভাবে উপযোগের প্রয়াস করতে থাকবে। যদি অজ্ঞানতাবশে কেউ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়ে থাকে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসঙ্গ বিহীন শক্তিশালী জড়জাগতিক রহস্যবৈচিত্র্যগুলিকেই পূজা-আরাধনা করতে আকৃষ্ট হতে পারে, কিংবা হয়তো নিজেকেই পরম পুরুষ মনে করে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে থাকে। তাই সুস্থির মস্তিষ্কে সব কিছুর মধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপস্থিতি স্বীকার করা উচিত।

শ্লোক ৪৬

ধিষ্ণ্যেম্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চেৎ সমাহিতঃ ॥ ৪৬ ॥

ধিষ্ণ্যেষু—পূর্বে উল্লিখিত অর্চনা কেন্দ্রগুলিতে; **ইতি**—এইভাবে (পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াদি অনুসারে); **এষু**—তাদের মধ্যে; **মৎ-রূপম্**—আমার দিব্য রূপ; **শঙ্খ**—শঙ্খের দ্বারা; **চক্র**—সুদর্শন চক্র; **গদা**—গদা, মুদ্গর; **অম্বুজৈঃ**—এবং পদ্ম; **যুক্তম্**—ভূষিত;

চর্তুঃভুজম্—চতুর্ভুজ; **শান্তম্**—শান্ত; **ধ্যায়ন্**—ধ্যানমগ্ন; **অর্চেৎ**—অর্চনা করা উচিত; **সমাহিতঃ**—পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে।

অনুবাদ

এইভাবে পূর্বে উল্লিখিত অর্চনাকেন্দ্রগুলিতে এবং আমার বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে, আমার শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী প্রশান্ত রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকা উচিত। এইভাবেই, একাগ্র মনোযোগে আমার পূজা অর্চনা করা বিধেয়।

তাৎপর্য

ভগবান ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভক্তদের কাছে তিনি বিভিন্ন দিব্য রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, যাতে তাদের ভগবৎপ্রীতির অপরিসীম বিকাশ সাধিত হতে পারে। এখানে চতুর্ভুজ নারায়ণের রূপের সাধারণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যে রূপটি সমগ্র জড় জগৎব্যাপী পরমাত্মারূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। শুদ্ধ ভক্তেরা অবশ্য অন্তরের মাঝে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হন না, বরং শ্রীরাম কিংবা শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবানের বিশেষ কোনও দিব্য আকৃতির উদ্দেশ্যে সক্রিয় সেবা নিবেদন করে থাকেন, এবং সেইভাবেই ভগবান তথা পরমেশ্বর সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধি সার্থক করে তোলেন এবং তখন ভগবানও চিন্ময় জগতে তাঁর ভক্তবৃন্দের সাথে দিব্যলীলায় আত্মনিয়োগ করেন। তা সত্ত্বেও, জড়জগতের সব কিছুর মধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানের অবস্থান লক্ষ্য করার মাধ্যমে আপন জীবনস্থিতির পারমার্থিক মর্যাদা উপলব্ধি করতে মানুষ পারে এবং তার ফলে নিত্যনিয়তই তাঁর অনুধ্যানের মাধ্যমে তাঁকে ভজনা করতে সক্ষম হয়। পূর্ববর্তী শ্লোকাবলীতে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী মন্দিরে গিয়েও বিশেষভাবে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা এবং দিব্য উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। যেহেতু সমগ্র প্রকৃতির মধ্য দিয়েই ভগবানের অনুধ্যানে নিত্য নিয়োজিত থাকা যায়, সেইজন্য গর্ব করা অনুচিত যে, মন্দিরে গিয়ে ভগবানের পূজা নিবেদনের প্রয়োজন আর নেই। স্বয়ং ভগবান বারে বারে মন্দিরে পূজা নিবেদনের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। এই শ্লোকে ব্যবহৃত *সমাহিত* শব্দটির দ্বারা সমাধি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। শ্রীবিগ্রহ আরাধনায় সযত্ন হলে কিংবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ে শ্রবণ ও কীর্তন অনুশীলন করলে মানুষ অবশ্যই সমাধি ভাব অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করে। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের পূজা-আরাধনা ও দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করলে মানুষ মুক্ত জীবাত্মার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এবং ক্রমশই জড় সৃষ্টির প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে যেতে পারে। জীবকে আত্মা অর্থাৎ নিত্য সত্তা বলা হয়, যেহেতু পরমাত্মা স্বরূপ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাথে তার নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে। ভগবানের

আরাধনার মাধ্যমেই আমাদের নিত্যশুদ্ধ প্রকৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়, এবং ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের কার্যক্রমে আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং দৃঢ়চিত্ত মনোভাব যতই বৃদ্ধি করতে থাকি, ততই আমাদের জড়জাগতিক অস্তিত্বের মায়ামোহ ম্লান হয়ে যেতে থাকে।

শ্লোক ৪৭

ইষ্টাপূর্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥ ৪৭ ॥

ইষ্টা—আপন কল্যাণার্থে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান; **পূর্তেন**—এবং কূপ খনন ইত্যাদি জনকল্যাণকর পুণ্যকর্মাদি; **মাম্**—আমাকে; **এবম্**—এইভাবে; **যঃ**—যিনি; **যজেত**—পূজা করেন; **সমাহিতঃ**—আমাতে মন সন্নিবদ্ধ করার মাধ্যমে; **লভতে**—সেই ধরনের মানুষ লাভ করে থাকেন; **ময়ি**—আমার মাঝে; **সৎ-ভক্তিম্**—অবিচল ভগবদ্ভক্তি সেবা; **মৎ-স্মৃতিঃ**—আমার সম্পর্কে আত্মজ্ঞান উপলব্ধি; **সাধু**—সকল প্রকার সৎ গুণাবলী সহ; **সেবয়া**—সেবার মাধ্যমে।

অনুবাদ

আমার প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ পূজাপার্বণাদি এবং পুণ্যকর্ম সাধন যিনি করেন এবং সেইভাবে অনন্যচিত্তে আমাকে আরাধনা করে থাকেন, তিনি আমার প্রতি অবিচল ভক্তি লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত ঐভাবে তাঁর সেবার অনন্য গুণাবলীর ফলে আমার সম্পর্কে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করেন।

তাৎপর্য

ইষ্টাপূর্তেন শব্দটির অর্থ "যাগযজ্ঞাদি পূজা অনুষ্ঠান এবং পুণ্য কর্ম" বলতে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন থেকে বিচ্যুতি বোঝায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুকে যজ্ঞ বলা হয়, অর্থাৎ তিনি সকল যজ্ঞের প্রভু, এবং *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্*—"আমি সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের যথার্থ ভোক্তা"। সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলতে ভগবানের পবিত্র নাম জপকীর্তনই বোঝায়, এবং ভগবানের নামের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে, পরমতত্ত্বের শুদ্ধ জ্ঞানের উপলব্ধি হয় এবং অবিচল ভগবদ্ভক্তি অর্জিত হয়। যে কোনও আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ভক্ত ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে অতীব মনোযোগী হয়ে থাকেন এবং সেই বিষয়ে মনপ্রাণ নিবেদন করে থাকেন। শ্রীগুরুদেব ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণকমলের নিত্য আরাধনা এবং গুণ বর্ণনার মাধ্যমে তিনি ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুষ্ঠানে নিজেকে অভিনিবিষ্ট রেখে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানের সেবায়

অবিচল থাকেন। এই ধরনের হরিনাম কীর্তন এবং গুরুপূজা অনুষ্ঠানগুলিই একমাত্র বাস্তবমুখী পদ্ধতি, যার মাধ্যমে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায়। যখন সেই হরিনাম কীর্তন সম্প্রসারিত হয়, তখন তাকে বলা হয় কৃষ্ণ সংকীর্তন। অননুমোদিত কৃচ্ছ্রতা সাধন কিংবা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শুষ্ক প্রচেষ্টায় কালক্ষেপ করা অনুচিত, বরং প্রবল উৎসাহে মহাযজ্ঞস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ উৎসাহ উদ্যম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, যার ফলে মানব জীবনের সর্বোচ্চ পরম সার্থকতা অনায়াসে অর্জন করতে সমর্থ হয়।

শ্লোক ৪৮

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব ।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥ ৪৮ ॥

প্রায়েণ—সকল বাস্তব উদ্দেশ্য অনুযায়ী; **ভক্তি-যোগেন**—আমার উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ণ সেবা উদ্যোগে; **সৎ-সঙ্গেন**—আমার ভক্তগণের সাথে সঙ্গলাভের মাধ্যমে যা সম্ভব হয়; **বিনা**—ব্যতীত; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **ন**—না; **উপায়ঃ**—কোনও পন্থা; **বিদ্যতে**—আছে; **সম্যক্**—যা যথার্থ কার্যকর; **প্রায়ণম্**—জীবনের যথার্থ পন্থা বা যথার্থ আশ্রয়; **হি**—যেহেতু; **সতাম্**—মুক্তাত্মা পুরুষগণের; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, আমিই স্বয়ং সাধুভাবাপন্ন মুক্তাত্মা পুরুষগণের পরম আশ্রয় এবং জীবনের গতি, এবং তাই যদি আমার প্রতি তারা প্রেমময় ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনে নিয়োজিত না হয়, আমার ভক্তবৃন্দের সাথে সঙ্গলাভের মাধ্যমে যদি তার অনুশীলন না করা হয়, তা হলে বাস্তবক্ষেত্রে, জড়জাগতিক জীবনধারার অস্তিত্ব থেকে মুক্তিলাভের কোনই যথার্থ পন্থা তার জানা থাকে না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি, যা পারমার্থিক প্রক্রিয়াদি রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে সেইগুলি উদ্ধবকে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য, এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জড়জাগতিক জীবনধারা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার একমাত্র পন্থা ভক্তিযোগ, এবং সৎসঙ্গ অর্থাৎ অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভ ভিন্ন ভক্তিযোগের যথার্থ অনুশীলন সম্ভব নয়। ভক্তিমিশ্র জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির সাথে পরমতত্ত্ব জ্ঞানের চিন্তাভাবনা মিশ্রিত হলে, তার ফলেও মানুষ জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের দোষে কলুষিত হয়েই থাকে। কোনও প্রকার জড়জাগতিক গুণাক্রান্ত না হলে শুদ্ধাত্মা পুরুষের দার্শনিক কল্পনাবিলাসের

কোনও অভিলাষ থাকে না, কোনও কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন কিংবা নিরাকার নির্বিশেষবাদী ধ্যান অনুশীলনের প্রয়াসও থাকে না। শুদ্ধাত্মা মানুষ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভালবাসেন এবং নিত্যনিয়ত তাঁকেই সেবা করতে চান। জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিসেবা অনুশীলনকে বলা হয় *কেবলা ভক্তি*, আর ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের সাথে দার্শনিক কল্পনাবিলাস সংমিশ্রিত হলে, তাকে বলা হয় *গুণভূত ভক্তি*, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের সাথে ভগবদ্ভক্তি সেবা মিশ্রণের ফলে কলুষতাময় ভক্তিচর্চা। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি দার্শনিক তত্ত্ববিলাসের জাদু প্রদর্শন করেন না, বরং গভীর মনোযোগ সহকারে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে থাকেন এবং *কেবল-ভক্তি* অনুশীলনের পন্থাই অবলম্বন করেন। জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতি লাভের পন্থাকে যে গুরুত্ব দেয়, সে প্রকৃতপক্ষে কম বুদ্ধিমান মানুষ, কারণ ঐ ধরনের শুদ্ধ আত্মার শ্রেষ্ঠতার মর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে নিজের কলুষিত বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অধিক আস্থাশীল হয়ে থাকে। অবশ্যই বোঝা উচিত যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবার অনুশীলন পদ্ধতিও দার্শনিকতত্ত্ব বিরোধী কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধী কোনও প্রকার পন্থা নয়। পরমতত্ত্ব যে কোনও আংশিক খণ্ড তত্ত্বের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সর্বগ্রাহ্য বিষয়বস্তু। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান যার লাভ হয়েছে, তার পক্ষে দার্শনিক বিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়ে অগ্রসর হওয়ার সর্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ সুবিধা তৈরি হয়ে আছে, কারণ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ভাবগ্রাহ্য ধারণা সমূহের বিভিন্ন ধারার সকল ক্ষেত্রেই কাজ করে চলেছেন। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তারা নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম অর্থাৎ অন্তর্যামী পরমাত্মার তত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু তারা এই বিষয়ে যথার্থ উপলব্ধির পরম পর্যায়ে যাঁকে ভগবান, অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে অভিহিত করা হয়, তা মোটেই অবহিত নয়। ভগবান সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য, ঐ ধরনের অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন দার্শনিকেরা অবশ্যই ভগবানের অসংখ্য শক্তিরাজির বিস্তার, বিকাশ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যাহার বিষয়ক রহস্য তত্ত্ব কিছুই বোঝে না। তার ফলে সেই সকল তত্ত্বের পূর্ণ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করতেও সক্ষম হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তা সবই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে, দর্শনচিন্তার সম্যক উপলব্ধির পর্যায়ে উপনীত হওয়া যায় এবং পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়।

দার্শনিক তথা চিন্তামূলক উপলব্ধি ছাড়াও, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পদ্ধতি থেকে জীবনের অন্যান্য জাগতিক তথা পারমার্থিক কল্যাণ সাধনও সম্ভব হয়ে ওঠে; অতএব যে কোনও কারণে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পন্থা ছাড়া

অন্য কোনও পদ্ধতি অবলম্বন যারা করে তারা দুর্ভাগ্যবশত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শুদ্ধভক্তিসেবামূলক অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি পোষণ করে থাকে। এখানে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য ভগবদ্ভক্তবৃন্দের সাথে মিলিতভাবে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের প্রয়াস করা উচিত। অপর পক্ষে, জ্ঞানযোগ প্রক্রিয়া একক প্রচেষ্টায় অনুশীলন করতে হয়, কারণ দুজন মনস্বী ব্যক্তি তাদের চিন্তাভাবনা নিয়ে কোনও একই জায়গায় সমবেত হলে নিত্য কলহ কোলাহল ছাড়া তারা থাকতেই পারে না। আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলিকেও ছাগলের গলায় স্তনের মতোই তুলনীয়। সেইগুলি বক্ষস্তনের মতোই দেখা যায়, কিন্তু সেইগুলি থেকে কোনও প্রকার দুধ পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি, যথাক্রমে শ্রীউদ্ধব, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং শ্রীনারদ মুনির উক্তি স্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন—

তাপত্রয়েণাভিহিতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীহ ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণম্ তবাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাত পত্রাদ্ অমৃতাভিবর্ষাৎ ॥

"হে ভগবান, জড়জাগতিক অস্তিত্বের মায়াজালে পতিত হয়ে নানা সমস্যার জ্বলন্ত অগ্নিতে যেজন ভয়াবহভাবে দগ্ধ হচ্ছে, তার জন্য আপনার দুটি শ্রীচরণপদ্ম ছাড়া অন্য কোনও সম্ভাব্য আশ্রয় আমি লক্ষ্য করছি না, কারণ আপনার শ্রীচরণপদ্মই দুঃখের আগুন নির্বাপণে অমৃত বর্ষণ করতে পারে।" (ভাগবত ১১/১৯/৯)

সংসারসিন্ধুম্ অতিদুস্তরম্ উত্তিতীর্ষোঃ
নান্যঃ প্লবোভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য ।
লীলাকথারসনিষেবণম্ অন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য ॥

"জড়জাগতিক জীবনের অস্তিত্ব দুস্তর মহাসাগরেরই মতো। জড় জীব এই সাগরে পতিত হয়েছে, যে সাগর শীতল নয়, বরং দুঃখ দুর্দশার জ্বালায় সেই সমুদ্রে দগ্ধ হতে হয়। এই সাগরে যে নিমজ্জিত হয়েছে এবং তা থেকে উদ্ধার পেতে চাইছে, তার জন্য পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের লীলাকাহিনী বর্ণনার নিয়ত আস্বাদন ভিন্ন অন্য কোনও উদ্ধার তরণী সেখানে নেই।" (ভাগবত ১২/৪/৪০)

কিং বা যোগেন সাংখ্যেন
ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি ।

কিংবা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ
ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥

"যৌগিক প্রক্রিয়া, দার্শনিক কল্পনা, নিছক জাগতিক অনাসক্তি, বা বৈদিক পাঠ অধ্যয়নের কি প্রয়োজন? বাস্তবিকই, আমাদের অস্তিত্বেরই একমাত্র উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনা অন্য যে কোনও শুভ পদ্ধতি বলতে যা বোঝায়, তা কতটাই বা কার্যকরী হয়?" (*ভাগবত* ৪/৩১/১২)

যদি, এই শ্লোকটিতে বর্ণিত উপায়ে, ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন করলে জড়জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা সচরাচর (*প্রায়েণ*) অসম্ভব হয়, তাহলে সহজেই অনুমান করা চলে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ব্যতীত কলিযুগে মুক্তিলাভের সম্ভাবনার কেবলমোক্ষ কল্পনাই করা চলতে পারে। অবশ্যই সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই। মানসিক কল্পনার মাধ্যমে কোনও এক ধরনের মুক্তির কথা হয়ত কেউ উদ্ভব করতে পারে, কিংবা পারস্পরিক তোষামোদীর জন্য কোন এক ধরনের নামমাত্র পারমার্থিক সমাজে হয়ত মানুষ বাস করতেও পারে, কিন্তু যদি মানুষ নিজ আলয়ে যথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে আগ্রহী হয়, এবং কৃষ্ণলোক নামে ভগবানের অপূর্ব মনোরম রাজ্যে দর্শনার্থী হয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেই হবে এবং ভগবদ্ভক্তগণের সাথে একসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতেই হবে।

শ্লোক ৪৯

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন ।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥ ৪৯ ॥

অথ—তাই; **এতৎ**—এই; **পরমম্**—পরম; **গুহ্যম্**—গোপন; **শৃণ্বতঃ**—তোমরা যারা শ্রবণ করছ; **যদু-নন্দন**—হে প্রিয় যদুবংশীয়; **সু-গোপ্যম্**—অতি গোপনীয়; **অপি**—এমনকি; **বক্ষ্যামি**—আমি বলব; **ত্বম্**—তোমার; **মে**—আমার; **ভৃত্যঃ**—ভৃত্য; **সুহৃৎ**—কল্যাণকামী; **সখা**—এবং বন্ধু।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, হে যদুনন্দন, যেহেতু তুমি আমার সেবক, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুহৃৎ, তাই এখন আমি তোমাকে অতীব গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করব। এই সকল মহা মহারহস্যাদি সম্পর্কে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা শোনাব।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ে (১/১/৮) বলা হয়েছে—*ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত*—সদ্‌গুরু স্বভাবতই নিষ্ঠাবান শিষ্যের কাছে সমস্ত অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান অভিব্যক্ত করে থাকেন। উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এবং কেবল তখনই ভগবান তাঁর কাছে ঐ সকল গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস না সৃষ্টি হলে, পারমার্থিক জ্ঞান সঞ্চার অসম্ভব। দার্শনিক কল্পনাবিলাসের মতো আত্ম উপলব্ধির অন্যান্য ক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং অসংগঠিত হয়ে থাকে, কারণ সেই জ্ঞানের অনুষ্ঠাতার ব্যক্তিগত বাসনা থাকে, এবং সেই সকল জ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে কোনও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে না যার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের পরিপূর্ণ কৃপালাভ হতে পারে। অথচ অন্য দিকে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সাথে সঙ্গলাভ করলেই তা স্বয়ং সম্পূর্ণ পন্থা স্বরূপ আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। শুধুমাত্র জানা দরকার কিভাবে শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ করতে হয় এবং তা হলেই মানুষের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। এইটুকুই এই অধ্যায়টির সারমর্ম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'বদ্ধ ও মুক্ত জীবের লক্ষণাদি' নামক একাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানের ঊর্ধ্বে

এই অধ্যায়টিতে শ্রীবৃন্দাবনধামের অধিবাসীদের শুদ্ধ প্রেমের পরম উৎকর্ষতা এবং তাঁদের পবিত্র সঙ্গ লাভের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে।

শুদ্ধসাত্ত্বিক ভগবদ্ভক্তগণের সান্নিধ্যের ফলে জড়জাগতিক জীবনধারায় জীবাত্মার আসক্তির বিনাশ হয় এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও ভক্তগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে দিতে সক্ষম হয়। যোগচর্চা, সাংখ্য দর্শন চর্চা, সাধারণ ধর্মাচরণ, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, শুদ্ধসাত্ত্বিক কৃচ্ছ্রতাসাধন, অনাসক্তি তথা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ, ইষ্টা এবং পূর্তম্ বিষয়ক ক্রিয়াকর্ম অভ্যাস, দানধ্যান, উপবাস ব্রতপালন, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা, গুপ্ত মন্ত্রাদি চর্চা, পুণ্যতীর্থস্থান দর্শন, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ অথবা সামান্য অনুশাসনাদি পালন কোনও কিছুতেই সেই রকম সুফল অর্জন করা যায় না। প্রত্যেক যুগেই রজোগুণ ও তমোগুণাশ্রিত অসুর, দানব, পশু ও পাখি থাকে, এবং ব্যবসায়ী, নারী, কর্মী, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ এবং আরও নানা ধরনের লোক থাকে, যারা বৈদিকশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতে পারে না। তা সত্ত্বেও, ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভের মাধ্যমে শুদ্ধতার প্রভাবে তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের পরমধাম অর্জন করতে পারে, অন্যদিকে ঐ ধরনের সাধুসঙ্গের অভাবে, যোগচর্চা, সাংখ্যচর্চা, দানধ্যান, ব্রতপালন এবং সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা অনুশীলন করার মাধ্যমে অতীব নিষ্ঠা সহকারে চর্চা করা সত্ত্বেও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে তারা অপারগ হয়েই থাকে।

ব্রজধামের গোপিকাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও, তাঁদের আনন্দ দানের যোগ্য পুরুষ প্রেমাস্পদ রূপে তাঁকে স্বীকার করেছিলেন। তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁদের নিত্য সঙ্গলাভের সামর্থ্যে, তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ পরমতত্ত্ব অর্জন করেছিলেন, যা ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও অর্জন করতে পারেনি। বৃন্দাবনের গোপিকারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এমনই গভীর আসক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে একাত্ম ও অন্তরঙ্গতা অর্জনের ভাবোল্লাসে তাঁদের মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বলে তাঁর সাথে সারা রাত সঙ্গসুখ উপভোগের পরেও তা যেন, একটি মাত্র মুহূর্তের সামান্য একাংশ মনে হয়েছিল। অবশ্য, যখন অক্রূর একদা বলদেবের সঙ্গে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন, গোপিকারা তখন প্রতিটি রাত্রি তাঁর সঙ্গবিহনে দেবতাদের এক লক্ষ বছরের সমান কালক্ষেপ বলে মনে করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিরহের বেদনায়

জর্জরিত হয়ে, তাঁর প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য কোনও কিছুতেই তাঁদের তৃপ্তি হতে পারে বলে তাঁরা ধারণা করতেও পারেন নি। গোপিকাদের শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই নিদর্শন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এই সকল উপদেশাবলী উদ্ধবকে প্রদানের পরে, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, পরমতত্ত্ব উপলব্ধির প্রয়োজনে, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে যেভাবে ধর্ম এবং অধর্মের সকল প্রকার বিচার-বিবেচনা উপস্থাপিত হয়েছে, সেই সবই উদ্ধবের বর্জন করা উচিত এবং তার পরিবর্তে শ্রীবৃন্দাবনধামের গোপিকাদের দৃষ্টান্তের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ১-২

শ্রীভগবানুবাচ

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥ ১ ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ন রোধয়তি**—রোধ করে না; **মাম্**—আমাকে; **যোগঃ**—অষ্টাঙ্গ যোগ পদ্ধতি; **ন**—নং; **সাংখ্যম্**—জড়জাগতিক উপাদান তত্ত্বের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন; **ধর্মঃ**—অহিংসা প্রভৃতি সাধারণ সৎকার্যাবলী; **এব**—অবশ্য; **চ**—ও; **ন**—না; **স্বাধ্যায়ঃ**—বেদশাস্ত্রাদির মন্ত্রোচ্চারণ; **তপঃ**—কৃচ্ছ্রতা; **ত্যাগঃ**—সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা; **ন**—নয়; **ইষ্টা-পূর্তম্**—কূপ খনন বা বৃক্ষরোপণের মতো জনকল্যাণ মূলক কাজ এবং যাগযজ্ঞ উদ্‌যাপন; **ন**—তাও নয়; **দক্ষিণা**—দানধ্যান; **ব্রতানি**—একাদশী তিথিতে সম্পূর্ণ উপবাস পালনের মতো ব্রতাদি উদ্‌যাপন; **যজ্ঞঃ**—দেবতাদের আরাধনা; **ছন্দাংসি**—গুপ্ত মন্ত্রাদি উচ্চারণ; **তীর্থানি**—পুণ্য পবিত্র তীর্থস্থানে গমন; **নিয়মাঃ**—পারমার্থিক নিষ্ঠা পালনের উদ্দেশ্যে মূল উপদেশাবলী পালন; **যমাঃ**—এবং সাধারণ বিধিনিয়মাদিও; **যথা**—যেমন; **অবরুন্ধে**—নিয়ন্ত্রণে আসে; **সৎ-সঙ্গঃ**—আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ; **সর্ব**—সকল; **অপহঃ**—দূর করে; **হি**—অবশ্যই; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব, আমার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গসান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্তি বিনাশ করা যায়। ঐভাবে শুদ্ধ সঙ্গলাভের মাধ্যমে আমাকে আমার ভক্তের

নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হয়। অষ্টাঙ্গ যোগ প্রক্রিয়া অভ্যাস, জড়াপ্রকৃতির উপাদান সমূহের দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের চর্চায় আত্মনিয়োগ, অহিংসাব্রত উদ্‌যাপন এবং দানধ্যানের অন্যান্য সাধারণ নীতিনিয়মাদি উদ্‌যাপন, বেদশাস্ত্রাদি উচ্চারণ, ব্রতাদি উদ্‌যাপন, সন্ন্যাস আশ্রমে জীবন যাপন, যজ্ঞাদিপালন এবং কূপ খনন, বৃক্ষরোপণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন, ধর্মাচরণ, কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন, দেবতাদের পূজা অর্চনা, গুপ্তমন্ত্রাদি উচ্চারণ, তীর্থস্থান দর্শন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ নিয়মনিষ্ঠাদি বিষয়ক অনুশাসনাদি পালন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ অভ্যাস অনুশীলন করতে পারে, কিন্তু ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও কেউ আমাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই দুটি শ্লোক প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হল। ভগবানের ভক্তমণ্ডলীর সেবার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনার আয়োজন কিংবা তাঁদের সঙ্গলাভের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়াসী হওয়া যেতে পারে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভই যথেষ্ট, কারণ ঐ ধরনের ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গসান্নিধ্যের মাধ্যমেই পারমার্থিক উন্নতির সব কিছুই শিক্ষা লাভ করা যায়। যথার্থ জ্ঞান আহরণ করা হলে, মানুষ যা কিছু অভিলাষ করে, তা সবই অর্জন করতে পারে, কারণ ভগবদ্ভক্তিসেবা অনুশীলনের মাধ্যমে অচিরেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের আশীর্বাদ লাভ হয়ে থাকে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের ব্রত সকল প্রকার জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীকে অতিক্রম করে যায়, এবং এই সকল বিষয় বদ্ধ জীবগণের কাছে রহস্যজনক বলে মনে হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—*হবিষাগ্নৌ যজেত মাং*— "যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের মাধ্যমে আমাকে আরাধনা করা যায়।" (*ভাগবত* ১১/১১/৪৩) এছাড়া, পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রমোদ উদ্যান, পুষ্পকানন, সবজি বাগান ইত্যাদি গঠন করা উচিত। এইগুলির মাধ্যমে মানুষকে শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে আকৃষ্ট করা যায়, যেখানে তারা ভগবানের পবিত্র দিব্য নাম জপ কীর্তনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের গঠন প্রকল্পগুলিকে *পূর্তম্* অর্থাৎ জনকল্যাণকর কর্মকাণ্ডরূপে স্বীকার করা উচিত। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দুটি শ্লোকে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভের মাধ্যমে যোগচর্চা, দর্শন চর্চা, যাগযজ্ঞ এবং জনকল্যাণকার্যের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ফললাভ করা যায়, তা হলেও এই সকল গৌণ ক্রিয়াকর্মও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন করে থাকে, তবে তা স্বল্প

পরিমাণে স্বীকৃত হয়। বিশেষত ঐ প্রকার অনুষ্ঠান-উদ্যোগগুলি সাধারণ জড়জাগতিক মানুষদের অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তজনের দ্বারা সম্পন্ন হলে তা ভগবানের কাছে অধিকতর প্রীতিপদ হয়ে ওঠে। এই কারণেই তুলনামূলক প্রতিশব্দ—*যথা* (তুলনামূলক পরিমাণে) প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্যভাবে বলা চলে যে, যাগযজ্ঞাদি, কৃচ্ছ্রসাধন এবং দর্শনচর্চা ভগবদ্ভক্তি নিবেদনের ক্ষেত্রে মানুষকে যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করতেও পারে, এবং সেইপ্রকার ক্রিয়াকর্ম যখন ভক্তবৃন্দের দ্বারা পারমার্থিক প্রগতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেইগুলি ভগবানের কাছে অধিকতর প্রীতিপদ হয়ে ওঠে।

ব্রতানি, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপালন বিষয়ক দৃষ্টান্তগুলি পর্যালোচনা এই প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত হতে পারে। একাদশী তিথি উপলক্ষ্যে উপবাস-ব্রত পালন করা উচিত, এই অনুশাসনটি সকল বৈষ্ণবদেরই চিরকালের প্রতিজ্ঞা, এবং এই শ্লোকগুলি থেকে সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে, একাদশী ব্রত উদ্‌যাপনে অবহেলা করা চলতে পারে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তজনের সাথে সৎ সঙ্গলাভের উত্তম ফললাভ তথা ভগবৎপ্রেম অর্জন করার সার্থকতা স্বীকার করার মাধ্যমে এমন মনে করা অনুচিত যে, অন্যান্য গৌণ প্রক্রিয়াগুলি বর্জন করা উচিত কিংবা সেইগুলি ভক্তিযোগ অর্জনের অনুকূল কোনও প্রকার দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া নয়। অনেক বৈদিক অনুশাসন আছে, যেগুলির মাধ্যমে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হয়েছে, এবং আধুনিক কালের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরাও প্রায়ই অগ্নিযজ্ঞ উদ্‌যাপন করে থাকেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবানই ঐ ধরনের যজ্ঞের অনুমোদন করেছেন, এবং তাই ভগবদ্ভক্তদের পক্ষে তা বর্জন করা উচিত নয়। বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও শুদ্ধাচারমূলক প্রক্রিয়াগুলি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে, ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পর্যায়ে ক্রমশ উন্নতি লাভ করা যায়, যেখান থেকে পরম তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপাসনার সক্ষমতা অর্জিত হয়। একটি বৈদিক অনুশাসনে রয়েছে, "কোনও একটি মাসে ছয়টি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে একাদিক্রমে উপবাস উদ্‌যাপনের ফলে যে সুকৃতি অর্জন করা যায়, তা অনায়াসেই এক মুষ্টি অন্ন শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ রূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এই সুযোগ বিশেষত কলিযুগে সহজলভ্য হয়েছে।" তা হলেও, একাদশী তিথিতে নিয়ন্ত্রিত উপবাস পালন করলে পারমার্থিক উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয় না। বরং, তা ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের পক্ষে নিত্যকালের বিষয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তগণের পূজা-অর্চনার মূল নীতির সহায়ক রূপে পালনীয় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যেহেতু এই ধরনের গৌণ নিয়মনীতিগুলি মানুষকে তার প্রাথমিক ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের ব্রত সাধনে উপযুক্ত করে তুলতে

সহায়তা করে থাকে, তাই সেইগুলিও বিশেষভাবে কল্যাণকর। সুতরাং, ঐ সকল গৌণ রীতিনীতিগুলিও বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তস্বরূপ বলা চলে যে, ঐ ধরনের গৌণ নিয়মনীতিগুলি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলনে বিশেষ অপরিহার্য, এবং তাই ব্রতাদি পালন তথা শাস্ত্রে নির্ধারিত প্রতিজ্ঞা পালনের রীতিনীতি বর্জন করা কখনই উচিত নয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, *আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্* (*ভাগবত* ১১/১১/৩২) শব্দগুলি বোঝায় যে, ভগবদ্ভক্তের এমনভাবে বৈদিক রীতিনীতি নির্বাচন করা উচিত যাতে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর সেবা নিবেদনের পদ্ধতিতে কোনও প্রকারে বিঘ্ন সাধন না হয়। উপবাস, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা এবং যোগচর্চার জন্য নির্দিষ্ট বহু বিশদ বৈদিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদি এবং জটিল পদ্ধতি *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* অর্থাৎ ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্তনের পরম কল্যাণকর পদ্ধতির মাঝে বিপুল বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে; সুতরাং সেইগুলি বৈষ্ণবেরা পরিত্যাগ করেছেন। মহাপ্রয়াণোন্মুখ ভীষ্মদেব একদা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৯/২৭) মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম *দানধর্ম*, অর্থাৎ জনসাধারণে দানধ্যান, *রাজধর্ম*, অর্থাৎ রাজার কর্তব্যকর্ম, *মোক্ষধর্ম*, অর্থাৎ মুক্তিলাভের জন্য কর্তব্যকর্ম, *স্ত্রীধর্ম*, অর্থাৎ নারীদের কর্তব্যকর্ম, এবং অবশেষে *ভাগবত-ধর্ম*, অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা নিবেদন সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন। ভীষ্মদেব তাঁর আলোচনা ভাগবত-ধর্মেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে একজন রাজা হয়ে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, এবং তাঁর সেবা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির মহারাজকে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের আনুপূর্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছিল। অবশ্য, সমাজে এই ধরনের নির্ধারিত ভক্তিমূলক সেবা নিবেদন যিনি করেন না, তাঁর পক্ষে বৈদিক রীতিনীতি অনুসারেও অভ্যাস-অনুশীলনের মাধ্যমে জড়জগতে বিজড়িত হয়ে থাকা অনাবশ্যক।

মহারাজ অম্বরীষের দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও নির্ধারিত ব্রতাদি উদ্‌যাপনের নীতি বর্জন না করা সংক্রান্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট করা যেতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে আমরা দেখি যে, মহারাজ অম্বরীষ যদিও বিশদভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি পালন করেছিলেন, তবুও তাঁর সকল সময়েই লক্ষ্য ছিল ভগবানের প্রীতিসাধন। তাঁর রাজ্যের নাগরিকেরা স্বর্গে যেতে অভিলাষী ছিল না, কারণ তারা সর্বদাই বৈকুণ্ঠের গুণগাথা শ্রবণ করত। অম্বরীষ মহারাজ তাঁর মহিষীর সঙ্গে এক বৎসর যাবৎ

একাদশী এবং দ্বাদশী ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। যেহেতু অম্বরীষ মহারাজকে বৈষ্ণবদের মধ্যে নবরত্ন স্বরূপ সমাদার করা হত, এবং যেহেতু তাঁর আচার-আচরণ ছিল আদর্শ, তাই অবধারিতভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ঐ ধরনের একাদশী ব্রতাদি উদ্‌যাপন করা বৈষ্ণবদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া বৈদিক শাস্ত্রেও উল্লেখ করা হয়েছে, "যদি অবহেলাভরে কোনও বৈষ্ণব একাদশী তিথিতে উপবাস না করে, তবে তার পক্ষে ভগবান বিষ্ণুর সেবা অর্চনা সবই বৃথা, এবং তাঁকে নরকে যেতে হবে।" আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যগণ একাদশী তিথিতে শস্যাদি আহারে বিরত থাকেন, এবং এই ব্রত সংঘের সকল সদস্যেরই পালন করে চলা উচিত।

যদি কেউ অনর্থক মনে করে যে, বিপুল পরিমাণে কৃচ্ছ্রতা সাধন, সংস্কৃত শাস্ত্রের গভীর অধ্যয়ন, বিশেষভাবে দানধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে, তা হলে তার কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টা ব্যাহত এবং ক্ষীণ হয়ে যাবে। অবিরাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে যিনি নিয়োজিত থাকতেন, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করা উচিত। যদি উপবাস, অধ্যয়ন, কৃচ্ছ্রতা সাধন বা যাগযজ্ঞাদির মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনে অংশগ্রহণের উপযোগী যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করা যেতে পারে, তা হলে সেই সকল কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও প্রীতিপদ হয়। তবে ভগবান সুস্পষ্টভাবেই এখানে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, ঐ ধরনের কার্যকলাপ কখনই ভক্তিযোগ অনুশীলনের ক্ষেত্রে মূল কর্তব্য হয়ে উঠতে পারে না। সেইগুলি অবশ্যই সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভগবৎ মহিমা শ্রবণ কীর্তনে নিয়োজিত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের সাথে সঙ্গলাভের মাধ্যমে সহযোগী প্রক্রিয়া রূপেই অনুসরণ করা উচিত। শ্রীল মধ্বাচার্য বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেউ যদি ভগবদ্ভক্তদের অসন্তুষ্ট করে এবং তাঁদের সঙ্গলাভের শিক্ষা লাভ না করেন, তা হলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং সেই ধরনের মানুষের জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন যাতে ভগবৎ সঙ্গলাভের মাঝে সে প্রবেশ করতে না পারে।

শ্লোক ৩-৬

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥ ৩ ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥ ৪ ॥

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ ৫ ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে ॥ ৬ ॥

সৎ-সঙ্গেন—আমার ভক্তবৃন্দের সাথে সঙ্গলাভের মাধ্যমে; **হি**—অবশ্যই; **দৈতেয়াঃ**—দিতির পুত্রগণ; **যাতুধানাঃ**—অসুরগণ; **মৃগাঃ**—পশুগণ; **খগাঃ**—পাখিরা; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **অপ্সরসঃ**—স্বর্গের বারনারীগণ; **নাগাঃ**—সর্পেরা; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা; **চারণঃ**—চারণেরা; **গুহ্যকাঃ**—গুহ্যকগণ; **বিদ্যাধরাঃ**—বিদ্যাধরলোকের অধিবাসীগণ; **মনুষ্যেষু**—মানবজাতির মধ্যে; **বৈশ্যাঃ**—ব্যবসায়ী লোকেরা; **শূদ্রাঃ**—শ্রমিকেরা; **স্ত্রিয়ঃ**—নারীগণ; **অন্ত্যজাঃ**—অসভ্য অন্ত্যজ লোকেরা; **রজঃ-তমঃ-প্রকৃতয়ঃ**—যারা রজো ও তমোগুণে আচ্ছন্ন; **তস্মিন্ তস্মিন্**—প্রত্যেকের মধ্যেই; **যুগে যুগে**—যুগগুলিতে; **বহবঃ**—বহু জীবগণ; **মৎ**—আমার; **পদম্**—বাসস্থান; **প্রাপ্তাঃ**—লব্ধ; **ত্বাষ্ট্র**—বৃত্রাসুর; **কায়াধব**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **আদয়ঃ**—এবং তাদের মতো অন্যদের; **বৃষপর্বা**—বৃষপর্বা নামে; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **বাণঃ**—বাণাসুর; **ময়ঃ**—ময় দানব; **চ**—ও; **অথ**—এইভাবে; **বিভীষণঃ**—রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ; **সুগ্রীবঃ**—বানর রাজ সুগ্রীব; **হনুমান্**—মহাভক্ত হনুমান; **ঋক্ষঃ**—জাম্ববান; **গজঃ**—ভক্ত হস্তী গজেন্দ্র; **গৃধ্রঃ**—জটায়ু নামে শকুন; **বণিক্‌পথঃ**—ব্যবসায়ী তুলাধার; **ব্যাধঃ**—ধর্ম ব্যাধ; **কুব্জা**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্তা পূর্বতন বারনারী কুব্জা; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **যজ্ঞ-পত্ন্যঃ**—যজ্ঞের ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ; **তথা**—সেইভাবে; **অপরে**—অন্যেরা।

অনুবাদ

প্রত্যেক যুগেই রজো এবং তমোগুণাশ্রিত বহু জীব আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ করে থাকে। সেইভাবে, দৈত্যগণ, রাক্ষসেরা, পশুপাখি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্পেরা সিদ্ধগণ, চারণেরা, গুহ্যকেরা এবং বিদ্যাধরগণ, তাছাড়া, বৈশ্য, শূদ্র, নারী এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাও আমার পরমধাম লাভ করে থাকে। বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ মহারাজ এবং তাঁদের মতো অন্যেরাও আমার ভক্তসঙ্গের মাধ্যমে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়েছে, তা ছাড়া বৃষপর্বা, বলি মহারাজ, বাণাসুর, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, বৃন্দাবনের গোপীগণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের পত্নীগণও সেইভাবে উদ্ধার লাভ করেছে।

তাৎপর্য

ভগবানের কাছে যাঁরা আত্মসমর্পণ করেন, কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে তিনিও আত্মসমর্পণ করে থাকেন, তা বোঝানোর জন্য বৃন্দাবনের ভক্ত গোপীগণ ও বাণাসুরের মতো দৈত্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বোঝা যায় যে, গোপীগণ ও অন্যান্য যে সকল ভক্তদের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ প্রেম অর্জন করেছিলেন, আর দৈত্যদানবেরা সচরাচর শুধুমাত্র মুক্তিলাভের সুযোগই লাভ করে থাকে। অনেক অসুর বিভিন্ন ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে শুদ্ধতা অর্জন করার ফলে তাদের জীবনে বিবিধপ্রকার কার্যকলাপের মধ্যেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্মরূপে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের কর্তব্যই গ্রহণ করে নিয়েছিল, তবে প্রহ্লাদ ও বলি মহারাজের মতো সমুন্নত উত্তমশ্রেণীর ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তি ছাড়া অন্য কিছুই জানতেন না, এবং সেই জন্য ভক্তিমূলক সেবাব্রতই তাঁরা জীবনধর্ম রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, ভক্তিপথে সংস্কার লব্ধ অসুরদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যাতে *শ্রীমদ্ভাগবতের* পাঠকমণ্ডলী ভগবদ্ভক্ত সমাজে সঙ্গলাভের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে কল্যাণ প্রাপ্তির বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন।

দানব বৃত্রাসুর পূর্বজন্মে রাজা চিত্রকেতু রূপে নারদ মুনি, অঙ্গিরাঋষি এবং ভগবান সঙ্কর্ষণের সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন। অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র বলে প্রহ্লাদ মহারাজকেও দৈত্য বা অসুর বলে মনে করা হত। তা সত্ত্বেও, তাঁর জননী কয়াধুর গর্ভে থাকাকালীন তিনি শব্দ শ্রবণের মাধ্যমে নারদমুনির সঙ্গসুখ লাভ করতে পেরেছিলেন। দানব বৃষপর্বাকে তার জননী জন্মের সময়েই পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু সে এক মুনির কাছে প্রতিপালিত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত হয়ে উঠেছিল। বলি মহারাজ তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং ভগবান বামনদেবেরও সঙ্গলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। বলি মহারাজের পুত্র বাণাসুর তার পিতার সঙ্গ এবং দেবাদিদেব শিবের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছিলেন। দেবাদিদেব শিবের বর স্বরূপ এক হাজার হাত সে লাভ করেছিল, তার মধ্যে মাত্র দুটি হাত বাকি রেখে অন্য সমস্ত হাত যখন ভগবান কেটে দিয়েছিলেন, তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ তার ভাগ্যে সম্ভব হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধির ফলে, বাণাসুরও এক মহান ভগবদ্ভক্ত হয়ে উঠেছিল। আর এক অসুর ময়দানবও পাণ্ডবদের জন্য এক সভাগৃহ তৈরি করে দিয়েছিল এবং সেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করার ফলে অবশেষে ভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছিল। রাক্ষসরাজ রাবণের

ভ্রাতা বিভীষণ ছিল ধর্মপ্রাণ রাক্ষস, এবং হনুমান ও শ্রীরামচন্দ্রের সাথে তার সঙ্গলাভ হয়েছিল।

সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান ও গজেন্দ্র এরা পশু হলেও ভগবানের কৃপা লাভ করতে পেরেছিল। জাম্ববান, অর্থাৎ ঋক্ষরাজ ছিল বানরকুলের জীব। স্যমন্তক মনি উদ্ধার প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে সে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করেছিল। গজেন্দ্র পূর্বজন্মে ভক্তসঙ্গ লাভ করেছিল এবং তার শেষ জীবনে গজেন্দ্ররূপে সে স্বয়ং ভগবানের কৃপায় রক্ষা পেয়েছিল। জটায়ু নামে যে পাখিটি তার নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল, সে গরুড় এবং মহারাজ দশরথ ছাড়াও রামলীলার অন্তর্গত অন্যান্য ভক্তবৃন্দেরও সঙ্গ লাভ করেছিল। সীতা ও ভগবান শ্রীরামের সাথেও তার সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগকুল, সিদ্ধগণ, চারণবৃন্দ, গুহ্যকগণ এবং বিদ্যাধরেরা ভক্তবৃন্দের সাথে যেভাবে সান্নিধ্য লাভ করেছিল, তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বণিকপথ নামে এক বৈশ্যের কাহিনী *মহাভারতে* উল্লেখ করা হয়েছে জাজলি মুনির অহঙ্কার প্রকাশের ঘটনা প্রসঙ্গে।

বরাহপুরাণে বর্ণিত ধর্মব্যাধ নামে এক অহিংস ব্যাধের কাহিনী উল্লেখের মাধ্যমে ভক্তসঙ্গ লাভের উপযোগিতা পরিস্ফুট হয়েছে। পূর্বজন্মে কোনও কারণে সে ব্রহ্মরাক্ষস অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-প্রেত রূপ লাভ করেছিল, কিন্তু অবশেষে সে পরিত্রাণ পেয়েছিল। পূর্বকল্পের কলিযুগে বাসু নামে এক বৈষ্ণবরাজার সান্নিধ্য সে লাভ করেছিল। কুব্জা মহিলা প্রত্যক্ষভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেছিল, এবং পূর্বজন্মে সে নারদমুনির সান্নিধ্য অর্জন করতে পেরেছিল। বৃন্দাবনধামের গোপিকারাও তাঁদের পূর্বজন্মে সাধু পুরুষদের সেবাদানের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ভক্তবৃন্দের সাথে যথেষ্ট সান্নিধ্যের মাধ্যমে, তাঁরা পরজন্মে বৃন্দাবনে গোপিকাবৃন্দ হয়েছিলেন এবং সেইখানে অবতীর্ণ নিত্যমুক্ত গোপিকাদের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁরা শ্রীমতী তুলসী দেবী অর্থাৎ শ্রীমতী বৃন্দাদেবীরও সান্নিধ্য অর্জন করেন। যজ্ঞানুষ্ঠানে নিয়োজিত ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত পুষ্পমাল্য ও পান সুপারি বিক্রেতা নারীদের সঙ্গে সান্নিধ্য লাভের সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে তাঁরা ভগবানের বিষয়ে নানা কথা শ্রবণ করতেন।

শ্লোক ৭

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ ৭ ॥

তে—তারা; **ন**—না; **অধীত**—পাঠ চর্চা করে; **শ্রুতি-গণাঃ**—বৈদিক শাস্ত্রাদি; **ন**—না; **উপাসিত**—উপাসনা করে; **মহৎ-তমাঃ**—মহা ঋষিগণ; **অব্রত**—ব্রত হীন; **অতপ্ত**—অভ্যাস না করে; **তপসঃ**—কৃচ্ছ্র সাধন; **মৎ-সঙ্গাৎ**—শুধুমাত্র আমার সঙ্গে এবং আমার ভক্তদের সঙ্গে; **মাম্**—আমাকে; **উপাগতাঃ**—তারা লাভ করেছিল।

অনুবাদ

যে সকল মানুষদের বিষয়ে আমি উল্লেখ করেছি, তারা মনোযোগ সহকারে বৈদিক শাস্ত্রাদি চর্চা করেনি, তারা মহা মুনিঋষিদেরও আরাধনা করেনি, কিংবা নিষ্ঠাভরে ব্রত সাধনাদিও করেনি। শুধুমাত্র আমার সঙ্গে এবং আমার ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভের মাধ্যমে তারা আমাকে লাভ করেছিল।

তাৎপর্য

পূর্বে যেভাবে আলোচিত হয়েছে, সেইভাবে বৈদিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, শ্রুতিমন্ত্রাবলীর প্রবক্তা গুরুবর্গের অর্চনা, ব্রত-কৃচ্ছ্রতা উদ্‌যাপন ইত্যাদির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রীতিসাধনের পদ্ধতির সহায়ক হয়ে থাকে। এই শ্লোকটিতে অবশ্য ভগবান পুনরায় বলেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর সাথে সঙ্গলাভের অপরিহার্য্য পদ্ধতির কাছে ঐ সকল পদ্ধতিই গৌণ। অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে ভগবান এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভের সুযোগ যেভাবে হয়ে থাকে, তা থেকেই যথার্থ জীবনের সার্থকতা অর্জন করা যায়। *মৎ-সঙ্গাৎ* শব্দটিকে একই ভাবার্থক *সৎ-সঙ্গাৎ* অর্থেও পাঠ করা চলে। *মৎ-সঙ্গাৎ* (আমার সঙ্গলাভ থেকে) শব্দটির মধ্যে, *মৎ* বলতে "যারা আমার" অর্থাৎ ভক্তদেরও বোঝায়। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, শুদ্ধ ভক্ত তাঁর নিজের সাথেই সঙ্গলাভের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে অগ্রণী হতে পারেন, যেহেতু শুধুমাত্র তাঁর নিজেরই ক্রিয়াকর্ম এবং ভাবনামৃত আস্বাদনের সাথে নিত্য সঙ্গলাভের মাধ্যমে তিনি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন।

শ্লোক ৮

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ৮ ॥

কেবলেন—অনন্য; **হি**—অবশ্য; **ভাবেন**—প্রেমভাবের দ্বারা; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **গাবঃ**—বৃন্দাবনধামের গাভীগণ; **নগাঃ**—বৃন্দাবনের যমল অর্জুন বৃক্ষাদির মতো স্থাবর নিশ্চল জীবগণ; **মৃগাঃ**—অন্যান্য জীবগণ; **যে**—যারা; **অন্যে**—অন্য সকলে; **মূঢ়-ধিয়ঃ**—জড়বুদ্ধি; **নাগাঃ**—বৃন্দাবনের কালিয় প্রভৃতি সর্পগণ; **সিদ্ধাঃ**—জীবনের

সার্থকতা অর্জন করে; মাম্—আমার প্রতি; ইয়ুঃ—তারা গিয়েছিল; অঞ্জসা—অতি সহজে।

অনুবাদ

শ্রীবৃন্দাবনধামের গোপীগণ, গাভীগণ, যমল অর্জুন বৃক্ষাদির মতো স্থাবর নিশ্চল প্রাণীগণ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লতাগুল্মসকল, এবং কালিয় প্রভৃতি সর্পেরা সকলেই আমার প্রতি অনন্য প্রেমের মাধ্যমে জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করেছিল এবং তার ফলে তারা অতি সহজে আমাকে লাভ করতে পেরেছিল।

তাৎপর্য

যদিও অগণিত জীব ভগবান এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করেছিল, তা হলেও তাদের অনেকে কৃচ্ছ্র সাধন, ব্রতপালন, দানধ্যান, দার্শনিক চিন্তা অনুশীলন এবং বিবিধ উপায়ও অনুসরণ করেছিল। ইতিমধ্যেই আমরা পর্যালোচনা করেছি যে, সেই ধরনের পদ্ধতিগুলি নিতান্তই গৌণ বিষয়। কিন্তু বৃন্দাবনের গোপিকাদের মতো অধিবাসীগণ একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছুই জানতেন না, এবং তাঁদের জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্যই ছিল শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা, যে বিষয়ে এখানে *কেবলেন হি ভাবেন* শব্দগুলির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। এমনকি গাছপালা, লতাগুল্ম এবং গোবর্ধনের মতো পাহাড় পর্বতও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসত। তাই ভগবান তাঁর ভ্রাতা বলদেবকে এই বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/১৫/৫) শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—

অহো অমী দেববরামরার্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃ ফলার্হণম্ ।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন-
স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্ ॥

"হে প্রিয় ভ্রাতা বলদেব, কেবল লক্ষ্য করো এই যে বৃক্ষগুলি কিভাবে তাদের শাখা-প্রশাখা নিয়ে তোমার চরণকমলে নত হয়ে বন্দনা জানাচ্ছে, তারা সকলেই দেবতাদেরও পূজনীয়। হে প্রিয় ভ্রাতা, অবশ্যই তুমি পরমেশ্বর ভগবান এবং তাই এই বৃক্ষগুলি তোমাকে নিবেদনের উদ্দেশ্যে ফুল ও ফল উৎপন্ন করেছে। যদিও এরা বৃক্ষরূপে জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের তমোগুণের প্রভাবে, তা হলেও বৃন্দাবনধামে এমন সৌভাগ্যের জীবন লাভ করার ফলে, তারা তোমার শ্রীচরণকমলের সেবা নিবেদনের সুযোগ পেয়ে তাদের জীবনের সকল প্রকার তমসা নাশ করতে পেরেছে।"

যদিও বহু জীব নানাভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা অর্জন করেছে, তবে যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই সব কিছু বিবেচনার মাধ্যমে মনেপ্রাণে মর্যাদা দিয়েছে, তাঁরা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই কারণে এই শ্লোকটিতে উল্লেখ করতে ভগবান দ্বিধা করেননি যে, মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমেও অনেকে তাঁদের জীবনে সার্থকতা অর্জন করেছেন, তবে তিনি বৃন্দাবন ধামের গোপীজন প্রমুখ অনন্য শুদ্ধ ভক্তদেরই গৌরবান্বিত করেছেন, কারণ তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনা অন্য কিছুই জানতেন না। বৃন্দাবনবাসীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁদের আন্তরিক সম্বন্ধের মাধ্যমে এমনই পরম তৃপ্তিসুখ লাভ করেছিলেন যে, তাঁরা মানসিক কল্পনা কিংবা সকাম কামনা-বাসনার মাধ্যমে তাঁদের প্রেমময় সেবা অনুশীলনের আচরণ কলুষিত করে তোলেন নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গোপিকারা মধুর রসের মাধ্যমে সেবা নিবেদন করেছিলেন, তবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বিশ্লেষণ অনুসারে গাভীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য রসের মাধ্যমে অর্থাৎ সন্তানাদির প্রতি পিতামাতার ভালবাসার মতো প্রেম নিবেদন করেছিল, কারণ গাভীগুলি নিয়তই শিশু কৃষ্ণের জন্য দুধ প্রদান করত। স্থাবর অর্থাৎ নিশ্চল পাহাড় পর্বত যেমন গোবর্ধন পর্বত এবং অন্যান্য পাহাড়-পর্বতগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাদের সখারূপে স্নেহ করত এবং বৃন্দাবনের অন্যান্য প্রাণীরা, গাছপালা ও লতাগুল্ম সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দাস্যরসে অর্থাৎ তাদের প্রভুরূপে ভালবাসত। কালিয়ের মতো সাপেরাও এইভাবে তাদের প্রভুর কাছে দাস্যরসে সেবার মনোভাব লাভ করেছিল এবং তারা সকলেই নিজ আলয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, বৃন্দাবনধামের ঐ সমস্ত অধিবাসীদেরই নিত্যমুক্ত জীবরূপে গণ্য করা উচিত, যেকথা *সিদ্ধাঃ* শব্দটির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে, অর্থাৎ তারা 'জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেছে'।

শ্লোক ৯

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥ ৯ ॥

যম্—যারা; **ন**—না; **যোগেন**—অলৌকিক আশ্চর্য যোগপদ্ধতির মাধ্যমে; **সাংখ্যেন**—দার্শনিক কল্পনার মাধ্যমে; **দান**—দানধ্যানের মাধ্যমে; **ব্রত**—ব্রতপালন; **তপঃ**—কৃচ্ছ্রতা; **অধ্বরৈঃ**—কিংবা বৈদিক যাগযজ্ঞাদির মাধ্যমে; **ব্যাখ্যা**—অন্য সকলকে বৈদিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা শুনিয়ে; **স্বাধ্যায়**—বেদশাস্ত্রাদির অধ্যয়নে নিজের প্রচেষ্টা;

সন্ন্যাসৈঃ—কিংবা সন্ন্যাস জীবন যাপনের মাধ্যমে; **প্রাপ্নুয়াৎ**—অর্জন করতে পারে; **যত্নবান্**—প্রচুর অধ্যবসায়ে; **অপি**—তা সত্ত্বেও।

অনুবাদ

যদি কেউ প্রচুর অধ্যবসায় সহকারে অলৌকিক যোগচর্চা, দার্শনিক চিন্তাভাবনা, দানধ্যান, ব্রতাদি পালন, কৃচ্ছ্র সাধন, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান, সকলকে বৈদিক মন্ত্রাবলী শিক্ষাদান, বৈদিক শাস্ত্রাদি স্বাধ্যায় চর্চা, কিংবা সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা অনুশীলনও করে, তবুও আমাকে লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পন্থায় কেউ যদি বিশেষ নিষ্ঠা সহকারেও প্রয়াসী হয়, তা সত্ত্বেও তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ লাভ করা কারও পক্ষেই সহজসাধ্য হয় না। গোপিকাগণ ও গাভীকুলের মতো বৃন্দাবনবাসীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে সদাসর্বদাই বাস করতেন, এবং তাই তাঁদের সেই প্রকার সান্নিধ্যকে *সৎসঙ্গ* বলা হয়েছে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাথে অন্তরঙ্গভাবে কেউ বসবাস করলে সে সৎ, অর্থাৎ নিত্যসত্তা সম্পন্ন হয়ে যায়, এবং তেমন কারও সাথে সঙ্গলাভ হলে তা অন্যজনকেও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সুফল অর্জনে সহায়তা করে থাকে। চান্দ্রায়ণ ব্রত নামে এক প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে প্রতিদিন চন্দ্রকলা হ্রাসের সঙ্গে এক গ্রাস করে অন্ন-আহারাদি গ্রহণও হ্রাস করতে হয় এবং সেইভাবেই চন্দ্রকলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আহার বৃদ্ধি করা অভ্যাস করা হয়। তেমনই, সংস্কৃত বৈদিক মন্ত্রাবলীর কঠোর চর্চা এবং শিক্ষাদান ও যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পরিশ্রমসাধ্য উদ্যোগের মাধ্যমেও অনেকে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। তবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের অহৈতুকী কৃপা লাভ না করতে পারলে এই সমস্ত কঠোর পরিশ্রমসাধ্য উদ্যোগের মাধ্যমেও জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা লাভ করা যায় না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/৮) প্রথম স্কন্ধের শ্লোকেই বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের বাণীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে না পারলে, মানুষের সকল প্রকার ধর্মসম্মত অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম সবই পণ্ডশ্রম হয় মাত্র।

শ্লোক ১০

রামেণ সার্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ ।

বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥ ১০ ॥

রামেণ—বলরামের সাথে; **সার্ধম্**—সঙ্গে; **মথুরাম্**—মথুরা নগরীতে; **প্রণীতে**—যখন আনা হয়েছিল; **শ্বাফল্কিনা**—অক্রূরের সাথে; **ময়ি**—আমার; **অনুরক্ত**—নিত্য সম্বন্ধযুক্ত; **চিত্তাঃ**—যাদের মন হয়েছিল; **বিগাঢ়**—অতি গভীর; **ভাবেন**—প্রেমভাবের দ্বারা; **ন**—না; **মে**—আমার চেয়েও; **বিয়োগ**—বিরহে; **তীব্র**—গভীর; **আধয়ঃ**—যারা মানসিক বিরহ, উদ্বেগ ভোগ করছিল; **অন্যম্**—অন্যেরা; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখেছিলেন; **সুখায়**—যাতে তাঁদের সুখ অনুভব হত।

অনুবাদ

গোপীজন প্রমুখ বৃন্দাবনবাসীরা গভীর প্রেমবন্ধনে আমার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হয়েছিলেন। তাই, যখন আমার পিতৃব্য অক্রূর আমার ভাই বলরাম এবং আমাকে মথুরা নগরীতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন বৃন্দাবনবাসীরা আমার বিরহে গভীর মনোকষ্ট পেয়েছিলেন এবং অন্য কোনও ভাবে শান্তিসুখ উপভোগ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিশেষভাবে বৃন্দাবনধামের গোপবালিকাদের মনোকষ্ট বর্ণনা করেছে, এবং তাঁদের অতুলনীয় প্রেম তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রকাশ করেছেন। দশম স্কন্ধে তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য অক্রূরকে রাজা কংস বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিল এবং কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে মথুরায় এক মল্লক্রীড়ায় উপস্থিত হতে পরামর্শ দিয়েছিল। গোপীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে এমনই মগ্ন হয়েছিল যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁদের চেতনা সম্পূর্ণভাবে চিন্ময় প্রেমভাবে পরিণত হয়েছিল। তাই তাঁদের কৃষ্ণভাবনাকে জীবনের সর্বোত্তম সিদ্ধিরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাঁরা নিত্যনিয়ত আশা করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসুর নিধনের কাজ সম্পূর্ণ করেই তাঁদের কাছে ফিরে যাবেন, এবং তাই তাঁদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রবল চাঞ্চল্যকর হৃদয়বিদারক প্রেমের অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছিল। যথার্থ সুখের অভিলাষী সকলকেই এইভাবে গোপীদের মতোই পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সবকিছু বর্জনের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

শ্লোক ১১

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ ।

ক্ষণার্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥ ১১ ॥

তাঃ তাঃ—সেই সকল; **ক্ষপাঃ**—রাত্রিগুলি; **প্রেষ্ঠ-তমেন**—সকলের প্রিয়তম; **নীতাঃ**—অতিবাহিত; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **এব**—অবশ্য; **বৃন্দাবন**—বৃন্দাবন ধামে; **গোচরেণ**—কে জানে; **ক্ষণ**—মুহূর্ত; **অর্ধ-বৎ**—অর্ধেকের মতো; **তাঃ**—সেই রাত্রিগুলি; **পুনঃ**—আবার; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **তাসাম্**—গোপিকাদের কাছে; **হীনাঃ**—অভাব; **ময়া**—আমার; **কল্প**—ব্রহ্মার একটি দিন (৪,৩২,০০,০০,০০০ বছর) **সমাঃ**—সম পরিমাণ; **বভূবুঃ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, শ্রীবৃন্দাবন ধামে গোপিকাগণ তাদের পরম প্রিয়তমরূপে আমাকে পেয়ে যে রাত্রিগুলি অতিবাহিত করেছিল, সেইগুলি সবই তাদের কাছে ক্ষণার্ধের মতোই মনে হয়েছিল। অবশ্যই, আমার সঙ্গবিহনে গোপিকাগণ ঐ রাত্রিগুলিকেই ব্রহ্মার এক-একটি দিনের মতোই সুদীর্ঘকাল মনে করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বিষয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপিকাগণ চরম উৎকণ্ঠা ভোগ করছিলেন, এবং আপাতদৃষ্টিতে যদিও তাঁদের বিভ্রান্ত মনে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সমাধি ভাবের পরম সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁদের সকল চেতনা-ভাবনাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং সেই ধরনের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে তাঁদের শরীরগুলি যেন তাঁদের কাছ থেকে বহু বহু দূরে চলে গিয়েছিল, যদিও মানুষ সাধারণত তার শরীরটিকে নিজেরই আয়ত্তে আছে বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, গোপিকাগণ তাঁদের নিজেদের অস্তিত্বের কথাই চিন্তা করেননি। যদিও যে কোনও যুবতী সাধারণত তাঁর পতিপুত্রদেরই সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু গোপিকারা তাঁদের পরিবার পরিজন বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই মানেননি। তাঁরা ইহকাল বা পরকালের কথাও চিন্তা করেননি। অবশ্যই তাঁরা এই সব বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। মহান ঋষিরা যেভাবে জড়জগতের নাম ও রূপাদি থেকে নির্বিকল্প অর্জন করেন, গোপীগণও সেইভাবে অন্য কোনও কিছুই চিন্তাভাবনা করতে পারেননি, কারণ তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমাচ্ছন্ন স্মরণ চিন্তায় ভাবাবিষ্ট হয়েই ছিলেন। যেভাবে নদীগুলি সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়, গোপিকারাও সেইভাবে অনন্য প্রেমাবেশের মাধ্যমে তাঁদের সকল চেতনা সত্তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে একাকার করে দিয়েছিলেন।"

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপিকাদের মাঝে বিরাজিত হয়েছিলেন, তখন এক-একটি মুহূর্তের মতোই ব্রহ্মার এক-একটি দিন যেন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুপস্থিত ছিলেন, তখন এক-একটি মুহূর্তই ব্রহ্মার সুদীর্ঘ এক-একটি দিন বলে তাঁদের কাছে মনে হত। গোপিকাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের স্বরূপ পারমার্থিক দিব্য জীবনধারার চরম সার্থকতার পরিচয় এবং সেই সার্থকতার লক্ষণগুলিই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্ ।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥ ১২ ॥

তাঃ—তাঁরা (গোপিকাগণ); **ন**—না; **অবিদন্**—জানতেন; **ময়ি**—আমাকে; **অনুসঙ্গ**—অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে; **বদ্ধ**—আবদ্ধ; **ধিয়ঃ**—তাঁদের চেতনা; **স্বম্**—তাঁদের নিজেদের; **আত্মানম্**—দেহ বা আত্মা; **অদঃ**—দূরবর্তী কিছু; **তথা**—সেইভাবে মনে করে; **ইদম্**—এই যেটি অতি নিকট; **যথা**—যেমন; **সমাধৌ**—যোগসমাধির মধ্যে; **মুনয়ঃ**—মহামুনিগণ; **অব্ধি**—সমুদ্রের; **তোয়ে**—জলের মধ্যে; **নদ্যঃ**—নদীগুলি; **প্রবিষ্টাঃ**—প্রবেশ করার পরে; **ইব**—যেন; **নাম**—নামাদি; **রূপে**—এবং রূপাদি।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, মহামুনিগণ যেভাবে যোগমগ্ন হয়ে, সমুদ্রে সমস্ত নদীর মিলিত হওয়ার মতো একাকার হয়ে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে থাকেন, এবং জড়জাগতিক নাম ও রূপাদি সম্পর্কে সচেতন থাকেন না, তেমনভাবেই, বৃন্দাবনের গোপিকাগণও তাঁদের মনঃসংযোগের মাধ্যমে আমার প্রতি এমনই একাত্মভাবে আসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন কিংবা এই জগতের সম্পর্কে এমনই নির্বিকার হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের নিজেদের শরীরের কথা, কিংবা এই জগতের কথা, কিংবা তাঁদের পরকালের কথাও চিন্তা করতে পারেননি। তাঁদের সমগ্র চেতনা একাত্মভাবেই আমার মাঝে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

স্বম্ আত্মানম্ অদস্ তথেদম্ শব্দসমষ্টির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, সাধারণ মানুষদের আপন শরীর তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা নিকট-সম্বন্ধ ও পরম প্রিয় বিষয় হলেও, গোপিকারা তাঁদের নিজেদের শরীরগুলিকে বহুদূর সম্পর্কিত বিষয় বলে

মনে করতেন, ঠিক যেভাবে সমাধিমগ্ন কোনও যোগী পুরুষ তাঁর শরীরটিকে কিংবা তাঁর শরীরের চারদিকে সাধারণ সব কিছুকেই বহুদূরবর্তী বিষয়াদির মতোই মনে করতে থাকেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিকালে তাঁর বাঁশিটি বাজাতেন, তখন গোপিকারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের স্বামী-সন্তানাদি বলতে যাদের বোঝায়, তাদের সকলের কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে নৃত্য করার উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে চলে যেতেন। এই সমস্ত বিতর্কিত বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিরচিত *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূল ব্যাখ্যা হল এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর উৎস, এবং গোপিকারা ভগবানেরই শক্তিপ্রকাশ। তাই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তাঁর আপনার উদ্ভাসিত শক্তিস্বরূপা গোপিকাগণ, যাঁরা ভগবানের সৃষ্টির মাঝে পরমা সুন্দরী যুবতী বালিকা রূপেই বিদ্যমানা, তাঁদের সাথে ভগবানের প্রেমলীলায় কোনই বৈসাদৃশ্য কিংবা নীতিবিগর্হিত ঘটনা ঘটেনি।

গোপিকাদের মনেও কোনও বিভ্রান্তি ছিল না, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁরা এমনই আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন যে, তাঁরা অন্য কোনও কথা চিন্তা করার কথাই মনে করেননি। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্য বিরাজ করে থাকে, তাই ভগবানের চিন্তায় গোপিকাগণ একাগ্রভাবে মনপ্রাণ সন্নিবদ্ধ করার ফলে তাঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি। গভীর প্রেমের স্বরূপ এই রকমই হয় যে, প্রেমাস্পদ ভিন্ন অন্য সকল বিষয়াদি চিন্তাবহির্ভূত হয়ে যায়। তবে, জড়জগতে, যেখানে আমরা আমাদের জাতি, দেশ, পরিবারবর্গ কিংবা আপন শরীরটাকেই সীমিত অস্থায়ী বিষয়বস্তুর মতো ভালবাসতে চেষ্টা করি, তখন অন্য সব কিছুর প্রতি অবহেলা করা যেন নির্বুদ্ধিতা বলেই মনে হতে থাকে। কিন্তু যখন আমাদের প্রেম ভালবাসা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে সবকিছুর উৎস বিবেচনা করে তাঁর প্রতি একাগ্রভাবে নিবিষ্ট হয়, তখন সেই নিবিষ্টতাকে অজ্ঞতা কিংবা সঙ্কীর্ণমনের পরিচয় বলা চলে না।

একটিমাত্র বিষয়বস্তুর প্রতি অনন্যভাবে মনঃসংযোগের দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট করবার উদ্দেশ্যেই এখানে সমাধিমগ্ন মুনিঋষিদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। নতুবা, গোপিকাদের ভাবোল্লাসপূর্ণ ভগবৎ প্রেম এবং যে সমস্ত যোগীঋষিরা শুধুমাত্র উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে যে, তাদের জড়জাগতিক শরীরটাই তাদের প্রকৃত সত্তা নয়, তাদের শুষ্ক ধ্যানমগ্নতার কোনও তুলনা হয় না। যেহেতু পরম তত্ত্বের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবার মতো কোনও শরীর গোপিকাগণ ধারণ করেননি এবং তাঁরা পরমতত্ত্বকেই আলিঙ্গন করে নৃত্যরতা হয়েছিলেন, তাই গোপিকাদের সমুন্নত

ভাবমর্যাদার সঙ্গে সামান্য যোগীদের তুলনা কখনই কেউ করতে পারে না। বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মসুখের উপলব্ধির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানন্দসাগরের একটিমাত্র অণুকণারও তুলনা করা চলে না। অন্তরঙ্গ আসক্তি যেন কঠিন রজ্জুর মতোই দেহ এবং মনকে দৃঢ়বদ্ধ করে রাখে। জড়জাগতিক জীবনধারায় আমরা যা কিছু অনিত্য অস্থায়ী এবং মায়াময়, তার মাঝেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি এবং তাই অন্তরকে সেই বন্ধনের মাঝে বিপুল বেদনা সইতে হয়। অবশ্য, আমরা যদি নিত্যসত্তা স্বরূপ, সকল সুখ, আনন্দ ও সৌন্দর্যের উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে আমাদের সকলের মন এবং অন্তরের বন্ধন সৃষ্টি করি, তা হলে আমাদের সকলের হৃদয় দিব্য আনন্দ সাগরের মাঝে অনন্তরূপে বিস্তার লাভ করবে।

আমাদের বোঝা উচিত যে, নির্বিশেষ নিরাকার ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে যেভাবে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিতত্ত্বের বাস্তবতা অস্বীকার করা হয়ে থাকে, গোপিকাগণ কোনও মতেই সেই ধরনের নির্বিশেষ চিন্তায় আগ্রহী ছিলেন না। গোপিকাগণ কোনও কিছুই অগ্রাহ্য করেননি; তাঁরা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভালবেসে ছিলেন এবং অন্য কোনও কিছুই চিন্তা করতে পারেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হতে যা কিছু বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করেছিল, তাঁরা শুধুমাত্র সেইগুলিকেই পরিহার করেছিলেন, এমন কি তাঁদের নিজেদের চোখের পলক ফেলার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, যেহেতু ক্ষণকালের জন্য চোখের পলক ফেলতে গিয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দৃষ্টিপথ থেকে হারাতে চাননি। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, সমস্ত একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণেরও নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের অগ্রগামী দৃঢ় পদক্ষেপে যাতে কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টি না হয়, তাদের জীবনধারা থেকে সেই সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার সাহস সঞ্চয় করতেই হবে।

শ্লোক ১৩

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥ ১৩ ॥

মৎ—আমাকে; **কামাঃ**—যারা কামনা করে; **রমণম্**—মনোলোভা প্রেমিক; **জারম্**—অন্যের স্ত্রীর প্রেমিক; **অস্বরূপ-বিদঃ**—আমার যথার্থ স্বরূপ না জেনে; **অবলাঃ**—নারীগণ; **ব্রহ্ম**—পরম; **মাম্**—আমাকে; **পরমম্**—পরম; **প্রাপুঃ**—তারা লাভ করে; **সঙ্গাৎ**—সঙ্গ মাধ্যমে; **শতসহস্রশঃ**—শত সহস্র জনে।

অনুবাদ

সেই সমস্ত শতসহস্র গোপীরা আমাকে তাঁদের পরম রমণীয় প্রেমিকরূপে আকাঙ্ক্ষা করার ফলে আমার স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছিলেন। তবুও

আমার সাথে একান্তভাবে সঙ্গলাভের মাধ্যমেই গোপিকাগণ আমাকে পরমতত্ত্বরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

অস্বরূপবিদঃ (আমার যথাযথ মর্যাদা ও স্বরূপ উপলব্ধি না করে) শব্দসমষ্টির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রমণীয়া গোপিকাগণ এমনই একাত্মভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে মধুর প্রেমরসে পরিপূর্ণ মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান রূপে তাঁর অনন্ত ঐশ্বরিক শক্তিমত্তা কিছুই উপলব্ধি করতে পারেননি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অস্বরূপবিদঃ* শব্দসমষ্টির এই ব্যাখ্যাটি ছাড়াও অন্যরূপ অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় *বিদ্* শব্দটির অন্য একটি অর্থ "অর্জন করা"। তাই, *অস্বরূপবিদঃ* বলতে বোঝায় যে, অন্যান্য ভগবদ্ভক্তজনের মতোই গোপিকাগণও *সারূপ্যমুক্তি* অর্থাৎ ভগবানের মতোই দেহরূপ লাভের মুক্তি অর্জন করতে আগ্রহী নন। গোপিকারা যদি ভগবানের মতোই দেহরূপ অর্জন করতেন, তা হলে কেমন করে ভগবান গোপিকাদের সাথে নৃত্যকলার মাধ্যমে তাঁদের আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তাঁর মাধুর্যময় লীলাবিলাস করতে পারতেন? যেহেতু গোপিকারা ভগবানের সেবিকারূপে তাঁদের নিত্য চিন্ময় রূপ যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই *স্বরূপ* শব্দটি তাঁদের নিজেদের চিন্ময় দিব্য রূপের অভিব্যক্তিও বোঝায়, এবং তাই *অস্বরূপবিদঃ* শব্দটি বোঝায় যে, জড়বাদীরা যেভাবে নিজেদের শরীরের রূপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে থাকে, গোপিকাগণ কখনও তা ভাবতেন না। যদিও গোপিকারা ভগবানের সৃষ্টি মহিমার মাঝে অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকাদের মতোই রূপ লাবণ্য ধারণ করেছিলেন, তবু তাঁরা কখনই নিজেদের শরীরের রূপ নিয়ে এতটুকুও চিন্তাভাবনা করতেন না, বরং তাঁরা নিয়তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যশরীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। যদিও গোপিকাদের সমুন্নত মাধুর্য রসানুভূতি আমরা অনুকরণ করতে পারি না, তবু আমরা বাস্তব জগতে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পরম দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে অবশ্যই পারি। গোপিকাগণ স্বভাবসিদ্ধ মধুর রসানুভূতির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪-১৫

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্ ।
প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥ ১৪ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্ ।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥ ১৫ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **ত্বম্**—তুমি; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ কর; **চোদনাম্**—বৈদিক শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি; **প্রতিচোদনাম্**—আনুষঙ্গিক বৈদিক শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি; **প্রবৃত্তিম্**—অনুশাসনাদি; **চ**—এবং; **নিবৃত্তিম্**—নিষেধাত্মক; **চ**—ও; **শ্রোতব্যম্**—শ্রবণযোগ্য; **শ্রুতম্**—যা শোনা হয়েছে; **এব**—অবশ্য; **চ**—ও; **মাম্**—আমাকে; **একম্**—একমাত্র; **এব**—বস্তুত; **শরণম্**—আশ্রয়; **আত্মানম্**—অন্তরস্থ পরমাত্মা; **সর্ব-দেহিনাম্**—সকল বদ্ধ জীবাত্মার; **যাহি**—তুমি অবশ্যই যাবে; **সর্ব-আত্ম-ভাবেন**—সর্বাত্মক ভক্তিভাবে; **ময়া**—আমার কৃপাবলে; **স্যাঃ**—তোমার উচিত; **হি**—অবশ্যই; **অকুতঃ-ভয়ঃ**—সর্ব বিষয়ে নির্ভয় হয়ে।

অনুবাদ

সুতরাং, হে প্রিয় উদ্ধব; বৈদিক মন্ত্রাবলী তথা বৈদিক শাস্ত্রাদির আনুষঙ্গিক পদ্ধতিগুলি এবং সেগুলির অন্তর্গত নেতিবাচক ও ইতিবাচক অনুশাসনাদি সবই বর্জন কর। যা কিছু শ্রবণযোগ্য এবং যা কিছু শ্রবণ করেছ, সবই পরিত্যাগ কর। শুধুমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর, কারণ সকল বদ্ধ জীবের অন্তরে অবস্থিত আমিই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান। সর্বাত্মক ভক্তিভরে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, এবং আমারই কৃপাবলে সর্ববিষয়ে নির্ভয় লাভ কর।

তাৎপর্য

উদ্ধব সাধুপুরুষ এবং মুক্তাত্মা পুরুষদের লক্ষণাদি সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এবং ভগবান পারমার্থিক উন্নতি বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং যারা প্রেমময় ভগবদ্ভক্তরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করার ফলে ভগবদ্‌প্রেমের মাধ্যমে তাঁকে জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের সাহায্যে উত্তর প্রদান করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর প্রতি প্রেমভাবাপন্ন ভক্তবৃন্দের আকর্ষণে এবং সেই ভক্তবৃন্দের আন্তরিক সঙ্গীদেরও আকর্ষণে তিনি আবিষ্ট হয়ে থাকেন। সকল ভক্তবৃন্দের মধ্যে, বৃন্দাবনের গোপিকাদেরই ভগবান দুর্লভ প্রেমভক্তিভাব অর্জনে সক্ষম বলে বর্ণনা করেছেন এবং তার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কাছে নিজেকে ঋণী বলেই মনে করে থাকেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে গোপিকাদের প্রেমভাব তাঁর অন্তরে গোপন করে রেখেছিলেন, কারণ সেই প্রেমভাবের ঐকান্তিকতা এবং ভগবানের আপন ভাবগাম্ভীর্য তার অভিপ্রকাশ ঘটতে দেয়নি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের অন্তরঙ্গ প্রেম সম্পর্কে আর নীরব হয়ে থাকতে পারেননি, এবং তাই এই

শ্লোকগুলির মাধ্যমে উদ্ধবকে ব্যক্ত করে বৃন্দাবনধামে গোপিকাগণ তাঁকে কিভাবে প্রেমভক্তি অর্পণ করেছিলেন, এবং তাঁরা কিভাবে সম্পূর্ণভাবে তাঁকে আয়ত্ত করেছিলেন, তা প্রকাশ করেছেন। ভগবান প্রেমময়ী গোপিকাদের সঙ্গে গোপন স্থানে বিহার করতেন, এবং স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্যময় আসক্তির মাধ্যমে তাঁদের মাঝে মহত্তম প্রেম বিনিময় হত।

ভগবান তাই *ভগবদ্গীতায়* ব্যাখ্যা করেছেন, শুধু মাত্র জড় জগতে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই কিংবা মামুলি, সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মাচরণ পালন করলেই কেউ তার জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের যথার্থ পরিচয় যথার্থভাবে উপলব্ধি করা চাই, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভের মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ সত্তাকে ভালবাসার পদ্ধতি অবগত হওয়া প্রয়োজন। এই ভগবৎ-প্রেম মাধুর্য, বাৎসল্য, সখ্য কিংবা দাস্য ভাবরস তথা বিভিন্ন সম্বন্ধের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হতে পারে। ভগবান বিস্তারিতভাবে উদ্ধবকে জড় জগতের দার্শনিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি বুঝিয়ে বলেছেন, এবং এখন তিনি সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন যে, উদ্ধবের পক্ষে সকাম কার্যকলাপে কিংবা মানসিক কল্পনার মাধ্যমে সময় নষ্ট করার কোনই দরকার নেই। বস্তুত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আভাস প্রদান করেছেন যে, উদ্ধব যেন, গোপিকাদের দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম করেন, এবং ব্রজধামের গোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যেন সচেষ্ট হন। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ভারগ্রস্ত জড়া প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মনীতির মাঝে অতৃপ্ত যে কোনও বদ্ধ জীবেরই উপলব্ধি করা উচিত যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়জাগতিক জীবনধারার সমস্যাদি থেকে সমস্ত জীবকুলকেই উদ্ধার করতে পারেন। তার কাউকেই অযথা, সাম্প্রদায়িক যাগযজ্ঞাদি, অনুশাসনাদি কিংবা বিধিনিষেধের মাঝে নিজেকে সম্পৃক্ত করে রাখার কোনই প্রয়োজন হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করাই মানুষের উচিত। প্রামাণ্য সুপরিকল্পিত ভক্তিযোগ প্রথার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলন করলে অনায়াসেই মানুষ পারমার্থিক জীবনের সার্থকতা অর্জন করে থাকে।

শ্লোক ১৬

শ্রীউদ্ধব উবাচ

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর ।
ন নিবর্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—উদ্ধব বললেন; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণকারীর; **বাচম্**—কথা; **তব**—আপনার; **যোগ-ঈশ্বরঃ**—যোগশক্তির ঈশ্বরগণের; **ঈশ্বর**—আপনি তাঁদের ঈশ্বর; **ন নিবর্ততে**—দূরীভূত হয় না; **আত্ম**—হৃদয়ে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **যেন**—যার দ্বারা; **ভ্রাম্যতি**—বিভ্রান্ত; **মে**—আমার; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে সকল যোগেশ্বরের পরমেশ্বর, আপনার বাণী আমি শ্রবণ করেছি, কিন্তু আমার অন্তরের বিভ্রান্তি এখনও দূর হয়নি; তাই আমি এখনও সন্দেহাকুল হয়ে রয়েছি।

তাৎপর্য

এই স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিতে, ভগবান বলেছেন যে, তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করা সকলের উচিত এবং সর্ব প্রকার জড়জাগতিক বাসনা বর্জন করে বর্ণাশ্রম প্রথার মাধ্যমে নিজ নিজ কর্তব্য সাধন করা কর্তব্য। উদ্ধব এই উক্তিটিকে কর্মমিশ্রা ভক্তি, অর্থাৎ সকাম কর্মের প্রবণতা মিশ্রিত ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পন্থারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। বাস্তবিকই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সবকিছু, এই তত্ত্ব উপলব্ধি না হলে জড়জাগতিক সাধারণ কর্তব্যকর্মের প্রবণতা থেকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। তার চেয়ে বরং সেই ধরনের ক্রিয়াকর্মের সকল ফলশ্রুতি ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে, ভগবান পরামর্শ দিয়েছেন যে, জাগতিক কর্তব্যকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে এবং ক্রমান্বয়ে নিষ্ঠা সহকারে যথার্থ জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁকেই পরমেশ্বর রূপে স্বীকার করা কর্তব্য। উদ্ধব এই উপদেশটিকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের গৌণ বাসনা মিশ্রিত ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন রূপে উপলব্ধি করেছেন। দশম অধ্যায়ের ৩৫ সংখ্যক শ্লোকটি থেকে শুরু করে, উদ্ধব জড়জাগতিক বদ্ধতার প্রক্রিয়া এবং জড়জাগতিক জীবনধারা থেকে মুক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছেন। ভগবান বিশদভাবে সেই বিষয়ে উত্তর প্রদান করে বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলন ছাড়া দার্শনিক কল্পনার প্রক্রিয়া কখনই সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। একাদশ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক শ্লোকটিতে ভগবান বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন, এবং ২৩ সংখ্যক শ্লোকে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিষয়ে তাঁর আলোচনা বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন যাতে গুরুত্ব সহকারে বলেছেন যে, ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে

মানুষকে ভগবৎ-বিশ্বাসী হতে হবে। ভগবান সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিকাশ ও সার্থকসিদ্ধি উভয় ক্ষেত্রেই ভগবদ্ভক্তজনের সান্নিধ্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। একাদশ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে উদ্ধব ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের যথার্থ পন্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সার্থকসিদ্ধি লাভের লক্ষণাদি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়েছেন। আর ৪৮ সংখ্যক শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যদি ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়া গ্রহণ না করে, তবে তার পক্ষে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গ অবশ্যই লাভ করা চাই এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অবশেষে, এই অধ্যায়ের ১৪ সংখ্যক শ্লোকটিতে অবিসম্বাদিতভাবে ভগবান ফলাশ্রয়ী সকাম কর্ম প্রচেষ্টা ও মানসিক জল্পনা-কল্পনার পথ বর্জন করেছেন এবং ১৫ সংখ্যক শ্লোকে তিনি অনুমোদন করেছেন যে, সর্বান্তঃকরণে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে এই ধরনের বিশদ এবং তত্ত্বপ্রধান উপদেশাবলী গ্রহণের পরে, উদ্ধব বিভ্রান্ত হন, এবং তিনি বাস্তবিক কি করবেন, সেই বিষয়ে তাঁর মন সন্দেহাকুল হয়ে ওঠে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু পদ্ধতি প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়াগুলির ফলাফলও বর্ণনা করেছেন, যেগুলি সবই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখেই শেষ পর্যন্ত একটি লক্ষ্যে উপনীত হয়ে থাকে। সুতরাং উদ্ধব বাসনা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহজ সরলভাবে যেন কিছু বর্ণনা করেন। *ভগবদ্গীতার* তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনাতেই অর্জুনও একই প্রকার অনুনয় ভগবানের কাছে উপস্থাপন করেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, উদ্ধব এখানে বলেছেন, "হে প্রিয় সখা কৃষ্ণ, প্রথমে আপনি পরামর্শ দিলেন যে, আমি যেন বর্ণাশ্রম প্রথামতো জাগতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করতে অভ্যস্ত হতে পারি, এবং তার পরে আপনি উপদেশ দিলেন যেন আমি সেই সকল কার্যকলাপ পরিহার করি এবং দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণামূলক পন্থা গ্রহণ করি। এখন জ্ঞানমার্গ বর্জনের পরে, আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন যেন আমি শুধুমাত্র ভক্তিযোগের মাধ্যমে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করি। যদি আপনার সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করি, তা হলে ভবিষ্যতে হয়তো আপনি আপনার পূর্ব সিদ্ধান্তে ফিরে যেতেও পারেন এবং জড়জাগতিক কাজকর্মের পরামর্শই দিতে পারেন।" সাহসিকতার সঙ্গে উদ্ধব তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করার মাধ্যমে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ সখ্যতার ভাব অভিব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন; **সঃ এষঃ**—তিনি স্বয়ং; **জীবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সকলকে জীবন দান করেন; **বিবর**—অন্তর মাঝে; **প্রসূতিঃ**—প্রকাশিত; **প্রাণেন**—প্রাণবায়ুর সাথে; **ঘোষেণ**—শব্দের সূক্ষ্ম অভিব্যক্ত সহ; **গুহাম্**—অন্তঃকরণ; **প্রবিষ্টঃ**—যিনি প্রবেশ করেছেন; **মনঃ-ময়ম্**—মনের মাঝে অনুভূত, কিংবা দেবাদিদেব শিবের মতো মহান দেবতাগণেরও মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে; **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম; **উপেত্য**—অবস্থিত হয়ে; **রূপম্**—রূপ; **মাত্রা**—কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন মাত্রা; **স্বরঃ**—বিভিন্ন উচ্চারণভঙ্গী; **বর্ণঃ**—বর্ণমালার বিভিন্ন শব্দ; **ইতি**—এইভাবে; **স্থবিষ্ঠঃ**—স্থূল রূপ।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক জীবকে প্রাণ দেন এবং প্রত্যেকের অন্তরে প্রাণবায়ু ও শব্দকম্পন সহকারে অবস্থান করে থাকেন। মনের সাহায্যে প্রত্যেকেরই অন্তরে ভগবানকে তাঁর সূক্ষ্ম রূপে উপলব্ধি করা যায়, যেহেতু দেবাদিদেব শিবের মতো মহান দেবতাদেরও মনের মধ্যে এবং সকলের মনের মধ্যে অবস্থান করে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বৈদিক শাস্ত্রাদির বিভিন্ন শব্দের মধ্যে দীর্ঘ এবং হ্রস্ব স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন স্বরমাত্রায় পরমেশ্বর ভগবান রূপ লাভ করে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উদ্ধবের মধ্যে বাক্যালাপ সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। উদ্ধব বিভ্রান্ত হয়ে সন্দিগ্ধ বোধ করেছিলেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু বিভিন্ন পদ্ধতি, যথা—ভক্তিসেবা অনুশীলন, কল্পনাভিত্তিক জ্ঞান অনুশীলন, সন্ন্যাস গ্রহণ, অলৌকিক যোগাভ্যাস; দানধ্যানের কৃচ্ছ্রতা পালন, পুণ্যব্রত সাধন, এবং আরও নানা বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। অবশ্য, এই সকল প্রক্রিয়াই জীবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাভের সহায়তার জন্য বিহিত হয়েছিল এবং বাস্তবিকই কোনও বৈদিক পদ্ধতিকেই এছাড়া অন্য

কোনও ভাবে উপলব্ধি করা উচিত নয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থাটিকেই বর্ণনা করে দিয়েছিলেন যথাযথ অনুক্রম অনুসারে। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়বোধ করেছিলেন যে, উদ্ধব যেন বুদ্ধিহীনের মতো ভেবেছিলেন যে, তাঁকে বুঝি প্রত্যেকটি পদ্ধতি অভ্যাস করতে হবে, যেন প্রত্যেকটি পদ্ধতি কেবলমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, "হে প্রিয় উদ্ধব, যখন আমি তোমাকে বললাম যে, বিশ্লেষণমূলক বিদ্যা অভ্যাস করতে হবে, পুণ্য কাজ অনুশীলন করতে হবে, ভগবদ্ভক্তিসেবা বাধ্যতামূলক, যোগ পদ্ধতি অবশ্যই পালন করতে হবে, ব্রত কৃচ্ছ্রাদি পালন করতে হবে, ইত্যাদি, তখন তোমাকে আমার দর্শক মনে করে সেই সবই সমস্ত জীবকুলকেই শোনাচ্ছিলাম। যা কিছু আমি বলেছি, এখন বলছি এবং ভবিষ্যতেও বলব, বুঝতে হবে তা সবই আমি বিভিন্ন অবস্থায় সকল জীবের পথনির্দেশের জন্যই বলছি। কেমন করে তুমি মনে করতে পারলে যে, বৈদিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিষয়গুলি সবই তোমাকে অভ্যাস করতে হবে? তোমাকে এখন আমার শুদ্ধ ভক্তরূপে স্বীকার করছি। তোমাকে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার সব কিছু পালন করতে হবে না।" এই ভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমতে, ভগবান সহজভাবে এবং উৎসাহব্যঞ্জক ভাষায় বৈদিক পদ্ধতি বৈচিত্র্যের পেছনে গভীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্ধবকে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করে উপদেশ দিয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বেদরাশির রূপ গ্রহণ করে ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন। এই শ্লোকের মধ্যে *বিবর-প্রসূতি* শব্দটিও বোঝায় যে, ব্রহ্মার শরীর মধ্যে অবস্থিত *আধারাদিচক্রস্* মধ্যেও ভগবান বিরাজিত আছেন। *ঘোষেণ* শব্দটির অর্থ "সূক্ষ্ম শব্দ", এবং *গুহাং প্রবিষ্টঃ* শব্দসমষ্টিও বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *আধারচক্র* মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন। ভগবানকে অন্যান্য চক্রাদির মধ্যেও উপলব্ধি করা যেতে পারে, যেমন—*মণিপূরক চক্র*, যা নাভির চতুর্দিকে অবস্থিত, এবং *বিশুদ্ধচক্র*। সংস্কৃত বর্ণমালা হ্রস্ব এবং দীর্ঘ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণেরও উচ্চ এবং নিম্নধ্বনি অনুসারে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং এই সকল ধ্বনি কম্পন কাজে লাগিয়ে বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মোটামুটি সার্বিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। *ভগবদ্‌গীতা* অনুসারে, এই সকল শাস্ত্রাদি অধিকাংশই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণাবলী সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছে—*ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন* (*গীতা* ২/৪৫) শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, মায়ার অধীনস্থ হয়ে থাকার ফলেই পরমেশ্বর ভগবানকে বদ্ধ জীবেরা জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই অংশ বলে মনে করে। পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে

ধারণা গঠনে কিছু স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়জাগতিক গুণাবলীর কাল্পনিক আরোপ করার নাম *অবিদ্যা*, অর্থাৎ অজ্ঞানতা, এবং সেই ধরনের অজ্ঞতা তথা অজ্ঞানতার ফলেই জীবমাত্রেই নিজেকে তার সকল ক্রিয়াকলাপেরই কর্তা বলে বিবেচনা করে থাকে এবং তাই কর্মবন্ধনের জালে বিজড়িত হয়ে পড়ে। তাই বৈদিক শাস্ত্রে এই ধরনের কর্মবন্ধনজালে আবদ্ধ জীবাত্মাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তার জীবনচর্যা পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য কিছু ইতিবাচক এবং কিছু নেতিবাচক অনুশাসনাদি পালন করতে হয়। এই প্রক্রিয়াগুলিকে *প্রবৃত্তি মার্গ*, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ সকাম কার্যকলাপের পন্থা বলা হয়ে থাকে। মানুষ যখন তার আপন সত্তা এইভাবে পরিশুদ্ধ করে তোলে, তখন সকাম কার্যকলাপের এই জীবন পর্যায় পরিত্যাগ করে, কারণ তা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে থাকে। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তখন পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের আরাধনা করতে পারা যায়। যে মানুষ যথার্থ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভ্যাস অর্জন করতে পেরেছে, তার পক্ষে আর কোনও প্রকার শাস্ত্রসম্মত পূজা অর্চনা যাগযজ্ঞের রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয় না। তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।*

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত অনুসারে, এই শ্লোকটিকে অন্যভাবেও উপলব্ধি করা যায়। *জীব* শব্দটির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বোঝানো হয়েছে, কারণ বৃন্দাবনবাসীদের তিনিই জীবনদান করেছিলেন এবং *বিবর-প্রসূতি* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও বদ্ধজীবগণের দৃষ্টির অন্তরালে, চিদ্‌জগতে তাঁর লীলাবিলাস নিত্যকাল পরিবেশন করে থাকেন, তা হলেও তিনি একই লীলা পরিবেশনের উদ্দেশ্যে জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও প্রবেশ করে থাকেন। আবার *গুহাং প্রবিষ্টঃ* শব্দগুলি বোঝায় যে, ঐ সকল লীলাবিলাস বিস্তারের পরে, ভগবান সেগুলি প্রত্যাহার করে নেন এবং সেইগুলি তখন তাঁর অপ্রকাশিত লীলাবিলাসে, অর্থাৎ যে সকল লীলা বদ্ধ জীবগণের কাছে প্রতিভাত হয় না, সেই পর্যায়ে বিরাজ করে থাকে। এই প্রসঙ্গে, *মাত্রা* শব্দটি ভগবানের দিব্য ইন্দ্রিয়াদি বোঝায়, *স্বর* শব্দটি বোঝায় ভগবানের দিব্য ধ্বনি তরঙ্গ এবং সঙ্গীতাদি, এবং *বর্ণ* শব্দটি বোঝায় ভগবানের দিব্য রূপ। *স্থবিষ্ঠ*, অর্থাৎ "স্থূল প্রকাশ" বলতে বোঝায় যে, জড় জগতে যে সকল ভক্তের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি, এবং যাদের ভাবধারা এখনও পরিশুদ্ধ হয়নি, জড় জগতের সেই সকল ভক্তদের কাছেও তিনি অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন। *মনো-ময়* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবধারা যে কোনও ভাবেই হোক, মনের মধ্যে সমুজ্জ্বল রাখতেই হবে; এবং অভক্তদের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *সূক্ষ্ম*, অর্থাৎ বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়বহির্ভূত সত্তা রূপে অনুভূত

হয়ে থাকেন, কারণ তাঁকে জানা বা বোঝা সম্ভব হয় না। তাই বিভিন্ন আচার্যবর্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা ব্যক্ত করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে এই শ্লোকটির অন্তর্গত দিব্যধ্বনি তরঙ্গের মাধ্যমে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ১৮

যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা
বলেন দারুণ্যধিমথ্যমানঃ ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে
তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥ ১৮ ॥

যথা—যেমন; **অনলঃ**—আগুন; **খে**—কাঠের মধ্যে শূন্যস্থানে; **অনিল**—বাতাস; **বন্ধুঃ**—যার সাহায্যে; **উষ্মা**—তাপ; **বলেন**—প্রবলভাবে; **দারুণি**—কাঠের মধ্যে; **অধিমথ্যমানঃ**—ঘর্ষণের ফলে প্রজ্বলিত; **অণুঃ**—অতি ক্ষুদ্র; **প্রজাতঃ**—জন্ম নেয়; **হবিষা**—ঘৃতের দ্বারা; **সমেধতে**—বৃদ্ধি পায়; **তথা**—সেইভাবে; **এব**—অবশ্য; **মে**—আমার; **ব্যক্তিঃ**—অভিব্যক্তি; **ইয়ম্**—এই; **হি**—অবশ্যই; **বাণী**—বৈদিক শব্দতরঙ্গ।

অনুবাদ

যখন জ্বালানী কাঠের খণ্ডগুলি প্রবলভাবে ঘর্ষণ করা হয়, তখন বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে তাপ সৃষ্টি হয়, এবং একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। একবার অগ্নি প্রজ্বলিত হলেই, তাতে ঘি দিতে হয় এবং তখন আগুন জ্বলে ওঠে। ঠিক সেইভাবেই, বৈদিক শাস্ত্রাদির শব্দতরঙ্গের মাঝে আমি অভিব্যক্ত হয়ে থাকি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বৈদিক জ্ঞানের অতি নিগূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। বৈদিক শাস্ত্রাদি প্রথমে সাধারণ জাগতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে এবং সকল কর্মফল আনুষ্ঠানিক যাগযজ্ঞের মাধ্যমে সমর্পণের বিধিব্যবস্থা সম্পন্ন করে, যার ফলে যজ্ঞকর্তার ভবিষ্যত কর্মফল মঙ্গলজনকভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য অবশ্য জড়জাগতিক কর্মীকে তার কর্মফল পরম বৈদিক অধিকর্তার উদ্দেশ্যে সমর্পণের জন্য উৎসাহ প্রদান করা। সুদক্ষ সকাম কর্মী ক্রমশই জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগের সম্ভাবনাগুলি নিঃশেষ করে ফেলে এবং স্বভাবতই তার জীবনধারার মর্যাদা নিয়ে দার্শনিক কল্পনার উৎকর্ষতার পর্যায়ে মগ্ন হতে থাকে। জ্ঞানসম্পদ বৃদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তখন ক্রমশই পরমেশ্বরের অনন্ত মহিমা সম্পর্কে অবহিত হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে অপ্রাকৃত পরম তত্ত্বের উদ্দেশ্যে

প্রেমভক্তি অনুশীলনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক জ্ঞানের লক্ষ্য, সেকথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। কাষ্ঠ খণ্ড ঘর্ষণের ফলে যেভাবে ক্রমশ অগ্নির প্রকাশ ঘটে, ঠিক সেইভাবেই বৈদিক যাগযজ্ঞাদির প্রগতির ফলে ভগবান ক্রমশ অভিব্যক্ত হন। *হবিষা সমেধতে* (ঘৃত সংযোগে অগ্নির বৃদ্ধি হয়) শব্দগুলির দ্বারা বোঝায় যে, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির ক্রমশ প্রগতির মাধ্যমে দিব্য পারমার্থিক জ্ঞানের অগ্নি ক্রমশ প্রজ্বলিত হয়, সর্ব বিষয় আলোকোজ্জ্বল করে তোলে, এবং সকাম কর্মের শৃঙ্খল ছিন্ন করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, উদ্ধব যথার্থই পারমার্থিক দিব্যজ্ঞান এই ভাবে বিস্তারিত পদ্ধতিতে শ্রবণের সর্বাপেক্ষা যোগ্য পুরুষ; তাই ভগবান কৃপাপূর্বক উদ্ধবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তিনি বদরিকাশ্রমে ঋষিবর্গকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন, এবং তার ফলে ঋষিবর্গের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

শ্লোক ১৯

এবং গদিঃ কর্ম গতির্বিসর্গো
ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ।
সংকল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ
সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ ॥ ১৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **গদিঃ**—বাক্; **কর্ম**—হাতের ক্রিয়াকলাপ; **গতিঃ**—পায়ের ক্রিয়াকলাপ; **বিসর্গঃ**—উপস্থ ও পায়ুর ক্রিয়াকলাপ; **ঘ্রাণঃ**—অঘ্রাণ; **রসঃ**—আস্বাদন; **দৃক্**—দৃষ্টি; **স্পর্শঃ**—স্পর্শ; **শ্রুতিঃ**—শ্রবণ; **চ**—ও; **সংকল্প**—মনের ক্রিয়াকলাপ; **বিজ্ঞানম্**—বুদ্ধি এবং চেতনার ক্রিয়াকলাপ; **অথ**—এছাড়াও; **অভিমানঃ**—অহমিকার ক্রিয়াকলাপ; **সূত্রম্**—প্রধান অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম কারণাদি; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—এবং তমোগুণের; **বিকারঃ**—ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

কর্মেন্দ্রিয়গুলি—বাক্-ইন্দ্রিয়, হাত, পা, উপস্থ ও পায়ুর ক্রিয়াকলাপ—এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের ক্রিয়াকলাপ—তার সাথে মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার স্বরূপ মনের সূক্ষ্ম চেতনার ক্রিয়াকলাপ, তার সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রধান অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ ও ত্রৈগুণ্যের প্রভাব—এই সবকিছুই আমার জড়জাগতিক অভিব্যক্ত রূপ বলে জানতে হবে।

থাকে। সেইভাবেই, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, যিনি সকলকে জীবন প্রদান করেন এবং যিনি নিত্য বিরাজমান, মূলত তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশের আয়ত্তের বহিরে অবস্থান করে থাকেন। কালের প্রভাবে, অবশ্য ভগবান জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের আধার এবং মহাবিশ্বরূপ পদ্মফুলের উৎস, যার মাঝে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিপ্রকাশ হয়েছে তিনি তাঁর জড়জাগতিক শক্তিকে বিভাজিত করেন, এবং তিনি একই সত্তার অধিকারী হলেও অগণিত রূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বীররাঘবাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশ যার মধ্যে দেবতাগণ, জনমানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, গ্রহনক্ষত্র, মহাশূন্য, ইত্যাদি বিরাজমান, তা সবই মূলত কার অধিকারভুক্ত, সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করা যেতেই পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশ সম্পর্কে সব রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের নিরসন করছেন। *ত্রি-বৃৎ* শব্দটি বোঝায় যে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দোষ স্বতঃ ক্রিয় নয়, বরং তা কোনও এক পরম শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। *বৃৎ* উপসর্গটির অর্থ *বর্তনম্*, অর্থাৎ "বর্তমানে বিরাজিত", পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের প্রভাব। *অব্জ-যোনি* শব্দটির বিশ্লেষণে দেখা যায়—*অপ্* বলতে বোঝায় "জল", এবং *জ* বোঝায় "জন্ম"। এইভাবে *অব্জ* মানে জটিল গূঢ় বাস্তব জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যা গর্ভোদক সমুদ্রে শায়িত গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীর থেকে অঙ্কুরিত হচ্ছে। *যোনি* অর্থাৎ "উৎস", বলতে বোঝায় পরমেশ্বর ভগবান এবং তাই *অব্জযোনি* মানে ভগবান মহাবিশ্বের সকল অভিব্যক্তির মূল সূত্র; অবশ্য সকল সৃষ্টিই ভগবানেরই মধ্যে ঘটেছে। যেহেতু জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দোষও ভগবানের পরম নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, তাই জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলি সবই অসহায়ভাবে ভগবানের ইচ্ছাধীনে মহাবিশ্বের আবরণের মধ্যে সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মাধ্যমে আসা-যাওয়া করছে। *অব্যক্ত* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবানের সূক্ষ্ম চিন্ময় রূপ বৈশিষ্ট্য জড়জাগতিক সৃষ্টির পূর্বেই এককভাবে বিরাজিত থাকে। 'যেহেতু ভগবানের আদি রূপটি চিন্ময়, তাই তাঁর জন্ম হয় না, পরিবর্তন বা বিনাশও হয় না। সেই রূপ নিত্য স্থিত। কালের প্রভাবে, ভগবানের জড়া শক্তি বিভাজিত হয়ে যায় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, দেহজাত বৈশিষ্ট্য, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু, দৈহিক বিকাশ, অহমিকা এবং মিথ্যা প্রভুত্ব বোধ রূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। এইভাবেই ভগবান তাঁর চেতন শক্তিকে *জীবশক্তি* রূপে বিস্তারিত করেন, যা অগণিত জড়জাগতিক রূপ পরিগ্রহ করে মানুষ, দেবতা, পশু-পাখি ইত্যাদি আকারে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে বীজ বপনের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, একটি মাত্র সূত্র

থেকে অগণিত রূপের অভিব্যক্তি ঘটতেই পারে। তেমনই, যদিও ভগবান একাকী, তবু তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির বিকাশের মাধ্যমে অগণিত রূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ২১

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং
পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ ।
য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ॥ ২১ ॥

যস্মিন্—যাঁর মধ্যে; **ইদম্**—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **প্রোতম্**—পোড়েন বুনন; **অশেষম্**—সমগ্র; **ওতম্**—এবং টানা বুনন; **পটঃ**—বস্ত্রখণ্ড; **যথা**—ঠিক যেমন; **তন্তু**—সুতোর; **বিতান**—বিস্তারে; **সংস্থঃ**—অবস্থিত; **যঃ**—যা; **এষঃ**—এই; **সংসার**—জড়জাগতিক অস্তিত্ব; **তরুঃ**—গাছ; **পুরাণঃ**—স্মরণাতীত কাল থেকে অবস্থিত; **কর্ম**—সকাম কর্মের প্রতি; **আত্মকঃ**—স্বাভাবিক প্রবণতায়; **পুষ্প**—প্রথম লাভ, ফুল ফোটা; **ফলে**—এবং ফল; **প্রসূতে**—সৃষ্টি হয়।

অনুবাদ

যেভাবে পট্টবস্ত্রখণ্ড দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে টানা-পোড়েন বুননের সাহায্যে তৈরি হয়ে থাকে, তেমনই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও পরমেশ্বর ভগবানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থব্যাপী সুপ্রসারিত শক্তির উপরে বিস্তারিত হয়ে রয়েছে এবং তা সবই তাঁরই মধ্যে বিরাজ করছে। স্মরণাতীত কাল থেকেই বদ্ধ জীব জড়জাগতিক শরীরাদি ধারণ করে চলছে, এবং এই শরীরগুলি ঠিক যেন বিশাল বৃক্ষাদির মতোই জড়জাগতিক অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকে। ঠিক যেভাবে কোনও বৃক্ষ প্রথমে পুষ্পশোভিত হয় এবং পরে ফল সৃষ্টি করে, তেমনই জড়জাগতিক অস্তিত্বের বৃক্ষস্বরূপ প্রত্যেক জীবের জড়জাগতিক শরীরটিও জড়জাগতিক অস্তিত্বের বিবিধ ফল সৃষ্টি করে থাকে।

তাৎপর্য

ফল সৃষ্টির আগে বৃক্ষে ফুল ফোটে। তেমনই, *পুষ্প-ফলে* শব্দটি, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, জড়জাগতিক জীবনধারার সুখ-দুঃখের কথাই বোঝায়। জড়জাগতিক জীবনধারা বেশ পুষ্পশোভিত প্রস্ফুটিত আনন্দময় মনে হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর মতো অন্যান্য দুর্বিপাক তিক্ত ফলের মতো উদ্ভূত হবে। জড়জাগতিক দেহটির মধ্যে সকল সময়ে ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবণতা থাকে বলে সেটাই সমস্ত জড়জাগতিক অস্তিত্বের

দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হয়ে ওঠে এবং তাই এটিকে *সংসার*-তরু বলা হয়ে থাকে। পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি আত্মসাৎ করে উপভোগের প্রবণতা স্মরণাতীত কাল থেকেই বিদ্যমান, সেই বিষয়েই *পুরাণঃ কর্মাত্মকঃ* শব্দগুলির মাধ্যমে অভিপ্রকাশ হয়েছে। জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বর ভগবানেরই মায়াশক্তির বিস্তার মাত্র এবং তা সদাসর্বদাই তাঁর উপরে নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে এবং তা সর্বাঙ্গীনভাবেই তাঁর দিব্য সত্তা থেকে অভিন্ন। এই সামান্য উপলব্ধিটুকু হলেই বদ্ধ জীবাত্মগণ মায়ার দুঃখময় রাজ্যে অনন্তকাল ভ্রমাত্মক বিচরণের দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে।

পুষ্প-ফলে শব্দটির মাধ্যমেও ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং মুক্তিলাভের কথা অভিব্যক্ত হয়েছে, তা বুঝতে হবে। জড়জাগতিক জীবনের অস্তিত্বস্বরূপ বৃক্ষটির বিষয়ে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে।

শ্লোক ২২-২৩

দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ
পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়-
স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ ॥ ২২ ॥
অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈঃ
মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥ ২৩ ॥

দ্বে—দুই; **অস্য**—এই বৃক্ষটির; **বীজে**—বীজগুলি; **শত**—শত শত; **মূলঃ**—শিকড়ের; **ত্রি**—তিন; **নালঃ**—গাছের কাণ্ড বা গুঁড়ি; **পঞ্চ**—পাঁচ; **স্কন্ধঃ**—শাখা; **পঞ্চ**—পাঁচ; **রস**—রস; **প্রসূতিঃ**—প্রস্তুত করে; **দশ**—দশ; **এক**—এবং এক; **শাখঃ**—শাখাগুলি; **দ্বি**—দুটি; **সুপর্ণ**—পাখিদের; **নীড়ঃ**—বাসা; **ত্রি**—তিন; **বল্কলঃ**—বৃক্ষের ছাল; **দ্বি**—দুটি; **ফলঃ**—ফলগুলি; **অর্কম্**—সূর্য; **প্রবিষ্টঃ**—ভিতরে প্রবেশ করে; **অদন্তি**—তারা ভক্ষণ করে বা ভোগ করে; **চ**—ও; **একম্**—এক; **ফলম্**—ফল; **অস্য**—এই বৃক্ষটির; **গৃধ্রাঃ**—জড়জাগতিক উপভোগে যারা বাসনাজর্জরিত; **গ্রামে**—গার্হস্থ্য জীবনে; **চরাঃ**—বাস করে; **একম্**—অন্য এক; **অরণ্য**—বনের মধ্যে; **বাসাঃ**—যারা বাস করে; **হংসাঃ**—হাঁসের মতো, পরম হংস সাধুজনেরা; **যঃ**—যিনি; **একম্**—

একমাত্র পরমাত্মা; **বহুরূপম্**—বহু রূপে অভিপ্রকাশিত; **ইজ্যোঃ**—পূজনীয় গুরুদেবের সহযোগিতায়; **মায়াময়ম্**—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন; **বেদ**—জানে; **সঃ**—যে জন; **বেদ**—জানেন; **বেদম্**—বৈদিক শাস্ত্রাদির যথার্থ ভাবসম্পদ।

অনুবাদ

জড়জাগতিক জীবনধারার এই বৃক্ষটির দুটি বীজ, শত শত শিকড়, তিনটি গুঁড়ি বা কাণ্ড এবং পাঁচটি শাখা আছে। এই বৃক্ষে পাঁচটি সুগন্ধ সৃষ্টি হয় এবং তার এগারটি প্রশাখা আছে এবং দুটি পাখির তৈরি একটি বাসা আছে। বৃক্ষটি তিন ধরনের বল্কলে আবৃত আছে, দুটি ফল প্রদান করে এবং সূর্যালোকের অভিমুখে প্রসারিত হয়ে থাকে। যারা জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগে লোভী এবং গার্হস্থ্য জীবন উপভোগে বৃক্ষটির ফলগুলির একটি ফল আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়, এবং সন্ন্যাস জীবনে অভ্যস্ত পরমহংসতুল্য মানুষেরা অন্য ফলটির আস্বাদন করে। পারমার্থিক সদ্‌গুরুবর্গের সহায়তা নিয়ে যেব্যক্তি এই বৃক্ষটিকে বিভিন্ন রূপ নিয়ে অভিব্যক্ত একমাত্র পরমতত্ত্বেরই শক্তির অভিপ্রকাশ বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই যথার্থভাবে বৈদিক শাস্ত্রাদির অর্থ বুঝেছেন।

তাৎপর্য

এই বৃক্ষটির বীজ দুটি পাপকর্ম ও পুণ্যকর্ম, এবং শত শত শিকড়গুলি জীবগণের অগণিত জড়জাগতিক বাসনা যেগুলি তাদের জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তিনটি শাখা জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্য স্বরূপ, এবং উপরের পাঁচটি প্রশাখা পাঁচটি জড়জাগতিক উপাদানের প্রতীক। বৃক্ষটি থেকে পাঁচ প্রকার রস সুগন্ধের সৃষ্টি হয়ে থাকে—যথা, শব্দ, রূপ, স্পর্শ, স্বাদ এবং গন্ধ—এবং এগারটি প্রশাখা আছে,—যথা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন। দুটি পাখি, যথা—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই বৃক্ষটিতে বাসা বেঁধেছে, এবং তিন ধরনের বল্কল হল বায়ু, পিত্ত এবং কফ, যেগুলি দেহের মূল উপাদান। এই বৃক্ষটির দুটি ফলের নাম সুখ এবং দুঃখ।

সুন্দরী নারী, অর্থ এবং অন্যান্য বিলাসিতাপূর্ণ বিষয়াদির মাধ্যমে যারা মায়ার সুখ উপভোগ করতে চায়, তারা দুঃখেরই ফল ভোগ করে থাকে। মনে রাখা উচিত যে, স্বর্গেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যু আছে। যারা জড়জাগতিক লক্ষ্য বর্জন করেছে এবং পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনের পথ অনুসরণ করছে, তারাই সুখের ফল আস্বাদন করে। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করলে উপলব্ধি করা যায় যে, এই বিস্তারিত বৃক্ষটি নিতান্তই *একমেবাদ্বিতীয়ম্* পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ। যদি পরমেশ্বর ভগবানকে সব কিছুর পরম কারণ

রূপে উপলব্ধি করা যায়, তা হলে মানুষের জ্ঞান সার্থকতা অর্জন করে। নতুবা, পরমেশ্বর ভগবানের বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি এবং বৈদিক ভাব বিলাসের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়লে, জীবনে যথার্থ সার্থকতা অর্জন করা যায় না।

শ্লোক ২৪

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে (আমি যেভাবে তোমাকে জ্ঞান প্রদান করেছি); **গুরু**—পারমার্থিক গুরু; **উপাসনয়া**—উপাসনার মাধ্যমে লব্ধ; **এক**—অনন্য; **ভক্ত্যা**—প্রেমভক্তি সহকারে; **বিদ্যা**—জ্ঞানের; **কুঠারেণ**—কুঠার দ্বারা; **শিতেন**—তীক্ষ্ণ; **ধীরঃ**—জ্ঞানের মাধ্যমে সুস্থির; **বিবৃশ্চ্য**—কেটে দিয়ে; **জীব**—জীব; **আশয়ম্**—সূক্ষ্ম শরীর (জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের দ্বারা উদ্ভূত দেহাত্মবুদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্ট পরিচয়াদি); **অপ্রমত্তঃ**—পারমার্থিক জীবনে বিশেষ মনোযোগী; **সম্পদ্য**—সম্পাদন করার পরে; **চ**—এবং; **আত্মনম্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **অথ**—তখন; **ত্যজা**—আপনার বর্জন করা উচিত; **অস্ত্রম্**—যে সকল উপায় অবলম্বনে সার্থকতা অর্জন করা গেছে।

অনুবাদ

পারমার্থিক সদ্‌গুরুর একনিষ্ঠ উপাসনার মাধ্যমে এবং ধীরস্থির বুদ্ধির প্রয়োগে, দিব্য জ্ঞানের কুঠার দিয়ে আত্মার সূক্ষ্ম জড় বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উপলব্ধির মাধ্যমে, তখন সেই সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করা উচিত।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একান্তভাবে সঙ্গলাভের সৌভাগ্য উদ্ধব অর্জন করেছিলেন, তাই বদ্ধ জীবের মতো মানসিকতা নিয়ে চলবার কোনই প্রয়োজন তাঁর পক্ষে হয়নি, এবং তাই, এখানে *সম্পদ্য চাত্মানম্* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, উদ্ধব স্বয়ং চিদ্‌জগতে ভগবানের চরণকমলের সেবা করতে পারতেন। অবশ্য, এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার প্রারম্ভেই উদ্ধব এই সুযোগ লাভ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এখানে তাই বলা হয়েছে, *গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যাঃ* পারমার্থিক সদ্‌গুরুকে উপাসনার মাধ্যমে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন করতে পারা যায়। এখানে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি কিংবা পারমার্থিক সদ্‌গুরু বর্জনের কথা বলা হয়নি।

বরং, এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *বিদ্যাকুঠারেণ* শব্দটির মাধ্যমে এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিত উপায়ে জড়জাগতিক পৃথিবীর জ্ঞানচর্চা করতে হবে। পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে জড়জাগতিক সৃষ্টির প্রত্যেকটি বিষয়ই ভগবানের মায়াবলের বিস্তার মাত্র। সুতীক্ষ্ণ কুঠারের মতোই সেই জ্ঞান জড়জাগতিক জীবনধারার মূল উচ্ছেদ করে। এইভাবেই, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের দ্বারা সৃষ্ট অবাধ্য সূক্ষ্ম শরীরটিকে ছিন্নভিন্ন করা হয়, এবং মানুষ তখন অপ্রমত্ত, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে সুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সতর্ক হয়ে ওঠে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবেই এই অধ্যায়টিতে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বৃন্দাবনের গোপিকারা জ্ঞান বিশ্লেষণের জীবনধারায় আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে ছিলেন এবং অন্য কোনও বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেও পারতেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, আত্মস্বার্থ বর্জিত ভগবৎপ্রেমের পরম তীব্রতা বিকাশের উদ্দেশ্যে ব্রজধামের গোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই তাঁর সকল ভক্তবৃন্দের উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড় জগতের প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যাতে যে সব বদ্ধ জীবগণ এই জগতে ভোগ উপভোগ করতে অভিলাষী হচ্ছে, তারা এই জ্ঞানের সাহায্যে জড়জাগতিক জীবনধারার মূল উচ্ছেদ করতে পারে। *সম্পদ্য চাত্মানম্* শব্দগুলি বোঝায় যে, এই ধরনের জ্ঞান অর্জনের ফলে মানুষের আর কোনও জড়জাগতিক অস্তিত্ব থাকে না, কারণ সে ইতিমধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করেছে। মায়াময় সৃষ্টির মাঝে তার জ্ঞান-উপলব্ধি চিরকাল যাবৎ পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য সেই ধরনের মানুষকে আর ইতস্তত ভ্রমণ করতে হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জীবনের সব কিছু মনে করার মাধ্যমে যে পূর্ণ সিদ্ধি অর্জন করেছে, সে ভগবানের সেবা অনুষ্ঠানে নিত্য সুখ উপভোগ করতে পারে। তা সত্ত্বেও তখন সে এই জগতে অবস্থান করলেও, এই জগতের সঙ্গে তার অন্য কিছুই করণীয় থাকে না এবং সে তখন বিতর্কমূলক জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আর এই জাগতিক জীবনধারাকে বাতিল করার কোনই প্রয়াস করে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে উদ্ধবকে বলেছেন—*ত্যজাস্ত্রম্*, "বিতর্কমূলক জ্ঞানের যে অস্ত্রটি দিয়ে তুমি তোমার অধিকার প্রতিপত্তির ধারণা এবং জড় জগতের অধিষ্ঠান ছিন্ন করতে পেরেছ, সেটি এখন তুমি পরিত্যাগ কর।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানের ঊর্ধ্বে' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশ স্কন্ধ

"সাধারণ ইতিহাস"

(দ্বিতীয় ভাগ– অধ্যায় ১৩-৩১)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য-এর
শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য সহ
ইংরেজী SRIMAD BHAGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হংসাবতার ব্রহ্মার পুত্রদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন

এই অধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট ব্যাখ্যা করছেন, কীভাবে মানুষ ইন্দ্রিয় তর্পণের দরুন বিহ্বল হয়ে পড়ে, তার ফলে সে জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়, এবং কীভাবে এই গুণগুলি থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তারপর ভগবান ব্যাখ্যা করলেন কীভাবে তিনি ব্রহ্মা এবং সনকাদি চতুষ্কুমারদের সম্মুখে হংস রূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের কাছে বিভিন্ন গোপনীয় সত্য প্রকাশ করেছিলেন।

সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণই জড় বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত, আত্মার সঙ্গে নয়। আমাদের উচিত সত্ত্বগুণের দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রজোগুণ ও তমোগুণকে পরাজিত করা, এবং দিব্য শুদ্ধ সত্ত্বে আচরণ করে সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করা। সাত্ত্বিক বস্তুর সঙ্গ প্রভাবে আমরা আরও পূর্ণমাত্রায় সেই গুণে অধিষ্ঠিত হতে পারি। বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্র, জল, স্থান, কাল, কর্মের উত্তরাধিকারী, কর্মের ধরন, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র, পুরশ্চরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এই তিন গুণ তাদের বিভিন্ন প্রভাব বৃদ্ধি করে।

মন সাধারণত সত্ত্বগুণে থাকার কথা, কিন্তু বিচারবোধের অভাবে দেহকে সে আত্মা বলে মনে করে। এইভাবে ক্লেশদায়ী রজোগুণ সেই মনকে অধিকার করে বসে। সংকল্প এবং বিকল্পের দ্বারা তার প্রভাব বৃদ্ধি করে মন এক প্রবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। দুর্ভাগা লোকেরা রজোগুণের তাড়নায় বিহ্বল হয়ে তাদের ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। যদিও তারা জানে যে, তাদের কর্মের ফল ক্রমে ক্লেশদায়ক হবে, তবুও তারা তাদের সকাম কর্ম থেকে বিরত হতে পারে না। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কিন্তু ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু থেকে অনাসক্ত থাকেন এবং যথোপযুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করে শুদ্ধ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্রীব্রহ্মার কোনও জড়জাগতিক কারণ নেই। তিনিই সমস্ত জীবের সৃষ্টির কারণ এবং তিনি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবুও শ্রীব্রহ্মা তাঁর কর্তব্যের জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন মনে থাকেন। তাই যখন তাঁর সনকাদি মানস পুত্ররা তাঁকে ইন্দ্রিয় তর্পণের বাসনা দূরীকরণের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাদের উত্তর প্রদান করতে সমর্থ হননি। এই ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাপন্ন হন। তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সম্মুখে হংস অবতার

রূপে অবতীর্ণ হন। ভগবান হংস বিভাগ ক্রমে আত্ম পরিচয়, চেতনার বিভিন্ন পর্যায় (জাগ্রত চেতনা, সুপ্ত চেতনা ও সুসুপ্তি) এবং বদ্ধ দশা থেকে মুক্তি লাভের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ভগবানের বাক্য শ্রবণ করে সনকাদি ঋষিগণ তাঁদের সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে পরিপক্ক ভগবৎ প্রেমে শুদ্ধভক্তির দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি ॥ ১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এইভাবে জানা যায়; **গুণাঃ**—জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী; **বুদ্ধেঃ**—জড় বুদ্ধি; **ন**—নয়; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—আত্মাকে; **সত্ত্বেন**—জাগতিক সত্ত্বগুণের দ্বারা; **অন্যতমৌ**—অন্য দুটি (রজ ও তম); **হন্যাৎ**—ধ্বংস হতে পারে; **সত্ত্বম্**—জাগতিক সত্ত্বগুণ; **সত্ত্বেন**—শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা; **চ**—ও (ধ্বংস হতে পারে); **এব**—নিশ্চিত রূপে; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—সত্ত্ব, রজ এবং তম জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণ জড় বুদ্ধির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা আত্মার প্রতি নয়। জাগতিক সত্ত্বগুণ বর্ধনের দ্বারা আমরা রজোগুণ এবং তমোগুণকে জয় করতে পারি। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে আচরণ করার মাধ্যমে আমরা জড় সত্ত্বগুণ থেকেও মুক্ত হতে পারি।

তাৎপর্য

জড় জগতে সত্ত্বগুণ কখনই শুদ্ধরূপে থাকে না। সুতরাং সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, জড়স্তরে কেউই ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতিরেকে কার্য করে না। জড় জগতে সত্ত্বগুণ সর্বদাই কিছু পরিমাণে রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত থাকে, পক্ষান্তরে দিব্য বা শুদ্ধ সত্ত্বগুণ (বিশুদ্ধ সত্ত্ব) বলতে বোঝায় মুক্ত বা সিদ্ধ স্তর। জাগতিকভাবে সৎ এবং অনুকম্পাশীল মানুষ নিজেকে গর্বিত বোধ করেন, কিন্তু তিনি যদি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হন, তবে তিনি এমন কিছু সত্য কথা বলবেন, যা বাস্তবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আর তাঁর প্রদত্ত কৃপাও অন্তিমে কোনও কাজে লাগে না। কারণ জাগতিক কালচক্রের অগ্রগতির সাথে সাথে সমস্ত পরিস্থিতি বিদূরিত হয়, আর জড় স্তরের মানুষেরা তাদের তথাকথিত করুণা বা সত্য এমন স্থানে

আরোপিত করে যা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে। বাস্তব সত্য হচ্ছে নিত্য, আর প্রকৃত করুণা মানে মানুষকে নিত্য সত্যে উপনীত করা। তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণে আচরণ করা, তার কৃষ্ণভাবনা লাভের প্রাথমিক সোপান স্বরূপ হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি মাংসাহারের প্রতি আসক্ত সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝতে পারে না। তবে জাগতিক সত্ত্বগুণে আচরণ করার মাধ্যমে সে নিরামিষাশী হতে পারে এবং কৃষ্ণভাবনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতির প্রশংসাও করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির গুণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই আমাদের জাগতিক সত্ত্বগুণের উন্নত স্তরে থাকাকালীন, দিব্যস্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় কালচক্রের আবর্তনের ফলে আমরা পুনরায় জাগতিক তমোগুণের অন্ধকারে পতিত হতে পারি।

শ্লোক ২

সত্ত্বাদ্ ধর্মো ভবেদ্ বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্মঃ প্রবর্ততে ॥ ২ ॥

সত্ত্বাৎ—সত্ত্বগুণ থেকে; **ধর্মঃ**—ধর্মীয় নিয়মাবলী; **ভবেৎ**—উৎপন্ন হয়; **বৃদ্ধাৎ**—উজ্জীবিত হয়; **পুংসঃ**—মানুষের; **মৎ-ভক্তি**—আমার প্রতি ভক্তির দ্বারা; **লক্ষণঃ**—বোঝা যায়; **সাত্ত্বিক**—সাত্ত্বিক বস্তুর; **উপাসয়া**—কঠোরভাবে অনুশীলনের দ্বারা; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **ততঃ**—সেই গুণ থেকে; **ধর্মঃ**—ধর্মীয় নিয়মাবলী; **প্রবর্ততে**—উৎপন্ন হয়।

অনুবাদ

জীব যখন দৃঢ়ভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়, তখন ধর্মের নিয়মাবলী, যা আমার প্রতি সেবার মাধ্যমে বোঝা যায়, তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত আচরণগুলি অনুশীলন করার মাধ্যমে আমরা সত্ত্বগুণ বর্ধন করতে পারি। এইভাবে ধর্মীয় নিয়মাবলীর উন্নতি সাধিত হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ যখন প্রতিনিয়ত বিরোধ করে চলেছে, শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রতিযোগিতা করে চলেছে, তখন সত্ত্বগুণ যে রজ এবং তমোগুণকে দমন করবে, তা কীভাবে সম্ভব? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে আমরা সত্ত্বগুণে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারি, যাতে আপনা থেকেই ধর্মীয় নিয়মাবলীর উন্নয়ন ঘটবে। *ভগবদ্গীতার* চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে সত্ত্ব,

রজ ও তমোগুণের বর্ণনা করেছেন। এইভাবে খাদ্য, স্বভাব, কার্য, প্রমোদ ইত্যাদি কঠোরভাবে সত্ত্বগুণের আচরণ দ্বারা তিনি সেই গুণে অধিষ্ঠিত হবেন। সত্ত্বগুণের মাধ্যমে সহজেই ধর্মীয় নিয়মাবলী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে সত্ত্বগুণও অর্থহীন এবং এটিও জড় মায়ার আর একটি দিক মাত্র। '*বৃদ্ধ্যাৎ*' শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, আমাদেরকে বিশুদ্ধ সত্ত্বে উপনীত হতে হবে। *বৃদ্ধ্যাৎ* শব্দে বর্ধন বোঝায়, আর এই বর্ধন যতক্ষণ না পূর্ণতা লাভ করছে, ততক্ষণ এর কোনও বিরতি হওয়া উচিত নয়। সত্ত্বগুণের পূর্ণ পরিপক্বতাকে বলা হয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা দিব্যস্তর, যে স্তরে অন্য কোনও গুণের লেশ মাত্রও থাকে না। শুদ্ধ সত্ত্বে সমস্ত জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়, আর তাতে আমরা খুব সহজেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের নিত্য প্রেমময় সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারি। ধর্ম বা ধর্মীয় নিয়মাবলীর সেটিই প্রকৃত অর্থ বা উদ্দেশ্য।

শ্রীল মধ্বাচার্য এই ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হলে ধর্মীয় নিয়মাবলী আরও তেজস্বী হয় এবং শক্তিশালীভাবে ধর্মীয় আচরণ পালন করলে সত্ত্বগুণ আরও তেজস্বী হয়। এইভাবে আমরা পারমার্থিক সুখে অধিক থেকে অধিকতর অগ্রগতি লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৩

ধর্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম উভয়ে হতে ॥ ৩ ॥

ধর্মঃ—ভগবৎসেবা ভিত্তিক ধর্মীয় নিয়মাবলী; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **হন্যাৎ**—ধ্বংস করে; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণের; **বৃদ্ধিঃ**—বৃদ্ধির দ্বারা; **অনুত্তমঃ**—মহত্তম; **আশু**—সত্বর; **নশ্যতি**—নাশ হয়; **তৎ**—রজ এবং তমোগুণের; **মূলঃ**—মূল; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **উভয়ে হতে**—যখন উভয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ধর্মীয় নিয়মাবলী, সত্ত্বগুণের দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয়ে, রজ ও তমোগুণের প্রভাব বিনাশ করে। যখন রজ এবং তমোগুণ পরাস্ত হয়, তখন তাদের মূল কারণ, অধর্ম, খুব সত্বর বিদূরীত হয়।

শ্লোক ৪

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ ॥ ৪ ॥

আগমঃ—ধর্মশাস্ত্র; **অপঃ**—জল; **প্রজাঃ**—জনসাধারণের সঙ্গ বা সন্তানাদির সঙ্গ; **দেশঃ**—স্থান; **কালঃ**—সময়; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—এবং; **জন্ম**—জন্ম; **চ**—এবং; **ধ্যানম্**—ধ্যান; **মন্ত্রঃ**—মন্ত্রোচ্চারণ; **অথ**—এবং; **সংস্কারঃ**—শুদ্ধতা লাভের প্রক্রিয়া; **দশ**—দশ; **এতে**—এই সমস্ত; **গুণ**—প্রকৃতির গুণের; **হেতবঃ**—হেতু।

অনুবাদ

ধর্মশাস্ত্র, জল, নিজ সন্তানাদির সঙ্গ বা জনসাধারণের সঙ্গ, বিশেষ স্থান, কাল, কর্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্রোচ্চারণ এবং শুদ্ধতা লাভের প্রক্রিয়া অনুসারে প্রকৃতির গুণগুলি বিভিন্ন ভাবে প্রাধান্য লাভ করে।

তাৎপর্য

উল্লিখিত দশটি বিষয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গুণ রয়েছে। সেগুলিকে সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক রূপে বোঝা যায়। সাত্ত্বিক ধর্মশাস্ত্র, শুদ্ধ জল, সত্ত্বগুণসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে একটু বিচার-বুদ্ধি করে চললে আমরা সত্ত্বগুণ বর্ধন করতে পারি। এই দশটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি যদি প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণের দ্বারা কলুষিত থাকে, তবে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে তা এড়িয়ে চলা উচিত।

শ্লোক ৫

তত্তৎ সাত্ত্বিকমেবৈষাং যদ্ যদ্ বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে ।
নিন্দন্তি তামসং তত্তদ্ রাজসং তদুপেক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥

তৎ তৎ—সেই সমস্ত বস্তু; **সাত্ত্বিকম্**—সত্ত্বগুণে; **এব**—বস্তুত; **এষাম্**—দশটি বিষয়ের মধ্যে; **যৎ যৎ**—যা কিছুই; **বৃদ্ধাঃ**—অতীতের ঋষিগণ, যেমন-ব্যাসদেব, যাঁরা বৈদিক জ্ঞানে নিপুণ; **প্রচক্ষতে**—তারা প্রশংসা করে; **নিন্দন্তি**—নিন্দা করে; **তামসম্**—তমোগুণে; **তৎ তৎ**—সেই সমস্ত বস্তু; **রাজসম্**—রজোগুণে; **তৎ**—ঋষিদের দ্বারা; **উপেক্ষিতম্**—উপেক্ষিত, প্রশংসা বা উপহাস কোনটিই নয়।

অনুবাদ

যে দশটি বিষয় সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলেছি, সেগুলির মধ্যে যে সমস্ত ঋষিরা বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন তাঁরা, সাত্ত্বিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশংসা ও অনুমোদন করেছেন, তামসিক বিষয়গুলিকে উপহাস ও প্রত্যাখ্যান করেছেন, এবং রাজসিক বস্তুগুলিকে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন।

শ্লোক ৬

সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে ।
ততো ধর্মস্ততো জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনম্ ॥ ৬ ॥

সাত্ত্বিকানি—সাত্ত্বিক বস্তুসমূহ; **এব**—বস্তুত; **সেবেত**—অনুশীলনীয়; **পুমান্**—সেই ব্যক্তি; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **বিবৃদ্ধয়ে**—বর্ধন করতে; **ততঃ**—তা থেকে (সত্ত্বগুণ বর্ধন); **ধর্মঃ**—ধর্মপরায়ণ; **ততঃ**—তা থেকে (ধর্ম); **জ্ঞানম্**—জ্ঞান প্রকাশিত হয়; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **স্মৃতিঃ**—আত্মোপলব্ধি, নিজের স্বরূপ মনে রাখা; **অপোহনম্**—দূর করা (জড় দেহ ও মন নিয়ে মোহাচ্ছন্ন মিথ্যা পরিচয়)।

অনুবাদ

যতক্ষণ না আমরা প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞান লাভ করে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সৃষ্ট জড়দেহ আর মন দ্বারা মিথ্যা পরিচয় বিদূরিত করতে পারছি ততক্ষণই আমাদের সত্ত্বগুণের সমস্ত কিছু অনুশীলন করতে হবে। সত্ত্বগুণ বর্ধনের ফলে আমরা আপনা থেকেই ধর্মের উপলব্ধি এবং অনুশীলন করতে পারি। এইরূপ অনুশীলনের দ্বারা দিব্যজ্ঞান জাগ্রত হয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি সাত্ত্বিক আচরণ অনুশীলন করতে চান তাঁকে এই সমস্ত বিষয়গুলি অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। যে সমস্ত শাস্ত্র আনুষ্ঠানিকতা আর মন্ত্র শিখিয়ে জড় অজ্ঞতা বর্ধিত করবে সেগুলি নয়, তাঁকে সেই সমস্ত ধর্ম শাস্ত্র অনুশীলন করতে হবে, যেগুলি জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি আর মানসিক জল্পনা-কল্পনা থেকে অনাসক্ত করবে। এই ধরনের জড় শাস্ত্র পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি কোনও গুরুত্ব দেয় না, তাই সেগুলিকে নাস্তিক শাস্ত্র বলা যায়। তৃষ্ণা নিবারণ এবং স্নানাদির জন্য শুদ্ধ জল গ্রহণ করা উচিত। ভক্তদের ক্ষেত্রে পায়খানার জন্য সুগন্ধী জল, গন্ধদ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার মদ, যেগুলি হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে কলুষিত জল মাত্র, এসব ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত যাঁরা জড়জগৎ থেকে অনাসক্তি অনুশীলন করছেন, তাঁদেরই সঙ্গ করা, যারা জাগতিক ভাবে আসক্ত বা পাপাচারী, তাদের সঙ্গ নয়। যে সমস্ত স্থানে বৈষ্ণবরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন এবং আলোচনা করেন, সেই সমস্ত নির্জন স্থানে আমাদের বাস করা উচিত। ব্যস্ত রাজপথ, বাজার, ক্রীড়াঙ্গন এ সবের প্রতি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। সময়ের ব্যাপারে আমাদের উচিত ভোর চারটায় শয্যা ত্যাগ করা এবং সেই মঙ্গলময় ব্রাহ্মমুহূর্তকে কৃষ্ণভাবনা উন্নয়নে ব্যবহার করা। তদ্রূপ, অশুভ সময় যেমন—মধ্যরাত্রি, যখন ভূত-প্রেত আর অসুরেরা কার্যকরী হতে উৎসাহ পায়, সেই সময়গুলি আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। কর্ম সম্পর্কে, আমাদের কর্তব্যকর্ম করতে হবে, ভক্তজীবনের বিধিনিষেধগুলি পালন করতে হবে। আর আমাদের সর্বশক্তি পবিত্র উদ্দেশ্যে উপযোগ করতে হবে।

অনাবশ্যক বা জাগতিক কাজে সময় অপচয় করা যাবে না। সময় অপচয়ের জন্য আজকাল অনেক সংস্থা বেরিয়েছে। জন্মের ক্ষেত্রে, সত্ত্বগুণে আমরা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করার মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করতে পারি। আমরা যেন রজ ও তমোগুণ প্রভাবিত অনুমোদিত নয় এমন কোনও তান্ত্রিক বা ঐ ধরনের সংস্থা থেকে তথাকথিত পারমার্থিক জন্ম বা দীক্ষা গ্রহণ না করি। আমাদের উচিত পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা হিসাবে জেনে তাঁর ধ্যান করা। সেইভাবে আমাদের মহান ভক্ত এবং সাধু ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে ধ্যান-ধারণা করা উচিত। আমরা যেন কামুকী নারী আর হিংসুক মানুষের ধ্যান না করি। মন্ত্রের ব্যাপারে, আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করা উচিত, অন্য গান, শ্লোক, কবিতা বা মন্ত্র, যা জড় জগতের গুণগান করে সেগুলি নয়। আত্মশুদ্ধির জন্য শুদ্ধিকরণের পন্থা অবলম্বন করতে হবে, আমাদের জাগতিক গৃহের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা নয়।

যিনি সত্ত্বগুণ বর্ধন করবেন, তিনি অবশ্যই ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠবেন, আর তাতে আপনা থেকেই জ্ঞান লাভ হবে। জ্ঞান উন্মেষের ফলে আমরা নিত্য আত্মা এবং পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও উপলব্ধি করতে পারব। এইভাবে আত্মা জড়া প্রকৃতির গুণসৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহের কৃত্রিম ভার থেকে মুক্ত হয়। পারমার্থিক জ্ঞান জীবাত্মার আবরণকারী জড় উপাধি ভস্মীভূত করে এবং তার প্রকৃত, নিত্য জীবনের সূচনা করে।

শ্লোক ৭

বেণুসঙ্ঘর্ষজো বহ্নির্দগ্ধ্বা শাম্যতি তদ্বনম্ ।
এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

বেণু—বাঁশের; **সঙ্ঘর্ষ-জঃ**—ঘর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন; **বহ্নিঃ**—অগ্নি; **দগ্ধ্বা**—দগ্ধ; **শাম্যতি**—প্রশমিত; **তৎ**—বাঁশের; **বনম্**—বন; **এবম্**—এইভাবে; **গুণ**—প্রকৃতির গুণের; **ব্যত্যয়-জঃ**—মিথস্ক্রিয়া-জাত; **দেহঃ**—জড়দেহ; **শাম্যতি**—প্রশমিত হয়; **তৎ**—আগুনের মতো; **ক্রিয়ঃ**—একই ক্রিয়া করে।

অনুবাদ

বাঁশবনে বায়ু প্রবাহের ফলে সময় সময় বাঁশগুলি একত্রিত হয়ে ঘষা লাগে। এই ধরনের ঘর্ষণের ফলে দাবাগ্নির সৃষ্টি করে, যা তার উৎস বাঁশবনকেই নস্যাৎ করে। এইভাবে অগ্নি তার কর্মের ফলে আপনা থেকেই প্রশমিত হয়। তেমনই,

জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহ উৎপন্ন হয়। কেউ যখন তাঁর জড় দেহ ও মনকে জ্ঞান অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করেন, তখন তাঁর দেহের উৎস প্রকৃতির গুণের প্রভাবকে এই জ্ঞান বিনাশ করে। এইভাবে আগুনের মতো এই দেহ ও মন তাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে তাদের উৎসকেই ধ্বংস করে শান্ত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গুণব্যত্যয়জ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। *ব্যত্যয়* বলতে বোঝায় পরিবর্তন অথবা কোনও বস্তুকে তার স্বাভাবিক পর্যায়ে উপনীত করা। এই ব্যাপারে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *ব্যত্যয়* শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংস্কৃত সমার্থক শব্দ 'বৈষম্য' ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে অসমান বা অনুপযুক্ত বৈচিত্র্য। এইভাবে *গুণব্যত্যয়জ* শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, এই দেহটি অনিশ্চিত প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যা সর্বত্র বর্তমান এবং মাত্রা অনুসারে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত বিরোধ চলছে। সময় সময় একজন ভাল মানুষও রজোগুণ দ্বারা বিধ্বস্ত হন, এবং সময় সময় রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি সবকিছু ত্যাগ করে বিশ্রাম করতে চান। একজন অজ্ঞলোকও সময় সময় তার নীতিভ্রষ্ট জীবনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হতে পারে, আর রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি হয়তো তামসিক কুকর্ম করে বসতে পারে। জড়া প্রকৃতির মিথষ্ক্রিয়ার বিরোধের ফলে নিজের কর্মের জন্য জড় জগতে জীব একের পর এক দেহ ধারণ করে। যেমন বলা হয়—'বৈচিত্র্যই উপভোগের উৎস', তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণের বৈচিত্র্য জীবকে আশান্বিত করে যে, জড় পরিস্থিতির পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের দুঃখ ও হতাশা, সুখ ও সন্তুষ্টি প্রদান করবে। কিন্তু কেউ যদি আপেক্ষিক জড়সুখ লাভও করে, তা জড়া প্রকৃতির গুণের অনিবার্য প্রবাহে খুব সত্বর বিঘ্নিত হবে।

শ্লোক ৮

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বিদন্তি মর্ত্যা প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্ ।
তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ ॥ ৮ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **বিদন্তি**—তারা জানে; **মর্ত্যাঃ**—মানুষেরা; **প্রায়েণ**—সাধারণত; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় তর্পণ; **পদম্**—একটি পরিস্থিতি; **আপদাম্**—অনেক দুঃখজনক অবস্থার; **তথা অপি**—তবুও; **ভুঞ্জতে**—ভোগ করে; **কৃষ্ণ**—হে

কৃষ্ণ; তৎ—এইরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; কথম্—কিভাবে সম্ভব; শ্ব—কুকুর; খর—গাধা; অজ—এবং ছাগল; বৎ—মতো।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—প্রিয় কৃষ্ণ, মানুষ সাধারণত জানে, ভৌতিক জীবন ভবিষ্যতে মহা দুঃখ আনয়ন করে, তবুও তারা ভৌতিক জীবন উপভোগ করতে চায়। হে প্রভু, জ্ঞানী ব্যক্তি কীভাবে কুকুর, গাধা বা ছাগলের মতো আচরণ করতে পারে?

তাৎপর্য

ভৌতিক জগতে উপভোগের প্রধান বিষয় হচ্ছে যৌনসঙ্গ, অর্থ এবং মিথ্যা প্রতিপত্তি। বহু কষ্টেই এগুলি লাভ করা যায়, আর তা এক সময় শেষ হয়ে যায়। যে জড় সুখে মত্ত হয়, সে বর্তমানে কষ্ট পায় এবং ভবিষ্যতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। এইভাবে যে মানুষ এসব দেখেছেন, খুব ভাল ভাবে জানেন, তিনি কীভাবে কুকুর, গাধা আর ছাগলের মতো ভোগ করে চলতে পারেন? প্রায়ই দেখা যায় একটি কুকুর অন্য একটি কুকুরীর নিকট যৌনসঙ্গের জন্য আবেদন করে, কিন্তু কুকুরীটি হয়তো তার প্রতি আকৃষ্ট নয়। তাই তাকে দাঁত দেখাবে, ক্রোধে গর্জন করবে। এইভাবে সেই হতভাগা কুকুরটিকে সে মারাত্মকভাবে জখম করে ফেলবে বলে ভয় দেখায়। তবুও সে তার কাজ করেই চলে, চেষ্টা চালায় যদি সে একটু যৌনসুখ পায়। অনেক সময় কুকুরটি জানে, কোথাও কোন খাদ্যবস্তু আছে, ওর সেখানে যাওয়া উচিত নয়, তা পেতে গিয়ে সে প্রহৃত হতে পারে বা তাকে গুলি করতেও পারে, তবুও সে সেই ঝুঁকি নেয়। গর্দভ গর্দভীর প্রতি খুবই আকৃষ্ট, কিন্তু গর্দভী তাকে প্রায়ই লাথি মারে। তেমনই গাধার মালিক তাকে এক মুঠো ঘাস দেয়, যা সেই হতভাগা গাধা যে কোনও স্থানে পেতে পারে, তারপর ওকে বিরাট এক বোঝা চাপিয়ে দেয়। সাধারণত জবাই করার জন্যই ছাগল পোষা হয়। এমনকি যখন ওকে জবাই করার জন্য কষাইখানায় আনা হয় তখনও সে যৌন আনন্দ লাভের জন্য নির্লজ্জের মতো ছাগীর পিছন পিছন ধাওয়া করে। এইভাবে গুলি বিদ্ধ হতে পারে, কামড় খেতে পারে, প্রহৃত হতে পারে বা জবাই হওয়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও পশুরা বোকার মতো ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি ধাবিত হয়। একজন শিক্ষিত মানুষ কীভাবে এই ধরনের ঘৃণ্য জীবন পথ অবলম্বন করতে পারে, তার ফল তো বাস্তবে সেই পশুর মতোই? সত্ত্বগুণে আচরণ করার মাধ্যমে যদি আমাদের জীবন সুখময়, জ্ঞানময় এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হয় তবে কেন মানুষ রজ আর তমোগুণের আচরণ করবে? এটিই উদ্ধবের প্রশ্ন।

শ্লোক ৯-১০

শ্রীভগবানুবাচ

অহমিত্যন্যথাবুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি ।
উৎসর্পতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ ॥ ৯ ॥
রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ ।
ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্ দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্মতেঃ ॥ ১০ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অহম্**—জড় দেহ আর মন নিয়ে মিথ্যা পরিচিতি; **ইতি**—এইভাবে; **অন্যথা-বুদ্ধিঃ**—মায়াময় জ্ঞান; **প্রমত্তস্য**—যে প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, তার; **যথা**—সেই অনুসারে; **হৃদি**—মনের মধ্যে; **উৎসর্পতি**—উৎপন্ন হয়; **রজঃ**—রজোগুণ; **ঘোরম্**—যা ভয়ঙ্কর ক্লেশ আনয়ন করে; **ততঃ**—তারপর; **বৈকারিকম্**—(মূলতঃ) সত্ত্বগুণে; **মনঃ**—মন; **রজঃ**—রজোগুণে; **যুক্তস্য**—নিযুক্তের; **মনসঃ**—মনের; **সঙ্কল্পঃ**—জড় সঙ্কল্প; **স-বিকল্পকঃ**—বৈচিত্র্য এবং বিকল্প সহ; **ততঃ**—তা থেকে; **কামঃ**—পূর্ণমাত্রায় জড় বাসনা; **গুণ**—প্রকৃতির গুণে; **ধ্যানাৎ**—ধ্যান থেকে; **দুঃসহঃ**—দুঃসহ; **স্যাৎ**—তেমনই; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **দুর্মতেঃ**—মূর্খ লোকের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, বুদ্ধিহীন মানুষ প্রথমেই অনর্থক নিজেকে দেহ আর মন বলে মনে করে। যখন তার চেতনায় এইরূপ অজ্ঞানতার উদয় হয় তখন মহা দুঃখের কারণ স্বরূপ জাগতিক রজোগুণ মনকে আচ্ছন্ন করে। যদিও স্বভাবত মন সত্ত্বগুণে থাকার কথা। তারপর রজোগুণ দ্বারা কলুষিত মন জাগতিক উন্নতির জন্য বহু পরিকল্পনা করে আর তা পরিবর্তন করতে মগ্ন হয়। এইভাবে প্রতিনিয়ত জড়া প্রকৃতির গুণের কথা চিন্তা করতে করতে মূর্খ মানুষ অসহ্য জাগতিক বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়।

তাৎপর্য

যারা জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে চেষ্টা করছে, তারা প্রকৃত বুদ্ধিমান নয়, যদিও তারা নিজেদেরকে সব থেকে বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে করে। যদিও এই সমস্ত মূর্খ লোকেরা নিজেরাই বহু গ্রন্থ, সংগীত, সংবাদপত্র, দূরদর্শনের কার্যক্রম, পৌর সমিতি প্রভৃতিতে জড় জীবনের ক্লেশের সমালোচনা করে, তবুও তারা সেই জীবনধারা থেকে এক মুহূর্তও বিরত হতে পারে না। মায়ার বন্ধনে কীভাবে তারা অসহায় ভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

জড়বাদী মানুষেরা সর্বদা চিন্তা করে, "আহা, কি সুন্দর বাড়িটি। আমরা যদি ঐ বাড়িটি কিনতে পারতাম" অথবা "কি সুন্দর যুবতীটি। ওকে স্পর্শ করতে পারলে হতো" অথবা "কি শক্তিশালী পদ। ঐ পদটি অধিকার করতে পারলে ভাল হতো" ইত্যাদি। *সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ* শব্দগুলিতে বোঝায়, জড়বাদীরা তাদের জড়সুখ বর্ধনের জন্য সর্বদা নতুন নতুন পরিকল্পনা করে অথবা তার পুরাতন পরিকল্পনাগুলির উৎকর্ষ সাধন করে। অবশ্যই যখন তারা একটু প্রকৃতিস্থ থাকে, তারা স্বীকার করে জড় জীবন দুঃখময়। সাংখ্য দর্শনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মন সৃষ্টি হয়েছে সত্ত্বগুণ থেকে, আর স্বাভাবিক মনের শান্ত পরিস্থিতিটি হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম। মনের এই অবস্থায় কোনও উপদ্রব, হতাশা বা বিভ্রান্তি থাকে না। কৃত্রিমভাবে, এই মনকে রজোগুণ আর তমোগুণের নিম্ন পর্যায়ে টেনে নামানো হয়, এইভাবে মানুষ কখনই সন্তুষ্ট হয় না।

শ্লোক ১১

করোতি কামবশগঃ কর্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
দুঃখোদর্কাণি সম্পশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ ॥ ১১ ॥

করোতি—সম্পাদন করে; **কাম**—জড় বাসনার; **বশ**—নিয়ন্ত্রণাধীনে; **গঃ**—গমন করলে; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **অবিজিত**—অনিয়ন্ত্রিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—যার ইন্দ্রিয়; **দুঃখ**—দুঃখ; **উদর্কাণি**—ভবিষ্যৎ ফল রূপে আনয়ন করে; **সম্পশ্যন্**—স্পষ্টরূপে দর্শন করে; **রজঃ**—রজোগুণের; **বেগ**—বেগের দ্বারা; **বিমোহিতঃ**—বিমোহিত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি জড় ইন্দ্রিয় সংযম করে না, সে কাম বাসনার বশীভূত হয় আর প্রবল রজোগুণের তাড়নায় বিমোহিত হয়। এই ধরনের লোকেরা অন্তিম ফল দুঃখময় হবে জেনেও জড় কর্ম করে চলে।

শ্লোক ১২

রজস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ ।
অতন্দ্রিতো মনো যুঞ্জন্ দোষদৃষ্টির্ন সজ্জতে ॥ ১২ ॥

রজঃ-তমোভ্যাম্—রজ এবং তমোগুণের দ্বারা; **যৎ অপি**—যদিও; **বিদ্বান্**—বিদ্বান ব্যক্তি; **বিক্ষিপ্ত**—বিমোহিত; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **পুনঃ**—পুনরায়; **অতন্দ্রিতঃ**—যত্ন সহকারে; **মনঃ**—মন; **যুঞ্জন্**—নিয়োজিত করে; **দোষ**—জড় আসক্তির কলুষ; **দৃষ্টিঃ**—স্পষ্টরূপে দর্শন করা; **ন**—না; **সজ্জতে**—আসক্ত হয়।

অনুবাদ

রজ ও তমোগুণ দ্বারা বুদ্ধি বিমোহিত হলেও বিদ্বান ব্যক্তির কর্তব্য সাবধানতার সঙ্গে মনকে সংযত করা। প্রকৃতির গুণের কলুষ স্পষ্টরূপে দর্শন করে, তিনি আসক্ত হন না।

শ্লোক ১৩

অপ্রমত্তোঽনুযুঞ্জীত মনো ময্যর্পয়ঞ্ছনৈঃ ।
অনির্বিণ্ণো যথাকালং জিতশ্বাসো জিতাসনঃ ॥ ১৩ ॥

অপ্রমত্তঃ—মনোযোগী ও গম্ভীর; **অনুযুঞ্জীত**—নিবিষ্ট করা উচিত; **মনঃ**—মন; **ময়িঃ**—আমাতে; **অর্পয়ন্**—অর্পণ করে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **অনির্বিণ্ণঃ**—অলস বা বিষণ্ণ না হয়ে; **যথাকালম্**—কমপক্ষে ত্রিসন্ধ্যা (সকাল, দুপুর ও সূর্যাস্ত); **জিত**—জয় করে; **শ্বাসঃ**—শ্বাস-প্রশ্বাসের পদ্ধতি; **জিত**—জয় করে; **আসনঃ**—আসন-পদ্ধতি।

অনুবাদ

তাঁকে হতে হবে মনোযোগী ও গম্ভীর আর তিনি কখনও অলস বা বিষণ্ণ হবেন না। জিত শ্বাস ও জিত আসন হয়ে যোগ-পদ্ধতির মাধ্যমে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় মনকে আমাতে প্রবিষ্ট হতে অভ্যাস করতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে নিমগ্ন করতে হবে।

শ্লোক ১৪

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ ।
সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥ ১৪ ॥

এতাবান্—বস্তুতঃ এই; **যোগঃ**—যোগপদ্ধতি; **আদিষ্টঃ**—আদিষ্ট; **মৎ-শিষ্যৈঃ**—আমার ভক্তদের দ্বারা; **সনক-আদিভিঃ**—সনকাদি; **সর্বতঃ**—সমস্ত দিক থেকে; **মনঃ**—মন; **আকৃষ্য**—উঠিয়ে এনে; **ময়ি**—আমাতে; **অদ্ধা**—সরাসরি; **আবেশ্যতে**—আবিষ্ট; **যথা**—সেই অনুসারে।

অনুবাদ

সনকাদি আমার ভক্তরা যে যোগ পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করেছে তা হচ্ছে শুধু মাত্র অন্য সমস্ত বিষয় থেকে মনকে বিরত করে, প্রত্যক্ষ এবং যথোপযুক্ত ভাবে আমাতে নিবিষ্ট করা।

তাৎপর্য

যথা (সেই অনুসারে বা সুষ্ঠুভাবে) শব্দটি বোঝায়, আমাদের উচিত উদ্ধবের মতো প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর যথার্থ প্রতিনিধির নিকট থেকে শ্রবণ করে সরাসরি (*অঞ্জ*) ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা।

শ্লোক ১৫

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব ।
যোগমাদিষ্টবানেতদ্ রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যদা**—যখন; **ত্বম্**—তুমি; **সনক-আদিভ্যঃ**—সনকাদিকে; **যেন**—যার দ্বারা; **রূপেণ**—রূপ; **কেশব**—প্রিয় কেশব; **যোগম্**—পরম সত্যে মন নিবিষ্ট করার পদ্ধতি; **আদিষ্টবান্**—তুমি আদেশ করেছ; **এতৎ**—সেই; **রূপম্**—রূপ; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **বেদিতুম্**—জানতে।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—প্রিয় কেশব, কখন এবং কী রূপে তুমি সনকাদি ভ্রাতৃগণকে যোগ পদ্ধতির বিজ্ঞান উপদেশ করেছিলে? এই সমস্ত বিষয় আমি এখন জানতে আগ্রহী।

শ্লোক ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

পুত্রা হিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ ।
পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মাং যোগস্যৈকান্তিকীং গতিম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **পুত্রাঃ**—পুত্ররা; **হিরণ্য-গর্ভস্য**—শ্রীব্রহ্মার; **মানসাঃ**—মন থেকে জাত; **সনক-আদয়ঃ**—সনকাদি ঋষিগণ; **পপ্রচ্ছুঃ**—জিজ্ঞাসা করেন; **পিতরম্**—তাঁদের পিতার নিকট (ব্রহ্মা); **সূক্ষ্মাম্**—সূক্ষ্ম, তাই বোঝা কঠিন; **যোগস্য**—যোগ-বিজ্ঞানের; **একান্তিকীম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন—একদা শ্রীব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ, তাদের পিতার নিকট যোগ পদ্ধতির পরম গতি বিষয়ক কঠিন প্রশ্ন করে।

শ্লোক ১৭

সনকাদয় ঊচুঃ

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো ।
কথমন্যোন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ ॥ ১৭ ॥

সনক-আদয়ঃ ঊচুঃ—সনকাদি ঋষিগণ বললেন; **গুণেষু**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর মধ্যে; **আবিশতে**—প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ করে; **চেতঃ**—মন; **গুণাঃ**—ইন্দ্রিয় বিষয়; **চেতসি**—মনের মধ্যে; **চ**—ও (প্রবেশ); **প্রভো**—হে প্রভু; **কথম্**—পদ্ধতি কী; **অন্যোন্য**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ও মনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক; **সংত্যাগঃ**—বৈরাগ্য; **মুমুক্ষোঃ**—মুক্তিকামীর; **অতিতিতীর্ষোঃ**—যিনি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা থেকে মুক্ত হতে চান।

অনুবাদ

সনকাদি ঋষিগণ বললেন—হে প্রভু, মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট, আর সেইভাবে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুগুলি কামনা রূপে মনের মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুক্তিকামী, যিনি ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রিয়া-কলাপ থেকে মুক্ত হতে চান, তিনি কীভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু আর মনের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা ধ্বংস করবেন? কৃপা করে এ বিষয়ে আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, আত্মা যতক্ষণ বদ্ধদশায় থাকে, তাদের নিকট জড়া প্রকৃতির গুণগুলি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুরূপে প্রকাশিত হয়ে মনকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করে। এদের দ্বারা উপদ্রুত হয়ে জীব জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি লাভে বঞ্চিত হয়।

শ্লোক ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

এবং পৃষ্টো মহাদেবঃ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ ।
ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কর্মধীঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমপুরুষ ভগবান বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **মহা-দেবঃ**—মহাদেব ব্রহ্মা; **স্বয়ম্-ভূঃ**—জাগতিক জন্মরহিত (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীর থেকে প্রত্যক্ষভাবে জাত); **ভূত**—সমস্ত বদ্ধ জীবের; **ভাবনঃ**—স্রষ্টা (তাদের বদ্ধ জীবনের); **ধ্যায়মানঃ**—গভীরভাবে বিবেচনা করছেন; **প্রশ্ন**—প্রশ্নের; **বীজম্**—যথার্থ সত্য; **ন অভ্যপদ্যত**—পৌঁছায়নি; **কর্ম-ধীঃ**—তাঁর নিজের সৃষ্টিকার্যের দ্বারা বিভ্রান্তবুদ্ধি।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি ভগবানের দেহ থেকে সরাসরিভাবে উৎপন্ন হয়েছেন এবং যিনি এই জড় জগতের সমস্ত জীবের স্রষ্টা, দেবশ্রেষ্ঠ, তিনি তাঁর সনকাদি পুত্রগণের প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করলেন। তাঁর নিজের সৃষ্টিকার্যের দ্বারা তখন শ্রীব্রহ্মার বুদ্ধি প্রভাবিত হয়েছিল, আর এইভাবে তিনি এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর নির্ণয় করতে পারেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধ থেকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। নবম অধ্যায়ের ৩২তম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে ভগবানের যথার্থ রূপ, গুণ এবং ক্রিয়া-কলাপের উপলব্ধ জ্ঞান প্রদান করে আশীর্বাদ প্রদান করেছেন। নবম অধ্যায়ের ৩৭তম শ্লোকে, ভগবান শ্রীব্রহ্মাকে তাঁর আদেশ কঠোরভাবে পালন করতে আদেশ করেছেন এবং সুনিশ্চিত করেছেন যে, ব্রহ্মাজী তাঁর মহাজাগতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কখনও বিভ্রান্ত হবেন না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩৪ তম শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা তাঁর পুত্র নারদকে সুনিশ্চিত করেছেন, "হে নারদ, যেহেতু আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্ম অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে ধারণ করেছি, তাই আমি যা কিছু বলি, তা কখনোই মিথ্যা হয় না। আমার মনের প্রগতিও কখনও অবরুদ্ধ হয় না এবং আমার ইন্দ্রিয়সমূহ কখনও বিষয়ের অনিত্য আসক্তিতে অধঃপতিত হয় না।"

একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বর্তমান শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করছেন যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টিকার্যে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এর মাধ্যমে ভগবান তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত সমস্ত প্রতিনিধিদের নিকট এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করছেন। ভগবানের দিব্য সেবায় আমরা হয়তো অনেক উঁচুপদে উন্নীত হতে পারি, তবুও যে কোনও মুহূর্তে মিথ্যা গর্ব আমাদের ভক্তিযুক্ত মনকে কলুষিত করে বিপদগ্রস্ত করতে পারে।

শ্লোক ১৯

স মামচিন্তয়দ্ দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া ।
তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি (শ্রীব্রহ্মা); **মাম্**—আমাকে; **অচিন্তয়ৎ**—স্মরণ করেছিলেন; **দেবঃ**—আদিদেব; **প্রশ্ন**—প্রশ্নের; **পার**—অন্ত, সিদ্ধান্ত (উত্তর); **তিতীর্ষয়া**—উপনীত হওয়ার বাসনায়, বুঝতে; **তস্য**—তাঁর প্রতি; **অহম্**—আমি; **হংস-রূপেণ**—আমার হংসরূপে; **সকাশম্**—দৃশ্যমান; **অগমম্**—হয়েছিল; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা জানতে চেয়েছিলেন, যে প্রশ্নগুলি তাঁর মনকে বিভ্রান্ত করছে তার উত্তর, তাই তিনি তাঁর মন আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট করেন। সেই সময় শ্রীব্রহ্মার নিকট আমি হংসরূপে দৃশ্যমান হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

হংস মানে "রাজহাঁস", আর রাজহাঁসের বিশেষ ক্ষমতা হচ্ছে দুধ আর জলের মিশ্রণকে পৃথক করা, দুধের ঘন সারাংশটি বের করে নেওয়া। তদ্রূপ, জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে শ্রীব্রহ্মার শুদ্ধ চেতনাকে পৃথক করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন হংস বা রাজহাঁস রূপে।

শ্লোক ২০

দৃষ্ট্বা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্ ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছুঃ কো ভবানিতি ॥ ২০ ॥

দৃষ্ট্বা—এইরূপে দর্শন করে; **মাম্**—আমাকে; **তে**—তারা (ঋষিরা); **উপব্রজ্য**—উপনীত হয়ে; **কৃত্বা**—নিবেদন; **পাদ**—পাদপদ্মে; **অভিবন্দনম্**—প্রণতি; **ব্রহ্মাণম্**—শ্রীব্রহ্মা; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **কৃত্বা**—রেখে; **পপ্রচ্ছুঃ**—তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন; **কঃ ভবান্**—"প্রভু, আপনি কে?"; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

এইভাবে আমাকে দর্শন করে, ব্রহ্মাকে অগ্রভাগে নিয়ে ঋষিগণ আমার নিকট এসে আমার পাদপদ্ম বন্দনা করে। তারপর তারা সরলভাবে প্রশ্ন করে, "আপনি কে?"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, "ঋষিদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় ব্রহ্মা তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট করেন। ভগবান তখন হংসরূপ পরিগ্রহ করে ব্রহ্মা ও ঋষিদের সম্মুখে আবির্ভূত হন। তাঁরা তখন ভগবানের বিশেষ পরিচিতির জন্য অনুসন্ধান করেন।

শ্লোক ২১

ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্টস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা ।
যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্ধব নিবোধ মে ॥ ২১ ॥

ইতি—এইভাবে; **অহম্**—আমি; **মুনিভিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **তত্ত্ব**—যোগের পরম লক্ষ্য সম্পর্কে; **জিজ্ঞাসুভিঃ**—জিজ্ঞাসুদের দ্বারা; **তদা**—তখন; **যৎ**—যা; **অবোচম্**—বলেছিলাম; **অহম্**—আমি; **তেভ্যঃ**—তাদের প্রতি; **তৎ**—সেই; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **নিবোধ**—জেনে রাখ; **মে**—আমা থেকে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, যোগপদ্ধতির পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়ে, ঋষিরা আমার কাছে এইভাবে জিজ্ঞাসা করে। ঋষিদের কাছে যা বলেছিলাম, আমি তা ব্যাখ্যা করছি এখন তুমি তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ২২

বস্তুনো যদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ ।
কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥

বস্তুনঃ—বাস্তব সত্যের; **যদি**—যদি; **অনানাত্বে**—পৃথক সত্তা বিহীনতার ধারণায়; **আত্মনঃ**—জীবাত্মার; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **ঈদৃশঃ**—এইরূপ; **কথম্**—কিভাবে; **ঘটেত**—এটাকি সম্ভব বা উপযুক্ত; **বঃ**—যারা জিজ্ঞাসা করছ, তোমাদের; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **বক্তুঃ**—বক্তার; **বা**—অথবা; **মে**—আমার; **কঃ**—কী; **আশ্রয়ঃ**—প্রকৃত অবস্থা বা বিশ্রাম স্থল।

অনুবাদ

প্রিয় ব্রাহ্মণগণ, আমায় যখন জিজ্ঞাসা করছ আমি কে, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমিও জীবাত্মা, আর সর্বোপরি আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই—যেহেতু সমস্ত আত্মাই সর্বোপরি পৃথক সত্তা বিহীন—তাহলে তোমাদের প্রশ্ন করা কীভাবে সম্ভব বা যথোপযুক্ত? সর্বোপরি, তোমাদের এবং আমার উভয়েরই প্রকৃত পরিস্থিতি বা বিশ্রাম-স্থল কী?

তাৎপর্য

আশ্রয় কথাটির অর্থ "বিশ্রামস্থল" বা "আশ্রয়"। শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন হচ্ছে, "আমাদের প্রকৃত বিশ্রামস্থল বা আশ্রয় কী? অর্থাৎ "আমাদের সর্বোপরি স্বভাব বা স্বরূপটি কী? এর কারণ হচ্ছে, স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত কেউই বিশ্রাম করতে বা সন্তুষ্ট হতে পারে না। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কেউ হয়তো সারা বিশ্ব ভ্রমণ করল, কিন্তু সর্বশেষে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করে সে সন্তুষ্ট হয়। তেমনই, একটি ক্রন্দনরত শিশু, তার নিজের মায়ের আলিঙ্গনেই কেবল সন্তুষ্ট হয়। ভগবান তাঁর নিজের এবং ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় বা বিশ্রামস্থল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে প্রতিটি জীবের নিত্য স্বরূপ সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণও যদি জীব পর্যায়েরই হতেন, আর যদি শ্রীকৃষ্ণসহ জীবেরা সকলেই সমান হতেন, তাহলে একটি জীব জিজ্ঞাসা করবে আর অন্যটি তার উত্তর দেওয়ার কোনও গভীর উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। যিনি উন্নততর পর্যায়ে রয়েছেন তিনিই কেবল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অর্থবহ উত্তর প্রদান করতে পারেন। কেউ হয়তো তর্ক করতে পারেন যে, একজন সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি তো জীব পর্যায়েরই। উত্তর হচ্ছে, সদ্‌গুরু নিজে থেকেই উত্তর দেন না, বরং পরমেশ্বর ভগবান, যিনি বিষ্ণু পর্যায়ের, তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি তা করেন। কোনও তথাকথিত গুরু, জীবাত্মা যখন তার নিজের উপর ভরসা করে উত্তর দেয়, তা কোনও কাজের নয়; সে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অর্থবহ উত্তর প্রদান করতে অসমর্থ। এইভাবে ঋষিদের প্রশ্ন *কো ভবান্* ("আপনি কে?") সূচীত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন একজন চিরন্তন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আবার ব্রহ্মা সহ ঋষিগণ যেহেতু প্রণাম জানিয়েছেন, এবং ভগবানের পূজা করেছেন, এ থেকে বুঝতে হবে যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব, একমাত্র ভগবান ব্যতীত কাউকেই পূজ্য বলে গ্রহণ করতে পারেননি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, যোগের পরম সিদ্ধি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা, যা ঋষিগণ জানতে চাইছিলেন। দিব্যজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হলে, জড় মন ও জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক স্বাভাবিক আকর্ষণ আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। চিন্ময় স্তরের মন জড় ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এইভাবে মনকে দিব্যস্তরে উপনীত করলে বদ্ধদশা আপনা থেকেই শিথিল হয়ে যায়। ঋষিদের প্রশ্নের যথার্থতার মূল্যায়ন করে ভগবান গুরুর পদ অধিকার করেছেন এবং মূল্যবান উপদেশ প্রদান করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমাদের কখনও সদ্‌গুরুর প্রতি হিংসা করা উচিত নয়, বিশেষতঃ, যেমন হংসাবতার, ব্রহ্মা সহ সনকাদি ঋষিগণকে উপদেশ দিচ্ছেন, এইরূপ ক্ষেত্রে গুরুদেব হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ২৩

পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ ॥ ২৩ ॥

পঞ্চ—পাঁচটি উপাদানের; **আত্মকেষু**—গঠিত; **ভূতেষু**—এইভাবে রয়েছে; **সমানেষু**—এক হওয়ায়; **চ**—এবং; **বস্তুতঃ**—বস্তুত; **কঃ**—কে; **ভবান্**—আপনি; **ইতি**—এইভাবে; **বঃ**—তোমাদের; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **বাচা**—শুধু বাক্যের দ্বারা; **আরম্ভঃ**—এইরূপ প্রচেষ্টা; **হি**—অবশ্যই; **অনর্থকঃ**—বাস্তব অর্থ বা উদ্দেশ্য বিহীন।

অনুবাদ

"আপনি কে?" আমাকে এই প্রশ্ন করার মাধ্যমে তোমরা যদি জড় দেহটিকে বোঝাও, তাহলে আমি বলব যে, সমস্ত জড় দেহই ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটি উপাদানে তৈরী। তাহলে, তোমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল "এই পাঁচটি আপনারা কে?" তোমরা যদি মনে কর সমস্ত জড় শরীর সর্বোপরি এক, বস্তুতঃ একই উপাদানে গঠিত, তা হলেও তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। কেননা একটি দেহ থেকে অপরটিকে ভিন্ন দেখার কোনও গভীর উদ্দেশ্য থাকে না। এইভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় মনে হচ্ছে, তোমাদের কথার কোনও প্রকৃত অর্থ বা উদ্দেশ্য নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"পূর্বের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন যে, ঋষিরা যদি নির্বিশেষ দর্শন গ্রহণ করেন, সমস্ত জীবেরাই সর্বোপরি সবদিক থেকে এক, তাহলেও তাঁদের প্রশ্ন 'আপনি কে?' অনর্থক। কেননা একটি জীবের প্রকাশ থেকে অন্য একটি জীবের ভিন্নতার কোনও দার্শনিক ভিত্তি থাকে না। এই শ্লোকে ভগবান পাঁচটি উপাদানে গঠিত জড় দেহের মিথ্যা পরিচয় প্রদানকে খণ্ডন করেছেন। ঋষিগণ যদি দেহকে আত্মা হিসাবে ধরেন, তা হলে তাঁদের প্রশ্ন অর্থহীন, কেননা তাঁদের প্রশ্ন করা উচিত ছিল 'পাঁচটি আপনারা কে?' যদি ঋষিগণ উত্তর দিতেন যে, যদিও দেহ প্রাথমিকভাবে পাঁচটি উপাদানে গঠিত, আর তা থেকে একটি অনুপম বস্তু তৈরী হয়, তাহলে ভগবান *সমানেষু চ বস্তুষু* কথাটির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তার উত্তর প্রদান করেছেন। মানুষ, দেবতা, পশু ইত্যাদি সকলের শরীরই সেই পাঁচটি উপাদানে গঠিত, সেগুলি বস্তুত একই। সুতরাং 'আপনি কে?' প্রশ্নটি প্রকৃতই অর্থহীন। এইভাবে সমস্ত জীবেরা সর্বোপরি একই অথবা সমস্ত জীবেরাই তাদের জড় দেহ থেকে অভিন্ন, এই দুটি মতবাদের যে কোনও একটিকে গ্রহণ করলেও ঋষিদের প্রশ্ন উভয় ক্ষেত্রেই অনর্থক।

"ঋষিগণ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন, এমনকি বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যেও সাধারণত দেখা যায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হয় ও তার উত্তর প্রদান করা হয়। ঋষিগণ বলতে পারতেন যে, এই শ্লোকে যেমন দেখানো হয়েছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *বিপ্রাঃ*, 'হে বিপ্রগণ', এবং *বঃ*, বা তোমার (প্রশ্ন) কথাগুলির মাধ্যমে তাঁদের মধ্যেও পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। এইভাবে দেখা যায় যে, ভগবানও প্রশ্নোত্তরের সাধারণ রীতি মেনে নিয়েছেন। এই যুক্তির উত্তর প্রদান করতে ভগবান বলছেন, *বাচারম্ভো হি অনর্থকঃ*। ভগবান বলছেন, আমরা যদি সর্বোপরি পৃথক

না হই, তবে তোমাদেরকে হে বিপ্রগণ বলে সম্বোধন করা কেবল মাত্র কিছু শব্দ বিন্যাসই বোঝাতো। তোমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে এসেছ, তার খুব সামান্যই আমি আলোচনা করেছি। সুতরাং আমরা যদি সর্বোপরি এক হই, আমার উক্তি এবং তোমাদের প্রশ্ন কোনওটিরই বাস্তব অর্থ নেই। তাই আমার কাছে তোমাদের প্রশ্ন থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, তোমরা বাস্তবে ততটা বুদ্ধিমান নও। তা হলে, তোমরা কেন পরম জ্ঞানের অনুসন্ধান করছ? তোমরা কি কিং কর্তব্যবিমূঢ় নও?"

এইক্ষেত্রে শ্রীল মধ্বাচার্য বলছেন যে, ঋষিদের প্রশ্ন যথোপযুক্ত ছিল না, কেননা তাঁরা ইতিমধ্যেই দেখছেন যে তাঁদের পিতা ব্রহ্মা ভগবান হংসের পাদপদ্ম বন্দনা করছেন। তাঁদের পিতা এবং গুরু যখন ভগবান হংসের বন্দনা করছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁদের ভগবানের অবস্থান সম্বন্ধে উপলব্ধি করা উচিত ছিল। সেই জন্যই তাঁদের প্রশ্ন ছিল অনর্থক।

শ্লোক ২৪

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥ ২৪ ॥

মনসা—মনের দ্বারা; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টির দ্বারা; **গৃহ্যতে**—অনুভূত এবং তা গৃহীত; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অপি**—এমনকি; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়; **অহম্**—আমি; **এব**—বাস্তবে; **ন**—না; **মত্তঃ**—আমি ছাড়া; **অন্যৎ**—অন্য কোনও কিছু; **ইতি**—এইভাবে; **বুধ্যধ্বম্**—তোমাদের সকলের বোঝা উচিত; **অঞ্জসা**—ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের দ্বারা।

অনুবাদ

এই জগতে মন, বাক্য, চক্ষু বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভূত হয় তা সবই আমি। আমি ছাড়া কিছুই নেই। তোমরা সকলে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের দ্বারা উপলব্ধি কর।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, ঋষিগণ যদি মনে করেন সব জীবই এক, অথবা যদি তাঁরা মনে করেন জীব আর তার দেহ একই, তবে তাঁদের প্রশ্ন "আপনি কে?" অনুপযুক্ত। এখন তিনিই যে পরমেশ্বর ভগবান, সবার থেকে অনেক উর্ধ্বে আর এজগতের সব কিছু থেকে ভিন্ন, এই ধারণা খণ্ডন করছেন। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিকগণ প্রচার করে থাকে যে, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করে

অবসর গ্রহণ করেছেন বা চলে গিয়েছেন। তাদের মত অনুসারে, এ জগতের সঙ্গে ভগবানের তেমন কোনও নির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই, আর মানুষের ক্রিয়াকলাপে তিনি হস্তক্ষেপও করেন না। সর্বোপরি ওরা দাবি করে ভগবান এত মহান যে, তাঁকে জানা যায় না। সুতরাং ভগবানকে জানার চেষ্টা করে কারও সময় অপচয় করা উচিত নয়। এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, যেহেতু সব কিছুই ভগবানের শক্তির প্রকাশ, তিনি কোন কিছু থেকেই ভিন্ন নন। পরমেশ্বর ভগবান থেকে পৃথকভাবে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই সব কিছুই ভগবানের প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান, যদিও কিছু প্রকাশ উন্নততর আর কিছু নিকৃষ্ট পর্যায়ের। ভগবান বিভিন্ন প্রকারে ঋষিদের প্রশ্নের মধ্যে বিরোধ প্রদর্শন করে ঋষিদের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করছেন। যদিও তিনি পরমেশ্বর, তবুও তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন নন; তাহলে আর "আপনি কে?" প্রশ্নের অর্থ কি হল? আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, ভগবান পারমার্থিক জ্ঞানের গভীর আলোচনার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

শ্লোক ২৫

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

গুণেষু—ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুতে; **আবিশতে**—প্রবেশ করে; **চেতঃ**—মন; **গুণাঃ**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সকল; **চেতসি**—মনে; **চ**—ও (প্রবেশ); **প্রজাঃ**—প্রিয় পুত্রগণ; **জীবস্য**—জীবের; **দেহঃ**—বাহ্যদেহ, যা উপাধিরূপে অবস্থিত; **উভয়ম্**—উভয়েই; **গুণাঃ**—ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তু; **চেতঃ**—মন; **মৎ-আত্মনঃ**—পরমাত্মারূপে আমাকে লাভ করে।

অনুবাদ

প্রিয় পুত্রগণ, মনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে প্রবেশ করার, আর সেইভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সমূহ প্রবেশ করে মনে। কিন্তু আত্মাকে আবৃতকারী জড় মন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু উভয়ই আমার অংশ আত্মার উপাধিমাত্র।

তাৎপর্য

হংস অবতাররূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মার পুত্রগণের (আপনি কে?) সরল প্রশ্নের মধ্যে বিরোধ প্রদর্শনের অছিলায় বাস্তবে তিনি ঋষিগণকে পূর্ণাঙ্গ পারমার্থিক জ্ঞান শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তবে প্রথমে তাঁদের জীবনের দুটি ভুল ধারণা দূর

করার পরেই তা করলেন। সেগুলি হচ্ছে—সমস্ত জীবেরা সর্বতোভাবে এক এবং জীব ও তার বাহ্য বা সূক্ষ্মদেহ একই। যে কঠিন প্রশ্নগুলি এমনকি শ্রীব্রহ্মাকেও বিভ্রান্ত করেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন তার উত্তর প্রদান করছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে ব্রহ্মার পুত্রগণ এইভাবে চিন্তা করছিলেন—"আমাদের প্রিয় ভগবান,.এটাই যদি বাস্তব সত্য হয় যে, আমরা বুদ্ধিহীন, আপনি তো বলেছেন যে, আপনিই বাস্তবে সবকিছু, যেহেতু সবকিছুই আপনার শক্তির প্রকাশ। তা হলে মন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সমূহও আপনিই, আর সেটিই আমাদের প্রশ্নের আলোচ্য বিষয়। জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলি সর্বদা মনের কার্যক্রমের মধ্যে প্রবেশ করে, আর সেইভাবে মন সর্বদা জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসমূহে প্রবেশ করে। এইভাবে এই পদ্ধতি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করাই ঠিক হবে, যাতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলি আর মনে প্রবেশ করবে না আর মনও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসমূহে প্রবেশ করবে না। আপনি কৃপাপরবশ হয়ে উত্তর প্রদান করুন।" ভগবান এইভাবে উত্তর দিলেন, "প্রিয় পুত্রগণ, এটি সত্য যে, মন প্রবেশ করে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর মধ্যে আর ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুগুলি মনে প্রবেশ করে। এইভাবে, যদিও জীব হচ্ছে আমার অংশ, আমিও তেমনই নিত্য চেতন, আর যদিও জীবের নিত্য রূপ চিন্ময়, বদ্ধদশায় জীব কৃত্রিমভাবে নিজের ওপর মন ও ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুসকলকে চাপিয়ে নেয়। সেগুলি নিত্য আত্মার উপর আবরণকারী উপাধিরূপে কাজ করে। জড় মন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলি পরস্পরের ওপর কার্যকরী হয়, এটি যেহেতু স্বাভাবিক, এই ধরনের পারস্পরিক আকর্ষণ বন্ধ করতে কীভাবে প্রচেষ্টা করবেন? জড় মন আর ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুগুলি যেহেতু কোনও কাজের নয়, তাই এদের দুটিকেই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তা হলে আপনা হতেই আপনারা সমস্ত জড় জাগতিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হবেন।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন, জড় মনের লক্ষণ হচ্ছে নিজেকে সর্বোচ্চ কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করা। স্বাভাবিকভাবেই এইরূপ অহংকারী মন নিয়ে সে অসহায় ভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে, সে অসহায় ভাবে ইন্দ্রিয় তর্পণ আর মিথ্যা আত্মসম্মান, বিশেষতঃ জড় বস্তুর শোষণ কার্যে আকৃষ্ট হবে। অবশ্য জড় মনের উর্ধ্বে রয়েছে বুদ্ধি, এই বুদ্ধি নিত্য আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে। জড় মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু থেকে ভিন্ন করা সম্ভব নয়, কেননা স্বাভাবিক ভাবেই এরা একত্রে অবস্থান করে। সুতরাং আমাদের উচিত বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের অংশস্বরূপ আত্মার নিত্য রূপকে উপলব্ধি করা। এইভাবে ভণ্ড জড় মনোভাবকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা

উচিত। যে ব্যক্তি তাঁর আদি দিব্য মনোভাব পুনঃপ্রাপ্ত হন, তিনি আপনা থেকেই জড় আকর্ষণ থেকে অনাসক্ত হন। সুতরাং আমাদের উচিত ইন্দ্রিয় তর্পণের অসত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করা। যখন মন আর ইন্দ্রিয়গুলি জড়ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, উন্নততর বুদ্ধির উচিত সেই মায়াকে বুঝে নেওয়া। শুদ্ধ মনোভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে এই ধরনের অনাসক্তি ও বুদ্ধি আপনা থেকেই জাগ্রত হয়। এইভাবে আমাদের আদি চিন্ময় স্বরূপ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করে আমরা আমাদের নিত্য চেতনায় সুষ্ঠুভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারি।

শ্লোক ২৬

গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥

গুণেষু—ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তু সমূহে; **চ**—এবং; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছে; **চিত্তম্**—মন; **অভীক্ষ্ণম্**—পুনঃ পুনঃ; **গুণসেবয়া**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দ্বারা; **গুণাঃ**—এবং জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু; **চ**—ও; **চিত্ত**—মনের মধ্যে; **প্রভবাঃ**—দৃঢ়ভাবে অবস্থিত; **মৎ-রূপঃ**—যিনি উপলব্ধি করেছেন যে, তিনি আমা থেকে ভিন্ন নন, এবং এইভাবে আমার রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি চিন্তায় মগ্ন; **উভয়ম্**—উভয় (মন ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু); **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

এইভাবে যিনি উপলব্ধি করেছেন যে, তিনি আমার থেকে অভিন্ন এবং এইভাবে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি বোঝেন যে, জড় মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর মধ্যেই রয়েছে, যার কারণ হচ্ছে অবিরত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, আর জড়ভোগ্য বস্তুগুলি জড় মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। আমার দিব্য স্বভাব উপলব্ধি করে তিনি জড় মন এবং এর ভোগ্য বস্তু উভয়কেই ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান পুনরায় বলছেন যে, জড় মনকে তার ভোগ্যবস্তু থেকে পৃথক করা খুব কঠিন, কেননা, জড় মন স্বাভাবিকভাবেই মনে করে সে কর্তা এবং সব কিছুর ভোক্তা। আমাদের বুঝতে হবে, জড় মনকে ত্যাগ করা মানে মনের সমস্ত কার্যকলাপ বাদ দেওয়া নয়, বরং তার পরিবর্তে মনকে পবিত্র করে, বিকশিত মনোভাবকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। অনাদিকাল থেকে জড় মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে রয়েছে, তাহলে জড় মনের পক্ষে তার ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করা কীভাবে সম্ভব, এটিই তো তার অস্তিত্বের ভিত্তি? আর

শুধু মন যে জড় বস্তুগুলির প্রতি ধাবিত হয় তাই নয় মনের বাসনার ফলে জড় বস্তুগুলি মনের বাইরে থাকতে পারে না, প্রতি মুহূর্তে সেগুলি অসহায়ভাবে মনে প্রবেশ করছে। এইভাবে মন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে ভিন্ন করা বাস্তবে সম্ভব নয়, তাতে কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কেউ যদি জড় মনকে বিরত করেন, নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন করেন, যদি মনে করেন সর্বোপরি এগুলি দুঃখের উৎস, তবুও তিনি সেই কৃত্রিম অবস্থানে বেশি সময় থাকতে পারবেন না, আর এই ধরনের বৈরাগ্যে কোন যথার্থ উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত না হলে, শুধুমাত্র বৈরাগ্য আমাদের জড় জগৎ থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের অংশ, তেমনই জীবেরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। যখন জীব ভগবানের অংশ হিসেবে তার প্রকৃত স্বরূপে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়, তখন সে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে এবং জড় মন ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসকল ত্যাগ করে। এই শ্লোকে *মদ্-রূপেন* শব্দটি মন দ্বারা ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা এবং পার্ষদদের চিন্তায় মগ্ন হওয়াকে বোঝায়। পরমানন্দময় ধ্যানে মগ্ন হয়ে, ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় আমাদের রত হওয়া উচিত, এর ফলে আপনা থেকেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রভাব দূরীভূত হবে। জীব নিজের ক্ষমতা বলে জড় মন আর ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর পরিচিতি ত্যাগ করতে পারে না। ভগবানের নিত্য সেবক হিসাবে ভগবানের সেবায় ব্রতী হওয়ার ফলে সে ভগবানের শক্তি প্রাপ্ত হয়, যা তার অজ্ঞতার অন্ধকারকে সহজেই দূরীভূত করে।

শ্লোক ২৭

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৭ ॥

জাগ্রৎ—জাগ্রত; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **সুষুপ্তম্**—গভীর নিদ্রা; **চ**—ও; **গুণতঃ**—প্রকৃতির গুণ-সৃষ্ট; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধির; **বৃত্তয়ঃ**—ক্রিয়াকলাপ; **তাসাম্**—এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে; **বিলক্ষণঃ**—ভিন্ন লক্ষণযুক্ত; **জীবঃ**—জীব; **সাক্ষিত্বেন**—সাক্ষীর লক্ষণযুক্ত; **বিনিশ্চিতঃ**—সুনিশ্চিত।

অনুবাদ

বুদ্ধির তিনটি অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এগুলি সংঘটিত হয় জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা। এসবের সাক্ষীরূপে অবস্থানকারী দেহ মধ্যস্থিত জীবাত্মা এই তিনটি অবস্থা থেকে নিশ্চিতরূপে ভিন্ন স্বভাবের।

তাৎপর্য

জড় জগতে জীবাত্মার কিছুই করণীয় নেই, কেননা এর সঙ্গে তার কোনও স্থায়ী বা প্রকৃত সম্পর্ক নেই। প্রকৃত বৈরাগ্য বলতে বোঝায় স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে জড় বস্তুর সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি ত্যাগ করা। *সুষুপ্তম্*, বা গভীর নিদ্রা বলতে বোঝায় স্বপ্ন বা জ্ঞাতসারে কোনও ক্রিয়া ব্যতিরেকে নিদ্রা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটি পর্যায় সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন—

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্ রজসা স্বপ্নম্ আদিশেৎ ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোঃ তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥

"আমাদের জানা উচিত, জাগ্রত অবস্থা উৎপন্ন হয় সত্ত্বগুণ থেকে, রজোগুণ থেকে স্বপ্ন, এবং গভীর স্বপ্নবিহীন নিদ্রা আসে তমোগুণ থেকে। চতুর্থ উপাদান, শুদ্ধ চেতনা, এই তিনটি থেকে ভিন্ন এবং সবগুলিকেই তা অতিক্রম করে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২৫/২০) প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে *সাক্ষিত্বেন*, অথবা মায়ার কার্যকলাপের প্রতি সাক্ষীরূপে অবস্থান করা। এইরূপ সুবিধাজনক অবস্থা লাভ হয় কৃষ্ণভাবনার বিকাশের দ্বারা।

শ্লোক ২৮

যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ ।
ময়ি তুর্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্ গুণচেতসাম্ ॥ ২৮ ॥

যর্হি—যেহেতু; **সংসৃতি**—জড় বুদ্ধির বা জড় অবস্থার; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **অয়ম্**—এই; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গুণ**—প্রকৃতির গুণে; **বৃত্তিদঃ**—যা বৃত্তি দান করে; **ময়ি**—আমাতে; **তুর্যে**—চতুর্থ উপাদানে (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ঊর্ধ্বে); **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **জহ্যাৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **ত্যাগঃ**—ত্যাগ; **তৎ**—তখন; **গুণ**—জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর; **চেতসাম্**—এবং জড় মনের।

অনুবাদ

জড় বুদ্ধির বন্ধনে জীবাত্মা আবদ্ধ, যা তাকে মায়াময় প্রকৃতির গুণে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত রাখে। কিন্তু আমি হচ্ছি চেতনার চতুর্থ পর্যায়, যা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিরও ঊর্ধ্বে। আমাতে অবস্থিত হলে জীব জড় চেতনার বন্ধন ত্যাগ করতে পারে। তখন, জীব আপনা থেকেই জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তু এবং জড় মন পরিত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

প্রথমে ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট যে প্রশ্নগুলি উপস্থাপন করেছিলেন, তারই উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বিশেষভাবে প্রদান করছেন। সর্বোপরি, জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু এবং প্রকৃতির গুণগুলির সঙ্গে জীবাত্মার করণীয় কিছুই নেই। কিন্তু জড় দেহের মিথ্যা পরিচিতির দরুন, প্রকৃতির গুণগুলি আমাদের মায়াময় বৃত্তিতে নিয়োজিত করতে ক্ষমতা লাভ করে। জড় বস্তুর সঙ্গে এই মিথ্যা পরিচিতি ধ্বংস করে জীব প্রকৃতির গুণ প্রদত্ত মায়াময় বৃত্তি পরিত্যাগ করতে পারে। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জীব নিজেই স্বতন্ত্রভাবে মায়া থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়, বরং পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণচেতনায় নিজেকে কৃষ্ণভাবনায় অবস্থিত হতে হবে।

শ্লোক ২৯

অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্যয়ম্ ।
বিদ্বান্ নির্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্যে স্থিতস্ত্যজেৎ ॥ ২৯ ॥

অহঙ্কার—মিথ্যা অহংকার দ্বারা; **কৃতম্**—উৎপন্ন; **বন্ধম্**—বন্ধন; **আত্মনঃ**—আত্মার; **অর্থ**—যথার্থ মূল্যবান কোনও কিছুর; **বিপর্যয়ম্**—বিপরীত; **বিদ্বান্**—যিনি জানেন; **নির্বিদ্য**—অনাসক্ত হয়ে; **সংসার**—জড় অস্তিত্বে; **চিন্তাম্**—অবিরত চিন্তা; **তুর্যে**—চতুর্থ উপাদান, ভগবান; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

মিথ্যা অহংকার জীবকে আবদ্ধ করে আর সে যা বাসনা করে ঠিক তার বিপরীতটি তাকে উপহার দেয়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত প্রতিনিয়ত জড় জীবন উপভোগের উদ্বেগ পরিত্যাগ করা এবং জড়চেতনার ক্রিয়াকলাপের অতীত ভগবানের চিন্তায় স্থিত হওয়া।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এইরূপ ভাষ্য প্রদান করেছেন, "কীভাবে বদ্ধজীবের বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং এই ধরনের বন্ধন থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায়? ভগবান সেটি এখানে *অহংকার কৃতম্* শব্দটির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করছেন। মিথ্যা অহংকারের ফলে জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। *অর্থ বিপর্যয়ম্* বলতে বোঝায় জীব আনন্দময়, জ্ঞানময় ও নিত্য জীবন কামনা করে। কিন্তু সে এমন পন্থা অবলম্বন করে যে, তার নিত্য জ্ঞানময় স্বভাব তাতে আবৃত হয়ে যায়, আর তা তাকে বিপরীত ফল প্রদান করে। জীব মৃত্যু ও দুঃখ চায় না, কিন্তু এগুলি হচ্ছে বন্ধদশার ফল, যার

ফলে সেগুলি সমস্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনও কাজে আসে না। বুদ্ধিমান মানুষের উচিত জড় জীবনের দুঃখ দুর্দশার ব্যাপারে মনন করা, আর এইভাবে ভগবানের দিব্য জগতে অধিষ্ঠিত হওয়া। *সংসার-চিন্তাম্* কথাটি এইভাবে বোঝা যেতে পারে—সংসার, বা জড় দশা বলতে বোঝায় জড় বুদ্ধি, কেননা জড় জগতের সঙ্গে তার অনর্থক বৌদ্ধিক পরিচিতির জন্য জড় দশা লাভ হয়। এই মিথ্যা পরিচিতির ফলে জীব সংসার চিন্তায় বিহুল হয়ে জড় জগতকে ভোগ করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। জীবের উচিত ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে এই সমস্ত অনর্থক উদ্বেগ পরিত্যাগ করা।"

শ্লোক ৩০

যাবন্নানার্থধীঃ পুংসো ন নিবর্তেত যুক্তিভিঃ ।
জাগর্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা ॥ ৩০ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **নানা**—নানা; **অর্থ**—মূল্য; **ধীঃ**—ধারণা; **পুংসঃ**—মানুষের; **ন**—হয় না; **নিবর্তেত**—নিবৃত্ত; **যুক্তিভিঃ**—উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে (আমার দ্বারা বর্ণিত); **জাগর্তি**—জাগ্রত; **অপি**—যদিও; **স্বপন্**—নিদ্রা, স্বপ্ন; **অজ্ঞঃ**—অজ্ঞ; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **জাগরণম্**—জাগ্রত; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

জীবের উচিত, আমার নির্দেশ অনুসারে কেবল আমাতে মনোনিবেশ করা। আমার মধ্যে সব কিছু দর্শন না করে, কেউ যদি জীবনের বিভিন্ন মূল্য এবং বিভিন্ন লক্ষ্য দেখতে থাকে, তাহলে, ঠিক যেমন কেউ স্বপ্নে দেখতে পারে, সে জেগে উঠেছে, তেমনই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলস্বরূপ আপাতদৃষ্টিতে যদিও জাগ্রত বলে মনে হয় বাস্তবে সে স্বপ্নই দেখছে।

তাৎপর্য

যিনি কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত নন, তিনি বুঝতে পারেন না যে, সব কিছুই কৃষ্ণে অবস্থিত। তাই তাঁর পক্ষে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে বিরত হওয়া অসম্ভব। কেউ হয়তো কোনও মুক্তির পন্থা অবলম্বন করে ভাবতে পারেন যে তিনি রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন; বাস্তবে কিন্তু তাঁর বদ্ধ দশা থেকেই যায়, আর তিনি তাঁর জড় জগতের প্রতি আসক্তিও বজায় রাখেন। স্বপ্নের মধ্যে সময় সময় আমরা দেখি যে, আমি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি এবং জাগ্রত রয়েছি। সেইভাবে, কেউ হয়তো নিজেকে সুরক্ষিত বলে মনে করতে পারেন কিন্তু তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কের বিচার না করে জাগতিক ভালমন্দের বিচার করতে মগ্ন থাকেন, তবে তাঁকে জড় মায়ার পরিচিতিতে আবৃত বদ্ধ জীব বলেই বুঝতে হবে।

শ্লোক ৩১

অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা ।
গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা ॥ ৩১ ॥

অসত্ত্বাৎ—বাস্তব অবস্থার অভাব হেতু; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **অন্যেষাম্**—অন্যদের; **ভাবানাম্**—অবস্থার; **তৎ**—তাদের দ্বারা; **কৃতা**—কৃত; **ভিদা**—পার্থক্য বা বিচ্ছেদ; **গতয়ঃ**—স্বর্গে গমনের মতো গতি; **হেতবঃ**—সকাম কর্ম, যেগুলি ভবিষ্যতে পুরস্কার লাভের কারণ; **চ**—ও; **অস্য**—জীবের; **মৃষা**—মিথ্যা; **স্বপ্ন**—স্বপ্নের; **দৃশঃ**—দর্শকের; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্নভাবে রয়েছে বলে যে সমস্ত অবস্থা আমরা ধারণা করি, বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। ঠিক যেমন কেউ স্বপ্নে বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং তার পুরস্কার লাভ করা দর্শন করতে পারে, তেমনই ভগবান থেকে ভিন্নভাবে অবস্থানের ধারণা হেতু জীব অযথা সকাম কর্ম করে চলে। সে মনে করে সেগুলি হবে তার ভবিষ্যতের পুরস্কার এবং অন্তিম গতির কারণ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—"যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হংস অবতারে জড় জগতের বিভিন্নতা এবং তার ভিন্ন মূল্যবোধ সম্পন্ন বুদ্ধিমত্তাকে নিন্দা করেছেন, বেদ স্বয়ং বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার দ্বারা সমস্ত মনুষ্য-সমাজ বিভিন্ন বর্ণ, বৃত্তি এবং পারমার্থিক পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। তাহলে, বৈদিক পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করতে ভগবান কীভাবে অনুমোদন করতে পারেন? এই শ্লোকে উত্তরটি এইভাবে দেওয়া হয়েছে। *অন্যেষাং ভাবানাম্* বা 'অন্যান্য অবস্থিতির' শব্দগুলি বোঝায়, জড় দেহ, মন, বৃত্তি এই সমস্ত নিয়ে অসংখ্য বিভাগ বা মিথ্যা পরিচিতি। এই সমস্ত পরিচিতি মায়া, আর বর্ণাশ্রম পদ্ধতির জড় বিভাগও এই মায়ার উপরই ভিত্তি করে গঠিত। স্বর্গীয় পুরস্কার যেমন, উর্ধ্বলোকে বাস আর তা লাভ করার পদ্ধতি এই সকল প্রতিশ্রুতিই বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। অবশ্যই পুরস্কার এবং তা লাভ করার পদ্ধতি সবই সর্বোপরি মায়া। এই সৃষ্টি যেহেতু ভগবানের, তাই এর অস্তিত্ব যে বাস্তব তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। তবুও যে সমস্ত জীব মনে করে এই জগতে সৃষ্ট কোন কিছু তার নিজের সে অবশ্যই মায়াতে রয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন—শিং বাস্তব, আর শশক বাস্তব, কিন্তু কেউ যদি কল্পনা করে শশকের শিং, তবে

তা নির্ঘাৎ মায়া, যদিও স্বপ্নে শশকের শিং হতে পারে। তেমনই জীব এই জড় জগতের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কের স্বপ্ন দেখে। কেউ হয়তো স্বপ্নে দুধ, চিনি দিয়ে সুস্বাদু পায়স ভোজন করছে কিন্তু এই রাজকীয় ভোজে কোনও বাস্তব খাদ্যপ্রাণ থাকে না।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই ক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন যে, ঠিক যেমন জেগে ওঠার পর মানুষ খুব সত্বর স্বপ্নের অভিজ্ঞতা ভুলে যায়, তেমনই কৃষ্ণভাবনাময় মুক্ত আত্মা, স্বর্গে উন্নীত হওয়ার মতো বেদ প্রদত্ত সর্বাপেক্ষা উন্নত পুরস্কারকেও কোনও রূপ মূল্যবান বলে মনে করেন না। সেইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনকে ধর্মের নামে বেদে বর্ণিত সকাম অনুষ্ঠানে বিভ্রান্ত না হয়ে আত্মোপলব্ধির পথে দৃঢ়ব্রত হতে উপদেশ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৩২

যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্ ।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ ॥ ৩২ ॥

যঃ—যে জীব; **জাগরে**—জাগ্রত অবস্থায়; **বহিঃ**—বাহ্য; **অনুক্ষণ**—ক্ষণস্থায়ী; **ধর্মিণঃ**—গুণসমূহ; **অর্থান্**—দেহ, মন এবং তাদের অভিজ্ঞতা; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **সমস্ত**—সব কিছু দিয়ে; **করণৈঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **হৃদি**—মনে; **তৎ-সদৃক্ষান্**—জাগ্রত অবস্থার মতো অনুভব করে; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **সুষুপ্ত**—স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায়; **উপসংহরতে**—অজ্ঞতায় নিমগ্ন হয়; **সঃ**—সে; **একঃ**—এক; **স্মৃতি**—স্মৃতির; **অন্বয়াৎ**—পরম্পরাক্রমে; **ত্রিগুণ**—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত এই তিন পর্যায়ের; **বৃত্তি**—ক্রিয়াকলাপ; **দৃক্**—দর্শন করে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **ঈশঃ**—প্রভু হয়।

অনুবাদ

জাগ্রত অবস্থায় জীব তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জড় দেহ আর মনের সমস্ত ক্ষণস্থায়ী বৃত্তিগুলি উপভোগ করে। স্বপ্নাবস্থায় সে মনে মনে তেমনই অভিজ্ঞতা অনুভব করে। আর স্বপ্নবিহীন গভীর নিদ্রায় এই ধরনের সমস্ত অভিজ্ঞতা অজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বৃত্তিগুলি পরম্পরাক্রমে স্মরণ এবং মনন করলে জীব বুঝতে পারে যে, তার চেতনা তিনটি পর্যায়ে কাজ করলেও সে একই ব্যক্তি, সে চিন্ময়। এইভাবে সে গোস্বামী হতে পারে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ৩০তম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যথার্থ উপায়ে আমাদের জড় জাগতিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতেই হবে। সে ব্যাপারে ভগবান এখন ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমে আমাদের উপরে বর্ণিত চেতনার তিনটি পর্যায় সম্পর্কে বিচার করতে হবে, আর তারপর আমরা যে চিন্ময় জীবাত্মা তা উপলব্ধি করতে হবে। আমরা শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, মধ্য বয়সে এবং বার্ধক্যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, আর এই সমস্ত আমরা জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় অনুভব করি। তদ্রূপ, সতর্ক বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আমরা গভীর নিদ্রার সময় চেতনার অভাব অনুভব করতে পারি, আর তেমনই বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আমরা চেতনার অভাব অনুভব করতে পারি।

কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি অভিজ্ঞতা লাভ করে আর স্বপ্নাবস্থায় মন অভিজ্ঞতা লাভ করে। সে যাইহোক, ভগবান এখানে বলছেন, *ইন্দ্রিয়েশঃ* ক্ষণস্থায়ী ভাবে ইন্দ্রিয়গুলির প্রভাবের শিকার হয়ে পড়লেও বাস্তবে জীব হচ্ছে ইন্দ্রিয় এবং মনের স্বামী। জীব হচ্ছে তার মন এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির প্রভু। কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে সে তার সেই অপহৃত সম্বন্ধ পুনরুদ্ধার করতে পারে। এছাড়াও, চেতনার তিনটি পর্যায়েই জীব তার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারে। তাই সর্বোপরি সে হচ্ছে সাক্ষী বা সমস্ত পর্যায়ের চেতনার দর্শক। সে মনে রাখে, "আমি স্বপ্নে অনেক কিছু দেখেছি, আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, আর কিছুই দেখতে পাইনি। এখন আমি জেগে উঠেছি।" এই সার্বজনীন অভিজ্ঞতা যে কেউ বুঝতে পারেন, আর সেইভাবে প্রত্যেকে বুঝতে পারেন যে, আমাদের বাস্তব পরিচিতি হচ্ছে জড় দেহ ও মন থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৩৩

এবং বিমৃশ্য গুণতো মনসস্ত্র্যবস্থা
মন্মায়য়া ময়ি কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থাঃ ।
সংছিদ্য হার্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণ-
জ্ঞানাসিনা ভজত মাখিলসংশয়াধিম্ ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিমৃশ্য**—বিচার করে; **গুণতঃ**—প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **মনসঃ**—মনের; **ত্রি-অবস্থাঃ**—ত্রিবিধ চেতনা; **মৎ-মায়য়া**—আমার মায়া শক্তির প্রভাবে; **ময়ি**—আমাতে; **কৃতাঃ**—চাপিয়ে -দেওয়া; **ইতি**—এইভাবে; **নিশ্চিত-অর্থাঃ**—যাঁরা আত্মার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করেছেন; **সংছিদ্য**—ছেদন করে; **হার্দম্**—হৃদয়ে অবস্থিত; **অনুমান**—তর্কের দ্বারা; **সৎ-উক্তি**—ঋষিগণ ও বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশের দ্বারা;

তীক্ষ্ণ—ধারাল; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **আসিনা**—তলোয়ার দিয়ে; **ভজত**—তোমরা ভজনা কর; **মা**—আমাকে; **অখিল**—সকলের; **সংশয়**—সন্দেহ; **আধিম্**—কারণ (মিথ্যা অহংকার)।

অনুবাদ

ভেবে দেখ, কৃত্রিমভাবে কীভাবে কল্পনা করা হয়েছে যে, আমার মায়া শক্তির প্রভাবে, মনের এই তিনটি পর্যায়, প্রকৃতির গুণ থেকে সৃষ্ট হয়ে, সেগুলি আমাতে রয়েছে। সুনিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব নির্ধারণ করে, তোমরা ধারাল জ্ঞানের তলোয়ার ব্যবহার করে, যৌক্তিক বিচারের মাধ্যমে এবং ঋষিগণ ও বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশ মতো মিথ্যা অহংকারকে সম্পূর্ণরূপে ছেদন কর, কেননা সেটিই হচ্ছে সমস্ত সন্দেহের উৎপত্তিস্থল। তারপর তোমাদের উচিত হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত আমার ভজনা করা।

তাৎপর্য

যিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি আর জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি আদি চেতনার সাধারণ পর্যায়গুলির উপর নির্ভর করেন না। এইভাবে ভগবানের নিকৃষ্ট প্রকৃতির ভোক্তা হওয়ার প্রবণতাযুক্ত জড় মন থেকে তিনি মুক্ত হন, এবং সব কিছুকেই ভগবানের শক্তির অংশ, সেগুলি কেবল স্বয়ং ভগবানের উপভোগের জন্যই উদ্দিষ্ট এইরূপে দর্শন করেন। চেতনার এই পর্যায়ে জীব স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি পূর্ণরূপে শরণাগত হন। ভগবান হংস সেই উপদেশ ব্রহ্মার পুত্রগণকে গ্রহণ করতে বলছেন।

শ্লোক ৩৪

ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং
দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রম্ ।
বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়া
স্বপ্নস্ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ ॥ ৩৪ ॥

ঈক্ষেত—আমাদের দেখা উচিত; **বিভ্রমম্**—মোহ বা ভুল রূপে; **ইদম্**—এই (জড় জগৎ); **মনসঃ**—মনের; **বিলাসম্**—আবির্ভাব বা লাফিয়ে পড়া; **দৃষ্টম্**—আজ এখানে; **বিনষ্টম্**—আগামী কাল শেষ হয়ে গিয়েছে; **অতিলোলম্**—অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী; **অলাত-চক্রম্**—আগুনসহ শলাকাকে ঘোরাতে থাকলে যে লাল দাগের সৃষ্টি হয় তার মতো; **বিজ্ঞানম্**—আত্মা, স্বভাবতঃ পূর্ণচেতন; **একম্**—এক; **উরুধা**—বহু বিভাগ; **ইব**—মতো; **বিভাতি**—দেখায়; **মায়া**—এটিই মায়া; **স্বপ্নঃ**—নেহাৎই স্বপ্ন;

ত্রিধা—তিনভাবে; **গুণ**—প্রকৃতির গুণের; **বিসর্গ**—পরিবর্তনের দ্বারা; **কৃতঃ**—সৃষ্ট; **বিকল্পঃ**—বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি বা কল্পনা।

অনুবাদ

আমাদের দেখা উচিত জড়জগৎটি হচ্ছে মনের মধ্যে উদিত একটি স্পষ্ট মায়া। কেননা জড় বস্তুর অবস্থিতি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই। এগুলিকে অগ্নিযুক্ত শলাকাকে ঘোরালে যেমন লাল রেখার সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। জীবাত্মা স্বভাবতঃ একটি পর্যায়ে শুদ্ধ চেতনায় থাকে। তবে সে এ জগতে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন অবস্থায় আবির্ভূত হয়। প্রকৃতির গুণগুলি আত্মার চেতনাকে সাধারণ জাগ্রত, স্বপ্ন এবং স্বপ্নবিহীন নিদ্রা রূপ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে। এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় অনুভূতি বস্তুতঃ মায়া। এদের অবস্থিতি স্বপ্নের মতো।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে জড় মন ও জড় ভোগ্যবস্তুর মায়াময় আদান-প্রদান থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার একটি অতিরিক্ত পদ্ধতি ব্যাখ্যা করছেন। *লাস* কথাটির অর্থ "লাফানো" বা "নৃত্য করা", আর এইভাবে *মনসো বিলাসম্* বলতে এখানে জড় মন বাহ্যিকভাবে জীবনের এক ধারণা থেকে অন্য ধারণায় লাফিয়ে যাচ্ছে, এমনটিই নির্দেশ করছে। আমাদের আদি চেতনা কিন্তু এক (*বিজ্ঞানম্ একম্*)। সুতরাং, জড়জগতের যে স্বভাব "আজ আছি কাল নেই" এই চপলভাব খুব যত্ন সহকারে বিচার করে নিজেকে বিচিত্র মোহময়ী মায়া থেকে অনাসক্ত হতে হবে।

শ্লোক ৩৫

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-
স্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ ॥ ৩৫ ॥

দৃষ্টিম্—দৃষ্টি; **ততঃ**—সেই মায়া থেকে; **প্রতিনিবর্ত্য**—নিবৃত্ত করে; **নিবৃত্ত**—নিবৃত্ত; **তৃষ্ণঃ**—জড় আকাঙ্ক্ষা; **তূষ্ণীম্**—নীরব; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত; **নিজ**—নিজের (আত্মার); **সুখ**—সুখ; **অনুভবঃ**—অনুভব করা; **নিরীহঃ**—জড়কার্যশূন্য; **সন্দৃশ্যতে**—পালিত; **ক্ব চ**—কখনো কখনো; **যদি**—যদি; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **অবস্তু**—অবাস্তব; **বুদ্ধ্যা**—চেতনার দ্বারা; **ত্যক্তম্**—ত্যাগ করে; **ভ্রমায়**—আরও মোহ; **ন**—না; **ভবেৎ**—হতে পারে; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **আ-নিপাতাৎ**—আমৃত্যু।

অনুবাদ

জড়বস্তুর ক্ষণস্থায়ী মায়াময় স্বভাব জেনে মায়া থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আমাদের জড় বাসনা শূন্য হওয়া উচিত। আত্মানন্দ অনুভব করে আমাদের উচিত জড় বার্তালাপ ও ক্রিয়া-কলাপ ত্যাগ করা। যদি জড় জগৎ দর্শন করতেই হয় তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এটি সর্বোপরি বাস্তব নয়, তাই তা ত্যাগ করেছি। আমৃত্যু এইরূপ সর্বদা স্মরণ থাকলে আমরা আর মায়ায় পড়ব না।

তাৎপর্য

জড় দেহের নির্বাহের জন্য আমরা আহার ও নিদ্রা এড়িয়ে যেতে পারি না। এইভাবে এবং অন্যান্যভাবেও সময় সময় আমরা জড় জগৎ এবং আমাদের নিজেদের দৈহিক ব্যাপারে কাজ করতে বাধ্য হই। এই সময়ে আমাদের মনে রাখা উচিত, জড়জগৎ বাস্তব সত্য নয় এবং কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার জন্য আমরা তা ত্যাগ করেছি। সর্বদা এইরূপ স্মরণ করার মাধ্যমে অন্তরে দিব্য আনন্দ অনুভব করার ফলে এবং কায় মনো বাক্যে সমস্ত জড় কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হলে আমরা জড় মায়ায় পতিত হব না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন, "জীবাত্মার ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান কালে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। নিজের ভোগের জন্য কোনও কিছু করাও উচিত নয়। বরং তার উচিত পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ব্রতী হয়ে চিন্ময় আনন্দ অনুসন্ধান করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব যে, কেউ যদি ব্যক্তিগত ভোগের জন্য কোনও জড়বস্তু গ্রহণ করে তবে অনিবার্যভাবে তার আসক্তি বাড়বে আর মায়ার দ্বারা সে বিভ্রান্ত হবে। ধীরে ধীরে আমাদের দিব্য দেহ লাভ হলে, আমরা জড় জগতে আর কোনও কিছুই ভোগ করতে কামনা করব না।

শ্লোক ৩৬

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্ ।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ ৩৬ ॥

দেহম্—জড় দেহ; **চ**—এবং; **নশ্বরম্**—নশ্বর; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত; **উত্থিতম্**—উত্থিত; **বা**—বা; **সিদ্ধঃ**—সিদ্ধ; **ন পশ্যতি**—দেখে না; **যতঃ**—যেহেতু; **অধ্যগমৎ**—লাভ করেছে; **স্ব-রূপম্**—তার স্বরূপ; **দৈবাৎ**—দৈবের দ্বারা; **অপেতম্**—দূরীভূত;

অথ—অথবা এইভাবে; **দৈব**—দৈবের; **বশাৎ**—নিয়ন্ত্রণে; **উপেতম্**—লাভ করেছে; **বাসঃ**—বস্ত্র; **যথা**—যেমন; **পরিকৃতম্**—পরিহিত; **মদিরা**—মদ্যের; **মদ**—নেশার দ্বারা; **অন্ধঃ**—অন্ধ।

অনুবাদ

একজন মদ্যপ যেমন বস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত কি না নিজে লক্ষ্য রাখে না। তদ্রূপ যিনি আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে সিদ্ধ হয়ে স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি লক্ষ্য করেন না তাঁর জড় দেহটি বসে রয়েছে না দাঁড়িয়ে। বাস্তবে ভগবানের ইচ্ছায় দেহ যদি শেষ হয়ে যায় অথবা ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যদি নতুন দেহ লাভ করেন, আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি তা লক্ষ্য করেন না, ঠিক যেমন একজন মদ্যপের বাহ্য আবরণের চেতনা থাকে না তেমনই।

তাৎপর্য

চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণভক্ত জড় জগতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেন না। তিনি সর্বদা ভগবানের সেবায় রত থাকেন এবং তিনি জানেন ক্ষণস্থায়ী দেহ এবং চঞ্চল মন জড়। কৃষ্ণভাবনায় উন্নত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তিনি ভগবানের সেবায় ব্রতী হন। এই শ্লোকে মদ্যপের দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দর। সবাই জানেন যে, সামাজিক জড় উৎসবাদিতে মানুষ মদ্য পান করে তাদের বাহ্য চেতনা হারিয়ে ফেলে। তদ্রূপ, মুক্ত আত্মা, ইতিমধ্যেই তাঁর দিব্য দেহ লাভ করেছেন। তিনি জানেন যে তাঁর অবস্থিতি জড় দেহের উপর নির্ভরশীল নয়। মুক্ত আত্মা অবশ্য তাঁর শরীরের উপর কোনও শাস্তি বিধান করেন না, বরং তিনি নিরপেক্ষ থেকে মনে করেন ভগবানের ইচ্ছায় তাঁর গতি হবে।

শ্লোক ৩৭

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ৩৭ ॥

দেহঃ—দেহ; **অপি**—ও; **দৈব**—পরমেশ্বরের; **বশগঃ**—বশে; **খলু**—অবশ্যই; **কর্ম**—সকাম কর্মের শেকল; **যাবৎ**—যাবৎ; **স্বা-আরম্ভকম্**—যা আরম্ভ করে বা নিজে থেকেই চলতে থাকে; **প্রতিসমীক্ষতে**—জীবিত থাকে আর অপেক্ষা করে; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **স-অসুঃ**—প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়সহ; **তম্**—সেই (শরীর); **স-প্রপঞ্চম্**—বিবিধ প্রকাশ সহকারে; **অধিরূঢ়**—উচ্চে অবস্থিত; **সমাধি**—সিদ্ধাবস্থা; **যোগঃ**—

যোগপদ্ধতিতে; **স্বাপ্নম্**—স্বপ্নের মতো; **পুনঃ**—পুনরায়; **ন ভজতে**—ভজনা বা অনুশীলন করেন না; **প্রতিবুদ্ধ**—যিনি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত; **বস্তুঃ**—পরম সত্যে।

অনুবাদ

পরম নিয়ন্তার অধীনে জড় দেহ কাজ করে সুতরাং যতক্ষণ তার কর্ম শেষ না হয় ততক্ষণই তাকে ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু সহ জীবিত থাকতে হবে। অবশ্য আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি যিনি পরম সত্যে উপনীত হয়েছেন, এবং যোগের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি জড় দেহের প্রতি বা তার বিভিন্ন প্রকাশের নিকট পুনরায় আত্মসমর্পণ করবেন না। কেননা তিনি জানেন এটি স্বপ্নে দেখা শরীরের মতো।

তাৎপর্য

যদিও পূর্ব শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি দেহের প্রতি মনোনিবেশ করবেন না, তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বোকার মতো অনাহারে থাকতে হবে বা দেহের ক্ষতি করতে হবে তাও নয়, বরং তাঁকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না তাঁর পূর্বকৃত সকাম কর্মের ধারাবাহিক ফল লাভ করা আপনা থেকেই শেষ হচ্ছে। সেই সময় শরীর আপনা থেকেই নিয়তি অনুসারে মারা যাবে। কিন্তু সন্দেহ হয়তো জাগতে পারে যে, কৃষ্ণভক্ত যদি দেহের প্রতিপালনের জন্য মনোনিবেশ করেন, তবে কি পুনরায় তাঁর দেহের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন যিনি কৃষ্ণভাবনার উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, উপলব্ধি করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বস্তু বা সত্য, তিনি আর কখনও জড় দেহের মায়াময় পরিচিতির নিকট মাথা নত করেন না। কেননা এটি ঠিক একটি স্বপ্নে দেখা শরীরের মতো।

শ্লোক ৩৮

ময়ৈতদুক্তং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগয়োঃ ।
জানীত মাগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্মবিবক্ষয়া ॥ ৩৮ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **এতৎ**—এই (জ্ঞান); **উক্তম্**—উক্ত হয়েছে; **বঃ**—তোমাদেরকে; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **যৎ**—যা; **সাংখ্য**—দার্শনিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে চেতন থেকে জড় বস্তুকে পৃথক করা যায়; **যোগয়োঃ**—এবং অষ্টাঙ্গ যোগপদ্ধতি; **জানীত**—উপলব্ধি কর; **মা**—আমাকে; **আগতম্**—আগত; **যজ্ঞম্**—বিষ্ণুরূপে যজ্ঞের পরম প্রভু; **যুষ্মৎ**—তোমার; **ধর্ম**—ধর্ম; **বিবক্ষয়া**—ব্যাখ্যা করার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

প্রিয় ব্রাহ্মণগণ, আমি তোমাদের নিকট জড় ও চিন্ময় বস্তুর পার্থক্য নিরূপণকারী সাংখ্যযোগ, এবং অষ্টাঙ্গ যোগ, যার দ্বারা পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে বর্ণনা করলাম। তোমরা বোঝার চেষ্টা কর আমি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু, যথার্থ ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তোমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার পুত্রগণের বিশ্বাস দৃঢ় করতে এবং তাঁর শিক্ষার মর্যাদা বর্ধন করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে এখানে পরমেশ্বর বিষ্ণু বলে সরাসরি পরিচয় জ্ঞাপন করছেন। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ*। সাংখ্য যোগ এবং অষ্টাঙ্গ যোগের ব্যাখ্যা করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঋষিদের "আপনি কে" এই আদি প্রশ্নের স্পষ্টভাবে উত্তর প্রদান করছেন। এইভাবে শ্রীব্রহ্মা এবং তাঁর পুত্রগণ ভগবান হংসের নিকট থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্তস্য তেজসঃ ।
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্তের্দমস্য চ ॥ ৩৯ ॥

অহম্—আমি; **যোগস্য**—যোগপদ্ধতির; **সাংখ্যস্য**—বিশ্লেষণ পদ্ধতির দর্শনের; **সত্যস্য**—ধর্ম কর্মের; **ঋতস্য**—সত্য ধর্মের; **তেজসঃ**—তেজের; **পর-অয়ণম্**—পরম আশ্রয়; **দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ**—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্যের; **কীর্তেঃ**—খ্যাতির; **দমস্য**—আত্মসংযমের; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ জেনে রেখো যে, আমিই হচ্ছি যোগপদ্ধতির, সাংখ্য দর্শনের, ধর্মকর্মের, সত্য ধর্মের, তেজ, সৌন্দর্য, খ্যাতি এবং আত্ম সংযমের পরম আশ্রয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, সমার্থক শব্দ *সত্যস্য* এবং *ঋতস্য* বলতে বোঝায়, যথাক্রমে, ধর্মের সুষ্ঠু ও যথাযথ পালন এবং ধর্মের মনোজ্ঞ উপস্থাপন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে ব্রহ্মার পুত্রগণ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবছিলেন, "এইমাত্র আমরা কি অপূর্ব জ্ঞান শ্রবণ করলাম।" তাঁদের বিস্ময়ান্বিত দেখে, তাঁদের তাঁর সম্বন্ধে উপলব্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য ভগবান নিম্নের শ্লোকটি বলেছেন।

শ্লোক ৪০

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্ ।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ ॥ ৪০ ॥

মাম্—আমাকে; **ভজন্তি**—সেবা করে এবং আশ্রয় গ্রহণ করে; **গুণাঃ**—গুণগুলি; **সর্বে**—সকলে; **নির্গুণম্**—প্রকৃতির গুণমুক্ত; **নিরপেক্ষকম্**—অনাসক্ত; **সুহৃদম্**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **প্রিয়ম্**—প্রিয়তম; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **সাম্য**—সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত; **অসঙ্গ**—অনাসক্তি; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **অগুণাঃ**—জড়গুণের পরিবর্তন শূন্য।

অনুবাদ

সমস্ত উন্নত দিব্য গুণাবলী যেমন, গুণাতীত, অনাসক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়তম, পরমাত্মা, সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, জড় বন্ধন থেকে মুক্ত এবং জড় গুণাবলীর পরিবর্তন থেকেও মুক্ত—এই সমস্তই আমার মধ্যে তাদের আশ্রয় এবং পূজনীয় বস্তু খুঁজে পায়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বশ্লোকে তাঁর পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করায় ব্রহ্মার পুত্রগণ হয়তো ভগবানের অবস্থান সম্বন্ধে একটুখানি সন্দেহ করছিলেন। ভাবছিলেন যে, তাঁরা ভগবানের মনে কিছুটা গর্ব ভাব লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং ভগবান হংসের নিকট থেকে সদ্য প্রাপ্ত উপদেশাবলীতে তাঁরা সন্দিহান হতে পারেন এইরূপ অমনোযোগীতা আশা করেই ভগবান তৎক্ষণাৎ বর্তমান শ্লোকে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, ভগবানের শরীর কোনও সাধারণ জীব, এমন কি ব্রহ্মার পর্যায়ের জীবের শরীরের মতোও নয়। কেননা ভগবানের দিব্য শরীর তাঁর নিত্য আত্মা থেকে অভিন্ন, আর তাতে মিথ্যা অহংকারের মতো কোনও জড়গুণাবলীর স্থানই সেখানে নেই। ভগবানের দিব্য রূপ নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। আর তাই তিনি *নির্গুণম্* প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে। যেহেতু মায়াশক্তি নিবেদিত তথাকথিত উপভোগের প্রতি ভগবান ভ্রূক্ষেপও করেন না, তাই তাঁকে বলা হয় *নিরপেক্ষম্* এবং তাঁর ভক্তদের তিনি শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার ফলে তাঁকে বলা হয় *সুহৃদম্*। *প্রিয়ম্* শব্দে বোঝায় ভগবান হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ এবং তিনি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে অপূর্ব স্নেহের সম্পর্ক স্থাপন করেন। *সাম্য* বলতে বোঝায় সমস্ত প্রকার জাগতিক ব্যাপারে তিনি নিরপেক্ষ এবং অনাসক্ত। যিনি জাগতিক কোনও উপাধির অপেক্ষা করেন না কিন্তু তাঁর চরণাশ্রিতকে কৃপা প্রদর্শন করেন, সেই ভগবানের মধ্যে এই সমস্ত এবং অন্যান্য উন্নত গুণাবলী তাদের আশ্রয়

এবং পূজ্যকে খুঁজে পায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৬/২৬-৩০) পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী ভূমিদেবী ভগবানের দিব্য গুণাবলীর একটি তালিকা প্রদান করেছেন, আর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* আরও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। বস্তুতঃ ভগবানের গুণাবলী অসীম, তবে তাঁর দিব্য মহিমা উপস্থাপন করার জন্য সেই গুণাবলীর একটি ছোট্ট নমুনা এখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীল মধ্বাচার্য *কাল সংহিতা* থেকে এইরূপ উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। "দেবতাগণ দিব্যগুণাবলীতে যথাযথভাবে ভূষিত নন। বাস্তবে তাঁদের ঐশ্বর্য সীমিত, তাই তাঁরা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। কেননা ভগবান হচ্ছেন একই সঙ্গে সমস্ত জড়গুণ থেকে মুক্ত এবং সমস্ত দিব্যগুণাবলীতে সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত। সেই গুণাবলী কেবল তাঁর স্বয়ংরূপেই সম্ভব।

শ্লোক ৪১

ইতি মে ছিন্নসন্দেহা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ ।
সভাজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যাগৃণত সংস্তবৈঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি—এইভাবে; **মে**—আমার দ্বারা; **ছিন্ন**—ধ্বংস প্রাপ্ত; **সন্দেহাঃ**—তাদের সমস্ত সন্দেহ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **সনক-আদয়ঃ**—সনকাদি কুমারগণ; **সভাজয়িত্বা**—সম্পূর্ণরূপে আমার আরাধনা করে; **পরয়া**—দিব্য প্রেম সমন্বিত; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **অগৃণত**—আমার গুণকীর্তন করেছে; **সংস্তবৈঃ**—সুন্দর মন্ত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে থাকলেন) প্রিয় উদ্ধব, এইভাবে আমার কথায় সনকাদি ঋষিগণের সমস্ত সন্দেহ বিদূরীত হয়েছিল। দিব্য প্রেম ও ভক্তি সহকারে তারা আমার পূজা করে, আমার মহিমা সমন্বিত অনেক সুন্দর সুন্দর স্তব পাঠ করেছিল।

শ্লোক ৪২

তৈরহং পূজিতঃ সম্যক্ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ ।
প্রত্যেয়ায় স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৪২ ॥

তৈঃ—তাদের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **পূজিতঃ**—পূজিত; **সম্যক্**—সম্যকরূপে; **সংস্তুতঃ**—সংস্তুত; **পরম-ঋষিভিঃ**—ঋষিশ্রেষ্ঠদের দ্বারা; **প্রত্যেয়ায়**—আমি ফিরেছিলাম; **স্বকম্**—আমার নিজের; **ধাম**—ধাম; **পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ**—শ্রীব্রহ্মার চোখের সামনে।

অনুবাদ

এইভাবে সনকাদি মহর্ষিগণ যথাযথভাবে আমার পূজা ও স্তব-স্তুতি করল, ব্রহ্মা কেবল দর্শন করতে থাকল, আর আমি আমার ধামে প্রত্যাবর্তন করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'হংসাবতার ব্রহ্মার পুত্রদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগ পদ্ধতি বর্ণন

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করছেন যে, ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ হচ্ছে পারমার্থিক অনুশীলনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। তিনি ধ্যানের পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন।

শ্রীউদ্ধব জানতে চেয়েছিলেন, পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য কোন্ পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ। অহৈতুকী ভগবৎ সেবার সর্বশ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেও তিনি শ্রবণ করতে ইচ্ছা করছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে বলেছিলেন, বেদপ্রদত্ত ধর্মের মূল পদ্ধতিগুলি প্রলয়ের সময় হারিয়ে গেছে। সুতরাং নতুন সৃষ্টির শুরুতে ভগবান পুনরায় শ্রীব্রহ্মাকে তা বলেন। শ্রীব্রহ্মা মনুকে তা পুনরাবৃত্তি করেন, মনু বলেন ভৃগু আদি মুনিগণকে, আর তারপর মুনিগণ এই নিত্য ধর্ম, দেবতা এবং অসুরদের উপদেশ করেন। জীবের বহুবিধ কামনা-বাসনার জন্য বিভিন্নভাবে এই ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এইভাবে বিভিন্ন দর্শনের এবং কিছু নাস্তিক মতবাদেরও উদ্ভব হয়েছে। মায়ার দ্বারা বিমোহিত হওয়ার ফলে জীব তার নিত্যকল্যাণ কিসে হয়, তা নির্ধারণে অক্ষম। তাই ভুলক্রমে সে বিভিন্ন ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, তপস্যা ইত্যাদিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক অনুশীলন বলে মনে করে। সুখ লাভের একমাত্র যথার্থ পন্থা হচ্ছে, সমস্ত কিছু পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করার জন্য মনোনিবেশ করা। এইভাবে সে জড় ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির সমস্ত বাসনা, উপভোগ বা মুক্তি লাভ, এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়।

তারপর ভগবান, সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ ভক্তিযোগ পদ্ধতির বর্ণনা করে চললেন, যাতে অসংখ্য পাপের প্রতিক্রিয়া বিধ্বস্ত হয় আর রোমাঞ্চ আদি অনেক দিব্য সুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শুদ্ধভক্তি হৃদয়কে পবিত্র করতে পারে, তাই তা আমাদের ভগবৎ সঙ্গ লাভ করাতে সক্ষম। ভক্ত যেহেতু ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, সর্বদা তাঁর ঘনিষ্ঠ, তাই তিনি সারা ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করতে পারেন। ভক্তিযোগের প্রাথমিক স্তরের ভক্ত তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলেও তিনি কখনও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিপথে চালিত হন না। যিনি জীবনে সিদ্ধিলাভের অভিলাষী তাঁকে সমস্ত প্রকার জড় উন্নতির পদ্ধতি এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কর্তব্য তাঁর মনকে নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন করা। অন্তিমে শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে প্রকৃত ধ্যেয় বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥ ১ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **বদন্তি**—তাঁরা বলেন; **কৃষ্ণ**—প্রিয় কৃষ্ণ; **শ্রেয়াংসি**—জীবনের অগ্রগতির পদ্ধতি; **বহূনি**—বহু; **ব্রহ্মবাদিনঃ**—বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী বিদ্বান ঋষিগণ; **তেষাম্**—এইরূপ সমস্ত পদ্ধতির; **বিকল্প**—বহুবিধ অনুভূতির; **প্রাধান্যম্**—প্রাধান্য; **উত**—অথবা; **অহো**—বস্তুত; **এক**—একের; **মুখ্যতা**—মুখ্যতা।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—প্রিয় কৃষ্ণ, বৈদিক শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী বিদ্বান ঋষিগণ জীবন সার্থক করার জন্য বহুবিধ পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন। হে প্রভু, এই সমস্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমাকে বলুন, এই পদ্ধতিগুলির সবই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ না কি তাদের মধ্যে কোনও একটি সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগ বা শুদ্ধ ভগবৎ সেবার উৎকর্ষ স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য শ্রীউদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আত্মোপলব্ধির সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, তা নির্দেশ করতে অনুরোধ করলেন। সমস্ত বৈদিক পদ্ধতিই সরাসরি ভগবৎ প্রেমরূপ পরম লক্ষ্যে উপনীত করে না। তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি পদ্ধতি ধীরে ধীরে জীবের চেতনাকে উন্নত করে। আত্মোপলব্ধির একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ঋষিগণ উন্নতির বিভিন্ন পন্থার আলোচনা করতে পারেন। তবে যখন সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা নির্ধারণের সময় আসে, তখন সমস্ত প্রকার গৌণ পদ্ধতিগুলিকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

শ্লোক ২

ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ ।
নিরস্য সর্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ ॥ ২ ॥

ভবতা—আপনার দ্বারা; **উদাহৃতঃ**—স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে; **স্বামিন্**—হে প্রভু; **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তিযোগ; **অনপেক্ষিতঃ**—জড় বাসনা রহিত; **নিরস্য**—দূর করে; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **সঙ্গম্**—জড় সঙ্গ; **যেন**—যার দ্বারা (ভক্তিযোগ); **ত্বয়ি**—আপনাতে; **আবিশেৎ**—প্রবেশ করতে পারে; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

হে ভগবান, ভক্ত যাতে তাঁর জীবনের সমস্ত জড় সঙ্গরহিত হয়ে, আপনাতে তাঁর মনোনিবেশ করতে পারেন, সেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের পদ্ধতি আপনি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

তাৎপর্য

এখন স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরম সত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মনকে নিবিষ্ট করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে শুদ্ধভক্তি। পরবর্তী বিষয়টি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই পন্থা কি প্রত্যেকেই অনুশীলন করতে পারে, না সেটি এক উন্নত শ্রেণীর পরমার্থবাদীদের জন্য সীমিত? বিভিন্ন পারমার্থিক পদ্ধতির আপেক্ষিক সুবিধাগুলি আলোচনা করার সময় আমাদেরকে পারমার্থিক জীবনের লক্ষ্য অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে, আর তখনই যে পদ্ধতি আমাদের এই লক্ষ্যে উপনীত করবে তা বেছে নিতে হবে। এই পন্থার প্রাথমিক এবং পরবর্তী পর্যায়গুলি অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে। যে পন্থা আমাদের সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রদান করে তা হচ্ছে মুখ্য। যে পন্থা কেবল মুখ্য পন্থাকে সহায়তা করে বা এগিয়ে দেয়, তা হচ্ছে গৌণ। মন হচ্ছে সর্বাপেক্ষা চঞ্চল এবং অস্থির, সুতরাং আমাদেরকে যথার্থ বুদ্ধি দিয়ে জীবনের একটি প্রগতির পথে নিয়োজিত হতে হবে। এইভাবে আমরা এই জীবনেই পরম সত্যে উপনীত হতে পারি। শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনের এটিই হচ্ছে প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **নষ্টা**—হারিয়ে গেছে; **প্রলয়ে**—প্রলয়কালে; **বাণী**—বাণী; **ইয়ম্**—এই; **বেদ-সজ্ঞিতা**—বেদাদিসহ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আদৌ**—সৃষ্টির সময়ে; **ব্রহ্মণে**—শ্রীব্রহ্মাকে; **প্রোক্তা**—উক্ত; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **যস্যাম্**—যাতে; **মৎ-আত্মকঃ**—আমার মতো।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—কালের প্রভাবে, প্রলয়কালে বৈদিক জ্ঞানের দিব্য বাণী হারিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং যখন পরবর্তী সৃষ্টি হয়েছিল, তখন আমি ব্রহ্মার নিকট বেদের জ্ঞান প্রদান করি, কেননা আমিই বেদে ঘোষিত ধর্মনীতি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবের নিকট ব্যাখ্যা করলেন যে, যদিও বেদে আত্মোপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা ও ধারণার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সর্বোপরি বেদ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি অনুমোদন করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস; তাঁর ভক্তরা সরাসরি তাঁর হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তিতে প্রবেশ করেন। যে কোনও প্রকারে আমাদের মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করতে হবে, আর, তা ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে আকর্ষণ অর্জন করেনি, তার পক্ষে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিকৃষ্ট বৃত্তি থেকে বিরত করা সম্ভব নয়। বেদের অন্যান্য পন্থাগুলি যেহেতু অনুশীলনকারীকে বাস্তবে কৃষ্ণকে প্রদান করে না, তাই তারা জীবনের পরম কল্যাণ সাধনে অক্ষম। বেদের দিব্য বাণী হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রমাণ, কিন্তু যার ইন্দ্রিয় এবং মন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আর জল্পনা-কল্পনায় রত, যার হৃদয় জড় কলুষে আবৃত, সে প্রত্যক্ষভাবে বেদের দিব্যবাণী গ্রহণ করতে পারে না। তাই তারা ভগবদ্ভক্তির উৎকর্ষের প্রশংসা করতেও পারে না।

শ্লোক ৪

তেন প্রোক্তা স্ব পুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥ ৪ ॥

তেন—ব্রহ্মার দ্বারা; **প্রোক্তা**—উক্ত; **স্ব পুত্রায়**—তাঁর পুত্রকে; **মনবে**—মনুকে; **পূর্ব-জায়**—জ্যেষ্ঠতমকে; **সা**—সেই বৈদিক জ্ঞান; **ততঃ**—মনু থেকে; **ভৃগু-আদয়ঃ**—ভৃগু আদি মুনিগণ; **অগৃহ্ণন্**—গ্রহণ করেছিলেন; **সপ্ত**—সাত; **ব্রহ্ম**—বৈদিক শাস্ত্রে; **মহা-ঋষয়ঃ**—মহর্ষিগণ।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বেদের এই জ্ঞান প্রথমে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে বলেন, এবং ভৃগু আদি সপ্ত মহর্ষিগণ সেই একই জ্ঞান মনুর নিকট থেকে গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

নিজ নিজ প্রকৃতি এবং প্রবণতা অনুসারে প্রত্যেকেই তার জীবনের পথ অবলম্বন করে। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে যাঁর স্বভাব সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়েছে, তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক কার্য হচ্ছে ভক্তিযোগ। যাদের স্বভাব জড়া প্রকৃতির গুণ দ্বারা প্রভাবিত, অন্যান্য পন্থাগুলি হচ্ছে তাদের জন্য। এইভাবে এই সকল পন্থা ও তার ফল সবই জড়ের দ্বারা কলুষিত। ভক্তিযোগ হচ্ছে শুদ্ধ পারমার্থিক পদ্ধতি। শুদ্ধ চেতনায় তা পালন করলে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে

পারি। সেই জন্য *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) ভগবান নিজেকে *পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্* বলে বর্ণনা করেছেন। এই শ্লোক এবং পূর্ব শ্লোকে গুরুপরম্পরার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে গুরুদেবগণ এই গুরু পরম্পরার অংশ, আর তাঁদের মাধ্যমে ব্রহ্মা যে জ্ঞান মনুকে প্রদান করেছিলেন তা এখনও লাভ করা যায়।

শ্লোক ৫-৭

তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥ ৫ ॥
কিন্দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ ॥ ৬ ॥
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা ।
যথাপ্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ॥ ৭ ॥

তেভ্যঃ—তাঁদের থেকে (ভৃগুআদি মুনিগণ); **পিতৃভ্যঃ**—পিতৃপুরুষগণ থেকে; **তৎ**—তাঁদের; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ, বংশধরগণ; **দেব**—দেবতাগণ; **দানব**—দানব; **গুহ্যকাঃ**—গুহ্যকগণ; **মনুষ্যাঃ**—মনুষ্যগণ; **সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ**—সিদ্ধ এবং গন্ধর্বগণ; **সবিদ্যাধরচারণাঃ**—বিদ্যাধর এবং চারণগণসহ; **কিন্দেবাঃ**—ভিন্ন প্রজাতির মানুষ; **কিন্নরাঃ**—অর্ধমনুষ্য; **নাগাঃ**—নাগগণ; **রক্ষঃ**—দানবেরা; **কিম্পুরুষ**—উন্নত মানের বানর; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **বহ্ব্যঃ**—বিভিন্ন; **তেষাম্**—এইসব জীবেদের; **প্রকৃতয়ঃ**—বাসনা বা স্বভাব; **রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-ভুবঃ**—প্রকৃতির ত্রিগুণজাত; **যাভিঃ**—এইরূপ জড় বাসনা বা প্রবণতার দ্বারা; **ভূতানি**—এই সমস্ত জীবেরা; **ভিদ্যন্তে**—বহু জড়রূপে বিভক্ত দেখায়; **ভূতানাম্**—এবং তাদের; **পতয়ঃ**—নেতাগণ; **তথা**—একইভাবে বিভক্ত; **যথা-প্রকৃতি**—প্রবণতা বা বাসনা অনুসারে; **সর্বেষাম্**—তাদের সকলের; **চিত্রাঃ**—বিচিত্র; **বাচঃ**—বৈদিক অনুষ্ঠান ও মন্ত্র; **স্রবন্তি**—নিম্নে প্রবাহিত হয়; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মার পুত্র ভৃগু আদি পিতৃপুরুষগণ এবং অন্যান্য সন্তানাদি থেকে বহু বংশধর আবির্ভূত হন। তাঁরা দেবতা, দানব, মনুষ্য, গুহ্যক, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্দেব, কিন্নর, নাগ, কিম্পুরুষ—প্রভৃতি বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেন। এই সমস্ত মহাজাগতিক প্রজাতি ও তাঁদের নেতৃবৃন্দ, জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে বিভিন্ন স্বভাব এবং বাসনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীব থাকায় বহু প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান, মন্ত্র এবং তার ফলও রয়েছে।

তাৎপর্য

বেদে বিভিন্ন প্রকারের পূজা পদ্ধতি এবং অগ্রগতির অনুমোদন কেন করা হয়েছে—কেউ যদি জানতে আগ্রহী থাকেন, তবে তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু এঁরা হচ্ছেন সাতজন ব্রহ্মর্ষি, এই ব্রহ্মাণ্ডের পিতৃপুরুষ। কিন্দেবরা হচ্ছেন এক ধরনের মানুষ। এঁরা দেবতাদের মতো, কখনও ক্লান্ত হননা, তাঁদের শরীরে ঘাম বা দুর্গন্ধ থাকে না। তাঁদের দেখে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হবে, *কিংদেবাঃ,* "এঁরা কি দেবতা?" বাস্তবে, এঁরা মানুষই, এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনও লোকে থাকেন। কিন্নরদের এমন বলা হয়, কারণ এরা *কিঞ্চিৎ নরাঃ* বা "একটুখানি মানুষের মতো।" কিন্নরদের, হয় মানুষের মাথা রয়েছে অথবা মানুষের শরীর, (দুটিই নয়) উভয়ের মিলনে একটি অমানুষ রূপ। কিমপুরুষদের এইরূপ বলা হয়, কারণ এরা দেখতে মানুষের মতো, তা প্রশ্নের উদ্রেক করে *কিংপুরুষাঃ* ঃ "এরা কি মানুষ?" বাস্তবে, এরা এক ধরনের বাঁদর, এরা মানুষের মতোই প্রায়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন, এই শ্লোকে ভগবৎ বিস্মৃতির বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। সারা জগতে বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিমান জীবদের জন্য বিভিন্ন প্রকার বৈদিক মন্ত্র এবং আনুষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু বৈদিক সূত্রাদির এই বিস্তার কেবল বৈচিত্র্যময় জাগতিক মায়াকেই বোঝায়, এগুলি অন্তিম উদ্দেশ্য নয়। বহুবিধ বৈদিক বিধানের অন্তিম উদ্দেশ্য একটিই—পরমেশ্বর ভগবানকে জানা আর তাঁকে ভালবাসা। ভগবান নিজেই এখানে শ্রীউদ্ধবকে সেই বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করছেন।

শ্লোক ৮

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্ ।
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রকৃতি**—স্বভাবের বা বাসনার; **বৈচিত্র্যাৎ**—বৈচিত্র্যহেতু; **ভিদ্যন্তে**—বিভক্ত; **মতয়ঃ**—জীবনদর্শন; **নৃণাম্**—মনুষ্যগণের মধ্যে; **পারম্পর্যেণ**—প্রথায় বা গুরুপরম্পরায়; **কেষাঞ্চিৎ**—কিছু কিছু লোকের মধ্যে; **পাষণ্ড**—নাস্তিক; **মতয়ঃ**—দর্শনসমূহ; **অপরে**—অন্যান্য।

অনুবাদ

এইভাবে মানুষের বহুবিধ বাসনা ও স্বভাব থাকার ফলে বহুবিধ আস্তিক জীবন দর্শন রয়েছে। সেগুলি ঐতিহ্য হিসাবে, নিয়ম অনুসারে এবং গুরুপরম্পরার ধারায়

চলে আসছে। অন্যান্য শিক্ষকগণ রয়েছেন, যাঁরা নাস্তিক্যবাদের দর্শনকেই প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেন।

তাৎপর্য

কেষাঞ্চিৎ শব্দটি দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অজ্ঞ, অননুমোদিত এবং সর্বোপরি নিষ্ফল জীবন দর্শন সৃষ্টিকারী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের বোঝানো হয়েছে। *পাষণ্ড মতয়ঃ* বলতে যারা প্রত্যক্ষভাবে বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তাদের বোঝায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এ বিষয়ে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। গঙ্গার জল সর্বদাই শুদ্ধ এবং বড়ই মধুর। সেই মহানদী গঙ্গার তীরে, অনেক প্রকার বিষবৃক্ষও থাকে। সেই বৃক্ষের মূলগুলি মাটি থেকে গঙ্গার জল পান করে, তাদের বিষাক্ত ফল উৎপাদন করার জন্য। তেমনই, যারা নাস্তিক অসুর, তারা বৈদিক জ্ঞানের সংস্পর্শকে নাস্তিক বা জড়বাদী দর্শনরূপ বিষাক্ত ফল উৎপাদনে উপযোগ করে।

শ্লোক ৯

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি ॥ ৯ ॥

মৎ-মায়া—আমার মায়াশক্তির দ্বারা; **মোহিত**—বিভ্রান্ত; **ধিয়ঃ**—যাদের বুদ্ধি; **পুরুষাঃ**—মানুষ; **পুরুষ-ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; **শ্রেয়ঃ**—মানুষের জন্য যা শ্রেয়; **বদন্তি**—বলেন; **অনেক-অন্তম্**—অসংখ্যভাবে; **যথা-কর্ম**—তাদের কর্ম অনুসারে; **যথা-রুচি**—তাদের রুচি অনুসারে।

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার মায়া শক্তির দ্বারা মানুষের বুদ্ধি বিমোহিত হলে তাদের নিজেদের কার্যকলাপ এবং খেয়াল মতো জনকল্যাণের জন্য তারা বহুভাবে মত ব্যক্ত করে।

তাৎপর্য

স্বতন্ত্র জীব পরমেশ্বর ভগবানের মতো সর্বজ্ঞ নয়, সুতরাং তাদের কার্যকলাপ ও আনন্দ, পূর্ণ সত্যের অভিব্যক্তি নয়। তাদের নিজ নিজ কর্ম (যথা-কর্ম) এবং ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে (যথা রুচি), একে অন্যের কল্যাণের জন্য কথা বলে থাকে। প্রত্যেকেই ভাবে, "আমার জন্য যা ভাল প্রত্যেকের জন্যই তা ভাল হবে।" আসলে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজের নিত্য এবং আনন্দময় স্বরূপ উপলব্ধি করাই প্রত্যেকের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। পরম তত্ত্বজ্ঞান রহিত বহু

তথাকথিত বিদ্বান ব্যক্তি, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানহীন খামখেয়ালী মানুষদেরকে খেয়ালখুশি মতো উপদেশ প্রদান করে।

শ্লোক ১০

ধর্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্ ।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্যং ত্যাগভোজনম্ ।
কেচিদ্ যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্ ॥ ১০ ॥

ধর্মম্—পুণ্যকর্ম; **একে**—কিছুলোক; **যশঃ**—খ্যাতি; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যেরা; **কামম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **দমম্**—আত্মসংযম; **শমম্**—শান্তিপ্রিয়তা; **অন্যে**—অন্যেরা; **বদন্তি**—প্রস্তাব দেন; **স্ব-অর্থম্**—স্বার্থ; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য বা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি; **ত্যাগ**—ত্যাগ; **ভোজনম্**—ভোজন; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **তপঃ**—তপস্যা; **দানম্**—দান; **ব্রতানি**—ব্রত গ্রহণ করা; **নিয়মান্**—নিয়মিত ধর্মীয় কর্তব্য; **যমান্**—কঠোর বিধিনিয়ম।

অনুবাদ

কেউ কেউ বলেন যে, ধর্মীয় পুণ্যকর্মের মাধ্যমে মানুষ সুখী হবে। অন্যেরা বলেন, যশ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, সত্যবাদিতা, আত্ম-সংযম, শান্তি, স্বার্থসিদ্ধি, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, উপভোগ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, নিয়মিত কর্তব্য বা কঠোর বিধিনিয়ম পালন করলে সুখ লাভ হয়। প্রতিটি পদ্ধতির প্রবক্তা রয়েছেন।

তাৎপর্য

ধর্মম্ একে বলতে কর্ম মীমাংসক নামক নাস্তিক দার্শনিকদের বোঝায়। যাঁরা বলেন, যে ভগবদ্ রাজ্য কেউ কখনও দেখেনি, কেউ সেখান থেকে ফেরেনি, সেই ভগবদ্ রাজ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়; বরং দক্ষতার সঙ্গে কর্মের নিয়মগুলিকে উপযোগ করে, এমনভাবে সকাম কর্ম সম্পাদন করতে হবে, যাতে আমরা সর্বদা ভাল থাকব। যশের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ কোনও মানুষের যশগাথা পুণ্য লোকে গীত হয়, ততদিন তিনি জাগতিক স্বর্গলোকে হাজার হাজার বৎসর বসবাস করবেন। *কামম্* বলতে, কাম সূত্রের মতো বৈদিক সাহিত্য এবং যৌনসুখ উপভোগের জন্য উপদেশমূলক যে লক্ষ লক্ষ আধুনিক গ্রন্থ রয়েছে সেগুলিকে বোঝায়। কেউ কেউ বলে, সততা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম; অন্যেরা বলেন, আত্মসংযম, মনের শান্তি এগুলিই ধর্ম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার প্রবক্তা এবং "শাস্ত্র" রয়েছে। অন্যেরা বলেন, আইন, আদেশ এবং আদর্শবোধ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মনুষ্য জীবনে রাজনৈতিক প্রতিপত্তিই প্রকৃত স্বার্থ।

কেউ কেউ বলেন, গরীবদের মধ্যে আমাদের জাগতিক সম্পদ বিতরণ করা উচিত, অন্যেরা বলেন, যতদূর সম্ভব আমাদের এই জীবন উপভোগ করা দরকার, আর কেউ বলেন, প্রাত্যহিক কৃত্য, সংযমমূলক ব্রত, তপস্যা এগুলিই করণীয়।

শ্লোক ১১

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ ॥ ১১ ॥

আদি-অন্ত-বন্তঃ—যার আদি এবং অন্ত রয়েছে; **এব**—নিঃসন্দেহে; **এষাম্**—তাদের (জড়বাদীরা); **লোকাঃ**—প্রাপ্তগতি; **কর্ম**—জাগতিক কর্মের দ্বারা; **বিনির্মিতাঃ**—উৎপন্ন; **দুঃখ**—দুঃখ; **উদর্কাঃ**—ভাবী ফল রূপে আনয়ন; **তমঃ**—অজ্ঞতা; **নিষ্ঠাঃ**—অবস্থিত; **ক্ষুদ্রাঃ**—ক্ষুদ্র; **মন্দাঃ**—ঘৃণ্য; **শুচা**—অনুশোচনা; **অর্পিতাঃ**—পূর্ণ।

অনুবাদ

যে সমস্ত লোকের কথা আমি এইমাত্র বললাম, তারা তাদের জাগতিক কর্মের ক্ষণস্থায়ী ফল লাভ করে। বাস্তবে, তারা যে ক্ষুদ্র এবং দুঃখদায়ক অবস্থা লাভ করে, তা ভবিষ্যতে তাদের আরও দুঃখ উৎপাদন করে, এ সবই হচ্ছে অজ্ঞতার ফল। এমনকি, তারা যখন তাদের কর্মের ফল উপভোগ করে, তখনও তাদের জীবন অনুশোচনায় পূর্ণ থাকে।

তাৎপর্য

যারা ক্ষণস্থায়ী জাগতিক বস্তুকে ভুলক্রমে পরম সত্য বলে আঁকড়ে ধরে, তারা নিজেরা ছাড়া কেউই তাদেরকে তেমন বুদ্ধিমান বলে মনে করেন না। এই ধরনের মূর্খ লোকেরা সর্বদা উদ্বেগে পূর্ণ, কেননা তাদের কর্মের ফলটিই প্রকৃতির নিয়মে প্রতিনিয়ত পরিবর্তীত হতে থাকে, যে পরিবর্তন তারা কামনাও করে না বা প্রত্যাশাও করে না। বৈদিক অনুষ্ঠানকারী নিজেকে স্বর্গে উন্নীত করতে পারেন, পক্ষান্তরে নাস্তিকের সুযোগ রয়েছে, সে নিজেকে নরকে স্থানান্তরিত করতে পারে। বহু অবস্থা ও বহু দৃশ্য সমন্বিত জাগতিক ব্যাপারটিই মনোরম নয়, তা নিরানন্দময় (মন্দাঃ)। এই জড়জগতে আমরা কোনই যথার্থ অগ্রগতি লাভ করতে পারি না। তাই আমাদের উচিত কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

শ্লোক ১২

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥ ১২ ॥

ময়ি—আমাতে; **অর্পিত**—নিবিষ্ট; **আত্মনঃ**—যার চেতনা; **সভ্য**—হে বিদ্বান উদ্ধব; **নিরপেক্ষস্য**—জড় বাসনা রহিত ব্যক্তির; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **আত্মনা**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে বা নিজের চিন্ময় শরীর দিয়ে; **সুখম্**—সুখ; **যৎ তৎ**—এইরূপ; **কুতঃ**—কিভাবে; **স্যাৎ**—হতে পারে; **বিষয়**—জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে; **আত্মনাম্**—আসক্ত ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

হে বিদ্বান উদ্ধব, সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করে যারা তাদের চেতনা আমাতে নিবিষ্ট করেছে, তারা আমার সঙ্গে এমন এক আনন্দ উপভোগ করে, যা জড় ইন্দ্রিয়ভোগীরা কখনও অনুভব করতে পারবে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *বিষয়াত্মনাম্* বলতে, যাঁরা জাগতিকভাবে মনের শান্তি, আত্মসংযম, মনগড়া দর্শন ইত্যাদি অনুশীলন করেন তাঁদের বোঝাচ্ছে। এই সমস্ত লোকেরা এমনকি সত্ত্বগুণের স্তরে উপনীত হলেও, তাঁরা সিদ্ধ হতে পারেন না, কেননা সত্ত্বগুণও জাগতিক, আর তা মায়ারই একটি অংশ। শ্রীনারদমুনি বলেছেন—

কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাস-স্বাধ্যায়য়োরপি ।
কিংবা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্ম-প্রদো হরিঃ ॥

"যে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চরমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে না, তা সে যোগাভ্যাস হোক, সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন হোক, কঠোর তপস্যা হোক, সন্ন্যাস গ্রহণ হোক অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন হোক, তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। এগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু তা যদি ভগবান শ্রীহরিকে জানতে সাহায্য না করে, তা হলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/৩১/১২)

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে ভগবদ্ভক্ত তাঁর চিন্ময় দেহে, ভগবানের পরম দিব্য রূপের সঙ্গ লাভ করে যে আনন্দ অনুভব করেন, তারই কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। ভগবানের দিব্যরূপ অনন্ত অপূর্ব গুণাবলীতে পূর্ণ আর তাঁর সঙ্গ লাভের আনন্দও অসীম। দুর্ভাগ্যক্রমে, জাগতিক লোকেদের পক্ষে এই ধরনের সুখের কল্পনা করাও অসম্ভব, কেননা তারা পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসতে মোটেই আগ্রহী নয়।

শ্লোক ১৩

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বা সুখময়া দিশঃ ॥ ১৩ ॥

অকিঞ্চনস্য—যিনি কোন কিছুই কামনা করেন না; **দান্তস্য**—যাঁর ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত; **শান্তস্য**—শান্ত; **সম-চেতসঃ**—সমচিত্ত; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **সন্তুষ্ট**—সন্তুষ্ট; **মনসঃ**—যাঁর মন; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **সুখময়াঃ**—সুখপূর্ণ; **দিশঃ**—দিক্‌সমূহ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি এই জগতের কোন কিছুই কামনা করেন না, যিনি সংযতেন্দ্রিয় হওয়ার ফলে শান্ত, যিনি সর্বাবস্থায় সমচিত্ত এবং যার মন আমাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, তিনি সর্বাবস্থায় সুখ অনুভব করেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন কৃষ্ণভক্ত সর্বদা ভগবৎলীলার দিব্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অনুভব করেন। যাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয় ভগবৎচিন্তায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত, তাঁদের এই সমস্ত দিব্য অনুভূতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়। এইরূপ ব্যক্তি যেখানেই যান, কেবলই সুখলাভ করেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, যখন কোনও ধনী ব্যক্তি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণে যান, প্রতিটি স্থানে তিনি একই ধরনের বিলাসবহুল আরামদায়ক পরিবেশ উপভোগ করেন। তেমনই, যিনি কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়েছেন, তিনি কখনও সুখ থেকে বঞ্চিত হন না। কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপ্ত। *কিঞ্চন* বলতে বোঝায় এই জগতের তথাকথিত ভোগ্যবস্তু। যিনি *অকিঞ্চন* তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন যে, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হচ্ছে মায়ার চমক্ মাত্র। সুতরাং, এইরূপ ব্যক্তি হচ্ছেন *দান্তস্য* বা সংযতাত্মা, *শান্তস্য* অর্থাৎ তিনি শান্ত, আর *ময়া সন্তুষ্ট মনসঃ* বা যিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য অনুভূতির ফলে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১৪

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১৪ ॥

ন—না; পারমেষ্ঠ্যম্—ব্রহ্মার পদ বা ধাম; ন—কখনোই না; মহা-ইন্দ্র-ধিষ্ণ্যম্—ইন্দ্রপদ; ন—নয়; সার্বভৌমম্—বিশ্বসম্রাট; ন—নয়; রস-আধিপত্যম্—নিম্নলোক সমূহের উপর আধিপত্য; ন—কখনোই না; যোগসিদ্ধীঃ—অষ্টসিদ্ধি; অপুনঃ-ভবম্—মুক্তি; বা—অথবা; ময়ি—আমাতে; অর্পিত—নিবিষ্ট; আত্মা—চেতনা; ইচ্ছতি—কামনা করেন; মৎ—আমাকে; বিনা—ব্যতিরেকে; অন্যৎ—অন্য কিছু।

অনুবাদ

যার চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট হয়েছে, সে ব্রহ্মার পদ বা ধাম, ইন্দ্রপদ, বিশ্বসম্রাট, নিম্ন লোক সমূহের উপর আধিপত্য, অষ্টসিদ্ধি বা জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্তি, এসবের কোনটিই চায় না। এইরূপ ব্যক্তি কেবল আমাকেই চায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *অকিঞ্চন* শুদ্ধভক্ত কিরূপ হন, তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহারাজ প্রিয়ব্রত হচ্ছেন সেই ধরনের মহান ভক্ত যিনি জগৎসম্রাট হতেও আগ্রহী ছিলেন না, কেননা তাঁর মন ভগবৎ পাদপদ্মের প্রতি প্রেমে সম্পূর্ণ মগ্ন ছিল। ভগবানের শুদ্ধভক্তের নিকট জড় জাগতিক সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তুও অত্যন্ত নগণ্য ও অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়।

শ্লোক ১৫

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১৫ ॥

ন—না; তথা—তদ্রূপ; মে—আমাকে; প্রিয়-তমঃ—প্রিয়তম; আত্মযোনিঃ—শ্রীব্রহ্মা, যে আমার দেহ থেকে জাত; ন—নয়; শঙ্করঃ—শ্রীমহাদেব; ন—না; চ—এবং; সঙ্কর্ষণঃ—আমার প্রত্যক্ষ প্রকাশ শ্রীসংকর্ষণ; ন—না; শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; ন—না; এব—নিশ্চিতরূপে; আত্মা—বিগ্রহরূপী আমি নিজে; চ—এবং; যথা—যেমনটি; ভবান্—তুমি।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমার নিকট শ্রীব্রহ্মা, শ্রীমহাদেব, শ্রীসংকর্ষণ, শ্রীলক্ষ্মী, এমনকি আমি নিজেও তোমার সমান প্রিয় নই।

তাৎপর্য

শ্রীভগবান পূর্বশ্লোকগুলিতে তাঁর প্রতি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের ঐকান্তিক প্রেমের বর্ণনা করেছেন, আর এখন তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি তাঁর নিজের ভালবাসার কথা বর্ণনা করছেন। *আত্মযোনি* বলতে শ্রীব্রহ্মাকে বোঝায়, কেননা শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের

দিব্যশরীর থেকে প্রত্যক্ষভাবে উৎপন্ন হয়েছেন। শ্রীমহাদেব শ্রীভগবানের প্রতি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান করার মাধ্যমে তাঁকে আনন্দ প্রদান করেন, এবং শ্রীসংকর্ষণ বা বলরাম হচ্ছেন কৃষ্ণলীলায় ভগবানের ভ্রাতা। শ্রীলক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন ভগবানের সহধর্মিণী, এবং এখানে আত্ম বলতে তাঁর শ্রীবিগ্রহরূপে তাঁকেই বোঝাচ্ছে। এই সমস্ত ব্যক্তিগণ, এমনকি ভগবান নিজেকেও ততটা প্রিয় বলে মনে করেন না, যতটা তিনি তাঁর অকিঞ্চন শুদ্ধ ভক্ত উদ্ধবকে ভালবাসেন। শ্রীল মধ্বাচার্য বৈদিক শাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন যে, যেমন কোন ভদ্রলোক দরিদ্র ভিখারিকে দান করার জন্য সময় সময় তাঁর নিজের স্বার্থ, এমনকি তাঁর সন্তানাদির স্বার্থেরও অপেক্ষা করেন না। তদ্রূপ ভগবান তাঁর ওপর নির্ভরশীল অসহায় ভক্তের প্রতি বেশি কৃপাপরবশ হন। ভগবৎকৃপা লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভগবানের অহৈতুকী প্রেম। ঠিক যেমন সাধারণ পিতামাতা তাঁদের সক্ষম সাবালক সন্তানদের অপেক্ষা তাঁদের অসহায় সন্তানদের বিষয়ে অধিক যত্নপরায়ণ থাকেন, তেমনই ভগবান তাঁর উপর সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল অসহায় ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রেমময়। এইভাবে কেউ যদি জাগতিকভাবে কম যোগ্যতা সম্পন্নও হন, অন্য কোনও দিকে আগ্রহ প্রকাশ না করে, শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চিতরূপে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করবেন।

শ্লোক ১৬

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্ ।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ ॥ ১৬ ॥

নিরপেক্ষম্—ব্যক্তিগত বাসনারহিত; **মুনিম্**—আমার লীলায় সহায়তা করার জন্য সর্বদা চিন্তাশীল; **শান্তম্**—শান্ত; **নির্বৈরম্**—কারো প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নন; **সমদর্শনম্**—সর্বত্র সমচিত্ত; **অনুব্রজামি**—অনুসরণ করি; **অহম্**—আমি; **নিত্যম্**—সর্বদা; **পূয়েয়**—আমি শুদ্ধ হতে পারি (আমার মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ড আমি শুদ্ধ করব); **ইতি**—এইভাবে; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্মের; **রেণুভিঃ**—ধূলির দ্বারা।

অনুবাদ

আমার মধ্যে অবস্থিত জড় জগতসমূহকে আমি আমার ভক্তপদরেণু দ্বারা পবিত্র করতে চাই। এইভাবে ব্যক্তিগত বাসনা রহিত, সর্বদা আমার লীলা স্মরণে মগ্ন, শান্ত, নির্বৈর এবং সর্বত্র সমদর্শী শুদ্ধভক্তের পদাঙ্ক আমি সর্বদা অনুসরণ করি।

তাৎপর্য

ভক্ত যেমন সর্বদা ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, ঠিক তেমনই ভক্ত বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ভগবানের শুদ্ধ সেবক সর্বদা

ভগবানের লীলা স্মরণ করেন, আর চিন্তা করেন কিভাবে তিনি ভগবানের মনোভিষ্ট পূরণের জন্য সহায়তা করবেন। সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি শ্রীকৃষ্ণের বিরাট-রূপের মধ্যে অবস্থিত, যা তিনি অর্জুন, মা যশোদা এবং অন্যান্যদের দর্শন করিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তাঁর মধ্যে অশুদ্ধতার কোনও প্রশ্নই নেই। তা সত্ত্বেও শ্রীভগবান তাঁর মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তাঁর শুদ্ধভক্তের চরণ ধূলি দিয়ে শুদ্ধ করতে চান। ভক্তপদরেণু ব্যতীত ভগবৎসেবায় রত হওয়া বা দিব্য আনন্দ অনুভব করা কোনটিই সম্ভব নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভেবেছিলেন, "আমার ভক্তের পাদপদ্মের রেণু সম্ভূত ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল আমার দিব্য আনন্দ অনুভব করা যায়, এই কঠোর নিয়ম আমিই প্রবর্তন করেছি। আমি যেহেতু সেই আনন্দ উপভোগ করতে চাই, তাই আমিও যথাযথ পন্থা অবলম্বন করে ভক্তের পদধূলি গ্রহণ করব।" শ্রীল মধ্বাচার্য বলছেন যে, ভক্তদের শুদ্ধ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ভগবান যখন তাঁর শুদ্ধ ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন তখন ভগবানের চরণ থেকে উত্থিত ধূলিকণা বায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হয়ে ভক্তের সামনে চলে আসে, আর সেই দিব্য ধূলিকণার সংস্পর্শে এসে ভক্ত শুদ্ধ হয়ে যান। ভগবানের এই সমস্ত দিব্যলীলার ব্যাপারে আমরা যেন মূর্খের মতো জাগতিক তর্কের মধ্যে না যাই। এটি হচ্ছে ভগবান আর তাঁর ভক্তের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক মাত্র।

শ্লোক ১৭

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম ॥ ১৭ ॥

নিষ্কিঞ্চনাঃ—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা রহিত; **ময়ি**—আমাতে, পরমেশ্বর ভগবানে; **অনুরক্ত-চেতসঃ**—অনুরক্তচিত্ত; **শান্তাঃ**—শান্ত; **মহান্তঃ**—মিথ্যা অহঙ্কার রহিত মহাত্মা; **অখিল**—সকলকে; **জীব**—জীব; **বৎসলাঃ**—স্নেহ পরায়ণ শুভাকাঙ্ক্ষী; **কামৈঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সুযোগের দ্বারা; **অনালব্ধ**—স্পৃষ্ট বা প্রভাবিত না হয়ে; **ধিয়ঃ**—যার চেতনা; **জুষন্তি**—অভিজ্ঞতা লাভ করে; **তে**—তারা; **যৎ**—যা; **নৈরপেক্ষ্যম্**—সম্পূর্ণ বৈরাগ্যের দ্বারা লব্ধ; **ন বিদুঃ**—তারা জানে না; **সুখম্**—সুখ; **মম**—আমার।

অনুবাদ

যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছা রহিত, যাদের মন আমাতে সর্বদা আসক্ত, যারা শান্ত, মিথ্যা অহংকারশূন্য, সমস্ত জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ, যাদের মন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুযোগের দ্বারা প্রভাবিত নয়—এইরূপ ব্যক্তি আমার মধ্যে যে আনন্দ অনুভব করে থাকে, তা জড় জগতের প্রতি বৈরাগ্যের অভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা জানা বা লাভ করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় রত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। তাই তাঁরা জড় আনন্দ থেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, আর তাঁরা মুক্তি কামনাও করেন না। অন্যান্য সকলের যেহেতু কিছু ব্যক্তিগত বাসনা থাকে, তারা এইরূপ আনন্দ অনুভব করতে পারে না। শুদ্ধভক্ত সকলকে কৃষ্ণভাবনাময় সুখ প্রদান করতে চান, তাই তাঁদের বলা হয় *মহান্তঃ* বা মহাত্মা। ভক্তের ভগবৎসেবার সুবাদে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অনেক সুযোগ আসে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত এসবের প্রতি লুব্ধ বা আকৃষ্ট হন না, আর তাই তিনি তাঁর দিব্য উন্নত পদ থেকে পতিত হন না।

শ্লোক ১৮

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ ১৮ ॥

বাধ্যমানঃ—হয়রান হয়ে; **অপি**—যদিও; **মৎ-ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **বিষয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দ্বারা; **অজিত**—অজিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **প্রায়ঃ**—সাধারণতঃ; **প্রগল্‌ভয়া**—কার্যকারী এবং শক্তিশালী; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **বিষয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দ্বারা; **ন**—না; **অভিভূয়তে**—পরাজিত।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমার ভক্ত যদি পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় জয় করতে সক্ষম না হয়, সে হয়তো জড় বাসনার দ্বারা উত্যক্ত হবে। কিন্তু আমার প্রতি তার ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দ্বারা পরাস্ত হবে না।

তাৎপর্য

অভিভূয়তে বলতে, জড় জগতে পতন এবং মায়ার দ্বারা পরাস্ত হওয়াকে বোঝায়। ভক্ত হয়তো পূর্ণমাত্রায় জিতেন্দ্রিয় হতে পারেননি, তা সত্ত্বেও তাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে তিনি ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি নেন না। *প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা* বলতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁর যথেষ্ট ভক্তি রয়েছে

তাঁকে বোঝায়, যে ব্যক্তি পাপ কর্ম করে আর হরিনাম করে তার প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে চায়, এমন মানুষ নয়। পূর্বের খারাপ অভ্যাস বা অপরিপক্কতার জন্য একজন নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তও হয়তো দেহাত্মবুদ্ধির আকর্ষণের দ্বারা হয়রান হতে পারেন, তবুও তাঁর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি কাজ করবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নের উদাহরণগুলি প্রদান করেছেন। কোনও মহান যোদ্ধা তাঁর শত্রুর অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সাহস ও শক্তির জন্য তিনি হত বা পরাস্ত হন না। তিনি আঘাত সহ্য করেন আর জয়ের পথে এগিয়ে চলেন। তেমনই কেউ হয়তো কঠিন ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি যথাযথ ঔষধ গ্রহণ করেন, তবে তিনি সত্বর সুস্থ হয়ে উঠবেন।

যাঁরা নির্বিশেষবাদ এবং শুষ্ক জ্ঞানের মাধ্যমে তপস্যার পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁরা যদি তাঁদের পথ থেকে কিছু মাত্রও বিচ্যুত হন, তবে তাঁদের পতন হয়। ভক্ত অবশ্য অপক্ক হলেও ভক্তিযোগের পথ থেকে পতিত হন না। যদি তিনি সাময়িকভাবে দুর্বলতা প্রদর্শনও করেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর দৃঢ় ভক্তি থাকলে তাঁকে ভক্ত বলেই গণ্য করতে হবে। যেমন ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) বলেছেন—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাঁকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।"

শ্লোক ১৯

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৯ ॥

যথা—যেমন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **সুসমৃদ্ধ**—জ্বলন্ত; **অর্চিঃ**—যার শিখা; **করোতি**—রূপান্তরিত করে; **এধাংসি**—জ্বালানি কাঠ; **ভস্ম-সাৎ**—ভস্মে; **তথা**—তদ্রূপ; **মৎ-বিষয়া**—আমার বিষয়ে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **এনাংসি**—পাপ; **কৃৎস্নশঃ**—সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, ঠিক যেমন জলন্ত অগ্নি জ্বালানী কাঠকে ভস্মে রূপান্তরিত করে, তেমনই ভক্তি, আমার ভক্তের কৃত পাপ সমূহকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মে পরিণত করে।

তাৎপর্য

আমাদের খুব ভালভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, ভগবান বলছেন, ভক্তি হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নির মতো। হরিনাম করার মাধ্যমে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে পাপকর্ম করতে থাকা একটি মহা অপরাধ। এই ধরনের অপরাধকারী ব্যক্তির ভক্তিকে কৃষ্ণপ্রেমের জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কোনও ঐকান্তিক প্রেমী ভক্ত, তাঁর অপরিপক্কতা হেতু বা পূর্বের খারাপ অভ্যাসের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপদ্রুত হতে পারেন। তবে ভক্ত যদি অবহেলা করে বা আগে থেকে প্রস্তুতি না নিয়ে আকস্মিকভাবে পতিত হন, ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁর পাপসমূহকে ভস্মসাৎ করেন, ঠিক যেমন জ্বলন্ত অগ্নি একখণ্ড নগণ্য কাঠকে ভস্মসাৎ করে। যিনি পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি তাঁর প্রতি ভক্তিযোগের অতুলনীয় সুফল লাভ করেন।

শ্লোক ২০

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥ ২০ ॥

ন—না; সাধয়তি—নিয়ন্ত্রণে আনে; মাম্—আমাকে; যোগঃ—যোগপদ্ধতি; ন—না; সাংখ্যম্—সাংখ্য দর্শনের পদ্ধতি; ধর্মঃ—বর্ণাশ্রম পদ্ধতির মাধ্যমে পুণ্যকর্ম; উদ্ধব—প্রিয় উদ্ধব; ন—না; স্বাধ্যায়ঃ—বেদ অনুশীলন; তপঃ—তপস্যা; ত্যাগঃ—বৈরাগ্য; যথা—যেমন; ভক্তিঃ—ভক্তি; মম—আমার প্রতি; ঊর্জিত—উৎপন্ন।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমার প্রতি আমার ঐকান্তিক ভক্তের অর্পিত সেবা আমাকে তাদের বশীভূত করে। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন, সাংখ্য দর্শন, পুণ্য কর্ম, বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা বা বৈরাগ্য এসবের কোনওটির দ্বারাই আমি তেমন বশীভূত হই না।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো তার অষ্টাঙ্গযোগের লক্ষ্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারে, সাংখ্য দর্শনেও তা হতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ ভগবৎ-সেবার মতো তা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এই ভগবৎ-সেবা সম্পাদিত হয় ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্তন এবং তাঁর মনোভীষ্ট পূরণের মাধ্যমে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *জ্ঞান-কর্মাদি অনাবৃতম্*—ভক্তের উচিত সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভর করা।

সকাম কর্ম বা মনোধর্মের দ্বারা তাঁর প্রেমময়ী ভগবৎ সেবা অনর্থক জটিল করে তোলা উচিত নয়। ব্রজবাসীরা শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ওপর নির্ভর করেন। যখন মহাসর্প অঘাসুর ব্রজে এসেছিল, রাখাল বালকদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বন্ধুত্ব এতই দৃঢ় ছিল যে, তারা নির্ভয়ে সেই মহাসর্পের মুখগহ্বরে প্রবেশ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই ধরনের শুদ্ধ ভালবাসাই কেবল তাঁকে ভক্তের বশীভূত করে।

শ্লোক ২১

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ২১ ॥

ভক্ত্যা—ভক্তিযোগের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **একয়া**—ঐকান্তিক; **গ্রাহ্যঃ**—আমি লভ্য হই; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাসের দ্বারা; **আত্মা**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রিয়ঃ**—প্রেমাস্পদ; **সতাম্**—ভক্তদের; **ভক্তিঃ**—শুদ্ধভক্তি; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **মৎ-নিষ্ঠা**—আমাকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে; **শ্ব-পাকান্**—চণ্ডাল; **অপি**—এমনকি; **সম্ভবাৎ**—নীচকুলে জন্মের কলুষ থেকে।

অনুবাদ

পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ঐকান্তিক প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবার মাধ্যমেই কেবল আমাকে লাভ করা যায়। আমি আমার ভক্তের নিকট স্বাভাবিকভাবেই প্রিয়। তাই তারা আমাকেই তাদের প্রেমময়ী সেবার একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এইরূপ শুদ্ধ ভগবৎ-সেবায় রত হয়ে, এমনকি চণ্ডালও তার নীচকুলে জন্মের কলুষ থেকে শুদ্ধ হতে পারে।

তাৎপর্য

সম্ভবাৎ বলতে বোঝায় *জাতি দোষাৎ* বা নিম্নকুলে জন্মের দোষ। জাতি দোষ বলতে, জাগতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা পেশাগত পর্যায়কে বোঝাচ্ছে না, বরং তার পারমার্থিক অগ্রগতির মাত্রাকে বোঝায়। সারা বিশ্ব জুড়ে বহু ধনী এবং ক্ষমতাশালী পরিবার রয়েছে, কিন্তু প্রায়ই তাদের পরিবারের তথাকথিত চিরাচরিত প্রথা হিসাবে বেশ কিছু জঘন্য অভ্যাস থাকে। অবশ্য, এমনকি দুর্ভাগা লোকেরা, যারা জন্ম থেকেই পাপ কর্ম শিখে এসেছে, তারাও ভক্তিযোগের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হতে পারে। এইরূপ ভগবৎ-সেবার একমাত্র লক্ষ্য থাকবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (*মন্নিষ্ঠা*), পূর্ণ বিশ্বাসে তা সম্পাদন করতে হবে (*শ্রদ্ধয়া*), আর তা হবে ঐকান্তিক অথবা নিঃস্বার্থ (*একয়া*)।

শ্লোক ২২

ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা ।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥ ২২ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **সত্য**—সত্য; **দয়া**—আর দয়া; **উপেতঃ**—ভূষিত; **বিদ্যা**—জ্ঞান; **বা**—অথবা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **অন্বিতা**—ভূষিত; **মৎ-ভক্ত্যা**—আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা; **অপেতম্**—বঞ্চিত; **আত্মানম্**—চেতনা; **ন**—না; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **প্রপুনাতি**—পবিত্র করে; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে, সততা ও দয়া সমন্বিত ধর্ম-কর্মই হোক বা কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা লব্ধ জ্ঞানই হোক, কোনটিই মানুষের চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করতে পারে না।

তাৎপর্য

যদিও ধর্মীয় পুণ্যকর্ম, সত্যবাদিতা, দয়া, তপস্যা এবং জ্ঞান, এগুলি আংশিকভাবে আমাদের শুদ্ধতা প্রদান করে, এ সবের দ্বারা জড় বাসনার মূলোচ্ছেদ হয় না। একইভাবে সেই বাসনা পুনরায় এক সময় দেখা দেবে। জাগতিকভাবে অনেক ভোগ সুখের পরই কেউ তপস্যা, জ্ঞান আহরণ, নিঃস্বার্থ সেবা, এ সব করতে আগ্রহী হয়, আর তাতে সাধারণভাবে শুদ্ধ হওয়া যায়। যথেষ্ট পুণ্যকর্ম এবং শুদ্ধিকরণ করেও মানুষ পুনরায় জড়ভোগ সুখের প্রতি আগ্রহী হয়। যখন কোনও চাষের জমি পরিষ্কার করা হয়, তখন আগাছাগুলিকে অবশ্যই উঁপড়ে ফেলতে হবে, অন্যাথায় বৃষ্টি হলে আগের মতো সবকিছুই পুনরায় গজিয়ে উঠবে। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি আমাদের জড় বাসনার মূলোচ্ছেদ করে, যার ফলে জড় ভোগের অধঃপতিত জীবনের পুনরাবৃত্তির ভয় আর থাকে না। ভগবানের নিত্য ধামে ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের মধ্যে প্রেমময় সম্পর্ক বর্তমান। যিনি জ্ঞানের এই পর্যায়ে উপনীত হতে পারেননি, তাঁকে অবশ্যই জড় স্তরে থাকতে হবে, যে স্তরটি সর্বদাই অসামঞ্জস্য আর বিরোধে পূর্ণ। এইভাবে প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবা ব্যতিরেকে সব কিছুই অসম্পূর্ণ।

শ্লোক ২৩

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা ।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

কথম্—কিভাবে; **বিনা**—ব্যতিরেকে; **রোম-হর্ষম্**—রোমাঞ্চ; **দ্রবতা**—গলিত; **চেতসা**—হৃদয়; **বিনা**—ব্যতিরেকে; **বিনা**—ছাড়াই; **আনন্দ**—আনন্দ; **অশ্রু-কলয়া**—অশ্রু ধারা; **শুধ্যেৎ**—শুদ্ধ হতে পারে; **ভক্ত্যা**—প্রেমময়ী সেবা; **বিনা**—ব্যতিরেকে; **আশয়ঃ**—চেতনা।

অনুবাদ

যদি রোমাঞ্চ না জাগে, তবে হৃদয় কীভাবে বিগলিত হবে? আর হৃদয় যদি বিগলিত না হয়, তবে কীভাবে প্রেমাশ্রু ধারা বইবে? দিব্য আনন্দে যদি কেউ ক্রন্দন না করে, তবে সে কীভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করবে? আর এইরূপ সেবা না করলে কীভাবে তার চেতনা পবিত্র হবে?

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা করাই হচ্ছে একমাত্র পথ, যাতে আমাদের চেতনা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। এই ধরনের সেবায় পরমানন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, ফলে আত্মা সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে উদ্ধবকে বলেছিলেন, আত্মসংযম, পুণ্যকর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা ইত্যাদি অবশ্যই মনকে পবিত্র করে, সে কথা বহু সংশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সকল পন্থা নিষিদ্ধ কর্ম করার বাসনা বিদূরীত করে না। পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা এতই বলবতী যে, প্রগতি পথের যে কোন বাধাকে তা ভস্মীভূত করে। এই অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবা হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নির মতো, যা সমস্ত বাধা বিঘ্নকে ভস্মসাৎ করতে পারে। কিন্তু মনোধর্ম বা অষ্টাঙ্গ যোগের ক্ষুদ্র আগুন, পাপ বাসনার দ্বারা যে কোনও মুহূর্তে নিভে যেতে পারে। এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করে প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে হবে, যাতে জড় মায়ার সকল কার্যকলাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

শ্লোক ২৪

বাগ্‌গদগদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ ।
বিলজ্জ উদগায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ ২৪ ॥

বাক্—বাক্য; **গদ্‌গদা**—গদ্‌গদ স্বরে; **দ্রবতে**—বিগলিত করে; **যস্য**—যার; **চিত্তম্**—হৃদয়; **রুদতি**—ক্রন্দন করে; **অভীক্ষ্ণম্**—পুনঃ পুনঃ; **হসতি**—হাসে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **চ**—এবং; **বিলজ্জঃ**—লজ্জিত; **উদ্‌গায়তি**—উচ্চৈস্বরে গান করেন;

নৃত্যতে—নৃত্য করেন; চ—এবং; **মৎ-ভক্তি-যুক্তঃ**—যে আমার প্রতি ভক্তিযোগে রত; ভুবনম্—ব্রহ্মাণ্ড; পুনাতি—পবিত্র করে।

অনুবাদ

যে ভক্তের বাক্যে গদ্‌গদ স্বর নির্গত হয়, যার হৃদয় বিগলিত হয়, যে রোদন করেই চলে, আবার কখনও কখনও হাসে, যে লজ্জা বোধ করে, যে উচ্চৈঃস্বরে গান করে এবং নৃত্য করে—এইভাবে আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন ভক্ত সারা ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করে।

তাৎপর্য

বাগ্‌গদ্‌গদা বলতে উচ্চ ভাবপ্রবণ অবস্থাকে বোঝায়। এই অবস্থায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, এবং ভক্ত তাঁর ভাব প্রকাশ করে উঠতে পারেন না। *বিলজ্জঃ* বলতে ভক্ত কখনও কখনও তাঁর দৈহিক ক্রিয়াকলাপ বা পূর্বকৃত পাপ কর্মের জন্য লজ্জিত বোধ করেন, সেই অবস্থাকে বোঝায়। এই অবস্থায় ভক্ত, উচ্চঃস্বরে ভগবানের নামোচ্চারণ করে ক্রন্দন করেন, আবার কখনও কখনও দিব্য আনন্দে নৃত্য করেন। সেই জন্যই এখানে বলা হয়েছে, এইরূপ ভক্ত ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন।

হৃদয় বিগলিত হওয়ার মাধ্যমে, পারমার্থিক জীবনে ভক্ত অত্যন্ত সাবলীল হন। সাধারণত, যার হৃদয় সহজে বিগলিত হয়, তাকে দৃঢ় নয় এমনই ভাবা হয়; কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সমস্ত কিছুরই দৃঢ় ভিত্তি, যাঁর হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হয়, তিনি সর্বাপেক্ষা সাবলীল, তাঁকে বিরুদ্ধ যুক্তি, দৈহিক কষ্ট, মানসিক সমস্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা হিংসুক লোকেদের হস্তক্ষেপেও বিব্রত করতে পারে না। তার কারণ, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিবিষ্ট ভক্ত, পরমেশ্বর ভগবানের হৃদয় স্বরূপ হয়ে ওঠেন।

শ্লোক ২৫

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্ ।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥ ২৫ ॥

যথা—যেমন; **অগ্নিনা**—অগ্নির দ্বারা; **হেম**—সোনা; **মলম্**—অশুদ্ধতা; **জহাতি**—ত্যাগ করে; **ধ্মাতম্**—যাদুযুক্ত ধাতু; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **ভজতে**—প্রবেশ করে; **চ**—এবং; **রূপম্**—রূপ; **আত্মা**—আত্মা বা চেতনা; **চ**—ও; **কর্ম**—সকাম কর্মের; **অনুশয়ম্**—ফলস্বরূপ কলুষ; **বিধূয়**—দূর করে; **মৎ ভক্তি-যোগেন**—

আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; **ভজতি**—ভজনা করেন; **অথো**—এইভাবে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

সোনাকে আগুনে গলানোর ফলে যেমন তার অশুদ্ধতা দূর হয় এবং শুদ্ধ উজ্জ্বলতা ফিরে পায়, ঠিক তেমনই ভক্তিযোগের আগুনে নিমজ্জিত আত্মা, পূর্বের সকাম কর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হয় এবং চিন্ময় জগতে আমার সেবার যথার্থ অবস্থায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মত অনুসারে, ভক্ত যখন ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর আদি দিব্য দেহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সেই অবস্থাকেই এই শ্লোকে গলিত সোনার আদি শুদ্ধ রূপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। খাদযুক্ত সোনাকে জল বা সাবান দিয়ে শুদ্ধ করা যায় না। তেমনই, বাহ্যিক পদ্ধতির দ্বারা হৃদয়ের অশুদ্ধতা দূর করা যায় না। ভগবৎ-প্রেমের আগুনই কেবল আত্মাকে পবিত্র করে ভগবদ্ধামে প্রেরণ করতে পারে, যাতে আত্মা সেখানে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে পারে।

শ্লোক ২৬

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ ॥ ২৬ ॥

যথা যথা—যথা সম্ভব; **আত্মা**—আত্মা, জীব; **পরিমৃজ্যতে**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **অসৌ**—তিনি; **মৎ-পুণ্য-গাথা**—আমার মহিমার পুণ্যগাথা; **শ্রবণ**—শ্রবণের দ্বারা; **অভিধানৈঃ**—এবং কীর্তনের দ্বারা; **তথা তথা**—ঠিক সেই অনুসারে; **পশ্যতি**—তিনি দর্শন করেন; **বস্তু**—পরম সত্য; **সূক্ষ্মম্**—সূক্ষ্ম, যেহেতু অপ্রাকৃত; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **যথা**—ঠিক যেমন; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **অঞ্জন**—অঞ্জনের দ্বারা; **সম্প্রযুক্তম্**—চিকিৎসিত।

অনুবাদ

ব্যাধিগ্রস্ত চক্ষু যখন অঞ্জন দ্বারা চিকিৎসিত হয়, সেই চক্ষু তখন ধীরে ধীরে তার দর্শন ক্ষমতা ফিরে পায়। তদ্রূপ, জীব যখন আমার গুণ মহিমা শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে আমার দিব্য রূপ সমন্বিত পরম সত্যকে দর্শন করার ক্ষমতা ফিরে পায়।

তাৎপর্য

ভগবানকে বলা হয় *সূক্ষ্মম্* কেননা তিনি হচ্ছেন জড়া শক্তির সংস্পর্শ রহিত শুদ্ধ চিন্ময় চেতনা। যখন কেউ গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গুণ মহিমা ও তাঁর পবিত্র নাম শ্রবণ-কীর্তন করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর মধ্যে দিব্য প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা যদি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করি, তৎক্ষণাৎ আমরা চিন্ময় জগৎ আর ভগবানের লীলা দর্শন করতে পারি। ডাক্তার যখন কোনও অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনেন, তখন অন্ধ ব্যক্তি সেই ডাক্তারের নিকট চিরকৃতজ্ঞ বোধ করেন। তেমনই আমরা কীর্তন করি—চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরু, আমাদের দিব্য দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। তাই তিনি আমাদের নিত্য প্রভু ও গুরু।

শ্লোক ২৭

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে ।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ২৭ ॥

বিষয়ান্—ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু; **ধ্যায়তঃ**—যিনি ধ্যান করছেন; **চিত্তম্**—চেতনা; **বিষয়েষু**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপাদানে; **বিষজ্জতে**—আসক্ত হয়; **মাম্**—আমাকে; **অনুস্মরতঃ**—যিনি নিরন্তর স্মরণ করছেন; **চিত্তম্**—চেতনা; **ময়ি**—আমাতে; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **প্রবিলীয়তে**—মগ্ন।

অনুবাদ

যার মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর চিন্তায় মগ্ন সেই মন অবশ্যই এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে জড়িত, কিন্তু কেউ যদি প্রতিনিয়ত আমার স্মরণ করে, তা হলে তার মন আমাতে নিমগ্ন হয়।

তাৎপর্য

আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, যান্ত্রিকভাবে কৃষ্ণভজনে রত হলেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এখানে বলছেন, আমাদেরকে অবশ্যই নিরন্তর ভগবানকে স্মরণে রাখতে চেষ্টা করতে হবে। *অনুস্মরতঃ* বা নিরন্তর স্মরণ করা, তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করেন। তাই বলা হয়েছে, *শ্রবণম্ কীর্তনম্ স্মরণম্*—ভক্তিযোগের সূচনা হয় শ্রবণ (*শ্রবণম্*) এবং কীর্তন (*কীর্তনম্*) থেকে, আর তা থেকে আসে স্মরণ (*স্মরণম্*)। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত জড় ভোগের চিন্তা করে, সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তেমনই, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখেন, ভগবানের দিব্য

প্রকৃতিতে মগ্ন হন, তখন তিনি ভগবানের নিজ ধামে তাঁর ব্যক্তিগত সেবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্লোক ২৮

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্ ।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥ ২৮ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **অসৎ**—জড়; **অভিধ্যানম্**—মনোনিবেশের মাধ্যমে উন্নয়নের পন্থা; **যথা**—যেমন; **স্বপ্ন**—স্বপ্নে; **মনঃ-রথম্**—মনোধর্ম; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **ময়ি**—আমাতে; **সমাধৎস্ব**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; **মনঃ**—মন; **মৎ-ভাব**—আমার ভাবনায়; **ভাবিতম্**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

সুতরাং স্বপ্নসৃষ্ট স্বকপোল-কল্পিত উন্নয়নের সমস্ত প্রকার জড় পদ্ধতি পরিত্যাগ করে মানুষের উচিত সম্পূর্ণরূপে আমার ভাবনায় ভাবিত হওয়া। প্রতিনিয়ত আমার চিন্তা করার মাধ্যমে সে শুদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

ভাবিতম্ শব্দটিতে বোঝায় "ঘটানো হয়েছিল।" *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, ভৌতিক অবস্থাটি হচ্ছে অনিশ্চিত পর্যায়, যেখানে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি ও বিনাশের উপদ্রব লেগেই থাকে। যিনি কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হন, তিনি অবশ্য কৃষ্ণের ভাব প্রাপ্ত হন এবং তাই তাঁকে বলা হয় *মদ্ভাবভাবিতম্* বা কৃষ্ণভাবনাময় যথার্থ অবস্থায় অধিষ্ঠিত। শ্রীভগবান এখানে মানব জীবনের বিভিন্ন প্রকারের সিদ্ধির পন্থা বর্ণনার উপসংহার প্রদান করেছেন।

শ্লোক ২৯

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্ ।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥ ২৯ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীলোকেদের; **স্ত্রী**—স্ত্রীলোকের প্রতি; **সঙ্গিনাম্**—যারা আসক্ত অথবা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত; **সঙ্গম্**—সঙ্গ; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **দূরতঃ**—দূরে; **আত্মবান্**—আত্মসচেতন; **ক্ষেমে**—নির্ভয়; **বিবিক্তে**—ভিন্ন বা নির্জন স্থানে; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট; **চিন্তয়েৎ**—মনোনিবেশ করা উচিত; **মাম্**—আমাতে; **অতন্দ্রিতঃ**—অত্যন্ত যত্নসহকারে।

অনুবাদ

আত্ম সচেতন ব্যক্তির উচিত স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগ করা। নির্জন স্থানে নির্ভয়ে উপবেশন করে পরম যত্ন সহকারে মনকে আমাতে নিবিষ্ট করা উচিত।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তির স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তাদের প্রতি আসক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে তাঁর ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার দৃঢ়নিষ্ঠায় ভাঁটা পড়বে। কামুক ব্যক্তির সঙ্গ করার ফলও হয় অনুরূপ। তাই তাঁকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি নির্ভয়ে নির্জন স্থানে অথবা যেখানে পারমার্থিক আত্মহত্যাকারী কামুক পুরুষ এবং স্ত্রীলোক নেই সেখানে উপবেশন করবেন। জীবনে ব্যর্থতা বা দুঃখের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁর উচিত নৈষ্ঠিক ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গে থাকা। *অতন্দ্রিত* বলতে বোঝায়, এই নিয়মগুলি সম্পর্কে আপস না করে বরং আরও কঠোর এবং সতর্ক হওয়া। আত্মবান বা আত্মাকে ব্যবহারিকভাবে উপলব্ধি করতে দৃঢ়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল এই সকল সম্ভব।

শ্লোক ৩০

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসোযথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৩০ ॥

ন—না; **তথা**—সেরূপ; **অস্য**—তার; **ভবেৎ**—হতে পারে; **ক্লেশঃ**—ক্লেশ; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **চ**—এবং; **অন্য-প্রসঙ্গতঃ**—অন্য যে কোনও আসক্তি থেকে; **যোষিৎ**—স্ত্রীলোকের; **সঙ্গাৎ**—আসক্তি থেকে; **যথা**—যেমন; **পুংসঃ**—পুরুষের; **যথা**—তদ্রূপ; **তৎ**—স্ত্রীলোকের প্রতি; **সঙ্গি**—আসক্তদের; **সঙ্গতঃ**—সঙ্গ থেকে।

অনুবাদ

বিভিন্ন প্রকার আসক্তির ফলে যে সমস্ত দুঃখ এবং বন্ধন উৎপন্ন হয়, তাদের কোনটিই স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি এবং স্ত্রীসঙ্গীর প্রতি আসক্তির ফলে যেরূপ দুঃখ ও বন্ধন উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা অধিক নয়।

তাৎপর্য

স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য আমাদের গভীরভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত। জ্ঞানী এবং ভদ্র ব্যক্তি কামুকী স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এলে আপনা আপনি সতর্ক হয়ে যান। কামুক ব্যক্তির সঙ্গ প্রভাবে, সেই একই মানুষ হয়তো সমস্ত প্রকার সামাজিকতা করতে শুরু করবেন, আর ফল স্বরূপ তাদের ভ্রষ্ট মনোভাবের দ্বারা কলুষিত হতে পারেন। কামুক পুরুষের সঙ্গ অনেক সময় স্ত্রীসঙ্গ

অপেক্ষা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তাই সর্বতোভাবে বর্জনীয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু শ্লোকে জড় কাম বাসনার মাদকতা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। কামুক ব্যক্তি ঠিক নৃত্যরত কুকুরের মতোই হয়ে যায়। কেননা, কামদেবের প্রভাবে সে তার সমস্ত গাম্ভীর্য, বুদ্ধিমত্তা এবং জীবন পথের নির্দেশনা, সবকিছু হারিয়ে ফেলে। ভগবান এখানে সতর্ক করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি মায়াময়ী স্ত্রীরূপের নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে এই জীবন এবং পরবর্তী জীবনেও অসহ্য দুঃখ ভোগ করে।

শ্লোক ৩১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বা যদাত্মকম্ ।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যথা**—কিভাবে; **ত্বাম্**—আপনি; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে অরবিন্দাক্ষ কৃষ্ণ; **যাদৃশম্**—বিশেষ কি প্রকারের; **বা**—অথবা; **যৎ-আত্মকম্**—কি বিশেষ রূপে; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **মুমুক্ষুঃ**—মুক্তিকামী; **এতৎ**—এই; **মে**—আমাকে; **ধ্যানম্**—ধ্যান; **ত্বম্**—আপনি; **বক্তুম্**—বলতে বা ব্যাখ্যা করতে; **অর্হসি**—পার।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন, প্রিয় অরবিন্দাক্ষ কৃষ্ণ, মুক্তিকামী ব্যক্তি কী পদ্ধতিতে আপনার ধ্যান করবেন। তাঁর ধ্যান বিশেষ কী ধরনের হওয়া উচিত, এবং কোন্ রূপের ধ্যান তিনি করবেন? অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে এই ধ্যানের বিষয়ে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান বিস্তারিতভাবে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভক্ত সঙ্গে তাঁর প্রতি প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবা ব্যতিরেকে, আত্মোপলব্ধির কোনও পন্থাতেই কাজ হবে না। সুতরাং, প্রশ্ন আসতে পারে যে, উদ্ধব কেন ধ্যানের পদ্ধতি সম্বন্ধে পুনরায় প্রশ্ন করছেন। আচার্যগণ ব্যাখ্যা করছেন যে, অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা উৎকর্ষ না দেখা পর্যন্ত মানুষ ভক্তিযোগের সৌন্দর্য এবং পূর্ণতার প্রশংসা পূর্ণরূপে করতে পারে না। তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভক্তরা ভক্তিযোগের প্রশংসায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট বোধ করেন। এটাও বুঝতে হবে যে, যদিও উদ্ধব মুমুক্ষুদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন, তিনি নিজে মুমুক্ষু বা মুক্তিকামী নন; বরং তিনি প্রশ্ন করছেন, যাঁরা এখনও ভগবৎ-প্রেমের পর্যায়ে উপনীত হননি তাঁদের জন্য। উদ্ধব এই জ্ঞান লাভ করতে

চান, তাঁর ব্যক্তিগত প্রশংসার জন্য এবং যারা মুক্তিকামী, তাদেরকে রক্ষা করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে।

শ্লোক ৩২-৩৩

শ্রীভগবানুবাচ

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্ ।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥
প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ ।
বিপর্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সমে**—সমান; **আসনে**—আসনে; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **সমকায়ঃ**—শরীরকে লম্বভাবে অবস্থিত করে; **যথা-সুখম্**—সুখাসনে উপবিষ্ট হয়ে; **হস্তৌ**—দুই হাত; **উৎসঙ্গে**—কোলে; **আধায়**—স্থাপন করে; **স্ব-নাস-অগ্র**—নিজের নাসাগ্রে; **কৃত**—নিবিষ্ট করে; **ঈক্ষণঃ**—দৃষ্টিপাত; **প্রাণস্য**—নিঃশ্বাসের; **শোধয়েৎ**—শোধন করা উচিত; **মার্গম্**—মার্গ; **পূর-কুম্ভক-রেচকৈঃ**—যান্ত্রিকভাবে শ্বাস প্রঃশ্বাসের ব্যায়ামের মাধ্যমে বা প্রাণায়াম; **বিপর্যয়েণ**—বিপরীত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যেমন রেচক, কুম্ভক এবং পূরক; **অপি**—ও; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে; **অভ্যসেৎ**—প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত; **নির্জিত**—সংযত হয়ে; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—অতিরিক্ত উঁচু বা নীচু নয়, সমতল বিশিষ্ট একটি আসনে উপবিষ্ট হয়ে, শরীরটিকে আরামদায়ক এবং লম্বভাবে উপবেশন করিয়ে হাত দুটিকে কোলের উপর স্থাপন করে এবং নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পূরক, কুম্ভক ও রেচকের মাধ্যমে শ্বাসের পথগুলি শুদ্ধ করতে হয়, তারপর ঐ পদ্ধতি বিপরীতভাবে অভ্যাস করতে হবে (রেচক, কুম্ভক, পূরক)। ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে এনে, পর্যায়ক্রমে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত।

তাৎপর্য

এই পদ্ধতি অনুসারে, করতল দুটিকে উপরদিকে রেখে একটির ওপর অপরটি স্থাপন করতে হবে। এইভাবে মনের স্থিরতা আনয়নের জন্য, মানুষ যান্ত্রিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে, প্রাণায়াম অভ্যাস করতে পারে। সে কথা যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অন্তর্লক্ষ্যো বহির্দৃষ্টিঃ স্থিরচিত্ত সুসঙ্গতঃ অর্থাৎ "বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষুগুলিকে অন্তর্দৃষ্টি করতে হবে, এইভাবে মন, স্থির এবং পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে।

শ্লোক ৩৪

হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ ।
প্রাণেনোদীর্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্ ॥ ৩৪ ॥

হৃদি—হৃদয়ে; **অবিচ্ছিন্নম্**—নিরবচ্ছিন্নভাবে, প্রতিনিয়ত; **ওঙ্কাম্**—পবিত্র ধ্বনি-ওঁ; **ঘণ্টা**—ঘণ্টার মতো; **নাদম্**—শব্দ; **বিস-ঊর্ণ-বৎ**—পদ্মের নালের তন্তুর মতো; **প্রাণেন**—প্রাণবায়ুর দ্বারা; **উদীর্য**—উপরে উঠিয়ে; **তত্র**—সেখানে (বারো আঙ্গুল দূরে); **অথ**—এইভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **সংবেশয়েৎ**—একত্রিত করা উচিত; **স্বরম্**—অনুস্বার থেকে উৎপন্ন পনের প্রকারের স্বর।

অনুবাদ

মূলাধার চক্র থেকে শুরু করে, হৃদয়ের যে স্থানে ঘণ্টা ধ্বনির মতো পবিত্র ওঁ অবস্থিত রয়েছে, সেখান পর্যন্ত, পদ্মের নালের তন্তুর মতো প্রাণবায়ুকে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে পবিত্র ওঙ্কারকে আরও দ্বাদশ আঙ্গুল ঊর্ধ্বে উপনীত করলে, তা সেখানে অবস্থিত অনুস্বারজাত পনেরটি ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়।

তাৎপর্য

মনে হচ্ছে যোগপদ্ধতি কিয়ৎ পরিমাণে কলাকৌশলমূলক, আর তা সম্পাদন করা কঠিন। অনুস্বার বলতে বোঝায় অনুনাসিক শব্দ, যেগুলি পনেরটি সংস্কৃত স্বরবর্ণের পর উচ্চারিত হয়। এই পদ্ধতির পূর্ণ ব্যাখ্যা অত্যন্ত জটিল, তা স্বাভাবিকভাবেই এ যুগের জন্য উপযুক্ত নয়। এই বর্ণনা থেকে আগের যুগের মানুষ দুর্বোধ্য যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে যে সূক্ষ্ম স্তর পর্যন্ত উপনীত হতেন তার আমরা প্রশংসা করতে পারি। এইরূপ প্রশংসা সত্ত্বেও আমাদেরকে এযুগের জন্য অনুমোদিত প্রামাণিক ও সরল ধ্যান পন্থা—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, এই মন্ত্র জপের মাধ্যমে ধ্যানের প্রতি দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠা পরায়ণ হতে হবে।

শ্লোক ৩৫

এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ ।
দশকৃত্বস্ত্রিষবণং মাসাদর্বাগ্ জিতানিলঃ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রণব**—ওঁ অক্ষরের দ্বারা; **সংযুক্তম্**—সংযুক্ত; **প্রাণম্**—দেহের বায়ুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাণায়াম পদ্ধতি; **এব**—বস্তুতঃ; **সমভ্যসেৎ**—সযত্নে অভ্যাস করা উচিত; **দশ-কৃত্বঃ**—দশবার; **ত্রি-ষবণম্**—সূর্যোদয়ে, দুপুরে ও সন্ধ্যায়; **মাসাৎ**—একমাস; **অর্বাক্**—পরে; **জিত**—জয় করবে; **অনিলঃ**—প্রাণবায়ু।

অনুবাদ

ওঙ্কারে নিবিষ্ট হয়ে, সূর্যোদয়ে, দুপুরে এবং সূর্যাস্তে দশবার করে যত্ন সহকারে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত। এইভাবে একমাস পরে তিনি প্রাণবায়ুকে বশে আনতে পারবেন।

শ্লোক ৩৬-৪২

হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্ধ্বনালমধোমুখম্ ।
ধ্যাত্বোর্ধ্বমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ।
কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তরম্ ॥ ৩৬ ॥
বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলম্ ।
সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্ ॥ ৩৭ ॥
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্ ।
সমানকর্ণ বিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩৮ ॥
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৩৯ ॥
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্ ।
দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাঙ্গদায়ুতম্ ॥ ৪০ ॥
সর্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্ ।
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্বাঙ্গেষু মনো দধৎ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্বতঃ ॥ ৪২ ॥

হৃৎ—হৃদয়ে; **পুণ্ডরীকম্**—পদ্মফুল; **অন্তঃ-স্থম্**—দেহের মধ্যে অবস্থিত; **ঊর্ধ্ব নালম্**—পদ্মের নাল স্থাপন করে; **অধঃ-মুখম্**—অর্ধনিমিলিত চক্ষে, নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে; **ধ্যাত্বা**—মনকে ধ্যানে নিবিষ্ট করে; **ঊর্ধ্ব মুখম্**—উজ্জীবিত; **উন্নিদ্রম**—জাগ্রত; **অষ্ট-পত্রম্**—আটটি দল যুক্ত; **সকর্ণিকম**—পদ্মের কর্ণিকাসহ; **কর্ণিকায়াম্**—

কর্ণিকার মধ্যে; **ন্যসেৎ**—মনোনিবেশের দ্বারা স্থাপন করবে; **সূর্য**—সূর্য; **সোম**—চন্দ্র; **অগ্নীন্**—আর অগ্নি; **উত্তর-উত্তরম্**—উত্তরোত্তর, একের পর এক; **বহ্নি-মধ্যে**—আগুনের মধ্যে; **স্মরেৎ**—ধ্যান করা উচিত; **রূপম্**—রূপের উপর; **মম**—আমার; **এতৎ**—এই; **ধ্যানমঙ্গলম্**—মঙ্গলময় ধ্যেয় বস্তু; **সমম্**—সম, সর্বাঙ্গ সমানুপাতে; **প্রশান্তম্**—ভদ্র; **সু-মুখম্**—হাস্যোজ্জ্বল; **দীর্ঘ-চারু-চতুর্ভুজম্**—সুন্দর, দীর্ঘ চতুর্ভুজ; **সু-চারু**—মনোরম; **সুন্দর**—সুন্দর; **গ্রীবম্**—গ্রীবা; **সু-কপোলম্**—সুন্দর ললাট; **শুচি-স্মিতম্**—শুদ্ধ মৃদু হাস্যযুক্ত; **সমান**—সমান; **কর্ণ**—দুই কর্ণে; **বিন্যস্ত**—অবস্থিত; **স্ফুরৎ**—অত্যন্ত উজ্জ্বল; **মকর**—মকরাকৃতি; **কুণ্ডলম্**—কর্ণকুণ্ডলদ্বয়; **হেম**—স্বর্ণবর্ণের; **অম্বরম্**—পোশাক; **ঘনশ্যামম্**—ঘনশ্যামবর্ণের; **শ্রী-বৎস**—ভগবানের বক্ষস্থ অনুপম কুঞ্চিত লোমাবলী; **শ্রী-নিকেতনম্**—লক্ষ্মীদেবীর ধাম; **শঙ্খ**—শঙ্খ দিয়ে; **চক্র**—সুদর্শন চক্র; **গদা**—গদা; **পদ্ম**—পদ্ম; **বনমালা**—এবং একটি বনমালা; **বিভূষিতম্**—বিভূষিত; **নূপুরৈঃ**—নূপুর ও বালা দ্বারা; **বিলসৎ**—দ্যুতিমান; **পাদম্**—পাদপদ্ম; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণির; **প্রভয়া**—প্রভাব দ্বারা; **যুতম্**—যুক্ত; **দ্যুমৎ**—জ্যোতিষ্মান; **কিরীট**—চূড়া বা শিরস্ত্রাণ; **কটক**—হাতে পরার সোনার বালা; **কটি-সূত্র**—কোমর-বন্ধ; **অঙ্গদ**—বালা; **আয়ুতম্**—সজ্জিত; **সর্বঅঙ্গ**—সর্বাঙ্গ; **সুন্দরম্**—সুন্দর; **হৃদ্যম্**—মনোরম; **প্রসাদ**—সদয়; **সু-মুখ**—মৃদু হাস্যযুক্ত; **ঈক্ষণম্**—তাঁর কৃপাদৃষ্টি; **সু-কুমারম্**—অত্যন্ত কোমল ও সুন্দর; **অভিধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **সর্ব-অঙ্গেষু**—সর্বাঙ্গে; **মনঃ**—মন; **দধৎ**—স্থাপন করে; **ইন্দ্রিয়াণী**—জড় ইন্দ্রিয়সমূহ; **ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ**—ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তু থেকে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **আকৃষ্য**—আকর্ষণ করে; **তৎ**—সেই; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **সারথিনা**—রথের সারথির মতো; **ধীরঃ**—গম্ভীর ও আত্মসংযত; **প্রণয়েৎ**—দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া; **ময়ি**—আমাতে; **সর্বতঃ**—সর্বাঙ্গে।

অনুবাদ

আমাদের উচিত অর্ধনিমীলিত নেত্রে নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, উজ্জীবিত ও সচেতনভাবে হৃৎপদ্মের ধ্যান করা। এই পদ্মের আটটি পাপড়ি রয়েছে এবং এটি একটি দণ্ডায়মান পদ্মের নালের ওপর অবস্থিত। এই পদ্মের কর্ণিকার ওপর সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিকে একের পর এক অধিষ্ঠিত করে, তাদের ধ্যান করতে হবে। আমার দিব্য রূপকে অগ্নির মধ্যে স্থাপন করে, সমস্ত ধ্যানের মঙ্গলময় লক্ষ্য হিসাবে ধ্যান করবে। সেই রূপ হচ্ছে সম্পূর্ণ সমানুপাতিক, ভদ্র এবং আনন্দময়। তাঁর থাকবে সুন্দর, দীর্ঘ চতুর্ভুজ, একটি মনোরম, সুন্দর গ্রীবা, সুন্দর ললাট, শুদ্ধ মৃদু হাস্যযুক্ত, উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল কর্ণদ্বয়কে বিভূষিত করবে। সেই সুন্দর

রূপ হবে ঘনশ্যাম বর্ণের এবং তাঁর পরিধানে থাকবে স্বর্ণাভ হলুদ রঙের রেশম বস্ত্র। সেই রূপের বক্ষদেশ হচ্ছে শ্রীবৎস এবং লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্থল, আর সেই রূপ থাকবে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং বনমালা দ্বারা বিভূষিত। উজ্জ্বল পাদপদ্মদ্বয় নূপুর ও বলয় শোভিত, আর তা হবে কৌস্তুভ মণি ও জ্যোতির্ময় চূড়া সমন্বিত। কোমরে শোভা পাচ্ছে স্বর্ণ নির্মিত কোমরবন্ধ, এবং হস্তদ্বয় মূল্যবান বলয়সমূহ দ্বারা শোভিত। তাঁর সুন্দর অঙ্গসমূহ হৃদয়কে আকৃষ্ট করে এবং তাঁর মুখমণ্ডল সুন্দর কৃপাদৃষ্টি সমন্বিত। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিরত করে, গম্ভীর ও আত্মসংযত হয়ে বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মনকে দৃঢ়ভাবে আমার দিব্যরূপের অঙ্গসমূহের প্রতি নিবিষ্ট করতে হবে। এইভাবে আমার পরম কমনীয় দিব্যরূপের ধ্যান করা উচিত।

তাৎপর্য

উদ্ধব, মুক্তিকামীদের ধ্যানের যথার্থ পদ্ধতি, প্রকার এবং লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তার উত্তর প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৪৩

তৎ সর্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্ ॥ ৪৩ ॥

তৎ—সুতরাং; সর্ব—সর্বাঙ্গে; ব্যাপকম্—বিস্তৃত; চিত্তম্—চেতনা; আকৃষ্য—আকর্ষণ করে; একত্র—একত্রে; ধারয়েৎ—নিবিষ্ট করা উচিত; ন—না; অন্যানি—অন্য অঙ্গসমূহ; চিন্তয়েৎ—ধ্যান করা উচিত; ভূয়ঃ—পুনরায়; সু-স্মিতম্—অপূর্ব মৃদু হাস্য বা হাস্যযুক্ত; ভাবয়েৎ—মনোনিবেশ করা উচিত; মুখম্—মুখ।

অনুবাদ

ভগবানের দিব্যরূপের অঙ্গসমূহ থেকে তার চেতনাকে ফিরিয়ে নিয়ে, তখন তার উচিত ভগবানের অপূর্ব হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলের ধ্যান করা।

শ্লোক ৪৪

তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

তত্র—এইরূপ ভগবানের মুখমণ্ডলের ধ্যানে; লব্ধ-পদম্—অধিষ্ঠিত হয়ে; চিত্তম্—চেতনা; আকৃষ্য—প্রত্যাহার করে; ব্যোম্নি—আকাশে; ধারয়েৎ—ধ্যান করা উচিত; তৎ—ভৌতিক প্রকাশের কারণরূপে আকাশের ধ্যান করা; চ—এবং; ত্যক্ত্বা—ত্যাগ

করে; **মৎ**—আমাতে; **আরোহঃ**—আরোহণ করে; **ন**—না; **কিঞ্চিৎ**—কোনও কিছু; **অপি**—সর্বোপরি; **চিন্তয়েৎ**—চিন্তা করা উচিত।

অনুবাদ

ভগবানের মুখমণ্ডলের ধ্যানে অধিষ্ঠিত হলে, তার চেতনাকে প্রত্যাহার করে, আকাশে নিবিষ্ট করতে হবে। তারপর এইরূপ ধ্যান পরিত্যাগ করে, আমাতে অধিষ্ঠিত হয়ে, সমস্ত প্রকার ধ্যানই ত্যাগ করতে হবে।

তাৎপর্য

শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হলে, "আমি ধ্যান করছি আর এই হচ্ছে আমার ধ্যেয় বস্তু" এইরূপ দ্বন্দ্বভাব দূর হয়ে যায়, আর তখন তিনি ভগবানের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কের স্তরে উপনীত হন। প্রতিটি জীব আসলে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। যখন তাঁর সেই বিস্মৃত নিত্য সম্পর্ক জাগরিত হয়, তখন তিনি পরম সত্যের স্মৃতি অনুভব করতে পারেন। সেই স্তরে, যা এখানে বর্ণিত হয়েছে *মৎ আরোহঃ*, তিনি নিজেকে ধ্যান কর্তা বা ভগবানকে কেবল ধ্যেয় বস্তু বলে আর মনে করেন না, বরং তিনি চিদাকাশে প্রবেশ করে নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময় জীবনে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রেমময়ী সম্পর্কে অধিষ্ঠিত হন।

মূলতঃ উদ্ধব মুক্তিকামীদের ধ্যানের পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। *লক্ষ পদম্* শব্দটিতে বোঝায়, যখন কেউ ভগবানের মুখমণ্ডলে মন নিবিষ্ট করেন, তখন তিনি পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পরবর্তী স্তরে জীব আদি পুরুষ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন। আমি ধ্যান করছি এইরূপ ধারণা ত্যাগ করার মাধ্যমে ভক্ত মায়ার অবশিষ্ট অংশটুকু থেকেও মুক্ত হন, এবং তিনি ভগবানকে সম্যকরূপে দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৫

এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি ।
বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্ ॥ ৪৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সমাহিত**—সম্পূর্ণ নিবিষ্ট; **মতিঃ**—চেতনা; **মাম্**—আমাকে; **এব**—বস্তুতঃ; **আত্মানম্**—আত্মা; **আত্মনি**—আত্মার মধ্যে; **বিচষ্টে**—দর্শন করেন; **ময়ি**—আমাতে; **সর্ব-আত্মন্**—পরমেশ্বর ভগবান; **জ্যোতিঃ**—সূর্যকিরণ; **জ্যোতিষি**—সূর্যের মধ্যে; **সংযুতম্**—মিলিত।

অনুবাদ

যে তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে নিবিষ্ট করেছে, তার উচিত নিজের আত্মার মধ্যে আমাকে দেখা, এবং পরমপুরুষ ভগবানের মধ্যে তার নিজের আত্মাকে

দেখা। এইভাবে সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, তেমনই সে দেখবে আত্মা পরম আত্মার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ।

তাৎপর্য

চিজ্জগতে সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে জ্যোতিষ্মান, কেননা চিৎবস্তু স্বভাবতই সেইরূপ। এইভাবে যখন কেউ বুঝতে পারেন যে, আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ, সেই অভিজ্ঞতাকে সূর্য থেকে নির্গত সূর্য কিরণ দেখার সঙ্গে তুলনা করা চলে। পরমেশ্বর ভগবান জীবের মধ্যে রয়েছেন, আবার একই সঙ্গে জীব রয়েছে ভগবানের মধ্যে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ কর্তা ও পালন কর্তা ভগবান, জীব নন। কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে, পরমেশ্বর ভগবানকে সবকিছুর মধ্যে এবং সবকিছুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারলে, প্রত্যেকেই কত সুখীই না হতে পারত। কৃষ্ণভাবনামৃতে মুক্তজীবন এতই আনন্দদায়ক যে, এইরূপ চেতনাবিহীন থাকাই মহা দুর্ভাগ্য। শ্রীকৃষ্ণ করুণাবশতঃ কৃষ্ণভাবনার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করছেন, আর ভাগ্যবান ব্যক্তিরা ভগবানের অকপট বাণী উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্লোক ৪৬

ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ ।
সংযাস্যত্যাশু নির্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ ॥ ৪৬ ॥

ধ্যানেন—ধ্যানের দ্বারা; **ইত্থম্**—যেমনটি বর্ণিত হয়েছে; **সুতীব্রেণ**—গভীরভাবে নিবিষ্ট; **যুঞ্জতঃ**—অভ্যাসরত ব্যক্তির; **যোগিনঃ**—যোগীর; **মনঃ**—মন; **সংযাস্যতি**—একত্রে যাবে; **আশু**—শীঘ্র; **নির্বাণম্**—শেষ করতে; **দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়া**—জড় দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার অনুভূতি ভিত্তিক; **ভ্রমঃ**—মিথ্যা পরিচিতি।

অনুবাদ

যোগী যখন এইরূপ গভীর মনোনিবেশ সহকারে ধ্যানস্থ হয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তার জড় দ্রব্য জ্ঞান এবং ক্রিয়াত্মক মিথ্যা পরিচিতি খুব সত্বর তিরোহিত হয়।

তাৎপর্য

মিথ্যা জড় পরিচিতির ফলে আমরা আমাদের দেহ এবং মন, অন্যদের দেহ ও মন, আর অতিপ্রাকৃত জড় নিয়ন্ত্রণ এই সমস্তকেই চরম বাস্তব বলে মনে করি। অতিপ্রাকৃত নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় দেবতাদের শরীর ও মন, যাঁরা হচ্ছেন পরমপুরুষ ভগবানের বিনীত সেবক। এমনকি মহা শক্তিশালী সূর্য, যিনি অভাবনীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তিনিও আনুগত্য সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাঁর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেন।

এই অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে দেখা গেল যে, হঠযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, এই সবই ভক্তিযোগের অংশ, ভিন্নভাবে এদের কোনও অস্তিত্ব নেই। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, কেউ যদি তাঁর ধ্যান বা যোগাভ্যাসের সিদ্ধিলাভ করতে চান, তবে তাঁকে এক সময় না এক সময় শুদ্ধভক্তির স্তরে আসতেই হবে। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ভক্তিযোগের পরিপক্ক-স্তরে, ভক্ত ধ্যানকর্তা এবং ধ্যেয়রূপ দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরম সত্য ভগবানের সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্তন করতে শুরু করেন।

ভক্তিযোগের এইরূপ ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিক, কেননা সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা থেকেই উদ্ভূত হয়। যখন কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় সেবক রূপে তাঁর প্রকৃত স্বভাব পুনর্জাগরিত করেন, তখন অন্যান্য যোগপদ্ধতিগুলি আর তাঁর নিকট আকর্ষণীয় বলে বোধ হয় না। ভগবান তাঁর উপদেশ প্রদান করার পূর্ব থেকেই উদ্ধব ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত। সুতরাং আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, যোগাভ্যাসের যান্ত্রিক অনুশীলনের জন্য এখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের পার্ষদত্বের পরমপদ ত্যাগ করবেন। ভক্তিযোগ বা ভগবৎসেবা এতই উন্নত যে, তা অনুশীলনের প্রাথমিক স্তরেই ভক্তকে মুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়, কেননা ভক্তের সমস্ত কার্যকলাপ ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু নির্দেশনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। হঠযোগে তাকে দৈহিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চিন্তিত থাকতে হয়, আর জ্ঞানযোগে মনোধর্মী জ্ঞান নিয়ে চিন্তা করতে হয়। উভয় পদ্ধতিতেই যোগী নিঃস্বার্থভাবে প্রচেষ্টা চালান, যাতে তিনি একজন মহাযোগী বা দার্শনিক হতে পারেন। এইরূপ অহংকারযুক্ত ক্রিয়াকলাপকে এই শ্লোকে *ক্রিয়া* বলে অভিহিত করা হয়েছে। দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়াত্মক মায়াময় উপাধি পরিত্যাগ করে আমাদের উচিত প্রেমময়ী ভগবৎসেবার স্তরে উপনীত হওয়া।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগ পদ্ধতি বর্ণন' নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগসিদ্ধি বর্ণন

এই অধ্যায়ে আট প্রকারের মুখ্য এবং দশ প্রকারের গৌণ সিদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে। যোগের দ্বারা মনকে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে সেগুলি অর্জন করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্যধামে উপনীত হওয়ার পথের অন্তরায়।

উদ্ধব প্রশ্ন করায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আঠারো প্রকারের সিদ্ধির বৈশিষ্ট্য এবং যে যে ধরনের ধ্যান অভ্যাস করলে তা লাভ করা যায়, তা বর্ণনা করেছেন। উপসংহারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত যোগসিদ্ধি লাভ করা হচ্ছে সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা তা মানুষকে সুষ্ঠু উপাসনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। শুদ্ধভক্তকে এই সমস্ত সিদ্ধি আপনা থেকেই দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন না। ভগবৎ-সেবায় সেগুলি প্রয়োগ না করা গেলে, এই সমস্ত সিদ্ধির কোনও মূল্য নেই। ভক্ত শুধু দেখেন যে, পরমেশ্বর ভগবান অন্তরে ও বাইরে সর্বদা সর্বত্র বর্তমান, আর তিনি তাঁর ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **জিত-ইন্দ্রিয়স্য**—জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির; **যুক্তস্য**—যিনি মনকে নিবিষ্ট করেছেন; **জিত-শ্বাসস্য**—যিনি শ্বাস-প্রশ্বাসের পদ্ধতি জয় করেছেন; **যোগিনঃ**—এইরূপ যোগী; **ময়ি**—আমাতে; **ধারয়তঃ**—নিবিষ্ট করে; **চেতঃ**—তার চেতনা; **উপতিষ্ঠন্তি**—উপনীত হন; **সিদ্ধয়ঃ**—যোগসিদ্ধি।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, যে যোগী ইন্দ্রিয় দমন, মন সংযম এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে তাঁর মনকে আমাতে নিবিষ্ট করেছে, সেই যোগসিদ্ধি লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

অণিমা সিদ্ধির মতো আটটি মুখ্য এবং দশটি গৌণ যোগসিদ্ধি রয়েছে। এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করবেন যে, এই সিদ্ধিগুলি বাস্তবে কৃষ্ণভাবনা উন্নয়নের পথে বিঘ্নস্বরূপ, আর তাই আমাদের এগুলি কামনা করা উচিত নয়।

শ্লোক ২

শ্রীউদ্ধব উবাচ

কয়া ধারণয়া কাস্বিৎ কথং বা সিদ্ধিরচ্যুত।
কতি বা সিদ্ধয়ো ব্রূহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবান্ ॥ ২ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **কয়া**—কিসের দ্বারা; **ধারণয়া**—ধ্যানের পন্থা; **কাস্বিৎ**—বস্তুতঃ কোনটি; **কথম্**—কিভাবে; **বা**—অথবা; **সিদ্ধিঃ**—অলৌকিক সিদ্ধি; **অচ্যুত**—হে ভগবান; **কতি**—কতগুলি; **বা**—অথবা; **সিদ্ধয়ঃ**—সিদ্ধি; **ব্রূহি**—বলুন; **যোগিনাম্**—সমস্ত যোগীদের; **সিদ্ধি-দঃ**—যিনি সিদ্ধি প্রদান করেন; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান অচ্যুত, কী পদ্ধতিতে যোগ সিদ্ধি লাভ করা যায়, সেই সিদ্ধিগুলি কী রূপ? কত প্রকার অলৌকিক সিদ্ধি রয়েছে? এগুলি আমাকে বর্ণনা করুন। বস্তুতঃ, আপনিই হচ্ছেন সকল যোগসিদ্ধির প্রদাতা।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **সিদ্ধয়ঃ**—অলৌকিক সিদ্ধি; **অষ্টাদশ**—আঠার; **প্রোক্তাঃ**—ঘোষিত হয়েছে; **ধারণাঃ**—ধ্যান; **যোগ**—যোগের; **পারগৈঃ**—পারদর্শী; **তাসাম্**—আঠারটির; **অষ্টৌ**—আট; **মৎ-প্রধানাঃ**—তাদের আশ্রয় আমাতে; **দশ**—দশ; **এব**—বস্তুতঃ; **গুণ হেতবঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে প্রকাশিত।

অনুবাদ

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—যোগপারদর্শী ঋষিগণ ঘোষণা করেছেন যে, আঠারো প্রকারের যোগসিদ্ধি ও ধ্যান রয়েছে। তার মধ্যে আমাকে আশ্রয় করার ফলে আটটি হচ্ছে মুখ্য। আর দশটি হচ্ছে গৌণ, যেগুলি জাগতিক সত্ত্বগুণ থেকে উৎপন্ন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *মৎপ্রধানাঃ* শব্দটির ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই আটপ্রকারের মুখ্য অলৌকিক শক্তি এবং ধ্যানের আশ্রয়, কেননা এই সমস্ত সিদ্ধি ভগবানের স্বীয় শক্তি সম্ভূত। তাই এই সমস্ত সিদ্ধি কেবলমাত্র ভগবান এবং তাঁর নিজ পার্ষদদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। অভক্তেরা যখন যান্ত্রিকভাবে এই সমস্ত শক্তি অর্জন করে, তখন তাদের যে সিদ্ধি প্রদান করা হয়, সেগুলি নিম্নমানের, আর সেগুলিকে মনে করা হয় মায়ার প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত তাঁর ভগবৎ-সেবা সম্পাদনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত অপূর্ব শক্তি লাভ করেন। যখন কেউ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যান্ত্রিকভাবে সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা করে, তখন এই সমস্ত সিদ্ধিকে অবশ্যই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ ও তা নিম্নমানের বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ৪-৫

অণিমা মহিমা মূর্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥ ৪ ॥
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি ।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ ॥ ৫ ॥

অণিমা—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হওয়ার সিদ্ধি; **মহিমাঃ**—বৃহত্তম অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া; **মূর্তেঃ**—শরীরের; **লঘিমা**—লঘিষ্ঠ অপেক্ষা লঘু হওয়া; **প্রাপ্তিঃ**—প্রাপ্তি; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **প্রাকাম্যম্**—যা ইচ্ছা তা-ই লাভ করা বা সম্পাদন করা; **শ্রুত**—অদৃশ্য বস্তু, যা সম্বন্ধে কেবল শ্রবণ করা যায়; **দৃষ্টেষু**—এবং দৃশ্যমান বস্তুসকল; **শক্তিপ্রেরণম্**—মায়ার আনুসঙ্গিক শক্তিগুলিকে ইচ্ছা মতো পরিচালনা করা; **ঈশিতা**—নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধি; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণে; **অসঙ্গঃ**—নির্বিঘ্ন হওয়া; **বশিতা**—বশ করার শক্তি; **যৎ**—যা কিছু; **কামঃ**—বাসনা (যদি থাকে); **তৎ**—সেই; **অবস্যতি**—লাভ করা যায়; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **মে**—আমার (শক্তি); **সিদ্ধয়ঃ**—সিদ্ধি; **সৌম্য**—হে ভদ্র উদ্ধব; **অষ্টৌ**—আট; **ঔৎপত্তিকাঃ**—স্বাভাবিক এবং অতিক্রম করে না; **মতাঃ**—বোঝা যায়।

অনুবাদ

আট প্রকারের মুখ্য সিদ্ধির মধ্যে, তিনটির দ্বারা নিজের শরীরকে পরিবর্তিত করা যায়; যেমন, অণিমা বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হওয়া; মহিমা বা বৃহত্তম অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া; আর লঘিমা বা সর্বাপেক্ষা হাল্কা অপেক্ষা হাল্কা হওয়া। প্রাপ্তি সিদ্ধির মাধ্যমে

যা ইচ্ছা তা-ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর প্রাকাম্য সিদ্ধির মাধ্যমে তিনি যে কোন ভোগ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। ঈশিতা সিদ্ধির মাধ্যমে মায়ার আনুসঙ্গিক শক্তিগুলিকে ইচ্ছা মতো প্রয়োগ করা যায়, আর নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি, যাকে বলে বশিতা-সিদ্ধি, তার দ্বারা তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলির দ্বারা বিঘ্নিত হন না। যিনি কামাবসায়িতা সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি সম্ভাব্য যা কিছুই, যে কোনও স্থান থেকে লাভ করতে পারেন। প্রিয় ভদ্র উদ্ধব, এই অষ্ট সিদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই এখানে রয়েছে বলে মনে করা হয় এবং এগুলি এই বিশ্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তাৎপর্য

অণিমা সিদ্ধির মাধ্যমে মানুষ এত ছোট হতে পারেন যে, তিনি পাথরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন বা যে কোনও বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারেন। মহিমা সিদ্ধির মাধ্যমে তিনি বৃহৎ হওয়ার ফলে সব কিছুকে আবৃত করতে পারেন, আর লঘিমা সিদ্ধির মাধ্যমে তিনি এত হাল্কা হতে পারেন যে, সূর্যকিরণ অবলম্বন করে সূর্য লোকে প্রবেশ করতে পারেন। প্রাপ্তি সিদ্ধির মাধ্যমে মানুষ যে কোনও স্থান থেকে যা ইচ্ছা তা-ই লাভ করতে পারেন, এমনকি তিনি আঙ্গুল দিয়ে চন্দ্রকে স্পর্শ করতে পারেন। এই সিদ্ধির মাধ্যমে মানুষ সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতার মাধ্যমে অন্য কোনও জীবের ইন্দ্রিয়েও প্রবেশ করতে পারেন; এইভাবে অন্যদের ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে তিনি যা কিছুই লাভ করতে পারেন। প্রাকাম্যের মাধ্যমে মানুষ ইহলোক বা পরলোকের যা কিছু ভোগ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন, আর ঈশিতার দ্বারা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ শক্তির মাধ্যমে তিনি মায়ার আনুসঙ্গিক জড় শক্তিগুলিকে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারেন। পক্ষান্তরে মায়ার আনুসঙ্গিক শক্তিগুলিকে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারলেও, আর অলৌকিক শক্তি লাভ করলেও, মায়ার বন্ধন থেকে তিনি উত্তীর্ণ হতে পারেন না। বশিতা বা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তির মাধ্যমে মানুষ অন্যদের নিজের করায়ত্ত করতে পারেন, অথবা তিনি নিজেকে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে রাখতে পারেন। সর্বোপরি, কামাবসায়িতার মাধ্যমে মানুষ সর্বাপেক্ষা বেশি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রাপ্তি এবং ভোগ লাভ করতে পারেন। এই শ্লোকে *ঔৎপত্তিকাঃ* বলতে বোঝায় আদি, স্বাভাবিক এবং অনূর্ধ্ব। এই আটটি অলৌকিক শক্তি মূলতঃ পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এত ছোট হন যে, তিনি অণুপরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করেন, আর তিনি এত বৃহৎ হন যে, মহাবিষ্ণুরূপে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড তিনি নিশ্বাসের

দ্বারা প্রকাশ করেন। ভগবান এত হাল্কা বা সূক্ষ্ম হতে পারেন যে, এমনকি মহান যোগীরাও তাঁকে অনুভব করতে পারেন না, আর তাঁর অর্জন ক্ষমতাও সুষ্ঠু, কেননা তিনি সারা জগতটিকে চিরকাল তাঁর শরীরের মধ্যেই ধারণ করে থাকেন। ভগবান যা ইচ্ছা তা-ই ভোগ করতে পারেন, সমস্ত শক্তি তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, সমস্ত মানুষের ওপর আধিপত্য করেন এবং তিনি তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রকাশ করেন। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, এই অষ্ট সিদ্ধি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অলৌকিক শক্তির এক নগণ্য প্রকাশ মাত্র। সেই জন্যই ভগবদ্‌গীতায় তাঁকে যোগেশ্বর বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যিনি হচ্ছেন সমস্ত অলৌকিক শক্তির পরম ঈশ্বর। এই অষ্টসিদ্ধি কৃত্রিম নয়, সেগুলি স্বাভাবিক এবং তা ভগবানকে অতিক্রম করে যেতে পারে না, যেহেতু এরা আদিতেই পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বর্তমান।

শ্লোক ৬-৭

অনূর্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্ ।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ৬ ॥
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্ ।
যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ ৭ ॥

অনূর্মি-মত্ত্বম্—ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বারা অবিচলিত; **দেহে-অস্মিন্**—এই দেহে; **দূর**—বহু দূরে হয়ে; **শ্রবণ**—শ্রবণ; **দর্শনম্**—সর্বদর্শী; **মনঃ-জবঃ**—মনের গতিতে শরীরকে চালনা করা; **কাম-রূপম্**—ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করা; **পরকায়**—অন্যদের শরীর; **প্রবেশনম্**—প্রবেশ করা; **স্ব-ছন্দ**—নিজের ইচ্ছা মতো; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **সহ**—সঙ্গে (অপ্সরাগণ); **ক্রীড়া**—ক্রীড়ালীলা; **অনুদর্শনম্**—দর্শন করা; **যথা**—অনুসারে; **সঙ্কল্প**—সঙ্কল্প; **সংসিদ্ধিঃ**—সুষ্ঠু সম্পাদন; **আজ্ঞা**—আদেশ; **অপ্রতিহতা**—অপ্রতিহত; **গতিঃ**—যাঁর অগ্রগতি।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণজাত দশটি গৌণ অলৌকিক সিদ্ধি হচ্ছে, নিজেকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অন্যান্য দৈহিক উপদ্রব থেকে মুক্ত করা, বহু দূরের বস্তু দর্শন করার ক্ষমতা, সুদূরবর্তী কোনও কথা শ্রবণ করার ক্ষমতা, মনের বেগে শরীরকে চালিত করা, ইচ্ছামতো রূপ পরিগ্রহ করা, অন্যদের শরীরে প্রবেশ করা, ইচ্ছামৃত্যু, দেবতা এবং স্বর্গীয় যুবতী অপ্সরাদের লীলা দর্শন করা, নিজের সঙ্কল্প সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদন করা এবং প্রদত্ত আদেশ নির্বিঘ্নে পূর্ণরূপে পালিত হওয়া।

শ্লোক ৮-৯

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা ।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ ॥ ৮ ॥
এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ ।
যয়া ধারণয়া যা স্যাদ্ যথা বা স্যান্নিবোধ মে ॥ ৯ ॥

ত্রি-কাল-জ্ঞত্বম্—ত্রিকালজ্ঞ হওয়ার সিদ্ধি; **অদ্বন্দ্বম্**—শীত উষ্ণ আদির দ্বারা অবিচলিত থাকা; **পর**—অন্যদের; **চিত্ত**—মন; **আদি**—ইত্যাদি; **অভিজ্ঞতা**—অভিজ্ঞতা; **অগ্নি**—অগ্নির; **অর্ক**—সূর্য; **অম্বু**—জল; **বিষ**—বিষের; **আদীনাম্**—ইত্যাদি; **প্রতিষ্টম্ভঃ**—শক্তি পরীক্ষা; **অপরাজয়ঃ**—অন্যদের দ্বারা অপরাজিত থাকা; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **চ**—এবং; **উদ্দেশতঃ**—শুধুমাত্র তাদের নাম এবং বৈশিষ্ট উল্লেখ করার দ্বারা; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **যোগ**—যোগ পদ্ধতির; **ধারণ**—ধ্যানের; **সিদ্ধয়ঃ**—সিদ্ধিসমূহ; **যয়া**—যার দ্বারা; **ধারণয়া**—ধ্যান; **যা**—যা (সিদ্ধি); **স্যাৎ**—হতে পারে; **যথা**—যার দ্বারা; **বা**—বা; **স্যাৎ**—হতে পারে; **নিবোধ**—দয়া করে শেখো; **মে**—আমার নিকট থেকে।

অনুবাদ

অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সম্বন্ধে জানার ক্ষমতা; শীত, উষ্ণ এবং অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলি সহ্য করার ক্ষমতা; অন্যদের মনের কথা জানতে পারা; অগ্নি, সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদির প্রভাব পরীক্ষা করার ক্ষমতা; এবং অন্যদের দ্বারা অপরাজিত থাকা—এই পাঁচটি হচ্ছে যোগ এবং ধ্যানের সিদ্ধি। আমি শুধুমাত্র এগুলির নাম এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে তালিকা প্রদান করলাম। নির্দিষ্ট ধ্যানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সিদ্ধি কীভাবে লাভ হয় আর তার পদ্ধতিই বা কী, এই সকল বিষয় এখন আমার নিকট থেকে জেনে নাও।

তাৎপর্য

আচার্যদের মত অনুসারে এই পাঁচটি সিদ্ধিকে পূর্ব বর্ণিত সিদ্ধিগুলি অপেক্ষা বেশ নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয়, কেননা এগুলি সাধারণত শারীরিক ও মানসিক নৈপুণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। শ্রীল মধবাচার্যের মত অনুসারে, *অগ্নিঅর্কাম্বুবিষদিনাং প্রতিষ্টম্ভঃ* নামক সিদ্ধি, অর্থাৎ অগ্নি, সূর্য, জল, বিষ এবং এই সকল প্রভাব খণ্ডন করার ক্ষমতা; এই সকল বলতে বোঝায়, সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রকার অস্ত্র, সেই সঙ্গে নখ, দাঁত, প্রহার, অভিশাপ এবং এই ধরনের সমস্ত আক্রমণ থেকেও তিনি সুরক্ষিত থাকবেন।

শ্লোক ১০

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্মনঃ ।
অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম ॥ ১০ ॥

ভূত-সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম উপাদানের; **আত্মনি**—আত্মাতে; **ময়ি**—আমাতে; **তৎ-মাত্রম্**—সূক্ষ্মস্তরে, অনুভূতির উপাদান রূপে; **ধারয়েৎ**—মনোনিবেশ করা উচিত; **মনঃ**—মন; **অণিমানম্**—অণিমা সিদ্ধি; **অবাপ্নোতি**—লাভ করে; **তৎ-মাত্র**—সূক্ষ্ম উপাদানে; **উপাসকঃ**—উপাসক; **মম**—আমার।

অনুবাদ

যে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম উপাদানের উপর ব্যাপ্ত আণবিক রূপের উপাসনা করে এবং তাতেই কেবল মনোনিবেশ করে, সে অণিমা সিদ্ধি লাভ করে।

তাৎপর্য

অণিমা বলতে বোঝায়, সেই অলৌকিক ক্ষমতা, যার দ্বারা সে নিজে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হতে পারে, ফলে সে যা কিছুর মধ্যেই প্রবেশ করতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান অণু-পরমাণুর মধ্যেও বর্তমান। যে ব্যক্তি ভগবানের সূক্ষ্ম আণবিক রূপের প্রতি যথাযথভাবে মনোনিবেশ করতে পারে, সে অণিমা সিদ্ধি লাভে সমর্থ। সেই শক্তির মাধ্যমে সে সব থেকে ঘন বস্তু, যেমন পাথরের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারে।

শ্লোক ১১

মহত্তত্ত্বাত্মনি ময়ি যথাসংস্থং মনো দধৎ ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১ ॥

মহৎ-তত্ত্ব—সমগ্র জড় শক্তির; **আত্মনি**—আত্মাতে; **ময়ি**—আমাতে; **যথা**—অনুসারে; **সংস্থম্**—বিশেষ পরিস্থিতি; **মনঃ**—মন; **দধৎ**—নিবিষ্ট করে; **মহিমানম্**—মহিমা সিদ্ধি; **অবাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **ভূতানাম্**—জড় উপাদানের; **চ**—এবং; **পৃথক্-পৃথক্**—পৃথক পৃথকভাবে।

অনুবাদ

যে তার মনকে মহৎ তত্ত্বের নির্দিষ্ট রূপে মগ্ন করে এবং সমগ্র জড় অস্তিত্বের পরমাত্মা রূপে আমার ধ্যান করে, সে মহিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এর পরেও আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ইত্যাদি জড় উপাদানের পরিস্থিতির উপর পৃথক পৃথকভাবে মনকে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে সেই সেই জড় উপাদানের উপর একাদিক্রমে প্রাধান্য লাভ করে।

তাৎপর্য

পরম পুরুষ ভগবান তাঁর সৃষ্টি থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন নন এবং এইভাবে যোগী সমগ্র জড় অস্তিত্বকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশরূপে জেনে, তার ধ্যান করতে পারে, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বৈদিক শাস্ত্রে অসংখ্য শ্লোক রয়েছে। যোগী যখন উপলব্ধি করতে পারে যে, জড় সৃষ্টি ভগবান থেকে পৃথক নয়, তখনই সে মহিমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি উপাদানেও ভগবানের উপস্থিতি রয়েছে, এই বিষয় উপলব্ধি করে যোগী সেই সেই উপাদানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। শুদ্ধ ভক্তরা অবশ্য এইরূপ সিদ্ধির প্রতি বিশেষ আগ্রহী নন, কেননা তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পূর্ণ মাত্রায় এই সমস্ত সিদ্ধি প্রকাশ করেন, তাঁর প্রতি শরণাগত। পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত থেকে শুদ্ধভক্তরা তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—জপ করেন। এইভাবে তাঁরা নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও সংসিদ্ধি লাভ করেন, যাকে বলে পরম সিদ্ধি, শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম বা কৃষ্ণভাবনামৃত। তার ফলে তাঁরা সমগ্র জড় অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে চিন্ময়লোক, বৈকুণ্ঠে উপনীত হন।

শ্লোক ১২

পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্ ।
কালসূক্ষ্মার্থতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥

পরম-অণু-ময়ে—পরমাণুরূপে; **চিত্তম্**—তার চেতনা; **ভূতানাম্**—জড় উপাদানের; **ময়ি**—আমাতে; **রঞ্জয়ন্**—সংযুক্ত করে; **কাল**—কালের; **সূক্ষ্ম**—সূক্ষ্ম; **অর্থতাম্**—সারবস্তু; **যোগী**—যোগী; **লঘিমানম্**—লঘিমা সিদ্ধি; **অবাপ্নুয়াৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

আমি সব কিছুর মধ্যে বর্তমান, তাই আমি হচ্ছি জড় উপাদানের আণবিক সারস্বরূপ। মনকে আমার এই রূপে সংযুক্ত করে, যোগী লঘিমা সিদ্ধি লাভ করতে পারে, আর তার মাধ্যমে সে কালের সূক্ষ্ম আণবিক সারবস্তুকে উপলব্ধি করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাল বা সময় হচ্ছে ভগবানের দিব্যরূপ, যার দ্বারা তিনি জড় জগতকে চালিত করেন। পাঁচটি স্থূল উপাদান যেহেতু অণুর দ্বারা গঠিত, তাই আণবিক কণাগুলি হচ্ছে সূক্ষ্ম উপাদান বা কালের গতির প্রকাশ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন কাল অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তিনি কালরূপে তাঁর শক্তি

বিস্তার করেন। এই সমস্ত বিষয় স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে যোগী লঘিমা সিদ্ধি লাভ করেন, যার ফলে তিনি নিজে সর্বাপেক্ষা হাল্কা হতে পারেন।

শ্লোক ১৩

ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকেঽখিলম্ ।
সর্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ ॥ ১৩ ॥

ধারয়ন্—নিবিষ্ট করে; **ময়ি**—আমাতে; **অহম্-তত্ত্বে**—অহংকারের উপাদানে; **মনঃ**—মন; **বৈকারিকে**—সত্ত্বগুণজাত বস্তুতে; **অখিলম্**—সম্পূর্ণরূপে; **সর্ব**—সমস্ত জীবের; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়ের; **আত্মত্বম্**—মালিকানা; **প্রাপ্তিম্**—প্রাপ্তি সিদ্ধি; **প্রাপ্নোতি**—প্রাপ্ত হন; **মৎ-মনাঃ**—যে যোগীর মন আমাতে নিবিষ্ট।

অনুবাদ

সত্ত্বগুণজাত অহংকারের উপাদানের মধ্যস্থ আমাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করে যোগী প্রাপ্তি সিদ্ধি লাভ করে। এর দ্বারা যোগী সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়। যেহেতু তার মন আমাতে মগ্ন থাকে, তাই সে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করে।

তাৎপর্য

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকটি যোগসিদ্ধি লাভ করতে যোগীর মনকে পরমেশ্বর ভগবানে অবশ্যই মগ্ন করতে হবে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, যারা পরমেশ্বর ভগবানে মন নিবিষ্ট না করে এই ধরনের সিদ্ধি লাভের প্রয়াস করে, তারা ঐ সমস্ত সিদ্ধির একটি স্থূল ও নিকৃষ্ট প্রতিচ্ছায়া লাভ করে। যারা ভগবান সম্বন্ধে সচেতন নয়, তারা তাদের মনকে মহাজাগতিক কার্যকলাপের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় ঘটাতে পারে না, ফলে তাদের অলৌকিক ঐশ্বর্যকেও মহাজাগতিক স্তরে উন্নীত করতে পারে না।

শ্লোক ১৪

মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্ ।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ১৪ ॥

মহতি—মহৎতত্ত্বে; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **যঃ**—যে; **সূত্রে**—সকাম কর্মের ধারাবাহিকতার দ্বারা; **ধারয়েৎ**—মনোনিবেশ করা উচিত; **ময়ি**—আমাতে; **মানসম্**—মানসিক ক্রিয়াকলাপ; **প্রাকাম্যম্**—প্রাকাম্য সিদ্ধি; **পারমেষ্ঠ্যম্**—সর্বোৎকৃষ্ট; **মে**—আমার থেকে; **বিন্দতে**—প্রাপ্ত হয় বা ভোগ করে; **অব্যক্ত-জন্মনঃ**—এ জগতে যাঁর আবির্ভাব জাগতিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্বের যে অংশে সকাম কর্মের শৃঙ্খল প্রকাশিত হয়, আমাকে তার পরমাত্মারূপে জেনে যখন যোগী তার সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপকে সেই আমাতে নিবিষ্ট করে, অব্যক্তজন্ম আমি তখন সেই যোগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকাম্য সিদ্ধি প্রদান করি।

তাৎপর্য

শ্রীল বীররাঘবাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, *সূত্র* বা 'সুতো' কথাটি ব্যবহার করে এখানে বোঝানো হয়েছে যে, একটি সুতো যেমন একসারি রত্নকে ধারণ করে থাকে, তেমনই মহত্তত্ত্ব আমাদের সকাম কর্মগুলিকে ধারণ করে থাকে। এইভাবে মহত্তত্ত্বের আত্মা, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ধ্যানে নিবিষ্ট হলে, মানুষ প্রাকাম্য নামক সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। *অব্যক্ত জন্মনঃ* বলতে বোঝায়, পরমেশ্বর ভগবান আবির্ভূত হন অব্যক্ত থেকে বা চিদাকাশ থেকে, অথবা তাঁর জন্ম অব্যক্ত, যা হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত। পরম পুরুষ ভগবানের দিব্য রূপ যতক্ষণ না কেউ স্বীকার করছে, প্রাকাম্য সিদ্ধি বা কোনও প্রকারের যথার্থ সিদ্ধি লাভ করার কোনও সম্ভাবনা তার নেই।

শ্লোক ১৫

বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে ।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাম্ ॥ ১৫ ॥

বিষ্ণৌ—ভগবান বিষ্ণুতে, পরমাত্মা; **ত্রি-অধীশ্বরে**—মায়ার পরম নিয়ন্তা, যা জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সমন্বিত; **চিত্তম্**—চেতনা; **ধারয়েৎ**—মনোনিবেশ করেন; **কাল**—সময়ের, পরম চালক; **বিগ্রহে**—রূপে; **সঃ**—তিনি, যোগী; **ঈশিত্বম্**—নিয়ন্ত্রণ করার অলৌকিক সিদ্ধি; **অবাপ্নোতি**—লাভ করেন; **ক্ষেত্রজ্ঞ**—চেতন জীব; **ক্ষেত্র**—উপাধিযুক্ত শরীর; **চোদনাম্**—প্রবৃত্ত করা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পরমাত্মা, পরম চালক, ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা শক্তির অধীশ্বর, শ্রীবিষ্ণুতে তার চেতনাকে নিবিষ্ট করে, সে এমন এক অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যার দ্বারা অন্য বদ্ধ জীবদের, তাদের জড় শরীর এবং তাদের দৈহিক উপাধিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

তাৎপর্য

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, জীব অলৌকিক শক্তি লাভ করলেও তা কখনই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো ক্ষমতা সে প্রাপ্ত হয় না।

বস্তুতঃ, ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে কেউই এইরূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করতে পারে না। এইভাবে কারও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনাকে বিঘ্নিত করতে পারে না। ভগবানের নিয়মের মধ্যেই সে তার অলৌকিক নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করতে অনুমোদিত হয় আর এমনকি কোনও মহাযোগী যদি তার তথাকথিত অলৌকিক ঐশ্বর্যের প্রভাবে ভগবানের আইন লঙ্ঘন করে, তবে সে তার জন্য কঠোরভাবে শাস্তি পায়। তার প্রমাণ রয়েছে দুর্বাসা মুনির অম্বরীশ মহারাজকে অভিশাপ দেওয়ার কাহিনীতে।

শ্লোক ১৬

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে ।
মনো ময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্মা বশিতামিয়াৎ ॥ ১৬ ॥

নারায়ণে—ভগবানে, নারায়ণ; **তুরীয়-আখ্যে**—চতুর্থ নামে খ্যাত, ত্রিগুণাতীত; **ভগবৎ**—সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ; **শব্দ-শব্দিতে**—শব্দের দ্বারা জানা যায়; **মনঃ**—মন; **ময়ি**—আমাতে; **আদধৎ**—স্থাপন করে; **যোগী**—যোগী; **মৎ-ধর্মা**—আমার স্বভাব বিশিষ্ট; **বশিতাম্**—বশিতা সিদ্ধি; **ইয়াৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

যে যোগী আমার সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, তুরীয় নামে খ্যাত, নারায়ণ রূপে মনকে নিবিষ্ট করে, সে আমার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, আর এইভাবে বশিতা সিদ্ধি লাভ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৭/১৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥

(সত্ত্ব, রজ ও তম) তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে সমগ্র জগৎ এই সমস্ত গুণের অতীত ও অব্যয় আমাকে জানতে পারে না। এইভাবে ভগবানকে বলা হয় তুরীয়, বা চতুষ্পাদ বিভূতিসম্পন্ন যা হচ্ছে প্রকৃতির তিনগুণের অতীত। শ্রীল বীররাঘবাচার্যের মত অনুসারে, তুরীয় বলতে বোঝায় ভগবান জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—এই ত্রিবিধ চেতনার অতীত। *ভগবচ্ছব্দশব্দিতে* বলতে, অসীম ঐশ্বর্যশালী, সর্বাপেক্ষা সুন্দর, বিখ্যাত, ধনী, জ্ঞানী, বৈরাগ্যসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান ভগবানকে বোঝানো হয়েছে।

উপসংহারে, ভগবানকে *তুরীয়,* অর্থাৎ চতুষ্পাদ বিভূতি সম্পন্নরূপে জেনে যোগী ধ্যানের মাধ্যমে প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্তিরূপ বশিতা সিদ্ধি লাভ করতে পারে। সব কিছুই পরম পুরুষ ভগবানের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ১৭

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে ॥ ১৭ ॥

নির্গুণে—নির্গুণ; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **ময়ি**—আমাতে; **ধারয়ন্**—মনোনিবেশ করেন; **বিশদম্**—শুদ্ধ; **মনঃ**—মন; **পরম-আনন্দম্**—পরমানন্দ; **আপ্নোতি**—লাভ করেন; **যত্র**—যেখানে; **কামঃ**—বাসনা; **অবসীয়তে**—সম্যকভাবে পূর্ণ হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার শুদ্ধ মনকে আমার নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ প্রকাশে নিবিষ্ট করে, সে পরমানন্দ লাভ করে, তখন তার সমস্ত বাসনা সম্যকরূপে পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

পরমানন্দ বা "পরম সুখ" বলতে এখানে বোঝাচ্ছে, জাগতিক পরম সুখ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তের কোনও ব্যক্তিগত কামনা নেই। যার ব্যক্তিগত বাসনা রয়েছে, সে নিশ্চিতরূপে জড় জগতের মধ্যেই অবস্থান করছে। আর জড়স্তরে পরম সুখ হচ্ছে কামাবসায়িতা সিদ্ধি, যার ফলে সে যা কামনা করবে তাই সম্পূর্ণরূপে লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ১৮

শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্মময়ে ময়ি ।
ধারয়ঞ্ছ্বেততাং যাতি ষড়ূর্মিরহিতো নরঃ ॥ ১৮ ॥

শ্বেতদ্বীপ—শ্বেতদ্বীপের, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর ধাম; **পতৌ**—ভগবানে; **চিত্তম্**—চেতনা; **শুদ্ধে**—মূর্তিমান সত্ত্বগুণে; **ধর্ম-ময়ে**—যিনি সর্বদা ধর্মে অবস্থিত তার মধ্যে; **ময়ি**—আমাতে; **ধারয়ন্**—নিবিষ্ট করে; **শ্বেততাম্**—শুদ্ধ অবস্থা; **যাতি**—প্রাপ্ত হয়; **ষট্-ঊর্মি**—জড় উপদ্রবের ছয়টি তরঙ্গ; **রহিতঃ**—মুক্ত; **নরঃ**—মানুষ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আমাকে ধর্মের রক্ষক, শুদ্ধতার মূর্ত প্রতীক এবং শ্বেতদ্বীপাধিপতি রূপে জেনে তার মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে, সে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অবক্ষয়, মৃত্যু, শোক এবং মোহরূপ ষড় উর্মি অর্থাৎ ছয় প্রকার জাগতিক উপদ্রব থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

দশ প্রকারের গৌণ সিদ্ধি, যেগুলি প্রকৃতির গুণ থেকে লাভ করা যায়, সেগুলি অর্জন করার পদ্ধতি সম্বন্ধে ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন। জড় জগতের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুকে শ্বেতদ্বীপ পতি নামে সম্বোধন করা হয়। ভগবান শ্বেতদ্বীপ পতি সত্ত্বগুণকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় শুদ্ধ এবং ধর্মময়। জড় সত্ত্বগুণের প্রতিমূর্তি হিসাবে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করার ফলে দৈহিক উপদ্রব থেকে মুক্তিরূপ জড় আশীর্বাদ লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৯

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্ ।
তত্রোপলব্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ শৃণোত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

ময়ি—আমাতে; **আকাশ-আত্মনি**—মূর্তিমান আকাশে; **প্রাণে**—প্রাণ বায়ুতে; **মনসা**—মন দ্বারা; **ঘোষম্**—দিব্য শব্দ; **উদ্বহন্**—নিবিষ্ট করেন; **তত্র**—আকাশে; **উপলব্ধাঃ**—উপলব্ধ; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **হংসঃ**—শুদ্ধ জীব; **বাচঃ**—শব্দ বা বাক্য; **শৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **অসৌ**—তিনি।

অনুবাদ

যে সমস্ত শুদ্ধ জীব তাদের মনকে মূর্তিমান আকাশ এবং সম্পূর্ণ প্রাণবায়ু রূপে, আমার মধ্যে সংঘটিত অসাধারণ শব্দ ধ্বনিতে মনোনিবেশ করে, তারা আকাশের মধ্যে সমস্ত জীবের কথা অনুভব করতে পারে।

তাৎপর্য

আকাশে বায়ু স্পন্দিত হওয়ার মাধ্যমে বাক্য সংঘটিত হয়। যিনি ভগবানকে মূর্তিমান আকাশ এবং বায়ুরূপে ধ্যান করেন, তিনি বহু দূরের স্পন্দন ধ্বনি শ্রবণ করার ক্ষমতা লাভ করেন। প্রাণ শব্দটির মাধ্যমে সূচিত করা হয় যে, ভগবান হচ্ছেন পৃথক পৃথক আত্মার এবং সমগ্র জীবনিচয়ের মূর্তিমান প্রাণবায়ু। সর্বোপরি শুদ্ধ ভক্তরা, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই পরম ধ্বনির ধ্যান করেন। এইভাবে তারা জড় ব্রহ্মাণ্ড থেকে বহু দূরের মুক্ত জীবেদের বাক্য শ্রবণ করতে সক্ষম। যে কোনও জীব *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* এবং এই ধরনের গ্রন্থ পাঠ করার মাধ্যমে এইরূপ আলোচনা শ্রবণ করতে পারেন। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য যথাযথভাবে অনুভব করেছেন, তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি, অলৌকিক শক্তি এবং অন্য সমস্ত কিছুই প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২০

চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি ।
মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ ॥ ২০ ॥

চক্ষুঃ—চক্ষু; **ত্বষ্টরি**—সূর্যে; **সংযোজ্য**—সংযোগ করে; **ত্বষ্টারম্**—সূর্য; **অপি**—ও; **চক্ষুষি**—চোখের মধ্যে; **মাম্**—আমাকে; **তত্র**—সেখানে, সূর্য এবং চক্ষুর পরস্পরের মিলনের ফলে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করেন; **বিশ্বম্**—সব কিছু; **পশ্যতি**—দর্শন করেন; **দূরতঃ**—বহু দূর।

অনুবাদ

নিজের দৃষ্টিশক্তিকে সূর্যলোকে সংযোগ করে এবং সূর্যকে চোখে সংযোগ করে, উভয় সংযোগের মধ্যে আমি রয়েছি জেনে তার উচিত আমার ধ্যান করা। এইভাবে সে বহু দূরের জিনিস দর্শন করার শক্তি লাভ করে।

শ্লোক ২১

মনো ময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনুবায়ুনা ।
মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ ॥ ২১ ॥

মনঃ—মন; **ময়ি**—আমাতে; **সু-সংযোজ্য**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন করে; **দেহম্**—জড় দেহ; **তৎ**—মন; **অনুবায়ুনা**—প্রবহমান বায়ুর দ্বারা; **মৎ-ধারণা**—আমার ধ্যানের; **অনুভাবেন**—শক্তির দ্বারা; **তত্র**—সেখানে; **আত্মা**—জড় দেহ; **যত্র**—যেখানেই; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

যে যোগী তার মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন করে, জড় শরীরকে আমাতে মগ্ন করতে মনের অনুসরণকারী বায়ুকে ব্যবহার করে, সে আমার প্রতি ধ্যানের ক্ষমতা বলে একটি অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যার ফলে তার মন যেখানেই যায় তার শরীর তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

তদ্-অনুবায়ুনা বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম বায়ু রয়েছে, যা মনকে অনুসরণ করে। যখন যোগী এই বায়ুর সঙ্গে শরীর ও মনকে একত্রিত করে শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন হয়, তখন ভগবানের ধ্যানের শক্তিপ্রভাবে সূক্ষ্ম বায়ুর মতো তার স্থূল দেহও মন যেখানেই যায় তার অনুসরণ করতে পারে। এই সিদ্ধিকে বলে *মনোজবঃ*।

শ্লোক ২২

যদা মন উপাদায় যদ্‌যদ্ রূপং বুভূষতি ।
তত্তদ্ভবেন্মনোরূপং মদ্যোগবলমাশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥

যদা—যখন; **মনঃ**—মন; **উপাদায়**—প্রয়োগ করে; **যৎ যৎ**—যে যে; **রূপম্**—রূপ; **বুভূষতি**—ধারণ করতে ইচ্ছা করে; **তৎ তৎ**—সেই রূপই; **ভবেৎ**—আবির্ভূত হতে পারে; **মনঃ-রূপম্**—মনের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত রূপ; **মৎ-যোগ-বলম্**—আমার অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তি, যার দ্বারা আমি অসংখ্য রূপ প্রকাশ করি; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয়।

অনুবাদ

যোগী যখন তার মনকে কোনও নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করে, কোনও একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে ইচ্ছা করে, সেই রূপ তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হয়। আমার অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তির আশ্রয়ে মনকে মগ্ন করে এইরূপ সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব, এই শক্তির দ্বারা আমি অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করি।

তাৎপর্য

এই সিদ্ধিকে বলে কামরূপ বা ইচ্ছা মতো যে কোন রূপ পরিগ্রহ করার ক্ষমতা। এমনকি দেবতার রূপও ধারণ করা যেতে পারে। শুদ্ধ ভক্তরা তাঁদের মনকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি জ্ঞানময়, আনন্দময় এক নিত্য চিন্ময় দেহ লাভ করেন। এইভাবে যে কেউ হরিনাম জপের পদ্ধতি অবলম্বন করবেন এবং মনুষ্য জীবনের বিধিনিষেধগুলি পালন করবেন, তিনিই চরম কামরূপ সিদ্ধি লাভ করে, ভগবদ্-রাজ্যে নিত্য চিন্ময় দেহ লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ২৩

পরকায়ং বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ ।
পিণ্ডং হিত্বাবিশেৎ প্রাণো বায়ুভূতঃ ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ ॥ ২৩ ॥

পর—অন্যের; **কায়ম্**—শরীর; **বিশন্**—প্রবেশ করতে ইচ্ছুক; **সিদ্ধঃ**—যোগাভ্যাসে সিদ্ধ; **আত্মানম্**—নিজেকে; **তত্র**—সেই দেহে; **ভাবয়েৎ**—কল্পনা করেন; **পিণ্ডম্**—নিজের স্থূল দেহ; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **বিশেৎ**—প্রবেশ করা উচিত; **প্রাণঃ**—সূক্ষ্ম দেহে; **বায়ু-ভূতঃ**—বায়ুর মতো হয়ে; **ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ**—মৌমাছির মতো, যে সহজেই এক ফুল থেকে অন্য ফুলে যেতে পারে।

অনুবাদ

কোনও সিদ্ধযোগী যখন অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, তার উচিত অন্যের শরীরে নিজের আত্মার ধ্যান করা। তারপর মৌমাছি যেমন খুব সহজে

এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে যায়, তেমনই নিজের স্থূল দেহ ত্যাগ করে, বায়ুপথে সে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

নাক এবং মুখ দিয়ে শ্বাস বায়ু যেমন দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনই যোগীর সূক্ষ্মদেহের প্রাণবায়ু বাহ্য বায়ুর মাধ্যমে গমন করে, আর খুব সহজেই অন্যের দেহে প্রবেশ করে। তাকে তুলনা করা হয়েছে একটি মৌমাছির এক ফুল থেকে অন্য ফুলে খুব সহজে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে। কেউ হয়তো কোনও বীর পুরুষের বা কোনও সুন্দরী রমণীর প্রশংসা করতে পারে, আর তাদের জড় অসাধারণ শরীরের অনুভূতি লাভের ইচ্ছা করতে পারে। *পরকায় প্রবেশনম্* নামক সিদ্ধির মাধ্যমে এই ধরনের সুযোগ লাভ করা যায়। শুদ্ধ ভক্তরা অবশ্য, পরম পুরুষ ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকার ফলে, কোনও জড় রূপের প্রতিই আকৃষ্ট নন। এইভাবে ভক্তরা চিন্ময় নিত্য জীবনের স্তরে সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্লোক ২৪

পার্ষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্ধসু ।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেৎ তনুম্ ॥ ২৪ ॥

পার্ষ্ণ্যা—পায়ের গোড়ালি দিয়ে; **আপীড্য**—বন্ধ করে; **গুদম্**—মল দ্বার; **প্রাণম্**—জীবকে বহনকারী প্রাণবায়ু; **হৃৎ**—হৃদয় থেকে; **উরঃ**—বক্ষে; **কণ্ঠ**—কণ্ঠে; **মূর্ধসু**—এবং মস্তকে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **ব্রহ্ম-রন্ধ্রেণ**—ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে; **ব্রহ্ম**—চিজ্জগতে বা নির্বিশেষ ব্রহ্মে, (অথবা কারো নির্ধারিত যে কোনও গতি); **নীত্বা**—নিয়ে যাওয়া (আত্মাকে); **উৎসৃজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **তনুম্**—জড় শরীর।

অনুবাদ

স্বেচ্ছামৃত্যু নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত যোগী তার গুহ্যদ্বার পায়ের গোড়ালী দিয়ে রুদ্ধ করে, তারপর হৃদয় থেকে আত্মাকে বক্ষে আনয়ন করে, তারপর কণ্ঠে এবং শেষে মস্তকে উপনীত করে। ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত হয়ে যোগী তার দেহ ত্যাগ করে এবং বাঞ্ছিত লক্ষ্যে আত্মাকে চালিত করে।

তাৎপর্য

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে এই ইচ্ছামৃত্যু রূপ অলৌকিক ঐশ্বর্য ভীষ্মদেব কর্তৃক অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে এখানে ব্যবহৃত *ব্রহ্ম* শব্দটি হচ্ছে উপলক্ষণের একটি দৃষ্টান্ত বা এটি এমন একটি শব্দ, যার দ্বারা বিভিন্ন ধারণা সূচীত হতে পারে। ব্রহ্ম বলতে এখানে যোগীর দ্বারা

নির্ধারিত বিশেষ গতি, যেমন—চিদাকাশ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্যোতি অথবা যোগীর মনকে আকৃষ্ট করেছে এমন কোনও লক্ষ্যস্থলকে বোঝাচ্ছে।

শ্লোক ২৫

বিহরিষ্যন্ সুরাক্রীড়ে মৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ ।
বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

বিহরিষ্যন্—ভোগেচ্ছা; **সুর**—দেবতাদের; **আক্রীড়ে**—প্রমোদ উদ্যানে; **মৎ**—আমাতে; **স্থম্**—অবস্থিত; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **বিভাবয়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **বিমানেন**—বিমানের দ্বারা; **উপতিষ্ঠন্তি**—তারা আগমন করে; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণে; **বৃত্তীঃ**—আবির্ভূত হয়; **সুর**—দেবতাদের; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

যে যোগী দেবতাদের প্রমোদ উদ্যানে উপভোগ করতে চায়, তার উচিত আমাতে অবস্থিত শুদ্ধ সত্ত্বের ধ্যান করা। তা হলে সত্ত্বগুণজাত স্বর্গীয় রমণীগণ বিমানে চেপে তার নিকট উপস্থিত হবে।

শ্লোক ২৬

যথা সঙ্কল্পয়েদ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্ ।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে ॥ ২৬ ॥

যথা—যে উপায়ে; **সঙ্কল্পয়েৎ**—সঙ্কল্প করা বা সিদ্ধান্ত করা; **বুদ্ধ্যা**—মন দ্বারা; **যদা**—যখন; **বা**—বা; **মৎ-পরঃ**—আমার প্রতি বিশ্বাস পরায়ণ; **পুমান্**—যোগী; **ময়ি**—আমাতে; **সত্যে**—যার বাসনা সর্বদা সত্য হয়; **মনঃ**—মন; **যুঞ্জন্**—মগ্ন হয়ে; **তথা**—সেই উপায় দ্বারা; **তৎ**—সেই বিশেষ উদ্দেশ্য; **সমুপাশ্নুতে**—সে লাভ করে।

অনুবাদ

যে যোগীর আমাতে বিশ্বাস আছে, আমাতে মনোনিবেশ করেছে এবং আমাকে সত্য সঙ্কল্প বলে জানে, যে পন্থা অনুসরণ করতে সে সঙ্কল্প করেছে, তার দ্বারাই তার উদ্দেশ্য সর্বদা সিদ্ধ হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *যদা* ("যখনই") শব্দটি সূচিত করে যে, যথা সঙ্কল্প সংসিদ্ধি নামক অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে যোগী যদি অশুভ সময়েও চেষ্টা করেন, তবুও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় সত্য সঙ্কল্প অর্থাৎ যাঁর বাসনা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য বা সিদ্ধান্ত সর্বদা বাস্তবায়িত হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, ভক্তিযোগের অমোঘ পন্থার মাধ্যমে আমাদের উচিত, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের হারানো সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া, আর তা যে কোনও স্থানে বা কালেও সম্পাদিত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার জন্য বহু যথার্থ সহায়ক গ্রন্থ রয়েছে, যেমন—শ্রীল জীব গোস্বামীর 'সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ', শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' এবং 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম' ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণমঙ্গল'। আধুনিক যুগে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আমাদের জন্য ষাট্ খণ্ডেরও অধিক বৃহদাকার দিব্য গ্রন্থাবলী প্রদান করেছেন। এই গ্রন্থগুলি ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। আমাদের সঙ্কল্প বা দৃঢ় নিষ্ঠা হওয়া উচিত ব্যবহারিক, অকেজো নয়। ভগবদ্ধামে প্রত্যাগমন করে, জীবনের সমস্যাবলীর স্থায়ী সমাধান করার জন্য আমাদেরকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ২৭

যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্ ।
কুতশ্চিন্ন বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম ॥ ২৭ ॥

যঃ—যে (যোগী); **বৈ**—বস্তুত; **মৎ**—আমা থেকে; **ভাবম্**—ভাব; **আপন্নঃ**—লাভ করেছেন; **ঈশিতুঃ**—পরম শাসক থেকে; **বশিতুঃ**—পরম নিয়ামক; **পুমান্**—ব্যক্তি (যোগী); **কুতশ্চিৎ**—যে কোনভাবে; **ন বিহন্যেত**—হতাশ হতে পারেন না; **তস্য**—তার; **চ**—ও; **আজ্ঞা**—আদেশ, নির্দেশ; **যথা**—ঠিক যেমন; **মম**—আমার।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি যথাযথভাবে আমার ধ্যান করে, সে আমার মতোই পরম শাসক এবং নিয়ামকের ভাব প্রাপ্ত হয়। আমার মতো তার আদেশও কখনই বিফল হয় না।

তাৎপর্য

পরম পুরুষ ভগবানের আদেশ ক্রমে সমগ্র সৃষ্টি চালিত হচ্ছে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বলা হয়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥

"হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় জড়া প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।" তেমনই শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু আদেশ করেছেন যে, সারা বিশ্বের মানুষের উচিত কৃষ্ণভাবনামৃতে গ্রহণ করা। ভগবানের যথার্থ ভক্তদের কর্তব্য সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে মহাপ্রভুর সেই আদেশের পুনরাবৃত্তি করা। এইভাবে তাঁরা তাঁর অনিবার্য আদেশ প্রদান করে, সেই অলৌকিক ঐশ্বর্যের অংশীদার হতে পারেন।

শ্লোক ২৮

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা ॥ ২৮ ॥

মৎ-ভক্ত্যা—আমার প্রতি ভক্তির দ্বারা; **শুদ্ধ-সত্ত্বস্য**—যিনি শুদ্ধ হয়েছেন তাঁর; **যোগিনঃ**—যোগীর; **ধারণাবিদঃ**—যিনি ধ্যানের পদ্ধতি জানেন; **তস্য**—তার; **ত্রৈকালিকী**—তিন কালেই কার্যকারী যেমন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **জন্ম-মৃত্যু**—জন্ম-মৃত্যু; **উপবৃংহিতা**—সহ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তি করার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে বিশুদ্ধ করেছে, যে ধ্যানের পদ্ধতি সম্বন্ধে নিপুণ, সে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে। তাই সে তার নিজের এবং অন্যদের জন্ম এবং মৃত্যু দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

আটটি মুখ্য এবং দশটি গৌণ যোগসিদ্ধি বর্ণনা করার পর, ভগবান এখন আরও পাঁচটি নিকৃষ্ট শক্তির ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ২৯

অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ ।
মদ্যোগশান্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা ॥ ২৯ ॥

অগ্নি—আগুন দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি (সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদি); **ন**—না; **হন্যেত**—আহত হতে পারে; **মুনেঃ**—জ্ঞানী যোগীর; **যোগময়ম্**—যোগ বিজ্ঞানে পূর্ণ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন; **বপুঃ**—শরীর; **মৎ-যোগ**—আমার সহিত ভক্তিযুক্ত সম্পর্কের দ্বারা; **শান্ত**—শান্ত; **চিত্তস্য**—যার চেতনা; **যাদসাম**—জলজ প্রাণীদের; **উদকম্**—জল; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

জলজ প্রাণীর দেহকে যেমন জল দ্বারা আহত করা যায় না, ঠিক তেমনই যে যোগীর চেতনা আমার প্রতি ভক্তির প্রভাবে শান্ত, যোগ বিজ্ঞানে যে প্রকৃত উন্নত, তার শরীরকে আগুন, সূর্য, জল, বিষ ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না।

তাৎপর্য

সামুদ্রিক জীবেরা কখনই জল দ্বারা আহত হয় না; বরং তারা জলের মাধ্যমে জীবনোপভোগ করে। তেমনই যে ব্যক্তি যৌগিক কৌশলে সুনিপুণ, তাঁর নিকট অস্ত্র, অগ্নি, বিষ ইত্যাদির আক্রমণ প্রতিহত করা হচ্ছে বিনোদন স্বরূপ। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার দ্বারা এই সমস্ত ভাবেই আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর যথার্থ কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে তিনি আহত হননি। শুদ্ধ ভক্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, কেননা তাঁর মধ্যে অসীম মাত্রায় অলৌকিক ঐশ্বর্য বর্তমান। তাই তিনি যোগেশ্বর নামে পরিচিত, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অলৌকিক শক্তির গুরু। ভক্তরা যেহেতু সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত তাই তাঁদের প্রভু, গুরু এবং রক্ষকের মধ্যে যে সমস্ত শক্তি ইতিমধ্যেই অসীম মাত্রায় রয়েছে, তা ভিন্নভাবে অর্জন করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

একটি মানুষ যদি সমুদ্রের মাঝখানে পড়ে যায় তবে সে সত্বর ডুবে যায়। পক্ষান্তরে একটি মাছ সেই একই ঢেউয়ের মধ্যে খেলা করে আনন্দোপভোগ করে। তেমনই বদ্ধজীবেরা ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছে, আর তারা তাদের পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়ায় ডুবছে। পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্তরা উপলব্ধি করেন যে, এই জগৎ হচ্ছে ভগবানের শক্তি। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয়ে সেখানেই আনন্দময় লীলা উপভোগ করেন।

শ্লোক ৩০

মদ্বিভূতীরভিধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ ।
ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ ॥ ৩০ ॥

মৎ—আমার; **বিভূতীঃ**—ঐশ্বর্যশালী অবতারগণ; **অভিধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **শ্রীবৎস**—ভগবানের শ্রীবৎস ঐশ্বর্য দ্বারা; **অস্ত্র**—আর অস্ত্র; **বিভূষিতাঃ**—বিভূষিত; **ধ্বজ**—পতাকা দিয়ে; **আতপত্র**—অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ছত্রের দ্বারা; **ব্যজনৈঃ**—বিভিন্ন ধরনের পাখা; **সঃ**—তিনি, ভক্ত-যোগী; **ভবেৎ**—হয়; **অপরাজিতঃ**—অন্যদের দ্বারা অপরাজিত।

অনুবাদ

শ্রীবৎস, বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রাদি এবং পতাকা, রাজকীয় ছত্র ও ব্যজনাদি রাজকীয় উপকরণে সজ্জিত আমার ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবতারদের ধ্যান করে, আমার ভক্তরা অজেয় হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবতারদের রাজকীয় সাজ-সজ্জা বলতে, তাঁর সর্বশক্তিমত্তাকে বোঝায়, আর ভক্তরা ভগবানের শক্তিশালী, রাজকীয়ভাবে সজ্জিত অবতারদের ধ্যান করার মাধ্যমে অজেয় হন। *কৃষ্ণকর্ণামৃতে* বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ১০৭ শ্লোকে বলেছেন,

ভক্তিস্তয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য-কিশোর-মূর্তিঃ ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলীঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থ-কাম-গতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ ॥

"হে ভগবান, আমরা যদি আপনার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিযোগ লাভ করি, তা হলে আপনা থেকেই দিব্য কিশোর রূপে আপনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। মুক্তি স্বয়ং করজোড়ে আমাদের সেবা করার জন্য অপেক্ষা করেন এবং ধর্ম, অর্থ এবং কামের অন্তিম ফল ধৈর্য সহকারে আমাদের সেবা করার জন্য অপেক্ষা করে।"

শ্লোক ৩১

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ ।
সিদ্ধয়ঃ পূর্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ ॥ ৩১ ॥

উপাসকস্য—উপাসকের; মাম্—আমাকে; এবম্—এইভাবে; যোগ-ধারণয়া—অলৌকিক ধ্যানের মাধ্যমে; মুনেঃ—বিদ্বান ব্যক্তির; সিদ্ধয়ঃ—অলৌকিক সিদ্ধি সকল; পূর্ব—পূর্বে; কথিতাঃ—কথিত; উপতিষ্ঠন্তি—উপস্থিত হন; অশেষতঃ—সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

যে বিদ্বান ভক্ত যোগধ্যানের মাধ্যমে আমার উপাসনা করে, সে নিশ্চিতরূপে আমি যে সব যোগ সিদ্ধির কথা বললাম সে সমস্তই লাভ করে।

তাৎপর্য

যোগধারণয়া শব্দটির দ্বারা বোঝায়, যে ভক্ত নিজেকে যেভাবে তৈরি করেছেন, তিনি বিশেষভাবে সেই সিদ্ধিই লাভ করেন। এইভাবে ভগবান যোগসিদ্ধির আলোচনা সমাপ্ত করেছেন।

শ্লোক ৩২

জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা ॥ ৩২ ॥

জিত-ইন্দ্রিয়স্য—যিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করেছেন; **দান্তস্য**—যিনি সুশৃঙ্খল এবং আত্মসংযত; **জিতশ্বাস**—যিনি শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করেছেন; **আত্মনঃ**—যিনি তাঁর মনকে জয় করেছেন; **মুনেঃ**—এইরূপ মুনির; **মৎ**—আমাতে; **ধারণাম্**—ধ্যান; **ধারয়তঃ**—যিনি আচরণ করছেন; **কা**—কী; **সা**—সেই; **সিদ্ধিঃ**—সিদ্ধি; **সু-দুর্লভা**—সুদুর্লভ।

অনুবাদ

যে মুনি তার ইন্দ্রিয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও মনকে জয় করেছে, আত্মসংযত এবং সর্বদা আমার ধ্যানে মগ্ন, তার কাছে কি কোন সিদ্ধি দুর্লভ হতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এইরূপ মন্তব্য করেছেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন যে, বহুবিধ পদ্ধতি অনুশীলনের কোনও প্রয়োজন নেই। কেননা পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতিগুলির যেকোন একটিও সম্পূর্ণভাবে পালনের মাধ্যমে ভক্ত তাঁর ইন্দ্রিয় সংযম করে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হন, আর এইভাবে তিনি সমস্ত প্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।"

শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন যে, ভক্তের উচিত সমস্ত জড় উপাধিমুক্ত ভগবানের দিব্য রূপের ধ্যান করা। যোগ পদ্ধতিতে অগ্রগতির এটিই হচ্ছে সারকথা। এইভাবে ভগবানের ব্যক্তিগত রূপ থেকে ভক্ত খুব সহজে সমস্ত সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ৩৩

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্ ।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্তরায়ান্—অন্তরায় সকল; **বদন্তি**—বলেন; **এতাঃ**—এই সমস্ত অলৌকিক সিদ্ধি; **যুঞ্জতঃ**—যিনি নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর; **যোগম্**—ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া; **উত্তমম্**—পরম স্তর; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সম্পদ্যমানস্য**—যিনি সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হচ্ছেন তাঁর; **কাল**—সময়ের; **ক্ষপণ**—বিঘ্নের, অপচয়; **হেতবঃ**—হেতু।

অনুবাদ

ভক্তিযোগে নিপুণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ বলেন যে, আমি যে সমস্ত যোগসিদ্ধির কথা বললাম, এ সবই বস্তুতঃ প্রতিবন্ধক, আর তা সময়ের অপচয় মাত্র। কেননা ভক্তিযোগ অনুশীলনকারী আমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জীবনের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

সাধারণ জ্ঞানের কথা, যেখানেই সময়ের অপচয় হবে, তা ত্যাগ করতে হবে; অতএব ভগবানের নিকট আমাদের যোগসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। যিনি শুদ্ধ ভক্ত, যাঁর কোনও জাগতিক বাসনা নেই, এমনকি নির্বিশেষ মুক্তিও তাঁর জীবনে একটি অনর্থক বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁর ক্ষেত্রে জাগতিক যোগসিদ্ধির আর কি কথা, সেটি নির্বিশেষ মুক্তির সঙ্গেও তুলনীয় নয়। অনভিজ্ঞ অপক্ক লোকেদের জন্য এইরূপ সিদ্ধি হয়তো চমকপ্রদ হতে পারে, কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের নিকট এগুলি আকর্ষণীয় নয়। শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেই ভক্ত এক অলৌকিক ঐশ্বর্যের সমুদ্রে অবস্থান করেন। সুতরাং ভিন্নভাবে তিনি অলৌকিক সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টায় তাঁর মূল্যবান সময় অপচয় করেন না।

শ্লোক ৩৪

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ ।
যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্বা নান্যৈর্যোগগতিং ব্রজেৎ ॥ ৩৪ ॥

জন্ম—জন্ম; **ঔষধি**—ওষধি; **তপঃ**—তপস্যা; **মন্ত্রৈঃ**—এবং মন্ত্রের দ্বারা; **যাবতীঃ**—যাবতীয়; **ইহ**—এই জগতে; **সিদ্ধয়ঃ**—সিদ্ধিসমূহ; **যোগেন**—আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা; **আপ্নোতি**—লাভ করে; **তাঃ**—সেই সমস্ত; **সর্বাঃ**—সবগুলি; **ন**—না; **অন্যৈঃ**—অন্যান্য পদ্ধতি দ্বারা; **যোগ-গতিম্**—যথার্থ যোগসিদ্ধি; **ব্রজেৎ**—লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

ভাল জন্ম, ঔষধি, তপস্যা এবং মন্ত্রের দ্বারা যা কিছু অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করা যায়, আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা সে সমস্তই লাভ করা যায়, বস্তুতঃ, অন্য কোনও উপায়ে প্রকৃত যোগসিদ্ধি লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনা থেকেই অনেক প্রকার অলৌকিক সিদ্ধির দ্বারা ভূষিত হওয়া যায়। শুধুমাত্র সিদ্ধলোকে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে আপনা থেকেই আট প্রকারের মুখ্য যোগসিদ্ধি লাভ করা যায়। তেমনই মৎস্য কুলে জন্ম গ্রহণ করার ফলে, তার জল থেকে কোনও ভয় থাকে না। পক্ষীকুলে জন্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আকাশে ওড়ার সিদ্ধি লাভ করা যায়, আর ভূত জন্ম পেলে অদৃশ্য হওয়ার এবং অন্যের শরীরে প্রবেশ করার সিদ্ধি লাভ করা যায়।

পতঞ্জলি মুনি বলেছেন যে, জন্ম, ঔষধি, তপস্যা এবং মন্ত্রের দ্বারা অলৌকিক যোগ সিদ্ধি লাভ করা যায়। ভগবান অবশ্য বলছেন যে, এই সমস্ত সিদ্ধি হচ্ছে সময়ের অপচয় মাত্র, এবং তা প্রকৃত যোগসিদ্ধি, কৃষ্ণভাবনামৃত লাভের অন্তরায়।

যারা ভক্তিযোগের পদ্ধতি ত্যাগ করে, এবং কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কোনও ধ্যানের বিষয় খুঁজে বেড়ায়, তারা মোটেই বুদ্ধিমান নয়। যারা নিজেদেরকে যোগী বলে দাবি করে কিন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা করে চলে, তারা নিশ্চয় কুযোগী বা ভোগী-যোগী। এইরূপ কুযোগীরা বুঝতে পারে না যে, তাদের যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় রয়েছে, তদ্রূপ, পরম সত্যের রয়েছে সর্বোত্তম ইন্দ্রিয়, আর প্রকৃতযোগ বলতে যে ভগবানের সর্বোত্তম ইন্দ্রিয় তোষণ তা-ও তারা বুঝতে পারে না। সুতরাং, যে সমস্ত ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ত্যাগ করে অলৌকিক সিদ্ধি লাভ করে তথাকথিত সুখের প্রয়াস করে, তারা নিশ্চয় তাদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হবে। কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে ভক্ত যোগের অন্তিম লক্ষ্য *যোগগতি* লাভ করেন। এরফলে শ্রীকৃষ্ণের নিজের লোকে বাস করে তিনি চিন্ময় ঐশ্বর্য উপভোগ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৫

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ ।
অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্বাসাম্—তাদের সকলের; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **সিদ্ধীনাম্**—অলৌকিক সিদ্ধির; **হেতুঃ**—কারণ; **পতিঃ**—রক্ষক; **অহম্**—আমি; **প্রভুঃ**—প্রভু; **অহম্**—আমি; **যোগস্য**—আমার প্রতি ঐকান্তিক ধ্যানের; **সাংখ্যস্য**—বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের; **ধর্মস্য**—নিষ্কাম কর্মের; **ব্রহ্মবাদিনাম্**—বৈদিক শিক্ষক সমাজের।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমিই সকল সিদ্ধি, যোগ, সাংখ্য, নিষ্কামকর্ম এবং ব্রহ্মবাদীদের কারণ, রক্ষক এবং প্রভু।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, এখানে যোগ বলতে জড় জীবন থেকে মুক্তিকে বোঝায়, আর সাংখ্য হচ্ছে মুক্তিলাভের পন্থা। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল জড় সিদ্ধিরই মালিক নন, তিনি মুক্তিপ্রদ সর্বোচ্চ সিদ্ধিরও প্রদাতা। পুণ্যকর্ম করার মাধ্যমে মানুষ সাংখ্য বা মুক্তি লাভের জ্ঞান অর্জন করতে পারে, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই ধরনের কার্যকলাপের এবং সাধারণ মানুষকে পুণ্যকর্ম বিষয়ে

উপদেশ দাতা বিদ্বান বৈদিক শিক্ষকগণেরও কারণ, রক্ষক এবং প্রভু। বিভিন্ন দিক থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রতিটি জীবের ধ্যানের এবং উপাসনার প্রকৃত বিষয়। তাঁর শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সবকিছু এবং এই সরল উপলব্ধি হচ্ছে যোগ পদ্ধতির পরম সিদ্ধি, যাকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৩৬

অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্বদেহিনাম্ ।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥ ৩৬ ॥

অহম্—আমি; **আত্মা**—পরম প্রভু; **আন্তরঃ**—অন্তঃস্থিত পরমাত্মা; **বাহ্যঃ**—আমার সর্বব্যাপক রূপের বাহ্যিকভাবে অবস্থিত; **অনাবৃতঃ**—অনাবৃত; **সর্বদেহিনাম্**—সমস্ত জীবের; **যথা**—ঠিক যেমন; **ভূতানি**—জড় উপাদানসমূহ; **ভূতেষু**—জীবেদের মধ্যে; **বহিঃ**—বাহ্যিকভাবে; **অন্তঃ**—আন্তরিকভাবে; **স্বয়ম্**—আমি নিজে; **তথা**—সেইভাবে।

অনুবাদ

সমস্ত জড় দেহের অন্তরে এবং বাইরে যেমন একই জড় উপাদান বর্তমান, তেমনই অনাবৃত পরমাত্মা রূপে আমি সব কিছুর অন্তরে এবং সর্বব্যাপক রূপে সমস্ত কিছুর বাইরে অবস্থান করি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত যোগী এবং দার্শনিকদের ধ্যানের পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি, এবং এখানে তিনি তাঁর পরম পদ সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করছেন। ভগবান সবকিছুর অন্তরে বর্তমান, তাই কেউ ভাবতে পারেন যে, ভগবান টুকরা টুকরা হয়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। তবে, *অনাবৃত* বা "সম্পূর্ণ উন্মুক্ত" শব্দটিতে বোঝায় যে, কোন কিছুই পরম সত্যের পরম অস্তিত্বকে বিঘ্নিত, উপদ্রুত বা লঙ্ঘন করতে পারে না। জড় উপাদানগুলির আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অস্তিত্বের মধ্যে, বাস্তবে কোনও পার্থক্য নেই, এগুলি সর্বত্র সর্বদা বর্তমান। তদ্রূপ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন, সর্বব্যাপ্ত এবং সমস্ত কিছুরই পরম সিদ্ধি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগসিদ্ধি বর্ণন' নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্ঞান, বীর্য, খ্যাতি ইত্যাদি প্রকট ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন।

সমস্ত পবিত্র স্থানের অন্তিম আশ্রয়, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করে শ্রীউদ্ধব বললেন, "পরমেশ্বর ভগবানের কোন আদিও নেই, অন্তও নেই। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের জন্ম, পালন এবং ধ্বংসের কারণ। তিনিই সমস্ত জীবের আত্মা, গূঢ়রূপে প্রতিটি জীবের শরীরে বাস করে তিনি সব কিছু দর্শন করেন। পক্ষান্তরে বদ্ধ জীবেরা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত, তাই তারা তাঁকে দেখতে পায় না।" ভগবানের পাদপদ্মে এইভাবে প্রার্থনা করার পর শ্রীউদ্ধব স্বর্গে, মর্ত্যে, নরকে এবং সমস্ত দিকে ভগবানের যে বিভিন্ন ঐশ্বর্য রয়েছে, সে সমস্ত জানার জন্য বাসনা প্রকাশ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি মন্তব্য করলেন যে, সমস্ত শক্তি, সৌন্দর্য, খ্যাতি, ঐশ্বর্য, বিনয়, দান, মোহিনী শক্তি, সৌভাগ্য, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞান—এ সবকিছু কেবল তাঁরই প্রকাশ। সুতরাং যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যাবে না যে, কোনও জড় বস্তুর যথার্থই এই সমস্ত গুণ রয়েছে। এইরূপ ধারণা করা মানে, মনে মনে দুটো বস্তুর চিন্তা করে, কল্পনার মাধ্যমে একটি বস্তু সৃষ্টি করা, যাকে বলে, আকাশ কুসুম চিন্তা। জড় ঐশ্বর্যগুলি বাস্তবে সত্য নয়, তাই এসবের চিন্তায় আমাদের বেশি জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা তাঁদের ক্রিয়াকলাপ, বাক্‌শক্তি, মন এবং প্রাণকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে উপযোগ করে তাঁদের কৃষ্ণভাবনাময় জীবন সার্থক করেন।

শ্লোক ১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্ ।
সর্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **ত্বম্**—আপনি; **ব্রহ্ম**—মহত্তম; **পরমম্**—পরম; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **অনাদি**—যাঁর শুরু নেই; **অন্তম্**—অন্তহীন; **অপাবৃতম্**—যিনি কোনও কিছুর দ্বারা সীমিত নন; **সর্বেষাম্**—সকলের; **অপি**—বস্তুতঃ; **ভাবানাম্**—যে সমস্ত বস্তু রয়েছে; **ত্রাণ**—রক্ষণ; **স্থিতি**—প্রাণ দাতা; **অপ্যয়**—ধ্বংস; **উদ্ভবঃ**—এবং সৃষ্টি।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন, হে ভগবান, আপনার আদিও নেই এবং অন্তও নেই, আপনি স্বয়ং পরম সত্য, কোনও কিছুর দ্বারা সীমিত নন। আপনিই রক্ষক এবং প্রাণ দাতা, আপনিই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি এবং প্রলয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম মানে সর্বাপেক্ষা মহৎ এবং সমস্ত কিছুর কারণ। উদ্ধব এখানে ভগবানকে *পরমম্* বা পরমব্রহ্ম বলে সম্বোধন করেছেন, কেননা ভগবান রূপে তিনি হচ্ছেন, পরম সত্যের সর্বোচ্চ রূপ এবং অসীম দিব্য ঐশ্বর্যের আশ্রয়। সাধারণ জীবের মতো তিনি নন, তাঁর ঐশ্বর্যকে কালের দ্বারা সীমিত করা যায় না। আর তাই তিনি *অনাদি অনন্তম্*, শুরুও নেই শেষও নেই, এবং *অপাবৃতম্*, কোনও সমান বা উন্নততর শক্তির দ্বারা তিনি বিঘ্নিত নন। জড় জগতের ঐশ্বর্যও ভগবানের মধ্যেই নিহিত। একমাত্র তিনিই এই জগতকে সৃষ্টি, পালন, রক্ষা এবং ধ্বংস করতে পারেন। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণই যে পরম সত্য এই ধারণার উপর আধারিত তাঁর প্রশংসা যাতে আরও সুদৃঢ় হয় সেইজন্য শ্রীউদ্ধব ভগবানের নিকট তাঁর চিন্ময় এবং জড় ঐশ্বর্য সম্বন্ধে জানতে চাইছেন। এমনকি শ্রীবিষ্ণু, যিনি এই জড় জগতের অন্তিম স্রষ্টা, তিনিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। এইভাবে উদ্ধব তাঁর নিজের বন্ধুর অনুপম পদের পূর্ণরূপে প্রশংসা করতে চাইছেন।

শ্লোক ২

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ ।
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২ ॥

উচ্চ—উচ্চতর; **অবচেষু**—এবং নিকৃষ্ট; **ভূতেষু**—সৃষ্ট বস্তু ও জীবগণ; **দুর্জ্ঞেয়ম্**—বোঝা কঠিন; **অকৃত-আত্মভিঃ**—অধার্মিকেরা; **উপাসতে**—তারা উপাসনা করে; **ত্বাম্**—আপনি; **ভগবন্**—হে প্রভু; **যাথা-তথ্যেন**—বাস্তবে; **ব্রাহ্মণাঃ**—যাঁরা বৈদিক সিদ্ধান্তে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি যে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সমস্ত সৃষ্টিতে অবস্থিত, সে কথা অধার্মিকদের পক্ষে বোঝা কঠিন হলেও, বৈদিক সিদ্ধান্তে নিপুণ যথার্থ জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ বাস্তবে আপনার আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

সাধু ব্যক্তিদের ব্যবহারকেও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, অজ্ঞ এবং অধার্মিক মানুষ ভগবানের সর্বব্যাপক রূপের নিকট বিমোহিত,

কিন্তু যাঁরা শুদ্ধ, স্বচ্ছ চেতনা-সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁরা ভগবানকে যথাযথরূপে উপাসনা করেন। এই অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব, ভগবানের ঐশ্বর্যের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছেন। এখানে *উচ্চাবচেষু ভূতেষু* ("উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে") শব্দটি স্পষ্টরূপে ভগবানের বাহ্যিক ঐশ্বর্য, যা জড় জগতে প্রকাশিত তাকেই সূচিত করছে। তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবগণ সবকিছুর মধ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে থাকেন, তা সত্ত্বেও ভগবানের সৃষ্টির বৈচিত্র্য তাঁরা উপলব্ধি করে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিগ্রহ অর্চনায়, ভক্ত সব থেকে ভাল ফুল, ফল এবং ভগবানের দিব্যরূপের সজ্জার জন্য অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করে থাকেন। তদ্রূপ, যদিও ভগবান প্রতিটি বদ্ধজীবের হৃদয়ে উপস্থিত, যে ব্যক্তি ভগবানের বাণী শ্রবণে আগ্রহী, সেই বদ্ধ জীবের প্রতিই ভক্তরা বেশি আগ্রহী হন। যদিও ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, ভগবানের সেবার জন্য ভক্তরা ভগবানের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি (উচ্চ) এবং নিকৃষ্ট (অবচেষু) সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন।

শ্লোক ৩

যেষু যেষু চ ভূতেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ ।
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে ॥ ৩ ॥

যেষু যেষু—যাতে যাতে; *চ*—এবং; *ভূতেষু*—রূপ; *ভক্ত্যা*—ভক্তিসহকারে; *ত্বাম্*—আপনি; **পরম-ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **উপাসীনাঃ**—উপাসনা করেন; **প্রপদ্যন্তে**—লাভ করে; **সংসিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **তৎ**—সেই; **বদস্ব**—বলুন; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

মহান ঋষিরা ভক্তিযুক্তভাবে আপনার সেবা করে যে সিদ্ধি লাভ করেন তা অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। আপনার বিভিন্ন রূপের কোনটি তাঁরা উপাসনা করেন তাও বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীউদ্ধব এখানে ভগবানের দিব্য ঐশ্বর্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করছেন, যা হচ্ছে তাঁর প্রাথমিক বিষ্ণুতত্ত্বগণ, যেমন বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ সমন্বিত। ভগবানের বিভিন্ন অংশ প্রকাশের উপাসনা করে ভক্ত বিশেষ সিদ্ধি লাভ করেন, শ্রীউদ্ধব সেই সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী।

শ্লোক ৪

গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন ।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে ॥ ৪ ॥

গূঢ়ঃ—লুক্কায়িত; **চরসি**—আপনি নিয়োজিত; **ভূত-আত্ম**—পরমাত্মা; **ভূতানাম্**—জীবেদের; **ভূতভাবন্**—হে সর্ব জীবের পালক; **ন**—না; **ত্বাম্**—আপনি; **পশ্যন্তি**—তারা দেখে; **ভূতানি**—জীব; **পশ্যন্তম্**—যারা দেখছে; **মোহিতানি**—মোহিত; **তে**—আপনার দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে ভূতভাবন, সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে আপনি লুক্কায়িত থাকেন। এইভাবে আপনার দ্বারা বিমোহিত হয়ে, জীবেরা আপনাকে দেখতে পায় না, যদিও আপনি তাদের দর্শন করছেন।

তাৎপর্য

পরমাত্মারূপে ভগবান সব কিছুর মধ্যে অবস্থিত। বিভিন্ন অবতার রূপেও তিনি আবির্ভূত হন অথবা তাঁর কোনও ভক্তকে অবতার রূপে আচরণ করার জন্য শক্তি প্রদান করেন। অভক্তদের নিকট ভগবানের এই সমস্ত রূপ অজ্ঞাত। বিমোহিত বদ্ধ জীবেরা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধানের মাধ্যমে তাদের ভোগ্য। বিশেষ কোনও জাগতিক বর প্রার্থনা করে আর ভগবানের সৃষ্টিকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে, অভক্তেরা ভগবানের যথার্থ রূপ উপলব্ধি করতে পারে না। তাই তারা মূর্খ এবং বিমোহিতই থেকে যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সব কিছুরই সৃষ্টি, পালন এবং লয় রয়েছে, আর এইভাবে পরমাত্মাই কেবল জড় জগতের প্রকৃত নিয়ামক। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরমাত্মা যখন তাঁর ভগবত্তা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন অবতার রূপে আবির্ভূত হন, মূর্খ লোকেরা মনে করে যে, পরমাত্মাও জড়া প্রকৃতির আর একটি সৃষ্টি মাত্র। এই শ্লোকে যেমন বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি যথার্থই তাদের দর্শন করছেন, তাঁকে তারা দেখতে পায় না, আর এইভাবে বিমোহিতই থেকে যায়।

শ্লোক ৫

যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং
বিভূতয়ো দিক্ষু মহাবিভূতে ।
তা মহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে
নমামি তে তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥ ৫ ॥

যাঃ কাঃ—যা কিছুই; **চ**—ও; **ভূমৌ**—পৃথিবীতে; **দিবি**—স্বর্গে; **বৈ**—বস্তুতঃ; **রসায়াম্**—নরকে; **বিভূতয়ঃ**—শক্তিসমূহ; **দিক্ষু**—সর্বদিকে; **মহাবিভূতে**—হে পরম শক্তিমান; **তাঃ**—সেই সকল; **মহ্যম্**—আমাকে; **আখ্যাহি**—অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন;

অনুভাবিতাঃ—প্রকাশিত; তে—আপনার দ্বারা; নমামি—আমি আমার বিনীত প্রণাম জানাই; তে—আপনার; তীর্থপদ—সমস্ত তীর্থের ধাম; অঙ্ঘ্রি-পদ্মম্—পাদ পদ্মে।

অনুবাদ

হে পরম শক্তিমান ভগবান, পৃথিবী, স্বর্গ, নরক এবং বস্তুতঃ সমস্ত দিকে প্রকাশিত আপনার অসংখ্য শক্তি সম্বন্ধে অনুগ্রহ করে আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন। সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মে আমি আমার বিনীত প্রণাম জানাই।

তাৎপর্য

উদ্ধব এখানে ভগবানের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত ভগবানের জড় এবং চিন্ময় শক্তিসমূহ সম্বন্ধে জানতে চাইছেন। সাধারণ পশু বা পোকা-মাকড় যেমন মানুষের শহরে বাস করলেও তাদের বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক বা সামরিক সাফল্যের কোনও প্রশংসা করতে পারে না, তদ্রূপ, মূর্খ জড়বাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের মহান ঐশ্বর্য, এমনকি যেগুলি আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডেই প্রকাশিত, তারও প্রশংসা তারা করতে পারে না। সাধারণ মানুষ যাতে প্রশংসা করতে পারে, তার জন্য উদ্ধব ভগবানকে তাঁর কতগুলি শক্তি এবং সেগুলি কী কী রূপে কাজ করছে, তা প্রকাশ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান, আর এইভাবে যেকোন মহৎ এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রকাশই সর্বোপরি স্বয়ং ভগবানের ওপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ৬

শ্রীভগবানুবাচ

এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাম্বর ।
যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরর্জুনেন বৈ ॥ ৬ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরম পুরুষ ভগবান বললেন; এবম্—এইভাবে; এতৎ—এই; অহম্—আমি; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত হয়েছিলাম; প্রশ্নম্—প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ; প্রশ্ন-বিদাম্—কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়, যাঁরা জানেন; বর—আপনি, যিনি শ্রেষ্ঠ; যুযুৎসুনা—যুদ্ধকামীর দ্বারা; বিনশনে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে; সপত্নৈঃ—তার প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুর সঙ্গে; অর্জুনেন—অর্জুন কর্তৃক; বৈ—বস্তুতঃ।

অনুবাদ

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—হে শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন কর্তা, তুমি এখন যে প্রশ্ন করছ, সেই একই প্রশ্ন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে যুদ্ধকামী অর্জুন আমার নিকট উপস্থাপন করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুশি হয়েছিলেন, যেহেতু তাঁর দুই বন্ধু, অর্জুন এবং উদ্ধব, তাঁর ঐশ্বর্য সম্পর্কে একই প্রশ্ন করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, তাঁর দুই প্রিয় বন্ধু তাঁকে একই রকম প্রশ্ন করেছেন, ভারি চমৎকার।

শ্লোক ৭

জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্মং রাজ্যহেতুকম্ ।
ততো নিবৃত্তো হন্তাহং হতোঽয়মিতি লৌকিকঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞাত্বা—জ্ঞাত হয়ে; **জ্ঞাতি**—তার আত্মীয়ের; **বধম্**—বধ; **গর্হ্যম্**—ঘৃণ্য; **অধর্মম্**—অধর্ম; **রাজ্য**—রাজ্য লাভ করতে; **হেতুকম্**—উদ্দেশ্যে; **ততঃ**—এইরূপ ক্রিয়াকলাপ থেকে; **নিবৃত্তঃ**—নিবৃত্ত; **হন্তা**—হত্যাকারী; **অহম্**—আমিই; **হতঃ**—হত; **অয়ম্**—এই আত্মীয় স্বজনের দল; **ইতি**—এইভাবে; **লৌকিকঃ**—জাগতিক।

অনুবাদ

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে অর্জুন ভেবেছিল যে, তাঁর আত্মীয় স্বজনরা নিহত হলে, তা হবে এক ঘৃণ্য, পাপকর্ম, যা কেবলই রাজ্য লাভের দুরাশার ফল। তাই সে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সে ভেবেছিল, "আমি আমার আত্মীয় স্বজনের হত্যার কারণ হব। ওরা বিনাশ হবে।" এইভাবে অর্জুন জাগতিক চেতনার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে উদ্ধবের নিকট ব্যাখ্যা করছেন, শ্রীঅর্জুন কী পরিস্থিতিতে তাঁকে এই ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

স তদা পুরুষব্যাঘ্রো যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ ।
অভ্যভাষত মামেবং যথা ত্বং রণমূর্ধনি ॥ ৮ ॥

সঃ—সে; **তদা**—তখন; **পুরুষ-ব্যাঘ্রঃ**—নরব্যাঘ্র; **যুক্ত্যা**—যুক্তির দ্বারা; **মে**—আমার দ্বারা; **প্রতিবোধিতঃ**—প্রকৃত জ্ঞানে উদ্ভাসিত; **অভ্যভাষত**—প্রশ্ন করেছিল; **মাম্**—আমাকে; **এবম্**—এইভাবে; **যথা**—ঠিক যেমন; **ত্বম্**—তুমি; **রণ**—যুদ্ধের; **মূর্ধনি**—সম্মুখে।

অনুবাদ

সেই সময় নরব্যাঘ্র অর্জুনকে যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রবোধিত করেছিলাম, আর তখনই সেই রণাঙ্গনে অর্জুন আমাকে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিল, যেমনটি তুমি এখন করছ।

শ্লোক ৯

অহমাত্মোদ্ধবামীষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ ।
অহং সর্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

অহম্—আমিই; **আত্মা**—পরমাত্মা; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **অমীষাম্**—এ সমস্তের; **ভূতানাম্**—জীব; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ামক; **অহম্**—আমিই; **সর্বাণি-ভূতানি**—সমস্ত জীব; **তেষাম্**—তাদের; **স্থিতি**—পালন; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **অপ্যয়ঃ**—এবং লয়।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমি সমস্ত জীবের পরমাত্মা, আর তাই স্বাভাবিকভাবেই আমি তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরম নিয়ামক। সমস্ত জীবের স্রষ্টা, পালন কর্তা এবং প্রলয় কর্তা হওয়ার ফলে আমি তাদের থেকে অভিন্ন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ভাষ্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ঐশ্বর্যের সঙ্গে অপাদান এবং সম্বন্ধপদ মূলক সম্পর্ক বজায় রাখেন। অর্থাৎ, ভগবান জীব থেকে অভিন্ন, যেহেতু তারা তাঁর থেকে উদ্ভূত এবং তারা তাঁরই অধিকারভুক্ত। *ভগবদ্‌গীতার* দশম অধ্যায়ে (১০/২০) অর্জুনকে ভগবান একটি অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, তা একই শব্দ *অহম্ আত্মা* দিয়ে শুরু হয়েছে। যদিও ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা বা জড় ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন, ভগবানের পদ সর্বদাই দিব্য এবং অপ্রাকৃত। ঠিক যেমন জীবাত্মা দেহে প্রাণ সঞ্চার করে, তদ্রূপ ভগবান তাঁর পরাশক্তির দ্বারা সমস্ত মহাজাগতিক ঐশ্বর্যে প্রাণ সঞ্চার করেন।

শ্লোক ১০

অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
গুণানাঞ্চাপ্যহং সাম্যং গুণিন্যৌৎপত্তিকো গুণঃ ॥ ১০ ॥

অহম্—আমি; **গতিঃ**—অন্তিম লক্ষ্য; **গতি-মতাম্**—যারা উন্নতিকামী, তাদের; **কালঃ**—কাল; **কলয়তাম্**—যারা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে; **অহম্**—আমি; **গুণানাম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের; **চ**—এবং; **অপি**—এমনকি; **অহম্**—আমি; **সাম্যম্**—জড় সাম্য; **গুণিনি**—পুণ্যবানদের মধ্যে; **ঔৎপত্তিকঃ**—স্বাভাবিক; **গুণঃ**—সদ্‌গুণ।

অনুবাদ

আমিই হচ্ছি প্রগতিকামীদের অন্তিম লক্ষ্য, নিয়ন্ত্রণকামীদের মধ্যে আমি কাল। জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের সাম্য আমিই এবং পুণ্যবানদের মধ্যে আমিই স্বাভাবিক সদ্‌গুণ।

শ্লোক ১১

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্ ।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জয়ানামহং মনঃ ॥ ১১ ॥

গুণিনাম্—যাদের মধ্যে গুণ রয়েছে তাদের; **অপি**—বস্তুতঃ; **অহম্**—আমি; **সূত্রম্**—প্রাথমিক সূত্রতত্ত্ব; **মহতাম্**—মহৎ বস্তুর মধ্যে; **চ**—ও; **মহান্**—সমগ্র জড় প্রকাশ; **অহম্**—আমি; **সূক্ষ্মাণাম্**—সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যে; **অপি**—বস্তুতঃ; **অহম্**—আমি; **জীবঃ**—জীবাত্মা; **দুর্জয়ানাম্**—দুর্জয় বস্তুসমূহের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

গুণসমন্বিত বস্তুসমূহের মধ্যে আমি প্রকৃতির মুখ্য প্রকাশ, এবং মহান বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সমগ্র জড় সৃষ্টি। সূক্ষ্মবস্তুসমূহের মধ্যে আমি আত্মা, এবং দুর্জয় বস্তু সমূহের মধ্যে আমি মন।

শ্লোক ১২

হিরণ্যগর্ভো বেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ ।
অক্ষরাণামকারোঽস্মি পদানি চ্ছন্দসামহম্ ॥ ১২ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ—শ্রীব্রহ্মা; **বেদানাম্**—বেদসমূহের মধ্যে; **মন্ত্রাণাম্**—মন্ত্রের মধ্যে; **প্রণবঃ**—ওঁকার; **ত্রিবৃৎ**—তিনটি অক্ষর সমন্বিত; **অক্ষরাণাম্**—অক্ষরের; **অ-কারঃ**—প্রথম অক্ষর, অ; **অস্মি**—আমি; **পদানি**—ত্রিপদা গায়ত্রী মন্ত্র; **ছন্দসাম্**—পবিত্র ছন্দের মধ্যে; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

বেদসমূহের মধ্যে, আমি হচ্ছি তাদের আদি শিক্ষক ব্রহ্মা, এবং সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে আমি ত্রি-অক্ষর সমন্বিত ওঁকার। অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি প্রথম অক্ষর, "অ," এবং পবিত্র ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী মন্ত্র।

শ্লোক ১৩

ইন্দ্রোঽহং সর্বদেবানাং বসূনামস্মি হব্যবাট্ ।
আদিত্যানামহং বিষ্ণুরুদ্রাণাং নীললোহিতঃ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রঃ—ইন্দ্রদেব; **অহম্**—আমি; **সর্বদেবানাম্**—দেবতাদের মধ্যে; **বসূনাম্**—বসুদের মধ্যে; **অস্মি**—আমি; **হব্যবাট্**—হবির বাহক অর্থাৎ অগ্নিদেব; **আদিত্যানাম্**—অদিতি পুত্রগণের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **বিষ্ণুঃ**—বিষ্ণু; **রুদ্রাণাম্**—রুদ্রগণের মধ্যে; **নীল-লোহিতঃ**—শ্রীশিব।

অনুবাদ

দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, এবং বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি। অদিতিপুত্রগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, এবং রুদ্রগণের মধ্যে আমি শিব।

তাৎপর্য

অদিতিপুত্রগণের মধ্যে ভগবান বিষ্ণু বামনদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ ।
দেবর্ষীণাং নারদোঽহং হবির্ধান্যস্মি ধেনুষু ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম-ঋষীণাম্—ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে; ভৃগুঃ—ভৃগুমুনি; অহম্—আমি; রাজ-ঋষীণাম্—রাজর্ষিগণের মধ্যে; অহম্—আমি; মনুঃ—মনু; দেব-ঋষীণাম্—দেবর্ষিগণের মধ্যে; নারদঃ—নারদমুনি; অহম্—আমি; হবির্ধানী—কামধেনু; অস্মি—আমি; ধেনুষু—ধেনুগণের মধ্যে।

অনুবাদ

ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু এবং রাজর্ষিগণের মধ্যে আমি মনু। দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ এবং গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু।

শ্লোক ১৫

সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাম্ ।
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং পিতৃণামহমর্যমা ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধ-ঈশ্বরাণাম্—সিদ্ধগণের মধ্যে; কপিলঃ—আমি কপিলদেব; সুপর্ণঃ—গরুড়; অহম্—আমি; পতত্রিণাম্—পক্ষীগণের মধ্যে; প্রজাপতীনাম্—মানুষের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে; দক্ষঃ—দক্ষ; অহম্—আমি; পিতৃণাম্—পিতৃপুরুষগণের মধ্যে; অহম্—আমি; অর্যমা—অর্যমা।

অনুবাদ

সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিলদেব, এবং পক্ষীগণের মধ্যে গরুড়। মানুষের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে আমি দক্ষ, এবং পিতৃপুরুষগণের মধ্যে আমি অর্যমা।

শ্লোক ১৬

মাং বিদ্ধ্যুদ্ধব দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্ ।
সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্ ॥ ১৬ ॥

মাম্—আমাকে; বিদ্ধি—তুমি জেনো; উদ্ধব—প্রিয় উদ্ধব; দৈত্যানাম্—দিতির পুত্রগণ, দৈত্যদের মধ্যে; প্রহ্লাদম্—প্রহ্লাদ মহারাজ; অসুর-ঈশ্বরম্—অসুরগণের প্রভু; সোমম্—চন্দ্র; নক্ষত্র-ওষধীনাম্—নক্ষত্র এবং ওষধি সমূহের মধ্যে; ধন-ঈশম্—ধনের ঈশ্বর কুবের; যক্ষরক্ষসাম্—যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, দৈত্যদের মধ্যে আমাকে প্রহ্লাদ বলে জানবে, যিনি হচ্ছেন অসুরদেরও গুরু। নক্ষত্র এবং ওষধি সমূহের মধ্যে আমি তাদের প্রভু চন্দ্রদেব, এবং যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি হচ্ছি ধনেশ্বর কুবের।

শ্লোক ১৭

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং যাদসাং বরুণং প্রভুম্ ।
তপতাং দ্যুমতাং সূর্যং মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিম্ ॥ ১৭ ॥

ঐরাবতম্—ঐরাবত হাতি; গজ-ইন্দ্রাণাম্—শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে; যাদসাম্—জলজ প্রাণীদের মধ্যে; বরুণম্—বরুণ; প্রভুম্—সমুদ্রের ঈশ্বর; তপতাম্—তাপ প্রদানকারীদের মধ্যে; দ্যুমতাম্—আলোক প্রদানকারীগণের মধ্যে; সূর্যম্—আমি সূর্য; মনুষ্যাণাম্—মনুষ্যগণের মধ্যে; চ—এবং; ভূপতিম্—রাজা।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, এবং জলজ প্রাণীসকলের মধ্যে আমি সমুদ্রের দেবতা বরুণদেব। তাপ এবং আলোক প্রদানকারী বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সূর্য, আর মনুষ্যগণের মধ্যে আমি রাজা।

তাৎপর্য

সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রভুরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিধিত্ব করছেন, এটি জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কেউই শ্রীকৃষ্ণের মতো সম্ভ্রান্ত এবং যথার্থ হতে পারেন না, আবার শ্রীকৃষ্ণের মহিমার সীমাও কেউ পেতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নিঃসন্দেহে পরমপুরুষ ভগবান।

শ্লোক ১৮

উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং ধাতূনামস্মি কাঞ্চনম্ ।
যমঃ সংযমতাঞ্চাহং সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ১৮ ॥

উচ্চৈঃশ্রবাঃ—উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব; তুরঙ্গাণাম্—অশ্বগণের মধ্যে; ধাতূনাম্—ধাতুসমূহের মধ্যে; অস্মি—আমি; কাঞ্চনম্—সোনা; যমঃ—যমরাজ; সংযমতাম্—যারা শাস্তি

দেয় ও সংযত করে, তাদের মধ্যে; **চ**—ও; **অহম্**—আমি; **সর্পাণাম্**—সর্পগণের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **বাসুকিঃ**—বাসুকি।

অনুবাদ

অশ্বগণের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা এবং ধাতুসমূহের মধ্যে আমি স্বর্ণ। সংযমকারী ও শাস্তি প্রদানকারীদের মধ্যে আমি যমরাজ এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি নাগ।

শ্লোক ১৯

নাগেন্দ্রাণামনন্তোঽহং মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাম্ ।
আশ্রমাণামহং তুর্যো বর্ণানাং প্রথমোঽনঘ ॥ ১৯ ॥

নাগ-ইন্দ্রাণাম্—বহুমস্তক বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ সর্পগণের মধ্যে; **অনন্তঃ**—অনন্তদেব; **অহম্**—আমি হই; **মৃগ-ইন্দ্রঃ**—সিংহ; **শৃঙ্গি-দংষ্ট্রিণাম্**—ধারালো শিং এবং দাঁতসমন্বিত পশুসমূহের মধ্যে; **আশ্রমাণাম্**—জীবনের চারটি আশ্রমের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **তুর্যঃ**—চতুর্থ, অর্থাৎ সন্ন্যাস; **বর্ণানাম্**—চারটি বৃত্তিগত বর্ণের মধ্যে; **প্রথমঃ**—প্রথম, ব্রাহ্মণ; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ উদ্ধব, শ্রেষ্ঠ সর্পগণের মধ্যে আমি অনন্তদেব, এবং ধারালো শিং এবং দাঁতবিশিষ্ট পশুদের মধ্যে আমি সিংহ। আশ্রমের মধ্যে আমি সন্ন্যাস এবং বর্ণের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ২০

তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহম্ ।
আয়ুধানাং ধনুরহং ত্রিপুরঘ্নো ধনুষ্মতাম্ ॥ ২০ ॥

তীর্থানাম্—তীর্থসমূহের মধ্যে; **স্রোতসাম্**—প্রবহমান বস্তুসমূহের মধ্যে; **গঙ্গা**—পবিত্র গঙ্গানদী; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **সরসাম্**—স্থির জলরাশির মধ্যে; **অহম্**—আমি হই; **আয়ুধানাম্**—অস্ত্র সমূহের মধ্যে; **ধনুঃ**—ধনুক; **অহম্**—আমি; **ত্রিপুরঘ্নঃ**—শ্রীশিব; **ধনুঃ-মতাম্**—ধনুর্ধারীগণের মধ্যে।

অনুবাদ

পবিত্র এবং প্রবহমান বস্তুসমূহের মধ্যে আমি পবিত্র গঙ্গানদী এবং স্থির জলরাশির মধ্যে আমি সমুদ্র। অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি ধনুক এবং অস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি শিব।

তাৎপর্য

ময়দানব নির্মিত তিনটি আসুরিক শহরকে তীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করতে শিব তাঁর ধনুক ব্যবহার করেছিলেন।

শ্লোক ২১

ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ ।
বনস্পতীনামশ্বত্থ ওষধীনামহং যবঃ ॥ ২১ ॥

ধিষ্ণ্যানাম্—নিবাসস্থল; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি; **মেরুঃ**—সুমেরু পর্বত; **গহনানাম্**—দুর্ভেদ্য স্থানসমূহের মধ্যে; **হিমালয়ঃ**—হিমালয়; **বনস্পতীনাম্**—বৃক্ষের মধ্যে; **অশ্বত্থঃ**—বটবৃক্ষ; **ওষধীনাম্**—উদ্ভিদের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **যবঃ**—যব।

অনুবাদ

নিবাসস্থান সমূহের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত এবং দুর্ভেদ্য স্থানসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়। বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি পবিত্র বটবৃক্ষ এবং উদ্ভিদসমূহের মধ্যে আমি যব।

তাৎপর্য

ওষধীনাম্ বলতে এখানে, একবার শস্য প্রদান করেই মারা যায় এমন উদ্ভিদকে বোঝাচ্ছে। তাদের মধ্যে যেগুলি শস্য প্রদান করে, যাতে মনুষ্যগণ জীবন ধারণ করে, সেগুলিই কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করে। শস্য না হলে দুধ ও দুগ্ধজাত কিছুই হবে না, আবার শস্য না হলে বৈদিক অগ্নিহোত্র যজ্ঞও সম্পাদন করা যাবে না।

শ্লোক ২২

পুরোধসাং বসিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ ।
স্কন্দোঽহং সর্বসেনান্যামগ্রণ্যাং ভগবানজঃ ॥ ২২ ॥

পুরোধসাম্—পুরোহিতগণের মধ্যে; **বসিষ্ঠঃ**—বসিষ্ঠমুনি; **অহম্**—আমি; **ব্রহ্মিষ্ঠানাম্**—যারা বৈদিক সিদ্ধান্ত এবং উদ্দেশ্যে রত তাদের মধ্যে; **বৃহস্পতিঃ**—দেবগুরু বৃহস্পতি; **স্কন্দঃ**—কার্তিকেয়; **অহম্**—আমি; **সর্ব-সেনান্যাম্**—সমস্ত সেনাপতিদের মধ্যে; **অগ্রণ্যাম্**—পুণ্যজীবনে অগ্রসরগণের মধ্যে; **ভগবান্**—মহান ব্যক্তি; **অজঃ**—শ্রীব্রহ্মা।

অনুবাদ

পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বসিষ্ঠমুনি এবং বৈদিক সংস্কৃতির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি। মহান সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্তিকেয় এবং জীবনে যারা শ্রেষ্ঠতর পথে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি ব্রহ্মা।

শ্লোক ২৩

যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং ব্রতানামবিহিংসনম্ ।
বায়ুগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা শুচীনামপ্যহং শুচিঃ ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞানাম্—যজ্ঞসমূহের; **ব্রহ্মযজ্ঞঃ**—বেদাধ্যয়ন; **অহম্**—আমি; **ব্রতানাম্**—ব্রতসমূহের; **অবিহিংসনম্**—অহিংসা; **বায়ু**—বায়ু; **অগ্নি**—আগুন; **অর্ক**—সূর্য; **অম্বু**—জল; **বাক্**—এবং বাক্য; **আত্মা**—মূর্তিমান; **শুচীনাম্**—সমস্ত বিশোধকের মধ্যে; **অপি**—বস্তুতঃ; **অহম্**—আমি; **শুচিঃ**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি হচ্ছি বেদাধ্যয়ন এবং সমস্ত ব্রতের মধ্যে আমি অহিংসা। বিশোধকসমূহের মধ্যে আমি হচ্ছি বায়ু, অগ্নি, সূর্য, জল এবং বাক্য।

শ্লোক ২৪

যোগানামাত্মসংরোধো মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্ ।
আন্বীক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

যোগানাম্—যোগের আটটি স্তরের মধ্যে (অষ্টাঙ্গ); **আত্মসংরোধঃ**—অন্তিম পর্যায়, সমাধি—যে অবস্থায় আত্মা সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত হয়; **মন্ত্রঃ**—পরিণামদর্শী রাজনৈতিক উপদেশ; **অস্মি**—আমি হই; **বিজিগিষতাম্**—জয়েচ্ছুগণের মধ্যে; **আন্বীক্ষিকী**—পারমার্থিক বিজ্ঞান, যার দ্বারা জড় ও চিৎ বস্তুর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়; **কৌশলানাম্**—নিপুণ বিচারবোধের সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে; **বিকল্পঃ**—অনুভূতির অসাদৃশ্য; **খ্যাতিবাদিনাম্**—মনোধর্মী দার্শনিকগণের মধ্যে।

অনুবাদ

যোগের আটটি ক্রমপর্যায়ের মধ্যে আমি সমাধি, যে অবস্থায় আত্মা সম্পূর্ণরূপে মায়া মুক্ত হয়। জয়েচ্ছুগণের মধ্যে আমি হচ্ছি পরিণামদর্শী রাজনৈতিক উপদেশ এবং নিপুণ বিচারবোধের পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আমি আত্মবিজ্ঞান, যার দ্বারা জড় থেকে চিৎবস্তুর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। সমস্ত মনোধর্মী দার্শনিকগণের মধ্যে আমি হচ্ছি বিসদৃশ অনুভূতি।

তাৎপর্য

যেকোন বিজ্ঞানই নিপুণ বিচারবোধের ক্ষমতার ওপর আধারিত। বিচ্ছিন্ন এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল বিষয়ের সংজ্ঞা নিরূপণের মাধ্যমে মানুষ যে কোনও ক্ষেত্রে দক্ষ হতে পারে। সর্বোপরি সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি জড় বস্তু থেকে আত্মাকে

পৃথক করতে পারেন। তাঁরা জড় বস্তু এবং চিৎ বস্তুর গুণাবলী যে সত্যের পৃথক এবং পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল অঙ্গ তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। অসংখ্য মনোধর্মী দর্শনের দ্রুত অগ্রগতির কারণ হচ্ছে, জড় জগতের মধ্যে বিভিন্ন ভাবের অনুভূতি। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত এবং যিনি তাদেরকে তাদের বাসনা এবং যোগ্যতা অনুসারে নির্দিষ্ট মাত্রায় জ্ঞান অথবা বিস্মৃতি প্রদান করেন। এইভাবে ভগবান নিজেই হচ্ছেন মনোধর্মী জাগতিক দর্শনের আধারস্বরূপ। কেননা তিনিই বদ্ধজীবদের মধ্যে পৃথক এবং বিকল্প ভাবের অনুভূতি সৃষ্টি করেন। জড়বদ্ধ দার্শনিকগণ, তাঁদের ব্যক্তিগত বাসনার পর্দায় ত্রুটিপূর্ণ অনুভূতির মাধ্যমে জগতকে দর্শন করে থাকেন। তাই তাঁদের নিকট থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে তা হয় না; আমাদের বুঝতে হবে যে, কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে সরাসরি শ্রবণ করার মাধ্যমে আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীণাং তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ।
নারায়ণো মুনীনাঞ্চ কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ২৫ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীদের মধ্যে; **তু**—অবশ্যই; **শতরূপা**—শতরূপা; **অহম্**—আমি হই; **পুংসাম্**—পুরুষদের মধ্যে; **স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ**—মহান প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনু; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ ঋষি; **মুনিনাম্**—মুনিদের মধ্যে; **চ**—ও; **কুমারঃ**—সনৎকুমার; **ব্রহ্মচারিণাম্**—ব্রহ্মচারীদের মধ্যে।

অনুবাদ

নারীদের মধ্যে আমি শতরূপা এবং পুরুষদের মধ্যে তার স্বামী, স্বায়ম্ভুব মনু। ঋষিদের মধ্যে আমি নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারীদের মধ্যে আমি সনৎকুমার।

শ্লোক ২৬

ধর্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্মতিঃ ।
গুহ্যানাং সুনৃতং মৌনং মিথুনানামজস্ত্বহম্ ॥ ২৬ ॥

ধর্মাণাম্—ধর্মসমূহের মধ্যে; **অস্মি**—আমি; **সন্ন্যাসঃ**—সন্ন্যাস; **ক্ষেমাণাম্**—সমস্ত প্রকার নিরাপত্তার মধ্যে; **অবহিঃ-মতিঃ**—আত্মচেতনা (নিত্য আত্মার); **গুহ্যানাম্**—রহস্য সমূহের; **সুনৃতম্**—মধুর ভাষণ; **মৌনম্**—মৌন; **মিথুনানাম্**—যৌন যুগল সকলের মধ্যে; **অজঃ**—আদি প্রজাপতি ব্রহ্মা; **তু**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

ধর্মীয় নিয়মাবলীর মধ্যে আমি সন্ন্যাস এবং সমস্ত প্রকার নিরাপত্তার মধ্যে আমি হচ্ছি হৃদয়স্থ নিত্য আত্মচেতনা। গোপনীয়তার মধ্যে আমি মনোরম বাক্য ও মৌন এবং মিথুনগণের মধ্যে আমি ব্রহ্মা।

তাৎপর্য

যিনি হৃদয়স্থ নিত্য আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি কোনও জাগতিক অবস্থাকেই ভয় পান না, তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করার যোগ্য পাত্র। জড় জীবনে ভয় হচ্ছে একটি বিরাট ক্লেশ; তাই নির্ভয়তারূপ উপহার খুবই মূল্যবান এবং তা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। সাধারণ মনোরম বাক্য এবং মৌন, উভয়ের দ্বারাই গোপনীয় ব্যাপারগুলির খুব সামান্যই প্রকাশ পায়। এইভাবে কুটনীতি এবং নীরবতা উভয়ই গোপনীয়তা রক্ষার সহায়ক। যৌন মিলনে যুগলগণের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ব্রহ্মা। যেহেতু আদি সুন্দর যুগল, স্বায়ম্ভুব মনু এবং শতরূপা, শ্রীব্রহ্মার শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। সে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

সংবৎসরোঽস্ম্যনিমিষামৃতূনাং মধুমাধবৌ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ ॥ ২৭ ॥

সংবৎসরঃ—বৎসর; অস্মি—আমি; অনিমিষাম্—সতর্ক কাল চক্রের মধ্যে; ঋতূনাম্—ঋতুগণের মধ্যে; মধু-মাধবৌ—বসন্তকাল; মাসানাম্—মাসসমূহের মধ্যে; মার্গশীর্ষঃ—মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ মাস); অহম্—আমি; নক্ষত্রাণাম্—নক্ষত্রসমূহের মধ্যে; তথা—তদ্রূপ; অভিজিৎ—অভিজিৎ।

অনুবাদ

সতর্ক কালচক্রসমূহের মধ্যে আমি বৎসর, ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্ত। মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং নক্ষত্রসমূহের মধ্যে আমি মঙ্গলময় অভিজিৎ।

শ্লোক ২৮

অহং যুগানাঞ্চ কৃতং ধীরাণাং দেবলোঽসিতঃ ।
দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্ ॥ ২৮ ॥

অহম্—আমি; যুগানাম্—যুগ সকলের মধ্যে; চ—এবং; কৃতম্—সত্যযুগ; ধীরাণাম্—ধীর মুনিগণের মধ্যে; দেবলঃ—দেবল; অসিতঃ—অসিত; দ্বৈপায়নঃ—

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন; **অস্মি**—আমি; **ব্যাসানাম্**—বেদের প্রণেতাগণের মধ্যে; **কবীনাম্**—বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে; **কাব্যঃ**—শুক্রাচার্য; **আত্মবান্**—পারমার্থিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত।

অনুবাদ

যুগের মধ্যে আমি সত্যযুগ, এবং ধীর ঋষিগণের মধ্যে আমি দেবল ও অসিত। বেদের বিভাজনকারীদের মধ্যে আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে আমি পারমার্থিক বিজ্ঞানের জ্ঞাতা শুক্রাচার্য।

শ্লোক ২৯

বাসুদেবো ভগবতাং ত্বং তু ভাগবতেষ্বহম্ ।
কিম্পুরুষাণাং হনুমান্ বিদ্যাধ্রাণাং সুদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

বাসুদেবঃ—পরম পুরুষ ভগবান; **ভগবতাম্**—যাঁরা ভগবান নামে আখ্যায়িত; **ত্বম্**—তুমি; **তু**—অবশ্যই; **ভাগবতেষু**—আমার ভক্তদের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **কিম্পুরুষাণাম্**—কিম্পুরুষগণের মধ্যে; **হনুমান্**—হনুমান; **বিদ্যাধ্রাণাম্**—বিদ্যাধরগণের মধ্যে; **সুদর্শনঃ**—সুদর্শন।

অনুবাদ

যাঁরা ভগবান নামে আখ্যায়িত, তাঁদের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং ভক্তদের মধ্যে উদ্ধব তুমিই হচ্ছ আমার প্রতিনিধি। কিম্পুরুষগণের মধ্যে আমি হনুমান এবং বিদ্যাধরগণের মধ্যে আমি সুদর্শন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যিনি সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী এবং সর্বজ্ঞ, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যদিও মহান ব্যক্তিগণকে অনেক সময় ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়, সর্বোপরি ভগবান হচ্ছেন পরম সত্ত্বা, যিনি অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী। *পুরাণে* অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে "ভগবান" রূপে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান একজনই। ভগবানের চতুর্ব্যূহের প্রথম প্রকাশ হচ্ছেন বাসুদেব, যিনি ভগবানের বিষ্ণুতত্ত্বের সমস্ত প্রকাশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্লোক ৩০

রত্নানাং পদ্মরাগোঽস্মি পদ্মকোশঃ সুপেশসাম্ ।
কুশোঽস্মি দর্ভজাতীনাং গব্যমাজ্যং হবিঃষ্বহম্ ॥ ৩০ ॥

রত্নানাম্—রত্নসমূহের; **পদ্মরাগঃ**—পদ্মরাগ মণি, চুনি; **অস্মি**—আমি; **পদ্মকোশঃ**—পদ্মকোশ; **সুপেশসাম্**—সুন্দর বস্তুসমূহের মধ্যে; **কুশঃ**—পবিত্র কুশ ঘাস; **অস্মি**—আমি; **দর্ভজাতীনাম্**—সমস্ত ঘাসের মধ্যে; **গব্যম্**—গব্য; **আজ্যম্**—ঘৃতাহুতি; **হবিঃষু**—হবির মধ্যে; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

রত্নসমূহের মধ্যে আমি পদ্মরাগ বা চুনি এবং সুন্দর বস্তুসকলের মধ্যে আমি পদ্মকোশ। সমস্ত ঘাসের মধ্যে আমি পবিত্র কুশ এবং সমস্ত আহুতির মধ্যে আমি ঘৃত এবং গাভী থেকে প্রাপ্ত সমস্ত উপকরণ।

তাৎপর্য

পঞ্চগব্য বলতে গাভী থেকে পাওয়া যায় এমন পাঁচটি উপাদান, যেমন দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, গোময় ও গোমূত্রকে বোঝায়। গাভী এত মূল্যবান যে, তার বিষ্ঠা এবং মূত্রও পচন নিবারক এবং যজ্ঞে আহুতি প্রদান করার যোগ্য উপাদান। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কুশ ঘাসও ব্যবহার করা হয়। মহারাজ পরীক্ষিত তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহে উপবেশনের জন্য কুশাসন ব্যবহার করেছিলেন। সুন্দর বস্তুসকলের মধ্যে পদ্মের পাপড়ি বেষ্টিত পদ্মকোশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং রত্নসমূহের মধ্যে চুনি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভ মণির মতোই, ভগবানের শক্তির প্রতীক।

শ্লোক ৩১

ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ ।
তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যবসায়িনাম্—ব্যবসায়ীগণের; **অহম্**—আমি; **লক্ষ্মীঃ**—সৌভাগ্য; **কিতবানাম্**—প্রতারকদের; **ছলগ্রহঃ**—দ্যুতক্রীড়া; **তিতিক্ষা**—ক্ষমা; **অস্মি**—আমি; **তিতিক্ষূণাম্**—সহিষ্ণুগণের মধ্যে; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **সত্ত্ববতাম্**—সাত্ত্বিকগণের মধ্যে; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

ব্যবসায়ীগণের মধ্যে আমি সৌভাগ্য এবং প্রতারকদের মধ্যে আমি দ্যুতক্রীড়া। সহিষ্ণুগণের মধ্যে আমি ক্ষমা এবং সাত্ত্বিকগণের মধ্যে আমি সদ্‌গুণাবলী।

শ্লোক ৩২

ওজঃ সহো বলবতাং কর্মাহং বিদ্ধি সাত্বতাম্ ।
সাত্বতাং নবমূর্তীনামাদিমূর্তিরহং পরা ॥ ৩২ ॥

ওজঃ—ইন্দ্রিয়শক্তি; **সহঃ**—মানসিক বল; **বলবতাম্**—বলবানদের; **কর্ম**—ভক্তিযুক্ত ক্রিয়াকলাপ; **অহম্**—আমি; **বিদ্ধি**—জেনে রাখো; **সাত্বতাম্**—ভক্তগণের মধ্যে; **সাত্বতাম্**—সেই ভক্তদের মধ্যে; **নব-মূর্তীনাম্**—যারা আমাকে নয়রূপে উপাসনা করে; **আদি-মূর্তিঃ**—আদিরূপ বাসুদেব; **অহম্**—আমি; **পরা**—পরম।

অনুবাদ

তেজস্বীগণের মধ্যে আমি দৈহিক এবং মানসিক বল এবং আমার ভক্তদের ভক্তিযুক্তকর্ম আমি। আমার ভক্তরা আমাকে নয়টি বিভিন্ন রূপে উপাসনা করে থাকে, তার মধ্যে আমি প্রথম বাসুদেব।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবগণ সাধারণত, ভগবানের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ এবং ব্রহ্মা রূপের আরাধনা করেন। আমরা জানি যে, যখন ব্রহ্মার পদ পূরণের জন্য কোনও উপযুক্ত জীবকে না পাওয়া যায়, ভগবান স্বয়ং সেই পদ অলংকৃত করেন; তাই শ্রীব্রহ্মার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান বিষ্ণু কখনও কখনও ইন্দ্র বা ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হন, আর এখানে যে ব্রহ্মার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিও বিষ্ণু।

শ্লোক ৩৩

বিশ্বাবসুঃ পূর্বচিত্তির্গন্ধর্বাপ্সরসামহম্ ।
ভূধরাণামহং স্থৈর্যং গন্ধমাত্রমহং ভুবঃ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বাবসুঃ—বিশ্বাবসু; **পূর্বচিত্তিঃ**—পূর্বচিত্তি; **গন্ধর্ব-অপ্সর-অসাম্**—গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **ভূধরাণাম্**—পর্বতসমূহের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **স্থৈর্যম্**—স্থৈর্য; **গন্ধ-মাত্রম্**—সুগন্ধের অনুভূতি; **অহম্**—আমি; **ভুবঃ**—পৃথিবীর।

অনুবাদ

গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি বিশ্বাবসু এবং স্বর্গীয় অপ্সরাগণের মধ্যে আমি পূর্বচিত্তি। পর্বতসমূহের মধ্যে স্থৈর্য, আর পৃথিবীর সুগন্ধ আমি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাং চ*—"পৃথিবীর সুগন্ধ আমি।" পৃথিবীর আদি সুগন্ধ অত্যন্ত মনোরম, আর তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। কৃত্রিমভাবে হয়তো দুর্গন্ধ উৎপাদন করা যেতে পারে, সেগুলি ভগবানের প্রতীক নয়।

শ্লোক ৩৪

অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ ।
প্রভা সূর্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ ॥ ৩৪ ॥

অপাম্—জলের; রসঃ—স্বাদ; চ—এবং; পরমঃ—সর্বোত্তম; তেজিষ্ঠানাম্—সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বস্তুসমূহের মধ্যে; বিভাবসুঃ—সূর্য; প্রভা—জ্যোতি; সূর্য—সূর্যের; ইন্দু—চন্দ্র; তারাণাম্—এবং তারকাগণ; শব্দঃ—শব্দধ্বনি; অহম্—আমি; নভসঃ—আকাশের; পরঃ—দিব্য।

অনুবাদ

জলের মিষ্ট স্বাদ আমি এবং উজ্জ্বল বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সূর্য। সূর্য, চন্দ্র এবং তারকার জ্যোতি আমি এবং আকাশের ধ্বনির মধ্যে দিব্য শব্দ আমি।

শ্লোক ৩৫

ব্রহ্মণ্যানাং বলিরহং বীরাণামহমর্জুনঃ ।
ভূতানাং স্থিতিরুৎপত্তিরহং বৈ প্রতিসংক্রমঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মণ্যানাম্—যাঁরা বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত তাঁদের; বলিঃ—বলি মহারাজ, বিরোচনের পুত্র; অহম্—আমি; বীরাণাম্—বীরগণের; অহম্—আমি; অর্জুনঃ—অর্জুন; ভূতানাম্—সমস্ত জীবের; স্থিতিঃ—স্থিতি; উৎপত্তিঃ—উৎপত্তি; অহম্—আমি; বৈ—বস্তুতঃ; প্রতিসংক্রমঃ—লয়।

অনুবাদ

বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি বিরোচনপুত্র বলি এবং বীরগণের মধ্যে আমি অর্জুন। বস্তুতঃ সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আমিই।

শ্লোক ৩৬

গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণম্ ।
আস্বাদশ্রুত্যবঘ্রাণমহং সর্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

গতি—চরণের গতি (হাঁটা, দৌড়ানো ইত্যাদি); উক্তি—সম্ভাষণ; উৎসর্গ—মলত্যাগ; উপাদানম্—হস্তের দ্বারা গ্রহণ করা; আনন্দ—যৌনাঙ্গের জড় আনন্দ; স্পর্শ—স্পর্শ; লক্ষণম্—দৃশ্য; আস্বাদ—স্বাদ; শ্রুতি—শ্রবণ করা; অবঘ্রাণম্—গন্ধ; অহম্—আমি; সর্ব-ইন্দ্রিয়—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; ইন্দ্রিয়ম্—ভোগ্যবস্তুর অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষমতা।

অনুবাদ

আমি গমন, সম্ভাষণ, উৎসর্গ, গ্রহণ, আনন্দক্রিয়া, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ এবং আঘ্রাণস্বরূপ। যে শক্তির দ্বারা প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার বিশেষ ভোগ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করে সেই শক্তিও আমি।

শ্লোক ৩৭

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্ ।
বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্ ।
অহমেতৎপ্রসঙ্খ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

পৃথিবী—মাটির সূক্ষ্ম রূপ, সুগন্ধ; **বায়ুঃ**—বায়ুর সূক্ষ্ম রূপ, স্পর্শ; **আকাশঃ**—আকাশের সূক্ষ্ম রূপ, শব্দ; **আপঃ**—জলের সূক্ষ্ম রূপ স্বাদ; **জ্যোতিঃ**—আগুনের সূক্ষ্ম রূপ, রূপ; **অহম্**—মিথ্যা অহংকার; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **বিকারঃ**—ষোলটি উপাদান (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, এবং আকাশ, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন); **পুরুষঃ**—জীব; **অব্যক্তম্**—জড়াপ্রকৃতি; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **পরম্**—পরমেশ্বর; **অহম্**—আমি; **এতৎ**—এই; **প্রসঙ্খ্যানম্**—যা কিছুর সংখ্যা প্রদান করা হয়েছে; **জ্ঞানম্**—প্রতিটির লক্ষণের দ্বারা উল্লিখিত উপাদানগুলির জ্ঞান; **তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ**—দৃঢ় নিশ্চয়, যা হচ্ছে জ্ঞানের ফল।

অনুবাদ

আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, অহংকার, মহত্তত্ত্ব, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, একাদশ ইন্দ্রিয়, জীব, জড়া প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ এবং ভগবান। এই উপাদানগুলি, তাদের নিজ নিজ লক্ষণের জ্ঞানসহ দৃঢ় নিশ্চয়তা—এই সমস্তই এই জ্ঞানের ফল, আমার প্রতীক।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত সার সংগ্রহ বর্ণনা করার পর, ভগবান এখন তাঁর দেহ নির্গত জ্যোতি থেকে প্রকাশিত ঐশ্বর্যের সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করছেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, অসংখ্য বৈচিত্র্যময় জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি, তার পরিবর্তন এবং ঐশ্বর্য, এসবই ভগবানের দেহনির্গত জ্যোতিতে অবস্থান করছে। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ভাষ্যে এই শ্লোকের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৩৮

ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা।
সর্বাত্মনাপি সর্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩৮ ॥

ময়া—আমাকে; **ঈশ্বরেণ**—পরমেশ্বর; **জীবেন**—জীব; **গুণেন**—প্রকৃতির গুণ; **গুণিনা**—মহত্তত্ত্ব; **বিনা**—বিনা; **সর্ব-আত্মনা**—সমস্ত কিছুর আত্মা; **অপি**—ও; **সর্বেণ**—সব কিছু; **ন**—না; **ভাবঃ**—অবস্থিতি; **বিদ্যতে**—রয়েছে; **ক্বচিৎ**—যা কিছু।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান রূপে জীব, প্রকৃতির গুণ এবং মহত্তত্ত্বের ভিত্তি আমি। এইভাবে আমিই সবকিছু এবং আমি ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

মহত্তত্ত্বের প্রকাশ, বা জড়া প্রকৃতির অস্তিত্ব এবং জীব না থাকলে জড় জগতে কিছুই থাকতে পারে না। যা কিছু অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি, তা সবই হচ্ছে বিভিন্ন স্থূল এবং সূক্ষ্ম পর্যায়ে জীব ও জড়ের সমন্বয় মাত্র। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমগ্র জীব ও জড় বস্তুর অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ। পরমেশ্বর ভগবানের করুণা ব্যতিরেকে সম্ভবতঃ কোনও কিছুই মুহূর্তের জন্যও থাকতে পারে না। তাই বলে আমাদের বোকার মতো সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, ভগবানও তাহলে জড়। *ভাগবতের* এই স্কন্ধে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জীব এবং ভগবান উভয়েই জড়া প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, দিব্য। জীবের অবশ্য, 'সে জড়'-এইরূপ স্বপ্ন দেখার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু ভগবান সর্বদা তাঁর নিজের এবং স্বপ্নশীল বদ্ধ জীবের দিব্য পদের কথা মনে রাখেন। ভগবান যেমন দিব্য, তেমনই তাঁর ধামও হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের ধরা ছোঁয়ার বহু উর্ধ্বে। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিপক্ক এবং দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে অপ্রাকৃত ভগবান, তাঁর দিব্য ধাম, আমাদের নিজেদের দিব্যপদ এবং ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার পদ্ধতি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা।

শ্লোক ৩৯

সঙ্খ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া।
ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোঽণ্ডানি কোটিশঃ ॥ ৩৯ ॥

সঙ্খ্যানম্—গণনা করা; **পরম-অণূনাম্**—পরমাণুর; **কালেন**—কিছুকাল পরে; **ক্রিয়তে**—করা হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ন**—না; **তথা**—অনুরূপভাবে; **মে**—আমার; **বিভূতিনাম্**—ঐশ্বর্যের; **সৃজতঃ**—সৃজনকর্তা আমি; **অণ্ডানি**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহ; **কোটিশঃ**—কোটি কোটি।

অনুবাদ

যদিও বেশ কিছুকাল চেষ্টা করলে হয়তো ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণুগুলিকে গুণতে পারব, কিন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত আমার বিভূতি সমূহ আমি গণনা করতে পারব না।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, উদ্ধবের আশা করা উচিত নয় যে তিনি ভগবানের ঐশ্বর্যের পূর্ণ তালিকা পেয়ে যাবেন, কেননা ভগবান নিজেই তাঁর এইরূপ ঐশ্বর্যের সীমা পান না। শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুসারে, *কালেন* বলতে বোঝায়, পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি অণুর মধ্যে বর্তমান, আর তাই তিনি অণুর সংখ্যা সহজেই হিসাব করতে পারবেন। অবশ্য, যদিও ভগবান হচ্ছেন নিশ্চিতরূপে সর্বজ্ঞ, তবুও তাঁর ঐশ্বর্যের একটি সীমিত তালিকা তিনি দিতে পারছেন না, যেহেতু তা অসীম।

শ্লোক ৪০

তেজঃ শ্রীঃ কীর্তিরৈশ্বর্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ ।
বীর্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেহংশকঃ ॥ ৪০ ॥

তেজঃ—শক্তি; **শ্রীঃ**—সুন্দর, মূল্যবান বস্তু; **কীর্তিঃ**—যশ; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **হ্রীঃ**—বিনয়; **ত্যাগঃ**—বৈরাগ্য; **সৌভগম্**—যা মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সন্তুষ্ট করে; **ভগঃ**—সৌভাগ্য; **বীর্যম্**—বল; **তিতিক্ষা**—সহনশীলতা; **বিজ্ঞানম্**—পারমার্থিক জ্ঞান; **যত্র যত্র**—যেখানেই হোক; **সঃ**—এই; **মে**—আমার; **অংশকঃ**—প্রকাশ।

অনুবাদ

যেখানেই তেজ, সৌন্দর্য, খ্যাতি, ঐশ্বর্য, বিনয়, বৈরাগ্য, মানসিক আনন্দ, সৌভাগ্য, বল, সহিষ্ণুতা বা পারমার্থিক জ্ঞান লক্ষিত হবে, তা আমারই ঐশ্বর্যের প্রকাশ।

তাৎপর্য

যদিও ভগবান পূর্বশ্লোকে বলেছেন যে, তাঁর ঐশ্বর্য অসংখ্য, তিনি এখানে পুনশ্চ তাঁর নির্দিষ্ট কিছু ঐশ্বর্য প্রদর্শন করছেন।

শ্লোক ৪১

এতাস্তে কীর্তিতাঃ সর্বাঃ সংক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ ।
মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে ॥ ৪১ ॥

এতাঃ—এই সমস্ত; তে—তোমাকে; কীর্তিতাঃ—বর্ণিত; সর্বাঃ—সমস্ত; সংক্ষেপেণ—সংক্ষেপে; বিভূতয়ঃ—দিব্য ঐশ্বর্যসমূহ; মনঃ—মনের; বিকারাঃ—পরিবর্তন; এব—বস্তুত; এতে—এগুলি; যথা—অনুসারে; বাচা—বাক্যের দ্বারা; অভিধীয়তে—প্রতিটিই বর্ণিত হল।

অনুবাদ

আমার সমস্ত চিন্ময় ঐশ্বর্য এবং আমার সৃষ্টির অসাধারণ জড় রূপ, যাকে মন দিয়ে অনুভব করা যায় এবং পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায়, তা আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারেও *এতাঃ* এবং *এতে* শব্দ দুটির দ্বারা ভগবানের দুই প্রস্থ ভিন্ন ঐশ্বর্যের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান যেমন তাঁর বাসুদেব, নারায়ণ, পরমাত্মা ইত্যাদি ঐশ্বর্যমণ্ডিত অংশ প্রকাশের বর্ণনা করেছেন, আবার তিনি তাঁর জড় সৃষ্টির অসাধারণ দিকগুলির বর্ণনা করেছেন; সেগুলিও তাঁর ঐশ্বর্যের মধ্যেই পড়ে। ভগবানের বাসুদেব, নারায়ণ ইত্যাদি অংশ প্রকাশ সবই নিত্য, ভগবানের অপরিবর্তনীয় দিব্যরূপ, সেগুলিকে *এতাঃ* শব্দের দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। জড় সৃষ্টির অসাধারণ দিকগুলি অবশ্য বিভিন্ন পরিস্থিতির আর তা নিজ নিজ অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল, তাই সেগুলিকে এখানে *মনো বিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধিয়তে* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, সমার্থক শব্দের সুসংবদ্ধ যৌক্তিক প্রয়োগের দ্বারা বোঝা যায়, *এতাঃ* শব্দটি জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত, ভগবানের নিত্য চিন্ময় প্রকাশকে নির্দেশ করে, পক্ষান্তরে, *এতে* শব্দের দ্বারা ভগবানের যে সমস্ত ঐশ্বর্য বদ্ধজীবেরা অনুভব করতে পারে সেগুলিকে নির্দেশ করে। তিনি একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন, রাজার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীসাথী এবং আনুসঙ্গিক সবকিছুকে রাজার অংশ বলে মনে করা হয়, আর তাই তাদের সকলকে রাজকীয় মর্যাদা প্রদান করা হয়। তদ্রূপ, জড় সৃষ্টির ঐশ্বর্যমণ্ডিত দিকগুলি হচ্ছে, ভগবানের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের প্রতিবিম্বিত প্রকাশ, আর সেই সূত্রে সেগুলিকে ভগবান থেকে অভিন্ন মনে করা যেতে পারে। ভুলক্রমে ভাবা উচিত নয় যে, গুণগত এবং পরিমাণগতভাবে সমপর্যায়ের ভগবানের অংশ প্রকাশগুলির মতো এইসমস্ত নগণ্য জড় ঐশ্বর্যগুলিও সমমর্যাদার যোগ্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের এইরূপ ভাষ্য করেছেন—"ভগবানের বহিরঙ্গা ঐশ্বর্যকে বলা হয় *মনোবিকারাঃ*, অর্থাৎ 'মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত', কেননা সাধারণ মানুষ জড় জগতের অসাধারণ দিকগুলিকে তাদের ব্যক্তিগত

মানসিক অবস্থা অনুসারে অনুভব করে। এইভাবে *বাচাভিধিয়তে* শব্দটি সূচিত করে যে, বদ্ধ জীব তাদের জাগতিক বিশেষ পরিস্থিতি অনুসারে ভগবানের জড় সৃষ্টির বর্ণনা করে। জড় ঐশ্বর্যের পরিস্থিতিগত আপেক্ষিক সংজ্ঞাকে কখনই ভগবানের স্বয়ংরূপের প্রত্যক্ষ অংশপ্রকাশ বলে মনে করা উচিত নয়। যখন মানুষের মন স্নেহপরায়ণ অনুকূল পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়, তখন সে ভগবানের প্রকাশগুলিকে 'আমার ছেলে', 'আমার বাবা,' 'আমার স্বামী,' 'আমার কাকা,' 'আমার ভাইপো,' 'আমার বন্ধু,' এইভাবে সংজ্ঞা প্রদান করে। মানুষ ভুলে যায় যে, প্রতিটি জীব পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, আর তারা যা কিছু ঐশ্বর্য মেধা বা অসাধারণ গুণ প্রকাশ করে, সে সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শক্তি। তদ্রূপ, মন যখন 'না' সূচক বা শত্রুভাবাপন্ন পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়, তখন সে ভাবে, 'এই ব্যক্তি আমার দ্বারা ধ্বংস হবে,' 'এই ব্যক্তিকে আমি শেষ করবই,' 'ও আমার শত্রু'; অথবা 'আমি তার শত্রু', 'ও একটা ঘাতক,' বা 'তাকে হত্যা করা উচিত,' ইত্যাদি। যখন কেউ কারও বা কোন বস্তুর অসাধারণ জাগতিক দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ভুলে যায় যে, সেগুলি ভগবানের শক্তির প্রকাশ, তখনও মানুষের মনে না সূচক ভাব প্রকাশ পায়। এমনকি ইন্দ্রদেব, যিনি স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের জড় ঐশ্বর্যের প্রকাশ, তাঁকেও অন্যেরা ভুল বোঝে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইন্দ্রের স্ত্রী, শচী ভাবেন, 'ইন্দ্র আমার স্বামী', আবার অদিতি ভাবেন, 'ও আমার পুত্র'। জয়ন্ত ভাবেন, 'তিনি আমার পিতা', বৃহস্পতি ভাবেন, 'সে আমার শিষ্য,' পক্ষান্তরে অসুরেরা ভাবে যে, ইন্দ্র তাদের ব্যক্তিগত শত্রু। এইভাবে তাদের মানসিক অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি তাকে সংজ্ঞিত করে। ভগবানের জড় ঐশ্বর্য যেহেতু আপেক্ষিকভাবে অনুভব করা হয়, তাই তাকে বলা হয় *মনোবিকারা* অর্থাৎ সেগুলি মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এই আপেক্ষিক অনুভূতি জড় কেননা তা কোনও বিশেষ ঐশ্বর্যের প্রকৃত উৎস যে ভগবান, তা স্বীকার করে না। যদি কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস রূপে দর্শন করেন এবং ভগবানের ঐশ্বর্যকে নিজের বলে দাবি করা এবং তা ভোগ করার বাসনা ত্যাগ করেন, তা হলে তিনি এই সমস্ত ঐশ্বর্যের দিব্য ভাব অনুভব করতে পারবেন। তখন জড় জগতের বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য অনুভব করা সত্ত্বেও মানুষ যথার্থরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারবে। শূন্যবাদী দার্শনিকদের মতো আমাদের সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, ভগবানের বিষ্ণুতত্ত্বের দিব্য প্রকাশ এবং মুক্ত জীব পর্যায়ের সকলেই মানসিক পর্যায়ের আপেক্ষিক অনুভূতি থেকে উৎপন্ন। এই অর্থহীন ধারণা, উদ্ধবের নিকট পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র শিক্ষার পরিপন্থী।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে *বাচা* শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় ও জড় ঐশ্বর্য সমূহের প্রকাশের জন্য বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত নির্দিষ্ট পদ্ধতিকেও বোঝায়, আর এই প্রসঙ্গে *যথা* বলতে প্রকাশ এবং সৃষ্টির নির্দিষ্ট পন্থাকে সূচিত করে।

শ্লোক ৪২

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥ ৪২ ॥

বাচম্—বাক্য; **যচ্ছ**—নিয়ন্ত্রণ; **মনঃ**—মন; **যচ্ছ**—নিয়ন্ত্রণ; **প্রাণান্**—তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস; **যচ্ছ**—সংযম; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সকল; **চ**—ও; **আত্মানম্**—বুদ্ধি; **আত্মনা**—শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা; **যচ্ছ**—সংযম; **ন**—কখনও না; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কল্পসে**—তুমি পতিত হবে; **অধ্বনে**—জাগতিক জীবন পথে।

অনুবাদ

সুতরাং, বাক্য, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত কর, এবং শুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ কর। এইভাবে তুমি আর কখনও জড় জাগতিক জীবন পথে পতিত হবে না।

তাৎপর্য

আমাদের উচিত সবকিছুকে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ রূপে দেখা, আর এইভাবে বাক্য, মন ও শব্দের দ্বারা কোন জড়বস্তু বা জীবকে অসম্মান না করে, সবকিছুকেই শ্রদ্ধা করা উচিত। যেহেতু সব কিছুই ভগবানের, তাই পরম যত্নসহকারে সবকিছুকেই ভগবানের সেবায় উপযোগ করতে হবে। আত্মোপলব্ধ ভক্ত ব্যক্তিগত অপমান সহ্য করেন, কোনও জীবের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেন না এবং কাউকে তিনি তাঁর শত্রুরূপেও দেখেন না। এই হচ্ছে ব্যবহারিক জ্ঞান। ভগবানের উদ্দেশ্যের যারা বিঘ্ন ঘটায়, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা হয়তো তাদের উপহাস করতে পারেন, এইরূপ উপহাস কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, আর তা হিংসা প্রসূতও নয়। ভগবানের উন্নত ভক্ত তাঁর অনুগামীদের তিরস্কার করতে পারেন বা আসুরিক লোকদের উপহাস করতে পারেন, কিন্তু সে সবই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তা কখনোই ব্যক্তিগত শত্রুতা বা হিংসার জন্য নয়। যিনি জড় জাগতিক জীবনপথ পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছেন, তাঁর আর জন্মমৃত্যুর চক্রে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ৪৩

যো বৈ বাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ ॥ ৪৩ ॥

যঃ—যে; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **বাক্-মনসী**—বাক্য ও মন; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **অসংযচ্ছন্**—নিয়ন্ত্রণ না করে; **ধিয়া**—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা; **যতিঃ**—পরমার্থবাদী; **তস্য**—তার; **ব্রতম্**—ব্রত; **তপঃ**—তপস্যা; **দানম্**—দান; **স্রবতি**—নিসৃত হয়; **আম**—না পোড়ানো; **ঘট**—একটি পাত্রে; **অম্বুবৎ**—জলের মতো।

অনুবাদ

যে পরমার্থবাদী উন্নত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তার বাক্য ও মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত না করে, তার পারমার্থিক ব্রত, তপস্যা এবং দান সমস্তই না-পোড়ানো মাটির পাত্রে রক্ষিত জলের মতো নির্গত হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

যখন কোনও মাটির পাত্রকে সুষ্ঠুভাবে পোড়ানো হয়, সেই পাত্র যেকোনও তরল পদার্থকে নিশ্ছিদ্রভাবে ধারণ করে থাকে। মাটির পাত্র যদি ঠিকমতো পোড়ানো না হয়, তবে জল বা যে কোনও তরল পদার্থ তাতে শোষণ করে নেবে বা শেষ হয়ে যাবে। তদ্রূপ যে পরমার্থবাদী তার বাক্য ও মনকে সংযত না করে, সে দেখবে তার পারমার্থিক নিয়ম ও তপস্যা ধীরে ধীরে শোষিত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। *'দান'* বলতে বোঝায় অপরের কল্যাণের জন্য কৃতকর্ম। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ দানকার্য সম্পাদন করতে চেষ্টা করছেন, তাঁরা যেন সুন্দরী রমণীদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কথা বলতে গিয়ে চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ না করেন, অথবা জাগতিক শিক্ষাগত সম্মান লাভ করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন না করেন। ঘনিষ্ঠ যৌন সম্পর্কের চিন্তা করাও উচিত নয়, আবার সম্মানীয় পদ লাভ করার দিবাস্বপ্ন দেখাও ঠিক নয়। অন্যথায়, আমাদের কঠোরভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের দৃঢ়নিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাবে, যেমনটি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। পারমার্থিক জীবনে সাফল্য অর্জন করার জন্য উন্নততর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আমাদের মন, ইন্দ্রিয় এবং বাক্য সংযম করতেই হবে।

শ্লোক ৪৪

তস্মাদ্বচোমনঃপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ॥ ৪৪ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **বচঃ**—বাক্য; **মনঃ**—মন; **প্রাণান্**—প্রাণবায়ু; **নিযচ্ছেৎ**—নিয়ন্ত্রণ করা উচিত; **মৎ পরায়ণঃ**—আমাপরায়ণ; **মৎ**—আমাতে; **ভক্তি**—ভক্তি সহকারে; **যুক্তয়া**—আবিষ্ট হয়ে; **বুদ্ধ্যা**—এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা; **ততঃ**—এইভাবে; **পরিসমাপ্যতে**—জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে।

অনুবাদ

আমার নিকট শরণাগত হয়ে, ভক্তের উচিত বাক্য, মন এবং প্রাণবায়ুকে সংযত করা। এইভাবে প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল করতে পারবে।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণদীক্ষাকালে লব্ধ ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র সুষ্ঠুভাবে জপ করার মাধ্যমে ভক্ত প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত বুদ্ধি লাভ করতে পারেন। স্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বারা ভক্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোধর্ম এবং সকাম কর্মপ্রদত্ত ফলের প্রতি অনাসক্ত হন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পাদপদ্মে পূর্ণরূপে শরণাগত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণাশ্রম পদ্ধতি বর্ণন

পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হংস রূপ ধারণ করে ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্যগুলির গুণবর্ণন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট পুনরায় সেই ব্যাপার ব্যাখ্যা করেছেন।

বর্ণাশ্রমের সামাজিক এবং ধর্মীয় বিধানগুলি সম্বন্ধে উদ্ধব জানতে চাইলে, ভগবান উত্তর দিলেন যে, সত্যযুগে কেবল একটিই বর্ণ ছিল, যাকে বলে হংস। সেই যুগে মানুষ আপনা থেকেই জন্মগতভাবে শুদ্ধ ভক্তিযোগের প্রতি উৎসর্গীকৃত থাকতেন। আর যেহেতু প্রত্যেকেই সমস্ত দিক থেকে সিদ্ধ ছিলেন, তাই ঐ যুগকে বলা হতো কৃতযুগ। বেদসমূহ তখন পবিত্র ওঁ রূপে প্রকাশিত ছিল, এবং পরমেশ্বর ভগবানকে তখন মনের মধ্যে চতুষ্পাদ বৃষরূপী ধর্ম রূপে অনুভব করা যেত। যজ্ঞপদ্ধতির পরিপাটি তেমন ছিল না। স্বাভাবিকভাবে তপস্যায় উৎসাহী নিষ্পাপ জনগণ, কেবলমাত্র ভগবানের স্বরূপের ধ্যানে মগ্ন হতেন। ত্রেতাযুগে পরমেশ্বর ভগবানের হৃদয় থেকে তিন বেদ প্রকাশিত হয়েছেন, আর তাঁদের থেকে ত্রিবিধ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ উৎপন্ন হয়েছে। সেই সময়ে ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে সমাজের বিভিন্ন সদস্যদের জাগতিক ও পারমার্থিক কর্তব্য নির্ধারণকারী চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমের আবির্ভাব হয়। এই বর্ণগুলি ভগবানের ঊর্ধ্বাঙ্গ বা নিম্নাঙ্গ অনুসারে অনুরূপ গুণ প্রাপ্ত হয়েছে। এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চারটি বর্ণের মানুষের প্রতিটির স্বভাব এবং এই চারটি বর্ণ বহির্ভূত মানুষদের স্বভাব কেমন হবে তা বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের কী ধরনের গুণাবলী থাকবে, তা-ও বর্ণনা করেছেন।

উচ্চ বর্ণের মানুষেরা দ্বিজ হওয়ার যোগ্য। উপনয়ন সংস্কারের পর তাদের গুরুগৃহ, গুরুকুলে গমন করা উচিত। শান্ত মনে ছাত্রদের (ব্রহ্মচারী) উচিত বেদ অধ্যয়নে রত হওয়া। তার চুলে জটা থাকবে এবং দাঁত মাজা, নিজের জন্য ভাল আসনের ব্যবস্থা করা, স্নান বা পায়খানার সময় কথা বলা, চুল ও নখ কাটা, আর কখনও বীর্য স্খলন করা তার জন্য নিষিদ্ধ। সে ত্রিসন্ধ্যা অর্চনা করবে, আর অহিংসভাবে গুরুদেবের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদন করবে। ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করে খাদ্যবস্তু এবং যা কিছু পাবে, তা সে অবশ্যই তার গুরুদেবকে অর্পণ করবে। যা কিছু ভগবৎ প্রসাদ তার নির্বাহের জন্য মঞ্জুর করা হবে তাই সে গ্রহণ করবে। সে তার গুরুদেবের পাদ সম্বাহন করে, পূজা করে বিনীত সেবকের ন্যায় সেবা করবে, আর সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণ বর্জন করে, কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন

করবে। অনুমোদিত পন্থায় সে কায়মনোবাক্যে পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করবে। ব্রহ্মচারীদের জন্য নারী দর্শন, তাদের স্পর্শ করা, তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিহাস আদি বা খেলাধুলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সমাজের সমস্ত আশ্রমের মানুষদের জন্য পরিচ্ছন্নতা এবং জল দ্বারা শুদ্ধাচার অবশ্য পালনীয়। পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করছেন, তা প্রত্যেককে সর্বদা স্মরণে রাখতেও আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

বেদের সমস্ত শাখা অধ্যয়ন করার পর কোনও ব্রাহ্মণের যদি জড় বাসনা থাকে, তবে সে তার গুরুদেবের নিকট থেকে অনুমোদন গ্রহণ করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে। অন্যথায়, তার যদি জড় বাসনা না থাকে, তবে সে বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী হতে পারে। এক আশ্রম থেকে পরবর্তী আশ্রমে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার যথাযথ পন্থা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। যে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, সে একই বর্ণের, যেখানে কোনও আপত্তি থাকবে না, এবং তার থেকে বয়সে কিছুটা কনিষ্ঠা স্ত্রী গ্রহণ করবে।

ভগবানের আরাধনা, বেদ অধ্যয়ন এবং দান করা—এইগুলি হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন উচ্চ বর্ণের মানুষের জন্য অবশ্য করণীয়। দান গ্রহণ, অন্যদের শিক্ষা প্রদান করা এবং অন্যদের জন্য যজ্ঞ সম্পাদন করা—এই বৃত্তির সুযোগ কেবল ব্রাহ্মণদেরই প্রাপ্য। কোনও ব্রাহ্মণ যদি মনে করেন যে, এই সমস্ত কর্মে যুক্ত হওয়ার ফলে তাঁর চেতনা কলুষিত হয়ে যাচ্ছে, তবে তিনি মাঠ থেকে শস্য সংগ্রহ করে তাঁর জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তিনি যদি দারিদ্র্য পীড়িত হন, তবে সেই ব্রাহ্মণ প্রয়োজনবোধে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু তিনি যেন কখনই শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ না করেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে, ক্ষত্রিয় হয়তো বৈশ্যের বৃত্তি এবং বৈশ্য হয়তো শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন। তবে, যখন জরুরী অবস্থা আর থাকবে না, তখনও নিম্নবর্ণের বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা যথার্থ নয়। যে ব্রাহ্মণ নিজ কর্তব্যে নিবিষ্ট, তিনি সমস্ত নগণ্য জড়বাসনা ত্যাগ করে, সর্বদা বৈষ্ণবদের সেবা করেন। এইভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা রক্ষিত হন। গৃহস্থকে প্রতিদিন বেদ অধ্যয়ন করতে হবে, এবং তাঁর বৃত্তি থেকে সৎভাবে উপার্জিত অর্থে তাঁর ব্যয় নির্বাহ করবেন। তাঁর উচিত, যথা সম্ভব যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা। জড় জীবনের প্রতি অনাসক্ত থেকে, এবং ভগবদ্ভক্তিতে নিবিষ্ট হয়ে, গৃহস্থ শেষে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন যাতে তিনি ভগবানের আরাধনায় পূর্ণরূপে মগ্ন হতে পারেন। তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র থাকলে, তিনি সরাসরি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে পারেন।

পক্ষান্তরে, যে সমস্ত মানুষ নারী সম্ভোগের প্রতি নেহাৎই আসক্ত, যার যথার্থ বাস্তবিচার বোধ নেই, আর ধনৈশ্বর্য ইত্যাদি নিয়েই থাকতে ভালবাসে, তারা তাদের আত্মীয়স্বজনের কল্যাণের জন্য জন্মজন্মান্তরে উদ্বেগে ভোগে এবং তারা পরবর্তী জন্মে নিম্নযোনি প্রাপ্ত হতে বাধ্য।

শ্লোক ১-২

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যস্ত্বয়াভিহিতঃ পূর্বং ধর্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্বেষাং দ্বিপদামপি ॥ ১ ॥
যথানুষ্ঠীয়মানেন ত্বয়ি ভক্তির্নৃণাং ভবেৎ ।
স্বধর্মেণারবিন্দাক্ষ তন্ মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যঃ**—যা; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অভিহিতঃ**—বর্ণিত; **পূর্বম্**—পূর্বে; **ধর্মঃ**—ধর্মীয় নীতি; **ত্বৎ-ভক্তি-লক্ষণঃ**—আপনার প্রতি সেবালক্ষণযুক্ত; **বর্ণ-আশ্রম**—বর্ণাশ্রম পদ্ধতির; **আচারবতাম্**—বিশ্বস্ত অনুগামীদের; **সর্বেষাম্**—সকলের; **দ্বিপদাম্**—সাধারণ মানুষের (যারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে না); **অপি**—এমনকি; **যথা**—অনুসারে; **অনুষ্ঠীয়মানেন**—যারা পালন করছেন; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **নৃণাম্**—মানুষের; **ভবেৎ**—হতে পারে; **স্বধর্মেণ**—স্বধর্মের দ্বারা; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে অরবিন্দাক্ষ; **তৎ**—সেই; **মম**—আমাকে; **আখ্যাতুম্**—ব্যাখ্যা করতে; **অর্হসি**—আপনি পারেন।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে প্রভু, পূর্বে আপনি বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের, এবং এমনকি সাধারণ নিয়মশৃঙ্খলাবিহীন মানুষদের জন্যও অনুশীলনীয় ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। হে অরবিন্দাক্ষ, সমগ্র মনুষ্যসমাজ, তাদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে, কীভাবে আপনার প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে পারে সে সম্বন্ধে এখন আমায় কৃপাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং অষ্টাঙ্গযোগের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যারা কর্মযোগের প্রতি আগ্রহী, তারা কিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে তাদের জীবন সার্থক করতে পারে, সে বিষয়ে এখন উদ্ধব জিজ্ঞাসা করছেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, স্বয়ং তিনিই বর্ণাশ্রম পদ্ধতির স্রষ্টা। *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।* তাই

বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানকে তুষ্ট করা। অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের উচিত ভগবানের ভক্ত হয়ে শুদ্ধ ভগবৎ সেবার শিক্ষা লাভ করা। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভের সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ করা। কেউ যদি বিনীতভাবে, পূর্ণবিশ্বাস সহকারে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। কৃষ্ণভক্তের ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের সমস্ত বাহ্য শিষ্টাচার পালন করার প্রয়োজন হয় না, কেননা কৃষ্ণভক্ত সর্বদা ভগবৎ প্রেমে মগ্ন, তাই তিনি আপনা থেকেই সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণ এবং মনোধর্ম পরিত্যাগ করেন। যে সমস্ত মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে না, তাদেরকেই এখানে *দ্বিপদাম্* অর্থাৎ দুই-পা বিশিষ্ট বলা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, যারা ধর্মীয় জীবনপথ অনুসরণ করে না, তাদের দু'টি পা আছে বলেই তারা মানুষ নামে পরিচিত। এমনকি সাধারণ পশু এবং পোকা-মাকড়েরা আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন কর্মে সাগ্রহে ব্যাপৃত রয়েছে, মানুষেরা কিন্তু, ধর্মাচরণ এবং অন্তিমে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় ভগবানকে ভালবাসার ক্ষমতা থাকার দরুন, এই সমস্ত ইতর প্রাণী অপেক্ষা উন্নত।

শ্লোক ৩-৪

পুরা কিল মহাবাহো ধর্মং পরমকং প্রভো।
যত্তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব ॥ ৩ ॥
স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্শন।
ন প্রায়ো ভবিতা মর্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ ॥ ৪ ॥

পুরা—পূর্বে; **কিল**—বস্তুতঃ; **মহাবাহো**—হে মহাবাহো; **ধর্মম্**—ধর্ম; **পরমকম্**—পরম সুখানয়ন; **প্রভো**—প্রভু; **যৎ**—যেটি; **তেন**—তার দ্বারা; **হংসরূপেণ**—ভগবান হংসরূপে; **ব্রহ্মণে**—শ্রীব্রহ্মাকে; **অভ্যাত্থ**—আপনি বলেছিলেন; **মাধব**—হে মাধব; **সঃ**—সেই (ধর্মজ্ঞান); **ইদানীম্**—বর্তমানে; **সুমহতা**—দীর্ঘকাল পরে; **কালেন**—সময়; **অমিত্রকর্শন**—হে শত্রুদমনকারী; **ন**—না; **প্রায়ঃ**—সাধারণত; **ভবিতা**—থাকবে; **মর্ত্যলোকে**—মনুষ্যসমাজে; **প্রাক্**—পূর্বে; **অনুশাসিতঃ**—উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে মহাবাহো, পূর্বে আপনি আপনার হংসাবতাররূপে শ্রীব্রহ্মার নিকট পরম সুখ প্রদানকারী ধর্মের কথা বলেছিলেন। হে মাধব, হে শত্রু নিধনকারী, বহুকাল অতীত হয়ে গিয়েছে, পূর্বে আপনি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তা অতি সত্বর বাস্তবিকই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

শ্লোক ৫-৬

বক্তা কর্তাবিতা নান্যো ধর্মস্যাচ্যুত তে ভুবি ।
সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্তিধরাঃ কলাঃ ॥ ৫ ॥
কর্ত্রাবিত্রা প্রবক্ত্রা চ ভবতা মধুসূদন ।
ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি ॥ ৬ ॥

বক্তা—বক্তা; **কর্তা**—স্রষ্টা; **অবিতা**—রক্ষক; **ন**—না; **অন্যঃ**—অন্য কোনও; **ধর্মস্য**—পরম ধর্মের; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **তে**—আপনি ব্যতিত; **ভুবি**—বিশ্বে; **সভায়াম্**—সভা মধ্যে; **অপি**—এমনকি; **বৈরিঞ্চ্যাম্**—শ্রীব্রহ্মার; **যত্র**—যেখানে; **মূর্তিধরাঃ**—স্বয়ং রূপে; **কলাঃ**—বেদ সকল; **কর্ত্রা**—স্রষ্টার দ্বারা; **অবিত্রা**—রক্ষক কর্তৃক; **প্রবক্ত্রা**—বক্তার দ্বারা; **চ**—ও; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **মধুসূদন**—প্রিয় মধুসূদন; **ত্যক্তে**—যখন তা পরিত্যক্ত; **মহীতলে**—পৃথিবী; **দেব**—প্রিয় প্রভু; **বিনষ্টম্**—ধর্মের যে সমস্ত নীতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে; **কঃ**—কে; **প্রবক্ষ্যতি**—বলবে।

অনুবাদ

হে ভগবান অচ্যুত, এই পৃথিবীতেই হোক অথবা বেদ সমূহের নিবাসস্থল শ্রীব্রহ্মার সভাস্থল হোক না কেন, প্রভু আপনি ব্যতীত পরম ধর্মের প্রবক্তা, স্রষ্টা এবং রক্ষক কেউ নেই। প্রিয় মধুসূদন, এইভাবে যখন পারমার্থিক জ্ঞানের প্রবক্তা, রক্ষক এবং প্রকৃত স্রষ্টা আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করে চলে যাবেন, তখন পুনরায় কে এই বিনাশ প্রাপ্ত জ্ঞানের কথা বলবে?

শ্লোক ৭

তত্ত্বং নঃ সর্বধর্মজ্ঞ ধর্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ ।
যথা যস্য বিধীয়েত তথা বর্ণয় মে প্রভো ॥ ৭ ॥

তৎ—সুতরাং; **ত্বম্**—আপনি; **নঃ**—আমাদের মধ্যে (মনুষ্যগণ); **সর্বধর্মজ্ঞ**—হে ধর্মের পরম জ্ঞাতা; **ধর্মঃ**—পারমার্থিক পথ; **ত্বৎ-ভক্তি**—আপনার প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; **লক্ষণঃ**—লক্ষণ; **যথা**—যেভাবে; **যস্য**—যার; **বিধীয়েত**—সম্পাদিত হতে পারে; **তথা**—সেইভাবে; **বর্ণয়**—অনুগ্রহপূর্বক বর্ণনা করুন; **মে**—আমার নিকট; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

অতএব, হে প্রভু, আপনিই যেহেতু ধর্মের জ্ঞাতা, মনুষ্যগণ যাতে আপনার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে পারে, আর তা কীভাবে সম্পাদিত হবে, তা আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৮

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং স্বভৃত্যমুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান্ হরিঃ ।
প্রীতঃ ক্ষেমায় মর্ত্যানাং ধর্মানাহ সনাতনান্ ॥ ৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **স্ব-ভৃত্য-মুখ্যেন**—শ্রেষ্ঠ ভক্তের দ্বারা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরম পুরুষ ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রীতঃ**—প্রীত হয়ে; **ক্ষেমায়**—পরম কল্যাণের জন্য; **মর্ত্যানাম্**—সমস্ত বদ্ধ জীবের; **ধর্মান্**—ধর্ম; **আহ**—বললেন; **সনাতনান্**—সনাতন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরম ভক্ত শ্রীউদ্ধব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রীতি সহকারে সমস্ত বদ্ধ জীবের কল্যাণের জন্য সেই সনাতন ধর্মের বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীভগবানুবাচ

ধর্ম্য এষ তব প্রশ্নো নৈঃশ্রেয়সকরো নৃণাম্ ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ধর্ম্যঃ**—ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী; **এষঃ**—এই; **তব**—তোমার; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **নৈঃশ্রেয়স-করঃ**—শুদ্ধ ভক্তিযোগের উৎস; **নৃণাম্**—সাধারণ মানুষের জন্য; **বর্ণ-আশ্রম**—বর্ণাশ্রম ধর্ম; **আচার-বতাম্**—নৈষ্ঠিক অনুগামীদের জন্য; **তম্**—সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ ধর্মনীতি; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **নিবোধ**—দয়া করে শেখো; **মে**—আমার নিকট থেকে।

অনুবাদ

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, যথার্থ ধর্ম অনুসারেই তুমি প্রশ্ন করেছ, যা সাধারণ মানুষ এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের শুদ্ধভক্তির দ্যোতক এবং তা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে। এখন অনুগ্রহ করে আমার কাছে সেই পরম ধর্ম কথা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

নৈঃশ্রেয়সকর শব্দটির দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে, যা কৃষ্ণভাবনামৃত বা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে, যেটি ভগবান শ্রীউদ্ধবের নিকট বর্ণনা করছেন। ধর্ম

বললেই সাধারণ মানুষ ধারণা করে জড় সাম্প্রদায়িক ব্যাপারগুলির কথা। যে পদ্ধতি জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে, তাকে মানুষের জন্য পরম মঙ্গলময় বলেই বোঝা উচিত। এই বিশ্বে সব থেকে বিজ্ঞানসম্মত ধর্মীয় উপস্থাপনা হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। এই ধর্মে যাঁরা সর্বাপেক্ষা অগ্রসর, তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের পর্যায়ে উপনীত হন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য তিনি সর্বস্ব উৎসর্গ করেন।

শ্লোক ১০

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥ ১০ ॥

আদৌ—শুরুতে (যুগের); **কৃতযুগে**—সত্যযুগে অর্থাৎ সত্যের যুগে; **বর্ণঃ**—সামাজিক শ্রেণী; **নৃণাম্**—মানুষের; **হংসঃ**—হংস নামে; **ইতি**—এইভাবে; **স্মৃতঃ**—পরিচিত; **কৃতকৃত্যাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগতি হেতু কর্তব্য সম্পাদনে সিদ্ধ; **প্রজাঃ**—প্রজা; **জাত্যা**—জন্মগতভাবেই; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **কৃত-যুগম্**—কৃতযুগ, বা যে যুগে সমস্ত কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হতো; **বিদুঃ**—বিদ্যান ব্যক্তিরা এইভাবেই জানতেন।

অনুবাদ

শুরুতে, সত্যযুগে সমস্ত মানুষের জন্য একটিই বর্ণ ছিল, যাকে বলে হংস। সেই যুগের মানুষ জন্মগতভাবেই ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত, তাই বিদ্বান পণ্ডিতগণ এই প্রথম যুগকে বলেন কৃতযুগ, বা যে যুগে ধর্মীয় আচরণগুলি যথাযথরূপে পালিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, পরমেশ্বর ভগবানের নিকট ঐকান্তিক শরণাগতিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। সত্যযুগে প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণগুলির কোনও প্রভাব থাকে না। তাই সমস্ত মানুষেরা সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে থাকেন, যাকে বলে হংস। এই অবস্থায় মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকেন। আধুনিক যুগে মানুষ সামাজিক সাম্যের জন্য চিৎকার করছে। কিন্তু যতক্ষণ না সমস্ত মানুষ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হচ্ছে, যে স্তরটি হচ্ছে শুদ্ধ এবং ঐকান্তিক ভক্তিপূর্ণ, ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক সাম্য সম্ভব হবে না। প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণগুলি প্রাধান্য লাভ করার ফলে, গৌণ ধর্মগুলির উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত ধর্মের মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে হয়তো ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ঐকান্তিক শরণাগতির স্তরে উন্নীত হতে পারে। সত্যযুগে নিকৃষ্ট পর্যায়ের মানুষই নেই, তাই সেখানে কোনও গৌণ ধর্মেরও

প্রয়োজন নেই। সমস্ত ধর্মীয় দায়িত্বগুলি পূর্ণরূপে পালন করে, প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের ঐকান্তিক সেবায় যুক্ত হন। যিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করেন, তাঁকে বলা হয় কৃতকৃত্য, সে কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। তাই, সত্যযুগকে বলা হয় কৃতযুগ বা আদর্শ আচরণের যুগ। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *আদৌ* (শুরুতে) শব্দটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মুহূর্তকে সূচিত করে। অন্যভাবে বলা যায় বর্ণাশ্রম ধর্মটি কোনও সাম্প্রতিক মনগড়া পদ্ধতি নয়, বরং সৃষ্টির সময় থেকেই স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত। তাই সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষের তা গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ১১

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্মোঽহং বৃষরূপধৃক্ ।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ ॥ ১১ ॥

বেদঃ—বেদ; **প্রণবঃ**—পবিত্র ওঁকার; **এব**—বস্তুতঃ; **অগ্রে**—সত্যযুগে; **ধর্মঃ**—মানসিক ক্রিয়াকলাপের উপাদান; **অহম্**—আমি; **বৃষ-রূপ-ধৃক্**—বৃষরূপী ধর্ম; **উপাসতে**—উপাসনা করে; **তপঃ-নিষ্ঠাঃ**—তপস্যারত; **হংসম্**—ভগবান হংস; **মাম্**—আমাকে; **মুক্ত**—মুক্ত; **কিল্বিষাঃ**—সমস্ত পাপ।

অনুবাদ

সত্যযুগে ওঁকারের মাধ্যমে অবিভক্ত বেদ প্রকাশিত হয়, এবং তখন আমিই সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকলাপের একমাত্র লক্ষ্য। আমি বৃষরূপী চতুষ্পাদ ধর্ম রূপে প্রকাশিত হই। এইভাবে সত্যযুগের তপোনিষ্ঠ নিষ্পাপ মানুষেরা হংস রূপে আমার আরাধনা করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১৭/২৪) বৃষরূপী চতুষ্পাদ ধর্মের বর্ণনা রয়েছে—*তপঃ শৌচং দয়া সত্যম্ ইতি পাদাঃ কৃতে কৃতা*—"সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারটি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল।" দ্বাপর যুগের শেষে শ্রীব্যাসদেব বেদকে ঋগ্, যজু, সাম্ এবং অথর্ব—এই চারভাগে বিভক্ত করেন, কিন্তু সত্যযুগে শুধুমাত্র পবিত্র ওঁ উচ্চারণের মাধ্যমে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ বেদের জ্ঞান খুব সহজে উপলব্ধি করতে পারেন। এই যুগে যজ্ঞের মতো অনুষ্ঠান বা পুণ্যকর্ম করার প্রয়োজন নেই, কেননা প্রত্যেকেই নিষ্পাপ, তপস্যারত এবং পূর্ণরূপে ধ্যানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান হংসের উপাসনায় রত।

শ্লোক ১২

ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াৎত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ ॥ ১২ ॥

ত্রেতামুখে—ত্রেতাযুগের শুরুতে; **মহাভাগ**—হে মহাভাগ্যবান; **প্রাণাৎ**—প্রাণ বা প্রাণবায়ুর আলয় থেকে; **মে**—আমার; **হৃদয়াৎ**—হৃদয় থেকে; **ত্রয়ী**—ত্রিবিধ; **বিদ্যা**—বৈদিক জ্ঞান; **প্রাদুরভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **তস্যাঃ**—সেই জ্ঞান থেকে; **অহম্**—আমি; **আসম্**—আবির্ভূত হই; **ত্রিবৃৎ**—তিনটি বিভাগে; **মখঃ**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে মহাভাগ্যবান, ত্রেতাযুগের শুরুতে প্রাণবায়ুর নিবাসস্থল, আমার হৃদয় থেকে ঋগ্, সাম্, এবং যজুরূপে তিনটি বিভাগে বেদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। তারপর সেই জ্ঞান থেকে আমি ত্রিবিধ যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হই।

তাৎপর্য

ত্রেতাযুগে ধর্মের একটি পা নষ্ট হয়ে যায়, তখন মাত্র ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশে) ধর্মের প্রকাশ থাকে, ঋগ্, সাম্ এবং যজু এই তিনটি প্রধান বেদ তার প্রতিনিধিত্ব করেন। ত্রিবিধ বৈদিক যজ্ঞ পদ্ধতিরূপে ভগবান আবির্ভূত হন। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে হোতা পুরোহিত ঋগ্ বেদের মন্ত্রোচ্চারণ করে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। উদ্‌গাতা পুরোহিত উচ্চারণ করেন সাম্ বেদের মন্ত্র; আর অধ্বর্যু পুরোহিত, যিনি যজ্ঞস্থল, বেদী ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন, তিনি যজুর্বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করেন। ত্রেতাযুগে এইরূপ যজ্ঞই হচ্ছে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের জন্য অনুমোদিত পদ্ধতি। এই শ্লোকে *প্রাণাৎ* শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপকে নির্দেশ করে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে এই রূপ আরও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৩

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥ ১৩ ॥

বিপ্র—ব্রাহ্মণ; **ক্ষত্রিয়**—ক্ষত্রিয়, সামরিক শ্রেণী; **বিট্**—বৈশ্য, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়; **শূদ্রাঃ**—শূদ্র, শ্রমিক; **মুখ**—মুখ থেকে; **বাহু**—বাহুদ্বয়; **ঊরু**—ঊরুদেশ; **পাদ**—এবং পা; **জাঃ**—জাত; **বৈরাজাৎ**—বিরাটরূপ থেকে; **পুরুষাৎ**—ভগবান থেকে; **জাতাঃ**—উৎপন্ন; **যে**—যে; **আত্ম**—ব্যক্তিগত; **আচার**—আচরণের দ্বারা; **লক্ষণাঃ**—স্বীকৃত।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে ভগবানের বিরাট রূপ থেকে চতুর্বর্ণ প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মণরা ভগবানের মুখমণ্ডল থেকে, ক্ষত্রিয়রা ভগবানের বাহুদ্বয় থেকে, বৈশ্যরা ভগবানের উরু থেকে এবং শূদ্ররা তাঁর বিরাট রূপের চরণ থেকে আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ দায়িত্ব এবং ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেকের বর্ণ নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ১৪

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্যং হৃদো মম ।
বক্ষঃস্থলাদ্ বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥

গৃহ-আশ্রমঃ—বিবাহিত জীবন; **জঘনতঃ**—জঘনদেশ থেকে; **ব্রহ্মচর্যম্**—ব্রহ্মচারী জীবন; **হৃদঃ**—হৃদয় থেকে; **মম**—আমার; **বক্ষঃ-স্থলাৎ**—বক্ষস্থল থেকে; **বনে**—বনে; **বাসঃ**—বাস করা; **সন্ন্যাসঃ**—সন্ন্যাস জীবন; **শিরসি**—মস্তকে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

গৃহস্থ আশ্রম আমার বিরাট রূপের জঘনদেশ থেকে প্রকাশিত, এবং ব্রহ্মচারীরা এসেছে আমার হৃদয় থেকে। বনবাসী অবসর প্রাপ্ত জীবন এসেছে আমার বক্ষস্থল থেকে এবং সন্ন্যাস জীবনটি অবস্থিত আমার বিরাট রূপের মস্তকে।

তাৎপর্য

দুই প্রকারের ব্রহ্মচারী জীবন রয়েছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন, কিন্তু উপকুর্বাণ-ব্রহ্মচারী ছাত্রজীবনের শেষে বিবাহ করেন। যিনি আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে অবস্থিত, কিন্তু যে সমস্ত ব্রহ্মচারী কালক্রমে বিবাহ করেন, তাঁরা ভগবানের বিরাটরূপের জঘনদেশে অবস্থিত। *বনে বাসঃ* শব্দটি বানপ্রস্থ বা অবসর প্রাপ্ত জীবনকে বোঝায়, এঁরা ভগবানের বক্ষস্থলে অবস্থিত।

শ্লোক ১৫

বর্ণানামাশ্রমাণাং চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ ।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥

বর্ণানাম্—বৃত্তিগত বিভাগের; **আশ্রমাণাম্**—সামাজিক বিভাগের; **চ**—এবং; **জন্ম**—জন্মের; **ভূমি**—অবস্থান; **অনুসারিণীঃ**—অনুসারে; **আসন্**—আবির্ভূত; **প্রকৃতয়ঃ**—স্বভাব; **নৃণাম্**—মানুষের; **নীচৈঃ**—নিকৃষ্ট উৎসের দ্বারা; **নীচ**—নীচস্বভাব; **উত্তম**—উৎকৃষ্ট উৎসের দ্বারা; **উত্তমাঃ**—উৎকৃষ্ট স্বভাব।

অনুবাদ

প্রত্যেকের জন্মের পরিস্থিতি অনুসারে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট স্বভাব প্রকাশিত হয় আর সেই অনুসারেই মনুষ্য সমাজে বর্ণ এবং আশ্রম প্রকাশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মত অনুসারে, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীগণ যেহেতু ভগবানের বিরাট রূপের মস্তকে অবস্থিত, তাই তাঁদেরকে সব থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করা হয়, পক্ষান্তরে শূদ্র এবং গৃহস্থরা ভগবানের চরণ এবং জঘনদেশ থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্য তারা সব থেকে নিম্নপর্যায়ের। প্রতিটি জীব নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণে বুদ্ধি, সৌন্দর্য এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিয়েই জন্মায়, আর এই ভাবেই সে বর্ণাশ্রম সমাজের মধ্যে বিশেষ কোনও বর্ণ এবং আশ্রমে অধিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত অবস্থান সবই বাহ্যিক উপাধিমাত্র, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যেহেতু ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ, তাই তারা যতক্ষণ না জীবনমুক্ত স্তরে উপনীত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে বর্ণাশ্রমের বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুসারেই আচরণ করতে হবে।

শ্লোক ১৬

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৬ ॥

শমঃ—শান্তি; দমঃ—ইন্দ্রিয় সংযম; তপঃ—তপস্যা; শৌচম্—পরিচ্ছন্নতা; সন্তোষঃ—পূর্ণ সন্তুষ্টি; ক্ষান্তিঃ—ক্ষমা; আর্জবম্—সরলতা এবং সততা; মৎ-ভক্তিঃ—আমার প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবা; চ—এবং; দয়া—দয়া; সত্যম্—সত্য; ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণদের; প্রকৃতয়ঃ—স্বাভাবিক গুণ; তু—বাস্তবে; ইমাঃ—এই সকল।

অনুবাদ

শান্তি, আত্ম-সংযম, তপস্যা, পরিচ্ছন্নতা, সন্তুষ্টি, সহনশীলতা, সরলতা এবং সততা, আমার প্রতি ভক্তি, দয়া এবং সত্যবাদিতা—এইগুলি হচ্ছে ব্রাহ্মণদের স্বাভাবিক গুণাবলী।

শ্লোক ১৭

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্যং তিতিক্ষৌদার্যমুদ্যমঃ ।
স্থৈর্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৭ ॥

তেজঃ—তেজ; বলম্—দৈহিকশক্তি; ধৃতিঃ—দৃঢ়নিষ্ঠা; শৌর্যম্—বীরত্ব; তিতিক্ষা—সহনশীলতা; ঔদার্যম্—উদারতা; উদ্যমঃ—উদ্যম; স্থৈর্যম্—দৃঢ়তা; ব্রহ্মণ্যম্—ব্রাহ্মণদের সেবায় সর্বদা আগ্রহী; ঐশ্বর্যম্—নেতৃত্ব; ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়দের; প্রকৃতয়ঃ—স্বাভাবিক গুণাবলী; তু—বস্তুতঃ; ইমাঃ—এই সকল।

অনুবাদ

তেজ, দৈহিক শক্তি, দৃঢ়নিষ্ঠা, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, পূর্ণ উদ্যম, স্থৈর্য, ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি এবং নেতৃত্ব, এগুলি হচ্ছে ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক গুণাবলী।

শ্লোক ১৮

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্ ।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৮ ॥

আস্তিক্যম্—বৈদিক সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস; দাননিষ্ঠা—দাননিষ্ঠ; চ—এবং; অদম্ভঃ—অদাম্ভিক; ব্রহ্মসেবনম্—ব্রাহ্মণ সেবা; অতুষ্টিঃ—অতুষ্ট থাকা; অর্থ—অর্থের; উপচয়ৈঃ—সংগ্রহের দ্বারা; বৈশ্য—বৈশ্যদের; প্রকৃতয়ঃ—স্বাভাবিক গুণাবলী; তু—বস্তুতঃ; ইমাঃ—এই সকল।

অনুবাদ

বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস, দানপরায়ণতা, দম্ভশূন্যতা, ব্রাহ্মণ সেবা এবং অধিক ধন সংগ্রহের বাসনা, এইগুলি হচ্ছে বৈশ্যদের স্বাভাবিক গুণাবলী।

তাৎপর্য

অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈঃ বলতে বোঝায়, বৈশ্য যতই অর্থ লাভ করুক না কেন, সে কখনই সন্তুষ্ট নয়, আরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করতে চায়। পক্ষান্তরে সে আবার *দাননিষ্ঠ* বা দানপরায়ণতা হচ্ছে তার ধর্ম, *ব্রহ্মসেবী* বা সর্বদা ব্রাহ্মণদের সেবায় রত, আর *অদম্ভ* অর্থাৎ দম্ভশূন্য। এ সবের কারণ হচ্ছে আস্তিক্য, বা বৈদিক জীবন ধারার প্রতি পূর্ণবিশ্বাস। তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, তার বর্তমানের কার্যকলাপের জন্য তাকে পরের জন্মে শাস্তি বা পুরস্কার পেতে হবে। বৈশ্যদের অর্থসংগ্রহের অদম্য বাসনা সাধারণ জড় লোভের মতো নয়, কেননা তা এই শ্লোকে বর্ণিত উন্নততর গুণাবলীর দ্বারা পরিশোধিত ও পরিশীলিত।

শ্লোক ১৯

শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাং চাপ্যমায়য়া ।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৯ ॥

শুশ্রূষণম্—সেবা; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **গবাম্**—গাভীদের; **দেবানাম্**—দেবতা এবং গুরুদেবের মতো পূজ্য ব্যক্তিদের; **চ**—এবং; **অপি**—বস্তুতঃ; **অমায়য়া**—অকৃত্রিমভাবে; **তত্র**—এইরূপ সেবায়; **লব্ধেন**—লব্ধ বস্তুর দ্বারা; **সন্তোষঃ**—সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি; **শূদ্র**—শূদ্রদের; **প্রকৃতয়ঃ**—স্বাভাবিক গুণাবলী; **তু**—বস্তুতঃ; **ইমাঃ**—এই সকল।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ, গাভী, দেবতা এবং অন্যান্য পূজ্য ব্যক্তিদের প্রতি অকৃত্রিম সেবা এবং এই সমস্ত সেবার দ্বারা যা কিছু অর্থ লাভ হয় তাতেই পূর্ণসন্তুষ্টি হচ্ছে শূদ্রদের স্বাভাবিক গুণাবলী।

তাৎপর্য

সমগ্র সমাজ যখন বৈদিক মান অনুসারে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তখন প্রত্যেকে সুখী এবং সন্তুষ্ট হয়। যদিও শূদ্ররা তাদের সেবার মাধ্যমে যা কিছু অর্থোপার্জন করে, তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকার কথা, তাদের জীবনে কোনও কিছুরই অভাব থাকে না, কেননা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের যথেষ্ট দান পরায়ণ হওয়া প্রয়োজন, আর ব্রাহ্মণরা সর্বাপেক্ষা দয়ালু বলেই পরিচিত। সুতরাং, সমাজের সমস্ত শ্রেণী যদি বৈদিক বিধান মেনে চলে, তা হলে কৃষ্ণভাবনামৃতের তত্ত্বাবধানে সমগ্র মনুষ্য সমাজ এক নতুন এবং আনন্দময় জীবন লাভ করবে।

শ্লোক ২০

অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ সভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্ ॥ ২০ ॥

অশৌচম্—অশুচিতা; **অনৃতম্**—অসততা; **স্তেয়ম্**—চৌর্য; **নাস্তিক্যম্**—বিশ্বাসহীনতা; **শুষ্কবিগ্রহঃ**—অনর্থক ঝগড়াটে; **কামঃ**—কাম; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **চ**—এবং; **তর্ষঃ**—আকাঙ্ক্ষা; **চ**—ও; **সঃ**—এই; **ভাবঃ**—স্বভাব; **অন্ত্য**—সর্ব নিম্নপর্যায়ে; **অবসায়িনাম্**—নিবাসীদের।

অনুবাদ

অশুচিতা, অসততা, চৌর্য, অবিশ্বাস, অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষা, এগুলি হচ্ছে বর্ণাশ্রম বহির্ভূত অন্ত্যজদের জন্য স্বাভাবিক।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে বিজ্ঞানসম্মত বর্ণাশ্রম পদ্ধতির বাইরে যারা বাস করে, তাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় আমরা ব্যবহারিকভাবে লক্ষ্য করেছি

যে, এমনকি সেখানকার তথাকথিত শিক্ষিত লোকেদেরও পরিচ্ছন্নতার মান অত্যন্ত ঘৃণ্য। ওরা স্নান করেনা আর অভদ্র ভাষা ব্যবহার করাটা ওদের কাছে স্বাভাবিক। আধুনিক যুগে মানুষ খামখেয়ালীর মতো যা ইচ্ছা বলে বসে, তারা সমস্ত বিধিবিধান ত্যাগ করেছে, আর তাই সেখানে কোনও সত্যবাদিতা এবং যথার্থ জ্ঞান নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। তদ্রূপ, সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্যবাদী উভয় প্রকার দেশে প্রত্যেকেই ব্যবসা, কর বা সরাসরি অপরাধ করার মাধ্যমে অন্যাদের থেকে চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি কার্যে ব্যস্ততার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। মানুষ ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না, আবার তাদের নিজেদের নিত্য সত্ত্বার প্রতিও ভরসা করে না, তাই তাদের বিশ্বাস অত্যন্ত ক্ষীণ। এছাড়াও, আধুনিক মানুষেরা যেহেতু কৃষ্ণভাবনার প্রতি তেমন আগ্রহী নয়, তাই তারা দেহ সম্পর্কিত অত্যন্ত নগণ্য বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত কলহ, বাদ-বিসম্বাদ করে চলে। এইভাবে সামান্যতম উত্তেজনাতেই বিরাট ধরনের যুদ্ধ আর ধ্বংসকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। কলিযুগে কাম, ক্রোধ এবং আকাঙ্ক্ষার কোনও সীমা নেই। বিশ্বের যেখানেই মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সেখানেই ব্যাপকভাবে এই সমস্ত লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পশু হত্যা, অবৈধ যৌনসঙ্গ, মাদক দ্রব্য গ্রহণ আর দ্যূতক্রীড়ার মতো পাপময় অভ্যাসের ফলে অধিকাংশ মানুষই এখন চণ্ডাল বা অস্পৃশ্য পর্যায়ে অধঃপতিত হয়েছে।

শ্লোক ২১

অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা ।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্মোহয়ং সার্ববর্ণিকঃ ॥ ২১ ॥

অহিংসা—অহিংসা; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **অস্তেয়ম্**—সততা; **অ-কাম-ক্রোধ-লোভতা**—কাম, ক্রোধ এবং লোভহীনতা; **ভূত**—সমস্ত জীবের; **প্রিয়**—সুখ; **হিত**—এবং কল্যাণ; **ঈহা**—বাসনা; **চ**—এবং; **ধর্মঃ**—কর্তব্য; **অয়ম্**—এই; **সার্ববর্ণিকঃ**—সমাজের সমস্ত সদস্যদের জন্য।

অনুবাদ

অহিংসা, সত্যবাদিতা, সততা, সুখেচ্ছা, আর সকলের কল্যাণ, কাম-ক্রোধ এবং লোভশূন্যতা, এই সমস্ত গুণাবলী সমাজের সমস্ত সদস্যদের থাকা উচিত।

তাৎপর্য

সার্ববর্ণিক শব্দটির দ্বারা উল্লিখিত গুণাবলীর সমন্বয়ে সাধারণ পুণ্য জীবনকে বোঝায়, আর তা সমাজের সকল বর্ণের মানুষের, এমনকি বর্ণাশ্রম বহির্ভূত মানুষেরও পালন করা উচিত। আমরা ব্যবহারিকভাবে দেখেছি যে, এমনকি বর্ণাশ্রম থেকে বিচ্যুত

সমাজেও এই সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর সম্মান করা ও তাতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই সমস্ত গুণাবলী কেবল মুক্তিলাভেরই একটি পথ নয়, বরং মনুষ্য সমাজের জন্য তা চিরন্তন ধর্ম।

শ্লোক ২২

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহূতঃ ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয়ম্—দ্বিতীয়; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **আনুপূর্ব্যাৎ**—ধীরে ধীরে পুরশ্চরণের মাধ্যমে; **জন্ম**—জন্ম; **উপনয়নম্**—গায়ত্রী দীক্ষা; **দ্বিজঃ**—দ্বিজগণ; **বসন্**—বাস করে; **গুরুকুলে**—গুরুদেবের আশ্রমে; **দান্তঃ**—আত্মসংযত; **ব্রহ্ম**—বৈদিক শাস্ত্র; **অধীয়ীত**—পাঠ করা উচিত; **চ**—এবং উপলব্ধি করাও; **আহূতঃ**—গুরুদেবের দ্বারা আহূত।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধিকরণ সংস্কারের পর্যায়ক্রমে গায়ত্রী দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিজত্ব লাভ করে। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা আহূত হয়ে, সে তার আশ্রমে অবস্থান করে মন ও আত্মসংযম করে যত্নসহকারে বৈদিকশাস্ত্র চর্চা করবে।

তাৎপর্য

দ্বিজ বা 'যার দ্বিতীয় বার জন্ম হয়েছে' বলতে বোঝায় তিনটি উন্নতশ্রেণী, যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য গায়ত্রী মন্ত্র লাভ করার মাধ্যমে দ্বিজত্ব লাভ করেন। প্রথমে মানুষের জৈব বা শৌক্র জন্ম লাভ হয়, তাতেই সে মানুষকে বুদ্ধিমান বা জ্ঞানী বলে সূচিত করে না। অল্প বয়সী বালকেরা, যদি যোগ্য হয়, তবে, ব্রাহ্মণেরা বারো বৎসরে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা আরও কয়েক বৎসর পর গায়ত্রী দীক্ষা লাভ করতে পারে। পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করার জন্য, বালকেরা গুরুদেবের আশ্রম গুরুকুলে বাস করবে। সেই জন্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সারা বিশ্বে এইরূপ গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করে, নিজেদের সুষ্ঠু শিক্ষা প্রদানের জন্য সভ্য সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছে। প্রতিটি বালক বালিকার আত্মসংযম এবং অনুমোদিত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা উচিত। এইভাবে, পশু, পোকা, মাছ বা পাখির মতো জীবন যাপন না করে, জ্ঞানী মানুষের দ্বিজ হয়ে মুক্তি লাভের জন্য জ্ঞান লাভ করা উচিত। এই শ্লোকে *আনুপূর্ব্যাৎ* শব্দটি যৌন সংসর্গের শুদ্ধি বা গর্ভাধান সহ বিভিন্ন শুদ্ধিকরণের সংস্কারকে সূচিত করে। সাধারণত শূদ্র এবং যারা বৈদিক পদ্ধতির অনুগামী নয়, তারা এই সমস্ত সংস্কারের প্রতি আকৃষ্ট নয়,

তাই তারা পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, আর সদ্‌গুরুর প্রতি হিংসা করে। যাদের চরিত্র শুদ্ধিকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে যথা নিয়মে সভ্য হয়েছে, তারা খামখেয়ালীপনা বা তর্কাতর্কী করার প্রবণতা ত্যাগ করে, সদ্‌গুরুর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য বিনীত এবং আগ্রহী হয়।

শ্লোক ২৩

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্ ।
জটিলোঽধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ ॥ ২৩ ॥

মেখলা—কোমরবন্ধ; **অজিন**—মৃগচর্ম; **দণ্ড**—দণ্ড; **অক্ষ**—গুটিকাযুক্ত হার; **ব্রহ্ম-সূত্র**—উপবীত; **কমণ্ডলূন্**—এবং কমণ্ডলু; **জটিলঃ**—জটাজুট ধারী; **অধৌত**—ইস্ত্রি না করে, অমসৃণ, অশুভ্র; **দৎ-বাসঃ**—দাঁত ও বস্ত্র; **অরক্তপীঠঃ**—বিলাসবহুল বা আরামপ্রদ আসন গ্রহণ না করা; **কুশান্**—কুশঘাস; **দধৎ**—হস্তে ধারণ করে।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারী নিয়মিতভাবে মৃগচর্মের বসন এবং কুশঘাসের কোমরবন্ধ পরিধান করবে। তার জটা থাকবে, হাতে থাকবে দণ্ড এবং কমণ্ডলু, গলায় অক্ষমালা এবং উপবীত ধারণ করবে। হস্তে কুশ ধারণ করে, সে কখনও বিলাসবহুল ও আরামদায়ক আসন গ্রহণ করবে না। সে অনর্থক দাঁত মাজবে না বা বস্ত্রকে বেশি উজ্জ্বল বা ইস্ত্রি করবে না।

তাৎপর্য

অধৌত-দদ্-বাস বলতে বোঝায়, বিরক্ত ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোকদের আকৃষ্ট করার জন্য উজ্জ্বল মৃদু হাস্য প্রদর্শন করার পরোয়া করে না বা বাহ্যিক পোশাকের প্রতিও কোনও মনোনিবেশ করে না। ব্রহ্মচারী জীবন হচ্ছে তপস্যা এবং গুরুদেবের প্রতি আনুগত্যের, যাতে জীবনের পরবর্তী সময়ে যখন সে ব্যবসায়ী, রাজনীতিক বা বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ হবে, তখন সে তার চরিত্র, শৃঙ্খলাবোধ, আত্মসংযম, তপস্যা এবং বিনয় প্রদর্শন করতে পারে। যে ছাত্র-জীবনের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তা আধুনিক শিক্ষা নামে পরিচিত নির্বোধ ভোগসুখবাদ থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। অবশ্য, আধুনিকযুগে কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মচারীরা কৃত্রিমভাবে প্রাচীন পোশাক পরিধান বা আনুষ্ঠানিকতাগুলি যা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তা করতে পারবে না। তবে আত্মসংযম, শুদ্ধতা, সদ্‌গুরুর প্রতি আনুগত্য ইত্যাদির গুরুত্ব বৈদিকযুগে যেমন ছিল, আজকের দিনেও তা তেমনই রয়েছে।

শ্লোক ২৪

স্নানভোজনহোমেষু জপোচ্চারে চ বাগ্‌যতঃ ।
ন ছিন্দ্যান্নখরোমাণি কক্ষোপস্থগতান্যপি ॥ ২৪ ॥

স্নান—স্নানের সময়; ভোজন—ভোজনের সময়; হোমেষু—যজ্ঞ সম্পাদনের সময়; জপঃ—জপের সময়; উচ্চারে—মল বা মূত্র ত্যাগের সময়; চ—এবং; বাক্-যতঃ—চুপ থাকা; ন—না; ছিন্দ্যাৎ—কাটা উচিত; নখ—নখ; রোমাণি—বা চুল; কক্ষ—বগলে; উপস্থ—লিঙ্গে; গতানি—সহ; অপি—এমনকি।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীদের স্নান, আহার, যজ্ঞ সম্পাদন, জপ বা মলমূত্র ত্যাগের সময় মৌন অবলম্বন করা উচিত। তার নখ কাটা এবং বগল ও উপস্থ সহ কোনও স্থানের লোম বা চুল কাটা উচিত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীনারদমুনি বৈদিক ব্রহ্মচারী জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুরূপ বিবরণ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ২৫

রেতো নাবকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্ ।
অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদাং জপেৎ ॥ ২৫ ॥

রেতঃ—বীর্য; ন—না; অবকিরেৎ—স্খলন করা উচিত; জাতু—কখনও; ব্রহ্মব্রতধরঃ—ব্রহ্মচারী ব্রতধারী; স্বয়ম্—নিজে; অবকীর্ণে—স্খলন হলে; অবগাহ্য—স্নান করে; অপ্সু—জলে; যত-অসুঃ—প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে; ত্রিপদাম্—গায়ত্রীমন্ত্র; জপেৎ—জপ করা উচিত।

অনুবাদ

যে ব্রহ্মচারী ব্রত অবলম্বন করেছে, তার কখনও বীর্যপাত করা উচিত নয়। যদি হঠাৎ আপনা থেকেই বীর্যপাত হয়ে যায়, তবে তার তৎক্ষণাৎ জলে স্নান করে, প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত।

শ্লোক ২৬

অগ্ন্যর্কাচার্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরান্ শুচিঃ ।
সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে চ যতবাগ্ জপন্ ॥ ২৬ ॥

অগ্নি—অগ্নিদেব; **অর্ক**—সূর্য; **আচার্য**—আচার্য; **গো**—গাভী; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণ; **গুরু**—গুরুদেব; **বৃদ্ধ**—বৃদ্ধ, সম্মানীয় ব্যক্তি; **সুরান্**—দেবগণ; **শুচিঃ**—শুদ্ধ; **সমাহিতঃ**—নিবিষ্ট চিত্তে; **উপাসীত**—তার উপাসনা করা উচিত; **সন্ধ্যে**—সময়ের সন্ধিক্ষণে; **দ্বে**—দুই; **যতবাক্**—মৌন হয়ে; **জপন্**—নিঃশব্দে জপ করা বা যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণ করা।

অনুবাদ

শুদ্ধ এবং নিবিষ্ট চিত্তে ব্রহ্মচারীর অগ্নি, সূর্য, আচার্য, গাভী, ব্রাহ্মণ, গুরু, বয়স্ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং দেবতাদের পূজা করা উচিত। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তে উচ্চারণ না করে, মৌনভাবে বা মৃদু স্বরে যথাযথ মন্ত্র জপ করা উচিত।

শ্লোক ২৭

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ২৭ ॥

আচার্যম্—গুরুদেব; **মাম্**—আমি নিজে; **বিজানীয়াৎ**—জানা উচিত; **ন অবমন্যেত**—কখনও অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **ন**—কখনও না; **মর্ত্যবুদ্ধ্যা**—তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে; **অসূয়েত**—হিংসা করা উচিত; **সর্বদেব**—সমস্ত দেবতাদের; **ময়ঃ**—প্রতিনিধি; **গুরুঃ**—গুরুদেব।

অনুবাদ

আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিত এবং কখনও কোনভাবে তাকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা সে সমস্ত দেবতার প্রতিনিধিস্বরূপ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *চৈতন্য চরিতামৃতে* (আদি ১/৪৬) উদ্ধৃত হয়েছে। কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমৎ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকের এইরূপ ভাষ্য প্রদান করেছেন—

"উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটির উল্লেখ করেন। সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচারীর কীভাবে আচরণ করা উচিত, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। গুরুদেব কখনও তাঁর শিষ্যের সেবা উপভোগ করেন না। তিনি ঠিক একজন পিতার মতো। পিতার স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধান ব্যতীত শিশু যেমন বড় হতে পারে না, ঠিক তেমনই সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধান ব্যতীতও শিষ্য ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে না।

"গুরুদেবকে আচার্য বলেও সম্বোধন করা হয়। *আচার্য* কথাটির অর্থ হচ্ছে, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের অপ্রাকৃত শিক্ষক। *মনুসংহিতায়* (২/১৪০) আচার্যের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে তিনি শিষ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার পূর্বক শিষ্যকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন এবং এইভাবে তাকে দ্বিতীয় জন্মদান করেন। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান অধ্যয়নে শিষ্যকে দীক্ষা দেওয়ার অনুষ্ঠানকে বলা হয় *উপনয়ন*, অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান শিষ্যকে গুরুর নিকটে (উপ) আনয়ন করে। যে গুরুর সন্নিকটে আসতে পারে না, সে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য নয় এবং তাই সে শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের শরীরে যজ্ঞোপবীত গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের প্রতীক; তা যদি কেবল উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করার জন্য ধারণ করা হয়ে থাকে, তা হলে তার কোনও মূল্য নেই। সদ্‌গুরুর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীক্ষা দান করা এবং এই সংস্কার বা পবিত্রীকরণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে গুরুদেব শিষ্যকে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। শূদ্রকুলোদ্ভূত মানুষও সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। কেননা উপযুক্ত শিষ্যকে ব্রাহ্মণত্ব দান করার অধিকার সদ্‌গুরুর রয়েছে। *বায়ুপুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, আচার্য হচ্ছেন তিনি যিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত, যিনি বেদের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে পারেন। যিনি সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করেন এবং শিষ্যকে সেই অনুসারে আচরণ করতে শিক্ষা দেন।

"তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবেই কেবল পরমেশ্বর ভগবান গুরুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই আচার্যের আচরণে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য কোনও কার্যকলাপ দেখা যায় না। তিনি হচ্ছেন সেবক রূপে ভগবানের চরম প্রকাশ। ভগবানের আশ্রয় বিগ্রহ নামক এই ধরনের ঐকান্তিক ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক।

"কেউ যদি ভগবানের সেবা না করে নিজেকে আচার্য বলে জাহির করার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে অপরাধী এবং তার আচার্য হওয়ার যোগ্যতা নেই। সদ্‌গুরু সর্বদাই অনন্য ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। এই লক্ষণগুলির মাধ্যমে তাঁকে ভগবানের প্রকাশ রূপে এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যথার্থ প্রতিনিধি রূপে জানা যায়। এই ধরনের গুরুদেবকে বলা হয় আচার্যদেব। ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে বাধা প্রাপ্ত হয়ে বিষয়াসক্ত মানুষেরা আচার্যের সমালোচনা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথার্থ আচার্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, এবং তাই এই ধরনের আচার্যকে ঈর্ষা করা মানে ভগবানকে ঈর্ষা করা। তার ফলে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে বিঘ্ন ঘটে।

"পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে আচার্যকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলে জেনে সর্বদা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; কিন্তু সেই সঙ্গে এটিও সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, গুরু বা আচার্য কখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের অনুকরণ করেন না। ভণ্ডগুরুরা নিজেদের সর্বতোভাবে কৃষ্ণ বলে জাহির করে শিষ্যদের প্রতারণা করে। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরা তাদের শিষ্যদের বিপথে পরিচালিত করে, কেননা চরমে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। ভক্তিমার্গে এই ধরনের মনোভাবের কোনও স্থান নেই।

"বৈদিক দর্শনের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে *অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব*, যা প্রতিপন্ন করে যে, সব কিছুই যুগপৎভাবে ভগবানের থেকে ভিন্ন ও অভিন্ন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেছেন যে, সেটিই হচ্ছে আদর্শ গুরুর স্থিতি এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবকে মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক রূপে দর্শন করা। শ্রীল জীব গোস্বামী *ভক্তিসন্দর্ভে* (২১৩) স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, ভক্ত যে গুরুদেব এবং মহাদেবকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তার কারণ হচ্ছে তাঁরা ভগবানের অতি প্রিয়। কিন্তু এমন নয় যে, তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের সঙ্গে এক। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রমুখ আচার্যেরা পরবর্তীকালে এই একই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে গেছেন। গুরুদেবের বন্দনায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, সমস্ত শাস্ত্রে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে স্বীকার করা হয়েছে, কেননা তিনি হচ্ছেন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় সেবক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম সেবক রূপে গুরুদেবের আরাধনা করেন। ভক্তিমূলক সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রে এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের রচিত গীতি সমূহে গুরুদেবকে সর্বদা শ্রীমতী রাধারাণীর অন্তরঙ্গ পরিকর বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।"

শ্লোক ২৮

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ ।
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ ॥ ২৮ ॥

সায়ম্—সন্ধ্যাবেলায়; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **উপানীয়**—আনয়ন করে; **ভৈক্ষ্যম্**—ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু; **তস্মৈ**—তাঁকে (আচার্য); **নিবেদয়েৎ**—অর্পণ করা উচিত; **যৎ**—

যা কিছু; চ—এবং; অন্যৎ—অন্য কিছু; অপি—বস্তুত; অনুজ্ঞাতম্—অনুমোদিত; উপযুঞ্জীত—গ্রহণ করা উচিত; সংযতঃ—সংযত।

অনুবাদ

সকালে ও সন্ধ্যায় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্য যা কিছু ভিক্ষা করে এনে তার উচিত তার গুরুদেবের নিকট অর্পণ করা। তারপর, আত্মসংযত হয়ে আচার্যের নিকট থেকে নিজের জন্য অনুমোদিত দ্রব্যই গ্রহণ করা উচিত।

তাৎপর্য

সদ্‌গুরুর কৃপাভিলাষীভক্ত যেন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সংগ্রহে আগ্রহী না হন; বরং যা কিছু তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন, তাঁর উচিত তা আচার্যের নিকট অর্পণ করা। আত্মসংযত হয়ে, সদ্‌গুরু অনুমোদিত বস্তু তিনি গ্রহণ করবেন। সর্বোপরি, প্রতিটি জীবকে পরম পুরুষ ভগবানের সেবা করতে অবশ্যই শিখতে হবে, কিন্তু যতক্ষণ না সে দিব্য সেবার দক্ষতা অর্জন করছে, ততক্ষণ তাকে সবকিছু ভগবদ্ অর্চনে সম্পূর্ণ রূপে অভিজ্ঞ গুরুদেবের নিকট অর্পণ করতে হবে। যখন গুরুদেব দেখেন যে, তাঁর শিষ্য কৃষ্ণভাবনায় উন্নত হয়েছে, তখন তিনি তাঁর শিষ্যকে সরাসরি ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করেন। সদ্‌গুরু কোন কিছুই নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করেন না, তাঁর শিষ্য যতটুকু জাগতিক সম্পদ ভগবানের পাদপদ্মে সুষ্ঠুরূপে নিবেদন করতে পারে, ততটুকুই তাকে প্রদান করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, পিতা যখন তাঁর পুত্রকে ব্যবসা এবং জাগতিক কার্যে শিক্ষিত করতে চান, তখন তাঁর সন্তান তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ মূর্খের মতো অপচয় না করে, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে লাভজনক কার্যে যতটুকু নিয়োগ করতে পারে, ততটুকুই তাকে প্রদান করেন।

অপক্ক শিশু যেমন অর্থ নিজের জন্য সঞ্চিত না রেখে, তার শিক্ষা প্রদানকারী পিতার নিকট থেকে সমস্ত খরচ পেয়ে থাকে, তেমনই সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যকে ভগবৎ অর্চন শিক্ষা প্রদান করেন, আর অপক্ক শিষ্য অবশ্যই গুরুদেবের পাদপদ্মে সমস্ত কিছু অর্পণ করবে। কেউ যদি সদ্‌গুরু বা কৃষ্ণের আদেশ অমান্য করে নিজেকে প্রতারণা করতে চায়, তবে সে অবশ্যই অভক্ত, ইন্দ্রিয়ভোগী হয়ে, ভক্তি পথ থেকে বিচ্যুত হয়। অতএব, সদ্‌গুরুসেবার শিক্ষা লাভ করে আমাদের কৃষ্ণভাবনায় পরিপক্কতা লাভ করা উচিত।

শ্লোক ২৯

শুশ্রূষমাণ আচার্যং সদোপাসীত নীচবৎ ।
যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৯ ॥

শুশ্রূষমাণঃ—সেবায় রত; **আচার্যম্**—সদ্‌গুরু; **সদা**—সর্বদা; **উপাসীত**—উপাসনা করা উচিত; **নীচবৎ**—বিনীত সেবক রূপে; **যান**—বিনীতভাবে গুরুদেবের অনুগমন করা; **শয্যা**—গুরুদেবের সঙ্গে বিশ্রাম করে; **আসন**—সেবা করার জন্য গুরুদেবের নিকট উপবেশন করে; **স্থানৈঃ**—দণ্ডায়মান হয়ে গুরুদেবের জন্য অপেক্ষা করা; **ন**—না; **অতি**—বেশি; **দূরে**—দূরে; **কৃতাঞ্জলিঃ**—করজোড়ে।

অনুবাদ

গুরুদেবের সেবার সময় আমাদের বিনীত সেবক রূপে থাকা উচিত, গুরুদেব যখন গমন করেন, শিষ্যের উচিত বিনীতভাবে তাঁর অনুগমন করা। গুরুদেব যখন বিশ্রামের জন্য শয়ন করেন, তখন শিষ্যের উচিত নিকটেই শয়ন করে, তাঁর পাদসম্বাহনাদি সেবা করা। গুরুদেব যখন তাঁর আসনে উপবেশন করবেন, শিষ্য তখন গুরুদেবের আদেশের অপেক্ষায় তাঁর নিকটেই করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকবে। আমাদের উচিত এইভাবে সর্বদা গুরুদেবের অর্চন করা।

শ্লোক ৩০

এবংবৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ ভোগবিবর্জিতঃ ।
বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্ বিভ্রদ্ ব্রতমখণ্ডিতম্ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; **বৃত্তঃ**—নিয়োজিত; **গুরুকুলে**—গুরুদেবের আশ্রমে; **বসেৎ**—বাস করা উচিত; **ভোগ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **বিবর্জিতঃ**—বর্জন করে; **বিদ্যা**—বৈদিক শিক্ষা; **সমাপ্যতে**—সম্পূর্ণ হয়; **যাবৎ**—যতক্ষণ না; **বিভ্রৎ**—পালন করে; **ব্রতম্**—ব্রত (ব্রহ্মচর্যের); **অখণ্ডিতম্**—অখণ্ডভাবে।

অনুবাদ

যতক্ষণ না বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ছাত্রের উচিত গুরুদেবের আশ্রমে নিয়োজিত থাকা। তাকে অবশ্যই (ব্রহ্মচর্য) ব্রত ভঙ্গ না করে, জড় ইন্দ্রিয়তর্পণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীদের কথা বলা হয়েছে, যারা বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে গৃহস্থ আশ্রম বা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে। *এবং বৃত্তঃ* শব্দটি সূচিত করে যে, কালক্রমে বিবাহ করে সমাজে বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ছাত্র জীবনে তাকে নিরহংকার হয়ে সদ্‌গুরুর বিনীত সেবক রূপে থাকতেই হবে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, যাঁরা কখনও বিবাহ করেন না, তাঁদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩১

যদ্যসৌ ছন্দসাং লোকমারোক্ষ্যন্ ব্রহ্মবিষ্টপম্ ।
গুরবে বিন্যসেদ্ দেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্‌ব্রতঃ ॥ ৩১ ॥

যদি—যদি; **অসৌ**—সেই ছাত্র; **ছন্দসাম্ লোকম্**—মহর্লোকে; **আরোক্ষ্যন্**—উপনীত হতে ইচ্ছুক; **ব্রহ্ম-বিষ্টপম্**—ব্রহ্মলোক; **গুরবে**—গুরুদেবকে; **বিন্যসেৎ**—তার অর্পণ করা উচিত; **দেহম্**—তার দেহ; **স্ব-অধ্যায়**—উন্নততর বৈদিক শিক্ষা; **অর্থম্**—উদ্দেশ্য; **বৃহৎ-ব্রতঃ**—অখণ্ড ব্রহ্মচারী।

অনুবাদ

কোনও ব্রহ্মচারী যদি মহর্লোক বা ব্রহ্মলোকে উপনীত হতে চায়, তবে তাকে তার সমস্ত কার্যকলাপ গুরুদেবের নিকট অর্পণ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হতে হবে। তাকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে উন্নততর বৈদিক শিক্ষা অনুশীলনে ব্রতী হতে হবে।

তাৎপর্য

যিনি জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে চান, তাঁকে অবশ্যই কায়মনোবাক্যে সদ্‌গুরুর সেবায় ব্রতী হতে হবে। যিনি ব্রহ্মলোক বা মহর্লোক আদি উন্নততরলোকে উন্নীত হতে চান, তাঁকে অবশ্যই গুরুদেবের সেবায় পূর্ণরূপে মগ্ন হতে হবে। এইভাবে এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের বহু উর্ধ্বে কৃষ্ণলোকে উন্নীত হতে হলে সে বিষয়ে আমাদের যে কতখানি নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হবে তা অনুমান করতে পারি।

শ্লোক ৩২

অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্বভূতেষু মাং পরম্ ।
অপৃথগ্‌ধীরুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্ব্যকল্মষঃ ॥ ৩২ ॥

অগ্নৌ—আগুনে; **গুরৌ**—গুরুদেবে; **আত্মনি**—নিজের প্রতি; **চ**—এবং; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **মাম্**—আমাকে; **পরম্**—পরম; **অপৃথক্-ধীঃ**—নির্দ্বন্দ্বভাবে; **উপাসীত**—পূজা করা উচিত; **ব্রহ্মবর্চস্বী**—যিনি বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছেন; **অকল্মষঃ**—নিষ্পাপ।

অনুবাদ

এইভাবে বৈদিক জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়ে, গুরুদেবের সেবা করার মাধ্যমে সমস্ত প্রকার পাপ এবং দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে, তাকে অগ্নির মধ্যে, গুরুদেবের মধ্যে, তার নিজের মধ্যে এবং সমস্ত জীবের মধ্যে পরমাত্মা রূপে অবস্থিত আমার উপাসনা করতে হবে।

তাৎপর্য

বৈদিক জীবনধারায় অভিজ্ঞ সদ্‌গুরুর প্রতি বিশ্বাস সহকারে সেবা করার ফলে আমরা মহিমান্বিত এবং উদ্ভাসিত হতে পারি। এইভাবে আমরা শুদ্ধ হয়ে পারমার্থিক জ্ঞানাগ্নি নির্বাপনকারী পাপকর্মে যেন নিযুক্ত না হই; আবার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চেয়ে যেন সঙ্কীর্ণমনা মূর্খও না হই। শুদ্ধ মানব হচ্ছে *অপৃথগ্‌-ধী* বা দ্বন্দ্বমুক্ত, কেননা তিনি সর্বত্র পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে শিক্ষা লাভ করেছেন। এইভাবে সারা বিশ্বে সুসংবদ্ধ ভাবে এই মহিমান্বিত চেতনার শিক্ষা প্রদান করা উচিত, যাতে মানব সমাজ শান্তিপূর্ণ এবং মহিমান্বিত হতে পারে।

শ্লোক ৩৩

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষ্বেলনাদিকম্ ।
প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ ॥ ৩৩ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীলোকের প্রতি; **নিরীক্ষণ**—নিরীক্ষণ করা; **স্পর্শ**—স্পর্শ করা; **সংলাপ**—বার্তালাপ করা; **ক্ষ্বেলন**—পরিহাস বা খেলাধুলা করা; **আদিকম্**—ইত্যাদি; **প্রাণিনঃ**—জীবেদের; **মিথুনী-ভূতান্**—মৈথুনরত; **অগৃহস্থঃ**—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচারী; **অগ্রতঃ**—প্রথমতঃ; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত।।

অনুবাদ

যাঁরা বিবাহিত নয়—সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচারীদের—কখনও স্ত্রীলোকদের প্রতি নিরীক্ষণ করে, স্পর্শ করে, বার্তালাপ, পরিহাস বা খেলাধুলা করে সঙ্গ করা উচিত নয়। আবার মৈথুনরত কোনও প্রাণীর সঙ্গ করাও তাদের উচিত নয়।

তাৎপর্য

প্রাণিনঃ বলতে—পাখি, মৌমাছি, মানুষ ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীকেই বোঝায়। প্রায় সমস্ত প্রজাতির মধ্যেই যৌনসংসর্গ সংঘটিত হয় অসম লিঙ্গের সঙ্গে। মনুষ্য সমাজে, সমস্ত প্রকার আমোদ প্রমোদ (গ্রন্থ, বাদ্য, চলচ্চিত্র) এবং উপভোগের স্থান (রেস্তোঁরা, বাজার, অতিথিশালা) এমনভাবে তৈরি হয়েছে, যা যৌন আবেগকে বর্ধিত করে এক অতিরঞ্জিত পরিবেশ সৃষ্টি করে। যিনি বিবাহিত নন,—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থী সকলকেই যৌনসঙ্গ সম্পর্কিত সমস্ত কিছু কঠোরভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। আর কোনও জীবকে, সে পাখি, পোকা বা মানুষই হোক না কেন, কাউকেই যৌন সংসর্গের কোনও অবস্থায় দর্শন করা উচিত নয়। যখন কোনও

পুরুষ কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরিহাস করে, তৎক্ষণাৎ একটি ঘনিষ্ঠ, যৌনভাবোদ্দীপিত পরিবেশ সৃষ্টি করে, যাঁরা ব্রহ্মচর্য পালনে প্রয়াসী, তাঁরা যেন এই সমস্ত এড়িয়ে চলেন। এমনকি কোনও গৃহস্থ যদি এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের প্রতি আসক্ত হন, তবে তিনিও অজ্ঞতার অন্ধকারে পতিত হবেন।

শ্লোক ৩৪-৩৫

শৌচমাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তির্মমার্চনম্ ।
তীর্থসেবা জপোঽস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসংভাষ্যবর্জনম্ ॥ ৩৪ ॥
সর্বাশ্রমপ্রযুক্তোঽয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন ।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়সংযমঃ ॥ ৩৫ ॥

শৌচম্—শুচিতা; **আচমনম্**—আচমন করা; **স্নানম্**—স্নান; **সন্ধ্যা**—সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন এবং সূর্যাস্তে; **উপাস্তিঃ**—ধর্মীয় সেবা; **মম**—আমার; **অর্চনম্**—অর্চন; **তীর্থসেবা**—তীর্থযাত্রা; **জপঃ**—ভগবানের পবিত্র নাম জপ করা; **অস্পৃশ্য**—অস্পৃশ্য; **অভক্ষ্য**—অখাদ্য; **অসম্ভাষ্য**—যা আলোচনার অযোগ্য; **বর্জনম্**—এড়িয়ে চলা; **সর্ব**—সকলের; **আশ্রম**—জীবনের পর্যায়; **প্রযুক্তঃ**—সংযোজিত; **অয়ম্**—এই; **নিয়মঃ**—নিয়ম; **কুল-নন্দন**—প্রিয় উদ্ধব; **মৎ-ভাবঃ**—আমার অস্তিত্ব অনুভব করে; **সর্বভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **মনঃ**—মনের; **বাক্**—বাক্যের; **কায়**—দেহের; **সংযমঃ**—সংযম।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, শুচিতা, আচমন, স্নান, সূর্যোদয়ে, মধ্যাহ্নে এবং সূর্যাস্তে করণীয় ধর্মকর্ম, আমার অর্চন, তীর্থদর্শন, জপ করা, অস্পৃশ্য, অখাদ্য এবং অবাচ্য বর্জন করা ও পরমাত্মা রূপে সর্বজীবে আমার অস্তিত্ব স্মরণ করা—এইগুলি সমাজের সমস্ত সদস্যের কায়মনোবাক্যে পালন করা উচিত।

শ্লোক ৩৬

এবং বৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্মাশয়োঽমলঃ ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **বৃহৎ-ব্রত**—অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের মহান ব্রত; **ধরঃ**—পালন করা; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ইব**—মতো; **জ্বলন্**—উজ্জ্বল হওয়া; **মৎ-ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **তীব্রতপসা**—তীব্র তপস্যার দ্বারা; **দগ্ধ**—দগ্ধ; **কর্ম**—কর্মের; **আশয়ঃ**—প্রবণতা বা মনোভাব; **অমলঃ**—জড় বাসনার কলুষ রহিত।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্যের মহাব্রত পালন করে, সে অগ্নির মতো উজ্জ্বল হয়, আর তীব্র তপস্যা জড় কর্ম সম্পাদনের প্রবণতাকে ভস্মীভূত করে। জড় বাসনার কলুষ মুক্ত হয়ে সে আমার ভক্ত হয়।

তাৎপর্য

মুক্তির পদ্ধতি এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। এক সময় শ্রীল প্রভুপাদ যখন বিমানে করে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর সহযাত্রী এক যাজক, তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যদের লক্ষ্য করেছেন ওদের মুখমণ্ডল বড়ই উজ্জ্বল। শ্রীল প্রভুপাদ এই ঘটনাটি বলতে ভালবাসতেন। আত্মা সূর্য অপেক্ষা উজ্জ্বল, ক্রমান্বয়ে পারমার্থিক শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে ভক্তের বাহ্যিক রূপও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দিব্যজ্ঞানের উজ্জ্বল অগ্নিতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মনোভাবকে ভস্মীভূত করে, তখন সেই ভক্ত, স্বাভাবিকভাবেই তপস্যা করার ফলে জড় ভোগের প্রতি অনাসক্ত হন। সমস্ত তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, কেননা এর দ্বারা তৎক্ষণাৎ জড় বন্ধনের শৃঙ্খল শিথিল হয়ে যায়। যিনি অমল, জড় বাসনামুক্ত, তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত রূপে পরিগণিত হন। জ্ঞান, কর্ম এবং যোগের পন্থায় মন নিজের স্বার্থ বজায় রাখে, কিন্তু ভক্তির পথে মনকে কেবল ভগবানের স্বার্থ দেখতেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এইভাবে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন অমল, সম্পূর্ণ শুদ্ধ।

শ্লোক ৩৭

অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্ যথাজিজ্ঞাসিতাগমঃ ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্ গুর্বনুমোদিতঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ—এইভাবে; **অনন্তরম্**—তারপর; **আবেক্ষ্যন্**—গৃহস্থ জীবনে প্রবেশের বাসনা করে; **যথা**—যথাযথভাবে; **জিজ্ঞাসিত**—অধ্যয়ন করে; **আগমঃ**—বৈদিক শাস্ত্র; **গুরবে**—গুরুদেবকে; **দক্ষিণাম্**—দক্ষিণা; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **স্নায়াৎ**—ব্রহ্মচারী নিজেকে পরিচ্ছন্ন করবে, চুল আঁচড়াবে, ভাল পোশাক ইত্যাদি পরিধান করবে; **গুরু**—গুরুদেব কর্তৃক; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারী বৈদিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছা করলে, গুরুদেবকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করে, স্নান, ক্ষৌরকর্ম, ও যথাযথ বসনাদি পরিধান করবে। তারপর গুরুদেবের দ্বারা অনুমোদিত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তাকে বলে সমাবর্তন, অর্থাৎ গুরুদেবের আশ্রম থেকে বৈদিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ব্রহ্মচারীর নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন। যে ব্যক্তি তার সমস্ত বাসনা ভক্তিযোগে সন্নিবেশিত করতে পারে না, সে গৃহস্থ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়; আর এই বাসনা যদি সংযত না করা হয় তবে তার পতন ঘটে। সকাম কর্ম এবং মনোধর্ম প্রসূত অজ্ঞতার দ্বারা আবৃত হয়ে সে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা বহির্ভূত আনন্দ অনুসন্ধান করে, আর তার ফলে অভক্তে পরিণত হয়। যে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করবে, তাকে তার পারমার্থিক দৃঢ়নিষ্ঠা যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য বৈদিক বিধিবিধানগুলি কঠোরভাবে পালন করতে হবে। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করবে, অন্যদের প্রতি তার আচরণ হবে কপটতাযুক্ত এবং এর ফলে তার সরল শুদ্ধ জীবন পথ থেকে সে পতিত হবে। মন যখন কামের দ্বারা বিড়ম্বিত হয়, তখন সে পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যমূলক বিধানের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে, আর তার অপরাধপ্রবণ মনোভাবের মেঘ তখন তার দিব্যজ্ঞানের আলোককে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে। শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে আমাদের ভালবাসার প্রবণতাকে উপযোগ করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে কিন্তু তাঁর ভক্তের পূজা করে না, তাকে উন্নত বৈষ্ণব বলা যায় না; তাকে একজন অহংকারী ভণ্ড বলেই মনে করতে হবে।"

শ্লোক ৩৮

গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্ বা দ্বিজোত্তমঃ ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথামৎপরশ্চরেৎ ॥ ৩৮ ॥

গৃহম্—গৃহস্থ বাড়ি; **বনম্**—বন; **বা**—অথবা; **উপবিশেৎ**—প্রবেশ করা উচিত; **প্রব্রজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **বা**—অথবা; **দ্বিজ-উত্তমঃ**—ব্রাহ্মণ; **আশ্রমাৎ**—জীবনের একটি অনুমোদিত পর্যায় থেকে; **আশ্রমম্**—অন্য একটি অনুমোদিত পর্যায়ে; **গচ্ছেৎ**—যাওয়া উচিত; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্যথা; **অমৎ-পরঃ**—যে আমার প্রতি শরণাগত নয়; **চরেৎ**—আচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

জড় বাসনা চরিতার্থ করতে ইচ্ছুক ব্রহ্মচারীর উচিত পরিবারের সঙ্গে গৃহে বাস করা, যে গৃহস্থ তার চেতনাকে শুদ্ধ করতে ইচ্ছুক সে বনে গমন করবে, আর শুদ্ধ ব্রাহ্মণের উচিত সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা। যে আমার প্রতি শরণাগত

নয়, তার উচিত পর্যায় ক্রমে এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে উন্নীত হওয়া, কখনও অন্যথা আচরণ করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

যারা ভগবানের প্রতি শরণাগত ভক্ত নয়, তাদের উচিত সমাজের অনুমোদিত পর্যায় অনুসারে বিধিনিষেধগুলি কঠোরভাবে পালন করা। মানব জীবনে ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারটি সামাজিক বিভাগ রয়েছে। যিনি জড় বাসনা চরিতার্থ করতে চান, তাঁর উচিত সাধারণ গৃহস্থ হওয়া, তিনি একটি আরামদায়ক নিবাস স্থাপন করে তার পরিবার প্রতিপালন করবেন। যিনি শুদ্ধিকরণের পন্থা আরও ত্বরান্বিত করতে চান, তিনি তাঁর গৃহ এবং ব্যবসা পরিত্যাগ করে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কোনও পবিত্র বনে বাস করবেন, সেকথা এখানে *বনম্* শব্দে সূচিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে অনেক পবিত্র বন রয়েছে, যেমন বৃন্দাবন এবং মায়াপুর। দ্বিজোত্তম বলতে ব্রাহ্মণদেরকে বোঝায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এরা সবাই দ্বিজ, অর্থাৎ গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ হচ্ছেন দ্বিজোত্তম, বা যাঁরা পারমার্থিক দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তিনি তাঁর তথাকথিত স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন। এখানে বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের কথা বলা হয়েছে, যেহেতু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। সে সম্পর্কে *ভাগবতে* অনেক কাহিনী রয়েছে, তাতে দেখা যায় মহান রাজারা তাঁদের শুদ্ধিকরণের পদ্ধতি ত্বরান্বিত করার জন্য বানপ্রস্থ অবলম্বন করে তাঁদের সম্ভ্রান্ত মহিষীদের সঙ্গে নিয়ে তপস্বীজীবন অবলম্বন করতে বনে গমন করেছেন। ব্রাহ্মণরা অবশ্য সরাসরি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে পারেন।

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেৎ বলতে বোঝায় যে, মানুষ ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মচারী জীবন থেকে গৃহস্থ জীবন, তা থেকে বানপ্রস্থ এবং তারপর সন্ন্যাস আশ্রমে উন্নীত হবেন। *আশ্রমাদাশ্রম্* বলে, আমরা যেন কখনও সমাজের একটি অনুমোদিত পর্যায়ের বাইরে না থাকি আবার আমরা যেন আমাদের উচ্চ পদ থেকে পতিত হয়ে পুনরায় পিছিয়ে না পড়ি, সেই ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যারা ভগবানের প্রতি শরণাগত ভক্ত নয়, তারা যেন কঠোরভাবে এসমস্ত বিধান পালন করে, অন্যথায় তারা খুব সত্বর অধঃপতিত হবে, আর তাদের পাপের ফল তাদেরকে অনুমোদিত মনুষ্য সভ্যতার সীমার বাইরে স্থাপন করবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, অভক্তরা যেন বৈদিক সমাজ বিভাগের আচরণের বিধিবিধানগুলি কঠোরভাবে পালন করেন, পক্ষান্তরে

ভগবানের শুদ্ধভক্ত, যিনি চব্বিশঘণ্টা তাঁর সেবায় রত থাকেন, তিনি এইরূপ সামাজিক বিভাগের ঊর্ধ্বে। তবে, কেউ যদি বৈদিক সমাজ বিভাগের ঊর্ধ্বে বলে অপকর্মে লিপ্ত হয়, তা হলে তাকে ভগবানের উন্নত ভক্ত না বলে জড় জগতের অপক্ক মানুষ বলেই বুঝতে হবে। যে উন্নত ভক্ত, জাগতিক ইন্দ্রিয়তর্পণ থেকে দূরে থাকেন, তিনি বেদের সামাজিক বিভাগের দ্বারা বদ্ধ নন, এইভাবে এমনকি কোন গৃহস্থ ভক্তও তপস্যার জীবন স্বীকার করে, গৃহের থেকে দূরে ভ্রমণ করে কৃষ্ণভাবনা প্রচারে যুক্ত থাকতে পারেন, আবার কোনও সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকদেরও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন। সর্বাপেক্ষা উন্নত ভক্তকে বর্ণাশ্রম পদ্ধতির নিয়মাবলী দ্বারা সীমিত করা যাবে না, তাঁরা সারা বিশ্বে মুক্তভাবে ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করেন। *মৎপর* বলতে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, যিনি ভগবানকে তাঁর হৃদয় ও চেতনায় বেঁধে রাখেন, তাঁদের বোঝায়। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় তর্পণের শিকার হয়ে পতিত হন, তিনি পূর্ণরূপে *মৎপর* পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হননি, তাই তাঁকে সামাজিক বিভাগ এবং বিধান কঠোরভাবে পালন করে, পুণ্যবান মানুষ পর্যায়ে অবস্থান করতে হবে।

শ্লোক ৩৯

গৃহার্থী সদৃশীং ভার্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্ ।
যবীয়সীং তু বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ ॥ ৩৯ ॥

গৃহ—গৃহ; **অর্থী**—প্রার্থী; **সদৃশীম্**—সদৃশ চরিত্রের মানুষ; **ভার্যাম্**—স্ত্রী; **উদ্বহেৎ**—বিবাহ করা উচিত; **অজুগুপ্সিতাম্**—অনিন্দনীয়; **যবীয়সীম্**—কনিষ্ঠ; **তু**—বস্তুত; **বয়সা**—বয়সে; **যাম্**—অপর স্ত্রী; **সবর্ণাম্**—সবর্ণা প্রথমা স্ত্রী; **অনু**—পরে; **ক্রমাৎ**—ক্রমে।

অনুবাদ

যে গৃহস্থ জীবন যাপন করতে চায়, তার উচিত সবর্ণা এবং তার অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠা, অনিন্দনীয়া কন্যাকে বিবাহ করা। কেউ যদি বহু স্ত্রী বিবাহ করতে চায়, তবে তার প্রথমা স্ত্রীর পরবর্তী স্ত্রীরা হবে ক্রমান্বয়ে নিম্নতর বর্ণের।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে,

তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্যেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্ ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাং ভার্যাঃ স্বাঃ শূদ্র জন্মনঃ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষের প্রথমা স্ত্রীকে সর্বদা *সদৃশীম্*, অর্থাৎ তাঁরই মতো হতে হবে। আর এক ভাবে বলা যায়, বুদ্ধিমান মানুষের উচিত বুদ্ধিমতী স্ত্রী বিবাহ করা, বীরপুরুষের উচিত বীরঙ্গনাকে বিবাহ করা, ব্যবসায়ী মানুষ এমন স্ত্রী বিবাহ করবেন যে, তাঁর স্ত্রী যাতে তাঁর কাজে উৎসাহ যোগান, আর শূদ্র বিবাহ করবে কোনও কমবুদ্ধিসম্পন্নাকে। স্ত্রী অবশ্যই বংশ এবং চরিত্রের দিক থেকে অনিন্দনীয়া এবং বয়সে আদর্শগতভাবে পাঁচ থেকে দশ বৎসরের কনিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেউ যদি দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করতে চান, তবে এই শ্লোকে বর্ণিত *বর্ণানুপূর্ব্যেণ* এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথিত *অনুক্রমাৎ* শব্দ অনুসারে, প্রথম বিবাহ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল পরবর্তী নিম্নবর্ণের দ্বিতীয়া স্ত্রী নির্ধারণ করবেন। কেউ যদি তৃতীয় বার বিবাহ করেন, তবে তাঁর স্ত্রী হবেন, পরবর্তী নিম্নতরবর্ণের। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ব্রাহ্মণের প্রথমা স্ত্রী হবেন ব্রাহ্মণী, তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হবেন ক্ষত্রিয় সমাজের, তৃতীয়া স্ত্রী হবেন বৈশ্য সমাজের এবং চতুর্থ স্ত্রী হবেন শূদ্র সমাজের থেকে। ক্ষত্রিয় প্রথম বিবাহ করবেন ক্ষত্রিয় কন্যাকে, তারপর বৈশ্য, আর তারপর শূদ্র কন্যাদের। বৈশ্যরা কেবল দুটি বর্ণ থেকেই বিবাহ করতে পারবেন, আর শূদ্র কেবল শূদ্রাণীকেই বিবাহ করবেন। এইরূপ ক্রম অনুসারে বিবাহ হলে আপেক্ষিক হলেও পরিবারে শান্তি থাকবে। পূর্বশ্লোকে বর্ণিত এই সমস্ত বৈদিক বিবাহ বিধি বিশেষভাবে যাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নন, তাঁদের জন্য।

শ্লোক ৪০

ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্বেষাং চ দ্বিজন্মনাম্ ।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনং চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্ ॥ ৪০ ॥

ইজ্যা—যজ্ঞ; **অধ্যয়ন**—বৈদিক শিক্ষা; **দানানি**—দান; **সর্বেষাম্**—সকলের; **চ**—ও; **দ্বি-জন্মনাম্**—যাঁরা দ্বিজ; **প্রতিগ্রহঃ**—দান গ্রহণ; **অধ্যাপনম্**—বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া; **চ**—ও; **ব্রাহ্মণস্য**—ব্রাহ্মণের; **এব**—মাত্র; **যাজনম্**—অন্যদের জন্য যজ্ঞ করা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—সমস্ত দ্বিজগণ—অবশ্যই যজ্ঞ সম্পাদন করবে, বৈদিক শাস্ত্র চর্চা এবং দান করবে। কেবল ব্রাহ্মণরা, দান গ্রহণ করবে, বৈদিক জ্ঞান শিক্ষা দেবে এবং অন্যদের হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করবে।

তাৎপর্য

সমস্ত সভ্য মানুষের উচিত যজ্ঞ সম্পাদন, দান করা এবং বৈদিক সাহিত্য অনুশীলনে অংশগ্রহণ করা। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা বিশেষত সমাজের আর সকলের জন্য যজ্ঞ

সম্পাদন, প্রত্যেককে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করা এবং প্রত্যেকের নিকট থেকে দান গ্রহণ করতে শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। যোগ্য ব্রাহ্মণদের সহায়তা এবং অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে সমাজের নিম্নবর্ণের লোকেরা সুষ্ঠুভাবে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, যজ্ঞ সম্পাদন অথবা দান করা—এসবের সম্পাদন করতে পারে না, কেননা তাদের প্রয়োজনীয় বুদ্ধি নেই। যখন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা যথার্থ ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা নিজ নিজ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে, আর ফলস্বরূপ সমাজের সবকিছু খুব সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।

শ্লোক ৪১

প্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপস্তেজোযশোনুদম্ ।
অন্যাভ্যামেব জীবেত শিলৈর্বা দোষদৃক্ তয়োঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিগ্রহম্—দান গ্রহণ করা; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **তপঃ**—তপস্যার; **তেজঃ**—পারমার্থিক প্রভাব; **যশঃ**—এবং যশ; **নুদম্**—বিনাশ; **অন্যাভ্যাম্**—অন্য দুটির দ্বারা (বেদশিক্ষা প্রদান ও যজ্ঞ সম্পাদন); **এব**—বাস্তবে; **জীবেত**—ব্রাহ্মণের বাঁচা উচিত; **শিলৈঃ**—মাঠে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করে; **বা**—অথবা; **দোষ**—দোষ; **দৃক্**—দর্শন করা; **তয়োঃ**—সেই দুটির।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ মনে করে যে, অন্যদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করলে তার তপস্যা, ব্রহ্মতেজ এবং যশ বিনষ্ট হবে, তার উচিত ব্রাহ্মণের অন্য দুটি পেশা অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞান প্রদান করা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করা। যদি সেই ব্রাহ্মণ মনে করে যে, এই দুটি পেশাও তার পারমার্থিক পদের পক্ষে আপস করার মতো, তবে তার অন্য কারও উপর নির্ভর না করে ক্ষেতে পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধভক্তের সর্বদা মনে রাখা উচিত, পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৯/২২) বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাম্ যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

"অনন্যচিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে, পরিপূর্ণ ভক্তি সহকারে যাঁরা সর্বদাই আমার উপাসনা করেন, তাঁদের সমস্ত অপ্রাপ্ত বস্তু আমি বহন করি, এবং তাঁদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।"

ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশাদার ভিক্ষুক হওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষে অনেক তথাকথিত ব্রাহ্মণ আছে, ওরা বড় বড় মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে বসে দর্শনার্থীদের নিকট থেকে ভিক্ষা করে। কেউ যদি দান না করে, ওরা ক্রুদ্ধ হয়, আর সেই ব্যক্তিকে ধাওয়া করে। তদ্রূপ, আমেরিকাতে অনেক বড় বড় প্রচারক রয়েছে, যারা বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে ভিক্ষা করে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে। কোনও ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব যদি মনে করেন যে, এইরূপ পেশাদার ভিক্ষুক হয়ে তাঁর তপস্যার হ্রাস হচ্ছে, পারমার্থিক তেজ নষ্ট হচ্ছে আর তাঁর যশ নষ্ট হচ্ছে, তা হলে তাঁর এই পদ্ধতি ত্যাগ করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কেউ সকলের নিকট থেকেই ভিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু কেউ যদি তাঁর ব্যক্তিগত জীবিকার জন্য ভিক্ষা করেন, তবে তা তাঁর তপস্যা, তেজ এবং যশ বিনাশের কারণ হবে। তা হলে সেই ব্রাহ্মণ বৈদিক শিক্ষা প্রদান এবং যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারেন। কিন্তু এমনকি এই পেশাও তাঁকে ভগবৎ বিশ্বাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত করতে পারবে না। যে ব্রাহ্মণ শিক্ষাদানকে তাঁর জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবেন, প্রায়শই তাঁর সেই শিক্ষায় সীমাবদ্ধতা থাকে আর যিনি যজ্ঞ সম্পাদন করবেন, তিনি জড়বাদী উপাসকদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে ব্রাহ্মণ হয়তো বিষম পরিস্থিতিতে পড়ে আপস করে ফেলবেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব সর্বোপরি তাঁর জীবিকার জন্য সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার ওপর নির্ভর করবেন। ভগবান তার ভক্তকে পালন করবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, আর উন্নত বৈষ্ণব কখনও ভগবানের কথায় সন্দেহ করেন না।

শ্লোক ৪২

ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণস্য—ব্রাহ্মণের; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **দেহঃ**—শরীর; **অয়ম্**—এই; **ক্ষুদ্র**—নগণ্য; **কামায়**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; **ন**—না; **ইষ্যতে**—উদ্দিষ্ট; **কৃচ্ছ্রায়**—কষ্টের জন্য; **তপসে**—তপস্যা; **চ**—ও; **ইহ**—এই বিশ্বে; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পর; **অনন্ত**—অসীম; **সুখায়**—সুখ; **চ**—ও।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের শরীর নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়; বরং তার জীবনে কঠিন তপস্যা গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করার পর অসীম আনন্দ উপভোগ করবে।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, ব্রাহ্মণের দেহ আর আত্মাকে একত্রে রাখার জন্য কেন তিনি স্বেচ্ছায় অসুবিধা ভোগ করবেন। এই শ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা করছেন যে, উন্নত মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কঠোর তপস্যা করা, নগণ্য ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য নয়। পারমার্থিক অগ্রগতির দ্বারা মানুষ চিন্ময় স্তরে দিব্য আনন্দে মগ্ন হন, এবং তিনি ক্ষণস্থায়ী জড় দেহের প্রতি মগ্ন হওয়া থেকে বিরত হন। আমাদের উচিত জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু গ্রহণ করে, জড় দেহের প্রতি অনাসক্ত থাকা। কষ্টকর জীবিকা গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ কখনও ভোলেন না যে, জড় দেহের পরিণতি হচ্ছে বার্ধক্যপ্রাপ্ত হওয়া, ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া এবং ক্লেশদায়ক মৃত্যু। এইভাবে সচেতন এবং দিব্য স্তরে থেকে উন্নত ব্রাহ্মণ, জীবনের শেষে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে অসীম দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। এইরূপ উন্নত সচেতনতা ব্যতিরেকে, তাকে কীভাবে যোগ্য ব্রাহ্মণ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে?

যে সমস্ত ভক্ত চব্বিশ ঘন্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারে রত আছেন, তাঁরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সন্ন্যাস স্তরেরও ঊর্ধ্বে, কেননা তাঁরা সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবৎ সেবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আহার করেন, তিনি দেহের তুষ্টির জন্য অত্যন্ত উপাদেয় বা নগণ্য খাদ্য গ্রহণ করেন না। যদিও, উপাদেয় খাদ্য সহ সবকিছুই গ্রহণ করতে হবে ভগবানের জন্য। যে ব্রাহ্মণ ভগবানের মহিমা প্রচারের জন্য দিন-রাত্রি সেবা করছেন না, তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করতে বিবেকে বাধা উচিত। পক্ষান্তরে ত্যাগী বৈষ্ণব প্রচারক সমস্ত প্রকার ধার্মিক মানুষের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন, এবং তাদের পরিবারকে আশীর্বাদ করতে তাদের দ্বারা নিবেদিত মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে পারেন। তদ্রূপ, তিনি সময় সময় নাস্তিক আর নির্বিশেষবাদীদের পরাস্ত করতে শক্তি লাভ করার জন্য উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করেন। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, ভগবানের ভক্ত না হলে কেউ যথেষ্ট যোগ্য ব্রাহ্মণ হতে পারেন না। আর ভক্তদের মধ্যে, যারা কৃষ্ণভাবনা প্রচার করছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ, সে কথা *ভগবদ্গীতার* অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান নিজেই বলেছেন।

শ্লোক ৪৩

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিতুষ্টচিত্তো
ধর্মং মহান্তং বিরজং জুষাণঃ ।

মষ্যর্পিতাত্মা গৃহ এব তিষ্ঠন্
নাতিপ্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিম্ ॥ ৪৩ ॥

শিল-উঞ্ছ—উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ শস্য; **বৃত্ত্যা**—বৃত্তির দ্বারা; **পরিতুষ্ট**—সন্তুষ্ট; **চিত্তঃ**—যার চেতনা; **ধর্মম্**—ধর্ম; **মহান্তম্**—উদার এবং অতিথিপরায়ণ; **বিরজম্**—জড় বাসনা মুক্ত; **জুষাণঃ**—অনুশীলন করছেন; **ময়ি**—আমাতে; **অর্পিত**—অর্পিত; **আত্মা**—যার মন; **গৃহে**—গৃহে; **এব**—এমনকি; **তিষ্ঠন্**—থেকে; **ন**—না; **অতি**—খুব; **প্রসক্তঃ**—আসক্ত; **সমুপৈতি**—লাভ করে; **শান্তিম্**—মুক্তি।

অনুবাদ

কৃষিক্ষেত্রে বা বাজারে পরিত্যক্ত শস্য দানা সংগ্রহ করে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মানসিক ভাবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ব্যক্তিগত বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে, উদার ধর্মনীতি অনুশীলন করে আমাতে তার চেতনা নিবিষ্ট রাখা উচিত। এইভাবে গৃহস্থ রূপে ব্রাহ্মণ অত্যাধিক আসক্ত না হলে গৃহে থেকে সে মুক্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

মহান্তম্ বলতে বোঝায় উদার ধর্মনীতি, যেমন যারা নিমন্ত্রিত নন এবং অপ্রত্যাশিত সেই সমস্ত অতিথিকেও খুব যত্ন সহকারে আপ্যায়ন করা। গৃহস্থদেরকে সর্বদা অন্যদের প্রতি দাতব্য এবং উদার থাকা উচিত। তাঁরা সচেতনভাবে পরিবার জীবনের প্রতি অনর্থক মমতা এবং আসক্তিশূন্য থাকবেন। অতীতে, অত্যন্ত বৈরাগ্য সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণরা বাজারের মাটিতে পড়ে থাকা বা শস্য কাটার পর ক্ষেতে পড়ে থাকা শস্যদানা সংগ্রহ করতেন। এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে *মষ্যর্পিতাত্মা,* অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট মন। জাগতিক পরিস্থিতি নির্বিশেষে, যে কেউ প্রতিনিয়ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করে মুক্তাত্মা হতে পারেন। সে কথা *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/২/১৮৭) বলা হয়েছে—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপি অবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"যে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বাক্যকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেছেন, তিনি এই জড় জগতে থেকেও এবং তথাকথিত বিভিন্ন জড় কার্যে যুক্ত থাকলেও মুক্ত।"

শ্লোক ৪৪

সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং মৎপরায়ণম্ ।
তানুদ্ধরিষ্যে নচিরাদাপদ্ভ্যো নৌরিবার্ণবাৎ ॥ ৪৪ ॥

সমুদ্ধরন্তি—উদ্ধার করা; **যে**—যারা; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণ বা ভক্ত; **সীদন্তম্**—কষ্ট পাচ্ছে (দারিদ্র হেতু); **মৎ-পরায়ণম্**—আমার নিকট শরণাগত; **তান্**—যারা উদ্ধার করেছে; **উদ্ধরিষ্যে**—আমি উদ্ধার করব; **ন চিরাৎ**—অচিরেই; **আপদ্ভ্যঃ**—সমস্ত ক্লেশ থেকে; **নৌঃ**—নৌকা; **ইব**—মতো; **অর্ণবাৎ**—সমুদ্র থেকে।

অনুবাদ

জাহাজ যেমন সমুদ্রে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, তেমনই দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থা থেকে কোনও ব্রাহ্মণ বা ভক্তকে যারা উদ্ধার করে, তাদেরকে আমি সমস্ত বিপর্যয় থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।

তাৎপর্য

কীভাবে ব্রাহ্মণ এবং ভক্তরা জীবনের পূর্ণতা লাভ করে, সে সম্বন্ধে ভগবান বর্ণনা করেছেন। এখন বর্ণনা করছেন, যাঁরা তাঁদের জাগতিক সম্পদ দিয়ে দারিদ্র্যগ্রস্ত ব্রাহ্মণ বা ভক্তদের উদ্ধার করেন, তাঁরাও অনুরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। যদিও কেউ তার জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বজায় রাখতে ভগবৎ সেবার অবহেলা করতে পারেন, তা সত্ত্বেও নিজের কষ্টার্জিত অর্থ ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করে সে ব্যক্তি তাঁর সেই পরিস্থিতির সংশোধন করতে পারেন। সাধু ব্যক্তিদের কঠোর তপস্যার পথ অবলম্বন করা দেখে, পুণ্যবান ব্যক্তিদের উচিত সাধুদের সুখবিধানের ব্যবস্থা করা। ঠিক যেমন একটি নৌকা সমুদ্রে পতিত হতাশ ব্যক্তিকে রক্ষা করে, তেমনই যারা অসহায়ভাবে জড় আসক্তির সমুদ্রে পতিত হয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং ভক্তদের প্রতি দানশীল, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ভগবান উদ্ধার করেন।

শ্লোক ৪৫

সর্বাঃ সমুদ্ধরেদ্ রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ ।
আত্মানমাত্মনা ধীরো যথা গজপতির্গজান্ ॥ ৪৫ ॥

সর্বাঃ—সকল; **সমুদ্ধরেৎ**—নিশ্চয় উদ্ধার করবেন; **রাজা**—রাজা; **পিতা**—পিতা; **ইব**—মতো; **ব্যসনাৎ**—সংকট থেকে; **প্রজাঃ**—প্রজা; **আত্মানম্**—নিজেকে; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **ধীরঃ**—নির্ভয়; **যথা**—যেমন; **গজপতিঃ**—পুরুষ হাতি; **গজান্**—অন্য হাতিদের।

অনুবাদ

প্রধান পুরুষ হাতি যেমন দলের আর সমস্ত হাতিদের রক্ষা করে, এবং নিজেকেও বাঁচায়, তেমনই, নির্ভয় রাজা, পিতার মতো, বিপদ থেকে সমস্ত প্রজাদেরকে রক্ষা করবে এবং নিজেকেও সুরক্ষিত রাখবে।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা সমাপ্ত করার পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন রাজাদের চরিত্র এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন। সমস্ত প্রজাদের বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখা রাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

শ্লোক ৪৬

এবংবিধো নরপতির্বিমানেনার্কবর্চসা ।
বিধূয়েহাশুভং কৃৎস্নমিন্দ্রেণ সহ মোদতে ॥ ৪৬ ॥

এবং-বিধঃ—এইভাবে (নিজেকে এবং প্রজাদের রক্ষা করা); **নরপতিঃ**—রাজা; **বিমানেন**—বিমানে করে; **অর্ক-বর্চসা**—সূর্যের মতো উজ্জ্বল; **বিধূয়**—দূর করে; **ইহ**—পৃথিবীতে; **অশুভম্**—পাপ; **কৃৎস্নম্**—সমস্ত; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রদেব; **সহ**—সঙ্গে; **মোদতে**—আনন্দ করে।

অনুবাদ

এইভাবে যে রাজা প্রজাগণকে এবং নিজেকে তার রাজ্য থেকে সমস্ত পাপ দূরীভূত করে সুরক্ষিত রাখে, সে অবশ্যই সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে ইন্দ্রদেবের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে।

শ্লোক ৪৭

সীদন্ বিপ্রো বণিগ্‌বৃত্ত্যা পণ্যৈরেবাপদং তরেৎ ।
খড়্গেন বাপদাক্রান্তো ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥ ৪৭ ॥

সীদন্—ক্লিষ্ট; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **বণিক্**—বণিকের; **বৃত্ত্যা**—বৃত্তির দ্বারা; **পণ্যৈঃ**—ব্যবসা করে; **এব**—বস্তুত; **আপদম্**—বিপদ; **তরেৎ**—উত্তীর্ণ হওয়া উচিত; **খড়্গেন**—তলোয়ারের দ্বারা; **বা**—বা; **আপদা**—ক্লেশের দ্বারা; **আক্রান্তঃ**—আক্রান্ত; **ন**—না; **শ্ব**—কুকুরের; **বৃত্ত্যা**—পেশার দ্বারা; **কথঞ্চন**—যে কোন উপায়ে।

অনুবাদ

যদি কোনও ব্রাহ্মণ তার স্বাভাবিক কর্তব্য সম্পাদন করে জীবিকা নির্বাহ করতে না পারে, এবং কষ্ট পায়, তবে সে ব্যবসা করে, জড় বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করে এই দুরবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। ব্যবসায়ী হয়েও যদি সে প্রচণ্ড দারিদ্র্যে ভুগতে থাকে, তবে সে তলোয়ার ধারণ করে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে কোনও অবস্থাতেই একজন সাধারণ প্রভু গ্রহণ করে, কুকুরের মতো হতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্ব-বৃত্ত্যা বা "কুকুরের বৃত্তি", বলতে শূদ্রকে বোঝায়, যে একজন প্রভু না পেলে বাঁচতে পারে না। দুর্দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, যিনি নিদারুণ কষ্টে রয়েছেন, তিনি ব্যবসায়ী হতে পারেন, তা না হলে ক্ষত্রিয়, কিন্তু কখনও তার শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করে কোনও কোম্পানীতে চাকরি করা বা মালিক গ্রহণ করা উচিত নয়। যদিও ক্ষত্রিয়দের বৈশ্য অপেক্ষা উন্নত মনে করা হয়, ভগবান এখানে দুর্দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে প্রথমত বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করতে বলেছেন, কেননা তা হিংসা বৃত্তি নয়।

শ্লোক ৪৮

বৈশ্যবৃত্ত্যা তু রাজন্যো জীবেন্মৃগয়য়াপদি ।
চরেদ্ বা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥ ৪৮ ॥

বৈশ্য—ব্যবসায়ী শ্রেণীর; **বৃত্ত্যা**—বৃত্তির দ্বারা; **তু**—বস্তুত; **রাজন্যঃ**—রাজা; **জীবেৎ**—নিজেকে পালন করবেন; **মৃগয়য়া**—শিকার করে; **আপদি**—জরুরী অবস্থায় বা বিপর্যয়ে; **চরেৎ**—আচরণ করবেন; **বা**—বা; **বিপ্র-রূপেণ**—ব্রাহ্মণ রূপে; **ন**—কখনও না; **শ্ব**—কুকুরের; **বৃত্ত্যা**—পেশার দ্বারা; **কথঞ্চন**—কোনও অবস্থাতে।

অনুবাদ

রাজা বা রাজ-পরিবারের লোক, তার সাধারণ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে সমর্থ না হলে, বৈশ্য হতে পারে, শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, অথবা ব্রাহ্মণের মতো অন্যদের বৈদিক শিক্ষা প্রদান করতে পারে। কিন্তু সে যেন কোনও অবস্থাতেই শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন না করে।

শ্লোক ৪৯

শূদ্রবৃত্তিং ভজেদ্ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্ ।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তো ন গর্হ্যেণ বৃত্তিং লিপ্সেত কর্মণা ॥ ৪৯ ॥

শূদ্র—শূদ্রের; **বৃত্তিম্**—বৃত্তি; **ভজেৎ**—গ্রহণ করতে পারে; **বৈশ্যঃ**—বৈশ্য; **শূদ্রঃ**—শূদ্র; **কারু**—শিল্পির; **কট**—ঘাসের তৈরি ঝুড়ি বা মাদুর; **ক্রিয়াম্**—তৈরি করে; **কৃচ্ছ্রাৎ**—কঠিন অবস্থা থেকে; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **ন**—না; **গর্হ্যেণ**—নিকৃষ্ট কিছুর দ্বারা; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **লিপ্সেত**—বাসনা করা উচিত; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

যে বৈশ্য, অর্থাৎ ব্যবসায়ী, নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না, সে শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে, আর যে শূদ্র মালিক পায় না, সে ঝুড়ি বানানো

বা মাদুর তৈরির মতো কোনও সাধারণ কার্য করতে পারে। তবে, যে সমস্ত মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে নিকৃষ্ট একটি বিকল্প পেশা গ্রহণ করে, তাদের উচিত বিপর্যয় অতিক্রান্ত হলেই তা ত্যাগ করা।

শ্লোক ৫০

বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহাবল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ম্ ।
দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রূপাণ্যন্বহং যজেৎ ॥ ৫০ ॥

বেদ-অধ্যায়—বৈদিক জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা; **স্বধা**—স্বধা মন্ত্র অর্পণ করে; **স্বাহা**—স্বাহা মন্ত্র অর্পণ করে; **বলি**—নামমাত্র খাদ্যবস্তু অর্পণ করে; **অন্ন-আদ্যৈঃ**—শস্য দানা, জল ইত্যাদি অর্পণের দ্বারা; **যথা**—অনুসারে; **উদয়ম্**—নিজের উন্নতি; **দেব**—দেবতাগণ; **ঋষি**—ঋষি; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষগণ; **ভূতানি**—আর সমস্ত জীবেরা; **মৎ-রূপাণি**—আমার শক্তির প্রকাশ; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন; **যজেৎ**—উপাসনা করা উচিত।

অনুবাদ

গৃহস্থ জীবনে মানুষের উচিত প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করে ঋষিদের, স্বধা মন্ত্র অর্পণ করে পিতৃপুরুষদের, স্বাহা মন্ত্র অর্পণ করে দেবতাদের, নিজের আহারের কিছু অংশ অর্পণ করে সমস্ত জীবেদের, শস্য এবং জল অর্পণ করে মানুষের পূজা করা। এইভাবে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃপুরুষগণ, জীবেরা এবং মনুষ্যগণকে আমার শক্তির প্রকাশ রূপে জেনে, তার প্রতিদিন এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবান পুনরায় গৃহস্থ জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। এখানে যে পঞ্চবিধ যজ্ঞের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের বিধান প্রদান করা হয়েছে সেগুলি অবশ্যই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের জন্য নয়, বরং যাঁরা জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার প্রতিক্রিয়া দূর করতে চান তাঁদের জন্য উল্লিখিত যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন), গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থীদের দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত থাকতে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। সর্বক্ষণের জন্য নিয়োজিত ইসকনের ভক্তদের জন্য এইরূপ যজ্ঞ সম্পাদনের আর কোনও প্রয়োজন নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/৫/৪১) সে কথা বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়ং ঋণী চ রাজন্ ।

সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"সমস্ত প্রকার দায়দায়িত্ব ত্যাগ করে, যিনি মুক্তিদাতা মুকুন্দের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করে, এই পথ সর্বান্তঃকরণে অবলম্বন করেছেন, তাঁর দেবতা, ঋষি, সাধারণ জীব, আত্মীয়-স্বজন, মনুষ্য সমাজ অথবা পিতৃপুরুষদের প্রতি আর কোনও কর্তব্য বা দায়িত্ব থাকে না।"

শ্লোক ৫১

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জিতেন বা ।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্ ॥ ৫১ ॥

যদৃচ্ছয়া—বিনা প্রচেষ্টায়; **উপপন্নেন**—যা লাভ হয়; **শুক্লেন**—সৎ পেশার দ্বারা; **উপার্জিতেন**—উপার্জিত; **বা**—বা; **ধনেন**—অর্থের দ্বারা; **অপীড়য়ন্**—অসুবিধায় না ফেলা; **ভৃত্যান্**—নির্ভরশীলেরা; **ন্যায়েন**—ন্যায্যভাবে; **এব**—অবশ্যই; **আহরেৎ**—সম্পাদন করা উচিত; **ক্রতূন্**—যজ্ঞ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

অনুবাদ

গৃহস্থ তার অনায়াস লব্ধ বা সদুপায়ে অর্জিত অর্থের দ্বারা পরিবার পরিজনকে ভালভাবে পালন করবে। ক্ষমতা অনুসারে, তার যজ্ঞ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা উচিত।

তাৎপর্য

নিজের ক্ষমতা অনুসারে এবং সুযোগমতো, ধর্মীয় কর্তব্যগুলি যথাসম্ভব পালন করতে হবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ৫২

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি ।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ ৫২ ॥

কুটুম্বেষু—পরিবারের; **ন**—না; **সজ্জেত**—আসক্ত হওয়া উচিত; **ন**—না; **প্রমাদ্যেৎ**—পাগল হওয়া উচিত; **কুটুম্বী**—অনেক পোষ্য পরিবার-পরিজন; **অপি**—যদিও; **বিপশ্চিৎ**—জ্ঞানীব্যক্তি; **নশ্বরম্**—ক্ষণস্থায়ী; **পশ্যেৎ**—দেখা উচিত; **অদৃষ্টম্**—স্বর্গবাসাদি ভবিষ্যৎ পুরস্কার; **অপি**—বস্তুত; **দৃষ্ট-বৎ**—উপলব্ধি হওয়ার মতো।

অনুবাদ

যে গৃহস্থ অনেক পোষ্য পরিবার পরিজনের পালন করছে, সে যেন তাদের প্রতি জাগতিক ভাবে আসক্ত হয়ে না পড়ে, আবার নিজেকে মালিক মনে করেও সে যেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে। বুদ্ধিমান গৃহস্থ দেখবে যে, সে যে সমস্ত সুখ ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে যা লাভ হবে, এ সমস্তই হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী।

তাৎপর্য

গৃহস্থরা প্রায়ই প্রভুর মতো আচরণ করেন, যেমন—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, সন্তানাদিকে আদেশ করছেন, ভৃত্যদের, নাতি-নাতনীদের, গৃহপালিত পশুদের পালন করছেন ইত্যাদি। *ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্বী অপি* বাক্যের দ্বারা সূচিত করে যে, যদিও তিনি পরিবার পরিজন, দাস-দাসী, বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে একজন ক্ষুদ্র প্রভুর মতো আচরণ করেন, তিনি যেন মিথ্যা অহংকারের দরুন নিজেকে প্রকৃতই মালিক মনে করে মানসিক ভারসাম্য না হারান। *বিপশ্চিৎ* শব্দে বোঝায়, সে ব্যক্তিকে ধীর এবং বুদ্ধিমান থাকতে হবে, তাঁর কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের একজন নিত্যদাস।

উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন শ্রেণীর গৃহস্থরা বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। যে কোনও আর্থিক বা সামাজিক শ্রেণীতেই তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ইহলোকে এবং পরলোকে সমস্ত জাগতিক ভোগই হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণামে অর্থহীন। দায়িত্বশীল গৃহস্থের উচিত তাঁর পরিবার এবং পোষ্যদের এমনভাবে পরিচালিত করা, যাতে তারা নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময় জীবন লাভের জন্য ভগবদ্ধাম, গোলোক বৃন্দাবনে উপনীত হয়। স্বল্প আয়ু নিয়ে কেউ যেন মিথ্যা অহংকার বশে প্রভু সেজে না বসেন, অন্যথায় তাঁকে পরিবার সহ বারবার জন্মমৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

শ্লোক ৫৩

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা ॥ ৫৩ ॥

পুত্র—সন্তানাদির; **দার**—স্ত্রী; **আপ্ত**—আত্মীয়; **বন্ধূনাম্**—আর বন্ধুগণ; **সঙ্গমঃ**—সঙ্গ, একত্রে বাস করা; **পান্থ**—পথিক; **সঙ্গমঃ**—সঙ্গ; **অনুদেহম্**—প্রতিবার দেহ পরিবর্তনের সঙ্গে; **বিয়ন্তি**—পৃথক হয়ে যায়; **এতে**—এই সমস্ত; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **নিদ্রা**—নিদ্রা; **অনুগঃ**—সংঘটিত হয়; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

সন্তানাদি, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ লাভ হচ্ছে একটি পথিকের ক্ষণিক সঙ্গলাভের মতো। স্বপ্ন শেষ হলে যেমন স্বপ্নের সমস্ত কিছুই হারিয়ে যায়, তেমনই দেহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়।

তাৎপর্য

পান্থ সঙ্গম বলতে বোঝায় পর্যটকদের ভ্রমণ করার সময় বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোঁরা, ভ্রমণ কেন্দ্র, কোনও অনুষ্ঠান স্থলে, পানীয় জল সংগ্রহের স্থান অথবা ভ্রমণ করতে করতে অন্যদের সঙ্গে সাময়িক মিলন হওয়ার মতো। আমরা এখন অনেক আত্মীয়, বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে রয়েছি, কিন্তু এই জড় দেহ পরিবর্তন করা মাত্রই আমরা এই সমস্ত সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। এটি ঠিক জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের কাল্পনিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতোই। আমরা আমাদের স্বপ্নে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে আসক্ত হয়ে পড়ি, আর তেমনই, 'আমি' এবং 'আমার' মায়াময় ধারণায় আমরা তথাকথিত আত্মীয় ও বন্ধু, যারা আমাদের অহংকার প্রসূত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রদান করে, তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ ক্ষণস্থায়ী অহংকারযুক্ত সঙ্গ আমাদের আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে। তার ফলে জড়মায়ায় থেকে অনর্থক আমরা স্থায়ী ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্টা করি। যে ব্যক্তি পরিবার পরিজন সমন্বিত দেহাত্মবুদ্ধির প্রতি আসক্ত, সে 'আমি' এবং 'আমার' বা সবকিছুই আমি আর সবকিছুই আমার এইরূপ অহংকার ত্যাগ করতে পারে না।

জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ত্যাগ না করে আমরা ভক্তিযোগের দিব্য স্তরে একনিষ্ঠ হতে পারি না, তার ফলে আমরা নিত্য আনন্দের প্রকৃত স্বাদও লাভ করতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, ভগবানের শুদ্ধভক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষণস্থায়ী এবং চপল জড় সম্পর্কের জন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারি না। নিজের গৃহ এবং প্রিয়জনদের ছেড়ে প্রবাসে কেউ হয়তো অন্য কোনও ভ্রমণার্থীর সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে কথাবার্তা শুরু করতে পারেন, কিন্তু এই ধরনের সম্পর্কের কোনও যথার্থ মূল্য নেই। তাই আমাদের উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের হারানো সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা। স্বরূপতঃ আমরা সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আর তাঁর সঙ্গে আমাদের আদি সম্পর্ক হচ্ছে স্নেহ এবং সুখে পূর্ণ। কিন্তু তাঁর থেকে স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করার বাসনার ফলে আমরা মায়া সৃষ্ট, বিভ্রান্তিকর, অনর্থক জড় সম্পর্কের জালে জড়িয়ে পড়ি।

বুদ্ধিমান মানুষের উপলব্ধি করা উচিত যে, এই লোকে অথবা অন্য কোনও জড় লোকে আত্মার জন্য যথার্থ আনন্দ বা সন্তুষ্টি নেই। সুতরাং ভ্রমণের ফলে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত পর্যটকের মতো তার উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত সেবক রূপে নিত্য শান্তি লাভ করার জন্য ভগবদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করা।

শ্লোক ৫৪

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্ বসন্ ।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥ ৫৪ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **পরিমৃশন্**—গভীরভাবে বিচার করে; **মুক্তঃ**—মুক্তাত্মা; **গৃহেষু**—গৃহে; **অতিথিবৎ**—ঠিক অতিথির মতো; **বসন্**—বাস করা; **ন**—না; **গৃহৈঃ**—পারিবারিক পরিস্থিতির দ্বারা; **অনুবধ্যেত**—বদ্ধ হওয়া উচিত; **নির্মমঃ**—আমি মালিক এইরূপ ধারণা রহিত; **নিরহঙ্কৃতঃ**—মিথ্যা অহংকারশূন্য।

অনুবাদ

প্রকৃত পরিস্থিতির সম্বন্ধে গভীরভাবে মনন করে, মুক্তাত্মার উচিত ঠিক একজন অতিথির মতো মমত্ববুদ্ধিশূন্য এবং নিরহংকার হয়ে গৃহে বাস করা। এইভাবে সে পারিবারিক ব্যাপারে বদ্ধ হয়ে বা জড়িয়ে পড়বে না।

তাৎপর্য

'মুক্ত' শব্দটির অর্থ হচ্ছে সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি থেকে মুক্ত। এই মুক্তসঙ্গ পর্যায়ে কোন ব্যক্তি আর কখনও নিজেকে জড় জগতের স্থায়ী বাসিন্দা বলে পরিচয় দেন না। এই মুক্ত পর্যায় এমনকি পরিবার জীবনে অবস্থান করেও লাভ করা যায়। তাতে প্রয়োজন, কেবলমাত্র কৃষ্ণ সংকীর্তনের কার্যক্রম গভীরভাবে গ্রহণ করা, তাতে থাকবে নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তন ও জপ করা, শ্রীবিগ্রহ অর্চন এবং কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যোগদান করা। দৃঢ়তার সঙ্গে কৃষ্ণ সংকীর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ না করে স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণ এবং তার আনুসঙ্গিক সবকিছুর লৌহশৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৫৫

কর্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্ ।
তিষ্ঠেদ্ বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥

কর্মভিঃ—কর্মের দ্বারা; **গৃহ-মেধীয়ৈঃ**—গৃহী জীবনের উপযোগী; **ইষ্ট্বা**—উপাসনা করে; **মাম্**—আমাকে; **এব**—বস্তুত; **ভক্তিমান্**—ভক্ত; **তিষ্ঠেৎ**—গৃহে থাকতে পারে;

বনম্—বনে; বা—বা; উপবিশেৎ—প্রবেশ করতে পারে; প্রজাবান্—দায়িত্ববান সন্তানাদি; বা—বা; পরিব্রজেৎ—সন্ন্যাস নিতে পারেন।

অনুবাদ

যে গৃহস্থভক্ত তার পরিবারের দায়িত্ব পালন করে আমার আরাধনা করে সে গৃহেই থাকতে পারে, তীর্থস্থানে যেতে পারে, অথবা তার যদি দায়িত্ববান পুত্র থাকে, তাহলে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে গৃহস্থের জন্য তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি গৃহেই থাকতে পারেন, অথবা তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে পারেন, তাতে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র তীর্থস্থানে গমন করতে হয়। অথবা তাঁর যদি পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারবে এমন দায়িত্ববান পুত্র থাকে তবে তিনি সন্ন্যাস নিতে পারেন, অর্থাৎ বৈরাগ্য, যাতে জীবনের সমস্ত সমস্যার সুনিশ্চিত সমাধান হবে। তিনটি আশ্রমেই, অন্তিম সাফল্য নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক শরণাগতির উপর। অতএব আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত হওয়া।

শ্লোক ৫৬

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে ॥ ৫৬ ॥

যঃ—যে; তু—কিন্তু; আসক্ত—আসক্ত; মতিঃ—যার চেতনা; গেহে—গৃহের প্রতি; পুত্র—সন্তানাদির জন্য; বিত্ত—এবং অর্থ; এষণ—একান্ত বাসনা; আতুরঃ—উত্যক্ত; স্ত্রৈণঃ—কামুক; কৃপণ—কৃপণ; ধীঃ—যার মনোভাব; মূঢ়ঃ—মূর্খ; মম—সবকিছুই আমার; অহম্—আমিই সবকিছু; ইতি—এইভাবে চিন্তা করে; বধ্যতে—বদ্ধ হয়।

অনুবাদ

কিন্তু যে গৃহস্থের মন তার গৃহের প্রতি আসক্ত, টাকা পয়সা এবং সন্তানাদি নিয়ে উপভোগ করার জন্য উদ্‌গ্রীব, কামাসক্ত, কৃপণ মনোভাব সম্পন্ন, আর যে মূর্খের মতো চিন্তা করে, "সবই আমার আর আমিই সবকিছু", সে সুনিশ্চিতরূপে মায়ার দ্বারা বদ্ধ।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার দ্বারা হৃদয় পরিশুদ্ধ না করে, কেউ হয়তো মনকে মায়াময় পারিবারিক আসক্তি থেকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক বা মনোবিদ্যার পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন, তবুও তিনি অনিবার্যভাবে জড় আসক্তির জালে আটকে

যাবেন। কৃপণ গৃহস্থ অন্য কারো প্রতি করুণা না করে কেবলমাত্র তার নিজের পরিবার বা সমাজের চিন্তা করে অহংকারী, কামাসক্ত, সর্বদা অর্থ এবং সন্তানাদি নিয়ে ভোগে মত্ত থাকে। এইভাবে জড়বাদী গৃহস্থ অসহায়ভাবে উদ্বেগের তরঙ্গে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ৫৭

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্যা বালাত্মজাত্মজাঃ ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৫৭ ॥

অহো—হায়; **মে**—আমার; **পিতরৌ**—পিতামাতা; **বৃদ্ধৌ**—বৃদ্ধ; **ভার্যা**—স্ত্রী; **বালা-আত্মজা**—কোলে তার শিশু সন্তান; **আত্মজাঃ**—আর আমার অন্য নাবালক সন্তানাদি; **অনাথাঃ**—যাদের রক্ষা করার কেউ নেই; **মাম্**—আমাকে; **ঋতে**—ব্যতীত; **দীনাঃ**—হতভাগ্য; **কথম্**—পৃথিবীতে কিভাবে; **জীবন্তি**—বাঁচতে পারবে; **দুঃখিতাঃ**—প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে।

অনুবাদ

আহা, আমার দরিদ্র বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশুসন্তান কোলে আমার স্ত্রী, আমার অন্যান্য নাবালক সন্তানেরা! আমি ছাড়া ওদের রক্ষা করার মতো কেউ নেই, আর ওরা অসহনীয় দুঃখ ভোগ করবে। আমাকে ছাড়া আমার হতভাগ্য আত্মীয়-স্বজন কী করে বাঁচবে?

শ্লোক ৫৮

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্ ।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥ ৫৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **গৃহ**—তার গৃহে; **আশয়**—গভীর বাসনায়; **আক্ষিপ্ত**—বিহ্বল; **হৃদয়ঃ**—তার হৃদয়; **মূঢ়**—মূর্খ; **ধীঃ**—যার দৃষ্টিকোন; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **অতৃপ্তঃ**—অতৃপ্ত; **তান্**—তাদের (পরিবারের লোকেরা); **অনুধ্যায়ন্**—প্রতিনিয়ত চিন্তা করে; **মৃতঃ**—মারা যায়; **অন্ধম্**—অন্ধতা; **বিশতে**—প্রবেশ করে; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

এইভাবে মূর্খ মনোভাবের ফলে যে গৃহস্থের হৃদয় পরিবারের প্রতি আসক্তিতে বিহ্বল, সে কখনও সন্তুষ্ট নয়। প্রতিনিয়ত তার পরিবারের চিন্তায় মৃত্যুবরণ করে সে অজ্ঞতার অন্ধকারে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

অন্ধং *বিশতে তমঃ* বলতে বোঝায়, আসক্ত গৃহস্থ তার পরজন্মে নিশ্চিতরূপে অধঃপতিত হবে, তার কারণ হচ্ছে, দেহাত্মবুদ্ধির ফলে তার অজ্ঞমনোভাব, যাকে বলে *মূঢ়ধী*। অন্যভাবে বলা যায়, নিজেকে সবকিছুরই কেন্দ্র রূপে চিন্তা করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগ করার পর সে নিকৃষ্ট জীবযোনি লাভ করে। তাই যে কোনও উপায়ে, আমাদের মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করতে হবে, আর অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে কৃষ্ণভাবনাময় বাস্তব জীবনে উপনীত হতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ণাশ্রম পদ্ধতি বর্ণন' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণনা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে উদ্ধবের নিকট বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমে উপনীত ব্যক্তিদের কর্তব্য এবং যথার্থ ধর্মাচরণের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

যিনি বানপ্রস্থ জীবন অবলম্বন করবেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পুত্রদের তত্ত্বাবধানে রাখবেন, অথবা সঙ্গে নিয়ে শান্তিপূর্ণ মনে তাঁর জীবনের তৃতীয় পর্যায়টি বনে অতিবাহিত করবেন। বনজাত কন্দ, ফল, মূল ইত্যাদি কখনও রান্না করা শস্য, আর কখনও বা যথা সময়ে পরিপক্ক ফল খাদ্য হিসাবে তিনি গ্রহণ করবেন। এ ছাড়াও, গাছের বাকল, ঘাস, পাতা বা মৃগচর্ম তিনি পরিধান করবেন। চুল, দাড়ি বা নখ না কেটে তপস্যা করাও তাঁর জন্য বিধেয়, তাঁর অঙ্গের ময়লা দূর করার জন্য কোনও বিশেষ চেষ্টা করাও অনুমোদিত নয়। তিনি প্রতিদিন তিন বার ঠাণ্ডা জলে স্নান করবেন এবং ভূমি শয্যায় শয়ন করবেন। গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রে চারি পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং শীতকালে তিনি আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত থাকবেন। দাঁত মাজা, পরে খাওয়ার জন্য সংগৃহীত খাদ্য মজুত করা এবং ভগবানকে পশুমাংস অর্পণ করে পূজা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী যদি তাঁর জীবনের বাকি সময়টি এইরূপ কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারেন, তবে তিনি তপলোকে উন্নীত হবেন।

জীবনের চতুর্থ অংশটি হচ্ছে সন্ন্যাসের জন্য। ব্রহ্মলোক আদি বিভিন্ন লোকে উপনীত হয়ে সেখানে বাস করার আসক্তি তাঁকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে হবে। এইরূপ জড় জাগতিক উন্নতির বাসনা হচ্ছে তাঁর জড় কর্মের ফল। উচ্চলোকে বাস করার প্রচেষ্টা তাঁকে সর্বোপরি ক্লেশই প্রদান করে, এইরূপ উপলব্ধি হলেই কেবল তাঁর বৈরাগ্য অবলম্বন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। সন্ন্যাস গ্রহণের পদ্ধতি হচ্ছে, যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা, নিজের সর্বস্ব পুরোহিতদের দান করা, আর নিজ হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞাগ্নি স্থাপন করা। সন্ন্যাসীর জন্য স্ত্রীসঙ্গ বা এমনকি স্ত্রীদর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর। কোনও জরুরী অবস্থা ব্যতিরেকে সন্ন্যাসী কৌপীন বা তার ওপর সাধারণ একখানি আবরণ ব্যতীত কোনকিছুই পরিধান করবেন না। দণ্ড আর কমণ্ডলু ছাড়া তিনি সঙ্গে কিছুই রাখবেন না। জীবের প্রতি সমস্ত প্রকার হিংসা পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে তিনি সংযত হবেন। অনাসক্ত এবং আত্মায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি একা পর্বত, নদী

এবং বনের মতো পবিত্র স্থানে ভ্রমণ করবেন। এইভাবে রত হয়ে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণ করবেন এবং নির্ভয় ও নির্জন স্থানে বাস করবেন। অভিশপ্ত বা পতিত ব্যতীত সমাজের চার বর্ণের যে কোনও সাতটি গৃহ থেকে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। যা কিছু খাদ্যবস্তু তিনি সংগ্রহ করবেন, তা শুদ্ধ হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করে সেই অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ তিনি গ্রহণ করবেন। এইভাবে তাঁকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ইন্দ্রিয়তর্পণের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বন্ধন, আর ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে ভগবান মাধবের সেবায় নিয়োজিত করা হচ্ছে মুক্তি। কেউ যদি জ্ঞান ও বৈরাগ্যরহিত, কামাদি ষড় রিপু এবং দুর্দান্ত অসংযত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা উত্যক্ত হন অথবা কেবল তাঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তবে তিনি আত্মহত্যার ফল লাভ করবেন।

পরমহংস কোনও বিধান বা নিষেধাজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত, তিনি বাহ্যিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, এমনকি মুক্তির মতো সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় তর্পণের লক্ষ্য থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি পার্থক্য নিরূপণে দক্ষ, শিশুর মতো সরল, এবং গর্ব বা অপমান বোধ থেকেও মুক্ত। যথার্থ দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও বোকার মতো থাকেন, আর যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েও নিজেকে অজ্ঞের মতো রাখেন এবং অসংলগ্নভাবে কথা বলেন। যথার্থ বৈদিক জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়েও অগোছালো ভাবে আচরণ করেন। তিনি অন্যদের খারাপ কথাও সহ্য করেন এবং কারো প্রতি বিদ্বেষপোষণ করেন না। তিনি কারো সাথে শত্রুতা করেন না বা অনর্থক তর্ক করেন না। তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বজীবে এবং ভগবানের মধ্যে সর্বজীবকে দর্শন করেন। পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার জন্য শরীর সুস্থ রাখতে বিনা প্রচেষ্টায় লব্ধ যা কিছু উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট খাদ্য, বস্ত্র এবং শয্যা লাভ হয়, তা গ্রহণ করেন। যদিও শরীর নির্বাহের জন্য তাঁর খাদ্য বস্তু সংগ্রহের চেষ্টা করতে হয়, তিনি কিন্তু কিছু পেলে আনন্দিত বা কোনও কিছু না পেলে হতাশ হন না। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বৈদিক বিধান বা নিষেধাজ্ঞার ঊর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তিনি বিবিধ কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। তেমনই পরমহংস, বৈদিক বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে উপনীত হলেও বিবিধ কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে যেহেতু তাঁর দ্বন্দ্বভাব দূরীভূত হয়েছে, এবং তাঁর মন ভগবানে নিবিষ্ট হওয়ার ফলে জড় দেহ ত্যাগ করার পর তিনি সার্ষ্টি মুক্তি লাভ করেন, তখন তিনি ভগবানের মতো ঐশ্বর্যশালী হন।

নিজের কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করবেন। পূর্ণ বিশ্বাসে, হিংসাশূন্য হয়ে, ভক্তিযুক্তভাবে শিষ্যের কর্তব্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন

জ্ঞানে গুরুদেবের সেবা করা। ব্রহ্মচারীর প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবের সেবা করা। গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে জীবে দয়া এবং যজ্ঞ সম্পাদন, বানপ্রস্থীর কর্তব্য তপস্যা, আর সন্ন্যাসী হবেন আত্মসংযত এবং অহিংস। ব্রহ্মচর্য (গৃহস্থের পক্ষে ঋতুকালে মাসে একবার ভার্যাগমন ব্যতীত বাকি সব সময়), তপস্যা, পরিচ্ছন্নতা, আত্ম-সন্তুষ্টি, সর্বজীবে বন্ধুত্বভাব এবং সর্বোপরি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা হচ্ছে প্রতিটি জীবের কর্তব্য। অন্য কোন ব্যক্তির উপাসনায় ব্রতী না হয়ে, সমস্ত জীবকে পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবানের নিবাসস্থল রূপে ভেবে, নিজের অনুমোদিত কর্তব্য পালন করে, সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে আমরা ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি লাভ করতে পারি। বেদের কর্মকাণ্ড বিভাগের অনুগামীরা তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিতৃলোক আদি উর্ধ্বলোকে উন্নীত হন, কিন্তু তাঁরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তি লাভ করতে পারেন, তবে এই সমস্ত কর্মের দ্বারাই তাঁরা মুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেন।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

বনং বিবিক্ষুঃ পুত্রেষু ভার্যাং ন্যস্য সহৈব বা।
বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বনম্**—বন; **বিবিক্ষুঃ**—প্রবেশ করতে ইচ্ছুক; **পুত্রেষু**—পুত্রদের মধ্যে; **ভার্যাম্**—স্ত্রী; **ন্যস্য**—ন্যস্ত করে; **সহ**—একসঙ্গে; **এব**—বস্তুত; **বা**—বা; **বনে**—বনে; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **বসেৎ**—বাস করা উচিত; **শান্তঃ**—শান্ত মনে; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয়; **ভাগম্**—ভাগ; **আয়ুষঃ**—জীবনের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে চায়, তার উচিত স্ত্রীকে যোগ্য পুত্রদের হাতে ন্যস্ত করে অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই শান্ত মনে বনে প্রবেশ করা।

তাৎপর্য

কলিযুগে মানুষ সাধারণত একশত বৎসরের বেশি বাঁচে না, আর সেটাও এখন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ একশত বৎসর বাঁচার আশা করেন, তাঁর উচিত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করা, আর পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি পূর্ণ বৈরাগ্য অবলম্বন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। কলিযুগে যেহেতু খুব কম সংখ্যক মানুষ একশত বৎসর বাঁচেন, তাই তাঁদের সেই

অনুসারে সময়ের হিসাব করে নিতে হবে। বানপ্রস্থ হচ্ছে জাগতিক পরিবার জীবন থেকে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যের স্তরে উপনীত হওয়ার ক্রমপন্থা।

শ্লোক ২

কন্দমূলফলৈর্বন্যৈর্মেধ্যৈর্বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ ।
বসীত বল্কলং বাসস্তৃণপর্ণাজিনানি বা ॥ ২ ॥

কন্দ—কন্দ; **মূল**—মূল; **ফলৈঃ**—এবং ফল; **বন্যৈঃ**—যা বনে উৎপন্ন হয়; **মেধ্যৈঃ**—শুদ্ধ; **বৃত্তিম্**—জীবিকা নির্বাহ; **প্রকল্পয়েৎ**—ব্যবস্থা করা উচিত; **বসীত**—পরিধান করা উচিত; **বল্কলম্**—গাছের বাকল; **বাসঃ**—বস্ত্ররূপে; **তৃণ**—ঘাস; **পর্ণ**—পাতা; **অজিনানি**—মৃগচর্ম; **বা**—বা।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে মানুষ কন্দ, মূল ও বনজ ফল আহার করে জীবন ধারণ করবে। সে পরিধান করবে গাছের বাকল, ঘাস, পাতা অথবা পশু-চর্ম।

তাৎপর্য

বনবাসী ত্যাগী ঋষি কোনও পশুহত্যা করেন না, তাঁরা স্বাভাবিকভাবে মৃত পশুর চর্ম সংগ্রহ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *মনুসংহিতার* একটি অংশ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, *মেধ্যৈঃ* বা 'শুদ্ধ' বলতে বোঝায় বনবাসী ঋষিরা তথাকথিত ঔষধ রূপেও কোনও মধুজাত মদ্য, পশুমাংস, কোমল ছত্রাক, অন্যান্য প্রকার ছত্রাক, সজনের ডাঁটা, বিহ্বলকারী বা মাদক মূল আদি গ্রহণ করবেন না।

শ্লোক ৩

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াদ্ দতঃ ।
ন ধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥ ৩ ॥

কেশ—মাথার চুল; **রোম**—গায়ের লোম; **নখ**—হাতের এবং পায়ের নখ; **শ্মশ্রু**—দাড়ি; **মলানি**—দেহের বর্জ্য পদার্থসমূহ; **বিভৃয়াৎ**—সহ্য করা উচিত; **দতঃ**—দন্ত; **ন ধাবেৎ**—মার্জন করা উচিত নয়; **অপ্সু**—জলে; **মজ্জেত**—স্নান করা উচিত; **ত্রিকালম্**—দিনে তিন বার; **স্থণ্ডিলে**—ভূমিতে; **শয়ঃ**—শয়ন করা।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী তার চুল, দাড়ি, লোম এবং নখ কাটবে না, অসময়ে পায়খানা বা প্রস্রাব করবে না ও দাঁতের পরিচর্যার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করবে না। দিনে তিন বার জলে স্নান করে খুশি থাকবে, আর ভূমিতে শয়ন করবে।

শ্লোক ৪

গ্রীষ্মে তপ্যেত পঞ্চাগ্নীন্ বর্ষাস্বাসারষাড় জলে ।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশির এবং বৃত্তস্তপশ্চরেৎ ॥ ৪ ॥

গ্রীষ্মে—গ্রীষ্মকালে; **তপ্যেত**—তপস্যা করা উচিত; **পঞ্চ-অগ্নীন্**—পাঁচ প্রকারের আগুন (মাথার ওপর সূর্য এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ জ্বলন্ত অগ্নি); **বর্ষাসু**—বর্ষাকালে; **আসার**—মুষলধারে বৃষ্টি; **ষাট্**—সহ্য করা; **জলে**—জলে; **আকণ্ঠ**—আকণ্ঠ; **মগ্নঃ**—মজ্জিত; **শিশিরে**—শীতকালের শীতলতম অংশে; **এবম্**—এইভাবে; **বৃত্তঃ**—রত হয়ে; **তপঃ**—তপস্যা; **চরেৎ**—পালন করা উচিত।

অনুবাদ

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত করে প্রখর সূর্যের তাপে অবস্থান করবে, বর্ষাকালে প্রচণ্ড বর্ষণের সময় বাহিরে থাকবে, আর শীতকালের প্রচণ্ড শীতে নিজেকে শীতলজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখবে। বানপ্রস্থ আশ্রমে মানুষ এইভাবে তপস্যা করবে।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তর্পণে রত, জীবনের শেষে তার ভোগসুখবাদী পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া খণ্ডন করার জন্য কঠোর তপস্যা করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণভাবনা লাভ করেন, তাঁর জন্য এই ধরনের প্রচণ্ড তপস্যার প্রয়োজন নেই। *পঞ্চরাত্রে* বলা হয়েছে—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥

"যদি শ্রীহরির আরাধনা করা হয়, তা হলে কঠোর তপস্যার কী প্রয়োজন? কেন না তপস্যার লক্ষ্যবস্তু তো লাভ হয়েই গেছে। আর সমস্ত রকমের তপস্যা করেও যদি শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা না যায়, তা হলে তপস্যার কোনও মূল্য নেই; কেননা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া সকল তপস্যাই বৃথা শ্রম মাত্র। শ্রীহরি যে সর্বব্যাপক, তিনি যে অন্তরে ও বাইরে সর্বত্রই আছেন, এই উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, তপস্যার তাঁর কী প্রয়োজন? আর শ্রীহরি যে সর্বব্যাপক, এই উপলব্ধিই যদি না হল, তা হলে সব তপস্যাই বৃথা।"

শ্লোক ৫

অগ্নিপক্বং সমশ্নীয়াৎ কালপক্কমথাপি বা ।
উলূখলাশ্মকুট্টো বা দন্তোলূখল এব বা ॥ ৫ ॥

অগ্নি—আগুন দ্বারা; **পক্কম্**—প্রস্তুত খাদ্য; **সমশ্নীয়াৎ**—আহার করা উচিত; **কাল**—কালের দ্বারা; **পক্কম্**—আহার যোগ্য; **অথ**—অন্যথায়; **অপি**—বস্তুত; **বা**—বা; **উলূখল**—উদূখল দ্বারা; **অশ্ম**—এবং পাথর; **কুট্টঃ**—চূর্ণ, পেষিত; **বা**—অথবা; **দন্ত**—দাঁতের সাহায্যে; **উলূখলঃ**—উদূখল রূপে; **এব**—বস্তুত; **বা**—বা, বিকল্প হিসাবে।

অনুবাদ

সে আগুনে রান্না করা শস্য অথবা যথা সময়ে পক্ব ফল আহার করতে পারে। সেই খাদ্য সে কোনও কিছু দিয়ে পেষাই করে অথবা নিজের দাঁত দিয়ে পেষাই করেও খেতে পারে।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় বিধান রয়েছে যে, পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের জন্য শেষ বয়সে তীর্থস্থানে বা বনে গমন করা উচিত। পবিত্র বনে তাঁরা রেস্তোঁরা, বৃহত্তর বাজার, তৈরি খাদ্যের দোকান, এ সব কোনও কিছুই পাবেন না, তাই ইন্দ্রিয়তর্পণ কম করে তাকে অবশ্যই সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। যদিও পাশ্চাত্যদেশের মানুষ প্রস্তুত করা খাদ্যই গ্রহণ করে, যিনি সরলভাবে জীবন যাপন করবেন, তাঁকে নিজেকেই খাদ্য বাছাই, পেষাই ইত্যাদি করে নিতে হবে। সেই কথাই এখানে বলা হয়েছে।

শ্লোক ৬

স্বয়ং সঞ্চিনুয়াৎ সর্বমাত্মনো বৃত্তিকারণম্ ।
দেশকালবলাভিজ্ঞো নাদদীতান্যদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

স্বয়ম্—নিজে; **সঞ্চিনুয়াৎ**—সংগ্রহ করা উচিত; **সর্বম্**—সব কিছু; **আত্মনঃ**—তার নিজের; **বৃত্তি**—জীবিকা; **কারণম্**—সহায়তা করা; **দেশ**—বিশেষ স্থান; **কাল**—সময়; **বল**—এবং নিজের শক্তি; **অভিজ্ঞঃ**—অভিজ্ঞ; **ন আদদীত**—নেওয়া উচিত নয়; **অন্যদা**—অন্য সময়ের জন্য; **আহৃতম্**—সংগৃহীত বস্তু।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ অবলম্বনকারীর উচিত, যত্ন সহকারে দেশ, কাল এবং নিজের ক্ষমতা অনুসারে তার শরীর নির্বাহের জন্য নিজেই সবকিছু সংগ্রহ করা। ভবিষ্যতের জন্য তার কোনও কিছু সংগ্রহ করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

বৈদিক নিয়ম অনুসারে তপস্বী তাঁর তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মতোই কেবল সংগ্রহ করবেন, খাদ্যবস্তু পাওয়া মাত্র তাঁর পূর্ব সঞ্চিত খাদ্য ত্যাগ করা উচিত, ফলে অতিরিক্ত সঞ্চয় হবে না। এই নিয়মের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসে নিবদ্ধ রাখা। পুনরায় ব্যবহারের জন্য তাঁর কখনও খাদ্য বস্তু বা দৈহিক প্রয়োজনের কোনও কিছু মজুত করা উচিত নয়। *দেশ-কাল-বলাভিজ্ঞ* বলতে বোঝায় যে, বিশেষ কোনও কঠিন স্থানে, জরুরী সময়ে অথবা ব্যক্তিগত অক্ষমতার জন্য এই সমস্ত কঠোর নিয়মাবলী পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই কথাই বলেছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, যদি না কেউ সম্পূর্ণ অক্ষম হন, ব্যক্তিগত নির্বাহের জন্য তাঁর অন্যদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়, কেননা তাতে যে ঋণ সৃষ্টি হবে, তা শোধ করার জন্য তাঁকে পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। যাঁরা ব্যক্তিগত শুদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করছেন, এই সমস্ত কেবল তাঁদেরই জন্য প্রযোজ্য, ভগবৎ-সেবায় রত কৃষ্ণভক্তদের জন্য নয়। শুদ্ধ ভক্ত ভগবৎ-সেবার জন্যই কেবল আহার করেন, পোশাক পরেন, এবং কথা বলেন, তার জন্য যা কিছু সহায়তা তিনি গ্রহণ করেন, তা তাঁর নিজের জন্য নয়। পরমেশ্বর ভগবানের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য তিনি সম্পূর্ণ শরণাগত। যাঁরা সেইভাবে শরণাগত নন, তাঁদেরকে অন্যদের থেকে গৃহীত ঋণ শোধ করার জন্য পুনরায় জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ৭

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশৈর্নির্বপেৎ কালচোদিতান্ ।
ন তু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী ॥ ৭ ॥

বন্যৈঃ—বনে লব্ধ; **চরু**—ধান, যব এবং ডাল ইত্যাদি আহুতি দিয়ে; **পুরোডাশৈঃ**—বন্য চাল দিয়ে তৈরি যজ্ঞের জন্য পিঠা; **নির্বপেৎ**—অর্পণ করা উচিত; **কাল-চোদিতান্**—যজ্ঞানুষ্ঠান, যেমন আগ্রয়ণ, যা ঋতু অনুসারে অর্পিত হয় (আগ্রয়ণ বলতে বোঝায় বর্ষার পর উৎপন্ন প্রথম ফলাদি); **ন**—কখনও না; **তু**—বস্তুত; **শ্রৌতেন**—বেদে উল্লিখিত; **পশুনা**—পশু যজ্ঞের দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **যজেত**—উপাসনা করতে পারে; **বন-আশ্রমী**—যিনি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে বনে গমন করেছেন।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেছে, সে বনজ শস্য এবং চাল দিয়ে পিষ্টক বানিয়ে, চরু সহ ঋতু অনুসারে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করবে। সেই ব্যক্তি কখনও আমাকে পশুযজ্ঞ অর্পণ করবে না, এমনকি তা যদি বেদেও উল্লেখ থাকে।

তাৎপর্য

বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনকারী কখনও পশুযজ্ঞ সম্পাদন করবেন না বা মাংসাহার করবেন না।

শ্লোক ৮

অগ্নিহোত্রং চ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ পূর্ববৎ।
চাতুর্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ ॥ ৮ ॥

অগ্নি-হোত্রম্—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ; চ—এবং; দর্শঃ—অমাবস্যার দিনে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ; চ—ও; পৌর্ণ-মাসঃ—পূর্ণিমা যজ্ঞ; চ—এবং; পূর্ব-বৎ—পূর্বের মতো, গৃহস্থ আশ্রমের; চাতুঃ-মাস্যানি—চাতুর্মাস্যের ব্রত এবং যজ্ঞ; চ—এবং; মুনে—বানপ্রস্থ অবলম্বনকারীর; আম্নাতানি—উল্লিখিত; চ—এবং; নৈগমৈঃ—দক্ষ বেদজ্ঞদের দ্বারা।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বনকারী অগ্নিহোত্র, দর্শ এবং পৌর্ণমাস যজ্ঞ সম্পাদন করবে, যেমনটি সে গৃহস্থ আশ্রমে করত। সে চাতুর্মাস্য ব্রত সম্পাদন করবে, যেহেতু এগুলি দক্ষ বেদজ্ঞদের দ্বারা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনকারীর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস এবং চাতুর্মাস্য, এখানে উল্লিখিত এই চারটি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বৈদিক অনুষ্ঠানাদির জটিলতা এড়িয়ে প্রত্যেকের উচিত কেবল—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে জপ এবং কীর্তন করা। কেউ যদি মহামন্ত্র জপও না করেন, আবার এই সমস্ত অনুষ্ঠানও না করেন, তবে তিনি হয়ে উঠবেন নাস্তিক মূর্খ, পাষণ্ডী।

শ্লোক ৯

এবং চীর্ণেন তপসা মুনির্ধমনিসন্ততঃ।
মাং তপোময়মারাধ্য ঋষিলোকাদুপৈতি মাম্ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **চীর্ণেন**—অভ্যাসের দ্বারা; **তপসা**—তপস্যার; **মুনিঃ**—বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী সাধু; **ধমনি-সন্ততঃ**—এমনই শীর্ণকায় হয়ে গেছেন যে, তাঁর সর্বাঙ্গের শিরাগুলি দেখা যাচ্ছে; **মাম্**—আমাকে; **তপঃ-ময়ম্**—সমস্ত তপস্যার লক্ষ্য; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **ঋষি-লোকাৎ**—মহর্লোকের উর্ধ্বে; **উপৈতি**—লাভ করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

এইভাবে কঠোর তপস্বী বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী, জীবন ধারণের জন্য অতি সামান্যই কোনও কিছু গ্রহণ করে। সে এত শীর্ণকায় হয়ে যায় যে, তাকে কেবল অস্থি চর্মসার বলে মনে হয়। এইভাবে কঠোর তপস্যার দ্বারা আমার আরাধনা করে, সে মহর্লোকে গমন করে আর তারপর সরাসরি আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

যে বানপ্রস্থী ভগবানের প্রতি শুদ্ধভক্তি লাভ করেন, তিনি বানপ্রস্থ আশ্রমেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হতে না পারেন, তিনি প্রথমে ঋষিলোক বা মহর্লোকে গমন করেন এবং সেখান থেকে সরাসরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন।

বিধি এবং নিষেধগুলি কঠোরভাবে পালন করে মহর্লোক বা ঋষিলোকে গমন করা যায়। ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের *(শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ)* প্রতি রুচি না জন্মালে, ভগবদ্ধাম, গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার মতো প্রকৃত মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং মহর্লোকে উপনীত হয়ে অকৃতকার্য ঋষি শ্রবণ এবং কীর্তনের প্রতি আরও মনোনিবেশ করেন, এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন।

শ্লোক ১০

যস্ত্বেতৎ কৃচ্ছ্রতশ্চীর্ণং তপো নিঃশ্রেয়সং মহৎ ।
কামায়াল্পীয়সে যুঞ্জ্যাদ্ বালিশঃ কোঽপরস্ততঃ ॥ ১০ ॥

যঃ—যে; **তু**—বস্তুত; **এতৎ**—এই; **কৃচ্ছ্রতঃ**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **চীর্ণম্**—দীর্ঘকালের জন্য; **তপঃ**—তপস্যা; **নিঃশ্রেয়সম্**—অন্তিম মুক্তিপ্রদ; **মহৎ**—মহান; **কামায়**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; **অল্পীয়সে**—নগণ্য; **যুঞ্জ্যাৎ**—অভ্যাস করে; **বালিশঃ**—এইরূপে মূর্খ; **কঃ**—কে; **অপরঃ**—অন্য; **ততঃ**—সে ব্যতিরেকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নগণ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্তিম মুক্তিপ্রদ এই কষ্টসাধ্য কিন্তু উৎকৃষ্ট তপস্যা সাধন করে, সে একটি মহামূর্খ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বানপ্রস্থ আশ্রমের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এটি এত মহান যে, তার সান্ত্বনা পুরস্কারও হচ্ছে মহর্লোকে উন্নীত হওয়া। যে ব্যক্তি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য জ্ঞাতসারে এই পদ্ধতি অনুশীলন করে, সে নিশ্চয় মহামূর্খ। ভগবান চান না যে এই পদ্ধতি জড় জাগতিক মূর্খরা অপব্যবহার বা ভোগ করুক, কেননা এর অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবৎ প্রেম।

শ্লোক ১১

যদাসৌ নিয়মেঽকল্পো জরয়া জাতবেপথুঃ ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য মচ্চিত্তোঽগ্নিং সমাবিশেৎ ॥ ১১ ॥

যদা—যখন; **অসৌ**—বানপ্রস্থী সাধু; **নিয়মে**—তার কর্তব্য কর্মে; **অকল্পঃ**—পালনে অসমর্থ; **জরয়া**—বার্ধক্য হেতু; **জাত**—উপনীত; **বেপথুঃ**—দেহের কম্পন; **আত্মনি**—তার হৃদয়ে; **অগ্নীন্**—যজ্ঞাগ্নি; **সমারোপ্য**—স্থাপন করে; **মৎ-চিত্তঃ**—আমাতে নিবিষ্ট তার মন; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **সমাবিশেৎ**—প্রবেশ করা উচিত।

অনুবাদ

সেই বানপ্রস্থী যদি বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং তার শরীরে কম্পন হেতু তার দায়িত্ব সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তার উচিত ধ্যানের মাধ্যমে যজ্ঞাগ্নিকে তার হৃদয়ে স্থাপন করা। তারপর তার মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে, সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

যারা জীবনের অন্তিম পর্যায়ের নিকটস্থ, তাদের জন্যই যেহেতু বানপ্রস্থ আশ্রম অনুমোদিত, সে ব্যক্তি অকালেই বার্ধক্যের লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যে সন্ন্যাসের পর্যায়ে উপনীত হতে পারবে না, সেই সম্ভাবনা থেকেই যায়। বার্ধক্যের জন্য সে যদি তার ধর্ম-কর্ম সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তাকে এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার মনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করে যজ্ঞাগ্নিতে প্রবেশ করতে। যদিও আধুনিক যুগে হয়তো এটি সম্ভব হবে না, এই শ্লোক থেকে ভগবদ্ধাম, গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করার বিশেষ গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ আমরা পাচ্ছি।

শ্লোক ১২

যদা কর্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু ।
বিরাগো জায়তে সম্যঙ্ ন্যস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেত্ততঃ ॥ ১২ ॥

যদা—যখন; **কর্ম**—সকাম কর্মের দ্বারা; **বিপাকেষু**—যা কিছু লাভ হয়েছে, সে সবের মধ্যে; **লোকেষু**—ব্রহ্মলোক সহ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকে উপনীত হওয়া সহ; **নিরয়-আত্মসু**—নারকীয় লোকসমূহ, যেহেতু জড়; **বিরাগঃ**—বৈরাগ্য; **জায়তে**—জন্মায়; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **ন্যস্ত**—ত্যাগ করে; **অগ্নিঃ**—বানপ্রস্থের যজ্ঞাগ্নি; **প্রব্রজেৎ**—সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত; **ততঃ**—সেই পর্যায়ে।

অনুবাদ

সেই বানপ্রস্থী যদি বুঝতে পারে যে, এমনকি ব্রহ্মলোকে উপনীত হলেও কষ্টদায়ক পরিস্থিতি বজায় থাকে, তখন সে তার সমস্ত সম্ভাব্য সকাম কর্মের ফল থেকে অনাসক্ত হয়, তখনই তার সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

শ্লোক ১৩

ইষ্ট্বা যথোপদেশং মাং দত্ত্বা সর্বস্বমৃত্বিজে ।
অগ্নিন্ স্বপ্রাণ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥

ইষ্ট্বা—পূজা করে; **যথা**—অনুসারে; **উপদেশম্**—শাস্ত্রবিধি; **মাম্**—আমাকে; **দত্ত্বা**—দান করে; **সর্বস্বম্**—নিজের সর্বস্ব; **ঋত্বিজে**—পুরোহিতকে; **অগ্নিন্**—যজ্ঞাগ্নি; **স্বপ্রাণে**—নিজের মধ্যে; **আবেশ্য**—স্থাপন করে; **নিরপেক্ষঃ**—আসক্তিশূন্য; **পরিব্রজেৎ**—সন্ন্যাস নিয়ে বেড়িয়ে পড়া উচিত।

অনুবাদ

শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমার পূজা করে, সমস্ত সম্পদ যজ্ঞপুরোহিতদের দান করে, তার উচিত যজ্ঞাগ্নিকে নিজের মধ্যে স্থাপন করা। এইভাবে সম্পূর্ণ অনাসক্ত মনে তার সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করা উচিত।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় জাগতিক সঙ্গ পরিত্যাগ করে ঐকান্তিকভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে সন্ন্যাস আশ্রম বজায় রাখা যায় না। সন্ন্যাস জীবন পালন করতে গিয়ে যে কোনও জাগতিক বাসনাই ক্রমে প্রতিবন্ধক রূপে প্রমাণিত হবে। সুতরাং সন্ন্যাসীকে সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত প্রকার জড় বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। সেই বাসনাগুলি বিশেষতঃ স্ত্রীলোক, টাকা-পয়সা এবং প্রতিষ্ঠার প্রতি আসক্তি রূপে দেখা দেয়। কারও হয়তো ফলে ফুলে ভরা একটি সুন্দর বাগান থাকতে পারে, কিন্তু সযত্নে তার রক্ষণাবেক্ষণ না করলে সেই বাগান আগাছায় ভরে যাবে। তেমনই যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনার সুন্দর স্তরে উপনীত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তিনি যদি সতর্কতার সঙ্গে কষ্ট করে তাঁর হৃদয়কে পবিত্র না রাখেন, তবে পুনরায় তাঁর মায়াচ্ছন্ন হওয়ার বিপদ সর্বদাই রয়েছে।

শ্লোক ১৪

বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ ।
বিঘ্নান্ কুর্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্ ॥ ১৪ ॥

বিপ্রস্য—সাধু ব্যক্তির; **বৈ**—বস্তুত; **সন্ন্যসতঃ**—সন্ন্যাস গ্রহণ করে; **দেবাঃ**—দেবগণ; **দার-আদি-রূপিণঃ**—তার স্ত্রী, অন্য স্ত্রীলোক আর আকর্ষণীয় বস্তু রূপে আবির্ভূত হয়ে; **বিঘ্নান্**—বিঘ্নসমূহ; **কুর্বন্তি**—সৃষ্টি করে; **অয়ম্**—সন্ন্যাসী; **হি**—বস্তুত; **অস্মান্**—তাদের, দেবতাদের; **আক্রম্য**—লঙ্ঘন করে; **সমিয়াৎ**—যাওয়া উচিত; **পরম্**—ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন।

অনুবাদ

"সন্ন্যাস অবলম্বনকারী এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতিক্রম করে ভগবদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছে।" এইরূপ চিন্তা করে, দেবতারা সেই সন্ন্যাসীর সামনে তাঁর পূর্বের স্ত্রী বা অন্য কোন স্ত্রীলোক এবং আকর্ষণীয় বস্তু রূপে উপস্থিত হয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। দেবতা এবং তাদের সৃষ্ট কোনও কিছুর প্রতি সেই সন্ন্যাসীর ভ্রূক্ষেপ না করা উচিত।

তাৎপর্য

দেবতারা ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসন কার্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং সেই শক্তির দ্বারা তাঁরা সন্ন্যাসীর সামনে তাঁর স্ত্রী, অন্য কোন স্ত্রীলোক ইত্যাদি রূপে উপস্থিত হতে পারেন, যাতে তিনি তাঁর কঠোর ব্রত থেকে বিচলিত হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে জড়িয়ে পড়েন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সন্ন্যাসীদের উৎসাহিত করে বলেছেন, "মায়ার এই সমস্ত প্রকাশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না। তোমার কর্তব্য করে চলো আর ভগবদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যাও"।

শ্লোক ১৫

বিভৃয়াচ্চেন্মুনির্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্ ।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি ॥ ১৫ ॥

বিভৃয়াৎ—পরা উচিত; **চেৎ**—যদি; **মুনিঃ**—সন্ন্যাসী; **বাসঃ**—বস্ত্র; **কৌপীন**—সাধুদের পরিহিত মোটা ফিতে আর অন্তর্বাস; **আচ্ছাদনম্**—আচ্ছাদন; **পরম্**—অন্য; **ত্যক্তম্**—ত্যাগ করা হয়েছে; **ন**—কখনও না; **দণ্ড**—তাঁর দণ্ড ছাড়া; **পাত্রাভ্যাম্**—আর জলপাত্র; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **অনাপদি**—জরুরী অবস্থা ছাড়া।

অনুবাদ

সন্ন্যাসী যদি শুধু কৌপীন ছাড়া কোন কিছু পরিধান করতে চায়, তবে কৌপীনকে আবৃত করার জন্য একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা সে তার কোমর এবং নিতম্ব আবৃত করবে। অন্যথায়, কোনও বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে দণ্ড আর কমণ্ডুল ছাড়া সে আর কিছুই রাখবে না।

তাৎপর্য

জড় সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হলে সন্ন্যাসী তাঁর কৃষ্ণ ভজন বিনাশ করবেন।

শ্লোক ১৬

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্ ।
সত্যপূতাং বদেদ্ বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥

দৃষ্টি—দৃষ্টি দ্বারা; **পূতম**—পবিত্র রূপে নিশ্চিত; **ন্যসেৎ**—তার স্থাপন করা উচিত; **পাদম্**—তার চরণ; **বস্ত্র**—তার বস্ত্র দ্বারা; **পূতম্**—পরিশ্রুত; **পিবেৎ**—পান করা উচিত; **জলম্**—জল; **সত্য**—সত্যবাদীতার দ্বারা; **পূতাম্**—শুদ্ধ; **বদেৎ**—বলা উচিত; **বাচম্**—বাক্য; **মনঃ**—মনের দ্বারা নির্ধারিত; **পূতম্**—পবিত্র; **সমাচরেৎ**—আচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

সাধু ব্যক্তি ভূমিতে পদক্ষেপ করার পূর্বে তার চক্ষু দ্বারা সুনিশ্চিত হবে, যাতে সেখানে কোনও পোকা-মাকড় না থাকে, অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা পরিশ্রুত করেই কেবল সে জল পান করবে, কেবল সত্য পূত কথাই বলবে। তদ্রূপ, তার মন দ্বারা যত্ন সহকারে সুনিশ্চিত শুদ্ধ আচরণই তার করণীয়।

তাৎপর্য

ভূমিতে অবস্থিত কোনও প্রাণী যাতে মারা না পড়ে তার জন্য সাধু ব্যক্তি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পথ চলবেন। তেমনই কোনও ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী সহ জল যাতে না পান করেন, সেই জন্য তিনি বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে পরিশ্রুত করে জল পান করেন। ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য অসত্য কথা বলা হচ্ছে ভক্তিবিরোধী, তাই তা বর্জনীয়। নির্বিশেষবাদী দর্শন প্রচার করা এবং জড় জগতের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রশংসা করা, যা স্বর্গেও দেখা যায়, এসবের দ্বারা হৃদয় কলুষিত হয়; ভগবৎ-সেবায় যাঁরা সিদ্ধ হতে চান, তাঁদের জন্য অবশ্যই তা বর্জনীয়। গভীরভাবে অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারব যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতিরেকে কোন কার্যেরই যথার্থ মূল্য

নেই; অতএব আমাদেরকে ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের পবিত্র কার্যকলাপে নিয়োজিত হতে হবে।

শ্লোক ১৭

মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্‌দেহচেতসাম্ ।
ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ ॥ ১৭ ॥

মৌন—অনর্থক বার্তালাপ বর্জন করা; **অনীহ**—সকাম কর্ম ত্যাগ করা; **অনিল-আয়ামাঃ**—শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করা; **দণ্ডাঃ**—কঠোর শৃঙ্খলা; **বাক্**—বাক্যের; **দেহ**—দেহের; **চেতসাম্**—মনের; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **এতে**—এই সকল শৃঙ্খলা; **যস্য**—যার; **সন্তি**—রয়েছে; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **বেণুভিঃ**—বংশদণ্ডের দ্বারা; **ন**—কখনও না; **ভবেৎ**—হবেন; **যতিঃ**—যথার্থ সন্ন্যাসী।

অনুবাদ

অনর্থক বার্তালাপ বর্জন, অনর্থক কার্যকলাপ বর্জন এবং প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ, এই তিন প্রকারে আত্মসংযম না করে কেবল বংশদণ্ড বহন করলেই কেউ যথার্থ সন্ন্যাসী বলে স্বীকৃত হয় না।

তাৎপর্য

দণ্ড বলতে, যে দণ্ড সন্ন্যাসীরা বহন করেন তাকেই বোঝাচ্ছে, আবার দণ্ড বলতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতাকেও বোঝায়। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা তিনটি বাঁশের তৈরি যে দণ্ড বহন করেন, তার দ্বারা তাঁর দেহ, মন এবং বাক্যকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করাকে সূচিত করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন, তাঁকে অন্তরে অন্তরে (কায়, মন এবং বাক্য) সংযমের ত্রিদণ্ড প্রথমেই গ্রহণ করতে হবে। *অনিলায়াম* অভ্যাস (প্রাণায়াম) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মনঃসংযম করা; যিনি সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার চিন্তা করেন তিনি নিশ্চয় ইতিমধ্যেই প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়েছেন। অন্তরে দেহ, মন এবং বাক্যের সংযম না করে কেবল বাহ্যিক ত্রিদণ্ড বহন করলেই যথার্থ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, সেই কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন।

মহাভারতের হংসগীতা অংশে এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীর উপদেশামৃতে, সন্ন্যাস জীবন সম্বন্ধে উপদেশাবলী রয়েছে। কোন বদ্ধ জীব ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বাহ্যিক অলংকার পরিধান করলে তিনি বাস্তবে ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারবেন না। মিথ্যা সম্মান লাভের জন্য যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন, কৃষ্ণকীর্তনে অগ্রগতি লাভ না করে সাধুতা দেখাবেন, অচিরেই তিনি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ১৮

ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জয়ংশ্চরেৎ ।
সপ্তাগারানসংক্লিপ্তাংস্তুষ্যেল্লব্ধেন তাবতা ॥ ১৮ ॥

ভিক্ষাম্—ভিক্ষালব্ধ দান; **চতুর্ষু**—চারটির মধ্যে; **বর্ণেষু**—সমাজের পেশাগত বিভাগ; **বিগর্হ্যান্**—ঘৃণ্য, অশুদ্ধ; **বর্জয়ন্**—বর্জন করে; **চরেৎ**—যাওয়া উচিত; **সপ্ত**—সাত; **আগারান্**—গৃহ সকল; **অসংক্লিপ্তান্**—সংকল্প বা বাসনারহিত; **তুষ্যেৎ**—সন্তুষ্ট হওয়া উচিত; **লব্ধেন**—সেই সংগৃহীত বস্তু নিয়ে; **তাবতা**—কেবল সেই পরিমাণ দ্বারা।

অনুবাদ

কলুষিত এবং অস্পৃশ্য গৃহগুলি বর্জন করে, পূর্ব সংকল্প না করেই সে সাতটি গৃহে যাবে এবং সেখানে ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ হবে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। প্রয়োজন অনুসারে সে সমাজের চারটি বর্ণের প্রতি গৃহেও যেতে পারে।

তাৎপর্য

সন্ন্যাস আশ্রমের সাধু ব্যক্তিরা বৈদিক সংস্কৃতির যথার্থ অনুগামীদের গৃহে থেকে ভিক্ষা করে খাদ্যবস্তু বা দৈহিক প্রয়োজনগুলি সংগ্রহ করবেন। বেদের বিধান অনুসারে বৈরাগী সাধুর উচিত ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে ভিক্ষা করা, তাতে যদি তাঁকে উপবাসী থাকার মতো বিপদগ্রস্ত হতে হয়, তবে তিনি ক্ষত্রিয়, অন্যথায় বৈশ্য এবং এমনকি নিষ্পাপ শূদ্রদের গৃহে থেকেও ভিক্ষা সংগ্রহ করতে পারেন, এখানে *বিগর্হ্যান্* শব্দটির দ্বারা সেটিই ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, *অসংক্লিপ্তান্* শব্দটির দ্বারা বোঝায় পরিকল্পনা করে নির্দিষ্ট কিছু গৃহেই না যাওয়া, "ঐ স্থানে আমি খুব ভাল খাদ্য পাব। ভিখারীদের মধ্যে ঐ বাড়িটির বিরাট সুনাম আছে।" বাছবিচার না করে, তাঁকে সাতটি বাড়িতে যেতে হবে, আর তা থেকে যা কিছু পাওয়া যাবে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে। বর্ণাশ্রম সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুগামী, সদুপায়ে জীবিকা অর্জন করেন এবং পাপকর্ম থেকে মুক্ত এমন বাসিন্দাদের নিকট থেকেই কেবল তাঁর নিজের জন্য ভিক্ষা করা উচিত। এই রূপ গৃহস্থ বাড়ি থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। যারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার বিরোধী, তাদের নিকট হতে নিজের জন্য ভিক্ষা করা উচিত নয়। যারা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করে, তারা সাধুদের ভিক্ষা করা অপরাধ বলে আইন প্রণয়ন করে। সাধু ভিখারীদেরকে তারা সাধারণ ভবঘুরে মনে করে, অপমান আর নির্যাতন করে। অলস ব্যক্তি, যাতে কাজ করতে না হয়, তার জন্য ভিক্ষা করলে তা অবশ্যই ঘৃণ্য, কিন্তু যে সাধু ব্যক্তি ভগবৎ-সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, ভগবানের কৃপার ওপর পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়ার

জন্য যিনি ভিক্ষাবৃত্তি অনুশীলন করছেন, মনুষ্য সমাজের উচিত তাঁকে সমস্ত প্রকারে সাহায্য করা। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিন ভাবে ভিক্ষা সংগ্রহ করা যায়। মৌমাছিরা যেমন প্রতিটি ফুল থেকে অতি অল্প পরিমাণ মধু সংগ্রহ করে, তেমনই *মাধুকর* হচ্ছে মৌমাছিদের অনুকরণ করা। এইভাবে সামাজিক বিরোধ বর্জন করে সাধু ব্যক্তি প্রতিটি ব্যক্তির নিকট থেকে খুব অল্প পরিমাণে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় *অসংক্লিপ্ত*। এই পন্থায় সাধু বাছবিচার না করে সাতটি বাড়িতে যান, আর তা থেকে যা পান তাতেই সন্তুষ্ট হন। *প্রাক্-প্রণীত*, হচ্ছে নিয়মিত দাতা নির্ধারণ করা আর তাঁদের নিকট থেকে তিনি নিজের জন্য সমস্ত কিছু পান।

এই ক্ষেত্রে শ্রীল বীর রাঘব আচার্য সন্ন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়টির যে বর্ণনা প্রদান করেছেন তা হচ্ছে *কুটিচক্*—সেই ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রমের প্রাথমিক পর্যায় অবলম্বন করে, তাঁর সন্তানাদি, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা একখানি কুটির নির্মাণ করান। তিনি জাগতিক কার্যকলাপ ত্যাগ করে কুটিরে উপবেশন করে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেন। সংযমী জীবনের বিধান অনুসারে, তিনি ত্রিদণ্ড গ্রহণ করবেন, জলপাত্র নিয়ে নিজেকে পবিত্র করবেন, মস্তক (শিখা রেখে) মুণ্ডন করবেন, তিনি উপবীত ধারণ করে গায়ত্রী মন্ত্র জপ এবং গৈরিক বসন পরিধান করবেন। নিয়মিত স্নান করবেন, পরিচ্ছন্ন থাকবেন, আচমন, জপ, বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য পালন, ভগবানের ধ্যান করবেন, সন্তানাদি বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে তিনি নিয়মিত আহার্য প্রাপ্ত হবেন। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করে, মুক্তির মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেই ভজন কুটিরে অবস্থান করবেন।

শ্লোক ১৯

বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ ।
বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

বহিঃ—পৌর এলাকার বাইরে, নির্জন স্থানে; **জল**—জলের; **আশয়াম্**—আধারে; **গত্বা**—গিয়ে; **তত্র**—সেখানে; **উপস্পৃশ্য**—জলের সংস্পর্শে শুদ্ধ হওয়া; **বাক্-যতঃ**—কথা না বলে; **বিভজ্য**—বিতরণ করে দিয়ে; **পাবিতম্**—শুদ্ধ; **শেষম্**—অবশেষ; **ভুঞ্জীত**—আহার করা উচিত; **অশেষম্**—সম্পূর্ণরূপে; **আহৃতম্**—ভিক্ষালব্ধ।

অনুবাদ

ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু সঙ্গে নিয়ে সে জনবহুল এলাকা ত্যাগ করে একটি নির্জন জলাশয়ের নিকট গমন করবে। সেখানে স্নান করে, ভালভাবে হাত ধুয়ে কেউ

অনুরোধ করলে সেই খাদ্যের কিছু অংশ তাদের নিকট বিতরণ করবে। সে এসব করবে মৌনাবলম্বন করে। তারপর অবশিষ্টাংশে ভালভাবে ধুয়ে ভবিষ্যতে আহার করার জন্য কিছুই না রেঁখে তার থালার সম্পূর্ণটাই আহার করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, জাগতিক লোকেরা সাধু ব্যক্তির নিকট থেকে তাঁর আহার্যের অংশ চাইলে তিনি তাদের সঙ্গে তর্ক বা কলহ করবেন না। *বিভজ্য* শব্দটি নির্দেশ করে যে, ঝামেলা এড়াতে তাঁর উচিত ভগবান বিষ্ণুকে নিবেদন করে, কিয়দংশ তাদের দান করা, তারপর অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অংশ ভোজন করবেন, ভবিষ্যতের জন্য কিছুই রাখবেন না। *বহিঃ* শব্দটি সূচিত করে, সর্বসাধারণের মধ্যে আহার করা উচিত নয় এবং *বাগ্‌যত* অর্থে ভগবানের কৃপা স্মরণ করতে করতে মৌনভাবে আহার করাকে বোঝায়।

শ্লোক ২০

একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ ॥ ২০ ॥

একঃ—একা; **চরেৎ**—বিচরণ করবেন; **মহিম্**—পৃথিবী; **এতাম্**—এই; **নিঃসঙ্গঃ**—জড় আসক্তিরহিত হয়ে; **সংযত-ইন্দ্রিয়ঃ**—সংযত ইন্দ্রিয় হয়ে; **আত্মক্রীড়ঃ**—পরমাত্মা উপলব্ধির দ্বারা উৎসাহিত; **আত্মরতঃ**—দিব্যজ্ঞানে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট; **আত্মবান্**—পারমার্থিক স্তরে অবিচল; **সমদর্শনঃ**—সর্বত্র সমদর্শন হয়ে।

অনুবাদ

জড় আসক্তিশূন্য সংযতেন্দ্রিয় হয়ে, উৎসাহের সঙ্গে ভগবৎ উপলব্ধি এবং আত্মোপলব্ধির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে, সাধু ব্যক্তি পৃথিবীতে একা বিচরণ করবে। সর্বত্র সমদর্শী হয়ে সে চিন্ময় স্তরে অবিচল থাকবে।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত থাকলে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের প্রতি অবিচলিত থাকা যায় না। মায়াময় বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে সে পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে না। বস্তুত আমাদের উচিত চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মগ্ন থাকা, কেননা এইরূপ সেবার দ্বারা আমরা চিন্ময় বাস্তবতার মধ্যেই অবস্থান করি। ভগবানের নাম, গুণ, লীলা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে আমরা আপনা থেকেই জড় ইন্দ্রিয় তর্পণের রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তদের সৎসঙ্গ প্রভাবে আমাদের জড় সঙ্গ আপনা থেকেই বিদূরীত হয়। তখন

তিনি জড় জগতের বদ্ধ দশা থেকে কৃষ্ণভাবনামৃতের মুক্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট বৈদিক বিধিবিধান পালনে সক্ষম হন। এই ব্যাপারে শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর উপদেশামৃতে (৪) বর্ণনা করেছেন যে,

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥

"ভগবদ্ভক্তকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক দান, তাঁর নিকট থেকে কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহণ, নিজের মনের কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা এবং তাঁর নিকট থেকে ভজন বিষয়ক গুহ্য তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করা, ভক্ত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্বক প্রসাদ ভোজন করানো—ভক্ত সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের এই ছয়টি প্রধান লক্ষণ।

এইভাবে যিনি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে শেখেন, বাস্তবে তিনি জড় জীবনের কলুষ থেকে সুরক্ষিত থাকেন। শুদ্ধ সঙ্গের প্রভাবে তিনি ধীরে ধীরে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা—এ সমস্ত উপলব্ধি করতে পারেন এবং এমনকি এই জন্মেই তিনি চিন্ময় জগতের বাসিন্দা হতে পারেন। ভগবানের সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরা যেহেতু দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত, তাঁদের সঙ্গে থাকলে জড় কলুষ এবং অনর্থক বার্তালাপের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। এইরূপ ভক্তদের প্রভাবে আমরা সমদর্শী *(সম-দর্শন)* হই এবং সর্বত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের উপলব্ধ জ্ঞানের আলোকে সবকিছু দর্শন করি। ভক্ত যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করতে শুরু করেন, তিনি আত্মবান হন, স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। উন্নত বৈষ্ণব, প্রতিনিয়ত ভগবৎ-সেবার রসাস্বাদন করেন এবং এই বিশ্বে ভগবানের মনোভীষ্ট পূরণ করে চলেন, তিনিই *আত্মক্রীড়*। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির মধ্যে আনন্দ লাভ করেন। উন্নত ভক্ত সর্বদা পরমেশ্বর ভগবান আর তাঁর ভক্তদের প্রতি আকৃষ্ট থাকেন, তাই তিনি *আত্মরত*, ভগবৎ সেবায় মগ্ন থেকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত না হয়ে কেউই এখানে বর্ণিত উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে না। যে ব্যক্তি ভগবান ও তাঁর ভক্তদের প্রতি হিংসাপরায়ণ সে অসৎসঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হবে, ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে এবং পাপময় জীবনের জালে জড়িয়ে পড়বে। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি হিংসা নামক বৃক্ষের শাখা রূপে অসংখ্য প্রকারের অভক্তের উৎপত্তি হয়েছে, তাই তাদের সঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি না করলে, সে পরমেশ্বর ভগবানের কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ভগবানের মায়া-শক্তিসৃষ্ট অপূর্ব সৃষ্টি পুরুষ এবং স্ত্রীরূপী দেব-দেবী, যশস্বী ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ, বারবনিতা ইত্যাদির উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এইভাবে সে বোকার মতো ভাবে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়াও কেউ পরম সুন্দর রয়েছে। যাঁরা অসীম সৌন্দর্য এবং আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভে আগ্রহী, তাঁদের জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যথার্থ উপাস্য। গভীরভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য স্থিতি উপলব্ধি করতে পারি এবং ক্রমে এই শ্লোকে বর্ণিত গুণাবলীও অর্জন করতে পারি।

শ্লোক ২১

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ ॥ ২১ ॥

বিবিক্ত—নির্জন; **ক্ষেম**—নিরাপদ; **শরণঃ**—তার আশ্রয়; **মৎ**—আমাতে; **ভাব**—নিরন্তর চিন্তার দ্বারা; **বিমল**—শুদ্ধ; **আশয়ঃ**—তার চেতনা; **আত্মানম্**—আত্মাতে; **চিন্তয়েৎ**—তার মনোনিবেশ করা উচিত; **একম্**—একা; **অভেদেন**—অভেদ; **ময়া**—আমা থেকে; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

নিরাপদ এবং নির্জন স্থানে অবস্থান করে, নিরন্তর আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে শুদ্ধ মনে, মুনি কেবল আত্মনিষ্ঠ হবে, এবং উপলব্ধি করবে যে, আত্মা আমা থেকে ভিন্ন নয়।

তাৎপর্য

যে ভক্ত পাঁচটি রসের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে ঐকান্তিকভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ব্রতী হবেন, তাঁকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলেই জানতে হবে। ভগবৎ-প্রেমের উন্নত স্তরে উপনীত হওয়ার ফলে তিনি কোন জাগতিক বিঘ্ন ছাড়াই প্রতিনিয়ত ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কোন কিছুর প্রতিই আগ্রহী নন এবং তিনি নিজেকে গুণগতভাবে কখনই ভগবান থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন না। যে ব্যক্তি তবুও স্থূল জড় দেহ এবং সূক্ষ্ম জড় মন যা নিত্য আত্মাকে আবৃত রাখে, তার প্রতি আকৃষ্ট থাকে, সে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন রূপেই দেখে। এই ভুল ধারণার মূলে রয়েছে আমাদের মিথ্যা জড় পরিচিতি। জড় কলুষমুক্ত শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবানের সেবা আমাদের করতেই হবে, এভাবেই আমাদের ভগবৎ সেবাকে নির্ভুলভাবে সম্পাদন করতে পারব।

যে ব্যক্তি বৈদিক শাস্ত্রের বিধান মানে না, সে অনর্থক তার ইন্দ্রিয় কর্মকে জড় মায়ার সেবায় অপচয় করছে। অনর্থক সে নিজেকে ভগবান থেকে ভিন্ন বলে মনে করে, তাই সে কল্পনা করে যে, তার স্বতন্ত্র স্বার্থ ভগবানের স্বার্থ থেকে ভিন্ন। এইরূপ ব্যক্তির জীবনে স্থিরতা লাভের কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা কর্মের জড়ক্ষেত্র উপদ্রবজনক কালের প্রভাবে সর্বদা পরিবর্তন হতে থাকে। কোন ভক্ত যদি ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে ভিন্ন কোন স্বার্থের কথা চিন্তা করতে শুরু করে, তবে তার ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতার ধ্যান বিঘ্নিত হবে আর তা মুখথুবড়ে পড়বে। মন যখন ভগবানের পাদপদ্ম থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্বময় জড় জগৎ প্রাধান্য লাভ করে, আর তখন সে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের ভিত্তিতে একটি কার্যক্রম পুনঃপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারে, সে নির্ভয় বা অবিচল হতে পারে না এবং পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়। তাই আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে, যেটি এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম চেতনা থেকে অভিন্ন একটি ক্ষুদ্র চেতন অংশ। এইভাবে আমাদের কৃষ্ণভাবনায় অবিচলিত থাকতে হবে।

শ্লোক ২২

অন্বীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষং চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া ।
বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাং চ সংযমঃ ॥ ২২ ॥

অন্বীক্ষেত—যত্ন সহকারে বিচার করে দেখা উচিত; **আত্মনঃ**—আত্মার; **বন্ধম্**—বন্ধন; **মোক্ষম্**—মুক্তি; **চ**—এবং; **জ্ঞান**—জ্ঞানে; **নিষ্ঠয়া**—নিষ্ঠার দ্বারা; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **বিক্ষেপঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি বিচ্যুতি; **মোক্ষঃ**—মুক্তি; **এষাম্**—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **চ**—এবং; **সংযমঃ**—সম্যক নিয়ন্ত্রণ।

অনুবাদ

অবিচলিত জ্ঞানের দ্বারা মুনি আত্মার বন্ধন এবং মুক্তির স্বভাব স্পষ্টরূপে নির্ধারণ করবে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন ইন্দ্রিয় তর্পণের দিকে ধাবিত হয়, তখন আত্মার বন্ধন, এবং সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম হচ্ছে মুক্তি।

তাৎপর্য

আত্মার নিত্য স্বভাবকে যত্নসহকারে উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমরা জড়া প্রকৃতির শৃঙ্খলে পুনরায় আবদ্ধ হই না, এবং পরম সত্যের নিরবচ্ছিন্ন সেবার দ্বারা মুক্তি লাভ করি। তখন ইন্দ্রিয়গুলি আর আমাদের জড় ভোগরূপ মিথ্যা চেতনার প্রতি

আকর্ষণ করতে পারে না। এইরূপ স্থিরভাবে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির হয়রানি থেকে মুক্তি লাভ করি।

শ্লোক ২৩

তস্মান্নিয়ম্য ষড়্বর্গং মদ্ভাবেন চরেন্মুনিঃ।
বিরক্তঃ ক্ষুদ্রকামেভ্যো লব্ধাত্মনি সুখং মহৎ ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **নিয়ম্য**—সংযত করে; **ষট্‌-বর্গম্**—ছয়টি ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন); **মৎ-ভাবেন**—আমার চেতনার দ্বারা; **চরেৎ**—বিচরণ করবেন; **মুনিঃ**—মুনি; **বিরক্তঃ**—অনাসক্ত; **ক্ষুদ্র**—নগণ্য; **কামেভ্যঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে; **লব্ধা**—উপলব্ধি করে; **আত্মনি**—আত্মায়; **সুখম্**—সুখ; **মহৎ**—মহান।

অনুবাদ

অতএব মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে কৃষ্ণভাবনার দ্বারা সম্যকরূপে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, মুনি অন্তরে দিব্য আনন্দ অনুভব করে নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে অনাসক্ত হয়ে বিচরণ করবে।

শ্লোক ২৪

পুরগ্রামব্রজান্ সার্থান্ ভিক্ষার্থং প্রবিশংশ্চরেৎ।
পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং মহীম্ ॥ ২৪ ॥

পুর—শহর; **গ্রাম**—গ্রাম; **ব্রজান্**—চারণভূমি; **স-অর্থান্**—দেহ নির্বাহের জন্য যারা কাজ করছে; **ভিক্ষা-অর্থম্**—ভিক্ষা করার জন্য; **প্রবিশম্**—প্রবেশ করে; **চরেৎ**—বিচরণ করা উচিত; **পুণ্য**—শুদ্ধ; **দেশ**—স্থান; **সরিৎ**—নদীসমূহ দ্বারা; **শৈল**—পর্বত; **বন**—এবং বন; **আশ্রমবতীম্**—এইরূপ বাসস্থান সমন্বিত; **মহীম্**—পৃথিবী।

অনুবাদ

সাধু পবিত্র স্থান, প্রবহমান নদী, পর্বত এবং বনের নির্জন স্থানে ভ্রমণ করবে। তার একান্ত শরীর নির্বাহের জন্য সে শহর, গ্রাম ও চারণভূমিতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে *পুর* শব্দটি বাজার, ক্রয় কেন্দ্র, এবং বাণিজ্য কেন্দ্র সমন্বিত নগরকে বোঝায়; পক্ষান্তরে *গ্রাম* বলতে অপেক্ষাকৃত ছোট শহর, যেখানে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে, তাকে বোঝায়। বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী, যিনি জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করছেন, তাঁর উচিত একমাত্র

দান কার্যে ব্রতী করানো ছাড়া যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য দিনরাত্রি পরিশ্রম করে চলেছে, তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য সারা বিশ্বে ভ্রমণ করছেন, তাঁদেরকে মুক্ত আত্মা বলেই মনে করতে হবে, তাই তাঁরা প্রতিনিয়ত জড় জাগতিক জীবদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করার জন্য চেষ্টা করে চলেন। তা সত্ত্বেও যথার্থ কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রসারের কাজে ছাড়া এইরূপ প্রচারকদেরও উচিত জড় জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ কঠোরভাবে বর্জন করা। বিধান রয়েছে যে, জড় জগতের সঙ্গে অনর্থক সম্পৃক্ত থাকা উচিত নয়।

শ্লোক ২৫

বানপ্রস্থাশ্রমপদেষ্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ ।
সংসিধ্যত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা ॥ ২৫ ॥

বানপ্রস্থ-আশ্রম—বানপ্রস্থ আশ্রমের; **পদেষু**—পর্যায়ে; **অভীক্ষ্ণম্**—সর্বদা; **ভৈক্ষ্যম্**—ভিক্ষা করা; **আচরেৎ**—আচরণ করা উচিত; **সংসিধ্যতি**—পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ করেন; **আশু**—সত্বর; **অসম্মোহঃ**—মোহমুক্ত; **শুদ্ধ**—শুদ্ধ; **সত্ত্বঃ**—অবস্থিতি; **শিল**—ভিক্ষালব্ধ অথবা ক্ষেত বা বাজার থেকে সংগৃহীত শস্য; **অন্ধসা**—খাদ্যের দ্বারা।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রমীকে সর্বদা অন্যদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করা অভ্যাস করতে হবে, কেননা তার দ্বারা সে মোহ থেকে মুক্ত হয় এবং সত্বর পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে যে এইরূপ বিনীত উপায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে, সে শুদ্ধতা লাভ করে।

তাৎপর্য

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা সাধারণত এত নির্বোধ যে, তারা একজন সাধু ভিক্ষুক এবং সাধারণ ভবঘুরে বা হিপির (সমাজদ্রোহী যুবসংঘের সদস্য) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। সাধু ভিক্ষুক সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদিত সেবায় রত এবং তিনি তাঁর শরীর নির্বাহের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতেই কেবল ভিক্ষা করেন। এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের মনে পড়ে, যখন তিনি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একগুঁয়ে ছাত্র হিসাবে কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে প্রবেশ করেছিলেন, আর কৃষ্ণের জন্য রাস্তায় ভিক্ষা করার পদ্ধতি অবলম্বন করতেই তিনি খুব সত্বর কীভাবে বিনীত হয়ে পড়েছিলেন। এই পদ্ধতি শুধু পুঁথিগত নয় বরং এর দ্বারা আর সকলকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়ে, যথার্থই আমরা শুদ্ধতা অর্জন করি। অন্যদেরকে সম্মান প্রদর্শন না করলে আমাদের ভিক্ষা করা অনর্থক। এ ছাড়াও ভিক্ষা করার মাধ্যমে

আমরা প্রায়ই অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য খেতে পাব না। এটি ভাল, কেননা যখন জিহ্বা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও সত্বর শান্ত হয়। বানপ্রস্থ আশ্রমী যেন কখনও শুদ্ধিকরণের পন্থা হিসাবে তাঁর খাদ্যের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ না করেন, আর সাধারণ লোকেরা যেন মূর্খের মতো একজন ভবঘুরে অলস, যে অন্যের উপার্জনে চলতে চায়, তার সঙ্গে একজন সাধু ভিক্ষুক, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের জন্য উন্নততর কর্তব্যে রত আছেন তাঁকে সমান বলে মনে না করেন।

শ্লোক ২৬

নৈতদ্ বস্তুতয়া পশ্যেদ্ দৃশ্যমানং বিনশ্যতি ।
অসক্তচিত্তো বিরমেদিহামুত্র চিকীর্ষিতাৎ ॥ ২৬ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **বস্তু-তয়া**—পরম বাস্তব রূপে; **পশ্যেৎ**—দর্শন করা উচিত; **দৃশ্যমানম্**—প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা দৃষ্ট হয়ে; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়, **অসক্ত**—অনাসক্ত; **চিত্তঃ**—যার চেতনা; **বিরমেৎ**—অনাসক্ত হওয়া উচিত; **ইহ**—এই জগতে; **অমুত্র**—এবং পরকালে; **চিকীর্ষিতাৎ**—জড় অগ্রগতির জন্য সম্পাদিত কার্যকলাপ থেকে।

অনুবাদ

বিনাশশীল জড় বস্তুকে আমাদের কখনই পরম বাস্তব রূপে দেখা উচিত নয়। জড় আসক্তিশূন্য চেতনার দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে জাগতিক উন্নতির সকল কার্যকলাপ থেকে আমাদের বিরত হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, কোন ভদ্রলোক পরিবার জীবন ত্যাগ করে, নিকৃষ্ট খাদ্য খেয়ে কীভাবে ভিক্ষুক জীবন যাপন করবেন। ভগবান এখানে তার উত্তরে বলেছেন যে, উপাদেয় সুস্বাদু খাদ্য সেই সঙ্গে অন্যান্য জাগতিক বস্তু, যেমন নিজের দেহটিকে কখনই পরম বাস্তব রূপে দেখা উচিত নয়, কেননা সে সব স্বাভাবিকভাবে বিনাশশীল। আমাদের উচিত ইহলোকে এবং পরলোকে মায়াকে গুণগতভাবে বর্ধনকারী জড় কার্যক্রমগুলি থেকে বিরত হওয়া।

শ্লোক ২৭

যদেতদাত্মনি জগন্মনোবাক্প্রাণসংহতম্ ।
সর্বং মায়েতি তর্কেণ স্বস্থস্ত্যক্ত্বা ন তৎ স্মরেৎ ॥ ২৭ ॥

যৎ—যা; **এতৎ**—এই; **আত্মনি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **মনঃ**—মন; **বাক্**—বাক্য; **প্রাণ**—এবং প্রাণবায়ু; **সংহতম্**—সৃষ্ট; **সর্বম্**—সব; **মায়া**—জড় মায়া;

ইতি—এইভাবে; তর্কেণ—তর্কের দ্বারা; স্ব-স্থঃ—আত্মস্থ; ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; ন—কখনও না; তৎ—সেই; স্মরেৎ—স্মরণ করা উচিত।

অনুবাদ

যুক্তি তর্কের মাধ্যমে আমাদের বিচার করা উচিত ভগবানে অবস্থিত এই ব্রহ্মাণ্ড, এবং মন, বাক্য এবং প্রাণবায়ু সমন্বিত নিজের জড় দেহ, সবই হচ্ছে সর্বোপরি ভগবানের মায়াশক্তি সম্ভূত। এইভাবে আত্মস্থ হয়ে এই সমস্ত বস্তুর প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করা এবং এইসব বস্তুকে পুনরায় কখনও আমাদের ধ্যেয় বলে মনে করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

প্রতিটি বদ্ধ জীব মনে করে জড় জগৎ হচ্ছে তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সামগ্রী এবং তাই সে ভাবে জড় দেহটিই তার যথার্থ পরিচয়। *ত্যক্ত্বা* শব্দটি দ্বারা সূচিত করে যে, আমাদের জাগতিক মিথ্যা পরিচিতি এবং জড় দেহ অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, কেননা উভয়ই ভগবানের মায়াশক্তি সম্ভূত মাত্র। কখনও এই জড় জগৎ এবং জড় দেহটিকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সামগ্রী রূপে মনে করা উচিত নয় বরং আমাদের উচিত কৃষ্ণভাবনামৃতে অধিষ্ঠিত হওয়া। চিরন্তন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই জগতটি কেবলই মায়া। ভগবানের জড়া শক্তির কোন চেতনা নেই এবং তা কখনই যথার্থ সুখের ভিত্তি হতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান নিজেই কেবল পরম চেতন সত্ত্বা। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিষ্ণুরূপে স্বয়ং দণ্ডায়মান পুরুষোত্তম ভগবান। কর্মরত নগণ্য জড়া প্রকৃতি নয়, একমাত্র বিষ্ণুই আমাদের জীবনের যথার্থ সিদ্ধি প্রদান করতে পারেন।

শ্লোক ২৮

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ ২৮ ॥

জ্ঞান—দার্শনিক জ্ঞানে; নিষ্ঠঃ—পরায়ণ; বিরক্তঃ—বাহ্যিক প্রকাশের প্রতি অনাসক্ত; বা—অথবা; মৎ-ভক্তঃ—আমার ভক্ত; বা—বা; অনপেক্ষকঃ—এমনকি মুক্তি কামনাও করেন না; স-লিঙ্গান্—তার অনুষ্ঠান এবং বাহ্যিক নিয়মাবলী; আশ্রমান্—আশ্রম অনুসারে কর্তব্য; ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; চরেৎ—নিজের আচরণ করা উচিত; অবিধি-গোচরঃ—বিধিনিয়মের ঊর্ধ্বে।

অনুবাদ

জ্ঞানানুশীলন রত এবং বাহ্যিক উপাদানের প্রতি অনাসক্ত বিদ্বান পরমার্থবাদী, এবং মুক্তি কামনারহিত আমার ভক্ত—এরা উভয়েই বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা অথবা

সামগ্রী ভিত্তিক কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করে। এইভাবে তাদের সমস্ত আচরণই বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে জীবনের পরমহংস পর্যায় সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে, যে স্তরে আনুষ্ঠানিকতা অথবা বাহ্যিক নিয়মকানুনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। সম্পূর্ণ সিদ্ধ মুক্তিকামী জ্ঞানযোগী, অথবা তারও ঊর্ধ্বে ভগবানের আদর্শ ভক্ত, যিনি মুক্তি কামনাও করেন না, তাঁর জড় জাগতিক কার্যকলাপের কোনরূপ বাসনা থাকে না। মন যখন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়, তখন পাপময় কার্যকলাপের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। নিয়মকানুনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অথবা যাদের অজ্ঞের মতো আচরণ করার প্রবণতা রয়েছে তাদেরকে পরিচালনা করা, কিন্তু যিনি পারমার্থিক চেতনায় সিদ্ধ তিনি মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারেন, ভগবান এখানে সেই ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তির অসাবধান ভাবে গাড়ী চালানোর প্রবণতা রয়েছে, অথবা যে স্থানীয় রাস্তার পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানে না, তার জন্য বিস্তারিতভাবে রাস্তার চিহ্ন সমূহ এবং পথপ্রদর্শনকারী পুলিশের বিধিনিষেধ অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আদর্শ গাড়ীচালক স্থানীয় রাস্তাঘাট সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ। তার জন্য যথার্থই কোন আরক্ষণ কর্মকর্তা বা গতিনিয়ামক এবং সাবধানতা সূচক চিহ্নের প্রয়োজন নেই, কারণ এই সমস্তের প্রয়োজন হয় রাস্তা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকেদের জন্য। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবা ব্যতিরেকে কোন কিছুই চান না; তিনি আপনা থেকেই সমস্ত বিধিনিষেধ সম্বন্ধে অবগত, আর তা হচ্ছে সর্বদা কৃষ্ণের স্মরণ করা এবং কখনও তাঁকে বিস্মৃত না হওয়া। আমাদের কিন্তু কৃত্রিমভাবে অত্যন্ত উন্নত পরমহংস ভক্তের অনুকরণ করা উচিত নয়, কেননা এইরূপ অনুকরণ অতিসত্বর সেই ভক্তের পারমার্থিক জীবনে বিনাশ ঘটাবে।

পূর্ব শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান পারমার্থিক জীবনের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা, সামগ্রী এবং বিধিবিধান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ড এবং কমণ্ডলু বহন করবেন, আর বিশেষ পদ্ধতিতে আহার-বিহার করবেন। পরমহংস ভক্ত, যিনি জড় জগতের প্রতি আসক্তি এবং আগ্রহ সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করেছেন, তিনি আর বৈরাগ্যের এইরূপ বাহ্যিক ব্যাপারে আকৃষ্ট হন না।

শ্লোক ২৯

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ ।
বদেদুন্মত্তবদ্ বিদ্বান্ গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥ ২৯ ॥

বুধঃ—যদিও বুদ্ধিমান, **বালক-বৎ**—শিশুর মতো (সম্মান এবং অসম্মান সম্বন্ধে অজ্ঞ); **ক্রীড়েৎ**—জীবন উপভোগ করা উচিত; **কুশলঃ**—যদিও দক্ষ; **জড়-বৎ**—জড় ব্যক্তির মতো; **চরেৎ**—আচরণ করা উচিত; **বদেৎ**—বলা উচিত; **উন্মত্ত-বৎ**—পাগলের মতো; **বিদ্বান্**—যদিও খুব শিক্ষিত; **গোচর্যাম্**—অবাধ আচরণ, **নৈগমঃ**—যদিও বৈদিক বিধান সম্বন্ধে দক্ষ; **চরেৎ**—আচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

পরমহংস, পরম জ্ঞানী হয়েও মান-অপমান বোধশূন্য হয়ে শিশুর মতো জীবন উপভোগ করবেন, পরম দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি জড় এবং অক্ষমের মতো আচরণ করবেন; অত্যন্ত শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি অজ্ঞের মতো কথা বলবেন; এবং বৈদিক বিধি-বিধান সম্বন্ধে শিক্ষিত পণ্ডিত হয়েও, তিনি অবাধ আচরণ করতে থাকবেন।

তাৎপর্য

পরমহংস সন্ন্যাসী, ভয় পান যে তাঁকে সিদ্ধ মহাত্মার মতো সম্মান প্রদর্শন করলে তাঁর মন হয়ত বিপথে চালিত হতে পারে, তাই তিনি নিজেকে আবৃত করে রাখেন, সেই কথাই এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। সিদ্ধব্যক্তি জনসাধারণকে তুষ্ট করতে বা সামাজিক সম্মান পেতে চেষ্টা করেন না; কেননা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগৎ থেকে সর্বদা অনাসক্ত থাকা এবং পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা। সাধারণ বিধি-নিষেধের অবহেলা করলেও পরমহংস কখনও পাপকর্ম বা অসৎ আচরণ করেন না, বরং তিনি বিশেষ কোনভাবে বস্ত্রপরিধান, কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পাদন অথবা কিছু তপস্যা এবং প্রায়শ্চিত্ত আদি ধর্মীয় আচরণের আনুষ্ঠানিকতাগুলির অবহেলা করে থাকেন।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ, যাঁরা ভগবানের নাম প্রচারের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের উচিত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কৃষ্ণভাবনামৃতের উপস্থাপন করা, যাতে জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করে। যাঁরা প্রচার করছেন তাঁদের উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করা, প্রচারের অজুহাতে তাঁরা যেন নিজেদের সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা না করেন। যে পরমহংস কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণে নিয়োজিত নন, তিনি অবশ্য জনমত সম্বন্ধে মোটেই আসক্ত নন।

শ্লোক ৩০

বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৩০ ॥

বেদবাদ—বেদের কর্মকাণ্ড বিভাগে; রতঃ—নিয়োজিত; ন—কখনও না; স্যাৎ—হওয়া উচিত; ন—অথবা নয়; পাষণ্ডী—নাস্তিক, যে বেদের বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে; ন—অথবা নয়; হৈতুকঃ—সাধারণ তার্কিক অথবা সন্দেহবাদী; শুষ্কবাদ—অনর্থক বিষয়ের; বিবাদে—তর্কে; ন—কখনও না; কঞ্চিৎ—যে কোন; পক্ষম্—পক্ষ; সমাশ্রয়েৎ—গ্রহণ করা উচিত।

অনুবাদ

ভক্তের কখনও বেদে বর্ণিত কর্মকাণ্ডীয় সকাম আনুষ্ঠানিকতায় রত হওয়া, বা নাস্তিক হওয়া, অথবা বেদের সিদ্ধান্ত বিরোধী কার্য করা, এমনকি কথা বলাও উচিত নয়। তদ্রূপ, তার নিতান্ত তার্কিক অথবা সন্দেহবাদী, কিংবা কোনও অনর্থক তর্কে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা কখনও উচিত নয়।

তাৎপর্য

যদিও পরমহংস ভক্ত নিজের উৎকর্ষ লুকিয়ে রাখেন তা সত্ত্বেও তাঁর জন্য কতকগুলি কার্যকলাপ নিষিদ্ধ রয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে নিজেকে লুকিয়ে রাখার নামে তিনি যেন অশরিরী না হয়ে যান। পাষণ্ড শব্দটি এখানে সূচিত করে, বেদ বিরোধী নাস্তিক দর্শন, যেমন—বৌদ্ধ মতবাদ এবং হৈতুক বলতে বোঝায় যারা জাগতিক তর্ক অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যা কিছু প্রদর্শন করা যাবে সেইটুকুই কেবল গ্রহণ করে। বেদের উদ্দেশ্য যেহেতু অপ্রাকৃত বস্তুকে উপলব্ধি করা, সেইজন্য সন্দেহবাদীদের তথাকথিত যুক্তিতর্ক পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য নিরর্থক। শ্রীল জীব গোস্বামী আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন যে, নাস্তিকদের যুক্তিকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যেও আমরা যেন নাস্তিক গ্রন্থাদি পাঠ না করি। এই ধরনের গ্রন্থাদি সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়। পূর্ববর্ণিত নিষিদ্ধ কর্মগুলি কৃষ্ণভাবনামৃতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এতই ক্ষতি কারক যে, সেগুলিকে লোকদেখানো হিসাবেও গ্রহণ করা যাবে না।

শ্লোক ৩১

নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং চোদ্বিজয়েন্ন তু।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্ বৈরং কুর্যান্ন কেনচিৎ ॥ ৩১ ॥

ন—কখনও না; উদ্বিজেত—বিড়ম্বিত অথবা ভীত হওয়া উচিত; জনাৎ—অন্য লোকেদের জন্য; ধীরঃ—সাধুব্যক্তি; জনম্—অন্য লোকেরা; চ—এবং; উদ্বেজয়েৎ—ভীত বা বিরত হওয়া উচিত; ন—কখনও না; তু—বস্তুত; অতি-

বাদান্—অপমান সূচক অথবা রূঢ় বাক্য; **তিতিক্ষেত**—সহ্য করা উচিত; **ন**—কখনও না; **অবমন্যেত**—তুচ্ছ ভাবা উচিত; **কঞ্চন**—যে কেউ; **দেহম্**—দেহ; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশ্যে; **পশু-বৎ**—পশুর মতো; **বৈরম্**—বিরোধীতা; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **ন**—কখনও না; **কেনচিৎ**—কারও সঙ্গে।

অনুবাদ

সাধু ব্যক্তির কারও নিকট থেকে কখনও ভীত বা বিব্রত হওয়া উচিত নয়, তেমনই অন্য লোকদের ভীত বা বিব্রত করাও তার উচিত নয়। সে অন্যদের দ্বারা অপমানিত হলে তা সহ্য করবে এবং কাউকে কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। নিজের জড় শরীরের জন্য সে কারও সঙ্গে বিরোধিতা করবে না যেহেতু সেটি পশুর আচরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছুই হবে না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"যিনি নিজেকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর মতো সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী।"

বৈষ্ণব তাঁর দেহ, মন এবং বাক্যের দ্বারা কখনও কোন জীবকে বিব্রত করবেন না। তিনি সর্বদা সহিষ্ণু থাকবেন এবং কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না। বৈষ্ণবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য অসুরদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে আচরণ করে থাকেন—যেমনটি অর্জুন, হনুমান এবং আরও অন্যান্য মহান ভক্তরা করেছিলেন। তিনি নিজের মান সম্মানের তুলনায় অন্যদের নিকট অত্যন্ত নম্র এবং বিনীত থাকবেন।

শ্লোক ৩২

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ ॥ ৩২ ॥

একঃ—এক; **এব**—বস্তুত; **পরঃ**—পরম; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **আত্মা**—পরম পুরুষ ভগবান; **ভূতেষু**—সমস্ত দেহে; **আত্মনি**—জীবের মধ্যে; **অবস্থিতঃ**—অবস্থিত; **যথা**—ঠিক যেমন; **ইন্দুঃ**—চন্দ্র; **উদ**—জলের, **পাত্রেষু**—বিভিন্ন পাত্রে; **ভূতানি**—সমস্ত জড় দেহ; **এক**—এক পরমেশ্বর; **আত্মকানি**—শক্তির দ্বারা নির্মিত; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জড় দেহে এবং প্রত্যেকের আত্মায় অবস্থিত। একই চন্দ্র যেমন অসংখ্য জলের পাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি এক পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে উপস্থিত। এইভাবে প্রতিটি জড় দেহই নির্মিত হয়েছে সর্বোপরি পরমেশ্বরের শক্তির দ্বারা।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় দেহ হচ্ছে সর্বোপরি পরমেশ্বরের শক্তি একই জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং অন্য জীবের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা যাবে না। এই বিশ্বে ভগবানের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য ভগবানের কোন যথার্থ প্রতিনিধি কারও প্রতি হিংস্র অথবা বিরুদ্ধাচরণ করেন না, এমনকি তিনি যদি ভীষণভাবে ভগবানের বিধান লঙ্ঘনকারীর দ্বারা তিরস্কৃত হন তবুও। প্রতিটি জীবই সর্বোপরি ভগবানের সন্তান, এবং ভগবান প্রত্যেকের শরীরে বর্তমান। সুতরাং সাধু ব্যক্তি, এমনকি নগন্যতম ব্যক্তি বা প্রাণীর সঙ্গে আচরণেও অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করবেন।

শ্লোক ৩৩

অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্ ॥ ৩৩ ॥

অলব্ধ্বা—লাভ না করে; **ন**—না; **বিষীদেত**—বিষণ্ণ হবেন; **কালে কালে**—বিভিন্ন সময়ে; **অশনম্**—খাদ্য; **ক্বচিৎ**—যা কিছু; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **ন**—না; **হৃষ্যেৎ**—আনন্দিত হওয়া উচিত; **ধৃতি-মান্**—দৃঢ়নিষ্ঠ; **উভয়ম্**—উভয় (ভাল খাদ্য পেলে বা না পেলে); **দৈব**—ভগবানের পরম শক্তির; **তন্ত্রিতম্**—নিয়ন্ত্রণে।

অনুবাদ

কখনও কখনও সে যদি উপযুক্ত খাদ্য না পায়, বিষণ্ণ হবে না, এবং উপাদেয় খাদ্য পেলেও সে উৎফুল্ল হবে না। দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে সে উপলব্ধি করবে, উভয় পরিস্থিতিই ভগবানের নিয়ন্ত্রণে।

তাৎপর্য

যেহেতু আমরা জড় দেহকে উপভোগ করতে চাই, সেইজন্য বিভিন্ন প্রকারের জড় অভিজ্ঞতা আমাদের নিকট ক্ষণস্থায়ী সুখ এবং অনিবার্য দুঃখ আনয়ন করে। মূর্খের মতো আমরা নিজেকে নিয়ামক এবং কর্তা বলে মনে করি, এবং এইভাবে অহংকারের জন্য আমরা জড়দেহ ও মনের ক্ষণভঙ্গুর অনুভূতির বশবর্তী হই।

শ্লোক ৩৪

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্ ।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্ বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

আহার—আহার করতে; **অর্থম্**—এর জন্য; **সমীহেত**—চেষ্টা করা উচিত; **যুক্তম্**—উপযুক্ত; **তৎ**—সেই ব্যক্তির; **প্রাণ**—প্রাণশক্তি; **ধারণম্**—নির্বাহ করা; **তত্ত্বম্**—পারমার্থিক সত্য; **বিমৃশ্যতে**—মনন করা হয়; **তেন**—মনের সেই শক্তির দ্বারা, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ু; **তৎ**—সেই সত্য; **বিজ্ঞায়**—উপলব্ধি করে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

প্রয়োজনবোধে যথেষ্ট খাদ্য বস্তু লাভের চেষ্টা করা উচিত, কেননা তা আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সর্বদা প্রয়োজন। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়, মন এবং প্রাণবায়ু সুস্থ থাকে, তখন আমরা পারমার্থিক সত্যের মনন করতে পারি, এবং এই সত্য উপলব্ধি করে আমরা মুক্তি লাভ করি।

তাৎপর্য

বিনা প্রচেষ্টায় অথবা স্বল্প ভিক্ষায় খাদ্যবস্তু লাভ না হলে আমাদেরকে শরীর নির্বাহের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে, যাতে আমাদের পারমার্থিক কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয়। সাধারণত, যাঁরা পারমার্থিক জীবনে অগ্রগতি লাভের চেষ্টা করছেন তাঁদের দেহ এবং মন যদি অনাহারের জন্য দুর্বল হয়ে যায়, তবে সত্যের প্রতি অবিচলিতভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত আহার করা হচ্ছে পারমার্থিক অগ্রগতির একটি বিরাট অন্তরায় এবং তা বর্জনীয়।

এই শ্লোকে *আহারার্থম্* শব্দটি সূচিত করে, পারমার্থিক অগ্রগতি লাভের জন্য নিজেকে সুস্থ রাখতে যেটুকু আহার করা একান্ত প্রয়োজন সেইটুকু গ্রহণ করা। তা কখনই অনর্থক সঞ্চয় বা তথাকথিত ভিক্ষালব্ধ বস্তু গচ্ছিত রাখতে অনুমোদন করে না। কেউ যদি নিজের পারমার্থিক কার্যক্রমের অতিরিক্ত সঞ্চয় করেন তবে তাঁর অতিরিক্ত সঞ্চয়গুলি এত ভারী হয়ে যায় যে, তা সাধককে জাগতিক স্তরে অবরোহণ করতে বাধ্য করে।

শ্লোক ৩৫

যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্ ।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ ॥ ৩৫ ॥

যদৃচ্ছয়া—আপনা থেকেই; **উপপন্ন**—লব্ধ; **অন্নম্**—খাদ্য; **অদ্যাৎ**—আহার করা উচিত; **শ্রেষ্ঠম্**—শ্রেষ্ঠ; **উত**—অথবা; **অপরম্**—নিম্ন শ্রেণীর; **তথা**—তেমনই; **বাসঃ**

—বস্ত্র; তথা—তেমনই; শয্যাম্—বিছানা পত্র; প্রাপ্তম্ প্রাপ্তম্—যা কিছু আপনা থেকেই লাভ হয়; ভজেৎ—গ্রহণ করা উচিত; মুনিঃ—মুনি।

অনুবাদ

সাধু ব্যক্তির পক্ষে খাদ্য, বস্ত্র এবং শয্যা উৎকৃষ্টই হোক অথবা নিকৃষ্ট মানের হোক, যা অনায়াসে লাভ করে, তাই গ্রহণ করা উচিত।

তাৎপর্য

সময় সময় উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু খাদ্য, আবার কখনও কখনও স্বাদহীন খাদ্য অনায়াসেই লাভ হয়। অনায়াসলব্ধ সুস্বাদু আহার্য প্রাপ্ত হলে সাধু ব্যক্তি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন না, আবার সাধারণ খাদ্য পেলেও তিনি তা ক্রোধভরে প্রত্যাখ্যান করবেন না। যদি কোন খাদ্যই লাভ না হয়, যেমনটি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, তাকে চেষ্টা করতে হবে অনাহারে না থাকতে। এই শ্লোক থেকে মনে হচ্ছে যে এমনকি সাধু ব্যক্তিদেরও যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত।

শ্লোক ৩৬

শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥

শৌচম্—সাধারণ পরিচ্ছন্নতা; **আচমনম্**—জল দিয়ে আচমন করা; **স্নানম্**—স্নান করা, **ন**—না; **তু**—বস্তুত; **চোদনয়া**—জোরপূর্বক; **চরেৎ**—সম্পাদন করা উচিত; **অন্যান্**—অন্য; **চ**—এবং; **নিয়মান্**—নিয়মিত কর্তব্য; **জ্ঞানী**—যে আমাকে উপলব্ধি করেছে; **যথা**—ঠিক যেমন; **অহম্**—আমি; **লীলয়া**—আমার নিজের ইচ্ছায়; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর হয়েও আমি যেমন স্বেচ্ছায় আমার নিত্যকৃত্য সম্পাদন করি, তদ্রূপ যে আমাকে উপলব্ধি করেছে তারও সাধারণ পরিচ্ছন্নতা, আচমন, স্নান এবং অন্যান্য নিত্যকৃত্যগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদন করা উচিত।

তাৎপর্য

পরম পুরুষ ভগবান যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি মনুষ্য সমাজের জন্য যথার্থ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে নিয়মিতভাবে বৈদিক নিত্যকৃত্যগুলি সম্পাদন করেন। ভগবান নিজের ইচ্ছাতেই এই সমস্ত আচরণ করেন, কেননা কেউই পরমেশ্বর ভগবানকে দায়ী, বাধ্য বা জোরাজুরি করতে পারে না, তদ্রূপ, জড় দেহের অতীত নিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত আত্ম উপলব্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি জড়দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর

নিত্যকৃত্যগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সম্পাদন করেন, বিধিনিষেধের দাসরূপে নয়। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস বিধিনিষেধের দাস নন। তা সত্ত্বেও পরমার্থবাদীরা ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য বিধিনিষেধগুলি কঠোরভাবে পালন করেন। অন্যভাবে বলা যায়, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় উন্নত, তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিচরণ করেন। যিনি পারমার্থিক পর্যায়ে যথাযথ রূপে অধিষ্ঠিত, তিনি জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধিবিধান অথবা জড় দেহের দাস হতে পারেন না। তবে, এই শ্লোকের এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রের উক্তিগুলি অজ্ঞের মতো ভাষ্য করে অসৎ ও খামখেয়ালীভাবে ব্যবহারের সমর্থন করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে জীবনের পরমহংস স্তরের কথা আলোচনা করছেন এবং যারা জড় দেহের প্রতি আসক্ত তাদের অবশ্য পরমহংস পর্যায় নিয়ে কিছুই করণীয় নেই, তারা যেন আবার এই পর্যায় এবং অতুলনীয় সুযোগের অপপ্রয়োগ না করে।

শ্লোক ৩৭

ন হি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা ।
আদেহান্তাৎ ক্বচিৎ খ্যাতিস্ততঃ সম্পদ্যতে ময়া ॥ ৩৭ ॥

ন—না; হি—অবশ্যই; তস্য—আত্মজ্ঞানীর জন্য; **বিকল্প**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন কোন কিছু; **আখ্যা**—অনুভূতি; **যা**—যে অনুভূতি; **চ**—এবং; **মৎ**—আমার; **বীক্ষয়া**—উপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা; **হতা**—বিনষ্ট; **আ**—যতক্ষণ না; **দেহ**—দেহের; **অন্তাৎ**—মৃত্যু; **ক্বচিৎ**—কোন কিছু; **খ্যাতিঃ**—এইরূপ অনুভূতি; **ততঃ**—তারপর; **সম্পদ্যতে**—সমান ঐশ্বর্য লাভ করে; **ময়া**—আমার সঙ্গে।

অনুবাদ

আত্ম উপলব্ধ ব্যক্তি আর আমার থেকে নিজেকে ভিন্ন রূপে দেখে না। কেননা আমার সম্বন্ধে তার উপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তার এইরূপ মায়িক অনুভূতি বিনষ্ট হয়েছে। জড় দেহ এবং মন পূর্বে যেহেতু এইরূপ অনুভূতিতে অভ্যস্ত ছিল, সময় সময় তা পুনরায় লক্ষিত হতে পারে; কিন্তু মৃত্যুর সময় আত্ম উপলব্ধ ব্যক্তি আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের ৩২তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, জড় এবং চিন্ময় সমস্ত বস্তুই হচ্ছে তাঁর শক্তির প্রকাশ। ভগবান সম্বন্ধে উপলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে, তিনি কোন কিছু, কোন স্থানে, কোন সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্নভাবে থাকতে

পারে—এইরূপ মায়িক ধারণা ত্যাগ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও ব্যাখ্যা করেছেন যে, জড় দেহ এবং মনকে ভগবৎ-সেবার জন্য সক্ষম রাখতে হবে, সেইজন্য এমনকি সিদ্ধ ব্যক্তিকেও কখনও কখনও কোন পর্যায়ে, কোন কিছুকে বা কোন পরিস্থিতিকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে দেখা যায়। এই ধরনের, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন কোন কিছুর প্রতি মনোনিবেশ রূপ দ্বন্দ্বভাব সাময়িকভাবে লক্ষিত হলেও সেই ব্যক্তির মুক্ত অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না, তিনি মৃত্যুর সময় চিন্ময় জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো ঐশ্বর্য লাভ করেন। মায়ার কাজ হচ্ছে আমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের থেকে বিচ্ছিন্ন করা, কিন্তু সংক্ষিপ্ত এবং সাময়িক এইরূপ দ্বন্দ্বভাব, ব্যবহার বা মনোভাব শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে দেখা গেলেও তা তাঁকে কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না। এটি প্রকৃত মায়া নয়, কেননা মায়ার প্রকৃত কাজ তার দ্বারা সাধিত হয় না অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করেছেন—ভগবানের ভক্ত কোন কিছুকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন রূপে দেখেন না এবং এইভাবে তিনি নিজেকে জড় জগতের স্থায়ী বাসিন্দা বলেও মনে করেন না। ভক্ত সর্বদাই কৃষ্ণ সেবার বাসনার দ্বারা চালিত হন। ঠিক যেমন, যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আগ্রহী তারা সর্বক্ষণ তাদের উপভোগের ব্যবস্থাপনা করে সময় কাটায়, তেমনই ভক্তরা সর্বক্ষণই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং জাগতিক ইন্দ্রিয় ভোগীদের মতো আচরণ করার সময় তাঁদের নেই। সাধারণ লোকের নিকট মনে হতে পারে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কোন কিছুকে ভগবান থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করছেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত বাস্তবে মুক্ত স্তরেই অবস্থান করেন এবং তিনি যে চিন্ময় দেহে ভগবদ্ধামে উপনীত হবেন তা সুনিশ্চিত। সাধারণত, জাগতিক লোকেরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের ক্রিয়াকলাপ সব সময় বুঝে ওঠে না, আর এইভাবে তাঁকে তাদের মতো একই স্তরের ভেবে তাঁর গুরুত্বকে উপেক্ষা করতে চেষ্টা করে। জীবনের শেষে ভগবদ্ভক্ত যে ফল লাভ করেন তা কিন্তু সাধারণ জড় জাগতিক মানুষের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ৩৮

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্বেদ আত্মবান্ ।
অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥

দুঃখ—দুঃখ; **উদর্কেষু**—ভবিষ্যৎ ফলরূপে যা আনয়ন করে তার মধ্যে; **কামেষু**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে; **জাত**—উদ্ভূত; **নির্বেদঃ**—অনাসক্তি; **আত্ম-বান্**—যিনি জীবনে

পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের জন্য ইচ্ছুক; অজিজ্ঞাসিত—যিনি গভীরভাবে বিচার করেন নি; মৎ—আমাকে; ধর্মঃ—লাভের পন্থা; মুনিম্—জ্ঞানী ব্যক্তি; গুরুম্—গুরুদেব; উপব্রজেৎ—যাওয়া উচিত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল দুঃখজনক জেনে, তা থেকে অনাসক্ত হয়েছে, এবং যে পারমার্থিক জীবনে সিদ্ধি লাভে ইচ্ছুক, কিন্তু আমাকে লাভ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তার উচিত জ্ঞানী এবং যথার্থ গুরুদেবের নিকট গমন করা।

তাৎপর্য

পূর্বের শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন, যিনি যথার্থ জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁর কর্তব্য কী? যিনি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ইচ্ছুক এবং জড় জাগতিক জীবন থেকে অনাসক্ত হয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের নির্ভুল জ্ঞান সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা রাখেন না তাঁদের সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে আলোচনা করছেন। এইরূপ অনাসক্ত ব্যক্তি, যিনি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহী, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতে নিষ্ণাত সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা, এবং তাহলেই তিনি অতি শীঘ্র যথার্থ জ্ঞানের স্তরে উপনীত হবেন। যিনি পারমার্থিক সিদ্ধি লাভে গভীরভাবে আগ্রহী, তাঁর পক্ষে জীবনের পরমসিদ্ধি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধানগুলি গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ৩৯

তাবৎ পরিচরেদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ ।
যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ ॥ ৩৯ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ; পরিচরেৎ—সেবা করা উচিত; ভক্তঃ—ভক্ত; শ্রদ্ধাবান্—পরম শ্রদ্ধা সহকারে; অনসূয়কঃ—অহিংস হয়ে; যাবৎ—যতক্ষণ না; ব্রহ্ম—পারমার্থিক জ্ঞান; বিজানীয়াৎ—স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন; মাম্—আমাকে; এব—বস্তুত; গুরুম্—গুরুদেব; আদৃতঃ—পরম শ্রদ্ধা সহকারে।

অনুবাদ

ভক্ত যতক্ষণ না স্পষ্টরূপে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে ততক্ষণই তার উচিত পরম বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পূর্ণ অহিংস হয়ে আমা হতে অভিন্ন শ্রীগুরুদেবকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর গুর্বষ্টক প্রার্থনায় বলেছেন, "*যস্য প্রসাদাদ ভগবৎ প্রসাদঃ*"—সদ্‌গুরুর কৃপার মাধ্যমে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করি।

যে ভক্ত শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি প্রত্যক্ষভাবে ক্রমশ ভগবানের মনোভীষ্ট পূরণের সেবায় নিয়োজিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই শ্রীগুরুদেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর সেবা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গুরুদেবের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য সেবা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগ। এই শ্লোকে *পরিচরেৎ* শব্দটি সূচিত করে যে, ব্যক্তিগত সেবার মাধ্যমে গুরুদেবের পরিচর্যা করা, অন্যভাবে বলা যায়, যে ব্যক্তি তাঁর গুরুদেব প্রদত্ত শিক্ষা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পারেননি তাঁর উচিত তাঁর গুরুদেবের নিকটে থাকার মাধ্যমে মায়ার কবলে পতিত না হওয়া। যে ভক্ত গুরুদেবের কৃপায় উপলব্ধ জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁর উচিত সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের মাধ্যমে গুরুদেবের প্রচারকার্যে সাহায্য করা।

শ্লোক ৪০-৪১

যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥ ৪০ ॥
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্মহা ।
অবিপক্বকষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে ॥ ৪১ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **অসংযত**—সংযত না হয়ে; **ষট্**—ছয়; **বর্গঃ**—কলুষসমূহ; **প্রচণ্ড**—প্রচণ্ড; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **সারথিঃ**—চালক, বুদ্ধি; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **বৈরাগ্য**—এবং বৈরাগ্য; **রহিতঃ**—রহিত; **ত্রি-দণ্ডম্**—সন্ন্যাস আশ্রম; **উপজীবতী**—দেহ নির্বাহের জন্য উপযোগ করা; **সুরান্**—পূজ্য দেবতা; **আত্মানম্**—তার নিজের; **আত্ম-স্থম্**—নিজের মধ্যে অবস্থিত; **নিহ্নুতে**—অস্বীকার করে; **মাম্**—আমাকে; **চ**—ও; **ধর্মহা**—ধর্মীয় বিধিবিধান বিনষ্ট করে; **অবিপক্ব**—অপরিণত; **কষায়ঃ**—কলুষ; **অস্মাৎ**—ইহ লোক থেকে; **অমুষ্মাৎ**—পরলোক থেকে; **চ**—এবং; **বিহীয়তে**—বিচ্যুত হয়েছে, নষ্ট হয়ে গেছে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার ষড়বিধ মায়া (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য), এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নেতা বুদ্ধিকে সংযত করেনি, জড় বস্তুর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরহিত হওয়া সত্ত্বেও জীবিকা নির্বাহের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে, পূজ্য দেবতা, নিজ আত্মা, এবং তার মধ্যে অবস্থিত পরমেশ্বরকে অস্বীকার করে, ধর্মের বিধ্বংস ডেকে আনে এবং জড় কলুষের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, সে পতিত এবং তার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সমস্ত প্রকার স্থূল মায়ার লক্ষণযুক্ত হয়েও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে, সেই সমস্ত ভণ্ড লোকদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিন্দা করেছেন। বৈদিক বিধানের বুদ্ধিমান অনুগামীরা ভেক্‌ধারী সন্ন্যাসীদের কখনও প্রশংসা করেন না। বেদধর্মের বিনাশকারী তথাকথিত সন্ন্যাসীরা সময় সময় মূর্খ লোকেদের নিকট যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে, কিন্তু আসলে তারা কেবল নিজেদেরকে এবং তাদের অনুগামীদেরও প্রতারণা করছে। এই সমস্ত ভণ্ড সন্ন্যাসীরা বাস্তবে কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত নয়।

শ্লোক ৪২

ভিক্ষোর্ধর্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্যসেবনম্ ॥ ৪২ ॥

ভিক্ষোঃ—সন্ন্যাসী; **ধর্মঃ**—মূলধর্ম; **শমঃ**—শমতা; **অহিংসা**—অহিংসা; **তপঃ**—তপস্যা; **ঈক্ষা**—পার্থক্য নিরূপণ (দেহ ও আত্মার মধ্যে); **বন**—বনে; **ওকসঃ**—নিবাসীর বানপ্রস্থী; **গৃহিণঃ**—গৃহস্থের; **ভূত-রক্ষা**—সমস্ত জীবকে আশ্রয় প্রদান করা; **ইজ্যা**—যজ্ঞ সম্পাদন করা; **দ্বি-জস্য**—ব্রহ্মচারীর; **আচার্য**—গুরুদেব; **সেবনম্**—সেবা করা।

অনুবাদ

সন্ন্যাসীর মূল ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছে সমতা এবং অহিংসা, আবার বানপ্রস্থীর প্রধান ধর্ম হচ্ছে তপস্যা এবং দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী দার্শনিক জ্ঞান আহরণ করা। গৃহস্থদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত জীবকে আশ্রয় প্রদান করা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করা, আর ব্রহ্মচারীর দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানত শ্রীগুরুদেবের সেবায় ব্রতী হওয়া।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে অবস্থান করে ব্যক্তিগতভাবে আচার্যের সেবা করবে। গৃহস্থদের সাধারণ কর্তব্য হচ্ছে যজ্ঞ সম্পাদন, শ্রীবিগ্রহ অর্চন এবং সমস্ত জীবকে পালন পোষণ করা। বানপ্রস্থী যাতে বৈরাগ্য সুষ্ঠুরূপে বজায় রাখতে পারেন তার জন্য দেহ এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করবেন এবং তপস্যাও করবেন। সন্ন্যাসী কায়মনোবাক্যে আত্মোপলব্ধির জন্য পূর্ণরূপে মগ্ন হবেন, এইভাবে মনের সমতা লাভ করার ফলে তিনি সমস্ত জীবের শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে গণ্য হন।

শ্লোক ৪৩

ব্রহ্মচর্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্ ।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্বেষাং মদুপাসনম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্ম-চর্যম্—ব্রহ্মচর্য; **তপঃ**—তপস্যা; **শৌচম্**—আসক্তি অথবা বিদ্বেষরহিত মনের শুদ্ধতা; **সন্তোষঃ**—সন্তুষ্টি; **ভূত**—সমস্ত জীবের প্রতি; **সৌহৃদম্**—বন্ধুত্ব; **গৃহস্থস্য**—গৃহস্থের; **অপি**—ও; **ঋতৌ**—ঋতুকালে; **গন্তুঃ**—স্ত্রীর নিকট গিয়ে; **সর্বেষাম্**—সমস্ত মানুষের; **মৎ**—আমার; **উপাসনম্**—উপাসনা।

অনুবাদ

গৃহস্থ ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনের জন্যই কেবল অনুমোদিত সময়ে তার স্ত্রীর নিকট যৌন সঙ্গের জন্য গমন করবে। অন্যথায় সেই গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন, তপস্যা, দেহ ও মনের শুদ্ধতা বজায় রাখা, সাধারণ অবস্থায় সন্তুষ্ট এবং সমস্ত জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন থাকা। বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের উচিত আমার আরাধনা করা।

তাৎপর্য

সর্বেষাং মদুপাসনম্ বলতে বোঝায় বর্ণাশ্রম ধর্মের সমস্ত অনুগামীরা অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করবেন, অন্যথায় তাদের নিজ নিজ পদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি অবশ্যম্ভাবী। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩) বলা হয়েছে—*ন ভজন্তি অবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্তি অধঃ*—বৈদিক আচার অনুষ্ঠান সম্পাদনে যথেষ্ট উন্নত হলেও পরমেশ্বরের উপাসনা না করলে সে অবশ্যই অধঃপতিত হবে।

গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থানকারীরা যথেচ্ছভাবে যৌন ক্ষমতা প্রয়োগ করে শুকর এবং কুকুরের মতো জীবন উপভোগ করতে অনুমোদিত নন। ধর্মপরায়ণ গৃহস্থের উচিত অনুমোদিত সময়ে এবং স্থানে ভগবানের প্রীতি বিধানের উদ্দেশ্যে সাধু সন্তান উৎপাদনের জন্যই কেবল তাঁর স্ত্রীর নিকট গমন করা, অন্যথায় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে গৃহস্থ এবং মনুষ্য সমাজের অন্য সমস্ত উন্নত সদস্যদের উচিত ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করা। *শৌচং* শব্দটি দেহ এবং মনের শুদ্ধতা অথবা আসক্তি এবং বিদ্বেষ থেকে মুক্তিকে নির্দেশ করে।

যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসে ভগবানকে পরম নিয়ামক রূপে জেনে উপাসনা করেন তিনি সন্তোষ লাভ করেন, অর্থাৎ ভগবান তাঁকে যে অবস্থাতেই রাখুন না কেন তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকেন। প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে তিনি ভূতঃ-সুহৃৎ, অর্থাৎ সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হতে পারেন।

শ্লোক ৪৪

ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্ ।
সর্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **মাম্**—আমাকে; **যঃ**—যে; **স্ব-ধর্মেণ**—তার পেশার দ্বারা; **ভজেৎ**—ভজনা করে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **অনন্য-ভাক্**—অনন্য উপাস্য; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **মৎ**—আমার; **ভাবঃ**—চেতনাযুক্ত হয়ে; **মৎ-ভক্তিম্**—আমার প্রতি ভক্তি; **বিন্দতে**—লাভ করে; **দৃঢ়াম্**—দৃঢ়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার কর্তব্য কর্মের মাধ্যমে আমার ভজনা করে, যার অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি সর্বজীবে উপস্থিত জেনে আমার সম্বন্ধে সচেতন থাকে, সে আমার প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সমগ্র বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা লাভ করা, সেই কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে চলেছেন। মনুষ্য সমাজের সামাজিক এবং পেশাগত যে কোন বিভাগেই মানুষের উচিত পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হওয়া এবং কেবল তাঁরই উপাসনা করা। যথার্থ গুরুদেব হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এবং সেই আচার্যের উপাসনা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হয়। যদিও সাধারণ গৃহস্থদেরকে বৈদিক বিধানের দ্বারা বিশেষ কোন দেবতা বা পিতৃপুরুষের পূজা করার জন্য আদেশ করা হয়, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থিত। সেই কথা এখানে বলা হয়েছে, *সর্বভূতেষু মদ্ভাবঃ*। ভগবানের শুদ্ধভক্ত কেবলমাত্র ভগবানেরই আরাধনা করেন, এবং যারা শুদ্ধভক্তির পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না তাদের উচিত কমপক্ষে দেবতাদের মধ্যে এবং সর্বজীবের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান বর্তমান জেনে, তাঁর ধ্যান করা। তাদের জানা উচিত, সমস্ত ধর্মকর্মের অন্তিম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি বিধান করা। প্রচারকার্য সম্পাদনের জন্য শুদ্ধ ভক্তদেরও সরকারী নেতা এবং সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাদের প্রশংসা করতে হয় এবং আদেশ পালন করতে হয়। তা সত্ত্বেও যেহেতু ভক্তরা প্রতিটি জীবের মধ্যে ভগবানকে পরমাত্মা রূপে অবস্থিত জেনে তাঁর ধ্যানে সর্বদা মগ্ন থাকেন, সেইজন্য তাঁরা ভগবানকে প্রীত করার উদ্দেশ্যে কার্য করেন, অন্যকোন সাধারণ মানুষকে তুষ্ট করার জন্য নয়। যে সমস্ত মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন

দেবদেবীর সঙ্গেও সম্পর্কিত হন তাঁদের উচিত পরমেশ্বর ভগবানকে কার্যকলাপের ভিত্তি হিসাবে দর্শন করা এবং পরমেশ্বরের প্রীতিবিধানের জন্য মনোনিবেশ করা। জীবনের এই পর্যায়ই হচ্ছে ভগবৎ প্রেম এবং তা আমাদেরকে যথার্থ মুক্তির পর্যায়ে উপনীত করে।

শ্লোক ৪৫

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সর্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ ॥ ৪৫ ॥

ভক্ত্যা—প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **অনপায়িন্যা**—অব্যর্থ; **সর্ব**—সকলের; **লোক**—লোকসমূহ; **মহা-ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব**—সবকিছুর; **উৎপত্তি**—সৃষ্টির কারণ; **অপ্যয়ম্**—এবং বিনাশ; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **কারণম্**—ব্রহ্মাণ্ডের কারণ; **মা**—আমাকে; **উপযাতি**—আসে; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমি সর্বলোকের পরম ঈশ্বর এবং আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, লয়ের অন্তিম কারণ। এইভাবে আমিই হচ্ছি পরম সত্য আর যে ব্যক্তি অব্যর্থভাবে আমার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে, সে আমার নিকট আগমন করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে (১/২/১১) বর্ণিত হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং সর্বোপরি পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন সমস্ত কিছুরই উৎস—এই তিনরূপে জানা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষবাদী দার্শনিকদের তাঁর দেহ নির্গত জ্যোতিতে আশ্রয় প্রদান করেন, সিদ্ধ যোগীদের নিকট তিনি পরমাত্মা রূপে আবির্ভূত হন, এবং সর্বোপরি তাঁর শুদ্ধভক্তদেরকে নিত্য, আনন্দময় ও জ্ঞানময় জীবন প্রদান করার জন্য তিনি তাঁর নিজ ধামে আনয়ন করেন।

শ্লোক ৪৬

ইতি স্বধর্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদগতিঃ ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি—এইভাবে; **স্ব-ধর্ম**—তার অনুমোদিত কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা; **নির্ণিক্ত**—শুদ্ধ হয়ে; **সত্ত্বঃ**—তার অস্তিত্ব; **নির্জ্ঞাত**—সম্পূর্ণ জ্ঞান; **মৎ-গতিঃ**—আমার পরম পদ; **জ্ঞান**—শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধ আত্মজ্ঞান; **সম্পন্নঃ**—সম্পন্ন; **ন-চিরাৎ**—অচিরে; **সমুপৈতি**—সম্পূর্ণরূপে লাভ করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

এইভাবে, যে তার স্বধর্ম পালনের দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে শুদ্ধ করেছে, যে সম্পূর্ণরূপে আমার পরমপদ উপলব্ধি করেছে এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্জন করেছে, সে অচিরেই আমাকে প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৪৭

বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম এষ আচারলক্ষণঃ ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥ ৪৭ ॥

বর্ণাশ্রম-বতাম্—বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীদের; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **এষঃ**—এই; **আচার**—অনুমোদিত ধারা অনুসারে যথার্থ ব্যবহারের দ্বারা; **লক্ষণঃ**—লক্ষ্য; **সঃ**—এই; **এব**—বস্তুত; **মৎ-ভক্তি**—আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার দ্বারা; **যুতঃ**—যুক্ত; **নিঃশ্রেয়স**—জীবনের পরম সিদ্ধি; **করঃ**—দেওয়া; **পরঃ**—পরম।

অনুবাদ

বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীরা ধর্মকে যথাযথ ব্যবহারের অনুমোদিত চিরাচরিত ধারা রূপে গ্রহণ করে। যখন এই বর্ণাশ্রম ধর্ম আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা রূপে উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করে।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন আশ্রমের এবং পর্যায়ের মানুষের জন্য পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পিতৃপুরুষদের উপাসনা করার মতো অনেক চিরাচরিত দায়িত্ব রয়েছে। এইরূপ সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি সবকিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পিত হওয়া উচিত। তাহলেই সেগুলি ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের দিব্য পন্থায় পরিণত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কৃষ্ণভাবনামৃত, বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবাই হচ্ছে প্রগতিশীল মনুষ্য জীবনের যথাসর্বস্ব।

শ্লোক ৪৮

এতত্তেঽভিহিতং সাধো ভবান্ পৃচ্ছতি যচ্চ মাম্ ।
যথা স্বধর্মসংযুক্তো ভক্তো মাং সমিয়াৎ পরম্ ॥ ৪৮ ॥

এতৎ—এই; **তে**—তোমাকে; **অভিহিতম্**—বর্ণিত; **সাধো**—হে ভক্ত উদ্ধব; **ভবান্**—তুমি; **পৃচ্ছতি**—প্রশ্ন করেছ; **যৎ**—যার; **চ**—এবং; **মাম্**—আমার নিকট

থেকে; **যথা**—যে উপায়ের দ্বারা; **স্ব-ধর্ম**—নিজের অনুমোদিত কর্তব্য; **সংযুক্তঃ**—সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **মাম্**—আমাকে; **সমিয়াৎ**—আসতে পারে; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

প্রিয় ভক্ত উদ্ধব, তোমার প্রশ্নানুসারে আমার ভক্ত, যে পদ্ধতির দ্বারা তার স্বধর্মে নিযুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে পারে তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণনা' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

উনবিংশতি অধ্যায়

পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁরা মনোধর্মী জ্ঞানের অনুশীলন করেন, কীভাবে, তাঁরা সেই পদ্ধতি কালক্রমে পরিত্যাগ করেন, পক্ষান্তরে শুদ্ধভক্ত ভগবৎ-সেবায় নিত্যযুক্ত থাকেন। এছাড়া যম আদি বিভিন্ন যৌগিক অনুশীলনের বর্ণনাও এখানে করা হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলেছেন, "যে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানী, যিনি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন, তিনি, স্বপ্নময় এই জগৎ এবং এই জগতে উপভোগ করবার সুবিধার্থে উদ্দিষ্ট তথাকথিত জ্ঞানানুশীলন এসবই পরিত্যাগ করেন। তার পরিবর্তে তিনি স্বয়ং সর্বেশ্বর পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রীতি বিধানের চেষ্টায় ব্রতী হন। একেই বলে শুদ্ধ ভক্তিযোগ। দিব্য জ্ঞান হচ্ছে, মন্ত্র উচ্চারণ আদি সমস্ত পুণ্যকর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার শুদ্ধভক্তি হচ্ছে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

এরপর উদ্ধবের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে দিব্য জ্ঞান এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। তাতে পরম বৈষ্ণব ভীষ্মদেব এ বিষয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির মহারাজকে যে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তার উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর যম এবং অন্যান্য যৌগিক অনুশীলন সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তখন ভগবান অহিংসাদি দ্বাদশ প্রকারের যম, এবং দৈহিক পরিচ্ছন্নতা আদি দ্বাদশ প্রকারের নিয়মের তালিকা প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্নানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যঃ**—যে; **বিদ্যা**—উপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা; **শ্রুত**—এবং প্রাথমিক শাস্ত্রীয় জ্ঞান; **সম্পন্নঃ**—সম্পন্ন; **আত্মবান্**—আত্ম উপলব্ধ; **ন**—না; **আনুমানিকঃ**—নির্বিশেষ জল্পনায় রত; **মায়া**—মায়া; **মাত্রম্**—মাত্র; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **জ্ঞানম্**—এইরূপ জ্ঞান এবং তা লাভের উপায়; **চ**—এবং; **ময়ি**—আমাতে; **সংন্যসেৎ**—শরণাগত হওয়া উচিত।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন—যে আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি, জ্ঞানে উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য শাস্ত্র অনুশীলন করেছে এবং নির্বিশেষবাদের জল্পনা কল্পনা পরিত্যাগ করে উপলব্ধি করেছে যে, জড় ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে কেবলই মায়া, তার উচিত তার সেই জ্ঞান এবং জ্ঞানলাভের পন্থাসহ আমার নিকট আত্মসমর্পণ করা।

তাৎপর্য

মায়ামাত্রম্ ইদং জ্ঞাত্বা বলতে বোঝায়, নিত্য আত্মা এবং নিত্য পুরুষোত্তম ভগবান সকলেই জড় জগতের ক্ষণস্থায়ী গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এই জ্ঞান। *বিদ্যাশ্রুত সম্পন্ন* বলতে বোঝায়, জ্ঞানে উদ্ভাসিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই কেবল আমাদের বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন করা উচিত, এবং তা অলৌকিকতা প্রদর্শন, বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন অথবা নির্বিশেষবাদী জল্পনা কল্পনার জন্য নয়। মায়ার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরমেশ্বর ভগবানে স্থানান্তরিত করে, দার্শনিক নেতিবাচক পদ্ধতিও ভগবানের নিকট সমর্পণ করা উচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন যে, বিপদের সময় রাজা সাধারণ প্রজাদেরকেও অস্ত্রধারণ করান। কিন্তু যুদ্ধজয়ের পর, প্রজারা সেই সমস্ত অস্ত্র রাজার নিকট ফিরিয়ে দেয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—কোন না কোন ভাবে জীবকে জড় মায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে, যেহেতু সেই মায়া তাকে অনাদি কাল থেকে আবৃত করে রেখেছে। মায়া সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে, বাসনা শূন্য এবং বৈরাগ্য অর্জনের জন্য যোগ পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে সে নিজেকে জড় অজ্ঞতার উর্ধ্বে উপনীত করতে পারে। একবার যদি কেউ দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, তবে তাঁর মায়া সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান লাভের পন্থা এই উভয়েরই আর কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ থাকে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উদাহরণ দিয়েছেন যে, কোন মানুষ হয়ত সর্প বা ব্যাঘ্র রূপী ভূতের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি আক্রান্ত থাকে, সে চিন্তা করে, "আমি একটি সাপ" অথবা "আমি একটি বাঘ", তখন তাকে ভৌতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য গ্রহরত্ন, মন্ত্র অথবা গাছগাছড়া প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি ভূতের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়, সে পুনরায় চিন্তা করে, 'আমি শ্রীযুক্ত অমুক, শ্রীযুক্ত অমুকের পুত্র", এবং সে তার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। তখন তার গ্রহরত্ন, মন্ত্র এবং গাছগাছড়ার কোন প্রয়োজন থাকে না। এই শ্লোকে *বিদ্যা* শব্দটিকে এইভাবে বোঝানো হয়েছে, যে জ্ঞান দার্শনিক

বিশ্লেষণ, যোগ, তপস্যা এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। জড় জগৎ যে ক্ষণস্থায়ী এবং মায়াময়—এই জ্ঞান অজ্ঞতা দূর করে, তাই জীবকে এইরূপ জ্ঞানের প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য অনেক বৈদিক শাস্ত্র রয়েছে। ক্রমে সেই ব্যক্তি জড়দেহ ও মন এবং সেই সঙ্গে দেহ ও মনের সঙ্গে কার্যকারী জড় বস্তুর সঙ্গে তার মিথ্যা পরিচিতি সকল ত্যাগ করেন। এইরূপ সংশোধনাত্মক জ্ঞান অর্জন করে, তাঁর উচিত পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হয়ে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হওয়া। তিনি যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন মায়ার এত সমস্ত বিবরণের প্রতি তাঁর কদাচিৎ কোনও আগ্রহ থাকে, এবং ধীরে ধীরে তিনি চিন্ময় জগতে উন্নীত হন।

শ্লোক ২

জ্ঞানিনস্ত্বহমেবেষ্টঃ স্বার্থো হেতুশ্চ সম্মতঃ ।
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ নান্যোঽর্থো মদৃতে প্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

জ্ঞানিনঃ—আত্ম উপলব্ধ-জ্ঞানী দার্শনিকের; **তু**—বস্তুত; **অহম্**—আমি; **এব**—একমাত্র; **ইষ্টঃ**—পূজ্য; **স্ব-অর্থ**—জীবনের ঈপ্সিত লক্ষ্য; **হেতুঃ**—জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পদ্ধতি; **চ**—এবং; **সম্মতঃ**—সিদ্ধান্ত; **স্বর্গঃ**—সর্বসুখের কারণ স্বর্গে উপনীত হয়ে; **চ**—এবং; **এব**—বাস্তবে; **অপবর্গঃ**—সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি; **চ**—এবং; **ন**—না; **অন্যঃ**—অন্য কোন; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **মৎ**—আমাকে; **ঋতে**—ব্যতীত; **প্রিয়ঃ**—প্রিয় বস্তু।

অনুবাদ

বিদ্বান আত্ম-উপলব্ধ দার্শনিকের একমাত্র উপাস্য, তাদের জীবনের ঈপ্সিত লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি এবং সমস্ত জ্ঞানের অন্তিম সিদ্ধান্ত হচ্ছি আমি। বস্তুত আমি যেহেতু তাদের সুখ এবং দুঃখ মুক্তির কারণ, তাই এরূপ বিদ্বান ব্যক্তিদের জীবনে আমি ছাড়া আর কোনও কার্যকরী উদ্দেশ্য বা প্রিয় বস্তু নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে জ্ঞানের দ্বারা জড় জগতকে মায়া রূপে দর্শন করা হয়, সেই জ্ঞানকে অন্তিমে তাঁরই নিকট সমর্পণ করা উচিত। জড় আসক্তি জীবের জন্য অবশ্যই একটি সমস্যা, যেহেতু তা হচ্ছে আত্মার ব্যাধি-স্বরূপ। যে ব্যক্তি চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছে সে সেই মারাত্মক ঘাগুলি চুলকানোর মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী উপশম লাভ করে। সে যদি সেগুলি না চুলকায় তবে প্রচণ্ড

কষ্ট পায়, কিন্তু চুলকানোর মাধ্যমে যদিও সে তাৎক্ষণিক আনন্দ লাভ করে, তার চুলকানি বর্ধিত হওয়ার ফলে পরক্ষণেই তাকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। চর্মরোগ চুলকানো নয়, বরং তা থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়। বদ্ধ জীবেরা অনেক প্রকার মায়াসম্ভূত বাসনার দ্বারা হয়রান হয়, এবং হতাশায় তারা তখন অবৈধ যৌনসঙ্গ, মাংসাহার, দ্যুতক্রীড়া এবং মাদক দ্রব্য গ্রহণরূপ চুলকানির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে চেষ্টা করে। এছাড়াও তারা জড় জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসার মাধ্যমে তার উপশমের চেষ্টা করে, কিন্তু তার ফল হয় অসহ্য যন্ত্রণা। প্রকৃত সুখ হচ্ছে জড় বাসনার চর্মরোগকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত করা। জড় বাসনা যেহেতু আত্মার ব্যাধি, আমাদের উচিত সেই ব্যাধিকে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করার জন্য জ্ঞান অর্জন করা। যতক্ষণ কেউ ব্যাধিগ্রস্থ থাকে, ততক্ষণই কেবল তার নিকট এরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যখন সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়, তখন এরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার আর কোন আগ্রহ থাকে না। সেই সমস্ত জ্ঞান তখন কেবলমাত্র চিকিৎসকের নিকট মূল্যবান। তদ্রূপ, কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত স্তরে, আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির কথা সর্বদা চিন্তা না করে, প্রেমভক্তি সহকারে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের শ্লোকগুলিতে উপদেশ প্রদান করেছেন যে, মায়ার কলাকৌশলগত জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির সমাধান করা উচিত। এইরূপ সমস্যা সমূহের বিষয়ে নিরন্তর মনোনিবেশ পরিত্যাগ করে, আমরা ভগবানকে ভালবাসতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ গুরুদেবের মাধ্যমে হৃদয়ের অভ্যন্তরে এবং বাইরে থেকে প্রতিটি নিষ্ঠাবান ভক্তকে পরিচালিত করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে জড় বস্তুর প্রতি অযৌক্তিক আসক্তি পরিত্যাগ করতে শিক্ষা প্রদান করেন। এইরূপ মুক্তস্তরে উপনীত হলে, ভক্ত চিন্ময় জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, তা পুনঃস্থাপনের জন্য দৃঢ়নিষ্ঠ হন।

কেউ হয়তো অনর্থক চিন্তা করতে পারে যে, ঠিক যেমন উন্নত স্তরে উপনীত হলে ভক্ত মায়া বিষয়ক বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের কলাকৌশলের উপর মনোনিবেশ করা বন্ধ করে দেন, তেমনই কোন এক পর্যায়ে জীব ভগবানের প্রতি তার প্রেমময়ী সেবাও পরিত্যাগ করতে পারে, এইরূপ মনগড়া ধারণার নিরসন করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়েছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যথার্থ জ্ঞানী মানুষের চিরন্তন পরমগতি। বস্তুত এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান পণ্ডিত হচ্ছেন চতুষ্কুমার—যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁদের একমাত্র উপাস্য রূপে গ্রহণ

করেছেন। তাঁরা যে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অংশ, এই সত্য আবিষ্কার করার ফলে তাঁরা সকাম কর্ম এবং মনোধর্মের প্রতি আর আগ্রহী নন। যে সমস্ত নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তের জীবনে ভগবান ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য বা প্রেমাস্পদ নেই, তাঁদেরকে উদ্বেগ থেকে মুক্ত করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য আনন্দ প্রদান করেন।

শ্লোক ৩

জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম ।
জ্ঞানী প্রিয়তমোহতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্তিমাম্ ॥ ৩ ॥

জ্ঞান—শাস্ত্রজ্ঞানে; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধ পারমার্থিক জ্ঞান; **সংসিদ্ধাঃ**—সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ; **পদম্**—পাদপদ্ম; **শ্রেষ্ঠম্**—পরম লক্ষ্য; **বিদুঃ**—তারা জানে; **মম**—আমার; **জ্ঞানী**—বিদ্বান পারমার্থবাদী; **প্রিয়তমঃ**—পরম প্রিয়; **হতঃ**—এইভাবে; **মে**—আমাতে; **জ্ঞানেন**—পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারা; **অসৌ**—সেই বিদ্বান ব্যক্তি; **বিভর্তি**—বজায় রাখে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

যারা দার্শনিক এবং উপলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছে তারা আমার পাদপদ্মকে পরম দিব্যবস্তু রূপে উপলব্ধি করে। এইভাবে বিদ্বান পারমার্থবাদী আমার নিকট পরম প্রিয় এবং সিদ্ধজ্ঞানের মাধ্যমে আমার প্রীতিবিধান করে থাকে।

তাৎপর্য

পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম (আমার পাদপদ্মকে সর্বোত্তম রূপে জেনে) এই বাক্যটির দ্বারা *সংসিদ্ধাঃ*, অথবা সম্পূর্ণ সিদ্ধ দার্শনিক পর্যায় থেকে নির্বিশেষবাদী দার্শনিকদের বিশেষরূপে পৃথক করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে যেসব পারমার্থিক পণ্ডিতদের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন—চতুষ্কুমার, শুকদেব গোস্বামী, শ্রীব্যাসদেব, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। তেমনই *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৭-১৮) বলেছেন—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তিবিশিষ্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্ অহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

"এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কেননা আমি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥

"এই সকল ভক্তেরা সকলেই নিঃসন্দেহে মহাত্মা, কিন্তু যে জ্ঞানী আমার তত্ত্বজ্ঞানে অধিষ্ঠিত, আমার মতে তিনি আমার আত্মস্বরূপ। আমার অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়ে তিনি সর্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাকে লাভ করেন।"

জ্ঞান কথাটির অর্থ হচ্ছে সত্যের অনুমোদিত দার্শনিক এবং বিশ্লেষণাত্মক অনুভূতি, এবং বিশুদ্ধ চেতনার দ্বারা যখন এই জ্ঞান স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়, তখন তার ফলস্বরূপ ধারণাগত অভিজ্ঞতাকে বলা হয় বিজ্ঞান। মনগড়া নির্বিশেষ জ্ঞান জীবের হৃদয়কে পবিত্র করে না, বরং তাকে পরমেশ্বর ভগবানের বিস্মৃতির গভীরতম প্রদেশে নিক্ষেপ করে। পিতা যেমন তাঁর পুত্রের শিক্ষার জন্য সর্বদা গর্বিত বোধ করেন, ঠিক তদ্রূপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেন যে, জীবেরা গভীরভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে ভগবদ্ধাম, গোলোক-বৃন্দাবনে গমন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত সুখ লাভ করেন।

শ্লোক ৪

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরানি চ ।
নালং কুর্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা ॥ ৪ ॥

তপঃ—তপস্যা; **তীর্থম্**—তীর্থ ভ্রমণ; **জপঃ**—নিঃশব্দ প্রার্থনা; **দানম্**—দান; **পবিত্রাণি**—পুণ্যকর্ম; **ইতরানি**—অন্যান্য; **চ**—ও; **ন**—না; **অলম্**—একই পর্যায়ে পর্যন্ত; **কুর্বন্তি**—প্রদান করে; **তাম্**—এই; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **যা**—যা; **জ্ঞান**—পারমার্থিক জ্ঞানের; **কলয়া**—অংশের দ্বারা; **কৃতা**—প্রদান করা হয়।

অনুবাদ

পারমার্থিক জ্ঞানের স্বল্পমাত্র অনুশীলনের দ্বারা যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় তা তপশ্চর্যা, পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ, নিঃশব্দে জপ, দান অথবা পুণ্যকর্মের ফলও তার সমকক্ষ নয়।

তাৎপর্য

জ্ঞান শব্দটি এখানে সূচিত করে যে, সমস্ত কিছুরই উপর ভগবানের একচ্ছত্র আধিপত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা, এবং এই উপলব্ধ জ্ঞান হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান হতে অভিন্ন। পূর্ব শ্লোকে *পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম* বাক্যে ভগবান যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তা প্রমাণিত হয়েছে। কেউ হয়ত গর্বভরে অথবা জড় উদ্দেশ্য নিয়ে তপশ্চর্যা অথবা তীর্থ ভ্রমণ করতে পারে; তদ্রূপ কেউ কেউ বিভিন্ন প্রকার বিকৃত, ভণ্ড, এবং এমনকি আসুরিক উদ্দেশ্য নিয়েও ভগবানের জন্য মন্ত্র জপ, দান অথবা অন্যান্য বাহ্যিক পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে, সবার ঊর্ধ্বে, এই উপলব্ধ

জ্ঞান হচ্ছে চিন্ময় জগতের সঙ্গে প্রকৃত সংযোগ সূত্র, এবং কেউ যদি এই পবিত্র ধারণা বজায় রাখেন, তবে তিনি ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ স্তরের বৈকুণ্ঠ চেতনায় বা ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ৫

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ ॥ ৫ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **জ্ঞানেন**—জ্ঞান; **সহিতম্**—সহ; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **স্ব-আত্মানম্**—তুমি নিজে; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **জ্ঞান**—বৈদিক জ্ঞানে; **বিজ্ঞান**—এবং স্পষ্ট উপলব্ধি; **সম্পন্নঃ**—লাভ করে; **ভজ**—ভজনা কর; **মাম্**—আমাকে; **ভক্তি**—প্রেমভক্তির; **ভাবতঃ**—ভাবে।

অনুবাদ

অতএব প্রিয় উদ্ধব, জ্ঞানের মাধ্যমে যথার্থ আত্ম-উপলব্ধি লাভ করে তোমার উচিত বৈদিক জ্ঞানের স্পষ্ট উপলব্ধির মাধ্যমে প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করা।

তাৎপর্য

জ্ঞান শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবের প্রকৃত চিন্ময় রূপের উপলব্ধ জ্ঞান। প্রতিটি জীবের এক একটি নিত্য চিন্ময় রূপ রয়েছে। সেটি যথার্থ কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। নিজের চিন্ময় ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে *জ্ঞাত্বা স্বাত্মানম্* কথাটি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তার দ্বারা সূচিত করে যে, প্রতিটি জীব ভগবদ্ধামেই কেবল স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রূপে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ৬

জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি ।
সর্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্ ॥ ৬ ॥

জ্ঞান—বৈদিক জ্ঞানের; **বিজ্ঞান**—পারমার্থিক জ্ঞানালোক; **যজ্ঞেন**—যজ্ঞের দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **ইষ্ট্বা**—উপাসনা করে; **আত্মানম্**—প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা; **আত্মনি**—তাদের নিজের মধ্যে; **সর্ব**—সকলের; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **পতিম্**—প্রভু; **মাম্**—আমাকে; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **সংসিদ্ধিম্**—পরম সিদ্ধি; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **অগমন্**—লাভ হয়েছে।

অনুবাদ

পূর্বে মুনিগণ বৈদিক জ্ঞান যজ্ঞ এবং পারমার্থিক জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রত্যেকের হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে জেনে, তাদের অন্তরে তারা আমার উপাসনা করেছে। এইভাবে আমার নিকট উপনীত হয়ে, এই সমস্ত মুনিগণ পরম সিদ্ধি লাভ করেছে।

শ্লোক ৭

ত্বয্যুদ্ধবাশ্রয়তি যস্ত্রিবিধো বিকারো
মায়ান্তরাপততি নাদ্যপবর্গয়োর্যৎ ।
জন্মাদয়োঽস্য যদমী তব তস্য কিংস্যু-
রাদ্যন্তয়োর্যদসতোঽস্তি তদেব মধ্যে ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি—তোমার মধ্যে; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **আশ্রয়তি**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **যঃ**—যে; **ত্রি-বিধঃ**—তিনটি বিভাগে, প্রকৃতির গুণ অনুসারে; **বিকারঃ**—(জড় দেহ ও মন, যা হওয়া উচিত) প্রতিনিয়ত পরিবর্তন; **মায়া**—মায়া; **অন্তরা**—বর্তমানে; **আপততি**—হঠাৎ আবির্ভূত হয়; **ন**—না; **আদি**—শুরুতে; **অপবর্গয়োঃ**—শেষেও নয়; **যৎ**—যখন; **জন্ম**—জন্ম; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি (বৃদ্ধি, উৎপাদন, স্থিতি, ক্ষয় এবং মৃত্যু); **অস্য**—দেহের; **যৎ**—যখন; **অমী**—এই সকল; **তব**—তোমার সম্পর্কে; **তস্য**—তোমার সঙ্গে পারমার্থিক সম্পর্কে; **কিম্**—কি সম্পর্ক; **স্যুঃ**—তাদের থাকতে পারে; **আদি**—শুরুতে; **অন্তয়োঃ**—এবং শেষে; **যৎ**—যেহেতু; **অসতঃ**—যার অস্তিত্ব নেই; **অস্তি**—আছে; **তৎ**—সেই; **এব**—বস্তুত; **মধ্যে**—কেবল মধ্যে, বর্তমানে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সমন্বিত জড় দেহ ও মন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, কিন্তু এরা যেহেতু কেবল বর্তমানে আবির্ভূত হয়, এদের শুরু বা শেষে কোনও অস্তিত্ব নেই, তাই বাস্তবে এসবই মায়া। তা হলে জন্ম, বৃদ্ধি, সন্তানাদি উৎপাদন, স্থিতি, ক্ষয় এবং মৃত্যু দেহের বিভিন্ন পর্যায় কিভাবে তোমার নিত্য আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, তা কিভাবে সম্ভব? এই সমস্ত পর্যায় কেবল তোমার জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত, এরা পূর্বে ছিল না এবং অন্তিমেও থাকবে না। দেহ কেবল বর্তমানেই থাকে।

তাৎপর্য

একটি উদাহরণ প্রদান করা যায়, বনের মধ্যে দড়ি দেখে কেউ তাকে সাপ বলে ভুল করতে পারে। এইরূপ অনুভূতি হচ্ছে মায়া, যদিও বাস্তবে দড়ির অস্তিত্ব

রয়েছে আবার অন্য কোথাও সাপের অস্তিত্বও বর্তমান। এইভাবে একটি বস্তুর সঙ্গে আর একটি বস্তুর মিথ্যা পরিচিতিকেই বলে মায়া। জড় দেহ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য অবস্থান করে আর তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। অতীতে দেহ ছিল না, এবং ভবিষ্যতেও তার অস্তিত্ব থাকবে না; তা কেবল তথাকথিত বর্তমান কালে ক্ষণস্থায়ী, তাৎক্ষণিক অস্তিত্ব উপভোগ করে। আমরা যদি মিথ্যা মিথ্যা জড় দেহ আর মন রূপে আমাদের পরিচয় প্রদান করি, তার মাধ্যমে আমরা মায়া সৃষ্টি করছি। যে ব্যক্তি নিজেকে একজন আমেরিকান, রাশিয়ান, চীনা, মেক্সিকান, সাদা বা কালো, পুরুষ বা স্ত্রী, সাম্যবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী, ইত্যাদি পরিচয় প্রদান করে, উপাধি গ্রহণ করে, এবং মনে করে যে, সেটিই তার স্থায়ী পরিচয়, তবে সে নিশ্চয় গভীরভাবে মায়াতে রয়েছে। তাকে একটি ঘুমন্ত মানুষ, যে স্বপ্নে দেখে যে, ভিন্ন একটি শরীরে সে কাজ করছে, তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। পূর্ব শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন যে, পারমার্থিক জ্ঞানই হচ্ছে পরম সিদ্ধি লাভের পন্থা, এবং এখন ভগবান সেই জ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ৮

শ্রীউদ্ধব উবাচ

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যথৈতদ্-
বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণম্ ।
আখ্যাহি বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্তে
ত্বদ্ভক্তিযোগং চ মহদ্বিমৃগ্যম্ ॥ ৮ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **বিশুদ্ধম্**—দিব্য; **বিপুলম্**—বিস্তারিত; **যথা**—ঠিক যেমন; **এতৎ**—এই; **বৈরাগ্য**—অনাসক্তি; **বিজ্ঞান**—এবং সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি; **যুতম্**—যুক্ত; **পুরাণম্**—মহান দার্শনিকদের মধ্যে চিরাচরিত; **আখ্যাহি**—অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন; **বিশ্ব-ঈশ্বর**—হে বিশ্বেশ্বর; **বিশ্ব-মূর্তে**—হে বিশ্বমূর্তি; **ত্বৎ**—তোমাকে; **ভক্তি-যোগম্**—প্রেমভক্তিযুক্ত সেবা; **চ**—এবং; **মহৎ**—মহাত্মাদের দ্বারা; **বিমৃগ্যম্**—অন্বেষণ করা।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্তে! অনুগ্রহ করে সেই জ্ঞানের কথা বর্ণনা করুন, যা আপনা হতেই বৈরাগ্য এবং সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি প্রদান করে, যা দিব্য, এবং যা পারমার্থিক মহান দার্শনিকগণের নিকট চিরাচরিত। আপনার প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত সেবামূলক এই জ্ঞান মহান ব্যক্তিগণ অন্বেষণ করে থাকেন।

তাৎপর্য

যাঁরা জড় অস্তিত্বের অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম তাঁদের বলা হয় মহৎ, অথবা মহাপুরুষ। আপেক্ষিক বিষয়, যেমন মহাজাগতিক চেতনা অথবা মহাজাগতিক নিয়ন্ত্রণ এইরূপ মহাত্মাদের ভগবানের প্রতি মনোনিবেশকে বিঘ্নিত করতে পারে না। উদ্ধব এখন মহাপুরুষগণের চিরাচরিত লক্ষ্য বস্তু, নিত্যধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কথা শ্রবণ করতে ইচ্ছুক।

শ্লোক ৯

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥ ৯ ॥

তাপ—ক্লেশের দ্বারা; **ত্রয়েণ**—ত্রিবিধ; **অভিহতস্য**—বিহ্বলব্যক্তির; **ঘোরে**—ভয়ঙ্কর; **সন্তপ্যমানস্য**—নির্যাতিত; **ভব**—জড় অস্তিত্বের; **অধ্বনি**—পথে; **ঈশ**—হে প্রভু; **পশ্যামি**—আমি দেখি; **ন**—একটিও না; **অন্যৎ**—অন্য; **শরণম্**—আশ্রয়; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি**—পাদপদ্ম; **দ্বন্দ্ব**—যুগল; **আতপত্রাৎ**—ছত্রব্যতীত; **অমৃত**—অমৃতের; **অভিবর্ষাৎ**—বর্ষণ।

অনুবাদ

প্রিয় প্রভু, যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যুর চক্রে ভয়ঙ্কর ভাবে নির্যাতিত হয়ে ত্রিতাপ দ্বারা প্রতিনিয়ত বিহ্বল হয়ে পড়ছে, তাদের জন্য উপাদেয় অমৃত বর্ষণকারী ছত্রের ন্যায় শান্তিপ্রদ আপনার চরণযুগল ব্যতীত আর কোন আশ্রয় লক্ষিত হয় না।

তাৎপর্য

উদ্ধবের উচ্চ বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বার বার দিব্য জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করার জন্য আদেশ করেছেন। কিন্তু ভগবান তাঁকে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করেছেন যে, এই জ্ঞানের দ্বারা তিনি যেন ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার পর্যায়ে উপনীত হন, অন্যথায় তার কোনও মূল্য নেই। এই শ্লোকে উদ্ধবের কথার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তির সাদৃশ্য রয়েছে যা হচ্ছে, তাঁর পাদপদ্মে শরণাগত হয়েই কেবল যথার্থ সুখ লাভ করা যায়। যখন ভগবানের অবতার পৃথু মহারাজের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল, তখন বায়ুদেব তাঁকে এমন একখানি ছত্র উপহার দিয়েছিলেন যে, তা থেকে প্রতিনিয়ত অত্যন্ত ক্ষুদ্র জলকণা বিচ্ছুরিত হত। তদ্রূপ, ভগবানের পদযুগলকে এখানে সেই অপূর্ব ছত্রের সঙ্গে তুলনা করা

হয়েছে, যা থেকে প্রতিনিয়ত উপাদেয় অমৃতকণা অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত উৎপন্ন হয়। সাধারণত, মনোধর্মী বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের সমাপ্তি হয় পরমসত্যের এক নির্বিশেষ ধারণার মাধ্যমে, কিন্তু এই নির্বিশেষ পারমার্থিক অস্তিত্বে বিলীন হওয়ার তথাকথিত আনন্দকে কৃষ্ণভাবনামৃতের আনন্দের সঙ্গে কখনই তুলনা করা চলে না, শ্রীউদ্ধব এখানে সেই কথাই বলেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বজীবের পরম আশ্রয়, তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের মধ্যে যথার্থ জ্ঞান আপনা থেকেই সম্বলিত থাকে। *অভিহতস্য* এবং *অভিবর্ষাৎ* শব্দ দুটি এই শ্লোকে গুরুত্বপূর্ণ। *অভিহতস্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি প্রতিনিয়ত সমস্ত দিক থেকে জড়া-প্রকৃতির আঘাতে পরাজিত হচ্ছেন, পক্ষান্তরে, *অভিবর্ষাৎ* শব্দটির অর্থ, বদ্ধ দশা থেকে উৎপন্ন সমস্ত সমস্যার নিরসনকারী অমৃত বর্ষণ করা। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমাদের জড় দেহ এবং এই মূর্খ জড় মনের উর্ধ্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগল থেকে যে আনন্দময় অমৃত ধারা অসীম মাত্রায় বর্ষিত হচ্ছে, তা লক্ষ্য করা উচিত। তাহলে আমাদের প্রকৃত সৌভাগ্যের সূচনা হবে।

শ্লোক ১০

দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলেঽস্মিন্
কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্ ।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াপবর্গ্যৈ-
র্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব ॥ ১০ ॥

দষ্টম্—দংশিত; **জনম্**—ব্যক্তি; **সম্পতিতম্**—হতাশায় নিমজ্জিত; **বিলে**—অন্ধকার গর্তে; **অস্মিন্**—এই; **কাল**—কালের; **অহিনা**—সর্পের দ্বারা; **ক্ষুদ্র**—নগণ্য; **সুখ**—সুখ লাভ করে; **উরু**—প্রচণ্ড; **তর্ষম্**—আকাঙ্ক্ষা; **সমুদ্ধর**—উদ্ধার করুন; **এনম্**—এই ব্যক্তি; **কৃপয়া**—আপনার অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **অপবর্গ্যৈঃ**—যা মুক্তিতে উপনীত করে; **বচোভিঃ**—আপনার বাক্যের দ্বারা; **আসিঞ্চ**—অনুগ্রহ করে বর্ষণ করুন; **মহা-অনুভাব**—হে মহানুভব।

অনুবাদ

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, অনুগ্রহ পূর্বক এই জড় অস্তিত্বের অন্ধকার গর্তে পতিত কালরূপ সর্পের দ্বারা দংশিত হতাশ জীবকে কৃপাপূর্বক উদ্ধার করুন। তার এরূপ ঘৃণ্য অবস্থা সত্ত্বেও, এই হতভাগ্য জীব নগণ্যতম জড় সুখ আস্বাদন করার জন্য অত্যধিক আগ্রহী। হে প্রভু, আপনার চিন্ময় মুক্তি প্রদানকারী উপদেশামৃত বর্ষণ করে অনুগ্রহ পূর্বক আমায় রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

অভক্তদের দ্বারা একান্ত বাঞ্ছিত, জড়-জাগতিক জীবনকে এখানে বিষাক্ত সর্পে পূর্ণ অন্ধকার গর্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জড়-জাগতিক জীবনে মানুষের নিজের যথার্থ পরিচয়, এবং ভগবানের অথবা এ জগতের সম্বন্ধে মোটেই কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। সবকিছুই অস্পষ্ট এবং অন্ধকার। জড়-জাগতিক জীবনে কালের বিষাক্ত সর্প সর্বদাই হুমকি দিচ্ছে, এবং যে কোন মুহূর্তে আমাদের কোন নিজ জন কাল সর্পের বিষদাঁতের দ্বারা দংশিত হয়ে মারা পড়বে। *সম্পতিতম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে জীবের অধঃপতন সম্পূর্ণ হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, সে আর উঠতে পারবে না। সেই জন্য শ্রীউদ্ধব হতভাগ্য পতিত জীবদের প্রতিনিধিত্ব করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাদের উদ্ধারের জন্য বিনীত প্রার্থনা করেছেন। ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত হলে, অন্য কোন যোগ্যতা যদি তার না-ও থাকে, তবুও তিনি নিজালয়, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করবেন; ভগবৎ কৃপা থেকে বঞ্চিত হলে, পরম বিদ্বান, তপস্বী, তেজস্বী, ধনী বা সুন্দর পুরুষও জড়-জগতের মায়ার যন্ত্রে নির্মমভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হবে। পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *মহানুভব* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে মহত্তম, সর্বাপেক্ষা তেজস্বী, এবং পরম করুণাময় পুরুষ, যাঁর প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত। *ভগবদ্‌গীতা* এবং *উদ্ধবগীতা*, যা এখানে বর্ণিত হচ্ছে, এই সমস্ত অমৃতময় উপদেশ রূপে ভগবানের কৃপা প্রকাশিত রয়েছে। *ক্ষুদ্র সুখোরু তর্ষম্* বলতে জড় বদ্ধ দশার দুঃখকে বোঝায়। যদিও জড়সুখ হচ্ছে ক্ষুদ্র, অথবা তুচ্ছ এবং নগণ্য, তা ভোগ করার জন্য আমাদের বাসনা কিন্তু *উরু* অর্থাৎ প্রচণ্ড। জড় বস্তুকে ভোগ করার জন্য আমাদের অনর্থক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মনের একটি মায়াগ্রস্থ অবস্থামাত্র, তা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত দুঃখ প্রদান করে এবং জড় জীবনের অন্ধকার গর্তে আবদ্ধ করে রাখে। প্রতিটি জীবের উচিত তার দৈহিক বাহ্য যোগ্যতা ভিত্তিক মিথ্যা সম্মানবোধকে সরিয়ে রেখে আন্তরিকতার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করা। এমনকি সর্বাপেক্ষা পতিত জীবসহ প্রত্যেকের আন্তরিক প্রার্থনা ভগবান শ্রবণ করেন এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবও অপূর্ব। যদিও জ্ঞানী, যোগী এবং সকামকর্মীরা তাদের নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের অবস্থা কিন্তু সঙ্কটাপন্ন এবং অনিশ্চিত; শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ হলেই আমরা খুব সহজে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারি। কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান বা শুদ্ধ ভক্ত না-ও হন, তিনি যদি আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবানের কৃপার জন্য প্রার্থনা করেন, ভগবান নিশ্চয়ই উদারভাবে তাঁকে তা প্রদান করবেন।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্মভৃতাংবরম্ ।

অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্বেষাং নোঽনুশৃণ্বতাম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **এতৎ**—এই; **পুরা**—পূর্বে; **রাজা**—রাজা; **ভীষ্মম্**—ভীষ্মদেবকে; **ধর্ম**—ধর্মের; **ভৃতাম্**—ধারকদের; **বরম্**—শ্রেষ্ঠকে; **অজাত-শত্রুঃ**—রাজা যুধিষ্ঠির, যিনি মনে করেছিলেন কেউ তাঁর শত্রু নয়; **পপ্রচ্ছ**—প্রশ্ন করেছেন; **সর্বেষাম্**—সকলের; **নঃ**—আমাদের; **অনুশৃণ্বতাম্**—যত্ন সহকারে শ্রবণ করছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, তুমি যেমন এখন আমার নিকট প্রশ্ন করছ, পূর্বকালে অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির ঠিক সেইভাবে ধর্মের মহান রক্ষক ভীষ্মদেবের কাছে এইরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। তখন আমরা সকলে মনোনিবেশ সহকারে তা শ্রবণ করেছিলাম।

শ্লোক ১২

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ ।

শ্রুত্বা ধর্মান্ বহূন্ পশ্চান্মোক্ষধর্মানপৃচ্ছত ॥ ১২ ॥

নিবৃত্তে—যখন শেষ হয়েছিল; **ভারতে**—ভরতের বংশধরদের (কুরু এবং পাণ্ডবগণ); **যুদ্ধে**—যুদ্ধ; **সুহৃৎ**—তার স্নেহের শুভাকাঙ্ক্ষীদের; **নিধন**—ধ্বংসের দ্বারা; **বিহ্বলঃ**—বিহ্বল; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **ধর্মান্**—ধর্ম কথা; **বহূন্**—অনেক; **পশ্চাৎ**—শেষে; **মোক্ষ**—মুক্তির ব্যাপারে; **ধর্মান্**—ধর্মনীতি; **আপৃচ্ছত**—প্রশ্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের শেষে, যখন যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর অনেক স্নেহের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তখন ধর্মনীতি সম্বন্ধে বহু উপদেশ শ্রবণ করার পর, অবশেষে তিনি মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

শ্লোক ১৩

তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান্ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্ ॥ ১৩ ॥

তান্—সেই সকল; অহম্—আমি; তে—তোমাকে; অভিধাস্যামি—বর্ণনা করব; দেবব্রত—ভীষ্মদেবের; মুখাৎ—মুখ থেকে, শ্রুতান্—শ্রুত; জ্ঞান—বৈদিক জ্ঞান; বৈরাগ্য—অনাসক্তি; বিজ্ঞান—আত্ম উপলব্ধি; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; ভক্তি—এবং ভগবদ্ভক্তি; উপবৃংহিতান্—সমন্বিত।

অনুবাদ

ভীষ্মদেবের শ্রীমুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে বৈদিক জ্ঞানের ধর্মনীতি, বৈরাগ্য, আত্ম উপলব্ধি, বিশ্বাস, এবং ভক্তিযোগের কথা শ্রবণ করেছিলাম আমি এখন তোমাকে তা বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৪

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষুতজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ ॥ ১৪ ॥

নব—নয়; একাদশ—এগারো; পঞ্চ—পাঁচ; ত্রীন্—এবং তিন, ভাবান্—উপাদান; ভূতেষু—সমস্ত জীবে (শ্রীব্রহ্মা থেকে শুরু করে স্থাবর জীবেরা পর্যন্ত); যেন—যে জ্ঞানের দ্বারা; বৈ—নিশ্চিতরূপে; ঈক্ষেত—দেখতে পারে; অথ—এইভাবে; একম্—একটি উপাদান; অপি—বস্তুত; এষু—এই আঠাশটি উপাদানের মধ্যে; তৎ—সেই; জ্ঞানম্—জ্ঞান; মম—আমার দ্বারা; নিশ্চিতম্—অনুমোদিত।

অনুবাদ

যে জ্ঞানের দ্বারা নয়, এগারো, পাঁচ এবং তিনটি উপাদানের সমন্বয় এবং এই আঠাশটির মধ্যে সর্বোপরি একটির উপস্থিতি সমস্ত জীবের মধ্যে দর্শন করা হয় তা আমি স্বয়ং অনুমোদন করি।

তাৎপর্য

নয়টি উপাদান হচ্ছে জড়াপ্রকৃতি, জীব, মহৎ-তত্ত্ব, অহংকার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পাঁচটি উপাদান, যেমন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। এগারোটি উপাদান হচ্ছে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ) আর সেই সঙ্গে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক), আর তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানকারী ইন্দ্রিয় মন। পাঁচটি উপাদান হচ্ছে পাঁচটি ভৌতিক উপাদান মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ, এবং তিনটি উপাদান হচ্ছে জড়াপ্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ। সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য উদ্ভিদ পর্যন্ত সমস্ত জীবেরা এই আঠাশটি উপাদান সমন্বিত জড়দেহ ধারণ করে। আঠাশটির মধ্যে একটি উপাদান হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, পরমাত্মা, যিনি জড় এবং চিন্ময় জগতে সর্বব্যাপ্ত।

আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি যে এই জড় ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য কার্য এবং কারণের সমন্বয়ে গঠিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বকারণের কারণ, সমস্ত আপেক্ষিক কারণগুলি এবং তাদের কার্য সবই সর্বোপরি পরমপুরুষ ভগবান থেকে অভিন্ন। এই উপলব্ধি হচ্ছে আমাদের জীবনে সিদ্ধিপ্রদ যথার্থ জ্ঞান সমন্বিত।

শ্লোক ১৫

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ ।
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥ ১৫ ॥

এতৎ—এই; **এব**—বস্তুত; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **বিজ্ঞানম্**—উপলব্ধ জ্ঞান; **ন**—না; **তথা**—সেইভাবে; **একেন**—একের দ্বারা (ভগবান); **যেন**—যার দ্বারা; **যৎ**—যা (ব্রহ্মাণ্ড); **স্থিতি**—স্থিতি; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অপ্যয়ান্**—এবং বিনাশ; **পশ্যেৎ**—দেখা উচিত; **ভাবানাম্**—সমস্ত জড় উপাদানের; **ত্রি-গুণ**—প্রকৃতির তিনটি গুণের; **আত্মনাম্**—সমন্বিত।

অনুবাদ

যখন কেউ একটি মাত্র কারণ থেকে উদ্ভূত আঠাশটি জড় উপাদানকে ভিন্নভাবে আর দর্শন করে না, বরং সেই কারণটিকেই অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে, তখন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাকে বলে বিজ্ঞান, অথবা আত্ম-উপলব্ধি।

তাৎপর্য

জ্ঞান (সাধারণ বৈদিক জ্ঞান) এবং বিজ্ঞান (আত্ম-উপলব্ধি) এই দুটির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় এইভাবে। বদ্ধজীব, বৈদিক জ্ঞান অনুশীলন করা সত্ত্বেও কীয়ৎ পরিমাণে জড়দেহ এবং মনের মাধ্যমে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করতে থাকে, এইভাবে জড় জগতের সঙ্গেও সে সম্পর্কিত থাকে। সে যে জগতে বাস করছে তাকে উপলব্ধি করতে গিয়ে বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে বদ্ধজীব শিক্ষালাভ করে যে, সমস্ত জড় প্রকাশের একমাত্র কারণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। যে জগতকে সে তার নিজের বলে মনে করে, তার আশেপাশের জগতকেও সে তখন বুঝতে পারে। পারমার্থিক উপলব্ধির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিচিতির বাঁধন ছিঁড়ে, সে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। তারপর সে ধীরে ধীরে নিজেকে চিন্ময় জগৎ বৈকুণ্ঠের অংশ রূপে উপলব্ধি করতে পারে। সেই পর্যায়ে পরমেশ্বর ভগবানকে তিনি শুধুমাত্র জড় জগতের বিকশিত বিস্তারিত রূপ বলে মনে করতে আর আগ্রহী থাকেন না; বরং তাঁর মনোনিবেশের নিত্যবস্তু যে পরমেশ্বর ভগবান

তা জেনে, তিনি তাঁর চেতনাকে পুনরায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে পরিচালিত করেন। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সমস্ত কিছুরই কেন্দ্রীয় এবং কার্যকরী কারণ, সেইজন্য এইরূপ পুনর্গঠন প্রয়োজন। বিজ্ঞান পর্যায়ে উপনীত আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে কেবলমাত্র জড়জগতের স্রষ্টা রূপেই উপলব্ধি করেন না, বরং তাঁকে তাঁর নিত্য আনন্দময় ধামে অবস্থিত পরম চেতন সত্তা রূপে উপলব্ধি করেন। চিন্ময়ধামে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধীরে ধীরে জড়জগতের প্রতি বিরক্ত হন, এবং ভগবানকে তাঁর ক্ষণস্থায়ী প্রকাশের মাধ্যমে উপলব্ধি করার বিষয়টি তখন তিনি ত্যাগ করেন। বিজ্ঞান স্তরে অধিষ্ঠিত আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়শীল বস্তুর প্রতি পুনরায় আকৃষ্ট হন না। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব নিজেকে জড়জগৎ-সম্ভূত বলে মনে করে সেটি হচ্ছে জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের পরিপক্ক পর্যায়, যখন সে নিজেকে পরমেশ্বরের অংশ রূপে জানতে পারে।

শ্লোক ১৬

আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ ॥ ১৬ ॥

আদৌ—কারণীভূত স্তরে; **অন্তে**—কারণীভূত কর্মের শেষে; **চ**—এবং; **মধ্যে**—পালনের পর্যায়ে; **চ**—এবং; **সৃজ্যাৎ**—এক উৎপাদন থেকে; **সৃজ্যম্**—আর এক সৃষ্টিতে; **যৎ**—যেটি; **অন্বিয়াৎ**—যুক্ত হয়; **পুনঃ**—পুনরায়; **তৎ**—সমস্ত জড় পর্যায়ের; **প্রতিসংক্রামে**—প্রলয়ে, **যৎ**—যেটি; **শিষ্যেত**—বাকী থাকে; **তৎ**—সেই; **এব**—বস্তুত; **সৎ**—নিত্য।

অনুবাদ

সৃষ্টি, লয় এবং পালনের বিভিন্ন স্তর হচ্ছে জড় কারণ-সম্ভূত। এক সৃষ্টির সময় থেকে অপর সৃষ্টির সময় পর্যন্ত বিভিন্ন জড় পর্যায়গুলিতে যা অবিচলিতভাবে সঙ্গে থাকে এবং এই সমস্ত জড় অবস্থাগুলি যখন শেষ হয়ে যায়, তখনও অবশিষ্ট থাকে, সেটিই হচ্ছে নিত্য।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে পুনরায় বলছেন যে, এক পরমেশ্বর হচ্ছেন অসীম জড় বৈচিত্র্যের ভিত্তি। জড় কার্যকলাপ হচ্ছে অসংখ্য উদ্দেশ্য উৎপাদনকারী। জড় কার্য-কারণ সম্পর্কের দ্বারা শৃঙ্খলিত। একটি বিশেষ জড় কার্য পরবর্তী একটি কারণে রূপান্তরিত হয়, আর যখন কারণের বিভিন্ন স্তর শেষ হয়ে যায়, তখন কার্য

তিরোহিত হয়। আগুনের কারণে জ্বালানি কাষ্ঠ ভস্মীভূত হয়, এবং যখন আগুনের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়, তখন সেই আগুন, যা পূর্বের একটি কারণের কার্য ছিল, তাও শেষ হয়ে যায়। আসল কথা হচ্ছে, সমস্ত জড় বস্তুই ভগবানের পরম শক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয়, পালিত হয় এবং সর্বোপরি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যখন জড় কার্য-কারণের সমস্ত ক্ষেত্র গুটিয়ে নেওয়া হয়, ফলে সমস্ত কার্যকারণ সম্পর্ক অবলুপ্ত হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজ ধামে বিরাজ করেন। সুতরাং, অসংখ্য উদ্দেশ্য কারণের ভূমিকা নিলেও, সেগুলি অন্তিম বা পরম কারণ নয়। পরমেশ্বর ভগবানই কেবল পরম কারণ। তেমনই, জড় বস্তুর অস্তিত্ব থাকলেও, তাদের অস্তিত্ব সর্বদা থাকে না। পরমেশ্বর ভগবানেরই কেবল পরম অস্তিত্ব রয়েছে। জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের উচিত ভগবানের পরম পদ সম্বন্ধে উপলব্ধি করা।

শ্লোক ১৭

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্ ।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥ ১৭ ॥

শ্রুতিঃ—বৈদিক জ্ঞান; **প্রত্যক্ষম্**—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; **ইতিহ্যম্**—ঐতিহ্যগত জ্ঞান; **অনুমানম্**—তার্কিক অনুমান; **চতুষ্টয়ম্**—চতুর্বিধ; **প্রমাণেষু**—সমস্ত প্রকার প্রমাণের মধ্যে; **অনবস্থানাৎ**—পরিবর্তনশীলতাহেতু; **বিকল্পাৎ**—জড় বৈচিত্র্য থেকে; **সঃ**—তিনি; **বিরজ্যতে**—অনাসক্ত হন।

অনুবাদ

বৈদিক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং তার্কিক অনুমান,—এই চার প্রকার প্রমাণ থেকে মানুষ জড় জগতের ক্ষণস্থায়ীতা এবং অসারত্ব উপলব্ধি করতে পারে, আর তার দ্বারা সে এই জগতের দ্বন্দ্ব থেকে অনাসক্ত হয়।

তাৎপর্য

শ্রুতি বা বৈদিক শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সবকিছু পরম সত্য থেকে উৎসারিত হয়, পরম সত্যের দ্বারা পালিত হয় এবং শেষে পরম সত্যের মধ্যে সংরক্ষিত হয়। তদ্রূপ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা মহান সাম্রাজ্য, নগর, শরীর ইত্যাদির সৃষ্টি এবং বিনাশ দর্শন করতে পারি। এ ছাড়াও আমরা দেখি সারা বিশ্বেই ঐতিহ্যগত জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে যে, এ জগতের কোন কিছুই স্থায়ী নয়। শেষে, তার্কিক অনুমানের দ্বারা আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এ জগতের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। স্বর্গলোকের সর্বোচ্চ স্তরের জীবনযাত্রা থেকে নরকের সর্বনিম্ন স্তরের পর্যায় পর্যন্ত—

জড় ইন্দ্রিয় সম্ভোগ,—সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং ক্ষণভঙ্গুরতা প্রবণ। এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে আমাদের বৈরাগ্য, বা অনাসক্তি অর্জন করা উচিত।

এই শ্লোকের আর একটি অর্থ হচ্ছে, পরম সত্যের বর্ণনা প্রদান করতে গিয়ে, এখানে উল্লিখিত চার প্রকারের প্রমাণ একটি অপরটির সঙ্গে প্রায়ই বিরোধ করে থাকে। বেদের যে অংশে জড় জগত নিয়ে আলোচনা করে তা সহ জড় প্রমাণের দ্বন্দ্ব থেকে তাই আমাদের অনাসক্ত থাকতে হবে। তার পরিবর্তে আমাদের উচিত পরমেশ্বর ভগবানকে পরম কর্তা রূপে গ্রহণ করা। *ভগবদ্গীতা* এবং এখানে *ভাগবতে* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিগতভাবে বলছেন, জড় তর্ক পদ্ধতির প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় বিভ্রান্তিকর জালে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। আমরা স্বয়ং পরম সত্যের নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করতে পারি, আর তক্ষণই আমরা পরম জ্ঞান লাভ করতে পারি। তাই, যে নিকৃষ্ট স্তরের জ্ঞান জড় মানসিক পর্যায়েই বিচরণ করায়, তা থেকে আমাদের অনাসক্ত হতে হবে।

শ্লোক ১৮

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্ ।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ ১৮ ॥

কর্মণাম্—জড় কর্মের; **পরিণামিত্বাৎ**—পরিবর্তনশীলতা হেতু; **আ**—পর্যন্ত; **বিরিঞ্চ্যাৎ**—ব্রহ্মালোক, **অমঙ্গলম্**—অমঙ্গলযুক্ত দুঃখ; **বিপশ্চিৎ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **নশ্বরম্**—নশ্বর রূপে; **পশ্যেৎ**—দেখা উচিত; **অদৃষ্টম্**—যে অভিজ্ঞতা এখনও লাভ হয়নি সেটি, **অপি**—বস্তুত, **দৃষ্টবৎ**—যার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে ঠিক সেইরূপ।

অনুবাদ

বুদ্ধিমান ব্যক্তির দেখা উচিত, যে কোন জড় কর্মই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এমনকি ব্রহ্মালোকেও এইভাবে দুঃখ বর্তমান। বস্তুত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, যা কিছু সে দেখেছে, সে সবই যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডস্থ সব কিছুরই শুরু এবং শেষ আছে।

তাৎপর্য

অদৃষ্টম্ শব্দটি সূচিত করে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই ঊর্ধ্বলোকে স্বর্গীয় মানের সুখ লাভ করা যায়। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত থাকলেও, এইরূপ স্বর্গীয় পরিবেশের অভিজ্ঞতা বাস্তবে এই পৃথিবীতে লাভ করা যায় না। কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, বেদের কর্মকাণ্ড বিভাগে স্বর্গে গমন করার কথা স্বীকৃত হয়েছে। আর সেখানে যে সুখ লাভ হয়, তা অনিত্য হলেও, অন্তত কিছুকালের জন্য তারা জীবন

উপভোগ করতে পারবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু, এখানে বলছেন, এমনকি ব্রহ্মলোকে, যা হচ্ছে স্বর্গলোক অপেক্ষা উন্নত, সেখানেও কোনও সুখ নেই। এমনকি উর্ধ্বলোকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা, বিরক্তি, অনুশোচনা আর সর্বোপরি মৃত্যুও বর্তমান।

শ্লোক ১৯

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।
পুনশ্চকথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্ ॥ ১৯ ॥

ভক্তিযোগঃ—ভক্তিযোগ; **পুরা**—পূর্বে; **এব**—বস্তুত; **উক্তঃ**—বর্ণিত; **প্রীয়মাণায়**—যিনি প্রেম লাভ করেছেন; **তে**—তোমার প্রতি; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ উদ্ধব; **পুনঃ**—পুনরায়; **চ**—এবং; **কথয়িষ্যামি**—আমি বর্ণনা করব; **মৎ**—আমাকে; **ভক্তেঃ**—ভক্তিযোগের; **কারণম্**—প্রকৃত উপায়; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ উদ্ধব, তুমি যেহেতু আমায় ভালবাস, পূর্বে আমি তোমার নিকট ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছিলাম। এখন আমি তোমার নিকট পুনরায় আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবা লাভ করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে উদ্ধবের নিকট ভক্তিযোগের বর্ণনা করা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমবশত তিনি এখনও সন্তুষ্ট হননি। যে কেউ ভগবানকে ভালবেসে শুধু বৈদিক কর্তব্য এবং বিশ্লেষণাত্মক দর্শন মিশ্রিত ভক্তিযোগের আলোচনা করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। চেতন অস্তিত্বের পরম স্তর হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত, তিনি প্রতিনিয়ত এইরূপ কৃষ্ণকথামৃত শ্রবণ করতে চান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণাশ্রম ধর্ম, জড় এবং চিদ্বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বর্জন করা, ইত্যাদি সহ মনুষ্য সভ্যতার বহু বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এখানে প্রদান করেছেন। উদ্ধব বিশেষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযোগের বর্ণনা শ্রবণ করতে আকাঙ্ক্ষিত, আর ভগবান এখন সেই বর্ণনাই দিতে চলেছেন।

শ্লোক ২০-২৪

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥ ২০ ॥

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ২১ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্ ॥ ২২ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ ব্রতং তপঃ ॥ ২৩ ॥
এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্ ।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ২৪ ॥

শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; **অমৃত**—অমৃতে; **কথায়াম্**—বর্ণনার; **মে**—আমার সম্বন্ধে; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **মৎ**—আমার; **অনুকীর্তনম্**—গুণকীর্তন; **পরিনিষ্ঠা**—আসক্ত; **চ**—ও; **পূজায়াম্**—আমার আরাধনায়; **স্তুতিভিঃ**—সুন্দর মন্ত্রের দ্বারা, **স্তবনম্**—স্তব; **মম**—আমার সঙ্গে সম্পর্কিত; **আদরঃ**—পরম শ্রদ্ধা; **পরিচর্যায়াম্**—আমার ভক্তিযোগের জন্য; **সর্ব-অঙ্গৈঃ**—দেহের সর্বাঙ্গ দ্বারা; **অভিবন্দনম্**—প্রণাম নিবেদন করা; **মৎ**—আমার; **ভক্ত**—ভক্তদের; **পূজা**—পূজা; **অভ্যধিকা**—শ্রেষ্ঠ; **সর্ব-ভূতেষু**—সর্বজীবে; **মৎ**—আমার; **মতিঃ**—চেতনা; **মৎ-অর্থেষু**—আমার সেবার নিমিত্ত, **অঙ্গ-চেষ্টা**—সাধারণ, দৈহিক কার্যকলাপ; **চ**—ও; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **মৎ-গুণ**—আমার দিব্যগুণাবলী; **ঈরণম্**—ঘোষণা করা; **ময়ি**—আমাতে; **অর্পণম্**—স্থাপন করা; **চ**—ও; **মনসঃ**—মনের; **সর্বকাম**—সমস্ত জড় বাসনার; **বিবর্জনম্**—প্রত্যাখ্যান করা; **মৎ-অর্থে**—আমার নিমিত্ত; **অর্থ**—অর্থের; **পরিত্যাগঃ**—পরিত্যাগ; **ভোগস্য**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির; **চ**—ও; **সুখস্য**—জড় সুখের; **চ**—এবং; **ইষ্টম্**—কাম্যকর্ম; **দত্তম্**—দান; **হুতম্**—যজ্ঞ সম্পাদন; **জপ্তম্**—ভগবানের নাম জপ করা; **মৎ-অর্থম্**—আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে; **যৎ**—যে; **ব্রতম্**—ব্রত, একাদশী উপবাস ইত্যাদি; **তপঃ**—তপস্যা; **এবম্**—এইভাবে; **ধর্মৈঃ**—এইরূপ ধর্মের দ্বারা; **মনুষ্যাণাম্**—মানুষের; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **আত্ম-নিবেদিনাম্**—শরণাগত আত্মা; **ময়ি**—আমার প্রতি; **সঞ্জায়তে**—উৎপন্ন হয়; **ভক্তিঃ**—প্রেমভক্তি; **কঃ**—কি; **অন্যঃ**—অন্য; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **অস্য**—আমার ভক্তির; **অবশিষ্যতে**—থাকে।

অনুবাদ

আমার আনন্দময় লীলা বর্ণনে দৃঢ় বিশ্বাস, নিরন্তর আমার মহিমা কীর্তন, উপচার সহকারে আমার অর্চনে অপ্রতিহত আসক্তি, সুন্দর মন্ত্রের মাধ্যমে আমার প্রশংসা করা, আমার ভক্তিযোগের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, সর্বাঙ্গ দ্বারা প্রণাম জ্ঞাপন, পরম

শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভক্তের অর্চনা করা; সর্বজীবে আমার চেতনা লক্ষ্য করা, সাধারণ দৈহিক কার্যকলাপ আমার সেবায় অর্পণ করা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণকীর্তন করা, আমাতে মন অর্পণ করা, সমস্ত জড় বাসনা ত্যাগ করা, আমার ভক্তিযুক্ত সেবার জন্য অর্থ দান করা, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং সুখ বর্জন করা, ব্রত, দান, যজ্ঞ, জপাদি, এবং তপস্যা-আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত কাম্যকর্ম সম্পাদন হচ্ছে যথার্থ ধর্মাচরণ। এই সমস্ত আচরণের দ্বারা যারা আমার প্রতি শরণাগত হয়, তারা স্বাভাবিকভাবে আমার প্রতি ভালবাসা অর্জন করে। আমার ভক্তদের এ ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকতে পারে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। *অভ্যধিকা* বলতে বোঝায়, "উন্নততর গুণ।" যারা তাঁর ভক্তের পূজা করেন, ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। আর তিনি সেই অনুসারে তাঁদের পুরস্কৃত করেন। ভগবান, তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রশংসা এমনই করেন যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের পূজা, স্বয়ং ভগবানের পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। *মদর্থেষু অঙ্গচেষ্টা* বলতে বোঝায়, সাধারণ দৈহিক ক্রিয়াকলাপ যেমন দাঁত মাজা, স্নান করা, আহার করা ইত্যাদি সবই পরমেশ্বরের সেবা রূপে অর্পিত হওয়া উচিত। *বচসা মদ্গুণেরণম্* বলতে বোঝায়, যা কিছু বলা হবে, সে সাধারণ অসংস্কৃত অথবা কবিসুলভ বাচন ভঙ্গির দ্বারাই হোক না কেন, সে সবের দ্বারা ভগবানের গুণ বর্ণন করা উচিত। *মদর্থেঽর্থপরিত্যাগঃ* বলতে বোঝায়, আমাদের উচিত রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী এবং গৌরপূর্ণিমার মতো ভগবানের উৎসবে অর্থব্যয় করা। সেই সঙ্গে এখানে গুরুদেবের এবং অন্য বৈষ্ণবদের মনোভীষ্ট পূরণার্থে অর্থব্যয় করা অনুমোদিত। যে অর্থ ভগবানের সেবায় সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হবে না, তা আমাদের স্বচ্ছ চেতনার জন্য বিঘ্নস্বরূপ, তাই তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা উচিত। *ভোগস্য* শব্দের অর্থ হচ্ছে যৌন সম্ভোগাদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং *সুখস্য* শব্দে, পরিবারের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির মতো ভাবপ্রবণ জড় সুখকে বোঝায়। *দত্তম্ হুতম্*-এর অর্থ, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদের ঘৃতপক্ব শ্রেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্য অর্পণ করা উচিত। মানুষের উচিত *স্বাহা* শব্দ উচ্চারণ করে অনুমোদিত অগ্নিযজ্ঞে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে শস্য এবং ঘৃত আহুতি প্রদান করা। *জপ্তম্* বলতে বোঝায়, প্রতিনিয়ত আমাদের ভগবানের নাম জপ করা উচিত।

শ্লোক ২৫

যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্ ।
ধর্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্যং চাভিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

যদা—যখন; **আত্মনি**—পরমেশ্বরে; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **চিত্তম্**—চেতনা; **শান্তম্**—শান্ত; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **উপবৃংহিতম্**—শক্তিপ্রাপ্ত; **ধর্মম্**—ধর্ম; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **সঃ**—সে; **বৈরাগ্যম্**—বৈরাগ্য; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **চ**—এবং; **অভিপদ্যতে**—লাভ করে।

অনুবাদ

যখন কারও শান্ত চেতনা, সত্ত্বগুণ দ্বারা বলীয়ান হয়ে পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট হয়, তখন সে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য লাভ করে।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্ত শান্ত, কেননা তিনি সব কিছুই ভগবানের সেবার জন্য সম্পাদন করেন, নিজের জন্য কিছুই কামনা করেন না। তিনি দিব্য বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা বলীয়ান হয়ে পরমধর্ম, ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা লাভ করেন। তিনি ভগবানের রূপের এবং তাঁর নিজের চিন্ময় দেহের জ্ঞান লাভ করেন, জড় পাপ-পুণ্যের প্রতি বৈরাগ্য এবং চিন্ময় জগতের ঐশ্বর্য লাভ করেন। যিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নন, বরং অলৌকিক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ মিশ্রিত, তিনি জড় সত্ত্বগুণ দ্বারা বলীয়ান। ভগবানের প্রতি ধ্যানের মাধ্যমে তিনি ধর্ম (সাত্ত্বিক পুণ্য), জ্ঞান (চিৎ ও জড়ের জ্ঞান), এবং বৈরাগ্য (প্রকৃতির নিকৃষ্টগুণ থেকে অনাসক্তি) রূপ অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ফল লাভ করেন। সর্বোপরি, আমাদেরকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে, কেননা জড় জগতের সর্বোচ্চ লোক থেকেও আমরা যা লাভ করতে পারি, তা ভগবদ্ধামের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

শ্লোক ২৬

যদর্পিতং তদ্ বিকল্পে ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি ।
রজস্বলং চাসন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥

যৎ—যখন; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **তৎ**—এই (চেতনা); **বিকল্পে**—জড় বৈচিত্র্যে (দেহ, গৃহ পরিবার ইত্যাদি); **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **পরিধাবতি**—সর্বত্র তাড়না করে; **রজঃ-বলম্**—রজোগুণের দ্বারা বলীয়ান; **চ**—এবং; **অসৎ**—যার স্থায়ী বাস্তবতা নেই তার; **নিষ্ঠম্**—নিষ্ঠ; **চিত্তম্**—চেতনা; **বিদ্ধি**—তোমার বোঝা উচিত; **বিপর্যয়ম্**—উল্টো (পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছিল তার)।

অনুবাদ

যখন আমাদের চেতনা জড় দেহ, গৃহ এবং এইরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ্য অন্যান্য বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয়, তখন আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়, জড় বস্তুর

পিছনে ধাওয়া করে জীবন কাটাই। রজোগুণের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়ে আমাদের চেতনা তখন ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্যই উৎসর্গীত হয়। এইভাবে অধর্ম, অজ্ঞতা, আসক্তি এবং দুর্ভাগ্য উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর প্রতি মনোনিবেশের মঙ্গলময় ফলের কথা বর্ণনা করেছেন; আর এখন তার বিপরীতটি বর্ণিত হচ্ছে। *রজস্-বলম্* বলতে বোঝায়, মানুষের রজোগুণ এত প্রবলভাবে বর্ধিত হয় যে, সে পাপকর্ম করে বসে এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার দুর্ভাগ্য লাভ করে। জড় জাগতিক মানুষ তার অনিবার্য দুর্ভাগ্যের প্রতি অন্ধ থাকা সত্ত্বেও, বৈদিক বিধান, প্রত্যক্ষ দর্শন, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং তার্কিক অনুমানের দ্বারা তারা নিশ্চিত হতে পারে যে,—বিধির বিধান ভঙ্গ করলে তার ফল হবে বিধ্বংসী।

শ্লোক ২৭

ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্ ।
গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং চাণিমাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **মৎ**—আমার; **ভক্তি**—ভক্তি; **কৃৎ**—উৎপাদক; **প্রোক্তঃ**—উক্ত হয়েছে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **ঐকাত্ম্য**—পরমাত্মার উপস্থিতি; **দর্শনম্**—দর্শন করা; **গুণেষু**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তুতে; **অসঙ্গঃ**—আগ্রহশূন্য; **বৈরাগ্যম্**—বৈরাগ্য; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **চ**—এবং; **অণিমা**—অণিমা সিদ্ধি; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

প্রকৃত ধর্ম বলতে, যা আমার ভক্তিযুক্ত সেবায় উপনীত করে তাকেই বোঝায়। যে চেতনা আমার সর্বব্যাপ্ত উপস্থিতি প্রকাশ করে তা-ই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। অনাসক্তি হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ অনীহা, এবং ঐশ্বর্য বলতে বোঝায়, অণিমা-আদি অষ্টসিদ্ধি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞান; এইভাবে যিনি অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি আপনা থেকেই ভক্তিযোগে রত হন, তাই একেই বলে ধর্ম। যে ব্যক্তি প্রকৃতির ত্রিগুণ এবং তাদের দ্বারা উৎপন্ন তৃপ্তিদায়ক সমস্ত কিছু থেকে অনাসক্ত হন, তিনিই বৈরাগ্য লাভ করেছেন। আট প্রকারের অলৌকিক যোগ সিদ্ধি, যে বিষয়ে উদ্ধবের নিকট ভগবান বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় জড় শক্তি, বা ঐশ্বর্য বর্তমান।

শ্লোক ২৮-৩২

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তো নিয়মো বারিকর্ষণ ।
কঃ শমঃ কো দমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষা ধৃতিঃ প্রভো ॥ ২৮ ॥
কিং দানং কিং তপঃ শৌর্যং কিং সত্যমৃতমুচ্যতে ।
কস্ত্যাগঃ কিং ধনং চেষ্টং কো যজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা ॥ ২৯ ॥
পুংসঃ কিংস্বিদ্ বলং শ্রীমন্ ভগো লাভশ্চ কেশব ।
কা বিদ্যা হ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব চ ॥ ৩০ ॥
কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মূর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কঃ স্বিৎ কো বন্ধুরুত কিং গৃহম্ ॥ ৩১ ॥
ক আঢ্যঃ কো দরিদ্রো বা কৃপণঃ কঃ ক ঈশ্বরঃ ।
এতান্ প্রশ্নান্ মমব্রূহি বিপরীতাংশ্চ সৎপতে ॥ ৩২ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; যমঃ—নিয়ন্ত্রণ বিধি; কতি-বিধঃ—কত প্রকারের; প্রোক্তঃ—রয়েছে বলে উক্ত; নিয়মঃ—প্রাত্যহিক নিয়মিত কর্তব্য; বা—বা; অরিকর্ষণ—হে শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ; কঃ—কী; শমঃ—মানসিক সাম্য; কঃ—কী; দমঃ—আত্মসংযম; কৃষ্ণ—প্রিয় কৃষ্ণ; কা—কী; তিতিক্ষা—সহিষ্ণুতা; ধৃতিঃ—ধৈর্য; প্রভো—হে প্রভু; কিম্—কী; দানম্—দান; কিম্—কী, তপঃ—তপস্যা; শৌর্যম্—বীরত্ব; কিম্—কী; সত্যম্—বাস্তবতা; ঋতম্—সত্য; উচ্যতে—বলা হয়; কঃ—কী; ত্যাগঃ—বৈরাগ্য; কিম্—কী; ধনম্—ধন; চ—ও; ইষ্টম্—কাম্য; কঃ—কী, যজ্ঞঃ—যজ্ঞ; কা—কী; চ—ও; দক্ষিণা—ধর্মীয় পারিতোষিক; পুংসঃ—মানুষের; কিম্—কী; স্বিৎ—বস্তুত; বলম্—বল; শ্রীমন্—হে শ্রীমান কৃষ্ণ; ভগঃ—ঐশ্বর্য; লাভঃ—লাভ; চ—এবং; কেশব—প্রিয় কেশব; কা—কী; বিদ্যা—শিক্ষা; হ্রীঃ—বিনয়; পরা—পরম; কা—কী; শ্রীঃ—সৌন্দর্য; কিম্—কী; সুখম্—সুখ; দুঃখম্—দুঃখ; এব—অবশ্যই; চ—এবং; কঃ—কে; পণ্ডিতঃ—পণ্ডিত; কঃ—কে; চ—ও; মূর্খঃ—মূর্খ; কঃ—কে; পন্থাঃ—যথার্থ পথ; উৎপথঃ—ভুল পথ; চ—ও; কঃ—কী; কঃ—কী; স্বর্গঃ—স্বর্গ; নরকঃ—নরক; কঃ—কী; স্বিৎ—বস্তুত; কঃ—কে; বন্ধুঃ—বন্ধু; উত—এবং; কিম্—কী; গৃহম্—গৃহ; ক—কে; আঢ্যঃ—ধনী; কঃ—কে; দরিদ্রঃ—দরিদ্র; বা—বা; কৃপণঃ—কৃপণ; কঃ—কে; কঃ—কী; ঈশ্বরঃ—নিয়ন্ত্রক; এতান্—এই সমস্ত; প্রশ্নান্—জিজ্ঞাস্য বিষয়; মম—আমার নিকট; ব্রূহি—বলুন; বিপরীতান্—বিপরীত গুণাবলী; চ—এবং; সৎ-পতে—হে ভক্তদের পতি।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—প্রিয় কৃষ্ণ, হে পরন্তপ, আমায় অনুগ্রহপূর্বক বলুন কত প্রকার সংযমের বিধান এবং নিত্যকৃত্য রয়েছে। হে প্রভু, এ ছাড়াও আমায় বলুন, মানসিক সাম্য কী, আত্মসংযম কী, সহিষ্ণুতা এবং সততার প্রকৃত অর্থ কী, দান কী, তপস্যা, বীরত্ব, বাস্তবতা এবং সত্যকে কীভাবে বর্ণনা করা যাবে? বৈরাগ্য কী এবং ঐশ্বর্য কী? কাম্য কী, যজ্ঞ কী, এবং ধর্মীয় পারিতোষিক কী? প্রিয় কেশব, হে পরম সৌভাগ্যবান, বল, ঐশ্বর্য এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির লাভ আমি কীভাবে বুঝব? শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কী, যথার্থ বিনয় কী, প্রকৃত সৌন্দর্য কী? সুখ এবং দুঃখ কী; পণ্ডিত কে, মূর্খ কে? জীবনের ঠিক এবং ভুল পথ কী, স্বর্গ এবং নরক কী? প্রকৃত বন্ধু কে, এবং প্রকৃত গৃহ কী? ধনাঢ্য কে, দরিদ্র কে? দুর্ভাগা কে, এবং প্রকৃত ঈশ্বর কে? হে ভক্তগণের পতি, এই সমস্ত বিষয় এবং এর বিপরীত বিষয়গুলিও অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

এই পাঁচটি শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত বিষয়েই সারা বিশ্বে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এবং সমাজে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সেইজন্য, শ্রীউদ্ধব প্রত্যক্ষভাবে পরম প্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকেই সভ্য জীবনের মহাজাগতিক বিষয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা লাভ করতে চাইছেন।

শ্লোক ৩৩-৩৫

শ্রীভগবানুবাচ

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্যং ক্ষমাভয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চনম্ ।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্যসেবনম্ ॥ ৩৪ ॥
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥ ৩৫ ॥

শ্রী-ভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অহিংসা**—অহিংসা; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **অস্তেয়ম্**—অন্যের সম্পত্তি চুরি বা অপহরণ কখনও না করা; **অসঙ্গঃ**—অনাসক্তি; **হ্রীঃ**—বিনয়; **অসঞ্চয়ঃ**—সঞ্চয় না করা; **আস্তিক্যম্**—ধর্মবিশ্বাস; **ব্রহ্মচর্যম্**—ব্রহ্মচর্য; **চ**—এবং; **মৌনম্**—মৌন; **স্থৈর্যম্**—স্থৈর্য, **ক্ষমা**—ক্ষমা;

অভয়ম্—অভয়; **শৌচম্**—বাহ্যিক এবং আন্তরিক শৌচ; **জপঃ**—ভগবন্নাম জপ করা; **তপঃ**—তপস্যা; **হোমঃ**—যজ্ঞ; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **আতিথ্যম্**—আতিথ্য; **মৎ-অর্চনম্**—আমার পূজা; **তীর্থ-অটনম্**—তীর্থ দর্শন; **পর-অর্থ-ঈহা**—ভগবানের জন্য বাসনা এবং আচরণ করা; **তুষ্টিঃ**—সন্তুষ্টি; **আচার্য সেবনম্**—গুরুদেবের সেবা করা; **এতে**—এই সকল; **যমাঃ**—সংযমের নিয়মাবলী; **স-নিয়মাঃ**—গৌণ নিত্যকৃত্যাদি সহ; **উভয়োঃ**—প্রত্যেকটির; **দ্বাদশ**—বারো; **স্মৃতাঃ**—মনে করা হয়; **পুংসাম্**—মানুষের দ্বারা; **উপাসিতাঃ**—ভক্তি সহকারে অনুশীলিত; **তাত**—প্রিয় উদ্ধব; **যথা-কামম্**—কামনা অনুসারে; **দুহন্তি**—সরবরাহ করে; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—অহিংসা, সত্যবাদিতা, অন্যের সম্পদ অপহরণ বা চুরি না করা, অনাসক্তি; বিনয়, কর্তৃত্ব বোধ থেকে মুক্ত, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা, এবং নির্ভয়তা—এই বারোটি হচ্ছে সংযমের মুখ্য বিধান। আন্তরিক শুদ্ধতা, বাহ্যিক শুদ্ধতা, ভগবন্নাম জপ করা, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, অতিথিপরায়ণতা, আমার উপাসনা, তীর্থস্থান দর্শন, ভগবানের স্বার্থেই কেবল আচরণ এবং বাসনা করা, সন্তুষ্টি, এবং গুরুদেবের সেবা—এই বারোটি হচ্ছে নিয়মিত অনুমোদিত কর্তব্য। এই চব্বিশটি বিষয় যারা সর্বান্তঃকরণে পালন করে, তাদের ওপর সমস্ত কাম্য আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

শ্লোক ৩৬-৩৯

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥
দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্ ।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্ ॥ ৩৭ ॥
অন্যচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্তিতা ।
কর্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥ ৩৮ ॥
ধর্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ ।
দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্ ॥ ৩৯ ॥

শমঃ—মানসিক সাম্য; **মৎ**—আমাতে; **নিষ্ঠতা**—নিষ্ঠা পরায়ণতা; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **দমঃ**—আত্মসংযম; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **সংযমঃ**—সংযম; **তিতিক্ষা**—সহিষ্ণুতা; **দুঃখ**—দুঃখ; **সংমর্ষঃ**—সহ্য করা; **জিহ্বা**—জিহ্বা; **উপস্থ**—লিঙ্গ; **জয়ঃ**—জয় করা;

ধৃতিঃ—ধৈর্য; **দণ্ড**—শাস্তি দেওয়া; **ন্যাসঃ**—ত্যাগ করা; **পরম্**—পরম; **দানম্**—দান; **কাম**—কামবাসনা; **ত্যাগঃ**—ত্যাগ করা; **তপঃ**—তপস্যা; **স্মৃতম্**—মনে করা হয়; **স্বভাব**—স্বাভাবিক ভোগের প্রবণতা; **বিজয়ঃ**—জয় করা; **শৌর্যম্**—বীরত্ব; **সত্যম্**—বাস্তবতা; **চ**—এবং; **সম-দর্শনম্**—সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করা; **অন্যৎ**—পরবর্তী উপাদান (সত্যবাদিতা); **চ**—এবং; **সু-নৃতা**—মনোরম; **বাণী**—বাক্য; **কবিভিঃ**—মুনিগণের দ্বারা; **পরিকীর্তিতা**—ঘোষিত; **কর্মসু**—সকামকর্মে; **অসঙ্গমঃ**—অনাসক্তি; **শৌচম্**—পরিচ্ছন্নতা; **ত্যাগঃ**—বৈরাগ্য; **সন্ন্যাসঃ**—সন্ন্যাস আশ্রম; **উচ্যতে**—বলা হয়; **ধর্মঃ**—ধর্মপরায়ণতা; **ইষ্টম্**—কাম্য; **ধনম্**—ধন; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **অহম্**—আমি; **ভগবৎ-তমঃ**—পরম পুরুষ ভগবান; **দক্ষিণা**—ধর্মীয় পারিতোষিক; **জ্ঞান-সন্দেশঃ**—যথার্থ জ্ঞানের উপদেশ; **প্রাণায়ামঃ**—যোগ পদ্ধতির শ্বাস নিয়ন্ত্রণ; **পরম্**—পরম; **বলম্**—শক্তি।

অনুবাদ

মানসিক সাম্য এবং সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় সংযম করে বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে আত্মসংযম। সহিষ্ণুতার অর্থ হচ্ছে দুঃখ সহ্য করা, এবং যখন কেউ জিহ্বা এবং উপস্থকে জয় করতে পারে তখনই তাকে বলা হয় সৎ। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে অন্যদের উপর আগ্রাসন না করা, এবং কামবাসনা পরিত্যাগ করাকেই প্রকৃত তপস্যা বলে। প্রকৃত বীরত্ব হচ্ছে সাধারণ জড়জীবন উপভোগের প্রবণতাকে জয় করা, এবং বাস্তবতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করা। সত্যবাদিতার অর্থ হচ্ছে সন্তোষজনক ভাবে সত্য কথা বলা, মুনিগণ এইরূপই বলেছেন। পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে সকাম কর্মের প্রতি অনাসক্তি, আবার বৈরাগ্য হচ্ছে সন্ন্যাস জীবন। মানুষের জন্য যথার্থ কাম্য সম্পদ হচ্ছে ধর্মপরায়ণতা এবং পরম পুরুষ ভগবান, আমিই যজ্ঞ। দক্ষিণা হচ্ছে আচার্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত পারমার্থিক উপদেশ অন্যদের প্রদান করা, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হচ্ছে প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে মনুষ্য জীবনে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের জন্য কাম্য গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। *শম* বা "মানসিক সাম্য" হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বুদ্ধিকে নিবিষ্ট করা। কৃষ্ণভাবনাবিহীন শান্তিপরায়ণতা হচ্ছে মনের নিকৃষ্ট এবং অকেজো পর্যায়। *দম* অথবা "শৃঙ্খলা" বলতে বোঝায় প্রথমত নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা। কেউ যদি নিজের ইন্দ্রিয় সংযম না করে, তাঁর সন্তানাদি, শিষ্য অথবা অনুগামীদের শিষ্টাচার পরায়ণ করে গড়ে তুলতে চান, তবে তিনি সকলের নিকট হাস্যাস্পদ

হন। *সহিষ্ণুতা* বলতে বোঝায় অপমানিত হওয়া অথবা অন্যদের দ্বারা অবহেলিত হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য সহকারে সেই দুঃখ সহ্য করা। শাস্ত্রীয় বিধানগুলি পালন করতে গিয়ে সময় সময় আমাদের যে সমস্ত জড় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, এবং তা থেকে উৎপন্ন দুঃখ ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হবে। আমরা যদি অন্যদের দ্বারা অপমান এবং কটুক্তি সহ্য করতে না পারি, আবার অনুমোদিত ধর্মীয় শাস্ত্রবিধি পালন করার জন্য যে সমস্ত অসুবিধা আসবে তাও সহ্য না করি, তবে আমাদের পক্ষে শুধু লোক দেখানোর জন্য প্রচণ্ড গরম, ঠাণ্ডা এবং যন্ত্রণা ইত্যাদি সহ্য করার মতো খামখেয়ালীপনাকে কেবল মূর্খতাই বলা যায়। স্থিরসংকল্পের ব্যাপারে, কেউ যদি তার জিহ্বা এবং উপস্থকে সংযত করতে না পারে, তবে তার অন্য সমস্ত প্রকার স্থির সংকল্পই অনর্থক। প্রকৃত দান হচ্ছে অন্যদের প্রতি সর্বপ্রকার আগ্রাসী মনোভাব ত্যাগ করা। কেউ যদি দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করেন কিন্তু একই সঙ্গে শোষণ মূলক কাজকর্মে অথবা জঘন্য রাজনৈতিক কৌশলে রত থাকেন, তবে তাঁর সেই দানের কোনই মূল্য নেই। *তপস্যা* বলতে বোঝায় কামবাসনা এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন করা এবং একাদশী আদি অনুমোদিত ব্রত পালন করা; তার অর্থ এই নয় যে জড়দেহকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তিনি কিছু খামখেয়ালী পদ্ধতি আবিষ্কার করবেন। প্রকৃত বীরত্ব হচ্ছে আমাদের নিকৃষ্ট স্বভাবকে জয় করা। প্রত্যেকের মধ্যেই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে মেধাবী ব্যক্তি রূপে প্রচার করতে পছন্দ করে। সুতরাং, কেউ যদি রজ এবং তমো গুণজাত নিকৃষ্ট স্বভাবগুলি জয় করতে পারেন, তবে তা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে কৌশলে এবং হিংস্রতার মাধ্যমে জয় করার বীরত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হিংসা এবং বিদ্বেষ ত্যাগ করে প্রতিটি জড়দেহে আত্মার অবস্থিতি উপলব্ধি করার মাধ্যমে সমদর্শী হওয়া যায়। এইরূপ স্বভাব পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করে, তখন ভগবান সেই ভক্তের সমদর্শীতাকে চিরস্থায়ী করতে নিজেকে তার নিকট প্রকাশ করেন। কোন বস্তুর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারলেই তাকে সত্যানুভূতির অন্তিম সিদ্ধান্ত বলা যায় না। আমাদেরকে সমস্ত জীবের এবং সমস্ত পরিস্থিতির প্রকৃত পারমার্থিক সমতা অবশ্যই দর্শন করতে হবে। সত্যবাদিতা বলতে বোঝায়, সত্য কথাটিকেও সন্তোষজনক ভাবে বলতে হবে, যাতে তার দ্বারা কিছু কল্যাণ সাধিত হয়। কেউ যদি সত্যের নাম করে অন্যদের দোষ দর্শনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তবে সাধুব্যক্তিরা সেইরূপ দোষ দর্শনের প্রশংসা করেন না। যথার্থ গুরুদেব এমনভাবে সত্য কথা বলেন যে, অন্যেরা যাতে তা শ্রবণ করে

পারমার্থিক স্তরে উপনীত হতে পারেন, সত্যবাদিতার এই কৌশল আমাদের শেখা উচিত। কেউ যদি জড় বস্তুর প্রতি আসক্ত থাকে, তবে তার দেহ ও মন সর্বদা কলুষিত বলে বুঝতে হবে। শুদ্ধতা বলতে, ঘন ঘন শরীরকে স্নান করানোই নয়, প্রকৃতপক্ষে আমাদের জড়ের প্রতি আসক্তি বর্জন করতে হবে। শুধু জড় বস্তু ত্যাগ নয়, প্রকৃত বৈরাগ্য হচ্ছে, স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের ওপর মিথ্যা আধিপত্য বর্জন করা, প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে ধার্মিক হওয়া। যজ্ঞ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং; তাই যজ্ঞ সম্পাদনকারীকে সফল হতে হলে যজ্ঞের ক্ষণস্থায়ী সমস্ত জড় ফল লাভের বাসনা পরিত্যাগ করে তাঁর চেতনাকে পরমেশ্বর ভগবানে মগ্ন করতে হবে। প্রকৃত দক্ষিণা হচ্ছে, পারমার্থিক জ্ঞান প্রদাতা সাধুর সেবা করা। গুরুদেবের নিকট থেকে লব্ধ পারমার্থিক জ্ঞান অন্যদের মধ্যে বিতরণ করার মাধ্যমে আচার্যকে খুশি করে আমরা তাঁকে পারমার্থিক দক্ষিণা অর্পণ করতে পারি। এইভাবে প্রচারকার্যই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ দক্ষিণা। প্রাণায়াম অভ্যাস করার মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে আমরা খুব সহজেই মনকে সংযত করতে পারি, আর যিনি এইভাবে অস্থির মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত রাখতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন পরম তেজস্বী পুরুষ।

শ্লোক ৪০-৪৫

ভগো ম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ ।
বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্মসু ॥ ৪০ ॥
শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ ॥ ৪১ ॥
মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ ॥ ৪২ ॥
নরকস্তমউন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে ।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে ॥ ৪৩ ॥
দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
এত উদ্ধব তে প্রশ্নাঃ সর্বে সাধু নিরূপিতাঃ ।
কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ ॥ ৪৫ ॥

ভগঃ—ঐশ্বর্য; **মে**—আমার; **ঐশ্বরঃ**—দিব্য; **ভাবঃ**—স্বভাব; **লাভঃ**—লাভ; **মৎ-ভক্তিঃ**—আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা; **উত্তমঃ**—পরম; **বিদ্যা**—শিক্ষা; **আত্মনি**—আত্মাতে; **ভিদা**—দ্বন্দ্ব; **বাধঃ**—দূরীকরণ; **জুগুপ্সা**—বিরক্ত; **হ্রীঃ**—সততা; **অকর্মসু**—পাপকর্মে; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **গুণাঃ**—সদ্‌গুণাবলী; **নৈরপেক্ষ্য**—জড় বস্তুর প্রতি অনাসক্তি; **আদ্যাঃ**—ইত্যাদি; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখ**—জাগতিক দুঃখ; **সুখ**—এবং জড়সুখ; **অত্যয়ঃ**—উত্তীর্ণ হয়ে; **দুঃখম্**—দুঃখ; **কাম**—কামের; **সুখ**—সুখে; **অপেক্ষা**—ধ্যান করা; **পণ্ডিতঃ**—পণ্ডিত ব্যক্তি; **বন্ধ**—বন্ধন থেকে; **মোক্ষ**—মুক্তি; **বিৎ**—যিনি জানেন; **মূর্খঃ**—মূর্খ; **দেহ**—দেহের দ্বারা; **আদি**—ইত্যাদি (মন); **অহমবুদ্ধিঃ**—আমিত্ববুদ্ধি; **পন্থাঃ**—সত্যপথ; **মৎ**—আমাতে; **নিগমঃ**—উপনীত করে; **স্মৃতঃ**—বোঝা উচিত; **উৎপথঃ**—ভুলপথ; **চিত্ত**—চেতনার; **বিক্ষেপঃ**—বিভ্রান্তি; **স্বর্গঃ**—স্বর্গ; **সত্ত্ব-গুণ**—সত্ত্বগুণের; **উদয়ঃ**—প্রাধান্য; **নরকঃ**—নরক; **তমঃ**—তমোগুণের; **উন্নাহঃ**—প্রাধান্য; **বন্ধুঃ**—প্রকৃত বন্ধু; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **অহম্**—আমি; **সখে**—প্রিয়বন্ধু, উদ্ধব; **গৃহম্**—নিজগৃহ; **শরীরম্**—শরীর; **মানুষ্যম্**—মানুষ; **গুণ**—সৎগুণের দ্বারা; **আঢ্যঃ**—ধনী; **হি**—বস্তুত; **আঢ্যঃ**—ধনীব্যক্তি; **উচ্যতে**—বলা হয়; **দরিদ্রঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি; **যঃ**—যিনি; **তু**—বস্তুত; **অসন্তুষ্টঃ**—অসন্তুষ্ট; **কৃপণঃ**—হতভাগ্য ব্যক্তি; **যঃ**—যে; **অজিত**—জয় করেনি; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **গুণেষু**—জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে; **অসক্ত**—আসক্ত নয়; **ধীঃ**—যার বুদ্ধি; **ঈশঃ**—নিয়ন্ত্রণকারী; **গুণ**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি; **সঙ্গঃ**—আসক্ত; **বিপর্যয়**—বিপরীত, ক্রীতদাস; **এতে**—এই সকল; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **তে**—তোমার; **প্রশ্নাঃ**—জিজ্ঞাস্য বিষয়; **সর্বে**—সমস্ত; **সাধু**—সুষ্ঠুরূপে; **নিরূপিতাঃ**—বিবৃত; **কিম্**—মূল্য কি; **বর্ণিতেন**—বর্ণনা করার; **বহুনা**—বিস্তারিতভাবে; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **গুণ**—সৎগুণের; **দোষয়োঃ**—অসদ্‌গুণের; **গুণ-দোষ**—সৎ এবং অসৎ গুণাবলী; **দৃশিঃ**—দর্শন করা; **দোষঃ**—দোষ; **গুণঃ**—প্রকৃত সদগুণ; **তু**—বস্তুত; **উভয়**—উভয়ের নিকট থেকে; **বর্জিতঃ**—ভিন্ন।

অনুবাদ

প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে অসীম মাত্রায় ষড়ৈশ্বর্য প্রদর্শনকারী, পরমেশ্বর ভগবানরূপী আমার নিজের স্বভাব। জীবনের পরম প্রাপ্তি হচ্ছে আমার প্রতি ভক্তিযোগ, এবং প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে জীবের দ্বন্দ্বময় মিথ্যা অনুভূতি বিদূরীত করা। প্রকৃত শালীনতা হচ্ছে অসৎ কার্য থেকে পৃথক থাকা, এবং সৌন্দর্য হচ্ছে, বৈরাগ্যাদি সদ্‌গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া। প্রকৃত সুখ হচ্ছে জড় সুখ এবং দুঃখ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া, এবং প্রকৃত কষ্ট হচ্ছে যৌন সুখান্বেষণে জড়িয়ে পড়া। বন্ধন মুক্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তিই পণ্ডিত, আর যে জড় দেহ আর মনকে নিজের পরিচয় বলে

মনে করে, সেই মূর্খ। আমার নিকট উপনীত হওয়ার পদ্ধতিই প্রকৃত জীবনপথ, আর ইন্দ্রিয়তর্পণ হচ্ছে ভুলপথ, কেননা তার দ্বারা চেতনা বিভ্রান্ত হয়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হচ্ছে প্রকৃত স্বর্গ, এবং তমোগুণের প্রাধান্য হচ্ছে নরক। সারা জগতের গুরুরূপে আচরণ করে আমিই হচ্ছি প্রত্যেকের যথার্থ বন্ধু, এবং মানব দেহই হচ্ছে নিজালয়। প্রিয় সখা উদ্ধব, যে সদ্‌গুণাবলী দ্বারা ভূষিত, তাকেই বলা হয় প্রকৃত ধনী, আর যে জীবনে সন্তুষ্ট নয়, সেই প্রকৃত দরিদ্র। যে নিজের ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে না, সে হতভাগ্য, পক্ষান্তরে যে ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি আসক্ত নন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর। যে নিজেকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গে যুক্ত রাখে, সে তার বিপরীত, ক্রীতদাস। হে উদ্ধব, এইভাবে তুমি যে সব বিষয়ে প্রশ্ন করেছ তার বিশদ ব্যাখ্যা করলাম। এই সমস্ত ভাল এবং মন্দ গুণাবলীর আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার প্রয়োজন নেই, কেননা সর্বদা ভাল আর মন্দ গুণ দর্শন করাটাই একটি খারাপ গুণ। শ্রেষ্ঠগুণ হচ্ছে জড় ভাল-মন্দ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই অসীম সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, যশ, জ্ঞান, বল এবং বৈরাগ্যাদি, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সুতরাং জীবনের পরম কল্যাণ হচ্ছে, সমস্ত আনন্দের উৎস, ভগবানের ব্যক্তিগত প্রেমময়ী সেবা লাভ করা। প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে সর্বশক্তির উৎস ভগবান থেকে কোন বস্তু ভিন্ন, এই ভুল ধারণা ত্যাগ করা। তদ্রূপ, ভুল করে একক আত্মাকে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন বলে মনে করাও উচিত নয়। কেবল লজ্জিত থাকাই শালীনতা নয়। তাকে আপনা থেকেই পাপকর্মের প্রতি বিরক্ত হয়ে তা থেকে বিরত হতে হবে; তবেই তিনি ভদ্র বা বিনীত। যিনি কৃষ্ণভাবনায় সন্তুষ্ট থেকে, জড় সুখের অন্বেষণ করেন না বা জড় দুঃখ ভোগ করেন না, তিনিই প্রকৃত সুখী। যে যৌনসুখের প্রতি আসক্ত, সে-ই সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য, এবং যিনি এইরূপ জড় বন্ধন থেকে মুক্তির পদ্ধতি অবগত, তিনিই জ্ঞানী। যে ব্যক্তি তার নিত্যকালের সুহৃৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে, নিজের ক্ষণস্থায়ী জড়দেহ, মন, সমাজ, জাতি এবং পরিবার—এই সবকে নিজের বলে মনে করে, সে হচ্ছে মূর্খ। শুধুমাত্র আধুনিক আন্তঃরাজ্য রাজপথ অথবা, আরও সরল সংস্কৃতিতে কর্দম এবং কণ্টকমুক্ত পায়ে চলার পথই প্রকৃত জীবনপথ নয়, তা হচ্ছে সেইপথ, যা আমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপনীত করে। চোর-ডাকাত অধ্যুষিত অথবা অনেক কর সংগ্রহ কেন্দ্র সমন্বিত পথই নয়, যে পথ আমাদেরকে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মহাবিভ্রাটে ফেলে, সেটিই জীবনের ভুলপথ। ইন্দ্রলোকেও রজ এবং তমোগুণ মাঝে মাঝে স্বর্গীয় পরিবেশের বিঘ্ন ঘটায়, তদপেক্ষা যেখানে সত্ত্বগুণ

প্রাধান্য বিস্তার করে সেটিই স্বর্গীয় পরিস্থিতি। নারকীয় লোকগুলিই কেবল নয়, যেখানে তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করে সেটিই নরক। অবশ্য দেবাদিদেব মহাদেবের মত অনুসারে শুদ্ধভক্ত নরকে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে সুখী থাকেন। আমাদের জীবনের প্রকৃত বন্ধু হচ্ছেন যথার্থ গুরুদেব, যিনি আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন। সমস্ত গুরুর মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগদ্ গুরু, অর্থাৎ সারা জগতের গুরু। জড় জীবনে, কোন ইট, সিমেন্ট, পাথর আর কাঠের তৈরি গৃহ অপেক্ষা আমাদের জড়দেহই তাৎক্ষণিক গৃহ। যিনি অসংখ্য সৎগুণাবলীর অধিকারী, তিনিই ধনী ব্যক্তি; ব্যাঙ্কে জমা রাখা বিশাল অর্থের স্নায়ুরোগগ্রস্ত মুর্খ মালিক প্রকৃত ধনী নন। অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র, যা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারে না, সে যথার্থই হতভাগ্য, তার জীবন দুঃখময়। পক্ষান্তরে, যিনি নিজেকে জড় জীবন থেকে অনাসক্ত রাখেন, তিনিই প্রকৃত প্রভু বা ঈশ্বর। আধুনিক যুগেও ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে আভিজাত্যের কিছু অবশিষ্টাংশ রয়েছে। কিন্তু এই সব তথাকথিত ঈশ্বরেরা প্রায় সময়েই নিকৃষ্ট জীবনের অভ্যাস প্রদর্শন করেন। যিনি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হয়ে, জড় জীবনকে জয় করেছেন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর। যে ব্যক্তি জড় জীবনে আসক্ত, তিনি নিশ্চয় এখানে বর্ণিত সদ্‌গুণাবলীর বিপরীত গুণগুলি প্রকাশ করবেন, তিনি হচ্ছেন জীবনপথে পিছিয়ে পড়ার প্রতীক। ভগবান তাঁর বিশ্লেষণের উপসংহারে বলেছেন যে, সৎ এবং অসৎ গুণাবলীর ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই। মূলতঃ জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাগতিক ভাল ও মন্দ গুণাবলী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের মুক্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়া। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা করা হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'পারমার্থিক জ্ঞানের পূর্ণতা' নামক ঊনবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

বিংশতি অধ্যায়

শুদ্ধভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

বিভিন্ন মানুষের ভাল-মন্দ বিভিন্ন গুণ অনুসারে এই অধ্যায়ে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ প্রকাশকারী বাণী। এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের ধারণাভিত্তিক দ্বন্দ্বভাব লক্ষিত হয়, একই সঙ্গে বেদ এই দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করেন। শাস্ত্রে কেন এইরূপ বিরোধাত্মক ধারণা থাকে, এবং কিভাবে তাদের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, তার কারণ জানতে চেয়ে শ্রীউদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে পরমেশ্বর ভগবান বললেন যে, মুক্তি লাভের সুবিধার্থে বেদে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। যারা আসক্ত এবং স্থূল বাসনায় পূর্ণ তাদের জন্য কর্মযোগ, যারা কর্মের ফলের প্রতি অনাসক্ত এবং জড় প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছেন তাঁদের জন্য জ্ঞানযোগ, আর যাঁরা যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন তাঁদের জন্য ভক্তিযোগ উদ্দিষ্ট। যতক্ষণ কেউ তাঁর কর্মের ফল উপভোগ করার প্রতি অনাসক্ত না হন, অথবা যতক্ষণ না ভক্তিযোগে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা কথা আলোচনার প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত করেন, ততক্ষণই তাঁকে তাঁর কর্মের অনুমোদিত কর্তব্যগুলি পালন করে চলতে হবে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের জন্য ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি পালন করার প্রয়োজন নেই।

যে সমস্ত ব্যক্তি নিজের কর্তব্য পালন করেন, নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করেন এবং লোভাদি অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর ব্যাপারগুলি থেকে মুক্ত, তাঁরা হয় অদ্বৈতবাদী জ্ঞান লাভ করেন, অন্যথায় ভাগ্য ভাল হলে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ করেন। এইরূপ জ্ঞান এবং ভক্তি কেবল মনুষ্যদেহেই লাভ করা যায়, তাই স্বর্গবাসী দেবতা এবং নরকবাসী, সকলেরই কাম্য হচ্ছে মনুষ্যদেহ লাভ করা। মনুষ্যদেহ, জ্ঞান এবং ভক্তিরূপে যদিও আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন করে, তথাপি তা ক্ষণস্থায়ী; তাই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উচিত মৃত্যুর পূর্বে মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করা। মনুষ্যদেহ হচ্ছে একটি নৌকার মতো, শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন কাণ্ডারী, এবং ভগবৎ-কৃপা হচ্ছে অনুকূল বায়ু। যে ব্যক্তি মনুষ্যদেহরূপী দুর্লভ নৌকা লাভ করেও, ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাসনা না করেন, প্রকৃত অর্থে তিনি আত্মঘাতী। মন হচ্ছে চঞ্চল, তাই তাকে অনিশ্চিতভাবে যেমন খুশি চলতে অনুমোদন করা ঠিক নয়, বরং সত্ত্বগুণজাত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুকে জয় করে মনকে বশে আনতে হবে।

যতক্ষণ না মনস্থির হয়, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল পর্যায়ক্রমে জড় বস্তুর সৃষ্টি পদ্ধতি এবং বিপরীতভাবে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, এই পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের পদ্ধতি বিষয়ে ধ্যান করা উচিত। গুরুদেবের নির্দেশ প্রতিনিয়ত অনুশীলন করার মাধ্যমে, যাঁর অনাসক্তি এবং বৈরাগ্য বুদ্ধি রয়েছে, তিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য উপাদান এবং দৈহিক মিথ্যা পরিচিতি ত্যাগ করতে পারেন। যম-নিয়মাদির মাধ্যমে যোগাভ্যাস করে, দিব্যজ্ঞান অনুশীলন এবং পরমেশ্বরের পূজা এবং ধ্যান করার মাধ্যমে পরমাত্মার স্মরণ করা যায়।

ধর্ম, বা গুণ-এর অর্থ হচ্ছে, নিজের যোগ্যতার বিশেষ পর্যায় অনুসারে লক্ষ্য বস্তুর প্রতি একাগ্র থাকা। কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ এ সম্পর্কে শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে, সঞ্চিত জড় সঙ্গ ত্যাগের বাসনার দ্বারা আমাদের সমস্ত অমঙ্গলজনক জড়কর্ম বিদূরীত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। প্রতিনিয়ত ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদন করার মাধ্যমে যে কেউ তাঁর মনকে পরমেশ্বরে নিবিষ্ট করতে পারেন, আর এইভাবে তাঁর হৃদয়স্থ সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা সমূলে বিনষ্ট হয়। যখন কেউ প্রত্যক্ষরূপে পরমেশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেন, তাঁর অহংকার তখন সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। তখন তাঁর সমস্ত সন্দেহ বিনাশ হয়, এবং পুঞ্জিভূত জড় কর্মও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। এই কারণে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তরা জ্ঞান এবং বৈরাগ্যকে সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনের পন্থা বলে মনে করেন না। জড় বাসনা রহিত এবং জড় বস্তুর প্রতি অনীহ ব্যক্তির হৃদয়েই কেবল ভক্তিযোগের উদয় হয়। ধর্মের বাহ্যিক বিধি-নিষেধের আচরণজাত পাপ এবং পুণ্য, পরমেশ্বর ভগবানের অবিমিশ্র শুদ্ধ ভক্তের জন্য প্রযোজ্য নয়।

শ্লোক ১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমো হীশ্বরস্য তে।
অবেক্ষতেঽরবিন্দাক্ষ গুণং দোষং চ কর্মণাম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **বিধিঃ**—বিধি; **চ**—এবং; **প্রতিষেধঃ**—নিষেধ; **চ**—এবং; **নিগমঃ**—বৈদিক শাস্ত্র; **হী**—বস্তুত; **ঈশ্বরস্য**—ঈশ্বরের; **তে**—তোমার; **অবেক্ষতে**—আলোকপাত করে; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে অরবিন্দাক্ষ; **গুণম্**—পুণ্য বা সৎ গুণাবলী; **দোষম্**—পাপ বা অসৎ গুণ, **চ**—এবং; **কর্মণাম্**—কর্মের।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে অরবিন্দাক্ষ কৃষ্ণ, আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর, বিধি এবং নিষেধাত্মক আপনার বিধান বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। এই সমস্ত শাস্ত্র কর্মের সৎ এবং অসৎ গুণাবলীর ওপর আলোকপাত করে।

তাৎপর্য

পূর্বের অধ্যায়ের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *গুণ-দোষ-দৃশির্দোষ গুণস্তুভয়-বর্জিতঃ* অর্থাৎ "জড় পাপ এবং পুণ্যের প্রতি আলোকপাত করাটাই একটি অসঙ্গতি, কেননা প্রকৃত পুণ্য হচ্ছে এই দুটি থেকেই উত্তীর্ণ হওয়া।" শ্রীউদ্ধব এখানে সেই ব্যাপারেই বলে চলেছেন, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জটিল বিষয়ের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। শ্রীউদ্ধব এখানে বলছেন যে, ভগবানের আইনগ্রন্থ বৈদিক শাস্ত্রে পাপ এবং পুণ্য আলোচিত হয়েছে; তাই বেদ বিহিত কর্ম থেকে কীভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে, তার স্পষ্ট ধারণা আবশ্যক। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইমাত্র যা বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হঠাৎই শ্রীউদ্ধব বুঝতে পেরেছেন, আর এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে ভগবানকে উৎসুক করার জন্য উদ্ধব খোলাখুলিভাবেই ভগবানকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

শ্লোক ২

বর্ণাশ্রমবিকল্পং চ প্রতিলোমানুলোমজম্ ।
দ্রব্যদেশবয়ঃকালান্ স্বর্গং নরকমেব চ ॥ ২ ॥

বর্ণ-আশ্রম—বর্ণাশ্রম ধর্মের; **বিকল্পম্**—পাপ-পুণ্য সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট পদ; **চ**—এবং; **প্রতিলোম**—মাতা অপেক্ষা পিতা নিকৃষ্ট বর্ণের, এইরূপ মিশ্র পরিবারে জন্মলাভ; **অনুলোমজম্**—মাতা অপেক্ষা পিতা উৎকৃষ্ট বর্ণের, এইরূপ মিশ্র পরিবারে জাত, **দ্রব্য**—জাগতিক বস্তু; **দেশ**—স্থান; **বয়ঃ**—বয়স; **কালান্**—কাল; **স্বর্গম্**—স্বর্গ; **নরকম্**—নরক; **এব**—বস্তুত, **চ**—এবং।

অনুবাদ

বৈদিক সাহিত্য অনুসারে বর্ণাশ্রম নামক মনুষ্য সমাজে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রূপ বৈচিত্র্য পাপ এবং পুণ্যজনিত পরিবার পরিকল্পনা প্রসূত। জড় উপাদান, স্থান, বয়স, সময় ইত্যাদি সমন্বিত একটি পরিস্থিতির ব্যাপারে বৈদিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে সর্বক্ষণের আলোচ্য বিষয়। বাস্তবে বেদই স্বর্গ এবং নরকের বিষয়ে প্রকাশ করেছেন, যা হচ্ছে অবধারিতভাবে পাপ-পুণ্যভিত্তিক।

তাৎপর্য

প্রতিলোম বলতে বোঝায় উচ্চবর্ণের স্ত্রী এবং নিম্নবর্ণের পুরুষের মিলন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বৈদেহক সমাজের উৎপত্তি হয়েছে শূদ্র পিতা এবং ব্রাহ্মণ মাতার মিলনের ফলে. আবার সূত গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে ক্ষত্রিয় পিতা এবং ব্রাহ্মণ মাতা থেকে অথবা শূদ্র পিতা এবং ক্ষত্রিয় মাতা থেকে। *অনুলোম* বলতে বোঝায় যারা উচ্চবর্ণের পিতা এবং নিম্নবর্ণের মাতা থেকে জাত। মূর্ধাবসিক্ত গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে ব্রাহ্মণ পিতা এবং ক্ষত্রিয় মাতা থেকে। অম্বষ্ঠ হচ্ছে যারা ব্রাহ্মণ পিতা এবং বৈশ্য মাতা থেকে উৎপন্ন, তারা প্রায়ই চিকিৎসক বৃত্তি অবলম্বন করেন। করণরা হচ্ছে বৈশ্য পিতা এবং শূদ্র মাতা থেকে অথবা ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্য মাতা থেকে সম্ভূত। এইরূপ বর্ণের মিশ্রণ বৈদিক সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রশংসিত নয়, তা *ভগবদ্গীতার* প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হয়েছে। অর্জুন খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে এত ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হওয়ার ফলে উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের মিশ্রণ ঘটবে, সেই যুক্তির ভিত্তিতেই তিনি যুদ্ধ করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করছিলেন। যাইহোক, সম্পূর্ণ বৈদিক সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ ভিত্তিক। তাই আমাদের পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে যেতে হবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করার জন্য উদ্ধব তাঁকে উৎসাহিত করছেন।

শ্লোক ৩

গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ বচস্তব।
নিঃশ্রেয়সং কথং নৃণাং নিষেধবিধিলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥

গুণ—পুণ্য; **দোষ**—পাপ; **ভিদা**—পার্থক্য; **দৃষ্টিম্**—দর্শন করা; **অন্তরেণ**—ব্যতিরেকে; **বচঃ**—বাক্য; **তব**—তোমার; **নিঃশ্রেয়সম্**—জীবনের সিদ্ধি, মুক্তি; **কথম্**—কিভাবে সম্ভব; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **নিষেধ**—নিষেধ; **বিধি**—বিধি; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

বেদে পুণ্যকর্ম করার বিধান এবং পাপকর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। পুণ্য এবং পাপের মধ্যে পার্থক্য দর্শন না করে, মানুষ কীভাবে তোমার নিজের বেদরূপী নির্দেশ বুঝতে পারবে, যা পাপকর্ম থেকে বিরত এবং পুণ্যকর্মে রত করবে? এছাড়াও, সর্বোপরি মুক্তিপ্রদ এইরূপ অনুমোদিত বৈদিক সাহিত্য ব্যতিরেকে কীভাবে মনুষ্য জীবন সার্থক হবে?

তাৎপর্য

মানুষ যদি পাপকর্ম বর্জন এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করে, তবে অনুমোদিত ধর্মীয় শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে; আর এইরূপ শাস্ত্র ব্যতিরেকে মানুষ কীভাবে মুক্তি লাভ করবে? এটিই হচ্ছে শ্রীউদ্ধবের প্রশ্নের সারমর্ম।

শ্লোক ৪

**পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর ।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি ॥ ৪ ॥**

পিতৃ—পিতৃপুরুষদের; **দেব**—দেবতাদের; **মনুষ্যাণাম্**—মানুষদের; **বেদঃ**—বৈদিক জ্ঞান; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **তব**—আপনা হতে উৎসারিত; **ঈশ্বরঃ**—হে পরমেশ্বর; **শ্রেয়ঃ**—উৎকৃষ্ট; **তু**—বস্তুত; **অনুপলব্ধে**—যার প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব নয় তাতে; **অর্থে**—মনুষ্য জীবনের লক্ষ্যে, যেমন-কাম, মোক্ষ এবং স্বর্গলাভ; **সাধ্য-সাধনয়োঃ**—অভিধেয় এবং প্রয়োজনের; **অপি**—বস্তুত।

অনুবাদ

হে প্রভু, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অতীত মুক্তি অথবা স্বর্গলাভ এবং জড় ভোগ, এ সমস্ত উপলব্ধি করা হচ্ছে, আমাদের বর্তমান ক্ষমতার বহিরে—আর সাধারণ ভাবেও সব কিছুর অভিধেয় এবং প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং মনুষ্যগণকে অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্র আলোচনা করতে হবে, কেননা সেগুলি আপনার নিজস্ব বিধান, আর তা হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রমাণ এবং প্রকাশ সমন্বিত।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, মানুষ অজ্ঞতার শিকার হতেই পারে, কিন্তু উন্নত পিতৃপুরুষগণ এবং দেবতাগণ জাগতিক বিষয়ে সর্বজ্ঞ হওয়ারই কথা। এইরূপ উন্নত জীবেরা যদি পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তা হলে বৈদিক জ্ঞানের পরোয়া না করেই মানুষ নিজের বাসনা চরিতার্থ করতে পারত। *বেদশ্চক্ষুঃ* শব্দটির দ্বারা এই ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এমনকি পিতৃপুরুষ এবং দেবতাদেরও পরম মুক্তি সম্বন্ধে কিছু অনিশ্চিত ধারণা রয়েছে, আর জড় ব্যাপারেও তারা ব্যক্তিগতভাবে হতাশ হয়েই থাকেন। মানুষের মতো নিকৃষ্ট জীবদেরকে জড় আশীর্বাদ প্রদান করতে সর্বশক্তিমান হলেও, কখনও কখনও তাঁরা ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় তর্পণের ব্যাপারে ব্যর্থ হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ধনী ব্যবসায়ীর হয়তো তাঁর অসংখ্য কর্মচারীদের একজনকে নগণ্য বেতন দেওয়ার কোনও অসুবিধা না থাকতে পারে,

কিন্তু ঐ একই ধনী ব্যক্তি নিজের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ব্যবহারে হতাশ হতে পারেন বা আরও বিনিয়োগের মাধ্যমে তাঁর সৌভাগ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরাস্ত হতে পারেন। ধনী ব্যক্তি তাঁর ওপর নির্ভরশীল কর্মচারীদের নিকট সর্বশক্তিমান হতে পারেন, তা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সংগ্রাম করতেই হয়। তেমনই, দেবতা এবং পিতৃপুরুষগণকে তাঁদের স্বর্গীয় জীবনধারার মান বজায় রাখতে এবং বর্ধিত করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই, তাঁদেরকে প্রতিনিয়ত উন্নততর বৈদিক জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়। এমনকি এই জগতের প্রশাসন কার্যের জন্য তাঁদের ভগবানের বিধান, বেদের তত্ত্বাবধান কঠোরভাবে পালন করতে হয়। দেবতাদের মতো উন্নত জীবেদের যদি বেদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, তবে মানুষের কথা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, কেননা সত্যিকথা বলতে তারা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে হতাশ হয়। প্রতিটি মানুষের উচিত তাদের জড় এবং পারমার্থিক ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রমাণরূপে বেদের জ্ঞান গ্রহণ করা। ভগবানের নিকট উদ্ধব বলতে চাইছেন যে, বেদের কর্তৃত্বকে গ্রহণ করতে হলে, তাঁর পক্ষে মনে হয় জড় পাপ-পুণ্যের ধারণা প্রত্যাখ্যান করা প্রায় অসম্ভব। পূর্বের অধ্যায়ের শেষে ভগবান যে বিরোধাত্মক কথাটি বলেছেন, সে ব্যাপারে বিচারবিবেচনার জন্য উদ্ধব গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শ্লোক ৫

গুণদোষভিদাদৃষ্টির্নিগমাৎ তে ন হি স্বতঃ ।
নিগমেনাপবাদশ্চ ভিদায়া ইতি হ ভ্রমঃ ॥ ৫ ॥

গুণ—পুণ্য; **দোষ**—পাপ; **ভিদা**—পার্থক্য; **দৃষ্টিঃ**—দর্শন করা; **নিগমাৎ**—বৈদিক জ্ঞান থেকে; **তে**—তোমার ; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **স্বতঃ**—আপনা থেকেই; **নিগমেন**—বেদের দ্বারা; **অপবাদঃ**—খণ্ডন করা; **চ**—এবং; **ভিদায়াঃ**—এইরূপ পার্থক্যের; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—স্পষ্টরূপে; **ভ্রমঃ**—বিভ্রান্তি।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনার প্রদত্ত বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়, সেগুলি আপনা থেকে আসেনি। একই বৈদিক শাস্ত্র যদি পাপ ও পুণ্যের মধ্যে পার্থক্যকে খণ্ডন করে, তা হলে অবশ্যই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* অর্থাৎ "আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদান্তকর্তা ও বেদবিৎ।"

পরমেশ্বর ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে বৈদিক জ্ঞান নির্গত হয়েছে; সুতরাং, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু বলেন, তা সবই বেদ, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। বৈদিক জ্ঞান হচ্ছে পাপ-পুণ্যের বর্ণনায় পূর্ণ, আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেছেন যে, পাপ এবং পুণ্যকে অতিক্রম করে যেতে হবে,—সেটিকেও বেদের জ্ঞান বলেই বুঝতে হবে। শ্রীউদ্ধব এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছেন, তারপর তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই আপাত বিরোধ সম্বন্ধে আলোকপাত করতে অনুরোধ করছেন। প্রকৃতপক্ষে জড়জগৎ জীবকে তার বিকৃত বাসনাগুলি চরিতার্থ করতে এবং একই সঙ্গে ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে সুযোগ প্রদান করে। এইভাবে পুণ্যকে অভিধেয় বলে বুঝতে হবে, সেটি কখনই অন্তিম লক্ষ্য নয়, কেননা জড় জগৎটিই ক্ষণস্থায়ী এবং সীমিত হওয়ার জন্য অশাশ্বত। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং ধর্ম এবং সত্ত্বগুণের উৎস। যে সমস্ত ব্যক্তি এবং কার্যাবলী ভগবানকে প্রীত করে, তা হচ্ছে পুণ্য এবং যা কিছু ভগবানকে অসন্তুষ্ট করে, সেগুলিকে পাপাত্মক বলে বুঝতে হবে। এছাড়া এই শব্দগুলির আর কোনও স্থায়ী সংজ্ঞা হতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে, কেউ যদি জড় আদর্শবাদী হতে চায়, তবে সে নিশ্চয় বিভ্রান্ত এবং তার দ্বারা পুণ্যকর্মের পরম প্রাপ্তি ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে আদর্শবাদীদের মধ্যে একটি বিরাট ভয় আছে যে, পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য যদি কমিয়ে দেওয়া হয়, তবে মানুষ ধর্মের নাম করে অনেক বর্বরোচিত আচরণ করতে থাকবে। আধুনিক জগতে পারমার্থিক কর্তৃত্বের কোনও স্পষ্ট ধারণা মানুষের নেই, আর আদর্শবাদীরা মনে করেন যে, আদর্শের উর্ধ্বে গিয়ে কোনও কিছু করা মানেই খেয়ালীপনা, অনাচার, হিংসা এবং ভ্রষ্টাচারকে আমন্ত্রণ জানানো। এইভাবে তাঁরা মনে করেন, প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে প্রীত করার চেষ্টা করা অপেক্ষা জড় আদর্শবাদী নীতিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারটি যেহেতু বিতর্কিত তাই উদ্বিগ্নভাবে উদ্ধব ভগবানকে এর একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করতে অনুরোধ করছেন।

শ্লোক ৬

শ্রীভগবানুবাচ

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া ।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যোগাঃ**—পদ্ধতি; **ত্রয়ঃ**—তিন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত; **নৃণাম্**—মানুষের; **শ্রেয়ঃ**—সিদ্ধি;

বিধিৎসয়া—অর্পণ করতে ইচ্ছুক; **জ্ঞানম্**—দার্শনিক পদ্ধতি; **কর্ম**—কর্মের পদ্ধতি; **চ**—এবং; **ভক্তিঃ**—ভক্তিপথ; **চ**—এবং; **ন**—না; **উপায়ঃ**—উপায়; **অন্যঃ**—অন্য; **অস্তি**—আছে; **কুত্রচিৎ**—কোনও কিছু।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব; আমি মানুষের মঙ্গল লাভের সুবিধার্থে জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ এবং ভক্তিমার্গ এই তিনটি পন্থা প্রদর্শন করেছি। এই তিনটি পন্থা ব্যতিরেকে অগ্রগতি লাভের আর অন্য কোনও উপায় নেই।

তাৎপর্য

দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা, পুণ্যকর্ম এবং ভগবদ্ভক্তি—এসবেরই লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান বলেছেন,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

"যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেইভাবে পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।" যদিও মনুষ্যজীবনের সিদ্ধি লাভের সমস্ত অনুমোদিত পন্থাই সর্বোপরি কৃষ্ণভাবনামৃতে বা ভগবৎপ্রেমে পরিসমাপ্তি লাভ করে, বিভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা এবং যোগ্যতা থাকে, এবং সেই অনুসারে তারা আত্মোপলব্ধির বিভিন্ন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তিনটি অনুমোদিত পদ্ধতি একত্রে বর্ণনা করছেন, যাতে এই তিনটিরই লক্ষ্য যে এক সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন। একই সঙ্গে দার্শনিক জ্ঞান চর্চা এবং বিধিবদ্ধ পুণ্যকর্মকে কখনই ভগবৎ প্রেমের সমতুল্য বলে মনে করা যাবে না, পূর্ব অধ্যায়ে ভগবান সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। *ত্রয়ঃ* "তিন" শব্দটি সূচিত করে যে, এই তিনটি পদ্ধতির অন্তিম লক্ষ্য এক হলেও, লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে এই তিনটির অগ্রগতি এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সরাসরি শরণাগত হয়ে, তাঁর কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে যে ফল লাভ করা যায়, শুধুমাত্র জল্পনা-কল্পনা করে বা পুণ্যকর্মের দ্বারা কখনই তা লাভ করা যায় না। এখানে কর্ম শব্দটি ভগবানের প্রতি উৎসর্গীকৃত কর্মকে বোঝায়। *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) বর্ণনা করা হয়েছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥

"বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত; তা না হলে কর্মই এই জড়জগতে বন্ধনের কারণ। তাই হে কৌন্তেয়! ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম কর এবং এইভাবে তুমি সর্বদাই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।" জ্ঞানমার্গে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য জ্যোতিতে বিলীন হয়ে নির্বিশেষ মুক্তির অন্বেষণ করে। এইরূপ মুক্তিকে ভক্তরা নারকীয় বলে মনে করেন, কেননা নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়ার মাধ্যমে সে পরম পুরুষ ভগবানের পরম আনন্দময় রূপ সম্বন্ধীয় সমস্ত চেতনা হারিয়ে ফেলে। যারা শাস্ত্রবিধান অনুসারে কর্ম করে, তারা মনুষ্য জীবনের অগ্রগতির মুক্তি ছাড়া আর তিনটি অঙ্গ যেমন-ধর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য চেষ্টা করে। সকাম কর্মীরা মনে করে যে, তাদের অসংখ্য জড় বাসনার প্রতিটিকে শেষ করে ফেলার মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে জড় বদ্ধ জীবনের অন্ধকার থেকে পারমার্থিক মুক্তির উজ্জ্বল আলোকে উপনীত হবে। এই পদ্ধতি হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অনিশ্চিত, কেননা জড় বাসনার কোন সীমা নেই, আর নিয়মিত কর্মের পথে সামান্য ত্রুটিও পাপাত্মক, তাতে সেই সাধককে জীবনের অগ্রগতির পথ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ভক্তরা সরাসরিভাবে ভগবৎ-প্রেম লাভের লক্ষ্যে এগিয়ে যান, তাই তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। সে যাই হোক, বৈদিক অগ্রগতির তিনটি বিভাগই সম্পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপর নির্ভরশীল। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত এই সমস্ত পদ্ধতির কোনটিতেই উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। এখানে বর্ণিত তিনটি প্রাথমিক বিভাগের মধ্যে তপস্যা এবং দানাদি অন্যান্য বৈদিক পদ্ধতিও বর্তমান।

শ্লোক ৭

নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু ।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥ ৭ ॥

নির্বিণ্ণানাম্—বিরক্ত ব্যক্তিদের জন্য; **জ্ঞানযোগঃ**—দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার পথ; **ন্যাসিনাম্**—সন্ন্যাসীদের; **ইহ**—এই তিনটি মার্গের মধ্যে; **কর্মসু**—সাধারণ জড় কার্যে; **তেষু**—সেই সমস্ত কার্যে; **অনির্বিণ্ণ**—বিরক্ত নন; **চিত্তানাম্**—সচেতন ব্যক্তিদের জন্য; **কর্মযোগঃ**—কর্মযোগের পদ্ধতি; **তু**—বস্তুত; **কামিনাম্**—ভক্তিকামীদের জন্য।

অনুবাদ

এই তিনটি মার্গের মধ্যে যারা জড়জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং সাধারণ সকাম কর্মের প্রতি অনাসক্ত, তাঁদের জন্য জ্ঞানযোগ অনুমোদিত হয়েছে। যাঁরা জড় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হননি, এখনও বহু বাসনা অপূর্ণ রয়েছে, তাঁদের উচিত কর্মযোগের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভের অন্বেষণ করা।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান ব্যাখ্যা করছেন যে, মানুষের বিভিন্ন প্রকার প্রবণতার ফলে তাঁরা বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধিলাভের পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। যাঁরা সাধারণ জড় জীবনের সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেমে বীতশ্রদ্ধ এবং উপলব্ধি করেছেন যে, স্বর্গে উপনীত হলেও সেখানে সাধারণ ঘরোয়া সমস্যা থাকবে, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করেন। অনুমোদিত দার্শনিক বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে তাঁরা জড় জীবনের বদ্ধ দশা থেকে উত্তীর্ণ হন। যাঁরা এখনও জড় সমাজ, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা উপভোগ করতে বাসনা করেন, এবং আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে স্বর্গে গমন করার সম্ভাবনার প্রতি গভীরভাবে উৎসুক, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে গভীর দার্শনিক অগ্রগতির পন্থা গ্রহণ করতে পারেন না, কেননা তাতে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হয়। এইরূপ ব্যক্তিদের পরিবার জীবনেই থেকে তাঁদের কর্মের ফল পরমেশ্বরে অর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে তাঁরা ধীরে ধীরে জড় জীবন থেকে অনাসক্ত হয়ে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৮

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্ ।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ৮ ॥

যদৃচ্ছয়া—কোন না কোনভাবে সৌভাগ্যের ফলে; **মৎ-কথা-আদৌ**—বর্ণনা, সঙ্গীত, দর্শন, নাট্যানুষ্ঠান, ইত্যাদির দ্বারা ভগবৎ গুণ মহিমা কীর্তনে; **জাত**—জাগ্রত; **শ্রদ্ধঃ**—শ্রদ্ধা; **তু**—বস্তুত; **যঃ**—যিনি; **পুমান্**—ব্যক্তি; **ন**—না; **নির্বিণ্ণঃ**—বিরক্ত; **ন**—না; **অতি-সক্তঃ**—অত্যন্ত আসক্ত; **ভক্তি-যোগঃ**—প্রেমভক্তির মার্গ; **অস্য**—তার; **সিদ্ধি-দঃ**—সিদ্ধি প্রদান করবে।

অনুবাদ

কোন না কোন সৌভাগ্যের ফলে কেউ যদি আমার গুণ-মহিমা শ্রবণ কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে জড় জীবনের প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ বা অনাসক্ত হয়, তাদের উচিত আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করা।

তাৎপর্য

কোন না কোন ভাবে কেউ যদি শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ করেন, এবং তাঁদের নিকট থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য বাণী শ্রবণ করেন, তা হলে তাঁদের ভগবদ্ভক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ হয়। পূর্বশ্লোকে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে যে, যাঁরা জড় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাঁরা নির্বিশেষবাদী দার্শনিক জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার

অস্তিত্ব বিলোপ করতে গভীরভাবে সচেষ্ট হন। যাঁরা এখনও জড় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতি আসক্ত, তাঁরা তাঁদের কর্মের ফল ভগবানকে অর্পণ করে নিজেদেরকে শুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে, প্রথম শ্রেণীর শুদ্ধ ভক্তিযোগী কিন্তু জড় জীবনের প্রতি আসক্ত বা বীতশ্রদ্ধ কোনটিই নন। তিনি সাধারণ জড় জীবনে আর থাকতে চান না, কেননা তা থেকে প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। তা সত্ত্বেও, ভক্তিযোগ সম্পাদনকারী ব্যক্তি-সত্ত্বার অস্তিত্ব সার্থক করার আশা ত্যাগ করেন না। ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যে ব্যক্তি জড় আসক্তি এবং জড় আসক্তির জন্য নির্বিশেষবাদী প্রতিক্রিয়া উভয়ই এড়িয়ে চলেন, এবং কোন না কোন ভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করে শ্রদ্ধাভরে তাঁদের বাণী শ্রবণ করেন, তিনিই নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার উপযুক্ত পাত্র।

শ্লোক ৯

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৯ ॥

তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **কুর্বীত**—সম্পাদন করা উচিত; **ন নির্বিদ্যেত**—তৃপ্ত নন; **যাবতা**—যতক্ষণ; **মৎ-কথা**—আমার সম্বন্ধে আলোচনা; **শ্রবণাদৌ**—শ্রবণ কীর্তনাদির ব্যাপারে; **বা**—অথবা; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ন**—না; **জায়তে**—জাগ্রত হয়।

অনুবাদ

যতক্ষণ না কেউ সকাম কর্ম থেকে বিরত হয়ে আমার কথা শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে ভগবৎ-সেবার রুচি অর্জন করতে পারছে, ততক্ষণই তাকে বৈদিক নিয়মানুসারে বিধি-বিধান পালন করতে হবে।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্তের সঙ্গপ্রভাবে যতক্ষণ না কেউ ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে পূর্ণমাত্রায় ভগবৎ-সেবায় রত হচ্ছেন, তাঁর পক্ষে সাধারণ বেদের বিধান এবং কৃত্যগুলির প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। ভগবান নিজেই বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লংঘ্য বর্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্‌ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ॥

"শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রগুলিকে আমার বিধান বলে বুঝতে হবে, যে ব্যক্তি তা লঙ্ঘন করে, তাকে আমার ইচ্ছা লঙ্ঘনকারী ... আমার বিদ্বেষী বলেই জানবে। এই

সমস্ত মানুষ নিজেদেরকে আমার ভক্ত হিসাবে দাবি করলেও, তারা বাস্তবে বৈষ্ণব নয়।” ভগবান এখানে বলছেন যে, কেউ যদি শ্রবণ কীর্তনের পদ্ধতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন না করেন, তাঁকে অবশ্যই বৈদিক বিধানগুলি পালন করে চলতে হবে। বিভিন্ন লক্ষণের মাধ্যমে ভগবানের উন্নত ভক্তকে চেনা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/২/৭) বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদ অহৈতুকম্ ॥

কেউ যদি যথার্থই উন্নত ভক্তিযোগে রত হন, তৎক্ষণাৎ তিনি কৃষ্ণভাবনার যথার্থ জ্ঞান লাভ করে অভক্তিমূলক কার্যকলাপের প্রতি বৈরাগ্য অর্জন করেন। এই পর্যায়ে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে হয় বৈদিক শাস্ত্রের বিধানগুলি মেনে চলতে হবে, নয়তো ভগবৎ বিদ্বেষী হওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করেছেন, তিনি ভগবদ্ভক্তির কোনরূপ কার্যেই ইতস্তত করেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/৫/৪১) বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন
কিঙ্করো নায়ম্ ঋণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো
মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

“যিনি সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করে মুক্তি প্রদাতা মুকুন্দের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এবং তা ঐকান্তিকভাবে পালন করেছেন, তাঁর দেবতা, ঋষি, সাধারণ জীব, পরিবারের সদস্যগণ, মনুষ্য সমাজ বা পিতৃপুরুষদের প্রতি আর কোন রূপ কর্তব্য বা দায়িত্ব থাকে না।”

এই ক্ষেত্রে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, যখন কোনও ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি ‘ভগবান তাঁর শরণাগত ভক্তের সমস্ত দায়িত্ব এবং ঋণ দূরীভূত করেন,’ এই প্রতিশ্রুতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইভাবে ভক্ত, ‘ভগবান তাঁকে রক্ষা করবেন,’ এই প্রতিশ্রুতির ধ্যান করে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হন। অন্যেরা যারা জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্ত, তারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে ভয় পায়, এবং ভগবানের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব প্রকাশ করে।

শ্লোক ১০

স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব ।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

স্ব-ধর্ম—নিজের অনুমোদিত কর্মে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **যজন্**—উপাসনা করে; **যজ্ঞৈঃ**—অনুমোদিত যজ্ঞের দ্বারা; **অনাশীঃকামঃ**—কর্মফলের আশা না করে; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **ন**—করে না; **যাতি**—যায়; **স্বর্গ**—স্বর্গে; **নরকৌ**—অথবা নরকে; **যদি**—যদি; **অন্যৎ**—তার স্বধর্ম ছাড়া অন্য কিছু; **ন**—করে না; **সমাচরেৎ**—সম্পাদন করা।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, যে ব্যক্তি স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে বৈদিক যজ্ঞের মাধ্যমে উপাসনা করছেন কিন্তু এইরূপ পূজার কোনও ফল আশা করেন না, তিনি স্বর্গে গমন করবেন না; তদ্রূপ, নিষিদ্ধ কর্ম না করার ফলে তিনি নরকেও যাবেন না।

তাৎপর্য

কর্মযোগের পূর্ণতা এখানে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁর ধর্মকর্মের জন্য কোন পুরস্কার আশা করেন না, তিনি স্বর্গীয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য স্বর্গলোকে গমন করে সময়ের অপচয় করেন না। তদ্রূপ, যিনি তাঁর ধর্মকর্মের প্রতি অবহেলা করেন না, এবং নিষিদ্ধ কর্মও সম্পাদন করেন না, তাঁকে নরকে গমন করে শাস্তি পাওয়ার জন্য পরোয়া করতে হয় না। এইভাবে জড় পুরস্কার এবং শাস্তি এড়িয়ে, নিষ্কাম ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উপনীত হতে পারেন।

শ্লোক ১১

অস্মিন্ লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥ ১১ ॥

অস্মিন্—এর মধ্যে; **লোকে**—জগৎ; **বর্তমানঃ**—বর্তমান; **স্ব-ধর্ম**—স্বধর্মে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অনঘঃ**—নিষ্পাপ; **শুচিঃ**—জড় কলুষ মুক্ত; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **বিশুদ্ধম্**—দিব্য; **আপ্নোতি**—লাভ করে; **মৎ**—আমার প্রতি; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **বা**—বা; **যদৃচ্ছয়া**—ভাগ্য অনুসারে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে নিষ্পাপ এবং জড় কলুষ থেকে মুক্ত, সে এই জন্মেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে অথবা সৌভাগ্যবলে আমার প্রতি ভক্তিযোগ লাভ করে।

তাৎপর্য

অস্মিন্ লোকে শব্দের অর্থ এই জীবনেই। আমাদের বর্তমান শরীরের মৃত্যুর পূর্বেই আমরা দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারি, অথবা সৌভাগ্যবলে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে পারি। *যদৃচ্ছয়া* শব্দটি বোঝায় কেউ যদি কোনওভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে পারেন, এবং তাঁর নিকট থেকে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি জীবনের পরম সিদ্ধি কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মত অনুসারে দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা মুক্তি লাভ করি, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে আমরা ভগবৎ প্রেম লাভ করতে পারি, যার মধ্যে মুক্তি আপনা থেকেই সম্বলিত রয়েছে। এই পদ্ধতি দুটির মধ্যে উভয়ই সকাম কর্মীদের থেকে অনেক উচ্চস্তরের, কেননা সকাম কর্মীরা যে ফল ভোগ করে থাকে তা পশুরাও কমবেশি ভোগ করে। কারও ভক্তি যদি সকাম কর্মের প্রবণতা অথবা মনগড়া চিন্তা মিশ্রিত হয় তবে তিনি ভগবৎ-প্রেমের একটি নিরপেক্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারেন, পক্ষান্তরে যারা কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতি আগ্রহী তাঁরা ভগবৎ-প্রেমের উচ্চস্তরের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য রসের সম্পর্কে উপনীত হন।

শ্লোক ১২

স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা ।
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্ ॥ ১২ ॥

স্বর্গিণঃ—স্বর্গবাসীগণ; **অপি**—যদিও; **এতম্**—এই; **ইচ্ছন্তি**—বাসনা করে; **লোকম্**—ভূলোক; **নিরয়িণঃ**—নগর বাসীগণ; **তথা**—সেইভাবে; **সাধকম্**—যিনি লাভ করতে যাচ্ছেন; **জ্ঞান-ভক্তিভ্যাম্**—দিব্যজ্ঞান এবং ভগবৎ প্রেমের; **উভয়ম্**—উভয় (স্বর্গ এবং নরক); **তৎ**—সেই সিদ্ধির জন্য; **অসাধকম্**—নিরর্থক।

অনুবাদ

স্বর্গবাসীগণ এবং নরকবাসীগণ উভয়েই ভূলোকে মনুষ্য জন্ম কামনা করে। কেননা মনুষ্য জীবন দিব্যজ্ঞান এবং ভগবৎ প্রেম লাভে সহায়তা করে, পক্ষান্তরে স্বর্গীয় অথবা নারকীয় কোন দেহই কার্যকরীভাবে এরূপ সুযোগ প্রদান করে না।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, স্বর্গে জীব এক অসাধারণ ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন হয় এবং নরকে সে যন্ত্রণা ভোগ করে। উভয় ক্ষেত্রেই দিব্য জ্ঞান অথবা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভের কদাচিৎ কোন সম্ভাবনা থাকে। অতিরিক্ত ক্লেশ অথবা অতিরিক্ত উপভোগ উভয়ই এইভাবে পারমার্থিক অগ্রগতির পথে বিঘ্ন স্বরূপ।

শ্লোক ১৩

ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীং বা বিচক্ষণঃ ।
নেমং লোকং চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি ॥ ১৩ ॥

ন—কখনও না; **নরঃ**—মানুষ; **স্বঃ-গতিম্**—স্বর্গে উন্নীত হওয়া; **কাঙ্ক্ষেৎ**—আকাঙ্ক্ষা করা উচিত; **নারকীম্**—নরকে; **বা**—বা; **বিচক্ষণঃ**—বিচক্ষণ ব্যক্তি; **ন**—অথবা নয়; **ইমম্**—এই; **লোকম্**—পৃথিবী; **চ**—এবং; **কাঙ্ক্ষেত**—আকাঙ্ক্ষা করা উচিত; **দেহ**—জড়দেহে; **আবেশাৎ**—আবিষ্ট হওয়া থেকে; **প্রমাদ্যতি**—বিভ্রান্ত হয়।

অনুবাদ

কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির স্বর্গ অথবা নরকবাসের বাসনা করা উচিত নয়। এই পৃথিবীর স্থায়ী বাসিন্দা হতেও কারও বাসনা করা উচিত নয়, কেননা এইভাবে জড়দেহে মগ্ন হওয়ার ফলে তিনি তাঁর প্রকৃত স্বার্থের প্রতি মূর্খের মতো অবহেলা পরায়ণ হন।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম লাভ করেছেন তাঁর কৃষ্ণভাবনা অথবা ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগের মাধ্যমে পারমার্থিক মুক্তি লাভ করার এক অপূর্ব সুযোগ থাকে। এই ভাবে তাঁর জন্য স্বর্গে উপনীত হওয়ার বাসনা অথবা নরকবাসের ঝুঁকি কোনটিই কাম্য নয়। কেননা অতিরিক্ত ভোগ অথবা শাস্তি তাঁর মনকে আত্ম উপলব্ধির পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। পক্ষান্তরে তাঁর ভাবা উচিত নয়, "পৃথিবী কত সুন্দর, আমি চিরকাল এখানে থাকতে পারি।" সমস্ত প্রকার জড় অবস্থা এবং ব্যাপারগুলির প্রতি অনাসক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করা উচিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁর সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যেখানে তিনি বলছেন মনুষ্য জীবনের যথার্থ অগ্রগতি হচ্ছে জড় জাগতিক পাপ এবং পুণ্যের ঊর্ধ্বে। ভগবান প্রথমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মনুষ্য জীবনের প্রকৃত উন্নয়নের তিনটি মুখ্য পদ্ধতি রয়েছে। যেমন—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, এবং দিব্য জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে সর্বোপরি ভগবৎ প্রেম লাভ করা। এখন ভগবান ব্যাখ্যা করছেন যে (পুণ্যের অন্তিম লক্ষ্য) স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া অথবা (পাপ কর্মের ফলস্বরূপ) নরকবাস উভয়ই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনে নিরর্থক। জড়জাগতিক পুণ্য অথবা পাপ কোনটিই জীবকে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত করে না; সুতরাং জীবনের প্রকৃত সিদ্ধিলাভ করার জন্য আরও বেশি কিছু প্রয়োজন।

শ্লোক ১৪

এতদ্ বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ ।
অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদম্ ॥ ১৪ ॥

এতৎ—এই; **বিদ্বান্**—জেনে; **পুরা**—পূর্বে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু; **অভবায়**—জড় জীবন থেকে উত্তীর্ণ হতে; **ঘটেত**—আচরণ করা উচিত; **সঃ**—সে; **অপ্রমত্তঃ**—অলসতা বা মূর্খতা বিহীন; **ইদম্**—এই; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **মর্ত্যম্**—বিনাশশীল; **অপি**—যদিও; **অর্থ**—জীবনের লক্ষ্যের; **সিদ্ধি-দম্**—সিদ্ধিপ্রদ।

অনুবাদ

জড় দেহ বিনাশশীল হওয়া সত্ত্বেও তা আমাদের জীবনের সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম জেনে, জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে, মূর্খের মতো অবহেলা করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৫

ছিদ্যমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ং বনস্পতিম্ ।
খগঃ স্বকেতমুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি হ্যলম্পটঃ ॥ ১৫ ॥

ছিদ্যমানম্—ছিন্ন হয়ে; **যমৈঃ**—যমতুল্য নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের দ্বারা; **এতৈঃ**—এই সকলের দ্বারা; **কৃতনীড়ম্**—যার মধ্যে সে বাসা বেঁধেছে; **বনস্পতিম্**—বৃক্ষ; **খগঃ**—পক্ষী; **স্ব-কেতম্**—তার গৃহ; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **ক্ষেমম্**—সুখ; **যাতি**—লাভ করে; **হি**—নিশ্চিত; **অলম্পটঃ**—আসক্তি রহিত।

অনুবাদ

যমতুল্য নিষ্ঠুর মনুষ্য কোনও বৃক্ষকে ছেদন করলে, যে সমস্ত পক্ষী তাতে বাসা বেঁধেছিল তারা অনাসক্তভাবে তা ত্যাগ করে অন্যত্র সুখ লাভ করে।

তাৎপর্য

এখানে দেহাত্মবুদ্ধির প্রতি অনাসক্তির দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে। একটি পাখি যেমন একটি বৃক্ষে বাস করে, তদ্রূপ দেহে জীব বাস করে। চিন্তাভাবনাশূন্য মানুষ যখন সেই বৃক্ষটিকে ছেদন করে, তখন পাখিটি তার দ্বারা নির্মিত সেই বাসাটির জন্য অনুশোচনা না করে অন্যত্র বাসা বাঁধতে দ্বিধা করে না।

শ্লোক ১৬

অহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানং বুদ্ধ্বায়ুর্ভয়বেপথুঃ ।
মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধ্বা নিরীহ উপশাম্যতি ॥ ১৬ ॥

অহঃ—দিন; রাত্রৈঃ—রাত্রি; ছিদ্যমানম্—ছেদন রত; বুদ্ধ্বা—জেনে; আয়ুঃ—জীবনের আয়ু; ভয়—ভয়ে; বেপথুঃ—কম্পমান; মুক্ত-সঙ্গঃ—আসক্তিরহিত; পরম্—পরমেশ্বর, বুদ্ধ্বা—উপলব্ধি করে; নিরীহ—জড় বাসনারহিত; উপশাম্যতি—যথার্থ শান্তি লাভ করে।

অনুবাদ

একইভাবে দিন এবং রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের আয়ুষ্কালও ক্ষয় হচ্ছে, এই ব্যাপার অবগত হয়ে আমাদের ভীত-কম্পিত হওয়া উচিত। এইভাবে সমস্ত জড় আসক্তি এবং বাসনা ত্যাগ করে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারি।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান ভক্ত জানেন যে, দিন এবং রাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়ুষ্কাল শেষ হচ্ছে; তাই তিনি জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর প্রতি নিরর্থক আসক্তি বর্জন করেন। তার পরিবর্তে তিনি জীবনের নিত্য কল্যাণ লাভের জন্য সচেষ্ট হন। অনাসক্ত পাখি যেমন তৎক্ষণাৎ সেই বাসাটি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ ভক্ত জানেন যে জড় জগতের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থানের সুযোগ কোথাও নেই। তার পরিবর্তে তিনি তাঁর কর্মশক্তিকে ভগবদ্ধামে নিত্য নিবাস লাভের জন্য উৎসর্গ করেন। জড়া প্রকৃতির গুণগুলি অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যভাব প্রাপ্ত হয়ে ভক্ত চরমে পরম শান্তি লাভ করেন।

শ্লোক ১৭

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ১৭ ॥

নৃ—মনুষ্য; দেহম—দেহ; আদ্যম্—সমস্ত সুফলের উৎস; সুলভম্—সহজলভ্য; সুদুর্লভম্—অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যা লাভ করা সম্ভব নয়; প্লবম্—নৌকা; সু-কল্পম্—অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত; গুরু—গুরুদেব; কর্ণ-ধারম্—কর্ণধার রূপে; ময়া—আমার দ্বারা; অনুকূলেন—অনুকূল; নভস্বতা—বায়ু; ঈরিতম্—তাড়িত হয়ে; পুমান্—মানুষ; ভব—জড় জগতের; অব্ধিম্—সমুদ্র; ন—করে না; তরেৎ—উত্তীর্ণ হওয়া; সঃ—সে; আত্ম-হা—আত্মঘাতী।

অনুবাদ

জীবনের সর্ব কল্যাণপ্রদ অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য দেহ, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আপনা থেকেই লাভ হয়ে থাকে। এই মনুষ্যদেহকে অত্যন্ত সুষ্ঠুরূপে নির্মিত একখানি নৌকার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেখানে শ্রীগুরুদেব রয়েছেন কাণ্ডারীরূপে এবং পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশাবলীরূপ বায়ু তাকে চলতে সহায়তা করছে, এই সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার মনুষ্য জীবনকে ভবসমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হতে উপযোগ না করে, তাকে অবশ্যই আত্মঘাতী বলে মনে করতে হবে।

তাৎপর্য

বহু বহু মনুষ্যেতর জীবন অতিক্রম করে মনুষ্য দেহ লাভ হয়, এবং সেটি এমন ভাবে নির্মিত যে, তা জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রদান করতে সক্ষম। মানুষের উচিত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা, এবং যথার্থ গুরুদেব হচ্ছেন এরূপ সেবার জন্য উপযুক্ত উপদেষ্টা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাকে দেহরূপী নৌকার নিত্য ভগবদ্ধামে নির্বিঘ্নে উপনীত হওয়ার জন্য সহায়ক বায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করে, বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নির্দেশ প্রদান করে, যথার্থ গুরুদেবের মাধ্যমে উৎসাহিত করে, এবং সতর্কবাণী প্রদান করার মাধ্যমে তাঁকে রক্ষা করেন। ভগবানের এইরূপ করুণাময় নির্দেশনার মাধ্যমে নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত খুব সত্বর ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু যে ব্যক্তি বুঝতে পারে না যে, ভবসমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এই মনুষ্যদেহ একটি উপযুক্ত নৌকা, সে মনে করবে গুরুরূপী কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই, এবং সে ভগবৎ করুণারূপী অনুকূল বায়ুরও কোন গুরুত্ব দেবে না। তার পক্ষে মনুষ্য জীবনের পরমগতি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। নিজের যথার্থ কল্যাণের বিরুদ্ধাচারণ করে, সে ক্রমে ক্রমে আত্মঘাতী হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১৮

যদারম্ভেষু নির্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ ॥ ১৮ ॥

যদা—যখন; **আরম্ভেষু**—জড় প্রচেষ্টায়; **নির্বিণ্ণঃ**—হতাশ; **বিরক্তঃ**—অনাসক্ত; **সংযত**—সংযত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়; **অভ্যাসেন**—অভ্যাসের দ্বারা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **যোগী**—যোগী; **ধারয়েৎ**—মনোনিবেশ করা উচিত; **অচলম্**—স্থির; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

জাগতিক সুখের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতি বিরক্ত এবং হতাশ হয়ে, পরমার্থবাদী সম্পূর্ণরূপে সংযতেন্দ্রিয় এবং অনাসক্ত হয়। পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যমে তার মনকে দিব্য স্তর থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য নিবিষ্ট করা উচিত।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনিবার্য ফল হচ্ছে হতাশা এবং যন্ত্রণা, যা হৃদয়কে দগ্ধ করে। ধীরে ধীরে তিনি জড় জাগতিক জীবনের প্রতি হতাশ এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন; তারপর ভগবান অথবা তাঁর ভক্তদের সদ্-উপদেশ লাভ করে, তিনি তাঁর জড় হতাশাকে পারমার্থিক সাফল্যে রূপান্তরিত করেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমাদের যথার্থ বন্ধু, এবং এই সরল উপলব্ধি আমাদের ভগবৎ সান্নিধ্যে চিন্ময় সুখপ্রদ নবজীবনে উপনীত করতে পারে।

শ্লোক ১৯

ধার্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্ ।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ ॥ ১৯ ॥

ধার্যমাণম্—দিব্যস্তরে নিবিষ্ট হয়ে; **মনঃ**—মন; **যর্হি**—যখন; **ভ্রাম্যৎ**—বিভ্রান্ত; **আশু**—হঠাৎ; **অনবস্থিতম্**—দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত নয়; **অতন্দ্রিতঃ**—যত্ন সহকারে; **অনুরোধেন**—বিধিবিধান অনুসারে; **মার্গেণ**—পদ্ধতির দ্বারা; **আত্ম**—আত্মার; **বশম্**—বশে; **নয়েৎ**—আনা উচিত।

অনুবাদ

মনকে পারমার্থিক স্তরে নিবিষ্ট করার সময়, যখনই তা অকস্মাৎ দিব্যস্তর থেকে বিপথগামী হয়, তখন বিধি-বিধান অনুসারে যত্ন সহকারে তাকে বশে আনা উচিত।

তাৎপর্য

মনকে গভীরভাবে কৃষ্ণভাবনায় নিবিষ্ট করা সত্ত্বেও, তা এত চঞ্চল যে, অকস্মাৎ চিন্ময় পদ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। তখন সেই মনকে যত্ন সহকারে নিজের বশে আনা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, কেউ যদি অতিরিক্ত তপস্বী অথবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ হয়, তবে সে তার মনকে সংযত করতে পারে না। কখনও কখনও জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সীমিত সন্তুষ্টি অনুমোদন করার মাধ্যমে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদিও কোন ভক্ত আহারের ব্যাপারে অত্যন্ত সংযত, তবুও তাঁর মন যাতে বিব্রত না হয় তার জন্য তিনি মাঝে মাঝে পরিমাণ মতো শ্রীবিগ্রহগণকে নিবেদিত উপাদেয় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন।

তেমনই ভক্তরা মাঝে মাঝে অন্য ভক্তদের সঙ্গে রসিকতা করে, সাঁতার কেটে অথবা এইরূপ কোনও ভাবে আমোদিত হতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত কার্য অধিক মাত্রায় সম্পাদিত হলে তা পারমার্থিক জীবনের অধোগতি ঘটাতে পারে। মন যখন অবৈধ যৌনসঙ্গ অথবা মাদক দ্রব্য গ্রহণরূপ পাপাত্মক তৃপ্তির বাসনা করে, তখন তাঁকে কেবলমাত্র মনের মূর্খতা সহ্য করে, গভীর প্রচেষ্টা সহকারে কৃষ্ণভক্তির পথে এগিয়ে যেতে হবে। তখন অজ্ঞানতার তরঙ্গ খুব সত্বর প্রশমিত হয়ে, অগ্রগতির পথ সুপ্রশস্ত হবে।

শ্লোক ২০

মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতপ্রাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সত্ত্বাসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মবশং নয়েৎ ॥ ২০ ॥

মনঃ—মনের; **গতিম্**—লক্ষ্য; **ন**—না; **বিসৃজেৎ**—লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া উচিত; **জিত-প্রাণঃ**—যিনি শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করেছেন; **জিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণের; **সম্পন্নয়া**—সমৃদ্ধিশালী; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **মনঃ**—মন; **আত্ম-বশম্**—নিজের নিয়ন্ত্রণে; **নয়েৎ**—আনয়ন করা উচিত।

অনুবাদ

মনের কার্যকলাপের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে কখনই ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়, বরং, প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করে, সত্ত্বগুণ দ্বারা শোধিত বুদ্ধিমত্তার উপযোগ করে, মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত।

তাৎপর্য

মন কখনও অকস্মাৎ আত্ম উপলব্ধির সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে, তা সত্ত্বেও সত্ত্বগুণ সমন্বিত স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে হবে। শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে মনকে সর্বদা কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত রাখা, যাতে সেই মন যৌন আকর্ষণাদি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ভয়ঙ্কর পথে ভ্রমণ না করে। জড় মন প্রতি মুহূর্তে জড় বস্তু গ্রহণ করতে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী। সুতরাং, মনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পারমার্থিক অগ্রগতির পথে অবিচলিত থাকার কোনই সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ২১

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্বতো মুহুঃ ॥ ২১ ॥

এষঃ—এই; **বৈ**—বস্তুত; **পরমঃ**—পরম; **যোগঃ**—যোগ পদ্ধতি; **মনসঃ**—মনের; **সংগ্রহঃ**—সংযম; **স্মৃতঃ**—বলা হয়; **হৃদয়-জ্ঞত্বম্**—ঘনিষ্ঠভাবে জানার লক্ষণ; **অন্বিচ্ছন্**—যত্ন সহকারে লক্ষ্য করা; **দম্যস্য**—দমনীয়; **ইব**—মতো; **অর্বতঃ**—ঘোড়ার; **মুহুঃ**—সর্বদা।

অনুবাদ

দক্ষ অশ্বারোহী দুর্দান্ত অশ্বকে বশে আনতে কিছুক্ষণের জন্য অশ্বটিকে তার যেমন ইচ্ছা চলতে দেয়, আর তারপর লাগাম টেনে ধীরে ধীরে তাকে অভীষ্ট পথে আনে। তদ্রূপ, শ্রেষ্ঠ যোগ পদ্ধতি তাকেই বলে যার দ্বারা যোগী তাঁর মনের গতিপ্রকৃতি এবং বাসনা যত্নসহকারে লক্ষ্য করে ক্রমে তাকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

দক্ষ অশ্বারোহী যেমন অশিক্ষিত অশ্বের প্রবণতাগুলি ঘনিষ্টভাবে জানেন এবং ধীরে ধীরে তাকে বশে আনেন, তেমনই দক্ষ যোগী তাঁর মনের জড় প্রবণতাগুলি প্রকাশ করতে অনুমোদন করেন, এবং তারপর উন্নততর বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অশ্বারোহীর মতোই, কখনও কখনও সরাসরি লাগাম টেনে ধরে, আবার কখনও কখনও অশ্বকে ইচ্ছা মতো দৌড়াতে অনুমোদন করে, সুদক্ষ পরমার্থবাদী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন, আবার কিছু ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সরবরাহও করেন, যাতে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত থাকে। আরোহী কখনই তার প্রকৃত লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল বিস্মৃত হয় না, আর ক্রমে অশ্বটিকে ঠিক রাস্তায় নিয়ে আসে। তেমনই দক্ষ সাধক কখনও কখনও ইন্দ্রিয়গুলিকে ইচ্ছামতো আচরণ করতে অনুমোদন করলেও আত্মোপলব্ধির লক্ষ্য বিস্মৃত হন না বা ইন্দ্রিয়গুলিকে পাপকর্মে রত হতেও অনুমোদন করেন না। ঠিক যেমন অশ্বের বল্গা অতিরিক্ত আকর্ষণ করলে অশ্বটি তার আরোহীর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে, তেমনই অতিরিক্ত তপস্যা অথবা নিষেধাজ্ঞার ফলে ভীষণভাবে মানসিক বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। আত্মোপলব্ধির পন্থা নির্ভর করে স্বচ্ছ বুদ্ধিমত্তার উপর, আর এইরূপ দক্ষতা লাভের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করা। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

কেউ হয়তো মহাপণ্ডিত অথবা পরমার্থবিদ্ না হতেও পারেন, কিন্তু তিনি যদি ব্যক্তিগত হিংসা অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তা না করে, আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবানের

প্রেমময়ী সেবায় রত হন, তবে ভগবান তাঁর হৃদয়ে মনঃসংযম করার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রকাশ করেন। দক্ষতার সঙ্গে মনোবাসনার তরঙ্গে আরোহণ করে, কৃষ্ণভক্ত তাঁর লক্ষ্য থেকে পতিত হন না এবং অবশেষে নিজালয় ভগবদ্ধামে আরোহণ করেন।

শ্লোক ২২

সাংখ্যেন সর্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ ।
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি ॥ ২২ ॥

সাংখ্যেন—বিশ্লেষণাত্মক অনুশীলন দ্বারা; **সর্ব**—সকলের; **ভাবানাম্**—জড় উপাদান (মহাজাগতিক, জাগতিক এবং পারমাণবিক); **প্রতিলোম**—অনগ্রসর কার্যের দ্বারা; **অনুলোমতঃ**—প্রগতিপ্রদ কার্যের দ্বারা; **ভব**—সৃষ্টি; **অপ্যয়ৌ**—লয়; **অনুধ্যায়েৎ**—প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা উচিত; **মনঃ**—মন; **যাবৎ**—যতক্ষণ না; **প্রসীদতি**—চিন্ময় স্তরে সন্তুষ্ট।

অনুবাদ

যতক্ষণ না মন পারমার্থিক বিষয়ে নিশ্চলতা লাভ করছে, ততক্ষণই মহাজাগতিক, জাগতিক অথবা পারমাণবিক, সমস্ত জড় বস্তুর ক্ষণস্থায়ী স্বভাব বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সাধারণ প্রগতিশীল কার্যের মাধ্যমে সৃষ্টির পদ্ধতি এবং পশ্চাৎগামী কার্যের দ্বারা প্রলয়ের পদ্ধতি প্রতিনিয়ত অনুধাবন করা উচিত।

তাৎপর্য

কথায় বলে, যার উত্থান আছে তার পতনও আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তেমনই *ভগবদ্গীতায়* (২/২৭) বলেছেন—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥

"যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করার সময় তোমার শোক করা উচিত নয়।" *মনো যাবৎ প্রসীদতিঃ* যতক্ষণ না আমাদের চেতনা দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তস্তরে অধিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণই জড়া প্রকৃতির গভীর বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের মাধ্যমে মায়ার আক্রমণ থেকে প্রতিনিয়ত সুরক্ষিত থাকতে হবে। জড় মন হয়তো যৌনসঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে; তখন অপ্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা আমাদের নিজের দেহের এবং যে দেহটি কৃত্রিমভাবে আমাদের জড় কামের

উপকরণ হয়েছে তার ক্ষণস্থায়ীতা সম্বন্ধে তদন্ত করা উচিত। শ্রীব্রহ্মার চমৎকার মহাজাগতিক শরীর থেকে শুরু করে নগণ্যতম জীবাণুর শরীর পর্যন্ত, সমস্ত জড় শরীরেই আমরা এই গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োগ করতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলেছেন, যিনি কৃষ্ণভাবনায় উন্নত তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত দিব্য প্রেমে প্রতিনিয়ত আকর্ষিত হন। যিনি এখনও স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণভাবনার স্তরে উপনীত হতে পারেননি, তিনি যাতে ভগবানের জড়া শক্তির দ্বারা অযথা প্রতারিত না হন, সে বিষয়ে তাঁকে প্রতিনিয়ত সতর্ক থাকতে হবে। যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চায়, সে তার পারমার্থিক জীবন বিধ্বস্ত করে এবং বিবিধ প্রকার ক্লেশ ভোগ করে।

শ্লোক ২৩

নির্বিণ্ণস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ ।
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া ॥ ২৩ ॥

নির্বিণ্ণস্য—জড় জগতের মায়াময় স্বভাবের প্রতি যিনি বীতশ্রদ্ধ, তাঁর; **বিরক্তস্য**—এবং সেই জন্য যিনি অনাসক্ত; **পুরুষস্য**—এইরূপ ব্যক্তির; **উক্তবেদিনঃ**—যিনি তাঁর গুরুদেবের নির্দেশের দ্বারা চালিত; **মনঃ**—মন; **ত্যজতি**—ত্যাগ করে; **দৌরাত্ম্যম্**—জড়দেহ এবং মনের সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি; **চিন্তিতস্য**—চিন্তিত বিষয়ের; **অনুচিন্তয়া**—প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণের দ্বারা।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি এই জগতের ক্ষণস্থায়ী মায়াময় স্বভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং তা থেকে অনাসক্ত হয় এবং তার মন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ মতো পরিচালিত করে, তখন সে এই জগতের স্বভাব সম্বন্ধে বার বার চিন্তা করে, অবশেষে তার জড় পরিচিতি ত্যাগ করে।

তাৎপর্য

মনকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হলেও, প্রতিনিয়ত অভ্যাস করে কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে চিন্ময় স্তরে উপনীত করা যায়। নিষ্ঠা পরায়ণ শিষ্য নিরন্তর তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ স্মরণ করেন, আর তিনি বার বার সেই নগ্ন সত্যের সম্মুখীন হন যে, জড়জগৎ পরম সত্য নয়। বৈরাগ্য এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে মন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রবণতা ত্যাগ করে। এইভাবে নিষ্ঠা পরায়ণ কৃষ্ণভক্তের উপর থেকে মায়ার প্রভাব অপসারিত হয়। ক্রমশঃ শুদ্ধ মন তার মিথ্যা পরিচিতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে এবং চিন্ময় স্তরে তার নিষ্ঠাকে স্থানান্তরিত করে। তখনই তাঁকে সিদ্ধযোগী বলা হয়।

শ্লোক ২৪

যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া ।
মমার্চোপাসনাভির্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ ॥ ২৪ ॥

যম-আদিভিঃ—যমাদি নিয়ন্ত্রণ বিধির মাধ্যমে; **যোগ-পথৈঃ**—যোগপদ্ধতির দ্বারা; **অন্বীক্ষিক্যা**—তার্কিক বিশ্লেষণ দ্বারা; **চ**—এবং; **বিদ্যয়া**—পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারা; **মম**—আমার; **অর্চা**—উপাসনা; **উপাসনাভিঃ**—শ্রদ্ধাদি দ্বারা; **বা**—বা; **ন**—কখনও না; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা (পদ্ধতি); **যোগ্যম্**—ধ্যানের বস্তু, পরমেশ্বর ভগবান; **স্মরেৎ**—মনোনিবেশ করা উচিত; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

যোগ পদ্ধতির বিভিন্ন যম-নিয়মাদি এবং পুরশ্চরণের মাধ্যমে তর্ক এবং পারমার্থিক শিক্ষার অথবা আমার প্রতি উপাসনা এবং শ্রদ্ধাদি দ্বারা তার উচিত পরম পুরুষ ভগবানের স্মরণে মনকে নিরন্তর নিয়োজিত রাখা। এই উদ্দেশ্যে অন্য কোনও পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বা* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, কেননা তার দ্বারা সুচিত করে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাদি দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনায় রত হয়েছেন, তাঁর আর যম-নিয়ম, যোগের পুরশ্চরণ বৈদিক শিক্ষা এবং তর্কের খুঁটিনাটির জটিলতায় বিড়ম্বিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন থাকে না। *যোগ্যম্* বা সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যেয় বস্তু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সে কথা বলা হয়েছে। যিনি প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় ব্রতী হন, তাঁর আর অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই, কেননা ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করাই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

শ্লোক ২৫

যদি কুর্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম বিগর্হিতম্ ।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যৎ তত্র কদাচন ॥ ২৫ ॥

যদি—যদি; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **প্রমাদেন**—অবহেলার জন্য; **যোগী**—যোগী; **কর্ম**—কার্য, **বিগর্হিতম্**—গর্হিত; **যোগেন**—যোগ পদ্ধতির দ্বারা; **এব**—মাত্র; **দহেৎ**—দহন করা উচিত; **অংহঃ**—সেই পাপ; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য পন্থা; **তত্র**—এই ব্যাপারে; **কদাচন**—কখনও (প্রয়োগ করা উচিত)।

অনুবাদ

সাময়িক অনবধানতাহেতু যোগী যদি আকস্মিকভাবে গর্হিত কর্ম করে, তবে সেই পাপের প্রতিক্রিয়াকে যোগাভ্যাসের দ্বারাই ভস্মীভূত করা উচিত। কখনও অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করা তার উচিত নয়।

তাৎপর্য

যোগেন শব্দটি এখানে নির্দেশ করে যে, *জ্ঞানেন যোগেন* এবং *ভক্ত্যা যোগেন* এই দুটি পারমার্থিক পদ্ধতির পাপের প্রতিক্রিয়াকে ভস্মীভূত করার শক্তি রয়েছে। আমাদের স্পষ্টরূপে বুঝতে হবে যে, *অংহঃ* বা 'পাপ' বলতে এখানে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আকস্মিক পতনকে সূচিত করে। ভগবৎ কৃপাকে পূর্ব নির্ধারিত ভাবে অপপ্রয়োগ করা কখনই মার্জনীয় নয়।

বিশেষভাবে, শুদ্ধিকরণের কর্মকাণ্ডীয় বিধানগুলি ভগবান নিষেধ করেছেন, কেননা দিব্য যোগ পদ্ধতি, বিশেষত ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধি পন্থা। পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান অথবা প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে, কেউ যদি তাঁর নিত্যকৃত্যগুলি ত্যাগ করেন, তবে তিনি তাঁর অনুমোদিত কর্তব্য সম্পাদন না করার অতিরিক্ত দোষে দুষ্ট হবেন। আকস্মিক পতন থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে তাঁর উচিত অনর্থক হতাশ না হয়ে, দৃঢ়তার সঙ্গে জীবনের অনুমোদিত কর্তব্যগুলি করে চলা। তার জন্য অনুশোচনা বা লজ্জিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন, তা না হলে শুদ্ধ হওয়া যাবে না। কিন্তু, কেউ যদি আকস্মিক পতনের জন্য অতিরিক্ত হতাশ হয়ে পড়েন, তবে তাঁর সিদ্ধ স্তরে উপনীত হওয়ার মতো উৎসাহও থাকবে না। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তাঁর দৃঢ় সংকল্পে তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, ভক্তকে সুষ্ঠুরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে হবে, তাহলে তিনি তাঁকে আকস্মিক পতন থেকে শুদ্ধ করে ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই খুবই সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে এইরূপ দুঃখজনক ঘটনা এড়িয়ে চলতে হবে।

শ্লোক ২৬

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ ।
কর্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥

স্বে স্বে—প্রত্যেকে নিজে; **অধিকারে**—পদ; **যা**—যে; **নিষ্ঠা**—নিষ্ঠা; **সঃ**—এই; **গুণঃ**—পুণ্য; **পরিকীর্তিতঃ**—স্পষ্টরূপে ঘোষিত; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মের; **জাতি**—স্বভাবের দ্বারা; **অশুদ্ধানাম্**—অশুদ্ধ; **অনেন**—এর দ্বারা; **নিয়মঃ**—নিয়ম; **কৃতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **গুণ**—পুণ্যের; **দোষ**—পাপের; **বিধানেন**—বিধান দ্বারা; **সঙ্গানাম্**—বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সঙ্গের দ্বারা; **ত্যাজন**—ত্যাগের; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছার দ্বারা।

অনুবাদ

দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে যে, পরমার্থবাদীদের নিজ নিজ পারমার্থিক পদে অবিচলিতভাবে অধিষ্ঠিত থাকাই যথার্থ পুণ্য, আর যখন পরমার্থবাদী তার অনুমোদিত কর্তব্যে অবহেলা করে সেটিই হচ্ছে পাপ। আন্তরিকতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়ক সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করার মানসে যে ব্যক্তি পাপ এবং পুণ্যের এই মানকে গ্রহণ করে, সে স্বভাবতই অশুদ্ধ জড় কর্ম দমন করতে সক্ষম হয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে, যাঁরা জ্ঞান যোগ অথবা ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষভাবে আত্মোপলব্ধির জন্য রত, তাঁদের আকস্মিক পতনের প্রায়শ্চিত্ত করতে বিশেষ কোন তপস্যা করার জন্য নিত্যকৃত্যগুলি ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। বৈদিক শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের নিত্য ভগবদ্ধামের পথে চালিত করা, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে উৎসাহ যোগানো নয়। স্বর্গে উপনীত হয়ে বিবিধ প্রকারের জড় ঐশ্বর্য উপভোগের জন্য বেদে অসংখ্য কার্যক্রমের বিধান থাকলেও, সেইরূপ জড় জাগতিক লাভ কেবল জড়বাদী লোকদের নিয়োজিত করার জন্যই উদ্দিষ্ট, অন্যথায় তারা অসুর হয়ে যাবে। যিনি দিব্য উপলব্ধি লাভের জন্য ব্রতী হয়েছেন, তাঁর আকস্মিক পতনের শুদ্ধিকরণের জন্য নিজের পারমার্থিক অনুশীলন ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। *সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া* শব্দ দুটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, বাহ্যিকভাবে বা অযত্নসহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত বা আত্মোপলব্ধির পথ অনুশীলন করা উচিত নয়; বরং আন্তরিকতার সঙ্গে অতীতের পাপজীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে কামনা করতে হবে। তদ্রূপ, *যা নিষ্ঠা* শব্দ দুটিতে বোঝানো হয়েছে যে, আমাদের নিরন্তর কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করা উচিত। এইভাবে পুণ্যের সার হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি

বর্জন করা এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ব্রতী হওয়া। যে ব্যক্তি দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সেবায় তাঁর ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে নিয়োজিত করেন, তিনিই সব থেকে পুণ্যবান ব্যক্তি, আর এই সমস্ত শরণাগত আত্মাকে ভগবান স্বয়ং রক্ষা করেন।

শ্লোক ২৭-২৮

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু ।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥ ২৮ ॥

জাত—জাগ্রত; **শ্রদ্ধঃ**—বিশ্বাস; **মৎ-কথাসু**—আমার মহিমা বর্ণনে; **নির্বিণ্ণঃ**—বীতশ্রদ্ধ; **সর্ব**—সমস্ত; **কর্মসু**—কার্যকলাপ; **বেদ**—জানেন; **দুঃখ**—দুঃখ; **আত্মকান্**—সমন্বিত; **কামান্**—সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **পরিত্যাগে**—বৈরাগ্যের পদ্ধতিতে; **অপি**—যদিও; **অনীশ্বরঃ**—অক্ষম; **ততঃ**—এইরূপ বিশ্বাসের জন্য; **ভজেৎ**—তাঁর ভজনা করা উচিত; **মাম্**—আমাকে; **প্রীতঃ**—সুখী থেকে; **শ্রদ্ধালুঃ**—বিশ্বাসী হয়ে; **দৃঢ়**—দৃঢ়; **নিশ্চয়ঃ**—নিশ্চয়তা; **জুষমাণঃ**—রত হওয়া; **চ**—এবং; **তান্**—সেই; **কামান্**—ইন্দ্রিয়তর্পণ; **দুঃখ**—দুঃখ; **উদর্কান্**—প্রদানকারী; **চ**—এবং; **গর্হয়ন্**—অনুশোচনা করে।

অনুবাদ

আমার গুণকীর্তনের প্রতি বিশ্বাস অর্জন করে, সমস্ত জাগতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি বিরক্ত হয়ে, সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণের ফল দুঃখজনক জেনেও সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ ত্যাগে অসমর্থ হলে, আমার ভক্তের উচিত পরম বিশ্বাস ও প্রত্যয় সহকারে আমার ভজনা করে সুখী থাকা। সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয় ভোগে রত আমার ভক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণের ফল দুঃখদায়ক জেনে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে শুদ্ধভক্তির প্রারম্ভিক স্তর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। নিষ্ঠাবান ভক্ত দেখেন যে, সমস্ত জাগতিক কার্য ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য উদ্দিষ্ট আর সমস্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণের ফল হচ্ছে দুঃখকষ্ট। তাই ব্যক্তিস্বার্থ রহিত হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়াই নিষ্ঠাবান ভক্তের আন্তরিক কামনা। ভক্ত ভগবানের নিত্যদাসরূপ যথার্থ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে এবং এই উন্নত পদ লাভের

জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। *অনীশ্বর* শব্দটিতে বোঝায়, পূর্বকৃত বদ অভ্যাস এবং পাপকর্মের জন্য তিনি ভোগের প্রবণতা তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারেন না। বেশি হতাশ বা বিষণ্ণ না হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় উৎসাহিত থাকতে ভগবান এই ধরনের ভক্তদের সাহস প্রদান করেছেন। *নির্বিণ্ণ* শব্দটি বোঝায় যে, ঐকান্তিক ভক্ত যদিও তাঁর সমাপ্ত-প্রায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাপারে জড়িত, তবুও জাগতিক জীবনের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ বিরক্ত। তিনি কোন অবস্থাতেই জ্ঞাতসারে পাপকর্ম করেন না। বাস্তবে, তিনি সমস্ত প্রকার জাগতিক ক্রিয়াকলাপ এড়িয়ে চলেন। *কামান্* শব্দটি বোঝায়, বিশেষত যৌনজীবন আর তার আনুসঙ্গিক সন্তানাদি এবং গৃহ ইত্যাদি। জড় জগতে যৌন ব্যাপারটি এত প্রবল যে, একজন *ঐকান্তিক* ভক্তও যৌন আকর্ষণে বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং স্ত্রী-সন্তানাদির বাসনা করতে পারেন। শুদ্ধভক্ত অবশ্যই তাঁর তথাকথিত স্ত্রী এবং সন্তানাদিসহ সমস্ত জীবেদের জন্য স্নেহ বোধ করেন, কিন্তু তিনি জানেন যে, দৈহিক আকর্ষণ কোনই মঙ্গল সাধন করে না বরং তাতে তিনি এবং তাঁর তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন সকাম কর্মের দুঃখদায়ক প্রতিক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েন। *দৃঢ় নিশ্চয়* শব্দটি বোঝায়, ভক্ত যে কোন পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে দৃঢ় নিশ্চয় থাকেন। তিনি চিন্তা করেন, " পূর্বকৃত লজ্জাকর কর্মের জন্য মিথ্যা আসক্তির দ্বারা আমার হৃদয় কলুষিত, আমার ব্যক্তিগত কোন শক্তি নেই যে, আমি তা বন্ধ করব। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয় থেকে এই সমস্ত অশুভ কলুষ দূর করতে পারেন। ভগবান এই সমস্ত আসক্তি এখনই দূর করুন বা সেগুলির দ্বারা আমাকে ক্লেশ প্রদান করুন, আমি কখনই তাঁর সেবা ত্যাগ করব না। এমনকি ভগবান যদি আমার সামনে লক্ষ লক্ষ বিঘ্নও স্থাপন করেন, আর আমার অপরাধের জন্য আমি যদি নরকেও যাই, আমি মুহূর্ত কালের জন্যও ভগবানের সেবা বন্ধ করব না। আমি মনগড়া জল্পনা-কল্পনা বা সকাম কর্মের প্রতি আগ্রহী নই, ব্রহ্মা স্বয়ং এসেও যদি আমায় সে সব করতে বলেন, তবুও তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমি যদিও বিষয়ের প্রতি আসক্ত, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাতে কোনই মঙ্গল হবে না, কারণ সেগুলি আমাকে দুঃখ-কষ্ট দেবে আর আমার ভগবৎ-সেবায় অসুবিধা করবে, সুতরাং আমি আন্তরিকভাবে আমার বহুবিধ বিষয়ের প্রতি মূর্খের মতো আসক্তির জন্য অনুশোচনা করে ভগবানের কৃপার অপেক্ষা করব।"

প্রীত শব্দটি বোঝায়, ভক্ত নিজেকে ভগবানের পুত্র বা নিজজন বলে মনে করেন, তিনি ভগবানের প্রতি খুবই আসক্ত বোধ করেন। সুতরাং যদিও তিনি সাময়িক ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুশোচনা করেন, তবুও কখনও কৃষ্ণ

সেবার প্রতি উৎসাহ ত্যাগ করেন না। ভক্ত যদি ভগবৎ-সেবায় খুবই বিষণ্ণ বা নিরুৎসাহিত হন, তিনি হয়তো নির্বিশেষবাদে ডুবতে পারেন অথবা ভক্তিযোগ ত্যাগ করতে পারেন। সুতরাং ভগবান এখানে আদেশ করেছেন যে, আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করলেও, তিনি যেন তীব্রভাবে হতাশ না হন। আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের অতীতের পাপকর্মের জন্য কখনও কখনও জড় মন আর ইন্দ্রিয় থেকে অসুবিধা আসবে, তাই বলে আমরা যেন মনোধর্মী দার্শনিকদের মতো ভগবদ্ভক্তিবিহীন কেবল অনাসক্তি প্রদর্শন না করি। যদিও আমরা ভগবৎ-সেবার শুদ্ধির জন্য অনাসক্তি প্রার্থনা করি, আমরা যদি ভগবানের প্রীতি বিধান অপেক্ষা বৈরাগ্যের প্রতিই বেশী জোর দিই, তবে আমরা প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবাকে ভুল বুঝব। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস এত বলবান যে, কালক্রমে তা আমাদের আপনা-আপনি পূর্ণজ্ঞান ও বৈরাগ্য দান করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মূল আরাধ্য হিসাবে গ্রহণ না করে, যদি কেউ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতিই জোর দেন, তবে তিনি ভগবৎ-ধামে যাওয়ার পথ থেকে বিচ্যুত হবেন। নিষ্ঠাবান ভক্ত আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করবেন যে, শুধুমাত্র ভক্তির মাধ্যমে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জীবনের যাবতীয় কল্যাণ সাধিত হবে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাময় এবং তিনিই আমাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণের বাসনা ত্যাগের জন্য দৃঢ় বিশ্বাস ও আন্তরিক কামনা আমাদের জাগতিক বিঘ্ন থেকে উত্তীর্ণ করবে।

জাতশ্রদ্ধঃ মৎ-কথাসু কথাটি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস সহকারে ভগবানের কৃপা ও মহিমার কথা শ্রবণ করলে আমরা ক্রমশ জড়-বাসনা থেকে মুক্ত হব এবং স্পষ্টভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সম্পূর্ণ হতাশা দেখতে পাব। দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবৎ-মহিমা শ্রবণ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী পন্থা, যাতে আমরা সমস্ত জড় সঙ্গ ত্যাগ করতে সমর্থ হই।

ভগবৎ-সেবায় কোন অমঙ্গলই নেই। ভক্তদের যে সাময়িক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, তা তাদের পূর্বকৃত জড় কর্মের ফল। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয় ভোগের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অশুভ। এইভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও কৃষ্ণভক্তি একে অপরের বিরোধী। সর্বাবস্থায় আমাদের ভগবানের ঐকান্তিক সেবক হিসাবে থাকা উচিত, সর্বদা তাঁর কৃপায় বিশ্বাস রাখতে হবে, তা হলে আমরা নিশ্চয় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হব।

শ্লোক ২৯

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ২৯ ॥

প্রোক্তেন—যা বর্ণিত হয়েছে; **ভক্তি-যোগেন**—ভক্তিযোগের দ্বারা; **ভজতঃ**—উপাসক; **মা**—আমাকে; **অসকৃৎ**—প্রতিনিয়ত; **মুনেঃ**—মুনির; **কামা**—জড় বাসনা; **হৃদয্যাঃ**—হৃদয়ে; **নশ্যন্তি**—নাশ হয়; **সর্বে**—সকলে; **ময়ি**—আমাতে; **হৃদি**—যখন হৃদয়; **স্থিতে**—দৃঢ়বদ্ধ।

অনুবাদ

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন আমার মত অনুসারে সর্বদা ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, তখন তার হৃদয় আমাতে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এইভাবে তার হৃদয়স্থ জাগতিক বাসনার বিনাশ হয়।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয়গুলি মনের বিকৃত ধারণাগুলিকে তৃপ্ত করতে রত এবং এইভাবে জাগতিক বাসনাকে একাদিক্রমে প্রাধান্য দিচ্ছে। যে ব্যক্তি সতত ভগবৎ-সেবায় রত হন এবং সর্বদা ভগবানের দিব্য মহিমা শ্রবণ-কীর্তন দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে সম্পাদন করেন, তিনি জড় বাসনার হয়রানি থেকে মুক্তি লাভ করেন। ভগবানের সেবা করে তাঁর আরও দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, আর সবাই ভগবৎ সেবার মাধ্যমে ভগবানের আনন্দে অংশ গ্রহণ করেন। ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হৃদয়মাঝে একটি সুন্দর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন আর প্রতিনিয়ত তাঁর সেবা করেন। ঠিক উদীয়মান সূর্য যেমন সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তদ্রূপ হৃদয়মাঝে ভগবানের উপস্থিতিতে সমস্ত জড় বাসনা দুর্বল হয়ে পড়ে আর অচিরেই তা দূরীভূত হয়। *ময়িহৃদিস্থিতে* ("যখন হৃদয় আমাতে স্থিত হয়") শব্দগুলির দ্বারা বোঝায় যে, উন্নত ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শুধুমাত্র তাঁর হৃদয়েই নয়, বরং তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়েই দর্শন করেন। এইভাবে ঐকান্তিক ভক্ত, যিনি সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ-কীর্তন করেন, তাঁর হৃদয়স্থ অবশিষ্ঠ কিছু জাগতিক বাসনা দেখে তিনি যেন হতাশ না হন। ভগবদ্ভক্তির পন্থা স্বাভাবিকভাবেই ভক্তের হৃদয়স্থ কলুষ শুদ্ধ করবে। এই জন্য বিশ্বাস সহকারে তাঁর অপেক্ষা করা উচিত।

শ্লোক ৩০

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ৩০ ॥

ভিদ্যতে—ভেদ করে; **হৃদয়**—হৃদয়; **গ্রন্থিঃ**—বন্ধন; **ছিদ্যন্তে**—ছিন্ন ভিন্ন করে; **সর্ব**—সমস্ত; **সংশয়াঃ**—সংশয়; **ক্ষীয়ন্তে**—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; **চ**—এবং; **অস্য**—তার; **কর্মাণি**—সকাম কর্মের বন্ধন; **ময়ি**—যখন আমি; **দৃষ্টে**—দৃষ্ট হই; **অখিল-আত্মনি**—পরমেশ্বর ভগবান রূপে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমি যখন দৃষ্ট হই, তখন হৃদয়গ্রন্থি বিদীর্ণ হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন ভিন্ন হয়, এবং সকাম কর্মের বন্ধন খণ্ডিত হয়।

তাৎপর্য

হৃদয়গ্রন্থি বলতে বোঝায়, জড় দেহের মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা জীবের হৃদয় মায়ার নিকট বাঁধা থাকে। সে তখন জড় যৌন সুখে মগ্ন হয়, তখন সে অসংখ্য পুরুষ এবং স্ত্রী শরীরের মিলনের স্বপ্ন দর্শন করে। যে ব্যক্তি যৌন আকর্ষণের নেশায় মত্ত, সে বুঝেই উঠবে না যে, পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের ভাণ্ডার এবং পরম ভোক্তা। ভক্ত যখন ভগবৎ সেবায় স্থিত হন, তখন তিনি ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে প্রতি মুহূর্তে দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। তখন তাঁর মিথ্যা পরিচিতির বন্ধন বিদীর্ণ হয় আর সমস্ত সংশয় ছিন্ন ভিন্ন হয়। মায়াগ্রস্ত অবস্থায় আমরা ভাবি যে, জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আর পরম সত্য সম্বন্ধে মানসিক জল্পনা-কল্পনা না করে জীব সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে না। জড়বাদী লোকেরা মনে করে যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং মানসিক জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে সভ্য জীবনের জন্য অপরিহার্য। শুদ্ধ ভক্ত কিন্তু, উপলব্ধি করেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সুখের এক অসীম সাগর এবং সমস্ত জ্ঞানের প্রতিমূর্তি স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং মানসিক জল্পনার যমজ প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়। ঠিক যেমন জ্বালানি সরিয়ে নিলে আগুন নিভে যায়, তেমনই সকাম কর্মের বন্ধন বা কর্ম তখন আপনা থেকেই বিধ্বস্ত হয়।

ভগবান কপিলদেব বলেছেন—*জরয়তি আশু যা কোশং নিগীর্ণম্ অনলো যথা* উন্নত মানের ভক্তিযোগ আমাদের জড়বন্ধন থেকে আপনা থেকেই মুক্তি প্রদান করে। "জঠরস্থ অগ্নি যেমন আহার্যবস্তুকে হজম করে ফেলে, তেমনই ভক্তি স্বাভাবিকভাবেই জীবের সূক্ষ্ম শরীর বিনাশ করে।" (ভাঃ ৩/২৫/৩৩) এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, "ভক্তকে আলাদাভাবে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সেই সেবা হচ্ছে মুক্তির পন্থা, কেননা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া মানে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেই কথাটি শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন—'পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমার যদি অহৈতুকী ভক্তি থাকে, তা হলে মুক্তিদেবী দাসীর মতো আমার সেবা করেন। দাসীর মতো মুক্তিদেবী আমি যা চাই তা করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।' ভক্তের কাছে মুক্তি কোন সমস্যাই নয়। কোন রকম পৃথক প্রয়াস ব্যতীতই মুক্তি লাভ হয়ে যায়।"

শ্লোক ৩১

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **মৎ-ভক্তি-যুক্তস্য**—যে আমার প্রেমময়ী সেবায় রত তার; **যোগিনঃ**—ভক্তের; **বৈ**—অবশ্যই; **মৎ-আত্মনঃ**—যার মন আমাতে নিবিষ্ট; **ন**—না; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান চর্চা; **ন**—অথবা নয়; **চ**—এবং; **বৈরাগ্যম্**—বৈরাগ্য অনুশীলন; **প্রায়ঃ**—সাধারণত; **শ্রেয়ঃ**—সিদ্ধিলাভের উপায়; **ভবেৎ**—হতে পারে; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

সুতরাং, যে ভক্ত নিবিষ্ট চিত্তে আমার প্রেমময়ী সেবায় রত হয়েছে, ইহলোকের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণত জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অনুশীলনের পন্থা তার জন্য নয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণ ভক্ত ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ছাড়া জ্ঞান বা বৈরাগ্য অনুশীলন করে সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযোগই হচ্ছে পরম দিব্য পন্থা, তা কখনই জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অনুশীলনরূপ গৌণ পন্থার উপর নির্ভরশীল নয়। পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে তিনি আপনা থেকেই সমস্ত জ্ঞান উপলব্ধি করেন। তখন ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ বর্ধিত হয়, আর আপনা থেকেই তিনি নিকৃষ্ট জড়া প্রকৃতির প্রতি আসক্তি বর্জন করেন। পূর্বের শ্লোকগুলিতে ভগবান খুব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন পন্থার মাধ্যমে ভক্ত যেন তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলির সমাধান করতে চেষ্টা না করেন। ঐকান্তিক ভক্ত ভগবানের নিকট তাঁর হৃদয় এবং আত্মাকে সমর্পণ করলেও তাঁর হয়তো কোনও জটিল জড় আসক্তি থেকে যেতে পারে, যা ঐ ভক্তের সুষ্ঠুরূপে দিব্যজ্ঞান উপলব্ধির পথে বিঘ্ন হতে পারে। ভক্তিযোগ কিন্তু কালক্রমে আপনা থেকেই এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী আসক্তি দূর করতে সক্ষম। ভক্ত যদি ভক্তিযোগ বহির্ভূত জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করতে চান, তবে তাতে ভগবানের পাদপদ্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে দিব্য পন্থা থেকে সম্পূর্ণ পতন ঘটার বিপদ থেকেই যায়। যে ব্যক্তি ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ছাড়া অন্য কোন পন্থার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করতে চান, তিনি ভক্তিযোগের দিব্যশক্তি এবং ভগবৎ-করুণার কিছুই বুঝতে পারেননি।

ইহজগতে আমাদের হৃদয় যৌন আকর্ষণের দ্বারা আবদ্ধ থাকে, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যানের বিঘ্ন ঘটায়। স্ত্রী সংসর্গের নেশার দ্বারা বদ্ধ জীব

কৃত্রিমভাবে গর্বিত হয় এবং সে ভগবানের প্রতি তার প্রেমময়ী সেবা ভাব বিস্মৃত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতিরেকে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের গভীর অনুশীলন করে বদ্ধজীব নিজেকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু এইরূপ মিথ্যা গর্ব তার ত্যাগ করা উচিত, ঠিক যেমন জড় আকর্ষণের মিথ্যা গর্ব তাকে অবধারিতভাবে ত্যাগ করতে হয়। বদ্ধজীবের নিকট শুদ্ধ ভক্তিযোগ সুলভ হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য পন্থার প্রতি আকর্ষণ থাকলে তা নিশ্চয় তার ভক্ত জীবনে বিচ্যুতি বলে বুঝতে হবে। আমাদের হৃদয়ে সূক্ষ্মরূপে যে জড় বাসনা রয়েছে, পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ আশ্রয় গ্রহণ করলে তা দূরীভূত হয়। ভগবান স্বয়ং নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, নিজের জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনুশীলনের মিথ্যা নিশ্চয়তা রহিত হয়ে, তাঁর উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করা, এবং সেই সঙ্গে ভগবানের দ্বারা নির্দেশিত ভক্তিযোগের বিধিনিয়মগুলি কঠোরভাবে পালন করা।

শ্লোক ৩২-৩৩

যৎ কর্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ ৩২ ॥
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

যৎ—যা লাভ হয়; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **যৎ**—যা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **জ্ঞান**—জ্ঞান চর্চার দ্বারা; **বৈরাগ্যতঃ**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **চ**—এবং; **যৎ**—যা লাভ হয়; **যোগেন**—যোগ পদ্ধতির দ্বারা; **দান**—দানের দ্বারা; **ধর্মেণ**—ধর্মের দ্বারা; **শ্রেয়োভিঃ**—জীবনকে মঙ্গলময় করার পদ্ধতির দ্বারা; **ইতরৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অপি**—বস্তুত; **সর্বম্**—সমস্ত; **মৎ-ভক্তি যোগেন**—আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; **মৎ-ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **লভতে**—লাভ করে; **অঞ্জসা**—সহজে; **স্বর্গ**—স্বর্গে উন্নতি; **অপবর্গম্**—সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্তি; **মৎ-ধাম্**—আমার ধামে বাস; **কথঞ্চিৎ**—কোন না কোনভাবে; **যদি**—যদি; **বাঞ্ছতি**—বাসনা করে।

অনুবাদ

সকাম কর্ম, তপস্যা, জ্ঞানচর্চা, বৈরাগ্য অনুশীলন, যোগাভ্যাস, দান, ধর্মকর্ম এবং জীবনে সিদ্ধি লাভের আর যতসব পন্থার মাধ্যমে যা কিছু লাভ করা যায়, তা আমার ভক্ত আমার প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে সহজেই প্রাপ্ত হতে পারেন। কোনও ভাবে আমার ভক্ত যদি স্বর্গলাভ, মুক্তি অথবা আমার ধামে বাস করতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সহজেই এইরূপ আশীর্বাদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ভগবৎ ভক্তির দিব্য মহিমা ব্যক্ত করছেন। ভগবদ্ভক্তরা নিষ্কাম, তাঁরা কেবল ভগবৎ-সেবা কামনা করেন, তা সত্ত্বেও কোন মহান ভক্ত কখনও কখনও তাঁর প্রেমময়ী সেবার সুবিধার্থে ভগবানের আশীর্বাদ কামনা করতে পারেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধে আমরা দেখি যে, ভগবানের মহান ভক্ত শ্রীচিত্রকেতু স্বর্গে যাওয়ার কামনা করেছিলেন, যাতে তিনি বিদ্যাধর লোকের সব থেকে আকর্ষণীয় রমণীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুন্দরভাবে ভগবানের গুণমহিমা কীর্তন করতে পারেন। তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতের* মহান বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী ভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা যাতে জড়িয়ে পড়তে না হয়, তার জন্য তিনি তাঁর মাতৃগর্ভ থেকেই বেরিয়ে আসতে চাননি। অন্যভাবে বলা যায়, শুকদেব গোস্বামী চেয়েছিলেন অপবর্গ, অর্থাৎ মায়া থেকে মুক্তি, যাতে তাঁর ভগবৎ সেবা বিঘ্নিত না হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মায়াশক্তিকে অনেক দূরে প্রেরণ করেছিলেন, যাতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁর মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে আসেন। ভগবানের পাদপদ্ম সেবার গভীর প্রেমময়ী বাসনাহেতু ভক্ত কখনও কখনও চিৎ জগতে যাওয়ার বাসনাও করতে পারেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে যে ভক্ত স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য ত্যাগ করেছেন, যাঁর ভগবদ্ভক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তিনিও কিছু পরিমাণে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের ফলের প্রতি আসক্ত থাকতে পারেন। দক্ষতার সঙ্গে সকাম কর্ম করার মাধ্যমে স্বর্গবাস লাভ করা যায়, বৈরাগ্য অনুশীলন করার মাধ্যমে দৈহিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি লক্ষ্য করেন যে, তাঁর ভক্তের হৃদয়ে এইরূপ বর লাভের বাসনা রয়েছে, তবে ভগবান তাঁর ভক্তকে সহজেই তা প্রদান করতে পারেন।

এই শ্লোকে *ইতরৈঃ* শব্দটি তীর্থ দর্শন, ধর্মীয় ব্রত গ্রহণ ইত্যাদিকে ইঙ্গিত করে। পূর্বের শ্লোকগুলিতে উন্নয়নের বিভিন্ন মঙ্গলময় পন্থা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত পন্থার যাবতীয় মঙ্গলময় ফল, ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে অনায়াসে লাভ করা যায়। এইভাবে ভগবানের ভক্তরা যে পর্যায়েই উন্নীত থাকুন না কেন, তাঁদের উচিত তাঁদের সর্বশক্তি কেবল ভগবৎ সেবাতেই নিয়োজিত করা। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেছেন—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (ভাগবত ২/৩/১০)

শ্লোক ৩৪

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম ।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ৩৪ ॥

ন—কখনও না; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **সাধবঃ**—সাধু ব্যক্তি; **ধীরাঃ**—গভীর বুদ্ধি সম্পন্ন; **ভক্তাঃ**—ভক্ত; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **একান্তিনঃ**—সম্পূর্ণ উৎসর্গীত; **মম**—আমার প্রতি; **বাঞ্ছন্তি**—বাঞ্ছা করেন; **অপি**—বস্তুত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দত্তম্**—প্রদত্ত; **কৈবল্যম্**—মুক্তি; **অপুনঃ-ভবম্**—জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি।

অনুবাদ

আমার ভক্তরা সাধু ব্যবহার সম্পন্ন এবং তারা গভীর ভাবে বুদ্ধিমান, তারা সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট সমর্পিত প্রাণ, আর আমাকে ছাড়া তারা কোন কিছুই কামনা করে না। সেইজন্য আমি তাদেরকে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি প্রদান করলেও, তারা তা গ্রহণ করে না।

তাৎপর্য

একান্তিনো মম শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন সাধু এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাঁরা নিজেদেরকে একমাত্র ভগবৎ সেবায় সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। এমনকি ভগবান যখন তাঁদেরকে জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি প্রদান করেন, ভক্তরা তা গ্রহণ করেন না। শুদ্ধভক্ত আপনা থেকেই ভগবানের নিজধামে নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করে থাকেন, তাই তিনি মনে করেন, ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে কেবল মুক্তি হচ্ছে অত্যন্ত নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ করে, নির্বিশেষ মুক্তি লাভের জন্য অথবা জাগতিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য বাহ্যিকভাবে ভগবানের সেবা করে, তাকে কখনই ভগবানের দিব্যস্তরের ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। যতক্ষণ কেউ জাগতিক ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা মুক্তি কামনা করে, ততক্ষণই সে সমাধির স্তর, অথবা পূর্ণ আত্মোপলব্ধি লাভ করতে পারে না। বাস্তবে, প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তাই নিজের ব্যক্তিগত বাসনা রহিত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত হওয়া হচ্ছে তার স্বরূপ। জীবনের এই শুদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের কথা এই শ্লোকে ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৫

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্ ।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

নৈরপেক্ষ্যম্—ভক্তিযোগ ব্যতীত কোন কিছুই কামনা না করা; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ; **প্রাহুঃ**—বলা হয়েছে; **নিঃশ্রেয়সম্**—মুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়; **অনল্পকম্**—মহান; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **নিরাশিষঃ**—যিনি ব্যক্তিগত পুরস্কার কামনা করেন না; **ভক্তিঃ**—ভক্তিযুক্ত প্রেমময়ী সেবা; **নিরপেক্ষস্য**—নিরপেক্ষ ব্যক্তির; **মে**—আমাতে; **ভবেৎ**—উদ্ভূত হতে পারে।

অনুবাদ

বলা হয় যে, পূর্ণ বৈরাগ্য হচ্ছে মুক্তির সর্বোচ্চ পর্যায়। সুতরাং যার ব্যক্তিগত বাসনা নেই, এবং ব্যক্তিগত পুরস্কারের বাসনাও করে না, সে আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত প্রেমময়ী সেবা লাভ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১০) বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদার ধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সবরকম জড় কামনা যুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" শুকদেব গোস্বামীর এই উক্তিতে *তীব্রেণ ভক্তিযোগেন* শব্দগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন, "অবিমিশ্র সূর্যকিরণ অত্যন্ত তেজস্বী, তাই তাকে বলে তীব্র, তেমনই, শ্রবণ-কীর্তন সমন্বিত শুদ্ধ ভক্তিযোগ অনুশীলন, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সম্পাদন করা উচিত।" নিঃসন্দেহে, এই কলিযুগে মানুষেরা জড় কাম, লোভ, ক্রোধ, অনুশোচনা ইত্যাদি দ্বারা অত্যন্ত পতিত। এই যুগে প্রায় সমস্ত মানুষই *সর্বকাম,* অর্থাৎ জড় বাসনায় পূর্ণ। তবুও আমাদের বুঝতে হবে যে, শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে আমরা জীবনের সব কিছু লাভ করতে পারি। ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে কোন জীবেরই অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়। আমাদেরকে মানতেই হবে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের ভাণ্ডার এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কেবল আমাদের হৃদয়স্থ প্রকৃত বাসনাগুলি পূরণ করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

নিকট থেকে আমরা সমস্ত কিছু লাভ করতে পারি, এই সরল বিশ্বাস হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের সার, এবং তা এমনকি পতিত ব্যক্তিকেও এই কঠিন যুগের যন্ত্রণাদায়ক পরিধি অতিক্রম করাতে সক্ষম।

শ্লোক ৩৬

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥ ৩৬ ॥

ন—না; ময়ি—আমাতে; এক-অন্ত—অমিশ্র; ভক্তানাম্—ভক্তদের; গুণ—গুণ; দোষ—প্রতিকূলতা হেতু নিষিদ্ধ; উদ্ভবাঃ—এইরূপ বস্তু থেকে উদ্ভূত; গুণাঃ—পুণ্য ও পাপ; সাধূনাম্—জড় আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তিদের; সমচিত্তানাম্—যিনি সর্বাবস্থায় সমচিত্ত; বুদ্ধেঃ—জড় বুদ্ধি গ্রাহ্য; পরম—ঊর্ধ্বে; উপেয়ুষাম্—যারা প্রাপ্ত হয়েছে তাদের।

অনুবাদ

আমার শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে এই জগতের ভাল এবং মন্দ থেকে উদ্ভূত জড় পুণ্য এবং পাপ থাকতে পারে না, কেননা সে জড় আকাঙ্ক্ষা রহিত, সর্বদা দিব্য চেতনায় অধিষ্ঠিত। এক কথায়, এই সমস্ত ভক্তরা জড় বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্ত কিছুর অতীত পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

বুদ্ধেঃ পরম শব্দদ্বয় ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের দিব্য গুণাবলীতে মগ্ন শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে জড়া প্রকৃতির গুণাবলী দেখা যায় না। *ভগবদ্গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্যক্তিগত বাসনার প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তির মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তকে চেনা যায়। তিনি যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে সর্বদা মগ্ন, তাই তাঁর জন্য বৈদিক নিয়মের অসংখ্য বিধিবিধান সর্বদা পালনীয় নয়। এইরূপ সাময়িক অবহেলাকে বিধান লঙ্ঘন বলে মনে করা হয় না। তেমনই, জাগতিক সাধারণ পুণ্য সম্পাদনই ভগবানের প্রতি সমর্পিত প্রাণ ভক্তের সর্বোচ্চ যোগ্যতা নয়। কৃষ্ণপ্রেম এবং ভগবানের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত হন। সেই স্তরে ভগবানের হয়ে যা কিছু কার্য করা হয় তা সবই দিব্য, কেননা তা হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছার প্রকাশ। কখনও কখনও সাধারণ জড় জাগতিক মানুষ ভণ্ডামি করে, তাদের স্বেচ্ছাচারী এবং অবৈধ কর্ম সম্পাদন করার জন্য নিজেদেরকে দিব্যস্তরে অধিষ্ঠিত বলে দাবি করে এবং সমাজে মহা উৎপাতের সৃষ্টি করে। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে

যেমন কোন জাতীয় নেতার ব্যক্তিগত সচীব বলে পরিচয় দিয়ে মিথ্যা মিথ্যা রাজকীয় সুযোগ সুবিধা দাবি করা উচিত নয়, তেমনই, কোন সাধারণ বদ্ধজীব যেন মূর্খের মতো দাবি না করে যে, তার অবৈধ খামখেয়ালী বা মনগড়া কার্যকলাপ হচ্ছে তার দিব্য অধিকার বা ভগবানের ইচ্ছা। নিজেকে সাধারণ পাপ পুণ্যের ঊর্ধ্বে বলে দাবি করার পূর্বে তাকে অবশ্যই ভগবানের যথার্থ শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে, যিনি হবেন স্বয়ং ভগবান থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং ভগবানের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত প্রাণ।

ভক্তিযোগের সাধু পর্যায়ে উন্নীত কিছু অত্যন্ত উন্নত ভক্তের সেই পর্যায় থেকে সাময়িক পতনের ঘটনা রয়েছে। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৩০) ভগবান উপদেশ প্রদান করেছেন—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের সাময়িক পতনে সেই ভক্তের প্রতি ভগবানের মনোভাবের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। এমনকি সাধারণ পিতামাতা তাঁদের সন্তানের সাময়িক বিধিলঙ্ঘন সত্বর মার্জনা করে দেন। শিশু এবং পিতামাতা যেমন একে অপরের সঙ্গে স্নেহের আদান প্রদান উপভোগ করে থাকেন, তদ্রূপ শরণাগত সেবক ভগবানের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক উপভোগ করেন। পূর্ব পরিকল্পিত নয় এমন আকস্মিক পতন ভগবান খুব সত্বর ক্ষমা করে দেন। তদ্রূপ সমাজের আর সমস্ত সদস্যরা যেন ভগবানের নিজের অনুভূতি অনুধাবন করে, এইরূপ নিষ্ঠাবান ভক্তদের ক্ষমা করেন। আকস্মিক পতনের জন্য কোন উন্নত ভক্তকে যেন জড় স্তরের, পাপিষ্ঠ ইত্যাদি বলে অভিহিত করা না হয়। তৎক্ষণাৎ সেই ভক্ত সাধুসুলভ সেবার পর্যায়ে প্রত্যাবর্তন করে, ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। যদি তিনি স্থায়ী ভাবে পতিত দশায় থাকতে চান তবে তাঁকে উচ্চস্তরের ভগবৎ ভক্তরূপে আর গণ্য করা যাবে না।

শ্লোক ৩৭

এবমেতান্ ময়া দিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥ ৩৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **এতান্**—এই সকল; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দিষ্টান্**—উপদিষ্ট; **অনুতিষ্ঠন্তি**—অনুগামীগণ; **মে**—আমাকে; **পথঃ**—প্রাপ্ত হওয়ার পন্থা; **ক্ষেমম্**—মায়া

থেকে মুক্তি; **বিন্দন্তি**—লাভ করে; **মৎ-স্থানম্**—আমার নিজ ধাম; **যৎ**—সেই; **ব্রহ্ম পরমম্**—পরম সত্য; **বিদুঃ**—প্রত্যক্ষভাবে জানে।

অনুবাদ

যে সমস্ত ব্যক্তি আমাকে লাভ করার পদ্ধতি স্বয়ং আমার নিকট থেকে শিখেছে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তা পালন করে, তারা মায়া থেকে মুক্ত হয় এবং আমার নিজধামে উপনীত হয়ে পরম সত্যকে যথাযথরূপে উপলব্ধি করে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'শুদ্ধভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' নামক বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একবিংশতি অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈদিক পথের ব্যাখ্যা

কিছুলোক রয়েছে, যারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ এই ত্রিবিধ যোগের সব কয়টির জন্যই অযোগ্য। তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত, সকাম কর্মপ্রধান এবং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে জড় বাসনা পূর্ণ করা। এই অধ্যায়ে স্থান, কাল, দ্রব্য এবং কল্যাণজনক কার্য অনুসারে তাদের দোষ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

যাঁরা ভগবানের প্রতি জ্ঞান এবং ভক্তিতে সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের আর জাগতিক ভাল বা মন্দ গুণ থাকে না। যে ব্যক্তি কর্ম পর্যায়ে থেকে জড়জীবনের নিবৃত্তির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাঁদের জন্য নিয়মিতভাবে, এবং বিশেষ সকাম কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা হচ্ছে ভাল এবং এইগুলি সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়াই খারাপ। যা কিছু পাপের প্রতিক্রিয়া খণ্ডন করে তাও তাঁর জন্য ভাল।

যে ব্যক্তি শুদ্ধ সত্ত্বগুণে জ্ঞানের পর্যায়ে অবস্থিত এবং যিনি ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত, তাঁদের জন্য সুষ্ঠুকার্য হচ্ছে যথাক্রমে জ্ঞান অনুশীলন এবং শ্রবণ কীর্তনাদির মাধ্যমে ভক্তিযোগ অনুশীলন। উভয়ের জন্যই তাঁদের কার্য সম্পাদনের প্রতিকূল সব কিছুই খারাপ। কিন্তু যে সমস্ত মানুষ পারমার্থিক অগ্রগতির পাত্র নন, অথবা সিদ্ধ পুরুষ নন, বিশেষত যারা পারমার্থিক জীবনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, এবং যারা কাম বাসনা পূরণের জন্য সকাম কর্মের প্রতি অতিরিক্ত নিবেদিত প্রাণ, তাদের জন্য শুদ্ধি অশুদ্ধি মঙ্গল অমঙ্গলের অসংখ্য বিচার রয়েছে। সেগুলি নির্ধারিত হবে, দেহ, কার্যের স্থান, কাল, দ্রব্য, কর্তা, উচ্চারণের মন্ত্র এবং সেই বিশেষ কার্য অনুসারে।

প্রকৃতপক্ষে গুণ এবং দোষ আপেক্ষিক তা নয়, সেগুলি সেই ব্যক্তির অগ্রগতির বিশেষ পর্যায়ের উপর নির্ভরশীল। নিজের স্তর অনুসারে উপরে বর্ণিত কোনও একটি পর্যায়ে নিবিষ্ট থাকাই ভাল, এবং বাকি সব কিছুই মন্দ। এটিই হচ্ছে গুণ এবং দোষের প্রাথমিক উপলব্ধি। এমনকি একই ধরনের দ্রব্যের মধ্যে ধর্ম-কর্ম, জাগতিক আদান-প্রদান, এবং নিজের জীবন নির্বাহের অনুসারে তাদের শুদ্ধতা অশুদ্ধতার বিভিন্ন বিচার রয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে এই পার্থক্যগুলি বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণাশ্রমের বিধান অনুসারে দৈহিক শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার মতবাদের সাংকেতিক হিসাবও রয়েছে। কৃষ্ণমৃগের উপস্থিতি ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমেও স্থান, শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতার পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার সময় অনুসারেও পার্থক্য

হয়ে থাকে, তা সময়কে নিয়েও হতে পারে আবার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক অনুসারেও হতে পারে। ভৌতিক বস্তুর সম্পর্কে শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতার পার্থক্য সেই বস্তুর শুদ্ধিকরণ এবং বাক্য, স্থান, দান, তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্ত ও ভগবৎ স্মরণের মাধ্যমেও নিরূপণ করা হয়। কর্তার কর্মের শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা অনুসারেও পার্থক্য থাকে। সদ্‌গুরুর মুখপদ্ম থেকে মন্ত্রের জ্ঞান লাভ হলে তখন তাঁর মন্ত্র শুদ্ধ বলে মনে করা হয় এবং তা পরমেশ্বর ভগবানে অর্পণ করার মাধ্যমে তাঁর কর্ম শুদ্ধ হয়। স্থান, কালাদি ছয়টি বিষয় যদি শুদ্ধ হয়, তবে সেটিই ধর্ম, অথবা গুণ, অন্যথায় তা হচ্ছে অধর্ম বা দোষ।

সর্বোপরি গুণ এবং দোষের পার্থক্যের তেমন কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই, কেননা স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদি অনুসারে তা পরিবর্তিত হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগতিক প্রবণতাগুলি দমন করা। ধর্মের প্রকৃত নিয়মগুলি এমনই যে তা দুঃখ, বিভ্রান্তি এবং ভয় বিনাশ করে এবং সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান করে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে কর্ম সম্পাদন করা হয়, তা যথার্থ কল্যাণজনক নয়। বিভিন্ন ফলশ্রুতিতে প্রদত্ত সকাম কর্ম প্রসূত কল্যাণ লাভের যে বর্ণনা রয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভের প্রতি রুচির অনুশীলন করানো। কিন্তু নিকৃষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ পুষ্পিত ফলশ্রুতিকেই বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য বলে মনে করে। এই মতবাদ কিন্তু বৈদিক সত্যের যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারা কখনই গৃহীত হয় না। যে সমস্ত ব্যক্তির মন বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা প্রভাবিত, ভগবান শ্রীহরির বিষয়ে শ্রবণ করার তাদের কোনই আগ্রহ থাকে না। আমাদের বুঝতে হবে যে, আদি পুরুষ ভগবান ব্যতীত বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কিছুই নেই। পরম সত্য, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিই বেদসমূহ বিশেষভাবে আলোকপাত করে। এই জড় জগৎ যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তি মাত্র, তাই জড় অবস্থানকে খণ্ডন করেই কেবল জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

য এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্ ।
ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যে**—যারা; **এতান্**—এই সমস্ত; **মৎ-পথঃ**—আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার উপায়; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **জ্ঞান**—

বিশ্লেষণাত্মক দর্শন; **ক্রিয়া**—বিধিবদ্ধ কার্য; **আত্মকান্**—সমন্বিত; **ক্ষুদ্রান্**—নগণ্য; **কামান্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **চলৈঃ**—ক্ষণভঙ্গুর; **প্রাণৈঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **জুষন্তঃ**—অনুশীলনকারী; **সংসরন্তি**—জড়জীবন যাপন করে; **তে**—তারা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—যারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার পন্থা, যেমন ভক্তিযোগ, বিশ্লেষণাত্মক দর্শন এবং নিয়মিতভাবে নিজ ধর্ম পালন—এই সবই ত্যাগ করে, আর তার পরিবর্তে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হয়ে নগণ্য জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতেই ব্রতী হয়, সে নিশ্চয় একাদিক্রমে জাগতিক জীবনচক্রে চলতে থাকবে।

তাৎপর্য

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং নিজ ধর্ম পালনেরও অন্তিম উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত বা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ করা। ভগবৎ-মহিমা শ্রবণ কীর্তন ভিত্তিক ভক্তিযোগ বদ্ধজীবকে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করে, তাই এটিই হচ্ছে ভগবৎ প্রাপ্তির সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পন্থা। এই তিনটি পন্থারই সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি। যে সমস্ত লোক জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন, ভগবৎ কৃপা লাভের জন্য উদ্দিষ্ট কোনও অনুমোদিত পন্থা গ্রহণ করে না, ভগবান এখন তাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন। বর্তমানে, লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য মানুষ প্রকৃত অর্থেই এই পর্যায়ে পড়ে; তাই এখানে বলা হয়েছে, তারা একাদিক্রমে এইরূপ বদ্ধ দশায় কষ্ট পায়।

শ্লোক ২

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ২ ॥

স্বে স্বে—নিজ নিজ; **অধিকারে**—পদ; **যা**—এইরূপ; **নিষ্ঠা**—নিষ্ঠা; **সঃ**—এই; **গুণঃ**—পুণ্য; **পরিকীর্তিতঃ**—স্বীকৃত; **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত; **তু**—বস্তুত; **দোষঃ**—দোষ; **স্যাৎ**—হয়; **উভয়োঃ**—উভয়ের; **এষঃ**—এই; **নিশ্চয়ঃ**—নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

অনুবাদ

নিজ অধিকারের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণতাই যথার্থ পুণ্য নামে খ্যাত। পক্ষান্তরে নিজ অধিকার থেকে বিচ্যুতিই হচ্ছে পাপ। এই দুটি বিষয় এই ভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, সকাম বাসনারহিত কর্মের মাধ্যমে পারমার্থিক অগ্রগতির সূচনা হয়, তা ক্রমে উপলব্ধ পারমার্থিক জ্ঞানে অগ্রসর হয়,

এবং ভগবানের প্রতি প্রত্যক্ষ প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়াই হচ্ছে তার চূড়ান্ত পরিণতি। ভগবান এখানে গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যে, স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত বদ্ধজীবের কৃষ্ণভাবনার পথে স্বাভাবিক অগ্রগতির জন্য তার অনুমোদিত কর্তব্যগুলি থেকে কৃত্রিমভাবে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। নিম্নস্তরের মনুষ্য জীবনে মানুষ স্থূল জড় দেহের মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সমাজ বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ভিত্তিক সকাম জড় কর্ম সম্পাদন করার বাসনা করে। এইরূপ জড় কার্যকলাপ যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যজ্ঞরূপে অর্পিত হয়, তখন তিনি কর্মযোগে অধিষ্ঠিত হন। নিয়মিত যজ্ঞ সম্পাদন করার মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে স্থূল দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করেন, এবং পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হন, সেই পর্যায়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি হচ্ছেন জড় দেহ আর মন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিত্য চিন্ময় আত্মা। জড়বাদের ক্লেশ থেকে মুক্তি অনুভব করে তিনি তাঁর পারমার্থিক জ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন, এইভাবে তিনি জ্ঞানযোগের স্তরে অধিষ্ঠিত হন। সেই ব্যক্তি পারমার্থিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ । তারপর তিনি দেখেন যে, পাপ এবং পুণ্য উভয় প্রকার কার্যের ফল প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবান থেকেই তিনি তাঁর বদ্ধজীবন এবং পারমার্থিক জ্ঞান উভয়ই লাভ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত হয়ে, এবং নিজেকে ভগবানের নিত্য সেবক রূপে উপলব্ধি করে সেই ভক্তের আসক্তি তখন শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়। এইভাবে প্রথমে তিনি জড় দেহের প্রতি নিকৃষ্ট স্তরের আসক্তি বর্জন করে ক্রমে পারমার্থিক জ্ঞান অনুশীলনের প্রতি আসক্তিও ত্যাগ করেন। তার ফলে তাঁর জড় জীবন থেকে অব্যাহতি লাভ হয়। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করেন যে, স্বয়ং ভগবান হচ্ছেন আমাদের নিত্য প্রেমের আলয় এবং তখন তিনি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন।

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যিনি এখনও জড় দেহ এবং মনের প্রতি আসক্ত, তিনি কৃত্রিমভাবে কর্মযোগের কর্তব্যকর্মগুলি ত্যাগ করতে পারেন না। একই ভাবে, যে ব্যক্তি পারমার্থিক জীবনে নতুন, যিনি কেবলই জড় জীবনের মায়াকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন, তিনি যেন কৃত্রিমভাবে প্রেমভক্তি স্তরের অনুকরণে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলা স্মরণ করার চেষ্টা না করেন। বরং, তাঁর উচিত জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান চর্চা করা, যাতে জড় দেহ আর মনের প্রতি আসক্তি বর্জন করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু স্থানে আমরা জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের বর্ণনা দেখতে পাই, আর তা বদ্ধ জীবকে

তার জড়ের সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি থেকে মুক্তি প্রদান করে। যিনি ভগবৎ-প্রেমের যথার্থ পর্যায় লাভ করেছেন এবং জড় জগতের প্রতি সমস্ত প্রকার সূক্ষ্ম এবং স্থূল আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের নিম্নস্তর অতিক্রম করে সরাসরি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হতে পারেন।

নবম অধ্যায়ের ৪৫তম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ*। ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে আমাদের জড় গুণ এবং দোষ দর্শন করা উচিত নয়। বাস্তবে, এইরূপ জড় ধারণা বর্জন করে ভক্ত পুণ্যবান হতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, যারা উৎসাহের সঙ্গে সকাম কর্ম সম্পাদন এবং মনোধর্ম চর্চায় রত তাদের সঙ্গ প্রভাবে নবীন ভক্তরা কখনও কখনও কলুষিত হয়ে পড়তে পারেন। এইরূপ ভক্তের ধর্মকর্ম জড় প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। তেমনই, শুদ্ধ ভক্তের উন্নত পদ লক্ষ্য করে কোন সাধারণ মানুষ নিজেকে শুদ্ধ ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত মনে করে, কখনও কখনও বাহ্যিকভাবে অনুকরণ করেন। ভক্তিযোগের এই সমস্ত অসিদ্ধ অনুশীলনকারীগণ উপহাস এড়াতে পারেন না, কেননা তাঁদের সকাম কর্ম, মানসিক জল্পনা-কল্পনা এবং মিথ্যা সম্মানবোধ—এ সবই হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার মধ্যে জাগতিক অনধিকার প্রবেশ মাত্র। যে শুদ্ধ ভক্ত ঐকান্তিকভাবে ভগবৎ-সেবায় রত হয়েছেন, তাঁকে উপহাস করা যাবে না, কিন্তু যে ভক্তের ভক্তি জড় গুণমিশ্রিত, তাঁকে সংশোধন করা যেতে পারে, যাতে তিনি শুদ্ধ ভগবৎ-সেবার স্তরে উপনীত হতে পারেন। নিরীহ ব্যক্তিরা, যাঁরা ঐকান্তিক ভক্তিযোগে রত নন তাঁরা তাঁদের মিশ্র ভক্তির দ্বারা যেন বিপথে চালিত না হন, যাঁরা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত হতে অসমর্থ, তাঁরা যেন মায়া মনে করে তাঁদের নিত্য কৃত্যগুলি ত্যাগ না করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে পূর্ণমাত্রায় নিযুক্ত হতে অসমর্থ, তাঁর পক্ষে মায়া মনে করে গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয়, কেননা তার ফলে তাঁর অবৈধ যৌন সঙ্গের মাধ্যমে পতন ঘটতে পারে। যতক্ষণ না কেউ সরাসরি কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের স্তরে উপনীত হতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁকে জাগতিক পুণ্য এবং জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান অবশ্যই চর্চা করতে হবে।

শ্লোক ৩

শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষ্বপি বস্তুষু ।
দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ ।
ধর্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ ॥ ৩ ॥

শুদ্ধি—শুদ্ধতা; **অশুদ্ধী**—এবং অশুদ্ধতা; **বিধীয়তে**—অবস্থিত; **সমানেষু**—সমপর্যায়ের; **অপি**—বস্তুত; **বস্তুষু**—বস্তুর মধ্যে; **দ্রব্যস্য**—বিশেষ দ্রব্যের; **বিচিকিৎসা**—মূল্যায়ন; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **গুণ-দোষৌ**—ভাল এবং খারাপ গুণাবলী; **শুভ-অশুভৌ**—শুভ এবং অশুভ; **ধর্ম-অর্থম্**—ধর্মকর্মের উদ্দেশ্যে; **ব্যবহার-অর্থম্**—সাধারণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে; **যাত্রা-অর্থম্**—শরীর নির্বাহের জন্য; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—এবং; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ উদ্ধব, জীবনে কোনটি যথার্থ, তা উপলব্ধি করতে প্রদত্ত সমান বস্তুর মধ্যেও মূল্যায়ন করতে হবে। এইভাবে ধর্মনীতি বিশ্লেষণে শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার থাকবে। তেমনই, আমাদের সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা, এবং দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য শুভ অশুভ বিচার করতেই হবে।

তাৎপর্য

ধর্মকর্মে, সাধারণ ব্যবহারে এবং ব্যক্তিগত দেহযাত্রার ক্ষেত্রে আমরা মূল্য বিচার এড়িয়ে যেতে পারি না। সভ্য সমাজে আদর্শ এবং ধর্ম চিরকালই আবশ্যক; তাই, শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা, পাপ-পুণ্য, আদর্শ ও আদর্শহীনতার মধ্যে পার্থক্য কোন না কোন ভাবে আমাদের নির্ধারণ করতেই হবে। তেমনই, আমাদের সাধারণ, জাগতিক কার্যকলাপে আমরা সুস্বাদু এবং বিস্বাদ খাদ্য, ভাল এবং মন্দ ব্যবসায়, উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর বাসস্থান, ভাল এবং মন্দ বন্ধু ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকি। আর আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য এবং দেহযাত্রার জন্য প্রতিনিয়ত নিরাপদ এবং বিপজ্জনক, স্বাস্থ্যবান এবং অসুস্থ, লাভজনক এবং অলাভজনক—এ সমস্ত ব্যাপারে পার্থক্য নিরূপণ করতেই হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিকেও প্রতিনিয়ত জড় জগতের ভাল-মন্দের মধ্যে বাছ-বিচার করতে হবে, আবার একই সঙ্গে তাঁকে কৃষ্ণভাবনামৃতের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করতে হবে। জাগতিকভাবে কোনটি সুস্থ এবং কোনটি অসুস্থ এ সম্বন্ধে সযত্ন হিসাব করা সত্ত্বেও, ভৌতিক শরীর ভেঙ্গে পড়বে এবং মরবে। সমাজের অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি যত্ন সহকারে খুঁটিয়ে দেখা সত্ত্বেও, কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে সারা সমাজ-ব্যবস্থা অদৃশ্য হয়ে যাবে। একইভাবে, মহান ধর্মের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়ে তা ইতিহাসে পরিণত হবে। এইভাবে কেবলমাত্র ধর্মপরায়ণতা, সামাজিক এবং আর্থিক দক্ষতা অথবা দৈহিক যোগ্যতা আমাদের জীবনের যথার্থ সিদ্ধি প্রদান করতে পারে না। জড় জগতের আপেক্ষিক সুখের ঊর্ধ্বে এক চিন্ময় সুখ রয়েছে। যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যবহারিক এবং

জাগতিক বাছবিচারের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন স্বীকার করেন; তবুও সর্বোপরি আমাদেরকে কৃষ্ণভাবনার দিব্য স্তরে উপনীত হতেই হবে, যেখানে জীবন নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট তাঁর প্রদত্ত বিস্তারিত শিক্ষায় ধীরে ধীরে অসীম বৈচিত্র্য সমন্বিত জড় ভাল-মন্দের উর্ধ্বে কৃষ্ণভাবনামৃতের দিব্য স্থিতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৪

দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্মমুদ্বহতাং ধুরম্ ॥ ৪ ॥

দর্শিতঃ—প্রকাশিত; **অয়ম্**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আচারঃ**—জীবনপথ; **ধর্মম্**—নীতি; **উদ্বহতাম্**—বাহকদের জন্য; **ধুরম্**—বোঝা।

অনুবাদ

যারা জাগতিক ধর্মনীতির বোঝা বহন করছে, তাদের জন্য আমি এই জীবন পথ প্রদর্শন করেছি।

তাৎপর্য

যারা কৃষ্ণভাবনামৃত থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য সাধারণ ধর্মনীতি, তার অসংখ্য নিয়মাবলী, বিধি ও নিষেধ, এসবই নিঃসন্দেহে এক বিরাট বোঝা স্বরূপ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/১/১১) বলা হয়েছে, *ভূরীণি ভূরি-কর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ* এ জগতে অসংখ্য ধর্মশাস্ত্রে অসংখ্য ধর্মকর্মের বিধান প্রদান করা হয়েছে। এই শ্লোকে বলা হয়েছে ভগবান স্বয়ং অথবা তাঁর প্রতিনিধিদের উক্তিগুলিই কেবল অনুমোদিত শাস্ত্র। *ভগবদ্গীতার* শেষ অধ্যায়ে (১৮/৬৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ* ঃ জাগতিক পুণ্যের বিরক্তিকর বোঝা পরিত্যাগ করে মানুষের উচিত সরাসরিভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা অবলম্বন করা, যেখানে সমস্ত কিছুই সরলিকৃত। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, *সুসুখং কর্তুম্ অব্যয়ম্*—ভক্তিযোগের পন্থা, যা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, তা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এবং সহজে সম্পাদন করা যায়। তাই লোচন দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

পরম করুণ,　　পহুঁ দুই জন,
নিতাই-গৌরচন্দ্র ।
সব অবতার,　　সার শিরোমণি,
কেবল আনন্দ-কন্দ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, পাঁচশত বৎসর পূর্বে ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বিতরণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে, কৃত্রিম তপস্যার বোঝা বহন করা অপেক্ষা, আমরা সরাসরি ভগবৎ সেবা গ্রহণ করে, হৃদয় মার্জন করে, তৎক্ষণাৎ দিব্য আনন্দ অনুভব করতে পারি। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অবৈধ যৌনসঙ্গ বর্জন, আমিষ আহার বর্জন, নেশা এবং জুয়া খেলা বর্জন—এই চারটি প্রাথমিক নিয়ম পালন করেন। তাঁরা খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন এবং ভগবানের সেবায় ব্রতী হয়ে সুখে দিনযাপন করেন। যাঁরা বেদের কর্মকাণ্ডের অনুগামী, তাঁদের উপর অসংখ্য নিয়ম, ধর্মীয় বাহ্যিক আচার এবং অনুষ্ঠানের বোঝা চাপানো হয়েছে। সেগুলি আবার উপাসককে স্বয়ং অথবা উপাসকের হয়ে যোগ্য ব্রাহ্মণকে তা সম্পাদন করতে হবে। তাতে ত্রুটি হওয়ার বিপদ প্রতি মুহূর্তেই থাকে, আর তার ফলে তাঁর সমস্ত সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তেমনই, যাঁরা দার্শনিক পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁদেরকে অনেক কষ্ট করে দার্শনিক ধারাগুলিকে সংজ্ঞা, শুদ্ধিকরণ এবং তার সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে, আর এই পন্থা অবশেষে সাধারণত বিভ্রান্তি এবং হতাশায় পরিসমাপ্ত হয়। যাঁরা যোগাভ্যাস করেন, তাঁরা প্রচণ্ড শীতে এবং গরমে অথবা অনাহারে থেকে কঠোর তপস্যা করে থাকেন। এই সমস্ত জড়বাদী মানুষ তাঁদের ব্যক্তিগত বাসনা পূরণ করতে চান, পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানকে প্রীত করতে চান, কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার ওপর নির্ভর করে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্বশ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, জড় জগতে জীবন পথে অসংখ্য প্রকারের পার্থক্য নিরূপণ, এবং মূল্য বিচার করতে হয়। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু সবকিছুর মধ্যে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের মধ্যে সব কিছুকে দর্শন করে, বিনীত, সরল এবং ভগবানের সেবায় আনন্দময় থাকেন। তিনি বিস্তারিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন না, আবার সমাজবিরোধী বা অসাধুও হন না। ভক্ত কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করেন আর সহজেই জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেন। সাধারণ মানুষকে জীবিকা নির্বাহের জন্য চেষ্টা করতে হয়, ভক্তের জীবিকা ভগবানের কৃপায় আপনা থেকে এসে যায়। ভক্তের সাধারণ ব্যবহার এবং ধর্মকর্ম সবই পরমেশ্বর ভগবানের জন্য উৎসর্গীকৃত; এইভাবে ভক্তের জীবনে ভগবান ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। ভক্তকে ভগবান সর্ব প্রকারে সুরক্ষা এবং পালন-পোষণ করেন, আর ভক্ত সমস্ত কিছুই ভগবানকে অর্পণ করেন। এই স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। এই স্কন্ধের সর্বত্র ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটিই হচ্ছে অন্তিম পরম মঙ্গল।

শ্লোক ৫

ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ ।
আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ ॥ ৫ ॥

ভূমি—ভূমি; অম্বু—জল; অগ্নি—অগ্নি; অনিল—বায়ু; আকাশাঃ—আকাশ; ভূতানাম্—সমস্ত বদ্ধ জীবের; পঞ্চ—পাঁচ; ধাতবঃ—প্রাথমিক উপাদান; আব্রহ্ম—শ্রীব্রহ্মা থেকে; স্থাবর-আদীনাম্—অচল জীব পর্যন্ত; শারীরাঃ—জড় দেহ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত; আত্ম—পরমাত্মার প্রতি; সংযুতাঃ—সমভাবে সম্পর্কিত।

অনুবাদ

প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে স্থাবর জীব পর্যন্ত সমস্ত বদ্ধ জীবের দেহ হচ্ছে ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, এই পাঁচটি প্রাথমিক উপাদান সমন্বিত। এই সমস্ত উপাদানই এসেছে পরমেশ্বর ভগবান থেকে।

তাৎপর্য

সমস্ত জড় দেহ বিভিন্ন পরিমাণে একই পাঁচটি স্থূল উপাদানে গঠিত, এগুলি পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়ে জীব পর্যায়ের সমস্ত আত্মাকে আবৃত করে। ভাল এবং মন্দের ধারণা নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের অভিরুচির উপর, জড় বস্তুর স্বকীয় গুণাবলীর পার্থক্যের উপর নয়। কৃষ্ণভক্ত জড় প্রপঞ্চকে সর্বোপরি এক রূপে দর্শন করেন। ভক্তের ভাল ব্যবহার, বাছবিচার সম্পন্ন বুদ্ধিমত্তা এবং জড় জগতের শিল্প-নৈপুণ্য, সব কিছুই হচ্ছে ভগবানের ইচ্ছা ভিত্তিক। জড় উপাদানগুলি, যেহেতু পরমেশ্বর থেকে আসছে, সর্বোপরি সে সবই অভিন্ন। অবশ্য জাগতিক পুণ্যের প্রবক্তাগণ ভয় পান যে, ভাল-মন্দের জাগতিক দ্বন্দ্বকে যদি হ্রাস করা হয়, তবে মানুষ আদর্শহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা অবশ্যই নির্বিশেষবাদ এবং নাস্তিক্যবাদের দর্শন প্রচার করছেন, তাতে জড় বৈচিত্র্য কমিয়ে, কেবলমাত্র গাণিতিক বর্ণনার মাধ্যমে বলা হয় আণবিক আর পারমাণবিক সূক্ষ্ম কণা, আর তা সমাজকে আদর্শহীন করে তোলে। জড় বিজ্ঞান এবং বৈদিক জ্ঞান উভয়েই জড় বৈচিত্র্যের মায়াকে উন্মোচিত করে, জড় শক্তির সর্বোপরি একত্ব প্রকাশ করা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তরা ভগবৎ-ইচ্ছার পরম পুণ্যের নিকট আত্ম সমর্পণ করেন। এইভাবে তাঁরা ভগবৎ-ইচ্ছায় ভগবৎ সেবার জড় বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে সর্বদা সর্বজীবের কল্যাণ সাধন করে থাকেন। কৃষ্ণভাবনা অথবা ভগবৎ-চেতনা ব্যতীত মানুষ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সর্বশ্রেষ্ঠতা অনুভব করতে পারে না; তার পরিবর্তে তারা তখন জড় স্তরে একে অপরের উপর নির্ভরশীল আত্মস্বার্থ ভিত্তিক কৃত্রিম সভ্যতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। এইরূপ অজ্ঞ ব্যবস্থাপনা সহজেই ভেঙ্গে

পড়ে, তার প্রমাণ হচ্ছে আধুনিক যুগের ব্যাপক সামাজিক বিরোধ আর বিশৃঙ্খলা। সভ্য সমাজের সমস্ত সদস্যকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম কর্তৃত্ব অবশ্যই মেনে নিতে হবে, তা হলে সমাজের শান্তি এবং সামঞ্জস্য জাগতিক পাপ-পুণ্যের ক্ষীণ আপেক্ষিক ভিত্তির উপর আর নির্ভর করবে না।

শ্লোক ৬

বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষ্বপি ।
ধাতুষূদ্ধব কল্প্যন্ত এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬ ॥

বেদেন—বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা; **নাম**—নাম; **রূপাণি**—এবং রূপসমূহ; **বিষমাণি**—বিভিন্ন; **সমেষু**—যেগুলি সমান; **অপি**—বস্তুত; **ধাতুষু**—(জড় দেহ গঠনের) পাঁচটি উপাদানে; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **কল্প্যন্তে**—কল্পিত; **এতেষাম্**—তাদের, জীবগণ; **স্ব-অর্থ**—স্বার্থের; **সিদ্ধয়ে**—লাভ করার জন্য।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, সমস্ত জড় দেহ একই পঞ্চ উপাদানে গঠিত আর এইভাবে সবই এক হওয়া সত্ত্বেও দেহের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র তাদের বিভিন্ন নাম এবং রূপের কল্পনা করেছেন, যার মাধ্যমে জীব তাদের জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হবে।

তাৎপর্য

নামরূপাণি বিষমাণি বলতে বোঝায়, বর্ণাশ্রম ধর্ম, যাতে মনুষ্য সমাজের সদস্যরা চারটি সামাজিক এবং চারটি বৃত্তিগত বিভাগে উপাধি প্রাপ্ত হয়। যাঁরা বৌদ্ধিক বা ধর্মীয় সিদ্ধির জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ, যাঁরা রাজনৈতিক সিদ্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত হন, তাঁরা হচ্ছেন ক্ষত্রিয়, যাঁরা অর্থনৈতিক সিদ্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত তাঁরা বৈশ্য, আর যাঁরা আহার, নিদ্রা, যৌনজীবন এবং সৎকর্মের প্রতি উৎসর্গীত তাঁদের বলা হয় শূদ্র। এইরূপ প্রবণতাগুলি আসে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ থেকে, কেননা শুদ্ধ আত্মা জাগতিকভাবে বুদ্ধিমান, শক্তি লাভের জন্য আশাবাদী, উৎসাহী অথবা দাসোচিত মনোভাবেরও নন। বরং, শুদ্ধ আত্মা সর্বদা পরমেশ্বরের প্রেমময়ী ভক্তিতে মগ্ন থাকেন। বদ্ধজীবের বিভিন্ন প্রবণতাগুলিকে যদি বর্ণাশ্রম অনুসারে নিয়োজিত না করা হয়, তবে অবশ্যই তার অপপ্রয়োগ হবে, আর এইভাবে সেই ব্যক্তি মনুষ্য জীবনের মান থেকে পতিত হবেন। বৈদিক পদ্ধতি ভগবানই সৃষ্টি করেছেন, যাতে বদ্ধজীব নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবে, আর একই সময়ে জীবনের অন্তিম লক্ষ্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের দিকে অগ্রগতি লাভ করবে। একজন চিকিৎসক যেমন পাগল মানুষের সঙ্গে, পাগলের জীবন সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা থাকে সেই অনুসারেই সহানুভূতিপূর্ণভাবে কথা বলেন, তেমনই যে ব্যক্তি বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধি করেছেন, তিনি জড় পরিচয়গ্রস্ত মায়াবদ্ধ জীবদের সেই অনুসারে নিয়োজিত করেন। *সমেষু* শব্দটির দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে যে, সমস্ত জড় শরীর একই জড় উপাদান দ্বারা গঠিত এবং গুণগতভাবেও সেগুলি এক। তা সত্ত্বেও বৈদিক সমাজব্যবস্থা, বর্ণাশ্রম ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত মানুষকে তাদের অবস্থা অনুসারে কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত করার জন্য। পরম পবিত্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং আর যে ব্যক্তি সেই পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন, তিনিও তদ্রূপ পবিত্র হয়ে ওঠেন। এই জগতে তাপের উৎস হচ্ছে সূর্য, যা কিছু সূর্যের কাছাকাছি যাবে তা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, যতক্ষণ না সেটি অগ্নিতে পর্যবসিত হয়। একইভাবে, আমরা পরমেশ্বরের দিব্য প্রকৃতির যতই নিকটবর্তী হব, ততই আমরা আপনা-আপনি পরম ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হব। যদিও এই জ্ঞানই হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ ভিত্তি, তা সত্ত্বেও জাগতিক পুণ্য অনুমোদিত এবং পাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে মানুষ ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের স্তরে আসতে পারে, আর তখন তার নিকট দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

শ্লোক ৭

দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম ।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্মণাম্ ॥ ৭ ॥

দেশ—স্থানের; **কাল**—কাল; **আদি**—ইত্যাদি; **ভাবানাম্**—এইরূপ অবস্থার; **বস্তূনাম্**—বস্তুর; **মম**—আমার দ্বারা; **সৎ-তম**—হে সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব; **গুণ-দোষৌ**—পাপ এবং পুণ্য; **বিধীয়তে**—স্বীকৃত; **নিয়ম-অর্থম্**—নিয়মের জন্য; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মের।

অনুবাদ

হে মহাত্মা উদ্ধব, জড় কার্যকলাপ সংযত করার জন্য সমস্ত জড় বস্তু, কাল, দেশ এবং সমস্ত ভৌতিক উপাদানের মধ্যে আমিই ভাল ও মন্দের বিধান স্থাপন করেছি।

তাৎপর্য

নিয়মার্থম্ ("সংযমের জন্য") শব্দটি এই শ্লোকে গুরুত্বপূর্ণ। বদ্ধজীব ভুলক্রমে জড় ইন্দ্রিয়গুলিকেই আমি বলে মনে করে, আর তাই যা কিছু দেহকে তাৎক্ষণিক

সুখ প্রদান করবে, তা ভাল আর যা কিছু তাতে অসুবিধাজনক অথবা বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা খারাপ। তবে, উন্নত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মানুষ আত্যন্তিক মঙ্গল এবং বিপদ সম্বন্ধে উপলব্ধি লাভ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ঔষধের স্বাদ তেতো হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থের কথা চিন্তা করে বর্তমানে তত কষ্টদায়ক না হলেও ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর হতে পারে এমন ব্যাধি সারানোর জন্য মানুষ তা গ্রহণ করে। তেমনই, জড় জগতের সমস্ত বস্তু এবং কার্যের মধ্যে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল এই সমস্ত বিচার করে বৈদিক শাস্ত্র মানুষের পাপ প্রবণতার সংযম আনয়ন করেন। প্রত্যেককেই যেহেতু আহার করতে হয়, সেই জন্য বেদ সাত্ত্বিক আহার্য অনুমোদন করেন, মাংস, মাছ, ডিম আদি পাপযুক্ত আহার্য নয়। তেমনই, শান্ত এবং ধর্মপরায়ণ সমাজে বাস করা অনুমোদিত হয়েছে, পাপীষ্ঠ লোকের সঙ্গে নয়, আবার অপরিষ্কার বা হাঙ্গামা প্রবণ পরিবেশও অনুমোদিত নয়। জড় জগতকে ভোগ করার ক্ষেত্রে সংযম এবং বিধিবিধানের মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান বদ্ধজীবকে ক্রমশ সত্ত্বগুণের স্তরে উপনীত করে। সেই স্তরে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের সেবার যোগ্যতা অর্জন করে এবং জীবনের অপ্রাকৃত পর্যায়ে প্রবেশ করে। মনে রাখতে হবে যে, কেবল সক্ষমতাই যথার্থ যোগ্যতা নয়; কৃষ্ণভক্তি ছাড়া জড় পুণ্য-কর্ম কখনই বদ্ধজীবকে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার যোগ্যতা প্রদান করে না। এই জগতে আমরা সকলেই মিথ্যা গর্বের দ্বারা প্রভাবিত, বৈদিক বিধি-বিধান পালন করার মাধ্যমে তা দূর করতে হবে। যে ব্যক্তি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন, তাঁর জন্য এই সমস্ত প্রাথমিক বিধান প্রযোজ্য নয়, কেননা তিনি শরণাগতির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরাসরি পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে রয়েছেন। পূর্বশ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন, বৈদিক শাস্ত্রে বিভিন্ন জীবের দেহের বিভিন্ন মূল্য কেন নির্ধারণ করেছেন, আর এখানে ভগবান দেহের সঙ্গে যে সমস্ত জড় উপাদান কার্য করে থাকে সেই অনুসারে বৈদিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৮

অকৃষ্ণসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ ।
কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্ ॥ ৮ ॥

অকৃষ্ণসারঃ—কৃষ্ণসার মৃগ ব্যতীত; **দেশানাম**—স্থানের মধ্যে; **অব্রহ্মণ্যঃ**—যেখানে ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তি নেই; **অশুচিঃ**—কলুষিত; **ভবেৎ**—হয়; **কৃষ্ণ-সারঃ**—কৃষ্ণসার মৃগ সমন্বিত; **অপি**—এমনকি; **অসৌবীর**—সংস্কৃতি সম্পন্ন সাধু ব্যক্তি ব্যতীত; **কীকট**—(যে স্থানে নিম্নশ্রেণীর মানুষ বাস করে) গয়া রাজ্য; **অসংস্কৃত**—যে দেশের মানুষ শুদ্ধতা অথবা পুরশ্চরণ বিধি মানে না; **ঈরণম্**—যে দেশের জমি বন্ধ্যা।

অনুবাদ

স্থানের মধ্যে, কৃষ্ণসার মৃগ বিহীন, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশূন্য; আবার যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ রয়েছে, কিন্তু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নেই, কীকটের মতো রাজ্য এবং যেখানে শুদ্ধতা ও শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি অবহেলিত হয়, মাংসাহারী অধ্যুষিত অথবা যে দেশের জমি বন্ধ্যা, এ সবই কলুষিত স্থান বলে পরিগণিত।

তাৎপর্য

কৃষ্ণসার বলতে একপ্রকার চিতা হরিণকে বোঝায়, ব্রহ্মচারীরা যখন গুরুকুলে থাকেন, তখন তাঁরা এই মৃগ চর্ম ব্যবহার করেন। ব্রহ্মচারীরা কখনও বনে শিকার করেন না, তাঁরা স্বাভাবিকভাবে মৃত পশুর চর্ম গ্রহণ করেন। বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যাঁরা শিক্ষা লাভ করেন, তাঁরাও এই কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করেন। সুতরাং, যেহেতু এইরূপ প্রাণীবিহীন স্থানে সুষ্ঠুরূপে যজ্ঞ সম্পাদন করা যায় না, তাই এই সমস্ত স্থান অশুদ্ধ। এ ছাড়াও, কোন বিশেষ স্থানের অধিবাসীরা সকাম কর্ম এবং যজ্ঞাদিতে দক্ষ হলেও, তারা যদি ভগবদ্ভক্তির প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়, সেই স্থানও কলুষিত। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, পূর্বে বিহার এবং বাংলা রাজ্যদ্বয় ছিল ভগবদ্ভক্তিশূন্য, তাই এই দুটি রাজ্যকে অপবিত্র মনে করা হত। তারপর জয়দেব গোস্বামীর মতো মহান বৈষ্ণবগণ এই অঞ্চলে আবির্ভূত হয়ে, তাকে পবিত্র স্থানে রূপান্তরিত করেছেন।

অসৌবীর বলতে বোঝায় যেখানে সৌবীর, বা শ্রদ্ধেয় সাধু ব্যক্তি নেই। সাধারণতঃ, যে ব্যক্তি দেশের আইন মেনে চলেন তাঁকেই শ্রদ্ধেয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হয়। একইভাবে, যে ব্যক্তি কঠোরভাবে ভগবৎ প্রদত্ত বিধান মেনে চলেন, তাঁকে একজন সভ্য বা ভদ্রলোক, সৌবীর বলে গণ্য করা হয়। যে সমস্ত স্থানে এইরূপ বুদ্ধিমান মানুষেরা বসবাস করেন তাকে বলা হয় *সৌবীরম্*। *কীকট* বলতে আধুনিক বিহার রাজ্যকে বোঝায়, এই অঞ্চলটি চিরাচরিতভাবে অসভ্য মানুষ অধ্যুষিত বলে পরিচিত। এমনকি এইরূপ রাজ্যেও, অবশ্য কোনও স্থানে সাধু ব্যক্তিগণ যদি সমবেত হন, তবে সেই স্থানকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে, যে রাজ্যে সাধারণত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের বাস, সে স্থানও পাপীষ্ঠ লোকের উপস্থিতিতে কলুষিত হয়। *অসংস্কৃত* বলতে বোঝায় বাহ্যিক, আর সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতার শুদ্ধি পদ্ধতি বিহীন। শ্রীল মধ্বাচার্য *স্কন্দপুরাণ* থেকে এইভাবে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন—ধর্মপরায়ণ মানুষের নদীর, সমুদ্রের, পর্বতের, আশ্রমের, বনের, পারমার্থিক নগরীর অথবা যে স্থানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় এমন স্থানের

আট মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাস করা উচিত। বাকী সমস্ত স্থানকেই কীকট, বা কলুষিত বলে জানতে হবে। কিন্তু এই রূপ কলুষিত স্থানে কৃষ্ণসার এবং চিতা হরিণ পাওয়া গেলে যতক্ষণ না পাপীষ্ঠ লোক সেখানে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ সেখানে বাস করা যায়। পাপীষ্ঠ লোক থাকলেও প্রশাসন ক্ষমতা যদি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত থাকে, সেখানে বাস করা যায়, তেমনই, যেখানেই বিষ্ণু বিগ্রহ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত হন সেখানে বসবাস করা যায়।

ভগবান এখানে পাপ এবং পুণ্যের উপর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যার ভিত্তি হল শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা। এখানে এইভাবে শুদ্ধ এবং কলুষিত বাসস্থানের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

কর্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা ।
যতো নিবর্ততে কর্ম স দোষোঽকর্মকঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥

কর্মণ্যঃ—নিজ ধর্ম পালনে উপযোগী; **গুণবান্**—শুদ্ধ; **কালঃ**—কাল; **দ্রব্যতঃ**—মঙ্গলদ্রব্য লাভ করার দ্বারা; **স্বতঃ**—স্বাভাবিকভাবেই; **এব**—বস্তুত; **বা**—অথবা; **যতঃ**—যার ফলে (কাল); **নিবর্ততে**—বিঘ্নিত; **কর্ম**—কর্তব্য; **সঃ**—এই (সময়); **দোষঃ**—অশুদ্ধ; **অকর্মকঃ**—সুষ্ঠুভাবে কর্ম করার অনুপযোগী; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

নিজের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য স্বাভাবিকভাবেই হোক অথবা উপযুক্ত সামগ্রী লাভ করার মাধ্যমেই হোক, যে নির্দিষ্ট সময় যথোপযুক্ত, তাকেই শুদ্ধ বলে মনে করা হয়। যে সময় নিজ কর্তব্য সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটায় তাকেই মনে করা হয় অশুদ্ধ।

তাৎপর্য

শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করার পর, ভগবান এখন সময়ের বিভিন্ন গুণ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। পারমার্থিক অগ্রগতি লাভ করার জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে অল্প কিছু সময় অর্থাৎ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত সর্বদা মঙ্গলময়। অন্যান্য সময়, স্বভাবতঃ মঙ্গলময় নয়, তবে তা মঙ্গলময় হয়, জীবনপথের সুবিধার্থে জাগতিক সমৃদ্ধি লাভ করার মাধ্যমে।

রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক কারণে ধর্মকর্মের বিঘ্ন ঘটলে সেই সময়কে অশুভ বলে মনে করা হয়। তদ্রূপ, সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরেই অথবা রজঃস্বলা অবস্থায় নারীকে কলুষিত বলে মনে করা হয়। সেই রমণী সেই

অবস্থায় তাঁর স্বাভাবিক ধর্মকর্ম সম্পাদন করতে পারেন না, তাই তা অশুভ এবং অশুদ্ধ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন কেউ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করেন, সেই মুহূর্তই হচ্ছে পরম মঙ্গলময়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে, কেউ যদি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় অবহেলা করে, সেটি সেই ব্যক্তির অবশ্যই সর্বাপেক্ষা অশুভ সময়। অতএব যেই মুহূর্তে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের অথবা ভগবানের শুদ্ধভক্তের সান্নিধ্য লাভ করি, সেটিই পরম শুভক্ষণ। পক্ষান্তরে যেই মুহূর্তে আমরা এইরূপ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হই সেটিই সর্বাপেক্ষা অশুভ সময়। অন্যভাবে বলা যায়, কৃষ্ণভাবনামৃতই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি, যার দ্বারা ভক্ত জড়া প্রকৃতির তিন গুণ সৃষ্ট স্থান ও কালের দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হন।

শ্লোক ১০

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ।
সংস্কারেণাথ কালেন মহত্ত্বাল্পতয়াঽথবা ॥ ১০ ॥

দ্রব্যস্য—দ্রব্যের; **শুদ্ধি**—শুদ্ধতা; **অশুদ্ধী**—অথবা অশুদ্ধতা; **চ**—এবং; **দ্রব্যেণ**—অন্য একটি দ্রব্যের দ্বারা; **বচনেন**—বাক্যের দ্বারা; **চ**—এবং; **সংস্কারেণ**—সংস্কার অনুষ্ঠানের দ্বারা; **অথ**—অন্যথায়; **কালেন**—কালের দ্বারা; **মহত্ত্ব-অল্পতয়া**—মহত্ত্ব অথবা ক্ষুদ্রত্বের দ্বারা; **অথবা**—অন্যথায়।

অনুবাদ

কোন দ্রব্যের শুদ্ধতা অথবা অশুদ্ধতা নির্ধারিত হয় বাক্যের দ্বারা, অনুষ্ঠানের দ্বারা, কালের প্রভাবের দ্বারা অথবা আপেক্ষিক মহত্ত্ব অনুসারে অপর একটি দ্রব্যের প্রয়োগের মাধ্যমে।

তাৎপর্য

পরিষ্কার জলের মাধ্যমে বস্ত্রের শুদ্ধতা এবং প্রস্রাব আদির দ্বারা তার অশুদ্ধতা সাধন করা যায়। সাধু ব্রাহ্মণের বাক্য শুদ্ধ, কিন্তু জড়বাদী মানুষের উচ্চারিত শব্দ কাম ও হিংসার দ্বারা কলুষিত। সাধু ভক্ত অন্যের যথার্থ শুদ্ধতার কথা ব্যাখ্যা করেন, পক্ষান্তরে অভক্ত মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে নিরীহ মানুষকে কলুষিত, পাপকর্মে লিপ্ত করে। শুদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান করা, আবার জাগতিক অনুষ্ঠানগুলি তার অনুগামীদেরকে জাগতিক এবং আসুরিক কর্মে প্রণোদিত করে। *সংস্কারেণ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, বিশেষ কোন দ্রব্যের শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা নির্ধারিত হয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের বিধান অনুসারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,

কোন পুষ্প ভগবানকে নিবেদন করতে হলে তা জল দ্বারা শুদ্ধ করতে হবে। আবার পুষ্প অথবা খাদ্যবস্তু যদি নিবেদনের পূর্বে কারো দ্বারা আঘ্রাণ অথবা আস্বাদনের দ্বারা কলুষিত হয়, তবে তা শ্রীবিগ্রহগণকে নিবেদন করা যাবে না। *কালেন* শব্দটি সূচিত করে যে, কোন কোন দ্রব্য কালের দ্বারা শুদ্ধ হয়, আবার কোন কোন বস্তু কালের দ্বারা কলুষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বৃষ্টির জল দশ দিন পরে শুদ্ধ হয়, আবার কোন জরুরী অবস্থায় তিন দিনেই শুদ্ধ বলে মনে করা হয়। অপরপক্ষে, কোনও খাদ্যবস্তু কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যায়, আর তা অশুদ্ধ হয়। *মহত্ব* শব্দের অর্থ হচ্ছে, বিশাল জলরাশি কলুষিত হয় না, এবং *অল্পতয়া* শব্দের অর্থ অল্প জল সহজেই কলুষিত বা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। একইভাবে জাগতিক মানুষের সাময়িক সংস্পর্শে মহাত্মারা কলুষিত হন না, পক্ষান্তরে স্বল্প ভগবদ্ভক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই বিচ্যুত হন এবং অসৎসঙ্গ প্রভাবে সন্দেহবাদী হন। অন্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে, এবং বাক্য, অনুষ্ঠান, কাল এবং মহত্ব অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা নির্ধারিত হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, অশুদ্ধ বা পচা খাদ্যবস্তু সাধারণ লোকের জন্য অবশ্যই নিষিদ্ধ, কিন্তু যাদের দেহ নির্বাহের আর অন্য কোনও উপায় নেই তাদের জন্য তা অনুমোদিত।

শ্লোক ১১

শক্ত্যাশক্ত্যাথ বা বুদ্ধ্যা সমৃদ্ধ্যা চ যদাত্মনে ।
অঘং কুর্বন্তি হি যথা দেশাবস্থানুসারতঃ ॥ ১১ ॥

শক্ত্যা—আপেক্ষিক শক্তির দ্বারা; **অশক্ত্যা**—অক্ষমতা; **অথবা**—অথবা, **বুদ্ধ্যা**—উপলব্ধি অনুসারে; **সমৃদ্ধ্যা**—ঐশ্বর্য; **চ**—এবং; **যৎ**—যা; **আত্মনে**—নিজের প্রতি; **অঘম্**—পাপাত্মক প্রতিক্রিয়া; **কুর্বন্তি**—ঘটায়; **হি**—অবশ্যই; **যথা**—বাস্তবে; **দেশ**—স্থান; **অবস্থা**—অথবা নিজের অবস্থা; **অনুসারতঃ**—অনুসারে।

অনুবাদ

কোন ব্যক্তির ক্ষমতা বা দুর্বলতা, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ, স্থান এবং দৈহিক অবস্থা অনুসারে কোন অশুদ্ধ বস্তু তার ওপর পাপের প্রতিক্রিয়া আরোপ করতে পারে, আবার না করতেও পারে।

তাৎপর্য

শ্রীভগবান বিভিন্ন স্থানের, কালের এবং জড় দ্রব্যের শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা বর্ণনা করেছেন। এখানে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, প্রকৃতির বিধান অনুসারে বিশেষ কোন

ব্যক্তিকে তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন অশুদ্ধতা কলুষিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, সূর্যগ্রহণে অথবা সন্তান জন্মের অব্যবহিত পরেই ধর্মীয় বিধান অনুসারে আহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তি অবশ্য সেক্ষেত্রেও আহার করলে তা পাপ বলে মনে করা হয় না। সাধারণ মানুষ মনে করেন সন্তান জন্মের পরবর্তী দশদিন অত্যন্ত শুভ, পক্ষান্তরে শিক্ষিত ব্যক্তি জানেন যে, এই সময়টি প্রকৃতপক্ষে অশুদ্ধ। নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার মাধ্যমে শাস্তি থেকে নিস্তার লাভ করা যায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে পাপ কর্ম করে সে ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা পতিত মনে করা হয়। সমৃদ্ধি বা ঐশ্বর্যের ব্যাপারে, জীর্ণ, নোংরা কাপড় অথবা নোংরা বাসগৃহ একজন ধনীর ক্ষেত্রে অশুদ্ধ কিন্তু দরিদ্রের জন্য তা গ্রহণযোগ্য। *দেশ* শব্দটি ইঙ্গিত করে, নিরাপদ এবং শান্ত স্থানে মানুষের কঠোরভাবে ধর্মাচরণ করা উচিত, পক্ষান্তরে ভয়ঙ্কর বা বিশৃঙ্খল অবস্থায় তার সাময়িক গৌণ বিধানের অবহেলা ক্ষমা করা হয়। দৈহিকভাবে সুস্থ ব্যক্তির জন্য শ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম, ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান এবং তার কর্তব্য কর্মগুলি সম্পাদন করা আবশ্যিক, কিন্তু শিশু অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে এসব ক্ষেত্রে ক্ষমা করা হয়, *অবস্থা* শব্দের দ্বারা সেটিই নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্মাদি-অনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানু-শীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে জাগতিক লাভ বা সমৃদ্ধির বাসনা রহিত হয়ে, আমাদের অনুকূলভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা উচিত। তাকেই বলে শুদ্ধ ভগবৎ সেবা।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/১/১১) যা কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার প্রতি সহায়ক, তা আমাদের গ্রহণ করা এবং যা কিছু প্রতিকূল, তা বর্জন করা উচিত। যথার্থ গুরুদেবের নিকট থেকে আমাদের ভগবৎ সেবার পদ্ধতি শেখা এবং এইভাবে সর্বদা শুদ্ধতা বজায় রেখে উদ্বেগ মুক্ত থাকা উচিত। সাধারণ ক্ষেত্রে যখন জড় বস্তুর আপেক্ষিক শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা বিচার করা হয়, তখন উপরি উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ই অবশ্য বিচার্য।

শ্লোক ১২

ধান্যদার্বস্থিতন্তূনাং রসতৈজসচর্মণাম্ ।
কালবায়ৃগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ পার্থিবানাং যুতাযুতৈঃ ॥ ১২ ॥

ধান্য—শস্যের; **দারু**—কাষ্ঠের (সাধারণ বস্তু এবং পবিত্র বাসনপত্র, উভয় রূপেই); **অস্থি**—অস্থি (যেমন হস্তিদণ্ড); **তন্তুনাম্**—এবং সুতো; **রস**—তরল বস্তুর (তৈল, ঘৃত ইত্যাদি); **তৈজস**—আগ্নেয় দ্রব্য (স্বর্ণ ইত্যাদি); **চর্মণাম্**—এবং চর্মসমূহ; **কাল**—কালের দ্বারা; **বায়ু**—বায়ুর দ্বারা; **অগ্নি**—অগ্নি দ্বারা; **মৃৎ**—মৃত্তিকা দিয়ে; **তোয়ৈঃ**—এবং জল দ্বারা; **পার্থিবানাম্**—মৃত্তিকা জাত দ্রব্য (যেমন রথের চাকা, পাত্র, ইট, ইত্যাদি); **যুত**—মিশ্রণে; **অযুতৈঃ**—অথবা ভিন্নভাবে।

অনুবাদ

শষ্য, কাষ্ঠনির্মিত বাসনাদি, অস্থি নির্মিত বস্তু, সুতো, তরল পদার্থ, অগ্নিজাত দ্রব্য, চর্ম এবং মৃত্তিকাজাত দ্রব্য, এই সমস্ত বিভিন্ন দ্রব্য, কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা ভিন্নভাবে অথবা সংমিশ্রণের দ্বারা শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সমস্ত শুদ্ধিকরণ পদ্ধতিই যেহেতু কালের মধ্যে সংঘটিত হয়, সেইজন্য এখানে *কাল* বা "সময়" কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

অমেধ্যলিপ্তং যদ্ যেন গন্ধলেপং ব্যপোহতি ।
ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছৌচং তাবদিষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অমেধ্য—অশুদ্ধ কোন কিছুর দ্বারা; **লিপ্তম্**—স্পৃষ্ট; **যৎ**—যে বস্তু; **যেন**—যার দ্বারা; **গন্ধ**—দুর্গন্ধ; **লেপম্**—এবং অশুদ্ধ আবরণ; **ব্যপোহতি**—ত্যাগ করে; **ভজতে**—কলুষিত বস্তু পুনরায় গ্রহণ করে; **প্রকৃতিম্**—এর আদি স্বভাব; **তস্য**—সেই দ্রব্যের; **তৎ**—সেই প্রয়োগ; **শৌচম্**—শুদ্ধি; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **ইষ্যতে**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

কোন শুদ্ধিদায়ক উপাদানের প্রয়োগে যখন কোন অশুদ্ধ বস্তুর দুর্গন্ধ দূর হয়, অথবা নোংরা বস্তুর আবরণ দূর করে তার আদি স্বরূপ পুনঃপ্রকাশ করে, তখনই তাকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

তাৎপর্য

মার্জন, ক্ষার, অম্ল, জল ইত্যাদি প্রয়োগ করে আসবাবপত্র, বাসনপত্র, কাপড় এবং অন্যান্য বস্তুকে শুদ্ধ করা হয়। এইভাবে আমরা কোন বস্তুর দুর্গন্ধ অথবা অশুদ্ধ আবরণ বিদূরিত করে সেই বস্তুর প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা ফিরিয়ে আনতে পারি।

শ্লোক ১৪

স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্যসংস্কারকর্মভিঃ ।
মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্মাচরেদ্ দ্বিজঃ ॥ ১৪ ॥

স্নান—স্নানের দ্বারা; **দান**—দান; **তপঃ**—তপস্যা; **অবস্থা**—বয়স অনুসারে; **বীর্য**—শক্তি; **সংস্কার**—শুদ্ধিপদ্ধতি সম্পাদন; **কর্মভিঃ**—এবং অনুমোদিত কর্তব্য; **মৎ-স্মৃত্যা**—আমার স্মরণের দ্বারা; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—নিজের; **শৌচম্**—পরিচ্ছন্নতা; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ; **কর্ম**—কার্য; **আচরেৎ**—সম্পাদন করা উচিত; **দ্বিজঃ**—দ্বিজব্যক্তি।

অনুবাদ

স্নান, দান, তপস্যা, বয়স, ব্যক্তিগত ক্ষমতা, শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান, অনুমোদিত কর্তব্য এবং সর্বোপরি, আমার স্মরণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য দ্বিজগণের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের পূর্বে যথাবিধি শুদ্ধ হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

অবস্থা শব্দটি সূচিত করে যে, অল্প বয়সী বালক বালিকাদেরকে যৌবন সুলভ সরলতার মাধ্যমে শুদ্ধ রাখা হয় এবং তারা আরও বেড়ে উঠলে যথাযথ শিক্ষা এবং নিযুক্তির মাধ্যমে তাদের শুদ্ধ রাখা হয়। নিজ শক্তিবলে আমাদের পাপকর্ম এবং যারা ইন্দ্রিয় তর্পণের প্রতি আগ্রহী তাদের সঙ্গ বর্জন করা উচিত। এখানে *কর্ম* শব্দটি পারমার্থিক দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে গুরু এবং শ্রীবিগ্রহের সেবা, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ আদি অনুমোদিত কর্তব্য কর্মকে নির্দেশ করে। বর্ণাশ্রম পদ্ধতিতে অনুমোদিত কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা আপনা থেকেই আমাদের দৈহিক উপাধিগুলিকে যথোপযুক্ত ধর্মকর্মে উপযোগ করে মিথ্যা অহংকারের আবরণ মুক্ত হয়ে শুদ্ধতা লাভ করি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীর নির্দিষ্ট কর্তব্য রয়েছে, সেকথা এই স্কন্ধেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্বে বর্ণনা করেছেন। এখানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *মৎ-স্মৃত্যা* (আমার স্মরণের দ্বারা)। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভাবনা ব্যতীত কোন পদ্ধতির মাধ্যমেই আমরা মায়ার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারি না। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ পর্যায়ক্রমে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে আর তার ফলে অনর্থক মায়া-জগতের ঘূর্ণীপাকে আমাদের কখনও তমোগুণে পতিত হতে হচ্ছে এবং কখনও সত্ত্বগুণে উত্থিত হতে হচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণ করে আমরা পরম সত্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণের প্রবণতাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারি। তখন আমরা মায়ার কবল থেকে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। সেই কথা *গরুড় পুরাণে* বলা হয়েছে—

অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা ।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ ॥

"শুদ্ধ বা অশুদ্ধ এবং বাহ্যিক অবস্থা নির্বিশেষে, কেবলমাত্র পদ্মলোচন পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণ করার মাধ্যমে আমরা আন্তরিক এবং বাহ্যিকভাবে শুদ্ধতা অর্জন করতে পারি।" ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই আদেশ করেছেন যে, নিরন্তর "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"—এই মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে আমরা যেন পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণ করি। এই সর্বোত্তম পন্থা আত্মশুদ্ধিকামী প্রতিটি মানুষের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ১৫

মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্মশুদ্ধির্মদর্পণম্ ।
ধর্মঃ সম্পদ্যতে ষড়্‌ভিরধর্মস্তু বিপর্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রস্য—মন্ত্রের (শুদ্ধি); **চ**—এবং; **পরিজ্ঞানম্**—নির্ভুল জ্ঞান; **কর্ম**—কর্মের; **শুদ্ধিঃ**—শুদ্ধি; **মৎ-অর্পণম্**—আমাকে অর্পণ করা; **ধর্মঃ**—ধর্ম পরায়ণতা; **সম্পদ্যতে**—লাভ হয়; **ষড়্‌ভিঃ**—ছয়টির দ্বারা (স্থান, কাল, দ্রব্য, কর্তা, মন্ত্র এবং কর্মের শুদ্ধি); **অধর্মঃ**—অধর্ম; **তু**—কিন্তু; **বিপর্যয়ঃ**—বিপরীত।

অনুবাদ

যথাযথ জ্ঞান সহকারে উচ্চারিত মন্ত্রই শুদ্ধ, এবং আমাতে অর্পিত হলে কর্ম শুদ্ধ হয়। এইভাবে স্থান, কাল, দ্রব্য, কর্তা, মন্ত্র এবং কর্মের শুদ্ধিকরণের দ্বারা মানুষ ধর্মপরায়ণ হন, এবং এই ছয়টি বিষয়ে অবহেলা পরায়ণ ব্যক্তিকে অধার্মিক বলা হয়।

তাৎপর্য

যথার্থ গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে আমরা মন্ত্র প্রাপ্ত হই, তিনি আমাদেরকে মন্ত্রের পদ্ধতি, অর্থ এবং অন্তিম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। যথার্থ গুরুদেব এই যুগে তাঁর শিষ্যকে ভগবানের পবিত্র নাম মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥—প্রদান করেন। যে ব্যক্তি নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস রূপে জেনে, এই মহামন্ত্র ধীরে ধীরে নিরপরাধে জপ করতে শেখেন, তিনি এইরূপ শুদ্ধ জপের মাধ্যমে খুব সত্বর জীবনের পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভগবান এখানে সর্বোপরি ধার্মিক ও অধার্মিক জীবনের ভিত্তি, শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১৬

ক্বচিদ্‌গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ ।
গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥ ১৬ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **গুণঃ**—পুণ্য; **অপি**—এমনকি; **দোষঃ**—পাপ; **স্যাৎ**—হয়; **দোষঃ**—পাপ; **অপি**—ও; **বিধিনা**—বৈদিক বিধানবলে; **গুণঃ**—পুণ্য; **গুণ-দোষ**—পাপ ও পুণ্য; **অর্থ**—ব্যাপারে; **নিয়মঃ**—নিষেধসূচক নিয়ম; **তৎ**—তাদের; **ভিদাম্**—পার্থক্য; **এব**—বস্তুত; **বাধতে**—বিঘ্ন করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও পুণ্য পাপ হয়ে যায় আবার সাধারণভাবে যা পাপ, তা বৈদিক বিধানবলে পুণ্য রূপে পরিগণিত হয়। এইরূপ বিশেষ বিধান কার্যকরী হলে তা পাপ এবং পুণ্যের স্পষ্ট পার্থক্য দূরীভূত করে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, জাগতিক পাপ এবং পুণ্য সর্বদাই আপেক্ষিক বিচার প্রসূত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রতিবেশীর বাড়িতে যদি আগুন লাগে, আর কেউ যদি সেই বাড়িতে আটকে পড়া পরিবারকে বাঁচানোর জন্য বাড়ির ছাদ ভেঙ্গে দেন, তবে তিনি সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য তখন পুণ্যবান বীর রূপে পরিগণিত হবেন। সাধারণ অবস্থায় অবশ্য কেউ যদি প্রতিবেশীর ছাদে গর্ত করেন অথবা প্রতিবেশীর জানালা ভেঙ্গে ফেলেন, তবে তাঁকে বলা হবে দুষ্কৃতি। তেমনই, যে ব্যক্তি স্ত্রী ও সন্তানাদিকে ত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয় দায়িত্বহীন ও অবিবেচক। তিনি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহলে অবশ্য উচ্চ, পারমার্থিক স্তরে থাকলে তিনিই সর্বাপেক্ষা সাধু ব্যক্তি। সুতরাং পাপ এবং পুণ্য নির্ভর করে বিশেষ কোন পরিস্থিতির উপর এবং কখনও কখনও এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন।

শ্রীল মধ্বাচার্যের মত অনুসারে, যে ব্যক্তির বয়স চোদ্দ বৎসর অতিক্রান্ত, তাকে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম বলে মনে করা হয়, তাই তারা তাদের পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী। পক্ষান্তরে, পশুরা, তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাদেরকে অপরাধের জন্য দোষারোপ বা তথাকথিত সদ্‌গুণের জন্য প্রশংসা করা যাবে না, কেননা এসবই সর্বোপরি তমোগুণ জাত। যে ব্যক্তি মনে করে যে পাপের জন্য নিজেকে দোষী মনে করা উচিত নয়, তার যা ইচ্ছা তা সে করতে পারে, এইরূপ চিন্তা করে যে পশুর মতো আচরণ করে, সে ব্যক্তি তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চয় পশুযোনিতে জন্ম গ্রহণ করবে। আর এক ধরনের মূর্খ মানুষ রয়েছে, যারা জাগতিক পাপ-পুণ্যের আপেক্ষিকতা লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত করে যে, ভাল বলে সত্যিকারের কিছু

নেই। আমাদের বুঝতে হবে যে, কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে সব থেকে শুভ, কেননা তাতে পরম সত্যের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জড়িত, আর পরমেশ্বর ভগবানের মঙ্গলময়তা হচ্ছে নিত্য এবং সবার উর্ধ্বে। যাঁরা জাগতিক পাপ-পুণ্যের গবেষণার প্রতি আগ্রহী, তাঁরা এই ব্যাপারে আপেক্ষিকতা আর বৈচিত্র্য হেতু হতাশ হয়ে ওঠেন। সুতরাং মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় বৈধ এবং আদর্শ কৃষ্ণভাবনামৃতের দিব্য স্তরে উপনীত হওয়া।

শ্লোক ১৭

সমানকর্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্ ।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ॥ ১৭ ॥

সমান—সমান; **কর্ম**—কর্মের; **আচরণম্**—আচরণ; **পতিতানাম্**—পতিতদের জন্য; **ন**—নয়; **পাতকম্**—পতনের কারণ; **ঔৎপত্তিকঃ**—স্ব স্বভাব দ্বারা প্রণোদিত; **গুণঃ**—সদ্‌গুণ হয়ে ওঠে; **সঙ্গঃ**—জড় সঙ্গ; **ন**—করে না; **শয়ানঃ**—যিনি শায়িত; **পততি**—পতিত হন; **অধঃ**—আরও নীচে।

অনুবাদ

উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির জন্য যে কার্য পতনের কারণ, সেই কার্য পতিত ব্যক্তির জন্য তা নয়। বাস্তবে, যে মাটিতে শায়িত, তার আরও নীচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তার ক্ষেত্রে নিজের স্বভাবজাত জাগতিক সঙ্গকেই সদ্‌গুণ বলে মনে করা হয়।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে জাগতিক পাপ-পুণ্য নির্ধারণে দ্ব্যর্থকতা সম্বন্ধে আরও বর্ণনা প্রদান করেছেন। ত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে ঘনিষ্ঠ স্ত্রীসঙ্গ অত্যন্ত নিন্দনীয় হলেও, বৈদিক বিধান অনুসারে সন্তানোৎপাদনের জন্য যে গৃহস্থ যথা সময়ে নিজের স্ত্রীর নিকট গমন করেন, তা পুণ্য কর্ম রূপে গণ্য। তেমনই, কোন ব্রাহ্মণ মদ্যপান করলে যা অত্যন্ত ঘৃণ্য কর্ম রূপে গণ্য করা হয়, সেই কর্মই কোন নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র পরিমাণ মতো করলে, তাকে আত্ম সংযত বলে মনে করা হয়। জাগতিক স্তরে পাপ এবং পুণ্য হচ্ছে আপেক্ষিক বিচার সাপেক্ষ। সমাজের কোন ব্যক্তি যদি ভগবানের পবিত্র নাম জপ করার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করেন, তবে তাঁকে কঠোরভাবে চারটি বিধিনিষেধ পালন করতে হয়—মাছ, মাংস বা ডিম ভক্ষণ নিষেধ, অবৈধ যৌনসঙ্গ নিষিদ্ধ, নেশা করা এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ। পারমার্থিক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই সমস্ত বিধিনিষেধ পালনে অবহেলা করলে, তাঁর মুক্ত স্তরের উন্নত পদ থেকে অধঃপতন সুনিশ্চিত।

শ্লোক ১৮

যতো যতো নিবর্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ ।
এষ ধর্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ ॥ ১৮ ॥

যতঃ যতঃ—যা কিছু থেকে; **নিবর্তেত**—নিবর্তিত হয়; **বিমুচ্যেত**—সে মুক্ত হয়; **ততঃ ততঃ**—তা থেকে; **এষঃ**—এই; **ধর্মঃ**—ধর্মপথ; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **ক্ষেমঃ**—মঙ্গলময় পথ; **শোক**—ক্লেশ ভোগ করা; **মোহ**—মোহ; **ভয়**—এবং ভয়; **অপহঃ**—যা হরণ করে।

অনুবাদ

বিশেষ কোন পাপকর্ম অথবা জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ তার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইরূপ বৈরাগ্য সম্পন্ন জীবন পথ হচ্ছে মানুষের ধার্মিক এবং মঙ্গলময় জীবনের ভিত্তি স্বরূপ, আর তা সমস্ত প্রকার ক্লেশ, মোহ এবং ভয় দূর করে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (*অন্ত্যলীলা* ৬/২২০) বলা হয়েছে—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্যপ্রধান ।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান ॥

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা বৈরাগ্যপ্রধান, এবং তাঁদের সেই বৈরাগ্য দেখে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত প্রীত হন।" মিথ্যা অহংকারের জন্য মানুষ নিজেকে নিজের কর্মের মালিক, এবং ভোক্তা বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের কার্যকলাপের অধীশ্বর এবং পরম ভোক্তা; কৃষ্ণভাবনায় এই বিষয়টি উপলব্ধি করে মানুষ যথার্থ বৈরাগ্যে উপনীত হতে পারে। প্রতিটি মানুষের উচিত তার কর্তব্যকর্ম পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করা। তা হলে আর জড় বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কর্তব্যকর্ম ভগবানের নিকট অর্পণ করলে তা জড় বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করে। পাপকর্ম ভগবানকে অর্পণ করা যায় না, তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই বিধেয়। পাপ এবং পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীব যাতে পুণ্যবান হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করার যোগ্যতা অর্জন করে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে, এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।"

পুণ্যকর্মের মাধ্যমে জীবন মঙ্গলময়, শোক-মোহ-ভয়মুক্ত হয় এবং তখন তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করতে পারেন।

শ্লোক ১৯

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাৎ তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

বিষয়েষু—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জড় বস্তুতে; **গুণ-অধ্যাসাৎ**—সেগুলিকে ভাল মনে করার জন্য; **পুংসঃ**—মানুষের; **সঙ্গঃ**—আসক্তি; **ততঃ**—সেই ধারণা থেকে; **ভবেৎ**—ঘটে; **সঙ্গাৎ**—সেই জড় সঙ্গে থেকে; **তত্র**—এইভাবে; **ভবেৎ**—উদ্ভূত হয়; **কামঃ**—কাম; **কামাৎ**—কাম থেকে; **এব**—এবং; **কলিঃ**—কলহ; **নৃণাম্**—মানুষের মধ্যে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীকে কাম্য বলে মনে করে, সে নিশ্চয় তার প্রতি আসক্ত হবে। এইরূপ আসক্তি থেকে কামের উদ্ভব হয়, আর এই কাম মানুষের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি মনুষ্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, কেননা এটিই হচ্ছে মনুষ্য-সমাজে বিরোধের মূল। বৈদিক শাস্ত্র কখনও কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অনুমোদন করলেও, বেদের অন্তিম উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈরাগ্য, কেননা বৈদিক সংস্কৃতি এমন কিছু অনুমোদন করবে না, যা মনুষ্য জীবনকে বিঘ্নিত করবে। কামুক ব্যক্তি খুব সহজে ক্রুদ্ধ হয়, আর যে তার কাম বাসনার অতৃপ্তি ঘটায়, তার প্রতি সে বৈরীভাব পোষণ করে। তার কাম বাসনা কখনও পূর্ণ হওয়ার নয়, অবশেষে কামুক ব্যক্তি তার যৌন সঙ্গিনীর প্রতি বিরক্ত হয়, আর এই ভাবে তাদের মধ্যে প্রেম-বিদ্বেষের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কামুক ব্যক্তি মনে করে যে, সে হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির ভোক্তা, আর তাই সে গর্বিত এবং মিথ্যা মর্যাদা লাভের আশায় মগ্ন থাকে। কামুক, গর্বোদ্ধত ব্যক্তি যথার্থ গুরুদেবের পাদপদ্মে বিনীতভাবে শরণাগত হওয়ার প্রতি আগ্রহী হয় না। অবৈধ যৌন সঙ্গের প্রতি আসক্তি হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রত্যক্ষ শত্রু, আর তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বরের প্রতিনিধির প্রতি বিনীত আত্মসমর্পণ। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, অবৈধ যৌনসঙ্গের বাসনা হচ্ছে বিশ্বের সর্বগ্রাসী, পাপাত্মক শত্রু।

আধুনিক সমাজ নারী-পুরুষের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশা অনুমোদন করার জন্য, নাগরিকগণ শান্তি পেতে পারে না, বরং বিরোধ প্রশমন করাই হয়ে ওঠে সমাজে বাঁচার ভিত্তিস্বরূপ। এই হচ্ছে অনর্থক জড়দেহকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা অজ্ঞ সমাজের লক্ষণ, *বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ* শব্দগুলির দ্বারা এখানে সেই কথাই বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার নিজের শরীরের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতিপরায়ণ সে অনিবার্যভাবে যৌন বাসনার শিকার হবে।

শ্লোক ২০

কলের্দুর্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ততে ।
তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্ ॥ ২০ ॥

কলেঃ—কলহ থেকে; **দুর্বিষহঃ**—অসহ্য; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **তমঃ**—তমোগুণ; **তম্**—সেই ক্রোধ; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে; **তমসা**—অজ্ঞতার দ্বারা; **গ্রস্যতে**—গ্রস্ত হয়; **পুংসঃ**—মানুষের; **চেতনা**—চেতনা; **ব্যাপিনী**—ব্যাপক, **দ্রুতম্**—সত্বর।

অনুবাদ

কলহ থেকে অসহ্য ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তার পরেই আসে অজ্ঞতার অন্ধকার। মানুষের প্রশস্ত বুদ্ধিকে এই অজ্ঞতা অতি শীঘ্র গ্রাস করে।

তাৎপর্য

সব কিছুই ভগবানের শক্তি, এই সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা থেকে জড় সঙ্গের বাসনার উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয় ভোগ্য জড় উপাদানগুলি ভগবান থেকে ভিন্ন, এইরূপ অনর্থক কল্পনার জন্য, মানুষ সেগুলিকে ভোগ করতে চায়, আর তাতে মনুষ্য সমাজে বিরোধ এবং কলহের বৃদ্ধি ঘটে। এইরূপ বিরোধ অনিবার্য ভাবে মহা ক্রোধের সৃষ্টি করে, যাতে মানুষ মূর্খ এবং ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। এইভাবে মানুষ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অতি সত্বর বিস্মৃত হয়।

শ্লোক ২১

তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে ।
ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ ॥ ২১ ॥

তয়া—সেই বুদ্ধির; **বিরহিতঃ**—বঞ্চিত; **সাধো**—হে সাধু উদ্ধব; **জন্তুঃ**—জীব; **শূন্যায়**—যথার্থই শূন্য; **কল্পতে**—হয়; **ততঃ**—তার ফলে; **অস্য**—তার; **স্ব-অর্থ**—জীবনের লক্ষ্য থেকে; **বিভ্রংশঃ**—পতন; **মূর্চ্ছিতস্য**—জড় বস্তুর ন্যায় ব্যক্তির; **মৃতস্য**—আক্ষরিক অর্থে মৃত; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে মহাত্মা উদ্ধব, প্রকৃত জ্ঞান রহিত ব্যক্তিকে সর্বহারা বলে মনে করা হয়। তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে সে ঠিক মৃত ব্যক্তির মতো জড় হয়ে যায়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত এতই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় যে, যে ব্যক্তি তার আত্মোপলব্ধির ক্রমোন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়, আক্ষরিক অর্থে তাকে অচৈতন্য বা মৃত ব্যক্তির মতোই মনে করা হয়। প্রতিটি জীবই শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাই কেউ যদি নিজেকে তার জড় দেহ বলে মনে করে, তবে সে তার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাই বলা হয়েছে—*শূন্যায় কল্পতে* অর্থাৎ শূন্যের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, সে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত প্রকার যথার্থ অগ্রগতি বা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। যে ব্যক্তির চেতনা শূন্যে মগ্ন হয়, বাস্তবে সে নিজেই শূন্য হয়ে যায়। এইভাবে, সনাতন জীব পতিত হয়ে ভব সমুদ্রে নিখোঁজ হয়, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের বিশেষ কৃপায় কেবল তারা উদ্ধার লাভ করতে পারে। সেই জন্য ভগবদ্ভক্তগণ পতিত জীবদের, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥— জপ করতে উপদেশ প্রদান করেন। এই পন্থার মাধ্যমে আমাদের প্রকৃত চেতনা এবং জীবন খুব সত্বর পুনর্জাগরিত হয়।

শ্লোক ২২

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদ নাপরম্ ।
বৃক্ষজীবিকয়া জীবন ব্যর্থং ভস্ত্রেব যঃ শ্বসন্ ॥ ২২ ॥

বিষয়—ইন্দ্রিয়তর্পণে, **অভিনিবেশেন**—অতিরিক্ত মগ্ন হওয়ার দ্বারা; **ন**—না; **আত্মানম্**—নিজেকে; **বেদ**—জানে; **ন**—অথবা নয়; **অপরম্**—অন্য; **বৃক্ষ**—বৃক্ষের; **জীবিকয়া**—জীবনধারার দ্বারা; **জীবন**—বেঁচে থাকা; **ব্যর্থম্**—ব্যর্থ; **ভস্ত্রা ইব**—ঠিক একটি হাপরের মতো; **যঃ**—যে; **শ্বসন্**—শ্বাস নিচ্ছে।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন থাকার জন্য, জীব নিজেকে অথবা অন্য কাউকে চিনতে পারে না। সে বৃক্ষের মতো অজ্ঞতাপূর্ণ ব্যর্থ জীবন যাপন করে, আর হাপরের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

একটি বৃক্ষের যেমন নিজেকে বাঁচানোর কোন উপায় থাকে না, তেমনই, বদ্ধজীব প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মে প্রতিনিয়ত বহুবিধ দুঃখ পায়, আর চরমে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। যদিও মূর্খ লোকেরা মনে করে যে, তারা নিজেদের এবং অন্যদের সাহায্য করছে, বাস্তবে তারা নিজেদের এবং তাদের তথাকথিত বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন, কারোরই যথার্থ পরিচয় জানে না। বাহ্য দেহের ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন হয়ে, তারা পারমার্থিক কল্যাণ বিহীন ব্যর্থ জীবন অতিবাহিত করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরামর্শ দিয়েছেন যে, কৃষ্ণভাবনায় কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ করে, এই ব্যর্থ জীবনধারাকে আদর্শ জীবনে রূপান্তরিত করা যায়।

শ্লোক ২৩

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্ ।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্ ॥ ২৩ ॥

ফল-শ্রুতিঃ—শাস্ত্রে ঘোষিত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি; **ইয়ম**—এই সকল; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **ন**—নয়; **শ্রেয়ঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **রোচনম্**—প্ররোচনা; **পরম্**—নেহাৎই; **শ্রেয়ঃ**—পরম কল্যাণ; **বিবক্ষয়া**—বলার উদ্দেশ্যে; **প্রোক্তম্**—উক্ত; **যথা**—ঠিক যেমন; **ভৈষজ্য**—ঔষধ গ্রহণের জন্য; **রোচনম্**—প্রলোভিত করা।

অনুবাদ

শাস্ত্রে সকাম কর্মের যে সমস্ত ফলশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, তাতে মানুষের পরম কল্যাণের কথা বলা হয়নি, বরং সেগুলি হচ্ছে শিশুকে ভাল ওষুধ খাওয়াতে মিশ্রি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির মতোই কল্যাণজনক ধর্মকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রলোভন প্রদর্শন মাত্র।

তাৎপর্য

পূর্ব শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যারা ইন্দ্রিয়তর্পণে মগ্ন, তারা অবশ্যই মনুষ্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত। কিন্তু বেদেই যখন যজ্ঞ এবং তপস্যার ফল স্বর্গীয় ইন্দ্রিয় তর্পণ বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন, তাহলে স্বর্গে উন্নীত হওয়াকে কীভাবে জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি বলে মনে করা যেতে পারে? ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, ধর্মশাস্ত্রে সকাম কর্মের যে সমস্ত ফলশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, সেগুলি প্রলোভন মাত্র, ঠিক যেমন একটি শিশুকে ওষুধ খাওয়াতে মিশ্রির প্রলোভন দেখানো হয়, তেমনই বাস্তবে, ওষুধটি তার কল্যাণ করবে, মিশ্রি নয়। তেমনই, সকাম যজ্ঞে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করা—সেটি কল্যাণজনক, সকাম কর্মের ফলগুলি নয়। *ভগবদ্গীতা* অনুসারে, সকাম কর্মের ফলকে যারা ধর্মশাস্ত্রের অন্তিম লক্ষ্য বলে প্রচার করে, তারা নিশ্চয় অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ এবং পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। ভগবান চান, সমস্ত

বদ্ধজীব যেন শুদ্ধ হয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে জ্ঞানময়, আনন্দময় এবং নিত্য জীবন লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ভগবানের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে, সে নিশ্চয় জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত।

শ্লোক ২৪

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ ।
আসক্তমনসো মর্ত্যা আত্মনোহনর্থহেতুষু ॥ ২৪ ॥

উৎপত্ত্যা এব—কেবল জন্মের দ্বারা; **হি**—বস্তুত; **কামেষু**—স্বার্থপরায়ণ বাসনার বস্তুতে; **প্রাণেষু**—প্রাণকার্যে (যেমন আয়ুষ্কাল, ইন্দ্রিয় কর্ম, দৈহিক বল, এবং যৌনক্ষমতা); **স্বজনেষু**—তার স্বজনের প্রতি; **চ**—এবং; **আসক্ত-মনসঃ**—মনে মনে আসক্ত; **মর্ত্যাঃ**—মরণশীল মানুষ, **আত্মনঃ**—তাদের নিজেদের; **অনর্থ**—উদ্দেশ্য প্রতিহত করার; **হেতুষু**—যেগুলি কারণ।

অনুবাদ

কেবল জাগতিক জন্ম লাভ করে মানুষ মনে মনে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, দীর্ঘায়ু, ইন্দ্রিয় কর্ম, দৈহিক বল, যৌন ক্ষমতা এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আসক্ত হয়। যা কিছু জীবনের প্রকৃত স্বার্থকে প্রতিহত করে, সেই সবের প্রতি তখন তাদের মন মগ্ন হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

আমাদের নিজেদের এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের জড় দেহের প্রতি আসক্তি অনিবার্যভাবে অসহ্য উদ্বেগ এবং ক্লেশ প্রদান করে। দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন মন আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে না বললেই চলে, এইভাবে তথাকথিত স্নেহাস্পদের দ্বারা তার নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবনের আশা প্রতিহত হয়। ঠিক যেমন স্বপ্নে দান-পুণ্যকর্ম করলে সেই সমস্ত লোকের কোনও যথার্থ লাভ হয় না, তেমনই অজ্ঞতাভরে কর্ম করলে তা নিজের জন্য অথবা অপরের জন্য কোনভাবেই কল্যাণজনক হয় না। বদ্ধজীব ভগবান থেকে ভিন্ন একটি জগতের স্বপ্ন দর্শন করছে, কিন্তু এই স্বপ্ন জগতে তার যা কিছু অগ্রগতি লাভ হয়, তা সবই মতিভ্রম মাত্র। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, *সর্বলোক মহেশ্বরম্* অর্থাৎ তিনিই হচ্ছেন সমস্ত লোক এবং সমস্ত বিশ্বের পরম ভোক্তা এবং প্রভু। কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে ভগবানের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করে আমরা জীবনের প্রকৃত অগ্রগতি লাভ করতে পারি।

শ্লোক ২৫

নতানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি ।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ ॥ ২৫ ॥

নতান্—বিনীত; **অবিদুষঃ**—অজ্ঞ; **স্ব-অর্থম্**—তাদের স্বার্থের; **ভ্রাম্যতঃ**—ভ্রমণকারী; **বৃজিন**—বিপদের; **অধ্বনি**—পথে; **কথম্**—কী উদ্দেশ্যে, **যুঞ্জ্যাৎ**—নিয়োজিত করবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তেষু**—তাদের মধ্যে (ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মনোভাব); **তান্**—তাদেরকে; **তমঃ**—অন্ধকার, **বিশতঃ**—যারা প্রবেশ করছে; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান (বৈদিক কর্তা)।

অনুবাদ

যারা প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা জড় জীবন পথে ভ্রমণ করে, ক্রমশ অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে। মূর্খ হলেও, তারা যদি বেদের বিধানগুলি বিনীতভাবে লক্ষ্য করে, তবে বেদশাস্ত্র কেন তাদেরকে পুনরায় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উৎসাহিত করবেন?

তাৎপর্য

জাগতিক লোকেরা যৌন সংসর্গ ভিত্তিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং তথাকথিত প্রেম ত্যাগ করে বৈরাগ্য এবং আত্মোপলব্ধির জীবনপথ অবলম্বন করতে প্রস্তুত নয়। এইরূপ মূর্খ মানুষদেরকে বৈদিক বিধানের আওতায় আনতে বেদে অসংখ্য জাগতিক পুরস্কারের এবং বেদ-বিধানের বিশ্বস্ত অনুগামীদের জন্য স্বর্গ-সুখেরও প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই সমস্ত পুরস্কার হচ্ছে শিশুকে মিশ্রি খাওয়ানোর মতো, যাতে সে বিশ্বাসের সঙ্গে ওষুধটি গ্রহণ করবে। সমস্ত ভোগ্য বস্তু এবং তথাকথিত ভোক্তাই বিনাশশীল, তাই জাগতিক ভোগ হচ্ছে নিশ্চিতভাবে দুঃখের কারণ। জাগতিক জীবন হচ্ছে কেবল যন্ত্রণাদায়ক, উদ্বেগপূর্ণ, হতাশা এবং অনুশোচনায় ভরা। স্ত্রীলোকের নগ্নদেহ, সুন্দর বাসস্থান, উপাদেয় খাদ্যের থালা, অথবা আমাদের সম্মান বর্ধন ইত্যাদি তথাকথিত ভোগ্যবস্তু দেখে আমরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি, কিন্তু এইরূপ কাল্পনিক সুখ হচ্ছে বাস্তবে কেবল সন্তুষ্টি লাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা, যা কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জড় জীবন হচ্ছে একাদিক্রমে হতাশায় ভরা, আর যত সে ভোগ করতে চায়, ততই তার হতাশা বর্ধিত হয়। সুতরাং, যে বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্ময় স্তরে পরম সুখ ও শান্তি প্রদান করা, তা কোনভাবেই জাগতিক জীবনপথ অনুমোদন করে না। বেদে ব্যবহৃত জাগতিক পুরস্কারগুলি হচ্ছে বদ্ধ জীবকে ওষুধ খেতে, বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করাতে প্রলোভন মাত্র। যারা *বেদবাদরতা* তারা দাবি করে যে, ধর্মশাস্ত্রগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে অজ্ঞ, বদ্ধ জীবদেরকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুযোগ প্রদান করা। ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য কিন্তু পারমার্থিক

মুক্তি, যাতে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সমাপ্তি ঘটে। পারমার্থিক জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে দৈহিক আসক্তির অন্ধকার থাকতে পারে না। দিব্য আনন্দ সমুদ্রে, ইহজগতের উদ্বেগ ক্লিষ্ট আপাত সুখ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। বেদ বা আদর্শজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক রূপে নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময় জীবন লাভ করার জন্য পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করা।

শ্লোক ২৬

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি ॥ ২৬ ॥

এবং—এইভাবে; **ব্যবসিতম্**—প্রকৃত সিদ্ধান্ত; **কেচিৎ**—কোন কোন লোক; **অবিজ্ঞায়**—না বুঝে; **কুবুদ্ধয়ঃ**—বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন; **ফল-শ্রুতিম্**—শাস্ত্রে যে সমস্ত জাগতিক ফল লাভের কথা বলা হয়েছে; **কুসুমিতাম্**—পুষ্পিত; **ন**—করে না; **বেদ-জ্ঞাঃ**—বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা; **বদন্তি**—বলেন; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

বিকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানে না, তারা প্রচার করে যে, জড় ফল লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী পুষ্পিত বাক্যই হচ্ছে বেদের সর্বোচ্চ জ্ঞান। প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও এই ধরনের কথা বলে না।

তাৎপর্য

কর্মমীমাংসা দর্শনের অনুগামীরা ঘোষণা করে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে আর কোন নিত্য ভগবদ্ রাজ্য নেই, তাই স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য মানুষকে বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পাদনে সুদক্ষ হওয়া উচিত। পূর্ব অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, জড় জগতে যথার্থ সুখ নেই, ফলে স্বর্গ থেকে নরক পর্যন্ত বিভিন্ন লোকের পরিবেশে অনিবার্যভাবে সে সর্বত্র ভ্রমণ করতে থাকবে, আর এইভাবে জড় পরিবেশে সর্বদা উপদ্রুত হবে। চিকিৎসক শিশুকে মিশ্রি দ্বারা আবৃত ওষুধ প্রদান করতে পারেন, কিন্তু কেউ যদি সেই শিশুকে মিশ্রি খেয়ে নিয়ে ওষুধটুকু ফেলে দিতে উৎসাহিত করে, তবে সে নেহাৎই মহামূর্খ। একইভাবে বেদের পুষ্পিত বাক্যে স্বর্গীয় সুখের বর্ণনা করা হয়েছে, তা বেদের যথার্থ ফল প্রদান করে না, বরং তা কেবল সুসজ্জিত এবং প্রস্ফুটিত ইন্দ্রিয় তর্পণ সরবরাহ করে। বেদে (ঋগ্ বেদ ১/২২/২০) বলা হয়েছে, *তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*। এমনকি স্বর্গের স্থায়ী বাসিন্দা, দেবতাগণ, সর্বদা পরমেশ্বরের নিত্যধামের

অন্বেষণ করছেন। যে সমস্ত মূর্খ লোক স্বর্গের জীবন যাত্রার মানের প্রশংসা করে, তাদের মনে রাখা উচিত যে, স্বয়ং দেবগণ হচ্ছেন পরমেশ্বরের ভক্ত। কেউ যেন তথাকথিত বৈদিক জ্ঞানের ভণ্ড প্রচারক না হন, বরং তাঁর উচিত কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে জীবনপথে প্রগতির বিঘ্নগুলির প্রকৃত সমাধান করা।

শ্লোক ২৭

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে ॥ ২৭ ॥

কামিনঃ—কামুক ব্যক্তিরা; **কৃপণাঃ**—কৃপণরা; **লুব্ধাঃ**—লোভী; **পুষ্পেষু**—ফুল; **ফলবুদ্ধয়ঃ**—অন্তিম ফল বলে মনে করে; **অগ্নি**—আগুনের দ্বারা; **মুগ্ধাঃ**—বিভ্রান্ত; **ধূম-তান্তাঃ**—ধোঁয়ার জন্য দম বন্ধ হওয়া; **স্বম্**—তাদের নিজেদের; **লোকম্**—পরিচিতি; **ন-বিদন্তি**—জানে না; **তে**—তারা।

অনুবাদ

যারা কাম বাসনা, ধনলিপ্সা এবং লোভে পূর্ণ, তারা কেবল ফুলকেই জীবনের যথার্থ ফল মনে করে ভুল করে। অগ্নির তেজে বিভ্রান্ত হয়ে এবং তার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হওয়ার উপক্রমে তারা তাদের নিজের প্রকৃত পরিচিতিই বুঝে ওঠে না।

তাৎপর্য

স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্ত হয়ে, তারা হয়ে ওঠে গর্বোদ্ধত বিচ্ছিন্নতাবাদী; সমস্ত কিছুই তারা নিজের আর তাদের বান্ধবীদের জন্য চায়, আর তারা হয়ে ওঠে লোভী কৃপণ, উদ্বেগ আর হিংসায় পূর্ণ। এইরূপ দুর্ভাগা ব্যক্তিরা বেদের পুষ্পিত বাক্যকেই জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি বলে মনে করে। *অগ্নিমুগ্ধাঃ* "অগ্নির দ্বারা বিভ্রান্ত" শব্দটি সূচিত করে যে, এইরূপ লোকেরা মনে করে জাগতিক ফলদায়ী বৈদিক অগ্নি যজ্ঞই সর্বোচ্চ ধর্মীয় সত্য, আর এইভাবে তারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়। অগ্নি ধূম্র উৎপাদন করে, তাতে দৃষ্টিশক্তি বিকৃত হয়। তদ্রূপ, সকাম অগ্নিযজ্ঞের পন্থা হচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন এবং বিকৃত, তাতে চিন্ময় আত্মার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকে না। ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সকাম ধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, আর ভগবৎধামে আত্মার প্রকৃত আশ্রয় সম্বন্ধেও বুঝে ওঠে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমে উপনীত করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নিশ্চিতভাবে পরম সত্য, আর আমাদের জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে ভালবাসা। বৈদিক জ্ঞান ধৈর্যের সঙ্গে বদ্ধজীবকে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত স্তরে উপনীত করতে চেষ্টা করে।

শ্লোক ২৮

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ ।
উক্থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ ॥ ২৮ ॥

ন—করে না; তে—তারা; মাম্—আমাকে; অঙ্গ—প্রিয় উদ্ধব; জানন্তি—জানে; হৃদি-স্থম্—হৃদয়স্থিত, য—যারা; ইদম্—এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে; যতঃ—যার থেকে উৎপত্তি হয়েছে; উক্থ-শস্ত্রাঃ—যারা মনে করে বৈদিক বাহ্যিক আচার আচরণ প্রশংসনীয়, অন্যথায়, যাদের জন্য নিজের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি যজ্ঞে পশু হত্যার অস্ত্র স্বরূপ; হি—বস্তুত; অসুতৃপঃ—কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণে আগ্রহী; যথা—ঠিক যেমন; নীহার—কুয়াশায়; চক্ষুষঃ—যাদের চক্ষু।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, বৈদিক আনুষ্ঠানিকতা লব্ধ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্রতী মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, আমি প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত, আর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমা থেকে অভিন্ন এবং আমা হতে উৎপন্ন। বাস্তবে, যাদের দৃষ্টি কুয়াশার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে, এরা হচ্ছে তাদের মতো।

তাৎপর্য

উক্থ শস্ত্রাঃ শব্দটির দ্বারা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণকে বোঝায়, যার দ্বারা ইহজগতে ও পরজগতে সকাম কর্মের ফল লাভ করা যায়। *শস্ত্র* বলতে অস্ত্রকেও বোঝায়, আর এইভাবে, *উক্থ শস্ত্র* বলতে বৈদিক যজ্ঞে উৎসর্গিত পশু হত্যা করার জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রকেও বোঝায়। দৈহিক তৃপ্তির জন্য যারা বৈদিক জ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করছে, তারা জাগতিক ধর্মনীতির অস্ত্র দিয়ে নিজেদেরকে বলি দিচ্ছে। তাদেরকে আবার যারা ঘন কুয়াশার মধ্যে দেখতে চেষ্টা করছে তাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জীবনের মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি, যাতে মানুষ তার দেহস্থিত নিত্য আত্মাকে অস্বীকার করে, সেটিই হচ্ছে অজ্ঞতার ঘন কুয়াশা, যা আমাদের ভগবৎ দর্শনের শক্তিকে আটকে রাখে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই তাঁর উপদেশের শুরুতেই জীবনের দেহাত্মবুদ্ধিরূপ গভীর অজ্ঞতা নিরসন করেছেন। ধর্ম মানে হচ্ছে ভগবানের বিধান। ভগবানের অন্তিম আদেশ, অথবা বিধান হচ্ছে, প্রতিটি বদ্ধজীব তাঁর শরণাগত হবে, তাঁর সেবা করতে ও তাঁকে ভালবাসতে শিখবে, আর ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করবে। এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা।

শ্লোক ২৯-৩০

**তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ ।
হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্ যজ্ঞ এব ন চোদনা ॥ ২৯ ॥
হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া ।
যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃভূতপতীন্ খলাঃ ॥ ৩০ ॥**

তে—তারা; **মে**—আমার; **মতম্**—সিদ্ধান্ত; **অবিজ্ঞায়**—না বুঝে; **পরোক্ষম্**—গোপনীয়; **বিষয়-আত্মকাঃ**—ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন; **হিংসায়াম্**—হিংস্রতার প্রতি; **যদি**—যদি; **রাগঃ**—আসক্তি; **স্যাৎ**—হতে পারে; **যজ্ঞ**—যজ্ঞের বিধানে; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **ন**—নেই; **চোদনা**—উৎসাহ প্রদান; **হিংসা-বিহারা**—যারা হিংস্রতার মাধ্যমে আনন্দ পায়; **হি**—বস্তুত; **আলব্ধৈঃ**—যাকে হত্যা করা হয়েছে; **পশুভিঃ**—পশুদের মাধ্যমে; **স্ব-সুখ**—তাদের নিজসুখের জন্য; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছা নিয়ে; **যজন্তে**—উপাসনা করে; **দেবতাঃ**—দেবগণ; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা; **পিতৃ**—পিতৃ-পুরুষগণ; **ভূত-পতীন্**—ভূতদের নেতা; **খলাঃ**—নিষ্ঠুর ব্যক্তিরা।

অনুবাদ

যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উৎসর্গিকৃত প্রাণ, তারা আমার দ্বারা বর্ণিত বৈদিক জ্ঞানের গোপনীয় সিদ্ধান্ত বুঝতে পারে না। হিংস্রতার মাধ্যমে আনন্দ পেতে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ পশুকে যজ্ঞে বলি দেয়। আর এইভাবে তারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, এবং ভূতপ্রেতের নেতাদের পূজা করে। বৈদিক যজ্ঞ পদ্ধতিতে এইরূপ হিংস্রতার জন্য রজোগুণকে কখনই উৎসাহিত করা হয়নি।

তাৎপর্য

নিষ্ঠুর, নিম্নশ্রেণীর মানুষ, যারা মাংস আর রক্তের স্বাদ না পেলে বাঁচতে পারে না, তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বৈদিক শাস্ত্রে সাময়িকভাবে যজ্ঞে পশু বলি দেওয়ার বিধান রয়েছে। মদের দোকানের লাইসেন্স পেতে যেমন অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়, আর তার ফলে মদের খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা সীমিত করা হয়, তেমনই এই সমস্ত ছাড়ের সঙ্গে অনেক বাধ্যবাধকতার অনুষ্ঠান রয়েছে, যাতে এগুলি সীমিত থাকে, আর ধীরে ধীরে পশু হত্যা নিষেধ করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। কিন্তু বিবেকহীন লোকেরা এই সমস্ত সীমিত অনুমোদনকে বিকৃত করে, আর ঘোষণা করে যে, বৈদিক যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পশু হত্যা করা। জড়বাদী হওয়ার জন্য ওরা পিতৃলোক অথবা দেবলোকে উন্নীত হওয়ার বাসনা করে, আর সেই ধরনের উপাসনা করে। কখনও কখনও কিছু লোক ভূত প্রেত সুলভ সূক্ষ্ম

জীবন চর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভূতের পূজা করে। এই সমস্ত পন্থা হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার প্রকৃত ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে স্থূল অজ্ঞতা সমন্বিত। অসুরেরা বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করে কিন্তু ভগবান নারায়ণের প্রতি তারা ঈর্ষাপরায়ণ, কেননা তারা মনে করে যে, দেবগণ, পিতৃপুরুষ অথবা মহাদেব সকলেই ভগবানের সমান। বৈদিক অনুষ্ঠানের কর্তা সম্বন্ধে জানলেও, তারা বেদের অন্তিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, আর তাই কখনও ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করে না। এইভাবে পশুঘাতী আসুরিক সমাজে মিথ্যা ধর্মনীতি বৃদ্ধি হয়। আমেরিকার মতো দেশের মানুষেরা নিজেদেরকে বাহ্যিকভাবে কেবল এক ঈশ্বরের উপাসক বলে ঘোষণা করলেও, তারা অসংখ্য জনপ্রিয় বীর, যেমন শিল্পী, রাজনীতিবিদ, ক্রীড়াবিদ এবং এই ধরনের নগণ্য ব্যক্তিদের পূজা এবং গুণকীর্তন করেই থাকেন। পশুঘাতীরা, স্থূল জড়বাদী, তাই তারা অনিবার্যভাবে জড় মায়ার অসাধারণ দিকগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর কৃষ্ণভাবনামৃত বা পারমার্থিক জীবনের যথার্থ স্তর সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে না।

শ্লোক ৩১

স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম্ ।
আশিষো হৃদি সঙ্কল্প্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্ ॥ ৩১ ॥

স্বপ্ন—স্বপ্ন; **উপমম্**—তুল্য; **অমুম্**—সেই; **লোকম্**—জগৎ (মৃত্যুর পর); **অসন্তম্**—মিথ্যা; **শ্রবণ-প্রিয়ম্**—শ্রবণে আগ্রহী; **আশিষঃ**—এই জীবনের জাগতিক কৃতিত্ব; **হৃদি**—তাদের হৃদয়ে; **সংকল্প্য**—কল্পনা করে; **ত্যজন্তি**—ত্যাগ করে; **অর্থান্**—তাদের সম্পদ; **যথা**—মতো; **বণিক্**—ব্যবসায়ী।

অনুবাদ

মূর্খ ব্যবসায়ী যেমন অনর্থক মনগড়া ব্যবসায়ে তার আসল অর্থ ব্যয় করে, তেমনই মূর্খ লোকেরা জীবনের যথার্থ মূল্যবান সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, আর তার পরিবর্তে স্বর্গে উপনীত হতে চেষ্টা করে। সেই সম্বন্ধে শ্রবণ করতে খুব সুন্দর হলেও বাস্তবে তা অসত্য, স্বপ্নের মতো। এইরূপ বিভ্রান্ত মানুষ তাদের হৃদয়ে কল্পনা করে যে, তারা সমস্ত প্রকার জড় আশীর্বাদ লাভ করবে।

তাৎপর্য

ইহলোকে এবং পরলোকে যথোপযুক্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করার জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষ কঠোর পরিশ্রম করছে। আমরা নিত্য জীব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভগবৎ সান্নিধ্যে জ্ঞানময় এবং আনন্দময় থাকার কথা। কিন্তু

জ্ঞানময় আনন্দময় এই পদ ত্যাগ করে, মূর্খ ব্যবসায়ী যেমন তার মূলধনকে কাল্পনিক, অফলপ্রদ পথে অপব্যয় করে, তেমনই আমরা দৈহিক সুখের আলেয়ার আলোর পিছনে ছুটে সময়ের অপচয় করি।

শ্লোক ৩২

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষাঃ ।
উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন যথৈব মাম্ ॥ ৩২ ॥

রজঃ—রজোগুণে; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—বা অজ্ঞতা; **নিষ্ঠাঃ**—অধিষ্ঠিত; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—অথবা তমোগুণ; **জুষঃ**—প্রকাশক; **উপাসতে**—উপাসনা করে; **ইন্দ্র-মুখ্যান্**—ইন্দ্রাদি দেবগণ; **দেব-আদীন্**—দেবতা এবং অন্যান্য বিগ্রহগণ; **ন**—কিন্তু নয়; **যথা-এব**—যথারূপে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

যারা জাগতিক সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণে অধিষ্ঠিত, তারা সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ প্রকাশকারী ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং অন্যান্য বিশেষ বিগ্রহের উপাসনা করে থাকে। তবে, সুষ্ঠুরূপে আমার উপাসনা করতে কিন্তু ওরা ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, দেবোপাসনার মাধ্যমে একটি ভুল ধারণা বর্ধিত হয় যে, দেবগণ ভগবান থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। এইরূপ উপাসনা হচ্ছে *অবিধি-পূর্বকম্*, অর্থাৎ ভুলপথে পরম সত্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা। শ্রীল মধ্বাচার্য *হরিবংশ* থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, যারা প্রাথমিকভাবে তমোগুণে রয়েছে, তারা কখনও কখনও রজ এবং সত্ত্বগুণও প্রকাশ করে। যে সমস্ত তমোগুণী লোকের সত্ত্বগুণের দিকে একটু প্রবণতা রয়েছে, তারা নরকে গেলেও অল্প কিছু স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতে অনুমোদিত। এইভাবে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি আর্থিক বা রাজনৈতিকভাবে ভীষণ কষ্টে রয়েছেন, তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা নারকীয় হলেও কিন্তু তিনি সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গ সুখ উপভোগ করছেন। যারা স্বল্প রজোগুণ মিশ্রিত তমোগুণে রয়েছে, তারা কেবল নরকে যায়, আর যারা একান্তই তমোগুণে রয়েছে, তারা নরকের গভীরতম অন্ধকার প্রদেশে পতিত হয়। যারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিহীন, তারা এই তিন পর্যায়ের কোন না কোন পর্যায়ে রয়েছে। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কখনও কখনও পরমেশ্বর ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে, কিন্তু তারা দেবতাদের প্রতি বেশী আকৃষ্ট, তারা বিশ্বাস করে যে, বৈদিক অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করার মাধ্যমে তারা দেবতাদের পর্যায়ের জীবনচর্যা লাভ করতে

পারবে। এই গর্বিত প্রবণতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার প্রতিবন্ধক, আর অবশেষে তা পতন ঘটায়।

শ্লোক ৩৩-৩৪

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি ।
তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ ॥ ৩৩ ॥
এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্ ।
মানিনাং চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্তাপি ন রোচতে ॥ ৩৪ ॥

ইষ্ট্বা—যজ্ঞ সম্পাদন করে; **ইহ**—ইহজগতে; **দেবতাঃ**—দেবতাদের প্রতি; **যজ্ঞৈঃ**—আমাদের যজ্ঞের দ্বারা; **গত্বা**—গমন করে; **রংস্যামহে**—আমরা উপভোগ করব; **দিবি**—স্বর্গে; **তস্য**—সেই ভোগের; **অন্তে**—শেষে; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **ভূয়াস্মঃ**—আমরা হব; **মহাশালাঃ**—মহাগৃহস্থ; **মহা-কুলাঃ**—সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য; **এবম্**—এইভাবে; **পুষ্পিতয়া**—পুষ্পিতের দ্বারা; **বাচা**—বাক্য; **ব্যাক্ষিপ্ত-মনসাম্**—যাদের মন বিভ্রান্ত; **নৃণাম্**—মানুষের; **মানিনাম্**—অত্যন্ত গর্বিত; **চ**—এবং; **অতি-লুব্ধানাম্**—অত্যন্ত লোভী; **মৎ-বার্তা**—আমার সম্বন্ধীয় বিষয়; **অপি**—এমনকি; **ন রোচতে**—আকর্ষণ নেই।

অনুবাদ

দেবতা উপাসকরা ভাবে, "আমরা এই জীবনে দেবতা পূজা করব, আর আমাদের সম্পাদিত যজ্ঞের ফলে আমরা স্বর্গে গমন করে সেখানে উপভোগ করব। যখন ভোগ শেষ হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীতে ফিরে এসে সম্ভ্রান্ত বংশে মহান গৃহস্থ রূপে জন্ম গ্রহণ করব।" অত্যন্ত গর্বিত এবং লোভী হওয়ার জন্য এই সমস্ত লোকেরা বেদের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবান হিসাবে আমার বিষয়ে তারা আকৃষ্ট নয়।

তাৎপর্য

চিন্ময় জগতে প্রেমলীলায় রত পরম কামদেব ভগবানের দিব্য রূপেই কেবল প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়। ভগবল্লীলার নিত্য আনন্দকে অবহেলা করে মূর্খ দেবোপাসকরা ভগবানের মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখার ফলে বিপরীত ফলই কেবল তারা প্রাপ্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, তারা একাদিক্রমে জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

শ্লোক ৩৫

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে ।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বেদাঃ—বেদ সকল; **ব্রহ্ম-আত্ম**—আত্মা হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময়, এই জ্ঞান; **বিষয়াঃ**—বিষয়বস্তু রূপে লাভ করে; **ত্রিকাণ্ডবিষয়া**—তিনটি বিভাগে বিভক্ত (সেগুলি হচ্ছে সকাম কর্ম, দেবোপাসনা এবং পরম সত্যের উপলব্ধি); **ইমে**—এই সকল; **পরোক্ষবাদাঃ**—গোপনীয়ভাবে বলা; **ঋষয়ঃ**—বেদবেত্তাগণ; **পরোক্ষম্**—পরোক্ষ ব্যাখ্যা; **মম**—আমার প্রতি; **চ**—এবং; **প্রিয়ম্**—প্রিয়।

অনুবাদ

তিনভাগে বিভক্ত বেদ প্রকাশ করে যে, জীব হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা। বেদ-তত্ত্বদ্রষ্টাগণ এবং মন্ত্র, কিন্তু এই বিষয়ে পরোক্ষভাবে আলোচনা করে, আর এইরূপ গোপনীয় বর্ণনায় আমিও খুশি।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে, বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য জাগতিক ভোগ, এই ধারণাকে খণ্ডন করেছেন, আর এখানে তিনি বৈদিক শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করেছেন, যা হচ্ছে আত্মোপলব্ধি। বদ্ধ জীবেরা জড়া শক্তির জালে পড়ে সংগ্রাম করলেও তাদের প্রকৃত অবস্থাটি হচ্ছে ভগবদ্ধামে নিত্য জীবন উপভোগ করা। বেদসমূহ বদ্ধজীবকে ক্রমশঃ মায়ার অন্ধকার থেকে উন্নীত করে ভগবানের নিত্য প্রেমময়ী সেবায় অধিষ্ঠিত করে। *বেদান্ত সূত্রে* (৪/৪/২৩) বলা হয়েছে, *অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ*, "বেদের জ্ঞান যথাযথভাবে শ্রবণ করলে তাকে আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ফিরে আসতে হবে না।"

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, ভগবান স্বয়ং, তাঁর প্রতিনিধিগণ, বেদতত্ত্বদ্রষ্টাগণ এবং মন্ত্রসমূহ কেন গোপনীয় বা পরোক্ষ রূপে বলেন। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য*—পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে এত সহজে প্রকাশ করতে চান না, আর এইভাবেই তিনি বাহ্যিক অথবা শত্রুভাবাপন্ন মানুষের নিকট প্রকাশিত নন। শিশুকে যেমন ওষুধ খাওয়াতে মিছরি খেতে দেওয়া হয়, তেমনই জড় পরিবেশের দ্বারা কলুষিত মানুষকে জড় ফলপ্রদ সকাম বৈদিক অনুষ্ঠানাদির মিছরি প্রদান করে তাদেরকে আত্মশুদ্ধি করতে অনুপ্রাণিত করা হয়। বৈদিক ব্যাখ্যার গোপনীয়তা হেতু অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বেদের অন্তিম দিব্য উদ্দেশ্যের প্রশংসা করতে পারে না, কাজেই তারা ইন্দ্রিয় তর্পণের স্তরে পতিত হয়।

ব্রহ্মাত্ম শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানকে বিশেষভাবে সূচিত করে, যিনি *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, তাঁর সম্বন্ধীয় জ্ঞান হচ্ছে *রাজগুহ্যম্*, সমস্ত রহস্যের মধ্যে পরম গোপনীয়। যে ব্যক্তি জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর নির্ভর করে, সে পরম সত্য সম্বন্ধে স্থূল অজ্ঞতায় অবস্থান করে। যে ব্যক্তি মনোধর্ম এবং বৌদ্ধিক জল্পনা-কল্পনা করে

চলেন, তিনি হয়তো একটু ধারণা পেতে পারেন যে, জড় দেহের মধ্যে নিত্য আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ই বর্তমান। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ণবিশ্বাসে *ভগবদ্গীতার* বাণী শ্রবণ করে স্বয়ং ভগবানের উপর নির্ভর করেন, তিনি বৈদিক জ্ঞানের যথার্থ উদ্দেশ্য পূর্ণ করে এবং সমস্ত পরিস্থিতি যথার্থরূপে উপলব্ধি করে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্লোক ৩৬

শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥ ৩৬ ॥

শব্দব্রহ্ম—বেদের দিব্য শব্দ; **সুদুর্বোধম্**—উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন; **প্রাণ**—প্রাণবায়ুর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—এবং মন; **ময়ম্**—বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত; **অনন্তপারম্**—অসীম; **গম্ভীরম্**—গভীর; **দুর্বিগাহ্যম্**—অপরিমেয়; **সমুদ্রবৎ**—সমুদ্রের মতো।

অনুবাদ

বেদের দিব্য শব্দ উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুরূহ এবং তা প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনের বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়। বেদের এই শব্দ অসীম, অত্যন্ত গভীর এবং ঠিক সমুদ্রের মতো অপরিমেয়।

তাৎপর্য

বেদের জ্ঞান অনুসারে, বৈদিক শব্দ চারটি পর্যায়ে বিভক্ত, যা কেবল পরম বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণগণই উপলব্ধি করতে পারেন। তার কারণ হচ্ছে তিনটি বিভাগই জীবের অন্তরে অবস্থিত এবং কেবল চতুর্থ বিভাগটি, বাক্যরূপে বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত। বৈদিক শব্দের চতুর্থ পর্যায়, যাকে বলে *বৈখরী,* সেটিও সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই বিভাগগুলিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। *পরা* নামক বৈদিক শব্দের *প্রাণ* পর্যায়টি *আধার চক্রে* অবস্থিত; *পশ্যন্তি* নামক মানসিক পর্যায়টি নাভিদেশের *মণিপুরক চক্র* অংশে অবস্থিত; *মধ্যমা* নামক বুদ্ধিমত্তার স্তরটি হৃদয়ের *অনাহত চক্রে* অবস্থিত। অবশেষে, বৈদিক শব্দের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রকাশকে বলা হয় *বৈখরী।*

এইরূপ বৈদিক শব্দ হচ্ছে অনন্তপার, কেননা তা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থ এবং তার বাইরেরও সমস্ত প্রাণশক্তিকে ধারণ করে, আর তা কাল বা স্থানের দ্বারা অবিভাজ্য। বাস্তবে, বৈদিক শব্দ হচ্ছে খুব সূক্ষ্ম, অপরিমেয় এবং এত গভীর যে, তা স্বয়ং ভগবান এবং ব্যাসদেব-নারদ মুনির মতো ভগবৎ শক্তিপ্রাপ্ত অনুগামীগণই কেবল

এর যথার্থরূপ এবং অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন। সাধারণ মানুষ বৈদিক শব্দের জটিলতা এবং সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করলে, মানুষ তৎক্ষণাৎ বৈদিক জ্ঞানের আদি উৎস, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপ, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সিদ্ধান্তকে উপলব্ধি করতে পারেন। মূর্খলোকেরা তাদের প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয় এবং মনকে ইন্দ্রিয় তর্পণে নিয়োগ করে, আর এইভাবে তারা ভগবানের পবিত্র নামের দিব্য মহিমা বুঝতে পারে না। সর্বোপরি সমস্ত বৈদিক শব্দের সার হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম, যা হচ্ছে স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবান যেহেতু অসীম, তাঁর পবিত্র নামও সমানভাবে অসীম। ভগবানের প্রত্যক্ষ কৃপা ছাড়া কেউই ভগবানের দিব্য মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না। নিরপরাধে ভগবানের পবিত্র নাম, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥—জপ করার মাধ্যমে আমরা বৈদিক শব্দের দিব্য রহস্যে প্রবেশ করতে পারি। অন্যথায় বেদের জ্ঞান দুর্বিগাহ্যম্, অর্থাৎ দুর্ভেদ্যই থেকে যাবে।

শ্লোক ৩৭

ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা ।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে ॥ ৩৭ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **উপবৃংহিতম্**—প্রতিষ্ঠিত; **ভূম্না**—অসীমের দ্বারা; **ব্রহ্মণা**—অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মের দ্বারা; **অনন্তশক্তিনা**—অনন্ত শক্তির; **ভূতেষু**—জীবগণের মধ্যে; **ঘোষ-রূপেণ**—সূক্ষ্ম শব্দ রূপে, ওঁকার; **বিসেষু**—পদ্মনালের সূক্ষ্ম তন্তু সদৃশ আবরণে; **ঊর্ণা**—একটি তন্তু; **ইব**—মতো; **লক্ষ্যতে**—দৃষ্ট হয়।

অনুবাদ

অসীম, অপরিবর্তনীয় এবং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান রূপে সর্বজীবের হৃদয়ে নিবাস করে, ব্যক্তিগতভাবে আমি সমস্ত জীবের মধ্যে ওঁকার রূপী বৈদিক শব্দধ্বনি প্রতিষ্ঠিত করি। পদ্মনালের তন্তুর সুতোর মতো, সূক্ষ্মরূপে একে অনুভব করা যায়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে ব্যক্তিগতভাবে নিবাস করেন, আর এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বৈদিক জ্ঞানের বীজও সমস্ত জীবের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। এইভাবে, বৈদিক জ্ঞানের জাগরণ পদ্ধতি এবং তার মাধ্যমে তার ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের জাগরণ হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য স্বাভাবিক এবং

প্রয়োজনীয়। সমস্ত জীবের হৃদয়েই সমস্ত সিদ্ধি লক্ষিত হয়; ভগবানের পবিত্র নামের দ্বারা যেই মাত্র হৃদয় পবিত্র হয়, তৎক্ষণাৎ সেই সিদ্ধি, কৃষ্ণভক্তি, জাগরিত হয়।

শ্লোক ৩৮-৪০

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ ।
আকাশাদ্ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা ॥ ৩৮ ॥
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ ।
ওঙ্কারাদ্ ব্যঞ্জিতস্পর্শ-স্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্ ॥ ৩৯ ॥
বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **উর্ণ-নাভিঃ**—মাকড়সা; **হৃদয়াৎ**—তার হৃদয় থেকে; **উর্ণাম্**—তার জাল; **উদ্বমতে**—নির্গত করে; **মুখাৎ**—মুখ দিয়ে; **আকাশাৎ**—আকাশ থেকে; **ঘোষবান্**—শব্দতরঙ্গ প্রকাশ করছে; **প্রাণঃ**—আদি প্রাণবায়ু রূপে ভগবান; **মনসা**—আদি মনের মাধ্যমে; **স্পর্শরূপিণা**—বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণের রূপ প্রকাশকারী, স্পর্শবর্ণাদি ক্রমে; **ছন্দঃ-ময়ঃ**—সমস্ত পবিত্র বৈদিক ছন্দ সমন্বিত; **অমৃত-ময়ঃ**—দিব্য আনন্দপূর্ণ; **সহস্র-পদবীম্**—সহস্র দিকে শাখা বিস্তারকারী; **প্রভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ওঙ্কারাৎ**—সূক্ষ্ম ওঙ্কার ধ্বনি থেকে; **ব্যঞ্জিত**—বিস্তৃত; **স্পর্শ**—ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে বদ্ধ হয়; **স্বর**—স্বরবর্ণ; **উষ্ম**—উষ্মবর্ণ; **অন্ত-স্থ**—এবং অর্ধ স্বরবর্ণ; **ভূষিতাম্**—ভূষিত; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **ভাষা**—ভাষার দ্বারা; **বিততাম্**—বিবৃত; **ছন্দোভিঃ**—ছন্দ ব্যবস্থাপনা সহ; **চতুঃ-উত্তরৈঃ**—প্রত্যেকটিতে পূর্বেরটির থেকে চারটি বর্ণ বেশি রয়েছে; **অনন্ত-পারাম্**—অপার; **বৃহতীম্**—বৈদিক সাহিত্যের মহা বিস্তার; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন, **আক্ষিপেতে**—এবং সংবরণ করেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

ঠিক একটি মাকড়সা যেমন তার হৃদয়োত্থিত লালা দ্বারা মুখের মাধ্যমে জাল বিস্তার করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান দিব্য আনন্দপূর্ণ এবং সমস্ত বৈদিক ছন্দ সমন্বিত আদি প্রাণবায়ুর অনুরণন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। এইভাবে ভগবান তাঁর হৃদয় আকাশ থেকে মনের মাধ্যমে মহান এবং অসীম বৈদিক শব্দ সৃষ্টি করেন, যা হচ্ছে স্পর্শাদি দিব্য শব্দ সমন্বিত। ওঁঙ্কার থেকে ব্যঞ্জন, স্বর, উষ্ম এবং অর্ধস্বর বর্ণমালা সমন্বিত বৈদিক শব্দ সহস্র শাখায় বিস্তৃত। তারপর বেদকে অনেক বিচিত্র বাক্য দিয়ে বিস্তারিত করা হয়েছে, তা আবদ্ধ বিভিন্ন ছন্দে,

প্রত্যেকটি পূর্বেরটির অপেক্ষা চারটি করে আরও বর্ণসমন্বিত। অবশেষে ভগবান তাঁর নিজের মধ্যে বৈদিক শব্দের প্রকাশকে পুনরায় সংবরণ করে নেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই তিনটি শ্লোকের বিস্তারিত বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা বুঝতে হলে সংস্কৃত ভাষায় সুদূর প্রসারি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। মূল কথা হচ্ছে যে, বৈদিক শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়, যেটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, পরম সত্যের প্রকাশ। বৈদিক শব্দ ভগবান থেকে উদ্‌গত হয়, এবং তাঁকে উপলব্ধি করার জন্য ও তাঁর গুণকীর্তন করতে তা প্রতিধ্বনিত করা হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* সমস্ত বৈদিক শব্দ তরঙ্গের সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়, যেখানে ভগবান বলছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল ভগবানকে জানতে আর ভালবাসতে আমাদের শিক্ষা প্রদান করা। যিনি সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন, ভগবানের ভক্ত হন, এবং ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে ভগবানকে প্রণাম ও পূজা করেন, তাঁর পবিত্র নাম জপ করেন, তিনি *বেদ* (জ্ঞান) শব্দে যা কিছু বোঝায় তার যথার্থ উপলব্ধি অবশ্যই লাভ করেছেন।

শ্লোক ৪১

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ ।
ত্রিষ্টুব্‌জগত্যতিচ্ছন্দো হ্যত্যষ্ট্যতিজগদ্ বিরাট্ ॥ ৪১ ॥

গায়ত্রী-উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্ চ—গায়ত্রী, উষ্ণিক্ এবং অনুষ্টুপ্ নামে পরিচিত; **বৃহতী-পঙ্‌ক্তিঃ**—বৃহতী এবং পঙ্‌ক্তি; **এব চ**—এবং; **ত্রিষ্টুব্ জগতি অতিচ্ছন্দঃ**—ত্রিষ্টুপ, জগতী এবং অতিচ্ছন্দ; **হি**—বস্তুত; **অত্যষ্টি-অতিজগৎ-বিরাট্**—অত্যষ্টি, অতিজগতী ও অতিবিরাট।

অনুবাদ

বৈদিক ছন্দসমূহ হচ্ছে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিচ্ছন্দ, অত্যষ্টি, অতিজগতী এবং অতিবিরাট।

তাৎপর্য

গায়ত্রী ছন্দের রয়েছে চব্বিশটি অক্ষর, উষ্ণিকের আঠাশটি, অনুষ্টুপের বত্রিশটি ইত্যাদি প্রত্যেকটি, প্রতিটি ছন্দের পূর্বেরটির অপেক্ষা চারটি করে অক্ষর বেশি রয়েছে। বৈদিক শব্দকে বলা হয় *বৃহতী*, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত, আর তাই সাধারণ জীবের পক্ষে এই ব্যাপারে সমস্ত বিশেষ বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৪২

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্ বেদ কশ্চন ॥ ৪২ ॥

কিম্—কী; **বিধত্তে**—বিধেয় (কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে); **কিম্**—কী; **আচষ্টে**—সূচিত করে (দেবতাকাণ্ডে উপাস্য রূপে); **কিম্**—কী; **অনূদ্য**—বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণিত; **বিকল্পয়েৎ**—বিকল্পের সম্ভাবনা উৎপন্ন করে (জ্ঞান কাণ্ড); **ইতি**—এইভাবে; **অস্যাঃ**—বৈদিক সাহিত্যের; **হৃদয়ম্**—হৃদয়, অথবা গোপনীয় উদ্দেশ্য; **লোকে**—ইহলোকে; **ন**—করে না; **অন্যঃ**—অন্য; **মৎ**—আমাপেক্ষা; **বেদ**—জানে; **কশ্চন**—যে কেউ।

অনুবাদ

সারা বিশ্বে একমাত্র আমি ছাড়া বৈদিক জ্ঞানের গুপ্ত উদ্দেশ্য বাস্তবে কেউ বোঝে না। কর্মকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক বিধানে বেদে প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে, বা উপাসনা কাণ্ডে যে পূজা পদ্ধতি পাওয়া গিয়েছে তাতে কী বস্তুকে আসলে সূচিত করছে, অথবা বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিভাগে বিভিন্ন অনুমানের মাধ্যমে কোন বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, মানুষ তা জানে না।

তাৎপর্য

পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য। ভগবান যেহেতু বৈদিক জ্ঞানের উৎস, পালক এবং অন্তিম লক্ষ্য, তিনিই হচ্ছেন বেদবিৎ, অর্থাৎ বৈদিক জ্ঞানের একমাত্র যথার্থ জ্ঞাতা। তথাকথিত দার্শনিক, তিনি বৈদিক পণ্ডিতই হন অথবা সাধারণ মানুষই হন, তাঁরা তাঁদের পক্ষপাতদুষ্ট মত প্রদান করতে পারেন, কিন্তু ভগবান স্বয়ং, তিনিই জানেন বেদের গোপনীয় উদ্দেশ্য। সমস্ত জীবের জন্য ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র যথার্থ আশ্রয় এবং প্রেমাস্পদ। তিনি *ভগবদ্গীতার* (১০/৪১) দশম অধ্যায়ে বলেছেন—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥

"ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন ও বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সবই আমার তেজাংশসম্ভূত বলে জানবে।" সমস্ত সৌন্দর্য, অনন্য সাধারণ এবং তেজস্বী প্রকাশসমূহ হচ্ছে ভগবানের নিজ ঐশ্বর্যের নগণ্য প্রদর্শন মাত্র। সাধারণ লোক ধর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে বিবাদ করলেও, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এক, কৃষ্ণভক্তি বা শুদ্ধ

ভগবৎ-প্রেম। সমস্ত বৈদিক সূত্রকে কৃষ্ণভক্তির সিদ্ধস্তরে উপনীত হওয়ার জন্য প্রাথমিক পর্যায় বলে বুঝতে হবে, যে স্তরে মানুষ ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার জন্য পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। ভগবানের শুদ্ধভক্ত এই পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন আর ভগবান কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন কোন কিছুই কখনও বলেন না। তাঁরা যেহেতু ভগবানের নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করছেন, তাই তাঁদেরকেও বেদের যথার্থ জ্ঞাতা বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৪৩

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্ ।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্ ।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ৪৩ ॥

মাম্—আমাকে; **বিধত্তে**—যজ্ঞে নির্দেশ করে; **অভিধত্তে**—উপাস্য রূপে নির্ধারণ করে; **মাম্**—আমাকে; **বিকল্প্য**—বিকল্প অনুমান রূপে উপস্থাপিত; **অপোহ্যতে**—আমি ভুল বলে প্রতিপন্ন; **তু**—ও; **অহম্**—আমি; **এতাবান্**—এইভাবে; **সর্ববেদ**—সমস্ত বেদের; **অর্থঃ**—অর্থ; **শব্দঃ**—দিব্য শব্দতরঙ্গ; **আস্থায়**—স্থাপন করে; **মাম্**—আমাকে; **ভিদাম্**—জড় দ্বন্দ্ব; **মায়ামাত্রম্**—কেবলই মায়া; **অনূদ্য**—বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করা; **অন্তে**—অবশেষে; **প্রতিষিধ্য**—অস্বীকার করা; **প্রসীদতি**—সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

আমিই বেদ কর্তৃক আদিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠান, এবং আমিই উপাস্য বিগ্রহ। বিভিন্ন দার্শনিক অনুমান রূপে আমাকেই উপস্থাপন করা হয়, এবং আমিই দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা খণ্ডিত হই। দিব্য শব্দতরঙ্গ, এইভাবে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান সারার্থ রূপে আমাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। বেদসমূহ, সমস্ত জড় দ্বন্দ্বকে আমার মায়াশক্তি ছাড়া কিছুই নয়, এইরূপে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে, অবশেষে এই সমস্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের নিজ নিজ সন্তুষ্টি লাভ করেন।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, বেদের অন্তিম উদ্দেশ্যের তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা, এবং এখন তিনি প্রকাশ করছেন যে, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের অন্তিম ভিত্তি এবং উদ্দেশ্য। বেদের কর্মকাণ্ড বিভাগে স্বর্গে উপনীত হওয়ার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান প্রদান করা হয়েছে। এই সমস্ত যজ্ঞই ভগবান

স্বয়ং। তেমনই, বেদের উপাসনা কাণ্ডে বিভিন্ন দেব-দেবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজার্হ বলে বর্ণনা করেছেন, আর এই সমস্ত দেব-দেবীরা ভগবানের শরীরের প্রকাশ হিসাবে তাঁরা স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিভাগে বিশ্লেষণাত্মক বিভিন্ন দার্শনিক পদ্ধতি উপস্থাপিত এবং খণ্ডিত হয়েছে। এইরূপ জ্ঞান, যা পরমেশ্বরের শক্তির বিশ্লেষণ করে, তা ভগবান থেকে অভিন্ন। সর্বোপরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছু, যেহেতু সবকিছুই ভগবানের বিবিধ শক্তির অংশ। জাগতিক কাম্য পুরস্কার প্রদান করার মাধ্যমে জাগতিক দ্বন্দ্বে মগ্ন মানুষকে বৈদিক সাহিত্যে বৈদিক জীবন ধারার প্রতি প্রলোভিত করলেও, কালক্রমে ভগবৎ-চেতনার স্তরে মানুষকে উপনীত করার মাধ্যমে সমস্ত জড় দ্বন্দ্ব খণ্ডন করেন, সেই স্তরে কোন কিছুই পরমেশ্বর থেকে ভিন্ন নয়।

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে বহুবিধ বিধান রয়েছে, আর তাতে বলা হয়েছে, জীবনের বিশেষ কোন এক পর্যায়ে সকাম অনুষ্ঠান ত্যাগ করে জ্ঞানের পথ অবলম্বন করা উচিত। তেমনই, অন্যান্য বিধানে বলে, আত্মোপলব্ধ ব্যক্তির উচিত মনোধর্মী জ্ঞানের পন্থা ত্যাগ করে, পরম সত্য, পরম পুরুষ ভগবানের আশ্রয় প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করা। কিন্তু এমন কোন বিধান নেই, যেখানে বলা হয়েছে যে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ত্যাগ করবে, কেননা সেটিই হচ্ছে প্রতিটি জীবের স্বরূপগত অবস্থান। বেদে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপিত এবং খণ্ডিত হয়েছে, যেহেতু অগ্রগতিশীল ব্যক্তিকে জ্ঞানের অগ্রগতির জন্য পূর্বের প্রতিটি স্তরকেই ত্যাগ করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যে ব্যক্তি যৌন সম্ভোগের প্রতি আসক্ত, তাকে শেখানো হয় যে, ধর্ম অনুসারে বিবাহ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সে যৌন আনন্দ পেতে পারে। যখন কেউ অনাসক্তির স্তরে অর্থাৎ সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করার স্তরে আসবেন, তখন এই ধরনের বিবাহিত জীবন পথের জ্ঞান তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। জীবনের সেই স্তরে তাঁর পক্ষে স্ত্রীলোকের দর্শন বা তাদের সঙ্গে বার্তালাপ করাও নিষিদ্ধ। অবশ্য, যখন তিনি কৃষ্ণভক্তির উন্নত স্তরে উপনীত হন, যখন সর্বত্র ভগবানের প্রকাশ দর্শন করেন, তখন তিনি পারমার্থিক পতনের ভয়শূন্য হয়ে, স্ত্রীলোক সহ, সমস্ত জীবকেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন। এইভাবে বৈদিক শাস্ত্রে পারমার্থিক দৃষ্টি অনুসারে বিভিন্ন উন্নত স্তরের জন্য বিভিন্ন বিধান উপস্থাপন এবং খণ্ডন করা হয়েছে। এই সমস্ত বিধান এবং পদ্ধতির অন্তিম উদ্দেশ্য যেহেতু কৃষ্ণভক্তি, ভগবানের প্রেমময়ী সেবা লাভ করা, সেগুলি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। সুতরাং বদ্ধজীব যেন মূর্খের মতো অপক্ক, মাধ্যমিক অথবা

সেই ধরনের অগ্রগতির স্তরকেই জীবনের যথার্থ লক্ষ্য মনে করে, ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের অগ্রগতি থামিয়ে না দেয়। পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে উৎস, পালক এবং সবকিছুর বিশ্রামস্থল, এবং প্রতিটি জীবই ভগবানের নিত্য দাস, এই সত্য অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। এইভাবে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে জ্ঞানময়, আনন্দময় ও নিত্য জীবন লাভ করার জন্য সর্বদাই আমাদের বেদের পথ অনুসরণ করে চলতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈদিক পথের ব্যাখ্যা' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

জড় সৃষ্টির উপাদান

এই অধ্যায় প্রাকৃতিক উপাদানের শ্রেণীবিভাগ, পুরুষ এবং স্ত্রী স্বভাবের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা ও জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে বর্ণনা করছে। জড় উপাদানের সংখ্যা নিয়ে অনেক মতবাদ রয়েছে। মায়া শক্তির প্রভাবে আনীত এই মতপার্থক্য কিন্তু অযৌক্তিক নয়। প্রকৃতির সমস্ত উপাদান সর্বত্র বর্তমান; ফলে, যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ পরমেশ্বর ভগবানের মায়া শক্তিকে স্বীকার করেছেন, তাঁরা বিবিধ তথ্য প্রদান করতেই পারেন। ভগবানের দুর্লঙ্ঘ্য মায়া শক্তিই হচ্ছে তাঁদের পরস্পর বিরোধী যুক্তি-তর্কের মূল।

পরম ভোক্তা এবং পরম নিয়ামকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আগে থেকেই তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচার করা মানে বোকামি। সাধারণ জ্ঞান হচ্ছে জড়া প্রকৃতির একটি গুণ মাত্র, সেটি ঠিক আত্মার নয়। জড়া প্রকৃতির স্থূল উপাদান নির্ধারিত হয় তার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে। সত্ত্বগুণে বলা হয় জ্ঞান, রজোগুণে বলা হয় ক্রিয়া, এবং তমোগুণে বলা হয় অজ্ঞতা। পরমেশ্বর ভগবানের আর এক নাম হচ্ছে কাল, এবং জড় প্রবণতার অপর নাম হচ্ছে সূত্র বা মহৎ-তত্ত্ব। প্রকৃতির পঁচিশটি উপাদান হচ্ছে ভগবান, প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ।

অপ্রকাশিত পরম পুরুষ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন মাত্র। পরমেশ্বরের অধীনস্থ জড়া প্রকৃতি, তখন কার্য এবং কারণের রূপ ধারণ করে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করে চলে। আপাত দৃষ্টিতে পুরুষ এবং প্রকৃতি অভিন্ন বলে মনে হলেও, এই দুই-এর মধ্যে একটি সর্বোপরি পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতির গুণ থেকে জড় সৃষ্টি উৎপন্ন আর এর স্বভাব হচ্ছে পরিবর্তনশীল। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ জীবেরা তাদের জড় কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার জড় দেহ ধারণ ও ত্যাগ করে। আত্মজ্ঞান রহিত জীবেরা মায়ার দ্বারা বিমোহিত হওয়ার জন্য এই ব্যাপারটি বোঝে না। সকাম কর্মের বাসনাপূর্ণ মন, এক দেহ থেকে অন্য দেহে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ে চলতে থাকে, ফলে আত্মাও তাকে অনুসরণ করে। ইন্দ্রিয় তর্পণে পূর্ণরূপে মগ্ন থাকার জন্য জীব তার অতীতের অবস্থিতি স্মরণ করতে পারে না। জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে দেহের নয় প্রকার পর্যায়ের প্রকাশ সংঘটিত হয়। সেগুলি হচ্ছে, গর্ভ সঞ্চার, গর্ভে অবস্থান, জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মধ্য বয়স, বার্ধক্য এবং মৃত্যু। পিতার মৃত্যু এবং পুত্রের জন্ম থেকে মানুষ

সহজেই তার নিজের দেহের উত্থান এবং পতন সম্বন্ধে অনুধাবন করতে পারে। অনুভবকারী, আত্মা হচ্ছে এই দেহ থেকে ভিন্ন। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে জীব জড় অস্তিত্বের চক্রেই গতি লাভ করে। এইভাবে সে জড় কর্মের বন্ধনে প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করতে থাকে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ঋষি বা দেবতা রূপে জন্ম লাভ করে, রজোগুণের প্রাধান্যে প্রভাবিত হয়ে অসুর বা মানুষের মধ্যে জন্মায় এবং তমোগুণের প্রাধান্যের ফলে সে ভূত-প্রেত বা পশু হয়ে জন্মায়। আত্মা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু ভোগে রত হয় না; এই কার্য সম্পাদন করে ইন্দ্রিয়গুলি। সুতরাং বাস্তবে, জীবের জন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আনন্দের কোনও প্রয়োজন নেই। ভগবৎ পাদপদ্মে আশ্রিত এবং ভগবানের দিব্য সেবার প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ শান্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত তথাকথিত পণ্ডিতগণ সহ প্রত্যেকেই দুরতিক্রম্য জড়া প্রকৃতির দ্বারা অনিবার্যভাবে পরাভূত হয়।

শ্লোক ১-৩

শ্রীউদ্ধব উবাচ

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীণ্যাত্থ ত্বমিহ শুশ্রুম ॥ ১ ॥
কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্‌।
সপ্তৈকে নব ষট্‌ কেচিচ্চত্বার্যেকাদশাপরে।
কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥ ২ ॥
এতাবত্ত্বং হি সংখ্যানামৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়া।
গায়ন্তি পৃথগায়ুষ্মন্নিদং নো বক্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **কতি**—কতগুলি; **তত্ত্বানি**—সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান; **বিশ্ব-ঈশ**—হে জগৎপতি; **সংখ্যাতানি**—গণনা করা হয়েছে; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণের দ্বারা; **প্রভো**—হে প্রভু; **নব**—নয় (ঈশ্বর, জীব, মহত্তত্ত্ব, অহংকার এবং পাঁচটি স্থূল উপাদান); **একাদশ**—আরও এগারো (মন সহ দশটি কর্ম এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়); **পঞ্চ**—আরও পাঁচ (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সূক্ষ্মরূপ); **ত্রীণি**—আরও তিন (সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ সহ, সর্বমোট আঠাশ); **আত্থ**—বলেছেন; **ত্বম্**—আপনি; **ইহ**—ইহজগতে আপনার আবির্ভাব কালে; **শুশ্রুম**—আমি সেইরূপ শ্রবণ করেছি; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **ষট্‌-বিংশতিম্**—ছাব্বিশ; **প্রাহুঃ**—বলেন; **অপরে**—অন্যেরা; **পঞ্চবিংশতিম্**—পঁচিশ; **সপ্ত**—সাত; **একে**—কেউ কেউ; **নব**—নয়; **ষট্**—

ছয়; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **চত্বারি**—চার; **একাদশ**—এগারো; **অপরে**—আরও অন্যেরা; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **সপ্তদশ**—সতেরো; **প্রাহুঃ**—বলেন; **ষোড়শ**—ষোল; **একে**—কেউ; **ত্রয়োদশ**—তেরো; **এতাবত্ত্বম্**—এইরূপ হিসাব; **হি**—বস্তুত; **সংখ্যানাম্**—উপাদান গণনার বিভিন্ন পদ্ধতির; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **যৎ-বিবক্ষয়া**—যে ধারণা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে; **গায়ন্তি**—তাঁরা ঘোষণা করেছেন; **পৃথক্**—বিভিন্নভাবে; **আয়ুঃমন্**—হে পরম নিত্য; **ইদম্**—এই; **নঃ**—আমাদের নিকট; **বক্তুম্**—ব্যাখ্যা করতে; **অর্হসি**—আপনার অনুগ্রহ করা উচিত।

অনুবাদ

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন—হে ভগবান, হে জগৎপতি, ঋষিগণ সৃষ্টির কতগুলি বিভিন্ন উপাদান গণনা করেছেন? আমি স্বয়ং আপনাকে বর্ণনা করতে শুনেছি সেগুলি হচ্ছে সর্বমোট আঠাশটি—ঈশ্বর, জীবাত্মা, মহত্তত্ত্ব, মিথ্যা অহংকার, পাঁচটি স্থূল উপাদান, দশটি ইন্দ্রিয়, মন, অনুভূতির পাঁচটি সূক্ষ্ম উপাদান, এবং প্রকৃতির তিনটি গুণ। কোন কোন মহাজনগণ বলেন যে, ছাব্বিশটি উপাদান রয়েছে, কেউ বলেন পঁচিশটি, নয়টি, ছয়টি, চারটি অথবা এগারোটি, আবার কেউ কেউ বলেন, সতেরো, ষোল, অথবা তেরোটি। ঋষিগণ যখন এত ভিন্নভাবে সৃষ্টির উপাদানগুলির হিসাব করলেন, তখন তাঁদের নিজ নিজ মনে কী ছিল? হে পরম নিত্য, অনুগ্রহ করে এটি আমায় ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

পূর্ব অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় তর্পণ নয়, বরং তা হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য। এখন উদ্ধব কিন্তু পরোক্ষ প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন, যাতে মুক্তির পথ প্রসারিত হবে। জড় উপাদানের যথার্থ সংখ্যার ব্যাপারে ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন দার্শনিকগণের একে অপরের সঙ্গে মতের অনৈক্য রয়েছে, কোন বিশেষ বাহ্যিক উপাদানের অস্তিত্ব নিয়ে, এমনকি আত্মার অস্তিত্ব আছে কি নেই, তা নিয়েও অনেক ভিন্ন মত রয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ড বিভাগে জড় জগতের এবং জড়াতীত দিব্য আত্মা সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তিলাভের পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে। সর্বোপরি এই সমস্ত জড় উপাদানের ঊর্ধ্বে পরমেশ্বর ভগবান অবস্থিত আর তিনিই তাঁর নিজ শক্তির দ্বারা সকলকে পালন করেন। ভগবানের নিজের মত প্রথমে উদ্ধৃত করে, উদ্ধব বিভিন্ন ঋষিদের বিভিন্ন পদ্ধতি সাংখ্যতত্ত্ব অনুসারে বর্ণনা করেছেন। *আয়ুষ্মন্* বা "নিত্যরূপধারী" শব্দটি এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নিত্য, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞান তাঁর রয়েছে, তাই তিনি আদি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মত অনুসারে, উদ্ধব কর্তৃক উদ্ধৃত বিভিন্ন সাংখ্য পদ্ধতির মধ্যে বাস্তবে কোনও বিরোধ নেই, কেননা এ সবই হচ্ছে একই সত্যকে বিভাগক্রমে উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা। নাস্তিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে ভগবানের অস্তিত্বের সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না; তাই জল্পনা কল্পনা হচ্ছে সত্যের ব্যাখ্যা করার এক নিরর্থক প্রয়াস মাত্র। ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন জীবকে সত্য সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে জল্পনা-কল্পনা করতে এবং বক্তব্য রাখতে শক্তি প্রদান করেন। প্রকৃত সত্য অবশ্য হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, তিনিই এখন উদ্ধবকে বলবেন।

শ্লোক ৪

শ্রীভগবানুবাচ

যুক্তং চ সন্তি সর্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা ।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্‌ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্‌ উবাচ—পরম পুরুষ ভগবান বললেন; **যুক্তম্‌**—যুক্তিযুক্তভাবে; **চ**—এমনকি; **সন্তি**—তারা রয়েছে; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **ভাষন্তে**—তাঁরা বলেন; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **যথা**—যেভাবে; **মায়াম্‌**—অলৌকিক শক্তি; **মদীয়াম্‌**—আমার; **উদ্‌গৃহ্য**—আশ্রয় করে; **বদতাম্‌**—বক্তাদের; **কিম্‌**—কী; **নু**—মোটের উপর; **দুর্ঘটম্‌**—অসম্ভব হবে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—জড় উপাদানগুলি সর্বত্র বর্তমান থাকার জন্য, বিভিন্ন বিদ্বান ব্রাহ্মণদের বিভিন্নভাবে তার বিশ্লেষণ করাও যুক্তিযুক্ত। এইরূপ সমস্ত দার্শনিকরা আমার অলৌকিক শক্তির আশ্রয় থেকেই কথা বলেন, তাই তাঁরা সত্যের বিরোধ না করে যা কিছুই বলতে পারেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সন্তি সর্বত্র* শব্দ দুটি সূচিত করে যে, স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে সমস্ত জড় উপাদানগুলি একটি অপরটির মধ্যে লক্ষিত হয়। এদেরকে বিভাগক্রমে বর্ণনা করার অসংখ্য পদ্ধতি রয়েছে। সর্বোপরি জড় জগৎ হচ্ছে মায়াময়, প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। মরূদ্যানের মরীচিকাকে যেমন বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা যায়, তেমনই একেও বিভিন্নভাবে পরিমাপ করা যায়, কিন্তু আঠাশটি উপাদান সমন্বিত ভগবানের যে নিজস্ব বিশ্লেষণ, সেটি হচ্ছে যথার্থ এবং তা গ্রহণীয়। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, এই শ্লোকে *মায়া* শব্দটি মহামায়া অর্থাৎ অজ্ঞান শক্তিকে সূচিত করে না, বরং তা ভগবানের অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তি যা বেদের বিদ্বান অনুগামীদের

আশ্রয় প্রদান করেন, তাঁকেই বোঝায়। এখানে বর্ণিত প্রতিটি দার্শনিকই সত্যের বিশেষ কোন দিক্‌কে প্রকাশ করেন, তাঁরা যেহেতু একই প্রপঞ্চকে বিভিন্ন বিভাগক্রমে বর্ণনা করছেন মাত্র, তাই তাঁদের প্রদত্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। জড় জগতে এইরূপ দার্শনিক বিরোধের কোনও সীমা নেই, তাই এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে ভগবানের মতবাদের ভিত্তিতে প্রত্যেকের একত্রিত হওয়া উচিত। তদ্রূপ, *ভগবদ্‌গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বদ্ধজীবদের তাদের বিভিন্ন উপাসনা ত্যাগ করে, তাঁর ভক্ত হয়ে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় তাঁর নিকট শরণাগত হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এইভাবে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'—এই মহামন্ত্র জপ করে সারা জগৎ ভগবৎ প্রেমে একত্রিত হতে পারে। নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তের নিকট ভগবানের নিজেকে প্রকাশ করার মাধ্যমে সাংখ্য-দর্শনের বিরোধ সমাপ্ত হয়।

শ্লোক ৫

নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তৎ তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ ॥ ৫ ॥

ন—নয়; **এতৎ**—এই; **এবম্**—সেইরূপ; **যথা**—যেমন; **আত্থ**—বলেন; **ত্বম্**—তুমি; **যৎ**—যা; **অহম্**—আমি; **বচ্মি**—আমি বলছি; **তৎ**—সেই; **তথা**—এইভাবে; **এবম্**—এইভাবে; **বিবদতাম্**—তার্কিকদের জন্য; **হেতুম্**—তার্কিক কারণ নিয়ে; **শক্ত্যা**—শক্তিসমূহ (তাড়িত করে); **মে**—আমার; **দুরত্যয়াঃ**—দুরতিক্রম্য।

অনুবাদ

দার্শনিকরা যখন তর্ক করে, "তুমি যেভাবে করে থাকো, সেইভাবে আমি এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা পছন্দ করি না"; কেবলমাত্র আমার দুরতিক্রমণীয়া শক্তিসমূহ তাদেরকে বিশ্লেষণাত্মক বিরোধ করতে প্রণোদিত করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের জড়া শক্তির প্রভাবে জড় দার্শনিকগণ প্রথমে মুরগী এসেছে, না ডিম, এই নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তর্ক করে চলেছেন। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন দার্শনিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের প্রতি আকৃষ্ট; ভগবৎ সৃষ্ট জড় পরিবেশের প্রভাবে, এই সমস্ত দার্শনিকগণ একে অপরের সঙ্গে একাদিক্রমে বিভেদ করে চলেছেন। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অবশ্য, এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৪/৩১) বলা হয়েছে—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি ।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥

"আমি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অনন্ত চিন্ময় গুণ সমন্বিত। সমস্ত দার্শনিকদের হৃদয়-অভ্যন্তর থেকে যিনি বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করেন, তাঁরই প্রভাবে তারা তাদের নিজেদের আত্মাকে ভুলে যায় এবং তার ফলে কখনও তাদের মধ্যে বিবাদ হয় আবার কখনও ঐক্য হয়। এইভাবে তিনি এই জড় জগতে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন, যার ফলে তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। আমি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।"

শ্লোক ৬

যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্ বিকল্পো বদতাং পদম্ ।
প্রাপ্তে শমদমেঽপ্যেতি বাদস্তমনু শাম্যতি ॥ ৬ ॥

যাসাম্—যার (আমার শক্তিসমূহ); **ব্যতিকরাৎ**—মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে; **আসীৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **বিকল্পঃ**—মতপার্থক্য; **বদতাম্**—তার্কিকদের; **পদম্**—আলোচ্য বিষয়; **প্রাপ্তে**—যখন লাভ হয়; **শম**—আমার প্রতি তার বুদ্ধিকে নিবিষ্ট করার ক্ষমতা; **দমে**—এবং তার বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম; **অপ্যেতি**—তিরোহিত হয় (সেই মতপার্থক্য); **বাদঃ**—তর্কটি; **তম অনু**—তার ফলে; **শাম্যতি**—নিবৃত্ত হয়।

অনুবাদ

আমার শক্তির মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন মতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যাদের বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট, এবং সংযতেন্দ্রিয়, তাদের নিকট থেকে পৃথক অনুভূতি বিদূরীত হয় এবং তার ফলে তর্কের কারণটিই তিরোহিত হয়।

তাৎপর্য

"ব্যাপারটি এই হবে অথবা সম্ভবতঃ ওটা অথবা অন্যটি; অথবা ঘটনাটি এইরূপ নয়, অথবা সম্ভবতঃ সেটাই যথার্থ নয়।" এইরূপ মত প্রদান করে দৃঢ়তার সঙ্গে তা ধরে রাখেন, সেইরূপ সমস্ত দার্শনিকদের মনে ভগবানের জড়া শক্তির মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকার বিরোধযুক্ত অনুভূতি সৃষ্ট হয়। এইরূপ তার্কিক এবং যুক্তি-সঙ্গত প্রস্তাব, সন্দেহ, বিরুদ্ধ প্রস্তাব, খণ্ডন করা—এই সমস্ত বহু বিধ রূপে তর্কের ভিত্তি হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত কিছুর

ভিত্তি, কেননা সব কিছুই ভগবান থেকে উদ্ভূত, তাঁর দ্বারা পালিত এবং অবশেষে তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়ে বিশ্রাম লাভ করে। অন্য সমস্ত সত্যের উর্ধ্বে পরম সত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরতত্ত্ব। পরমেশ্বর ভগবানই সবকিছু, এইরূপ উপলব্ধি করেছেন যে বিদ্বৎসমাজ, তাঁদের নিকট দার্শনিক কলহের আর কোন কারণ থাকে না। এইরূপ মতৈক্য তা বলে দার্শনিক অনুসন্ধান বিহীনতার ওপর ভিত্তি করে নয়, আর তা যুক্তিসঙ্গত আলোচনাকে স্তব্ধ করে দিয়েও নয়, বরং তা হচ্ছে দিব্য জ্ঞানোল্লাসের স্বাভাবিক পরিণতি। তথাকথিত দার্শনিকগণ গর্বোদ্ধত হয়ে দম্ভ করেন যে, তাঁরা পরম সত্যের জন্য অনুসন্ধান এবং গবেষণা করে চলেছেন, আর তাঁরা কোন না কোন ভাবে মনে করেন যে, যিনি পরম সত্যকে প্রাপ্ত হননি, কেবল অনুসন্ধান করছেন, তিনিই সত্য দ্রষ্টা অপেক্ষা বেশি বুদ্ধিমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য, তাই যিনি ভগবানের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি।

শ্লোক ৭

পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ ।
পৌর্বাপর্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্ ॥ ৭ ॥

পরস্পর—পরস্পর; **অনুপ্রবেশাৎ**—প্রবেশের ফলে (স্থূল প্রকাশের মধ্যে সূক্ষ্ম কারণ রূপে এবং বিপরীত ভাবে); **তত্ত্বানাম্**—বিভিন্ন উপাদানের; **পুরুষ-ঋষভ**—নরশ্রেষ্ঠ (উদ্ধব); **পৌর্ব**—পূর্বের কারণ অনুসারে; **অপর্য**—ফলস্বরূপ উৎপাদনের; **প্রসংখ্যানম্**—গণনা; **যথা**—অবশ্য; **বক্তুঃ**—বক্তা; **বিবক্ষিতম্**—বর্ণনেচ্ছু।

অনুবাদ

হে নরশ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে, দার্শনিকগণ তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে প্রাথমিক জড় উপাদানগুলির সংখ্যা বিভিন্ন ভাবে হিসাব করতে পারেন।

তাৎপর্য

সূক্ষ্ম উপাদানগুলি বর্ধিত এবং ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়ে পরিবর্তিত হওয়ায় ক্রমান্বয়ে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে জড় সৃষ্টির প্রকাশ হয়। কার্যের মধ্যে এক হিসেবে কারণ নিহিত থাকার জন্য, এবং কারণের মধ্যে কার্য সূক্ষ্মরূপে উপস্থিত থাকায় সমস্ত সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানগুলি একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করেছে। এইভাবে নিজের পদ্ধতি অনুসারে প্রাথমিক জড় উপাদানগুলির নাম প্রদান করে এবং

সংখ্যা নির্ধারণ করে কেউ তাদের বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করতে পারেন। এই শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোক অনুসারে জড় দার্শনিকগণ তাঁদের নিজ নিজ তত্ত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে গর্বিত হলেও বাস্তবে তাঁরা ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুসারে সকলেই জল্পনা-কল্পনা করে চলেছেন।

শ্লোক ৮

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্বশঃ ॥ ৮ ॥

একস্মিন্—একটিতে (উপাদান); **অপি**—এমনকি; **দৃশ্যন্তে**—দৃষ্ট হয়; **প্রবিষ্টানি**—প্রবিষ্ট; **ইতরাণি**—অন্যেরা; **চ**—এবং; **পূর্বস্মিন্**—পূর্বে (কারণের সূক্ষ্ম উপাদান, যেমন কারণ এবং শব্দের মধ্যে আকাশের সুপ্ত উপস্থিতি); **বা**—অথবা; **পরস্মিন্**—অথবা পরবর্তিতে (উৎপন্ন উপাদান, যেমন শব্দ থেকে উৎপন্ন বায়ুর সূক্ষ্ম উপস্থিতি); **বা**—অথবা; **তত্ত্বে**—কোন কোন উপাদানে; **তত্ত্বানি**—অন্যান্য উপাদান; **সর্বশঃ**—প্রতিটি বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে।

অনুবাদ

জড় সৃষ্টির সূচনা হয় ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উপাদানের প্রকাশের মাধ্যমে, তাই সমস্ত সূক্ষ্ম জড় উপাদান কার্যতঃ তাদের স্থূল কার্যের মধ্যে বর্তমান, আর সমস্ত স্থূল উপাদান তাদের সূক্ষ্ম কারণের মধ্যেই রয়েছে। এইভাবে যে কোন একক উপাদানের মধ্যে সমস্ত জড় উপাদান আমরা পেতে পারি।

তাৎপর্য

জড় উপাদানগুলির একটির মধ্যে অপরটির উপস্থিতির ফলে ভগবানের জড় সৃষ্টিকে বিভাজন এবং বিশ্লেষণ করার বহুবিধ পন্থা রয়েছে। অবশেষে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, যিনি হচ্ছেন জড় প্রপঞ্চের পরিবর্তন এবং বিভিন্ন বিন্যাসের আধার স্বরূপ। ভগবান কপিলের সাংখ্য যোগ পদ্ধতিতে বলা হয়েছে যে, সূক্ষ্ম উপাদানের ক্রমান্বয়ে স্থূল পর্যায়ে অগ্রগতির মাধ্যমে জড় জগতের সৃষ্টি সংঘটিত হয়। উদাহরণ দেওয়া যায়, আমরা মাটির মধ্যে মৃৎ পাত্রের সুপ্ত অবস্থিতি এবং মৃৎ পাত্রের মধ্যে মাটির উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারি। তেমনই, একটি উপাদানের মধ্যে অন্য একটি উপাদানও বর্তমান, আর সর্বোপরি সমস্ত উপাদানই পরমেশ্বর ভগবানে অবস্থিত, যিনি যুগপৎ ভাবে সবকিছুর মধ্যে বর্তমান। এইরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবে জগতকে বোঝার সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৯

পৌর্বাপর্যমতোঽমীষাং প্রসংখ্যানমভীপ্সতাম্ ।
যথা বিবিক্তং যদ্বক্ত্রং গৃহ্নীমো যুক্তিসম্ভবাৎ ॥ ৯ ॥

পৌর্ব—কারণ উপাদানের মধ্যে তাদের প্রকাশিত উৎপাদনও নিহিত আছে, এইরূপ মনে করা; **অপর্যম্**—অথবা উপাদানের মধ্যে তাদের সূক্ষ্ম কারণ নিহিত আছে, এইরূপ মনে করা; **অতঃ**—অতএব; **অমীষাম্**—এই চিন্তাবিদ্‌দের; **প্রসংখ্যানম্**—গণনা; **অভীপ্সতাম্**—যারা আশা করছেন; **যথা**—যেভাবে; **বিবিক্তম্**—নির্ধারিত; **যৎ-বক্ত্রম্**—যাঁর মুখ থেকে; **গৃহ্নীমঃ**—আমরা তা গ্রহণ করি; **যুক্তি**—যুক্তির; **সম্ভবাৎ**—সম্ভাবনার জন্য।

অনুবাদ

অতএব এই সমস্ত চিন্তাবিদ্‌দের যাঁরাই বলুন, আর তাঁদের হিসাবের মধ্যে জড় উপাদানকে পূর্বের সূক্ষ্ম কারণের মধ্যে অথবা তাঁদের পরবর্তী প্রকাশের উৎপাদনের মধ্যেই সম্বলিত রাখুন না কেন, তাঁদের সিদ্ধান্তকে আমি যথার্থ বলে মনে করি, কেননা প্রতিটি বিভিন্ন তত্ত্বের জন্য তার্কিক ব্যাখ্যা সর্বদাই প্রদান করা যায়।

তাৎপর্য

অসংখ্য দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জড় সৃষ্টির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করলেও কৃষ্ণভাবনামৃত ছাড়া কেউই তার জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে পারেন না। সেইজন্য জড়জগতের বিশেষ কোনও সত্যকে তিনি নির্ধারণ করতে পেরেছেন বলে বুদ্ধিমান মানুষের অনর্থক গর্বিত হওয়া উচিত নয়। ভগবান এখানে বলেছেন যে, যিনি বিশ্লেষণের বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, তিনি জড় সৃষ্টি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বহুবিধ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবেন। অবশেষে কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে জ্ঞানের পরমসিদ্ধি লাভ করা উচিত।

শ্লোক ১০

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্ ।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥ ১০ ॥

অনাদি—যার শুরু নেই; **অবিদ্যা**—অজ্ঞতার দ্বারা; **যুক্তস্য**—যুক্তব্যক্তির; **পুরুষস্য**—মানুষের; **আত্ম-বেদনম্**—আত্মোপলব্ধির পদ্ধতি; **স্বতঃ**—নিজের ক্ষমতায়; **ন সম্ভবাৎ**—যেহেতু তা হতে পারে না; **অন্যঃ**—অন্য ব্যক্তি; **তত্ত্বজ্ঞঃ**—পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞ; **জ্ঞান-দঃ**—যথার্থ জ্ঞান প্রদাতা; **ভবেৎ**—অবশ্যই হবে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি অনাদিকাল থেকে অজ্ঞতার দ্বারা আবৃত রয়েছে তার পক্ষে আত্মোপলব্ধি লাভ করা সম্ভব হয় না, অন্য কোন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তাকে পরম সত্যের জ্ঞান প্রদান করে থাকে।

তাৎপর্য

জড় কার্যের মধ্যে কারণ এবং কারণের মধ্যে জড় কার্য নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি ভগবান মেনে নিলেও, এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ও পরমাত্মা নামক দুটি উপাদান সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনায় কোন কাজ হয় না। এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, জীব নিজের আত্মোপলব্ধি সাধন করতে অপারগ। পরমেশ্বর হচ্ছেন তত্ত্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ এবং জ্ঞানদ, এবং জগদ্‌গুরু। শ্রীউদ্ধব বলেছেন যে, কোন কোন দার্শনিক বলেন পঁচিশ তত্ত্ব, আর অন্যেরা বলেন ছাব্বিশ তত্ত্ব। পার্থক্য হচ্ছে ছাব্বিশ তত্ত্বের মধ্যে একক আত্মা এবং পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একটি ভিন্ন শ্রেণীর মাধ্যমে সম্বলিত করা হয়েছে, পক্ষান্তরে পঁচিশ তত্ত্বের ক্ষেত্রে দুটি চিন্ময় পর্যায়ের তত্ত্ব জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে জীবতত্ত্ব এবং বিষ্ণুতত্ত্বের স্থানে একত্রে কৃত্রিমভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য পরম পদকে লুক্কায়িত করে এক তত্ত্ব হিসাবে ধরা হয়েছে।

চিন্ময় বৈচিত্রের রূপ, রঙ, স্বাদ, সংগীতের শব্দ, এবং প্রেমের পরম ভোক্তা রূপে পরমেশ্বর ভগবান নিত্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণভিত্তিক জ্ঞান দিব্য স্তরে উপনীত হতে পারে না। জাগতিক দার্শনিকেরা কেবলই জড় ভোগ আর ত্যাগের মধ্যে ঘোরাফেরা করেন। পরম সত্য সম্বন্ধে মায়াবাদ (নির্বিশেষ) অনুভূতির শিকার হওয়ার জন্য, তাঁরা পরমেশ্বরের আশ্রয় লাভ করে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন না। মূর্খ, নির্বিশেষবাদী দার্শনিকগণ নিজেদেরকেই ভগবান বলে মনে করার জন্য, তাঁরা চিন্ময়স্তরে অবস্থিত প্রেমময়ী সেবার প্রশংসা করতে অক্ষম। পরমেশ্বর ভগবানের দাসত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, নির্বিশেষবাদীরা কালক্রমে ভগবানের মায়া শক্তি দ্বারা বিহ্বল হয়ে, বদ্ধ দশার ক্লেশ ভোগ করেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবগণ পরমেশ্বরের প্রতি হিংসাপরায়ণ নন। তাঁরা সানন্দে তাঁর আশ্রয় এবং পরম কর্তৃত্ব স্বীকার করেন এবং তখন ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তদের দায়িত্ব গ্রহণ করে দিব্য জ্ঞান এবং তাঁর দিব্য আনন্দে তাঁদের পূর্ণ করেন। এইভাবে পরমেশ্বরের দিব্য সেবা হচ্ছে জাগতিক হতাশা এবং অবদমন থেকে মুক্ত।

শ্লোক ১১

পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি ।
তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানং চ প্রকৃতের্গুণঃ ॥ ১১ ॥

পুরুষ—উভয় ভোক্তার মধ্যে; **ঈশ্বরয়োঃ**—এবং পরম নিয়ামক; **অত্র**—এখানে; **ন**—নেই; **বৈলক্ষণ্যম্**—অসাদৃশ্য; **অণু**—ক্ষুদ্র; **অপি**—এমনকি; **তৎ**—তাদের; **অন্য**—সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে; **কল্পনা**—কল্পনা; **অপার্থা**—অনর্থক; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং ; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **গুণঃ**—গুণ।

অনুবাদ

জাগতিক সত্ত্বগুণের জ্ঞান অনুসারে জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের ধারণা হচ্ছে অনর্থক কল্পনা মাত্র।

তাৎপর্য

কোন কোন দার্শনিকের মতে পঁচিশটি উপাদান রয়েছে, তার মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মা ভগবানের জন্য একটিই শ্রেণী নির্ধারিত হয়েছে। এইরূপ নির্বিশেষ জ্ঞানকে ভগবান জড় বলে ঘোষণা করেছেন—*জ্ঞানং চ প্রকৃতের্গুণঃ*। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর থেকে বর্ধিত অংশ আত্মার গুণগত পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে অবশ্য এইরূপ জ্ঞান গ্রহণ করা যায়। জাগতিক লোকেরা কখনও কখনও বিশ্বাস করে যে, স্বর্গে পরম সত্তা রয়েছে। আবার তারা এও চিন্তা করে যে, জড় দেহধারী মানুষগুলিও তাদেরই মতো আর তাই তারা গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে সর্বদাই ভিন্ন। এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবান এবং জীবের গুণগত ঐক্যের জ্ঞান, জড় জীবনের ধারণাকে খণ্ডন করে ও আংশিকভাবে পরম সত্যের প্রতিষ্ঠা করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আসল পরিস্থিতিটিকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব রূপে বর্ণনা করেছেন—পরম নিয়ামক এবং নিয়ন্ত্রিত জীব একই সঙ্গে এক এবং ভিন্ন। জড় সত্ত্বগুণে এই ঐক্য অনুভূত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্তর বা বিশুদ্ধ দিব্য সত্ত্বগুণে উপনীত হলে পরম সত্য সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানে গুণগত ঐক্যের মধ্যে চিন্ময় বৈচিত্র্য দর্শন করতে পারেন। *ন বৈলক্ষণ্যম্ অনু অপি* বাক্যটি দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত করে যে, আত্মা হচ্ছে নিঃসন্দেহে পরমেশ্বরের অংশ এবং গুণগতভাবে তাঁর সঙ্গে এক। এইভাবে জীবকে পরমেশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তার ভগবানের নিত্য দাসত্ব অস্বীকার করার সমস্ত প্রকার দার্শনিক প্রচেষ্টা খণ্ডন করা হয়েছে। ভগবান থেকে জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জল্পনা-কল্পনাকে এখানে বলা হয়েছে *অপার্থা*, অনর্থক। তা সত্ত্বেও পঁচিশটি উপাদানের তত্ত্বও ভগবান পারমার্থিক জ্ঞানের অগ্রগতির প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ১২

প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ ॥ ১২ ॥

প্রকৃতিঃ—জড়া প্রকৃতি; **গুণ**—ত্রিগুণ; **সাম্যম্**—আদি সাম্য; **বৈ**—বস্তুতঃ; **প্রকৃতেঃ**—প্রকৃতির; **ন আত্মনঃ**—আত্মার নয়; **গুণাঃ**—এই সমস্ত গুণ; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এইরূপ বলা হয়; **স্থিতি**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পালনের; **উৎপত্তি**—এর উৎপাদন; **অন্ত**—এবং এর লয়; **হেতবঃ**—হেতু।

অনুবাদ

জড় ত্রিগুণের সাম্যরূপে শুরু থেকেই প্রকৃতি বর্তমান, যা কেবল প্রকৃতির জন্যই প্রযোজ্য, চিন্ময় জীবাত্মার জন্য নয়। সত্ত্ব, রজ, এবং তম—এই গুণগুলি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের জন্য কার্যকরী কারণ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"অহংকারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে "আমি কর্তা"—এইরকম অভিমান করে।"

প্রকৃতির তিনটি গুণ, তাদের আদি সাম্যাবস্থায় আর সেইসঙ্গে গুণজাত সৃষ্টিকার্য, এসবই গুণ সমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র জীবাত্মা অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী; এইভাবে জীবাত্মাকে জড় জগতে প্রকৃত কর্তা অথবা স্রষ্টা বলে গ্রহণ করা যাবে না। সত্ত্বগুণের প্রতীক হচ্ছে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা, রজোগুণের হচ্ছে কার্যের অভিজ্ঞতা এবং তমোগুণের প্রতীক অন্ধকারের অভিজ্ঞতা। জড় জ্ঞানের এই গুণগুলি, কার্য এবং অন্ধকার—এ সমস্তের সঙ্গে চিন্ময় জীবাত্মার বাস্তবে কোন সম্পর্ক নেই, কেননা আত্মার নিজস্ব গুণ হচ্ছে নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় (ভগবানের সন্ধিনী, সম্বিত এবং হ্লাদিনী শক্তি)। ভগবদ্ধামে মুক্ত পরিবেশে জীবের অবস্থান করার কথা, সেখানে জড়া প্রকৃতির গুণের কোন অধিকার নেই।

শ্লোক ১৩

সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে ।
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চ ॥ ১৩ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **রজঃ**—রজোগুণ; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **তমঃ**—তমোগুণ; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞতা; **ইহ**—ইহ জগতে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **গুণ**—গুণের; **ব্যতিকরঃ**—বিক্ষুব্ধ পরিবর্তন; **কালঃ**—কাল; **স্বভাবঃ**—স্বভাব, প্রবণতা; **সূত্রম্**—মহত্তত্ত্ব; **এব**—বস্তুত; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এই জগতে সত্ত্বগুণকে জ্ঞানরূপে, রজোগুণকে সকাম কর্মরূপে এবং তমোগুণকে অজ্ঞতারূপে বোঝা যায়। কাল অনুভূত হয় প্রকৃতির গুণগুলির বিক্ষুব্ধ মিথষ্ক্রিয়া রূপে, এবং সমগ্র কার্যকরী প্রবণতা গুলি হচ্ছে আদিসূত্র অথবা মহৎ তত্ত্ব সমন্বিত।

তাৎপর্য

জড় উপাদানগুলির মিথষ্ক্রিয়ার প্রবণতাগুলি হচ্ছে কালের অগ্রগতি। কাল যেহেতু চলমান, তাই মাতৃগর্ভে ভ্রূণ বর্ধিত হয়, ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে, বর্ধিত হয়, কিছু উৎপাদন করে, অবক্ষয় হয় এবং মৃত্যু বরণ করে। এ সমস্ত কিছুই সংঘটিত হয় কালের তাড়নায়। কালের অনুপস্থিতিতে জড় উপাদানগুলি একে অপরের সঙ্গে কার্যকরী না হয়ে প্রধানরূপে অবিচলিত থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে জড় জগতের প্রাথমিক শ্রেণী বিন্যাস করছেন, যাতে জীব ভগবানের সৃষ্টির কিছু ধারণা লাভ করতে পারে। শ্রেণী বিভাগগুলি যদি ঘনীভূত, বিশ্লেষিত এবং অনুভূত না হত তবে তা বোঝা অসম্ভব হত, কেননা ভগবানের শক্তিসমূহ হচ্ছে অসীম। জড় উপাদানগুলির বহুবিধ বিভাগ থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিভাগের মধ্যে জীবাত্মাকে সর্বদাই পৃথক চিন্ময় উপাদান ভগবদ্ধামের বাসিন্দা বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ১৪

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমহঙ্কারো নভোঽনিলঃ ।
জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্ত্বান্যুক্তানি মে নব ॥ ১৪ ॥

পুরুষঃ—ভোক্তা; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **ব্যক্তম্**—জড়ের আদিপ্রকাশ; **অহঙ্কারঃ**—মিথ্যা অহঙ্কার; **নভঃ**—আকাশ; **অনিলঃ**—বায়ু; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **আপঃ**—জল; **ক্ষিতিঃ**—ভূমি; **ইতি**—এইভাবে; **তত্ত্বানি**—সৃষ্টির উপাদানসমূহ; **উক্তানি**—বর্ণিত হয়েছে; **মে**—আমার দ্বারা; **নব**—নয়।

অনুবাদ

আমি নয়টি প্রাথমিক উপাদানের বর্ণনা করেছি, সেগুলি হচ্ছে ভোক্তারূপী আত্মা, প্রকৃতি, প্রকৃতির আদি প্রকাশ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি।

তাৎপর্য

প্রকৃতি হচ্ছে আসলে অপ্রকাশিত এবং পরে মহত্তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়। জীব পুরুষ বা ভোক্তা হলেও তার ভোগ হওয়া উচিত ভগবানের দিব্য ইন্দ্রিয়ের প্রীতি বিধানের মাধ্যমে; যেমন হাতের আহার সম্পন্ন হয় উদরে খাদ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে। জড় জগতে জীব ভগবানের দাসত্ব ভুলে, মিথ্যা ভোক্তা হয়ে ওঠে। জড় উপাদানসমূহ, সেই সঙ্গে জীব এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে এইরূপ পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, যাতে প্রদর্শিত হয় যে বদ্ধজীব হচ্ছে স্বরূপতঃ জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে।

শ্লোক ১৫

শ্রোত্রং ত্বগ্দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ ।
বাক্পাণ্যুপস্থপায়্বঙ্‌ঘ্রিঃ কর্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রোত্রম্—শ্রবণেন্দ্রিয়; **ত্বক্**—স্পর্শেন্দ্রিয়, ত্বকের দ্বারা অনুভূত হয়; **দর্শনম্**—দৃষ্টি; **ঘ্রাণঃ**—ঘ্রাণ; **জিহ্বা**—আস্বাদনেন্দ্রিয়, জিহ্বার দ্বারা বোঝা যায়; **ইতি**—এইভাবে; **জ্ঞানশক্তয়ঃ**—জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল; **বাক্**—বাক্য; **পাণি**—হস্ত; **উপস্থ**—উপস্থ; **পায়ু**—পায়ু; **অঙ্‌ঘ্রিঃ**—পদদ্বয়; **কর্মাণি**—কর্মেন্দ্রিয় সকল; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **উভয়ম্**—উভয় শ্রেণীভুক্ত; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব! চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক, এই পাঁচটি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক্, পাণি, উপস্থ, পায়ু এবং পদযুগল, এই পাঁচটি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়। মন উভয় বিভাগেই রয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে একাদশ উপাদান বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬

শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপং চেত্যর্থজাতয়ঃ ।
গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্মায়তনসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শব্দঃ—শব্দ; **স্পর্শঃ**—স্পর্শ; **রসঃ**—স্বাদ; **গন্ধঃ**—সুগন্ধ; **রূপম্**—রূপ; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **অর্থ**—ইন্দ্রিয় বিষয়ের; **জাতয়ঃ**—শ্রেণী; **গতি**—গতি; **উক্তি**—বাক্য; **উৎসর্গ**—মল মূত্রাদি ত্যাগ (লিঙ্গ এবং পায়ু দ্বারা); **শিল্পানি**—এবং বানানো; **কর্ম-আয়তন**—উপরিলিখিত কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **সিদ্ধয়ঃ**—সিদ্ধ হয়।

অনুবাদ

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ এগুলি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়, এবং গতি বাক্য, মলমূত্র ত্যাগ, এবং নির্মাণ এগুলি হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য।

তাৎপর্য

এখানে উৎসর্গ বলতে উপস্থ্ এবং পায়ু, এই দুটি অঙ্গের দ্বারা মল ও মূত্র ত্যাগকে নির্দেশ করে। এই ভাবে পাঁচটি করে দুটি তালিকায় দশটি উপাদান বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৭

সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্যকারণরূপিণী ।
সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে ॥ ১৭ ॥

সর্গ—সৃষ্টির; **আদৌ**—শুরুতে; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতি; **হি**—বস্তুত; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **কার্য**—প্রকাশিত উৎপাদন সকল; **কারণ**—এবং সূক্ষ্ম কারণসমূহ; **রূপিণী**—সমন্বিত; **সত্ত্ব-আদিভিঃ**—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ; **ধত্তে**—পদ গ্রহণ করে; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর; **অব্যক্তঃ**—জড় প্রকাশে জড়িত নয়; **ঈক্ষতে**—দর্শন করেন।

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সূক্ষ্ম কারণ এবং স্থূল প্রকাশের মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করে। পরমেশ্বর ভগবান জড় প্রকাশের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল মাত্র প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সূক্ষ্ম এবং স্থূল জড় উপাদানের মতো পরিবর্তনশীল নন, এই ভাবে ভগবান হচ্ছেন অব্যক্ত, অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-বিবর্তনের কোন পর্যায়েই জাগতিক ভাবে প্রকাশিত নন। জড় উপাদানের তালিকা প্রস্তুতের বিশেষ পদ্ধতি সত্ত্বেও, ভগবান সমগ্র দৃশ্যমান জগতের সর্বোপরি স্রষ্টা, পালন কর্তা এবং প্রলয় কর্তা রূপে বিরাজ করেন।

শ্লোক ১৮

ব্যক্তাদয়ো বিকুর্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া ।
লব্ধবীর্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ ॥ ১৮ ॥

ব্যক্ত-আদয়ঃ—মহৎ তত্ত্ব আদি; **বিকুর্বাণাঃ**—পরিবর্তিত হচ্ছে; **ধাতবঃ**—উপাদানসমূহ; **পুরুষ**—ভগবানের; **ঈক্ষয়া**—ঈক্ষণের দ্বারা; **লব্ধ**—লাভ করে; **বীর্যাঃ**—তাদের শক্তি; **সৃজন্তি**—সৃষ্টি করে; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ডের অণ্ড; **সংহতাঃ**—মিশ্রিত; **প্রকৃতেঃ**—প্রকৃতির; **বলাৎ**—বলের দ্বারা।

অনুবাদ

মহৎ তত্ত্ব আদি জড় উপাদানগুলি পরিবর্তিত হয়ে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ থেকে তারা বিশেষ বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতির শক্তির দ্বারা মিশ্রিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে।

শ্লোক ১৯

সপ্তৈব ধাবত ইতি তত্রার্থাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ ।
জ্ঞানমাত্মোভয়াধারস্ততো দেহেন্দ্রিয়াসবঃ ॥ ১৯ ॥

সপ্ত—সাত; **এব**—বস্তুত; **ধাতবঃ**—উপাদানসমূহ; **ইতি**—এই ভাবে বলে; **তত্র**—সেখানে; **অর্থাঃ**—ভৌতিক উপাদানসমূহ; **পঞ্চ**—পাঁচ; **খ-আদয়ঃ**—আকাশ আদি; **জ্ঞানম্**—আত্মা, জ্ঞানের অধিকারী; **আত্মা**—পরমাত্মা; **উভয়**—উভয়ের (দৃশ্য প্রকৃতি এবং তার দ্রষ্টা জীব); **আধারঃ**—প্রাথমিক ভিত্তি; **ততঃ**—এই সকল থেকে; **দেহ**—শরীর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সকল; **অসবঃ**—এবং প্রাণবায়ু সকল।

অনুবাদ

কোন কোন দার্শনিকের মতে সাতটি উপাদান রয়েছে, যেমন—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, তার সঙ্গে রয়েছেন চেতন জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, যিনি হচ্ছেন জড় উপাদান সমূহ এবং সাধারণ জীবাত্মা উভয়েরই ভিত্তি স্বরূপ। এই তত্ত্ব অনুসারে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ বায়ু এবং সমস্ত জড় প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়েছে এই সাতটি উপাদান থেকে।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে, এখন অন্যান্য বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করছেন।

শ্লোক ২০

ষড়িত্যত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্ ।
তৈর্যুক্ত আত্মসম্ভূতৈঃ সৃষ্ট্বেদং সমুপাবিশৎ ॥ ২০ ॥

ষট্—ছয়; **ইতি**—এইভাবে; **অত্র**—এই তত্ত্বে; **অপি**—এবং; **ভূতানি**—উপাদান সমূহ; **পঞ্চ**—পাঁচ; **ষষ্ঠঃ**—ষষ্ঠ; **পরঃ**—দিব্য; **পুমান্**—পরম পুরুষ; **তৈঃ**—এইগুলির দ্বারা (পাঁচটি স্থূল উপাদান); **যুক্তঃ**—যুক্ত; **আত্ম**—তাঁর থেকে; **সম্ভূতৈঃ**—সৃষ্টি করেছেন; **সৃষ্ট্বা**—প্রকাশ করে; **ইদম্**—এই সৃষ্টি; **সমুপাবিশৎ**—তিনি এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

অনুবাদ

অন্যান্য দার্শনিকগণ বলেন যে, ছয়টি উপাদান রয়েছে—পাঁচটি ভৌতিক উপাদান (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ) এবং ষষ্ঠ উপাদান হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। উপাদানসমূহ সমন্বিত সেই পরমেশ্বর নিজের শরীর থেকে উপাদানগুলিকে প্রকাশ করে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন এবং তারপর তিনি স্বয়ং তার মধ্যে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন যে, এই দর্শন অনুসারে সাধারণ জীবকে পরমাত্মার শ্রেণীতেই রাখা হয়েছে। এই ভাবে এই দর্শন কেবল মাত্র পরমেশ্বর ভগবান এবং পাঁচটি ভৌতিক উপাদানকেই স্বীকার করে।

শ্লোক ২১

চত্বার্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোঽন্নমাত্মনঃ ।
জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু ॥ ২১ ॥

চত্বারি—চার; এব—ও; ইতি—এইভাবে; **তত্র**—সেই ক্ষেত্রে; **অপি**—এমনকি; তেজঃ—অগ্নি; আপঃ—জল; **অন্নম্**—ভূমি; **আত্মনঃ**—নিজের থেকে; **জাতানি**—উদ্ভূত সমস্ত কিছু; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **ইদম্**—এই প্রপঞ্চ; **জাতম্**—উৎপন্ন হয়েছে; **জন্ম**—জন্ম; **অবয়বিনঃ**—প্রকাশিত উৎপাদনের; **খলু**—বস্তুত।

অনুবাদ

কোন কোন দার্শনিক চারটি প্রাথমিক উপাদানের অস্তিত্বের প্রস্তাব দিয়ে থাকেন, যার তিনটি হচ্ছে—অগ্নি, জল এবং ভূমি—সেগুলি চতুর্থ অর্থাৎ স্বয়ং থেকে প্রকাশিত। এই উপাদানগুলির অস্তিত্বের ফলেই প্রপঞ্চের প্রকাশ সাধন করে থাকেন, যার মধ্যে সমস্ত জড় সৃষ্টি সংঘটিত হয়।

শ্লোক ২২

সঙ্খ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ ।
পঞ্চ পঞ্চৈকমনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥

সংখ্যানে—গণনায়; **সপ্তদশকে**—সতেরটি উপাদান অনুসারে; **ভূত**—পাঁচটি স্থূল উপাদান; **মাত্র**—সেই অনুসারে পাঁচটি সূক্ষ্ম উপাদান; **ইন্দ্রিয়াণি**—এবং সেই সেই পাঁচটি ইন্দ্রিয়; **চ**—এবং; **পঞ্চ পঞ্চ**—পাঁচটি পাঁচটি করে; **একমনসা**—একটি মন সহ; **আত্মা**—আত্মা; **সপ্তদশঃ**—সপ্তদশরূপে; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

কেউ কেউ সতেরটি প্রাথমিক উপাদানের অস্তিত্বের হিসাব করে থাকেন, যেমন পাঁচটি স্থূল উপাদান, পাঁচটি অনুভূতির উপাদান, পাঁচটি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মা হচ্ছে সপ্তদশ উপাদান।

শ্লোক ২৩

তদ্বৎ ষোড়শসঙ্খ্যানে আত্মৈব মন উচ্যতে ।
ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ ॥ ২৩ ॥

তদ্বৎ—তদ্রূপ; **ষোড়শসংখ্যানে**—ষোল গণনায়; **আত্ম**—আত্মা; **এব**—বস্তুত; **মনঃ**—মন রূপে; **উচ্যতে**—পরিচিত; **ভূত**—পাঁচটি স্থূল উপাদান; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয় সকল; **পঞ্চ**—পাঁচ; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **মনঃ**—মন; **আত্মা**—আত্মা (একক আত্মা এবং পরমাত্মা); **ত্রয়োদশ**—তেরো।

অনুবাদ

ষোলটি উপাদানের হিসাব অনুসারে, পূর্বের তত্ত্ব থেকে পার্থক্য হচ্ছে, কেবলমাত্র মনকে আত্মার সঙ্গে একিভূত করা হয়েছে। আমরা যদি পাঁচটি ভৌতিক উপাদান, পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন, একক আত্মা এবং পরমেশ্বর—এই অনুসারে চিন্তা করি তাহলে তেরোটি উপাদান পাওয়া যায়।

তাৎপর্য

তেরোটি উপাদানের তত্ত্ব অনুসারে, ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, এবং শব্দ, এগুলিকে ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ভৌতিক বস্তুর মিথস্ক্রিয়া সম্ভূত বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ২৪

একাদশত্ব আত্মাসৌ মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ ।
অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব পুরুষশ্চ নবেত্যথ ॥ ২৪ ॥

একাদশত্বে—এগারোটির বিচার অনুসারে; **আত্মা**—আত্মা; **অসৌ**—এই; **মহাভূত**—স্থূল উপাদানসমূহ; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলি; **চ**—এবং; **অষ্টৌ**—আট; **প্রকৃতয়ঃ**—

প্রাকৃতিক উপাদান (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং মিথ্যা অহংকার); চ—এবং; এব—নিশ্চিতরূপে; পুরুষঃ—পরমেশ্বর; চ—এবং; নব—নয়; ইতি—এইভাবে; অথ—এছাড়াও।

অনুবাদ

এগারোটির গণনায়, রয়েছে আত্মা, স্থূল উপাদান এবং ইন্দ্রিয় সকল। আটটি সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানের সঙ্গে পরমেশ্বর যুক্ত হয়ে নয়টি হয়।

শ্লোক ২৫

ইতি নানা প্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্ ।
সর্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি—এই সমস্তভাবে; নানা—বিভিন্ন; প্রসংখ্যানম্—গণনা; তত্ত্বানাম্—উপাদান সমূহের; ঋষিভিঃ—ঋষিগণ কর্তৃক; কৃতম্—করা হয়েছে; সর্বম্—এই সব; ন্যায্যম্—যুক্তিযুক্ত; যুক্তি-মত্ত্বাৎ—ন্যায় সংগত যুক্তি উপস্থাপনের জন্য; বিদুষাম্—বিদ্বৎগণের; কিম্—কি; অশোভনম্—অশোভন।

অনুবাদ

এইভাবে মহান দার্শনিকগণ জড় উপাদানকে বহুবিধ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের সমস্ত প্রস্তাবই ন্যায়-সঙ্গত, কেননা সে সমস্তই যথেষ্ট যুক্তিসহকারে উপস্থাপিত। বাস্তবে, যথার্থ বিদ্বানগণের নিকট থেকে এই রূপ দার্শনিক বুদ্ধিমত্তাই কাম্য।

তাৎপর্য

অসংখ্য বিদ্বান দার্শনিকগণ কর্তৃক জড় জগৎ অসংখ্য পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়েছে, কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত একই—পরমেশ্বর ভগবান, বাসুদেব। উদীয়মান দার্শনিকগণের বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ প্রদর্শন করতে গিয়ে তাঁদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা জড় স্তরে বিশ্লেষণ করার আর কদাচিৎ কিছু বাকী রয়েছে। আমাদের উচিত শুধুমাত্র পরম সত্য, পরম উপাদান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট শরণাগত হয়ে আমাদের নিত্য ভগবৎ চেতনা জাগরিত করা।

শ্লোক ২৬

শ্রীউদ্ধব উবাচ

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ যদ্যপ্যাত্মবিলক্ষণৌ ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ দৃশ্যতে ন ভিদা তয়োঃ ।
প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাত্মনি ॥ ২৬ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **পুরুষঃ**—ভোক্তা বা জীব; **চ**—এবং; **উভৌ**—উভয়; **যদি অপি**—যদিও; **আত্ম**—স্বরূপতঃ; **বিলক্ষণৌ**—পৃথক; **অন্যোন্য**—পরস্পর; **অপাশ্রয়াৎ**—আশ্রয়ের জন্য; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **দৃশ্যতে ন**—দেখা যায় না; **ভিদা**—কোন পার্থক্য; **তয়োঃ**—উভয়ের মধ্যে; **প্রকৃতৌ**—প্রকৃতির মধ্যে; **লক্ষ্যতে**—আপেক্ষিকভাবে দেখা যায়; **হি**—বস্তুত; **আত্মা**—আত্মা; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **চ**—এবং; **তথা**—ও; **আত্মনি**—আত্মার মধ্যে।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ, প্রকৃতি এবং জীবাত্মা স্বরূপতঃ পৃথক হলেও, মনে হয় উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা দেখা যায় যে, এরা একে অপরের মধ্যে অবস্থান করে। এইভাবে মনে হয় প্রকৃতির মধ্যে আত্মা এবং আত্মার মধ্যে প্রকৃতি বর্তমান।

তাৎপর্য

সাধারণ বদ্ধজীবের হৃদয়ে যেরূপ সন্দেহের উদয় হয়, সেইরূপ সন্দেহ শ্রীউদ্ধব এখানে প্রকাশ করেছেন। জড় দেহ হচ্ছে প্রকৃতির গুণের ক্ষণস্থায়ী রচনা, এই ব্যাপারটি বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষিত হলেও দেহস্থিত চেতন জীবাত্মা হচ্ছে বাস্তবে নিত্য চিন্ময় সত্তা। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, জড় উপাদান সমন্বিত দেহ হচ্ছে তাঁর ভিন্না নিকৃষ্টা শক্তি, পক্ষান্তরে জীব হচ্ছে উৎকৃষ্ট, ভগবানের চেতন শক্তি। তা সত্ত্বেও, বদ্ধ জীবনে জড় দেহ এবং বদ্ধ জীবকে দেখে মনে হয় অবিচ্ছেদ্য, আর তাই তা অভিন্ন। জীব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, আর ধীরে ধীরে দেহ ধারণ করে, তাই দেখে মনে হয়, আত্মা জড়া প্রকৃতির মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। তেমনই, আত্মা আর জড় দেহের পরিচয় এক করে ফেলায় মনে হয় যে, দেহটি আত্মার চেতনায় গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। কী বলা যাবে, আত্মার উপস্থিতি ছাড়া দেহ থাকতেই পারে না। পরস্পরের এই আপাত নির্ভরশীলতার দ্বারা দেহ এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য দুর্বোধ্য। এই বিষয়টির স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য শ্রীউদ্ধব ভগবানের নিকট প্রশ্ন করেছেন।

শ্লোক ২৭

এবং মে পুণ্ডরীকাক্ষ মহান্তং সংশয়ং হৃদি ।
ছেত্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ বচোভির্নয়নৈপুণৈঃ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **মে**—আমার; **পুণ্ডরীকাক্ষ**—হে পদ্মলোচন ভগবান; **মহান্তম্**—মহান; **সংশয়ম্**—সন্দেহ; **হৃদি**—আমার হৃদয়ে; **ছেত্তুম্**—ছেদ করতে; **অর্হসি**—আপনি অনুগ্রহ করুন; **সর্বজ্ঞ**—হে সর্বজ্ঞ; **বচোভিঃ**—আপনার বাক্যের দ্বারা; **নয়**—যুক্তিতে; **নৈপুণৈঃ**—অত্যন্ত নিপুন।

অনুবাদ

হে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ! হে সর্বজ্ঞ ভগবান! আপনি অনুগ্রহ করে আমার হৃদয়স্থ মহা সন্দেহকে আপনার ন্যায় বিচারে অত্যন্ত নৈপুণ্য প্রকাশক নিজ বাক্য দ্বারা ছেদন করুন।

তাৎপর্য

জড় দেহ আর চিন্ময় আত্মার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে শ্রীউদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

শ্লোক ২৮

ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ ।
ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়া গতিং বেত্থ ন চাপরঃ ॥ ২৮ ॥

ত্বত্তঃ—আপনার নিকট থেকে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **হি**—অবশ্যই; **জীবানাম্**—জীবেদের; **প্রমোষঃ**—চুরি করছে; **তে**—আপনার; **অত্র**—এই জ্ঞানে; **শক্তিতঃ**—শক্তির দ্বারা; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—একা; **হি**—অবশ্যই; **আত্ম**—আপনি নিজে, **মায়ায়াঃ**—মায়াশক্তির; **গতিম্**—যথার্থ স্বভাব; **বেত্থ**—আপনি জানেন; **ন**—না; **চ**—এবং; **অপরঃ**—অন্য কোন ব্যক্তি।

অনুবাদ

কেবল আপনার নিকট হতেই জীবের জ্ঞানের উদয় হয়, আবার আপনার শক্তির দ্বারা সেই জ্ঞান অপহৃত হয়। বাস্তবে, আপনিই কেবল আপনার মায়া শক্তির প্রকৃত স্বভাব বুঝতে সক্ষম।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় কেউ জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, আর ভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং সে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়। যারা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত, তারা জড় দেহ আর চিন্ময় আত্মার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না, তাই মায়ার আবরণ উন্মোচন করার জন্য তাকে স্বয়ং ভগবানের নিকট শ্রবণ করতে হবে।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ ।
এষ বৈকারিকঃ সর্গো গুণব্যতিকরাত্মকঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **পুরুষঃ**—ভোক্তা, জীবাত্মা; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **বিকল্পঃ**—পূর্ণ পার্থক্য; **পুরুষ-ঋষভ**—পুরুষশ্রেষ্ঠ; **এষঃ**—এই; **বৈকারিকঃ**—বিকৃতিপ্রবণ; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **গুণ**—প্রকৃতির গুণের; **ব্যতিকর**—উত্তেজনা; **আত্মকঃ**—ভিত্তিক।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, জড়া প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃতির গুণের বিক্ষোভবশতঃ এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

পুরুষ বলতে জীব এবং পরমেশ্বরকেও বোঝায়, যিনি হচ্ছেন পরম জীবসত্তা। জড়া প্রকৃতি পরিবর্তনশীল, দ্বন্দ্বপূর্ণ, পক্ষান্তরে ভগবান হচ্ছেন এক এবং পরম। জড়া প্রকৃতি তার স্রষ্টা, পালক এবং প্রলয়কর্তার উপর নির্ভরশীল; ভগবান কিন্তু সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর এবং স্বতন্ত্র। একইভাবে, জড়া প্রকৃতি অচেতন এবং আত্মসচেতনতাবিহীন, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর হচ্ছেন সয়ংসম্পূর্ণ আর সর্বজ্ঞ। জীবাত্মাও পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দ অংশ গ্রহণ করায় জড়া প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সর্গ বলতে এখানে জীবকে আবৃতকারী দেহের জড় মিশ্রণকে সূচিত করে। জড় দেহের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে চলেছে, তাই তা চির-অপরিবর্তনীয় জীব সত্ত্বা থেকে স্পষ্টরূপে পৃথক। জড় জগতে যেমন সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়ের দ্বারা বিক্ষোভ আর বিরোধ প্রদর্শিত হয়, ভগবানের দিব্য ধামে কিন্তু সে সবই অনুপস্থিত। জীবের স্বাভাবিক স্বরূপগত অবস্থান, কৃষ্ণভাবনার দিব্য প্রেমময়ী অভিজ্ঞতায় এই সমস্ত বৈচিত্র্যের সমাধান সাধিত হয়।

শ্লোক ৩০

মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা
বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে ।

বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেক-
মথাধিদৈবমধিভূতমন্যৎ ॥ ৩০ ॥

মম—আমার; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **মায়া**—জড়া শক্তি; **গুণ-ময়ী**—ত্রিগুণময়ী; **অনেকধা**—বহুবিধ; **বিকল্প**—বিভিন্ন প্রকাশ; **বুদ্ধীঃ**—এবং এই সমস্ত পার্থক্যের অনুভূতি; **চ**—এবং; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **বিধত্তে**—স্থাপন করে; **বৈকারিকঃ**—পরিবর্তনের পূর্ণপ্রকাশ; **ত্রিবিধঃ**—ত্রিবিধ; **অধ্যাত্মম্**—অধ্যাত্ম বলা হয়; **একম্**—এক; **অথ**—এবং; **অধিদৈবম্**—অধিদৈব; **অধিভূতম্**—অধিভূত; **অন্যৎ**—আর একটি।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমার ত্রিগুণাত্মিকা জড়া শক্তি, গুণ সমূহের মাধ্যমে বহুবিধ সৃষ্টি, আর তা অনুভব করার জন্য বহুবিধ চেতনার প্রকাশ করে। জড় পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশিত ফলকে অধ্যাত্মিক, অধিদৈবিক এবং অধিভৌতিক—এই তিনভাবে বোঝা যায়।

তাৎপর্য

বিকল্প বুদ্ধিঃ শব্দটি সূচিত করে যে, বিভিন্ন জড় দেহের বিভিন্ন চেতনা ভগবানের সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করে। গাং চিলের মতো পাখিরা সমুদ্রের হাওয়ায় গা এলিয়ে দিয়ে সমুদ্র বায়ু এবং তার উচ্চতার অভিজ্ঞতা লাভ করে। মাছেরা জলের মধ্যে, আর অন্যান্য প্রাণীরা বৃক্ষে অথবা ভূমিতে ঘনিষ্টভাবে জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। মনুষ্য সমাজে মানুষেরা তাদের চেতনার বৈচিত্র্য আর তেমনই স্বর্গে এবং নরকেও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ হয়ে থাকে। সমস্ত প্রকার জড় চেতনা হচ্ছে ভগবানের মায়া শক্তির প্রকাশ জড়া প্রকৃতির বিকার মাত্র।

শ্লোক ৩১

দৃগ্‌রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে
পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।
আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ
স্বয়ানুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

দৃক্—দৃষ্টির কাজ (অধ্যাত্ম রূপে); **রূপম্**—দৃশ্যমান রূপ (অধিভূতরূপে); **আর্কম্**—সূর্যের; **বপুঃ**—আংশিক ছবি (অধিদৈব রূপে); **অত্র**—এর মধ্যে; **রন্ধ্রে**—ছিদ্রে (চক্ষের মণির); **পরস্পরম্**—পরস্পর; **সিধ্যতি**—একে অপরকে প্রকাশ করে; **যঃ**

—যা; **স্বতঃ**—নিজ শক্তির দ্বারা; **খে**—আকাশে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **যৎ**—যা; **এষাম্**—এদের (তিনটি রূপ); **অপরঃ**—ভিন্ন; **যঃ**—যে; **আদ্যঃ**—আদিকারণ; **স্বয়া**—তাঁর নিজের দ্বারা; **অনুভূত্যা**—দিব্য অভিজ্ঞতা; **অখিল**—সকলের; **সিদ্ধ**—দৃশ্যমান প্রপঞ্চে; **সিদ্ধিঃ**—প্রকাশের উৎস।

অনুবাদ

দৃষ্টি শক্তি, দৃশ্যমান রূপ, এবং চক্ষু রন্ধ্রের মধ্যে প্রতিফলিত সূর্যের রূপ, এই সকলে একত্রে কাজ করে একে অপরকে প্রকাশিত করে। কিন্তু স্বয়ং সূর্য স্বপ্রকাশ রূপে আকাশে বিদ্যমান থাকে। তেমনই সমস্ত জীবের আদি কারণ, পরমাত্মা, যিনি সকলের থেকে ভিন্ন, তিনি তাঁর নিজের দিব্য অভিজ্ঞতার আলোকে পরস্পর প্রকাশমান বস্তু সমূহের প্রকাশের অন্তিম উৎস।

তাৎপর্য

চোখের কার্যের মাধ্যমে রূপকে চেনা যায়, এবং অনুভব যোগ্য রূপের উপস্থিতির দ্বারা চোখের কার্য বোঝা যায়। দৃষ্টির এবং রূপের মিথস্ক্রিয়া নির্ভর করে দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত আলোর উপস্থিতির উপর। দেবতাদের মহাজাগতিক পরিচালন ব্যবস্থা নির্ভর করে, যারা পরিচালিত হবে অর্থাৎ সমস্ত জীবের উপর, যে জীবেরা তাদের চক্ষুর দ্বারা রূপের অভিজ্ঞতা লাভ করবে তাদের উপস্থিতির উপর। এইভাবে তিনটি বিষয়—অধ্যাত্ম,-এর প্রতিনিধিত্ব করছে চক্ষুর মতো ইন্দ্রিয়গুলি; রূপের মতো ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলি অধিভূত-এর; এবং অধিদৈব হচ্ছে দেবতাদের প্রভাব—এরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল সম্পর্কে অবস্থিত।

সূর্যলোককে বলা হয় স্বতঃপ্রকাশিত, স্বপ্রকাশ, এবং স্বয়ং অভিজ্ঞ; তার কার্যে সহায়তা করলেও সূর্যের কার্য কিন্তু ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের একে অপরের উপর নির্ভর করার সুযোগ করে দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শন জনসাধারণের নিকট বিশ্বসংবাদ প্রকাশ করে। পিতা মাতারা সন্তানাদির নিকট, শিক্ষক তাঁর ছাত্রের নিকট, বন্ধু তাঁর বন্ধুর নিকট জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সরকার তার জনসাধারণকে এবং জনসাধারণ তাদের সরকারকে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সূর্য এবং চন্দ্র সমস্ত বস্তুর দৃশ্যমান রূপ এবং শব্দের অনুভূত শ্রবণযোগ্য রূপের প্রকাশ করে। বিশেষ কোন বাদ্যের ধ্বনি অথবা অলঙ্কার বিদ্যা অন্য জীবের আন্তরিক অনুভূতি প্রকাশ করে, আর গন্ধ, স্পর্শ এবং রসের মাধ্যমে অন্যান্য ধরনের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এইভাবে, ইন্দ্রিয় এবং মনের সঙ্গে অসংখ্য ইন্দ্রিয় বিষয়ের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান লাভ করা যায়। এইরূপ জ্ঞানোৎপাদক মিথস্ক্রিয়া অবশ্য নির্ভর করে পরম প্রকাশক শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের উপর।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) বলা হয়েছে, *যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাম্*—সমস্ত গ্রহের মধ্যে সূর্যকে মনে করা হয় পরমেশ্বর ভগবানের চক্ষু। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নিজের, দিব্য শক্তির দ্বারা নিত্য সর্বজ্ঞ, তাই তাঁর নিকট কেউই কোনও বিষয়ে প্রকাশ করতে পারে না। তবুও আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় প্রার্থনা ভগবানে শ্রীকৃষ্ণ বিনীতভাবে শ্রবণ করেন। উপসংহারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর থেকে ভিন্ন তাই ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় প্রভাবমুক্ত, পরম দিব্য সত্ত্বা।

শ্লোক ৩২

এবং ত্বগাদি শ্রবণাদি চক্ষু-
র্জিহ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তম্ ॥ ৩২ ॥

এবম্—একইভাবে; **ত্বক্-আদি**—ত্বক্, স্পর্শানুভূতি এবং বায়ুর দেবতা; **শ্রবণ-আদি**—কর্ণ, শব্দানুভূতি এবং দিগীশ্বরগণ; **চক্ষুঃ**—চক্ষু (পূর্বশ্লোকে বর্ণিত); **জিহ্বা-আদি**—জিহ্বা, রসানুভূতি ও জলের দেবতা, বরুণ; **নাস-আদি**—নাসিকা, গন্ধানুভূতি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **চ**—এবং; **চিত্ত-যুক্তম্**—চেতনা সহ (কেবলমাত্র বদ্ধ চেতনার সঙ্গে সেই চেতনার বিষয়কে এবং তার অধিদেবতা বাসুদেবকেই শুধু নির্দেশ করছে না, বরং মন, তার সঙ্গে চিন্তার বিষয়, এবং চন্দ্রদেব, বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির বিষয়, এবং শ্রীব্রহ্মা, আবার অহংকারের সঙ্গে অহংকারের পরিচিতি এবং রুদ্রদেবকেও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

অনুবাদ

তেমনই, জ্ঞানেন্দ্রিয়, যেমন ত্বক্, কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা, এবং নাসিকা—সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া, যেমন বদ্ধ চেতনা, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই সমস্তকেই ইন্দ্রিয়, অনুভূতির বিষয় এবং তার অধিষ্ঠাতা দেব, এইরূপ ত্রিবিধ পার্থক্য অনুসারে বিশ্লেষণ করা যায়।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় এবং তার অধিষ্ঠাতা দেব এদের একের অপরের উপর নির্ভরশীল জড় কার্যকলাপের সঙ্গে একক আত্মার কোন স্থায়ী সম্পর্ক নেই। জীবাত্মা আদিতে শুদ্ধ চিন্ময় এবং তার চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভর করার কথা। ভগবানের বিভিন্ন শক্তিতে অবস্থিত জড় আর চেতনকে একই পর্যায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা নিরর্থক। এইভাবে চিন্ময় স্তরে পরমেশ্বর, তাঁর ধাম এবং নিজেকে অনুভব করা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির অপ্রাকৃত উপলব্ধির পদ্ধতি।

শ্লোক ৩৩

যোঽসৌ গুণক্ষোভকৃতো বিকারঃ
প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ ।
অহং ত্রিবৃন্মোহবিকল্পহেতু-
র্বৈকারিকস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চ ॥ ৩৩ ॥

যঃ অসৌ—এই; **গুণ**—প্রকৃতির গুণের; **ক্ষোভ**—উত্তেজনার দ্বারা; **কৃতঃ**—সংঘটিত; **বিকারঃ**—পরিবর্তন; **প্রধান-মূলাৎ**—প্রধান থেকে উৎপন্ন, সমগ্র জড় প্রকৃতির অপ্রকাশিত রূপ; **মহতঃ**—মহৎ তত্ত্ব থেকে; **প্রসূতঃ**—উদ্ভূত; **অহম্**—মিথ্যা অহংকার; **ত্রি-বৃৎ**—তিন পর্যায়ে; **মোহ**—বিভ্রান্তির; **বিকল্প**—এবং জড় বৈচিত্র্য; **হেতুঃ**—কারণ; **বৈকারিকঃ**—সত্ত্বগুণে; **তামসঃ**—তমোগুণে; **ঐন্দ্রিয়ঃ**—রজোগুণে **চ**—এবং;

অনুবাদ

প্রকৃতির তিন গুণ বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, তা পরিবর্তন হয়ে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই ত্রিবিধ পর্যায়ে অহংকার নামক উপাদান উৎপন্ন হয়। অপ্রকাশিত প্রধান থেকে মহৎ তত্ত্ব, আর এই মহৎ তত্ত্ব থেকে অহংকার উৎপন্ন হয়ে সমস্ত প্রকার জড় মায়া এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

প্রকৃতির গুণের পরিচয়ে উৎপন্ন মিথ্যা অহংকার ত্যাগ করে, আমরা কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে শুদ্ধ-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারি। *মোহ-বিকল্পহেতু* শব্দটি সূচিত করে যে, মিথ্যা অহংকারের জন্য মানুষ নিজেকে প্রকৃতির ভোক্তা বলে মনে করে, আর এইভাবে তার জড় সুখ-দুঃখ অনুসারে জড় দ্বন্দ্বের ভুল ধারণা জন্মায়। পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায়, ভগবানের নিত্য দাস রূপে পরিচিত হওয়ার ফলে মিথ্যা অহংকার দূর করা যায়।

শ্লোক ৩৪

আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ ॥ ৩৪ ॥

আত্ম—পরমাত্মার; **অপরিজ্ঞান-ময়ঃ**—পূর্ণজ্ঞানের অভাব ভিত্তিক; **বিবাদঃ**—মনগড়া যুক্তি-তর্ক; **হি**—অবশ্যই; **অস্তি**—(এই জগৎ) হচ্ছে ঠিক; **ইতি**—এইরূপে বলে; **ন অস্তি**—এটি ঠিক নয়; **ইতি**—এইরূপ বলে; **ভিদা**—জড় পার্থক্য; **অর্থনিষ্ঠঃ**—আলোচ্য বিষয় রূপে পেয়ে; **ব্যর্থঃ**—ব্যর্থ; **অপি**—যদিও; **ন**—করে না; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **উপরমেত**—বিরত হয়; **পুংসাম্**—মানুষের জন্য; **মত্তঃ**—আমা থেকে; **পরাবৃত্ত**—যে নিবৃত্ত হয়েছে; **ধিয়াম্**—তাদের লক্ষ্য; **স্বলোকাৎ**—তাদের থেকে অভিন্ন আমি।

অনুবাদ

দার্শনিকদের মনগড়া যুক্তি-তর্ক—"এই জগৎ সত্য," "না, এটি সত্য নয়"—হচ্ছে পরমাত্মা সম্বন্ধে অপূর্ণ জ্ঞানভিত্তিক; আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করা। এইরূপ তর্ক অর্থহীন হলেও, যারা আমার প্রতি বিমুখ হয়ে আত্মবিস্মৃত হয়েছে, তারা তা ত্যাগ করতে অক্ষম।

তাৎপর্য

কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তবে সে ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধে অনিবার্যভাবে সন্দেহ করবে। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি না করে জড় জগতের বাস্তবতা আর অবাস্তবতা নিয়ে কেবলই যুক্তি-তর্ক করা অর্থহীন। এই জড় জগত বাস্তব, তার বিশেষ কারণ হচ্ছে তা পরম বাস্তব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবতা উপলব্ধি না করে, মানুষ কোন কালেই তাঁর সৃষ্টির বাস্তবতা নির্ধারণ করে উঠতে পারবে না; সে সর্বদা ভাববে, সে কি সত্যিই কিছু দেখছে না কি কেবলই ভাবছে যে, সে দেখছে। পরমেশ্বরের আশ্রয় না নিয়ে, এই ধরনের মনগড়া ধারণার সমাধান কখনই করা যাবে না, আর তাই তা অর্থহীন। ভগবদ্ভক্তরা এইরূপ তর্কের প্রতি আগ্রহী নন, কেননা তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক জ্ঞানপথে এগিয়ে চলেছেন, আর তাঁরা ক্রমে কৃষ্ণভক্তির আরও সুন্দর সুন্দর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট।

শ্লোক ৩৫-৩৬

শ্রীউদ্ধব উবাচ

ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্মভিঃ প্রভো।
উচ্চাবচান যথা দেহান্ গৃহ্ণন্তি বিসৃজন্তি চ ॥ ৩৫ ॥
তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্বিভাব্যমনাত্মভিঃ।
ন হ্যেতৎ প্রায়শো লোকে বিদ্বাংসঃ সন্তি বঞ্চিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **ত্বত্তঃ**—আপনার নিকট থেকে; **পরাবৃত্ত**—বিমুখ হয়ে; **ধিয়ঃ**—যাদের মন; **স্বকৃতৈঃ**—তাদের দ্বারা কৃত; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **প্রভো**—হে পরম প্রভু; **উচ্চ-অবচান্**—উচ্চ এবং নীচ; **যথা**—যেভাবে; **দেহান্**—জড় দেহ; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করে; **বিসৃজন্তি**—ত্যাগ করে; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই; **মম**—আমার প্রতি; **আখ্যাহি**—দয়া করে ব্যাখ্যা করুন; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **দুর্বিভাব্যম্**—দুর্বোধ্য; **অনাত্মভিঃ**—অবুদ্ধিমানদের দ্বারা; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **এতৎ**—এ সম্বন্ধে; **প্রায়শঃ**—অধিকাংশ ক্ষেত্রে; **লোকে**—ইহলোকে; **বিদ্বাংসঃ**—জ্ঞানী; **সন্তি**—তারা হন; **বঞ্চিতাঃ**—প্রতারিত (জড় মায়ার দ্বারা)।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেনঃ হে পরম প্রভু, যাদের বুদ্ধি সকাম কর্মের প্রতি উৎসর্গিত, তারা নিশ্চয় আপনার প্রতি বিমুখ হয়েছে। এইরূপ ব্যক্তিরা তাদের জড়কর্মের জন্য কীভাবে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দেহ ধারণ করে এবং সেই সমস্ত দেহ ত্যাগ করে তা আমার নিকট অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন। হে গোবিন্দ, মূর্খ লোকেদের জন্য এই সমস্ত বিষয় বোঝা অত্যন্ত কঠিন। ইহজগতের মায়ার দ্বারা প্রতারিত হয়ে, তারা সাধারণত এই সমস্ত ব্যাপারে সচেতন হয় না।

তাৎপর্য

যারা ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক বিস্মৃত হয়েছে তাদের নেতিবাচক ফলের বর্ণনা সহ ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞান না জানলে কাউকেই বুদ্ধিমান বলে ভাবা যাবে না। এ জগতে বহু তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছে, যারা নিজেদেরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করলেও, তারা সাধারণত ভগবানের পরম বুদ্ধিমত্তার নিকট আত্মসমর্পণ করে না। জড়া প্রকৃতির গুণের অবস্থিতি অনুসারে তারা বিভিন্ন প্রকারের মনগড়া দর্শন সৃষ্টি করে। মায়াময় প্রকৃতি জাত দর্শনের মাধ্যমে তারা কিন্তু জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে রেহাই পেতে পারে না। ভগবৎ রাজ্যের দিব্য স্তর থেকে আগত যথার্থ জ্ঞানের দ্বারাই কেবল মুক্তি লাভ করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধির নিকট থেকে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করার মাধ্যমে আমরা সহজেই মুক্তি লাভ করে ভগবদ্ধামে প্রত্যাগমন করতে পারি।

শ্লোক ৩৭

শ্রীভগবানুবাচ

মনঃ কর্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্ ।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ততে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মনঃ**—মন; **কর্মময়ম্**—সকাম কর্মময়; **নৃণাম্**—মানুষের; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় সকল সহ; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচ; **যুতম্**—যুক্ত; **লোকাৎ**—এক লোক থেকে; **লোকম্**—অন্য লোকে, **প্রয়াতি**—ভ্রমণ করে; **অন্যঃ**—ভিন্ন; **আত্মা**—আত্মা; **তৎ**—সেই মন; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মানুষের জড় মন তৈরি হয় সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। পঞ্চেন্দ্রিয় সহ সে এক জড় দেহ থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করে। চিন্ময় আত্মা, এই মন থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করে।

শ্লোক ৩৮

ধ্যায়ন্ মনোঽনু বিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ ।
উদ্যৎ সীদৎ কর্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনু শাম্যতি ॥ ৩৮ ॥

ধ্যায়ৎ—ধ্যান করে; **মনঃ**—মন; **অনু**—নিয়মিতভাবে; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় বিষয়ে; **দৃষ্টান্**—দৃষ্ট; **বা**—বা; **অনুশ্রুতান্**—বেদবিৎগণের নিকট থেকে শ্রুত; **অথ**—তার ফলে; **উদ্যৎ**—উদিত হয়ে; **সীদৎ**—নিরস্ত হয়ে; **কর্মতন্ত্রম্**—সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ায় বদ্ধ; **স্মৃতি**—স্মৃতি; **তৎ অনু**—তার অনুসারে; **শাম্যতি**—ধ্বংস হয়।

অনুবাদ

সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়ায় বদ্ধ মন সর্বদা যেগুলি এ জগতে দেখা যায় এবং বেদবিৎগণের নিকট থেকে শ্রুত, উভয় প্রকার ইন্দ্রিয় বিষয়েরই ধ্যান করে। তার ফলে মন তার অনুভূতির বিষয় সহ সৃষ্টি হয় এবং বিনাশের ক্লেশ ভোগ করে বলে মনে হয়, আর এইভাবে তার অতীত এবং ভবিষ্যতের পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা অপহৃত হয়।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, সূক্ষ্ম দেহ, অথবা মন কীভাবে একটি ভৌতিক শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য একটি দেহে প্রবেশ করে। এইরূপ ভৌতিক দেহে প্রবেশ করা এবং তা ত্যাগ করাকে বলে বদ্ধ জীবের জন্ম এবং মৃত্যু। সে তার বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলিকে ইহজগতের দৃশ্য বস্তু—সুন্দরী রমণী, প্রাসাদোপম অট্টালিকা ইত্যাদির ধ্যানে উপযোগ করে—আবার তেমনই কেউ বেদে বর্ণিত স্বর্গলোকের সুখের জন্য দিবা স্বপ্ন দেখে। মৃত্যু ঘটলে, মনকে তার তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার বিষয় থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নতুন ধরনের ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগের জন্য অন্য একটি দেহে প্রবেশ করানো হয়। মনকে যখন সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থাপনায়

যেতে হয়, পূর্বের মনোভাব তাকে আপাতত হারাতে হয় এবং একটি নতুন মনের সৃষ্টি হয়, যদিও, বাস্তবে কিন্তু একই মন ভিন্নভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং ইহজগতের ভোগ্যবস্তুর বিমূর্ত মনন সমন্বিত জড় অভিজ্ঞতার অবিরত প্রবাহের দ্বারা বদ্ধ জীব সর্বদা বিহ্বল। তখন সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের দিব্য স্মৃতি ভুলে যায়। জাগতিক পরিচিতি গ্রহণ করা মাত্র জীব তার নিত্য পরিচয় বিস্মৃত হয়ে মায়া সৃষ্ট মিথ্যা অহংকারের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

শ্লোক ৩৯

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ ।
জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ ॥ ৩৯ ॥

বিষয়—(নতুন) অনুভূতির বিষয়ে; **অভিনিবেশেন**—অভিনিবেশের জন্য; **ন**—না; **আত্মানম্**—তার পূর্বের সত্ত্বা; **যৎ**—যে অবস্থায়; **স্মরেৎ**—স্মরণ করেন; **পুনঃ**—আরও কোন; **জন্তোঃ**—জীবের, **বৈ**—বস্তুত; **কস্যচিৎ হেতোঃ**—কোন না কোন কারণের জন্য; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু নামক; **অত্যন্ত**—সর্বমোট; **বিস্মৃতিঃ**—বিস্মৃতি।

অনুবাদ

জীব যখন বর্তমান শরীর থেকে নিজ কর্ম সৃষ্ট পরবর্তী শরীরে গমন করে, তখন সে নতুন দেহের আনন্দপ্রদ এবং দুঃখপ্রদ অনুভূতিতে মগ্ন হয় এবং পূর্ব দেহের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। কোন না কোন কারণে সংঘটিত পূর্বের জড় পরিচিতির সার্বিক বিস্মৃতিকে বলা হয় মৃত্যু।

তাৎপর্য

সকাম কর্ম অথবা নিজ কর্ম অনুসারে সে একটি সুন্দর, ধনী, অথবা শক্তিশালী শরীর পেতে পারে, অথবা অধঃপতিত এবং ঘৃণ্য জীবনও পেতে পারে। স্বর্গে অথবা নরকে জন্ম গ্রহণ করে জীব তার নতুন দেহের সঙ্গে অহংকার যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ সেই রূপে পরিচয় প্রদান করতে শেখে এবং এইভাবে পূর্ব শরীরের অভিজ্ঞতাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে নতুন দেহের সুখ, ভয়, ঐশ্বর্য অথবা ক্লেশে মগ্ন হয়। যখন ভৌতিক শরীরের নির্ধারিত বিশেষ কর্ম সমাপ্ত হয় তখন তার মৃত্যু ঘটে। সেই বিশেষ দেহের কর্ম ক্ষয় হয়ে যাওয়ার জন্য তা তার মনের উপর আর কার্যকরী হয় না; এইভাবে সে পূর্ব দেহ বিস্মৃত হয়। প্রকৃতির দ্বারা নতুন দেহ সৃষ্টি হয়, যাতে বর্তমানে চলমান কর্মের অভিজ্ঞতা সে লাভ করতে পারে। সেইজন্যে তার সমগ্র চেতনা বর্তমান দেহে মগ্ন হয়, যাতে সে তার পূর্ব

কর্মের ফলগুলি পূর্ণ রূপে লাভ করতে পারে। জীব যেহেতু নিজেকে সেই দেহ বলে মিথ্যা পরিচিতি গ্রহণ করে তাই দেহের মৃত্যুকে আত্মার মৃত্যু রূপে অনুভব করে, বাস্তবে কিন্তু আত্মা হচ্ছে নিত্য এবং কখনও তার সৃষ্টি অথবা বিনাশ হয় না। কৃষ্ণভাবনামৃতে আত্মোপলব্ধির এই বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান সহজেই লাভ করা যায়।

শ্লোক ৪০

জন্ম ত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্বভাবেন ভূরিদ ।
বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ ॥ ৪০ ॥

জন্ম—জন্ম; **তু**—এবং; **আত্মতয়া**—নিজের সঙ্গে পরিচিতির দ্বারা; **পুংসঃ**—মানুষের; **সর্বভাবেন**—সম্পূর্ণরূপে; **ভূরিদা**—হে শ্রেষ্ঠ দাতা উদ্ধব; **বিষয়**—দেহের; **স্বী-কৃতিম্**—গ্রহণ করা; **প্রাহুঃ**—বলা হয়; **যথা**—ঠিক যেমন; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **মনঃ-রথঃ**—অথবা মানসিক কল্পনা।

অনুবাদ

হে শ্রেষ্ঠ দাতা উদ্ধব, নতুন দেহের সঙ্গে জীবের সম্যক পরিচিতিকেই কেবল জন্ম বলে। স্বপ্ন বা উদ্ভট ব্যাপারকে সম্পূর্ণ বাস্তব বলে গ্রহণ করার মতো জীব নতুন দেহ গ্রহণের অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে থাকে।

তাৎপর্য

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের প্রতি সাধারণ স্নেহ বা আসক্তি অপেক্ষা নিজের জড় দেহের প্রতি একাত্মতা অনেক বেশি গভীর। *সর্বভাবেন* শব্দটি এখানে দেখাচ্ছে যে, স্বপ্নের অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বাস্তব বলে গ্রহণ করার মতো মানুষ তার জড় দেহটিকে স্বয়ং আমি বলে মনে করে। সুপ্ত অবস্থায় যে মানসিক জল্পনা-কল্পনাগুলি ঘটে, তাকে বলা হয় স্বপ্ন; আর ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যতীত কেবলই কল্পনা করাকে বলে দিবাস্বপ্ন। পরমেশ্বর থেকে নিজেকে ভিন্ন কল্পনা করে দীর্ঘ স্বপ্নের মতো আমরা এই দেহকে আমি এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকেই স্থায়ী বলে স্বীকার করে থাকি। তাই জন্ম শব্দটির দ্বারা নতুন সত্ত্বার উদ্ভব বোঝায় না, বরং তা হচ্ছে জীবাত্মার অন্ধের মতো নতুন জড় দেহ স্বীকার করাকেই বোঝায়।

শ্লোক ৪১

স্বপ্নং মনোরথং চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ ।
তত্র পূর্বমিবাত্মানমপূর্বং চানুপশ্যতি ॥ ৪১ ॥

স্বপ্নম্—স্বপ্ন; **মনঃ-রথম্**—দিবাস্বপ্ন; **চ**—এবং; **ইত্থম্**—এইভাবে; **প্রাক্তনম্**—প্রাক্তন; **ন স্মরতি**—স্মরণ করে না; **অসৌ**—সে; **তত্র**—তার মধ্যে (বর্তমান দেহ); **পূর্বম্**—পূর্বের; **ইব**—মতো; **আত্মানম্**—নিজে; **অপূর্ব**—যার অতীত নেই; **চ**—এবং; **অনুপশ্যতি**—দর্শন করে।

অনুবাদ

কোন ব্যক্তি যেমন স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্নের অভিজ্ঞতা লাভ করে পূর্বের স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্নের কোন কিছুই মনে রাখে না, তেমনই বর্তমান দেহে অবস্থিত ব্যক্তির পূর্বে অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সে মনে করে যে, তার আবির্ভাব অতি সাম্প্রতিক।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারেন যে, স্বপ্ন দেখার সময় অনেক সময় পূর্বের স্বপ্নের অভিজ্ঞতাও আমাদের মনে থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর উত্তরে বলেছেন যে, জাতিস্মর ব্যক্তি তার অলৌকিক শক্তির বলে তার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারে, তা সকলেই জানে, "ব্যতিক্রম আইনের প্রতিষ্ঠা করে।" সাধারণত, বদ্ধ জীবেরা তাদের অতীত জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না; তারা ভাবে, "আমার বয়স ছয় বৎসর" অথবা "আমার বয়স ত্রিশ বৎসর," এবং "এই জন্মের পূর্বে আমার অস্তিত্ব ছিল না।" এইধরনের জড় অজ্ঞতার জন্য আত্মার প্রকৃত অবস্থান কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৪২

ইন্দ্রিয়ায়নসৃষ্ট্যেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তুনি ।
বহিরন্তর্ভিদাহেতুর্জনোঽসজ্জনকৃদ্‌যথা ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়-অয়ন—ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্থূল দ্বারা (মন); **সৃষ্ট্যা**—সৃষ্টির দরুন (নতুন দেহের সঙ্গে পরিচিতির); **ইদম্**—এই; **ত্রৈবিদ্যম্**—ত্রিবিধ (উচ্চ, মধ্যম, এবং নিম্ন শ্রেণীর); **ভাতি**—প্রতিভাত হয়; **বস্তুনি**—বাস্তবে (আত্মা); **বহিঃ**—বাহ্যিক; **অন্তঃ**—এবং আভ্যন্তরীণ; **ভিদা**—পার্থক্যের; **হেতুঃ**—কারণ; **জনঃ**—মানুষ; **অসৎ-জন**—অসৎ ব্যক্তির; **কৃৎ**—কর্তা; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয় সমূহের বিশ্রাম স্থূল মন একটি নতুন দেহের সঙ্গে পরিচিতির সৃষ্টি করেছে, যা হচ্ছে ত্রিবিধ জড় বৈচিত্র্য যথা উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন শ্রেণী সমন্বিত, আর তা দেখে মনে হয়, আত্মার বাস্তবতার মধ্যে তা উপস্থিত। এইভাবে তা সবই নিজ সৃষ্ট অসৎ পুত্রের জন্ম দান করার মতো, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

তাৎপর্য

বিভিন্ন দেহের জড় পরিস্থিতি অনুসারে মানুষের সম্পদ, সৌন্দর্য, বল, বুদ্ধি, যশ এবং বৈরাগ্যকে শ্রেষ্ঠ, সাধারণ অথবা নিকৃষ্ট বলে মনে করা হয়। চিন্ময় আত্মা বিশেষ একটি দেহ ধারণ করে সে নিজেকে এবং অন্যদেরকে তাদের জড় পরিস্থিতি অনুসারে উচ্চ, মধ্যম অথবা নিম্ন শ্রেণীর বলে বিচার করে। বাস্তবে, নিত্য আত্মার অস্তিত্ব হচ্ছে জাগতিক দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, কিন্তু সে জড় পরিস্থিতিকে তার আত্মার নিজের মনে করে ভুল করে। *অসজ্জন কৃদ্ যথা* শব্দগুলি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কোন পিতা শান্ত স্বভাবের হতে পারেন, কিন্তু অসৎ পুত্রের জন্য তিনি সমস্যায় পড়ে তাঁর পুত্রের শত্রুদেরকে তাঁর পরিবারের সকলের শত্রুরূপে মনে করে সেইভাবে আচরণ করতে বাধ্য হন। এইভাবে অসৎ পুত্র তার পিতাকে জটিল সমস্যায় জড়াতে পারে। তেমনই, চিন্ময় আত্মার যথার্থই কোন সমস্যা নেই, কিন্তু জড়দেহের সঙ্গে মিথ্যা সম্পর্ক করে সে দৈহিক সুখ এবং দুঃখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এই শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান দেহ এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য বিষয়ক আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৪৩

নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ ।
কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে ॥ ৪৩ ॥

নিত্যদা—প্রতিনিয়ত; **হি**—বাস্তবে; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **ভূতানি**—সৃষ্ট দেহ সকল; **ভবন্তি**—হয়; **ন ভবন্তি**—দূর হয়ে যায়; **চ**—এবং; **কালেন**—কালের দ্বারা; **অলক্ষ্য**—লক্ষ্য করা যায় না; **বেগেন**—যার গতি; **সূক্ষ্মত্বাৎ**—অত্যন্ত সূক্ষ্মতা হেতু; **তৎ**—সেই; **ন দৃশ্যতে**—দেখা যায় না।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, কালের প্রবাহে জড়দেহের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস হয়ে চলেছে, যার গতি অনুভব যোগ্য নয়। কিন্তু কালের সূক্ষ্মতা হেতু, কেউ তা দেখতে পায় না।

শ্লোক ৪৪

যথার্চিষাং স্রোতসাং চ ফলানাং বা বনস্পতেঃ ।
তথৈব সর্বভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥

যথা—যেমন; **অর্চিষাম্**—মোমবাতির শিখার; **স্রোতসাম্**—নদীর স্রোতের; **চ**—এবং; **ফলানাম্**—ফলের; **বা**—বা; **বনস্পতেঃ**—বৃক্ষের; **তথা**—এইভাবে; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জড় দেহের; **বয়ঃ**—বিভিন্ন বয়সে; **অবস্থা**—পরিস্থিতি; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **কৃতাঃ**—সৃষ্ট।

অনুবাদ

মোমবাতির শিখা, নদীর স্রোত অথবা বৃক্ষের ফলের মতো সমস্ত জড় দেহের বিভিন্ন পর্বে পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

তাৎপর্য

নিভে যাবে এমন একটি মোমবাতির শিখা কখনও উজ্জ্বলভাবে বেড়ে ওঠে এবং পুনরায় তা ক্ষীণ হয়ে যায়। অবশেষে তা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। চলমান নদী অসংখ্য আকারের এবং ধরনের ঢেউ সৃষ্টি করে ফুলে ওঠে এবং নেমে যায়। গাছের ফল ধীরে ধীরে জন্মায়, বৃদ্ধি হয়, পাকে, মিষ্টি হয় এবং কালক্রমে পড়ে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তেমনই আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে আমাদের নিজেদের দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং সেই দেহে অবশ্যই বার্ধক্য, ব্যাধি এবং মৃত্যু সংঘটিত হবে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে এই দেহ বিভিন্ন মাত্রায় যৌন শক্তি, দৈহিক বল, বাসনা, জ্ঞান ইত্যাদি প্রদর্শন করে। দেহটি যেমন বৃদ্ধ হয়, দৈহিক বল শেষ হয়ে যায়, কিন্তু দেহের এরূপ পরিবর্তন হলেও আমাদের জ্ঞান বর্ধিত হতে পারে।

ভৌতিক জন্ম এবং মৃত্যু সংঘটিত হয় কালের গতি অনুসারে। কোন জড় বস্তুর জন্ম, সৃষ্টি অথবা উৎপাদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা জড় জগতে সূক্ষ্ম কালের পর্যায়ক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে তার বিনাশ অথবা মৃত্যু অনিবার্য। দুর্দান্ত অনন্তকালের শক্তি এত সূক্ষ্মভাবে এগিয়ে চলে যে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই কেবল তা অনুভব করতে পারেন। ঠিক যেমন মোমবাতির শিখা ধীরে ধীরে নিভে যায়, নদীর স্রোত বয়ে চলে অথবা গাছের ফল ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয়, তেমনই জড় দেহ অবিচলিতভাবে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী দেহকে কখনই নিত্য, অপরিবর্তনীয় চিন্ময় আত্মার মতো ভেবে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ৪৫

সোঽয়ং দীপোঽর্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলম্ ।
সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্ধীর্মৃষায়ুষাম্ ॥ ৪৫ ॥

সঃ—এই; **অয়ম্**—একই; **দীপঃ**—আলোক; **অর্চিষাম্**—দীপের কিরণের; **যদ্বৎ**—ঠিক যেমন; **স্রোতসাম্**—নদীর স্রোতের; **তৎ**—সেই; **ইদম্**—একই; **জলম্**—জল; **সঃ**—এই; **অয়ম্**—একই; **পুমান্**—মানুষ; **ইতি**—এইভাবে; **নৃণাম্**—মানুষের; **মৃষা**—মিথ্যা; **গীঃ**—উক্তি; **ধীঃ**—চিন্তা; **মৃষা-আয়ুষাম্**—যারা তাদের জীবন অপচয় করছে তাদের।

অনুবাদ

দীপের আলোক অসংখ্য কিরণের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি, পরিবর্তন এবং ধ্বংসে প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মায়াগ্রস্ত বুদ্ধি সম্পন্ন, আলোক দেখেই অনর্থক বলে উঠবে, "এই তো দীপের আলোক।" চলমান নদীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিনিয়ত নতুন জল আসছে আর বহুদূরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বোকা লোকেরা নদীর একটি জায়গা দেখে অনর্থক বলে উঠবে, "এই তো নদীর জল।" তেমনই, মানুষের জড় দেহ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকলেও, যারা তাদের জীবনকে অনর্থক অপচয় করছে, তারা ভাবে, আর বলে যে, মানুষের দেহের প্রতিটি অবস্থাই বাস্তব পরিচয় জ্ঞাপক।

তাৎপর্য

"এই তো দীপের আলোক," এই রূপ কেউ বললেও প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য আলোক রশ্মি সৃষ্ট, পরিবর্তিত এবং বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে; কেউ হয়তো বলতে পারে নদীর জল সম্বন্ধে, সেই নদীতে সর্বদা বিভিন্ন নতুন জল কণাসমূহ অতিক্রম করে চলেছে। তেমনই, কোন শিশুকে দেখে কেউ শিশুটির সেই ক্ষণস্থায়ী দেহটিকেই সেই ব্যক্তির পরিচয় অর্থাৎ সেই শিশুটিই ব্যক্তি বলে ভাবতে পারে। কেউ কেউ আবার বৃদ্ধ দেহকে বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে মনে করে। বাস্তবে, কিন্তু, মানুষের জড় দেহ নদীর ঢেউ অথবা দীপের আলোক রশ্মির মতো পরমেশ্বরের শক্তি জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের পরিবর্তন মাত্র। শক্তির প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে চিন্ময় আত্মা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে প্রমাণ করেছেন যে, বদ্ধ জীব কালের সূক্ষ্ম গতি লক্ষ্য করতে বা উপলব্ধি করতে অক্ষম। জড় চেতনার স্থূল দৃষ্টির মাধ্যমে জড় প্রকাশের সূক্ষ্ম পর্যায়গুলি বোঝা যায় না, কেননা সেটি স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রণোদিত। এই শ্লোকে *মৃষায়ুষাম্* শব্দটি সূচিত করে, যারা ভগবানের নির্দেশ উপলব্ধি না করে অজ্ঞতার মধ্যে অনর্থক তাদের সময় অপচয় করছে। এই ধরনের মানুষ দেহের যে কোনও বিশেষ পর্যায়কেই দেহস্থিত আত্মার যথার্থ পরিচয় মনে করে সহজেই প্রতারিত হয়। আত্মা যেহেতু জাগতিকভাবে পরিবর্তনশীল নয়, কেউ নিজে যখন পরমেশ্বরের প্রেমময়ী সেবা, কৃষ্ণভাবনামৃতের বৈচিত্র্যময় নিত্য আনন্দে মগ্ন হন, তখন তিনি আর অজ্ঞতা এবং ক্লেশ অনুভব করবেন না।

শ্লোক ৪৬

মা স্বস্য কর্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্ ।
ম্রিয়তে বামরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংযুতঃ ॥ ৪৬ ॥

মা—করে না; **স্বস্য**—নিজের; **কর্মবীজেন**—তার কর্মবীজের দ্বারা; **জায়তে**—জন্মগ্রহণ করে; **সঃ**—সে; **অপি**—বস্তুত; **অয়ম্**—এই; **পুমান্**—পুরুষ; **ম্রিয়তে**—মারা যায়; **বা**—অথবা; **অমরঃ**—অমর; **ভ্রান্ত্যা**—মায়ার জন্য; **যথা**—যেমন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **দারু**—কাষ্ঠের দ্বারা; **সংযুতঃ**—যুক্ত।

অনুবাদ

বাস্তবে মানুষ তার অতীত কর্মের বীজ থেকে জন্মায় না, আবার অমর হওয়া সত্ত্বেও মারা যায়, তা-ও নয়। ঠিক যেমন জ্বালানী কাঠের সংস্পর্শে আগুনকে দেখে মনে হয় তার শুরু হল আর তারপর শেষ হয়ে গেল, তেমনই মায়ার দ্বারা জীব জন্মাচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে এইরূপ প্রতিভাত হয়।

তাৎপর্য

জড় সৃষ্টির সর্বত্রই অগ্নি নামক উপাদানটি সর্বক্ষণই বিদ্যমান, কিন্তু নির্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের সংযোগে আপাত চক্ষে তার অস্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং তা শেষ হয়ে যায়। তেমনই, জীব নিত্য, কিন্তু বিশেষ কোন দেহের সংযোগে আপাত চক্ষে তার জন্ম এবং মৃত্যু সংঘটিত হয়। এইভাবে কর্মের প্রতিক্রিয়া জীবের উপর মায়াময় সুখ বা দুঃখ চাপিয়ে দেয়, কিন্তু তার দ্বারা জীবের নিজস্ব নিত্য স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে না। অন্যভাবে বলা যায়, মায়ার এক চক্রের প্রতিনিধিত্ব করে কর্ম, যার প্রতিটি মায়াময় কর্ম অপর একটি মায়াময় কর্ম সৃষ্টি করে। জীবকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার চিন্ময় ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত এই কর্মের চক্রকে সমাপ্ত করতে পারে। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে আমরা সকাম প্রতিক্রিয়ার মায়াময় শৃঙ্খল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৪৭

নিষেকগর্ভজন্মানি বাল্যকৌমারযৌবনম্ ।
বয়োমধ্যং জরা মৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব ॥ ৪৭ ॥

নিষেক—গর্ভাধান; **গর্ভ**—গর্ভধারণ কাল; **জন্মানি**—এবং জন্ম; **বাল্য**—শৈশব; **কৌমার**—কৌমার; **যৌবনম্**—এবং যৌবন; **বয়ঃ-মধ্যম্**—মধ্য বয়স; **জরা**—বার্ধক্য; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ইতি**—এইভাবে; **অবস্থাঃ**—বয়স; **তনোঃ**—দেহের; **নব**—নয়।

অনুবাদ

গর্ভসংস্কার, গর্ভধারণ কাল, জন্ম, শৈশব, কৌমার, যৌবন, মধ্য বয়স, বার্ধক্য এবং মৃত্যু এই নয়টি হচ্ছে দেহের পর্যায়।

শ্লোক ৪৮

এতা মনোরথময়ীর্হান্যস্যোচ্চাবচাস্তনূঃ ।
গুণসঙ্গাদুপাদত্তে ক্বচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ ॥ ৪৮ ॥

এতাঃ—এই সমস্ত; **মনঃ রথময়ীঃ**—মনোনিবেশের দ্বারা লব্ধ; **হ**—নিশ্চিতরূপে; **অন্যস্য**—দেহের (আত্মা থেকে পৃথক); **উচ্চ**—মহত্তর; **অবচাঃ**—এবং নিকৃষ্ট; **তনূঃ**—দৈহিক অবস্থা, **গুণসঙ্গাৎ**—প্রকৃতির গুণের সঙ্গপ্রভাবে; **উপাদত্তে**—গ্রহণ করে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **কশ্চিৎ**—কেউ; **জহাতি**—ত্যাগ করে, **চ**—এবং।

অনুবাদ

জড় দেহ আত্মা থেকে ভিন্ন হলেও জড় সঙ্গ প্রভাবে অজ্ঞতা হেতু জীব নিজেকে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট দেহ বলে মনে করেন। কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এইরূপ মনঃকল্পিত ধারণা ত্যাগ করতে সক্ষম হন।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছেন, তিনিই কেবল দেহাত্ম বুদ্ধিভিত্তিক মনঃকল্পিত ধারণা ত্যাগ করতে পারেন। এইভাবে সর্বদাই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

শ্লোক ৪৯

আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ ।
ন ভবাপ্যয়বস্তূনামভিজ্ঞো দ্বয়লক্ষণঃ ॥ ৪৯ ॥

আত্মনঃ—নিজের; **পিতৃ**—পিতা অথবা পূর্বপুরুষদের থেকে; **পুত্রাভ্যাম্**—এবং পুত্র; **অনুমেয়ৌ**—অনুমান করা যায়; **ভব**—জন্ম; **অপ্যয়ৌ**—এবং মৃত্যু; **ন**—আর নয়; **ভব-অপ্যয়-বস্তূনাম্**—সৃষ্টি এবং ধ্বংসাত্মক সমস্ত কিছুর; **অভিজ্ঞঃ**—যিনি যথার্থ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত; **দ্বয়**—এই সমস্ত দ্বন্দ্বের দ্বারা; **লক্ষণঃ**—লক্ষণ।

অনুবাদ

নিজের পিতার বা পিতামহের মৃত্যুর দ্বারা নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে অনুমান করা যায়, এবং নিজের পুত্র জন্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের নিজের জন্মের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারি। যে ব্যক্তি জড়দেহের সৃষ্টি এবং বিনাশ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি আর এই সমস্ত দ্বন্দ্বে প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

গর্ভসঞ্চার, গর্ভধারণকাল এবং জন্ম সমন্বিত জড় দেহের নয়টি পর্যায় সম্বন্ধে ভগবান বর্ণনা করেছেন। কেউ হয়তো তর্ক করতে পারেন যে, জীব তার মাতৃগর্ভে উপস্থিতি, তার জন্ম এবং একান্ত শৈশব সম্বন্ধে স্মরণ করতে পারে না। তাই ভগবান এখানে বলেছেন আমরা দেহের এই সমস্ত পর্যায়গুলি আমাদের নিজের সন্তানকে দেখে অনুভব করতে পারি। তেমনই, কেউ হয়তো চিরকাল জীবিত থাকার আশা করতে পারেন কিন্তু নিজের পিতার, পিতামহ অথবা প্রপিতামহের মৃত্যু দর্শন করে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পেতে পারি যে, জড় দেহ অবশ্যই মারা যাবে। আত্মা নিত্য এই তত্ত্ব জেনে ধীর ব্যক্তি তাই ক্ষণস্থায়ী এবং নির্ভরযোগ্য নয় এমন দেহকে আত্মা বলে মনে করার ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করে, ভগবানের প্রতি ভক্তি যোগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জন্ম এবং মৃত্যুর কৃত্রিম বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

শ্লোক ৫০

তরোর্বীজবিপাকাভ্যাং যো বিদ্বান্ জন্মসংযমৌ ।
তরোর্বিলক্ষণো দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক্ ॥ ৫০ ॥

তরোঃ—বৃক্ষের; **বীজ**—(জন্ম থেকে) এর বীজ; **বিপাকাভ্যাম্**—(কাজে কাজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া) পরিপক্বতা; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **বিদ্বান্**—জ্ঞানী; **জন্ম**—জন্মের; **সংযমৌ**—এবং মৃত্যুর; **তরোঃ**—বৃক্ষ থেকে, **বিলক্ষণো**—স্পষ্ট, **দ্রষ্টা**—সাক্ষী; **এবম্**—একইভাবে; **দ্রষ্টা**—সাক্ষী; **তনোঃ**—জড় দেহের; **পৃথক্**—পৃথক।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি বীজ থেকে বৃক্ষের জন্ম এবং অবশেষে পরিপক্ক অবস্থায় বৃক্ষটির মৃত্যু পর্যন্ত দর্শন করতে পারেন, তিনি নিশ্চিতরূপে সেই বৃক্ষটি থেকে পৃথক এবং স্পষ্ট পর্যবেক্ষক হতে পারেন। একইভাবে যিনি জড়দেহের জন্ম এবং মৃত্যুর সাক্ষী হতে পারেন, তিনি তা থেকে পৃথক থাকেন।

তাৎপর্য

গাছের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে *বিপাক* কথাটির দ্বারা মৃত্যু নামক অন্তিম পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ধান্যাদি অন্যান্য বৃক্ষের ক্ষেত্রে *বিপাক* শব্দটি মৃত্যু সমন্বিত পরিপক্ক অবস্থাকে সূচিত করে। এইরূপ সাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও আমরা আমাদের জড়দেহের প্রকৃত অবস্থান উপলব্ধি করতে পারি এবং আমরা আরও উপলব্ধি করতে পারি যে, আমরা হচ্ছি দিব্য পর্যবেক্ষক।

শ্লোক ৫১

প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্ ।
তত্ত্বেন স্পর্শসম্মূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫১ ॥

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতি থেকে; **এবম্**—এইভাবে; **আত্মানম্**—নিজে; **অবিবিচ্য**—পার্থক্য নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়ে; **অবুধঃ**—বুদ্ধিহীন; **পুমান্**—মানুষ; **তত্ত্বেন**—(জড় বস্তুকে) বাস্তব বলে ভাবার জন্য; **স্পর্শ**—জড় সংযোগের দ্বারা; **সম্মূঢ়**—সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত; **সংসারম্**—জাগতিক জীবন চক্রে; **প্রতিপদ্যতে**—লাভ করে।

অনুবাদ

বুদ্ধিহীন মানুষ নিজেকে জড়া প্রকৃতি থেকে ভিন্ন রূপে বুঝতে অক্ষম হয়ে ভাবে প্রকৃতিই বাস্তব। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে সে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয় এবং জাগতিক জীবন চক্রে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৭/৫) একটি অনুরূপ শ্লোক রয়েছে—

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে ॥

"এই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও, নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ ভোগ করে।"

শ্লোক ৫২

সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্ ।
তমসা ভূততির্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্মভিঃ ॥ ৫২ ॥

সত্ত্ব-সঙ্গাৎ—সত্ত্ব গুণের সঙ্গপ্রভাবে; **ঋষীন্**—ঋষিদের নিকট; **দেবান্**—দেবতাদের; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **অসুর**—অসুর; **মানুষান্**—এবং মানুষদের নিকট; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **ভূত**—ভূত প্রেতের নিকট; **তির্যক্ত্বম্**—অথবা পশু জীবন; **ভ্রামিতঃ**—ভ্রমণ করে; **যাতি**—গমন করে; **কর্মভিঃ**—তার সকাম কর্মের জন্য।

অনুবাদ

সকাম কর্মের জন্য বদ্ধজীবকে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করানো হয়, সত্ত্বগুণের সংযোগে সে ঋষি বা দেবতাদের মধ্যে, রজোগুণের সংযোগে দেবতা অথবা মানুষরূপে এবং তমোগুণের সঙ্গ প্রভাবে সে ভূতপ্রেত অথবা পশু জন্ম লাভ করে।

তাৎপর্য

তির্যক্ত্বম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে "পশু পর্যায়ের জীবন," তার সঙ্গে থাকে সমস্ত প্রকারের নিম্ন প্রজাতি, যেমন পশু, পাখি, পোকা-মাকড়, মাছ এবং বৃক্ষ।

শ্লোক ৫৩

নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্ ।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্নীহোঽপ্যনুকার্যতে ॥ ৫৩ ॥

নৃত্যতঃ—যারা নৃত্য করছে; **গায়তঃ**—এবং গাইছে; **পশ্যন্**—দর্শন করছে; **যথা**—ঠিক যেমন; **এব**—বস্তুত; **অনুকরোতি**—অনুকরণ করে; **তান্**—তাদেরকে; **এবম্**—এইভাবে; **বুদ্ধি**—জড় বুদ্ধির; **গুণান্**—লব্ধ গুণাবলী; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **অনীহঃ**—নিজে সেই কর্মে রত না হয়েও; **অপি**—তা সত্ত্বেও; **অনুকার্যতে**—অনুকরণ করানো হয়।

অনুবাদ

কাউকে নৃত্য করতে বা গাইতে দেখে যেমন মানুষ অনুকরণ করতে পারে, তেমনই, আত্মা কখনই জড় কর্মের কর্তা নয়, তা সত্ত্বেও সে জড় বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে, সেই গুণগুলির অনুকরণ করতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও পেশাদার গায়ক বা নর্তকের প্রভাবে, মানুষ তাদের কাল্পনিক, হাস্যরস অথবা বীর সুলভ ভাবাবেগে মনে মনে বাদ্যের তাল এবং সুর বাজানোর অনুকরণ করে। মানুষ রেডিওতে গান শুনে গান গায়, এবং দূরদর্শনে, চলচ্চিত্রে অথবা যাত্রার অভিনেতাদের ভাবাবেগ প্রবেশ করে নাট্যানুষ্ঠানের অনুকরণ করে। বদ্ধ জীব তেমনই জড় মন ও বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে মনগড়া ধারণার দ্বারা জড়া প্রকৃতির ভোক্তা হতে সম্মত হয়। জড়দেহ থেকে ভিন্ন এবং কোন কর্মেরই যথার্থ কর্তা না হওয়া সত্ত্বেও, বদ্ধজীব তার দেহকে জড় কর্মে নিয়োজিত করতে প্রণোদিত হয় এবং তার ফলে সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে জড়িয়ে পড়ে। তাই আমাদের জড় বুদ্ধির কুপ্রস্তাব গ্রহণ না করে, কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় রত হওয়াই শ্রেয়।

শ্লোক ৫৪-৫৫

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব ।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ ॥ ৫৪ ॥

যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা ।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ ॥ ৫৫ ॥

যথা—যেমন; **অম্ভসা**—জলের দ্বারা; **প্রচলতা**—চলমান, বিচলিত; **তরবঃ**—বৃক্ষরাজি; **অপি**—বস্তুত; **চলাঃ**—চলমান; **ইব**—যেন; **চক্ষুষা**—চক্ষু দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণেন**—পরিবর্তনশীল; **দৃশ্যতে**—মনে হয়; **ভ্রমতী**—ভ্রমণ করছে; **ইব**—যেন; **ভূঃ**—পৃথিবী; **যথা**—যেমন; **মনঃরথ**—মানসিক কল্পনার; **ধিয়ঃ**—ধারণা; **বিষয়**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির; **অনুভবঃ**—অনুভূতি; **মৃষা**—মিথ্যা; **স্বপ্নদৃষ্টাঃ**—স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু; **চ**—এবং; **দাশার্হ**—হে দশার্হ বংশজ; **তথা**—এইভাবে; **সংসারঃ**—জড় জীবন; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

হে দশার্হ বংশজ, আন্দোলিত জলে প্রতিফলিত বৃক্ষের কম্পমান ছায়া, অথবা নিজে ঘুরতে থাকলে পৃথিবী ঘুরছে বলে মনে হওয়া, অথবা কল্পনা বা স্বপ্ন জগতের মতো আত্মার জড় জীবন এবং তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিজ্ঞতা, এ সবই বাস্তবে মিথ্যা।

তাৎপর্য

আন্দোলিত জলে প্রতিফলিত বৃক্ষ দেখে মনে হয় তা নড়ছে, তেমনই, চলমান নৌকায় বসে মনে হয় নদীতীরের বৃক্ষগুলি সব চলে যাচ্ছে। বায়ু যখন জলকে আঘাত করে, ঢেউ সৃষ্টি হয়, মনে হয় জলই আন্দোলিত হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে তা বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছে। জড়-জীবনে বদ্ধ জীব কোন কার্য করে না, বরং জড় দেহটি বিমোহিত জীবের অনুমোদন ক্রমে প্রকৃতির গুণের দ্বারা চালিত হচ্ছে। নিজেই নাচছি, গাইছি, দৌড়াচ্ছি, মারা যাচ্ছি, জয় করছি ইত্যাদি মনে করে এই সমস্ত বাহ্যিক ক্রিয়াগুলি জীব নিজের উপর চাপিয়ে নেয়, কিন্তু বাস্তবে তা সংঘটিত হচ্ছে বাহ্যিক দেহের সঙ্গে প্রকৃতির গুণাবলীর মিথষ্ক্রিয়ার ফলে মাত্র।

শ্লোক ৫৬

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৫৬ ॥

অর্থে—বাস্তবে; **হি**—অবশ্যই; **অবিদ্যমানে**—বিদ্যমান নয়; **অপি**—যদিও; **সংসৃতিঃ**—জাগতিক অস্তিত্ব; **ন নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয় না; **ধ্যায়তঃ**—যিনি ধ্যান করছেন; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদানের; **অস্য**—তার জন্য; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **অনর্থ**—অনর্থের; **আগমঃ**—আগমন; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ধ্যানে, জড় জীবনের ভাবনায় মগ্ন, সেই ব্যাপারগুলির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও, ঠিক দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতার মতো তা তার মন থেকে বিদূরীত হয় না।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি বার বার বলতে থাকেন যে, জাগতিক-জীবন মিথ্যা, তা হলে আর তা নিবৃত্ত করতে কেন চেষ্টা করতে হবে? সেই জন্য ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে বাস্তব না হলেও দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা যেমন মানুষের পিছু ছাড়ে না, তেমনই, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আসক্ত ব্যক্তির জীবনের ভোগবাসনা চলতেই থাকে। *অবিদ্যমান* "অস্তিত্ব নেই" শব্দটির অর্থ, জড় জীবন হচ্ছে মনগড়া ধারণার ওপর আধারিত, তখন সে চিন্তা করে "আমি একজন পুরুষ," "আমি স্ত্রীলোক," "আমি ডাক্তার," "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপরিচালক সভার একজন সদস্য," "আমি রাস্তার ঝাড়ুদার," ইত্যাদি ইত্যাদি। বদ্ধ জীব তার জড় দেহের কাল্পনিক পরিচয় ভিত্তিক কার্য উৎসাহের সঙ্গে সম্পাদন করে। এইভাবে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, দেহ থাকে, কিন্তু দেহের সঙ্গে তার মিথ্যা পরিচয় স্থায়ী হয় না। মিথ্যা ধারণাভিত্তিক জড় জীবনের বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার পর তার স্মৃতিপটে তার একটি অস্পষ্ট প্রতিফলন থেকে যেতে পারে। তেমনই, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত হওয়া সত্ত্বেও, তার পাপ কর্মের অস্পষ্ট প্রতিফলন তাকে সময় সময় বিড়ম্বিত করতে পারে। তাই আমাদের উচিত শ্রীউদ্ধবের নিকট প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী শ্রবণ করে কৃষ্ণভাবনায় শক্তিশালী হওয়া।

শ্লোক ৫৭

তস্মাদুদ্ধব মা ভুঙ্‌ক্ষ্ব বিষয়ানসদিন্দ্রিয়ৈঃ ।
আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥ ৫৭ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **মা ভুঙ্‌ক্ষ্ব**—ভোগ করো না; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তু; **অসৎ**—অশুদ্ধ; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় দ্বারা; **আত্ম**—আত্মার; **অগ্রহণ**—উপলব্ধি করতে অক্ষমতা; **নির্ভাতম্**—যার মধ্যে প্রকাশিত; **পশ্য**—এটি দর্শন কর; **বৈকল্পিকম্**—জড় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক; **ভ্রমম্**—মায়া।

অনুবাদ

সুতরাং, হে উদ্ধব, জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে চেষ্টা করো না। দেখ জড় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক মায়া কীভাবে আমাদের আত্মোপলব্ধির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, সবই হচ্ছে পরমেশ্বরের প্রেমময়ী সেবায় ব্যবহৃত হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট তাঁরই শক্তি এবং সম্পত্তি। জড় উপাদানকে ভগবান থেকে ভিন্ন রূপে দেখা, তার উপর আধিপত্য করা, আর আমরা তা ভোগ করব, এই ধারণাকে বলা হয় *বৈকল্পিকম্ ভ্রমম্*, জড় দ্বন্দ্বের মায়া। যখন নিজের ভোগের জন্য বস্তু নির্ধারণ করা হয়, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান অথবা গাড়ী, তখন আমরা সেই লভ্য বস্তুটির আপেক্ষিক গুণাবলীর বিবেচনা করে থাকি। কাজে কাজেই, ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটি সংগ্রহ করতে গিয়ে জাগতিক জীবন প্রতিনিয়ত উদ্বেগে পূর্ণ থাকে। কেউ যদি উপলব্ধি করেন যে, প্রতিটি উপাদানই ভগবানের সম্পত্তি, তবে কিন্তু তিনি দেখবেন যে, সমস্ত কিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি বিধান করা। তখন তাঁর আর ব্যক্তিগত উদ্বেগ থাকবে না, যেহেতু কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত হয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন। ভগবানের সম্পত্তি ভোগ করা আর একই সঙ্গে আত্মোপলব্ধির অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫৮-৫৯

ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা ।
তাড়িতঃ সন্নিবদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ ॥ ৫৮ ॥
নিষ্ঠ্যুতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ৫৯ ॥

ক্ষিপ্তঃ—অপমানিত; **অবমানিতঃ**—অবহেলিত; **অসদ্ভিঃ**—অসৎ লোকেদের দ্বারা; **প্রলব্ধঃ**—উপহাসিত; **অসূয়িতঃ**—হিংসিত; **অথবা**—অন্যথায়; **তাড়িতঃ**—তাড়িত; **সন্নিরুদ্ধঃ**—বন্ধনগ্রস্ত; **বা**—বা; **বৃত্ত্যা**—তার জীবিকার; **বা**—বা; **পরিহাপিতঃ**—বঞ্চিত; **নিষ্ঠ্যুতঃ**—থু থু দেওয়া; **মূত্রিতঃ**—প্রস্রাব দিয়ে কলুষিত; **বা**—বা; **অজ্ঞৈঃ**—অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা; **বহুধা**—বার বার; **এবম্**—এইভাবে; **প্রকম্পিতঃ**—ক্ষুব্ধ; **শ্রেয়ঃকামঃ**—জীবনের সর্বোচ্চ গতি লাভেচ্ছু; **কৃচ্ছ্রগত**—কষ্ট অনুভব করা; **আত্মনা**—তার বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—নিজেকে; **উদ্ধরেৎ**—রক্ষা করা উচিত।

অনুবাদ

অসৎ লোকেদের দ্বারা অবহেলিত, অপমানিত, উপহাসিত অথবা হিংসিত হলেও, অথবা অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা বার বার প্রহারের দ্বারা ক্ষোভিত, বন্ধনগ্রস্ত হয়ে, অথবা নিজের পেশা থেকে বঞ্চিত হয়ে, থু থু বা প্রস্রাবের দ্বারা কলুষিত হলেও, যিনি জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে বাসনা করেন, এই সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে পারমার্থিক স্তরে নিজেকে নিরাপদে রাখতে হবে।

তাৎপর্য

ইতিহাসের সর্বত্রই ভগবদ্ ভক্তদেরকে উপরি লিখিত অসুবিধাগুলির অনেকগুলিই ভোগ করতে হয়েছে। ভগবৎ চেতনায় উন্নত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও নিজেকে জড় দেহের চিন্তায় মগ্ন হতে দেন না, বরং তিনি যথার্থ বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মনকে চিন্ময়স্তরে নিবিষ্ট রাখেন।

শ্লোক ৬০

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যথৈবমনুবুধ্যেয়ং বদ নো বদতাং বর ॥ ৬০ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; যথা—যেভাবে; এবম্—এইভাবে; অনুবুধ্যেয়ম্—আমি হয়তো যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারি; বদ—অনুগ্রহ করে বলুন; নঃ—আমাদের নিকট; বদতাম্—সমস্ত বক্তাদের; বর—সর্বশ্রেষ্ঠ আপনি।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, অনুগ্রহ করে আমায় বলুন, কীভাবে আমি এটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

শ্লোক ৬১

সুদুঃসহমিমং মন্য আত্মন্যসদতিক্রমম্ ।
বিদুষামপি বিশ্বাত্মন্ প্রকৃতির্হি বলীয়সী ।
ঋতে ত্বদ্ধর্মনিরতান্ শান্তাংস্তে চরণালয়ান্ ॥ ৬১ ॥

সু-দুঃসহম্—অত্যন্ত দুঃসহ; ইমম্—এই; মন্যে—আমি মনে করি; আত্মনি—নিজের উপর; অসৎ—অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা; অতিক্রমম্—আক্রমণগুলি; বিদুষাম্—বিদ্বান

ব্যক্তিদের জন্য; **অপি**—এমনকি; **বিশ্বাত্মন্**—হে বিশ্বাত্মা; **প্রকৃতিঃ**—ব্যক্তিগত স্বভাব; **হি**—অবশ্যই; **বলীয়সী**—অত্যন্ত বলবান; **ঋতে**—ব্যতীত; **ত্বদ্ধর্ম**—আপনার ভক্তিযোগে; **নিরতান্**—যারা নিবিষ্ট; **শান্তান্**—শান্ত; **তে**—আপনার; **চরণ-আলয়ম্**—চরণাশ্রিত।

অনুবাদ

হে বিশ্বাত্মা, জড় জীবনে ব্যক্তিগত স্বভাব অত্যন্ত বলবান, তাই অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে, তা সহ্য করা, এমনকি বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষেও অত্যন্ত দুঃসহ হয়। কেবলমাত্র আপনার ভক্তরা যাঁরা আপনার প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন, এবং যাঁরা আপনার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে শান্তি লাভ করেছেন, তাঁরাই এইরূপ অপরাধ সহ্য করতে সক্ষম।

তাৎপর্য

পরমেশ্বরের গুণমহিমা শ্রবণ কীর্তনের পদ্ধতিতে উন্নত না হলে, পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা যথার্থ সাধু হওয়া যায় না। মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব, দীর্ঘ জড়সঙ্গের ফল, অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যিনি শ্রীউদ্ধবের নিকট জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ভগবানের পাদপদ্মে আমাদের বিনীতভাবে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'জড় সৃষ্টির উপাদান' নামক দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

অবন্তী ব্রাহ্মণের গীত

এই অধ্যায়ে অসৎ লোকের উপদ্রব এবং অপরাধ কীভাবে সহ্য করতে হয়, তার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অবন্তী নগরের এক ভিক্ষু সন্ন্যাসীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষা সভ্যতাহীন লোকেদের রূঢ় ভাষা হৃদয়কে বাণ অপেক্ষা মারাত্মকভাবে বিদ্ধ করে। তা সত্ত্বেও অবন্তী নগরের ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, দুষ্ট লোকেদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মনে করেছেন যে, সেটি তাঁর অতীতের কর্মের প্রতিক্রিয়ার ফল, আর তা তিনি অত্যন্ত ধীর ব্যক্তির মতো সহ্য করেছেন। পূর্বে এই ব্রাহ্মণ ছিলেন চাষী এবং ব্যবসায়ী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লোভী, কৃপণ এবং ক্রোধী। যার ফলে তাঁর স্ত্রী, পুত্রগণ, কন্যারা, আত্মীয়-স্বজন এবং সেবকরা সকলেই সমস্ত প্রকার ভোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল, এবং ক্রমশ তাঁর প্রতি তারা নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতে লাগল। কালক্রমে চোর, পরিবারের সদস্য বর্গ, এবং দৈবের ইচ্ছায় তাঁর সমস্ত সম্পদ অপহৃত হয়। নিজেকে নিঃস্ব এবং পরিত্যক্ত দেখে ব্রাহ্মণের মনে তখন এক গভীর বৈরাগ্যের উদয় হয়।

তিনি মনে মনে বিচার করলেন, অর্থোপার্জন এবং সংরক্ষণ করতে গিয়ে কীভাবে অত্যধিক প্রচেষ্টা, ভয়, উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সম্পদের জন্য পনেরোটি অনর্থের উদ্ভব হয়—চৌর্য, হিংস্রতা, মিথ্যাভাষণ, বঞ্চনা, কামবাসনা, ক্রোধ, গর্ব, সন্তাপ, মতানৈক্য, ঘৃণা, অবিশ্বাস, বিরোধ, স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আসক্তি, দ্যূতক্রীড়া এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণ। তাঁর মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হলে, ব্রাহ্মণ বুঝতে পারলেন যে, পরমেশ্বর শ্রীহরি তাঁর প্রতি কোন না কোন ভাবে প্রসন্ন হয়েছেন। তিনি অনুভব করলেন যে, কেবলমাত্র ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হওয়ার ফলেই তাঁর জীবনে আপাত প্রতিকূল ব্যাপারগুলি সংঘটিত হয়েছে। তাঁর হৃদয়ে অনাসক্তির উদয় হওয়াতে তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন, আর ভাবলেন যে, এটিই হচ্ছে তাঁর আত্মার মুক্তির যথার্থ পন্থা। এমতাবস্থায়, তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, তাঁর জীবনের বাকী দিনগুলি ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেই কাটাবেন, তখন তিনি ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করলেন। তাই তিনি বিভিন্ন গ্রামে প্রবেশ করে ভিক্ষা চাইতেন, কিন্তু লোকেরা তাঁকে হয়রান করে উপদ্রব করত। তিনি কিন্তু এসবই সহ্য করার জন্য পর্বতের মতো দৃঢ় চিত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর মনোমতো পারমার্থিক অনুশীলনে নিবিষ্ট থেকে ভিক্ষু-গীত নামে একটি গান গেয়েছিলেন।

সাধারণ লোক, দেবগণ, আত্মা, গ্রহ-নক্ষত্র, কর্মের প্রতিক্রিয়া *অথবা* এসবের কোনটিই আমাদের সুখ *অথবা* দুঃখের কারণ নয়। বরং, মনই হচ্ছে কারণ, কেননা মনই চিন্ময় আত্মাকে জড় জীবন-চক্রে ভ্রমণ করায়। সমস্ত প্রকার দান, ধর্মপরায়ণতা, এবং এই সবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা। যে ব্যক্তি ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর মনকে ইতিমধ্যেই সংযত করেছেন, তাঁর জন্য অন্যান্য পদ্ধতির আর কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যারা মনকে নিবিষ্ট করতে অক্ষম, তারা বাস্তবে কোন কাজের নয়। জড় অহংকারের মিথ্যা ধারণা, চিন্ময় আত্মাকে জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দ্বারা আবদ্ধ করে। অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণ তাই অতীতের পরম ভক্তদের দ্বারা প্রদর্শিত পন্থায় পূর্ণ বিশ্বাসে পরমেশ্বর মুকুন্দের পাদপদ্মের সেবা করার মাধ্যমে নিজেকে দুর্লঙ্ঘ্য ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করতে দৃঢ়নিষ্ঠ হয়েছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে বুদ্ধিকে নিবিষ্ট করার মাধ্যমেই কেবল মনকে সম্পূর্ণরূপে বশে আনা যায়; সমস্ত প্রকার পারমার্থিক অগ্রগতির জন্য বিধি-বিধানের এটিই হচ্ছে সার কথা।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

স এবমাশংসিত উদ্ধবেন
ভাগবতমুখ্যেন দাশার্হমুখ্যঃ ।
সভাজয়ন্ ভৃত্যবচো মুকুন্দ-
স্তমাবভাষে শ্রবণীয়বীর্যঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **আশংসিতঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে অনুরোধ করেছিলেন; **উদ্ধবেন**—উদ্ধব কর্তৃক; **ভাগবত**—ভক্তদের; **মুখ্যেন**—মুখ্য ব্যক্তির দ্বারা; **দাশার্হ**—দাশার্হ (যদু) বংশের; **মুখ্যঃ**—মুখ্য; **সভাজয়ন্**—প্রশংসা করে; **ভৃত্য**—তাঁর সেবকের; **বচঃ**—বাক্য; **মুকুন্দঃ**—ভগবান মুকুন্দ, কৃষ্ণ; **তম্**—তাঁকে; **আবভাষে**—বলতে শুরু করেন; **শ্রবণীয়**—শ্রেষ্ঠ শ্রবণীয়; **বীর্যঃ**—যাঁর সর্বশক্তিমত্তা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—মুখ্য দাশার্হ, ভগবান মুকুন্দকে তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদ্ধব, এইরূপ সশ্রদ্ধভাবে অনুরোধ করলে, তিনি তাঁর সেবকের বাক্যের যথার্থতা স্বীকার করেন। তখন ভগবান, যাঁর বীর্য গাথা শ্রেষ্ঠ শ্রবণীয়, তিনি তাঁকে উত্তর দিতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

বার্হস্পত্য স নাস্ত্যত্র সাধুর্বৈ দুর্জনেরিতৈঃ ।
দুরুক্তৈর্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরম পুরুষ ভগবান বললেন; **বার্হস্পত্য**—হে বৃহস্পতির শিষ্য; **সঃ**—তিনি; **ন অস্তি**—নেই; **অত্র**—ইহজগতে; **সাধুঃ**—সাধুব্যক্তি; **বৈ**—বস্তুত; **দুর্জন**—অসভ্য লোকের দ্বারা; **ঈরিতৈঃ**—ব্যবহারের দ্বারা; **দুরুক্তৈঃ**—অপমানজনক বাক্যের দ্বারা; **ভিন্নম্**—বিব্রত; **আত্মানম্**—তার মন; **যঃ**—যে; **সমাধাতুম্**—সংযত করতে; **ঈশ্বরঃ**—সক্ষম।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে বৃহস্পতি শিষ্য, আক্ষরিক অর্থে এ জগতে এমন কোন সাধু নেই, যিনি অসভ্য লোকেদের অপমানজনক কথায় বিব্রত হওয়ার পর তাঁর মনকে পুনরায় সুস্থিত করতে সক্ষম।

তাৎপর্য

আধুনিক যুগে পারমার্থিক উপলব্ধির পদ্ধতিকে উপহাস করার জন্য ব্যাপক প্রচার চলছে, এবং এইভাবে মনুষ্য সমাজের অগ্রগতির বিঘ্ন ঘটছে দেখে ভক্তরা দুঃখ পান। ভগবৎ ভক্ত ভগবানের প্রতি বা ভগবানের ভক্তের প্রতি কেউ অপরাধ করলে সহ্য করতে না পারলেও, ব্যক্তিগতভাবে কেউ তাঁকে অপমান করলে তা তিনি অবশ্যই সহ্য করেন।

শ্লোক ৩

ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈঃ তু মর্মগৈঃ ।
যথা তুদন্তি মর্মস্থা হ্যসতাং পরুষেষবঃ ॥ ৩ ॥

ন—না; **তথা**—একইভাবে; **তপ্যতে**—যন্ত্রণা ভোগ করে; **বিদ্ধঃ**—বিদ্ধ; **পুমান্**—মানুষ; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **তু**—অবশ্য; **মর্মগৈঃ**—যা হৃদয়ে গমন করে; **যথা**—যেমন; **তুদন্তি**—বিদ্ধ হয়; **মর্মস্থাঃ**—মর্মস্পর্শী; **হি**—বস্তুত; **অসতাম্**—অসৎ ব্যক্তিদের; **পরুষ**—রূঢ় (বাক্য); **ইষবঃ**—বাণ।

অনুবাদ

তীক্ষ্ণ বাণ বক্ষ ভেদ করে হৃদয়ে প্রবেশ করলে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় অসভ্য লোকের অপমানজনক রূঢ় বাক্যবাণ হৃদয়ে অবস্থান করে তদপেক্ষা অধিক যন্ত্রণার কারণ হয়।

শ্লোক ৪

কথয়ন্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব ।
তমহং বর্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ ॥ ৪ ॥

কথয়ন্তি—বলা হয়; **মহৎ**—মহা; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **ইতিহাসম্**—কাহিনী; **ইহ**—এই বিষয়ে; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **তম**—সেই; **অহম্**—আমি; **বর্ণয়িষ্যামি**—বর্ণনা করব; **নিবোধ**—অনুগ্রহ করে শ্রবণ কর; **সুসমাহিতঃ**—মনোনিবেশ সহকারে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, এই ব্যাপারে একটি খুব মূল্যবান কাহিনী রয়েছে, আমি এখন তোমাকে সেটি বর্ণনা করব। তুমি অনুগ্রহ করে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

অন্যরা অপমান করলে কীভাবে তা সহ্য করা যায়, তা শিক্ষা দেয় এমন একটি ঐতিহাসিক কাহিনী ভগবান এখন উদ্ধবের নিকট বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ৫

কেনচিদ্ ভিক্ষুণা গীতং পরিভূতেন দুর্জনৈঃ ।
স্মরতা ধৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্মণাম্ ॥ ৫ ॥

কেনচিৎ—কোনও একজন; **ভিক্ষুণা**—সন্ন্যাসী; **গীতম্**—গীত; **পরিভূতেন**—যে অপমানিত হয়েছিল; **দুর্জনৈঃ**—দুর্জন ব্যক্তিদের দ্বারা; **স্মরতা**—স্মরণ করে; **ধৃতি-যুক্তেন**—তার সিদ্ধান্ত স্থির করে; **বিপাকম্**—প্রতিক্রিয়াগুলি; **নিজকর্মণাম্**—তার নিজের অতীত কর্মের।

অনুবাদ

একদা জনৈক সন্ন্যাসী অসৎ লোকেদের দ্বারা বহুভাবে অপমানিত হয়েছিলেন। তিনি কিন্তু দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে স্মরণ করছিলেন যে, তিনি অতীতের নিজকর্মের ফল ভুগছেন। তিনি কী বললেন, তারই কাহিনী আমি এখন তোমার নিকট বলব।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষ্য এই রূপ। যাঁরা জড় জীবন পথ ত্যাগ করে বৈরাগ্যের পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন, তাঁরা প্রায়ই অসৎ লোকেদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এই বিশ্লেষণ অবশ্য বাহ্যিক, কেননা শাস্তিটি হচ্ছে মানুষের অতীতের সঞ্চিত কর্মের ফল। কোন কোন ত্যাগী পুরুষ, যখন তাঁদের অতীতের পাপ কর্মের অবশিষ্টাংশ ফল ভোগের পালা আসে, তখন তাঁরা তা সহ্য করতে চান না, ফলে তাঁরা পুনরায় পাপময় জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু তাই আমাদেরকে তৃণের মতো সহিষ্ণু হতে উপদেশ প্রদান করেছেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা করতে গিয়ে কোন নতুন ভক্ত যদি হিংসুক ব্যক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত হন, তবে সেটি তাঁর পূর্বের সকাম কর্মের পরম্পরাগত ফল বলে গ্রহণ করাই উচিত। ভবিষ্যতের দুঃখ এড়ানোর জন্য তাই আমাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ইটকেল মারলে পাটকেল মেরে বদলা নেওয়ার প্রথা বর্জন করতে হবে। আমরা যদি হিংসুক লোকেদের সঙ্গে শত্রুতা স্থাপন করতে না চাই, তবে তারা আপনা থেকেই আর কিছু বলবে না।

শ্লোক ৬

অবন্তিষু দ্বিজঃ কশ্চিদাসীদাঢ্যতমঃ শ্রিয়া ।
বার্তাবৃত্তিঃ কদর্যস্তু কামী লুব্ধোঽতিকোপনঃ ॥ ৬ ॥

অবন্তিষু—অবন্তী নগরে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **কশ্চিৎ**—কোন এক; **আসীৎ**—ছিলেন; **আঢ্যতমঃ**—খুব ধনী; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্যের দ্বারা; **বার্তা**—ব্যবসার দ্বারা; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা নির্বাহ করতেন; **কদর্যঃ**—কৃপণ; **তু**—কিন্তু; **কামী**—কামুক; **লুব্ধঃ**—লোভী; **অতি-কোপনঃ**—সহজেই ক্রুদ্ধ হতেন।

অনুবাদ

এক সময় অবন্তী নগরে একজন সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত খুব ধনী ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কৃপণ—কামুক, লোভী আর ক্রোধপ্রবণ।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, অবন্তীনগরটি হচ্ছে মালব দেশ। এই ব্রাহ্মণ ছিলেন অত্যন্ত ধনী, কৃষিপণ্যের ব্যবসা এবং ব্যাঙ্কের কারবার ইত্যাদি করতেন। কৃপণতা হেতু, কষ্টার্জিত অর্থের লোকসান হলে তিনি সন্তপ্ত হতেন, ভগবান স্বয়ং সেই কথা বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ৭

জ্ঞাতয়োঽতিথয়স্তস্য বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চিতাঃ ।
শূন্যাবসথ আত্মাপি কালে কামৈরনর্চিতঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞাতয়ঃ—আত্মীয়-স্বজন; **অতিথয়ঃ**—এবং অতিথিরা; **তস্য**—তাঁর; **বাক্ মাত্রেণ অপি**—এমনকি বাক্যের দ্বারা; **ন অর্চিতাঃ**—শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হতেন না; **শূন্য-অবসথ**—তাঁর ধর্মকর্ম এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিহীন গৃহে; **আত্মা**—স্বয়ং; **অপি**—এমনকি; **কালে**—উপযুক্ত সময়ে; **কামৈঃ**—ইন্দ্রিয় উপভোগের দ্বারা; **অনর্চিতঃ**—তৃপ্ত হননি।

অনুবাদ

তাঁর ধর্মকর্ম এবং বৈধ ইন্দ্রিয়তর্পণ রহিত গৃহে, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও অতিথিরা কখনও, এমনকি মৌখিকভাবেও যথাযথ সম্মান লাভ করেননি। যথা সময়ে তাঁর নিজের দৈহিক পরিতৃপ্তিও তিনি অনুমোদন করতেন না।

শ্লোক ৮

দুঃশীলস্য কদর্যস্য দ্রুহ্যন্তে পুত্রবান্ধবাঃ ।
দারা দুহিতরো ভৃত্যা বিষণ্ণা নাচরন্ প্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥

দুঃশীলস্য—দুশ্চরিত্র; **কদর্যস্য**—কৃপণের প্রতি; **দ্রুহ্যন্তে**—তারা শত্রু হয়ে উঠেছিল; **পুত্র**—তাঁর পুত্রগণ, **বান্ধবাঃ**—এবং কটুম্বগণ; **দারাঃ**—তাঁর স্ত্রী; **দুহিতরঃ**—কন্যাগণ; **ভৃত্যাঃ**—ভৃত্যগণ; **বিষণ্ণাঃ**—বিষণ্ণ; **ন আচরন্**—আচরণ করেনি; **প্রিয়ম্**—স্নেহের সঙ্গে।

অনুবাদ

তিনি এত কঠোর হৃদয় এবং কৃপণ ছিলেন যে, তাঁর পুত্রগণ, কটুম্বগণ, স্ত্রী, কন্যা এবং ভৃত্যরা তাঁর প্রতি শত্রুতা বোধ করতে শুরু করেন। এইভাবে বিষণ্ণ হয়ে তারা কখনও তাঁর সঙ্গে স্নেহযুক্ত ব্যবহার করত না।

শ্লোক ৯

তস্যৈবং যক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ ।
ধর্মকামবিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ ॥ ৯ ॥

তস্য—তার প্রতি; **এবম্**—এইভাবে; **যক্ষবিত্তস্য**—যে কুবেরের ধন-ভাণ্ডার রক্ষক যক্ষের মতো খরচ না করে নিজের সম্পদ কেবলই রেখে দিত; **চ্যুতস্য**—বঞ্চিত; **উভয়**—উভয়ের; **লোকতঃ**—লোকসমূহ (ইহলোক এবং পরোলোক); **ধর্ম**—ধর্ম পরায়ণতা; **কাম**—এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **বিহীনস্য**—বিহীন হয়ে; **চুক্রুধুঃ**—তারা ক্রুদ্ধ হয়েছিল; **পঞ্চ-ভাগিনঃ**—গৃহস্থের পঞ্চবিধ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতাগণ।

অনুবাদ

এইভাবে সেই যক্ষের সম্পদ রক্ষির মতো কৃপণ ব্রাহ্মণের উপর পারিবারিক পঞ্চযজ্ঞের অধিদেবগণ ক্রুদ্ধ হন, তার ফলে সেই ব্রাহ্মণ ইহলোক এবং পরোলোকে কোনরূপ সদ্গতি প্রাপ্ত না হয়ে ধর্মকর্ম এবং সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণে বঞ্চিত হন।

শ্লোক ১০

তদবধ্যানবিস্রস্ত-পুণ্যস্কন্ধস্য ভূরিদ ।
অর্থোঽপ্যগচ্ছন্নিধনং বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ ॥ ১০ ॥

তৎ—তাদের; **অবধ্যান**—তার অবহেলার জন্য; **বিস্রস্ত**—বঞ্চিত; **পুণ্যঃ**—পুণ্যের; **স্কন্ধস্য**—যার অংশ; **ভূরিদ**—হে পরম উদার উদ্ধব; **অর্থঃ**—সম্পদ; **অপি**—বস্তুত; **অগচ্ছৎ নিধনম্**—হৃতসর্বস্ব হয়েছেন; **বহু**—বহু; **আয়াস**—প্রচেষ্টার; **পরিশ্রমঃ**—শ্রম মাত্র সার।

অনুবাদ

হে মহানুভব উদ্ধব, তাঁর এইরূপে দেবতাগণের প্রতি অবহেলার জন্য তিনি সমস্ত প্রকার পুণ্য এবং সম্পদ রহিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর পুনঃপুন অক্লান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা সঞ্চিত সমস্ত কিছুই বিনষ্ঠ হয়েছিল।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণের সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হওয়ায় তাঁর অবস্থা হয়েছিল ফুল ফল বিহীন বৃক্ষ শাখার মতো। শ্রীল জীব গোস্বামী ভাষ্য প্রদান করেছেন যে, সেই ব্রাহ্মণের মুক্তির আশা সমন্বিত ভগবৎ ভক্তিপ্রদ অতি সামান্য পুণ্য অবশিষ্ট ছিল। তাঁর পুণ্যের শাখার যে অংশটুকু অক্ষুণ্ণ ছিল, কালক্রমে তা জ্ঞানরূপ ফল প্রদান করেছিল।

শ্লোক ১১

জ্ঞাতয়ো জগৃহুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ দস্যব উদ্ধব ।
দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্ব্রহ্মবন্ধোর্নৃপার্থিবাৎ ॥ ১১ ॥

জ্ঞাতয়ঃ—আত্মীয় স্বজন; **জগৃহুঃ**—আদায় করে নিয়েছিল; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **দস্যবঃ**—চোরেরা; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **দৈবতঃ**—ভগবানের বিধানে **কালতঃ**—কালের দ্বারা; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **ব্রহ্মবন্ধোঃ**—তথাকথিত ব্রাহ্মণ; **নৃ**—সাধারণ মানুষের দ্বারা; **পার্থিবাৎ**—এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মীদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণের সম্পদের কিছু অংশ তাঁর আত্মীয় স্বজন দখল করেছিল, কিছু অংশ নিয়েছিল চোরেরা, কিছু অংশ দৈব-দুর্বিপাকে নষ্ট হয়েছিল, কিছুটা নষ্ট হয়েছিল কালের প্রভাবে, কিছু অংশ নিয়েছিল জনসাধারণ আর কিছু অংশ নিয়েছিল প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা।

তাৎপর্য

সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণ তাঁর অর্থ ব্যয় না করতে দৃঢ় সংকল্প হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা তার কিছু অংশ বার করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে 'দৈবাৎ' বলতে এখানে গৃহে আগুন লাগা এবং অন্যান্য ধরনের সাময়িক দুর্ভাগ্যকে সূচিত করে। 'কালের প্রভাব' বলতে এখানে প্রাকৃতিক অনিয়মের জন্য শস্যাদি নষ্ট হওয়া এবং এই ধরনের ঘটনাগুলিকে সূচিত করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, শুধুমাত্র নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি না করে তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে ভগবানের দাস। নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে জাগতিক মনোভাব বজায় রাখা যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব নয়, তবে তারা হচ্ছেন ব্রহ্ম বন্ধু, অথবা তথাকথিত ব্রাহ্মণ। ভগবান বিষ্ণুর বিনীত ভক্তরা শাস্ত্র বিধান মেনে নিজেদেরকে ভগবৎ তত্ত্ব উপলব্ধি করার অযোগ্যতা হেতু হতভাগ্য বলে মনে করেন; তাঁরা গর্বভরে নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবশ্য জানেন যে ভগবানের বিনীত ভক্তরা হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা শোধিত হৃদয় ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ১২

স এবং দ্রবিণে নষ্টে ধর্মকামবিবর্জিতঃ ।
উপেক্ষিতশ্চ স্বজনৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্ ॥ ১২ ॥

সঃ—সে; **এবম্**—এইভাবে; **দ্রবিণে**—যখন তার সম্পত্তি; **নষ্টে**—নষ্ট হয়েছিল; **ধর্ম**—ধর্ম; **কাম**—এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ; **বিবর্জিতঃ**—বঞ্চিত; **উপেক্ষিতঃ**—উপেক্ষিত; **চ**—এবং; **স্বজনৈঃ**—স্বজনগণের দ্বারা; **চিন্তাম্**—উদ্বেগ; **আপ**—সে লাভ করেছিল; **দুরত্যয়াম্**—দুরতীক্রম্য।

অনুবাদ

অবশেষে সেই ধর্মকর্ম ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি রহিত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হলে, তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে দুঃসহ উদ্বেগে পতিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

তস্যৈবং ধ্যায়তো দীর্ঘং নষ্টরায়স্তপস্বিনঃ ।
খিদ্যতো বাষ্পকণ্ঠস্য নির্বেদঃ সুমহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

তস্য—তাঁর; **এবম্**—এইভাবে; **ধ্যায়তঃ**—চিন্তা করে; **দীর্ঘম্**—দীর্ঘকাল ধরে; **নষ্টরায়ঃ**—যাঁর সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে; **তপস্বিনঃ**—সন্তপ্ত; **খিদ্যতঃ**—খেদ

করেছিলেন; **বাষ্প-কণ্ঠস্য**—অশ্রুধারায় রুদ্ধকণ্ঠ; **নির্বেদঃ**—বৈরাগ্যবোধ; **সু-মহান্**—প্রচণ্ডভাবে; **অভূৎ**—উদয় হয়েছিল।

অনুবাদ

সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি নিদারুণ যন্ত্রণা এবং অনুশোচনা বোধ করছিলেন। অশ্রুধারায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে, তিনি তাঁর ভাগ্য নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা করতে থাকেন। তখন তাঁর মধ্যে এক তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে এই ব্রাহ্মণ ধার্মিক জীবনের শিক্ষা লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অপরাধজনক ব্যবহারের দ্বারা অতীতের সত্ত্বগুণ আবৃত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তাঁর মধ্যে তাঁর অতীতের শুদ্ধতা পুনর্জাগরিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

স চাহেদমহো কষ্টং বৃথাত্মা মেঽনুতাপিতঃ ।
ন ধর্মায় ন কামায় যস্যার্থায়াস ঈদৃশঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—তিনি; **চ**—এবং; **আহ**—বললেন; **ইদম্**—এই; **অহো**—হায়; **কষ্টম্**—যন্ত্রণাদায়ক দুর্ভাগ্য; **বৃথা**—বৃথা; **আত্মা**—নিজেকে; **মে**—আমার; **অনুতাপিতঃ**—অনুতপ্ত; **ন**—না; **ধর্মায়**—ধর্মপরায়ণতার জন্য; **ন**—অথবা নয়; **কামায়**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; **যস্য**—যার; **অর্থ**—সম্পদের জন্য; **আয়াসঃ**—পরিশ্রম; **ঈদৃশঃ**—ঠিক এইরূপ।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণ বললেন—হায়, কি মহাদুর্ভাগ্য আমার! অর্থের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে নিজেকে কেবল বৃথা কষ্ট প্রদান করেছি, আর সে অর্থ কিন্তু আমার ধর্মকর্ম অথবা জাগতিক ভোগের জন্যও উদ্দিষ্ট ছিল না।

শ্লোক ১৫

প্রায়েণার্থাঃ কদর্যাণাং ন সুখায় কদাচন ।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ ॥ ১৫ ॥

প্রায়েণ—সাধারণত; **অর্থাঃ**—বিভিন্ন প্রকার বিত্ত; **কদর্যাণাম্**—কৃপণদের; **ন**—করে না; **সুখায়**—সুখপ্রদ; **কদাচন**—কখনও; **ইহ**—এই জীবনে; **চ**—উভয়; **আত্ম**—নিজের; **উপতাপায়**—কষ্টপ্রদ; **মৃতস্য**—এবং সে মারা গেলে তার, **নরকায়**—নরকগতি হলে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সাধারণত, কৃপণের ধন কখনও তাকে সুখ প্রদান করে না। ইহজগতে তা আত্মক্লেশের কারণ হয়, আর তারা মারা গেলে সেই ধন তাদেরকে নরকে প্রেরণ করে।

তাৎপর্য

কৃপণ মানুষ এমনকি তার করণীয় ধর্মকর্ম বা সামাজিক কর্তব্যেও তার অর্থ ব্যয় করতে ভীত হয়। ভগবান এবং জনসাধারণের নিকট অপরাধ করে, সে নরকে গমন করে।

শ্লোক ১৬

যশো যশস্বিনাং শুদ্ধং শ্লাঘ্যা যে গুণিনাং গুণাঃ ।
লোভঃ স্বল্পোঽপি তান্ হন্তি শ্বিত্রো রূপমিবেপ্সিতম্ ॥ ১৬ ॥

যশঃ—খ্যাতি; **যশস্বিনাম্**—খ্যাতিমান মানুষের; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **শ্লাঘ্যাঃ**—প্রশংসনীয়; **যে**—যেটি; **গুণিনাম্**—গুণীজনের; **গুণাঃ**—গুণাবলী, **লোভঃ**—লোভ; **সু-অল্পঃ**—স্বল্প; **অপি**—এমনকি; **তান্**—এই সকল; **হন্তি**—ধ্বংস করে; **শ্বিত্রঃ**—শ্বেত কুষ্ঠ; **রূপম্**—দৈহিক সৌন্দর্য; **ইব**—ঠিক যেমন; **ইপ্সিতম্**—লোভনীয়।

অনুবাদ

একটুখানি শ্বেত কুষ্ঠের দাগে যেমন মানুষের আকর্ষণীয় দৈহিক সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেয়, ঠিক তেমনই খ্যাতিমান মানুষের যাবতীয় সুখ্যাতি এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে যা কিছু প্রশংসনীয় গুণাবলী দেখা যায়, তা সবই নষ্ট হয়ে যায় কেবল একটুখানি লোভের জন্য।

শ্লোক ১৭

অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে ।
নাশেপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তাভ্রমো নৃণাম্ ॥ ১৭ ॥

অর্থস্য—সম্পদের; **সাধনে**—উপার্জনে; **সিদ্ধে**—লাভে; **উৎকর্ষে**—বর্ধনে; **রক্ষণে**—রক্ষণে; **ব্যয়ে**—ব্যয়ে; **নাশ**—লোকসানে; **উপভোগে**—এবং উপভোগে; **আয়াসঃ**—পরিশ্রম; **ত্রাসঃ**—ভয়; **চিন্তা**—উদ্বেগ; **ভ্রমঃ**—বিভ্রম; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য।

অনুবাদ

সম্পদ উপার্জনে, তা লাভ করে, বর্ধন করে, রক্ষা করতে, ব্যয় করতে, তার লোকসান হলে এবং তা ভোগ করতে গিয়ে, সমস্ত মানুষই প্রচণ্ড পরিশ্রম, ভয়, উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তি অনুভব করে থাকে।

শ্লোক ১৮-১৯

**স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্ধা ব্যসনানি চ ॥ ১৮ ॥
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্ ।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ ॥ ১৯ ॥**

স্তেয়ম্—চৌর্য; **হিংসা**—হিংস্রতা; **অনৃতম্**—মিথ্যা ভাষণ; **দম্ভঃ**—কপটতা; **কামঃ**—কাম বাসনা; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **স্ময়ঃ**—বিভ্রান্তি; **মদঃ**—গর্ব; **ভেদঃ**—অনৈক্য; **বৈরম্**—শত্রুতা; **অবিশ্বাসঃ**—অবিশ্বাস; **সংস্পর্ধা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা; **ব্যসনানি**—বিপদ সমূহ (স্ত্রীলোক, জুয়া এবং নেশা থেকে যা আসে); **চ**—এবং; **এতে**—এই সকল; **পঞ্চদশ**—পনেরো; **অনর্থা**—অনর্থ; **হি**—বস্তুত; **অর্থমূলাঃ**—অর্থের উপর ভিত্তি করে; **মতাঃ**—জানা যায়; **নৃণাম্**—মানুষের দ্বারা; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **অনর্থম্**—অবাঞ্ছিত বস্তু; **অর্থ-আখ্যম্**—অর্থ, যাকে বলা হয় বাঞ্ছিত; **শ্রেয়ঃ-অর্থী**—যিনি জীবনের অন্তিম কল্যাণ কামনা করেন; **দূরতঃ**—অনেক দূরে; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

সম্পদের লোভে মানুষ পনেরটি অবাঞ্ছিত গুণের দ্বারা কলুষিত হয় যেমন, চৌর্য, হিংস্রতা, মিথ্যা ভাষণ, কপটতা, কাম বাসনা, ক্রোধ, বিভ্রান্তি, গর্ব, কলহ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, হিংসা, এবং স্ত্রীলোকের দ্বারা সংঘটিত বিপদসমূহ। এই সমস্ত গুণাবলী অবাঞ্ছিত হলেও মানুষ অনর্থক সেগুলির প্রতি মূল্য আরোপ করে। সুতরাং যিনি জীবনের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে অবাঞ্ছনীয় জড় ঐশ্বর্য থেকে দূরে থাকা।

তাৎপর্য

অনর্থমর্থাখ্যম্ অর্থাৎ "অবাঞ্ছিত সম্পদ" শব্দটি সূচিত করে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যে সম্পদকে দক্ষতার সঙ্গে উপযোগ করা যায় না। এইরূপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পদ নিঃসন্দেহে উপরিলিখিত গুণাবলীর দ্বারা মানুষকে কলুষিত করবে, আর তাই তা ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ২০

**ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা ।
একাস্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা সদ্যঃ সর্বেঽরয়ঃ কৃতাঃ ॥ ২০ ॥**

ভিদ্যন্তে—ভেঙ্গে দেয়; ভ্রাতরঃ—ভ্রাতৃগণকে; দারাঃ—স্ত্রী; পিতরঃ—পিতামাতা; সুহৃদঃ—বন্ধুবান্ধব; তথা—এবং; এক—একার মতো; আস্নিগ্ধাঃ—অত্যন্ত প্রিয়; কাকিণিনা—একটি ক্ষুদ্র মুদ্রার দ্বারা; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ, সর্বে—তারা সকলে; অরয়ঃ—শত্রুগণ; কৃতাঃ—করা হয়।

অনুবাদ

মানুষের ভ্রাতা, ভার্যা, পিতামাতা এবং বন্ধুবান্ধব, যারা তার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্কে আবদ্ধ, এমনকি তারাও একটি মুদ্রা নিয়ে শত্রুতা করে তৎক্ষণাৎ তাদের স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে।

শ্লোক ২১

অর্থেনাল্পীয়সা হ্যেতে সংরব্ধা দীপ্তমন্যবঃ ।
ত্যজন্ত্যাশু স্পৃধো ঘ্নন্তি সহসোৎসৃজ্য সৌহৃদম্ ॥ ২১ ॥

অর্থেন—সম্পদের দ্বারা; অল্পীয়সা—নগণ্য, হি—এমনকি; এতে—তারা; সংরব্ধাঃ—ক্ষিপ্ত; দীপ্ত—জ্বলে ওঠে; মন্যবঃ—তাদের ক্রোধ; ত্যজন্তি—ত্যাগ করে; আশু—খুব সত্বর; স্পৃধঃ—কলহ পরায়ণ হয়ে; ঘ্নন্তি—ধ্বংস করে, সহসাঃ—শীঘ্র; উৎসৃজ্য—প্রত্যাখ্যান করে; সৌহৃদম্—সুনাম।

অনুবাদ

সামান্য কিছু অর্থের জন্যও এই সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো খুব সত্বর তারা প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের ভাবাবেগ, সব ত্যাগ করে মুহূর্তমধ্যে একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করে, হত্যা পর্যন্ত করতে পারে।

শ্লোক ২২

লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং তদ্ দ্বিজাগ্র্যতাম্ ।
তদানাদৃত্য যে স্বার্থং ঘ্নন্তি যান্ত্যশুভাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

লব্ধ্বা—লাভ করে; জন্ম—জন্ম; অমর—দেবতাদের দ্বারা; প্রার্থ্যম্—প্রার্থনীয়; মানুষ্যম্—মানুষ; তৎ—এবং তার মধ্যে; দ্বিজ-আগ্র্যতাম্—দ্বিজশ্রেষ্ঠ পর্যায়; তৎ—সেই; অনাদৃত্য—প্রশংসা না করে; যে—যারা; স্ব-অর্থম্—তাদের নিজ স্বার্থ; ঘ্নন্তি—ধ্বংস করে; যান্তি—গমন করে; অশুভাম্—অশুভ, গতিম্—গতি।

অনুবাদ

যাঁরা দেবগণের প্রার্থনীয় মনুষ্য জীবন লাভ করে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। তাঁরা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ

সুযোগের অবহেলা করেন, তবে তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের প্রকৃত স্বার্থ বিনষ্ট করছেন, আর এইভাবে তাঁরা চরম দুর্ভাগ্য লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এইরূপ ভাষ্য করেছেন—মনুষ্য জন্ম হচ্ছে দেবতা, ভূতপ্রেত, অশরিরী আত্মা, পশু, বৃক্ষ, প্রাণহীন পাথর, ইত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা দেবগণ কেবলই স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেন, আর অন্যান্য জীবযোনিতে রয়েছে অত্যন্ত কষ্ট। কেবলমাত্র মনুষ্য জীবনেই জীব তার পরম কল্যাণের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে। সুতরাং মনুষ্য জীবন হচ্ছে দেবজন্ম অপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয়", মনুষ্য জন্মে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। তবে কোন ব্রাহ্মণ যদি ভগবদ্ভক্তি ত্যাগ করে কেবলমাত্র তার সমাজের মান বর্ধনের জন্য শূদ্রের মতো কঠোর পরিশ্রম করে, তবে অবশ্যই সে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্তরে রয়েছে। ব্রাহ্মণের বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান, যার দ্বারা তারা উপলব্ধি করবে যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে ভগবানের নিত্য দাস। নিরহংকার ব্রাহ্মণ, অনুভব করেন তিনি নিজে তৃণ অপেক্ষা হীন আর তিনি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে সমস্ত জীবকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। সমস্ত মানুষের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের উচিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা, কৃষ্ণভাবনামৃত অবহেলা করে আত্মস্বার্থঘাতী না হওয়া। এইরূপ অবহেলা মানুষকে ভবিষ্যৎ দুঃখের পথে এগিয়ে দেয়।

শ্লোক ২৩

স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্ ।
দ্রবিণে কোঽনুষজ্জেত মর্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি ॥ ২৩ ॥

স্বর্গ—স্বর্গের; **অপবর্গয়োঃ**—এবং মুক্তি; **দ্বারম্**—দ্বার; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **লোকম্**—মনুষ্য জীবন; **ইমম্**—এই; **পুমান্**—মানুষ; **দ্রবিণে**—সম্পত্তিতে; **কঃ**—কে; **অনুসজ্জেত**—আসক্ত হবে; **মর্ত্যঃ**—মৃত্যুপ্রবণ; **অনর্থস্য**—অযোগ্যতার; **ধামনি**—অংশে।

অনুবাদ

স্বর্গ এবং মুক্তির দ্বারদেশ, এই মনুষ্য জীবন লাভ করে কোন্ মরণশীল ব্যক্তি জড় সম্পদ রূপ, অনর্থময় জগতের প্রতি স্বেচ্ছায় আসক্ত হবেন?

তাৎপর্য

ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যবহার করতে মনস্থ করা হয়, তাকে বলে জড় সম্পদ, পক্ষান্তরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যা কিছু সামগ্রী ব্যবহার

করা হয় তা সবই চিন্ময় বলে বুঝতে হবে। আমাদের উচিত সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ সেবায় উপযোগ করে আমাদের জড় সম্পত্তি পরিত্যাগ করা। কোন ব্যক্তির যদি বিলাসবহুল প্রাসাদ থাকে তবে তাঁর উচিত সেখানে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিতভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য অনুষ্ঠান করা। তেমনই, সম্পদ ব্যবহার করতে হবে, ভগবানের মন্দির নির্মাণ, আর পরমেশ্বর ভগবানের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সমন্বিত গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে। যে ব্যক্তি ভগবানের সেবায় উপযোগ না করে অন্ধের মতো জাগতিক সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন, তিনি বুঝতে পারেননি যে সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি। এইরূপ অন্ধ বৈরাগ্য হচ্ছে জড় ধারণাভিত্তিক, যেমন "এই সম্পত্তিটি আমার হতে পারতো, কিন্তু আমি এটি চাই না।" প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত কিছুই ভগবানের; এই ব্যাপারটি বুঝতে পারলে মানুষ এই জগতের কোন কিছুকেই ভোগ বা ত্যাগ করতে চেষ্টা না করে, সেগুলিকে শান্তিপূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন।

শ্লোক ২৪

দেবর্ষিপিতৃভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধূংশ্চ ভাগিনঃ ।
অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ ॥ ২৪ ॥

দেব—দেবগণ; **ঋষি**—ঋষিগণ; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষগণ; **ভূতানি**—এবং সাধারণ জীবেরা, **জ্ঞাতীন্**—জ্ঞাতিগোষ্ঠী; **বন্ধূন্**—পরিবর্ধিত পরিবার; **চ**—এবং; **ভাগিনঃ**—অংশীদারগণকে; **অসংবিভজ্য**—বিতরণ না করে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—নিজেকে; **যক্ষবিত্তঃ**—যক্ষের মতো সম্পত্তিশালী; **পততি**—পতিত হয়; **অধঃ**—নীচে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি তার সম্পত্তির বৈধ অংশীদার, যেমন—দেবগণ, ঋষিগণ, পূর্বপুরুষগণ এবং সাধারণ জীবেরা, আর সেই সঙ্গে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী, কুটুম্ব এবং সেই ব্যক্তি স্বয়ং—তাদের নিকট সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করতে অসমর্থ হয়। সে তার সম্পত্তি কেবল যক্ষের মতো রক্ষা করছে যার দ্বারা তার পতন হবে।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তি উপরি লিখিত অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গকে ভাগ করে না দেয় এবং সে সম্পদ নিজেও ভোগ না করে, সে নিশ্চয় জীবনে অশেষ দুঃখ ভোগ করবে।

শ্লোক ২৫

ব্যর্থয়ার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়ো বলম্ ।
কুশলা যেন সিধ্যন্তি জরঠঃ কিং নু সাধয়ে ॥ ২৫ ॥

ব্যর্থয়া—অনর্থক; অর্থ—সম্পদের জন্য; ইহয়া—প্রচেষ্টার দ্বারা; বিত্তম্—অর্থ; প্রমত্তস্য—প্রমত্তের; বয়ঃ—যৌবন; বলম্—শক্তি; কুশলাঃ—যারা সুমেধা সম্পন্ন; যেন—যার দ্বারা; সিধ্যন্তি—সিদ্ধ হন; জরঠঃ—বৃদ্ধ ব্যক্তি; কিম্—কি; নু—বস্তুত; সাধয়ে—লাভ করতে পারি কি।

অনুবাদ

সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁদের অর্থ, যৌবন এবং দৈহিক শক্তি সিদ্ধি লাভের জন্য উপযোগ করতে সক্ষম। কিন্তু আমি বিবশ হয়ে, আরও অর্থের জন্য প্রচেষ্টা করে এই সমস্তই বৃথা অপচয় করেছি। এখন আমি বৃদ্ধ, আর কী লাভ করতে পারব।

শ্লোক ২৬

কস্মাৎ সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থয়ার্থেহয়াসকৃৎ ।
কস্যচিন্মায়য়া নূনং লোকোঽয়ং সুবিমোহিতঃ ॥ ২৬ ॥

কস্মাৎ—কেন; সংক্লিশ্যতে—কষ্ট পায়; বিদ্বান্—জ্ঞানী ব্যক্তি; ব্যর্থয়া—বৃথা; অর্থ-ঈহয়া—ধন লাভের প্রচেষ্টায়; অসকৃৎ—প্রতিনিয়ত; কস্যচিৎ—কারও; মায়য়া—মায়া শক্তির দ্বারা; নূনম্—নিশ্চিতরূপে; লোকঃ—এই জগৎ; অয়ম্—এই; সুবিমোহিতঃ—প্রচণ্ড বিভ্রান্ত।

অনুবাদ

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থ লাভের প্রচেষ্টায় কেন প্রতিনিয়ত বৃথা ক্লেশ ভোগ করবেন? বাস্তবে, সারা জগতই কারও মায়া শক্তির দ্বারা অত্যন্ত বিভ্রান্ত।

শ্লোক ২৭

কিং ধনৈর্ধনদৈর্বা কিং কামৈর্বা কামদৈরুত ।
মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য কর্মভির্বোত জন্মদৈঃ ॥ ২৭ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন; ধনৈঃ—বিভিন্ন প্রকার সম্পদ; ধনদৈঃ—ধন দাতা; বা—বা; কিম্—কি প্রয়োজন; কামৈঃ—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সামগ্রী; বা—বা; কামদৈঃ—যারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রদান করে; উত—অথবা; মৃত্যুনা—মৃত্যুর দ্বারা; গ্রস্যমানস্য—যিনি গ্রাস হচ্ছেন, তাঁর জন্য; কর্মভিঃ—সকাম কর্মের দ্বারা; বা উত—অন্যথায়; জন্মদৈঃ—পরবর্তী জন্মপ্রদ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি মৃত্যুর দ্বারা কবলিত তার জন্য ধন অথবা ধন দাতার, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দাতা, অথবা সেই বস্তু, যা কোন প্রকার সকাম কর্ম, যা তার এই জগতে পুনরায় জন্ম গ্রহণের কারণ মাত্র হয়, তার এই সমস্ত কিছুর কী প্রয়োজন?

শ্লোক ২৮

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্বদেবময়ো হরিঃ ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ ॥ ২৮ ॥

নূনম্—নিশ্চিতরূপে; **মে**—আমার সঙ্গে; **ভগবান্**—পরম পুরুষ ভগবান; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **সর্বদেবময়ঃ**—সমস্ত দেবগণ সমন্বিত, **হরিঃ**—ভগবান বিষ্ণু; **যেন**—যার দ্বারা; **নীতঃ**—আমি আনিত হয়েছি; **দশাম্**—দশাতে; **এতাম্**—এই; **নির্বেদঃ**—অনাসক্তি; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—নিজের; **প্লবঃ**—নৌকা (আমাকে ক্লেশপূর্ণ ভব সমুদ্র থেকে উদ্ধার করতে)।

অনুবাদ

সর্বদেব সমন্বিত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীহরি নিশ্চয় আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আমাকে এই ক্লেশদায়ক অবস্থায় আনয়ন করেছেন এবং আমাকে বৈরাগ্য অনুভব করতে বাধ্য করেছেন, যে বৈরাগ্য হচ্ছে আমাকে ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ করার জন্য নৌকাস্বরূপ।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সকাম কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়ক পুরস্কার প্রদানকারী দেবগণ জীবনের পরম কল্যাণ সাধন করতে পারেন না। সর্বস্বান্ত হয়ে ব্রাহ্মণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সর্বদেবময় পরমেশ্বর ভগবান, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রদান না করে, তার পরিবর্তে জড় ভোগরূপী সমুদ্র থেকে তাঁকে উদ্ধার করে পরম সিদ্ধি প্রদান করেছেন। এইভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চর্চা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বৈরাগ্যের ফলে ব্রাহ্মণের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়েছিল।

শ্লোক ২৯

সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেঽঙ্গমাত্মনঃ ।
অপ্রমত্তোঽখিলস্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি ॥ ২৯ ॥

সঃ অহম্—আমি; **কাল-অবশেষেণ**—অবশিষ্ট সময় দিয়ে; **শোষয়িষ্যে**—সংযত করব; **অঙ্গম্**—এই শরীর; **আত্মনঃ**—আমার; **অপ্রমত্তঃ**—অবিভ্রান্ত; **অখিল**—সমস্ত; **স্ব-অর্থে**—প্রকৃত স্বার্থে; **যদি**—যদি; **স্যাৎ**—কোনও (সময়) বাকী থাকে; **সিদ্ধঃ**—সন্তুষ্ট; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে।

অনুবাদ

আমার জীবনের যদি কোনও সময় বাকী থাকে তবে আমি তপস্যা করে জোরপূর্বক একান্ত অপরিহার্য দৈহিক প্রয়োজনের মাধ্যমে জীবন ধারণ করব। আর বিভ্রান্ত না হয়ে আমি আমার জীবনের সর্বাঙ্গীন আত্মকল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা করে আত্মতুষ্ট থাকব।

শ্লোক ৩০

তত্র মামনুমোদেরন্ দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ।
মুহূর্তেন ব্রহ্মলোকং খট্বাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ ॥ ৩০ ॥

তত্র—এই ব্যাপারে; **মাম**—আমার সঙ্গে; **অনুমোদেরন্**—কৃপা করে তাঁরা যেন তুষ্ট হন; **দেবাঃ**—দেবগণ; **ত্রি-ভুবন**—ত্রিভুবনের; **ঈশ্বরাঃ**—নিয়ামকগণ; **মুহূর্তেন**—মুহূর্তমধ্যে; **ব্রহ্মলোকম্**—চিদ্‌জগতে; **খট্বাঙ্গঃ**—খট্বাঙ্গ মহারাজ; **সমসাধয়ৎ**—লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ত্রিভুবনের অধিষ্ঠাতাদেবগণ যেন আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক করুণা প্রদর্শন করেন। বাস্তবে, খট্বাঙ্গ মহারাজ মুহূর্তমধ্যে চিন্ময় জগতে উপনীত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণ ভেবেছিলেন যে, বার্ধক্যের জন্য যে কোন মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। খট্বাঙ্গ মহারাজ মুহূর্তমধ্যে যেমন বৈকুণ্ঠ জগতে উপনীত হয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে, মহারাজ খট্বাঙ্গ দেবতাদের হয়ে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন, তাই তাঁরা খুশী হয়ে রাজার ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও বর তাঁকে প্রদান করতে চেয়েছিলেন। মহারাজ খট্বাঙ্গ তখন তাঁর জীবনের অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। আর তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর আয়ু বাকি রয়েছে কেবলই এক মুহূর্ত। মহারাজ তখন তাই তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে বৈকুণ্ঠজগতে উপনীত হয়েছিলেন। ভগবদ্ভক্ত দেবগণের আশীর্বাদ নিয়ে দেহত্যাগ করার পূর্বে তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার আশা করেছিলেন; তাই অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যভিপ্রেত্য মনসা হ্যাবন্ত্যো দ্বিজসত্তমঃ ।
উন্মুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন্ শান্তো ভিক্ষুরভূন্মুনিঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অভিপ্রেত্য**—সিদ্ধান্ত করে; **মনসা**—মনে মনে; **হি**—বস্তুত; **আবন্ত্যঃ**—অবন্তী নগরের; **দ্বিজসত্তমঃ**—পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ; **উন্মুচ্য**—উন্মোচন করে; **হৃদয়**—তাঁর হৃদয়ে; **গ্রন্থীন্**—(বাসনার) গ্রন্থী; **শান্তঃ**—শান্ত; **ভিক্ষুঃ**—ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **মুনিঃ**—মৌনী।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে থাকলেন—এইভাবে দৃঢ়চিত্ত হয়ে অবন্তী নগরের সেই পরম পুণ্যবান ব্রাহ্মণ তাঁর হৃদয়গ্রন্থী সকল উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তখন একজন শান্ত, মৌনী ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

স চচার মহীমেতাং সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ ।
ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানসঙ্গোঽলক্ষিতোঽবিশৎ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; **চচার**—ভ্রমণ করতেন; **মহীম্**—বিশ্ব; **এতাম্**—এই; **সংযত**—সংযত; **আত্ম**—তাঁর চেতনা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **অনিলঃ**—এবং প্রাণবায়ু; **ভিক্ষা-অর্থম্**—দান গ্রহণের উদ্দেশ্যে; **নগর**—নগর; **গ্রামান্**—এবং গ্রাম সকল; **অসঙ্গঃ**—সঙ্গ বর্জিত হয়ে; **অলক্ষিতঃ**—নিজেকে প্রাধান্য না দিয়ে, এইভাবে অবিজ্ঞাত; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেন।

অনুবাদ

তিনি তাঁর বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সকল এবং প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সারা বিশ্বে ভ্রমণ করেছিলেন। ভিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি বিভিন্ন নগর ও গ্রামে একা ভ্রমণ করতেন। তিনি তাঁর উন্নত পারমার্থিক পদের কোন প্রচার না করার জন্য, অন্যাদের নিকট অবিজ্ঞাত ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মত অনুসারে, পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে পূর্ণরূপে আশ্রয় গ্রহণের মুখ্য প্রতীক হচ্ছে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করা। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের তিনটি দণ্ড সমন্বিত ত্রিদণ্ড ধারণের অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁর

কায়-মন-এবং বাক্য কেবলমাত্র ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করে সংযত হয়েছেন। কঠোরভাবে কায়, মন এবং বাক্য সংযম করার পদ্ধতি অবলম্বন করলে, অন্যদের প্রতি ক্ষমা, কখনও সময়ের অপচয় না করা, ইন্দ্রিয়তর্পণে অনাসক্তি, নিজের কার্যে অনহংকার এবং মুক্তিকামনা—এই সমস্ত গুণাবলী অর্জনের শক্তিলাভ হয়। এইভাবে বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু হওয়া, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালনের পক্ষে তা আমাদের সহায়ক হয়। এইভাবে আমরা জাগতিক লোকেদের ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য একে অপরকে তোষামোদ এবং শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত স্নেহের সম্পর্কের মনোভাব ত্যাগ করতে পারি। কঠোরভাবে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে, মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, আমরা ভগবদাশ্রয় লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৩৩

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ ।
দৃষ্ট্বা পর্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

তম্—তাঁকে; **বৈ**—বস্তুত; **প্রবয়সম্**—বৃদ্ধ; **ভিক্ষুম্**—ভিক্ষুক; **অবধূতম্**—অপরিচ্ছন্ন; **অসৎ**—নীচু শ্রেণী; **জনাঃ**—লোকেরা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **পর্যভবন্**—অসম্মানিত; **ভদ্র**—হে কৃপালু উদ্ধব, **বহ্বীভিঃ**—বহু কিছুর দ্বারা; **পরিভূতিভিঃ**—অপমান।

অনুবাদ

হে কৃপালু উদ্ধব, তাঁকে বৃদ্ধ, অপরিচ্ছন্ন ভিখারি দেখে, অভদ্র লোকেরা তাঁকে বিভিন্নভাবে অসম্মান এবং অপমান করত।

শ্লোক ৩৪

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্ ।
পীঠং চৈকেঽক্ষসূত্রং চ কন্থাং চীরাণি কেচন ।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ ॥ ৩৪ ॥

কেচিৎ—কেউ কেউ; **ত্রিবেণুম্**—সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ড; **জগৃহুঃ**—তারা কেড়ে নিয়েছিল; **একে**—কেউ; **পাত্রম্**—তাঁর ভিক্ষাপাত্র; **কমণ্ডলুম্**—জলপাত্র, **পীঠম্**—আসন; **চ**—এবং; **একে**—কেউ; **অক্ষসূত্রম্**—জপমালা; **চ**—এবং; **কন্থাম্**—কাঁথা; **চীরাণি**—জীর্ণ; **কেচন**—তাদের কেউ; **প্রদায়**—ফিরিয়ে; **চ**—এবং; **পুনঃ**—পুনরায়; **তানি**—তারা; **দর্শিতানি**—যা দেখানো হচ্ছিল; **আদদুঃ**—তারা কেড়ে নিয়েছিল; **মুনেঃ**—মুনির।

অনুবাদ

এই সমস্ত লোকেদের কেউ তাঁর সন্ন্যাস দণ্ড, আবার কেউ তাঁর ভিক্ষাপাত্র রূপে ব্যবহৃত কমণ্ডুল অপহরণ করত। কেউ তাঁর অজিন আসন, কেউ জপের মালাটি, আবার কেউ তাঁর ছেঁড়া কাঁথা-কম্বল চুরি করত। তাঁকে এই সমস্ত দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে দেওয়ার ভান করে, সেগুলো আবার লুকিয়ে রাখত।

শ্লোক ৩৫

অন্নং চ ভৈক্ষ্যসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্ধনি ॥ ৩৫ ॥

অন্নম্—খাদ্য; **চ**—এবং; **ভৈক্ষ্য**—তাঁর ভিক্ষার দ্বারা; **সম্পন্নম্**—লব্ধ; **ভুঞ্জানস্য**—ভোজন করতে যাবেন এমন ব্যক্তির; **সরিৎ**—নদীর; **তটে**—তীরে; **মূত্রয়ন্তি**—তারা প্রস্রাব করে দেয়; **চ**—এবং; **পাপিষ্ঠাঃ**—মহাপাপিষ্ঠ লোকেরা; **ষ্ঠীবন্তি**—থুতু দেয়; **অস্য**—তাঁর; **চ**—এবং; **মূর্ধনি**—তাঁর মস্তকে।

অনুবাদ

যখন তিনি তাঁর ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু আহারের জন্য নদীর তীরে উপবেশন করতেন, তখন সেই সমস্ত পাপিষ্ঠ মূর্খরা এসে তাতে প্রস্রাব করে দিত, আর এমনকি তাঁর মস্তকে তারা থুতু দিতেও দ্বিধাবোধ করত না।

শ্লোক ৩৬

যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তি চেৎ।
তর্জয়ন্ত্যপরে বাগ্‌ভিঃ স্তেনোঽয়মিতি বাদিনঃ।
বধ্নন্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্ বধ্যতাং বধ্যতামিতি ॥ ৩৬ ॥

যত-বাচম্—মৌন-ব্রত অবলম্বী; **বাচয়ন্তি**—তাঁকে কথা বলাতে চেষ্টা করতো; **তাড়য়ন্তি**—তারা প্রহার করে; **ন বক্তি**—তিনি কথা বলেন না; **চেৎ**—যদি; **তর্জয়ন্তি**—ভালভাবে কথা বলার ভান করতো; **অপরে**—অন্যেরা; **বাগ্‌ভিঃ**—বাক্যের দ্বারা; **স্তেন**—চোর; **অয়ম্**—এই লোক; **ইতি**—এইভাবে; **বাদিনঃ**—বলতো; **বধ্নন্তি**—বন্ধন করতো; **রজ্জ্বা**—দড়ি দিয়ে; **তম্**—তাঁকে; **কেচিৎ**—কেউ; **বধ্যতাম্ বধ্যতাম্**—"ওকে বাঁধ! ওকে বাঁধ!"; **ইতি**—এইভাবে বলে।

অনুবাদ

তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করলেও, তারা তাঁকে কথা বলাতে চেষ্টা করতো, তিনি কথা না বললে তারা তাঁকে লাঠি দিয়ে প্রহার করতো। অন্যেরা তাঁকে "এই

লোকটি আসলে চোর"—বলে ভর্ৎসনা করতো। আবার অন্যেরা, "ওকে বাঁধ! ওকে বাঁধ!" বলে চিৎকার করে দড়ি দিয়ে বাঁধতো।

শ্লোক ৩৭

ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্মধ্বজঃ শঠঃ ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ ॥ ৩৭ ॥

ক্ষিপন্তি—তারা উপহাস করে; **একে**—কেউ; **অবজানন্তঃ**—অপমান করে; **এষ**—এই ব্যক্তি; **ধর্মধ্বজঃ**—ধর্মধ্বজী; **শঠঃ**—প্রতারক; **ক্ষীণবিত্তঃ**—সম্পদ হারা; **ইমাম্**—এই; **বৃত্তিম্**—বৃত্তি; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছে; **স্বজন**—তার পরিবারের দ্বারা; **উজ্ঝিতঃ**—পরিত্যক্ত।

অনুবাদ

"এই লোকটি আসলে একটি ভণ্ড এবং প্রতারক। ধন-সম্পত্তি হারালে, তার পরিবারের লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করায়, সে এখন ধর্মের বৃত্তি অবলম্বন করেছে।" এই সব বলে তারা তাঁকে উপহাস এবং অপমান করতো।

শ্লোক ৩৮-৩৯

অহো এষ মহাসারো ধৃতিমান্ গিরিরাডিব ।
মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্বাতয়ন্তি চ ।
তং ববন্ধুর্নিরুরুধুর্যথা ক্রীড়নকং দ্বিজম্ ॥ ৩৯ ॥

অহো—দেখ দেখ; **এষঃ**—এই লোক; **মহাসারঃ**—খুব তেজস্বী; **ধৃতিমান্**—ধৈর্যবান; **গিরিরাট্**—হিমালয় পর্বত; **ইব**—মতোই; **মৌনেন**—তাঁর মৌনব্রতে; **সাধয়তি**—সংগ্রাম করছেন; **অর্থম্**—তাঁর লক্ষ্যের জন্য; **বকবৎ**—বকের মতো; **দৃঢ়**—দৃঢ়; **নিশ্চয়ঃ**—তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা; **ইতি**—এইরূপ বলে; **একে**—কেউ; **বিহসন্তি**—পরিহাস করে; **এনম্**—তাঁকে; **একে**—কেউ; **দুর্বাতয়ন্তি**—অধোবায়ু ত্যাগ করে; **চ**—এবং; **তম্**—তাঁকে; **ববন্ধুঃ**—তাঁকে শেকল দিয়ে বাঁধে; **নিরুরুধুঃ**—আবদ্ধ করে রাখে; **যথা**—যেমন; **ক্রীড়নকম্**—পালিত পশু; **দ্বিজম্**—সেই ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

"দেখ তিনি একজন মহা তেজস্বী মুনি! হিমালয় পর্বতের মতো ধৈর্যশীল। বকের মতো প্রবল দৃঢ়নিষ্ঠার সঙ্গে মৌন অবলম্বন করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করছেন।"—এইরূপ বলে তারা তাঁকে পরিহাস করতো। অন্যেরা তাঁর

প্রতি অধোবায়ু ত্যাগ করতো। আবার কেউ কেউ সেই দ্বিজ ব্রাহ্মণকে পালিত পশুর মতো তাঁকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতো।

শ্লোক ৪০

এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকং চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত ॥ ৪০ ॥

এবম্—এইভাবে; **স**—তিনি; **ভৌতিকম্**—অন্যান্য জীবের জন্য; **দুঃখম্**—দুঃখ; **দৈবিকম্**—উচ্চতর শক্তির জন্য; **দৈহিকম্**—তাঁর নিজের শরীরের জন্য; **চ**—এবং; **যৎ**—যা কিছু; **ভোক্তব্যম্**—ভোগ করার কথা; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **দিষ্টম্**—ভাগ্যের লিখন; **প্রাপ্তম্ প্রাপ্তম্**—যা কিছু লাভ হয়েছে, **অবুধ্যত**—তিনি বুঝেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বুঝেছিলেন যে, অন্যান্য জীব থেকে প্রাপ্ত ক্লেশ, প্রকৃতির উর্ধ্বতন শক্তি থেকে এবং তাঁর নিজ দেহ থেকে—যা কিছু ক্লেশ লাভ হচ্ছে, এ সবই অনিবার্য, কেননা এ সবই তাঁর ভাগ্যের লিখন।

তাৎপর্য

অনেক নিষ্ঠুর লোক ব্রাহ্মণকে হয়রান করেছে, তাঁর নিজদেহ তাঁকে জ্বর, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি প্রভৃতির দ্বারা ক্লেশ প্রদান করেছে। প্রকৃতির উর্ধ্বতন শক্তি হচ্ছে, অতিরিক্ত গরম, ঠাণ্ডা, ঝড় এবং বৃষ্টি। ব্রাহ্মণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর ক্লেশের কারণ হচ্ছে মিথ্যা দেহাত্মবুদ্ধি, তাঁর দেহের সঙ্গে বাহ্য জগতের মিথস্ক্রিয়া নয়। বাহ্যিক অবস্থাকে মানিয়ে নেওয়া অপেক্ষা তিনি চেষ্টা করেছিলেন তাঁর কৃষ্ণভাবনাকে মানিয়ে নিতে। এইভাবে নিত্য চিন্ময় আত্মারূপে তিনি তাঁর প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

পরিভূত ইমাং গাথামগায়ত নরাধমৈঃ।
পাতয়দ্ভিঃ স্বধর্মস্থো ধৃতিমাস্থায় সাত্ত্বিকীম্ ॥ ৪১ ॥

পরিভূতঃ—অপমানিত; **ইমাম্**—এই; **গাথাম্**—গীত; **অগায়ত**—তিনি গেয়েছিলেন; **নর-অধমৈঃ**—নরাধমগণের দ্বারা; **পতয়দ্ভিঃ**—যারা তাঁর পতন ঘটাতে চেষ্টা করছিল; **স্বধর্ম**—তাঁর স্বধর্মে; **স্থঃ**—দৃঢ়নিষ্ঠ থেকে; **ধৃতিম্**—তাঁর সিদ্ধান্ত; **আস্থায়**—নিবিষ্ট করে; **সাত্ত্বিকীম্**—সত্ত্বগুণে।

অনুবাদ

যে সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাঁর পতন ঘটানোর চেষ্টা করছিল, তাদের দ্বারা অপমানিত হলেও তিনি তাঁর পারমার্থিক কর্তব্যে অবিচলিত ছিলেন। সত্ত্বগুণে তাঁর নিষ্ঠা স্থির করে তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৩৩) সত্ত্বগুণের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে—

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥

"হে পার্থ! যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগ অভ্যাস দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী।"

যারা নাস্তিক, ভগবৎ ভক্তদের প্রতি হিংসাপরায়ণ, তাদেরকে বলা হয় *নরাধমাঃ* অর্থাৎ নিকৃষ্টতম মানুষ, তারা নিঃসন্দেহে নরকে গমন করবে। কখনও প্রত্যক্ষ আক্রমণ করে আর কখনও বা বিদ্রূপ করে, সর্বশক্তি দিয়ে তারা ভগবৎ-সেবার বিঘ্ন ঘটাতে চায়। ভক্তরা কিন্তু সত্ত্বগুণে দৃঢ় নিষ্ঠ এবং সহনশীল হয়ে থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীউপদেশামৃতে (১) বর্ণনা করেছেন—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

"সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ—এই ষড়বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন।"

শ্লোক ৪২

দ্বিজ উবাচ

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু-
র্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্মকালাঃ ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসারচক্রং পরিবর্তয়েদ্ যৎ ॥ ৪২ ॥

দ্বিজ উবাচ—ব্রাহ্মণ বললেন; **ন**—না; **অয়ম্**—এইসকল; **জনঃ**—লোক; **মে**—আমার; **সুখ**—সুখের; **দুঃখ**—এবং দুঃখ; **হেতুঃ**—কারণ; **ন**—নয়; **দেবতা**—দেবগণ; **আত্মা**—আমার নিজ শরীর; **গ্রহ**—গ্রহগণ; **কর্ম**—আমার অতীত কর্ম; **কালাঃ**—অথবা কাল; **মনঃ**—মন; **পরম্**—বরং; **কারণম্**—কারণ; **আমনন্তি**—মহাজনগণ বলেন; **সংসার**—জড় জীবনের; **চক্রম্**—চক্র; **পরিবর্তয়েৎ**—ঘোরায়; **যৎ**—যা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ বললেন—এই সমস্ত লোকেরা আমার সুখ এবং দুঃখের কারণ নয়। আবার দেবগণ, আমার নিজদেহ, গ্রহ-নক্ষত্র, আমার অতীত কর্ম, অথবা কাল কোনটিই নয়। বরং, সুখ-দুঃখ ঘটানো এবং জড় জীবন চক্রের একমাত্র কারণ হচ্ছে মন।

শ্লোক ৪৩

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়-
স্ততশ্চ কর্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি
তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি ॥ ৪৩ ॥

মনঃ—মন; **গুণান্**—প্রকৃতির গুণের ক্রিয়াকলাপ; **বৈ**—বস্তুত; **সৃজতে**—প্রকাশ করে; **বলীয়ঃ**—বলবান; **ততঃ**—সেই গুণাবলীর দ্বারা; **চ**—এবং; **কর্মাণি**—জড় কর্ম; **বিলক্ষণানি**—বিভিন্ন প্রকারের; **শুক্লানি**—শুক্ল (সত্ত্বগুণে); **কৃষ্ণানি**—কৃষ্ণ (তমোগুণে); **অথ**—এবং; **লোহিতানি**—লাল (রজোগুণে); **তেভ্যঃ**—সেই সমস্ত কর্ম থেকে; **সবর্ণাঃ**—সেই সেই বর্ণের; **সৃতয়ঃ**—সৃষ্ট অবস্থা; **ভবন্তি**—উদ্ভূত হয়।

অনুবাদ

শক্তিশালী মন প্রকৃতির গুণাবলীর কার্য সংঘটন করে, যা থেকে সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বিভিন্ন ধরনের জড় কর্মের উৎপত্তি হয়। প্রতিটি গুণের প্রভাব হেতু সেই সেই প্রকার জীবন ধারার উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণে মানুষ নিজেকে সাধু এবং জ্ঞানী বলে মনে করে, রজোগুণে জাগতিক সাফল্যের জন্য সংগ্রাম করে, আর তমোগুণে মানুষ হয় নিষ্ঠুর, অলস এবং পাপিষ্ঠ। জড় গুণের সংমিশ্রণে জীব নিজেকে দেবতা, রাজা, ধনী পুঁজিবাদী, জ্ঞানী পণ্ডিত ইত্যাদি বলে মনে করে। এই ধারণাগুলি হচ্ছে প্রকৃতির গুণজাত জড় উপাধি

এবং শক্তিশালী মনের ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উপভোগের প্রবণতা অনুসারে তারা নিজেদেরকে ব্যবস্থাপিত করে। এই শ্লোকে *বলীয়স* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "অত্যন্ত বলবান," অর্থাৎ সেই অবস্থায় বুদ্ধিমান উপদেশের প্রতি জড় মন তখন অমনোযোগী হয়ে থাকে। আমরা যদিও অবগত হই যে, অর্থোপার্জন করতে গিয়ে আমরা অনেক পাপ এবং অপরাধ করে চলেছি, আমরা হয়তো তবুও ভাবি যে, সর্বোপরি অর্থ সঞ্চয় আমাদের করতেই হবে। কেননা তা না হলে কেউই তার ধর্মকর্ম, সুন্দরী রমণী সঙ্গে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, প্রাসাদোপম বাড়ি বা গাড়ী কোনটিই লাভ হবে না। অর্থলাভ হলে মানুষ আরও সমস্যায় ভোগে, কিন্তু দুষ্ট মন সদুপদেশের প্রতি কখনই কর্ণপাত করে না। তাই অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে মনগড়া ধারণা ত্যাগ করে আমাদের মনকে অবশ্যই সংযত করতে হবে।

শ্লোক ৪৪

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা
হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে ।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্
জুষন্ নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোঽসৌ ॥ ৪৪ ॥

অনীহঃ—অনীহ; **আত্মা**—পরমাত্মা; **মনসা**—মনসহ; **সমীহতা**—সংগ্রামরত; **হিরণ্ময়ঃ**—দিব্য উদ্ভাস প্রকাশকারী; **মৎ-সখঃ**—আমার সখা; **উদ্বিচষ্টে**—উপর থেকে নীচে দেখা; **মনঃ**—মন; **স্বলিঙ্গম্**—(আত্মা) যা তার উপর জড় জগতের রূপ উপস্থাপন করে; **পরিগৃহ্য**—আলিঙ্গন করে; **কামান্**—কাম্যবস্তু সকল; **জুষন্**—রত হওয়া; **নিবদ্ধঃ**—বদ্ধ হয়; **গুণসঙ্গতঃ**—প্রকৃতির গুণ সঙ্গের জন্য; **অসৌ**—সেই সূক্ষ্ম চিন্ময় আত্মা।

অনুবাদ

জড় দেহে সংগ্রামী মনের সঙ্গে উপস্থিত থাকলেও পরমাত্মা কিন্তু নিশ্চেষ্ট, কেননা তিনি ইতিমধ্যেই দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত রয়েছেন। আমার বন্ধু রূপে আচরণ করে, তিনি তাঁর দিব্য পদে থেকে কেবলই সাক্ষী থাকেন, আমি অতীব ক্ষুদ্র চিন্ময় আত্মা, পক্ষান্তরে জড় জগতের রূপ প্রতিফলনকারী দর্পণের মতো মনকে আলিঙ্গন করে রয়েছি। এইভাবে আমি কাম্যবস্তু ভোগে রত হয়ে প্রকৃতির গুণ সংসর্গে জড়িয়ে পড়েছি।

শ্লোক ৪৫

দানং স্বধর্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতং চ কর্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি ।
সর্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ ॥ ৪৫ ॥

দানম্—দান করে; **স্বধর্মঃ**—স্বধর্মপালন; **নিয়মঃ**—নিয়মিত প্রাত্যহিক জীবনধারা; **যমঃ**—পারমার্থিক অনুশীলনের মুখ্য নিয়মাবলী; **চ**—এবং; **শ্রুতম্**—শাস্ত্রশ্রবণ; **চ**—এবং; **কর্মাণি**—পুণ্য কর্ম; **চ**—এবং; **সৎ**—শুদ্ধ; **ব্রতানি**—ব্রত সকল; **সর্বেঃ**—সমস্ত; **মনঃনিগ্রহঃ**—মনঃসংযম; **লক্ষণ**—সমন্বিত; **অন্তাঃ**—তাদের লক্ষ্য; **পরঃ**—পরম; **হি**—বস্তুত; **যোগঃ**—দিব্যজ্ঞান; **মনসঃ**—মনের; **সমাধিঃ**—ধ্যানস্থ হয়ে পরমেশ্বরের চিন্তা করা।

অনুবাদ

দান করা, কর্তব্য সম্পাদন, মুখ্য এবং গৌণ বিধি-বিধান পালন, শাস্ত্রশ্রবণ, পুণ্য কর্ম এবং শুদ্ধি করণের জন্য ব্রত—এই সকলেরই অন্তিম এবং চরম লক্ষ্য হচ্ছে মনকে দমন করা। বাস্তবে, মনকে পরমেশ্বরে নিবিষ্ট করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ।

শ্লোক ৪৬

সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং
দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্ ।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্-
দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ ॥ ৪৬ ॥

সমাহিতম্—সমাহিত; **যস্য**—যার; **মনঃ**—মন; **প্রশান্তম্**—শান্ত; **দান-আদিভিঃ**—দান এবং অন্যান্য পদ্ধতির দ্বারা; **কিম্**—কী; **বদ**—অনুগ্রহ পূর্বক বলুন; **তস্য**—ঐ সমস্ত পদ্ধতির; **কৃত্যম্**—করণীয়; **অসংযতম্**—অসংযত; **যস্য**—যার; **মনঃ**—মন; **বিনশ্যৎ**—বিনাশ করে; **দান-আদিভিঃ**—দানাদি পদ্ধতির দ্বারা; **চেৎ**—যদি; **অপরম্**—এছাড়াও; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **এভিঃ**—এ সকলের।

অনুবাদ

মন যদি সুন্দরভাবে নিবিষ্ট এবং শান্ত থাকে, তবে আনুষ্ঠানিক দান এবং অন্যান্য পুণ্য অনুষ্ঠানের কী প্রয়োজন রয়েছে? আর মন যদি অসংযতই থেকে যায়, অজ্ঞান অন্ধকারে মগ্ন থাকে, তবে তার জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থাপনার কী প্রয়োজন?

শ্লোক ৪৭

মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি ।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্ বশে তং স হি দেবদেবঃ ॥ ৪৭ ॥

মনঃ—মনের; **বশে**—বশে; **অন্যে**—অন্যেরা; **হি**—বস্তুত; **অভবন্**—হয়েছে; **স্ম**—অতীতে; **দেবাঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ (অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের প্রতিনিধিত্বে); **মনঃ**—মন; **চ**—এবং; **না**—কখনও না; **অন্যস্য**—অন্যের; **বশম্**—বশে; **সমেতি**—আসে; **ভীষ্মঃ**—ভয়ঙ্কর; **হি**—বস্তুত; **দেবঃ**—ভগবত্তুল্য শক্তি; **সহসঃ**—সর্বাপেক্ষা শক্তিমান অপেক্ষা; **সহীয়ান্**—আরও শক্তিশালী; **যুঞ্জ্যাৎ**—নিবিষ্ট করতে পারেন; **বশে**—বশে; **তম্**—সেই মন; **সঃ**—এইরূপ ব্যক্তি; **হি**—বস্তুত; **দেব-দেবঃ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু।

অনুবাদ

অনাদিকাল থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি রয়েছে মনের অধীনে, আর মন নিজে কখনও কারও কর্তৃত্বাধীন হয় না। সে পরম শক্তিমান থেকেও শক্তিশালী, আর তার ভগবত্তুল্য শক্তি ভয়ঙ্কর। সুতরাং, যে ব্যক্তি মনকে বশে আনতে পারেন, তিনি গোস্বামী হতে পারেন।

শ্লোক ৪৮

তং দুর্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগ-
মরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ ।
কুর্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমত্র মর্ত্যৈ-
র্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ ॥ ৪৮ ॥

তম্—সেই; **দুর্জয়ম্**—দুর্জয়, **শত্রুম্**—শত্রুকে; **অসহ্য**—অসহ্য; **বেগম্**—যার বেগ; **অরুম্তুদম্**—হৃদয় পরিবর্তন করতে সক্ষম; **তৎ**—অতএব; **ন বিজিত্য**—জয় করতে অসমর্থ হয়ে; **কেচিৎ**—কোন কোন লোক; **কুর্বন্তি**—সৃষ্টি করে; **অসৎ**—অনর্থক; **বিগ্রহম্**—কলহ; **অত্র**—এই জগতে; **মর্ত্যৈঃ**—মরণশীল জীবের সঙ্গে; **মিত্রাণি**—বন্ধুগণ; **উদাসীন**—উদাসীন ব্যক্তি; **রিপূন্**—এবং শত্রুরা; **বিমূঢ়াঃ**—সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত।

অনুবাদ

হৃদয় বিদারক, অসহ্য বেগবান, দুর্জয় শত্রু, মনকে বশে আনতে না পেরে বহু লোক সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে অন্যদের সঙ্গে অনর্থক কলহ করে। এইভাবে তারা

সিদ্ধান্ত করে যে, অন্য লোকেরা হয় তাদের বন্ধু, নয়তো তাদের শত্রু অথবা তাদের প্রতি উদাসীন।

তাৎপর্য

জড় দেহ অনুসারে মিথ্যা পরিচিতি লাভ করে, দেহ থেকে নির্গত নিজ সন্তান এবং তাদের সন্তানদেরকে নিত্য সম্পদ মনে করে জীব সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, প্রতিটি জীবই গুণগতভাবে ভগবানের মতোই। সকলেই পরমেশ্বরের নিত্য প্রকাশ হওয়ার জন্য, একটি একক আত্মা ও আর একটির মধ্যে কার্যতঃ কোনও পার্থক্য নেই। মিথ্যা অহংকারে মত্ত মন, জড় দেহ সৃষ্টি করে, আর দেহের মাধ্যমে পরিচয় প্রদান করে, বদ্ধজীব মিথ্যা গর্বে আর অজ্ঞতায় বিহ্বল, সেই বিষয়ই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪৯

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা
মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ ।
এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ
দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি ॥ ৪৯ ॥

দেহম্—জড় দেহ; মনঃমাত্রম্—শুধুই মন থেকে আসে; ইমম্—এই; গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; মম—আমার; অহম—আমি; ইতি—এইভাবে; অন্ধ—অন্ধ; ধিয়ঃ—তাদের বুদ্ধি; মনুষ্যাঃ—মানুষেরা; এষঃ—এই; অহম্—আমি; অন্যঃ—অন্য কেউ; অয়ম্—এই হচ্ছে; ইতি—এইভাবে; ভ্রমেণ—মায়ার দ্বারা; দুরন্ত-পারে—দুরতিক্রম্য; তমসি—অন্ধকারে; ভ্রমন্তি—ভ্রমণ করে।

অনুবাদ

যে সকল ব্যক্তি জড় মন থেকে সৃষ্ট দেহকে আমি বলে মনে করে, তাদের বুদ্ধি অন্ধের মতো, তারা কেবল "আমি" আর "আমার"—এই অনুসারেই চিন্তা করে। মায়ার জন্য "এইটি আমি কিন্তু ঐটি অন্য কেউ" এই রূপে চিন্তা করার ফলে তারা অসীম অন্ধকারে ভ্রমণ করে।

শ্লোক ৫০

জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ ।

জিহ্বাং ক্বচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভি-
স্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ ॥ ৫০ ॥

জনঃ—এই সমস্ত লোক; **তু**—কিন্তু; **হেতুঃ**—হেতু; **সুখদুঃখয়োঃ**—আমার সুখ এবং দুঃখের; **চেৎ**—যদি; **কিম্**—কি; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **চ**—এবং; **অত্র**—এই ব্যাপারে; **হি**—অবশ্যই; **ভৌময়োঃ**—জড় দেহ ভিত্তিক; **তৎ**—সেই (সম্পাদক ও ক্লীষ্ট পর্যায়ের); **জিহ্বাম্**—জিহ্বা; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **সংদশতি**—দষ্ট হয়, **স্ব**—নিজের দ্বারা; **দদ্ভিঃ**—দন্ত; **তৎ**—তার; **বেদনায়াম্**—দুঃখে; **কতমায়**—কার সঙ্গে; **কুপ্যেৎ**—ক্রুদ্ধ হতে পারে।

অনুবাদ

যদি বল, এই লোকেরা আমার সুখ বা দুঃখের কারণ, তবে এই ধারণায় আত্মার স্থান কোথায়? এই সুখ-দুঃখ আত্মাকে নিয়ে নয়, তা হয় জড় দেহ সমূহের মিথষ্ক্রিয়ার জন্য। কেউ যদি নিজের দাঁত দিয়ে নিজের জিহ্বায় কামড় দেয়, তখন তার কষ্টের জন্য কার উপর সে ক্রুদ্ধ হবে?

তাৎপর্য

দৈহিক সুখ-দুঃখ আত্মার দ্বারা অনুভূত হলেও, এই রূপ দ্বন্দ্ব আমাদের সহ্য করতেই হবে, কেননা এ সবই হচ্ছে আমাদের জড় মন সৃষ্ট। অকস্মাৎ কারও যদি নিজের জিহ্বায় বা ঠোঁটে কামড় লেগে যায়, তবে সে ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁতটিকে উঠিয়ে ফেলতে পারে না। তেমনই, সমস্ত জীবই হচ্ছে ভগবানের স্বতন্ত্র অংশ আর তারা একে অপরের থেকে অভিন্ন। পারমার্থিক সাম্যে সকলেই পরমেশ্বরের সেবার জন্য উদ্দিষ্ট। জীব যদি তার প্রভুর সেবা ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে কলহ করে, তবে তারা প্রকৃতির নিয়মে দুঃখ পেতে বাধ্য হবে। বদ্ধ জীব যদি ভগবৎ সম্পর্ক বিহীন জড় দেহভিত্তিক কৃত্রিম স্নেহের সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে কাল স্বয়ং এই সমস্ত সম্পর্ক বিনাশ করবে, আর তখন তারা আরও দুঃখের ভাগী হবে। কিন্তু জীব যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রত্যেকেই তারা একই পরিবারভুক্ত, সকলেরই পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। তাই আমাদের নিজের এবং অপরের পক্ষে ক্ষতিকর ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণটি কারও কাছে থেকে সদয়ভাবে দান প্রাপ্ত হচ্ছিলেন এবং অন্যদের নিকট থেকে হয়রান এবং প্রহৃত হচ্ছিলেন, তিনি অস্বীকার করেছেন যে, এই সমস্ত লোকেরা তাঁর সুখ এবং দুঃখের কারণ; কেননা তিনি জড় দেহ ও মনের ঊর্ধ্বে আত্মোপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্লোক ৫১

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু
কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে ॥ ৫১ ॥

দুঃখস্য—দুঃখের; **হেতুঃ**—হেতু; **যদি**—যদি; **দেবতাঃ**—দেবগণ (যাঁরা দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন); **তু**—কিন্তু; **কিম্**—কী; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **তত্র**—সেই সম্পর্কে; **বিকারয়োঃ**—পরিবর্তনশীলের সঙ্গে সম্পর্কিত (ইন্দ্রিয় আর তার অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ); **তৎ**—সেই (আচরণ করা আর আচরিত হওয়া); **যৎ**—যখন; **অঙ্গম**—একটি অঙ্গ; **অঙ্গেন**—অন্য অঙ্গের দ্বারা; **নিহন্যতে**—ক্ষতি করে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ক্রুধ্যেত**—ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত; **কস্মৈ**—কারো প্রতি; **পুরুষঃ**—জীব; **স্বদেহে**—নিজের দেহের মধ্যে।

অনুবাদ

যদি বল—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ দুঃখের কারণ, তবে আত্মার উপর তা কিভাবে বর্তায়? এই ধরনের আচরণ করা এবং আচরিত হওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয় এবং তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের মিথষ্ক্রিয়ার ফল। যখন দেহের একটি অঙ্গ অপর অঙ্গকে আক্রমণ করে, তখন ঐ দেহ স্থিত ব্যক্তি কার উপর ক্রুদ্ধ হবেন?

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ এখানে বিস্তারিতভাবে আত্মোপলব্ধির অবস্থা ব্যাখ্যা করছেন। যাতে উপলব্ধি করা যাবে যে, আত্মা হচ্ছে জড় দেহ আর মন থেকে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবগণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দৈহিক সুখ উপভোগ করার মাধ্যমে আমরা দৈহিক দুঃখ গ্রহণ করতে বাধ্য হই। মূর্খ বদ্ধ জীব দুঃখ দূর করে সুখ উপভোগ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু জড় সুখ-দুঃখ হচ্ছে একই মুদ্রার দু'টি পিঠ মাত্র। নিজেকে দেহ মনে না করে কেউই দৈহিক সুখ উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু যেইমাত্র সেইরূপ পরিচিতি সংঘটিত হয়, তখনই সে সেই দেহের সঙ্গে বর্তমান অনিবার্য অসংখ্য যন্ত্রণার দ্বারা হয়রান হয়। দৈহিক সুখ-দুঃখ প্রদান করে দেবগণ, আর তাদেরকে কখনও বশে আনা যায় না; এইভাবে জীব জড়স্তরে দৈবের ইচ্ছার অধীনস্থ থাকে। তবে কেউ যদি সর্ব আনন্দের উৎস পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তবে সে চিন্ময় স্তরে উপনীত হতে পারে। আর সেখানে মুক্ত আত্মা উদ্বেগ বা দুঃখ বিহীন নিরবচ্ছিন্ন দিব্য আনন্দে উজ্জীবিত হয়।

শ্লোক ৫২

আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ
কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ ।
ন হ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষা স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখম্ ॥ ৫২ ॥

আত্মা—আত্মা স্বয়ং; **যদি**—যদি; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **সুখদুঃখ**—সুখ এবং দুঃখের; **হেতুঃ**—কারণ; **কিম্**—কী; **অন্যতঃ**—অন্য; **তত্র**—সেই তত্ত্ব অনুসারে; **নিজ**—নিজের; **স্বভাবঃ**—স্বভাব; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **আত্মনঃ**—আত্মা ছাড়া; **অন্যৎ**—ভিন্ন কোন কিছু; **যদি**—যদি; **তৎ**—সেই; **মৃষা**—মিথ্যা; **স্যাৎ**—হতে পারতো; **ক্রুধ্যেত**—ক্রুদ্ধ হতে পারে; **কস্মাৎ**—কার প্রতি; **ন**—নেই; **সুখম্**—সুখ, **ন**—অথবা নয়; **দুঃখম্**—দুঃখ।

অনুবাদ

আত্মা নিজেই যদি সুখ-দুঃখের কারণ হতো, তবে আমরা অন্যদের দোষ দিতে পারতাম না, যেহেতু তাতে সুখ দুঃখ হতো আত্মার স্বভাব। এই সূত্র অনুসারে, একমাত্র আত্মা ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আমরা যদি আত্মা ছাড়া কারো অনুভব করার চেষ্টা করি, তবে তা হবে মায়া। সুতরাং, এই ধারণায় সুখ-দুঃখ যদি বাস্তবে না-ই থাকে, তবে আমরা একের উপর বা অপরের উপর কেন ক্রুদ্ধ হব?

তাৎপর্য

মৃত দেহ সুখ বা দুঃখ অনুভব করে না, তা হলে সুখ দুঃখের কারণ হচ্ছে আমাদের চেতনা, আর সেটি হচ্ছে আত্মার স্বভাব। আত্মার আসল কাজ কিন্তু জড় সুখ-দুঃখ ভোগ করা নয়। এগুলো উৎপন্ন হয় মিথ্যা অহংকার ভিত্তিক অজ্ঞ জাগতিক স্নেহ বা শত্রুতা থেকে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে জড়িয়ে পড়লে আমাদের চেতনা জড় দেহের প্রতি আকর্ষিত হয়, আর সেখানে তখন সে অনিবার্য দৈহিক দুঃখ এবং সমস্যার দ্বারা আতঙ্কিত হয়। চিন্ময় স্তরে জীবের চেতনা ব্যক্তিগত বাসনা রহিত হয়ে পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য, সেখানে জড় সুখও নেই দুঃখও নেই। এটিই হচ্ছে যথার্থ সুখ, সেটি হচ্ছে মিথ্যা দৈহিক পরিচিতি শূন্য। নিজের মূর্খামীর জন্য অন্যদের প্রতি অনর্থক ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত আত্মোপলব্ধির পথ অবলম্বন করে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা।

শ্লোক ৫৩

গ্রহা নিমিত্তং সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনোঽজস্য জনস্য তে বৈ ।
গ্রহৈর্গ্রহস্যৈব বদন্তি পীড়াং
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষস্ততোঽন্যঃ ॥ ৫৩ ॥

গ্রহাঃ—নিয়ন্ত্রণকারী গ্রহগণ; **নিমিত্তম্**—প্রাথমিক কারণ; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের; **চেৎ**—যদি; **কিম্**—কী; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **অজস্য**—জন্মরহিত; **জনস্য**—যার জন্ম হয়েছে তার; **তে**—ঐ সমস্ত গ্রহগুলি; **বৈ**—বস্তুত; **গ্রহৈঃ**—অন্যান্য গ্রহের দ্বারা; **গ্রহস্য**—গ্রহের; **এব**—কেবল; **বদন্তি**—(দক্ষ জ্যোতিষীগণ) বলেন; **পীড়াম্**—দুঃখ; **ক্রুধ্যেত**—ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত; **কস্মৈ**—কার প্রতি; **পুরুষঃ**—জীবাত্মা; **ততঃ**—সেই জড় দেহ থেকে; **অন্যঃ**—পৃথক।

অনুবাদ

গ্রহগুলি হচ্ছে আমাদের সুখ এবং দুঃখের প্রাথমিক কারণ—এই অনুমানের বিচার করলে, তা হলেও আমাদের নিত্য আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়? বস্তুতপক্ষে যা কিছু জন্মগ্রহণ করে, তার উপরেই কেবল গ্রহের প্রভাব কার্যকরী হয়। এ ছাড়াও, অভিজ্ঞ জ্যোতিষীগণ বর্ণনা করেছেন, কীভাবে গ্রহগুলিই একে অপরের যন্ত্রণার কারণ হচ্ছে। সুতরাং, জীবাত্মা, গ্রহগণ এবং জড় দেহ থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য, সে কার প্রতি ক্রোধ আরোপ করবে?

শ্লোক ৫৪

কর্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে ।
দেহস্ত্বচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ নহি কর্মমূলম্ ॥ ৫৪ ॥

কর্ম—সকাম কর্ম; **অস্তু**—আনুমানিকভাবে গৃহীত; **হেতুঃ**—কারণ; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ এবং দুঃখের; **চেৎ**—যদি; **কিম্**—কী; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **তৎ**—সেই কর্ম; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **জড়-অজড়ত্বে**—জড় এবং অজড় হওয়ার জন্য; **দেহঃ**—দেহ; **তু**—একভাবে; **অচিৎ**—নির্জীব; **পুরুষঃ**—সেই ব্যক্তি; **অয়ম্**—এই; **সুপর্ণঃ**—চেতনা বিশিষ্ট; **ক্রুধ্যেত**—ক্রোধ করা উচিত; **কস্মৈ**—কার প্রতি; **ন**—নয়; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **মূলম্**—মূল কারণ।

অনুবাদ

আমরা যদি ধারণা করি যে, সকাম কর্মই সুখ এবং দুঃখের কারণ, তবুও তা আত্মা ছাড়াই বিচার করা হচ্ছে। যখন চিন্ময় চেতন কর্তা এবং জড় দেহ এইরূপ কর্মের মাধ্যমে সুখ এবং দুঃখের দ্বারা পরিবর্তিত হতে থাকে, তখনই জড় কর্মের ধারণার উদ্ভব ঘটে। দেহের যেহেতু প্রাণ নেই, দেহ সুখ-দুঃখের প্রকৃত গ্রাহক হতে পারে না, আবার জড় দেহ থেকে পৃথক, সর্বোপরি সম্পূর্ণ চিন্ময় আত্মাও তা হতে পারে না। দেহে অথবা আত্মায় কর্মের সর্বোপরি কোন ভিত্তি না থাকায়, কার প্রতি তবে সে ক্রুদ্ধ হবে?

তাৎপর্য

ইট, পাথর এবং অন্যান্য বস্তুর মতো জড় দেহ ভূমি, জল, অগ্নি এবং বায়ু দ্বারা গঠিত। আমাদের চেতনা অনর্থক দেহে মগ্ন হয়ে, সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে, আর আমরা যখন অনর্থক নিজেদেরকে জড় জগতের ভোক্তা বলে মনে করি, তখন সকাম কর্ম সম্পাদিত হয়। দুটি ভিন্ন বস্তু, নিজেদের মন এবং শরীরের মধ্যে মিথ্যা অহংকার হচ্ছে মায়াময় সংমিশ্রণ। কর্ম বা জড় কার্যকলাপ সংঘটিত হয় মায়াগ্রস্ত চেতনার উপর ভিত্তি করে, তার এই সমস্ত কার্যকলাপও মায়াময়, যা বাস্তবে দেহ বা আত্মা ভিত্তিক নয়। যখন বদ্ধ জীব অনর্থক নিজেকে দেহ বলে মনে করে, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই জড় জগতের ভোক্তা সেজে স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে আনন্দ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করে। নিজেকে দেহ বলে মনে করে স্ত্রীলোক এবং জগতের ভোক্তা রূপ ভুল ধারণা করার ফলে এই রূপ পাপকর্ম সংঘটিত হয়। সে দেহ নয়, তা হলে তার স্ত্রীসম্ভোগের কার্যকলাপেরও বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই। সেখানে কেবলই দুটি যন্ত্রের অর্থাৎ দুটি দেহের মিথষ্ক্রিয়া, যা হচ্ছে পুরুষ এবং স্ত্রীরূপী মায়াগ্রস্ত চেতনার মিথষ্ক্রিয়া মাত্র। অবৈধ যৌন সঙ্গের অনুভূতি ঘটে জড় দেহে, আর মিথ্যা অহংকার সেটিকে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা রূপে অনর্থক গ্রহণ করে। এইভাবে সর্বোপরি কর্মের আনন্দদায়ক বা দুঃখদায়ক প্রতিক্রিয়াগুলি দেহভিত্তিক নয়, মিথ্যা অহংকার ভিত্তিক। দেহ জড় বস্তু; এই সমস্ত সুখ-দুঃখ আত্মার ওপর ভিত্তি করেও ঘটে না, যেহেতু জড়ের সঙ্গে আত্মার কিছুই করণীয় নেই। মিথ্যা অহংকার হচ্ছে মনের মায়াময় ভুল ধারণা; সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, বিশেষত এই মিথ্যা অহংকার। আত্মার অন্যদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। কেননা বাস্তবে সে নিজে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে না। অতএব, এ সমস্তের কর্তা হচ্ছে মিথ্যা অহংকার।

শ্লোক ৫৫

কালস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ ।
নাগ্নের্হি তাপো ন হিমস্য তৎ স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বম্ ॥ ৫৫ ॥

কালঃ—কাল; তু—কিন্তু; হেতুঃ—কারণ; সুখ-দুঃখয়োঃ—সুখ এবং দুঃখের; চেৎ—যদি; কিম্—কী; আত্মনঃ—আত্মার জন্য; তত্র—সেই ধারণায়; তৎ-আত্মকঃ—কাল ভিত্তিক; অসৌ—আত্মা; ন—না; অগ্নেঃ—অগ্নি থেকে; হি—বস্তুত; তাপঃ—জ্বলন; ন—না; হিমস্য—তুষারের; তৎ—সেই; স্যাৎ—হয়; ক্রুধ্যেত—ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত; কস্মৈ—কার প্রতি; ন—নেই; পরস্য—চিন্ময় আত্মার জন্য; দ্বন্দ্বম্—দ্বন্দ্ব।

অনুবাদ

কালকে যদি আমরা সুখ-দুঃখের কারণ হিসাবে গ্রহণ করি, সেই ধারণাও চিন্ময় আত্মার প্রতি প্রযোজ্য নয়, কেননা কাল হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রকাশ, আবার জীবও হচ্ছে কালের মাধ্যমে প্রকাশিত ভগবানের চিন্ময় শক্তি। অগ্নি নিশ্চয় তার নিজের শিখা অথবা স্ফুলিঙ্গকে পোড়ায় না আবার শৈত্য তার নিজের কোমল তুষার অথবা শিলা বৃষ্টির ক্ষতি সাধন করে না। বাস্তবে, জীব সত্তা হচ্ছে চিন্ময়, আর তা হচ্ছে জড় সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে। তাহলে কার প্রতি সে ক্রুদ্ধ হবে?

তাৎপর্য

জড় দেহ হচ্ছে অচেতন পদার্থ, তার সুখ, দুঃখ বা কোন কিছুরই অনুভূতি নেই। জীবাত্মা সম্পূর্ণ চিন্ময়, তাই তার উচিত জড় সুখ-দুঃখাতীত চিন্ময় ভগবানে তার চেতনাকে নিবিষ্ট করা। দিব্য চেতনাসম্পন্ন জীব যখন অনর্থক নিজেকে অচেতন পদার্থ বলে মনে করে, তখনই সে জড় জগতে সুখ বা দুঃখ ভোগ করার কল্পনা করে থাকে। জড়ের সঙ্গে চেতনার এই মায়াময় পরিচিতিকেই বলে মিথ্যা অহংকার, সেটিই হচ্ছে বদ্ধ দশার কারণ।

শ্লোক ৫৬

ন কেনচিৎ ক্বাপি কথঞ্চনাস্য
দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য ।
যথাহমঃ সংসৃতিরূপিণঃ স্যা-
দেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ ॥ ৫৬ ॥

ন—নেই; কেনচিৎ—কারও মাধ্যমে; ক্ব-অপি—যে কোন স্থানে; কথঞ্চন—যে কোন উপায়ে; অস্য—তার জন্য, আত্মার; দ্বন্দ্—দ্বন্দ্বের (সুখ এবং দুঃখের); উপরাগঃ—প্রভাব; পরতঃ পরস্য—জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে; যথা—একইভাবে; অহ্মঃ—অহংকারের জন্য; সংসৃতি—জড় দশার প্রতি; রূপিণঃ—যা রূপ প্রদান করে; স্যাৎ—উদ্ভূত হয়; এবম্—এইভাবে; প্রবুদ্ধঃ—যার বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে; ন বিভেতি—ভয় পান না; ভূতৈঃ—জড় সৃষ্টির ভিত্তিতে।

অনুবাদ

মিথ্যা অহংকার মায়াময় বদ্ধ দশাকে বাস্তবায়িত করে, আর এইভাবে জাগতিক সুখ এবং দুঃখ অনুভূত হয়। জীব সত্ত্বা অবশ্য অপ্রাকৃত; সে কখনই কোনও স্থানে, কোন অবস্থায় অথবা কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বাস্তবে জড় সুখ এবং দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যিনি এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর আর জড় সৃষ্টিকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ এখন পর্যন্ত জীবের সুখ এবং দুঃখের ছয় প্রকার বিশেষ ব্যাখ্যার খণ্ডন করেছেন, আর এবার তিনি আর কোন ব্যাখ্যা প্রদান করলে তা খণ্ডন করছেন। মিথ্যা অহংকারের ভিত্তিতে, দৈহিক আবরণ বাস্তবে জীবকে বিহ্বল করে তোলে, আর এইভাবে সে অনর্থক সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে, যদিও আত্মার সঙ্গে সে সবের কোনও বাস্তব সম্পর্ক নেই। যে ব্যক্তি উদ্ধবের নিকট ভগবান কথিত, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন, তিনি কখনও আর এই জড় জগতে ভয়ঙ্কর উদ্বেগে ভুগবেন না।

শ্লোক ৫৭

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ৫৭ ॥

এতাম্—এই; সঃ—এইরূপ; আস্থায়—সম্পূর্ণ রূপে নিবিষ্ট হয়ে; পর-আত্ম-নিষ্ঠাম্—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি; অধ্যাসিতাম্—উপাসীত; পূর্বতমৈঃ—পূর্বজনের দ্বারা; মহা-ঋষিভিঃ—আচার্যগণ; অহম্—আমি; তরিষ্যামি—উত্তীর্ণ হব; দুরন্তপারম্—দুরতিক্রম্য; তমঃ—অজ্ঞতার সমুদ্র; মুকুন্দ-অঙ্ঘ্রি—মুকুন্দের পাদপদ্মের; নিষেবয়া—আরাধনার দ্বারা; এব—অবশ্যই।

অনুবাদ

আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবায় দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট হয়ে দুরতিক্রম্য অবিদ্যা সমুদ্র অতিক্রম করব। যে সমস্ত পূর্বাচার্য পরমাত্মা, পরম পুরুষ ভগবানের ভক্তিতে দৃঢ় নিষ্ঠ হয়েছিলেন, তাঁদের দ্বারা এই পদ্ধতি অনুমোদিত।

তাৎপর্য

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর *চৈতন্যচরিতামৃতে* (*মধ্যলীলা* ৩/৬) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে তার ভাষ্য করেছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতের (১১/২৩/৫৭) এই শ্লোকটির সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ৬৪টি অঙ্গের মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন একটি। যারা এই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাদেরই মুকুন্দ সেবার ফলে সংসার থেকে উদ্ধার হয়। কেউ যদি তার কায়, মন এবং বাক্য সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না করেন, তাহলে তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী নন। এটা কেবল পোশাক পরিবর্তন নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৬/১) বলা হয়েছে—*অনাশ্রিতঃ কর্ম ফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ/স সন্ন্যাসী চ যোগী চ*—"যিনি ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য কর্ম করেন তিনিই হচ্ছেন সন্ন্যাসী।" পোশাকে নয়, কৃষ্ণসেবায় ঐকান্তিক ভাবটি হচ্ছে সন্ন্যাস।

পরাত্মনিষ্ঠা মানে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া। *পরাত্মা হচ্ছেন* পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ*। যাঁরা সেবার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। প্রচলিত রীতি অনুসারে ভক্তেরা পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্ন্যাস বেশ গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিদণ্ডও গ্রহণ করেন। পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসী বেশকে *পরাত্মনিষ্ঠা* বলে জ্ঞাপন করে মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্তন করেন। তাই ঐকান্তিক ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই ত্রিদণ্ডের সঙ্গে চতুর্থ 'জীব দণ্ড'-ও সংযোগ করেছেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী নামে পরিচিত। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ডের তাৎপর্য না বুঝে একদণ্ড গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত শিবস্বামীরা পরবর্তীকালে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ্য করে শঙ্করাচার্যের একদণ্ড সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপন করে সেব্য-সেবকভাব বা মুকুন্দ সেবা ছেড়ে দিয়েছেন। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় প্রবর্তিত অষ্টোত্তরশতনামের সন্ন্যাসীদের পরিবর্তে দশনামীর ব্যবস্থাই অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও তৎকালীন প্রথানুসারে এক দণ্ডী সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ড চতুষ্টয়

একীভূতই ছিল, তা প্রচার করার জন্য তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত অবন্তীপুরে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর গীত গান করেছিলেন। *পরাত্মনিষ্ঠার* অভাবে যে একদণ্ড, তা চৈতন্য মহাপ্রভু অনুমোদন করেননি। ত্রিদণ্ডিরা তিনটি দণ্ডের সঙ্গে জীব দণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিক ভক্তির বিধান করে থাকেন। অপ্রাকৃত ভক্তিবিহীন একদণ্ডিরা নির্বিশেষ মতাবলম্বী হওয়ায় তারা পরাত্মনিষ্ঠা-বিমুখ, সুতরাং ব্রহ্ম-সংজ্ঞক প্রকৃতিতে লীন হয়ে নির্বিশিষ্ট হওয়াকে মুক্তি বলে মনে করেন। মায়াবাদীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী বলে অবগত না হওয়ায় তাদের বাহ্যজ্ঞানে 'বিবর্ত' উপস্থিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* একদণ্ডি সন্ন্যাসীর কোন কথাই বলা হয়নি; ত্রিদণ্ড ধারণকে সন্ন্যাস আশ্রমের একমাত্র বেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শ্রীমদ্ভাগবতের* সেই বাণীকেই বহু মানন করেছেন। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত মায়াবাদীরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

আজও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তেরা, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিখা-সূত্রযুক্ত সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করেন। একদণ্ডি মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা শিখা-সূত্র বর্জন করেন। তাই তারা ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না এবং মুকুন্দ সেবায় তাদের প্রবৃত্তি নেই। জড়-জগতের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে তারা কেবল ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চান। দৈব-বর্ণাশ্রম প্রবর্তনকারী আচার্যেরা আসুর বর্ণাশ্রমের বোধ, চিত্র প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না। জন্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগের নাম আসুর-বর্ণাশ্রম।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু স্বয়ং ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বিচার গ্রহণ করেছেন এবং মাধব উপাধ্যায়কে ত্রিদণ্ডি শিষ্য বলে গ্রহণ করেছেন। এই মাধবাচার্য থেকে পশ্চিমদেশে শ্রীবল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে স্মৃত্যাচার্য নামে পরিচিত শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী পরবর্তীকালে ত্রিদণ্ডিপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কাছ থেকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবুও শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশামৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে ছয় বেগ দমন করে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

"যিনি বাচোবেগ, মনবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ এবং উপস্থবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনি গোস্বামী এবং তিনি সারা পৃথিবীকে শিষ্যত্বে বরণ করতে পারেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা কখনও মায়াবাদ-সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি এবং সে জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধর স্বামীকে স্বীকার করেছিলেন, যিনি ছিলেন ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী; কিন্তু শ্রীধর স্বামীকে না জেনে, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কখনও কখনও মনে করেন যে, শ্রীধর স্বামী ছিলেন মায়াবাদী একদণ্ডি সন্ন্যাসী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়।

শ্লোক ৫৮

শ্রীভগবানুবাচ

নির্বিদ্য নষ্টদ্রবিণে গতক্লমঃ
প্রব্রজ্য গাং পর্যটমান ইত্থম্ ।
নিরাকৃতোঽসদ্ভিরপি স্বধর্মা-
দকম্পিতোঽমুং মুনিরাহ গাথাম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রী-ভগবান উবাচ—পরম পুরুষ ভগবান বললেন; **নির্বিদ্য**—অনাসক্ত হয়ে; **নষ্ট-দ্রবিণে**—তার সম্পদ বিনষ্ট হলে; **গতক্লমঃ**—বিষণ্ণতামুক্ত; **প্রব্রজ্য**—গৃহত্যাগ করে; **গাম্**—পৃথিবী; **পর্যটমানঃ**—পর্যটন করে; **ইত্থম্**—এইভাবে; **নিরাকৃতঃ**—অপমানিত; **অসদ্ভিঃ**—অসৎ লোকেদের দ্বারা; **অপি**—যদিও; **স্বধর্মাৎ**—তার স্বধর্ম থেকে; **অকম্পিতঃ**—অবিচলিত; **অমুম্**—এই; **মুনিঃ**—মুনি; **আহ**—বলেছিলেন; **গাথাম্**—গীত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সম্পদহারা হওয়ার পর অনাসক্ত হয়ে এই ঋষি তাঁর বিষণ্ণতা পরিত্যাগ করেছিলেন। গৃহত্যাগ করে, সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি পৃথিবী পর্যটন করতে শুরু করেন। মূর্খ অসৎ লোকেদের দ্বারা অপমানিত হলেও তিনি তাঁর কর্তব্যে অবিচলিত থেকে এই গানটি গেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যাঁরা অর্থোপার্জনের জন্য কঠোর তপস্যা সমন্বিত বস্তুবাদী জীবন পথ থেকে মুক্ত হচ্ছেন, তাঁরা পূর্বোল্লিখিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর গানটি গাইতে পারেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, যিনি সন্ন্যাসীর এই গীত শ্রবণ করতে পারবেন না, তিনি অবধারিতভাবে জড় মায়ার অনুগত সেবক হয়ে অবস্থান করবেন।

শ্লোক ৫৯

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ ॥ ৫৯ ॥

সুখদুঃখপ্রদঃ—সুখ ও দুঃখপ্রদ; **ন**—নেই; **অন্যঃ**—অন্য; **পুরুষস্য**—জীবের; **আত্মঃ**—মনের; **বিভ্রমঃ**—বিভ্রান্তি; **মিত্র**—মিত্র; **উদাসীন**—উদাসীন; **রিপবঃ**—এবং শত্রুগণ; **সংসারঃ**—জড় জাগতিক জীবন; **তমসঃ**—অজ্ঞতাহেতু; **কৃতঃ**—সৃষ্ট।

অনুবাদ

নিজের মনের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কোন শক্তিই জীবকে সুখ-দুঃখ অনুভব করায় না। তার বন্ধুত্ব, নিরপেক্ষ দল এবং শত্রু জ্ঞাপক অনুভূতি ও তার অনুভূতি সৃষ্ট সমগ্র জড়বাদী জীবন হচ্ছে কেবলই অজ্ঞতা প্রসূত।

তাৎপর্য

প্রত্যেকেই তাদের বন্ধুদের খুশি করতে, শত্রুদের পরাস্ত করতে এবং নিরপেক্ষদের সঙ্গে মান বজায় রাখতে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। এই সমস্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে জড় দেহের উপর ভিত্তি করে, আর জড় দেহের অনিবার্য বিনাশের পর তার আর অস্তিত্ব থাকে না। এই সমস্তকে বলা হয় অজ্ঞতা, অর্থাৎ জড় মায়া।

শ্লোক ৬০

তস্মাৎ সর্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনোধিয়া ।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ ॥ ৬০ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে; **তাত**—প্রিয় উদ্ধব; **নিগৃহাণ**—নিয়ন্ত্রণ কর; **মনঃ**—মন; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশিতয়া**—আবিষ্ট; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **এতাবান্**—এইভাবে, **যোগসংগ্রহঃ**—পারমার্থিক অনুশীলনের সার।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, তোমার বুদ্ধিকে আমাতে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করে, মনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনয়ন কর। এটিই হচ্ছে যোগ বিজ্ঞানের নির্যাস।

শ্লোক ৬১

য এতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতঃ ।
ধারয়ন্ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ দ্বন্দ্বৈর্নৈবাভিভূয়তে ॥ ৬১ ॥

যঃ—যে-ই; **এতাম্**—এই; **ভিক্ষুণা**—সন্ন্যাসী কর্তৃক; **গীতাম্**—গীত; **ব্রহ্ম**—পরমজ্ঞান; **নিষ্ঠাম্**—ভিত্তিক; **সমাহিতঃ**—পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে; **ধারয়ন্**—ধ্যান করে; **শ্রাবয়ন্**—অন্যদের শ্রবণ করিয়ে; **শৃণ্বন্**—নিজে শ্রবণ করে; **দ্বন্দ্বৈঃ**—দ্বন্দ্বের দ্বারা; **ন**—কখনও না; **এব**—বস্তুত; **অভিভূয়তে**—বিহ্বল হবে।

অনুবাদ

বিজ্ঞান সম্মত পরম জ্ঞান, এই ভিক্ষু গীত, যে কেউ নিজে শ্রবণ করবেন, বা অন্যাদের নিকট পাঠ করে শ্রবণ করাবেন, এবং পূর্ণ মনোনিবেশে এর ধ্যান করবেন, তিনি কখনও পুনরায় জড় সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে বিমোহিত হবেন না।

তাৎপর্য

এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ভগবৎ-সেবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এইভাবে তিনি তাঁর উপাস্য পরম পুরুষ ভগবানের মায়াশক্তিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নিজে এই গীতের ধ্যান করে শ্রবণ করেছিলেন এবং অন্যাদের তা শিখিয়েছিলেন। ভগবৎ কৃপালাভ করে তিনি অন্যান্য বদ্ধ জীবদেরও দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, যাতে তারাও ভগবদ্ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে। ধর্মের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে পরমেশ্বরের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। যারা কেবলই জড় জগৎকে ভোগ করতে অথবা ব্যক্তিগত অসুবিধা এড়াতে তা ত্যাগ করতে চেষ্টা করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ভগবৎ প্রীতি বিধান ভিত্তিক ভগবৎ প্রেম উপলব্ধি করতে পারে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'অবন্তী ব্রাহ্মণের গীত' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

সাংখ্য দর্শন

কীভাবে সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে মনের বিভ্রান্তি দূর করা যায় সেই বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। এখানে পরমেশ্বর ভগবান উদ্ধবকে পুনরায় জড়া প্রকৃতির বিশ্লেষণের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করছেন। এই জ্ঞান উপলব্ধি করার মাধ্যমে জীব তার মিথ্যা দ্বন্দ্বভিত্তিক বিভ্রান্তি দূর করতে পারে।

সৃষ্টির আদিতে, দর্শক এবং দৃশ্য এক এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। এই অবাঙ্মানসগোচর ও অদ্বিতীয় পরম সত্য, তারপর দুই ভাগে বিভক্ত হন—দর্শক অর্থাৎ চেতন বা ব্যক্তিসত্ত্বা, এবং দৃশ্য, অর্থাৎ বস্তু বা প্রকৃতি। ত্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী পুরুষ সত্ত্বার দ্বারা ক্ষোভিতা হন। তখন জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি সহ মহত্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তা থেকে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনভাবে আসে অহংকার তত্ত্ব। তমোগুণাত্মক অহংকার থেকে পনেরোটি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর তারপরেই পনেরোটি ভৌতিক উপাদানের উদ্ভব ঘটে। রজোগুণাত্মক অহংকার থেকে আসে দশটি ইন্দ্রিয়, এবং সত্ত্বগুণাত্মক অহংকার থেকে আসে মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের এগারোজন অধিদেবতা। এই সমস্ত উপাদানের পুঞ্জীভূত অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, তার মাঝখানে স্রষ্টা রূপে পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মার ভূমিকায় নিবাস গ্রহণ করেন। পরম স্রষ্টার নাভী থেকে আসে পদ্ম, তার উপর ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করেন। রজোগুণ সমন্বিত হয়ে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তপস্যা করেন, আর সেই তপস্যার শক্তি বলে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। স্বর্গীয় অংশ দেবতাদের জন্য, মধ্যভাগটি ভূত প্রেতাদি এবং ভূলোক হচ্ছে মনুষ্য এবং অন্যান্যদের জন্য উদ্দিষ্ট। এই ত্রিভুবনের উর্ধ্বে উন্নত ঋষিদের স্থান, এবং নিম্নলোকগুলি হচ্ছে অসুর, নাগ অর্থাৎ সর্পাদির জন্য। ত্রিগুণভিত্তিক কর্ম অনুসারে তিন মর্ত্যলোকে তাদের গতি হয়ে থাকে। যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস গ্রহণকারীদের গতি হয় মহ, জন, তপ ও সত্যলোকে। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিযোগীদের গতি হয় ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে, পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে। এই জড় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াত্মক ব্রহ্মাণ্ড কাল এবং প্রকৃতির ত্রিগুণের অধীনে অবস্থিত। এ ছাড়াও, এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বর্তমান, তা সবই কেবল জড়া প্রকৃতি এবং তার প্রভু ভগবানের মিলন সম্ভূত। একইভাবে, সৃষ্টিকার্য ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে, এক এবং পরম সূক্ষ্ম থেকে বহুত্বে এবং অত্যন্ত স্থূল বস্তুতে, প্রলয় সংঘটিত হয় স্থূলতম

থেকে প্রকৃতির সূক্ষ্মতম প্রকাশের প্রতি অগ্রগতির মাধ্যমে, তখন কেবলই নিত্য চিৎ সত্তা বিদ্যমান থাকেন। এই সর্বশেষে আত্মা তাঁর নিজের মধ্যে একা অশেষভাবে অবস্থিত থাকেন। যে ব্যক্তির মন এই সমস্ত ধারণার ধ্যান করে, সেই মন প্রকৃতির দ্বন্দ্বের দ্বারা আর বিভ্রান্ত হয় না। সৃষ্টি এবং ধ্বংসের একটির পর অপরটি বর্ণনা সমন্বিত সাংখ্য বিজ্ঞান সমস্ত বন্ধন এবং সন্দেহ ছেদন করে থাকে।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্বৈর্বিনিশ্চিতম্ ।
যদ্ বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অথ**—এখন; **তে**—তোমাকে; **সম্প্রবক্ষ্যামি**—আমি বলব; **সাংখ্যম্**—সৃষ্টির উপাদানসমূহের বিবর্তনের জ্ঞান; **পূর্বৈঃ**—পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক; **বিনিশ্চিতম্**—নির্ধারিত; **যৎ**—যা; **বিজ্ঞায়**—জেনে; **পুমান্**—মানুষ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **জহ্যাৎ**—ত্যাগ করতে পারেন; **বৈকল্পিকম্**—মিথ্যা দ্বন্দ্ব ভিত্তিক; **ভ্রমম্**—ভ্রম।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এখন পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত সাংখ্য বিজ্ঞান আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব। এই বিজ্ঞান উপলব্ধি করে মানুষ তৎক্ষণাৎ জড় দ্বন্দ্বের বিভ্রম ত্যাগ করতে পারে।

তাৎপর্য

পূর্বের অধ্যায়ে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে আমরা জাগতিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারি। এই অধ্যায়ে জড় এবং চিৎ-বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সমন্বিত সাংখ্য পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই জ্ঞান শ্রবণ করে আমরা সহজেই মনকে জড় কলুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কৃষ্ণভাবনামৃতের চিন্ময় স্তরে নিবিষ্ট করতে পারি। এখানে বর্ণিত সাংখ্য দর্শন ভগবান কপিলদেব কর্তৃক *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেটি জড়বাদী ও মায়াবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত নাস্তিক সাংখ্য নয়। ভগবানের শক্তি সম্ভূত জড় উপাদানসমূহ পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয়। মূর্খের মতো আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, ভগবানের সহায়তা ব্যতীত অন্য কোন আদি জড় উপাদান থেকে এই ধরনের বিবর্তন শুরু হয়। এই মনকল্পিত তত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে বদ্ধ জীবনের মিথ্যা অহংকার থেকে, সেটি স্থূল অজ্ঞতা প্রসূত, তাই তা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্লোক ২

**আসীজ্জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিকল্পিতম্ ।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে ॥ ২ ॥**

আসীৎ—ছিল; **জ্ঞানম্**—দর্শক; **অথ-উ**—এইভাবে; **অর্থঃ**—দৃশ্য; **একম্**—এক; **এব**—কেবলই; **অবিকল্পিতম্**—পার্থক্য নিরূপণ না করে; **যদা**—যখন; **বিবেক**—পার্থক্য নিরূপণে; **নিপুণাঃ**—নিপুণ ব্যক্তিরা; **আদৌ**—আদিতে; **কৃতযুগে**— শুদ্ধতার যুগে; **অযুগে**—এবং তার পূর্বে, প্রলয়ের সময়।

অনুবাদ

আদিতে, কৃতযুগে, যখন সমস্ত মানুষই পারমার্থিক পার্থক্য নিরূপণে অত্যন্ত দক্ষ ছিল, এবং তার পূর্বে প্রলয়ের সময়ে, দৃশ্য বস্তু থেকে অভিন্ন, দর্শক একা বিদ্যমান ছিলেন।

তাৎপর্য

কৃতযুগ হচ্ছে সত্যযুগ হিসাবে জ্ঞাত প্রথম যুগ, যে সময় জ্ঞান ছিল সিদ্ধ এবং তা সেই বস্তু থেকে অভিন্ন। আধুনিক সমাজে জ্ঞান হচ্ছে ভীষণভাবে মনগড়া এবং তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের শিক্ষাগত ধারণা এবং যথার্থ বাস্তবতার মধ্যে প্রায়ই বিরাট পার্থক্য লক্ষিত হয়। তবে সত্যযুগে মানুষ থাকেন *বিবেক-নিপুণাঃ* অর্থাৎ বুদ্ধিমানের মতো পার্থক্য নিরূপণে দক্ষ, এইভাবে তাঁদের ধারণা এবং বাস্তবতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সত্যযুগে, সমস্ত জনসাধারণ থাকেন আত্মোপলব্ধ। সবকিছুকে পরমেশ্বরের শক্তিরূপে দর্শন করে, কৃত্রিমভাবে তাঁরা নিজেদের মধ্যে এবং অন্য জীবেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন না। সত্যযুগের একত্বের, এটি হচ্ছে আর একটি দিক। প্রলয়ের সময় সবকিছুই বিশ্রাম করার জন্য ভগবানে বিলীন হয়, আর সে সময়েও ভগবানের মধ্যে অবস্থিত জ্ঞানের বস্তু এবং একমাত্র দর্শকরূপী ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। মুক্ত জীবেরা নিত্য চিন্ময় জগতে কখনও এইরূপে বিলীন হন না, তাঁরা তাঁদের চিন্ময় রূপে নিত্য কালের জন্য অপরিবর্তিত থাকেন। ভগবানের প্রতি ভালবাসা বশতঃ তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে একীভূত হওয়ার ফলে তাঁদের ধাম চির অবিনশ্বর।

শ্লোক ৩

**তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্বিকল্পিতম্ ।
বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্ বৃহৎ ॥ ৩ ॥**

তৎ—সেই (পরম); মায়া—জড়া প্রকৃতির; ফল—এবং তার প্রকাশের ভোক্তা; রূপেণ—দুই রূপে; কেবলম্—এক; নির্বিকল্পিতম্—অভিন্ন; বাক্—বাক্য; মনা—এবং মন; অগোচরম্—অগ্রাহ্য; সত্যম্—সত্য; দ্বিধা—দ্বিধা; সমভবৎ—তিনি হয়েছিলেন; বৃহৎ—পরম সত্য।

অনুবাদ

জড় দ্বন্দ্ব শূন্য এবং অবাঙ্‌মানসগোচর সেই পরম সত্য নিজেকে জড়া প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির প্রকাশকে ভোগকারী জীবরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন।

তাৎপর্য

জড়াপ্রকৃতি এবং জীব উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি।

শ্লোক ৪

তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা ।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোহভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

তয়োঃ—সেই দুটির; একতরঃ—এক; হি—বস্তুত; অর্থঃ—সত্ত্বা; প্রকৃতিঃ—প্রকৃতি; সা—তিনি; উভয়াত্মিকা—সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং তাদের প্রকাশিত উৎপাদন এই উভয় তত্ত্ব সমন্বিত; জ্ঞানম্—চেতনা (যারা রয়েছে); তু—এবং; অন্যতমঃ—অন্য একটি; ভাবঃ—সত্ত্বা; পুরুষঃ—জীবাখ্যা; সঃ—সে; অভিধীয়তে—বলা হয়।

অনুবাদ

এই দুই প্রকার প্রকাশের, একটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতি, যা হচ্ছে সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং পদার্থের প্রকাশিত উৎপাদন সমন্বিত। অন্যটি হচ্ছে, চেতন জীব সত্ত্বা, যাকে বলা হয় ভোক্তা।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুসারে, এখানে প্রকৃতি বলতে বোঝায় সূক্ষ্ম প্রধান, যা পরে মহত্তত্ত্ব রূপে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৫

তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ ।
ময়া প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ পুরুষানুমতেন চ ॥ ৫ ॥

তমঃ—তমোগুণ; রজঃ—রজোগুণ; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; ইতি—এইভাবে; প্রকৃতেঃ—প্রকৃতি থেকে; অভবন্—প্রকাশিত হয়েছিল; গুণাঃ—গুণসমূহ; ময়া—আমার দ্বারা;

প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ—যিনি ক্ষোভিতা হচ্ছিলেন; পুরুষ—জীব সত্তার; অনুমতেন—বাসনা পুরণ করার জন্য; চ—এবং।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতি যখন আমার ঈক্ষণে ক্ষোভিতা হয়েছিল, তখন বদ্ধ জীবেদের অবশিষ্ট বাসনাগুলি পূর্ণ করার জন্য সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি জড়গুণ প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করে ভগবান তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বদ্ধ জীব তাদের সকাম কর্মের শৃঙ্খল এবং মনোধর্মের প্রতিক্রিয়া এখনও সমাপ্ত করেনি, তাই পুনরায় সৃষ্টি কার্য প্রয়োজন। ভগবান চান যে, বদ্ধ জীব যেন কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে ভগবৎ প্রেম লাভ করার সুযোগ পায় এবং তার দ্বারা ভগবত বিহীন জীবনের অনর্থকতা উপলব্ধি করতে পারে। ভগবানের ঈক্ষণের পর প্রকৃতির গুণগুলি উৎপন্ন হয়ে একে অপরের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন হয়, প্রতিটি গুণ অপর দুটিকে জয় করতে চেষ্টা করে। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়, এই সবের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। শিশু জন্ম গ্রহণের বাসনা করলেও নিষ্ঠুর মা তাকে গর্ভপাত করার মাধ্যমে হত্যা করতে চায়। আমরা মাঠের আগাছাগুলিকে মেরে ফেলতে চাইলেও, তারা একগুঁয়েভাবে বার বার জন্মায়। তেমনই আমরা সর্বদাই দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখতে চাইলেও অবক্ষয় ঘটে। এইভাবে প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, এবং তাদের সম্মেলন ও বিভিন্নভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে জীব কৃষ্ণভাবনা ছাড়া অসংখ্য জাগতিক পরিস্থিতি উপভোগ করার চেষ্টা করে। *পুরুষানুমতেন* শব্দটি সূচিত করে যে, ভগবান জাগতিক অসারতার এমনই এক মঞ্চ স্থাপন করেন, যাতে বদ্ধ জীব ঘটনাক্রমে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে।

শ্লোক ৬

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ ।
ততো বিকুর্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ ॥ ৬ ॥

তেভ্যঃ—সেই গুণগুলি থেকে; **সমভবৎ**—সম্ভূত হয়; **সূত্রম্**—কর্মশক্তি সমন্বিত প্রকৃতির প্রথম পরিবর্তন; **মহান্**—জ্ঞান শক্তি সমন্বিত আদি প্রকৃতি; **সূত্রেণ**—এই সূত্র তত্ত্বের দ্বারা, **সংযুতঃ**—সংযুক্ত; **ততঃ**—মহৎ থেকে; **বিকুর্বতঃ**—পরিবর্তন করে; **জাতঃ**—উদ্ভূত হয়েছিল; **যঃ**—যে; **অহংকারঃ**—মিথ্যা অহংকার; **বিমোহনঃ**—বিভ্রান্তির কারণ।

অনুবাদ

এই সমস্ত গুণ থেকে মহৎ তত্ত্ব সমন্বিত আদি সূত্র উৎপন্ন হয়। মহৎ তত্ত্বের পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবের বিভ্রান্তির কারণ, মিথ্যা অহংকার উৎপন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, সূত্র হচ্ছে, জড়া প্রকৃতির প্রথম পরিবর্তন, যা ক্রিয়া শক্তি এবং তৎ সঙ্গে জ্ঞানশক্তি সমন্বিত মহৎ তত্ত্বের প্রকাশ করে। জড় জগতে আমাদের জ্ঞান সকাম কর্ম এবং মনোধর্মের দ্বারা আবৃত থাকে। আলোর অভাবে যেমন আপনা থেকেই অন্ধকার বৃদ্ধি হয়, তেমনই ভগবৎ ভক্তির প্রতি মনোনিবেশের অভাব হলে, এই দুটি প্রবণতা আপনা থেকেই বর্ধিত হয়।

শ্লোক ৭

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ ॥ ৭ ॥

বৈকারিকঃ—সত্ত্বগুণে; **তৈজসঃ**—রজোগুণে; **চ**—এবং; **তামসঃ**—তমোগুণে; **চ**—এবং; **ইতি**—এইভাবে; **অহম্**—মিথ্যা অহংকার; **ত্রিবৃৎ**—তিনটি বিভাগে; **তৎমাত্র**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সূক্ষ্ম রূপের; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়গুলির; **মনসাম্**—এবং মনের; **কারণম্**—কারণ; **চিৎ-অচিৎ**—জড় এবং চিন্ময়; **ময়ঃ**—সমন্বিত।

অনুবাদ

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ চিন্ময় এবং জড় অহংকার, দৈহিক অনুভূতি, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনের প্রকাশ ঘটায়।

তাৎপর্য

এই ক্ষেত্রে *চিদচিন্ময়*—"চিন্ময় এবং জড়ময় অর্থাৎ অচিন্ময়" শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। মিথ্যা অহংকার হচ্ছে নিত্য চেতন জীব এবং ক্ষণস্থায়ী অচেতন দেহের মায়াময় সমন্বয়। জীব অবৈধভাবে ভগবানের সৃষ্টিকে ভোগ করার বাসনার জন্য প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে জড় জগতে এক মায়াময় পরিচিতি গ্রহণ করে। ভোগের জন্য সংগ্রাম করে মায়ার জটিলতায় আরও বেশি জড়িয়ে পড়ে সে কেবলই উদ্বেগ বর্ধন করে। এই হতাশ পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হতে হলে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি বিধানকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ৮

অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ ।
তৈজসাদ্ দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ ॥ ৮ ॥

অর্থঃ—স্থূল উপাদানসমূহ; **তৎমাত্রিকাৎ**—সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে (যেগুলি হচ্ছে সত্ত্ব গুণজাত অহংকার থেকে উৎপন্ন); **জজ্ঞে**—উৎপন্ন হয়েছিল; **তামসাৎ**—তমোগুণজাত অহংকার থেকে; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সকল; **চ**—এবং; **তৈজসাৎ**—রজোগুণ জাত অহংকার থেকে; **দেবতাঃ**—দেবগণ; **আসন**—উদ্ভূত হয়; **একাদশ**—এগারো; **চ**—এবং; **বৈকৃতাৎ**—সত্ত্বগুণ জাত অহংকার থেকে।

অনুবাদ

তামসিক অহংকার থেকে উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম দৈহিক অনুভূতি, তা থেকে উৎপন্ন হয় স্থূল উপাদানগুলি। রাজসিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়সকল, এবং সাত্ত্বিক অহংকার থেকে একাদশ দেবগণের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

তামসিক অহংকার থেকে শব্দ, আর তার সঙ্গে তার মাধ্যম আকাশ এবং তা গ্রহণ করার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। তারপর স্পর্শানুভূতি বায়ু এবং স্পর্শেন্দ্রিয়, আর এইভাবে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল সমস্ত উপাদান এবং তাদের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। রাজসিক অহংকার থেকে সৃষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি ব্যস্ততার সঙ্গে কর্মে রত। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে আসেন একাদশ দেবগণ—দিগীশ্বরগণ, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, ব্রহ্মা এবং চন্দ্র।

শ্লোক ৯

ময়া সঞ্চোদিতা ভাবাঃ সর্বে সংহত্যকারিণঃ ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **সঞ্চোদিতাঃ**—ক্ষোভিত; **ভাবাঃ**—উপাদান সকল; **সর্বে**—সমস্ত; **সংহত্য**—মিশ্রণের দ্বারা; **কারিণঃ**—কার্যকারী; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **উৎপাদয়াম্ আসুঃ**—তার সৃষ্টি হয়েছে; **মম**—আমার; **আয়তনম্**—নিবাস; **উত্তমম্**—উৎকৃষ্ট।

অনুবাদ

আমার দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে এই সমস্ত উপাদান সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠুরূপে কার্য করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে, যেটি হচ্ছে আমার উত্তম নিবাস স্থল।

শ্লোক ১০

তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ ।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ ॥ ১০ ॥

তস্মিন্—তার মধ্যে; **অহম্**—আমি; **সমভবম্**—আবির্ভূত হই; **অণ্ডে**—ব্রহ্মাণ্ডে; **সলিল**—কারণ সমুদ্রের জলে; **সংস্থিতৌ**—অবস্থিত ছিল; **মম**—আমার; **নাভ্যাম্**—নাভি থেকে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **পদ্মম্**—একটি পদ্ম; **বিশ্ব-আখ্যম্**—ব্রহ্মাণ্ড নামে খ্যাত; **তত্র**—তার মধ্যে; **চ**—এবং; **আত্মভূঃ**—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা।

অনুবাদ

আমি স্বয়ং কারণ জলে ভাসমান সেই অণ্ডটির মধ্যে আবির্ভূত হই, এবং আমার নাভি থেকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার জন্মস্থান বিশ্বনামক পদ্মের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নারায়ণ রূপে দিব্য আবির্ভাব-লীলা বর্ণনা করেছেন। ভগবান নারায়ণ, ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করলেও তিনি তাঁর শুদ্ধ জ্ঞানময় এবং আনন্দময় দিব্য শরীর ত্যাগ করেন না। আবার ব্রহ্মার জন্ম, ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে হলেও তাঁর জড় দেহ রয়েছে। ব্রহ্মার শরীর পরম তেজস্বী, অলৌকিক, সমস্ত জড় অস্তিত্ব সম্পন্ন হলেও তা জড়, পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর শ্রীহরি নারায়ণের রূপ সর্বদাই দিব্য।

শ্লোক ১১

সোঽসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি, ব্রহ্মা; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তপসা**—তাঁর তপস্যার দ্বারা; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **রজসা**—রজগুণের শক্তির দ্বারা; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার ফলে; **লোকান্**—বিভিন্ন লোকসমূহ; **সপালান্**—তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণসহ; **বিশ্ব**—ব্রহ্মাণ্ডের; **আত্মা**—আত্মা; **ভূঃভুবঃস্বঃ-ইতি**—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ নামক; **ত্রিধা**—তিনটি বিভাগ।

অনুবাদ

রজোগুণ দ্বারা প্রভাবিত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ব্রহ্মা আমার কৃপায় কঠোর তপস্যা সম্পাদন করে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ নামক ত্রিলোক এবং তাদের অধিদেবগণের সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ১২

দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাং চ ভুবঃ পদম্ ।
মর্ত্যাদীনাং চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্ ॥ ১২ ॥

দেবানাম্—দেবতাদের; ওকঃ—আবাস; আসীৎ—হয়েছিল; স্বঃ—স্বর্গ; ভূতানাম্—ভূত প্রেতগণের; চ—এবং; ভুবঃ—ভুবর্লোক; পদম্—স্থান; মর্ত্য-আদিনাম্—সাধারণ মনুষ্য এবং অন্যান্য মরণশীল জীবের জন্য; চ—এবং; ভূঃ-লোকঃ—ভূলোক; সিদ্ধানাম্—মুমুক্ষুগণের (স্থান); ত্রিতয়াৎ—এই তিনটি বিভাগ; পরম্—ঊর্ধ্বে।

অনুবাদ

স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেবগণের নিবাসের জন্য; ভুবর্লোক ভূতপ্রেতদের জন্য, আর ভূলোক হচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য মর্ত্য জীবেদের জন্য, মুমুক্ষুগণ এই ত্রিভুবনের ঊর্ধ্বে উপনীত হন।

তাৎপর্য

পরম পুণ্যবান সকাম কর্মীদের স্বর্গীয় উপভোগের জন্য ইন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক উদ্দিষ্ট। সর্বোচ্চ চারটি লোক, সত্যলোক, মহর্লোক, জনলোক এবং তপোলোক হচ্ছে, যাঁরা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করছেন তাঁদের জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই অভাবনীয় কৃপাময় যে, তিনি কলিযুগের মহাপতিত জীবদেরকে এই চারটি লোকের ঊর্ধ্বে, এমনকি বৈকুণ্ঠেরও ঊর্ধ্বে, চিন্ময় জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে উপনীত করছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, স্বর্গ হচ্ছে দেবতাদের নিবাসস্থল, ভূলোক হচ্ছে মানুষের জন্য, আর তার মাঝখানে রয়েছে উভয় শ্রেণীর জীবের ক্ষণস্থায়ী নিবাস।

শ্লোক ১৩

অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্বাঃ কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥ ১৩ ॥

অধঃ—নিম্নে; অসুরাণাম্—অসুরদের; নাগানাম্—স্বর্গীয় নাগগণের; ভূমেঃ—ভূমি থেকে; ওকঃ—নিবাস; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; প্রভুঃ—শ্রীব্রহ্মা; ত্রি-লোক্যাম্—ত্রিভুবনের; গতয়ঃ—গতি; সর্বাঃ—সকল; কর্মণাম্—সকাম কর্মের; ত্রিগুণাত্মনাম্—ত্রিগুণ বিশিষ্ট।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা পৃথিবীর নীচের অংশটি সৃষ্টি করেছেন অসুর এবং নাগগণের জন্য। এইভাবে প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের কর্মের সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া অনুসারে ত্রিভুবনের বিভিন্ন স্থানে জীবের গতি নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ১৪

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ॥ ১৪ ॥

যোগস্য—যোগের; তপসঃ—কঠোর তপস্যার; চ—এবং; এব—অবশ্যই; ন্যাসস্য—সন্ন্যাসের; গতয়ঃ—গতি; অমলাঃ—অমল; মহঃ—মহ; জনঃ—জন; তপঃ—তপ; সত্যম্—সত্য; ভক্তিযোগস্য—ভক্তিযোগের; মৎ—আমার; গতিঃ—গতি।

অনুবাদ

যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনকারীদের শুদ্ধ গতি হয় মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোকে। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা ভক্ত আমার দিব্য ধামে উপনীত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকে তপঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থীদের দ্বারা আচরিত তপস্যা। যে ব্রহ্মচারী খুব সুষ্ঠুভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তিনি জীবনের বিশেষ কোন পর্যায়ে মহর্লোকে উপনীত হন, আর যিনি আজীবন কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তিনি জনলোক লাভ করেন। সুষ্ঠুভাবে বানপ্রস্থ জীবন পালন করলে তপোলোকে যাবেন, আর সন্ন্যাসীরা যাবেন সত্যলোকে। এই সমস্ত বিভিন্ন গতি নির্ভর করে যোগাভ্যাসের ঐকান্তিকতার উপর। *ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে, শ্রীব্রহ্মা দেবগণের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন, "বৈকুণ্ঠবাসীরা মরকত, বৈদূর্য ও স্বর্ণ নির্মিত তাঁদের বিমানে আরোহণ করে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা গুরু নিতম্বিনী, স্মিত হাস্য সমন্বিত সুন্দর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল শোভিতা পত্নী পরিবৃত, কিন্তু তবুও তাঁদের হাস্য-পরিহাস ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাঁদের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না।" (*ভাগবত* ৩/১৫/২০) এইভাবে চিৎ-জগৎ, ভগবদ্ধামের নিবাসীগণের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির কোন বাসনাই নেই, কেননা তাঁরা ভগবৎ-প্রেমে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। তাঁরা যেহেতু কেবলই ভগবানের প্রীতি বিধানের চেষ্টা করেন, সেই জন্য তাঁদের মধ্যে প্রতারণা, উদ্বেগ, কামবাসনা, হতাশা ইত্যাদির কোনও সম্ভাবনা নেই। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬২) বর্ণনা করা হয়েছে—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

"হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হও। তাঁর প্রসাদে তুমি পরা শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে।"

শ্লোক ১৫

ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্মযুক্তমিদং জগৎ ।
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নুন্মজ্জতি নিমজ্জতি ॥ ১৫ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **কাল-আত্মনা**—কালশক্তি সমন্বিত; **ধাত্রা**—স্রষ্টা; **কর্মযুক্তম্**—সকাম কর্ম পূর্ণ; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—জগৎ; **গুণপ্রবাহে**—প্রবল গুণস্রোতে; **এতস্মিন্**—এর মধ্যে; **উন্মজ্জতি**—উদিত হয়; **নিমজ্জতি**—নিমজ্জিত হয়।

অনুবাদ

কালরূপে আচরণকারী, পরম কর্তা আমার দ্বারা এই জগতে সমস্ত সকাম কর্মের ফল ব্যবস্থাপিত হয়েছে। এইভাবে জীব প্রকৃতির প্রবল গুণস্রোতের নদীতে, কখনও ভেসে ওঠে, আবার কখনও নিমজ্জিত হয়।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, *উন্মজ্জতি* বলতে বোঝায়, ঊর্ধ্বলোকে প্রগতি এবং *নিমজ্জতি* বলতে বোঝায়, পাপকর্মের ফলে দুঃখজনক জীবনে নিমজ্জিত হওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই জীব বদ্ধদশার মহানদীতে নিমজ্জিত হচ্ছে, যা তাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধাম থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করে।

শ্লোক ১৬

অনুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি ।
সর্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ১৬ ॥

অনুঃ—ক্ষুদ্র; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **কৃশঃ**—শীর্ণ; **স্থূলঃ**—মোটা; **যঃ যঃ**—যা কিছুই; **ভাবঃ**—প্রকাশ; **প্রসিধ্যতি**—লক্ষিত হয়; **সর্বঃ**—সমস্ত; **অপি**—বস্তুত; **উভয়**—উভয়ের দ্বারা; **সংযুক্তঃ**—সংযুক্ত; **প্রকৃত্যা**—প্রকৃতির দ্বারা; **পুরুষেণ**—ভোগরত জীবাত্মা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এ জগতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ, কৃশ অথবা স্থূল, যা কিছু লক্ষিত হয়—সব কিছুই হচ্ছে জড়া প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা জীবাত্মা সমন্বিত।

শ্লোক ১৭

যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যং চ তস্য সন্ ।
বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যে (কারণটি); **তু**—এবং; **যস্য**—যার (উৎপাদন); **আদিঃ**—আদি; **অন্তঃ**—অন্ত; **চ**—এবং; **সঃ**—সেই; **বৈ**—অবশ্যই; **মধ্যম্**—মধ্যে; **চ**—এবং; **তস্য**—সেই উৎপাদনের; **সন্**—হওয়া (প্রকৃত); **বিকারঃ**—বিকার; **ব্যবহার-অর্থঃ**—সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য; **যথা**—যেমন; **তৈজস**—স্বর্ণ থেকে উৎপন্ন (অগ্নি সংযোগে নির্মিত); **পার্থিবাঃ**—পার্থিব বস্তু।

অনুবাদ

আদিতে স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা উপাদান রূপে রয়েছে। স্বর্ণ থেকে আমরা বাজু, কর্ণকুণ্ডলাদি স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ করতে পারি এবং মৃত্তিকা থেকে আমরা মৃৎ পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি তৈরী করতে পারি। আদি উপাদান স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা, তাদের দ্বারা উৎপাদিত বস্তু পূর্বে থেকেই রয়েছে, আবার যখন উৎপাদনগুলি কালক্রমে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আদি উপাদান, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা থেকে যাবে। এইভাবে আদিতে এবং অন্তে যখন উপাদানগুলি বর্তমান থাকে, তার মধ্যেও অর্থাৎ, যে সময়ে তা থেকে বিশেষ কোন উৎপাদন, যাকে আমরা সুবিধামতো বাজু, কর্ণকুণ্ডল, পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি বিশেষ কোন নাম প্রদান করি, সেইরূপে নিশ্চয় থাকবে। অতএব আমরা বুঝতে পারি যে, উৎপাদন সৃষ্টির পূর্বে এবং তার বিনাশের পরেও যদি উপাদান কারণ বর্তমান থাকে, তবে প্রকাশিত পর্যায়েও নিশ্চয় তা উৎপাদনটির প্রকৃত ভিত্তি রূপে উপস্থিত থাকবে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, আদি কারণ নিশ্চয় কার্যের মধ্যে বর্তমান, তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা বিভিন্ন উৎপাদনের কারণ উপাদান হলেও, উৎপাদনগুলির মধ্যে স্বর্ণ এবং মৃত্তিকার অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। উপাদানগুলির মূল স্বভাব ক্ষণস্থায়ী উৎপাদিত বস্তুগুলির মতো না হয়ে, সেই উপাদানগুলির মতোই থাকে, কিন্তু আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী উৎপাদনগুলির বিভিন্ন নাম প্রদান করে থাকি।

শ্লোক ১৮

যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্ ।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

যৎ—যে (রূপ); **উপাদায়**—উপাদান কারণ রূপে গ্রহণ করে; **পূর্বঃ**—পূর্বের কারণ (যেমন মহত্তত্ত্ব); **তু**—এবং; **ভাবঃ**—বস্তু; **বিকুরুতে**—বিকাররূপে উৎপাদন করে; **অপরম্**—দ্বিতীয় বস্তু (যেমন অহংকার উপাদান); **আদিঃ**—প্রারম্ভ; **অন্তঃ**—শেষ; **যদা**—যখন; **যস্য**—যার (উৎপাদনের); **তৎ**—সেই (কারণ); **সত্যম্**—প্রকৃত; **অভিধীয়তে**—বলা হয়।

অনুবাদ

মূল উপাদানে নির্মিত একটি জড় বস্তু, রূপান্তরের মাধ্যমে অন্য একটি জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি সৃষ্ট বস্তু অন্য একটি সৃষ্ট বস্তুর কারণ এবং ভিত্তি হয়ে থাকে। আদি-অন্ত সমন্বিত অন্য একটি বস্তুর মূল স্বভাবযুক্ত কোনও বিশেষ বস্তুকে বাস্তব বলা যায়।

তাৎপর্য

মৃৎ পাত্রের সরল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন কর্দমপিণ্ড দ্বারা মৃৎ-পাত্র তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রে কর্দমপিণ্ডের আদি উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা, এবং বাস্তবে কর্দমপিণ্ডটিই হচ্ছে পাত্রটির মূল কারণ। পাত্রটি ধ্বংস হলে তা পুনরায় কর্দম নাম গ্রহণ করবে, আর অবশেষে তার আদি কারণ মৃত্তিকার সঙ্গে মিশে যাবে। মৃৎপাত্রের জন্য কর্দম হচ্ছে আদি এবং অন্তিম পর্যায়; এইভাবে পাত্রটিকে বলা হয় বাস্তব, কেননা তার মধ্যে কর্দমের আদি বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে, যেগুলি তার পাত্র হিসাবে কার্য করার পূর্বে ছিল এবং পরেও থাকবে। তেমনই, কর্দমের পূর্বে এবং পরে মৃত্তিকার অস্তিত্ব থাকে, তাই কর্দমকে বাস্তব বলা যেতে পারে, কেননা তার মধ্যে মৃত্তিকার মূল বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা কর্দমের অস্তিত্বের পূর্বে এবং পরেও বর্তমান থাকে। ঠিক তেমনই, মহত্তত্ত্ব থেকে মৃত্তিকাদি উপাদান সৃষ্টি হয়, আর মহত্তত্ত্ব সেই উপাদান মৃত্তিকার পূর্বে এবং পরে বর্তমান থাকে। তাই উপাদানগুলিকে বাস্তব বলা যায় কেননা সে সবের মধ্যে মহত্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। সর্বোপরি সর্বকারণের কারণ, যিনি সমস্ত কিছু বিনাশের পরেও বর্তমান থাকেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানই মহৎ তত্ত্বের স্রষ্টা। পরম সত্য, পরম প্রভু স্বয়ং একের পর এক সমস্ত কিছুর অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য প্রদান করছেন।

শ্লোক ১৯

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎত্রিতয়ং ত্বহম্ ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতিঃ—জড়া প্রকৃতি; **যস্য**—যার (ব্রহ্মাণ্ডের উৎপন্ন প্রকাশ); **উপাদানম্**—উপাদান কারণ; **আধারঃ**—ভিত্তি; **পুরুষঃ**—পুরুষোত্তম ভগবান; **পরঃ**—পরম; **সতঃ**—বাস্তবের (প্রকৃতি); **অভিব্যঞ্জকঃ**—উত্তেজক শক্তি; **কালঃ**—কাল; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **তৎ**—এই; **ত্রিতয়ম্**—তিনটি তিনটি করে; **তু**—কিন্তু; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

আদি উপাদান এবং অন্তিম পর্যায়ের স্বভাব বিশিষ্ট জড় ব্রহ্মাণ্ডকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে। কালশক্তির দ্বারা প্রকাশিত প্রকৃতির বিশ্রাম স্থল হচ্ছেন ভগবান মহাবিষ্ণু। এইভাবে প্রকৃতি, সর্বশক্তিমান বিষ্ণু এবং কাল, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমা হতে অভিন্ন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের অংশ প্রকাশ শ্রীমহাবিষ্ণুর শক্তি, এবং ভগবানের কার্যকলাপের প্রতিনিধিত্ব করে কাল। ভগবান তাঁর শক্তি এবং অংশ প্রকাশের মাধ্যমে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি, পালন এবং প্রলয় সাধন করে থাকেন। এইভাবে কাল এবং প্রকৃতি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবক। অন্যভাবে বলা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য, কেননা স্বয়ং তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব বর্তমান।

শ্লোক ২০

সর্গঃ প্রবর্ততে তাবৎ পৌর্বাপর্যেণ নিত্যশঃ ।
মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্ ॥ ২০ ॥

সর্গঃ—সৃষ্টি; **প্রবর্ততে**—বর্তমান থাকে; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **পূর্ব-অপর্যেণ**—পিতা-মাতা এবং সন্তানাদিরূপে; **নিত্যশঃ**—একাদিক্রমে; **মহান্**—সমৃদ্ধিপূর্ণ; **গুণবিসর্গ**—জড়গুণের বৈচিত্র্যময় প্রকাশের; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্যে; **স্থিতি-অন্তঃ**—তার পালনের শেষ অবধি; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত, **ঈক্ষণম্**—পরম পুরুষ ভগবানের দৃষ্টি নিক্ষেপ।

অনুবাদ

পরম পুরুষ ভগবান যতক্ষণ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করে চলেন, ততক্ষণই ক্ষুদ্র এবং বৈচিত্র্যময় জাগতিক সৃষ্টি প্রবাহ একাদিক্রমে প্রকাশ করার মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

তাৎপর্য

কালের দ্বারা তাড়িত হয়ে, মহত্তত্ত্বই জগতের উপাদান কারণ হলেও, এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সমস্ত কিছুর অস্তিত্বের অন্তিম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। পরমেশ্বরের ঈক্ষণ ছাড়া কাল এবং প্রকৃতি হচ্ছে

শক্তিহীন। জীবেরা ৮৪,০০০০০ বিভিন্ন প্রজাতির মাধ্যমে বিশেষ কোন পিতামাতার সন্তানাদিরূপে এবং বিশেষ কোন সন্তানাদির পিতামাতারূপে জীবন উপভোগ করতে চেষ্টা করছে। তাই বদ্ধজীবেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ভগবান অসীম জড় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ২১

বিরাণ্ময়াসাদ্যমানো লোককল্পবিকল্পকঃ ।
পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ ॥ ২১ ॥

বিরাট—বিরাটরূপ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আসাদ্যমানঃ**—ব্যাপ্ত হয়ে; **লোক**—লোকসমূহের; **কল্প**—পুনঃপুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের; **বিকল্পকঃ**—বৈচিত্র্যপ্রকাশক; **পঞ্চত্বায়**—পঞ্চ উপাদান সৃষ্টির প্রাথমিক প্রকাশ; **বিশেষায়**—বৈচিত্র্যে; **কল্পতে**—প্রদর্শনক্ষম; **ভুবনৈঃ**—বিভিন্ন ভুবনের দ্বারা; **সহ**—সমন্বিত হয়ে।

অনুবাদ

বিভিন্ন লোক সমূহের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করার মাধ্যমে, অসীম বৈচিত্র্য প্রদর্শনকারী, বিরাটরূপের আধার হচ্ছি আমি। মূলতঃ সুপ্ত পর্যায়ে সমস্ত লোক সমন্বিত আমার বিরাটরূপ, পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে সামঞ্জস্য বিধান করে সৃষ্ট জগতের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, *ময়া* শব্দটি নিত্য কালরূপী ভগবানকে সূচিত করে।

শ্লোক ২২-২৭

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে ।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে ॥ ২২ ॥
অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ স্বগুণে রসে ।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তে ॥ ২৩ ॥
রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে ।
অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু ॥ ২৪ ॥
যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে ।
শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥

স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ ।
তেঽব্যক্তে সম্প্রলীয়ন্তে তৎকালে লীয়তেঽব্যয়ে ॥ ২৬ ॥
কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি মষ্যজে ।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥

অন্নে—অন্নে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **মর্ত্যম্**—মরণশীল দেহ; **অন্নম্**—খাদ্য; **ধানাসু**—শস্যের মধ্যে; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **ধানাঃ**—শস্য; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **প্রলীয়ন্তে**—বিলীন হয়; **ভূমিঃ**—ভূমি; **গন্ধে**—গন্ধের মধ্যে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **অপ্সু**—জলে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **আপঃ**—জল; **চ**—এবং; **স্ব-গুণে**—নিজের গুণের মধ্যে; **রসে**—স্বাদ; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **জ্যোতিষি**—আগুনের মধ্যে; **রসঃ**—রস; **জ্যোতিঃ**—আগুন; **রূপে**—রূপে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **রূপম্**—রূপ; **বায়ু**—বায়ুতে; **সঃ**—এটি; **চ**—এবং; **স্পর্শে**—স্পর্শে, **লীয়তে**—বিলীন হয়; **সঃ**—এটি; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অম্বরে**—আকাশে; **অম্বরম্**—আকাশ; **শব্দ**—শব্দে; **তৎ-মাত্রে**—তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **সঃ যোনিষু**—তাদের উৎস, দেবগণ; **যোনিঃ**—দেবগণ; **বৈকারিকে**—সাত্ত্বিক অহংকারে; **সৌম্য**—প্রিয় উদ্ধব; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **মনসি**—মনে; **ঈশ্বরে**—নিয়ামক; **শব্দঃ**—শব্দ; **ভূত আদিম্**—আদি অহংকারে; **অপ্যেতি**—বিলীন হয়; **ভূত আদিঃ**—অহংকার; **মহতি**—সমগ্র জড়া প্রকৃতিতে; **প্রভুঃ**—তেজস্বী; **সঃ**—সেই; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **মহান্**—সমগ্র জড়া প্রকৃতি; **স্বেষু**—নিজের মধ্যে; **গুণেষু**—ত্রিগুণ; **গুণবৎতমঃ**—গুণসমূহের অন্তিম ধাম; **তে**—তারা; **অব্যক্তে**—প্রকৃতির অব্যক্ত রূপে; **সম্প্রলীয়ন্তে**—সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়; **তৎ**—সেই; **কালে**—কালে; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **অব্যয়ে**—অচ্যুতে; **কালঃ**—কাল; **মায়া-ময়ে**—দিব্য জ্ঞানময়; **জীবে**—পরমেশ্বরে, যিনি সমস্ত জীবকে কার্যকরী করেন; **জীবঃ**—সেই প্রভু; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **ময়ি**—আমাতে; **অজে**—অজ; **আত্মা**—আদি আত্মা; **কেবল**—কেবল; **আত্মস্থঃ**—আত্মস্থ; **বিকল্প**—সৃষ্টির দ্বারা; **অপায়**—এবং লয়; **লক্ষণঃ**—লক্ষণ সমন্বিত।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময় জীবের মর্তদেহ অন্নে বিলীন হয়। অন্ন শস্যে বিলীন হয়, এবং শস্য ভূমিতে বিলীন হয়। ভূমি সূক্ষ্ম অনুভূতি গন্ধে বিলীন হয়। সুগন্ধ জলে বিলীন হয়, এবং জল আবার তার নিজ গুণ, রসে বিলীন হয়। রস বিলীন হয় অগ্নিতে, তা আবার রূপে বিলীন হয়। রূপ বিলীন হয় স্পর্শে, এবং স্পর্শ বিলীন

হয় আকাশে। আকাশ শেষে বিলীন হয় শব্দানুভূতিতে। হে মহানুভব উদ্ধব, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ তাদের নিজ নিজ উৎস অধিদেবগণের সঙ্গে, আর তারা নিয়ামক মনের সঙ্গে বিলীন হয়, তা আবার সাত্ত্বিক অহংকারে বিলীন হয়। শব্দ তামসিক অহংকারে এবং প্রথম ভৌতিক উপাদান সর্বশক্তিমান অহংকার সমগ্র প্রকৃতিতে বিলীন হয়। ত্রিগুণের প্রাথমিক আধার, সমগ্র জড়া প্রকৃতি গুণের মধ্যে বিলীন হয়। প্রকৃতির এই গুণগুলি তারপর প্রকৃতির অপ্রকাশিত রূপে বিলীন হয় এবং সেই অপ্রকাশিত রূপ কালের সঙ্গে বিলীন হয়। কাল বিলীন হয় পরমেশ্বরের সঙ্গে, যিনি সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ, সমস্ত জীবের আদি কার্যকারক রূপে বর্তমান। সমস্ত জীবনের আদি—অজ, পরমাত্মা, একাই আত্মস্থ হয়ে অবস্থিত আমাতে বিলীন হয়। তাঁর থেকেই সমস্ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতের প্রলয় হয় সৃষ্টির উল্টো পদ্ধতিতে এবং অবশেষে সব কিছুই পূর্ণরূপে তাঁর পরম পদে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বিলীন হয়।

শ্লোক ২৮

এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ ।
মনসো হৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **অন্বীক্ষমাণস্য**—যত্নসহকারে পরীক্ষমান; **কথম্**—কিভাবে; **বৈকল্পিকঃ**—দ্বন্দ্ব ভিত্তিক; **ভ্রমঃ**—মায়া; **মনসঃ**—তার মনের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **তিষ্ঠেত**—থাকতে পারেন; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ইব**—ঠিক যেমন; **অর্ক**—সূর্যের; **উদয়ে**—উদয় হলে; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

সূর্যোদয় যেমন আকাশের অন্ধকার দূর করে, তেমনই, দৃশ্যমান জগতের প্রলয়াত্মক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ঐকান্তিক ভক্তের মনের মায়াময় দ্বন্দ্ব বিদূরীত করে। তাঁর হৃদয়ে কখনও মায়া প্রবেশ করলেও, তা সেখানে থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

উজ্জ্বল সূর্য যেমন আকাশের সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধবকে প্রদত্ত জ্ঞানের স্পষ্ট উপলব্ধি, জড় মনঃকল্পিত সমস্ত অজ্ঞতা বিদূরীত করে। তিনি তখন আর তাঁর জড় দেহকে আত্মা হিসাবে গ্রহণ করবেন না। এইরূপ মায়া সাময়িকভাবে তাঁর চেতনায় প্রকাশিত হলেও, তা তাঁর পারমার্থিক জ্ঞানের পুনর্জাগরণের প্রভাবে বিতাড়িত হবে।

শ্লোক ২৯

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া ॥ ২৯ ॥

এষঃ—এই; **সাংখ্য-বিধিঃ**—সাংখ্যপদ্ধতি (বিশ্লেষণাত্মক দর্শন); **প্রোক্তঃ**—উক্ত; **সংশয়**—সন্দেহের; **গ্রন্থি**—বন্ধন; **ভেদনঃ**—ভঙ্গকারী; **প্রতিলোমানুলোমাভ্যাম্**—প্রত্যক্ষ এবং বিপরীত, উভয়ভাবে; **পর**—চিজ্জগতের অবস্থিতি; **অবর**—এবং জড় জগতের নিকৃষ্ট অবস্থিতি; **দৃশা**—যথার্থ দ্রষ্টার দ্বারা; **ময়া**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে জড় এবং চিন্ময় সমস্ত কিছুর আদর্শ দ্রষ্টা, আমার দ্বারা সাংখ্য জ্ঞান বর্ণিত হল, সেই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা সন্দেহের গ্রন্থি ছিন্ন হয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যথার্থ সিদ্ধির পদ্ধতি নিয়ে অসংখ্য মিথ্যা যুক্তির উৎপাদন করে জড় মন জীবনের বহুবিধ ধারণা গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি স্পষ্ট বুদ্ধিতে সমস্ত কিছু দর্শন করতে পারেন। ভগবান কীভাবে সৃষ্টি এবং প্রলয় সাধন করেন, যিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি নিজেকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবায় নিয়োজিত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'সাংখ্য দর্শন' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

সাংখ্য দর্শন

কীভাবে সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে মনের বিভ্রান্তি দূর করা যায় সেই বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। এখানে পরমেশ্বর ভগবান উদ্ধবকে পুনরায় জড়া প্রকৃতির বিশ্লেষণের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করছেন। এই জ্ঞান উপলব্ধি করার মাধ্যমে জীব তার মিথ্যা দ্বন্দ্বভিত্তিক বিভ্রান্তি দূর করতে পারে।

সৃষ্টির আদিতে, দর্শক এবং দৃশ্য এক এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। এই অবাঙ্মানসগোচর ও অদ্বিতীয় পরম সত্য, তারপর দুই ভাগে বিভক্ত হন—দর্শক অর্থাৎ চেতন বা ব্যক্তিসত্ত্বা, এবং দৃশ্য, অর্থাৎ বস্তু বা প্রকৃতি। ত্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী পুরুষ সত্ত্বার দ্বারা ক্ষোভিতা হন। তখন জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি সহ মহত্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তা থেকে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনভাবে আসে অহংকার তত্ত্ব। তমোগুণাত্মক অহংকার থেকে পনেরোটি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর তারপরেই পনেরোটি ভৌতিক উপাদানের উদ্ভব ঘটে। রজোগুণাত্মক অহংকার থেকে আসে দশটি ইন্দ্রিয়, এবং সত্ত্বগুণাত্মক অহংকার থেকে আসে মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের এগারোজন অধিদেবতা। এই সমস্ত উপাদানের পুঞ্জীভূত অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, তার মাঝখানে স্রষ্টা রূপে পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মার ভূমিকায় নিবাস গ্রহণ করেন। পরম স্রষ্টার নাভী থেকে আসে পদ্ম, তার উপর ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করেন। রজোগুণ সমন্বিত হয়ে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তপস্যা করেন, আর সেই তপস্যার শক্তি বলে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। স্বর্গীয় অংশ দেবতাদের জন্য, মধ্যভাগটি ভূত প্রেতাদি এবং ভূলোক হচ্ছে মনুষ্য এবং অন্যান্যদের জন্য উদ্দিষ্ট। এই ত্রিভুবনের ঊর্ধ্বে উন্নত ঋষিদের স্থান, এবং নিম্নলোকগুলি হচ্ছে অসুর, নাগ অর্থাৎ সর্পাদির জন্য। ত্রিগুণভিত্তিক কর্ম অনুসারে তিন মর্ত্যলোকে তাদের গতি হয়ে থাকে। যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস গ্রহণকারীদের গতি হয় মহ, জন, তপ ও সত্যলোকে। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিযোগীদের গতি হয় ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে, পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে। এই জড় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াত্মক ব্রহ্মাণ্ড কাল এবং প্রকৃতির ত্রিগুণের অধীনে অবস্থিত। এ ছাড়াও, এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বর্তমান, তা সবই কেবল জড়া প্রকৃতি এবং তার প্রভু ভগবানের মিলন সম্ভূত। একইভাবে, সৃষ্টিকার্য ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে, এক এবং পরম সূক্ষ্ম থেকে বহুত্বে এবং অত্যন্ত স্থূল বস্তুতে, প্রলয় সংঘটিত হয় স্থূলতম

থেকে প্রকৃতির সূক্ষ্মতম প্রকাশের প্রতি অগ্রগতির মাধ্যমে, তখন কেবলই নিত্য চিৎ সত্ত্বা বিদ্যমান থাকেন। এই সর্বশেষ আত্মা তাঁর নিজের মধ্যে একা অশেষভাবে অবস্থিত থাকেন। যে ব্যক্তির মন এই সমস্ত ধারণার ধ্যান করে, সেই মন প্রকৃতির দ্বন্দ্বের দ্বারা আর বিভ্রান্ত হয় না। সৃষ্টি এবং ধ্বংসের একটির পর অপরটি বর্ণনা সমন্বিত সাংখ্য বিজ্ঞান সমস্ত বন্ধন এবং সন্দেহ ছেদন করে থাকে।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্বৈর্বিনিশ্চিতম্ ।
যদ্ বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অথ**—এখন; **তে**—তোমাকে; **সম্প্রবক্ষ্যামি**—আমি বলব; **সাংখ্যম্**—সৃষ্টির উপাদানসমূহের বিবর্তনের জ্ঞান; **পূর্বৈঃ**—পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক; **বিনিশ্চিতম্**—নির্ধারিত; **যৎ**—যা; **বিজ্ঞায়**—জেনে; **পুমান্**—মানুষ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **জহ্যাৎ**—ত্যাগ করতে পারেন; **বৈকল্পিকম্**—মিথ্যা দ্বন্দ্ব ভিত্তিক; **ভ্রমম্**—ভ্রম।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এখন পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত সাংখ্য বিজ্ঞান আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব। এই বিজ্ঞান উপলব্ধি করে মানুষ তৎক্ষণাৎ জড় দ্বন্দ্বের বিভ্রম ত্যাগ করতে পারে।

তাৎপর্য

পূর্বের অধ্যায়ে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে আমরা জাগতিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারি। এই অধ্যায়ে জড় এবং চিৎ-বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সমন্বিত সাংখ্য পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই জ্ঞান শ্রবণ করে আমরা সহজেই মনকে জড় কলুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কৃষ্ণভাবনামৃতের চিন্ময় স্তরে নিবিষ্ট করতে পারি। এখানে বর্ণিত সাংখ্য দর্শন ভগবান কপিলদেব কর্তৃক *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেটি জড়বাদী ও মায়াবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত নাস্তিক সাংখ্য নয়। ভগবানের শক্তি সম্ভূত জড় উপাদানসমূহ পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয়। মূর্খের মতো আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, ভগবানের সহায়তা ব্যতীত অন্য কোন আদি জড় উপাদান থেকে এই ধরনের বিবর্তন শুরু হয়। এই মনকল্পিত তত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে বদ্ধ জীবনের মিথ্যা অহংকার থেকে, সেটি স্থূল অজ্ঞতা প্রসূত, তাই তা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্লোক ২

**আসীজ্জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিকল্পিতম্ ।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে ॥ ২ ॥**

আসীৎ—ছিল; **জ্ঞানম্**—দর্শক; **অথ-উ**—এইভাবে; **অর্থঃ**—দৃশ্য; **একম্**—এক; **এব**—কেবলই; **অবিকল্পিতম্**—পার্থক্য নিরূপণ না করে; **যদা**—যখন; **বিবেক**—পার্থক্য নিরূপণে; **নিপুণাঃ**—নিপুণ ব্যক্তিরা; **আদৌ**—আদিতে; **কৃতযুগে**— শুদ্ধতার যুগে; **অযুগে**—এবং তার পূর্বে, প্রলয়ের সময়।

অনুবাদ

আদিতে, কৃতযুগে, যখন সমস্ত মানুষই পারমার্থিক পার্থক্য নিরূপণে অত্যন্ত দক্ষ ছিল, এবং তার পূর্বে প্রলয়ের সময়ে, দৃশ্য বস্তু থেকে অভিন্ন, দর্শক একা বিদ্যমান ছিলেন।

তাৎপর্য

কৃতযুগ হচ্ছে সত্যযুগ হিসাবে জ্ঞাত প্রথম যুগ, যে সময় জ্ঞান ছিল সিদ্ধ এবং তা সেই বস্তু থেকে অভিন্ন। আধুনিক সমাজে জ্ঞান হচ্ছে ভীষণভাবে মনগড়া এবং তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের শিক্ষাগত ধারণা এবং যথার্থ বাস্তবতার মধ্যে প্রায়ই বিরাট পার্থক্য লক্ষিত হয়। তবে সত্যযুগে মানুষ থাকেন *বিবেক-নিপুণাঃ* অর্থাৎ বুদ্ধিমানের মতো পার্থক্য নিরূপণে দক্ষ, এইভাবে তাঁদের ধারণা এবং বাস্তবতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সত্যযুগে, সমস্ত জনসাধারণ থাকেন আত্মোপলব্ধ। সবকিছুকে পরমেশ্বরের শক্তিরূপে দর্শন করে, কৃত্রিমভাবে তাঁরা নিজেদের মধ্যে এবং অন্য জীবেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন না। সত্যযুগের একত্বের, এটি হচ্ছে আর একটি দিক। প্রলয়ের সময় সবকিছুই বিশ্রাম করার জন্য ভগবানে বিলীন হয়, আর সে সময়েও ভগবানের মধ্যে অবস্থিত জ্ঞানের বস্তু এবং একমাত্র দর্শকরূপী ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। মুক্ত জীবেরা নিত্য চিন্ময় জগতে কখনও এইরূপে বিলীন হন না, তাঁরা তাঁদের চিন্ময় রূপে নিত্য কালের জন্য অপরিবর্তিত থাকেন। ভগবানের প্রতি ভালবাসা বশতঃ তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে একীভূত হওয়ার ফলে তাঁদের ধাম চির অবিনশ্বর।

শ্লোক ৩

**তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্বিকল্পিতম্ ।
বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্ বৃহৎ ॥ ৩ ॥**

তৎ—সেই (পরম); মায়া—জড়া প্রকৃতির; ফল—এবং তার প্রকাশের ভোক্তা; **রূপেণ**—দুই রূপে; **কেবলম্**—এক; **নির্বিকল্পিতম্**—অভিন্ন; **বাক্**—বাক্য; **মনা**—এবং মন; **অগোচরম্**—অগ্রাহ্য; **সত্যম্**—সত্য; **দ্বিধা**—দ্বিধা; **সমভবৎ**—তিনি হয়েছিলেন; **বৃহৎ**—পরম সত্য।

অনুবাদ

জড় দ্বন্দ্ব শূন্য এবং অবাঙ্মানসগোচর সেই পরম সত্য নিজেকে জড়া প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির প্রকাশকে ভোগকারী জীবরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন।

তাৎপর্য

জড়াপ্রকৃতি এবং জীব উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি।

শ্লোক ৪

তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা ।

জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

তয়োঃ—সেই দুটির; **একতরঃ**—এক; **হি**—বস্তুত; **অর্থঃ**—সত্বা; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **সা**—তিনি; **উভয়াত্মিকা**—সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং তাদের প্রকাশিত উৎপাদন এই উভয় তত্ত্ব সমন্বিত; **জ্ঞানম্**—চেতনা (যারা রয়েছে); **তু**—এবং; **অন্যতমঃ**—অন্য একটি; **ভাবঃ**—সত্ত্বা; **পুরুষঃ**—জীবাত্মা; **সঃ**—সে; **অভিধীয়তে**—বলা হয়।

অনুবাদ

এই দুই প্রকার প্রকাশের, একটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতি, যা হচ্ছে সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং পদার্থের প্রকাশিত উৎপাদন সমন্বিত। অন্যটি হচ্ছে, চেতন জীব সত্ত্বা, যাকে বলা হয় ভোক্তা।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুসারে, এখানে প্রকৃতি বলতে বোঝায় সূক্ষ্ম প্রধান, যা পরে মহত্তত্ত্ব রূপে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৫

তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ ।

ময়া প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ পুরুষানুমতেন চ ॥ ৫ ॥

তমঃ—তমোগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রকৃতেঃ**—প্রকৃতি থেকে; **অভবন্**—প্রকাশিত হয়েছিল; **গুণাঃ**—গুণসমূহ; **ময়া**—আমার দ্বারা;

প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ—যিনি ক্ষোভিতা হচ্ছিলেন; **পুরুষ**—জীব সত্ত্বার; **অনুমতেন**—বাসনা পুরণ করার জন্য; **চ**—এবং।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতি যখন আমার ঈক্ষণে ক্ষোভিতা হয়েছিল, তখন বদ্ধ জীবেদের অবশিষ্ট বাসনাগুলি পূর্ণ করার জন্য সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি জড়গুণ প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করে ভগবান তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বদ্ধ জীব তাদের সকাম কর্মের শৃঙ্খল এবং মনোধর্মের প্রতিক্রিয়া এখনও সমাপ্ত করেনি, তাই পুনরায় সৃষ্টি কার্য প্রয়োজন। ভগবান চান যে, বদ্ধ জীব যেন কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে ভগবৎ প্রেম লাভ করার সুযোগ পায় এবং তার দ্বারা ভগবত বিহীন জীবনের অনর্থকতা উপলব্ধি করতে পারে। ভগবানের ঈক্ষণের পর প্রকৃতির গুণগুলি উৎপন্ন হয়ে একে অপরের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন হয়, প্রতিটি গুণ অপর দুটিকে জয় করতে চেষ্টা করে। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়, এই সবের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। শিশু জন্ম গ্রহণের বাসনা করলেও নিষ্ঠুর মা তাকে গর্ভপাত করার মাধ্যমে হত্যা করতে চায়। আমরা মাঠের আগাছাগুলিকে মেরে ফেলতে চাইলেও, তারা একগুঁয়েভাবে বার বার জন্মায়। তেমনই আমরা সর্বদাই দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখতে চাইলেও অবক্ষয় ঘটে। এইভাবে প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, এবং তাদের সম্মেলন ও বিভিন্নভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে জীব কৃষ্ণভাবনা ছাড়া অসংখ্য জাগতিক পরিস্থিতি উপভোগ করার চেষ্টা করে। *পুরুষানুমতেন* শব্দটি সুচিত করে যে, ভগবান জাগতিক অসারতার এমনই এক মঞ্চ স্থাপন করেন, যাতে বদ্ধ জীব ঘটনাক্রমে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে।

শ্লোক ৬

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ ।
ততো বিকুর্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ ॥ ৬ ॥

তেভ্যঃ—সেই গুণগুলি থেকে; **সমভবৎ**—সম্ভূত হয়; **সূত্রম্**—কর্মশক্তি সমন্বিত প্রকৃতির প্রথম পরিবর্তন; **মহান্**—জ্ঞান শক্তি সমন্বিত আদি প্রকৃতি; **সূত্রেণ**—এই সূত্র তত্ত্বের দ্বারা, **সংযুতঃ**—সংযুক্ত; **ততঃ**—মহৎ থেকে; **বিকুর্বতঃ**—পরিবর্তন করে; **জাতঃ**—উদ্ভূত হয়েছিল; **যঃ**—যে; **অহংকারঃ**—মিথ্যা অহংকার; **বিমোহনঃ**—বিভ্রান্তির কারণ।

শ্লোক ৮

**অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ ।
তৈজসাদ্ দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ ॥ ৮ ॥**

অর্থঃ—স্থূল উপাদানসমূহ; **তৎমাত্রিকাৎ**—সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে (যেগুলি হচ্ছে সত্ত্ব গুণজাত অহংকার থেকে উৎপন্ন); **জজ্ঞে**—উৎপন্ন হয়েছিল; **তামসাৎ**—তমোগুণজাত অহংকার থেকে; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সকল; **চ**—এবং; **তৈজসাৎ**—রজোগুণ জাত অহংকার থেকে; **দেবতাঃ**—দেবগণ; **আসন**—উদ্ভূত হয়; **একাদশ**—এগারো; **চ**—এবং; **বৈকৃতাৎ**—সত্ত্বগুণ জাত অহংকার থেকে।

অনুবাদ

তামসিক অহংকার থেকে উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম দৈহিক অনুভূতি, তা থেকে উৎপন্ন হয় স্থূল উপাদানগুলি। রাজসিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়সকল, এবং সাত্ত্বিক অহংকার থেকে একাদশ দেবগণের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

তামসিক অহংকার থেকে শব্দ, আর তার সঙ্গে তার মাধ্যম আকাশ এবং তা গ্রহণ করার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। তারপর স্পর্শানুভূতি বায়ু এবং স্পর্শেন্দ্রিয়, আর এইভাবে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল সমস্ত উপাদান এবং তাদের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। রাজসিক অহংকার থেকে সৃষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি ব্যস্ততার সঙ্গে কর্মে রত। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে আসেন একাদশ দেবগণ—দিগীশ্বরগণ, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, ব্রহ্মা এবং চন্দ্র।

শ্লোক ৯

**ময়া সঙ্ক্ষোদিতা ভাবাঃ সর্বে সংহত্যকারিণঃ ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥**

ময়া—আমার দ্বারা; **সঙ্ক্ষোদিতাঃ**—ক্ষোভিত; **ভাবাঃ**—উপাদান সকল; **সর্বে**—সমস্ত; **সংহত্য**—মিশ্রণের দ্বারা; **কারিণঃ**—কার্যকারী; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **উৎপাদয়াম্ আসুঃ**—তার সৃষ্টি হয়েছে; **মম**—আমার; **আয়তনম্**—নিবাস; **উত্তমম্**—উৎকৃষ্ট।

অনুবাদ

আমার দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে এই সমস্ত উপাদান সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠুরূপে কার্য করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে, যেটি হচ্ছে আমার উত্তম নিবাস স্থল।

শ্লোক ১০

তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ ।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ ॥ ১০ ॥

তস্মিন্—তার মধ্যে; **অহম্**—আমি; **সমভবম্**—আবির্ভূত হই; **অণ্ডে**—ব্রহ্মাণ্ডে; **সলিল**—কারণ সমুদ্রের জলে; **সংস্থিতৌ**—অবস্থিত ছিল; **মম**—আমার; **নাভ্যাম্**—নাভি থেকে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **পদ্মম্**—একটি পদ্ম; **বিশ্ব-আখ্যম্**—ব্রহ্মাণ্ড নামে খ্যাত; **তত্র**—তার মধ্যে; **চ**—এবং; **আত্মভূঃ**—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা।

অনুবাদ

আমি স্বয়ং কারণ জলে ভাসমান সেই অণ্ডটির মধ্যে আবির্ভূত হই, এবং আমার নাভি থেকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার জন্মস্থান বিশ্বনামক পদ্মের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নারায়ণ রূপে দিব্য আবির্ভাব-লীলা বর্ণনা করেছেন। ভগবান নারায়ণ, ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করলেও তিনি তাঁর শুদ্ধ জ্ঞানময় এবং আনন্দময় দিব্য শরীর ত্যাগ করেন না। আবার ব্রহ্মার জন্ম, ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে হলেও তাঁর জড় দেহ রয়েছে। ব্রহ্মার শরীর পরম তেজস্বী, অলৌকিক, সমস্ত জড় অস্তিত্ব সম্পন্ন হলেও তা জড়, পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর শ্রীহরি নারায়ণের রূপ সর্বদাই দিব্য।

শ্লোক ১১

সোঽসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি, ব্রহ্মা; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তপসা**—তাঁর তপস্যার দ্বারা; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **রজসা**—রজগুণের শক্তির দ্বারা; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার ফলে; **লোকান্**—বিভিন্ন লোকসমূহ; **সপালান্**—তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণসহ; **বিশ্ব**—ব্রহ্মাণ্ডের; **আত্মা**—আত্মা; **ভূঃভুবঃস্বঃ-ইতি**—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ নামক; **ত্রিধা**—তিনটি বিভাগ।

অনুবাদ

রজোগুণ দ্বারা প্রভাবিত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ব্রহ্মা আমার কৃপায় কঠোর তপস্যা সম্পাদন করে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ নামক ত্রিলোক এবং তাদের অধিদেবগণের সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ১২

দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাং চ ভুবঃ পদম্ ।
মর্ত্যাদীনাং চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্ ॥ ১২ ॥

দেবানাম্—দেবতাদের; **ওকঃ**—আবাস; **আসীৎ**—হয়েছিল; **স্বঃ**—স্বর্গ; **ভূতানাম্**—ভূত প্রেতগণের; **চ**—এবং; **ভুবঃ**—ভুবর্লোক; **পদম্**—স্থান; **মর্ত্য-আদিনাম্**—সাধারণ মনুষ্য এবং অন্যান্য মরণশীল জীবের জন্য; **চ**—এবং; **ভূঃ-লোকঃ**—ভূলোক; **সিদ্ধানাম্**—মুমুক্ষুগণের (স্থান); **ত্রিতয়াৎ**—এই তিনটি বিভাগ; **পরম্**—ঊর্ধ্বে।

অনুবাদ

স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেবগণের নিবাসের জন্য; ভুবর্লোক ভূতপ্রেতদের জন্য, আর ভূলোক হচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য মর্ত্য জীবেদের জন্য, মুমুক্ষুগণ এই ত্রিভুবনের ঊর্ধ্বে উপনীত হন।

তাৎপর্য

পরম পুণ্যবান সকাম কর্মীদের স্বর্গীয় উপভোগের জন্য ইন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক উদ্দিষ্ট। সর্বোচ্চ চারটি লোক, সত্যলোক, মহর্লোক, জনলোক এবং তপোলোক হচ্ছে, যাঁরা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করছেন তাঁদের জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই অভাবনীয় কৃপাময় যে, তিনি কলিযুগের মহাপতিত জীবদেরকে এই চারটি লোকের ঊর্ধ্বে, এমনকি বৈকুণ্ঠেরও ঊর্ধ্বে, চিন্ময় জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে উপনীত করছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, স্বর্গ হচ্ছে দেবতাদের নিবাসস্থল, ভূলোক হচ্ছে মানুষের জন্য, আর তার মাঝখানে রয়েছে উভয় শ্রেণীর জীবের ক্ষণস্থায়ী নিবাস।

শ্লোক ১৩

অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্বাঃ কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥ ১৩ ॥

অধঃ—নিম্নে; **অসুরাণাম্**—অসুরদের; **নাগানাম্**—স্বর্গীয় নাগগণের; **ভূমেঃ**—ভূমি থেকে; **ওকঃ**—নিবাস; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **প্রভুঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **ত্রি-লোক্যাম্**—ত্রিভুবনের; **গতয়ঃ**—গতি; **সর্বাঃ**—সকল; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মের; **ত্রিগুণাত্মনাম্**—ত্রিগুণ বিশিষ্ট।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা পৃথিবীর নীচের অংশটি সৃষ্টি করেছেন অসুর এবং নাগগণের জন্য। এইভাবে প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের কর্মের সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া অনুসারে ত্রিভুবনের বিভিন্ন স্থানে জীবের গতি নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ১৪

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ॥ ১৪ ॥

যোগস্য—যোগের; **তপসঃ**—কঠোর তপস্যার; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **ন্যাসস্য**—সন্ন্যাসের; **গতয়ঃ**—গতি; **অমলাঃ**—অমল; **মহঃ**—মহ; **জনঃ**—জন; **তপঃ**—তপ; **সত্যম্**—সত্য; **ভক্তিযোগস্য**—ভক্তিযোগের; **মৎ**—আমার; **গতিঃ**—গতি।

অনুবাদ

যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনকারীদের শুদ্ধ গতি হয় মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোকে। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা ভক্ত আমার দিব্য ধামে উপনীত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকে *তপঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থীদের দ্বারা আচরিত তপস্যা। যে ব্রহ্মচারী খুব সুষ্ঠুভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তিনি জীবনের বিশেষ কোন পর্যায়ে মহর্লোকে উপনীত হন, আর যিনি আজীবন কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তিনি জনলোক লাভ করেন। সুষ্ঠুভাবে বানপ্রস্থ জীবন পালন করলে তপোলোকে যাবেন, আর সন্ন্যাসীরা যাবেন সত্যলোকে। এই সমস্ত বিভিন্ন গতি নির্ভর করে যোগাভ্যাসের ঐকান্তিকতার উপর। *ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে, শ্রীব্রহ্মা দেবগণের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন, "বৈকুণ্ঠবাসীরা মরকত, বৈদুর্য ও স্বর্ণ নির্মিত তাঁদের বিমানে আরোহণ করে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা গুরু নিতম্বিনী, স্মিত হাস্য সমন্বিত সুন্দর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল শোভিতা পত্নী পরিবৃত, কিন্তু তবুও তাঁদের হাস্য-পরিহাস ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাঁদের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না।" (*ভাগবত* ৩/১৫/২০) এইভাবে চিৎ-জগৎ, ভগবদ্ধামের নিবাসীগণের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির কোন বাসনাই নেই, কেননা তাঁরা ভগবৎ-প্রেমে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। তাঁরা যেহেতু কেবলই ভগবানের প্রীতি বিধানের চেষ্টা করেন, সেই জন্য তাঁদের মধ্যে প্রতারণা, উদ্বেগ, কামবাসনা, হতাশা ইত্যাদির কোনও সম্ভাবনা নেই। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬২) বর্ণনা করা হয়েছে—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

"হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হও। তাঁর প্রসাদে তুমি পরা শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে।"

শ্লোক ১৫

ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্মযুক্তমিদং জগৎ ।
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নুন্মজ্জতি নিমজ্জতি ॥ ১৫ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **কাল-আত্মনা**—কালশক্তি সমন্বিত; **ধাত্রা**—স্রষ্টা; **কর্মযুক্তম্**—সকাম কর্ম পূর্ণ; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—জগৎ; **গুণপ্রবাহে**—প্রবল গুণস্রোতে; **এতস্মিন্**—এর মধ্যে; **উন্মজ্জতি**—উদিত হয়; **নিমজ্জতি**—নিমজ্জিত হয়।

অনুবাদ

কালরূপে আচরণকারী, পরম কর্তা আমার দ্বারা এই জগতে সমস্ত সকাম কর্মের ফল ব্যবস্থাপিত হয়েছে। এইভাবে জীব প্রকৃতির প্রবল গুণস্রোতের নদীতে, কখনও ভেসে ওঠে, আবার কখনও নিমজ্জিত হয়।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, *উন্মজ্জতি* বলতে বোঝায়, ঊর্ধ্বলোকে প্রগতি এবং *নিমজ্জতি* বলতে বোঝায়, পাপকর্মের ফলে দুঃখজনক জীবনে নিমজ্জিত হওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই জীব বদ্ধদশার মহানদীতে নিমজ্জিত হচ্ছে, যা তাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধাম থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করে।

শ্লোক ১৬

অনুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি ।
সর্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ১৬ ॥

অনুঃ—ক্ষুদ্র; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **কৃশঃ**—শীর্ণ; **স্থূলঃ**—মোটা; **যঃ যঃ**—যা কিছুই; **ভাবঃ**—প্রকাশ; **প্রসিধ্যতি**—লক্ষিত হয়; **সর্বঃ**—সমস্ত; **অপি**—বস্তুত; **উভয়**—উভয়ের দ্বারা; **সংযুক্তঃ**—সংযুক্ত; **প্রকৃত্যা**—প্রকৃতির দ্বারা; **পুরুষেণ**—ভোগরত জীবাত্মা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এ জগতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ, কৃশ অথবা স্থূল, যা কিছু লক্ষিত হয়—সব কিছুই হচ্ছে জড়া প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা জীবাত্মা সমন্বিত।

শ্লোক ১৭

যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যং চ তস্য সন্ ।
বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যে (কারণটি); **তু**—এবং; **যস্য**—যার (উৎপাদন); **আদিঃ**—আদি; **অন্তঃ**—অন্ত; **চ**—এবং; **সঃ**—সেই; **বৈ**—অবশ্যই; **মধ্যম্**—মধ্যে; **চ**—এবং; **তস্য**—সেই উৎপাদনের; **সন্**—হওয়া (প্রকৃত); **বিকারঃ**—বিকার; **ব্যবহার-অর্থঃ**—সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য; **যথা**—যেমন; **তৈজস**—স্বর্ণ থেকে উৎপন্ন (অগ্নি সংযোগে নির্মিত); **পার্থিবাঃ**—পার্থিব বস্তু।

অনুবাদ

আদিতে স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা উপাদান রূপে রয়েছে। স্বর্ণ থেকে আমরা বাজু, কর্ণকুণ্ডলাদি স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ করতে পারি এবং মৃত্তিকা থেকে আমরা মৃৎ পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি তৈরী করতে পারি। আদি উপাদান স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা, তাদের দ্বারা উৎপাদিত বস্তু পূর্বে থেকেই রয়েছে, আবার যখন উৎপাদনগুলি কালক্রমে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আদি উপাদান, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা থেকে যাবে। এইভাবে আদিতে এবং অন্তে যখন উপাদানগুলি বর্তমান থাকে, তার মধ্যেও অর্থাৎ, যে সময়ে তা থেকে বিশেষ কোন উৎপাদন, যাকে আমরা সুবিধামতো বাজু, কর্ণকুণ্ডল, পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি বিশেষ কোন নাম প্রদান করি, সেইরূপে নিশ্চয় থাকবে। অতএব আমরা বুঝতে পারি যে, উৎপাদন সৃষ্টির পূর্বে এবং তার বিনাশের পরেও যদি উপাদান কারণ বর্তমান থাকে, তবে প্রকাশিত পর্যায়েও নিশ্চয় তা উৎপাদনটির প্রকৃত ভিত্তি রূপে উপস্থিত থাকবে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, আদি কারণ নিশ্চয় কার্যের মধ্যে বর্তমান, তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা বিভিন্ন উৎপাদনের কারণ উপাদান হলেও, উৎপাদনগুলির মধ্যে স্বর্ণ এবং মৃত্তিকার অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। উপাদানগুলির মূল স্বভাব ক্ষণস্থায়ী উৎপাদিত বস্তুগুলির মতো না হয়ে, সেই উপাদানগুলির মতোই থাকে, কিন্তু আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী উৎপাদনগুলির বিভিন্ন নাম প্রদান করে থাকি।

শ্লোক ১৮

যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্ ।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

যৎ—যে (রূপ); **উপাদায়**—উপাদান কারণ রূপে গ্রহণ করে; **পূর্বঃ**—পূর্বের কারণ (যেমন মহত্তত্ত্ব); **তু**—এবং; **ভাবঃ**—বস্তু; **বিকুরুতে**—বিকাররূপে উৎপাদন করে; **অপরম্**—দ্বিতীয় বস্তু (যেমন অহংকার উপাদান); **আদিঃ**—প্রারম্ভ; **অন্তঃ**—শেষ; **যদা**—যখন; **যস্য**—যার (উৎপাদনের); **তৎ**—সেই (কারণ); **সত্যম্**—প্রকৃত; **অভিধীয়তে**—বলা হয়।

অনুবাদ

মূল উপাদানে নির্মিত একটি জড় বস্তু, রূপান্তরের মাধ্যমে অন্য একটি জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি সৃষ্ট বস্তু অন্য একটি সৃষ্ট বস্তুর কারণ এবং ভিত্তি হয়ে থাকে। আদি-অন্ত সমন্বিত অন্য একটি বস্তুর মূল স্বভাবযুক্ত কোনও বিশেষ বস্তুকে বাস্তব বলা যায়।

তাৎপর্য

মৃৎ পাত্রের সরল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন কর্দমপিণ্ড দ্বারা মৃৎ-পাত্র তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রে কর্দমপিণ্ডের আদি উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা, এবং বাস্তবে কর্দমপিণ্ডটিই হচ্ছে পাত্রটির মূল কারণ। পাত্রটি ধ্বংস হলে তা পুনরায় কর্দম নাম গ্রহণ করবে, আর অবশেষে তার আদি কারণ মৃত্তিকার সঙ্গে মিশে যাবে। মৃৎপাত্রের জন্য কর্দম হচ্ছে আদি এবং অন্তিম পর্যায়; এইভাবে পাত্রটিকে বলা হয় বাস্তব, কেননা তার মধ্যে কর্দমের আদি বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে, যেগুলি তার পাত্র হিসাবে কার্য করার পূর্বে ছিল এবং পরেও থাকবে। তেমনই, কর্দমের পূর্বে এবং পরে মৃত্তিকার অস্তিত্ব থাকে, তাই কর্দমকে বাস্তব বলা যেতে পারে, কেননা তার মধ্যে মৃত্তিকার মূল বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা কর্দমের অস্তিত্বের পূর্বে এবং পরেও বর্তমান থাকে। ঠিক তেমনই, মহত্তত্ত্ব থেকে মৃত্তিকাদি উপাদান সৃষ্টি হয়, আর মহত্তত্ত্ব সেই উপাদান মৃত্তিকার পূর্বে এবং পরে বর্তমান থাকে। তাই উপাদানগুলিকে বাস্তব বলা যায় কেননা সে সবের মধ্যে মহত্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। সর্বোপরি সর্বকারণের কারণ, যিনি সমস্ত কিছু বিনাশের পরেও বর্তমান থাকেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানই মহৎ তত্ত্বের স্রষ্টা। পরম সত্য, পরম প্রভু স্বয়ং একের পর এক সমস্ত কিছুর অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য প্রদান করছেন।

শ্লোক ১৯

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎত্রিতয়ং ত্বহম্ ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতিঃ—জড়া প্রকৃতি; **যস্য**—যার (ব্রহ্মাণ্ডের উৎপন্ন প্রকাশ); **উপাদানম্**—উপাদান কারণ; **আধারঃ**—ভিত্তি; **পুরুষঃ**—পুরুষোত্তম ভগবান; **পরঃ**—পরম; **সতঃ**—বাস্তবের (প্রকৃতি); **অভিব্যঞ্জকঃ**—উত্তেজক শক্তি; **কালঃ**—কাল; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **তৎ**—এই; **ত্রিতয়ম্**—তিনটি তিনটি করে; **তু**—কিন্তু; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

আদি উপাদান এবং অন্তিম পর্যায়ের স্বভাব বিশিষ্ট জড় ব্রহ্মাণ্ডকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে। কালশক্তির দ্বারা প্রকাশিত প্রকৃতির বিশ্রাম স্থল হচ্ছেন ভগবান মহাবিষ্ণু। এইভাবে প্রকৃতি, সর্বশক্তিমান বিষ্ণু এবং কাল, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমা হতে অভিন্ন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের অংশ প্রকাশ শ্রীমহাবিষ্ণুর শক্তি, এবং ভগবানের কার্যকলাপের প্রতিনিধিত্ব করে কাল। ভগবান তাঁর শক্তি এবং অংশ প্রকাশের মাধ্যমে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি, পালন এবং প্রলয় সাধন করে থাকেন। এইভাবে কাল এবং প্রকৃতি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবক। অন্যভাবে বলা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য, কেননা স্বয়ং তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব বর্তমান।

শ্লোক ২০

সর্গঃ প্রবর্ততে তাবৎ পৌর্বাপর্যেণ নিত্যশঃ ।
মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্ ॥ ২০ ॥

সর্গঃ—সৃষ্টি; **প্রবর্ততে**—বর্তমান থাকে; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **পূর্ব-অপর্যেণ**—পিতা-মাতা এবং সন্তানাদিরূপে; **নিত্যশঃ**—একাদিক্রমে; **মহান্**—সমৃদ্ধিপূর্ণ; **গুণবিসর্গ**—জড়গুণের বৈচিত্র্যময় প্রকাশের; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্যে; **স্থিতি-অন্তঃ**—তার পালনের শেষ অবধি; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত, **ঈক্ষণম্**—পরম পুরুষ ভগবানের দৃষ্টি নিক্ষেপ।

অনুবাদ

পরম পুরুষ ভগবান যতক্ষণ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করে চলেন, ততক্ষণই ক্ষুদ্র এবং বৈচিত্র্যময় জাগতিক সৃষ্টি প্রবাহ একাদিক্রমে প্রকাশ করার মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

তাৎপর্য

কালের দ্বারা তাড়িত হয়ে, মহত্তত্ত্বই জগতের উপাদান কারণ হলেও, এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সমস্ত কিছুর অস্তিত্বের অন্তিম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। পরমেশ্বরের ঈক্ষণ ছাড়া কাল এবং প্রকৃতি হচ্ছে

শক্তিহীন। জীবেরা ৮৪,০০০০০ বিভিন্ন প্রজাতির মাধ্যমে বিশেষ কোন পিতামাতার সন্তানাদিরূপে এবং বিশেষ কোন সন্তানাদির পিতামাতারূপে জীবন উপভোগ করতে চেষ্টা করছে। তাই বদ্ধজীবেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ভগবান অসীম জড় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ২১

বিরাণ্ময়াসাদ্যমানো লোককল্পবিকল্পকঃ ।
পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ ॥ ২১ ॥

বিরাট—বিরাটরূপ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আসাদ্যমানঃ**—ব্যাপ্ত হয়ে; **লোক**—লোকসমূহের; **কল্প**—পুনঃপুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের; **বিকল্পকঃ**—বৈচিত্র্যপ্রকাশক; **পঞ্চত্বায়**—পঞ্চ উপাদান সৃষ্টির প্রাথমিক প্রকাশ; **বিশেষায়**—বৈচিত্র্যে; **কল্পতে**—প্রদর্শনক্ষম; **ভুবনৈঃ**—বিভিন্ন ভুবনের দ্বারা; **সহ**—সমন্বিত হয়ে।

অনুবাদ

বিভিন্ন লোক সমূহের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করার মাধ্যমে, অসীম বৈচিত্র্য প্রদর্শনকারী, বিরাটরূপের আধার হচ্ছি আমি। মূলতঃ সুপ্ত পর্যায়ে সমস্ত লোক সমন্বিত আমার বিরাটরূপ, পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে সামঞ্জস্য বিধান করে সৃষ্ট জগতের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, *ময়া* শব্দটি নিত্য কালরূপী ভগবানকে সূচিত করে।

শ্লোক ২২-২৭

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে ।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে ॥ ২২ ॥
অপ্‌সু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ স্বগুণে রসে ।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তে ॥ ২৩ ॥
রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে ।
অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু ॥ ২৪ ॥
যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে ।
শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥

স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ ।
তেঽব্যক্তে সম্প্রলীয়ন্তে তৎকালে লীয়তেঽব্যয়ে ॥ ২৬ ॥
কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে ।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥

অন্নে—অন্নে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **মর্ত্যম্**—মরণশীল দেহ; **অন্নম্**—খাদ্য; **ধানাসু**—শস্যের মধ্যে; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **ধানাঃ**—শস্য; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **প্রলীয়ন্তে**—বিলীন হয়; **ভূমিঃ**—ভূমি; **গন্ধে**—গন্ধের মধ্যে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **অপ্সু**—জলে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **আপঃ**—জল; **চ**—এবং; **স্ব-গুণে**—নিজের গুণের মধ্যে; **রসে**—স্বাদ; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **জ্যোতিষি**—আগুনের মধ্যে; **রসঃ**—রস; **জ্যোতিঃ**—আগুন; **রূপে**—রূপে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **রূপম্**—রূপ; **বায়ু**—বায়ুতে; **সঃ**—এটি; **চ**—এবং; **স্পর্শে**—স্পর্শে, **লীয়তে**—বিলীন হয়; **সঃ**—এটি; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অম্বরে**—আকাশে; **অম্বরম্**—আকাশ; **শব্দ**—শব্দে; **তৎ-মাত্রে**—তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **সঃ যোনিষু**—তাদের উৎস, দেবগণ; **যোনিঃ**—দেবগণ; **বৈকারিকে**—সাত্ত্বিক অহংকারে; **সৌম্য**—প্রিয় উদ্ধব; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **মনসি**—মনে; **ঈশ্বরে**—নিয়ামক; **শব্দঃ**—শব্দ; **ভূত আদিম্**—আদি অহংকারে; **অপ্যেতি**—বিলীন হয়; **ভূত আদিঃ**—অহংকার; **মহতি**—সমগ্র জড়া প্রকৃতিতে; **প্রভুঃ**—তেজস্বী; **সঃ**—সেই; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **মহান্**—সমগ্র জড়া প্রকৃতি; **স্বেষু**—নিজের মধ্যে; **গুণেষু**—ত্রিগুণ; **গুণবৎতমঃ**—গুণসমূহের অন্তিম ধাম; **তে**—তারা; **অব্যক্তে**—প্রকৃতির অব্যক্ত রূপে; **সম্প্রলীয়ন্তে**—সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়; **তৎ**—সেই; **কালে**—কালে; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **অব্যয়ে**—অচ্যুতে; **কালঃ**—কাল; **মায়া-ময়ে**—দিব্য জ্ঞানময়; **জীবে**—পরমেশ্বরে, যিনি সমস্ত জীবকে কার্যকরী করেন; **জীবঃ**—সেই প্রভু; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **ময়ি**—আমাতে; **অজে**—অজ; **আত্মা**—আদি আত্মা; **কেবল**—কেবল; **আত্মস্থঃ**—আত্মস্থ; **বিকল্প**—সৃষ্টির দ্বারা; **অপায়**—এবং লয়; **লক্ষণঃ**—লক্ষণ সমন্বিত।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময় জীবের মর্তদেহ অন্নে বিলীন হয়। অন্ন শস্যে বিলীন হয়, এবং শস্য ভূমিতে বিলীন হয়। ভূমি সূক্ষ্ম অনুভূতি গন্ধে বিলীন হয়। সুগন্ধ জলে বিলীন হয়, এবং জল আবার তার নিজ গুণ, রসে বিলীন হয়। রস বিলীন হয় অগ্নিতে, তা আবার রূপে বিলীন হয়। রূপ বিলীন হয় স্পর্শে, এবং স্পর্শ বিলীন

হয় আকাশে। আকাশ শেষে বিলীন হয় শব্দানুভূতিতে। হে মহানুভব উদ্ধব, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ তাদের নিজ নিজ উৎস অধিদেবগণের সঙ্গে, আর তারা নিয়ামক মনের সঙ্গে বিলীন হয়, তা আবার সাত্ত্বিক অহংকারে বিলীন হয়। শব্দ তামসিক অহংকারে এবং প্রথম ভৌতিক উপাদান সর্বশক্তিমান অহংকার সমগ্র প্রকৃতিতে বিলীন হয়। ত্রিগুণের প্রাথমিক আধার, সমগ্র জড়া প্রকৃতি গুণের মধ্যে বিলীন হয়। প্রকৃতির এই গুণগুলি তারপর প্রকৃতির অপ্রকাশিত রূপে বিলীন হয় এবং সেই অপ্রকাশিত রূপ কালের সঙ্গে বিলীন হয়। কাল বিলীন হয় পরমেশ্বরের সঙ্গে, যিনি সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ, সমস্ত জীবের আদি কার্যকারক রূপে বর্তমান। সমস্ত জীবনের আদি—অজ, পরমাত্মা, একাই আত্মস্থ হয়ে অবস্থিত আমাতে বিলীন হয়। তাঁর থেকেই সমস্ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতের প্রলয় হয় সৃষ্টির উল্টো পদ্ধতিতে এবং অবশেষে সব কিছুই পূর্ণরূপে তাঁর পরম পদে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বিলীন হয়।

শ্লোক ২৮

এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ ।
মনসো হৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **অন্বীক্ষমাণস্য**—যত্নসহকারে পরীক্ষমান; **কথম্**—কিভাবে; **বৈকল্পিকঃ**—দ্বন্দ্ব ভিত্তিক; **ভ্রমঃ**—মায়া; **মনসঃ**—তার মনের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **তিষ্ঠেত**—থাকতে পারেন; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ইব**—ঠিক যেমন; **অর্ক**—সূর্যের; **উদয়ে**—উদয় হলে; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

সূর্যোদয় যেমন আকাশের অন্ধকার দূর করে, তেমনই, দৃশ্যমান জগতের প্রলয়াত্মক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ঐকান্তিক ভক্তের মনের মায়াময় দ্বন্দ্ব বিদূরীত করে। তাঁর হৃদয়ে কখনও মায়া প্রবেশ করলেও, তা সেখানে থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

উজ্জ্বল সূর্য যেমন আকাশের সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধবকে প্রদত্ত জ্ঞানের স্পষ্ট উপলব্ধি, জড় মনঃকল্পিত সমস্ত অজ্ঞতা বিদূরীত করে। তিনি তখন আর তাঁর জড় দেহকে আত্মা হিসাবে গ্রহণ করবেন না। এইরূপ মায়া সাময়িকভাবে তাঁর চেতনায় প্রকাশিত হলেও, তা তাঁর পারমার্থিক জ্ঞানের পুনর্জাগরণের প্রভাবে বিতাড়িত হবে।

শ্লোক ২৯

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া ॥ ২৯ ॥

এষঃ—এই; **সাংখ্য-বিধিঃ**—সাংখ্যপদ্ধতি (বিশ্লেষণাত্মক দর্শন); **প্রোক্তঃ**—উক্ত; **সংশয়**—সন্দেহের; **গ্রন্থি**—বন্ধন; **ভেদনঃ**—ভঙ্গকারী; **প্রতিলোমানুলোমাভ্যাম্**—প্রত্যক্ষ এবং বিপরীত, উভয়ভাবে; **পর**—চিজ্জগতের অবস্থিতি; **অবর**—এবং জড় জগতের নিকৃষ্ট অবস্থিতি; **দৃশা**—যথার্থ দ্রষ্টার দ্বারা; **ময়া**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে জড় এবং চিন্ময় সমস্ত কিছুর আদর্শ দ্রষ্টা, আমার দ্বারা সাংখ্য জ্ঞান বর্ণিত হল, সেই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা সন্দেহের গ্রন্থি ছিন্ন হয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যথার্থ সিদ্ধির পদ্ধতি নিয়ে অসংখ্য মিথ্যা যুক্তির উৎপাদন করে জড় মন জীবনের বহুবিধ ধারণা গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি স্পষ্ট বুদ্ধিতে সমস্ত কিছু দর্শন করতে পারেন। ভগবান কীভাবে সৃষ্টি এবং প্রলয় সাধন করেন, যিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি নিজেকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবায় নিয়োজিত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'সাংখ্য দর্শন' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

করতে পারি। সেই সময় আমরা জড় গুণাবলী থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ (মন, বুদ্ধি এবং অহংকার) ত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারি। সূক্ষ্ম আবরণ বিনাশ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর কৃপায় আমরা পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হই।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

গুণানামসংমিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ ।
তন্মে পুরুষবর্যেদমুপধারয় শংসতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **গুণানাম্**—প্রকৃতির গুণাবলীর; **অসংমিশ্রাণাম্**—তাদের অসংমিশ্র অবস্থায়; **পুমান্**—মানুষ; **যেন**—যে গুণের দ্বারা; **যথা**—কিভাবে; **ভবেৎ**—সে হয়; **তৎ**—তা; **মে**—আমার দ্বারা; **পুরুষবর্য**—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ; **ইদম্**—এই; **উপধারয়**—বুঝতে চেষ্টা কর; **শংসতঃ**—আমি যেভাবে বলছি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এক একটি জড় গুণের সংশ্রবের দ্বারা জীব কীভাবে বিশেষ কোন স্বভাব লাভ করে, তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব, অনুগ্রহ করে তা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

অসংমিশ্র বলতে বোঝায়, যা কোন কিছুর সঙ্গেই মিশ্রিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বর্ণনা করছেন কীভাবে জড়া-প্রকৃতির গুণাবলী (সত্ত্ব, রজ এবং তম) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য করে বদ্ধ জীবের বিশেষ বিশেষ ধরনের অবস্থার প্রকাশ ঘটায়। সর্বোপরি জীব সত্ত্বা হচ্ছে জড়গুণাতীত, কেননা সে হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কিন্তু বদ্ধ জীবনে সে জড় গুণাবলীই প্রকাশ করে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে সে সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২-৫

শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ ॥ ২ ॥
কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্ ।
মদোৎসাহো যশঃপ্রীতির্হাস্যং বীর্যং বলোদ্যমঃ ॥ ৩ ॥

ক্রোধো লোভোঽনৃতং হিংসা যাজ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃকলিঃ ।
শোকমোহৌ বিষাদার্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ ॥ ৪ ॥
সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্বশঃ ।
বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু ॥ ৫ ॥

শমঃ—মনঃসংযম; **দমঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম; **তিতিক্ষা**—সহিষ্ণুতা; **ঈক্ষা**—পার্থক্য নিরূপণ; **তপঃ**—কঠোরভাবে নিজ কর্তব্য পালন; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **দয়া**—দয়া; **স্মৃতিঃ**—অতীত এবং ভবিষ্যৎ দর্শন; **তুষ্টিঃ**—সন্তুষ্টি; **ত্যাগঃ**—উদারতা; **অস্পৃহা**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে অনাসক্তি; **শ্রদ্ধা**—(গুরু এবং অন্যান্য সৎ ব্যক্তিদের প্রতি) শ্রদ্ধা; **হ্রীঃ**—(ভুল কাজের জন্য) লজ্জা; **দয়া-আদিঃ**—দান, সরলতা, বিনয় ইত্যাদি; **স্ব নির্বৃতিঃ**—আত্মানন্দ লাভ করা; **কামঃ**—জড় বাসনা; **ঈহা**—প্রচেষ্টা; **মদঃ**—স্পর্ধা; **তৃষ্ণা**—লাভ হওয়া সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি; **স্তম্ভঃ**—মিথ্যা গর্ব; **আশীঃ**—জাগতিক লাভের বাসনায় দেবগণের নিকট প্রার্থনা; **ভিদা**—ভিন্নতার মনোভাব; **সুখম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **মদ-উৎসাহঃ**—নেশার দ্বারা অর্জিত সাহস; **যশঃপ্রীতিঃ**—প্রশংসাপ্রিয়; **হাস্যম্**—উপহাস করা; **বীর্যম্**—নিজশক্তির প্রচার; **বল-উদ্যমঃ**—নিজশক্তি অনুসারে আচরণ করা; **ক্রোধঃ**—অসহ্য ক্রোধ; **লোভঃ**—কৃপণতা; **অনৃতম্**—মিথ্যা ভাষণ (শাস্ত্রে যা নেই তাকেই প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করা); **হিংসা**—শত্রুতা; **যাজ্ঞা**—ভিক্ষা করা; **দম্ভঃ**—দাম্ভিকতা; **ক্লমঃ**—ক্লান্তি; **কলিঃ**—কলহ; **শোক-মোহৌ**—অনুশোচনা এবং মোহ; **বিষাদ-আর্তী**—দুঃখ এবং মিথ্যা বিনয়; **নিদ্রা**—মন্দ; **আশা**—মিথ্যা আশা; **ভীঃ**—ভয়; **অনুদ্যমঃ**—প্রচেষ্টার অভাব; **সত্ত্বস্য**—সত্ত্বগুণে; **রজসঃ**—রজোগুণে; **চ**—এবং; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **তমসঃ**—তমোগুণের; **চ**—এবং; **অনু-পূর্বশঃ**—একের পর এক; **বৃত্তয়ঃ**—কার্যকলাপ; **বর্ণিত**—বর্ণিত; **প্রায়াঃ**—প্রায়ই; **সন্নিপাতম্**—সমন্বয়; **অথঃ**—এখন; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

মনঃসংযম, সহিষ্ণুতা, পার্থক্য নিরূপণ, নিজ কর্তব্য-নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, দয়া, অতীত এবং ভবিষ্যতের সতর্ক অনুশীলন, যে কোন অবস্থায় সন্তুষ্টি, উদারতা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন, গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস, খারাপ কাজের জন্য লজ্জিত বোধ করা, দান, সরলতা, বিনয় এবং আত্মতুষ্টি এই সমস্ত হচ্ছে সত্ত্বগুণের লক্ষণ। জড়বাসনা, অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, স্পর্ধা, লাভ করা সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি, মিথ্যা গর্ব, জাগতিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা, নিজেকে অন্যদের থেকে ভিন্ন এবং উৎকৃষ্টতর বলে মনে করা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যুদ্ধের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ, আত্ম প্রসংশো শুনতে ভালো লাগা, অন্যদের প্রতি উপহাস করার প্রবণতা, নিজের ক্ষমতার প্রচার করা এবং নিজশক্তি সম্পাদিত

কর্মের গুণগান করা—এই সমস্ত হচ্ছে রজোগুণের লক্ষণ। অসহ্য ক্রোধ, কৃপণতা, শাস্ত্রবহির্ভূত কথা বলা, হিংসা বিদ্বেষ, পরগাছার মতো জীবন ধারণ, খামখেয়ালী, ক্লান্তি, কলহ, অনুশোচনা, মোহ, অসন্তুষ্টি, হতাশা, অতিরিক্ত নিদ্রা, মিথ্যা আশা, ভয় এবং আলস্য—এই সমস্ত হচ্ছে তমোগুণের প্রধান প্রধান লক্ষণ। এবার ত্রিগুণের মিশ্রণ সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

শ্লোক ৬

সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ ।
ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ ॥ ৬ ॥

সন্নিপাতঃ—গুণাবলীর সমন্বয়; **তু**—এবং; **অহম্ ইতি**—"আমি"; **মম ইতি**—"আমার"; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **যা**—যেটি; **মতিঃ**—মনোভাব; **ব্যবহারঃ**—সাধারণ ক্রিয়াকলাপ; **সন্নিপাতঃ**—সমন্বয়; **মনঃ**—মনের দ্বারা; **মাত্রা**—তন্মাত্র; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সকল; **অসুভিঃ**—এবং প্রাণবায়ু।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, "আমি" এবং "আমার" এই মনোভাবের মধ্যে ত্রিগুণের সমন্বয় বর্তমান। এই জগতের সাধারণ আদান প্রদান, যা মন, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সকল এবং ভৌতিক দেহের প্রাণ বায়ুর দ্বারা সাধিত হয়, এই সবই গুণাবলীর সমন্বয় ভিত্তিক।

তাৎপর্য

"আমি" এবং "আমার" এই মায়াময় ধারণার সৃষ্টি হয় প্রকৃতির ত্রিগুণের সমন্বয়ে। সাত্ত্বিক ব্যক্তি অনুভব করতে পারেন "আমি শান্ত"। রজোগুণী লোক ভাবতে পারেন "আমি কামুক"। আর তমোগুণী লোক ভাবতে পারেন "আমি ক্রুদ্ধ"। তেমনই কেউ ভাবতে পারেন "আমার শান্তি" "আমার কাম-বাসনা" "আমার ক্রোধ"। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে শান্ত মনোভাবের, তিনি এই জগতে কাজ করতেই পারবেন না, কোন কাজেই উৎসাহ পাবেন না। তেমনই যে ব্যক্তি কামবাসনায় মগ্ন, তিনি অন্তত কিছু শান্তি অথবা আত্মসংযম ব্যতিরেকে অন্ধের মতো বোধ করবেন। অন্যান্য গুণের মিশ্রণ ব্যতিরেকে ক্রোধী ব্যক্তি কোন কর্ম সম্পাদন করতে পারেন না। এইভাবে আমরা দেখি যে, জড়া প্রকৃতির গুণাবলী শুদ্ধ, অবিমিশ্রভাবে কাজ করে না বরং সেগুলি অন্যান্য গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে এ জগতের সাধারণ কার্যকলাপ সম্ভব হয়। অবশেষে আমাদের ভাবা উচিত "আমি হচ্ছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস" এবং "আমার একমাত্র সম্পদ হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা"। এই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণাতীত শুদ্ধস্তরের চেতনা।

শ্লোক ৭

ধর্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ ।
গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ ॥ ৭ ॥

ধর্মে—ধর্মে; **চ**—এবং; **অর্থে**—আর্থিক উন্নয়নে; **চ**—এবং; **কামে**—ইন্দ্রিয়তর্পণে; **চ**—এবং; **যদা**—যখন; **অসৌ**—এই জীব; **পরিনিষ্ঠিতঃ**—নিষ্ঠা পরায়ণ হয়; **গুণানাম্**—প্রকৃতির গুণাবলীর; **সন্নিকর্ষঃ**—সংমিশ্রণ; **অয়ম্**—এই; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **রতি**—ইন্দ্রিয় সম্ভোগ; **ধন**—এবং ধন; **আবহঃ**—প্রত্যেকে যা আনায়ন করে।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে ধর্মকর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োজিত করে এবং তার ফলে যে বিশ্বাস, সম্পদ এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ লাভ হয়, তা জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের সংমিশ্রণের ফল প্রদর্শন করে।

তাৎপর্য

ধর্ম কর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রকৃতির গুণের মধ্যে অবস্থিত, এবং যে বিশ্বাস, সম্পদ এবং সম্ভোগ লাভ হয় তা স্পষ্টভাবে সূচিত করে, সেই ব্যক্তির সেই বিশেষ অবস্থান হচ্ছে প্রকৃতির গুণের প্রকাশ।

শ্লোক ৮

প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে ।
স্বধর্মে চানু তিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা ॥ ৮ ॥

প্রবৃত্তি—জাগতিক ভোগের পন্থা; **লক্ষণে**—লক্ষণে; **নিষ্ঠা**—নিষ্ঠা; **পুমান্**—মানুষের; **যর্হি**—যখন; **গৃহ-আশ্রমে**—গৃহস্থ-জীবনে; **স্ব-ধর্মে**—অনুমোদিত কর্তব্যে; **চ**—এবং; **অনু**—পরে; **তিষ্ঠেত**—অবস্থান করে; **গুণানাম্**—প্রকৃতির গুণের; **সমিতিঃ**—সমন্বয়; **হি**—অবশ্যই; **সা**—এই।

অনুবাদ

যখন কেউ পারিবারিক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা করে, আর সেইজন্যেই ধর্মীয় এবং পেশাগত কর্তব্যে অধিষ্ঠিত হয়, তখন প্রকৃতির গুণাবলীর সমন্বয় প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, স্বর্গে উপনীত হওয়ার জন্য পালিত ধমকর্ম হচ্ছে রাজসিক, সাধারণ পরিবার-জীবন উপভোগের জন্য পালিত ধর্ম হচ্ছে তামসিক,

এবং নিঃস্বার্থভাবে বর্ণাশ্রম অনুসারে পেশাগত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কৃত ধর্মাচরণ হচ্ছে সাত্ত্বিক। ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন, কীভাবে প্রকৃতির গুণের মধ্যে জাগতিক ধর্ম অভিব্যক্ত হয়।

শ্লোক ৯

পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ ।
কামাদিভী রজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্ ॥ ৯ ॥

পুরুষম্—মানুষ; **সত্ত্ব-সংযুক্তম্**—সত্ত্বগুণ সমন্বিত; **অনুমীয়াৎ**—অনুমান করা যাবে; **শম-আদিভিঃ**—তার ইন্দ্রিয় সংযমাদি গুণের দ্বারা; **কাম-আদিভিঃ**—কামাদির দ্বারা; **রজঃযুক্তম্**—রজোগুণী ব্যক্তি; **ক্রোধ-আদ্যৈঃ**—ক্রোধাদি দ্বারা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **যুতম্**—সমন্বিত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আত্মসংযমাদি গুণাবলী প্রদর্শন করেন তাঁকে সত্ত্বগুণপ্রধান বলে বুঝতে হবে। তেমনই, রাজসিক লোককে চেনা যায় তার কাম বাসনার দ্বারা, এবং ক্রোধাদি গুণাবলীর দ্বারা তমোগুণে আচ্ছন্ন মানুষকে বোঝা যায়।

শ্লোক ১০

যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্মভিঃ ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; **ভজতি**—ভজনা করে; **মাম্**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **নিরপেক্ষঃ**—ফলের প্রতি উদাসীন; **স্ব-কর্মভিঃ**—তার নিজের অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা; **তম্**—তাকে; **সত্ত্ব-প্রকৃতিম্**—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি; **বিদ্যাৎ**—বোঝা উচিত; **পুরুষম্**—পুরুষ মানুষ; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোক; **এব**—এমনকি; **বা**—বা।

অনুবাদ

যে কোন ব্যক্তি সে স্ত্রী হোক আর পুরুষ হোক, যে জড় আসক্তিরহিত হয়ে তার অনুমোদিত কর্তব্য আমার প্রতি নিবেদন করে প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে তাকে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ১১

যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্মভিঃ ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ হিংসামাশাস্য তামসম্ ॥ ১১ ॥

যদা—যখন; আশিষঃ—আশীর্বাদ; আশাস্য—আশা করে; মাম্—আমাকে; ভজেত—ভজনা করে; স্ব-কর্মভিঃ—তার কর্তব্যের দ্বারা; তম্—সেই; রজঃ-প্রকৃতিম্—রজোগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি; বিদ্যাৎ—বুঝতে হবে; হিংসাম—হিংস্রতা; আশাস্য—আশা করে; তামসম্—তমোগুণী ব্যক্তি।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি তার অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা জাগতিক লাভের আশায় আমার ভজনা করে তাকে রাজসিক স্বভাবের বলে বুঝতে হবে, আর যে অন্যদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করার বাসনা নিয়ে আমার ভজনা করে সে হচ্ছে তমোগুণী।

শ্লোক ১২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে ।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; রজঃ—রজোগুণ; তমঃ—তমোগুণ; ইতি—এইভাবে; গুণাঃ—গুণসমূহ; জীবস্য—জীবাত্মার; ন—না; এব—বস্তুত; মে—আমার প্রতি; চিত্ত-জাঃ—মনের মধ্যে প্রকাশিত; যৈঃ—যে গুণের দ্বারা; তু—এবং; ভূতানাম্—জড় সৃষ্টির প্রতি; সজ্জমানঃ—আসক্ত হয়ে; নিবধ্যতে—আবদ্ধ হয়।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই ত্রিগুণ জীবসত্ত্বাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু আমাকে নয়। মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে সেগুলি জীবাত্মাকে জড়দেহ এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্ত হতে প্রলোভিত করে। এইভাবে জীবাত্মা আবদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

জীবসত্ত্বা হচ্ছে ভগবানের মায়াময় জড়াশক্তির দ্বারা বিহ্বল হওয়ার প্রবণতা সম্পন্ন তটস্থাশক্তি। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মায়াধীশ। মায়া কখনই ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের অর্থাৎ তাঁর নিত্য সেবকগণের চিরন্তন উপাস্য।

জড়া শক্তির মধ্যে প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। যখন বদ্ধ জীব কোন একটি জড় মনোভাব অবলম্বন করে, সেই মনোভাব অনুসারেই তখন তার উপর গুণগুলি তাদের প্রভাব আরোপ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে তাঁর মনকে পবিত্র করেন, প্রকৃতির গুণগুলি তাঁর উপর আর কার্যকরী হয় না, কেননা চিন্ময়স্তরে তাদের কোন প্রভাব থাকে না।

শ্লোক ১৩

যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্ ।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্ ॥ ১৩ ॥

যদা—যখন; **ইতরৌ**—আর দুটি; **জয়েৎ**—জয় করে, **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **ভাস্বরম্**—দীপ্তিমান; **বিশদম্**—শুদ্ধ; **শিবম্**—মঙ্গলময়; **তদা**—তখন; **সুখেন**—সুখের সঙ্গে; **যুজ্যেত**—সমন্বিত হয়; **ধর্ম**—ধর্ম পরায়ণতার দ্বারা; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য সদ্ গুণাবলী; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

যখন প্রকাশক, শুদ্ধ এবং মঙ্গলময় সত্ত্বগুণ, রজ এবং তমোগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সুখ, ন্যায়নীতি, জ্ঞান এবং অন্যান্য সদ্ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণে মানুষ তার মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

যদা জয়েৎ তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্ ।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্মণা যশসা শ্রিয়া ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন; **জয়েৎ**—জয় করে; **তমঃ**—তমোগুণ; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **সঙ্গম্**—আসক্তির (কারণ); **ভিদা**—প্রভেদ; **চলম্**—এবং পরিবর্তন; **তদা**—তখন; **দুঃখেন**—দুঃখের দ্বারা; **যুজ্যেত**—ভূষিত হয়; **কর্মণা**—জড় কর্মের দ্বারা; **যশসা**—যশের আশায়; **শ্রিয়া**—এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা।

অনুবাদ

যখন আসক্তি, বিভেদ এবং কার্য সৃষ্টিকারী রজোগুণ, তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সম্মান এবং সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করে। এইভাবে রজোগুণের প্রভাবে সে উদ্বেগযুক্ত সংগ্রাম করে চলে।

শ্লোক ১৫

যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্ ।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া ॥ ১৫ ॥

যদা—যখন; **জয়েৎ**—জয় করে; **রজঃ সত্ত্বম্**—রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **মূঢ়ম্**—বিচারবোধ শূন্য; **লয়ম্**—চেতনাকে আবৃত করে; **জড়ম্**—প্রচেষ্টাশূন্য; **যুজ্যেত**—সমন্বিত হয়; **শোক**—অনুশোচনার দ্বারা; **মোহাভ্যাম্**—এবং বিভ্রান্তি; **নিদ্রয়া**—অতিরিক্ত নিদ্রার দ্বারা; **হিংসয়া**—হিংস্র গুণাবলীর দ্বারা; **আশয়া**—এবং মিথ্যা আশা।

অনুবাদ

যখন তমোগুণ, রজ এবং সত্ত্বগুণকে পরাস্ত করে, তখন তা মানুষের চেতনাকে আবৃত করে তাকে নিরেট ও মূর্খে পরিণত করে। মায়া এবং অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে তখন সে তমোগুণে অতিরিক্ত নিদ্রা যায়, মিথ্যা আশা করে চলে, এবং অন্যদের প্রতি হিংস্রতা প্রদর্শন করে।

শ্লোক ১৬

যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাং চ নির্বৃতিঃ ।
দেহেঽভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্ ॥ ১৬ ॥

যদা—যখন; **চিত্তম্**—চেতনা; **প্রসীদেত**—স্পষ্ট হয়; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **চ**—এবং; **নির্বৃতিঃ**—জড় কর্মের নির্বৃতি; **দেহে**—দেহে; **অভয়ম্**—নির্ভয়তা; **মনঃ**—মনের; **অসঙ্গম্**—অনাসক্তি; **তৎ**—সেই; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **বিদ্ধি**—জানবে; **মৎ**—আমার উপলব্ধি; **পদম্**—যে পর্যায়ে এরূপ লাভ হয়।

অনুবাদ

চেতনা যখন স্বচ্ছ এবং ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তিনি জড়দেহে ভয়শূন্যতা এবং মনে অনাসক্তি অনুভব করেন। এই অবস্থাকে তুমি সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বলে জানবে, যার মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ হয়।

শ্লোক ১৭

বিকুর্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিশ্চ চেতসাম্ ।
গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময় ॥ ১৭ ॥

বিকুর্বন্—বিকৃতি হয়ে; **ক্রিয়য়া**—কার্যের দ্বারা; **চ**—এবং; **আ**—পর্যন্তও; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **অনিবৃত্তিঃ**—বন্ধ করতে অক্ষমতা; **চ**—এবং; **চেতসাম্**—বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহের চেতনাযুক্ত অংশে; **গাত্র**—কর্মেন্দ্রিয়ের; **অস্বাস্থ্যম্**—অসুস্থ অবস্থায়; **মনঃ**—মন; **ভ্রান্তম্**—বিভ্রান্ত; **রজঃ**—রজোগুণ; **এতৈঃ**—এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা; **নিশাময়**—তোমার বোঝা উচিত।

অনুবাদ

অতিরিক্ত কার্যের ফলে বুদ্ধির বিকৃতি, জড় বস্তু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অক্ষমতা, দৈহিক কর্মেন্দ্রিয়গুলির অসুস্থ অবস্থা, এবং অস্থির মনের বিভ্রান্তি—এই সকল লক্ষণকে তুমি রজোগুণ বলে জানবে।

শ্লোক ১৮

সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্রহণেঽক্ষমম্ ।
মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয় ॥ ১৮ ॥

সীদৎ—ব্যর্থ হয়ে; **চিত্তম্**—চেতনার উন্নততর ক্ষমতা; **বিলীয়েত**—বিলীন হয়; **চেতসঃ**—চেতনা; **গ্রহণে**—নিয়ন্ত্রণে; **অক্ষমম্**—অক্ষম; **মনঃ**—মন; **নষ্টম্**—নষ্ট; **তমঃ**—অজ্ঞতা; **গ্লানিঃ**—গ্লানি; **তমঃ**—তমোগুণ; **তৎ**—সেই; **উপধারয়**—তোমার বোঝা উচিত।

অনুবাদ

যখন কারও উচ্চতর চেতনা ব্যর্থ হয়ে বিলুপ্ত হয় এবং অবশেষে মনোনিবেশ করতে অক্ষম হয়, তখন তার মন বিধ্বস্ত হয়ে অজ্ঞতা এবং হতাশা প্রকাশ করে। এই অবস্থাকে তুমি তমোগুণের প্রাধান্য বলে জানবে।

শ্লোক ১৯

এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে ।
অসুরাণাং চ রজসি তমস্যুদ্ধব রক্ষসাম্ ॥ ১৯ ॥

এধমানে—বর্ধিত হলে; **গুণে**—গুণে; **সত্ত্বে**—সত্ত্বগুণের; **দেবানাম্**—দেবগণের; **বলম্**—শক্তি; **এধতে**—বর্ধিত হয়; **অসুরাণাম্**—দেবগণের শত্রুদের; **চ**—এবং; **রজসি**—যখন রজোগুণ বর্ধিত হয়; **তমসি**—যখন তমোগুণ বর্ধিত হয়; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **রক্ষসাম্**—মানুষ ভক্ষণকারী রাক্ষসদের।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের বল বৃদ্ধি হয়। যখন রজোগুণ বর্ধিত হয় তখন অসুরদের শক্তি বর্ধিত হয়। আর তমোগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাপিষ্ঠ লোকেদের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

শ্লোক ২০

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্ রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥ ২০ ॥

সত্ত্বাৎ—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **জাগরণম্**—জাগ্রত চেতনা; **বিদ্যাৎ**—বোঝা উচিত; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **স্বপ্নম্**—নিদ্রা; **আদিশেৎ**—সূচিত হয়; **প্রস্বাপম্**—গভীর নিদ্রা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **জন্তোঃ**—জীবের; **তুরীয়ম্**—চতুর্থ, দিব্য পর্যায়; **ত্রিষু**—তিনটির উপর; **সন্ততম্**—ব্যাপ্ত।

অনুবাদ

আমাদের বুঝতে হবে যে, সচেতন জাগ্রত অবস্থা আসে সত্ত্বগুণ থেকে, স্বপ্ন সহ নিদ্রা আসে রজোগুণ থেকে, এবং গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রা আসে তমোগুণ থেকে। চেতনার চতুর্থ পর্যায়টি এই তিনটিকে ব্যপ্ত করে এবং তা হচ্ছে দিব্য।

তাৎপর্য

আমাদের আদি কৃষ্ণ-চেতনা আত্মার মধ্যে সর্বদাই বর্তমান এবং তা সাধারণ জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা আর স্বপ্নহীন নিদ্রিত অবস্থা, চেতনার এই তিনটি পর্যায়ও তার সঙ্গে বর্তমান। প্রকৃতির গুণাবলীর দ্বারা আবৃত হয়ে এই চিন্ময় চেতনা প্রকাশ না হতে পারে, কিন্তু তা জীবের প্রকৃত স্বভাব রূপে নিত্য বর্তমান থাকে।

শ্লোক ২১

উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্ রজসান্তরচারিণঃ ॥ ২১ ॥

উপরি উপরি—উচ্চতর থেকে উচ্চতর; **গচ্ছন্তি**—গমন করে; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **ব্রাহ্মণাঃ**—বৈদিক নীতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিগণ; **জনাঃ**—এরূপ লোকেরা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **অধঃ অধঃ**—আরও অধিক নীচে; **আমুখ্যাৎ**—মুখ্যব্যক্তি থেকে; **রজসা**—রজোগুণ দ্বারা; **অন্তরচারিণঃ**—মধ্যাবস্থায় অবস্থিত থেকে।

অনুবাদ

বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হন। পক্ষান্তরে তমোগুণ জীবকে নিম্ন থেকে নিম্নতর যোনিতে পতিত হতে বাধ্য করে। আর রজোগুণের দ্বারা সে মনুষ্য দেহের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে।

তাৎপর্য

দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন তমোগুণী শূদ্ররা সাধারণত জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীরভাবে অজ্ঞ। রজ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন, বৈশ্যরা সম্পদের জন্য গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, পক্ষান্তরে, রজোগুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয়রা মান মর্যাদা এবং ক্ষমতা লাভের জন্য

আগ্রহী। যাঁরা অবশ্য সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তাঁরা সিদ্ধ জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন; তাই তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ। এই রূপ ব্যক্তিরা জড় জগতের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মার নিবাসস্থল ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উন্নীত হন। তমোগুণে আচ্ছন্ন ব্যক্তি ধীরে ধীরে বৃক্ষ এবং প্রস্তরের মতো স্থাবর পর্যায়ে পতিত হয়, কিন্তু রজোগুণী লোকেরা, যারা জড়বাসনায় পূর্ণ, তারা বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে সন্তুষ্ট, মনুষ্য সমাজে বাস করতে অনুমোদিত।

শ্লোক ২২

সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ ॥ ২২ ॥

সত্ত্বে—সত্ত্বগুণে; **প্রলীনাঃ**—যারা মারা যায়; **স্বঃ**—স্বর্গে; **যান্তি**—যান; **নর লোকম্**—নরলোকে; **রজঃলয়াঃ**—যারা রজোগুণে মারা যায়; **তমঃলয়াঃ**—যারা তমোগুণে মারা যায়; **তু**—এবং; **নিরয়ম্**—নরকে; **যান্তি**—গমন করে; **মাম্**—আমাতে; **এব**—অবশ্য; **নির্গুণাঃ**—যাঁরা গুণাতীত।

অনুবাদ

যারা সত্ত্বগুণে ইহ জগৎ ত্যাগ করে, তারা স্বর্গলোকে গমন করে, যারা রজোগুণে দেহত্যাগ করে তারা মনুষ্য জগতেই অবস্থান করে, এবং যারা তমোগুণে দেহ ত্যাগ করে তারা অবশ্যই নরকে গমন করে থাকে। কিন্তু যারা প্রকৃতির এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত, তারা আমার নিকট আগমন করে।

শ্লোক ২৩

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥ ২৩ ॥

মৎ অর্পণম্—আমার প্রতি অর্পণ; **নিষ্ফলম্**—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে সম্পাদন করা; **বা**—এবং; **সাত্ত্বিকম্**—সত্ত্বগুণে; **নিজ**—নিজ কর্তব্যবোধে; **কর্ম**—কার্য; **তৎ**—সেই; **রাজসম্**—রজোগুণে; **ফলসঙ্কল্পম্**—কিছু ফলের আশায় সম্পাদিত; **হিংসা-প্রায়াদি**—হিংস্রতা, হিংসাদি দ্বারা কৃত; **তামসম্**—তমোগুণে।

অনুবাদ

ফলাকাঙ্ক্ষা না করে আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মকে সাত্ত্বিক বলে বুঝতে হবে। ফল ভোগের বাসনা নিয়ে সম্পাদিত কার্য হচ্ছে রজোগুণী। আর হিংস্রতা এবং হিংসার দ্বারা তাড়িত হয়ে সম্পাদিত কার্য সাধিত হয় তমোগুণে।

তাৎপর্য

ফলাকাঙ্ক্ষা না করে ভগবানকে নিবেদনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বলে মনে করা হয়, পক্ষান্তরে ভক্তিযুক্ত কার্য—যেমন জপ করা এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা—এই সমস্ত হচ্ছে প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে দিব্যস্তরের ক্রিয়াকলাপ।

শ্লোক ২৪

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥

কৈবল্যম্—অবিমিশ্র; **সাত্ত্বিকম্**—সত্ত্বগুণে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **রজঃ**—রজোগুণে; **বৈকল্পিকম্**—বহুবিধ; **চ**—এবং; **যৎ**—যা; **প্রাকৃতম্**—প্রাকৃত; **তামসম্**—তমোগুণে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **মৎনিষ্ঠম্**—আমার প্রতি নিবিষ্ট; **নির্গুণম্**—গুণাতীত; **স্মৃতম্**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

অবিমিশ্র জ্ঞান হচ্ছে সাত্ত্বিক, দ্বন্দ্বভিত্তিক জ্ঞান হচ্ছে রজোগুণ সম্ভূত এবং মূর্খ, জাগতিক জ্ঞান হচ্ছে তমোগুণজাত। আমার সম্পর্কিত জ্ঞান, কিন্তু, অপ্রাকৃত বলে জানবে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে সাধারণ ধর্মীয় সাত্ত্বিক জ্ঞানের তুলনায় দিব্যস্তরের। সত্ত্বগুণে মানুষ সমস্ত কিছুর মধ্যে উচ্চতর চিন্ময় তত্ত্বের অস্তিত্ব অনুভব করেন। রজোগুণে সে জড়দেহ সম্পর্কীত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, এবং তমোগুণে জীব শিশুর মতো অকর্মণ্য ব্যক্তির মতো অনুভব করে, উচ্চতর চেতনা রহিত হয়ে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করে।

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকের উপর বিস্তারিত ভাষ্য প্রদান করেছেন—জড় সত্ত্বগুণ থেকে পরম সত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না। তিনি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৬/১৪/২) থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন যে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বহু দেবতাই দিব্য পুরুষ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারেননি। জাগতিক সত্ত্বগুণে মানুষ পুণ্যবান অথবা ধার্মিক হয়ে পারমার্থিক স্তরের উচ্চতর চেতনা সম্পন্ন হন। শুদ্ধসত্ত্ব, চিন্ময় স্তরে অবশ্য মানুষ জাগতিক পুণ্যের সঙ্গে কেবল সম্পর্ক বজায় না রেখে পরম সত্যের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে

প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেন। রজোগুণে বদ্ধ জীব তার নিজের অস্তিত্বের বাস্তবতা এবং তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে মনগড়া ধারণা করে ভগবদ্ধামের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। তমোগুণে জীব জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্যরহিত হয়ে তার মনকে বিভিন্ন ধরনের আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা এবং মৈথুন চিন্তায় মগ্ন করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করে। এইভাবে প্রকৃতির গুণের মধ্যে বদ্ধ জীব তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করতে অথবা নিজেদেরকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু যতক্ষণ না তাঁরা প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে, কৃষ্ণভাবনার দিব্যস্তরে উপনীত হতে পারছেন, ততক্ষণই তাঁদের স্বরূপগত, মুক্তস্তরের কার্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত হতে পারেন না।

শ্লোক ২৫

বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতং তু নির্গুণম্ ॥ ২৫ ॥

বনম্—বন; **তু**—যেহেতু; **সাত্ত্বিকঃ**—সত্ত্বগুণে; **বাসঃ**—নিবাস; **গ্রামঃ**—গ্রাম্য পরিবেশ; **রাজসঃ**—রজোগুণে; **উচ্চতে**—বলা হয়; **তামসম্**—তমোগুণে; **দ্যূত সদনম্**—দ্যূতক্রীড়াঙ্গণ; **মৎ-নিকেতম্**—আমার নিবাস; **তু**—কিন্তু; **নির্গুণম্**—গুণাতীত।

অনুবাদ

বনে বাস করা সাত্ত্বিক, শহরে বাসস্থান রজোগুণ সম্পন্ন, দ্যূতক্রীড়াঙ্গণ তমোগুণ প্রদর্শন করে, এবং আমি যে স্থানে বাস করি সেখানে বাস করা হচ্ছে গুণাতীত।

তাৎপর্য

বনে বৃক্ষ, বুনো শুয়োর এবং পোকামাকড় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণীরা বস্তুত রজ এবং তমোগুণে অবস্থিত। কিন্তু বনে অবস্থিত নিবাসকে সাত্ত্বিক বলে অভিহিত করা হয়েছে, কেননা সেখানে মানুষ নির্জনে নিষ্পাপ, জাগতিক ঐশ্বর্য এবং রাজসিক লক্ষ্য বর্হিভূত জীবন যাপন করতে পারেন। ভারতীয় ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে আত্মোপলব্ধি লাভের জন্য তপস্যা করতে পবিত্র বনে গমন করেছেন। এমনকি আমেরিকা এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে, থরোর মতো ব্যক্তিরা জাগতিক ঐশ্বর্য এবং সংদ্রব নিরসনের জন্য বনে অবস্থান করার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এখানে *গ্রাম* শব্দটি নিজের গ্রামে বাস করাকে সুচিত করে। পরিবার-

জীবন হচ্ছে নিশ্চিতভাবে মিথ্যা গর্ব, মিথ্যা আশা, মিথ্যা স্নেহ, অনুশোচনা ও মায়ায় পূর্ণ, কেননা পারিবারিক সম্পর্কটি নেহাৎই দেহাত্মবুদ্ধি ভিত্তিক, তাই তা আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসদৃশ। *দ্যূত-সদনম্*—'দ্যূতক্রীড়ালয়' শব্দটির অর্থ, টাকা বাজি রাখা, দৌড়বাজি, একধরনের তাসের আড্ডা, বেশ্যালয় এবং অন্যান্য পাপাত্মক কর্মের স্থান, যা হচ্ছে তমোগুণে আচ্ছন্ন নিকৃষ্টতম স্তরে অবস্থিত। *মন্-নিকেতম্*—বলতে বোঝায় চিন্ময় জগতে ভগবানের নিজধাম, আর সেই সঙ্গে এই জগতে অবস্থিত তাঁর মন্দির সমূহ, যেখানে যথাযথ রূপে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা হয়। যে ব্যক্তি মন্দিরের বিধি-নিষেধাদি সুষ্ঠুভাবে পালন করে ভগবানের মন্দিরেই বসবাস করেন, তিনি চিন্ময় স্তরে বাস করছেন বলে বুঝতে হবে। এই শ্লোকগুলিতে ভগবান স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সমস্ত দৃশ্যমান জড় জগৎকে প্রকৃতির গুণ অনুসারে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এবং অবশেষে চতুর্থটি, অর্থাৎ দিব্য বিভাগ—কৃষ্ণভাবনামৃত,—যা মনুষ্য সংস্কৃতিকে সর্বতোভাবে মুক্ত পর্যায়ে উপনীত করে।

শ্লোক ২৬

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

সাত্ত্বিকঃ—সত্ত্বগুণে; **কারকঃ**—কর্মের কারক; **অসঙ্গী**—আসক্তিমুক্ত; **রাগ-অন্ধঃ**—ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ; **রাজসঃ**—রাজসিক কারক; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়; **তামসঃ**—তামসিক কারক; **স্মৃতি**—স্মৃতি থেকে; **বিভ্রষ্টঃ**—পতিত; **নির্গুণঃ**—গুণাতীত; **মৎ-অপাশ্রয়ঃ**—যে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

আসক্তি মুক্ত কর্তা সাত্ত্বিক, ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ কর্তা রজোগুণী এবং যে কর্তা কীভাবে ভুল থেকে ঠিকভাবে বলতে হয় তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সে তমোগুণে রয়েছে। কিন্তু যে কর্তা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাকে প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে বলে বুঝতে হবে।

তাৎপর্য

গুণাতীত কর্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর যথার্থ প্রতিনিধির নির্দেশনা অনুসারেই কেবল কার্য সম্পাদন করেন। ভগবানের তত্ত্বাবধানের আশ্রয় গ্রহণ করে, এই রূপ কর্তা, জড়া প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।

শ্লোক ২৭

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী ।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্গুণা ॥ ২৭ ॥

সাত্ত্বিকী—সত্ত্বগুণে; **আধ্যাত্মিকী**—পারমার্থিক; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **কর্ম**—কর্মে; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **তু**—কিন্তু; **রাজসী**—রজোগুণে; **তামসী**—তমোগুণে; **অধর্মে**—অধর্মে; **যা**—যে; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **মৎ-সেবায়ম্**—আমার প্রতি ভক্তিযোগে; **তু**—কিন্তু; **নির্গুণা**—গুণাতীত।

অনুবাদ

পারমার্থিক জীবনের প্রতি পরিচালিত শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ সমন্বিত, সকাম কর্ম ভিত্তিক শ্রদ্ধা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, অধার্মিক কর্মে রত শ্রদ্ধা হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন, কিন্তু আমার প্রতি ভক্তিযোগে যুক্ত শ্রদ্ধা হচ্ছে বিশুদ্ধ রূপে গুণাতীত।

শ্লোক ২৮

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ।
রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্তিদাশুচি ॥ ২৮ ॥

পথ্যম্—লাভজনক; **পূতম**—শুদ্ধ; **অনায়স্তম্**—অনায়াস লব্ধ; **আহার্য**—খাদ্য; **সাত্ত্বিকম্**—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন; **স্মৃতম্**—মনে করা হয়; **রাজসম্**—রজোগুণ সম্পন্ন; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়প্রেষ্ঠম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের অত্যন্ত প্রিয়; **তাম্সম**—তমোগুণে; **চ**—এবং; **আর্তিদ**—দুঃখজনক; **অশুচি**—অশুচি।

অনুবাদ

স্বাস্থ্যকর, শুদ্ধ এবং অনায়াস লব্ধ খাদ্য বস্তু সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, যে খাদ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তাৎক্ষণিক সুখ প্রদান করে তা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, এবং অপরিচ্ছন্ন ও দুঃখজনক খাদ্যবস্তু হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন।

তাৎপর্য

তমোগুণী খাদ্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং শেষে অকাল মৃত্যু ঘটায়।

শ্লোক ২৯

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্ ।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥ ২৯ ॥

সাত্ত্বিকম্—সত্ত্বগুণে; সুখম্—সুখ; আত্ম-উত্থম্—আত্মা থেকে উদ্ভূত; বিষয়-উত্থম্—ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু থেকে উদ্ভূত; তু—কিন্তু; রাজসম্—রজোগুণে; তামসম্—তমোগুণে; মোহ—মোহ থেকে; দৈন্য—এবং অধঃপতন; উত্থম্—উদ্ভূত; নির্গুণম্—গুণাতীত; মৎ অপাশ্রয়ম্—আমার মধ্যে।

অনুবাদ

আত্মা থেকে উৎপন্ন সুখ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভিত্তিক সুখ হচ্ছে রাজসিক, এবং মোহ ও অধঃপতন মূলক সুখ হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন। কিন্তু আমার মধ্যে যে সুখ লাভ করা যায় তা হচ্ছে গুণাতীত।

শ্লোক ৩০

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব এব হি ॥ ৩০ ॥

দ্রব্যম্—দ্রব্য; দেশঃ—স্থান; ফলম্—ফল; কালঃ—কাল; জ্ঞানম্—জ্ঞান; কর্ম—কর্ম; চ—এবং; কারকঃ—কারক; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; অবস্থা—চেতনার স্তর; আকৃতিঃ—প্রজাতি; নিষ্ঠা—গন্তব্যস্থল; ত্রৈ-গুণ্যঃ—ত্রিগুণ সমন্বিত; সর্বঃ—এই সমস্ত; এব-হি—নিশ্চিতরূপে।

অনুবাদ

সুতরাং জড় দ্রব্য, স্থান, কর্মের ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, শ্রদ্ধা, চেতনার স্তর, জীবের প্রজাতি এবং মৃত্যুর পর গতি—এ সমস্তই জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ ভিত্তিক।

শ্লোক ৩১

সর্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ ॥ ৩১ ॥

সর্বে—সমস্ত; গুণময়া—প্রকৃতির গুণাবলী সৃষ্ট; ভাবাঃ—অবস্থা; পুরুষ—ভোগী আত্মার দ্বারা; অব্যক্ত—এবং সূক্ষ্ম প্রকৃতি; ধিষ্ঠিতাঃ—প্রতিষ্ঠিত এবং পালিত; দৃষ্টম্—দৃষ্ট; শ্রুতম্—শ্রুত; অনুধ্যাতম্—অনুধাবন করে; বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির দ্বারা; বা—বা; পুরুষ-ঋষভ—পুরুষশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, জাগতিক সর্ব স্তরই ভোক্তা আত্মা এবং জড়া প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত। দৃষ্ট, শ্রুত অথবা কেবলই মনে মনে অনুমিত, যাই হোক না কেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে প্রকৃতির গুণ সমন্বিত।

শ্লোক ৩২

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ ।
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে ॥ ৩২ ॥

এতাঃ—এই সকল; **সংসৃতয়ঃ**—জীবনের সৃষ্ট দিকগুলি; **পুংসঃ**—জীবের; **গুণ**—জড়গুণ সমন্বিত; **কর্ম**—এবং কর্ম; **নিবন্ধনাঃ**—সম্পর্কিত; **যেন**—যার দ্বারা; **ইমে**—এই সকল; **নির্জিতাঃ**—বিজিত; **সৌম্য**—হে ভদ্র উদ্ধব; **গুণাঃ**—প্রকৃতির গুণাবলী; **জীবেন**—জীব কর্তৃক; **চিত্তজাঃ**—মনঃসৃষ্ট; **ভক্তিযোগেন**—ভক্তিযোগের মাধ্যমে; **মৎ-নিষ্ঠাঃ**—আমার প্রতি নিবেদিত; **মৎ-ভাবায়**—আমার প্রতি প্রেমের; **প্রপদ্যতে**—যোগ্যতা লাভ করে।

অনুবাদ

হে ভদ্র উদ্ধব, জড়া প্রকৃতির গুণ সম্ভূত কর্ম থেকে বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় উৎপন্ন হয়। যে জীব মন সম্ভূত, এই গুণাবলীকে জয় করতে পারে, সে ভক্তিযোগের মাধ্যমে নিজেকে আমার প্রতি নিবেদন করে, আমার জন্য শুদ্ধ প্রেম অর্জন করতে পারে।

তাৎপর্য

মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে শব্দগুলি সূচিত করে ভগবৎ প্রেম লাভ করা অথবা পরমেশ্বরের মতো পর্যায়ে উপনীত হওয়া। প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে, ভগবানের জ্ঞানময় ও আনন্দময় নিত্য ধামে বাস করা। বদ্ধজীব মোহবশতঃ নিজেকে প্রকৃতির গুণাবলীর ভোক্তা রূপে কল্পনা করে। এইভাবে বিশেষ কোন ধরনের জড় কর্ম সৃষ্ট হয়, যার প্রতিক্রিয়া বদ্ধজীবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করে। ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা এই নিষ্ফল পদ্ধতির নিরসন করা সম্ভব, সেই বিষয়ে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্ ।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **দেহম্**—শরীর; **ইমম্**—এই; **লব্ধা**—লাভ করে; **জ্ঞান**—তাত্ত্বিক জ্ঞান; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধ জ্ঞান; **সম্ভবম্**—উৎপত্তি স্থল; **গুণ-সঙ্গম্**—প্রকৃতির গুণ সঙ্গ; **বিনির্ধূয়**—সম্পূর্ণরূপে বিধৌত করে, **মাম্**—আমাকে; **ভজন্তু**—ভজন করা উচিত; **বিচক্ষণাঃ**—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

সুতরাং, পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সমন্বিত এই মনুষ্য জীবন লাভ করে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের উচিত নিজেদের প্রকৃতির গুণজাত সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করে ঐকান্তিকভাবে আমার প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়া।

শ্লোক ৩৪

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্ বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎসত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ ॥ ৩৪ ॥

নিঃসঙ্গঃ—জড় সঙ্গ মুক্ত; **মাম্**—আমাকে; **ভজেৎ**—ভজনা করা; **বিদ্বান**—জ্ঞানী ব্যক্তি; **অপ্রমত্তঃ**—অবিভ্রান্ত; **জিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **চ**—এবং; **অভিজয়েত**—জয় করা উচিত; **সত্ত্ব-সংসেবয়া**—সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

অবিভ্রান্ত, সমস্ত জড় সঙ্গ মুক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত তার ইন্দ্রিয় দমন করে আমার উপাসনা করা। নিজেকে কেবলমাত্র সাত্ত্বিক কর্মে নিয়োজিত করে রজোগুণ এবং তমোগুণকে জয় করা তার কর্তব্য।

শ্লোক ৩৫

সত্ত্বং চাভিজয়েদ্‌যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ ।
সংপদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্ ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **চ**—ও; **অভিজয়েৎ**—জয় করা উচিত; **যুক্তঃ**—ভক্তিযোগে নিয়োজিত; **নৈরপেক্ষ্যেণ**—গুণগুলির প্রতি উদাসীন হয়ে; **শান্ত**—শান্ত; **ধীঃ**—যার বুদ্ধি; **সংপদ্যতে**—লাভ করে; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণ থেকে; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **জীবঃ**—জীব; **জীবম্**—তার বন্ধনের কারণ; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

তারপর, ভক্তিযোগে নিবিষ্ট হয়ে গুণাবলীর প্রতি উদাসীন হওয়ার মাধ্যমে সাধু ব্যক্তির জাগতিক সত্ত্বগুণকেও জয় করা উচিত। এইভাবে শান্ত মনে প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে জীবাত্মা, তার বদ্ধ দশার কারণটিকেই পরিত্যাগ করে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে *নৈরপেক্ষ্যেন* শব্দটি জড়া প্রকৃতির গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদকে সূচিত করে। সম্পূর্ণ চিন্ময়, ভগবৎ-সেবায় আসক্তির মাধ্যমে, আমরা প্রকৃতির গুণাবলীর প্রতি আগ্রহ পরিত্যাগ করতে পারি।

শ্লোক ৩৬

জীবো জীববিনির্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরশ্চরেৎ ॥ ৩৬ ॥

জীবঃ—জীব; **জীববিনির্মুক্তঃ**—জড় চেতনার সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণ থেকে; **চ**—এবং; **আশয়-সম্ভবৈঃ**—যার নিজের মনে প্রকাশিত হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **ব্রহ্মণা**—পরম সত্যের দ্বারা; **পূর্ণঃ**—সন্তুষ্ট; **ন**—না; **বহিঃ**—বাহ্যিক (ইন্দ্রিয়তৃপ্তি); **ন**—অথবা নয়; **অন্তরঃ**—অন্তরে (ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চিন্তা); **চরেৎ**—বিচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

জড় চেতনা জাত মন এবং প্রকৃতির গুণাবলীর সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, জীব আমার দিব্য রূপ অনুভব করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্টি লাভ করে। সে বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে আর ভোগের অনুসন্ধান অথবা তার মনে মনেও এই রূপ ভোগের স্মরণ বা মনন করে না।

তাৎপর্য

মনুষ্য জীবন হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে পারমার্থিক মুক্তিলাভের একটি দুর্লভ সুযোগ। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির ত্রিগুণ এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের দিব্য স্থিতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন, যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা খুব সহজে প্রকৃতির গুণগুলি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা সমন্বিত যথার্থ জীবনযাত্রার সূচনা করতে পারি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তদূর্ধ্বে' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষড়বিংশতি অধ্যায়

ঐল গীত

ভক্তিযোগ অনুশীলনকারীর জন্য প্রতিকূল সঙ্গ কতটা আশঙ্কাজনক এবং সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গপ্রভাবে আমরা কীভাবে ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারি, সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য জীবের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থা হচ্ছে মনুষ্যদেহ লাভ করা এবং যিনি নিজেকে ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগে নিয়োজিত করেছেন, তিনি সেই দিব্য আনন্দমূর্তিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এইরূপ, পরমেশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত; মায়া সৃষ্ট এই জগতে অবস্থান করলেও মায়ার প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকেন। পক্ষান্তরে, মায়ার দ্বারা আবদ্ধ জীব কেবলই তাদের উদর এবং উপস্থের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তারা অশুদ্ধ, তাদের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর সঙ্গ প্রভাবে বিভ্রান্ত, সম্রাট পুরুরবা, উর্বশীর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তিনি একটি গান গেয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি—চর্ম, মাংস, রক্ত, পেশীতন্তু, মস্তিষ্ক কোষ, মজ্জা এবং অস্থির পিণ্ডরূপ নারী (অথবা নর) দেহের প্রতি আসক্ত—তার মধ্যে আর পোকার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। নারীদেহের দ্বারা যার মন অপহৃত হয়, তার শিক্ষা, তপস্যা, বৈরাগ্য, বেদপাঠ, নির্জনে বাস এবং মৌন অবলম্বনের কী মূল্য থাকল? মনের কামাদি ষড় রিপুকে বিদ্বান ব্যক্তিদের বিশ্বাস করা উচিত নয়, স্ত্রীলোক বা স্ত্রৈণ পুরুষদের সঙ্গ তাই তাঁদের এড়িয়ে চলা উচিত। এই সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে রাজা পুরুরবা মায়াময় বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয়স্থ পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন।

উপসংহারে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত অসৎসঙ্গ পরিহার করে নিজেকে সাধু সঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা তাঁদের দিব্য উপদেশের মাধ্যমে আমাদের মনের মায়াময় আসক্তি ছিন্ন করতে পারেন। যথার্থ ভক্ত সর্বদাই মুক্ত এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাঁদের সম্মেলনে প্রতিনিয়ত পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেই ভগবানের সেবা করে জীবাত্মা তার জাগতিক পাপ নির্মূল করে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অর্জন করে। আর যখন কেউ

সেই অসীম আদর্শ গুণাবলীর আদি সমুদ্র, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হন, তাঁর জন্য লাভ করবার আর কী বাকী রইল?

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্ম আস্থিতঃ ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মৎ-লক্ষণম্**—যার দ্বারা আমাকে উপলব্ধি করা যায়; **ইমম্**—এই; **কায়ম্**—মনুষ্য শরীর; **লব্ধা**—লাভ করে; **মৎ-ধর্মে**—আমার প্রতি ভক্তিযোগে; **আস্থিতঃ**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **আনন্দম্**—শুদ্ধ আনন্দ; **পরম-আত্মানম্**—পরমাত্মা; **আত্ম-স্থম্**—হৃদয়ে অবস্থিত; **সমুপৈতি**—লাভ করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—কেউ আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ সম্পন্ন এই মনুষ্য জীবন লাভ করে, আমার প্রতি ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হলে সে সমস্ত আনন্দের আধার, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কিছুর পরমাত্মা, আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

অসৎ সঙ্গের ফলে, এমনকি মুক্ত ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির স্তর থেকেও পতন ঘটতে পারে। জড় জগতের মধ্যে স্ত্রীলোকের সঙ্গ বিশেষভাবে বিপদ জনক, এবং তাই এরূপ পতন যাতে না ঘটে তার জন্য এই অধ্যায়ে ঐল গীত বলা হয়েছে। সাধু সঙ্গের প্রভাবে আমাদের যথার্থ পারমার্থিক বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তার ফলে আমরা যৌন আকর্ষণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে "ঐল গীত" নামে পরিচিত পুরূরবার চমৎকার গীত বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ২

গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া ।
গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ ।
বর্তমানোঽপি ন পুমান্ যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ ॥ ২ ॥

গুণ-ময্যা—প্রকৃতির গুণের উপর আধারিত; **জীব-যোন্যা**—জড় জীবনের কারণ থেকে, মিথ্যা পরিচিতি; **বিমুক্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানে; **নিষ্ঠয়া**—

নিষ্ঠা পরায়ণ হয়ে; **গুণেষু**—প্রকৃতির গুণের উৎপাদনের মধ্যে; **মায়ামাত্রেষু**—কেবলই মায়াময়; **দৃশ্যমানেসু**—দৃশ্যবস্তু সকল; **অবস্তুতঃ**—যদিও বাস্তব নয়; **বর্তমানঃ**—জীবিত; **অপি**—যদিও; **ন**—করে না; **পুমান্**—সেই ব্যক্তি; **যুজ্যতে**—জড়িয়ে পড়ে; **অবস্তুভিঃ**—অবাস্তব; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণের প্রকাশ হেতু।

অনুবাদ

যিনি দিব্যজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি জড়াপ্রকৃতির গুণসম্ভূত মিথ্যা পরিচিতি পরিত্যাগ করে বদ্ধজীবন থেকে মুক্ত হন। এই সমস্ত উৎপাদনগুলিকে কেবল মাত্র মায়াসম্ভূত হিসাবে দর্শন করে তিনি সে সমস্তের মধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেও প্রকৃতির গুণসম্ভূত বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। প্রকৃতির গুণাবলী এবং তা থেকে উৎপন্ন কোন কিছুই যেহেতু বাস্তব নয়, তিনি সেগুলি স্বীকার করেন না।

তাৎপর্য

প্রকৃতির তিনটি গুণ বিবিধ প্রকার জড়দেহ, স্থান, পরিবার, দেশ, আহার্য, খেলাধূলা, যুদ্ধ, শান্তি ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এই জড়জগতের সমস্ত কিছুই প্রকৃতির গুণাবলী সমন্বিত, মুক্ত আত্মা, জড়াশক্তির সমুদ্রে অবস্থান করেও প্রতিটি জিনিসকেই ভগবানের সম্পদ রূপে জেনে তিনি আবদ্ধ হন না। এই রূপ মুক্ত আত্মাকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভগবানের সম্পত্তি চুরি করে চোর হতে প্রলোভিত করলেও কৃষ্ণভক্ত, মায়া প্রদত্ত সেই টোপে কামড় না দিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতে সৎ এবং শুদ্ধভাবে অবস্থান করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই জগতের কোন কিছু, বিশেষতঃ নারীর মায়াময় রূপ, তাঁর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে।

শ্লোক ৩

সঙ্গং ন কুর্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥ ৩ ॥

সঙ্গম—সঙ্গ; ন **কুর্যাদ**—কখনও করা উচিত নয়; **অসতাম্**—জড়বাদী লোকেদের; **শিশ্ন**—উপস্থ; **উদর**—এবং উদর; **তৃপাম্**—যারা তৃপ্ত করতে অনুগত; **ক্বচিৎ**—যে কোন সময়; **তস্য**—এই রূপ যে কোন ব্যক্তির; **অনুগঃ**—অনুগামী; **তমসি-অন্ধে**—অন্ধকারতম গর্তে; **পততি**—পতিত হয়; **অন্ধ-অনুগ**—অন্ধ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে; **অন্ধ-বৎ**—ঠিক আর একজন অন্ধ ব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

যারা তাদের উপস্থ এবং উদরকে তৃপ্ত করতে উৎসর্গীকৃত, কখনও সেই সমস্ত জড়বাদীদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। তাদের অনুসরণ করলে একজন অন্ধের

আর একজন অন্ধকে অনুসরণ করার মতো সে গভীরতম অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।

শ্লোক ৪

ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ ।
উর্বশীবিরহান্ মুহ্যন্ নির্বিণ্ণঃ শোকসংযমে ॥ ৪ ॥

ঐলঃ—রাজা পুরূরবা; **সম্রাট**—মহান সম্রাট; **ইমাম্**—এই; **গাথাম্**—গীত; **অগায়ত**—গেয়েছিলেন; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **শ্রবাঃ**—যার খ্যাতি; **উর্বশী-বিরহাৎ**—উর্বশীর বিরহের জন্য; **মুহ্যন্**—বিভ্রান্ত হয়ে; **নির্বিণ্ণঃ**—অনাসক্ত বোধ করে; **শোক**—তাঁর শোক; **সংযমে**—শেষে, যখন তিনি সংযত করতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

নিম্নবর্ণিত গানটি বিখ্যাত সম্রাট পুরূরবা গেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী উর্বশীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শোক সংবরণ করে তিনি অনাসক্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধেও এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ঐল, অর্থাৎ পুরূরবা ছিলেন অত্যন্ত যশস্বী মহান রাজা। তাঁর স্ত্রী উর্বশীর বিরহে প্রথমে তিনি ভীষণভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে তাঁর (উর্বশীর) সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের পর তিনি গন্ধর্বগণ প্রদত্ত যজ্ঞাগ্নি দ্বারা দেবগণের উপাসনা করে উর্বশী যে লোকে নিবাস করছেন, সেখানে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ত্যক্ত্বাত্মানং ব্রজন্তীং তাং নগ্ন উন্মত্তবন্নৃপঃ ।
বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিক্লবঃ ॥ ৫ ॥

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; **আত্মানম্**—তাঁকে; **ব্রজন্তীম্**—চলে গেলে; **তাম্**—তার প্রতি; **নগ্নঃ**—নগ্ন হয়ে; **উন্মত্ত-বৎ**—উন্মত্তের মতো; **নৃপঃ**—রাজা; **বিলপন্**—চিৎকার করে ডেকেছিলেন; **অন্বগাৎ**—অনুসরণ করেছিলেন; **জায়ে**—হে ভার্যা; **ঘোরে**—হে ভয়ঙ্কর রমণী; **তিষ্ঠ**—অনুগ্রহ করে দাঁড়াও; **ইতি**—এই রূপ বলে; **বিক্লবঃ**—দুঃখে বিহ্বল।

অনুবাদ

উর্বশী যখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন রাজা পাগলের মতো নগ্ন অবস্থায় তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে তাঁকে গভীর আর্তি সহকারে, "হে ভার্যা, হে ভয়ঙ্করী রমণী! অনুগ্রহ করে দাঁড়াও!" বলে ডেকেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রিয়তমা ভার্যা তাঁকে পরিত্যাগ করে গেলে শোকার্ত রাজা চিৎকার করে ডাকছিলেন, 'প্রিয়ে ভার্যা, এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখো। একটু দাঁড়াও! হে ভয়ঙ্করী রমণী, কেন দাঁড়াচ্ছ না? কিছুক্ষণের জন্য কেন কথা বলছ না? তুমি কি আমায় মেরে ফেলবে?' এইভাবে অনুশোচনা করে তিনি তাঁর অনুসরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ ।
ন বেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ ॥ ৬ ॥

কামান্—কামবাসনা; **অতৃপ্তঃ**—অতৃপ্ত; **অনুজুষন্**—তৃপ্তি করে; **ক্ষুল্লকান্**—নগণ্য; **বর্ষ**—অনেক বৎসরের; **যামিনীঃ**—রাত্রি সমূহ; **ন বেদ**—জানতেন না; **যান্তীঃ**—যাচ্ছে; **ন**—অথবা নয়; **আয়ান্তীঃ**—আসছে; **উর্বশী**—উর্বশীর দ্বারা; **আকৃষ্ট**—আকৃষ্ট; **চেতনঃ**—তাঁর মন।

অনুবাদ

বহু বৎসর ধরে রাজা পুরূরবা সন্ধ্যা কালে যৌন আনন্দ উপভোগ করেও তিনি এই রূপ নগণ্য ভোগে তৃপ্ত হতে পারেননি। তাঁর মন উর্বশীর প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিল যে, কীভাবে রাত্রি আসছে এবং যাচ্ছে, তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার জাগতিক অনুভূতি সূচিত করে।

শ্লোক ৭

ঐল উবাচ

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ ।
দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃখণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

ঐলঃ উবাচ—রাজা পুরূরবা বললেন; **অহো**—হায়; **মে**—আমার; **মোহ**—মোহের; **বিস্তারঃ**—গভীরতা; **কাম**—কামের দ্বারা; **কশ্মল**—কলুষিত; **চেতসঃ**—আমার

চেতনা; দেব্যা—এই দেবীর দ্বারা; গৃহীত—গৃহীত; কণ্ঠস্য—যাহার কণ্ঠ; ন—হয়নি; আয়ুঃ—আমার আয়ু; খণ্ডাঃ—বিভাগ সমূহ; ইমে—এই সকল; স্মৃতাঃ—লক্ষ্য করা হয়েছিল।

অনুবাদ

রাজা ঐল বললেন—হায়, আমি কত গভীর মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম! এই দেবী আমায় আলিঙ্গন করে আমার গলদেশ তার কবলে রেখেছিল। আমার হৃদয় কামবাসনার দ্বারা এতই কলুষিত হয়েছিল যে, কীভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না।

শ্লোক ৮

**নাহং বেদাভিনির্মুক্তঃ সূর্যো বাভ্যুদিতোঽমুয়া ।
মূষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত ॥ ৮ ॥**

ন—না; অহম্—আমি; বেদ—জানি; অভিনির্মুক্তঃ—প্রবৃত্ত হয়ে; সূর্যঃ—সূর্য; বা—অথবা; অভ্যুদিতঃ—উদিত; অমুয়া—তার দ্বারা; মূষিতঃ—প্রতারিত; বর্ষ—বৎসর সমূহ; পূগানাম্—বহু সমন্বিত; বত—হায়; অহানি—বহুদিন; গতানি—অতিবাহিত; উত—নিশ্চিত রূপে।

অনুবাদ

সেই রমণী আমাকে এমনই ভাবে প্রতারিত করেছে যে, আমি সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তও লক্ষ্য করিনি। হায়, বহু বছর ধরে, আমি আমার দিনগুলি বৃথা অতিবাহিত করেছি।

তাৎপর্য

উর্বশীর প্রতি আসক্তি হেতু রাজা পুরূরবা তাঁর ভগবৎ সেবার কথা বিস্মৃত হয়ে সেই সুন্দরী যুবতীকে খুশী করতেই বেশি চিন্তিত ছিলেন। এইভাবে তাঁর মূল্যবান সময় অপচয় করার জন্য তিনি শোক করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তগণ তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় উপযোগ করেন।

শ্লোক ৯

**অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্তী নরদেবশিখামণিঃ ॥ ৯ ॥**

অহো—হায়; মে—আমার; আত্ম—নিজের; সম্মোহঃ—সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন; যেন—যার দ্বারা; আত্মা—আমার শরীর; যোষিতাম্—রমণীদের; কৃতঃ—হয়েছিল;

ক্রীড়া-মৃগ—খেলনা পশু; **চক্রবর্তী**—বিশাল সম্রাট; **নরদেব**—রাজাদের; **শিখামণিঃ**—চূড়ামণি।

অনুবাদ

হায়, আমি একজন মহান সম্রাট, বিশ্বের সমস্ত রাজাদের মুকুটমণি হয়েও মোহ আমাকে কীভাবে রমণীর হাতের ক্রীড়ামৃগে পরিণত করেছিল!

তাৎপর্য

রাজার শরীর, রমণীর বাহ্যিক বাসনা তৃপ্ত করতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হওয়ার ফলে তা এখন রমণীদের হাতের ক্রীড়ামৃগের মতো অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১০

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্ ।
যান্তীং স্ত্রিয়ং চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্ ॥ ১০ ॥

স-পরিচ্ছদম্—আমার রাজত্ব এবং সর্বস্ব সহ; **আত্মানম্**—আমি নিজে; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **তৃণম্**—তৃণখণ্ড; **ইব**—মতো; **ঈশ্বরম্**—তেজস্বী সম্রাট; **যান্তীম্**—চলে যাচ্ছেন; **স্ত্রিয়ম্**—রমণীটি; **চ**—এবং; **অন্বগমন্**—আমি অনুগমন করেছিলাম; **নগ্নঃ**—নগ্ন; **উন্মত্তবৎ**—পাগলের মতো; **রুদন্**—ক্রন্দন করে।

অনুবাদ

পরম ঐশ্বর্যশালী, তেজস্বী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও সেই রমণী আমাকে তৃণখণ্ড অপেক্ষা নগণ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছে। তবুও আমি নির্লজ্জ হয়ে নগ্ন অবস্থায় পাগলের মতো ক্রন্দন করে তার অনুসরণ করছিলাম।

শ্লোক ১১

কুতস্তস্যানুভাবঃ স্যাৎ তেজ ঈশত্বমেব বা ।
যোঽন্বগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িত ॥ ১১ ॥

কুতঃ—কোথায়; **তস্য**—সেই ব্যক্তির (নিজে); **অনুভাবঃ**—প্রভাব; **স্যাৎ**—হয়; **তেজঃ**—শক্তি; **ঈশত্বম্**—রাজত্ব; **এব**—বস্তুত; **বা**—বা; **যঃ**—যে; **অন্বগচ্ছম্**—ধাবিত হয়েছিলাম; **স্ত্রিয়ম্**—এই রমণী; **যান্তীম্**—যখন চলে যাচ্ছিল; **খরবৎ**—ঠিক একটি গাধার মতো; **পাদ**—পা দিয়ে; **তাড়িতঃ**—দণ্ডি।

অনুবাদ

গর্দভী যেমন গর্দভের মুখে লাথি মারে, তেমনই সেই রমণী আমাকে ত্যাগ করে গেলেও আমি তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলাম। আমার তথাকথিত রাজত্ব, বিরাট প্রভাব, এ সমস্ত শক্তি কোথায়?

শ্লোক ১২

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা ।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥ ১২ ॥

কিম্—কী কাজ; **বিদ্যয়া**—জ্ঞানের; **কিম্**—কী; **তপসা**—তপস্যার; **কিম্**—কী; **ত্যাগেন**—বৈরাগ্যের; **শ্রুতেন**—শাস্ত্রানুশীলনের; **বা**—অথবা; **কিম্**—কী; **বিবিক্তেন**—নির্জন বাসের; **মৌনেন**—মৌনের; **স্ত্রীভিঃ**—রমণীদের দ্বারা; **যস্য**—যার; **মনঃ**—মন; **হৃতম্**—অপহৃত।

অনুবাদ

উচ্চ শিক্ষা, তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চা, নির্জনে বাস, মৌন ইত্যাদি পালন করা সত্ত্বেও, মন যদি রমণীর দ্বারা অপহৃত হয়, তবে এত সমস্ত করার কী প্রয়োজন?

তাৎপর্য

এক নগণ্য রমণীর দ্বারা কারও হৃদয় ও মন অপহৃত হলে, পূর্ববর্ণিত সমস্ত পদ্ধতিই নিরর্থক। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত থাকলে তার পারমার্থিক অগ্রগতি অবশ্যই বিনাশ হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যদি বৃন্দাবনের মুক্ত গোপীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রেমীক রূপে বরণ করে তাঁর আরাধনা করেন, তবে তিনি তাঁর মানসিক কার্যকলাপকে কাম কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারেন।

শ্লোক ১৩

স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্ মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্ ।
যোঽহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥

স্ব-অর্থস্য—তার নিজের স্বার্থ; **অকোবিদম্**—অবিজ্ঞ; **ধিক্**—ধিক; **মাম্**—আমার সঙ্গে; **মূর্খম্**—মূর্খ; **পণ্ডিত-মানিনম্**—নিজেকে মহাপণ্ডিত বলে মনে করা; **যঃ**—যে; **অহম্**—আমি; **ঈশ্বর-তাম্**—ঈশ্বরের পদ; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীগণের দ্বারা; **গো-খর-বৎ**—বলদ অথবা গাধার মতো; **জিতঃ**—বিজিত।

অনুবাদ

আমাকে ধিক্! আমি এতই মূর্খ যে, কিসে আমার কল্যাণ হয় তাও জানতাম না, অথচ নিজেকে গর্বভরে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে ভাবতাম। ভগবানের মতো উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়েও বলদ বা গাধার মতো আমি নিজে রমণীগণের দ্বারা পরাভূত হতে রাজী হয়েছি।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নেশায় স্ত্রীসঙ্গের মাধ্যমে কাম বাসনা দ্বারা পাগল প্রায় হয়ে বলদ বা গর্দভের মতো হওয়া সত্ত্বেও, এ জগতের সমস্ত মূর্খরাই নিজেদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত বলে মনে করে। সাধু গুরুদেবের কৃপায় ধীরে ধীরে এই কাম প্রবণতা বিদূরীত হলে আমরা এই ভয়ঙ্কর জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অপমানজনক স্বভাবকে অনুভব করতে পারি। এই শ্লোকে রাজা পুরূরবা কৃষ্ণভাবনামৃতের জ্ঞানে ফিরে আসছেন।

শ্লোক ১৪

সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্বশ্যা অধরাসবম্ ।
ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা ॥ ১৪ ॥

সেবতঃ—সেবক; **বর্ষ-পূগান্**—বহু বৎসর ধরে; **মে**—আমার; **উর্বশ্যাঃ**—উর্বশীর; **অধর**—অধরের; **আসবম্**—অমৃত; **ন তৃপ্যতি**—কখনও সন্তুষ্ট হয় না; **আত্ম-ভূঃ**—মনোজ; **কামঃ**—কাম; **বহ্নিঃ**—অগ্নি; **আহুতিভিঃ**—আহুতির দ্বারা; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি দিয়ে যেমন অগ্নিকে কখনও নির্বাপিত করা যায় না, তেমনই উর্বশীর অধর নিসৃত তথাকথিত অমৃত, বহু বৎসর ধরে পান করেও, আমার হৃদয়ে কাম বাসনা বার বার জেগে উঠেছে, আর তা কখনও সন্তুষ্ট হয়নি।

শ্লোক ১৫

পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কো ন্বন্যো মোচিতুং প্রভুঃ ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ॥ ১৫ ॥

পুংশ্চল্যা—বেশ্যার দ্বারা; **অপহৃতম্**—অপহৃত; **চিত্তম্**—বুদ্ধি; **কঃ**—কে; **নু**—বস্তুত; **অন্যঃ**—অন্যব্যক্তি; **মোচিতুম্**—মুক্ত করতে; **প্রভুঃ**—সক্ষম; **আত্ম-আরাম্**—আত্মতুষ্ট ঋষির; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **ঋতে**—ব্যতীত; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধোক্ষজম্**—জড় ইন্দ্রিয়াতীত।

অনুবাদ

বারবনিতার দ্বারা অপহৃত আমার চেতনাকে একমাত্র আত্মারাম ঋষিগণের প্রভু, জড় ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষ ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে সক্ষম?

শ্লোক ১৬

বোধিতস্যাপি দেব্যা মে সূক্তবাক্যেন দুর্মতেঃ ।
মনোগতো মহামোহো নাপযাত্যজিতাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

বোধিতস্য—বিজ্ঞাত; **অপি**—এমনকি; **দেব্যা**—দেবী উর্বশীর দ্বারা; **মে**—আমার; **সু-উক্ত**—সুকথিত; **বাক্যেন**—বাক্যের দ্বারা; **দুর্মতেঃ**—দুর্বুদ্ধির; **মনঃগতঃ**—মনের মধ্যে; **মহা-মোহঃ**—মহা বিভ্রান্তি; **ন অপযাতি**—নিবৃত হয়নি; **অজিত-আত্মনঃ**—ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম।

অনুবাদ

আমি আমার বুদ্ধিকে বিপথে চালিত হতে অনুমোদন করার ফলে এবং ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম হওয়ায়, উর্বশী স্বয়ং আমাকে সুন্দর বাক্যে জ্ঞানী পরামর্শ প্রদান করা সত্ত্বেও, আমার মন থেকে মহা মোহ বিদূরীত হয়নি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবী উর্বশী পুরূরবাকে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তিনি যেন কখনও রমণীকে বা তার দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস না করেন। এইরূপ প্রকাশ্য উপদেশ সত্ত্বেও তিনি পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ার ফলে ভীষণভাবে মনঃকষ্টে ভুগেছিলেন।

শ্লোক ১৭

কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ ।
দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবিদুষো যোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

কিম্—কি; **এতয়া**—তার দ্বারা; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **অপকৃতম্**—অপরাধ করা হয়েছে; **রজ্জ্বা**—রশির দ্বারা; **বা**—অথবা; **সর্প-চেতসঃ**—যে এটিকে সর্পরূপে চিন্তা করছে; **দ্রষ্টুঃ**—এইরূপ দর্শকের; **স্বরূপ**—প্রকৃত পরিচয়; **অবিদুষঃ**—অবিজ্ঞ; **যঃ**—যে; **অহম্**—আমি; **যৎ**—যেহেতু; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম না করে।

অনুবাদ

আমিই যখন আমার প্রকৃত পারমার্থিক স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞ, তখন আমার দুঃখের জন্য তাকে (উর্বশীকে) কীভাবে দোষারোপ করব? আমি আমার ইন্দ্রিয় সংযম করিনি, তাই আমার অবস্থা এখন, অহিংস রজ্জুকে সর্পরূপে দর্শনকারীর মতো হয়েছে।

তাৎপর্য

রজ্জুকে কেউ যদি সর্প বলে ভুল করেন, তবে তিনি ভীত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এই ধরনের ভয় এবং উদ্বেগ নিশ্চয় অনর্থক। কেননা রজ্জু কখনও দংশন করে না। তেমনই, কেউ যদি ভুল ক্রমে ভাবে যে, ভগবানের জড় মায়াশক্তি তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উদ্দিষ্ট, তবে সে নিশ্চয়ই তার মাথার উপর জড় মায়ার ভীতি এবং উদ্বেগের হিমানী-সম্প্রপাতকে আহ্বান করছে। রাজা পুরূরবা এখানে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করছেন যে, যুবতী রমণী উর্বশীর কোন দোষ নেই। প্রকৃতপক্ষে পুরূরবাই ভুলক্রমে উর্বশীকে তাঁর ভোগ্য বস্তু বলে মনে করেছিলেন, আর তাই প্রকৃতির বিধানে তার প্রতিক্রিয়া ভোগ করে কষ্ট পেয়েছিলেন। উর্বশীর বাহ্যিক রূপকে ভোগের চেষ্টা করে পুরূরবা নিজেই অপরাধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

ক্বায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ ।
ক্ব গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যা হ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ব—কোথায়; **অয়ম্**—এই; **মলীমসঃ**—খুব নোংরা; **কায়ঃ**—জড়দেহ; **দৌর্গন্ধ্য**—দুর্গন্ধ; **আদি**—ইত্যাদি; **আত্মকঃ**—সমন্বিত; **অশুচিঃ**—অপরিষ্কার; **ক্ব**—কোথায়; **গুণাঃ**—তথাকথিত সৎ গুণাবলী; **সৌমনস্য**—ফুলের সুগন্ধ এবং কোমলতা; **আদ্যা**—এবং ইত্যাদি; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **অধ্যাসঃ**—বাহ্যিক অসাদৃশ্য; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞতার দ্বারা; **কৃতঃ**—সৃষ্ট।

অনুবাদ

এই কলুষিত শরীরটিই বা কী—ভীষণ নোংরা আর দুর্গন্ধময়, তাই না? আমি রমণীদেহের সুগন্ধে আর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু সেই সমস্ত তথাকথিত দিকগুলি কী কী? সেগুলি হচ্ছে মায়া সৃষ্ট নকল আবরণ মাত্র।

তাৎপর্য

পুরূরবা এখন বুঝেছেন যে, তিনি উর্বশীর সুগঠিত ও সুগন্ধী শরীরের প্রতি পাগলের মতো আকৃষ্ট হলেও, বাস্তবে সেই শরীরটি ছিল বিষ্ঠা, বায়ু, পিত্ত, কফ, লোম এবং অন্যান্য অপ্রীতিকর উপাদানের একটি বস্তা মাত্র। পক্ষান্তরে বলা যায়, পুরূরবার এখন জ্ঞান হচ্ছে।

শ্লোক ১৯

পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃ শ্বগৃধ্রয়োঃ ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে ॥ ১৯ ॥

পিত্রোঃ—পিতা মাতার; **কিম্**—তাই কি; **স্বম্**—সম্পদ; **নু**—অথবা; **ভার্যায়াঃ**—স্ত্রীর; **স্বামিনঃ**—মালিকের; **অগ্নেঃ**—অগ্নির; **শ্ব-গৃধ্রয়োঃ**—কুকুর এবং শৃগালদের; **কিম**—তা কি; **আত্মনঃ**—আত্মার; **কিম্**—না কি; **সুহৃদাম্**—বন্ধুদের; **ইতি**—এইভাবে; **যঃ**—যে; **ন অবসীয়তে**—কখনও স্থির করতে পারে না।

অনুবাদ

দেহটি বাস্তবে কার সম্পত্তি, তা কখনই নির্ধারণ করা যায় না। এটি কি জন্ম দাতা পিতামাতার, তার আনন্দ প্রদায়িণী স্ত্রীর অথবা তার মালিকের, যিনি ইচ্ছামত দেহটিকে আদেশ করেন? এটি কি চিতার আগুনের অথবা কুকুর ও শৃগালদের, যারা শেষে সেটি খেয়ে ফেলবে, তাদের সম্পত্তি? এটা কি অন্তরে বসবাসকারী আত্মার, যে তার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, অথবা এই দেহটি কি উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদানকারী ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের? নিশ্চিতভাবে দেহের অধিকারী নির্ধারণ না করেই, মানুষ এই দেহটির প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে।

শ্লোক ২০

তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসজ্জতে ।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতং চ মুখং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥

তস্মিন্—সেই; **কলেবরে**—ভৌতিক দেহে; **অমেধ্যে**—ঘৃণ্য; **তুচ্ছ-নিষ্ঠে**—সর্বনিম্ন গতির প্রতি আগুয়ান; **বিসজ্জতে**—আসক্ত হয়; **অহো**—আহা; **সু-ভদ্রম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **সুনসম্**—সুন্দর নাসা সমন্বিত; **সু-স্মিতম্**—সুন্দর মুচকি হাসি; **চ**—এবং; **মুখম্**—মুখমণ্ডল; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীর।

অনুবাদ

ভৌতিক দেহটি হচ্ছে একটি নিম্নগতি সম্পন্ন, কলুষিত ভৌতিক রূপ মাত্র, তবুও যখন কোন পুরুষ মানুষ, কোন রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখতে থাকে, তখন সে ভাবে, "মেয়েটি দেখতে কত সুন্দর! তার নাকটি বড়ই মনোহর, আর দেখ কত সুন্দর তার মৃদু হাস্য!"

তাৎপর্য

তুচ্ছ নিষ্ঠে অর্থাৎ "নিম্নগতির প্রতি আগুয়ান" বাক্যটি সূচিত করে যে, যদি কবর দেওয়া হয়, দেহটি কীটেদের দ্বারা ভক্ষিত হবে; যদি পোড়ানো হয়, তবে তা ভস্মে পরিণত হবে; আর যদি নির্জন স্থানে মৃত্যু হয়, তবে তা কুকুর এবং শকুনদের দ্বারা ভক্ষিত হবে। নারীদেহের মধ্যে মায়ার মোহময়ী শক্তি প্রবেশ করে, পুরুষ মানুষের মনকে বিচলিত করে। পুরুষ মানুষ নারীরূপী মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়

কিন্তু সেই নারীদেহটিকে আলিঙ্গন করার ফলে সে কেবল মাংস, রক্ত, কফ, পুঁজ চামড়া, অস্থি, লোম আর বিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অজ্ঞতার ফলে মানুষের কুকুর বেড়ালের মতো হওয়া উচিত নয়। মানুষের উচিত, কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে পরমেশ্বরের শক্তিকে ভোগ করতে অনর্থক চেষ্টা না করে ভগবানের সেবা করতে শেখা।

শ্লোক ২১

ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ ।
বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্ ॥ ২১ ॥

ত্বক্—চামড়া দিয়ে; **মাংস**—মাংস; **রুধির**—রক্ত; **স্নায়ু**—মাংস পেশী; **মেদঃ**—চর্বি; **মজ্জা**—মজ্জা; **অস্থি**—এবং অস্থি; **সংহতৌ**—সমন্বিত; **বিট্**—বিষ্ঠার; **মূত্র**—মূত্র; **পূয়ে**—এবং পুঁজ; **রমতাম্**—ভোগ করা; **কৃমীণাম্**—কৃমি-কীটের সঙ্গে তুলনীয়; **কিয়ৎ**—কতটা; **অন্তরম্**—পার্থক্য।

অনুবাদ

যে সমস্ত মানুষ চর্ম, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, চর্বি, মজ্জা, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পুঁজ সমন্বিত জড়দেহকে ভোগ করতে চেষ্টা করে তাদের মধ্যে আর সাধারণ কৃমিকীটের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

শ্লোক ২২

অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্ মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা ॥ ২২ ॥

অথ-অপি—সুতরাং তথাপি; **ন-উপসজ্জেত**—কখনও সংস্পর্শে আসা উচিত নয়; **স্ত্রীষু**—স্ত্রীলোকের সঙ্গে; **স্ত্রৈণেষু**—স্ত্রৈণদের সঙ্গে; **চ**—এবং; **অর্থ-বিৎ**—যে ব্যক্তি জানেন কোনটি তার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ; **বিষয়**—ভোগ্য বস্তুর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা; **সংযোগাৎ**—সংযোগের ফলে; **মনঃ**—মন; **ক্ষুভ্যতি**—ক্ষোভিত হয়; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্যথায়।

অনুবাদ

দেহের যথার্থ স্বভাব তাত্ত্বিকভাবে উপলব্ধি করলেও, আমাদের কখনও স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। মোটের ওপর, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংযোগ হলে মন অনিবার্যভাবে ক্ষোভিত হয়।

শ্লোক ২৩

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ ভাবান্ন ভাব উপজায়তে ।
অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ ॥ ২৩ ॥

অদৃষ্টাৎ—যা দৃষ্ট হয়নি; **অশ্রুতা**—যা শ্রুত হয়নি; **ভাবাৎ**—একটি বস্তু থেকে; **ন**—করে না; **ভাবঃ**—মানসিক আলোড়ন; **উপজায়তে**—উৎপন্ন হয়; **অসংপ্রযুঞ্জতঃ**—যিনি ব্যবহার করছেন না তার জন্য; **প্রাণান্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **শাম্যতি**—শান্ত হয়; **স্তিমিতম্**—স্তিমিত; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

অদৃষ্ট বা অশ্রুত কোন কিছুর দ্বারা মন যেহেতু বিচলিত হয় না, তাই যে ব্যক্তি তাঁর জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেন; তাঁর মন আপনা থেকেই জড়কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে শান্ত হবে।

তাৎপর্য

যুক্তি দেখানো যায় যে, চোখ বন্ধ অবস্থায়, স্বপ্নাবস্থায় অথবা নির্জনস্থানে বাস করেও আমরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা স্মরণ বা মনন করতে পারি। এই ধরনের অভিজ্ঞতা অবশ্য লাভ হয় বারবার দৃষ্ট এবং শ্রুত পূর্বতন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিজ্ঞতার ফলে। যখন কেউ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থেকে সংযত করেন, তখন তাঁর মনের জড়প্রবণতাগুলি স্তিমিত হবে এবং ইন্ধনবিহীন অগ্নির মতো কালক্রমে নির্বাপিত হবে।

শ্লোক ২৪

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ ।
বিদুষাং চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্‌বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ; **ন কর্তব্যঃ**—করা উচিত নয়; **স্ত্রীষু**—স্ত্রীলোকের সঙ্গে; **স্ত্রৈণেষু**—স্ত্রৈণদের সঙ্গে; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা; **বিদুষাম্**—জ্ঞানী ব্যক্তিগণের; **চ অপি**—এমনকি; **অবিস্রব্ধঃ**—অবিশ্বাসী; **ষট্-বর্গঃ**—মনের ছয়টি শত্রু (কাম, ক্রোধ, লোভ, বিভ্রান্তি, মাদকতা এবং হিংসা); **কিম্ উ**—আর কি কথা; **মাদৃশাম্**—আমার মতো ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

অতএব ইন্দ্রিয়গুলিকে কখনও অবাধে স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে দেওয়া উচিত নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাঁদের মনের ষড়রিপুকে বিশ্বাস করতে পারেন না; তবে আমার মতো মুর্খলোকেদের আর কি কথা।

শ্লোক ২৫

শ্রীভগবানুবাচ

এবং প্রগায়ন্ নৃপদেবদেবঃ
স উর্বশীলোকমথো বিহায় ।
আত্মনমাত্মন্যবগম্য মাং বৈ
উপারমজ্ জ্ঞানবিধূতমোহঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রগায়ন্**—গান করে; **নৃপ**—মানুষদের মধ্যে; **দেব**—এবং দেবগণের মধ্যে; **দেবঃ**—আদি; **সঃ**—তিনি, রাজা পুরূরবা; **উর্বশী-লোকম্**—উর্বশীলোক, গন্ধর্বলোক; **অথউ**—তারপর; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **আত্মনি**—নিজ হৃদয়ে; **অবগম্য**—উপলব্ধি করে; **মাম্**—আমাকে; **বৈ**—বস্তুত; **উপারমৎ**—শান্ত হয়েছিল; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানের দ্বারা; **বিধূত**—বিধৌত, **মোহঃ**—মোহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—এইভাবে গানটি গেয়ে দেব এবং মনুষ্যগণের মধ্যে বিখ্যাত মহারাজ পুরূরবা, তার উর্বশীলোকে লব্ধপদ পরিত্যাগ করে। দিব্যজ্ঞানের দ্বারা তার মোহ বিধৌত হলে সে তার হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে আমাকে উপলব্ধি করে অবশেষে শান্তি লাভ করে।

শ্লোক ২৬

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৬ ॥

ততঃ—সুতরাং; **দুঃসঙ্গম্**—অসৎ সঙ্গ; **উৎসৃজ্য**—দূরে নিক্ষেপ করে; **সৎসু**—শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি; **সজ্জেত**—আসক্ত হওয়া উচিত; **বুদ্ধিমান্**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **সন্তঃ**—সাধু ব্যক্তিগণ; **এব**—কেবলমাত্র; **অস্য**—তার; **ছিন্দন্তি**—ছিন্ন করে; **মনঃ**—মনের; **ব্যাসঙ্গম্**—অত্যধিক আসক্তি; **উক্তিভিঃ**—তাদের বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

অতএব বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সমস্ত প্রকার অসৎ সঙ্গ পরিহার করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা, যাতে তাঁদের বাক্যের দ্বারা তার মনের অত্যধিক আসক্তি ছিন্ন হয়।

শ্লোক ২৭

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥

সন্তঃ—শুদ্ধ ভক্তগণ; **অনপেক্ষাঃ**—জাগতিক কোন কিছুর প্রতি নির্ভরশীল নয়; **মৎ-চিত্তাঃ**—যারা আমার প্রতি তাদের মনকে নিবিষ্ট করেছে; **প্রশান্তাঃ**—প্রশান্ত; **সম-দর্শিনঃ**—সমদৃষ্টি সম্পন্ন; **নির্মমাঃ**—মমত্ব বুদ্ধিশূন্য; **নিরহংকারাঃ**—মিথ্যা অহংকার শূন্য; **নির্দ্বন্দ্বাঃ**—সমস্ত প্রকার দ্বন্দ্বমুক্ত; **নিষ্পরিগ্রহাঃ**—নির্লোভ।

অনুবাদ

আমার ভক্তগণ আমার প্রতি মনোনিবেশ করে জাগতিক কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। তারা সর্বদা শান্ত, সমদর্শী, আর তারা মমত্ববুদ্ধি, মিথ্যা অহংকার, দ্বন্দ্ব এবং লোভ থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২৮

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥ ২৮ ॥

তেষু—তাদের মধ্যে; **নিত্যম্**—প্রতিনিয়ত; **মহা-ভাগ**—হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব; **মহা-ভাগেষু**—সেই সমস্ত মহাভাগ্যবান ভক্তদের মধ্যে; **মৎ-কথাঃ**—আমার বিষয়ে আলোচনা; **সম্ভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **হি**—বস্তুত; **তাঃ**—এই সমস্ত বিষয়; **নৃণাম্**—মানুষের; **জুষতাম্**—অংশগ্রহণকারীগণ; **প্রপুনন্তি**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করে; **অঘম্**—পাপ।

অনুবাদ

হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, আমার এইরূপ শুদ্ধ ভক্তদের সম্মেলনে সর্বদা আমার বিষয়ে আলোচনা হয়, যারা আমার মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে অংশগ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ উপদেশ না-ও পান, শুদ্ধভক্তের দ্বারা আলোচিত পরমেশ্বরের গুণমহিমা কেবল শ্রবণ করলে তিনি তাঁর মায়ার সংস্পর্শ প্রসূত সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২৯

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥ ২৯ ॥

তাঃ—সেই সমস্ত বিষয়; যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করে; **গায়ন্তি**—কীর্তন করে; **হি**—বস্তুত; **অনুমোদন্তি**—হৃদয়ে গ্রহণ করে; **চ**—এবং; **আদৃতাঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে; **মৎ-পরাঃ**—আমা পরায়ণ; **শ্রদ্দধানাঃ**—শ্রদ্ধাপরায়ণ; **চ**—এবং; **ভক্তিম্**—ভক্তিযোগ; **বিন্দন্তি**—লাভ করে; **তে**—তারা; **ময়ি**—আমার জন্য।

অনুবাদ

যে কেউ আমার বিষয়ে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ ও কীর্তন করলে, সে শ্রদ্ধা সহকারে আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি উন্নত কৃষ্ণভক্তের নিকট থেকে শ্রবণ করেন, তিনি ভব সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হন। যখন কেউ সদ্‌গুরুর নির্দেশ মেনে চলেন, তখন তাঁর মনের কলুষিত কার্যকলাপ প্রশমিত হয়, তিনি তখন নতুন পারমার্থিক আলোকে সব কিছু দর্শন করেন, তাঁর মধ্যে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার ভগবৎ প্রেমরূপ ফলপ্রদ নিঃস্বার্থ প্রবণতা প্রস্ফুটিত হয়।

শ্লোক ৩০

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে ।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥ ৩০ ॥

ভক্তিম্—ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ; **লব্ধবতঃ**—যে লাভ করেছে; **সাধোঃ**—ভক্তের জন্য; **কিম্**—কী; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **অবশিষ্যতে**—অবশিষ্ট থাকে; **ময়ি**—আমার প্রতি; **অনন্তগুণে**—অনন্ত গুণসম্পন্ন; **ব্রহ্মণি**—প্রথম সত্যে; **আনন্দ**—আনন্দের; **অনুভব**—অভিজ্ঞতা; **আত্মনি**—সমন্বিত।

অনুবাদ

সর্ব আনন্দ মূর্তি, অনন্ত গুণসম্পন্ন, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হলে, আদর্শ ভক্তের জন্য লাভ করার আর কী বাকী রইল?

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ এতই প্রীতিপ্রদ যে, ভগবানের শুদ্ধভক্ত ভগবৎ সেবা ব্যতীত কোন কিছুই কামনা করতে পারেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলেছেন যে, তাঁর প্রতি ভক্তিযোগের সর্বশেষ পুরস্কার হিসাবে তাঁদের নিজেদের সেবাকেই গ্রহণ করতে হবে, কেননা একমাত্র ভক্তিযোগ থেকে যেরূপ সুখ এবং জ্ঞান অনুভূত হয়, অন্য কোন কিছু থেকেই তা লাভ হয় না।

আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম ও যশ শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে হৃদয় পবিত্র হয় এবং তখন ধীরে ধীরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, কৃষ্ণভাবনামৃতের যথার্থ আনন্দময় প্রকৃতির প্রশংসা করা যায়।

শ্লোক ৩১

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্ ।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥ ৩১ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **উপশ্রয়মাণস্য**—যিনি উপনীত হচ্ছেন তাঁর; **ভগবন্তম্**—তেজস্বী; **বিভাবসুম্**—অগ্নি; **শীতম্**—শীত; **ভয়ম্**—ভয়; **তমঃ**—অন্ধকার; **অপ্যেতি**—বিদূরীত; **সাধূন্**—সাধুভক্তগণ; **সংসেবতঃ**—যিনি সেবা করছেন তার জন্য; **তথা**—তেমনই।

অনুবাদ

যজ্ঞের অগ্নির নিকট উপনীত ব্যক্তির যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার বিদূরীত হয়, তেমনই যাঁরা ভগবদ্ভক্তদের সেবায় রত হন তাঁদের জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা বিধ্বস্ত হয়।

তাৎপর্য

যারা সকাম কর্মে নিয়োজিত তারা অবশ্যই অচেতন; পরমেশ্বর এবং আত্মা সম্বন্ধে তাদের উচ্চ চেতনার অভাব থাকে। জড়বাদী লোকেরা প্রায় যন্ত্রের মতো তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণে এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূরণে রত, আর তাই তাদেরকে অচেতন অথবা জড় বলে অভিহিত করা হয়েছে। অগ্নির নিকটে গেলে যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার বিদূরীত হয়, তেমনই ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করলে, এইরূপ, সমস্ত জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা দূরীভূত হয়।

শ্লোক ৩২

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্ ।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥ ৩২ ॥

নিমজ্জ্যৎ—যারা নিমজ্জিত হচ্ছে; **উন্মজ্জতাম্**—এবং পুনরায় উত্থিত হচ্ছে; **ঘোরে**—ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে; **ভবঃ**—জড় জীবনের; **অব্ধৌ**—সমুদ্র; **পরম**—পরম; **অয়নম্**—আশ্রয়; **সন্তঃ**—সাধুভক্তগণ; **ব্রহ্মবিদঃ**—ব্রহ্মবিদ; **শান্তাঃ**—শান্ত; **নৌঃ**—নৌকা; **দৃঢ়া**—শক্তিশালী; **ইব**—ঠিক যেমন; **অপ্সু**—জলে; **মজ্জতাম্**—যারা নিমজ্জিত হচ্ছে তাদের জন্য।

অনুবাদ

জাগতিক জীবনের ভয়ঙ্কর সমুদ্রে যারা বারবার পতিত এবং উত্থিত হচ্ছে তাদের সর্বশেষ আশ্রয় হচ্ছে পরমজ্ঞাননিষ্ঠ, শান্ত ভগবৎ ভক্তগণ। এইরূপ ভক্তগণ ডুবন্ত মানুষদের উদ্ধার করতে আসা একখানি শক্তিশালী নৌকার মতো।

শ্লোক ৩৩

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্তানাং শরণং ত্বহম্ ।
ধর্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্নম্—খাদ্য; **হি**—বস্তুত; **প্রাণিনাম্**—প্রাণিদের; **প্রাণঃ**—জীবন; **আর্তানাম্**—আর্তদের; **শরণম্**—আশ্রয়; **তু**—এবং; **অহম্**—আমি; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **বিত্তম্**—সম্পদ; **নৃণাম্**—মানুষদের; **প্রেত্য**—যখন তারা ইহলোক ত্যাগ করেছেন; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **অর্বাক্**—নিম্নগামীদের; **বিভ্যতঃ**—ভীতদের জন্য; **অরণম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

খাদ্যই যেমন সমস্ত জীবেদের প্রাণ, আমিই যেমন আর্তদের জন্য অন্তিম আশ্রয়, এবং ধর্মই যেমন পরলোকগামীগণের সম্পদ, ঠিক তেমনই আমার ভক্তরা হচ্ছে দুঃখজনক জীবনে পতিত হওয়ার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের জন্য একমাত্র আশ্রয়।

তাৎপর্য

যারা জাগতিক কাম এবং ক্রোধের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পতিত হওয়ার জন্য ভীত, তাদের উচিত ভগবৎ ভক্তদের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা, সেই ভক্তগণ তাদেরকে নিরাপদে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করেন।

শ্লোক ৩৪

সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ৩৪ ॥

সন্তঃ—ভক্তগণ; **দিশন্তি**—প্রদান করেন; **চক্ষুংষি**—চক্ষুদ্বয়; **বহিঃ**—বাহ্যিক; **অর্কঃ**—সূর্য; **সমুত্থিতঃ**—যখন পূর্ণরূপে উদিত হয়; **দেবতাঃ**—উপাস্য বিগ্রহগণ; **বান্ধবাঃ**—স্বজনগণ; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **আত্মা**—নিজের আত্মা; **অহম**—আমি নিজে; **এবচ**—তেমনই।

অনুবাদ

আমার ভক্তগণ দিব্য চক্ষু প্রদান করে, আর সূর্য আকাশে উদিত হলেই কেবল বাহ্য দৃশ্য দর্শন করায়। আমার ভক্তগণ হচ্ছে সকলের উপাস্য বিগ্রহ এবং প্রকৃত স্বজন; তারাই সকলের আত্মস্বরূপ, এবং সর্বোপরি আমা থেকে অভিন্ন।

তাৎপর্য

মূর্খতা হচ্ছে পাপিষ্ঠদের সম্পদ, তারা তাদের সেই সম্পদকে মহামূল্যবান বলে মনে করে, অজ্ঞতার অন্ধকারে অবস্থান করতে দৃঢ়ভাবে মনস্থির করে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ হচ্ছেন ঠিক সূর্যের মতো, তাঁদের বাণীর আলোকে জীবের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হওয়ার ফলে অজ্ঞতার অন্ধকার বিনষ্ট হয়। এইভাবে শুদ্ধ ভক্তগণই আমাদের যথার্থ বন্ধু এবং স্বজন। তাই ভগবদ্ভক্তগণই যথার্থ সেব্য—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আলোড়নকারী স্থূল জড়দেহটি নয়।

শ্লোক ৩৫

বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবমুর্বশ্যা লোকনিস্পৃহঃ ।
মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ ॥ ৩৫ ॥

বৈতসেনঃ—রাজা পুরূরবা; **ততঃ অপি**—সেই কারণে; **এবম্**—এইভাবে; **উর্বশীঃ**—উর্বশীর; **লোক**—একই লোকে অবস্থান করার; **নিস্পৃহঃ**—নিস্পৃহ; **মুক্ত**—মুক্ত; **সঙ্গঃ**—সমস্ত জড়সঙ্গ থেকে; **মহীম্**—পৃথিবী; **এতাম্**—এই; **আত্ম-আরামঃ**—আত্মতুষ্ট; **চচার**—ভ্রমণ করেছিলেন; **হ**—বাস্তবে।

অনুবাদ

এইভাবে উর্বশী লোকে অবস্থান করার বাসনার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে মহারাজ পুরূরবা সমস্ত জড়সঙ্গ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মতুষ্ট হয়ে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে শুরু করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ঐলগীত' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তদূর্ধ্বে

পরমেশ্বর ভগবানের ঐশী প্রকৃতি প্রতিপন্ন করতে এই অধ্যায়ে মনের মধ্যে (সত্ত্ব, রজ এবং তম) প্রকৃতির ত্রিগুণের যে বিভিন্ন কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়, তার বর্ণনা করা হয়েছে।

মনঃসংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, সহিষ্ণুতা আদি গুণ হচ্ছে অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের প্রকাশ। বাসনা, প্রচেষ্টা, মিথ্যা গর্ব ইত্যাদি হচ্ছে অবিমিশ্র রজোগুণের প্রকাশ। আর ক্রোধ, লোভ এবং বিভ্রান্তি হচ্ছে অবিমিশ্র তমোগুণের ক্রিয়ার প্রকাশ। ত্রিগুণের মিশ্রণের ফলে কায়, মন এবং বাক্যের মনোভাব অনুসারে "আমি" এবং "আমার" ধারণা লক্ষিত হয়। আর সেটি সংঘটিত হয় ধর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও মানুষের জাগতিক স্বার্থ ভিত্তিক পেশার প্রতি নৈষ্ঠিক প্রচেষ্টা অনুসারে।

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি নিজ লাভের চিন্তা না করে, ভক্তিযুক্তভাবে ভগবান শ্রীহরির উপাসনা করেন। পক্ষান্তরে যাঁরা ভগবৎ উপাসনার ফলের আকাঙ্ক্ষী, তাঁরা হচ্ছেন রজোগুণ প্রভাবিত। আর যারা হিংসাশ্রয়ী, তারা তমোগুণী। অতীব ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে এই সমস্ত সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ বর্তমান, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে, অপ্রাকৃত। দ্রব্য, স্থান, এবং কর্মের ফল, তার সঙ্গে কাল, কর্ম অনুসারে জ্ঞান, কর্ম, তার সম্পাদক, তার বিশ্বাস, তার চেতনার স্তর, পারমার্থিক অগ্রগতি এবং মৃত্যুর পর গতি—এ সমস্তই সংঘটিত হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এবং বিভিন্নভাবে ত্রিগুণের সংশ্রবের মাধ্যমে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত দ্রব্য, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান, ভগবৎ সম্পর্কিত সুখ, তাঁর আরাধনায় যে সময় নিযুক্ত থাকা হয়, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞান, তাঁকে অর্পিত কর্ম, তাঁর আশ্রয় অনুসারে আচরিত কর্মের কর্তা, ভগবদ্ভক্তিতে বিশ্বাস, চিন্ময় ধামের দিকে অগ্রগতি এবং পরমেশ্বর ভগবানের ধামে উপনীত হওয়া—এ সমস্তই জড় গুণাতীত।

জড়বদ্ধ জীবের জীবনে বিভিন্ন প্রকারের গতি এবং পরিস্থিতি রয়েছে, এ সমস্তই প্রকৃতির গুণাবলী এবং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সকাম কর্ম ভিত্তিক। মন থেকে উদ্ভূত ত্রিগুণকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমেই কেবল জয় করা সম্ভব। জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধি লাভে সমর্থ মনুষ্য-জীবন লাভ করে বুদ্ধিমান মানুষের উচিত প্রকৃতির ত্রিগুণের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ভগবানের আরাধনা করা। প্রথমতঃ সত্ত্বগুণ বর্ধন করার মাধ্যমে আমরা রজ এবং তমোগুণকে পরাভূত করতে পারি। তারপর সত্ত্বগুণকে জয় করে চেতনাকে দিব্যস্তরে উন্নীত

করতে পারি। সেই সময় আমরা জড় গুণাবলী থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ (মন, বুদ্ধি এবং অহংকার) ত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারি। সূক্ষ্ম আবরণ বিনাশ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর কৃপায় আমরা পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হই।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

গুণানামসংমিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ।
তন্মে পুরুষবর্যেদমুপধারয় শংসতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **গুণানাম্**—প্রকৃতির গুণাবলীর; **অসংমিশ্রাণাম্**—তাদের অসংমিশ্র অবস্থায়; **পুমান্**—মানুষ; **যেন**—যে গুণের দ্বারা; **যথা**—কিভাবে; **ভবেৎ**—সে হয়; **তৎ**—তা; **মে**—আমার দ্বারা; **পুরুষবর্য**—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ; **ইদম্**—এই; **উপধারয়**—বুঝতে চেষ্টা কর; **শংসতঃ**—আমি যেভাবে বলছি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এক একটি জড় গুণের সংশ্রবের দ্বারা জীব কীভাবে বিশেষ কোন স্বভাব লাভ করে, তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব, অনুগ্রহ করে তা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

অসংমিশ্র বলতে বোঝায়, যা কোন কিছুর সঙ্গেই মিশ্রিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বর্ণনা করছেন কীভাবে জড়া-প্রকৃতির গুণাবলী (সত্ত্ব, রজ এবং তম) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য করে বদ্ধ জীবের বিশেষ বিশেষ ধরনের অবস্থার প্রকাশ ঘটায়। সর্বোপরি জীব সত্ত্বা হচ্ছে জড়গুণাতীত, কেননা সে হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কিন্তু বদ্ধ জীবনে সে জড় গুণাবলীই প্রকাশ করে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে সে সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২-৫

শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ ॥ ২ ॥
কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্।
মদোৎসাহো যশঃপ্রীতির্হাস্যং বীর্যং বলোদ্যমঃ ॥ ৩ ॥

ক্রোধো লোভোঽনৃতং হিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃকলিঃ ।
শোকমোহৌ বিষাদার্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ ॥ ৪ ॥
সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্বশঃ ।
বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু ॥ ৫ ॥

শমঃ—মনঃসংযম; **দমঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম; **তিতিক্ষা**—সহিষ্ণুতা; **ঈক্ষা**—পার্থক্য নিরূপণ; **তপঃ**—কঠোরভাবে নিজ কর্তব্য পালন; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **দয়া**—দয়া; **স্মৃতিঃ**—অতীত এবং ভবিষ্যৎ দর্শন; **তুষ্টিঃ**—সন্তুষ্টি; **ত্যাগঃ**—উদারতা; **অস্পৃহা**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে অনাসক্তি; **শ্রদ্ধা**—(গুরু এবং অন্যান্য সৎ ব্যক্তিদের প্রতি) শ্রদ্ধা; **হ্রীঃ**—(ভুল কাজের জন্য) লজ্জা; **দয়া-আদিঃ**—দান, সরলতা, বিনয় ইত্যাদি; **স্ব নির্বৃতিঃ**—আত্মানন্দ লাভ করা; **কামঃ**—জড় বাসনা; **ঈহা**—প্রচেষ্টা; **মদঃ**—স্পর্ধা; **তৃষ্ণা**—লাভ হওয়া সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি; **স্তম্ভঃ**—মিথ্যা গর্ব; **আশীঃ**—জাগতিক লাভের বাসনায় দেবগণের নিকট প্রার্থনা; **ভিদা**—ভিন্নতার মনোভাব; **সুখম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **মদ-উৎসাহঃ**—নেশার দ্বারা অর্জিত সাহস; **যশঃপ্রীতিঃ**—প্রশংসাপ্রিয়; **হাস্যম্**—উপহাস করা; **বীর্যম্**—নিজশক্তির প্রচার; **বল-উদ্যমঃ**—নিজশক্তি অনুসারে আচরণ করা; **ক্রোধঃ**—অসহ্য ক্রোধ; **লোভঃ**—কৃপণতা; **অনৃতম্**—মিথ্যা ভাষণ (শাস্ত্রে যা নেই তাকেই প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করা); **হিংসা**—শত্রুতা; **যাচ্ঞা**—ভিক্ষা করা; **দম্ভঃ**—দাম্ভিকতা; **ক্লমঃ**—ক্লান্তি; **কলিঃ**—কলহ; **শোক-মোহৌ**—অনুশোচনা এবং মোহ; **বিষাদ-আর্তী**—দুঃখ এবং মিথ্যা বিনয়; **নিদ্রা**—মন্দ; **আশা**—মিথ্যা আশা; **ভীঃ**—ভয়; **অনুদ্যমঃ**—প্রচেষ্টার অভাব; **সত্ত্বস্য**—সত্ত্বগুণে; **রজসঃ**—রজোগুণে; **চ**—এবং; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **তমসঃ**—তমোগুণের; **চ**—এবং; **অনু-পূর্বশঃ**—একের পর এক; **বৃত্তয়ঃ**—কার্যকলাপ; **বর্ণিত**—বর্ণিত; **প্রায়াঃ**—প্রায়ই; **সন্নিপাতম্**—সমন্বয়; **অথঃ**—এখন; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

মনঃসংযম, সহিষ্ণুতা, পার্থক্য নিরূপণ, নিজ কর্তব্য-নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, দয়া, অতীত এবং ভবিষ্যতের সতর্ক অনুশীলন, যে কোন অবস্থায় সন্তুষ্টি, উদারতা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন, গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস, খারাপ কাজের জন্য লজ্জিত বোধ করা, দান, সরলতা, বিনয় এবং আত্মতুষ্টি এই সমস্ত হচ্ছে সত্ত্বগুণের লক্ষণ। জড়বাসনা, অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, স্পর্ধা, লাভ করা সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি, মিথ্যা গর্ব, জাগতিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা, নিজেকে অন্যদের থেকে ভিন্ন এবং উৎকৃষ্টতর বলে মনে করা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যুদ্ধের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ, আত্ম প্রসংশা শুনতে ভালো লাগা, অন্যদের প্রতি উপহাস করার প্রবণতা, নিজের ক্ষমতার প্রচার করা এবং নিজশক্তি সম্পাদিত

কর্মের গুণগান করা—এই সমস্ত হচ্ছে রজোগুণের লক্ষণ। অসহ্য ক্রোধ, কৃপণতা, শাস্ত্রবহির্ভূত কথা বলা, হিংসা বিদ্বেষ, পরগাছার মতো জীবন ধারণ, খামখেয়ালী, ক্লান্তি, কলহ, অনুশোচনা, মোহ, অসন্তুষ্টি, হতাশা, অতিরিক্ত নিদ্রা, মিথ্যা আশা, ভয় এবং আলস্য—এই সমস্ত হচ্ছে তমোগুণের প্রধান প্রধান লক্ষণ। এবার ত্রিগুণের মিশ্রণ সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

শ্লোক ৬

সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ ।
ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ ॥ ৬ ॥

সন্নিপাতঃ—গুণাবলীর সমন্বয়; **তু**—এবং; **অহম্ ইতি**—"আমি"; **মম ইতি**—"আমার"; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **যা**—যেটি; **মতিঃ**—মনোভাব; **ব্যবহারঃ**—সাধারণ ক্রিয়াকলাপ; **সন্নিপাতঃ**—সমন্বয়; **মনঃ**—মনের দ্বারা; **মাত্রা**—তন্মাত্র; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সকল; **অসুভিঃ**—এবং প্রাণবায়ু।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, "আমি" এবং "আমার" এই মনোভাবের মধ্যে ত্রিগুণের সমন্বয় বর্তমান। এই জগতের সাধারণ আদান প্রদান, যা মন, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সকল এবং ভৌতিক দেহের প্রাণ বায়ুর দ্বারা সাধিত হয়, এই সবই গুণাবলীর সমন্বয় ভিত্তিক।

তাৎপর্য

"আমি" এবং "আমার" এই মায়াময় ধারণার সৃষ্টি হয় প্রকৃতির ত্রিগুণের সমন্বয়ে। সাত্ত্বিক ব্যক্তি অনুভব করতে পারেন "আমি শান্ত"। রজোগুণী লোক ভাবতে পারেন "আমি কামুক"। আর তমোগুণী লোক ভাবতে পারেন "আমি ক্রুদ্ধ"। তেমনই কেউ ভাবতে পারেন "আমার শান্তি" "আমার কাম-বাসনা" "আমার ক্রোধ"। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে শান্ত মনোভাবের, তিনি এই জগতে কাজ করতেই পারবেন না, কোন কাজেই উৎসাহ পাবেন না। তেমনই যে ব্যক্তি কামবাসনায় মগ্ন, তিনি অন্তত কিছু শান্তি অথবা আত্মসংযম ব্যতিরেকে অন্ধের মতো বোধ করবেন। অন্যান্য গুণের মিশ্রণ ব্যতিরেকে ক্রোধী ব্যক্তি কোন কর্ম সম্পাদন করতে পারেন না। এইভাবে আমরা দেখি যে, জড়া প্রকৃতির গুণাবলী শুদ্ধ, অবিমিশ্রভাবে কাজ করে না বরং সেগুলি অন্যান্য গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে এ জগতের সাধারণ কার্যকলাপ সম্ভব হয়। অবশেষে আমাদের ভাবা উচিত "আমি হচ্ছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস" এবং "আমার একমাত্র সম্পদ হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা"। এই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণাতীত শুদ্ধস্তরের চেতনা।

শ্লোক ৭

ধর্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ ।
গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ ॥ ৭ ॥

ধর্মে—ধর্মে; **চ**—এবং; **অর্থে**—আর্থিক উন্নয়নে; **চ**—এবং; **কামে**—ইন্দ্রিয়তর্পণে; **চ**—এবং; **যদা**—যখন; **অসৌ**—এই জীব; **পরিনিষ্ঠিতঃ**—নিষ্ঠা পরায়ণ হয়; **গুণানাম্**—প্রকৃতির গুণাবলীর; **সন্নিকর্ষঃ**—সংমিশ্রণ; **অয়ম্**—এই; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **রতি**—ইন্দ্রিয় সম্ভোগ; **ধন**—এবং ধন; **আবহঃ**—প্রত্যেকে যা আনায়ন করে।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে ধর্মকর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োজিত করে এবং তার ফলে যে বিশ্বাস, সম্পদ এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ লাভ হয়, তা জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের সংমিশ্রণের ফল প্রদর্শন করে।

তাৎপর্য

ধর্ম কর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রকৃতির গুণের মধ্যে অবস্থিত, এবং যে বিশ্বাস, সম্পদ এবং সম্ভোগ লাভ হয় তা স্পষ্টভাবে সূচিত করে, সেই ব্যক্তির সেই বিশেষ অবস্থান হচ্ছে প্রকৃতির গুণের প্রকাশ।

শ্লোক ৮

প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে ।
স্বধর্মে চানু তিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা ॥ ৮ ॥

প্রবৃত্তি—জাগতিক ভোগের পন্থা; **লক্ষণে**—লক্ষণে; **নিষ্ঠা**—নিষ্ঠা; **পুমান্**—মানুষের; **যর্হি**—যখন; **গৃহ-আশ্রমে**—গৃহস্থ-জীবনে; **স্ব-ধর্মে**—অনুমোদিত কর্তব্যে; **চ**—এবং; **অনু**—পরে; **তিষ্ঠেত**—অবস্থান করে; **গুণানাম্**—প্রকৃতির গুণের; **সমিতিঃ**—সমন্বয়; **হি**—অবশ্যই; **সা**—এই।

অনুবাদ

যখন কেউ পারিবারিক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা করে, আর সেইজন্যেই ধর্মীয় এবং পেশাগত কর্তব্যে অধিষ্ঠিত হয়, তখন প্রকৃতির গুণাবলীর সমন্বয় প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, স্বর্গে উপনীত হওয়ার জন্য পালিত ধমকর্ম হচ্ছে রাজসিক, সাধারণ পরিবার-জীবন উপভোগের জন্য পালিত ধর্ম হচ্ছে তামসিক,

এবং নিঃস্বার্থভাবে বর্ণাশ্রম অনুসারে পেশাগত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কৃত ধর্মাচরণ হচ্ছে সাত্ত্বিক। ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন, কীভাবে প্রকৃতির গুণের মধ্যে জাগতিক ধর্ম অভিব্যক্ত হয়।

শ্লোক ৯

পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ ।
কামাদিভী রজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্ ॥ ৯ ॥

পুরুষম্—মানুষ; **সত্ত্ব-সংযুক্তম্**—সত্ত্বগুণ সমন্বিত; **অনুমীয়াৎ**—অনুমান করা যাবে; **শম-আদিভিঃ**—তার ইন্দ্রিয় সংযমাদি গুণের দ্বারা; **কাম-আদিভিঃ**—কামাদির দ্বারা; **রজঃযুক্তম্**—রজোগুণী ব্যক্তি; **ক্রোধ-আদ্যৈঃ**—ক্রোধাদি দ্বারা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **যুতম্**—সমন্বিত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আত্মসংযমাদি গুণাবলী প্রদর্শন করেন তাঁকে সত্ত্বগুণপ্রধান বলে বুঝতে হবে। তেমনই, রাজসিক লোককে চেনা যায় তার কাম বাসনার দ্বারা, এবং ক্রোধাদি গুণাবলীর দ্বারা তমোগুণে আচ্ছন্ন মানুষকে বোঝা যায়।

শ্লোক ১০

যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্মভিঃ ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; **ভজতি**—ভজনা করে; **মাম্**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **নিরপেক্ষঃ**—ফলের প্রতি উদাসীন; **স্ব-কর্মভিঃ**—তার নিজের অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা; **তম্**—তাকে; **সত্ত্ব-প্রকৃতিম্**—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি; **বিদ্যাৎ**—বোঝা উচিত; **পুরুষম্**—পুরুষ মানুষ; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোক; **এব**—এমনকি; **বা**—বা।

অনুবাদ

যে কোন ব্যক্তি সে স্ত্রী হোক আর পুরুষ হোক, যে জড় আসক্তিরহিত হয়ে তার অনুমোদিত কর্তব্য আমার প্রতি নিবেদন করে প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে তাকে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ১১

যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্মভিঃ ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ হিংসামাশাস্য তামসম্ ॥ ১১ ॥

যদা—যখন; আশিষঃ—আশীর্বাদ; আশাস্য—আশা করে; মাম্—আমাকে; ভজেত—ভজনা করে; স্ব-কর্মভিঃ—তার কর্তব্যের দ্বারা; তম্—সেই; রজঃ-প্রকৃতিম্—রজোগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি; বিদ্যাৎ—বুঝতে হবে; হিংসাম—হিংস্রতা; আশাস্য—আশা করে; তামসম্—তমোগুণী ব্যক্তি।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি তার অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা জাগতিক লাভের আশায় আমার ভজনা করে তাকে রাজসিক স্বভাবের বলে বুঝতে হবে, আর যে অন্যাদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করার বাসনা নিয়ে আমার ভজনা করে সে হচ্ছে তমোগুণী।

শ্লোক ১২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; রজঃ—রজোগুণ; তমঃ—তমোগুণ; ইতি—এইভাবে; গুণাঃ—গুণসমূহ; জীবস্য—জীবাত্মার; ন—না; এব—বস্তুত; মে—আমার প্রতি; চিত্ত-জাঃ—মনের মধ্যে প্রকাশিত; যৈঃ—যে গুণের দ্বারা; তু—এবং; ভূতানাম্—জড় সৃষ্টির প্রতি; সজ্জমানঃ—আসক্ত হয়ে; নিবধ্যতে—আবদ্ধ হয়।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই ত্রিগুণ জীবসত্ত্বাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু আমাকে নয়। মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে সেগুলি জীবাত্মাকে জড়দেহ এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্ত হতে প্রলোভিত করে। এইভাবে জীবাত্মা আবদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

জীবসত্ত্বা হচ্ছে ভগবানের মায়াময় জড়াশক্তির দ্বারা বিহ্বল হওয়ার প্রবণতা সম্পন্ন তটস্থাশক্তি। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মায়াধীশ। মায়া কখনই ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের অর্থাৎ তাঁর নিত্য সেবকগণের চিরন্তন উপাস্য।

জড়া শক্তির মধ্যে প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। যখন বদ্ধ জীব কোন একটি জড় মনোভাব অবলম্বন করে, সেই মনোভাব অনুসারেই তখন তার উপর গুণগুলি তাদের প্রভাব আরোপ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে তাঁর মনকে পবিত্র করেন, প্রকৃতির গুণগুলি তাঁর উপর আর কার্যকরী হয় না, কেননা চিন্ময়স্তরে তাদের কোন প্রভাব থাকে না।

শ্লোক ১৩

যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্ ।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্ ॥ ১৩ ॥

যদা—যখন; ইতরৌ—আর দুটি; জয়েৎ—জয় করে, সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; ভাস্বরম্—দীপ্তিমান; বিশদম্—শুদ্ধ; শিবম্—মঙ্গলময়; তদা—তখন; সুখেন—সুখের সঙ্গে; যুজ্যেত—সমন্বিত হয়; ধর্ম—ধর্ম পরায়ণতার দ্বারা; জ্ঞান—জ্ঞান; আদিভিঃ—এবং অন্যান্য সদ্ গুণাবলী; পুমান্—মানুষ।

অনুবাদ

যখন প্রকাশক, শুদ্ধ এবং মঙ্গলময় সত্ত্বগুণ, রজ এবং তমোগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সুখ, ন্যায়নীতি, জ্ঞান এবং অন্যান্য সদ্ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণে মানুষ তার মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

যদা জয়েৎ তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্ ।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্মণা যশসা শ্রিয়া ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন; জয়েৎ—জয় করে; তমঃ—তমোগুণ; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; রজঃ—রজোগুণ; সঙ্গম্—আসক্তির (কারণ); ভিদা—প্রভেদ; চলম্—এবং পরিবর্তন; তদা—তখন; দুঃখেন—দুঃখের দ্বারা; যুজ্যেত—ভূষিত হয়; কর্মণা—জড় কর্মের দ্বারা; যশসা—যশের আশায়; শ্রিয়া—এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা।

অনুবাদ

যখন আসক্তি, বিভেদ এবং কার্য সৃষ্টিকারী রজোগুণ, তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সম্মান এবং সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করে। এইভাবে রজোগুণের প্রভাবে সে উদ্বেগযুক্ত সংগ্রাম করে চলে।

শ্লোক ১৫

যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্ ।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া ॥ ১৫ ॥

যদা—যখন; **জয়েৎ**—জয় করে; **রজঃ সত্ত্বম্**—রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **মূঢ়ম্**—বিচারবোধ শূন্য; **লয়ম্**—চেতনাকে আবৃত করে; **জড়ম্**—প্রচেষ্টাশূন্য; **যুজ্যেত**—সমন্বিত হয়; **শোক**—অনুশোচনার দ্বারা; **মোহাভ্যাম্**—এবং বিভ্রান্তি; **নিদ্রয়া**—অতিরিক্ত নিদ্রার দ্বারা; **হিংসয়া**—হিংস্র গুণাবলীর দ্বারা; **আশয়া**—এবং মিথ্যা আশা।

অনুবাদ

যখন তমোগুণ, রজ এবং সত্ত্বগুণকে পরাস্ত করে, তখন তা মানুষের চেতনাকে আবৃত করে তাকে নিরেট ও মূর্খে পরিণত করে। মায়া এবং অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে তখন সে তমোগুণে অতিরিক্ত নিদ্রা যায়, মিথ্যা আশা করে চলে, এবং অন্যদের প্রতি হিংস্রতা প্রদর্শন করে।

শ্লোক ১৬

যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাং চ নির্বৃতিঃ।
দেহেঽভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্ ॥ ১৬ ॥

যদা—যখন; **চিত্তম্**—চেতনা; **প্রসীদেত**—স্পষ্ট হয়; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **চ**—এবং; **নির্বৃতিঃ**—জড় কর্মের নির্বৃতি; **দেহে**—দেহে; **অভয়ম্**—নির্ভয়তা; **মনঃ**—মনের; **অসঙ্গম্**—অনাসক্তি; **তৎ**—সেই; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **বিদ্ধি**—জানলে; **মৎ**—আমার উপলব্ধি; **পদম্**—যে পর্যায়ে এরূপ লাভ হয়।

অনুবাদ

চেতনা যখন স্বচ্ছ এবং ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তিনি জড়দেহে ভয়শূন্যতা এবং মনে অনাসক্তি অনুভব করেন। এই অবস্থাকে তুমি সত্ত্বগুণের প্রাধ্যান্য বলে জানবে, যার মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ হয়।

শ্লোক ১৭

বিকুর্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিশ্চ চেতসাম্।
গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময় ॥ ১৭ ॥

বিকুর্বন্—বিকৃতি হয়ে; **ক্রিয়য়া**—কার্যের দ্বারা; **চ**—এবং; **আ**—পর্যন্তও; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **অনিবৃত্তিঃ**—বন্ধ করতে অক্ষমতা; **চ**—এবং; **চেতসাম্**—বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহের চেতনাযুক্ত অংশে; **গাত্র**—কর্মেন্দ্রিয়ের; **অস্বাস্থ্যম্**—অসুস্থ অবস্থায়; **মনঃ**—মন; **ভ্রান্তম্**—বিভ্রান্ত; **রজঃ**—রজোগুণ; **এতৈঃ**—এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা; **নিশাময়**—তোমার বোঝা উচিত।

অনুবাদ

অতিরিক্ত কার্যের ফলে বুদ্ধির বিকৃতি, জড় বস্তু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অক্ষমতা, দৈহিক কর্মেন্দ্রিয়গুলির অসুস্থ অবস্থা, এবং অস্থির মনের বিভ্রান্তি—এই সকল লক্ষণকে তুমি রজোগুণ বলে জানবে।

শ্লোক ১৮

সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্রহণেঽক্ষমম্ ।
মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয় ॥ ১৮ ॥

সীদৎ—ব্যর্থ হয়ে; **চিত্তম্**—চেতনার উন্নততর ক্ষমতা; **বিলীয়েত**—বিলীন হয়; **চেতসঃ**—চেতনা; **গ্রহণে**—নিয়ন্ত্রণে; **অক্ষমম্**—অক্ষম; **মনঃ**—মন; **নষ্টম্**—নষ্ট; **তমঃ**—অজ্ঞতা; **গ্লানিঃ**—গ্লানি; **তমঃ**—তমোগুণ; **তৎ**—সেই; **উপধারয়**—তোমার বোঝা উচিত।

অনুবাদ

যখন কারও উচ্চতর চেতনা ব্যর্থ হয়ে বিলুপ্ত হয় এবং অবশেষে মনোনিবেশ করতে অক্ষম হয়, তখন তার মন বিধ্বস্ত হয়ে অজ্ঞতা এবং হতাশা প্রকাশ করে। এই অবস্থাকে তুমি তমোগুণের প্রাধান্য বলে জানবে।

শ্লোক ১৯

এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে ।
অসুরাণাং চ রজসি তমস্যুদ্ধব রক্ষসাম্ ॥ ১৯ ॥

এধমানে—বর্ধিত হলে; **গুণে**—গুণে; **সত্ত্বে**—সত্ত্বগুণের; **দেবানাম্**—দেবগণের; **বলম্**—শক্তি; **এধতে**—বর্ধিত হয়; **অসুরাণাম্**—দেবগণের শত্রুদের; **চ**—এবং; **রজসি**—যখন রজোগুণ বর্ধিত হয়; **তমসি**—যখন তমোগুণ বর্ধিত হয়; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **রক্ষসাম্**—মানুষ ভক্ষণকারী রাক্ষসদের।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের বল বৃদ্ধি হয়। যখন রজোগুণ বর্ধিত হয় তখন অসুরদের শক্তি বর্ধিত হয়। আর তমোগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাপিষ্ঠ লোকেদের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

শ্লোক ২০

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্ রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥ ২০ ॥

সত্ত্বাৎ—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **জাগরণম্**—জাগ্রত চেতনা; **বিদ্যাৎ**—বোঝা উচিত; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **স্বপ্নম্**—নিদ্রা; **আদিশেৎ**—সূচিত হয়; **প্রস্বাপম্**—গভীর নিদ্রা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **জন্তোঃ**—জীবের; **তুরীয়ম্**—চতুর্থ, দিব্য পর্যায়; **ত্রিষু**—তিনটির উপর; **সন্ততম্**—ব্যাপ্ত।

অনুবাদ

আমাদের বুঝতে হবে যে, সচেতন জাগ্রত অবস্থা আসে সত্ত্বগুণ থেকে, স্বপ্ন সহ নিদ্রা আসে রজোগুণ থেকে, এবং গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রা আসে তমোগুণ থেকে। চেতনার চতুর্থ পর্যায়টি এই তিনটিকে ব্যাপ্ত করে এবং তা হচ্ছে দিব্য।

তাৎপর্য

আমাদের আদি কৃষ্ণ-চেতনা আত্মার মধ্যে সর্বদাই বর্তমান এবং তা সাধারণ জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা আর স্বপ্নহীন নিদ্রিত অবস্থা, চেতনার এই তিনটি পর্যায়ও তার সঙ্গে বর্তমান। প্রকৃতির গুণাবলীর দ্বারা আবৃত হয়ে এই চিন্ময় চেতনা প্রকাশ না হতে পারে, কিন্তু তা জীবের প্রকৃত স্বভাব রূপে নিত্য বর্তমান থাকে।

শ্লোক ২১

উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্ রজসান্তরচারিণঃ ॥ ২১ ॥

উপরি উপরি—উচ্চতর থেকে উচ্চতর; **গচ্ছন্তি**—গমন করে; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **ব্রাহ্মণাঃ**—বৈদিক নীতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিগণ; **জনাঃ**—এরূপ লোকেরা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **অধঃ অধঃ**—আরও অধিক নীচে; **আমুখ্যাৎ**—মুখ্যাব্যক্তি থেকে; **রজসা**—রজোগুণ দ্বারা; **অন্তরচারিণঃ**—মধ্যাবস্থায় অবস্থিত থেকে।

অনুবাদ

বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হন। পক্ষান্তরে তমোগুণ জীবকে নিম্ন থেকে নিম্নতর যোনিতে পতিত হতে বাধ্য করে। আর রজোগুণের দ্বারা সে মনুষ্য দেহের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে।

তাৎপর্য

দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন তমোগুণী শূদ্ররা সাধারণত জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীরভাবে অজ্ঞ। রজ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন, বৈশ্যরা সম্পদের জন্য গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, পক্ষান্তরে, রজোগুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয়রা মান মর্যাদা এবং ক্ষমতা লাভের জন্য

আগ্রহী। যাঁরা অবশ্য সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তাঁরা সিদ্ধ জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন; তাই তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ। এই রূপ ব্যক্তিরা জড় জগতের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মার নিবাসস্থল ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উন্নীত হন। তমোগুণে আচ্ছন্ন ব্যক্তি ধীরে ধীরে বৃক্ষ এবং প্রস্তরের মতো স্থাবর পর্যায়ে পতিত হয়, কিন্তু রজোগুণী লোকেরা, যারা জড়বাসনায় পূর্ণ, তারা বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে সন্তুষ্ট, মনুষ্য সমাজে বাস করতে অনুমোদিত।

শ্লোক ২২

সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ ॥ ২২ ॥

সত্ত্বে—সত্ত্বগুণে; **প্রলীনাঃ**—যারা মারা যায়; **স্বঃ**—স্বর্গে; **যান্তি**—যান; **নর লোকম্**—নরলোকে; **রজঃলয়াঃ**—যারা রজোগুণে মারা যায়; **তমঃলয়াঃ**—যারা তমোগুণে মারা যায়; **তু**—এবং; **নিরয়ম্**—নরকে; **যান্তি**—গমন করে; **মাম্**—আমাতে; **এব**—অবশ্য; **নির্গুণাঃ**—যাঁরা গুণাতীত।

অনুবাদ

যারা সত্ত্বগুণে ইহ জগৎ ত্যাগ করে, তারা স্বর্গলোকে গমন করে, যারা রজোগুণে দেহত্যাগ করে তারা মনুষ্য জগতেই অবস্থান করে, এবং যারা তমোগুণে দেহ ত্যাগ করে তারা অবশ্যই নরকে গমন করে থাকে। কিন্তু যারা প্রকৃতির এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত, তারা আমার নিকট আগমন করে।

শ্লোক ২৩

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥ ২৩ ॥

মৎ অর্পণম্—আমার প্রতি অর্পণ; **নিষ্ফলম্**—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে সম্পাদন করা; **বা**—এবং; **সাত্ত্বিকম্**—সত্ত্বগুণে; **নিজ**—নিজ কর্তব্যবোধে; **কর্ম**—কার্য; **তৎ**—সেই; **রাজসম্**—রজোগুণে; **ফলসঙ্কল্পম্**—কিছু ফলের আশায় সম্পাদিত; **হিংসা-প্রায়াদি**—হিংস্রতা, হিংসাদি দ্বারা কৃত; **তামসম্**—তমোগুণে।

অনুবাদ

ফলাকাঙ্ক্ষা না করে আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মকে সাত্ত্বিক বলে বুঝতে হবে। ফল ভোগের বাসনা নিয়ে সম্পাদিত কার্য হচ্ছে রজোগুণী। আর হিংস্রতা এবং হিংসার দ্বারা তাড়িত হয়ে সম্পাদিত কার্য সাধিত হয় তমোগুণে।

তাৎপর্য

ফলাকাঙ্ক্ষা না করে ভগবানকে নিবেদনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বলে মনে করা হয়, পক্ষান্তরে ভক্তিযুক্ত কার্য—যেমন জপ করা এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা—এই সমস্ত হচ্ছে প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে দিব্যস্তরের ক্রিয়াকলাপ।

শ্লোক ২৪

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥

কৈবল্যম্—অবিমিশ্র; **সাত্ত্বিকম্**—সত্ত্বগুণে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **রজঃ**—রজোগুণে; **বৈকল্পিকম্**—বহুবিধ; **চ**—এবং; **যৎ**—যা; **প্রাকৃতম্**—প্রাকৃত; **তামসম্**—তমোগুণে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **মৎনিষ্ঠম্**—আমার প্রতি নিবিষ্ট; **নির্গুণম্**—গুণাতীত; **স্মৃতম্**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

অবিমিশ্র জ্ঞান হচ্ছে সাত্ত্বিক, দ্বন্দ্বভিত্তিক জ্ঞান হচ্ছে রজোগুণ সম্ভূত এবং মূর্খ, জাগতিক জ্ঞান হচ্ছে তমোগুণজাত। আমার সম্পর্কিত জ্ঞান, কিন্তু, অপ্রাকৃত বলে জানবে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে সাধারণ ধর্মীয় সাত্ত্বিক জ্ঞানের তুলনায় দিব্যস্তরের। সত্ত্বগুণে মানুষ সমস্ত কিছুর মধ্যে উচ্চতর চিন্ময় তত্ত্বের অস্তিত্ব অনুভব করেন। রজোগুণে সে জড়দেহ সম্পর্কীত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, এবং তমোগুণে জীব শিশুর মতো অকর্মণ্য ব্যক্তির মতো অনুভব করে, উচ্চতর চেতনা রহিত হয়ে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করে।

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকের উপর বিস্তারিত ভাষ্য প্রদান করেছেন—জড় সত্ত্বগুণ থেকে পরম সত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না। তিনি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৬/১৪/২) থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন যে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বহু দেবতাই দিব্য পুরুষ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারেননি। জাগতিক সত্ত্বগুণে মানুষ পুণ্যবান অথবা ধার্মিক হয়ে পারমার্থিক স্তরের উচ্চতর চেতনা সম্পন্ন হন। শুদ্ধসত্ত্ব, চিন্ময় স্তরে অবশ্য মানুষ জাগতিক পুণ্যের সঙ্গে কেবল সম্পর্ক বজায় না রেখে পরম সত্যের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে

প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেন। রজোগুণে বদ্ধ জীব তার নিজের অস্তিত্বের বাস্তবতা এবং তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে মনগড়া ধারণা করে ভগবদ্ধামের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। তমোগুণে জীব জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্যরহিত হয়ে তার মনকে বিভিন্ন ধরনের আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা এবং মৈথুন চিন্তায় মগ্ন করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করে। এইভাবে প্রকৃতির গুণের মধ্যে বদ্ধ জীব তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করতে অথবা নিজেদেরকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু যতক্ষণ না তাঁরা প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে, কৃষ্ণভাবনার দিব্যস্তরে উপনীত হতে পারছেন, ততক্ষণই তাঁদের স্বরূপগত, মুক্তস্তরের কার্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত হতে পারেন না।

শ্লোক ২৫

বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতং তু নির্গুণম্ ॥ ২৫ ॥

বনম্—বন; **তু**—যেহেতু; **সাত্ত্বিকঃ**—সত্ত্বগুণে; **বাসঃ**—নিবাস; **গ্রামঃ**—গ্রাম্য পরিবেশ; **রাজসঃ**—রজোগুণে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **তামসম্**—তমোগুণে; **দ্যূত সদনম্**—দ্যূতক্রীড়াঙ্গণ; **মৎ-নিকেতম্**—আমার নিবাস; **তু**—কিন্তু; **নির্গুণম্**—গুণাতীত।

অনুবাদ

বনে বাস করা সাত্ত্বিক, শহরে বাসস্থান রজোগুণ সম্পন্ন, দ্যূতক্রীড়াঙ্গণ তমোগুণ প্রদর্শন করে, এবং আমি যে স্থানে বাস করি সেখানে বাস করা হচ্ছে গুণাতীত।

তাৎপর্য

বনে বৃক্ষ, বুনো শুয়োর এবং পোকামাকড় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণীরা বস্তুত রজ এবং তমোগুণে অবস্থিত। কিন্তু বনে অবস্থিত নিবাসকে সাত্ত্বিক বলে অভিহিত করা হয়েছে, কেননা সেখানে মানুষ নির্জনে নিষ্পাপ, জাগতিক ঐশ্বর্য এবং রাজসিক লক্ষ্য বহির্ভূত জীবন যাপন করতে পারেন। ভারতীয় ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে আত্মোপলব্ধি লাভের জন্য তপস্যা করতে পবিত্র বনে গমন করেছেন। এমনকি আমেরিকা এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে, থরোর মতো ব্যক্তিরা জাগতিক ঐশ্বর্য এবং সংস্রব নিরসনের জন্য বনে অবস্থান করার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এখানে *গ্রাম* শব্দটি নিজের গ্রামে বাস করাকে সূচিত করে। পরিবার-

জীবন হচ্ছে নিশ্চিতভাবে মিথ্যা গর্ব, মিথ্যা আশা, মিথ্যা স্নেহ, অনুশোচনা ও মায়ায় পূর্ণ, কেননা পারিবারিক সম্পর্কটি নেহাৎই দেহাত্মবুদ্ধি ভিত্তিক, তাই তা আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসদৃশ। *দ্যূত-সদনম্*—'দ্যূতক্রীড়ালয়' শব্দটির অর্থ, টাকা বাজি রাখা, দৌড়বাজি, একধরনের তাসের আড্ডা, বেশ্যালয় এবং অন্যান্য পাপাত্মক কর্মের স্থান, যা হচ্ছে তমোগুণে আচ্ছন্ন নিকৃষ্টতম স্তরে অবস্থিত। *মন্-নিকেতম্*—বলতে বোঝায় চিন্ময় জগতে ভগবানের নিজধাম, আর সেই সঙ্গে এই জগতে অবস্থিত তাঁর মন্দির সমূহ, যেখানে যথাযথ রূপে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা হয়। যে ব্যক্তি মন্দিরের বিধি-নিষেধাদি সুষ্ঠুভাবে পালন করে ভগবানের মন্দিরেই বসবাস করেন, তিনি চিন্ময় স্তরে বাস করছেন বলে বুঝতে হবে। এই শ্লোকগুলিতে ভগবান স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সমস্ত দৃশ্যমান জড় জগৎকে প্রকৃতির গুণ অনুসারে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এবং অবশেষে চতুর্থটি, অর্থাৎ দিব্য বিভাগ—কৃষ্ণভাবনামৃত,—যা মনুষ্য সংস্কৃতিকে সর্বতোভাবে মুক্ত পর্যায়ে উপনীত করে।

শ্লোক ২৬

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

সাত্ত্বিকঃ—সত্ত্বগুণে; **কারকঃ**—কর্মের কারক; **অসঙ্গী**—আসক্তিমুক্ত; **রাগ-অন্ধঃ**—ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ; **রাজসঃ**—রাজসিক কারক; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়; **তামসঃ**—তামসিক কারক; **স্মৃতি**—স্মৃতি থেকে; **বিভ্রষ্টঃ**—পতিত; **নির্গুণঃ**—গুণাতীত; **মৎ-অপাশ্রয়ঃ**—যে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

আসক্তি মুক্ত কর্তা সাত্ত্বিক, ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ কর্তা রজোগুণী এবং যে কর্তা কীভাবে ভুল থেকে ঠিকভাবে বলতে হয় তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সে তমোগুণে রয়েছে। কিন্তু যে কর্তা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাকে প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে বলে বুঝতে হবে।

তাৎপর্য

গুণাতীত কর্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর যথার্থ প্রতিনিধির নির্দেশনা অনুসারেই কেবল কার্য সম্পাদন করেন। ভগবানের তত্ত্বাবধানের আশ্রয় গ্রহণ করে, এই রূপ কর্তা, জড়া প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।

শ্লোক ২৭

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী ।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্গুণা ॥ ২৭ ॥

সাত্ত্বিকী—সত্ত্বগুণে; **আধ্যাত্মিকী**—পারমার্থিক; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **কর্ম**—কর্মে; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **তু**—কিন্তু; **রাজসী**—রজোগুণে; **তামসী**—তমোগুণে; **অধর্মে**—অধর্মে; **যা**—যে; **শ্রদ্ধা**—বিশ্বাস; **মৎ-সেবায়ম্**—আমার প্রতি ভক্তিযোগে; **তু**—কিন্তু; **নির্গুণা**—গুণাতীত।

অনুবাদ

পারমার্থিক জীবনের প্রতি পরিচালিত শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ সমন্বিত, সকাম কর্ম ভিত্তিক শ্রদ্ধা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, অধার্মিক কর্মে রত শ্রদ্ধা হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন, কিন্তু আমার প্রতি ভক্তিযোগে যুক্ত শ্রদ্ধা হচ্ছে বিশুদ্ধ রূপে গুণাতীত।

শ্লোক ২৮

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ।
রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্তিদাশুচি ॥ ২৮ ॥

পথ্যম্—লাভজনক; **পূতম**—শুদ্ধ; **অনায়স্তম্**—অনায়াস লব্ধ; **আহার্য**—খাদ্য; **সাত্ত্বিকম্**—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন; **স্মৃতম্**—মনে করা হয়; **রাজসম্**—রজোগুণ সম্পন্ন; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়প্রেষ্ঠম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের অত্যন্ত প্রিয়; **তাম্সম**—তমোগুণে; **চ**—এবং; **আর্তিদ**—দুঃখজনক; **অশুচি**—অশুচি।

অনুবাদ

স্বাস্থ্যকর, শুদ্ধ এবং অনায়াস লব্ধ খাদ্য বস্তু সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, যে খাদ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তাৎক্ষণিক সুখ প্রদান করে তা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, এবং অপরিচ্ছন্ন ও দুঃখজনক খাদ্যবস্তু হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন।

তাৎপর্য

তমোগুণী খাদ্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং শেষে অকাল মৃত্যু ঘটায়।

শ্লোক ২৯

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্ ।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥ ২৯ ॥

শ্লোক ৩২

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ ।
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্‌ভাবায় প্রপদ্যতে ॥ ৩২ ॥

এতাঃ—এই সকল; **সংসৃতয়ঃ**—জীবনের সৃষ্ট দিকগুলি; **পুংসঃ**—জীবের; **গুণ**—জড়গুণ সমন্বিত; **কর্ম**—এবং কর্ম; **নিবন্ধনাঃ**—সম্পর্কিত; **যেন**—যার দ্বারা; **ইমে**—এই সকল; **নির্জিতাঃ**—বিজিত; **সৌম্য**—হে ভদ্র উদ্ধব; **গুণাঃ**—প্রকৃতির গুণাবলী; **জীবেন**—জীব কর্তৃক; **চিত্তজাঃ**—মনঃসৃষ্ট; **ভক্তিযোগেন**—ভক্তিযোগের মাধ্যমে; **মৎ-নিষ্ঠাঃ**—আমার প্রতি নিবেদিত; **মৎ-ভাবায়**—আমার প্রতি প্রেমের; **প্রপদ্যতে**—যোগ্যতা লাভ করে।

অনুবাদ

হে ভদ্র উদ্ধব, জড়া প্রকৃতির গুণ সম্ভূত কর্ম থেকে বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় উৎপন্ন হয়। যে জীব মন সম্ভূত, এই গুণাবলীকে জয় করতে পারে, সে ভক্তিযোগের মাধ্যমে নিজেকে আমার প্রতি নিবেদন করে, আমার জন্য শুদ্ধ প্রেম অর্জন করতে পারে।

তাৎপর্য

মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে শব্দগুলি সূচিত করে ভগবৎ প্রেম লাভ করা অথবা পরমেশ্বরের মতো পর্যায়ে উপনীত হওয়া। প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে, ভগবানের জ্ঞানময় ও আনন্দময় নিত্য ধামে বাস করা। বদ্ধজীব মোহবশতঃ নিজেকে প্রকৃতির গুণাবলীর ভোক্তা রূপে কল্পনা করে। এইভাবে বিশেষ কোন ধরনের জড় কর্ম সৃষ্ট হয়, যার প্রতিক্রিয়া বদ্ধজীবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করে। ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা এই নিষ্ফল পদ্ধতির নিরসন করা সম্ভব, সেই বিষয়ে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

তস্মাদদ্দেহমিমং লব্ধা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্ ।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **দেহম্**—শরীর; **ইমম্**—এই; **লব্ধা**—লাভ করে; **জ্ঞান**—তাত্ত্বিক জ্ঞান; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধ জ্ঞান; **সম্ভবম্**—উৎপত্তি স্থল; **গুণ-সঙ্গম্**—প্রকৃতির গুণ সঙ্গ; **বিনির্ধূয়**—সম্পূর্ণরূপে বিধৌত করে, **মাম্**—আমাকে; **ভজন্তু**—ভজন করা উচিত; **বিচক্ষণাঃ**—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

সুতরাং, পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সমন্বিত এই মনুষ্য জীবন লাভ করে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের উচিত নিজেদের প্রকৃতির গুণজাত সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করে ঐকান্তিকভাবে আমার প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়া।

শ্লোক ৩৪

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্ বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎসত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ ॥ ৩৪ ॥

নিঃসঙ্গঃ—জড় সঙ্গ মুক্ত; **মাম্**—আমাকে; **ভজেৎ**—ভজনা করা; **বিদ্বান**—জ্ঞানী ব্যক্তি; **অপ্রমত্তঃ**—অবিভ্রান্ত; **জিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **চ**—এবং; **অভিজয়েত**—জয় করা উচিত; **সত্ত্ব-সংসেবয়া**—সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে; **মুনিঃ**—মুনি।

অনুবাদ

অবিভ্রান্ত, সমস্ত জড় সঙ্গ মুক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত তার ইন্দ্রিয় দমন করে আমার উপাসনা করা। নিজেকে কেবলমাত্র সাত্ত্বিক কর্মে নিয়োজিত করে রজোগুণ এবং তমোগুণকে জয় করা তার কর্তব্য।

শ্লোক ৩৫

সত্ত্বং চাভিজয়েদ্যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ ।
সংপদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্ ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **চ**—ও; **অভিজয়েৎ**—জয় করা উচিত; **যুক্তঃ**—ভক্তিযোগে নিয়োজিত; **নৈরপেক্ষ্যেণ**—গুণগুলির প্রতি উদাসীন হয়ে; **শান্ত**—শান্ত; **ধীঃ**—যার বুদ্ধি; **সংপদ্যতে**—লাভ করে; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণ থেকে; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **জীবঃ**—জীব; **জীবম্**—তার বন্ধনের কারণ; **বিহায়**—ত্যাগ করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

তারপর, ভক্তিযোগে নিবিষ্ট হয়ে গুণাবলীর প্রতি উদাসীন হওয়ার মাধ্যমে সাধু ব্যক্তির জাগতিক সত্ত্বগুণকেও জয় করা উচিত। এইভাবে শান্ত মনে প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে জীবাত্মা, তার বদ্ধ দশার কারণটিকেই পরিত্যাগ করে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে *নৈরপেক্ষেন* শব্দটি জড়া প্রকৃতির গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদকে সূচিত করে। সম্পূর্ণ চিন্ময়, ভগবৎ-সেবায় আসক্তির মাধ্যমে, আমরা প্রকৃতির গুণাবলীর প্রতি আগ্রহ পরিত্যাগ করতে পারি।

শ্লোক ৩৬

জীবো জীববিনির্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরশ্চরেৎ ॥ ৩৬ ॥

জীবঃ—জীব; **জীববিনির্মুক্তঃ**—জড় চেতনার সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণ থেকে; **চ**—এবং; **আশয়-সম্ভবৈঃ**—যার নিজের মনে প্রকাশিত হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **ব্রহ্মণা**—পরম সত্যের দ্বারা; **পূর্ণঃ**—সন্তুষ্ট; **ন**—না; **বহিঃ**—বাহ্যিক (ইন্দ্রিয়তৃপ্তি); **ন**—অথবা নয়; **অন্তরঃ**—অন্তরে (ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চিন্তা); **চরেৎ**—বিচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

জড় চেতনা জাত মন এবং প্রকৃতির গুণাবলীর সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, জীব আমার দিব্য রূপ অনুভব করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্টি লাভ করে। সে বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে আর ভোগের অনুসন্ধান অথবা তার মনে মনেও এই রূপ ভোগের স্মরণ বা মনন করে না।

তাৎপর্য

মনুষ্য জীবন হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে পারমার্থিক মুক্তিলাভের একটি দুর্লভ সুযোগ। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির ত্রিগুণ এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের দিব্য স্থিতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন, যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা খুব সহজে প্রকৃতির গুণগুলি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা সমন্বিত যথার্থ জীবনযাত্রার সূচনা করতে পারি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তদূর্ধ্বে' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষড়বিংশতি অধ্যায়

ঐল গীত

ভক্তিযোগ অনুশীলনকারীর জন্য প্রতিকূল সঙ্গ কতটা আশঙ্কাজনক এবং সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গপ্রভাবে আমরা কীভাবে ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারি, সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য জীবের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থা হচ্ছে মনুষ্যদেহ লাভ করা এবং যিনি নিজেকে ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগে নিয়োজিত করেছেন, তিনি সেই দিব্য আনন্দমূর্তিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এইরূপ, পরমেশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত; মায়া সৃষ্ট এই জগতে অবস্থান করলেও মায়ার প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকেন। পক্ষান্তরে, মায়ার দ্বারা আবদ্ধ জীব কেবলই তাদের উদর এবং উপস্থের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তারা অশুদ্ধ, তাদের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর সঙ্গ প্রভাবে বিভ্রান্ত, সম্রাট পুরুরবা, উর্বশীর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তিনি একটি গান গেয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি—চর্ম, মাংস, রক্ত, পেশীতন্তু, মস্তিষ্ক কোষ, মজ্জা এবং অস্থির পিণ্ডরূপ নারী (অথবা নর) দেহের প্রতি আসক্ত—তার মধ্যে আর পোকার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। নারীদেহের দ্বারা যার মন অপহৃত হয়, তার শিক্ষা, তপস্যা, বৈরাগ্য, বেদপাঠ, নির্জনে বাস এবং মৌন অবলম্বনের কী মূল্য থাকল? মনের কামাদি ষড় রিপুকে বিদ্বান ব্যক্তিদের বিশ্বাস করা উচিত নয়, স্ত্রীলোক বা স্ত্রৈণ পুরুষদের সঙ্গ তাই তাঁদের এড়িয়ে চলা উচিত। এই সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে রাজা পুরুরবা মায়াময় বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয়স্থ পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন।

উপসংহারে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত অসৎসঙ্গ পরিহার করে নিজেকে সাধু সঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা তাঁদের দিব্য উপদেশের মাধ্যমে আমাদের মনের মায়াময় আসক্তি ছিন্ন করতে পারেন। যথার্থ ভক্ত সর্বদাই মুক্ত এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাঁদের সম্মেলনে প্রতিনিয়ত পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেই ভগবানের সেবা করে জীবাত্মা তার জাগতিক পাপ নির্মূল করে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অর্জন করে। আর যখন কেউ

সেই অসীম আদর্শ গুণাবলীর আদি সমুদ্র, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হন, তাঁর জন্য লাভ করবার আর কী বাকী রইল?

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধ্বা মদ্ধর্ম আস্থিতঃ ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মৎ-লক্ষণম্**—যার দ্বারা আমাকে উপলব্ধি করা যায়; **ইমম্**—এই; **কায়ম্**—মনুষ্য শরীর; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **মৎ-ধর্মে**—আমার প্রতি ভক্তিযোগে; **আস্থিতঃ**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **আনন্দম্**—শুদ্ধ আনন্দ; **পরম-আত্মানম্**—পরমাত্মা; **আত্ম-স্থম্**—হৃদয়ে অবস্থিত; **সমুপৈতি**—লাভ করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—কেউ আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ সম্পন্ন এই মনুষ্য জীবন লাভ করে, আমার প্রতি ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হলে সে সমস্ত আনন্দের আধার, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কিছুর পরমাত্মা, আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

অসৎ সঙ্গের ফলে, এমনকি মুক্ত ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির স্তর থেকেও পতন ঘটতে পারে। জড় জগতের মধ্যে স্ত্রীলোকের সঙ্গ বিশেষভাবে বিপদ জনক, এবং তাই এরূপ পতন যাতে না ঘটে তার জন্য এই অধ্যায়ে ঐল গীত বলা হয়েছে। সাধু সঙ্গের প্রভাবে আমাদের যথার্থ পারমার্থিক বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তার ফলে আমরা যৌন আকর্ষণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে "ঐল গীত" নামে পরিচিত পুরূরবার চমৎকার গীত বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ২

গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া ।
গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ ।
বর্তমানোঽপি ন পুমান্ যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ ॥ ২ ॥

গুণ-ময্যা—প্রকৃতির গুণের উপর আধারিত; **জীব-যোন্যা**—জড় জীবনের কারণ থেকে, মিথ্যা পরিচিতি; **বিমুক্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানে; **নিষ্ঠয়া**—

নিষ্ঠা পরায়ণ হয়ে; **গুণেষু**—প্রকৃতির গুণের উৎপাদনের মধ্যে; **মায়ামাত্রেষু**—কেবলই মায়াময়; **দৃশ্যমানেসু**—দৃশ্যবস্তু সকল; **অবস্তুতঃ**—যদিও বাস্তব নয়; **বর্তমানঃ**—জীবিত; **অপি**—যদিও; **ন**—করে না; **পুমান্**—সেই ব্যক্তি; **যুজ্যতে**—জড়িয়ে পড়ে; **অবস্তুভিঃ**—অবাস্তব; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণের প্রকাশ হেতু।

অনুবাদ

যিনি দিব্যজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি জড়াপ্রকৃতির গুণসম্ভূত মিথ্যা পরিচিতি পরিত্যাগ করে বদ্ধজীবন থেকে মুক্ত হন। এই সমস্ত উৎপাদনগুলিকে কেবল মাত্র মায়াসম্ভূত হিসাবে দর্শন করে তিনি সে সমস্তের মধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেও প্রকৃতির গুণসম্ভূত বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। প্রকৃতির গুণাবলী এবং তা থেকে উৎপন্ন কোন কিছুই যেহেতু বাস্তব নয়, তিনি সেগুলি স্বীকার করেন না।

তাৎপর্য

প্রকৃতির তিনটি গুণ বিবিধ প্রকার জড়দেহ, স্থান, পরিবার, দেশ, আহার্য, খেলাধুলা, যুদ্ধ, শান্তি ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এই জড়জগতের সমস্ত কিছুই প্রকৃতির গুণাবলী সমন্বিত, মুক্ত আত্মা, জড়াশক্তির সমুদ্রে অবস্থান করেও প্রতিটি জিনিসকেই ভগবানের সম্পদ রূপে জেনে তিনি আবদ্ধ হন না। এই রূপ মুক্ত আত্মাকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভগবানের সম্পত্তি চুরি করে চোর হতে প্রলোভিত করলেও কৃষ্ণভক্ত, মায়া প্রদত্ত সেই টোপে কামড় না দিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতে সৎ এবং শুদ্ধভাবে অবস্থান করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই জগতের কোন কিছু, বিশেষতঃ নারীর মায়াময় রূপ, তাঁর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে।

শ্লোক ৩

সঙ্গং ন কুর্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥ ৩ ॥

সঙ্গম—সঙ্গ; **ন কুর্যাদ**—কখনও করা উচিত নয়; **অসতাম্**—জড়বাদী লোকেদের; **শিশ্ন**—উপস্থ; **উদর**—এবং উদর; **তৃপাম্**—যারা তৃপ্ত করতে অনুগত; **ক্বচিৎ**—যে কোন সময়; **তস্য**—এই রূপ যে কোন ব্যক্তির; **অনুগঃ**—অনুগামী; **তমসি-অন্ধে**—অন্ধকারতম গর্তে; **পততি**—পতিত হয়; **অন্ধ-অনুগ**—অন্ধ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে; **অন্ধ-বৎ**—ঠিক আর একজন অন্ধ ব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

যারা তাদের উপস্থ এবং উদরকে তৃপ্ত করতে উৎসর্গীকৃত, কখনও সেই সমস্ত জড়বাদীদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। তাদের অনুসরণ করলে একজন অন্ধের

আর একজন অন্ধকে অনুসরণ করার মতো সে গভীরতম অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।

শ্লোক ৪

ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ ।
উর্বশীবিরহান্ মুহ্যন্ নির্বিণ্ণঃ শোকসংযমে ॥ ৪ ॥

ঐলঃ—রাজা পুরূরবা; **সম্রাট**—মহান সম্রাট; **ইমাম্**—এই; **গাথাম্**—গীত; **অগায়ত**—গেয়েছিলেন; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **শ্রবাঃ**—যার খ্যাতি; **উর্বশী-বিরহাৎ**—উর্বশীর বিরহের জন্য; **মুহ্যন্**—বিভ্রান্ত হয়ে; **নির্বিণ্ণঃ**—অনাসক্ত বোধ করে; **শোক**—তাঁর শোক; **সংযমে**—শেষে, যখন তিনি সংযত করতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

নিম্নবর্ণিত গানটি বিখ্যাত সম্রাট পুরূরবা গেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী উর্বশীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শোক সংবরণ করে তিনি অনাসক্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধেও এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ঐল, অর্থাৎ পুরূরবা ছিলেন অত্যন্ত যশস্বী মহান রাজা। তাঁর স্ত্রী উর্বশীর বিরহে প্রথমে তিনি ভীষণভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে তাঁর (উর্বশীর) সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের পর তিনি গন্ধর্বগণ প্রদত্ত যজ্ঞাগ্নি দ্বারা দেবগণের উপাসনা করে উর্বশী যে লোকে নিবাস করছেন, সেখানে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ত্যক্ত্বাত্মানং ব্রজন্তীং তাং নগ্ন উন্মত্তবন্নৃপঃ ।
বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিক্লবঃ ॥ ৫ ॥

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; **আত্মানম্**—তাঁকে; **ব্রজন্তীম্**—চলে গেলে; **তাম্**—তার প্রতি; **নগ্নঃ**—নগ্ন হয়ে; **উন্মত্ত-বৎ**—উন্মত্তের মতো; **নৃপঃ**—রাজা; **বিলপন্**—চিৎকার করে ডেকেছিলেন; **অন্বগাৎ**—অনুসরণ করেছিলেন; **জায়ে**—হে ভার্যা; **ঘোরে**—হে ভয়ঙ্কর রমণী; **তিষ্ঠ**—অনুগ্রহ করে দাঁড়াও; **ইতি**—এই রূপ বলে; **বিক্লবঃ**—দুঃখে বিহ্বল।

অনুবাদ

উর্বশী যখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন রাজা পাগলের মতো নগ্ন অবস্থায় তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে তাঁকে গভীর আর্তি সহকারে, "হে ভার্যা, হে ভয়ঙ্করী রমণী! অনুগ্রহ করে দাঁড়াও!" বলে ডেকেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রিয়তমা ভার্যা তাঁকে পরিত্যাগ করে গেলে শোকার্ত রাজা চিৎকার করে ডাকছিলেন, 'প্রিয়ে ভার্যা, এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখো। একটু দাঁড়াও! হে ভয়ঙ্করী রমণী, কেন দাঁড়াচ্ছ না? কিছুক্ষণের জন্য কেন কথা বলছ না? তুমি কি আমায় মেরে ফেলবে?' এইভাবে অনুশোচনা করে তিনি তাঁর অনুসরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ ।
ন বেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ ॥ ৬ ॥

কামান্—কামবাসনা; **অতৃপ্তঃ**—অতৃপ্ত; **অনুজুষন্**—তৃপ্তি করে; **ক্ষুল্লকান্**—নগণ্য; **বর্ষ**—অনেক বৎসরের; **যামিনীঃ**—রাত্রি সমূহ; **ন বেদ**—জানতেন না; **যান্তীঃ**—যাচ্ছে; **ন**—অথবা নয়; **আয়ান্তীঃ**—আসছে; **উর্বশী**—উর্বশীর দ্বারা; **আকৃষ্ট**—আকৃষ্ট; **চেতনঃ**—তাঁর মন।

অনুবাদ

বহু বৎসর ধরে রাজা পুরূরবা সন্ধ্যা কালে যৌন আনন্দ উপভোগ করেও তিনি এই রূপ নগণ্য ভোগে তৃপ্ত হতে পারেননি। তাঁর মন উর্বশীর প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিল যে, কীভাবে রাত্রি আসছে এবং যাচ্ছে, তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার জাগতিক অনুভূতি সূচিত করে।

শ্লোক ৭

ঐল উবাচ

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ ।
দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃখণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

ঐলঃ উবাচ—রাজা পুরূরবা বললেন; **অহো**—হায়; **মে**—আমার; **মোহ**—মোহের; **বিস্তারঃ**—গভীরতা; **কাম**—কামের দ্বারা; **কশ্মল**—কলুষিত; **চেতসঃ**—আমার

চেতনা; দেব্যা—এই দেবীর দ্বারা; গৃহীত—গৃহীত; কণ্ঠস্য—যাহার কণ্ঠ; ন—হয়নি; আয়ুঃ—আমার আয়ু; খণ্ডাঃ—বিভাগ সমূহ; ইমে—এই সকল; স্মৃতাঃ—লক্ষ্য করা হয়েছিল।

অনুবাদ

রাজা ঐল বললেন—হায়, আমি কত গভীর মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম! এই দেবী আমায় আলিঙ্গন করে আমার গলদেশ তার কবলে রেখেছিল। আমার হৃদয় কামবাসনার দ্বারা এতই কলুষিত হয়েছিল যে, কীভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না।

শ্লোক ৮

নাহং বেদাভিনির্মুক্তঃ সূর্যো বাভ্যুদিতোঽমুয়া ।
মূষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত ॥ ৮ ॥

ন—না; অহম্—আমি; বেদ—জানি; অভিনির্মুক্তঃ—প্রবৃত্ত হয়ে; সূর্যঃ—সূর্য; বা—অথবা; অভ্যুদিতঃ—উদিত; অমুয়া—তার দ্বারা; মূষিতঃ—প্রতারিত; বর্ষ—বৎসর সমূহ; পূগানাম্—বহু সমন্বিত; বত—হায়; অহানি—বহুদিন; গতানি—অতিবাহিত; উত—নিশ্চিত রূপে।

অনুবাদ

সেই রমণী আমাকে এমনই ভাবে প্রতারিত করেছে যে, আমি সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তও লক্ষ্য করিনি। হায়, বহু বছর ধরে, আমি আমার দিনগুলি বৃথা অতিবাহিত করেছি।

তাৎপর্য

উর্বশীর প্রতি আসক্তি হেতু রাজা পুরূরবা তাঁর ভগবৎ সেবার কথা বিস্মৃত হয়ে সেই সুন্দরী যুবতীকে খুশী করতেই বেশি চিন্তিত ছিলেন। এইভাবে তাঁর মূল্যবান সময় অপচয় করার জন্য তিনি শোক করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তগণ তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় উপযোগ করেন।

শ্লোক ৯

অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্তী নরদেবশিখামণিঃ ॥ ৯ ॥

অহো—হায়; মে—আমার; আত্ম—নিজের; সম্মোহঃ—সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন; যেন—যার দ্বারা; আত্মা—আমার শরীর; যোষিতাম্—রমণীদের; কৃতঃ—হয়েছিল;

ক্রীড়া-মৃগ—খেলনা পশু; চক্রবর্তী—বিশাল সম্রাট; নরদেব—রাজাদের; শিখামণিঃ—চূড়ামণি।

অনুবাদ

হায়, আমি একজন মহান সম্রাট, বিশ্বের সমস্ত রাজাদের মুকুটমণি হয়েও মোহ আমাকে কীভাবে রমণীর হাতের ক্রীড়ামৃগে পরিণত করেছিল!

তাৎপর্য

রাজার শরীর, রমণীর বাহ্যিক বাসনা তৃপ্ত করতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হওয়ার ফলে তা এখন রমণীদের হাতের ক্রীড়ামৃগের মতো অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১০

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্ ।
যান্তীং স্ত্রিয়ং চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্ ॥ ১০ ॥

স-পরিচ্ছদম্—আমার রাজত্ব এবং সর্বস্ব সহ; আত্মানম্—আমি নিজে; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; তৃণম্—তৃণখণ্ড; ইব—মতো; ঈশ্বরম্—তেজস্বী সম্রাট; যান্তীম্—চলে যাচ্ছেন; স্ত্রিয়ম্—রমণীটি; চ—এবং; অন্বগমন্—আমি অনুগমন করেছিলাম; নগ্নঃ—নগ্ন; উন্মত্তবৎ—পাগলের মতো; রুদন্—ক্রন্দন করে।

অনুবাদ

পরম ঐশ্বর্যশালী, তেজস্বী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও সেই রমণী আমাকে তৃণখণ্ড অপেক্ষা নগণ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছে। তবুও আমি নির্লজ্জ হয়ে নগ্ন অবস্থায় পাগলের মতো ক্রন্দন করে তার অনুসরণ করছিলাম।

শ্লোক ১১

কুতস্তস্যানুভাবঃ স্যাৎ তেজ ঈশত্বমেব বা ।
যোঽন্বগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িত ॥ ১১ ॥

কুতঃ—কোথায়; তস্য—সেই ব্যক্তির (নিজে); অনুভাবঃ—প্রভাব; স্যাৎ—হয়; তেজঃ—শক্তি; ঈশত্বম্—রাজত্ব; এব—বস্তুত; বা—বা; যঃ—যে; অন্বগচ্ছম্—ধাবিত হয়েছিলাম; স্ত্রিয়ম্—এই রমণী; যান্তীম্—যখন চলে যাচ্ছিল; খরবৎ—ঠিক একটি গাধার মতো; পাদ—পা দিয়ে; তাড়িতঃ—দণ্ডি।

অনুবাদ

গর্দভী যেমন গর্দভের মুখে লাথি মারে, তেমনই সেই রমণী আমাকে ত্যাগ করে গেলেও আমি তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলাম। আমার তথাকথিত রাজত্ব, বিরাট প্রভাব, এ সমস্ত শক্তি কোথায়?

শ্লোক ১২

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা ।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥ ১২ ॥

কিম্—কী কাজ; **বিদ্যয়া**—জ্ঞানের; **কিম্**—কী; **তপসা**—তপস্যার; **কিম্**—কী; **ত্যাগেন**—বৈরাগ্যের; **শ্রুতেন**—শাস্ত্রানুশীলনের; **বা**—অথবা; **কিম্**—কী; **বিবিক্তেন**—নির্জন বাসের; **মৌনেন**—মৌনের; **স্ত্রীভিঃ**—রমণীদের দ্বারা; **যস্য**—যার; **মনঃ**—মন; **হৃতম্**—অপহৃত।

অনুবাদ

উচ্চ শিক্ষা, তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চা, নির্জনে বাস, মৌন ইত্যাদি পালন করা সত্ত্বেও, মন যদি রমণীর দ্বারা অপহৃত হয়, তবে এত সমস্ত করার কী প্রয়োজন?

তাৎপর্য

এক নগণ্য রমণীর দ্বারা কারও হৃদয় ও মন অপহৃত হলে, পূর্ববর্ণিত সমস্ত পদ্ধতিই নিরর্থক। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত থাকলে তার পারমার্থিক অগ্রগতি অবশ্যই বিনাশ হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যদি বৃন্দাবনের মুক্ত গোপীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রেমীক রূপে বরণ করে তাঁর আরাধনা করেন, তবে তিনি তাঁর মানসিক কার্যকলাপকে কাম কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারেন।

শ্লোক ১৩

স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্ মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্ ।
যোঽহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥

স্ব-অর্থস্য—তার নিজের স্বার্থ; **অকোবিদম্**—অবিজ্ঞ; **ধিক্**—ধিক; **মাম্**—আমার সঙ্গে; **মূর্খম্**—মূর্খ; **পণ্ডিত-মানিনম্**—নিজেকে মহাপণ্ডিত বলে মনে করা; **যঃ**—যে; **অহম্**—আমি; **ঈশ্বর-তাম্**—ঈশ্বরের পদ; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীগণের দ্বারা; **গো-খর-বৎ**—বলদ অথবা গাধার মতো; **জিতঃ**—বিজিত।

অনুবাদ

আমাকে ধিক্! আমি এতই মূর্খ যে, কিসে আমার কল্যাণ হয় তাও জানতাম না, অথচ নিজেকে গর্বভরে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে ভাবতাম। ভগবানের মতো উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়েও বলদ বা গাধার মতো আমি নিজে রমণীগণের দ্বারা পরাভূত হতে রাজী হয়েছি।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নেশায় স্ত্রীসঙ্গের মাধ্যমে কাম বাসনা দ্বারা পাগল প্রায় হয়ে বলদ বা গর্দভের মতো হওয়া সত্ত্বেও, এ জগতের সমস্ত মূর্খরাই নিজেদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত বলে মনে করে। সাধু গুরুদেবের কৃপায় ধীরে ধীরে এই কাম প্রবণতা বিদূরীত হলে আমরা এই ভয়ঙ্কর জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অপমানজনক স্বভাবকে অনুভব করতে পারি। এই শ্লোকে রাজা পুরূরবা কৃষ্ণভাবনামৃতের জ্ঞানে ফিরে আসছেন।

শ্লোক ১৪

সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্বশ্যা অধরাসবম্ ।
ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা ॥ ১৪ ॥

সেবতঃ—সেবক; **বর্ষ-পূগান্**—বহু বৎসর ধরে; **মে**—আমার; **উর্বশ্যাঃ**—উর্বশীর; **অধর**—অধরের; **আসবম্**—অমৃত; **ন তৃপ্যতি**—কখনও সন্তুষ্ট হয় না; **আত্ম-ভূঃ**—মনোজ; **কামঃ**—কাম; **বহ্নিঃ**—অগ্নি; **আহুতিভিঃ**—আহুতির দ্বারা; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি দিয়ে যেমন অগ্নিকে কখনও নির্বাপিত করা যায় না, তেমনই উর্বশীর অধর নিসৃত তথাকথিত অমৃত, বহু বৎসর ধরে পান করেও, আমার হৃদয়ে কাম বাসনা বার বার জেগে উঠেছে, আর তা কখনও সন্তুষ্ট হয়নি।

শ্লোক ১৫

পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কো ন্বন্যো মোচিতুং প্রভুঃ ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ॥ ১৫ ॥

পুংশ্চল্যা—বেশ্যার দ্বারা; **অপহৃতম্**—অপহৃত; **চিত্তম্**—বুদ্ধি; **কঃ**—কে; **নু**—বস্তুত; **অন্যঃ**—অন্যব্যক্তি; **মোচিতুম্**—মুক্ত করতে; **প্রভুঃ**—সক্ষম; **আত্ম-আরাম্**—আত্মতুষ্ট ঋষির; **ঈশ্বরম্**—ভগবান; **ঋতে**—ব্যতীত; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অধোক্ষজম্**—জড় ইন্দ্রিয়াতীত।

অনুবাদ

বারবনিতার দ্বারা অপহৃত আমার চেতনাকে একমাত্র আত্মারাম ঋষিগণের প্রভু, জড় ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষ ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে সক্ষম?

শ্লোক ১৬

বোধিতস্যাপি দেব্যা মে সূক্তবাক্যেন দুর্মতেঃ ।
মনোগতো মহামোহো নাপযাত্যজিতাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

বোধিতস্য—বিজ্ঞাত; **অপি**—এমনকি; **দেব্যা**—দেবী উর্বশীর দ্বারা; **মে**—আমার; **সু-উক্ত**—সুকথিত; **বাক্যেন**—বাক্যের দ্বারা; **দুর্মতেঃ**—দুর্বুদ্ধির; **মনঃগতঃ**—মনের মধ্যে; **মহা-মোহঃ**—মহা বিভ্রান্তি; **ন অপযাতি**—নিবৃত হয়নি; **অজিত-আত্মনঃ**—ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম।

অনুবাদ

আমি আমার বুদ্ধিকে বিপথে চালিত হতে অনুমোদন করার ফলে এবং ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম হওয়ায়, উর্বশী স্বয়ং আমাকে সুন্দর বাক্যে জ্ঞানী পরামর্শ প্রদান করা সত্ত্বেও, আমার মন থেকে মহা মোহ বিদূরীত হয়নি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবী উর্বশী পুরূরবাকে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তিনি যেন কখনও রমণীকে বা তার দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস না করেন। এইরূপ প্রকাশ্য উপদেশ সত্ত্বেও তিনি পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ার ফলে ভীষণভাবে মনঃকষ্টে ভুগেছিলেন।

শ্লোক ১৭

কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ ।
দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবিদুষো যোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

কিম্—কি; **এতয়া**—তার দ্বারা; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **অপকৃতম্**—অপরাধ করা হয়েছে; **রজ্জ্বা**—রশির দ্বারা; **বা**—অথবা; **সর্প-চেতসঃ**—যে এটিকে সর্পরূপে চিন্তা করছে; **দ্রষ্টুঃ**—এইরূপ দর্শকের; **স্বরূপ**—প্রকৃত পরিচয়; **অবিদুষঃ**—অবিজ্ঞ; **যঃ**—যে; **অহম্**—আমি; **যৎ**—যেহেতু; **অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম না করে।

অনুবাদ

আমিই যখন আমার প্রকৃত পারমার্থিক স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞ, তখন আমার দুঃখের জন্য তাকে (উর্বশীকে) কীভাবে দোষারোপ করব? আমি আমার ইন্দ্রিয় সংযম করিনি, তাই আমার অবস্থা এখন, অহিংস রজ্জুকে সর্পরূপে দর্শনকারীর মতো হয়েছে।

তাৎপর্য

রজ্জুকে কেউ যদি সর্প বলে ভুল করেন, তবে তিনি ভীত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এই ধরনের ভয় এবং উদ্বেগ নিশ্চয় অনর্থক। কেননা রজ্জু কখনও দংশন করে না। তেমনই, কেউ যদি ভুল ক্রমে ভাবে যে, ভগবানের জড় মায়াশক্তি তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উদ্দিষ্ট, তবে সে নিশ্চয়ই তার মাথার উপর জড় মায়ার ভীতি এবং উদ্বেগের হিমানী-সম্প্রপাতকে আহ্বান করছে। রাজা পুরূরবা এখানে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করছেন যে, যুবতী রমণী উর্বশীর কোন দোষ নেই। প্রকৃতপক্ষে পুরূরবাই ভুলক্রমে উর্বশীকে তাঁর ভোগ্য বস্তু বলে মনে করেছিলেন, আর তাই প্রকৃতির বিধানে তার প্রতিক্রিয়া ভোগ করে কষ্ট পেয়েছিলেন। উর্বশীর বাহ্যিক রূপকে ভোগের চেষ্টা করে পুরূরবা নিজেই অপরাধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

ক্বায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ।
ক্ব গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যা হ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ব—কোথায়; অয়ম্—এই; মলীমসঃ—খুব নোংরা; কায়ঃ—জড়দেহ; দৌর্গন্ধ্য—দুর্গন্ধ; আদি—ইত্যাদি; আত্মকঃ—সমন্বিত; অশুচিঃ—অপরিষ্কার; ক্ব—কোথায়; গুণাঃ—তথাকথিত সৎ গুণাবলী; সৌমনস্য—ফুলের সুগন্ধ এবং কোমলতা; আদ্যা—এবং ইত্যাদি; হি—নিশ্চিতরূপে; অধ্যাসঃ—বাহ্যিক অসাদৃশ্য; অবিদ্যয়া—অজ্ঞতার দ্বারা; কৃতঃ—সৃষ্ট।

অনুবাদ

এই কলুষিত শরীরটিই বা কী—ভীষণ নোংরা আর দুর্গন্ধময়, তাই না? আমি রমণীদেহের সুগন্ধে আর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু সেই সমস্ত তথাকথিত দিকগুলি কী কী? সেগুলি হচ্ছে মায়া সৃষ্ট নকল আবরণ মাত্র।

তাৎপর্য

পুরূরবা এখন বুঝেছেন যে, তিনি উর্বশীর সুগঠিত ও সুগন্ধী শরীরের প্রতি পাগলের মতো আকৃষ্ট হলেও, বাস্তবে সেই শরীরটি ছিল বিষ্ঠা, বায়ু, পিত্ত, কফ, লোম এবং অন্যান্য অপ্রীতিকর উপাদানের একটি বস্তা মাত্র। পক্ষান্তরে বলা যায়, পুরূরবার এখন জ্ঞান হচ্ছে।

শ্লোক ১৯

পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃ শ্বগৃধ্রয়োঃ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে ॥ ১৯ ॥

পিত্রোঃ—পিতা মাতার; **কিম্**—তাই কি; **স্বম্**—সম্পদ; **নু**—অথবা; **ভার্যায়াঃ**—স্ত্রীর; **স্বামিনঃ**—মালিকের; **অগ্নেঃ**—অগ্নির; **শ্ব-গৃধ্রয়োঃ**—কুকুর এবং শৃগালদের; **কিম**—তা কি; **আত্মনঃ**—আত্মার; **কিম্**—না কি; **সুহৃদাম্**—বন্ধুদের; **ইতি**—এইভাবে; **যঃ**—যে; **ন অবসীয়তে**—কখনও স্থির করতে পারে না।

অনুবাদ

দেহটি বাস্তবে কার সম্পত্তি, তা কখনই নির্ধারণ করা যায় না। এটি কি জন্ম দাতা পিতামাতার, তার আনন্দ প্রদায়িনী স্ত্রীর অথবা তার মালিকের, যিনি ইচ্ছামত দেহটিকে আদেশ করেন? এটি কি চিতার আগুনের অথবা কুকুর ও শৃগালদের, যারা শেষে সেটি খেয়ে ফেলবে, তাদের সম্পত্তি? এটা কি অন্তরে বসবাসকারী আত্মার, যে তার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, অথবা এই দেহটি কি উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদানকারী ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের? নিশ্চিতভাবে দেহের অধিকারী নির্ধারণ না করেই, মানুষ এই দেহটির প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে।

শ্লোক ২০

তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসজ্জতে ।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতং চ মুখং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥

তস্মিন্—সেই; **কলেবরে**—ভৌতিক দেহে; **অমেধ্যে**—ঘৃণ্য; **তুচ্ছ-নিষ্ঠে**—সর্বনিম্ন গতির প্রতি আগুয়ান; **বিসজ্জতে**—আসক্ত হয়; **অহো**—আহা; **সু-ভদ্রম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **সুনসম্**—সুন্দর নাসা সমন্বিত; **সু-স্মিতম্**—সুন্দর মুচকি হাসি; **চ**—এবং; **মুখম্**—মুখমণ্ডল; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীর।

অনুবাদ

ভৌতিক দেহটি হচ্ছে একটি নিম্নগতি সম্পন্ন, কলুষিত ভৌতিক রূপ মাত্র, তবুও যখন কোন পুরুষ মানুষ, কোন রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখতে থাকে, তখন সে ভাবে, "মেয়েটি দেখতে কত সুন্দর! তার নাকটি বড়ই মনোহর, আর দেখ কত সুন্দর তার মৃদু হাস্য!"

তাৎপর্য

তুচ্ছ নিষ্ঠে অর্থাৎ "নিম্নগতির প্রতি আগুয়ান" বাক্যটি সূচিত করে যে, যদি কবর দেওয়া হয়, সেহটি কীটেদের দ্বারা ভক্ষিত হবে; যদি পোড়ানো হয়, তবে তা ভস্মে পরিণত হবে; আর যদি নির্জন স্থানে মৃত্যু হয়, তবে তা কুকুর এবং শকুনদের দ্বারা ভক্ষিত হবে। নারীদেহের মধ্যে মায়ার মোহময়ী শক্তি প্রবেশ করে, পুরুষ মানুষের মনকে বিচলিত করে। পুরুষ মানুষ নারীরূপী মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়

কিন্তু সেই নারীদেহটিকে আলিঙ্গন করার ফলে সে কেবল মাংস, রক্ত, কফ, পুঁজ চামড়া, অস্থি, লোম আর বিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অজ্ঞতার ফলে মানুষের কুকুর বেড়ালের মতো হওয়া উচিত নয়। মানুষের উচিত, কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে পরমেশ্বরের শক্তিকে ভোগ করতে অনর্থক চেষ্টা না করে ভগবানের সেবা করতে শেখা।

শ্লোক ২১

ত্বঙ্‌মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ ।
বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্ ॥ ২১ ॥

ত্বক্—চামড়া দিয়ে; **মাংস**—মাংস; **রুধির**—রক্ত; **স্নায়ু**—মাংস পেশী; **মেদঃ**—চর্বি; **মজ্জা**—মজ্জা; **অস্থি**—এবং অস্থি; **সংহতৌ**—সমন্বিত; **বিট্**—বিষ্ঠার; **মূত্র**—মূত্র; **পূয়ে**—এবং পুঁজ; **রমতাম্**—ভোগ করা; **কৃমীণাম্**—কৃমি-কীটের সঙ্গে তুলনীয়; **কিয়ৎ**—কতটা; **অন্তরম্**—পার্থক্য।

অনুবাদ

যে সমস্ত মানুষ চর্ম, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, চর্বি, মজ্জা, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পুঁজ সমন্বিত জড়দেহকে ভোগ করতে চেষ্টা করে তাদের মধ্যে আর সাধারণ কৃমিকীটের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

শ্লোক ২২

অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্ মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা ॥ ২২ ॥

অথ-অপি—সুতরাং তথাপি; **ন-উপসজ্জেত**—কখনও সংস্পর্শে আসা উচিত নয়; **স্ত্রীষু**—স্ত্রীলোকের সঙ্গে; **স্ত্রৈণেষু**—স্ত্রৈণদের সঙ্গে; **চ**—এবং; **অর্থ-বিৎ**—যে ব্যক্তি জানেন কোনটি তার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ; **বিষয়**—ভোগ্য বস্তুর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা; **সংযোগাৎ**—সংযোগের ফলে; **মনঃ**—মন; **ক্ষুভ্যতি**—ক্ষোভিত হয়; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্যথায়।

অনুবাদ

দেহের যথার্থ স্বভাব তাত্ত্বিকভাবে উপলব্ধি করলেও, আমাদের কখনও স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। মোটের ওপর, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংযোগ হলে মন অনিবার্যভাবে ক্ষোভিত হয়।

শ্লোক ২৩

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ ভাবান্ন ভাব উপজায়তে ।
অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ ॥ ২৩ ॥

অদৃষ্টাৎ—যা দৃষ্ট হয়নি; **অশ্রুতা**—যা শ্রুত হয়নি; **ভাবাৎ**—একটি বস্তু থেকে; **ন**—করে না; **ভাবঃ**—মানসিক আলোড়ন; **উপজায়তে**—উৎপন্ন হয়; **অসংপ্রযুঞ্জতঃ**—যিনি ব্যবহার করছেন না তার জন্য; **প্রাণান্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **শাম্যতি**—শান্ত হয়; **স্তিমিতম্**—স্তিমিত; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

অদৃষ্ট বা অশ্রুত কোন কিছুর দ্বারা মন যেহেতু বিচলিত হয় না, তাই যে ব্যক্তি তাঁর জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেন; তাঁর মন আপনা থেকেই জড়কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে শান্ত হবে।

তাৎপর্য

যুক্তি দেখানো যায় যে, চোখ বন্ধ অবস্থায়, স্বপ্নাবস্থায় অথবা নির্জনস্থানে বাস করেও আমরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা স্মরণ বা মনন করতে পারি। এই ধরনের অভিজ্ঞতা অবশ্য লাভ হয় বারবার দৃষ্ট এবং শ্রুত পূর্বতন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিজ্ঞতার ফলে। যখন কেউ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থেকে সংযত করেন, তখন তাঁর মনের জড়প্রবণতাগুলি স্তিমিত হবে এবং ইন্ধনবিহীন অগ্নির মতো কালক্রমে নির্বাপিত হবে।

শ্লোক ২৪

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ ।
বিদুষাং চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্‌বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ; **ন কর্তব্যঃ**—করা উচিত নয়; **স্ত্রীষু**—স্ত্রীলোকের সঙ্গে; **স্ত্রৈণেষু**—স্ত্রৈণদের সঙ্গে; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা; **বিদুষাম্**—জ্ঞানী ব্যক্তিগণের; **চ অপি**—এমনকি; **অবিস্রব্ধঃ**—অবিশ্বাসী; **ষট্-বর্গঃ**—মনের ছয়টি শত্রু (কাম, ক্রোধ, লোভ, বিভ্রান্তি, মাদকতা এবং হিংসা); **কিম্ উ**—আর কি কথা; **মাদৃশাম্**—আমার মতো ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

অতএব ইন্দ্রিয়গুলিকে কখনও অবাধে স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে দেওয়া উচিত নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাঁদের মনের ষড়রিপুকে বিশ্বাস করতে পারেন না; তবে আমার মতো মুর্খলোকেদের আর কি কথা।

শ্লোক ২৫

শ্রীভগবানুবাচ

এবং প্রগায়ন্ নৃপদেবদেবঃ
স উর্বশীলোকমথো বিহায় ।
আত্মানমাত্মন্যবগম্য মাং বৈ
উপারমজ্ জ্ঞানবিধূতমোহঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রগায়ন্**—গান করে; **নৃপ**—মানুষদের মধ্যে; **দেব**—এবং দেবগণের মধ্যে; **দেবঃ**—আদি; **সঃ**—তিনি, রাজা পুরূরবা; **উর্বশী-লোকম্**—উর্বশীলোক, গন্ধর্বলোক; **অথউ**—তারপর; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **আত্মনি**—নিজ হৃদয়ে; **অবগম্য**—উপলব্ধি করে; **মাম্**—আমাকে; **বৈ**—বস্তুত; **উপারমৎ**—শান্ত হয়েছিল; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানের দ্বারা; **বিধূত**—বিধৌত, **মোহঃ**—মোহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—এইভাবে গানটি গেয়ে দেব এবং মনুষ্যগণের মধ্যে বিখ্যাত মহারাজ পুরূরবা, তার উর্বশীলোকে লব্ধপদ পরিত্যাগ করে। দিব্যজ্ঞানের দ্বারা তার মোহ বিধৌত হলে সে তার হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে আমাকে উপলব্ধি করে অবশেষে শান্তি লাভ করে।

শ্লোক ২৬

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৬ ॥

ততঃ—সুতরাং; **দুঃসঙ্গম্**—অসৎ সঙ্গ; **উৎসৃজ্য**—দূরে নিক্ষেপ করে; **সৎসু**—শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি; **সজ্জেত**—আসক্ত হওয়া উচিত; **বুদ্ধিমান্**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **সন্তঃ**—সাধু ব্যক্তিগণ; **এব**—কেবলমাত্র; **অস্য**—তার; **ছিন্দন্তি**—ছিন্ন করে; **মনঃ**—মনের; **ব্যাসঙ্গম্**—অত্যধিক আসক্তি; **উক্তিভিঃ**—তাদের বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

অতএব বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সমস্ত প্রকার অসৎ সঙ্গ পরিহার করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা, যাতে তাঁদের বাক্যের দ্বারা তার মনের অত্যধিক আসক্তি ছিন্ন হয়।

শ্লোক ২৭

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥

সন্তঃ—শুদ্ধ ভক্তগণ; **অনপেক্ষাঃ**—জাগতিক কোন কিছুর প্রতি নির্ভরশীল নয়; **মৎ-চিত্তাঃ**—যারা আমার প্রতি তাদের মনকে নিবিষ্ট করেছে; **প্রশান্তাঃ**—প্রশান্ত; **সম-দর্শিনঃ**—সমদৃষ্টি সম্পন্ন; **নির্মমাঃ**—মমত্ব বুদ্ধিশূন্য; **নিরহংকারাঃ**—মিথ্যা অহংকার শূন্য; **নির্দ্বন্দ্বাঃ**—সমস্ত প্রকার দ্বন্দ্বমুক্ত; **নিষ্পরিগ্রহাঃ**—নির্লোভ।

অনুবাদ

আমার ভক্তগণ আমার প্রতি মনোনিবেশ করে জাগতিক কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। তারা সর্বদা শান্ত, সমদর্শী, আর তারা মমত্ববুদ্ধি, মিথ্যা অহংকার, দ্বন্দ্ব এবং লোভ থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২৮

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥ ২৮ ॥

তেষু—তাদের মধ্যে; **নিত্যম্**—প্রতিনিয়ত; **মহা-ভাগ**—হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব; **মহা-ভাগেষু**—সেই সমস্ত মহাভাগ্যবান ভক্তদের মধ্যে; **মৎ-কথাঃ**—আমার বিষয়ে আলোচনা; **সম্ভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **হি**—বস্তুত; **তাঃ**—এই সমস্ত বিষয়; **নৃণাম্**—মানুষের; **জুষতাম্**—অংশগ্রহণকারীগণ; **প্রপুনন্তি**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করে; **অঘম্**—পাপ।

অনুবাদ

হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, আমার এইরূপ শুদ্ধ ভক্তদের সম্মেলনে সর্বদা আমার বিষয়ে আলোচনা হয়, যারা আমার মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে অংশগ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ উপদেশ না-ও পান, শুদ্ধভক্তের দ্বারা আলোচিত পরমেশ্বরের গুণমহিমা কেবল শ্রবণ করলে তিনি তাঁর মায়ার সংস্পর্শ প্রসূত সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২৯

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥ ২৯ ॥

তাঃ—সেই সমস্ত বিষয়; যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করে; গায়ন্তি—কীর্তন করে; হি—বস্তুত; অনুমোদন্তি—হৃদয়ে গ্রহণ করে; চ—এবং; আদৃতাঃ—শ্রদ্ধা সহকারে; মৎ-পরাঃ—আমা পরায়ণ; শ্রদ্দধানাঃ—শ্রদ্ধাপরায়ণ; চ—এবং; ভক্তিম্—ভক্তিযোগ; বিন্দন্তি—লাভ করে; তে—তারা; ময়ি—আমার জন্য।

অনুবাদ

যে কেউ আমার বিষয়ে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ ও কীর্তন করলে, সে শ্রদ্ধা সহকারে আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি উন্নত কৃষ্ণভক্তের নিকট থেকে শ্রবণ করেন, তিনি ভব সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হন। যখন কেউ সদ্গুরুর নির্দেশ মেনে চলেন, তখন তাঁর মনের কলুষিত কার্যকলাপ প্রশমিত হয়, তিনি তখন নতুন পারমার্থিক আলোকে সব কিছু দর্শন করেন, তাঁর মধ্যে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার ভগবৎ প্রেমরূপ ফলপ্রদ নিঃস্বার্থ প্রবণতা প্রস্ফুটিত হয়।

শ্লোক ৩০

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে ।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥ ৩০ ॥

ভক্তিম্—ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ; লব্ধবতঃ—যে লাভ করেছে; সাধোঃ—ভক্তের জন্য; কিম্—কী; অন্যৎ—অন্য কিছু; অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে; ময়ি—আমার প্রতি; অনন্তগুণে—অনন্ত গুণসম্পন্ন; ব্রহ্মণি—প্রথম সত্যে; আনন্দ—আনন্দের; অনুভব—অভিজ্ঞতা; আত্মনি—সমন্বিত।

অনুবাদ

সর্ব আনন্দ মূর্তি, অনন্ত গুণসম্পন্ন, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হলে, আদর্শ ভক্তের জন্য লাভ করার আর কী বাকী রইল?

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ এতই প্রীতিপ্রদ যে, ভগবানের শুদ্ধভক্ত ভগবৎ সেবা ব্যতীত কোন কিছুই কামনা করতে পারেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলেছেন যে, তাঁর প্রতি ভক্তিযোগের সর্বশেষ পুরস্কার হিসাবে তাঁদের নিজেদের সেবাকেই গ্রহণ করতে হবে, কেননা একমাত্র ভক্তিযোগ থেকে যেরূপ সুখ এবং জ্ঞান অনুভূত হয়, অন্য কোন কিছু থেকেই তা লাভ হয় না।

আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম ও যশ শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে হৃদয় পবিত্র হয় এবং তখন ধীরে ধীরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, কৃষ্ণভাবনামৃতের যথার্থ আনন্দময় প্রকৃতির প্রশংসা করা যায়।

শ্লোক ৩১

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্ ।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥ ৩১ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **উপশ্রয়মাণস্য**—যিনি উপনীত হচ্ছেন তাঁর; **ভগবন্তম্**—তেজস্বী; **বিভাবসুম্**—অগ্নি; **শীতম্**—শীত; **ভয়ম্**—ভয়; **তমঃ**—অন্ধকার; **অপ্যেতি**—বিদূরীত; **সাধূন্**—সাধুভক্তগণ; **সংসেবতঃ**—যিনি সেবা করছেন তার জন্য; **তথা**—তেমনই।

অনুবাদ

যজ্ঞের অগ্নির নিকট উপনীত ব্যক্তির যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার বিদূরীত হয়, তেমনই যাঁরা ভগবদ্ভক্তদের সেবায় রত হন তাঁদের জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা বিধ্বস্ত হয়।

তাৎপর্য

যারা সকাম কর্মে নিয়োজিত তারা অবশ্যই অচেতন; পরমেশ্বর এবং আত্মা সম্বন্ধে তাদের উচ্চ চেতনার অভাব থাকে। জড়বাদী লোকেরা প্রায় যন্ত্রের মতো তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণে এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূরণে রত, আর তাই তাদেরকে অচেতন অথবা জড় বলে অভিহিত করা হয়েছে। অগ্নির নিকটে গেলে যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার বিদূরীত হয়, তেমনই ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করলে, এইরূপ, সমস্ত জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা দূরীভূত হয়।

শ্লোক ৩২

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্ ।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥ ৩২ ॥

নিমজ্জ্যৎ—যারা নিমজ্জিত হচ্ছে; **উন্মজ্জতাম্**—এবং পুনরায় উত্থিত হচ্ছে; **ঘোরে**—ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে; **ভবঃ**—জড় জীবনের; **অব্ধৌ**—সমুদ্র; **পরম**—পরম; **অয়নম্**—আশ্রয়; **সন্তঃ**—সাধুভক্তগণ; **ব্রহ্মবিদঃ**—ব্রহ্মবিদ; **শান্তাঃ**—শান্ত; **নৌঃ**—নৌকা; **দৃঢ়া**—শক্তিশালী; **ইব**—ঠিক যেমন; **অপ্সু**—জলে; **মজ্জতাম্**—যারা নিমজ্জিত হচ্ছে তাদের জন্য।

অনুবাদ

জাগতিক জীবনের ভয়ঙ্কর সমুদ্রে যারা বারবার পতিত এবং উত্থিত হচ্ছে তাদের সর্বশেষ আশ্রয় হচ্ছে পরমজ্ঞাননিষ্ঠ, শান্ত ভগবৎ ভক্তগণ। এইরূপ ভক্তগণ ডুবন্ত মানুষদের উদ্ধার করতে আসা একখানি শক্তিশালী নৌকার মতো।

শ্লোক ৩৩

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্তানাং শরণং ত্বহম্ ।
ধর্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্নম্—খাদ্য; **হি**—বস্তুত; **প্রাণিনাম্**—প্রাণিদের; **প্রাণঃ**—জীবন; **আর্তানাম্**—আর্তদের; **শরণম্**—আশ্রয়; **তু**—এবং; **অহম্**—আমি; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **বিত্তম্**—সম্পদ; **নৃণাম্**—মানুষদের; **প্রেত্য**—যখন তারা ইহলোক ত্যাগ করেছেন; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **অর্বাক্**—নিম্নগামীদের; **বিভ্যতঃ**—ভীতদের জন্য; **অরণম্**—আশ্রয়।

অনুবাদ

খাদ্যই যেমন সমস্ত জীবেদের প্রাণ, আমিই যেমন আর্তদের জন্য অন্তিম আশ্রয়, এবং ধর্মই যেমন পরলোকগামীগণের সম্পদ, ঠিক তেমনই আমার ভক্তরা হচ্ছে দুঃখজনক জীবনে পতিত হওয়ার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের জন্য একমাত্র আশ্রয়।

তাৎপর্য

যারা জাগতিক কাম এবং ক্রোধের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পতিত হওয়ার জন্য ভীত, তাদের উচিত ভগবৎ ভক্তদের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা, সেই ভক্তগণ তাদেরকে নিরাপদে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করেন।

শ্লোক ৩৪

সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ৩৪ ॥

সন্তঃ—ভক্তগণ; **দিশন্তি**—প্রদান করেন; **চক্ষুংষি**—চক্ষুদ্বয়; **বহিঃ**—বাহ্যিক; **অর্কঃ**—সূর্য; **সমুত্থিতঃ**—যখন পূর্ণরূপে উদিত হয়; **দেবতাঃ**—উপাস্য বিগ্রহগণ; **বান্ধবাঃ**—স্বজনগণ; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **আত্মা**—নিজের আত্মা; **অহম**—আমি নিজে; **এবচ**—তেমনই।

অনুবাদ

আমার ভক্তগণ দিব্য চক্ষু প্রদান করে, আর সূর্য আকাশে উদিত হলেই কেবল বাহ্য দৃশ্য দর্শন করায়। আমার ভক্তগণ হচ্ছে সকলের উপাস্য বিগ্রহ এবং প্রকৃত স্বজন; তারাই সকলের আত্মস্বরূপ, এবং সর্বোপরি আমা থেকে অভিন্ন।

তাৎপর্য

মূর্খতা হচ্ছে পাপিষ্ঠদের সম্পদ, তারা তাদের সেই সম্পদকে মহামূল্যবান বলে মনে করে, অজ্ঞতার অন্ধকারে অবস্থান করতে দৃঢ়ভাবে মনস্থির করে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ হচ্ছেন ঠিক সূর্যের মতো, তাঁদের বাণীর আলোকে জীবের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হওয়ার ফলে অজ্ঞতার অন্ধকার বিনষ্ট হয়। এইভাবে শুদ্ধ ভক্তগণই আমাদের যথার্থ বন্ধু এবং স্বজন। তাই ভগবদ্ভক্তগণই যথার্থ সেব্য—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আলোড়নকারী স্থূল জড়দেহটি নয়।

শ্লোক ৩৫

বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবমুর্বশ্যা লোকনিস্পৃহঃ ।
মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ ॥ ৩৫ ॥

বৈতসেনঃ—রাজা পুরূরবা; **ততঃ অপি**—সেই কারণে; **এবম্**—এইভাবে; **উর্বশীঃ**—উর্বশীর; **লোক**—একই লোকে অবস্থান করার; **নিস্পৃহঃ**—নিস্পৃহ; **মুক্ত**—মুক্ত; **সঙ্গঃ**—সমস্ত জড়সঙ্গ থেকে; **মহীম্**—পৃথিবী; **এতাম্**—এই; **আত্ম-আরামঃ**—আত্মতুষ্ট; **চচার**—ভ্রমণ করেছিলেন; **হ**—বাস্তবে।

অনুবাদ

এইভাবে উর্বশী লোকে অবস্থান করার বাসনার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে মহারাজ পুরূরবা সমস্ত জড়সঙ্গ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মতুষ্ট হয়ে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে শুরু করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ঐলগীত' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

শ্রীবিগ্রহ অর্চন বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান ক্রিয়াযোগ, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন।

পরমেশ্বরের অর্চামূর্তির আরাধনা করার মাধ্যমে আপনা থেকেই মনের শুদ্ধতা এবং সন্তুষ্টি লাভ হয়। তাই এটি হচ্ছে কাম্য ফলের উৎস। শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত না হলে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে, আর তার অসৎ সঙ্গ পরিহার করার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। যথার্থ শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবানের অর্চন পদ্ধতির বিধান সাত্বত শাস্ত্রাদিতে পরমেশ্বর ভগবান প্রদান করেছেন। শ্রীভগবান বর্ণিত এই পদ্ধতি ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব এবং সমস্ত ঋষিগণ কর্তৃক অনুমোদিত, এবং তা স্ত্রীলোক ও শূদ্র সহ মনুষ্য সমাজের সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের সকলের জন্য যথার্থই কল্যাণজনক।

অর্চন ত্রিবিধ, শ্রীবিগ্রহ অর্চন হতে পারে আদি বেদের অনুসারে, গৌণতন্ত্রের অনুসারে, অথবা এই সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে। অর্চা বিগ্রহ, ভূমি, অগ্নি, সূর্য, জল এবং উপাসকের হৃদয়, এ-সমস্তই বিগ্রহের উপস্থিতির জন্য যথার্থ স্থান। শিলা, দারু, ধাতু, মৃত্তিকা, রং, বালুকা (ভূমিতে অঙ্কিত), মন অথবা মণি—এই আটটি দ্রব্য দ্বারা শ্রীমূর্তি নির্মাণ করে অর্চন করা যেতে পারে। এই বিভাগগুলিকে ক্ষণস্থায়ী এবং স্থায়ী এই দুইরূপে পুনরায় বিভক্ত করা হয়েছে।

অর্চন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এইরূপ—দৈহিকভাবে এবং মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ভক্তকে স্নান করতে হবে, তারপর দিনের নির্দিষ্ট সন্ধিক্ষণগুলিতে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে আহ্নিক করতে হবে। পূর্ব বা উত্তর মুখে অথবা শ্রীবিগ্রহের দিকে প্রত্যক্ষ সম্মুখে আসনে উপবেশন করে শ্রীবিগ্রহগণকে স্নান এবং প্রক্ষালন করানো উচিত। তারপর বস্ত্র ও অলঙ্কার অর্পণ করে, পাত্রগুলিতে এবং অন্যান্য পূজা উপকরণে জল সিঞ্চন করবেন, শ্রীবিগ্রহগণকে স্নানের এবং আচমনের জল অর্পণ করবেন, অর্ঘ্য, সুগন্ধী তেল, ধূপ, দীপ ও ভোগাদি অর্পণ করবেন। এরপর সংশ্লিষ্ট মূল মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে ভগবানের নিজ সেবকগণ, দেহরক্ষীগণ, তাঁর শক্তিসমূহ এবং শ্রীগুরুদেবের অর্চন করবেন। পূজারী পুরাণ এবং বিভিন্ন উৎস

থেকে স্তোত্রাদি পাঠ করে ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে কৃপা প্রার্থনা করবেন এবং ভগবানের প্রসাদি মালা নিজে ধারণ করবেন।

শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতির মধ্যে সুরম্য মন্দির নির্মাণ করে, দিব্য বিগ্রহগণের যথাযথ প্রতিষ্ঠা, শোভাযাত্রা এবং বিভিন্ন উৎসব উদ্‌যাপন করার বিধানও নিহিত রয়েছে। এইভাবে ভগবান শ্রীহরির প্রতি অহৈতুকী ভক্তির মাধ্যমে অর্চন করে, ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মে প্রেমময়ী সেবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু কেউ যদি শ্রীবিগ্রহ অথবা ব্রাহ্মণকে নিজে অথবা অন্যদের দ্বারা প্রদত্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে, তবে পরজন্মে তাকে বিষ্ঠার কীট হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব ভবদারাধনং প্রভো ।
যস্মাৎ ত্বাং যে যথার্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ ॥ ১ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **ক্রিয়াযোগম্**—কার্যের অনুমোদিত পদ্ধতি; **সমাচক্ষ্ব**—অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন; **ভবৎ**—আপনার; **আরাধনম্**—শ্রীবিগ্রহ অর্চন; **প্রভো**—হে প্রভু; **যস্মাৎ**—যে রূপের উপর ভিত্তি করে; **ত্বাম্**—আপনি; **যে**—যে; **যথা**—যেভাবে; **অর্চন্তি**—অর্চনা করে; **সাত্বতাঃ**—ভক্তগণ; **সাত্বত-ঋষভ**—হে ভক্তশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে প্রভু, হে ভক্তগণের ঈশ্বর, আপনি আমার নিকট আপনার শ্রীবিগ্রহ অর্চনের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুগ্রহ পূর্বক বর্ণনা করুন। যাঁরা শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করেন, তাঁদের কী যোগ্যতা থাকা উচিত, কিসের উপর ভিত্তি করে এইরূপ আরাধনা করা হয় এবং এই আরাধনার বিশেষ পদ্ধতি কী?

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের অনুমোদিত কর্তব্যাদি সম্পাদন করার সাথে সাথে মন্দিরে নিয়মিতভাবে শ্রীবিগ্রহ আরাধনায় রত থাকেন। এইরূপ আরাধনা হৃদয়ের কাম বাসনা অর্থাৎ নিজের জড় দেহকে ভোগ করার প্রবণতা এবং এই কাম থেকে প্রত্যক্ষ ফল—জাগতিক পরিবারের প্রতি আসক্তি, এই উভয়কে বিধৌত করতে অত্যন্ত তেজস্বী। তার কার্যকারিতার জন্য অবশ্য, এই শ্রীবিগ্রহ অর্চন হওয়া উচিত অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে। সেই জন্য উদ্ধব এখন ভগবানের নিকট এই বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন।

শ্লোক ২

এতদ্বদন্তি মুনয়ো মুহুর্নিঃশ্রেয়সং নৃণাম্ ।
নারদো ভগবান্ ব্যাস আচার্যোঽঙ্গিরসঃ সুতঃ ॥ ২ ॥

এতৎ—এই; **বদন্তি**—বলেন; **মুনয়ঃ**—মহামুনিগণ; **মুহুঃ**—বারবার; **নিঃশ্রেয়সম্**—জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য; **নৃণাম্**—মানুষের; **নারদঃ**—নারদমুনি; **ভগবান্ ব্যাসঃ**—শ্রীল ব্যাসদেব; **আচার্যঃ**—আমার গুরুদেব; **অঙ্গিরসঃ**—অঙ্গিরার; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

সমস্ত মহর্ষিগণ বারবার ঘোষণা করেছেন যে, এইরূপ আরাধনা মনুষ্য জীবনের পরম কল্যাণ সাধন করে। এটিই হচ্ছে শ্রীনারদমুনি, মহর্ষি ব্যাসদেব এবং আমার গুরুদেব শ্রীবৃহস্পতির অভিমত।

শ্লোক ৩-৪

নিঃসৃতং তে মুখাম্ভোজাদ্ যদাহ ভগবানজঃ ।
পুত্রেভ্যো ভৃগুমুখ্যেভ্যো দেব্যৈ চ ভগবান্ ভবঃ ॥ ৩ ॥
এতদ্বৈ সর্ববর্ণানামাশ্রমাণাং চ সম্মতম্ ।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাং চ মানদ ॥ ৪ ॥

নিঃসৃতম্—নিঃসৃত; **তে**—আপনার; **মুখ-অম্ভোজাৎ**—মুখপদ্ম থেকে; **যৎ**—যে; **আহ**—বলেছেন; **ভগবান্**—মহান প্রভু; **অজঃ**—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা; **পুত্রেভ্যঃ**—তাঁর পুত্রগণের নিকট; **ভৃগু-মুখ্যেভ্যঃ**—ভৃগু আদি; **দেব্যৈ**—পার্বতীদেবীকে; **চ**—এবং; **ভগবান্ ভবঃ**—মহাদেব; **এতৎ**—এই (শ্রীবিগ্রহ আরাধনা পদ্ধতি); **বৈ**—বস্তুত; **সর্ববর্ণানাম্**—সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা; **আশ্রমাণাম্**—এবং আশ্রমের; **চ**—এবং; **সম্মতম্**—অনুমোদিত; **শ্রেয়সাম্**—জীবনের বিভিন্ন ধরণের কল্যাণের; **উত্তমম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **মন্যে**—আমি মনে করি; **স্ত্রী**—স্ত্রীলোকের; **শূদ্রাণাম্**—এবং নিম্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের; **চ**—এবং; **মানদ**—হে বদান্য প্রভু।

অনুবাদ

হে মহাবদান্য প্রভু, শ্রীবিগ্রহ আরাধনার পদ্ধতি বিষয়ক উপদেশ প্রথমে আপনার মুখপদ্ম থেকে নিসৃত হয়েছে। তারপর তা মহাপ্রভু ব্রহ্মা, ভৃগু আদি তাঁর পুত্রগণকে এবং মহাদেব তাঁর সহধর্মিণী পার্বতীকে বলেন। এই পদ্ধতি সমাজের সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের জন্য স্বীকৃত এবং উপযুক্ত। সুতরাং আমি মনে করি আপনার শ্রীবিগ্রহের আরাধনা হচ্ছে স্ত্রী এবং শূদ্রগণসহ সকলের জন্য পরম কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক অনুশীলন।

শ্লোক ৫

এতৎ কমলপত্রাক্ষ কর্মবন্ধবিমোচনম্ ।
ভক্তায় চানুরক্তায় ব্রূহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর ॥ ৫ ॥

এতৎ—এই; **কমল-পত্র-অক্ষ**—হে পদ্মনেত্র ভগবান; **কর্ম-বন্ধ**—জড় কর্মের বন্ধন থেকে; **বিমোচনম্**—মুক্তির উপায়; **ভক্তায়**—আপনার ভক্তের প্রতি; **চ**—এবং; **অনুরক্তায়**—অনুরক্ত; **ব্রূহি**—অনুগ্রহ পূর্বক বলুন; **বিশ্ব-ঈশ্বর**—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরগণের; **ঈশ্বর**—হে পরমেশ্বর।

অনুবাদ

হে পদ্মনেত্র, হে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরগণের ঈশ্বর, আপনার ভক্তসেবকগণের নিকট অনুগ্রহপূর্বক এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির উপায় বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৬

শ্রীভগবানুবাচ

ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব ।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ন**—নেই; **হি**—অবশ্যই; **অন্তঃ**—কোন শেষ; **অনন্ত-পারস্য**—অনন্তের; **কর্মকাণ্ডস্য**—পূজা সম্পাদনের বৈদিক বিধান; **চ**—এবং; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **সংক্ষিপ্তম্**—সংক্ষেপে; **বর্ণয়িষ্যামি**—আমি বর্ণনা করব; **যথা-বৎ**—উপযুক্তভাবে; **অনুপূর্বশঃ**—ক্রম অনুসারে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, শ্রীবিগ্রহ অর্চনের জন্য অসংখ্য বিধানের কোনও অন্ত নেই; তাই আমি তোমার নিকট এই বিষয়ে পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

এখানে কর্মকাণ্ড বলতে বোঝায়, আরাধনায় বহুবিধ বৈদিক পদ্ধতি, যার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে পরম পুরুষ ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা। জাগতিক ইন্দ্রিয় তর্পণ এবং ত্যাগের পদ্ধতি যেমন অসংখ্য, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বৈকুণ্ঠ নামক নিত্যধামে যে দিব্যলীলা এবং গুণাবলী উপভোগ করে থাকেন তা-ও অসংখ্য। পরম সত্য, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে স্বীকার না করে, জড় জগতের বিভিন্ন প্রকার পুণ্যকর্ম এবং শুদ্ধিকরণের পদ্ধতি নিজেদের মধ্যে সর্বোপরি কোনও সামঞ্জস্য

বিধান করতে পারে না, কেননা তাঁকে স্বীকার না করে মানুষের জন্য যথার্থ কর্তব্য কী, তার নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায় না। প্রায় সমস্ত মানুষই বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনা করে থাকলেও, কীভাবে তাঁর অর্চা রূপের আরাধনা করতে হয়, সেই বিষয়ে ভগবান এখানে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করবেন।

শ্লোক ৭

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চরেৎ ॥ ৭ ॥

বৈদিকঃ—চতুর্বেদ অনুসারে; **তান্ত্রিকঃ**—ব্যবহারিক, ব্যাখ্যা সমন্বিত শাস্ত্র অনুসারে; **মিশ্রঃ**—মিশ্র; **ইতি**—এইভাবে; **মে**—আমার; **ত্রিবিধঃ**—ত্রিবিধ; **মখঃ**—যজ্ঞ; **ত্রয়াণাম্**—এই তিনটির মধ্যে; **ঈপ্সিতেন**—পরম ঈপ্সিত পদ্ধতিটি; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **বিধিনা**—বিধির দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **সমর্চরেৎ**—সুষ্ঠুভাবে উপাসনা করা উচিত।

অনুবাদ

বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র—এই ত্রিবিধ পদ্ধতির মধ্যে একটি বেছে নিয়ে, যত্নসহকারে প্রত্যেকেরই আমার আরাধনা করা উচিত, যাতে সেই যজ্ঞ আমি গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বৈদিক বলতে বোঝায়, চারটি বেদ এবং বেদের আনুসঙ্গিক শাস্ত্রের মন্ত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত যজ্ঞ। *তান্ত্রিক* বলতে বোঝায়, পঞ্চরাত্র এবং গৌতমীয় তন্ত্রাদি শাস্ত্র। আর *মিশ্র* শব্দটি উভয় প্রকার শাস্ত্রের উপযোগ করাকে সূচিত করে। মনে রাখতে হবে যে, সাড়ম্বরে বৈদিক যজ্ঞের আপেক্ষিক অণুকরণের দ্বারা জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়.না। পরমেশ্বর ভগবানের যুগোপযোগী বিধান অনুসারে তাঁর অনুমোদিত পবিত্র নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥—জপ এবং কীর্তন করে যজ্ঞ সম্পাদন করতে হবে।

শ্লোক ৮

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পূরুষঃ ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে ॥ ৮ ॥

যদা—যখন; **স্ব**—নিজের যোগ্যতা অনুসারে বিশেষ কোন; **নিগমেন**—বেদ কর্তৃক; **উক্তম্**—উল্লিখিত; **দ্বিজত্বম্**—দ্বিজত্ব; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **পূরুষঃ**—ব্যক্তি; **যথা**—

যেভাবে; **যজেত**—উপাসনা করা উচিত; **মাম্**—আমার প্রতি; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে; **তৎ**—সেই; **নিবোধ**—অনুগ্রহ করে শোন; **মে**—আমার নিকট থেকে।

অনুবাদ

দ্বিজত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যথার্থ বৈদিক বিধান অনুসারে ভক্তিযুক্ত হয়ে ঠিক কীভাবে আমার আরাধনা করবে, সে বিষয়ে আমি এখন বর্ণনা করব, তুমি শ্রদ্ধা সহকারে তা অনুগ্রহ করে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

স্ব-নিগমেন শব্দটির দ্বারা মানুষের বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে প্রযোজ্য বিশেষ বৈদিক বিধানকে সূচিত করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের সমস্ত মানুষই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে *দ্বিজত্বম* অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। চিরাচরিত ভাবে যোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তানেরা আট বৎসর বয়সে, ক্ষত্রিয়েরা এগারো বৎসরে এবং বৈশ্যরা বারো বৎসর বয়সে দীক্ষা প্রাপ্ত হতে পারে। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, ভগবানের নির্দেশ অনুসারে শ্রদ্ধা সহকারে তাদের পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা উচিত।

শ্লোক ৯

অর্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া ॥ ৯ ॥

অর্চায়াম্—শ্রীবিগ্রহের মধ্যে; **স্থণ্ডিলে**—ভূমিতে; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **বা**—অথবা; **সূর্যে**—সূর্যে; **বা**—অথবা; **অপ্সু**—জলে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **দ্রব্যেণ**—বিভিন্ন উপকরণের দ্বারা; **ভক্তিযুক্তঃ**—ভক্তিযুক্ত হয়ে; **অর্চেৎ**—অর্চনা করা উচিত; **স্বগুরুম্**—তার ইষ্টদেব; **মাম্**—আমাকে; **অমায়য়া**—নিষ্কপটে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের উচিত নিষ্কপটে প্রেম ও ভক্তিযুক্তভাবে উপযুক্ত উপকরণের মাধ্যমে ভূমিতে, অগ্নিতে, সূর্যে, জলে অথবা উপাসকের নিজ হৃদয়ে উদিত আমার শ্রীবিগ্রহকে ইষ্টদেব রূপে আরাধনা করা।

শ্লোক ১০

পূর্বং স্নানং প্রকুর্বীত ধৌতদন্তোঽঙ্গশুদ্ধয়ে ।
উভয়ৈরপি চ স্নানং মন্ত্রৈর্মৃদ্‌গ্রহণাদিনা ॥ ১০ ॥

পূর্বম্—প্রথম; **স্নানম্**—স্নান; **প্রকুর্বীত**—সম্পাদন করা উচিত; **ধৌত**—ধৌত হয়ে; **দন্তঃ**—তার দাঁত; **অঙ্গ**—তার শরীর; **শুদ্ধয়ে**—শুদ্ধিকরণের জন্য; **উভয়ৈঃ**—উভয় প্রকারের দ্বারা; **অপি চ**—ও; **স্নানম্**—স্নান; **মন্ত্রৈঃ**—মন্ত্রের দ্বারা; **মৃৎ-গ্রহণ-আদিনা**—মৃত্তিকা ইত্যাদি লেপন করে।

অনুবাদ

প্রথমে তার দন্তমার্জন এবং স্নান করার মাধ্যমে দেহ শুদ্ধি করা উচিত। তারপর সে তার দেহে বৈদিক এবং তান্ত্রিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে, মৃত্তিকা লেপন করে, তার দেহকে দ্বিতীয় বার শুদ্ধ করবে।

শ্লোক ১১

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে ।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্সঙ্কল্পঃ কর্মপাবনীম্ ॥ ১১ ॥

সন্ধ্যা—ত্রিসন্ধ্যা (সকাল, দুপুর এবং সূর্যাস্ত); **উপাস্তি**—উপাসনা (গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে); **আদি**—এবং ইত্যাদি; **কর্মাণি**—অনুমোদিত কর্তব্যাদি; **বেদেন**—বেদের দ্বারা; **আচোদিতানি**—অনুমোদিত; **মে**—আমার; **পূজাম্**—পূজা; **তৈঃ**—সেই সমস্ত কার্যের দ্বারা; **কল্পয়েৎ**—সম্পাদন করা উচিত; **সম্যক্ সঙ্কল্পঃ**—দৃঢ়নিষ্ঠ (তার ঈপ্সিত লক্ষ্য হবেন পরমেশ্বর ভগবান); **কর্ম**—সকামকর্মের প্রতিক্রিয়া; **পাবনীম্**—যা নির্মূল করে।

অনুবাদ

মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপাদি করে বিভিন্ন অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা তার উচিত আমার আরাধনা করা। এরূপ আরাধনা বেদবিহিত এবং তা সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়া নিরসন করে।

শ্লোক ১২

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী ।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ ১২ ॥

শৈলী—শিলা নির্মিত; **দারু-ময়ী**—দারু নির্মিত; **লৌহী**—ধাতু নির্মিত; **লেপ্যা**—কর্দম, চন্দনকাষ্ঠ এবং যা লেপন করা যায় এমন বস্তু নির্মিত; **লেখ্যা**—অঙ্কিত; **চ**—এবং; **সৈকতী**—বালুকা নির্মিত; **মনঃ-ময়ী**—মনে মনে চিন্তা করে; **মণি-ময়ী**—মণি নির্মিত; **প্রতিমা**—শ্রীবিগ্রহ; **অষ্টবিধা**—আট প্রকারে; **স্মৃতা**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

শিলা, দারু, ধাতু, ভূমি, আলেখ্য, বালুকা, মন এবং মণি এই অষ্টপ্রকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আবির্ভূত হতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে বালুকা ইত্যাদি নির্মিত বিগ্রহ, উপাসকের ব্যক্তিগত বাসনা পূরণের জন্য ক্ষণস্থায়ীভাবে প্রকাশিত হন। যাঁরা অবশ্য ভগবৎ প্রেম লাভের প্রয়াসী, তাঁদের উচিত স্থায়ী শ্রীবিগ্রহ (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দারু, মর্মর, স্বর্ণ, অথবা পেতল নির্মিত) নিয়মিতভাবে অর্চন করা। কৃষ্ণভাবনামৃতে পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনের প্রতি অবহেলার কোন অবসর নেই।

শ্লোক ১৩

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্ ।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চনে ॥ ১৩ ॥

চলা—জঙ্গম; **অচলা**—স্থাবর; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বিবিধা**—দুই প্রকারের; **প্রতিষ্ঠা**—প্রতিষ্ঠা; **জীব-মন্দিরম্**—সমস্ত জীবের আশ্রয়, বিগ্রহের; **উদ্বাস**—বিসর্জন দেওয়া; **আবাহনে**—এবং আহ্বান করে; **ন স্তঃ**—করা হয় না; **স্থিরায়াম্**—স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের জন্য; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **অর্চনে**—তার অর্চনে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, সমস্ত জীবের আশ্রয়, ভগবানের অর্চা-বিগ্রহ দুইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন—ক্ষণস্থায়ী অথবা স্থায়ী। কিন্তু, স্থায়ী বিগ্রহকে আহ্বান করে আনার পর তাঁকে আর বিসর্জন দেওয়া যায় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তরা নিজেদেরকে ভগবানের নিত্য সেবকরূপে জানেন; ভগবৎ বিগ্রহকে স্বয়ং ভগবানরূপে উপলব্ধি করে, তাঁরা স্থায়ীভাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে নিত্য আরাধনা করে থাকেন। নির্বিশেষবাদীরা অবশ্য ভগবানের নিত্যরূপকে মায়াসৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করেন। বাস্তবে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে তাঁরা নিজে ভগবান হওয়ার উচ্চাভিলাষ পূরণে পথের সোপানরূপে ব্যবহার করেন। জাগতিক লোকেরা অবশ্য ভগবানকে তাদের আজ্ঞাবাহী বলে মনে করে, তাই তারা ক্ষণস্থায়ী জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য ক্ষণস্থায়ী ধর্মাচরণের ব্যবস্থা করে। যারা ব্যক্তিস্বার্থে ভগবানকে ভোগ করতে চায়, তারা এই ধরনের ক্ষণস্থায়ী উপাসনা করে থাকে, পক্ষান্তরে কৃষ্ণভাবনামৃতে ভগবানের প্রতি প্রেমময় ভক্তরা ভগবানের নিত্য সেবায় ব্রতী হন। তাঁরা স্থায়ী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিত্য আরাধনা করে থাকেন।

শ্লোক ১৪

অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্ ।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জনম্ ॥ ১৪ ॥

অস্থিরায়াম্—ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে; **বিকল্পঃ**—সুযোগ (যাতে শ্রীবিগ্রহকে আহ্বান এবং বিসর্জন করা যায়); **স্যাৎ**—হয়ে থাকে; **স্থণ্ডিলে**—ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের ক্ষেত্রে; **তু**—কিন্তু; **ভবেৎ**—হয়ে থাকে; **দ্বয়ম্**—সেই দুটি অনুষ্ঠান; **স্নপনম্**—স্নান করানো; **তু**—কিন্তু; **অবিলেপ্যায়াম্**—বিগ্রহ কর্দম নির্মিত না হলে (আলেখ্য অথবা দারু); **অন্যত্র**—অন্যান্য ক্ষেত্রে; **পরিমার্জনম্**—মার্জন করা হবে, কিন্তু জল দ্বারা নয়।

অনুবাদ

ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহগণকে আহ্বান করার এবং বিসর্জন দেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে কেবলমাত্র ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের ক্ষেত্রেই সে সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠান সর্বদা সম্পাদন করা সম্ভব। মৃত্তিকা নির্মিত, আলেখ্য অথবা দারুময়ী বিগ্রহ ব্যতীত তাঁদেরকে জল দ্বারা স্নান করানো উচিত, তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে জল ছাড়াই তাঁদের মার্জন করার বিধান আছে।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার বিভিন্ন স্তর অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উন্নত ভক্তরা নিজেদেরকে ভগবানের সঙ্গে নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্ক যুক্ত বলে জানেন, শ্রীবিগ্রহকে স্বয়ং ভগবানরূপে দর্শন করে, তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবার ভিত্তিতে শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে জেনে শ্রদ্ধা পরায়ণ ভক্ত শিলা, দারু অথবা মর্মর নির্মিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আরাধনার স্থায়ী ব্যবস্থা করেন।

শালগ্রাম শিলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত না করলেও তাঁকে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়, এবং তাঁকে মন্ত্রের মাধ্যমে আহ্বান অথবা বিসর্জন করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে, কেউ যদি পবিত্র ভূমিতে অঙ্কন করেন অথবা বালুকার দ্বারা মূর্তি তৈরি করেন, তবে সেই বিগ্রহকে মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করতে হবে এবং তাঁর বাহ্যরূপ ত্যাগ করতে অনুরোধ করতে হবে। কেননা প্রাকৃতিকভাবে তা সত্বর নষ্ট হয়ে যাবে।

সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে নিত্য বলে জানেন। তাঁরা যতই প্রেমভক্তি সহকারে বিগ্রহের নিকট আত্মসমর্পণ

করেন, ততই পরমেশ্বর ভগবানকে আরও বেশি উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, কিন্তু তিনি হচ্ছেন অতুলনীয় অনুভূতি সম্পন্ন পরম পুরুষ। আমরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদনের মাধ্যমে খুব সহজেই ভগবানকে প্রীত করতে পারি। তাঁকে প্রীত করার মাধ্যমে আমারা ধীরে ধীরে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে অবশেষে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারি, যেখানে শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁর নিত্যধাম ভগবৎ রাজ্যে ভক্তকে স্বাগত জানান।

শ্লোক ১৫

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মদ্‌যাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি ॥ ১৫ ॥

দ্রব্যৈঃ—বিভিন্ন উপকরণের দ্বারা; **প্রসিদ্ধৈঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **মৎযাগ**—আমার আরাধনা; **প্রতিমা-আদিষু**—বিভিন্ন বিগ্রহের; **অমায়িনঃ**—যিনি জড় বাসনা মুক্ত; **ভক্তস্য**—ভক্তের; **চ**—এবং; **যথালব্ধৈঃ**—যা কিছু সহজে লাভ করা যায় তার দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ভাবেন**—মানসিকভাবে; **চ**—এবং; **এবহি**—নিশ্চিতরূপে।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার অর্পণের মাধ্যমে আমার শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করা। কিন্তু সর্ব প্রকার জাগতিক বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভক্ত, সহজে যা কিছু পায়, তা দিয়ে আমার অর্চনা করে, এবং এমনকি মানসিকভাবেও বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে তার হৃদয়াভ্যন্তরে আমার অর্চন করতে পারে।

তাৎপর্য

জড় বাসনার দ্বারা বিড়ম্বিত ভক্ত এই জগৎকে তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদানরূপে দেখার চেষ্টা করে। এইরূপ অপক্ক ভক্তরা ভগবানের পরম পদকে ভুল বুঝে, তাঁকেও তার নিজের ভোগ্য বস্তু বলে মনে করতে পারে। সেজন্য অপক্ক ভক্তদেরকে অবশ্যই ঐশ্বর্যমণ্ডিত উপকরণ দ্বারা শ্রীবিগ্রহের অর্চন করতে হবে, যাতে সে সর্বদা মনে রাখে যে, শ্রীবিগ্রহ হচ্ছেন সমস্ত কিছুর পরম ভোক্তা, আর অপক্ক উপাসকটির যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিগ্রহের প্রীতি বিধান করা। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণভাবনায় নিবিষ্ট উন্নত ভক্ত কখনও বিস্মৃত হন না যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কিছুর ভোক্তা এবং নিয়ামক। শুদ্ধ ভক্ত সহজে যা কিছু উপকরণ প্রাপ্ত হন, তাই দিয়ে অবিমিশ্র প্রেম সহকারে, ভগবানের আরাধনা করেন। কৃষ্ণভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি থেকে কখনও বিচ্যুত হন না এবং সাধারণ কিছু নৈবেদ্য অর্পণ করেও পরমেশ্বর ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে প্রীত করে থাকেন।

শ্লোক ১৬-১৭

স্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চায়ামেব তূদ্ধব ।
স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসো বহ্নাবাজ্যপ্লুতং হবিঃ ॥ ১৬ ॥
সূর্যে চাভ্যর্হণং প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ।
শ্রদ্ধয়োপাহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্যপি ॥ ১৭ ॥

স্নান—স্নান করানো; **অলঙ্করণম্**—এবং বস্ত্র অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করা; **প্রেষ্ঠম্**—অত্যন্ত প্রশংসিত; **অর্চায়াম্**—শ্রীবিগ্রহের জন্য; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **তু**—এবং; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **স্থণ্ডিলে**—ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের জন্য; **তত্ত্ব-বিন্যাসঃ**—মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সেই বিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গে ভগবানের প্রকাশ এবং শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে; **বহ্নৌ**—যজ্ঞাগ্নির জন্য; **আজ্য**—ঘৃতে; **প্লুতম্**—আপ্লুত; **হবিঃ**—তিল, যব ইত্যাদি আহুতি দেওয়া; **সূর্যে**—সূর্যের জন্য; **চ**—এবং; **অভ্যর্হণম্**—দ্বাদশ আসন এবং অর্ঘ্য অর্পণের ধ্যানযোগ; **প্রেষ্ঠম্**—পরম প্রিয়; **সলিলে**—জলের জন্য; **সলিল-আদিভিঃ**—জল ইত্যাদি অর্পণের দ্বারা; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপাহৃতম্**—প্রদত্ত; **প্রেষ্ঠম্**—পরম প্রিয়; **ভক্তেন**—ভক্তের দ্বারা; **মম**—আমার; **বারি**—জল; **অপি**—এমনকি।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, মন্দিরের বিগ্রহ অর্চনে স্নান এবং শৃঙ্গার করানো হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক নৈবেদ্য। পবিত্র ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের জন্য তত্ত্ববিন্যাস পদ্ধতি হচ্ছে পরম প্রিয়। যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতসিক্ত তিল এবং যব আহুতি প্রদান করা উৎকৃষ্ট, পক্ষান্তরে, উপস্থান এবং অর্ঘ্য সমন্বিত অর্চন সূর্যের জন্য উৎকৃষ্ট। জলরূপে আমাকে জল অর্পণ করেই আরাধনা করা উচিত। বাস্তবে, আমার ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যা কিছুই—এমনকি একটু জলও অর্পণ করলে—তা আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্র বর্তমান, এবং বৈদিক সংস্কৃতি ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে তাঁর আরাধনার বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুমোদন করে। প্রধান উপকরণ হচ্ছে, উপাসকের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি, যা না থাকলে আর সব কিছুই ব্যর্থ, পরবর্তী শ্লোকে ভগবান সেই কথা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৮

ভূর্যপ্যভক্তোপাহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে ।
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যং চ কিং পুনঃ ॥ ১৮ ॥

ভূরি—ঐশ্বর্য মণ্ডিত; **অপি**—এমনকি; **অভক্ত**—অভক্তের; **উপাহৃতম্**—অর্পিত; **ন**—করে না; **মে**—আমার; **তোষায়**—সন্তুষ্টি; **কল্পতে**—সৃষ্টি করে, **গন্ধঃ**—সুগন্ধ; **ধূপঃ**—ধূপ; **সুমনসঃ**—পুষ্প; **দীপঃ**—দীপ; **অন্ন-আদ্যম্**—খাদ্য বস্তু; **চ**—এবং; **কিম্ পুনঃ**—কি বলা যাবে।

অনুবাদ

অভক্তের দ্বারা অর্পিত ঐশ্বর্যমণ্ডিত উপহারও আমাকে সন্তুষ্ট করে না। কিন্তু, আমার প্রেমময়ী ভক্ত কর্তৃক অর্পিত নগণ্য কোন কিছুর দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হই, আর যখন সুন্দর সুগন্ধী তেল, ধূপ, পুষ্প, এবং উপাদেয় খাদ্য বস্তু আমাকে ভালোবেসে অর্পণ করা হয় তখন আমি অবশ্যই অত্যন্ত প্রীত হই।

তাৎপর্য

পূর্ব শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, প্রেম ভক্তি সহকারে অর্পিত সামান্য জলও তাঁকে পরম আনন্দ প্রদান করে। সুতরাং *কিং পুনঃ* শব্দটি সূচিত করে যে, যথোপযুক্তভাবে প্রেম ও ভক্তি সহকারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত নৈবেদ্য অর্পিত হলে ভগবান পরম সুখ অনুভব করেন। কিন্তু, অভক্তের দ্বারা অর্পিত ঐশ্বর্যমণ্ডিত নৈবেদ্য ভগবানকে খুশি করতে পারে না। শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন, বিগ্রহ অর্চন সম্বন্ধে বিধি-বিধান এবং সেবা অপরাধ সমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের প্রতি অবহেলা অথবা অশ্রদ্ধা এড়িয়ে চলতে সাহায্য করা। বাস্তবে, ভগবানের আদেশের প্রতি অবাধ্যতা এবং প্রভুরূপে ভগবানের পদের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং তাঁকে অমান্য করাই হচ্ছে সমস্ত সেবা অপরাধের ভিত্তি। শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীবিগ্রহ অর্চন করতে গেলে তাঁদেরকে প্রীতি সহকারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত নৈবেদ্য অর্পণ করতে হবে, কেননা এইরূপ নৈবেদ্য উপাসকের শ্রদ্ধাপরায়ণতা বৃদ্ধি করে এবং সেবা-অপরাধ এড়িয়ে চলতে সহায়তা করে।

শ্লোক ১৯

শুচিঃ সম্ভৃতসম্ভারঃ প্রাগ্দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ ।
আসীনঃ প্রাগুদগ্ বার্চেদর্চায়াং ত্বথ সম্মুখঃ ॥ ১৯ ॥

শুচিঃ—শুচি; **সম্ভৃত**—সংগৃহীত; **সম্ভারঃ**—উপকরণ; **প্রাক্**—পূর্বমুখে; **দর্ভৈঃ**—কুশ ঘাসের দ্বারা; **কল্পিত**—ব্যবস্থা করে; **আসনঃ**—নিজের আসন; **আসীনঃ**—উপবিষ্ট

হয়ে; প্রাক্—পূর্ব দিকে মুখ করে; **উদক্**—উত্তর মুখে; **বা**—অথবা; **অর্চেৎ**—অর্চনা করা উচিত; **অর্চায়াম্**—শ্রীবিগ্রহের; **তু**—কিন্তু; **অথ**—অন্যথায়; **সম্মুখঃ**—সম্মুখে।

অনুবাদ

নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে উপাসক কুশাসনে উপবেশন করবে। সে আসনটি এমনভাবে স্থাপন করবে যাতে আসনের কুশের অগ্রভাগগুলি পূর্ব দিকে থাকে। তারপর সে পূর্ব অথবা উত্তরমুখী হয়ে অন্যথায়, শ্রীবিগ্রহ একস্থানে স্থায়ী থাকলে সরাসরি শ্রীবিগ্রহের দিকে মুখ করে উপবেশন করবে।

তাৎপর্য

সম্ভৃত-সম্ভার কথাটির অর্থ হচ্ছে শ্রীবিগ্রহ অর্চন শুরু করার পূর্বে উপাসক সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ তাঁর নিকটে স্থাপন করবেন। এইভাবে তাঁকে বিভিন্ন উপকরণের সন্ধানে বারবার আসন ছেড়ে উঠতে হবে না। স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ হলে উপাসক তাঁর সম্মুখে উপবেশন করবেন।

শ্লোক ২০

কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চাং পাণিনামৃজেৎ ।
কলশং প্রোক্ষণীয়ং চ যথাবদুপসাধয়েৎ ॥ ২০ ॥

কৃতন্যাসঃ—(পরমেশ্বর ভগবানের রূপের ধ্যান অনুসারে সেই সেই মন্ত্রোচ্চারণ করে, নিজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে) নিজ দেহ পরিশুদ্ধ করে; **কৃতন্যাসাম্**—শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও অনুরূপ পদ্ধতি প্রযোজ্য; **মৎ-অর্চাম্**—অর্চারূপে আমার প্রকাশ; **পাণিনা**—হস্তের দ্বারা; **অমৃজেৎ**—(পুরানো নৈবেদ্যের অবশিষ্টাংশগুলি অপসারিত করে) মার্জন করা উচিত; **কলশম্**—মঙ্গলদ্রব্যপূর্ণ আনুষ্ঠানিক পাত্র; **প্রোক্ষণীয়ম্**—সিঞ্চনের জন্য জলপূর্ণ পাত্র; **চ**—এবং; **যথাবৎ**—যথোপযুক্তভাবে; **উপসাধয়েৎ**—তার প্রস্তুত করা উচিত।

অনুবাদ

ভক্ত তার নিজের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে, এবং সেই অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ করে, দেহশুদ্ধি করবে। আমার বিগ্রহের জন্যও তা করতে হবে, তারপর সে নিজে হাতে পূর্বের অর্চনার অবশিষ্ট পুষ্প আদি অপসারণ করে মার্জন করবে। প্রোক্ষণের জন্য সে যথাযথভাবে মঙ্গল ঘটে জল রাখবে।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণিত অর্চন পদ্ধতি শুরু করার পূর্বে, ভক্ত তাঁর গুরুদেব, শ্রীবিগ্রহ এবং অন্যান্য পূজ্য ব্যক্তিগণকে প্রণতি নিবেদন করবেন।

শ্লোক ২১

তদদ্ভির্দেবযজনং দ্রব্যাণ্যাত্মানমেব চ ।
প্রোক্ষ্য পাত্রাণি ত্রীণ্যদ্ভিস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈশ্চ সাধয়েৎ ॥ ২১ ॥

তৎ—প্রোক্ষণের জন্য জল সহ পাত্রের; **অদ্ভিঃ**—জল দ্বারা; **দেব-যজনম্**—শ্রীবিগ্রহ-অর্চন-স্থান; **দ্রব্যাণি**—উপকরণ সমূহ; **আত্মানম্**—নিজদেহ; **এব**—বস্তুত; **চ**—ও; **প্রোক্ষ্য**—ছড়িয়ে; **পাত্রাণি**—পাত্রগুলি; **ত্রীণি**—তিন; **অদ্ভিঃ**—জল দ্বারা; **তৈঃ তৈঃ**—উপলব্ধ সেই সমস্তের দ্বারা; **দ্রব্যৈঃ**—মঙ্গল দ্রব্য; **চ**—এবং; **সাধয়েৎ**—ব্যবস্থা করা উচিত।

অনুবাদ

তারপর বিগ্রহ-অর্চন-স্থানে, নৈবেদ্য-স্থাপন-স্থানে এবং তার নিজ অঙ্গে প্রোক্ষণীয় পাত্রে থেকে জল নিয়ে তা সিঞ্চন করবে। তারপর সে বিভিন্ন মঙ্গলদ্রব্য দিয়ে তিনটি পূর্ণঘট সজ্জিত করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বৈদিক শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, ভগবানের পাদ্য জলের সঙ্গে জোয়ার বীজ, দুর্বাঘাস, বিষ্ণুক্রান্ত ফুল ইত্যাদি মেশাতে হবে। অর্ঘ্য জল নিম্নলিখিত আটটি পদ সমন্বিত থাকবে, যেমন—সুগন্ধী তেল, পুষ্প, অক্ষত যব, খোসা ছাড়ানো যব, কুশ ঘাসের ডগা, তিল, সরষে এবং দুর্বা ঘাস। আচমনের জলে বেলফুল, লবঙ্গ চুর্ণ এবং কঙ্কোল নামক এক প্রকার রসালো ফল মিশ্রিত হবে।

শ্লোক ২২

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি দেশিকঃ ।
হৃদা শীর্ষ্ণাথ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২২ ॥

পাদ্য—ভগবানের চরণ ধৌত করার জন্য নিবেদিত জল; **অর্ঘ্য**—সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য ভগবানকে নিবেদিত জল; **আচমনীয়**—ভগবানকে নিবেদিত মুখ-প্রক্ষালণের জন্য জল; **অর্থম্**—সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত; **ত্রীণি**—তিন; **পাত্রাণি**—পাত্র; **দেশিকঃ**—উপাসক; **হৃদা**—'হৃদয়' মন্ত্রের দ্বারা; **শীর্ষ্ণা**—'শীর্ষ' মন্ত্রের দ্বারা; **অথ**—এবং; **শিখয়া**—শিখা মন্ত্রের দ্বারা; **গায়ত্র্যা**—এবং গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা; **চ**—এবং; **অভিমন্ত্রয়েৎ**—উচ্চারণের দ্বারা শুদ্ধ করা উচিত।

অনুবাদ

তারপর উপাসক ঘট তিনটি শুদ্ধ করবে। 'হৃদয়ায় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের পাদ্য জলের ঘটগুলি, অর্ঘ্য জলের পাত্রটি 'শীরসে স্বাহা' মন্ত্রে, এবং আচমনীয় জলের পাত্রটি 'শিখায়ৈ বষট্' মন্ত্রে শুদ্ধ করবে। এছাড়াও তিনটি ঘটেই গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।

শ্লোক ২৩

পিণ্ডে বায্বগ্নিসংশুদ্ধে হৃৎপদ্মস্থাং পরাং মম।
অণ্বীং জীবকলাং ধ্যায়েন্নাদান্তে সিদ্ধভাবিতাম্ ॥ ২৩ ॥

পিণ্ডে—শরীরের মধ্যে; **বায়ু**—বায়ুর দ্বারা; **অগ্নি**—এবং অগ্নির দ্বারা; **সংশুদ্ধে**—বিশুদ্ধ; **হৃৎ**—হৃদয়ের; **পদ্ম**—পদ্মের উপর; **স্থাম্**—অবস্থিত; **পরাম্**—দিব্যরূপ; **মম**—আমার; **অণ্বীম্**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; **জীব-কলাম্**—সমস্ত জীবের উৎস পরমেশ্বর ভগবান; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **নাদ-অন্তে**—ওঁ উচ্চারণান্তে; **সিদ্ধ**—সিদ্ধ মুনিগণ দ্বারা; **ভাবিতাম্**—অনুভব করা হয়।

অনুবাদ

এখন বায়ু এবং অগ্নি দ্বারা শুদ্ধ হয়ে, অর্চনকারী নিজ দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত সমস্ত জীবের উৎস রূপে আমার সূক্ষ্ম রূপের ধ্যান করবে। ভগবানের এই রূপ পবিত্র ওঁকার উচ্চারণের শেষে আত্মোপলব্ধ মুনিগণ কর্তৃক অনুভূত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে প্রণব বা ওঁকারের পাঁচটি অংশ রয়েছে—অ, উ, ম চন্দ্রবিন্দু এবং তার অনুরণন্ (নাদ)। মুক্ত আত্মাগণ সেই প্রতিধ্বনির শেষে ভগবানের ধ্যান করেন।

শ্লোক ২৪

তয়াত্মভূতয়া পিণ্ডে ব্যাপ্তে সম্পূজ্য তন্ময়ঃ।
আবাহ্যার্চাদিষু স্থাপ্য ন্যস্তাঙ্গং মাং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

তয়া—সেই ধ্যেয় রূপের দ্বারা; **আত্ম-ভূতয়া**—নিজ উপলব্ধি অনুসারে অনুভূত; **পিণ্ডে**—ভৌতিক শরীরে; **ব্যাপ্তে**—ব্যাপ্ত; **সম্পূজ্য**—সম্যকরূপে সেই রূপের; **তৎময়ঃ**—তাঁর উপস্থিতির দ্বারা তন্ময়; **আবাহ্য**—আহ্বান করে; **অর্চা-আদিষু**—উপাসিত বিভিন্ন বিগ্রহের মধ্যে; **স্থাপ্য**—তাঁকে স্থাপন করে; **ন্যস্ত-অঙ্গম্**—মন্ত্রোচ্চারণ করে শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে; **মাম্**—আমাকে; **প্রপূজয়েৎ**—সম্যকরূপে পূজা করা উচিত।

অনুবাদ

নিজ উপলব্ধি অনুসারে ভক্ত পরমাত্মার স্মরণ করে তাঁর উপস্থিতিতে তন্ময় হয়ে যায়। এইভাবে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের আরাধনা করে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়। উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ এবং শ্রীবিগ্রহের অঙ্গন্যাসের মাধ্যমে পরমাত্মাকে বিগ্রহের মধ্যে আহ্বান করে ভক্তদের উচিত আমার আরাধনা করা।

তাৎপর্য

একটি গৃহ যেমন বর্তিকার আলোকে ব্যাপ্ত হয়, তেমনই ভক্তের দেহ পরমাত্মার প্রভাবে ব্যাপ্ত হয়। অতিথিকে যেমন স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করে গৃহে প্রবেশ করার সূচনা প্রদান করা হয়। তেমনই ভক্ত শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ স্পর্শ করে সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে উৎসাহের সঙ্গে পরমাত্মাকে শ্রীবিগ্রহে প্রবেশ করতে আহ্বান করবেন। শ্রীবিগ্রহ এবং পরমাত্মা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার ফলে তাঁরা অভিন্ন। ভগবানের একটি রূপ অপরটির মধ্যে তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হতে পারে।

শ্লোক ২৫-২৬

পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ।
ধর্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাসনং মম ॥ ২৫ ॥
পদ্মমষ্টদলং তত্র কর্ণিকাকেসরোজ্জ্বলম্ ।
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে ॥ ২৬ ॥

পাদ্য—ভগবানের চরণ ধৌত করার জন্য জল; **উপস্পর্শ**—ভগবানের মুখ প্রক্ষালনের জল; **অর্হণ**—অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত জল; **আদীন্**—এবং অন্যান্য উপকরণ; **উপচারান্**—উপচার; **প্রকল্পয়েৎ**—বানানো উচিত; **ধর্ম-আদিভিঃ**—ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাতৃগণ দ্বারা; **চ**—এবং; **নবভিঃ**—নয়টি (ভগবানের শক্তি) দ্বারা; **কল্পয়িত্বা**—কল্পনা করে; **আসনম্**—আসন; **মম**—আমার; **পদ্মম্**—পদ্ম; **অষ্ট-দলম্**—অষ্টদল সমন্বিত; **তত্র**—সেখানে, **কর্ণিকা**—কর্ণিকাতে; **কেসর**—গৈরিক কেশর দ্বারা; **উজ্জ্বলম্**—উজ্জ্বল; **উভাভ্যাম্**—উভয় প্রকারে; **বেদ-তন্ত্রাভ্যাম্**—বেদ এবং তন্ত্র উভয়ের; **মহ্যম্**—আমার প্রতি; **তু**—এবং; **উভয়**—(ভোগ ও মুক্তি) উভয়ের; **সিদ্ধয়ে**—লাভ করার জন্য।

অনুবাদ

অর্চনকারী প্রথমে আমার নববিধা দিব্য শক্তি সমন্বিত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের অধিদেবগণ কর্তৃক সজ্জিত আমার আসন কল্পনা করবে। সে কর্ণিকার মধ্যস্থিত গৈরিক কেশরের জন্য জ্যোতিষ্মান, অষ্টদল সমন্বিত পদ্মের মতো আমার

আসনের চিন্তা করবে। তারপর, বেদ এবং তন্ত্রের বিধান অনুসারে আমাকে পাদ্য, উপস্পর্শ ও অর্ঘ্যসহ অন্যান্য পূজা উপকরণ অর্পণ করবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সে জাগতিক ভোগ এবং মুক্তি উভয়ই লাভ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে ভগবানের উপবেশন স্থানের দক্ষিণপূর্ব কোণ থেকে শুরু করে চারটি পায়াতে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের অধিদেবগণের অধিষ্ঠান। তার পূর্ব দিক থেকে শুরু করে অধর্ম, অজ্ঞতা, আসক্তি ও হতভাগ্য এই চারটি মধ্যস্থতাকারী পায়া রূপে দণ্ডায়মান। ভগবানের নয়টি শক্তি হচ্ছে, বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞান, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা।

শ্লোক ২৭

সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্ ।
মুষলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসং চানুপূজয়েৎ ॥ ২৭ ॥

সুদর্শনম্—ভগবানের চক্র; **পাঞ্চজন্যম্**—ভগবানের শঙ্খ; **গদা**—তাঁর গদা; **অসি**—তলোয়ার; **ইষু**—বাণ; **ধনুঃ**—ধনুক; **হলান্**—এবং হল; **মুষলম্**—তাঁর মুষল অস্ত্র; **কৌস্তুভম্**—কৌস্তুভ মণি; **মালাম্**—তাঁর মালা; **শ্রীবৎসম্**—তাঁর বক্ষদেশে শ্রীবৎসের সজ্জা; **চ**—এবং; **অনুপূজয়েৎ**—এক এক করে অর্চন করা উচিত।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত পর্যায়ক্রমে ভগবানের সুদর্শন চক্র, তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ, গদা, তলোয়ার, ধনুক, বাণ এবং হল, তাঁর মুষল অস্ত্র, তার কৌস্তুভ মণি, তাঁর পুষ্পমাল্য এবং তাঁর বক্ষস্থ শ্রীবৎস নামক রোমকুণ্ডলীর অর্চনা করা।

শ্লোক ২৮

নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব চ ।
মহাবলং বলং চৈব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

নন্দম্ সুনন্দম্ গরুড়ম্—নন্দ, সুনন্দ এবং গরুড় নামক; **প্রচণ্ডম্ চণ্ডম্**—প্রচণ্ড এবং চণ্ড; **এব**—বস্তুত; **চ**—ও; **মহাবলম্ বলম্**—মহাবল ও বল; **চ**—এবং; **এব**—বস্তুত; **কুমুদম্ কুমুদ-ঈক্ষণম্**—কুমুদ এবং কুমুদেক্ষণ।

অনুবাদ

ভগবানের পার্ষদ নন্দ ও সুনন্দ, গরুড়, প্রচণ্ড ও চণ্ড, মহাবল ও বল, আর কুমুদ এবং কুমুদেক্ষণের পূজা করা উচিত।

শ্লোক ২৯

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্‌সেনং গুরূন্ সুরান্ ।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥ ২৯ ॥

দুর্গাম্—ভগবানের চিন্ময়ী শক্তি; **বিনায়কম্**—আদি গণেশ; **ব্যাসম্**—বেদ সমূহের প্রণেতা; **বিষ্বক্‌সেনম্**—বিষ্বক্‌সেন; **গুরূন্**—নিজগুরুদেবগণ; **সুরান্**—দেবগণ; **স্বে স্বে**—নিজ নিজ; **স্থানে**—স্থান; **তু**—এবং; **অভিমুখান্**—সকলে বিগ্রহের প্রতি মুখ করে; **পূজয়েৎ**—পূজা করা উচিত; **প্রোক্ষণ-আদিভিঃ**—শুদ্ধিকরণের জন্য জল সিঞ্চন সহ বিভিন্ন বিধানের দ্বারা।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত প্রোক্ষণাদি অর্পণ করে দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্‌সেন, গুরুদেব এবং বিভিন্ন দেবগণের পূজা করা। এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দিকে মুখ করে নিজ নিজ স্থান অধিষ্ঠিত হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুসারে এই শ্লোকে বর্ণিত গণেশ ও দুর্গা এবং জড় জগতের মধ্যে উপস্থিত গণেশ ও দুর্গা একই ব্যক্তিত্ব নন; তাঁরা হচ্ছেন বৈকুণ্ঠেশ্বরের নিত্য পার্ষদ। এই জগতে শিবের পুত্র গণেশ হচ্ছেন আর্থিক সাফল্য প্রদানের জন্য বিখ্যাত, আর শিবপত্নী দুর্গা হচ্ছেন ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া শক্তিরূপে খ্যাতা। এখানে উদ্ধৃত ব্যক্তিগণ হচ্ছেন জড় প্রকাশের ঊর্ধ্বে চিজ্জগতের নিবাসী নিত্যমুক্ত ভগবৎ পার্ষদ। দুর্গা নামটি ভগবান থেকে অভিন্ন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিকেও সূচিত করে, তা প্রমাণ করার জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত প্রদান করেছেন। আদি দুর্গা থেকে ভগবানের বহিরঙ্গা অথবা আবরণাত্মিকা শক্তির প্রকাশ হয়। জীবকে বিভ্রান্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন জড় জগতের দুর্গা, যাঁকে বলা হয় মহামায়া। জড় জগতের একই নাম সম্পন্ন, এখানে বর্ণিত দুর্গার আরাধনা করে কলুষিত হবে ভেবে ভক্তদের ভীত হওয়া উচিত নয়। বরং বৈকুণ্ঠেশ্বর ভগবানের এই সমস্ত নিত্য সেবক-সেবিকাগণকে ভক্তগণের অবশ্যই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

শ্লোক ৩০-৩১

চন্দনোশীরকর্পূর-কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্ মন্ত্রৈর্নিত্যদা বিভবে সতি ॥ ৩০ ॥

স্বর্ণঘর্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া ।
পৌরুষেণাপি সূক্তেন সামভি রাজনাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥

চন্দন—চন্দন দ্বারা; **উশীর**—সুগন্ধী উশীর মূল; **কর্পূর**—কর্পূর; **কুঙ্কুম**—সিঁদুর; **অগুরু**—অগুরু; **বাসিতৈঃ**—সুবাসিত; **সলিলৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার জল দ্বারা; **স্নাপয়েৎ**—বিগ্রহকে স্নান করানো উচিত; **মন্ত্রৈঃ**—মন্ত্রের দ্বারা; **নিত্যদা**—প্রতিদিন; **বিভবে**—সম্পদ; **সতি**—এমন পর্যন্ত যে; **স্বর্ণ-ঘর্ম-অনুবাকেন**—স্বর্ণঘর্ম নামক বেদের অধ্যায় দ্বারা; **মহাপুরুষবিদ্যয়া**—মহাপুরুষ নামক অবতার দ্বারা; **পৌরুষেণ**—পুরুষ সূক্তের দ্বারা; **অপি**—ও; **সূক্তেন**—বৈদিক মন্ত্র; **সামভিঃ**—সামবেদোক্ত সংগীত দ্বারা; **রাজন-আদিভিঃ**—রাজন আদি নামে জ্ঞাত।

অনুবাদ

অর্চনকারী শ্রীবিগ্রহকে চন্দনের ঘ্রাণযুক্ত জল, উশীর মূল, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরু সহকারে যথা সাধ্য ঐশ্বর্যমণ্ডিতভাবে প্রতিদিন স্নান করাবে। সে বিভিন্ন প্রকার বৈদিক মন্ত্র, যেমন-স্বর্ণঘর্ম নামে পরিচিত অনুবাক, মহাপুরুষবিদ্যা, পুরুষসূক্ত এবং সাম বেদোক্ত বিভিন্ন গীত, যেমন—রাজন এবং রোহিণ্য থেকে পাঠ এবং গান করবে।

তাৎপর্য

পুরুষসূক্ত প্রার্থনা, ঋগ বেদের অন্তর্গত, যার শুরু হয় *ওঁ সহস্র-শীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ*-মন্ত্র দিয়ে।

শ্লোক ৩২

বস্ত্রোপবীতাভরণ-পত্রস্রগ্ গন্ধলেপনৈঃ ।
অলঙ্কুর্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্ ॥ ৩২ ॥

বস্ত্র—বস্ত্রের দ্বারা; **উপবীত**—উপবীত; **আভরণ**—অলঙ্কার; **পত্র**—তিলক দ্বারা দেহের বিভিন্ন অঙ্গসজ্জা; **স্রক্**—মালা; **গন্ধ-লেপনৈঃ**—সুগন্ধী তেল লেপন; **অলঙ্কুর্বীত**—অলংকৃত করা উচিত; **সপ্রেম**—প্রেমযুক্তভাবে; **মৎ-ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **মাম্**—আমাকে; **যথা-উচিতম্**—যথা বিধানে।

অনুবাদ

আমার ভক্ত আমাকে তারপর প্রেম সহকারে বস্ত্র, উপবীত, বিভিন্ন অলঙ্কার, তিলক চিহ্ন এবং মাল্য দ্বারা সজ্জিত করবে, আর যথা বিধানে, আমার অঙ্গে সুগন্ধী তেল লেপন করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *বিষ্ণুধর্ম উপপুরাণ* থেকে অম্বরীশ মহারাজের প্রতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন—"তোমার মনকে শ্রীবিগ্রহে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন করে, অন্য সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করে, শ্রীবিগ্রহকেই তোমার ঘনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী বলে জানবে। তুমি চলার সময়, দাঁড়ানো অবস্থায়, নিদ্রা এবং আহারের সময়ও মনে মনে তাঁর পূজা এবং ধ্যান করবে। তুমি তোমার সম্মুখে, পিছনে, উপরে, নীচে এবং উভয় পার্শ্বে শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করবে। এইভাবে তোমার উচিত প্রতিনিয়ত আমার বিগ্রহরূপকে স্মরণ করা।" *গৌতমীয় তন্ত্রে* ভগবানের বিগ্রহকে উপবীত, সম্ভব হলে স্বর্ণ উপবীত পরিধান করানোর বিধান রয়েছে। *নৃসিংহপুরাণে* বলা হয়েছে, কেউ যদি ভগবান গোবিন্দকে তিনটি রেশম সুতো সমন্বিত হলুদ রঙের উপবীত অর্পণ করেন, তবে তিনি নিপুণ বেদান্তবিৎ হবেন।

শ্লোক ৩৩

পাদ্যমাচমনীয়ং চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্ ।
ধূপদীপোপহার্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চকঃ ॥ ৩৩ ॥

পাদ্যম্—পদ ধৌত করানোর জন্য জল, **আচমনীয়ম্**—মুখ প্রক্ষালণের জন্য জল; **চ**—এবং; **গন্ধম্**—সুগন্ধ; **সুমনসঃ**—পুষ্প; **অক্ষতান্**—অক্ষত শস্য; **ধূপ**—ধূপ; **দীপ**—দীপ; **উপহার্যাণি**—এইরূপ সমস্ত সামগ্রী; **দধ্যাৎ**—উপহার প্রদান করা উচিত; **মে**—আমাকে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **অর্চকঃ**—অর্চনকারী।

অনুবাদ

অর্চনকারীর উচিত শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে চরণ এবং মুখ প্রক্ষালণের জল, সুগন্ধী তেল, পুষ্প ও অক্ষত শস্য, তার সঙ্গে ধূপ, দীপ এবং অন্যান্য নৈবেদ্য অর্পণ করা।

শ্লোক ৩৪

গুড়পায়সসর্পীংষি শস্কুল্যাপূপমোদকান্ ।
সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

গুড়—গুড়; **পায়স**—পায়েস; **সর্পীংষি**—আর ঘৃত; **শস্কুলী**—চালের ময়দা, চিনি, আর তিল দিয়ে তৈরি করে, কানের মতো আকারের এক প্রকার ঘিয়ে ভাজা পিঠে; **আপূপ**—বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টি পিঠে; **মোদকান্**—চিনি আর নারকেলের পুর দিয়ে চালের ময়দার এক ধরনের ছোট পিঠে; **সংযাব**—গমের আটা, ঘি, আর দুধ দিয়ে

বানিয়ে চিনি আর মশলা দিয়ে ঢাকা এক ধরনের আয়তাকারের পিঠে; **দধি**—দধি; **সূপান্**—সব্‌জীসূপ; **চ**—এবং; **নৈবেদ্যম্**—নৈবেদ্য খাদ্য দ্রব্য; **সতি**—যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলে; **কল্পয়েৎ**—ভক্তের ব্যবস্থা করা উচিত।

অনুবাদ

নিজের ক্ষমতার মধ্যে ভক্ত আমার জন্য মিশ্রি, পায়েস, ঘি, শষ্কুলী (চালের ময়দার পিঠে), আপূপ (বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি পিঠে), মোদক (চিনি দিয়ে রান্না করা নারকেল কোরাকে ভাপানো চালের ময়দার আবরণ দেওয়া এক প্রকার ছোট পিঠে), সংযাব (চিনি আর মশলা আবৃত ঘি আর দুধ দিয়ে তৈরি গমের ময়দার পিঠে), দই, সব্‌জী-সূপ এবং অন্যান্য উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করবে।

তাৎপর্য

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের অষ্টম বিলাস, ১৫২-১৬৪ শ্লোক থেকে বিগ্রহ অর্চনে নিবেদন যোগ্য এবং অযোগ্য খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পেতে পারেন।

শ্লোক ৩৫

অভ্যঙ্গোন্মর্দনাদর্শ-দন্তধাবাভিষেচনম্ ।
অন্নাদ্যগীতনৃত্যানি পর্বণি স্যুরুতান্বহম্ ॥ ৩৫ ॥

অভ্যঙ্গ—অঞ্জন দিয়ে; **উন্মর্দন**—মালিশ করা; **আদর্শ**—দর্পণ অর্পণ করা; **দন্ত-ধাব**—দন্ত ধাবন; **অভিষেচনম্**—স্নান করানো; **অন্ন**—বিনা চর্বণে ভোজন যোগ্য খাদ্য নিবেদন; **আদ্য**—চর্ব্য খাদ্য নিবেদন; **গীত**—গান গাওয়া; **নৃত্যানি**—এবং নৃত্য; **পর্বণি**—বিশেষ পবিত্র তিথিতে; **স্যুঃ**—এই সমস্ত নৈবেদ্য তৈরি করা উচিত; **উত**—অন্যথায় (ক্ষমতার মধ্যে হলে); **অনু-অহম্**—প্রতিদিন।

অনুবাদ

বিশেষ উপলক্ষে এবং সম্ভব হলে প্রতিদিন বিগ্রহকে অঞ্জন দ্বারা মালিশ করে, দর্পণ প্রদর্শন করে, দন্ত ধাবনের জন্য ইউক্যালিপ্টাসের কাঠি অর্পণ করে, পঞ্চামৃতে অভিষেক করিয়ে সমস্ত প্রকারের উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য অর্পণ করে তাঁর প্রীত্যর্থে নৃত্য এবং গীত করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিগ্রহ অর্চনের পদ্ধতি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"প্রথমে বিগ্রহের দন্ত-ধাবন করে, তাঁর অঙ্গ সুগন্ধী তেল দ্বারা মালিশ এবং কুঙ্কুম, কর্পূর ইত্যাদি দিয়ে মর্দন করতে হবে। তারপর তাঁকে সুগন্ধী জল এবং পঞ্চামৃত দ্বারা অভিষেক করতে হবে। তারপর মূল্যবান রেশম বস্ত্র এবং রত্নখচিত অলঙ্কার

নিবেদন করে, তাঁর অঙ্গে চন্দন লেপন করে মাল্যাদি উপহার অর্পণ করতে হবে। এরপর, বিগ্রহের সম্মুখে দর্পণ প্রদর্শন করে, সুগন্ধী তেল, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচমনের জন্য সুগন্ধী জল অর্পণ করতে হয়। তাঁদের উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার উপাদেয় খাদ্য, সুগন্ধী জল, পান, মালা, আরতির দীপ, বিশ্রামের শয্যা ইত্যাদি অর্পণ করতে হবে। বিগ্রহকে বাতাস করে, বাদ্যযন্ত্র সহকারে গীত এবং নৃত্য করা উচিত। ধর্মীয় পবিত্র তিথিতে এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এইরূপ বিগ্রহ অর্চন অবশ্য করণীয়, আর সম্ভব হলে প্রতিদিনই তা করা যায়। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে একাদশী হচ্ছে বিশেষভাবে বিগ্রহ অর্চনের জন্য উপযুক্ত তিথি।

শ্লোক ৩৬

বিধিনা বিহিতে কুণ্ডে মেখলাগর্তবেদিভিঃ ।
অগ্নিমাধায় পরিতঃ সমূহেৎ পাণিনোদিতম্ ॥ ৩৬ ॥

বিধিনা—শাস্ত্র বিধি অনুসারে; **বিহিতে**—নির্মিত; **কুণ্ডে**—যজ্ঞস্থলে; **মেখলা**—পবিত্র কোমরবন্ধ দ্বারা; **গর্ত**—যজ্ঞের কুণ্ড; **বেদিভিঃ**—এবং বেদী; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **আধায়**—স্থাপন করে; **পরিতঃ**—সমস্ত দিকে; **সমূহেৎ**—নির্মাণ করা উচিত; **পাণিনা**—হাত দিয়ে; **উদিতম্**—জ্বলন্ত।

অনুবাদ

শাস্ত্র বিধান অনুসারে স্থান নির্মাণ করে, পবিত্র মেখলা, যজ্ঞের কুণ্ড এবং বেদীতে ভক্তের উচিত যজ্ঞ সম্পাদন করা। নিজ হস্তে কাষ্ঠ অর্পণ করে ভক্ত যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করবে।

শ্লোক ৩৭

পরিস্তীর্যাথ পর্যুক্ষেদন্বাধায় যথাবিধি ।
প্রোক্ষণ্যাসাদ্য দ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নৌ ভাবয়েত মাম্ ॥ ৩৭ ॥

পরিস্তীর্য—(কুশ ঘাস) চড়িয়ে; **অথ**—তারপর; **পর্যুক্ষেৎ**—জল সিঞ্চন করবে; **অন্বাধায়**—অন্বাধান সম্পাদন করা (ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ উচ্চারণ করে অগ্নিতে কাষ্ঠ স্থাপন করা); **যথাবিধি**—যথাযথ বিধান অনুসারে; **প্রোক্ষণ্যা**—আচমন পাত্রের জল দ্বারা; **আসাদ্য**—ব্যবস্থা করে; **দ্রব্যাণি**—আহুতির দ্রব্যাদি; **প্রোক্ষ্য**—তাতে জল সিঞ্চন করে; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **ভাবয়েত**—ধ্যান করা উচিত; **মাম্**—আমার প্রতি।

অনুবাদ

মাটিতে কুশ ঘাস বিছিয়ে তার উপর জল সিঞ্চন করে বিধান অনুসারে অন্বাধান সম্পাদন করা উচিত। তারপর আহুতির দ্রব্যাদি ব্যবস্থা করে আচমন পাত্র থেকে

জল সিঞ্চন করে সেগুলিকে শুদ্ধ করা উচিত। তারপর অর্চনকারী যজ্ঞাগ্নির মধ্যে আমার ধ্যান করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, যজ্ঞাগ্নির মধ্যে ভগবানকে পরমাত্মারূপে ধ্যান করা উচিত।

শ্লোক ৩৮-৪১

তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ ।
লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্ ॥ ৩৮ ॥
স্ফুরৎকিরীটকটক-কটিসূত্রবরাঙ্গদম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥ ৩৯ ॥
ধ্যায়ন্নভ্যর্চ্য দারূণি হবিষাভিঘৃতানি চ ।
প্রাস্যাজ্যভাগাবাঘারৌ দত্ত্বা চাজ্যপ্লুতং হবিঃ ॥ ৪০ ॥
জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ ষোড়শর্চাবদানতঃ ।
ধর্মাদিভ্যো যথান্যায়ং মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টিকৃতং বুধঃ ॥ ৪১ ॥

তপ্ত—গলিত; **জাম্বূনদ**—স্বর্ণের; **প্রখ্যম্**—রং; **শঙ্খ**—তাঁর শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—গদা; **অম্বুজৈঃ**—এবং পদ্ম; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **চতুঃভুজম্**—চতুর্ভুজ; **শান্তম্**—শান্ত; **পদ্ম**—পদ্মের; **কিঞ্জল্ক**—কেশরের মতো রং; **বাসসম্**—তাঁর বস্ত্র; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **কিরীট**—চূড়া; **কটক**—হাতের বালা; **কটি সূত্র**—কোমরবন্ধ; **বর-অঙ্গদম্**—সুন্দর বাজু; **শ্রীবৎস**—ভাগ্যদেবীর প্রতীক; **বক্ষসম্**—তাঁর বক্ষে; **ভ্রাজৎ**—জ্যোতিষ্মান; **কৌস্তুভম্**—কৌস্তুভ মণি; **বনমালিনম্**—বনমালা পরিহিত; **ধ্যায়ন্**—তাঁর ধ্যান করে; **অভ্যর্চ্য**—তাঁর অর্চনা করে; **দারূণি**—শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড; **হবিষাঃ**—ঘৃত দ্বারা; **অভিঘৃতানি**—সিক্ত; **চ**—এবং; **প্রাস্য**—অগ্নিতে নিক্ষেপ করে; **আজ্য**—ঘৃতের; **ভাগৌ**—দুটি ভাগ; **আঘারৌ**—আঘার সম্পাদনের সময়; **দত্ত্বা**—অর্পণ করে; **চ**—এবং; **আজ্য**—ঘৃত দ্বারা; **প্লুতম্**—সিক্ত; **হবিঃ**—বিভিন্ন আহুতি; **জুহুয়াৎ**—অগ্নিতে অর্পণ করা উচিত; **মূল-মন্ত্রেণ**—প্রতি বিগ্রহের নাম অনুসারে মূল মন্ত্রে; **ষোড়শ-ঋচা**—ষোল ছত্রের শ্লোক সমন্বিত পুরুষ সূক্ত মন্ত্র; **অবদানতঃ**—প্রতি ছত্রের পর আহুতি প্রদান করা; **ধর্ম-আদিভ্যঃ**—যমরাজাদি দেবগণকে; **যথান্যায়ম্**—যথানিয়মে; **মন্ত্রৈঃ**—প্রতি দেবতার নাম করে বিশেষ মন্ত্রে; **স্বিষ্টিকৃতম্**—এই নামের অনুষ্ঠান; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ভক্তগণ।

অনুবাদ

বুদ্ধিমান ভক্তগণের উচিত তপ্তকাঞ্চন বর্ণ বিশিষ্ট, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধৃত চতুর্ভুজ, শান্ত, পদ্মকেশর বর্ণ বস্ত্র পরিহিত ভগবানের ধ্যান করা। তাঁর মুকুট, হস্তবলয়, কোমরবন্ধ এবং সুন্দর বাজুবন্ধ অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁর বক্ষে রয়েছে শ্রীবৎস চিহ্ন, তার সঙ্গে রয়েছে দীপ্তিমান কৌস্তুভ মণি এবং বনফুলের মালা। তারপর ভক্ত ভগবানকে ঘৃত সিক্ত কাষ্ঠখণ্ড যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করে পূজা করবে। তার উচিত ঘৃত সিক্ত আহুতির বিভিন্ন দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করে, *আঘার* অনুষ্ঠান সম্পাদন করা। তারপর ষোল ছত্রের পুরুষসূক্ত এবং প্রতি বিগ্রহের মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, যমরাজাদি ষোল জন দেবতাকে *স্বিষ্টি-কৃৎ* নামক আহুতি প্রদান করা উচিত। পুরুষ সূক্তের এক এক ছত্র উচ্চারণ করে ও তার সঙ্গে এক একজন বিগ্রহের নামোচ্চারণের মাধ্যমে একবার করে ঘৃতাহুতি প্রদান করবে।

শ্লোক ৪২

অভ্যর্চ্যাথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যো বলিং হরেৎ ।
মূলমন্ত্রং জপেদ্ ব্রহ্ম স্মরন্ নারায়ণাত্মকম্ ॥ ৪২ ॥

অভ্যর্চ্য—অর্চনা করে; **অথ**—তারপর; **নমস্কৃত্য**—সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে; **পার্ষদেভ্যঃ**—ভগবানের পার্ষদগণকে; **বলিম্**—নৈবেদ্য; **হরেৎ**—অর্পণ করা উচিত; **মূল-মন্ত্রম্**—বিগ্রহের মূলমন্ত্র; **জপেৎ**—নিঃশব্দে জপ করা উচিত; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **নারায়ণ-আত্মকম্**—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ রূপে।

অনুবাদ

এইভাবে যজ্ঞাগ্নিতে ভগবানের আরাধনা করে, ভক্তের উচিত ভগবানের পার্ষদগণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করে নৈবেদ্য অর্পণ করা। তারপর সে পরম সত্য, পরমেশ্বর নারায়ণকে স্মরণ করে নিঃশব্দে ভগবৎ-বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করবে।

শ্লোক ৪৩

দত্ত্বাচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্‌সেনায় কল্পয়েৎ ।
মুখবাসং সুরভিমৎ তাম্বূলাদ্যমথার্হয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

দত্ত্বা—অর্পণ করে; **আচমনম্**—ভগবানের মুখ প্রক্ষালণের জন্য জল; **উচ্ছেষম্**—তাঁর ভুক্তাবশেষ; **বিষ্বক্‌সেনায়**—ভগবান বিষ্ণুর ব্যক্তিগত পার্ষদ, বিষ্বক্‌সেনকে; **কল্পয়েৎ**—দেওয়া উচিত; **মুখ-বাসম্**—মুখশুদ্ধি; **সুরভিমৎ**—সুবাসিত; **তাম্বূল-আদ্যম্**—পান-সুপারী ইত্যাদি; **অথ**—তারপর; **অর্হয়েৎ**—অর্পণ করা উচিত।

অনুবাদ

পুনরায় সে শ্রীবিগ্রহকে আচমনীয় অর্পণ করে, ভগবৎ ভুক্তাবশেষ বিষ্বক্সেনকে প্রদান করবে। তারপর সে পান-সুপারী দিয়ে তৈরি সুগন্ধী মুখবাস শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ করবে।

শ্লোক ৪৪

উপগায়ন্ গৃণন্ নৃত্যন্ কর্মাণ্যভিনয়ন্ মম ।
মৎকথাঃ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ মুহূর্তং ক্ষণিকো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

উপগায়ন্—সঙ্গে গান করে; **গৃণন্**—উচ্চৈঃস্বরে প্রতিধ্বনিত করে; **নৃত্যন্**—নৃত্য করে; **কর্মানি**—দিব্যকর্ম; **অভিনয়ন্**—অভিনয় করে; **মম**—আমার; **মৎ-কথাঃ**—আমার লীলা কথা; **শ্রাবয়ন্**—অন্যদের শ্রবণ করিয়ে; **শৃণ্বন্**—নিজে শ্রবণ করে; **মুহূর্তম্**—কিছুক্ষণের জন্য; **ক্ষণিকঃ**—উদ্‌যাপনে মগ্ন; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত।

অনুবাদ

অন্যদের সঙ্গে গান করে, উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে, নৃত্য করে, আমার লীলাভিনয় করে, আমার কাহিনী শ্রবণ করে এবং অন্যদের শ্রবণ করিয়ে ভক্তের উচিত কিছুকালের জন্য এইরূপ উৎসবে মগ্ন হওয়া।

তাৎপর্য

পরমেশ্বরের নিয়মিত আরাধনায় নিযুক্ত ভক্তের, মাঝে মাঝে কীর্তন করে, ভগবৎ লীলাকথা শ্রবণ করে, নৃত্য করে, অন্যান্য উৎসবে পরমানন্দে মগ্ন হওয়া উচিত। মুহূর্তম্ "কিছু সময়ের জন্য" শব্দটি সূচিত করে, তথাকথিত পরমানন্দের নামে ভক্তের বিধি-নিষেধ এবং ভগবৎ সেবায় যাতে অবহেলা না হয় সে বিষয়ে সাবধান হওয়া। শ্রবণ, কীর্তন এবং নৃত্য করে পরমানন্দে মগ্ন হলেও ভক্তের নিয়মিত ভগবৎ-সেবার প্রথা ত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪৫

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি ।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ ॥ ৪৫ ॥

স্তবৈঃ—শাস্ত্রীয় প্রার্থনার দ্বারা; **উচ্চ-অবচৈঃ**—কম-বেশি বৈচিত্র্যের; **স্তোত্রৈঃ**—এবং মনুষ্য প্রণীত প্রার্থনা দ্বারা; **পৌরাণৈঃ**—পুরাণসমূহ থেকে; **প্রাকৃতৈঃ**—সাধারণ উৎস থেকে; **অপি**—ও; **স্তুত্বা**—এইভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে; **প্রসীদ**—কৃপা প্রদর্শন করুন; **ভগবন্**—হে প্রভু; **ইতি**—এইরূপে বলে; **বন্দেত**—বন্দনা করা উচিত; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডের মতো ভূমিষ্ঠ হয়ে।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত পুরাণ, অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্র, এবং সাধারণ প্রথা থেকেও সমস্ত প্রকার মন্ত্র এবং প্রার্থনা উচ্চারণ করে ভগবানকে প্রণাম জানানো। "হে ভগবান, অনুগ্রহ পূর্বক আমার প্রতি কৃপাপরবশ হোন!" বলে প্রার্থনা করে তার উচিত দণ্ডের মতো সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করা।

শ্লোক ৪৬

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাং চ পরস্পরম্ ।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ৪৬ ॥

শিরঃ—তার মস্তক; **মৎ-পাদয়োঃ**—আমার চরণযুগলে; **কৃত্বা**—স্থাপন করে; **বাহুভ্যাম্**—বাহুদ্বয় দ্বারা; **চ**—এবং; **পরস্পরম্**—একত্রে (বিগ্রহের চরণদ্বয় আঁকড়ে ধরে); **প্রপন্নম্**—শরণাগতকে; **পাহি**—অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন; **মাম্**—আমাকে; **ঈশ**—হে প্রভু; **ভীতম্**—ভীত; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **গ্রহ**—মুখ; **অর্ণবাৎ**—এই ভবসমুদ্রের।

অনুবাদ

শ্রীবিগ্রহের চরণযুগলে মস্তক স্থাপন করে, সে তারপর করজোড়ে ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে প্রার্থনা করবে, "হে ভগবান, আপনার প্রতি শরণাগত আমাকে অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন। মৃত্যুর মুখ গহ্বরে দণ্ডায়মান আমি ভব সমুদ্রে পতিত হয়ে অত্যন্ত ভীত বোধ করছি।"

শ্লোক ৪৭

ইতি শেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্ ।
উদ্বাসয়েচ্চেদুদ্বাস্যং জ্যোতির্জ্যোতিষি তৎ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি—এইভাবে প্রার্থনা করে; **শেষাম্**—নির্মাল্য; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **শিরসি**—মস্তকোপরে; **আধায়**—স্থাপন করে; **স-আদরম্**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উদ্বাসয়েৎ**—বিগ্রহকে বিদায় দেওয়া উচিত; **চেৎ**—যদি; **উদ্বাস্যম্**—যদি এইরূপই হওয়ার থাকে; **জ্যোতিঃ**—আলোক; **জ্যোতিষি**—আলোকের মধ্যে; **তৎ**—সেই; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

এইরূপে প্রার্থনা করে ভক্তের উচিত আমার দ্বারা প্রদত্ত নির্মাল্য শ্রদ্ধা সহকারে তার মস্তকে ধারণ করা। সেই বিশেষ বিগ্রহ অর্চনার শেষে তাঁকে বিসর্জন দেওয়ার কথা থাকলে, ভক্ত পুনরায় বিগ্রহের উপস্থিতির আলোককে তার নিজ হৃৎপদ্মের আলোকের মধ্যে স্থাপন করে সেটি সম্পাদন করবে।

শ্লোক ৪৮

অর্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চয়েৎ ।
সর্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্বাত্মাহমবস্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥

অর্চাদিষু—শ্রীবিগ্রহ এবং পরমেশ্বর ভগবানের অন্যান্য অভিব্যক্তিতে; **যদা**—যখনই; **যত্র**—যে রূপেই; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়; **মাম্**—আমাকে; **তত্র**—সেখানে; **চ**—এবং; **অর্চয়েৎ**—অর্চনা করা উচিত; **সর্বভূতেষু**—সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে; **আত্মনি**—ভিন্নভাবে, আমার আদিরূপে; **চ**—এবং; **সর্ব-আত্মা**—সকলের আদি আত্মা; **অহম্**—আমি হই; **অবস্থিতঃ**—সেইরূপে অবস্থিত।

অনুবাদ

আমার শ্রীবিগ্রহরূপে অথবা অন্যান্য যথার্থ অভিব্যক্তির মধ্যে—যখনই কেউ আমার প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে—তার উচিত আমাকে সেইরূপে আরাধনা করা। আমি সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে আবার আমার আদিরূপে, ভিন্নভাবেও, অবশ্যই অবস্থিত, যেহেতু আমি হচ্ছি সকলের পরমাত্মা।

তাৎপর্য

অর্চনকারীর বিশেষ ধরনের বিশ্বাস অনুসারে পরমেশ্বরের আরাধনা করা হয়ে থাকে। এখানে অর্চা বিগ্রহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা পারমার্থিক অগ্রগতি লাভের জন্য শ্রীবিগ্রহ অর্চন গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, বাহ্যিকভাবে শ্রীবিগ্রহ মর্মর বা ধাতুর মতো বাহ্যিক উপাদান দিয়ে নির্মিত, তাই অনভিজ্ঞ লোকেরা ভাবতে পারে যে, বিগ্রহ অর্চন করা হয় উপাসকের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য। অনুমোদিত মন্ত্রোচ্চারণ করে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পদ্ধতির মাধ্যমে ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রীবিগ্রহে প্রবেশ করতে আমন্ত্রণ জানান। নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধা সহকারে অর্চন করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা যায় যে, শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন। সেই পর্যায়ে, বিগ্রহ অর্চনের শক্তিতে ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হন। এইরূপ আরও উন্নত স্তরে তিনি ভগবানের অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে ইচ্ছা করেন, আর তিনি বৈষ্ণব সমাজে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হলে, জড় জীবন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে ধীরে ধীরে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হন।

শ্লোক ৪৯

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ ।
অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥ ৪৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **ক্রিয়াযোগ**—নিয়মিত বিগ্রহ অর্চনের; **পথৈঃ**—পদ্ধতির দ্বারা; **পুমান্**—মানুষ; **বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ**—বেদ এবং তন্ত্রে বর্ণিত; **অর্চন্**—অর্চনা করা; **উভয়তঃ**—ইহলোকে এবং পরলোকে; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **মত্তঃ**—আমা থেকে; **বিন্দতি**—লাভ করে; **অভীপ্সিতম্**—ঈপ্সিত।

অনুবাদ

বেদ এবং তন্ত্রের বিভিন্ন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে আমার অর্চনা করলে সে আমার নিকট থেকে এই জন্মে এবং পরজন্মে তার বাসনা অনুসারে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করবে।

শ্লোক ৫০

মদর্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্ দৃঢ়ম্ ।
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্ ॥ ৫০ ॥

মৎ-অর্চাম্—আমার অর্চা রূপ; **সম্প্রতিষ্ঠাপ্য**—যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করে; **মন্দিরম্**—মন্দির; **কারয়েৎ**—নির্মাণ করা উচিত; **দৃঢ়ম্**—দৃঢ়; **পুষ্প-উদ্যানানি**—পুষ্পোদ্যান সমূহ; **রম্যাণি**—রমণীয়; **পূজা**—নিয়মিত প্রতিদিন অর্চনের জন্য; **যাত্রা**—বিশেষ উৎসব; **উৎসব**—এবং বাৎসরিক পবিত্র দিবস; **আশ্রিতান্**—সরিয়ে রাখা।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত সুন্দর উদ্যান সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ মন্দির আরও দৃঢ়ভাবে নির্মাণ করে তাতে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্যানগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়মিত প্রাত্যহিক পূজার জন্য, বিগ্রহ নিয়ে বিশেষ শোভাযাত্রা, এবং পবিত্র তিথি উদ্‌যাপনের জন্য যাতে ফুল পাওয়া যায় তার জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

তাৎপর্য

ঐশ্বর্যবান ধার্মিক ব্যক্তিগণের শ্রীবিগ্রহের আনন্দ বর্ধনের জন্য মন্দির এবং উদ্যান নির্মাণে ব্রতী হওয়া উচিত। *দৃঢ়ম্* শব্দটি সূচিত করে যে, মন্দির নির্মাণ হওয়া উচিত সর্বাপেক্ষা দৃঢ়রূপে।

শ্লোক ৫১

পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্বস্বথান্বহম্ ।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতামিয়াৎ ॥ ৫১ ॥

পূজা-আদীনাম্—নিয়মিত পূজা এবং বিশেষ উৎসবগুলিতে; **প্রবাহ-অর্থম্**—নির্বাহ সুনিশ্চয়ার্থে; **মহা-পর্বসু**—শুভ উপলক্ষগুলিতে; **অথ**—এবং; **অনু-অহম্**—প্রত্যহ;

ক্ষেত্র—ভূমি; **আপণ**—দোকান-পাট; **পুর**—নগর; **গ্রামান্**—এবং গ্রাম; **দত্ত্বা**—বিগ্রহকে উপহাররূপে অর্পণ করে; **মৎ-সার্ষ্টিতাম্**—আমার তুল্য ঐশ্বর্য; **ইয়াৎ**—লাভ করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের নিয়মিত প্রাত্যহিক পূজা এবং বিশেষ উৎসব যাতে চিরকাল চলতে থাকে তার জন্য বিগ্রহকে ভূমি, বাজার, শহর এবং গ্রাম উপহাররূপে অর্পণ করে, সে আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে।

তাৎপর্য

শ্রীবিগ্রহের নামে ভূমি অর্পণ করে, তা থেকে ভাড়া এবং কৃষি উৎপাদন, উভয়ভাবে নিয়মিত অর্থাগম হবে, যাতে শ্রীবিগ্রহকে ঐশ্বর্যমণ্ডিতভাবে আরাধনা করা যায়। যে ভক্ত উপরিলিখিত ব্যবস্থাপনা করবেন, তিনি নিশ্চয় পরমেশ্বরের মতো ঐশ্বর্য লাভ করবেন।

শ্লোক ৫২

প্রতিষ্ঠয়া সার্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্ ।
পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ ॥ ৫২ ॥

প্রতিষ্ঠয়া—বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দ্বারা; **সার্বভৌমম্**—সারা বিশ্বের উপর সার্বভৌমত্ব; **সদ্মনা**—ভগবানের মন্দির নির্মাণের দ্বারা; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবনের রাজত্ব; **পূজা-আদিনা**—পূজা এবং অন্যান্য সেবার দ্বারা; **ব্রহ্ম-লোকম্**—ব্রহ্মলোক; **ত্রিভিঃ**—তিনটির দ্বারাই; **মৎ-সাম্যতাম্**—আমার সমপর্যায় (আমার মতো দিব্য, চিন্ময়রূপ লাভ করে); **ইয়াৎ**—লাভ করে।

অনুবাদ

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে সারা বিশ্বের রাজা হতে পারে, ভগবানের মন্দির নির্মাণ করলে ত্রিভুবনের শাসক হতে পারে, বিগ্রহের সেবা-পূজা করলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে, আর যে ব্যক্তি এই তিনটি কার্যই সম্পাদন করে সে আমার নিজের মতো দিব্য রূপ লাভ করে।

শ্লোক ৫৩

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি ।
ভক্তিযোগং স লভত এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥ ৫৩ ॥

মাম্—আমাকে; **এব**—বাস্তবে; **নৈরপেক্ষ্যেণ**—স্বার্থ বুদ্ধিশূন্য হয়ে; **ভক্তিযোগেন**—ভক্তিযোগের দ্বারা; **বিন্দতি**—লাভ করে; **ভক্তিযোগম্**—ভক্তিযোগ; **সঃ**—সে; **লভতে**—লাভ করে; **এবম্**—এইভাবে; **যঃ**—যাকে; **পূজয়েত**—পূজা করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

কিন্তু যে সকাম কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে কেবলই ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, সে আমাকেই লাভ করে। আমার দ্বারা বর্ণিত পদ্ধতিতে যে আমার অর্চনা করবে অবশেষে সে আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযোগ লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান পূর্বের দুটি শ্লোকে বলেছেন সকাম কর্মীদের আকৃষ্ট করার জন্য, আর এখন ভগবৎ আরাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণিত হচ্ছে। জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারলেও, ভগবৎ প্রেমই হচ্ছে পরম আনন্দ।

শ্লোক ৫৪

যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ ।
বৃত্তিং স জায়তে বিড়্ভুগ্ বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥ ৫৪ ॥

যঃ—যে; **স্বদত্তাম্**—তার দ্বারা পূর্বে প্রদত্ত; **পরৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **হরেত**—হরণ করে; **সুর-বিপ্রয়োঃ**—দেবতা কিংবা ব্রাহ্মণ কুলের; **বৃত্তিম্**—সম্পত্তি; **সঃ**—সে; **জায়তে**—জন্মগ্রহণ করে; **বিট্-ভুক্**—বিষ্ঠাভোজী কীট; **বর্ষাণাম্**—বৎসরের জন্য; **অযুত**—দশ হাজার; **অযুতম্**—গুণিতক দশ হাজার।

অনুবাদ

নিজে অথবা অন্য কারও প্রদত্ত দেবতা অথবা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি যদি কেউ অপহরণ করে, সে ব্যক্তি দশ কোটি বৎসর ব্যাপী বিষ্ঠার কীট রূপে বাস করবে।

শ্লোক ৫৫

কর্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ ।
কর্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎফলম্ ॥ ৫৫ ॥

কর্তুঃ—কর্তার; **চ**—এবং; **সারথেঃ**—সহায়কের; **হেতোঃ**—কুকর্মে প্ররোচকের; **অনুমোদিতুঃ**—যিনি অনুমোদন করেন; **এব চ**—ও; **কর্মণাম্**—সকাম প্রতিক্রিয়ার;

ভাগিনঃ—ভাগীদারের; প্রেত্য—পরবর্তী জীবনে; ভূয়ঃ—আরও গভীরভাবে; ভূয়সি—কর্মটি যত গভীর, ততটা; তৎ—তার জন্য (অবশ্যই দুঃখ পাবে); ফলম্—ফলস্বরূপ।

অনুবাদ

কেবলমাত্র সেই চৌর্যকর্মের কর্তাই নয়, যে ব্যক্তি তাকে সহায়তা করবে, সেই কুকর্মে প্ররোচিত করবে, অথবা কেবল তার অনুমোদন করবে, পরবর্তী জীবনে তাকেও প্রতিক্রিয়ার ভাগী হতে হবে। যে, যে পরিমাণে তাতে জড়িত হবে, সে, সেই অনুসারে উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করবে।

তাৎপর্য

ভগবানের অথবা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধির পূজার জন্য উদ্দিষ্ট সামগ্রী আত্মসাৎ করা যে কোন মূল্যে বর্জন করতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'শ্রীবিগ্রহ অর্চন বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ' নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত জ্ঞানযোগের পদ্ধতি এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি সৃষ্টবস্তুই প্রকৃতির ত্রিগুণ সম্ভূত জড় উৎপাদন, আর তা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সর্বোপরি অবাস্তব। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় এবং কার্যকে আমরা যে 'ভাল' এবং 'মন্দ' বলে অভিহিত করি, এ সবই বাহ্যিক। এ জগতের কোন কিছুকে প্রশংসা বা নিন্দা করা বর্জন করাই শ্রেয়, কেননা তার মাধ্যমে জীবের জড়ের সঙ্গে আরও জড়িয়ে পড়া, আর জীবনের পারমার্থিক উচ্চতর লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হওয়াই সম্ভব। অভিব্যক্ত উপাদানের অস্তিত্ব এবং কারণের উৎস হচ্ছে জড় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর মধ্যে লুক্কায়িত চিন্ময় আত্মা। সব কিছুকে এই হিসাবে দর্শন করে এই জগতে আমাদের অনাসক্ত ভাব নিয়ে বিচরণ করা উচিত।

যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সম্ভূত দৈহিক ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বাস্তব আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকবে, ততক্ষণই তার ভ্রান্ত চেতনা বর্তমান থাকবে। জড় বদ্ধ দশা অবাস্তব হলেও যাদের বিচার বোধের অভাব, তারা ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন থাকার জন্য জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে। জড় জীবনের বিভিন্ন স্তর, যেমন—জন্ম, মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখ—জড় মিথ্যা অহংকারই তা ভোগ করে থাকে, আত্মা কিন্তু এইসব ভোগ করে না। আত্মা এবং তার বিপরীত জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখার মাধ্যমে আমরা এই মিথ্যা পরিচিতির বিলোপ সাধন করতে পারি।

এই জগতের প্রারম্ভে এবং শেষে একজন একক পরম সত্য বর্তমান। দৃশ্যমান প্রপঞ্চের মাঝখানে, অর্থাৎ এর পালনের পর্যায়টিও সেই পরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পরম ব্রহ্ম ইতিবাচকভাবে প্রকাশ এবং নেতিবাচকভাবে তার অবলুপ্তি, উভয় অবস্থাতেই সর্বত্র বর্তমান। স্বয়ং সম্পূর্ণতাহেতু ব্রহ্ম অতুলনীয়, আর ব্রহ্মের প্রকাশ এই জগৎটি হচ্ছে জড় রজোগুণ সম্ভূত।

সৎগুরুর কৃপায় আমরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করে, জড় দেহ আর তার বিস্তৃত অংশের অচিৎ স্বভাব উপলব্ধি করতে পারি। জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে রত হওয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমরা আত্মানন্দে সন্তুষ্ট হতে পারি। সূর্য যেমন মেঘের আসা এবং যাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনই বিচক্ষণ মুক্ত আত্মা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-

কলাপের দ্বারা অবিচলিত থাকেন। তা সত্ত্বেও, পরমেশ্বরের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযোগে, যথাযথভাবে ভগবৎ সেবায় অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যত্ন সহকারে জড় ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলা উচিত। প্রগতিশীল ভক্ত বিভিন্ন বিঘ্নের দ্বারা পতিত হলেও তিনি এই জন্মের ভক্তিযোগের জন্য যা কিছু অগ্রগতি ইতিমধ্যে লাভ করেন, পরজন্মে তা থেকেই এই অনুশীলন পুনরায় চলতে থাকবে। তিনি আর কখনও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মুক্ত ব্যক্তি, কোনও অবস্থাতেই জড় ইন্দ্রিয় তর্পণের মাধ্যমে তথাকথিত ভোগ অন্বেষণ করবেন না। তিনি জানেন যে, আত্মা অপরিবর্তনীয়, আর শুদ্ধ আত্মার উপর আরোপিত অন্য যেকোন বিরুদ্ধ ধারণাই নিছক মায়া। পারমার্থিক অনুশীলনের অপরিণত পর্যায়ে ভক্ত যদি দৈহিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত বা কোনভাবে বিঘ্নিত হন, তবে সেই সমস্যা দূর করার জন্য তাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাম বাসনা এবং মনের অন্যান্য শত্রুদের জন্য অনুমোদিত উপশম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নামের ধ্যান এবং উচ্চ সংকীর্তন। মিথ্যা অহংকাররূপ ব্যাধির নিরাময় পদ্ধতি হচ্ছে পরমেশ্বরের শুদ্ধ ভক্তদের সেবা সম্পাদন করা।

যোগাভ্যাসের মাধ্যমে কোন কোন অভক্ত তাদের দৈহিক তারুণ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখেন, এমনকি তাঁরা দীর্ঘজীবী হওয়ার অলৌকিক সিদ্ধিও প্রাপ্ত হতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত প্রাপ্তি আসলে নিরর্থক, কেননা সেগুলি হচ্ছে কেবলই জড় দৈহিক সিদ্ধি। সেই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই ধরনের পদ্ধতির প্রতি আগ্রহী নন। বরং পরমেশ্বরের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে উন্নতিকামী ভক্ত, ভগবানের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে নিজেকে সমস্ত অনর্থ থেকে মুক্ত করে পারমার্থিক জীবনের পূর্ণ আনন্দ, পরম সিদ্ধি লাভের শক্তি প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **পর**—অন্য কারও; **স্বভাব**—স্বভাব; **কর্মাণি**—এবং কার্য; **ন প্রশংসেৎ**—প্রশংসা করা উচিত নয়; **ন গর্হয়েৎ**—উপহাস করা উচিত নয়; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **এক-আত্মকম্**—এক সত্যভিত্তিক; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **প্রকৃত্যা**—প্রকৃতিসহ; **পুরুষেণ**—ভোক্তা আত্মার দ্বারা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—অন্য ব্যক্তিদের বদ্ধ স্বভাব এবং কার্যকলাপের প্রশংসা অথবা উপহাস কোনটিই করা উচিত নয়। বরং, এই জগৎকে আমাদের কেবল এক পরম সত্যভিত্তিক জড়া প্রকৃতি এবং ভোগী আত্মার সমন্বয় হিসাবে দর্শন করা উচিত।

তাৎপর্য

জড় পরিস্থিতি এবং কার্যকলাপ প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকরূপে প্রতিভাত হয়। এই গুণগুলি উৎপন্ন হয় ভগবানের মায়াশক্তি থেকে, যিনি হচ্ছেন তাঁর প্রভু, পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবদ্ভক্ত জড়া প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী মায়াময় প্রকাশ থেকে পৃথক থাকেন। একই সঙ্গে, প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জড়া প্রকৃতিকে তিনি ভগবানের শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি শিশু এক পিণ্ড কর্দমকে ব্যাঘ্র, মনুষ্য অথবা গৃহরূপে বিভিন্ন খেলনায় পরিণত করতে পারে। কর্দম পিণ্ডটি বাস্তব, কিন্তু তা যে সকল ক্ষণস্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে, সেগুলি হচ্ছে মায়াময়, সেগুলি বাস্তবে ব্যাঘ্র, মনুষ্য বা গৃহ, কোনটিই নয়। তেমনই, সমগ্র দৃশ্যমান প্রপঞ্চ হচ্ছে পরমেশ্বরের হস্তস্থিত কর্দমপিণ্ডের মতো, যিনি মায়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী চমকপ্রদ রূপের সৃষ্টি করেন। এই সমস্ত রূপের প্রতি পরমেশ্বর ভগবানের অভক্তদের মন নিবিষ্ট হয়।

শ্লোক ২

পরস্বভাবকর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি ।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥ ২ ॥

পর—অন্যের; **স্বভাব**—ব্যক্তিত্ব; **কর্মাণি**—এবং কর্ম; **যঃ**—যে; **প্রশংসতি**—প্রশংসা করে; **নিন্দতি**—নিন্দা করে; **সঃ**—সে; **আশু**—সত্বর; **ভ্রশ্যতে**—পতিত হয়; **স্বার্থাৎ**—নিজ স্বার্থ থেকে; **অসতি**—অবাস্তবে; **অভিনিবেশতঃ**—জড়িয়ে পড়ার ফলে।

অনুবাদ

যে কেউ অন্যের গুণাবলী এবং ব্যবহারের প্রশংসা অথবা নিন্দা করবে, মায়াময় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার ফলে সে অবশ্যই খুব শীঘ্র নিজের পরম স্বার্থ থেকে বিচ্যুত হবে।

তাৎপর্য

বদ্ধজীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়, তাই সে তখন অন্য বদ্ধজীবকে নিকৃষ্ট ভেবে উপহাস করে, তেমনই, উৎকৃষ্টতর জড়বাদীকে অন্যেরা প্রশংসা করে,

যাতে তারা সেই উৎকৃষ্ট পদের অধিকারী হতে পারে, আর তার ফলে অন্যদের উপর আধিপত্য করতে পারবে। অন্যান্য জড়বাদী লোকদেরকে প্রশংসা বা নিন্দা করা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য জীবের প্রতি হিংসা-প্রসুত, আর তার ফলে সে তার প্রকৃত স্বার্থ, কৃষ্ণভক্তির পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়।

অসতি-অভিনিবেশতঃ "ক্ষণস্থায়ী বা অবাস্তব বস্তুতে অভিনিবেশ হেতু" শব্দগুলি সূচিত করে যে, জাগতিক দ্বন্দ্বভাব অবলম্বন করে অন্য জড়বাদী লোকদেরকে প্রশংসা বা নিন্দা করা উচিত নয়। তদপেক্ষা, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রশংসা করা এবং অভক্ত হওয়ার কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাবের প্রতি উপহাস করা উচিত। উচ্চ পর্যায়ের জড়বাদীকে ভাল ভেবে আমরা যেন নিম্ন পর্যায়ের জড়বাদীদের উপহাস না করি। অন্যভাবে বলা যায়, আমাদেরকে জড় এবং চিন্ময়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে, আর জড় স্তরের ভাল এবং মন্দে মগ্ন হওয়া যাবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন সৎ নাগরিক সাধারণ মুক্ত জীবন এবং সংশোধনাগারের মধ্যে পার্থক্য দেখেন। পক্ষান্তরে, মূর্খ কয়েদী সুবিধাজনক এবং অসুবিধাজনক কয়েদ কক্ষের মধ্যে পার্থক্য দেখে থাকে। মুক্ত নাগরিকের জন্য যেমন কয়েদখানার যে কোন পরিস্থিতিই গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনই মুক্ত কৃষ্ণভক্তের জন্য জাগতিক কোনও অবস্থাই মনঃপুত নয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, জাগতিক পার্থক্য অনুসারে বদ্ধজীবকে পৃথক করার চেষ্টা করা অপেক্ষা, সকলকে একত্রিত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে ভগবানের পবিত্র নাম সংকীর্তন, জপ, এবং প্রচার করানো ভাল। অভক্তরা বা হিংসুক কনিষ্ঠ ভক্ত, ভগবৎ প্রেমের পর্যায়ে এনে সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রতি আগ্রহী নয়। তার পরিবর্তে সে তাদেরকে সাম্যবাদী, পুঁজিবাদী, কালো, সাদা, ধনী, দরিদ্র, উদার, সংরক্ষণশীল ইত্যাদি জাগতিক পার্থক্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে অনর্থক পৃথক করে। জড় জীবন হচ্ছে সর্বদা অপূর্ণ, অবশেষে তা অজ্ঞতা আর হতাশায় পূর্ণ। অজ্ঞতার উচ্চ এবং নিম্ন দিক নিয়ে তাদের উপহাস বা প্রশংসা করা অপেক্ষা, আমাদের উচিত কৃষ্ণভাবনায় সৎ, চিৎ ও আনন্দময় দিব্যস্তরে মগ্ন হওয়া।

শ্লোক ৩

তৈজসে নিদ্রয়াপন্নে পিণ্ডস্থো নষ্টচেতনঃ ।
মায়াং প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বা তদ্বন্নানার্থদৃক্ পুমান্ ॥ ৩ ॥

তৈজসে—রাজসিক অহংকার সম্ভূত ইন্দ্রিয়সকল; **নিদ্রয়া**—নিদ্রার দ্বারা; **আপন্নে**—অতিক্রান্ত হয়; **পিণ্ড**—ভৌতিক দেহ-কক্ষে; **স্থঃ**—অবস্থিত (আত্মা); **নষ্টচেতনঃ**—অচৈতন্য; **মায়াম্**—স্বপ্নময় মায়া; **প্রাপ্নোতি**—অনুভব করে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যুর মতো গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন; **বা**—বা; **তদ্বৎ**—তেমনই; **নানা-অর্থ**—জড় বৈচিত্র্য অনুসারে; **দৃক্**—দ্রষ্টা; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়গুলি স্বপ্নময় মায়া বা মৃত্যুবৎ গভীর নিদ্রাগ্রস্ত হলে দেহধারী জীবাত্মা যেমন বাহ্য চেতনা হারায়, তেমনই জড়দ্বন্দ্বে অভিনিবেশকারী ব্যক্তি মায়ার প্রভাবে মৃতের মতো অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

রাজসিক অহংকার থেকে উদ্ভূত বলে জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে এখানে *তৈজস* বলে অভিহিত করা হয়েছে। মিথ্যা অহংকারের তাড়নায় মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে বাদ দিয়ে জড় জগতের উপর আধিপত্য করে তার সম্পদ ভোগ করার জন্য পরিকল্পনা করে। আধুনিক নাস্তিক বৈজ্ঞানিকরা কল্পনার ছবি আঁকতে শুরু করেছে যে, তারা নিজেরাই প্রকৃতির বিঘ্নগুলিকে জয় করে মহাবীরের মতো অনিবার্য সর্বজ্ঞতার দিকে এগিয়ে যাবে। প্রকৃতির বিধানের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়ার জন্য তাদের একগুঁয়ে, অজ্ঞেয়বাদী সভ্যতা, বিশ্বযুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর প্রাপঞ্চিক অবস্থার ভয়ানক পরিবর্তনের দ্বারা বার বার বিনাশ হওয়ার ফলে এই সমস্ত স্বপ্নশীল জড়বাদীরা বার বার স্তম্ভিত হয়েছে।

আরও সরল স্তরে সমস্ত বদ্ধজীব যৌন আকর্ষণের দ্বারা আবদ্ধ হয়, আর এইভাবে জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং তথাকথিত প্রেমের মায়ায় আবদ্ধ হয়। তারা নিজেদেরকে জড়া প্রকৃতির অপূর্ব ভোক্তা বলে কল্পনা করে, কিন্তু বশ করা হিংস্র পশু যেমন অকস্মাৎ তার প্রভুর প্রতি চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে, তেমনই প্রকৃতি তাদের উপর বিরূপ হয়ে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে থাকে।

শ্লোক ৪

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ৪ ॥

কিম্—কী; **ভদ্রম্**—ভাল; **কিম্**—কী; **অভদ্রম্**—মন্দ; **বা**—বা; **দ্বৈতস্য**—এই দ্বন্দ্বের; **অবস্তুনঃ**—অবাস্তব; **কিয়ৎ**—কতটা; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **উদিতম্**—উৎপন্ন; **তৎ**—সেই; **অনৃতম্**—মিথ্যা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **ধ্যাতম্**—চিন্তিত; **এব**—বস্তুত; **চ**—এবং।

অনুবাদ

জড় বাক্যের দ্বারা যা উক্ত হয় বা জড় মনের দ্বারা যা চিন্তা করা হয়, তা পরম সত্য নয়। তা হলে এই দ্বন্দ্বময় অবাস্তব জগতে কোনটি যথার্থ ভাল বা মন্দ, আর এইগুলি কতটা ভাল বা মন্দ তা কীভাবে পরিমাপ করা যাবে?

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর থেকে সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়, যিনি সমস্ত কিছুকে পালন করেন, এবং যাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু বিলীন হয়ে বিশ্রাম করে, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সত্য। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে পরম সত্যের প্রতিবিম্ব, আর সেই জড়া প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য বৈচিত্রের জড় বস্তু উৎপন্ন হয়ে সেগুলি ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়। বদ্ধজীবকে মায়া পরম সত্য থেকে বিপথে চালিত করে তার মনকে জড় বস্তুর চমকপ্রদ অভিব্যক্তির প্রতি নিমগ্ন করে। এই মায়া অবশ্য চরমে পরম সত্য থেকে অভিন্ন, কেননা তা পরম সত্য থেকেই উৎপন্ন। ভগবান থেকে পৃথকভাবে ভাল বা মন্দের বিচার হচ্ছে ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের অভিজ্ঞতার মতো। ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার স্বপ্নই অবাস্তব। তেমনই, ভগবান থেকে আলাদাভাবে জড় ভাল অথবা মন্দের কোনও স্থায়ী অস্তিত্ব নেই।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রতিটি জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই তাঁর আদেশ পালন করা হচ্ছে ভাল, পক্ষান্তরে তাঁর আদেশ অমান্য করা খারাপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক আদর্শ সামাজিক এবং পেশা ভিত্তিক পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন, যাকে বলে বর্ণাশ্রম ধর্ম; এছাড়াও *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি বিশুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করার মাধ্যমে মনুষ্য সমাজে সামাজিক, মানসিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং পারমার্থিক সাফল্য লাভ হয়। পরমেশ্বর ভগবানের আদেশের বাইরে আমাদের মূর্খের মতো তথাকথিত কোন কল্যাণ অনুসন্ধান করা উচিত নয়। এইরূপ আদেশকে বলা হয় ভগবৎ-বিধান, সেটিই হচ্ছে ধর্মের সার বস্তু।

শ্লোক ৫

ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ ।
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্ ॥ ৫ ॥

ছায়া—ছায়া; **প্রত্যাহ্বয়**—প্রতিধ্বনিত হয়; **আভাসাঃ**—এবং মিথ্যা উপস্থিতি; **হি**—বস্তুত; **অসন্তঃ**—অস্তিত্বহীন; **অপি**—যদিও; **অর্থ**—ধারণা; **কারিণঃ**—সৃষ্টিকারী; **এবম**—এইভাবে; **দেহ-আদয়ঃ**—দেহাদি; **ভাবাঃ**—জড় ধারণা; **যচ্ছন্তি**—দেয়; **আ-মৃত্যুতঃ**—আমৃত্যু; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং মরিচিকা প্রকৃত বস্তুর মায়াময় প্রতিচ্ছবি হলেও এই অনুরূপ প্রতিচ্ছবি অর্থযুক্ত এবং ধারণাযোগ্য অনুভূতির সৃষ্টি করে। একইভাবে বদ্ধজীব জড় দেহ, মন এবং অহংকারের মাধ্যমে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করার ফলে তা তার মধ্যে আমৃত্যু ভয়ের উদ্রেক করে।

তাৎপর্য

ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং মরিচিকা প্রকৃত বস্তুর প্রতিচ্ছবি হলেও, অনর্থক সেগুলিকে বাস্তব ভেবে মানুষের মনে প্রচণ্ড ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। একইভাবে, বদ্ধজীব ভয়, কাম-বাসনা, ক্রোধ এবং আশার আবেগ প্রাপ্ত হয়, কেননা সে নিজেকে মায়াময় জড় দেহ, মন এবং মিথ্যা অহংকারের সমন্বয় বলে মনে করে। ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, মায়াময় উপাদানও প্রচণ্ড আবেগময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। চরমে আমাদের আবেগ নিত্যসত্য, পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্রীভূত হওয়া উচিত। ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে ভয় চিরতরে বিদূরীত হয়। তখন আমরা মুক্ত জীবনের শুদ্ধ আবেগ উপভোগ করতে পারি।

শ্লোক ৬-৭

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥
তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ ।
নিরূপিতেঽয়ং ত্রিবিধা নির্মূলা ভাতিরাত্মনি ।
ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্ ॥ ৭ ॥

আত্মা—পরমাত্মা; **এব**—একা; **তৎ ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—জগৎ; **সৃজ্যতে**—সৃষ্ট; **সৃজতি**—এবং সৃষ্টি করে; **প্রভুঃ**—পরমেশ্বর; **ত্রায়তে**—সুরক্ষিত; **ত্রাতি**—রক্ষা করে; **বিশ্ব-আত্মা**—সমস্ত কিছুর আত্মা; **হ্রিয়তে**—সম্বরণ করেন; **হরতী**—হরণ করেন; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **তস্মাৎ**—তাঁর চাইতে; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **আত্মনঃ**—আত্মা অপেক্ষা; **অন্যস্মাৎ**—পৃথক; **অন্যঃ**—অন্য; **ভাবঃ**—সত্ত্বা; **নিরূপিতঃ**—নির্ধারিত; **নিরূপিতে**—প্রতিষ্ঠিত; **অয়ম্**—এই; **ত্রিবিধা**—ত্রিবিধ; **নির্মূলা**—ভিত্তিহীন; **ভাতিঃ**—মনে হয়; **আত্মনি**—পরমাত্মার মধ্যে; **ইদম্**—এই; **গুণ ময়ম্**—প্রকৃতির গুণ সমন্বিত; **বিদ্ধি**—তুমি জানবে; **ত্রিবিধম্**—ত্রিবিধ; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **কৃতম্**—সৃষ্ট।

অনুবাদ

পরমাত্মাহি কেবল এই জগতের অন্তিম নিয়ামক এবং স্রষ্টা, আবার তিনি একাই সৃষ্ট। তেমনই, সর্বাত্মা স্বয়ং পালন করেন এবং পালিত হন, প্রত্যাহার করেন এবং প্রত্যাহৃত হন। পরমাত্মা, যিনি প্রতিটি বস্তু এবং ব্যক্তি থেকে পৃথক, অন্য কেউ নিজেকে যথাযথরূপে পৃথকভাবে নির্ধারণ করতে পারে না। তাঁর মধ্যে ত্রিবিধ জড়া প্রকৃতির উদ্ভব রূপে যা অনুভূত হয় তা ভিত্তিহীন। বরং, তোমার বোঝা উচিত যে, ত্রিগুণ সমন্বিত এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে কেবলই তাঁর মায়াশক্তি সম্ভূত।

তাৎপর্য

পরম সত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বিস্তার করে ভৌতিক প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। সূর্য এবং তার কিরণের মতো ভগবান আর তাঁর বিস্তৃত শক্তি একই সঙ্গে এক এবং ভিন্ন। বদ্ধজীবের জড় দ্বন্দ্ব প্রকৃতির গুণভিত্তিক বলে মনে হলেও সমগ্র জড় অভিব্যক্তি হচ্ছে বাস্তবে ভগবান থেকে অভিন্ন, আর তা সর্বোপরি চিন্ময় প্রকৃতির। প্রকৃতির গুণগুলি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু, দেবতা, মনুষ্য, পশু, বন্ধু, শত্রু ইত্যাদির সৃষ্টি করে। কিন্তু বাস্তবে সব কিছুই হচ্ছে পরমেশ্বরের শক্তির বিস্তার মাত্র।

বদ্ধ জীবেরা মূর্খের মতো জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবান স্বয়ং হচ্ছেন সেই প্রকৃতি থেকে অভিন্ন এবং তার যথার্থ স্বত্বাধিকারী। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু স্থানে মাকড়সা তার নিজের মুখ থেকে জালের সুতো বিস্তার করছে এবং তা গুটিয়ে নিচ্ছে, সেই উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে। তেমনই, ভগবান তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা জড় জগৎ প্রকাশ করেন, পালন করেন এবং কালক্রমে নিজের মধ্যে তা প্রত্যাহার করে নেন। পরমেশ্বর ভগবান অতুলনীয়, প্রত্যেকের এবং প্রতিটি বস্তুর ঊর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও একাধারে এবং অচিন্ত্যভাবে তিনি প্রতিটি বস্তু থেকে অভিন্ন। সুতরাং সৃষ্টির সময় স্বয়ং ভগবানই অভিব্যক্ত করেন, পালিত ভগবান স্বয়ং পালন করেন, আর প্রলয়ের সময় স্বয়ং ভগবানই প্রত্যাহৃত হন।

ভগবান তাঁর চিন্ময় ধাম এবং জড় সৃষ্টি থেকে অভিন্ন হলেও জড় অভিব্যক্তি অপেক্ষা তাঁর চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠ সর্বদাই উৎকৃষ্ট। জড় এবং চিন্ময়, উভয় শক্তিই ভগবানের, তা সত্ত্বেও চিন্ময় শক্তি থেকে নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় রূপ উৎপন্ন হয়, পক্ষান্তরে জড়া প্রকৃতি থেকে অজ্ঞতা এবং হতাশাপূর্ণ বস্তুই উৎপন্ন হয় যা বদ্ধজীবেরা ভোগ করতে অভিলাষী। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং হচ্ছেন সর্ব আনন্দের আধার, আর তাই তিনি তাঁর ভক্তদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ভগবান

আমাদের পূর্ণ আনন্দ দান করতে পারেন না, এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যখন আমরা তাঁকে জড়া প্রকৃতির গুণ সৃষ্ট বলে ভুল বুঝি। ফলস্বরূপ, আমরা মায়ার ভয়ঙ্কর আলিঙ্গনের মধ্যে মিথ্যা সুখের অন্বেষণ করি, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হই।

শ্লোক ৮

এতদ্বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্ ।
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্যবৎ ॥ ৮ ॥

এতৎ—এই; **বিদ্বান্**—বিদ্বান; **মৎ**—আমার দ্বারা; **উদিতম্**—বর্ণিত; **জ্ঞান**—জ্ঞানে; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধি; **নৈপুণম্**—নিবিষ্ট পর্যায়; **ন নিন্দতি**—নিন্দা করে না; **ন চ**—অথবা নয়; **স্তৌতি**—প্রশংসা করে; **লোকে**—এই জগতে; **চরতি**—বিচরণ করে; **সূর্যবৎ**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি এখানে আমার দ্বারা বর্ণিত শাস্ত্র জ্ঞান এবং উপলব্ধ জ্ঞানে দৃঢ়প্রত্যয়ে অধিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, সে জাগতিকভাবে কারও নিন্দা বা প্রশংসা কোনটিই করে না।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীব পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত, তাই তারা উপলব্ধ জ্ঞানে পূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য জাগতিক ভাল-মন্দের নিন্দা বা স্তুতি করতে আসক্ত হয়, তখন তার নিপুণ ভগবৎ জ্ঞান আবৃত হয়ে যায়। শুদ্ধভক্তের ক্ষেত্রে জড় মায়ার যে কোন ব্যাপারকেই প্রেম বা বিদ্বেষ, কোনটিই করা উচিত নয়; বরং তাঁর উচিত যথার্থ গুরুদেবের তত্ত্বাবধান অনুসরণ করে কৃষ্ণসেবার জন্য যা কিছু অনুকূল তা গ্রহণ করা আর প্রতিকূল সব কিছু বর্জন করা।

শ্লোক ৯

প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা ।
আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষেণ—প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা; **অনুমানেন**—অবরোহ পন্থায়; **নিগমেন**—শাস্ত্র উক্তির দ্বারা; **আত্ম সংবিদা**—এবং নিজ উপলব্ধির দ্বারা, **আদি-অন্ত-বৎ**—আদি এবং অন্ত সমন্বিত; **অসৎ**—অসত্য; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **নিঃসঙ্গঃ**—আসক্তি মুক্ত; **বিচরেৎ**—বিচরণ করা উচিত; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

প্রত্যক্ষ অনুভূতি, অবরোহ পন্থা, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে তাকে জানতে হবে যে, এই জগতের আদি এবং অন্ত রয়েছে, আর তাই তা চরমে বাস্তব নয়। তাই তাকে এই জগতে আসক্তি মুক্ত হয়ে চলতে হবে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, দুটি প্রধান জাগতিক দ্বন্দ্ব বর্তমান। প্রথম দ্বন্দ্ব হচ্ছে মানুষ জাগতিক ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি দর্শন করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সারা জড় জগৎটিকে সে পরমেশ্বর ভগবান থেকে পৃথক অথবা স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করে। বৈপরীত্যের প্রথম দ্বন্দ্ব কালের প্রভাবে বিনাশশীল এবং পৃথকত্বসূচক, দ্বিতীয় দ্বন্দ্বটি হচ্ছে মতিভ্রম মাত্র। যিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন যে, এই জগৎটি হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং মায়াময়, তিনি আসক্তিমুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে বিচরণ করেন। সমস্ত প্রকার ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত থাকলেও এই ধরনের ব্যক্তি কখনও জড়িয়ে না পড়ে দিব্য চেতনায় আনন্দময় এবং সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্লোক ১০

শ্রীউদ্ধব উবাচ

নৈবাত্মনো ন দেহস্য সংসৃতির্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ।
অনাত্মস্বদৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে ॥ ১০ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **ন**—নেই; **এব**—বস্তুত; **আত্মনঃ**—নিজের; **ন**—অথবা নয়; **দেহস্য**—দেহের; **সংসৃতিঃ**—জড় অস্তিত্ব; **দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ**—দর্শকের বা দৃশ্যের; **অনাত্ম**—অচিৎ বস্তুর; **স্বদৃশোঃ**—অথবা সহজাত জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির; **ঈশ**—হে ভগবান; **কস্য**—কার; **স্যাৎ**—হতে পারে; **উপলভ্যতে**—উপলব্ধ।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান, দর্শক আত্মা অথবা দৃশ্যবস্তু দেহ, কারও পক্ষেই এই জড় অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব নয়। এক দিকে আত্মা হচ্ছে সহজাতভাবে যথার্থ জ্ঞান সমৃদ্ধ, আর অপরদিকে দেহটি চেতন নয়। তাহলে জড় অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা কার উপর বর্তাবে?

তাৎপর্য

জীব হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা, সহজাতভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং আনন্দপূর্ণ, আর জড় দেহ হচ্ছে জ্ঞান অথবা ব্যক্তিগত চেতনাহীন, জৈবরাসায়নিক যন্ত্র, তা হলে প্রকৃতপক্ষে এই জড় অস্তিত্বের অজ্ঞতা এবং উদ্বেগ কার বা কিসের দ্বারা অনুভূত

হয়? জড় জীবনের চেতন অভিজ্ঞতা অস্বীকার করা যাবে না, তাই, মায়া সংঘটনের পদ্ধতি আরও যথাযথভাবে উপলব্ধির ব্যাপারে আলোকপাত করতে, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন।

শ্লোক ১১

আত্মাব্যয়োঽগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতিরনাবৃতঃ ।
অগ্নিবদ্দারুবদচিদ্দেহঃ কস্যেহ সংসৃতিঃ ॥ ১১ ॥

আত্মা—চিন্ময় আত্মা; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **অগুণঃ**—জড় গুণাতীত; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশ; **অনাবৃতঃ**—অনাবৃত; **অগ্নিবৎ**—অগ্নির মতো; **দারুবৎ**—জ্বালানী কাষ্ঠের মতো; **অচিৎ**—নির্জীব; **দেহঃ**—জড় দেহ; **কস্য**—কিসের; **ইহ**—ইহজগতে; **সংসৃতিঃ**—জড় জীবনের অভিজ্ঞতা।

অনুবাদ

চিন্ময় আত্মা হচ্ছে অব্যয়, দিব্য, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ এবং জড়ের দ্বারা কখনও আবৃত নয়। সেটি আগুনের মতো। আর প্রাণহীন জড় দেহ হচ্ছে জ্বালানী কাষ্ঠের মতো অচেতন এবং অজ্ঞ। তা হলে এই জগতে প্রকৃতপক্ষে সংসার যাতনা কে ভোগ করে থাকে?

তাৎপর্য

এখানে *অনাবৃতঃ* এবং *অগ্নিবৎ* শব্দ দুটি গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধকার কখনও অগ্নিকে আবৃত করতে পারে না, কেননা অগ্নি হচ্ছে প্রকাশমান। তেমনই, চিন্ময় আত্মা হচ্ছে *স্বয়ং জ্যোতিঃ* অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, তাই আত্মা হচ্ছে দিব্য—সে কখনও সংসার জীবনের অন্ধকারে আবৃত হওয়ার নয়। পক্ষান্তরে, জ্বালানী কাষ্ঠের মতো জড় দেহ হচ্ছে স্বভাবতই অচেতন এবং দীপ্তিহীন। তার মধ্যে জীবনের কোনও চেতনাই নেই। আত্মা জড় জীবন থেকে দিব্য স্তরের এবং দেহ সে সম্বন্ধে চেতনও নয়, তা হলে প্রশ্ন উঠবে—আমাদের জড় অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা কীভাবে সংঘটিত হয়?

শ্লোক ১২

শ্রীভগবানুবাচ

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্ ।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **দেহ**—দেহের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সকল; **প্রাণৈঃ**—এবং প্রাণবায়ু; **আত্মনঃ**—আত্মার; **সন্নিকর্ষণম্**—

আকর্ষণ; **সংসারঃ**—জড় অস্তিত্ব; **ফলবান্**—ফলপ্রদ; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **অপার্থঃ**—অনর্থক; **অপি**—যদিও; **অবিবেকিনঃ**—অবিবেকী লোকেদের জন্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—মূর্খ জীবাত্মা যতদিন পর্যন্ত তার জড় দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুর প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, চরমে অর্থহীন হলেও, ততদিনই তার সংসার-জীবন বর্ধিত হতে থাকবে।

তাৎপর্য

এখানে *সন্নিকর্ষম্* শব্দটি সূচিত করে যে, এটিই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ব্যবস্থাপনা মনে করে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা স্বেচ্ছায় নিজেকে জড় দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে। নিজের দেহধারী অবস্থাকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত না করলে, আসলে পরিস্থিতিটি হচ্ছে *অপার্থ,* অর্থহীন। সেই সময় তার দেহের সঙ্গে নয়, প্রকৃত সম্পর্ক থাকা উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, কেননা সেই অবস্থাটি তার উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রমাত্র।

শ্লোক ১৩

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ১৩ ॥

অর্থে—প্রকৃত কারণ; **হি**—অবশ্যই; **অবিদ্যমানে**—অবস্থিত নয়; **অপি**—যদিও; **সংসৃতিঃ**—জড় অস্তিত্বগ্রস্ত দশা; **ন**—না; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করে; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু; **অস্য**—জীব সত্তার; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **অনর্থ**—অসুবিধার; **আগমঃ**—আগমন; **যথা**—মতো।

অনুবাদ

বাস্তবে, জীব হচ্ছে জড় অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্যের মনোভাবহেতু তার সংসারবদ্ধ দশা নিবৃত্ত হয় না, আর স্বপ্ন দেখার মতো সে তখন সমস্ত প্রকারের অসুবিধার দ্বারা আক্রান্ত হয়।

তাৎপর্য

এই একই শ্লোক এবং এই ধরনেরই শ্লোক রয়েছে *শ্রীমদ্ভাগবতে,* সেগুলি হচ্ছে তৃতীয় স্কন্ধের সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক, চতুর্থ স্কন্ধের উনত্রিংশতি অধ্যায়ের ৩৫ এবং ৭৩তম শ্লোক, আর একাদশ স্কন্ধের দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ৫৬ তম শ্লোক।

শ্লোক ১৪

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; **হি**—বস্তুত; **অপ্রতিবুদ্ধস্য**—অচেতন ব্যক্তির জন্য; **প্রস্বাপঃ**—নিদ্রা; **বহু**—বহু; **অনর্থ**—অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা; **ভৃৎ**—উপস্থাপন করে; **সঃ**—সেই স্বপ্নই; **এব**—বস্তুত; **প্রতিবুদ্ধস্য**—জাগ্রত ব্যক্তির জন্য; **ন**—না; **বৈ**—নিশ্চিতরূপে; **মোহায়**—মোহ; **কল্পতে**—উৎপন্ন করে।

অনুবাদ

স্বপ্নাবস্থায় কোন ব্যক্তি বহু অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ভোগ করলেও, জেগে ওঠার পর স্বপ্নের অভিজ্ঞতা আর তাকে বিভ্রান্ত করে না।

তাৎপর্য

ইহলোকে অবস্থান কালে এমনকি মুক্ত আত্মাকেও জড় বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় জাগ্রত হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভূত সুখ বা দুঃখ হচ্ছে স্বপ্নের মতো অবাস্তব। এইভাবে মুক্ত আত্মা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হন না।

শ্লোক ১৫

শোকহর্ষভয়ক্রোধ-লোভমোহস্পৃহাদয়ঃ ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ ॥ ১৫ ॥

শোক—অনুশোচনা; **হর্ষ**—আনন্দ; **ভয়**—ভয়; **ক্রোধ**—ক্রোধ; **লোভ**—লোভ; **মোহ**—বিভ্রান্তি; **স্পৃহা**—আকাঙ্ক্ষা; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **অহঙ্কারস্য**—মিথ্যা অহংকারের; **দৃশ্যন্তে**—প্রতিভাত হয়; **জন্ম**—জন্ম; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **চ**—এবং; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার।

অনুবাদ

মিথ্যা অহংকার শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, বিভ্রান্তি এবং আকাঙ্ক্ষা, আর জন্ম-মৃত্যুও অনুভব করে, শুদ্ধ আত্মা নয়।

তাৎপর্য

মিথ্যা অহংকার হচ্ছে সূক্ষ্ম জড় মন এবং স্থূল জড় দেহ সমন্বিত শুদ্ধ আত্মার মায়াময় পরিচিতি। এই মায়াময় পরিচিতির ফলে বদ্ধজীব হৃত বস্তুর জন্য শোক, প্রাপ্ত বস্তুর জন্য হর্ষ, অশুভ বস্তুর জন্য ভয়, অপূর্ণ বাসনার জন্য ক্রোধ এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য লোভ অনুভব করে। আর তাই মিথ্যা আকর্ষণ এবং বিদ্বেষ হেতু বিভ্রান্ত হয়ে বদ্ধজীবকে পুনরায় জড় দেহ গ্রহণ করতে হবে, যার অর্থ হচ্ছে

সে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকবে। আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি জানেন যে, এই সমস্ত জড় আবেগের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার কিছুই করণীয় নেই, তার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়া।

শ্লোক ১৬

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানো
জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্মমূর্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধেব গীতঃ
সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ ॥ ১৬ ॥

দেহ—জড় দেহের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সকল; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—এবং মন; **অভিমানঃ**—যে নিজেকে মিথ্যা পরিচিতিতে অভিহিত করছে; **জীবঃ**—জীবাত্মা; **অন্তঃ**—অন্তরে অবস্থিত; **আত্মা**—আত্মা; **গুণ**—তার জড় গুণ অনুসারে; **কর্ম**—এবং কর্ম; **মূর্তিঃ**—রূপ পরিগ্রহ করে; **সূত্রম্**—সূত্রতত্ত্ব; **মহান**—জড়া প্রকৃতির আদি রূপ; **ইতি**—এইভাবে; **উরুধা**—বিভিন্নভাবে; **ইব**—বস্তুত; **গীতঃ**—বর্ণিত; **সংসারে**—জড় জীবনে; **আধাবতি**—ধাবিত হয়; **কাল**—কালের; **তন্ত্রঃ**—কঠোর নিয়ন্ত্রণে।

অনুবাদ

যে জীবাত্মা নিজেকে তার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু এবং মনের সঙ্গে একীভূত করে সেই আবরণের মধ্যে বাস করে, সে তখন তার নিজের জড় বদ্ধ গুণ এবং কর্ম অনুসারে রূপ পরিগ্রহ করে। সমগ্র জড়া শক্তির দ্বারা বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয়ে সে এইভাবে সংসার চক্রে মহাকালের কঠোর নিয়ন্ত্রণে যেখানে সেখানে ধাবিত হতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

জীবের জড় অস্তিত্বের জন্য ক্লেশের কারণ মিথ্যা অহংকারকে এখানে জড় দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু এবং মনের মাধ্যমে আত্মার মিথ্যা পরিচিতি রূপে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *কাল* শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে পরমপুরুষ ভগবানকে সূচিত করে, যিনি বদ্ধ জীবের জন্য কালের সীমা নির্ধারণ করে, প্রকৃতির নিয়মে তাদেরকে কঠোরভাবে আবদ্ধ করে রাখেন। মুক্তি কোন নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি নয়; মুক্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে নিজের চিরন্তন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া। কৃষ্ণভাবনামৃতে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিজেদেরকে সমর্পণ করে, আমরা আমাদের মিথ্যা অহংকারের কলুষ মুক্ত হয়ে নিত্য মুক্ত ব্যক্তি-সত্তা পুনঃ প্রাপ্ত হতে পারি। শুদ্ধ জীবাত্মা মিথ্যা অহংকারগ্রস্ত হলে তার জাগতিক ক্লেশ

অবশ্যম্ভাবী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস রূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা অনায়াসে মিথ্যা অহংকারকে জয় করতে পারি।

শ্লোক ১৭

অমূলমেতদ্ বহুরূপরূপিতং
মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম।
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন
চ্ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ ॥ ১৭ ॥

অমূলম্—ভিত্তিহীন; **এতৎ**—এই (মিথ্যা অহংকার); **বহু-রূপ**—বহুরূপে; **রূপিতম্**—নিরূপিত; **মনঃ**—মনের; **বচঃ**—বাক্য; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **শরীর**—এবং স্থূল শরীর; **কর্ম**—ক্রিয়াকলাপ; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানের; **অসিনা**—অস্ত্রের দ্বারা; **উপাসনয়া**—ভক্তিযুক্ত উপাসনার মাধ্যমে (শ্রীগুরুদেবের); **শিতেন**—যাকে ধারালো করা হয়েছে; **ছিত্ত্বা**—ছেদ করে; **মুনিঃ**—স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি; **গাম**—পৃথিবী; **বিচরতি**—বিচরণ করেন; **অতৃষ্ণঃ**—জাগতিক বাসনা মুক্ত।

অনুবাদ

মিথ্যা অহংকার ভিত্তিহীন হলেও তা মন, বাক্য, প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু যথার্থ গুরুদেবের সেবার মাধ্যমে বলীয়ান হয়ে, দিব্য জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা প্রাজ্ঞ মুনি এই মিথ্যা পরিচিতি ছিন্ন করে সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি মুক্ত হয়ে এই জগতে বিচরণ করেন।

তাৎপর্য

বহুরূপে রূপিতম, "বহুরূপে অনুভূত," শব্দটি সূচিত করে যে, নিজেকে একজন দেবতা, মহামানব, সুন্দরীরমণী, শোষিত শ্রমিক, ব্যাঘ্র, পক্ষী, কীট ইত্যাদি রূপে ভেবে নেওয়ার মাধ্যমেও মিথ্যা অহংকার অভিব্যক্ত হয়। মিথ্যা অহংকারের প্রভাবে শুদ্ধ আত্মা কোন জড় আবরণকে স্বয়ং আত্মারূপে গ্রহণ করে, কিন্তু এই শ্লোকে বর্ণিত পদ্ধতির মাধ্যমে এইরূপ অজ্ঞতা দূর করা যায়।

শ্লোক ১৮

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ
প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং
কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানম্—দিব্যজ্ঞান; **বিবেকঃ**—বিচারবোধ; **নিগমঃ**—শাস্ত্র; **তপঃ**—তপস্যা; **চ**—এবং; **প্রত্যক্ষম্**—প্রত্যক্ষ অনুভূতি; **ঐতিহ্যম্**—পুরাণাদির ঐতিহাসিক বিবরণ; **অথ**—এবং; **অনুমানম্**—অনুমান; **আদি**—আদিতে; **অন্তয়োঃ**—এবং অন্তে; **অস্য**—এই সৃষ্টির; **যৎ**—যে; **এব**—বস্তুত; **কেবলম্**—একা; **কালঃ**—কালের নিয়ন্ত্রণ; **চ**—এবং; **হেতুঃ**—অন্তিম কারণ; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই; **এব**—একমাত্র; **মধ্যে**—মধ্যে।

অনুবাদ

যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে জড় এবং চিদ্বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উপর আধারিত, আর তা শাস্ত্রীয় প্রমাণ, তপস্যা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, পুরাণের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং তার্কিক অনুমানের মাধ্যমে অনুশীলন করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পরেও যিনি একা বর্তমান থাকেন, সেই পরম সত্য হচ্ছেন কাল এবং অন্তিম কারণ। এমনকি সৃষ্টির অস্তিত্বের মধ্য পর্যায়েও পরম সত্যই হচ্ছেন যথার্থ বাস্তব বস্তু।

তাৎপর্য

জড় বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ জড়সৃষ্টির অন্তিম কারণ বা সূত্র গভীরভাবে অনুসন্ধান করে চলেছেন, যা এখানে কাল বা সময়রূপে বর্ণিত হয়েছে। কার্যকারণের জাগতিক পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে কালের পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়; অন্যভাবে বলা যায়, জড় কার্য এবং কারণকে কালই প্রবুদ্ধ করে। এই কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরমাত্মা রূপী অভিব্যক্তি, যা প্রাপঞ্চিক প্রকাশকে ব্যাপ্ত করে ধারণ করে। এখানে জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই যাঁরা ঐকান্তিক এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তি, তাঁরা ভগবান কর্তৃক প্রকাশিত এই দিব্য জ্ঞানাহরণ পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ১৯

যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ
পশ্চাচ্চ সর্বস্য হিরণ্ময়স্য ।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্যমাণং
নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ ॥ ১৯ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **হিরণ্যম্**—স্বর্ণ; **স্ব-অকৃতম্**—নির্মিত উৎপাদনরূপে অপ্রকাশিত; **পুরস্তাৎ**—পূর্বের; **পশ্চাৎ**—পরবর্তী; **চ**—এবং; **সর্বস্য**—সমস্ত কিছুর; **হিরণ্ময়স্য**—স্বর্ণ-নির্মিত; **তৎ**—সেই স্বর্ণ; **এব**—একমাত্র; **মধ্যে**—মধ্যে; **ব্যবহার্যমাণম্**—ব্যবহৃত হওয়া; **নানা**—বিভিন্ন; **অপদেশৈঃ**—উপাধিতে; **অহম্**—আমি; **অস্য**—এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের; **তদ্বৎ**—একইভাবে।

অনুবাদ

স্বর্ণ-নির্মিত বস্তু নির্মাণের পূর্বে স্বর্ণই থাকে, সেই নির্মিত বস্তুগুলি নষ্ট হয়ে গেলেও স্বর্ণ থেকে যায়; আবার বিভিন্ন নামের মাধ্যমে ব্যবহৃত হওয়ার সময়েও সেগুলি মূলত স্বর্ণই থাকে। তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে, তার ধ্বংসের পরে এবং স্থিতিকালেও একমাত্র আমি বর্তমান থাকি।

তাৎপর্য

স্বর্ণ থেকে বিভিন্ন প্রকার অলংকার, মুদ্রা এবং অন্যান্য বিলাসদ্রব্য তৈরি করা হয়। কিন্তু প্রতিটি পর্যায়ে—নির্মাণের পূর্বে, নির্মাণের সময়ে, তার ব্যবহারের সময় এবং তার পরেও বাস্তববস্তু স্বর্ণই থাকে। তেমনই, গতিশীল এবং সবকিছুরই উপাদান কারণ রূপে—পরমপুরুষ ভগবানই বাস্তববস্তু রূপে বর্তমান থাকেন। জড়সৃষ্টির সর্বস্তরে তাঁর থেকে অভিন্ন তাঁর নিজশক্তিকে ভগবান গতিশীল করে থাকেন।

শ্লোক ২০

বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ
গুণত্রয়ং কারণকার্যকর্তৃ ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ
যেনৈব তুর্যেণ তদেব সত্যম্ ॥ ২০ ॥

বিজ্ঞানম্—পূর্ণজ্ঞান (যার লক্ষণ হচ্ছে মন); **এতৎ**—এই; **ত্রি-অবস্থম্**—তিনটি অবস্থায় বর্তমান (জাগ্রত চেতনা, নিদ্রা, এবং গভীর নিদ্রা); **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **গুণ-ত্রয়ম্**—প্রকৃতির ত্রি-গুণের মাধ্যমে প্রকাশিত; **কারণ**—সূক্ষ্ম কারণরূপে (অধ্যাত্ম); **কার্য**—স্থূল উৎপাদন (অধিভূত); **কর্তৃ**—এবং উৎপাদক (অধিদৈব); **সমন্বয়েন**—একের পর এক, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে; **ব্যতিরেকতঃ**—ভিন্নরূপে; **চ**—এবং; **যেন**—যার দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **তুর্যেণ**—চতুর্থ পর্যায়; **তৎ**—সেই; **এব**—একমাত্র; **সত্যম্**—পরম সত্য।

অনুবাদ

জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরে জড় মনের অভিব্যক্তি ঘটে—যেগুলি হচ্ছে প্রকৃতির ত্রি-গুণ থেকে উৎপন্ন। মন পুনরায় তিনটি ভূমিকায় প্রতিভাত হয়—যিনি অনুভব করেন, অনুভূত এবং অনুভবের নিয়ামক রূপে। এইভাবে ত্রিবিধ উপাধির সর্বত্রই মন বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু চতুর্থ বিষয়টি এই সমস্ত থেকে ভিন্নভাবে অবস্থিত, আর সেইটিই কেবল পরম সত্য সমন্বিত।

তাৎপর্য

কঠোপনিষদে (২/২/১৫) বলা হয়েছে, *তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং/তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি*—"তাঁর আদি জ্যোতি অনুসারে প্রতিটি বস্তু তার জ্যোতি বিকিরণ করে; তাঁর আলোক এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুকে উদ্ভাসিত করে।" এখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে মনে হয়, সমস্ত প্রকার অনুভূতি, জ্ঞানশক্তি এবং স্পর্শানুভূতি, পরমেশ্বর ভগবানের অনুভূতি, জ্ঞানশক্তি এবং স্পর্শানুভূতির নগণ্য বিস্তারমাত্র।

শ্লোক ২১

ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চান্-
মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্ ।
ভূতং প্রসিদ্ধং চ পরেণ যদ্যৎ
তদেব তৎ স্যাদিতি মে মনীষা ॥ ২১ ॥

ন—নেই; **যৎ**—যেটি; **পুরস্তাৎ**—পূর্বের; **উত**—অথবা নয়; **যৎ**—যা; **ন**—না; **পশ্চাৎ**—পরে; **মধ্যে**—মধ্যে; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই; **ন**—না; **ব্যপদেশ-মাত্রম্**—উপাধি মাত্র; **ভূতম্**—সৃষ্ট; **প্রসিদ্ধম্**—প্রসিদ্ধ; **চ**—এবং; **পরেণ**—অন্যদের দ্বারা; **যৎ যৎ**—যা কিছুই; **তৎ**—সেই; **এব**—কেবল; **তৎ**—সেই অন্য; **স্যাৎ**—প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে; **ইতি**—এইভাবে; **মে**—আমার; **মনীষা**—ধারণা।

অনুবাদ

যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না এবং এই দুটির মধ্যবর্তী সময়েও যার অস্তিত্ব থাকে না, তবে তার শুধুমাত্র বাহ্যিক উপাধিমাত্র বর্তমান থাকে। আমার মতে অন্য কিছুর দ্বারা যা-কিছুই সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হয়, বাস্তবে সেটি হচ্ছে অন্য কিছুমাত্র।

তাৎপর্য

জড় উৎপাদন যেমন আমাদের শরীর ক্ষণস্থায়ী এবং সর্বোপরি মিথ্যা হলেও জড়জগৎটি হচ্ছে ভগবানের শক্তির যথার্থ প্রকাশ। এই জগতের মৌলিক উপাদান বা বাস্তব বস্তু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু বদ্ধ জীবেদের দ্বারা আরোপিত ক্ষণস্থায়ী উপাধিগুলি হচ্ছে মায়া। এইভাবে আমরা নিজেদেরকে আমেরিকান, রাশিয়ান, ইংরেজ, জার্মানদেশীয়, ভারতীয়, কালো, সাদা, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ইত্যাদি বলে মনে করি। বাস্তবে, আমরা হচ্ছি পরমেশ্বরের তটস্থা শক্তি, কিন্তু ভগবানের নিকৃষ্টা জড়াশক্তিকে ভোগ করতে চেষ্টা করে আমরা মায়াতে জড়িয়ে পড়েছি। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন এই জগৎ এবং অন্যান্য জগতের বাস্তব-বস্তু, তাঁর অনুসারেই প্রতিটি বস্তুর যথার্থ সংজ্ঞা আরোপ করা উচিত।

শ্লোক ২২

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো
বৈকারিকো রাজসসর্গ এষঃ ।
ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিরতো বিভাতি
ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রম্ ॥ ২২ ॥

অবিদ্যমানঃ—বাস্তবে অস্তিত্বহীন; **অপি**—যদিও; **অবভাসতে**—প্রতিভাত হয়; **যঃ**—যা; **বৈকারিকোঃ**—বিকৃতির প্রকাশ; **রাজস**—রজোগুণের; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **এষঃ**—এই; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য (পক্ষান্তরে); **স্বয়ম্**—নিজের মধ্যে অবস্থিত; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতিষ্মান; **অতঃ**—অতএব; **বিভাতি**—প্রকাশিত হয়; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **অর্থ**—তাদের বস্তু; **আত্ম**—মন; **বিকার**—এবং পঞ্চমহাভূতের বিকার; **চিত্রম্**—বৈচিত্র্যরূপে।

অনুবাদ

বাস্তবে অস্তিত্ব না থাকলেও রজোগুণ সৃষ্ট বিকারের প্রকাশকে বাস্তব বলে মনে হয়, কেননা স্বপ্রকাশ, স্বত-উদ্ভাসিত পরম সত্য—ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু, মন এবং জড়া প্রকৃতির উপাদান-রূপী জড় বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

সমগ্র জড়া প্রকৃতি এবং প্রধান, আদিতে অভিন্ন এবং নিরেট, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কালরূপী প্রতিনিধির দ্বারা তাঁর প্রতি ঈক্ষণ করে রজোগুণকে কার্যকরী করার মাধ্যমে পরিবর্তিত করেন। এইভাবে জড় পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তিরূপে প্রদর্শিত হয়। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বরের নিজ ধাম নিত্যবৈচিত্র্যসম্পন্ন স্বতঃউদ্ভাসিত, যা হচ্ছে পরম সত্যের আভ্যন্তরীণ ঐশ্বর্য, সেগুলি কিন্তু জড় সৃষ্টির মতো বিকার অথবা বিনাশশীল নয়। এইভাবে জড় জগৎ একইসঙ্গে পরম সত্য থেকে এক এবং ভিন্ন।

শ্লোক ২৩

এবং স্ফুটং ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ
পরাপবাদেন বিশারদেন ।
ছিত্ত্বাত্মসন্দেহমুপারমেত
স্বানন্দতুষ্টোঽখিলকামুকেভ্যঃ ॥ ২৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ফুটম্**—স্পষ্টরূপে; **ব্রহ্ম**—পরম সত্যের; **বিবেক-হেতুভিঃ**—বিচার-বিমর্ষের দ্বারা, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে; **পর**—অন্যান্য ধারণার দ্বারা ভুল পরিচিতি; **অপবাদেন**—খণ্ডন করার মাধ্যমে; **বিশারদেন**—দক্ষ; **ছিত্ত্বা**—ছেদ করে; **আত্ম**—আত্মার পরিচিতির ব্যাপারে; **সন্দেহম্**—সন্দেহ; **উপারমেত**—বিরত হওয়া উচিত; **স্ব-আনন্দ**—তার নিজস্ব দিব্য আনন্দে; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **অখিল**—সব কিছু থেকে; **কামুকেভ্যঃ**—কামের বস্তু।

অনুবাদ

এইভাবে বিবেকসম্পন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে, পরম সত্যের সর্বোৎকৃষ্ট পদ, স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে মানুষের উচিত জড়ের সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি দক্ষতার সঙ্গে খণ্ডন করে আত্মপরিচয় সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করা। আত্মার স্বাভাবিক আনন্দে সন্তুষ্ট হয়ে, মানুষের জড় ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া উচিত।

শ্লোক ২৪

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি
দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণা চ সত্ত্বম্
অহঙ্কৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্ ॥ ২৪ ॥

ন—নয়; **আত্মা**—আত্মা; **বপুঃ**—শরীর; **পার্থিবম্**—মৃত্তিকা নির্মিত; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সকল; **দেবাঃ**—দেবগণ; **হি**—বস্তুত; **অসুঃ**—প্রাণবায়ু; **বায়ুঃ**—বাহ্যবায়ু; **জলম্**—জল; **হুতাশঃ**—অগ্নি; **মনঃ**—মন; **অন্নমাত্রম্**—একমাত্র বস্তু; **ধিষণা**—বুদ্ধি; **চ**—এবং; **সত্ত্বম্**—জড় চেতনা; **অহংকৃতিঃ**—মিথ্যা অহংকার; **খম্**—আকাশ; **ক্ষিতিঃ**—ভূমি; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বস্তু; **সাম্যম্**—এবং আদি, প্রকৃতির অপ্রকাশিত পর্যায়।

অনুবাদ

মৃত্তিকা নির্মিত জড় দেহ, ইন্দ্রিয়গুলি, তাদের অধিদেবতা, প্রাণবায়ু, বাহ্যিক বায়ু, জল, আগুন, অথবা নিজের মন, কোনটিই যথার্থ আত্মা নয়। এই সমস্তই হচ্ছে জড়। তেমনই, নিজের বুদ্ধিমত্তা, জড় চেতনা, অহংকার, আকাশ, ভূমি, তন্মাত্র, এমনকি প্রকৃতির আদি অপ্রকাশিত পর্যায়কেও আত্মার যথার্থ পরিচয় বলে মনে করা যায় না।

শ্লোক ২৫

সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভি-
র্গুণো ভবেন্মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিং নু দূষণং
ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্ ॥ ২৫ ॥

সমাহিতৈঃ—ধ্যানে সমাহিত; **কঃ**—কি; **করণৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **গুণ-আত্মভিঃ**—যেগুলি মূলতঃ প্রকৃতির গুণের প্রকাশ; **গুণঃ**—পুণ্য; **ভবেৎ**—হবে; **মৎ**—আমার; **সুবিবিক্ত**—যিনি সুষ্ঠুরূপে নির্ধারণ করেছেন; **ধাম্নঃ**—ব্যক্তিগত পরিচয়; **বিক্ষিপ্যমাণৈঃ**—বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এমন; **উত**—পক্ষান্তরে; **কিম্**—কী; **নু**—বস্তুত; **দূষণম্**—দোষারোপ; **ঘনৈঃ**—মেঘের দ্বারা; **উপেতৈঃ**—আগত; **বিগতৈঃ**—অথবা বিগত; **রবেঃ**—সূর্যের; **কিম্**—কী।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছে, তার জড়গুণজাত ইন্দ্রিয়গুলি যদি সুসমাহিত হয়, তাতে কৃতিত্বের কী আছে? আর পক্ষান্তরে তার ইন্দ্রিয়গুলি যদি বিক্ষিপ্ত হয়, তাতেই বা তার দোষ কী? প্রকৃতপক্ষে মেঘের যাতায়াতে কি সূর্যের কিছু যায় আসে?

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধভক্তকে নিত্যমুক্ত বলে মনে করা হয়, কেননা তিনি যথাযথভাবে ভগবানের দিব্য স্থিতি এবং ধামকে উপলব্ধি করে এই জগতে সর্বদা ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের সেবায় রত। আপাতদৃষ্টিতে মেঘের দ্বারা আবৃত হলেও সূর্যের উন্নত পর্যায়ের যেমন কোন পরিবর্তন হয় না, তেমনই জড় জগতে ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে রত, এইরূপ ভক্তকে ঘটনাক্রমে আপাত চক্ষে বিক্ষুব্ধ বলে মনে হলেও ভগবানের নিত্য দাসত্বরূপ উৎকৃষ্ট পদের কোনও পরিবর্তন তাঁর হয় না।

শ্লোক ২৬

যথা নভো বায়ুনলাম্বুভূগুণৈ-
র্গতাগতৈর্বর্তুগুণৈর্ন সজ্জতে ।
তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈ-
রহংমতেঃ সংসৃতিহেতুভিঃ পরম্ ॥ ২৬ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **নভঃ**—আকাশ; **বায়ু**—বায়ুর; **অনল**—অগ্নি; **অম্বুঃ**—জল; **ভূ**—এবং ভূমি; **গুণৈঃ**—গুণাবলীর দ্বারা; **গত-আগতৈঃ**—যা আসে এবং যায়; **বা**—বা; **ঋতু-গুণৈঃ**—ঋতুর গুণে (শীত এবং উষ্ণের মতো); **ন সজ্জতে**—আবদ্ধ নয়; **তথা**—তেমনই; **অক্ষরম্**—পরম সত্য; **সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ**—সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ; **মলৈঃ**—কলুষের দ্বারা; **অহম্-মতেঃ**—মিথ্যা অহংকারের ধারণায়; **সংসৃতি-হেতুভিঃ**—জড় দশার জন্য; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

আকাশ থেকে বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন গুণাবলী প্রকাশিত হয়ে, তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, সেই সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং উষ্ণের মতো গুণাবলী প্রতিনিয়ত আসে আর যায়। তবুও আকাশ এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা কখনও আবদ্ধ হয় না। তেমনই, মিথ্যা অহংকারের জড় পরিবর্তনকারী সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের কলুষ দ্বারা পরম অবিমিশ্র সত্য কখনও জড়িয়ে পড়েন না।

তাৎপর্য

অহং-মতেঃ শব্দটি বিশেষ কোন জড় দেহের মিথ্যা অহংকার জাত বদ্ধ জীবাত্মাকে ইঙ্গিত করে। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন, আর তাই জড় দেহের দ্বারা কখনও আবৃত অথবা মিথ্যা অহংকারগ্রস্তও হন না। এখানে বলা হয়েছে, ভগবান হচ্ছেন পরম অচ্যুত এবং শুদ্ধ।

শ্লোক ২৭

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো
গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্
রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ ॥ ২৭ ॥

তথা-অপি—তথাপি; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ; **পরিবর্জনীয়ঃ**—বর্জন করতেই হবে; **গুণেষু**—গুণের সঙ্গে; **মায়া-রচিতেষু**—জড় মায়াশক্তি জাত; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **মৎ-ভক্তিযোগেন**—আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা; **দৃঢ়েন**—দৃঢ়ভাবে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **রজঃ**—রজোগুণময়ী আকর্ষণ; **নিরস্যেত**—বিদূরীত; **মনঃ**—মনের; **কষায়ঃ**—কলুষ।

অনুবাদ

তবুও, আমার প্রতি দৃঢ়রূপে ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে যতক্ষণ না তার মন থেকে জড় রজোগুণের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে

আমার মায়াশক্তি সম্ভূত জড় গুণাবলীর সঙ্গ, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তথাপি* শব্দটি সূচিত করে যে, জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন হলেও (যা এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে) যিনি এখনও জড় বাসনাকে জয় করতে পারেননি, সবই ভগবান থেকে অভিন্ন ঘোষণা করে তিনি যেন কৃত্রিমভাবে জড় বস্তুর সঙ্গ না করেন। এইভাবে যিনি কৃষ্ণভক্ত হতে চেষ্টা করছেন, মহিলাদেরকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন বলে দাবি করে তিনি যেন অবাধে তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করেন, কেননা এইরূপে পরম ভাগবতের অনুকরণ করতে গিয়ে সে ইন্দ্রিয়সুখভোগী হয়ে উঠবে। যে অপরিণত ভক্ত নিজেকে মুক্ত বলে মনে করে, সে রজোগুণের দ্বারা তাড়িত হয়ে তার পদের জন্য অনর্থক গর্বিত হয় এবং যথার্থ ভগবদ্ভক্তির পদ্ধতির প্রতি অবহেলা করে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় আমাদের দৃঢ় এবং অবিচলিতভাবে নিয়োজিত থাকা উচিত, তা হলে আমাদের কৃষ্ণভাবনায় অগ্রগতি সহজ এবং সুন্দর হবে।

শ্লোক ২৮

যথাময়োঽসাধু চিকিৎসিতো নৃণাং
পুনঃ পুনঃ সন্তুদতি প্ররোহন্ ।
এবং মনোঽপক্ককষায়কর্ম
কুযোগিনং বিধ্যতি সর্বসঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

যথা—যেমন; **আময়ঃ**—ব্যাধি; **অসাধু**—ত্রুটিযুক্তভাবে; **চিকিৎসিতঃ**—চিকিৎসিত; **নৃণাম্**—মানুষের; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার; **সন্তুদতি**—সন্তাপ প্রদান করে; **প্ররোহন্**—উত্থিত হয়; **এবম্**—এই একইভাবে; **মনঃ**—মন; **অপক্ক**—অশুদ্ধ; **কষায়**—কলুষের; **কর্ম**—এর কর্ম থেকে; **কু-যোগিনম্**—অসিদ্ধ যোগী; **বিধ্যতি**—আক্রমণ করে; **সর্ব-সঙ্গম্**—যে সমস্ত প্রকার জড় আসক্তিতে পূর্ণ।

অনুবাদ

কোন ব্যাধির ঠিকমত চিকিৎসা না হলে যেমন পুনরায় তা প্রকাশিত হয় এবং রোগীকে বারবার কষ্ট প্রদান করে, তেমনই যার মন বিকৃত প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়নি, সে জড় বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে থাকবে এবং বারবার সেই অপক্ক ভক্ত তার দ্বারা আক্রান্ত হবে।

তাৎপর্য

সর্বসঙ্গম্ বলতে বোঝায়, সন্তানাদি, স্ত্রী, অর্থ, দেশ এবং বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি তথাকথিত জড় ভোগ্য বস্তুর প্রতি দুর্দমনীয় আসক্তি। যে ব্যক্তি তার সন্তানাদি, স্ত্রী ইত্যাদির প্রতি আসক্তি বর্ধন করে, সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করলেও তাকে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে কু-যোগী অথবা জড় আসক্তি নামক হৃদরোগের সুষ্ঠু চিকিৎসা করতে ব্যর্থ একজন বিভ্রান্ত অপক্কভক্ত বলে বুঝতে হবে। কেউ যদি বারংবার জড় আসক্তিতে আক্রান্ত হয়, তাহলে সে তার হৃদয় থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করা উচিত।

শ্লোক ২৯

কুযোগিনো যে বিহিতান্তরায়ৈ-
র্মনুষ্যভূতৈস্ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ ।
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়ো
যুঞ্জন্তি যোগং ন তু কর্মতন্ত্রম্ ॥ ২৯ ॥

কুযোগিনো—অপূর্ণ জ্ঞান-সমন্বিত যোগ অনুশীলনকারীগণ; **যে**—যে; **বিহিত**—আরোপিত; **অন্তরায়ৈঃ**—অন্তরায়ের দ্বারা; **মনুষ্য-ভূতৈঃ**—মনুষ্যরূপধারী (তাদের আত্মীয় স্বজন, শিষ্য-শিষ্যা ইত্যাদি); **ত্রিদশ**—দেবতাদের দ্বারা; **উপসৃষ্টৈঃ**—প্রেরিত; **তে**—তারা; **প্রাক্তন**—পূর্ব জীবনের; **অভ্যাস**—সঞ্চিত অভ্যাসের; **বলেন**—বলের দ্বারা; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **যুঞ্জন্তি**—নিয়োজিত হয়; **যোগম্**—পারমার্থিক অনুশীলনে; **ন**—কখনও না; **তু**—অবশ্যই; **কর্ম-তন্ত্রম্**—সকাম কর্মের বন্ধন।

অনুবাদ

পরিবার পরিজনের প্রতি আসক্তি, শিষ্য-শিষ্যা অথবা অন্যেরা, যাদেরকে ঈর্ষাপরায়ণ দেবতারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রেরণ করেন, তাদের দ্বারা অসিদ্ধ পরমার্থবাদীদের অগ্রগতি কখনও কখনও বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু তাদের সঞ্চিত অগ্রগতির বলে, এইরূপ অসিদ্ধ পরমার্থবাদীরা পরবর্তী জীবনে পুনরায় তাদের যোগাভ্যাস শুরু করেন। তারা আর কখনও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

কখনও কখনও অপূর্ণ পারমার্থিক জ্ঞানসমন্বিত সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক শিক্ষকদেরকে বিব্রত করার জন্য দেবতারা কিছু তোষামোদকারী অনুগামী এবং শিষ্য-শিষ্যা প্রেরণ করেন। তেমনই, নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তির দ্বারাও কখনও কখনও পারমার্থিক অগ্রগতি বিঘ্নিত হতে পারে। অসিদ্ধ পরমার্থবাদীরা

এই জীবনে যোগাভ্যাসের পথ থেকে বিচ্যুত হলেও, *ভগবদ্‌গীতার* বর্ণনা অনুসারে তাঁর সঞ্চিত সুকৃতিবলে পরবর্তী জীবনে পুনরায় তা শুরু করবেন। *ন তু কর্মতন্ত্রম্‌* শব্দগুলি সূচিত করে যে, যোগভ্রষ্ট পরমার্থবাদীকে সকাম কর্মের নিরন্তর অতিক্রম করে ধীরে ধীরে যোগাভ্যাসের পর্যায়ে উপনীত হতে হয় না। বরং, তিনি যে পর্যায়ে যোগাভ্যাস ত্যাগ করেছিলেন সেই পর্যায়ে থেকে অবিলম্বে অগ্রগতি শুরু করেন। অবশ্যই, এখানে প্রদত্ত সুযোগ লাভের ধারণা করে আমাদের পতিত হওয়া উচিত নয়; বরং এই জন্মেই সিদ্ধ হতে চেষ্টা করতে হবে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের হৃদয় থেকে কাম-বাসনার বন্ধন দূর করা উচিত এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণভাবনায় অপরিণত তথাকথিত পারমার্থিক নেতাদের মুখোস খুলে দেওয়ার জন্য দেবতাদের দ্বারা প্রেরিত তোষামোদকারী অনুগামী এবং শিষ্যদের সংস্রব এড়িয়ে চলাও তাঁদের একান্ত প্রয়োজন।

শ্লোক ৩০

করোতি কর্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ
কেনাপ্যসৌ চোদিত আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্‌ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি
নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা ॥ ৩০ ॥

করোতি—সম্পাদন করে; **কর্ম**—জাগতিক কর্ম; **ক্রিয়তে**—করা হয়; **চ**—ও; **জন্তুঃ**—জীব; **কেন অপি**—কোনও না কোন জোরের দ্বারা; **অসৌ**—সে; **চোদিত**—বাধ্য হয়; **আনিপাতাৎ**—আমৃত্যু; **ন**—না; **তত্র**—সেখানে; **বিদ্বান্‌**—জ্ঞানী ব্যক্তি; **প্রকৃতৌ**—জড়া প্রকৃতিতে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **নিবৃত্ত**—ত্যাগ করে; **তৃষ্ণঃ**—জড় বাসনা; **স্ব**—নিজের দ্বারা; **সুখ**—সুখের; **অনুভূত্যা**—অনুভূতি।

অনুবাদ

সাধারণ জীবাত্মা জড় কর্ম সম্পাদন করে তার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এইভাবে সে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে, সকাম কর্ম করে চলে। জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু নিজের স্বরূপগত আনন্দ অনুভব করে সমস্ত জড় বাসনা ত্যাগ করে এবং সকাম কর্মে নিয়োজিত হয় না।

তাৎপর্য

রমণীর সঙ্গে যৌন সঙ্গের মাধ্যমে মানুষ সেই স্ত্রীরূপকে ভোগ করতে বারবার তাড়িত হয়; আর বাস্তবে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে কামুকই থেকে যায়। তেমনই, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সংসর্গে জড় আসক্তির বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হয়।

এইভাবে সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়া জীবকে জাগতিক পরাজয়ের চক্রে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরে ভগবানের সংস্পর্শে থাকার ফলে জড় কর্মের এবং পাপকর্মের ফলস্বরূপ পরবর্তী জীবনে শূকর বা কুকুরের গর্ভে প্রবেশ করার বিপদ এবং তার ফলে চরম হতাশা উপলব্ধি করতে পারেন। বরং সমগ্র প্রপঞ্চকে তিনি ভগবানের শক্তির এক নগণ্য বিস্তার এবং নিজেকে ভগবানের বিনীত সেবক রূপে দর্শন করে থাকেন।

শ্লোক ৩১

তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্ ।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমানম্ আত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ ॥ ৩১ ॥

তিষ্ঠন্তম্—দণ্ডায়মান; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **উত**—অথবা; **ব্রজন্তম্**—ভ্রমণরত; **শয়ানম্**—শায়িত; **উক্ষন্তম্**—মূত্রত্যাগ রত; **অদন্তম্**—আহারে রত; **অন্নম্**—খাদ্য; **স্ব-ভাবম্**—তার বদ্ধ স্বভাব থেকে প্রকাশিত; **অন্যৎ**—অন্য; **কিম্ অপি**—যা কিছুই; **ঈহমানম্**—সম্পাদন করছেন; **আত্মানম্**—তার নিজ দেহ; **আত্ম-স্থ**—প্রকৃতই আত্মস্থ; **মতিঃ**—যার চেতনা; **ন বেদ**—সে বুঝতে পারে না।

অনুবাদ

আত্মস্থ জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের দৈহিক কার্যকলাপেরও খেয়াল রাখেন না। যখন তিনি দণ্ডায়মান থাকেন, উপবেশন করেন, বিচরণ করেন, শয়ন করেন, মূত্রত্যাগ করেন, আহার অথবা অন্যান্য দৈহিক কার্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, দেহ তার নিজ স্বভাব অনুসারে আচরণ করছে।

শ্লোক ৩২

যদি স্ম পশ্যত্যসদিন্দ্রিয়ার্থং
নানানুমানেন বিরুদ্ধমন্যৎ ।
ন মন্যতে বস্তুতয়া মনীষী
স্বাপ্নং যথোত্থায় তিরোদধানম্ ॥ ৩২ ॥

যদি—যদি; **স্ম**—কখনও; **পশ্যতি**—দর্শন করেন; **অসৎ**—অশুদ্ধ; **ইন্দ্রিয়-অর্থম্**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু; **নানা**—দ্বন্দ্ব ভিত্তিক হওয়ার দরুন; **অনুমানেন**—তার্কিক অনুমানের দ্বারা; **বিরুদ্ধম্**—খণ্ডিত; **অন্যৎ**—যথার্থ সত্য থেকে ভিন্ন; **ন মন্যতে**—স্বীকার করেন না; **বস্তুতয়া**—বাস্তবরূপে; **মনীষী**—মনীষী; **স্বাপ্নম্**—স্বপ্নের; **যথা**—ঠিক যেন; **উত্থায়**—জেগে উঠে; **তিরোদধানম্**—যা তিরোহিত হতে চলেছে।

অনুবাদ

আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি কখনও কখনও অশুদ্ধ বস্তু বা কার্যকলাপ দর্শন করলেও সেটিকে বাস্তব বলে মনে করেন না। নিদ্রা থেকে জেগে উঠে মানুষ তার অস্পষ্ট স্বপ্নকে যেভাবে দর্শন করে, ঠিক সেইভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি তার্কিক জ্ঞানের মাধ্যমে অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে মায়াময়, জড় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক, বাস্তবতা থেকে ভিন্ন এবং বিরোধী রূপে দর্শন করে।

তাৎপর্য

জ্ঞানী ব্যক্তি স্বপ্নের অভিজ্ঞতা এবং তাঁর বাস্তব জীবনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। তেমনই, *মনীষী* বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, স্পষ্টরূপে অনুভব করতে পারেন যে, কলুষিত জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু হচ্ছে ভগবানের মায়াশক্তি সৃষ্ট, আর তা যথার্থ বাস্তব নয়। এটিই হচ্ছে উপলব্ধ বুদ্ধির ব্যবহারিক পরীক্ষা।

শ্লোক ৩৩

পূর্বং গৃহীতং গুণকর্মচিত্রম্-
অজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ ।
নিবর্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব
ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা ॥ ৩৩ ॥

পূর্বম্—পূর্বে; **গৃহীতম্**—গৃহীত; **গুণ**—প্রকৃতির গুণাবলী; **কর্ম**—কর্মের দ্বারা; **চিত্রম্**—বৈচিত্র্য সম্পন্ন; **অজ্ঞানম্**—অজ্ঞতা; **আত্মনি**—আত্মার উপর; **অবিবিক্তম্**—অভিন্নরূপে প্রতিভাত; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **তৎ**—সেই; **পুনঃ**—পুনরায়; **ঈক্ষয়া**—জ্ঞানের দ্বারা; **এব**—কেবল; **ন গৃহ্যতে**—গ্রহণ করা হয়নি; **ন**—অথবা নয়; **অপি**—বস্তুত; **বিসৃজ্য**—পরিত্যক্ত হয়ে; **আত্মা**—আত্মা।

অনুবাদ

প্রকৃতির গুণের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বহুরূপে বিস্তৃত অবিদ্যাকে বদ্ধজীবেরা ভুল ক্রমে আত্মার মতোই ভেবে তা গ্রহণ করে। কিন্তু হে উদ্ধব, পারমার্থিক জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে মুক্তির সময় সেই একই অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, নিত্য আত্মা কখনও গৃহীত বা পরিত্যক্ত হয় না।

তাৎপর্য

নিত্য আত্মা কখনও জড় উপাধির মতো গৃহীত বা আরোপিত অথবা প্রত্যাখ্যাত হয় না। *ভগবদ্গীতায়* ব্যাখ্যা করা হয়েছে আত্মা নিত্যকালের জন্য একই থাকে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। পূর্বের সকাম কর্মের ফল অনুসারে প্রকৃতির গুণগুলি

স্থূল জড় দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সৃষ্টি করে, আর সেই সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ আত্মার উপর আরোপিত হয়। এইভাবে নিত্য বস্তু আত্মাকে জীব কখনও গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। বরং তার উচিত পারমার্থিক জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে জড় চেতনার স্থূল অজ্ঞতা পরিত্যাগ করা, সেই কথাই এখানে সূচিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং
তমো নিহন্যান্ন তু সদ্বিধত্তে ।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে
হন্যাৎ তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥ ৩৪ ॥

যথা—যেমন; **হি**—বস্তুত; **ভানোঃ**—সূর্যের; **উদয়ঃ**—উদয়; **নৃ**—মানুষ; **চক্ষুষাম্**—চোখের; **তমঃ**—অন্ধকার; **নিহন্যাৎ**—ধ্বংস করে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **সৎ**—নিত্যবস্তু; **বিধত্তে**—সৃষ্টি করে; **এবম্**—তেমনই; **সমীক্ষা**—পূর্ণ-উপলব্ধি; **নিপুণা**—সমর্থ; **সতী**—সত্য; **মে**—আমার; **হন্যাৎ**—ধ্বংস করে; **তমিস্রম্**—অন্ধকার; **পুরুষস্য**—মানুষের; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধিতে।

অনুবাদ

সূর্য উদিত হয়ে মানুষের চোখকে আবৃতকারী অন্ধকার বিদূরীত করে, কিন্তু তাদের সম্মুখের দৃশ্যবস্তুগুলি সৃষ্টি করে না, বাস্তবে সেগুলি আগে থেকেই ছিল। তেমনই, আমার সম্বন্ধে সমর্থ এবং বাস্তব উপলব্ধি মানুষের যথার্থ চেতনা আচ্ছাদনকারী অন্ধকারকে বিধ্বস্ত করে।

শ্লোক ৩৫

এষ স্বয়ংজ্যোতিরজোঽপ্রমেয়ো
মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ ।
একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে
যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ॥ ৩৫ ॥

এষঃ—এই (পরমাত্মা); **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বয়ং উদ্ভাসিত; **অজঃ**—অজ; **অপ্রমেয়ঃ**—অপরিমেয়; **মহা-অনুভূতিঃ**—পূর্ণ দিব্য চেতনা; **সকল-অনুভূতিঃ**—সর্ব-সচেতন; **একঃ**—এক; **অদ্বিতীয়ঃ**—অদ্বিতীয়; **বচসাম্ বিরামে**—জড়বাক্যে সমাপ্ত হলেই (উপলব্ধ হয়); **যেন**—যার দ্বারা; **ঈষিতাঃ**—বাধ্য হয়ে; **বাক্**—বাক্য; **অসবঃ**—এবং প্রাণবায়ু; **চরন্তি**—বিচরণ করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং উদ্ভাসিত, অজ এবং অপরিমেয়। তিনি হচ্ছেন পবিত্র দিব্য চেতনা এবং সমস্ত কিছু অনুভব করেন। তিনি অদ্বিতীয়, প্রজল্প বন্ধ করার পরই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর শক্তিতে বাকশক্তি এবং প্রাণবায়ু গতি প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং উদ্ভাসিত, স্বপ্রকাশ, পক্ষান্তরে একক জীবাত্মা তাঁর দ্বারা অভিব্যক্ত। ভগবান হচ্ছেন অজ, কিন্তু জীবাত্মা জড় উপাধির আবরণের জন্য বদ্ধ জীবনে জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান অপরিমেয়, সর্বব্যাপ্ত, পক্ষান্তরে জীবাত্মা হচ্ছে বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ। পরমেশ্বর হচ্ছেন *মহানুভূতি*, সমগ্র চেতনা, কিন্তু জীবাত্মা হচ্ছে ক্ষুদ্র চিৎকণা। ভগবান হচ্ছেন *সকলানুভূতি*, সর্বজ্ঞ, কিন্তু জীবাত্মা নিজের সীমিত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেই সচেতন। পরমেশ্বর হচ্ছেন এক, কিন্তু জীবাত্মা অসংখ্য। ভগবান এবং আমাদের মধ্যে এই সমস্ত বৈপরীত্যের কথা চিন্তা করে মূর্খ বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের মতো আমাদের সময়ের অপচয় করা উচিত নয়, কেননা তারা তাদের নগণ্য মনগড়া চিন্তা আর বাক্যবিন্যাস করে পৃথিবীর উৎস খুঁজে পেতে সংগ্রাম করছে। কেউ হয়ত জড় গবেষণার মাধ্যমে জড়াপ্রকৃতির কিছু স্থূল সূত্র আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এরূপ নগণ্য প্রচেষ্টার দ্বারা পরম সত্যকে লাভ করার কোনরূপ সম্ভাবনা আশা করা যায় না।

শ্লোক ৩৬

এতাবানাত্মসম্মোহো যদ্বিকল্পস্তু কেবলে ।
আত্মন্‌ঋতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি ॥ ৩৬ ॥

এতাবান্—যা কিছুই; **আত্ম**—আত্মার; **সম্মোহঃ**—সম্মোহন; **যৎ**—যেটি; **বিকল্পঃ**—দ্বন্দ্বভাব; **তু**—কিন্তু; **কেবলে**—অদ্বিতীয়; **আত্মন্**—আত্মাতে; **ঋতে**—ব্যতীত; **স্বম্**—সেইটি; **আত্মানম্**—আত্মা; **অবলম্বঃ**—ভিত্তি; **ন**—নেই; **যস্য**—যার (দ্বন্দ্ব); **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

যা কিছু আপেক্ষিক দ্বন্দ্ব নিজের মধ্যে অনুভূত হয়, তা কেবল মনের বিভ্রান্তি। বস্তুত এইরূপ সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিজের আত্মা ব্যতীত ভিত্তিহীন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ৩৩-তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রতিটি জীব নিত্য-বাস্তব-বস্তু হওয়ার জন্য, সেই নিত্য আত্মার গ্রহণ বা পরিত্যাগ নেই। *বিকল্প*, অথবা

"দ্বন্দ্ব" শব্দটি এখানে, চিন্ময় আত্মা আংশিকভাবে জড়ের দ্বারা সৃষ্ট স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সমন্বিত, এই ভুল ধারণাকে সূচিত করে। এইভাবে মূর্খ লোকেরা জড় দেহ এবং মনকে আত্মার অন্তর্নিহিত অথবা মৌলিক উপাদান বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা হচ্ছে শুদ্ধ চিৎ বস্তু, তাতে জড়ের লেশমাত্র নেই। অতএব, মিথ্যা জড় পরিচিতির দ্বারা উৎপন্ন মিথ্যা অহংকার হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মার উপর আরোপিত মিথ্যা পরিচিতি। অহংকারবোধ, অথবা "আমি"—অন্যভাবে বলা যায়, নিজের একক পরিচিতিবোধ আসে আত্মা থেকে, কেননা এরূপ আত্মচেতনার আর অন্য কোন সম্ভাব্য ভিত্তি নেই। নিজের মিথ্যা অহংবোধকে খুঁটিয়ে দেখলে, আমরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি যে, শুদ্ধ অহংকারের অস্তিত্ব বর্তমান; যা অভিব্যক্ত হয় *অহং ব্রহ্মাস্মি*, "আমি শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা" শব্দের দ্বারা। একইভাবে আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, একজন পরম চিন্ময় আত্মা পুরুষোত্তম ভগবান বর্তমান, যিনি হচ্ছেন সমস্ত কিছুর সর্বজ্ঞ নিয়ামক। ভগবান এখানে বর্ণনা করেছেন, কৃষ্ণভাবনামৃতে এইরূপ উপলব্ধি যথার্থ জ্ঞানসমন্বিত।

শ্লোক ৩৭

যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতম্ ।
ব্যর্থেনাপ্যর্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্ ॥ ৩৭ ॥

যৎ—যে; **নাম**—নামে; **আকৃতিভিঃ**—এবং রূপ; **গ্রাহ্যম্**—অনুভূত; **পঞ্চবর্ণম্**—পাঁচটি জড় উপাদান সমন্বিত; **অবাধিতম্**—অস্বীকার্য; **ব্যর্থেন**—ব্যর্থতায়; **অপি**—বস্তুত; **অর্থবাদঃ**—কাল্পনিক ভাষ্য; **অয়ম্**—এই; **দ্বয়ম্**—দ্বন্দ্ব; **পণ্ডিত-মানিনাম্**—তথাকথিত পণ্ডিতদের।

অনুবাদ

কেবল নাম এবং রূপ অনুসারে পাঁচটি জড় উপাদানের দ্বৈতভাব অনুভূত হয়। যারা বলে, এই দ্বৈতভাব বাস্তব, তারা হচ্ছে তথাকথিত পণ্ডিত, তারা কেবল বাস্তব ভিত্তিহীন, বৃথা কাল্পনিক তত্ত্বের প্রস্তাব করছে।

তাৎপর্য

জড় নাম এবং রূপ সৃষ্টি এবং বিনাশশীল, স্থায়ী অস্তিত্বহীন, আর তেমনই তা বাস্তবতার অত্যাবশ্যক মৌলিক নীতি সমন্বিত নয়। জড় জগৎ হচ্ছে ভগবানের শক্তির বিভিন্ন পরিবর্তন সমন্বিত। ভগবান বাস্তব আর তাঁর শক্তিও বাস্তব, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী অথবা ঘটনাক্রমে উদ্ভূত বিশেষ কোন রূপ এবং নামের কোন অন্তিম বাস্তবতা নেই। বদ্ধজীব যখন নিজেকে জড় অথবা জড় আর চিদ্বস্তুর মিশ্রণ বলে

কল্পনা করে, তখনই স্থূল অজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। কোন কোন দার্শনিক যুক্তি দেখায় যে, জড়ের সংসর্গে নিত্য আত্মা স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয় এবং মিথ্যা অহংকার হচ্ছে আত্মার নতুন এবং স্থায়ী বাস্তবতার দ্যোতক। শ্রীল জীব গোস্বামী তার উত্তরে বলেছেন চিদ্বস্তু হচ্ছে চেতন, ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, আর জড় হচ্ছে নিকৃষ্ট, ভগবানের অচেতন শক্তি, আর ঐ শক্তি দুটি আলো এবং অন্ধকারের মতো বিপরীত গুণাবলী সমন্বিত। উৎকৃষ্ট জীবসত্তা এবং নিকৃষ্ট জড়ের পক্ষে একীভূত হয়ে মিশ্র অবস্থায় থাকা অসম্ভব, কেননা তারা চিরকালই বিপরীত এবং বিষম বৈশিষ্ট্য সমন্বিত। জড় এবং চিদ্বস্তুর মিশ্রণের মতিভ্রমকে বলে মায়া, তা বিশেষত মিথ্যা অহংকাররূপে প্রকাশিত হয়, যা মায়াসৃষ্ট বিশেষ জড় দেহ অথবা মনের মাধ্যমে পরিচিতি প্রদান করে। স্থূল অজ্ঞতায় নিমজ্জিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকরা কোনভাবেই যথার্থ বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক হতে পারে না। স্বয়ং ভগবান সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান বা আগ্রহশূন্য আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা মূর্খের মতো ভগবানের জড়া শক্তির মধ্যে নাক গলায়, পারমার্থিক আত্মচেতনার সরল মাপকাঠিতে হিসাব করলে দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা যাবে এদের অধিকাংশই অযোগ্য।

শ্লোক ৩৮

যোগিনোঽপক্কযোগস্য যুঞ্জতঃ কায় উত্থিতৈঃ ।
উপসর্গৈর্বিহন্যেত তত্রায়ং বিহিতো বিধিঃ ॥ ৩৮ ॥

যোগিনঃ—যোগীর; **অপক্কযোগস্য**—যিনি যোগাভ্যাসে অপক; **যুঞ্জতঃ**—নিয়োজিত হতে চেষ্টা করছেন; **কায়ঃ**—শরীর; **উত্থিতৈঃ**—উদ্ভূত; **উপসর্গৈঃ**—বিঘ্নের দ্বারা; **বিহন্যেত**—হতাশ হতে পারেন; **তত্র**—সেই ক্ষেত্রে; **অয়ম্**—এই; **বিহিতঃ**—অনুমোদিত; **বিধিঃ**—পদ্ধতি।

অনুবাদ

অনুশীলনে প্রচেষ্টাশীল অপক্ক যোগীর ভৌতিক শরীর কখনও কখনও বিভিন্নভাবে রোগাদির দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সেইজন্য এই পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে।

তাৎপর্য

জ্ঞানানুশীলনের পদ্ধতি বর্ণনা করার পর, যে যোগীদের শরীর হয়তো ব্যাধি অথবা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার জন্য বিঘ্নিত হতে পারে, তাদের জন্য ভগবান এখন উপদেশ প্রদান করছেন। যে সমস্ত নিকৃষ্টযোগী তাদের দেহ এবং দৈহিক কসরতের প্রতি আসক্ত, তাদের উপলব্ধি প্রায়ই অসম্পূর্ণ আর তাই ভগবান তাদেরকে কিছু সহায়তা প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৩৯

যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্ধারণান্বিতৈঃ ।
তপোমন্ত্রৌষধৈঃ কাংশ্চিদুপসর্গান্ বিনির্দহেৎ ॥ ৩৯ ॥

যোগধারণয়া—যৌগিক ধ্যানের দ্বারা; **কাংশ্চিৎ**—কিছু বিঘ্ন; **আসনৈঃ**—অনুমোদিত আসনের দ্বারা; **ধারণা-অন্বিতৈঃ**—সংযত শ্বাসের উপর ধ্যান সহযোগে; **তপঃ**—বিশেষ বিশেষ তপস্যার দ্বারা; **মন্ত্র**—যাদুমন্ত্র, **ওষধৈঃ**—এবং ঔষধির দ্বারা; **কাংশ্চিৎ**—কিছু; **উপসর্গান্**—উপদ্রব; **বিনির্দহেৎ**—নির্মূল করা যাবে।

অনুবাদ

এই সমস্ত প্রতিবন্ধকের কিছু কিছু সমস্যা যৌগিক ধ্যান বা আসনের দ্বারা শ্বাস নিয়ন্ত্রণের উপর ধ্যান অভ্যাসের মাধ্যমে, এবং অন্যান্যগুলিকে বিশেষ বিশেষ তপস্যা, মন্ত্র অথবা ঔষধির দ্বারা দূরীভূত করা যায়।

শ্লোক ৪০

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসঙ্কীর্তনাদিভিঃ ।
যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ ॥ ৪০ ॥

কাংশ্চিৎ—কিছু; **মম**—আমার; **অনুধ্যানেন**—অনুধ্যানের দ্বারা; **নাম**—পবিত্র নামের; **সংকীর্তন**—সংকীর্তনের দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি; **যোগ-ঈশ্বর**—মহান যোগ শিক্ষকগণের; **অনুবৃত্ত্যা**—পদাঙ্ক অনুসরণের দ্বারা; **বা**—বা; **হন্যাৎ**—ধ্বংস হতে পারে; **অশুভ-দান**—(প্রতিবন্ধক সকল) যা অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

প্রতিনিয়ত আমার স্মরণ করে, আমার পবিত্র নাম সংকীর্তন এবং শ্রবণ করার মাধ্যমে, অথবা মহান যোগ শিক্ষকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই অশুভ প্রতিবন্ধকতাগুলিকে ধীরে ধীরে অপসারণ করা যাবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে কাম বাসনা এবং অন্যান্য মানসিক অসুবিধাগুলি থেকে এবং মহান পরমার্থবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা আমাদের ভণ্ডামি, মিথ্যাগর্ব এবং অন্যান্য ধরনের মানসিক বৈষম্য থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৪১

কেচিদ্দেহমিমং ধীরাঃ সুকল্পং বয়সি স্থিরম্ ।
বিধায় বিবিধোপায়ৈরথ যুঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে ॥ ৪১ ॥

কেচিৎ—কেউ কেউ; **দেহম্**—জড় দেহ; **ইমম্**—এই; **ধীরাঃ**—আত্মসংযত; **সুকল্পম্**—উপযুক্ত; **বয়সি**—যৌবনে; **স্থিরম্**—স্থির; **বিধায়**—করে; **বিবিধঃ**—বিবিধ; **উপায়ৈঃ**—উপায়; **অথ**—এইভাবে; **যুঞ্জন্তি**—নিয়োজিত করে; **সিদ্ধয়ে**—জাগতিক সিদ্ধি লাভের জন্য।

অনুবাদ

কোন কোন যোগী বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের দেহকে ব্যাধি এবং বার্ধক্য মুক্ত করে সর্বদাই যৌবন সম্পন্ন রাখে। এইভাবে তারা জাগতিক অলৌকিক সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে যোগাভ্যাসে রত হয়।

তাৎপর্য

এখানে যে পন্থা বর্ণিত হয়েছে, তা জড় বাসনা পূরণের জন্য উদ্দিষ্ট, দিব্য জ্ঞানে উপনীত করার জন্য নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, এই পন্থাকে ভগবদ্ভক্তি বলে গ্রহণ করা যাবে না। এত সমস্ত অলৌকিক সিদ্ধি সত্ত্বেও অবশেষে জড় দেহের মৃত্যু হবে। কৃষ্ণভক্তির দিব্য স্তরেই কেবল যথার্থ নিত্য যৌবন এবং পরম সুখ লাভ করা যায়।

শ্লোক ৪২

ন হি তৎ কুশলাদৃত্যং তদায়াসো হ্যপার্থকঃ ।
অন্তবত্ত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ ॥ ৪২ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **তৎ**—সেই; **কুশল**—সেই সমস্ত দিব্যজ্ঞানের কৌশলে; **আদৃত্যম্**—শ্রদ্ধা করা যাবে; **তৎ**—সেটির; **আয়াসঃ**—প্রচেষ্টা; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **অপার্থকঃ**—অনর্থক; **অন্ত-বত্ত্বাৎ**—বিনাশশীল হওয়ার জন্য; **শরীরস্য**—জড় দেহের ক্ষেত্রে; **ফলস্য**—ফলের; **ইব**—ঠিক যেমন; **বনস্পতেঃ**—বৃক্ষের।

অনুবাদ

যারা দিব্যজ্ঞানে পণ্ডিত, তারা এইরূপ দৈহিক অলৌকিক সিদ্ধিকে ততবেশি মূল্য দেয় না। বাস্তবে, তারা এইরূপ সিদ্ধির প্রচেষ্টাকে অনর্থক বলে মনে করে, কেননা আত্মা হচ্ছে বৃক্ষের মতো স্থায়ী, আর দেহটি হচ্ছে সেই বৃক্ষের বিনাশশীল ফলের মতো।

তাৎপর্য

এখানে যে বৃক্ষের দৃষ্টান্তটি প্রদান করা হয়েছে, তা ঋতু অনুসারে ফল প্রদান করে। ফল খুব অল্প সময়ের জন্য থাকে, কিন্তু বৃক্ষটি হয়তো হাজার হাজার বৎসর ধরে থাকতে পারে। তদ্রূপ, চিন্ময় আত্মা নিত্য, কিন্তু জড় দেহটিকে যথাসম্ভব দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করলেও, তা হিসার মতো সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দেহকে কখনও নিত্য বর্তমান চিন্ময় আত্মার সম পর্যায়ে হিসাব করা যায় না। যাঁরা যথার্থ বুদ্ধিমান, যাঁদের যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান রয়েছে, তাঁরা কিন্তু অলৌকিক জড় সিদ্ধির প্রতি আগ্রহী নন।

শ্লোক ৪৩

যোগং নিষেবতো নিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ ।
তচ্ছ্রদ্দধ্যান্ন মতিমান্ যোগমুৎসৃজ্য মৎপরঃ ॥ ৪৩ ॥

যোগম্—যোগাভ্যাস; **নিষেবতঃ**—যিনি সম্পাদন করছেন; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **কায়ঃ**—জড় শরীর; **চেৎ**—এমনকি যদি; **কল্পতাম্**—যোগ্যতা; **ইয়াৎ**—লাভ করে; **তৎ**—তাতে; **শ্রদ্দধ্যাৎ**—শ্রদ্ধা জন্মায়; **ন**—করে না; **মতিমান্**—বুদ্ধিমান; **যোগম্**—অলৌকিক যোগ পদ্ধতি; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **মৎ-পরঃ**—আমা পরায়ণ ভক্ত।

অনুবাদ

বিভিন্ন প্রকার যোগ পদ্ধতির দ্বারা ভৌতিক দেহের উন্নতি হলেও আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে ভৌতিক দেহকে সিদ্ধ করার বিষয়ে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করে না, আর বাস্তবে, সে এই সমস্ত পদ্ধতি পরিত্যাগ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য-কীর্তন করে অনর্থক উদ্বেগ থেকে মুক্ত জীবনে, নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, আর উপাদেয় কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করে, তাঁর দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখেন। ভক্ত অসুস্থ হলে তিনি সাধারণভাবে চিকিৎসা করান, কিন্তু তার বাইরে তথাকথিত যোগাভ্যাসের নামে মনকে ভৌতিক দেহে মগ্ন করার প্রয়োজন হয় না। সর্বোপরি ভগবৎ নির্দিষ্ট গতি আমাদের মেনে নিতেই হবে।

শ্লোক ৪৪

যোগচর্যামিমাং যোগী বিচরন্ মদপাশ্রয়ঃ ।
নান্তরায়ৈর্বিহন্যেত নিঃস্পৃহঃ স্বসুখানুভূঃ ॥ ৪৪ ॥

যোগ-চর্যাম্—অনুমোদিত যোগ পদ্ধতি; **ইমাম্**—এই; **যোগী**—অনুশীলনকারী; **বিচরন্**—সম্পাদন করে; **মৎ-অপাশ্রয়ঃ**—আমার আশ্রয় গ্রহণ করে; **ন**—না; **অন্তরায়ৈঃ**—প্রতিবন্ধকতার দ্বারা; **বিহন্যেত**—বিরত হয়; **নিঃস্পৃহঃ**—আকাঙ্ক্ষামুক্ত; **স্ব**—আত্মার; **সুখ**—সুখ; **অনুভূঃ**—অনুভূতি।

অনুবাদ

আমার আশ্রয় গ্রহণ করে আকাঙ্ক্ষামুক্ত যোগী অন্তরে আত্মসুখ অনুভব করে। এইভাবে যোগ পদ্ধতি অনুশীলন কালে, অন্তরায়ের দ্বারা কখনও সে পরাভূত হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে সর্বোপরি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে মুক্তির প্রকৃত উপায়—এই উপসংহার টেনে পরমেশ্বর ভগবান উদ্ধবের নিকট সমস্ত উপনিষদের নির্যাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এই ব্যাপারে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জোর দিয়ে বলেছেন যে, হঠযোগী এবং রাজযোগীরা তাঁদের নির্দিষ্ট মার্গে অগ্রগতি লাভের চেষ্টা করলেও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে প্রায় সময়ই তাঁরা তাঁদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। যিনি পরমেশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, স্বধাম, ভগবদ্ রাজ্যে গমন পথে তিনি অবশ্যই জয়ী হবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'জ্ঞানযোগ' নামক অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

উনত্রিংশতি অধ্যায়

ভক্তিযোগ

পূর্ববর্ণিত অনাসক্তি ভিত্তিক ভগবদনুশীলন অত্যন্ত দুরূহ ভেবে উদ্ধব একটি সহজতর উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগ বিষয়ে সংক্ষেপে উপদেশ প্রদান করেছেন।

পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত এবং মিথ্যা পরিচিতির দ্বারা স্ফীত সকাম কর্মী ও যোগীরা পরমেশ্বরের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে না। কিন্তু রাজ-হংসের মতো সার এবং অসারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে দক্ষ ব্যক্তিরা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। পরমেশ্বর স্বয়ং জীবের অন্তরে চৈত্যগুরু এবং বাইরে আচার্যগুরু রূপে জীবকে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি প্রদান করেন।

ভগবানে মন নিবিষ্ট রেখে আমাদের উচিত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার কর্তব্য সম্পাদন করা। ভগবদ্ভক্তদের নিবাস পবিত্র ভগবদ্ধামের সুযোগ গ্রহণ করে ভক্তদের উচিত ভগবৎ-সেবার সাথে সাথে ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে উৎসব এবং পবিত্র তিথিগুলিও উদ্‌যাপন করা। সমস্ত জীবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাস রূপে জেনে আমরা সমদর্শী হতে পারি, আর তখন আমাদের হিংসা, মিথ্যা অহংকারাদি সমস্ত অসদ্‌গুণাবলী বিদূরীত হবে। এই কথা মনে রেখে, ভক্তের উচিত তাঁর দাম্ভিক আত্মীয়-স্বজন, তাঁর নিজের ভেদভাবযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাগতিক বিড়ম্বনাগুলি পরিত্যাগ করে, কুকুর এবং কুকুরভোজী চণ্ডালসহ সকলকে ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করা। সর্বজীবে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি দর্শন করতে ভক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষালাভ না করেন, ততক্ষণই তাঁকে সকলকে পূর্ণাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করে, কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা চালিয়ে যেতে হবে।

পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিযোগের পদ্ধতি নিত্য এবং দিব্য, স্বয়ং ভগবান প্রণীত, তাকে বিন্দুমাত্রও পরাভূত বা নিষ্ফল বলে প্রমাণ করা যাবে না। ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে পরমেশ্বর ভগবানের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করলে, ভগবান বিশেষভাবে প্রীত হয়ে ভক্তকে অমরত্ব এবং ভগবানের সমান ঐশ্বর্য লাভের যোগ্যতা অর্পণ করেন।

এই সমস্ত উপদেশ লাভ করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশমতো শ্রীউদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি পরমেশ্বরের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে

পালন করে ভগবানের দিব্য ধামে উপনীত হন। পরম ভক্ত উদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান উক্ত নির্দেশাবলী শ্রদ্ধা সহকারে পালন করলে, সমগ্র বিশ্ব মুক্তি লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

সুদুস্তরামিমাং মন্যে যোগচর্যামনাত্মনঃ ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেৎ তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥ ১ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **সুদুস্তরাম্**—দুঃসাধ্য; **ইমাম্**—এই; **মন্যে**—আমি মনে করি; **যোগচর্যাম্**—যোগানুশীলন; **অনাত্মনঃ**—অসংযত মনা ব্যক্তি; **যথা**—কিভাবে; **অঞ্জসা**—সহজে; **পুমান্**—মানুষ; **সিধ্যেৎ**—লাভ করতে পারে; **তৎ**—সেই; **মে**—আমাকে; **ব্রূহি**—অনুগ্রহ করে বলুন; **অঞ্জসা**—সরলভাবে; **অচ্যুত**—হে ভগবান অচ্যুত।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান অচ্যুত, আমার ভয় হচ্ছে যে, অসংযতমনা ব্যক্তিদের জন্য আপনার দ্বারা বর্ণিত যোগ পদ্ধতি বড়ই দুঃসাধ্য। সেইজন্য মানুষ যাতে আরও সহজে পালন করতে পারে, এইরূপ সরল ভাবে এই বিষয়ে আমার নিকট বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ ॥ ২ ॥

প্রায়শঃ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে; **পুণ্ডরীক-অক্ষ**—হে ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ; **যুঞ্জতঃ**—নিযুক্ত হয়; **যোগিনঃ**—যোগীগণ; **মনঃ**—মন; **বিষীদন্তি**—হতাশ হন; **অসমাধানাৎ**—সমাধিলাভে অসমর্থতাহেতু; **মনঃ-নিগ্রহ**—মনঃ সংযমের চেষ্টার দ্বারা; **কর্শিতাঃ**—ক্লান্ত।

অনুবাদ

হে ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষ, যে সমস্ত যোগী মনঃসংযমের চেষ্টা করেন তাঁরা প্রায়ই সমাধিলাভে সিদ্ধ হতে না পেরে হতাশ হন। এইভাবে মনঃসংযমের প্রচেষ্টায় তাঁরা ক্লান্তিবোধ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত মনকে ব্রহ্মে নিবিষ্ট করার দুরূহ কার্যে যোগী সহজেই হতাশ হন।

শ্লোক ৩

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন ।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্মভি-
স্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥ ৩ ॥

অথ—এখন; **অতঃ**—অতএব; **আনন্দদুঘম্**—সর্বানন্দের উৎস; **পদ-অম্বুজম্**—আপনার পাদপদ্ম; **হংসাঃ**—হংস সদৃশ ব্যক্তিগণ; **শ্রয়েরন্**—তার আশ্রয় গ্রহণ; **অরবিন্দ-লোচন**—হে অরবিন্দাক্ষ; **সুখম্**—সুখের সঙ্গে; **নু**—বস্তুত; **বিশ্ব-ঈশ্বর**—বিশ্বেশ্বর; **যোগকর্মভিঃ**—তাদের যোগ এবং সকাম কর্মের দ্বারা; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার জড়া শক্তির দ্বারা; **অমী**—এই সকল; **বিহতাঃ**—পরাভূত; **ন**—(আশ্রয় গ্রহণ) করে না; **মানিনঃ**—মিথ্যা গর্বান্বিত।

অনুবাদ

অতএব, হে কমলনয়ন বিশ্বেশ্বর, পরম হংসগণ সমস্ত দিব্য আনন্দের উৎস আপনার পাদপদ্মে সানন্দে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু যারা কর্ম এবং যোগানুশীলনে গর্ব বোধ করে, তারা আপনার আশ্রয় গ্রহণে অসমর্থ হয়ে আপনার মায়াশক্তির নিকট পরাভূত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীউদ্ধব এখানে জোর দিয়ে বলেছেন যে, কেবলমাত্র পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা পারমার্থিক সিদ্ধিলাভ করতে পারি। যাঁরা তা করেন, তাঁদের বলা হয় *হংসাঃ*, পরম বিবেকী ব্যক্তি, কেননা তাঁরা ভগবানের পাদপদ্মরূপ চিন্ময় সুখের প্রকৃত উৎস অনুসন্ধানে সাফল্য লাভ করেছেন। *যোগকর্মভিঃ* শব্দটি সূচিত করে যে, যারা যোগ অথবা সাধারণ জড় প্রচেষ্টায় সাফল্যের জন্য অনুরক্ত অথবা গর্বিত, তারা পরমেশ্বর ভগবানের নিকট বিনীতভাবে শরণাগত হওয়ার মতো পরম সুযোগের প্রশংসা করে না। সাধারণত যোগী এবং সকাম কর্মীরা স্বয়ং ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অপেক্ষা তাদের তথাকথিত প্রাপ্তির জন্য বেশি গর্বিত। বিনীতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা সহজে এবং সত্বর কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হয়ে স্বগৃহে, ভগবানের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে পারি।

শ্লোক ৪

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্ ।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎ কিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৪ ॥

কিম্—কী; **চিত্রম্**—বিচিত্র; **অচ্যুত**—হে ভগবান অচ্যুত; **তব**—আপনার; **এতৎ**—এই; **অশেষ-বন্ধো**—হে সকলের বন্ধু; **দাসেষু**—দাসগণের জন্য; **অনন্য-শরণেষু**—অনন্য শরণ ভক্তগণ; **যৎ**—যা; **আত্মসত্ত্বম্**—আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা; **যঃ**—যে; **অরোচয়ৎ**—সস্নেহে আচরিত; **সহ**—সহ; **মৃগৈঃ**—পশুরা (বানরেরা); **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **ঈশ্বরাণাম্**—মহান দেবগণের মধ্যে; **শ্রীমৎ**—জ্যোতিষ্মান; **কিরীট**—মুকুট সমূহের; **তট**—পার্শ্বের দ্বারা; **পীড়িত**—ভীত; **পাদপীঠঃ**—যাঁর চরণ রাখার আসন।

অনুবাদ

হে ভগবান অচ্যুত, যে সমস্ত সেবক ঐকান্তিকভাবে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নিকট আপনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে গমন করেন, সেটি তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। সর্বোপরি আপনি যখন ভগবান রামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মার মতো মহান দেবগণ আপনার চরণ রাখার আসনে পর্যন্ত তাঁদের উজ্জ্বল মুকুট সমূহের প্রান্তদেশ স্পর্শ করতে সাহস পেতেন না। সেই সময়ও আপনি আপনার একান্ত আশ্রিত হনুমানের মতো বানরদের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় ভগবৎ ভক্তগণ সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করেন। কখনও কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজ, গোপীগণ, বলীমহারাজ এবং অন্যান্য মহান ভক্তগণের নিকট হীনভাবে অধীনতা স্বীকার করেন। ব্রহ্মার মতো দেবগণ যখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণ রাখার আসনে তাঁদের মুকুট স্পর্শ করানোর জন্য সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, তখনও তিনি হনুমানাদি বানরদের মতো মনুষ্যেতর পশুগণকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্থান প্রদান করেছেন। তেমনই হরিণ, গাভী, এমনকি বৃন্দাবনের বৃক্ষগুলির প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্নেহপ্রদর্শন সর্বজনবিদিত। এ ছাড়াও, ভগবান আনন্দের সঙ্গে অর্জুনের রথের সারথ্য গ্রহণ করেছেন, দূতরূপে আচরণ করেছেন, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিশ্বস্ত সহায়ক হয়েছিলেন। এইরূপ ভক্তগণের জন্য বিস্তারিত জ্ঞানযোগ পদ্ধতি অথবা অলৌকিক শক্তিলাভের পদ্ধতির কোনও প্রয়োজন নেই। শ্রীউদ্ধব এই সমস্ত ভক্তদের প্রতিনিধিত্ব করে ভগবানকে প্রকাশ্যে

জানাচ্ছেন যে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যিনি প্রত্যক্ষভাবে রুচি অর্জন করেছেন, তাঁর নিকট দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার সুনিপুণ পদ্ধতি এবং অলৌকিক যোগ সাধনা সমাদৃত হয় না।

শ্লোক ৫

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু ।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনুভূত্যৈ
কিংবা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥ ৫ ॥

তম্—সেই; **ত্বা**—আপনি; **অখিল**—সকলের; **আত্ম**—পরমাত্মা; **দয়িত**—পরম প্রিয়; **ঈশ্বরম্**—এবং পরম নিয়ামক; **আশ্রিতানাম্**—যারা আপনার আশ্রয় নেয় তাদের; **সর্ব-অর্থ**—সর্ব সিদ্ধির; **দম্**—প্রদাতা; **স্ব-কৃত**—আপনার প্রদত্ত কল্যাণ; **বিৎ**—জ্ঞাতা; **বিসৃজেত**—প্রত্যাখ্যান করতে পারে; **কঃ**—কে; **নু**—বস্তুত; **কঃ**—কে; **বা**—অথবা; **ভজেৎ**—গ্রহণ করতে পারেন; **কিম্ অপি**—যা কিছুই; **বিস্মৃতয়ে**—বিস্মৃতির জন্য; **অনু**—কাজে কাজেই; **ভূত্যৈ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; **কিম্**—কি; **বা**—অথবা; **ভবেৎ**—হয়; **ন**—না; **তব**—আপনার; **পাদ**—পাদপদ্মের; **রজঃ**—ধূলি; **জুষাম্**—সেবকদের জন্য; **নঃ**—আমরা নিজেরা।

অনুবাদ

আশ্রিত ভক্তগণের সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা, সকলের পরম প্রভু, পরম আদরণীয় উপাস্য বস্তু এবং স্বয়ং আত্মারূপী আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে কার সাহস হবে? আপনার দ্বারা অর্পিত কল্যাণ সম্বন্ধে অবগত হয়েও কে এমন অকৃতজ্ঞ হতে পারে? ভগবৎ বিস্মৃতিপ্রদ জড় ভোগের জন্য আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য কিছুকে কে গ্রহণ করবে? আর আমরা, যারা আপনার পাদপদ্মের সেবায় ব্রতী হয়েছি তাদের কি কোনও অভাব আছে?

তাৎপর্য

মহাভারতের মোক্ষধর্মের নারায়ণীয়তে বলা হয়েছে—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥

"বিভিন্ন পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যম স্বরূপ মনুষ্য জীবনে চতুর্বর্গের যা কিছু লাভ হয়, সকলের আশ্রয়, ভগবান নারায়ণের যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁরা

সে সমস্তই বিনা প্রচেষ্টায় লাভ করে থাকেন।" এইভাবে কৃষ্ণভক্তগণ জানেন যে, কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযোগে শরণাগত হলে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হবেন। *ভগবদ্গীতা* অনুসারে এইটিই হচ্ছে যোগের সর্বোচ্চ স্তর।

শ্লোক ৬

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৬ ॥

ন এব—মোটেই না; **উপয়ন্তি**—প্রকাশ করতে সক্ষম; **অপচিতিম্**—তাদের কৃতজ্ঞতা; **কবয়ঃ**—বিদ্বান ভক্তগণ; **তব**—আপনার; **ঈশ**—হে ভগবান; **ব্রহ্মআয়ুষা**—ব্রহ্মার সমান আয়ুষ্কাল দ্বারা; **অপি**—সত্ত্বেও; **কৃতম্**—মহৎকার্য; **ঋদ্ধ**—সমৃদ্ধ; **মুদঃ**—আনন্দ; **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করে; **যঃ**—যে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **তনুভৃতাম্**—দেহধারীগণের; **অশুভম্**—দুর্ভাগ্য; **বিধুন্বন্**—বিদূরীত করে; **আচার্য**—গুরুদেবের; **চৈত্ত্য**—পরমাত্মার; **বপুষা**—রূপের দ্বারা; **স্ব**—নিজের; **গতিম্**—পথ; **ব্যনক্তি**—দর্শন করায়।

অনুবাদ

হে ভগবান! ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ জীবন লাভ করলেও পারমার্থিক বিজ্ঞানে দক্ষব্যক্তিগণ এবং দিব্যস্তরের কবিগণ আপনার প্রতি যে কতটা ঋণী, তা পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারেননি, কেননা আপনি বাইরে আচার্যরূপে এবং অন্তরে, পরমাত্মারূপে এই দুইভাবে আবির্ভূত হয়ে আপনার নিকট কীভাবে উপনীত হতে হবে, সেই বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে দেহধারী জীবদের উদ্ধার করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে ভক্তের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের নিজের প্রাণ অপেক্ষা কোটিগুণ বেশি প্রিয়। আর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, ভগবানের পাদপদ্মে প্রেমময়ী সেবা লাভ করার জন্য ভক্ত ভগবানের নিকট নিজেকে এত ঋণী বোধ করেন যে, তা ব্রহ্মাণ্ডের এক হাজার বার সৃষ্টি-স্থিতি কাল পর্যন্ত ভগবৎ সেবা করলেও তিনি শোধ করতে পারবেন না। ভগবান হৃদয়াভ্যন্তরে পরমাত্মারূপে এবং বাইরে শ্রীগুরুদেব এবং ভগবানের গ্রন্থরূপী অবতার, সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক জ্ঞান *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* উভয়রূপে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা
পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ ।
গৃহীতমূর্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো
জগাদ সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদ্ধবেন**—উদ্ধব কর্তৃক; **অতি-অনুরক্ত**—অত্যন্ত অনুরক্ত; **চেতসা**—যার হৃদয়; **পৃষ্টঃ**—প্রশ্ন করেছেন; **জগৎ**—জগৎ; **ক্রীড়নকঃ**—যার খেলনা; **স্বশক্তিভিঃ**—তাঁর নিজশক্তি দ্বারা; **গৃহীত**—যিনি গ্রহণ করেছেন; **মূর্তি**—ব্যক্তিগত রূপ সকল; **ত্রয়ঃ**—তিন; **ঈশ্বর**—সমস্ত নিয়ামকদের মধ্যে; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ামক; **জগাদ**—তিনি বললেন; **স-প্রেম**—আদরের সঙ্গে; **মনঃহর**—আকর্ষণীয়; **স্মিতঃ**—যাঁর মৃদু হাস্য।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—পরম আদরণীয় উদ্ধবের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সমগ্র জগৎ যাঁর নিকট ক্রীড়ানকের মতো এবং যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এই ত্রিমূর্তি ধারণ করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার্দ্র চিত্তে তাঁর সর্বাকর্ষক মৃদু হাস্য প্রদর্শন করে উত্তর প্রদান করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্মান্ সুমঙ্গলান্ ।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জয়ম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **হন্ত**—হ্যাঁ; **তে**—তোমার নিকট; **কথয়িষ্যামি**—আমি বলব; **মম**—আমার সম্পর্কে; **ধর্মান্**—ধর্ম; **সুমঙ্গলান্**—পরম মঙ্গলজনক; **যান্**—যেটি; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **আচরন্**—আচরণ করে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল মানুষ; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **জয়তি**—জয় করে; **দুর্জয়ম্**—দুর্জয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হ্যাঁ, আমি তোমার নিকট আমার প্রতি ভক্তির নিয়মাবলী বর্ণনা করব, যা পালন করে মরণশীল মানুষ দুর্জয় মৃত্যুকে জয় করতে পারবে।

শ্লোক ৯

কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্ ।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্মাত্মমনোরতিঃ ॥ ৯ ॥

কুর্যাৎ—সম্পাদন করা উচিত; **সর্বাণি**—সমস্ত; **কর্মাণি**—অনুমোদিত কার্য; **মৎ-অর্থম্**—আমার জন্য; **শনকৈঃ**—আবেগ প্রবণ না হয়ে; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **ময়ি**—আমার প্রতি; **অর্পিত**—যে অর্পণ করেছে; **মনঃ চিত্তঃ**—তার মন এবং বুদ্ধি; **মৎ-ধর্ম**—আমার ভক্তিযোগ; **আত্ম-মনঃ**—তার নিজের মনের; **রতিঃ**—আকর্ষণ।

অনুবাদ

আবেগ প্রবণ না হয়ে সর্বদা আমাকে স্মরণ করে ভক্তের উচিত তার সমস্ত কর্তব্য আমার জন্য সম্পাদন করা। মন ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করে, তার মনকে আমার প্রতি ভক্তিযোগের আকর্ষণে নিবিষ্ট করা উচিত।

তাৎপর্য

মদ্ধর্মাত্মমনোরতিঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, আমাদের সমস্ত ভালবাসা এবং স্নেহ পরমেশ্বর ভগবানকে প্রীত করার জন্য সমর্পণ করতে হবে। ভক্তিযোগেও স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যমে সন্তুষ্টিলাভের কথা এখানে বলা হয়নি বরং ভক্তের উচিত স্বয়ং ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, আর তা লাভ করা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে গুরুপরম্পরাক্রমে আগত যথার্থ গুরুদেবের আদেশ শ্রদ্ধা সহকারে পালন করার মাধ্যমে। ভক্তিযোগ অনুশীলনকালেও নিজের সন্তুষ্টির প্রতি আসক্তি হচ্ছে জড় স্তরের, পক্ষান্তরে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের প্রতি আসক্তি হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় ভাবাবেগ।

শ্লোক ১০

দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্ ।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥ ১০ ॥

দেশান্—স্থানসকল; **পুণ্যান্**—পবিত্র; **আশ্রয়েত**—তার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত; **মৎ-ভক্তৈঃ**—আমার ভক্তদের দ্বারা; **সাধুভিঃ**—সাধু; **শ্রিতান্**—প্রত্যার্পণ; **দেব**—দেবগণের মধ্যে; **অসুর**—অসুরগণ; **মনুষ্যেষু**—এবং মনুষ্যগণ; **মৎ-ভক্ত**—আমার ভক্তগণের; **আচরিতানি**—আচরণ; **চ**—এবং।

অনুবাদ

দেবগণ, অসুরগণ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমার ভক্তগণ আবির্ভূত হয়ে থাকে। মানুষের উচিত, সেই সমস্ত ভক্তগণ যে স্থানে বাস করে, সেই সমস্ত পবিত্র স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে উক্ত ভক্তগণের দৃষ্টান্তমূলক কার্যাবলীর দ্বারা পরিচালিত হওয়া।

তাৎপর্য

নারদমুনি হচ্ছেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত, যিনি দেবগণের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ আবির্ভূত হয়েছিলেন অসুরগণের মধ্যে, এবং আরও অন্যান্য অনেক মহান ভক্ত, যেমন অম্বরীশ মহারাজ এবং পাণ্ডবগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন মনুষ্যগণের মধ্যে। আমাদের উচিত ভক্তগণের দৃষ্টান্তমূলক আচরণ এবং তাঁরা যে সমস্ত পবিত্র স্থানে বসবাস করেন তার আশ্রয় গ্রহণ করা। এইভাবে আমরা ভক্তিযোগের পথে নিরাপদে চলতে পারব।

শ্লোক ১১

পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্বযাত্রামহোৎসবান্ ।
কারয়েদ্ গীতনৃত্যাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ ॥ ১১ ॥

পৃথক্—একা; **সত্রেণ**—জমায়েতের মধ্যে; **বা**—বা; **মহ্যং**—আমার জন্য; **পর্ব**—প্রতি মাসে পালনীয়, যেমন একাদশী; **যাত্রা**—বিশেষ সমাগম; **মহা-উৎসবান্**—এবং উৎসব সমূহ; **কারয়েদ্**—উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করা উচিত; **গীত**—গীতের মাধ্যমে; **নৃত্য-আদ্যৈঃ**—নৃত্যাদি; **মহারাজ**—রাজকীয়; **বিভূতিভিঃ**—ঐশ্বর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে।

অনুবাদ

আমার আরাধনার জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত পবিত্র তিথি, আমার অনুষ্ঠান এবং উৎসবগুলি, একাকী অথবা জনসমাগমের মধ্যে, কীর্তন করে, নৃত্য এবং অন্যান্য রাজকীয় ঐশ্বর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করা উচিত।

শ্লোক ১২

মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্ ।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ১২ ॥

মাম্—আমাকে; **এব**—বস্তুত; **সর্বভূতেষু**—সমস্ত জীবের মধ্যে; **বহিঃ**—বাহ্যিকভাবে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **অপাবৃতম্**—অনাবৃত; **ঈক্ষেত**—দর্শন করা উচিত; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **চ**—ও; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **যথা**—যেমন; **খম্**—আকাশ; **অমল-আশয়ঃ**—শুদ্ধ হৃদয় সম্পন্ন।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত শুদ্ধ হৃদয়ে অন্তরে এবং বাহিরে সর্বব্যাপ্ত আকাশের মতো, নিজের মধ্যে ও সমস্ত জীবের মধ্যে বর্তমান জড়কলুষশূন্য পরমাত্মারূপে আমাকে দর্শন করা।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, পরম সত্য সম্বন্ধে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনায় আগ্রহী লোকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য ভগবান বর্তমান শ্লোকটি বলেছেন। এইরূপ পরমার্থবাদী অন্তিম ঐক্যানুসন্ধানী পণ্ডিতগণ এখানে বর্ণিত ভগবানের অভিব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হবেন।

শ্লোক ১৩-১৪

ইতি সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে ।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥ ১৩ ॥
ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে ।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইরূপে; **সর্বাণি**—সকলের প্রতি; **ভূতানি**—জীব সত্তা; **মদ্ভাবেন**—আমার উপস্থিতি বোধ সহকারে; **মহাদ্যুতে**—হে মহাদ্যুতি উদ্ধব; **সভাজয়ন্**—শ্রদ্ধা প্রদান করে; **মন্যমানঃ**—সেইরূপ মনে করে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **কেবলম্**—চিন্ময়; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **ব্রাহ্মণে**—ব্রাহ্মণের প্রতি; **পুক্কসে**—পুক্কস নামক নিম্নবর্ণে, **স্তেনে**—চোরের প্রতি; **ব্রহ্মণ্যে**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির প্রতি; **অর্কে**—সূর্যে; **স্ফুলিঙ্গকে**—অগ্নি স্ফুলিঙ্গে; **অক্রূরে**—অকপট ব্যক্তিতে; **ক্রূরকে**—ক্রূর ব্যক্তিতে; **চ**—ও; **এব**—বস্তুত; **সমদৃক্**—সমদর্শী; **পণ্ডিতঃ**—পণ্ডিতব্যক্তি; **মতঃ**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

হে দ্যুতিমান উদ্ধব, যে ব্যক্তি প্রতিটি জীবে আমার উপস্থিতি দর্শন করে, আর এই দিব্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে প্রত্যেককে শ্রদ্ধা করে, তাকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলে মনে করা হয়। এইরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ এবং পুক্কস, চোর ও ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক দাতা, সূর্য এবং ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ভদ্র আর নিষ্ঠুর সকলের প্রতি সমদর্শী।

তাৎপর্য

এখানে ধারাবাহিকভাবে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং নিম্নশ্রেণীর আদিম মানুষ, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট থেকে চুরি করে যে চোর আর ব্রাহ্মণদেরকে দান করেন এমন ব্রহ্মণ্য

সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ব্যক্তি, সর্বশক্তিমান সূর্য আর নগণ্য স্ফুলিঙ্গ, এবং শেষে কৃপালু আর নিষ্ঠুর ইত্যাদি বিপরীত গুণের উপস্থাপন করা হয়েছে। তা হলে ভগবান কিভাবে বলতে পারেন যে, এইরূপ স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি অগ্রাহ্যকারী ব্যক্তিই জ্ঞানী? *মন্ত্বাকেন* শব্দে তার উত্তর প্রদান করা হয়েছে—জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। সুতরাং, জড় বৈচিত্র্য নিয়ে বাহ্যিকভাবে অনুভব এবং ব্যবহারাদি করলেও জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত কিছুর মধ্যে পরমেশ্বরের উপস্থিতি ভিত্তিক এক অস্বাভাবিক ঐক্যের কথা চিন্তা করে আরও বেশি প্রভাবিত হন। এখানে বলা হয়েছে যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি বাহ্যিক জড় পার্থক্যের মধ্যে সীমিত নন।

শ্লোক ১৫

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ ।
স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি ॥ ১৫ ॥

নরেষু—সমস্ত মানুষের মধ্যে; **অভীক্ষ্ণম্**—প্রতিনিয়ত; **মৎ-ভাবম্**—আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতি; **পুংসঃ**—মানুষের; **ভাবয়তঃ**—যিনি চিন্তা-ভাবনা করছেন; **অচিরাৎ**—শীঘ্র; **স্পর্ধা**—(সমপর্যায়ের সঙ্গে) প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা; **অসূয়া**—হিংসা (জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি); **তিরস্কারাঃ**—এবং তিরস্কার (কনিষ্ঠদের প্রতি); **স**—সহ; **অহংকারা**—মিথ্যা অহংকার; **বিয়ন্তি**—অদৃশ্য হয়; **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যে আমার উপস্থিতি অনুভব করে প্রতিনিয়ত আমার স্মরণ-মনন করে, তার হৃদয় থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পর্ধা, ঈর্ষা, তিরস্কার করা আর সেইসঙ্গে মিথ্যা অহংকার খুব সত্বর বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

আমরা বদ্ধজীবেরা সমপর্যায়ের লোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জ্যেষ্ঠদের প্রতি ঈর্ষা, এবং অনুগতদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব অবলম্বন করেই থাকি। প্রতিটি জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে এই সমস্ত কলুষিত প্রবণতা এবং তাদের ভিত্তি—মিথ্যা অহংকার খুব শীঘ্র বিদূরীত হয়।

শ্লোক ১৬

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্দৃশং ব্রীড়াং চ দৈহিকীম্ ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥ ১৬ ॥

বিসৃজ্য—ত্যাগ করে; **স্ময়মানান্**—হাস্যরত; **স্বান্**—নিজের বন্ধু; **দৃশম্**—দৃষ্টিভঙ্গি; **ব্রীড়াম্**—লজ্জা; **চ**—এবং; **দৈহিকীম্**—দেহাত্মবুদ্ধি; **প্রণমেৎ**—প্রণাম করা উচিত; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডের মতো পতিত হয়ে; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **আ**—এমনকি; **শ্ব**—কুকুরকে; **চাণ্ডাল**—চণ্ডাল; **গো**—গাভী; **খরম্**—এবং গর্দভ।

অনুবাদ

নিজের সঙ্গী-সাথীদের উপহাস উপেক্ষা করে ভক্তের উচিত দেহাত্মবুদ্ধি আর আনুসঙ্গিক সঙ্কোচবোধ পরিত্যাগ করা। সকলকে—এমনকি কুকুর, চণ্ডাল, গাভী এবং গর্দভকেও ভূমিষ্ঠ হয়ে সকলের সামনে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করা উচিত।

তাৎপর্য

সর্বজীবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার অভ্যাস করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিটি ভক্তকে তৃণাপেক্ষা হীন এবং বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু হতে উপদেশ প্রদান করেছেন। এইরূপ বিনয়সম্পন্ন হলে আমরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে বিড়ম্বিত হব না। ভক্তরা মূর্খের মতো গাভী বা গর্দভকে ভগবান বলে মনে করেন না, কিন্তু তাঁরা সর্বজীবের মধ্যে পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। এইরূপ উন্নত পারমার্থিক স্তরে তিনি কোনও পার্থক্য দর্শন করেন না।

শ্লোক ১৭

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে ।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৭ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; **সর্বেষু**—সকলের মধ্যে; **ভূতেষু**—জীবসত্তা; **মৎ-ভাবঃ**—আমার উপস্থিতির দৃষ্টিভঙ্গি; **ন উপজায়তে**—পূর্ণরূপে বর্ধিত না হয়; **তাবৎ**—ততদিন পর্যন্ত; **এবম্**—এইভাবে; **উপাসীত**—উপাসনা করতে হবে; **বাক্**—তার বাক্যের; **মনঃ**—মন; **কায়**—এবং শরীর; **বৃত্তিভিঃ**—কার্যের দ্বারা।

অনুবাদ

সর্বজীবের মধ্যে আমার দর্শন যতক্ষণ না সম্ভব হয়, ততক্ষণই ভক্তের উচিত কায়মনোবাক্যে এই পদ্ধতিতে আমার উপাসনা চালিয়ে যাওয়া।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে যতক্ষণ না সর্বজীবে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাচ্ছে, ততক্ষণই তাঁর সর্বজীবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদনের পদ্ধতি অনুশীলন করতে হবে। কারও কারও পক্ষে সবার সম্মুখে সব জীবকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানানো সম্ভব না হলেও, কমপক্ষে মনে মনে অথবা বাক্যের দ্বারা সমস্ত জীবকে তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত। তাতেই ভক্তের আত্মোপলব্ধির অগ্রগতি লাভের পথে সহায়তা হবে।

শ্লোক ১৮

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া ।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

সর্বম্—সবকিছু; **ব্রহ্ম-আত্মকম্**—পরম সত্যের উপর আধারিত; **তস্য**—তার জন্য; **বিদ্যয়া**—দিব্যজ্ঞানের দ্বারা; **আত্ম-মনীষয়া**—পরমাত্মা উপলব্ধির দ্বারা; **পরিপশ্যন্**—সর্বত্র দর্শন করে; **উপরমেৎ**—জড়কর্ম থেকে বিরত হওয়া উচিত; **সর্বতঃ**—সবক্ষেত্রে; **মুক্ত-সংশয়ঃ**—সংশয় মুক্ত।

অনুবাদ

সর্বব্যাপ্ত ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ সর্বত্র পরম সত্যকে দর্শন করতে সক্ষম হয়। সমস্ত সংশয় মুক্ত হয়ে তার সকাম কর্ম ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১৯

অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম ।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অয়ম্—এই; **হি**—বস্তুত; **সর্ব**—সকলের; **কল্পনাম্**—পদ্ধতিসমূহ; **সধ্রীচীনঃ**—সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত; **মতঃ**—মনে করা হয়; **মম**—আমার দ্বারা; **মৎ-ভাবঃ**—আমাকে দর্শন করা; **সর্বভূতেষু**—সর্বজীবে; **মনঃ-বাক্-কায়-বৃত্তিভিঃ**—কায়মনোবাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

বাস্তবে, আমি মনে করি—সর্বজীবে আমাকে উপলব্ধি করার জন্য কায়, মন ও বাক্যের বৃত্তিগুলি ব্যবহারের—এই পদ্ধতিই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানলাভের সম্ভাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

শ্লোক ২০

ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্মস্যোদ্ধবাণ্বপি ।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥ ২০ ॥

ন—নেই; **হি**—বস্তুত; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **উপক্রমে**—প্রচেষ্টায়; **ধ্বংসঃ**—ধ্বংস; **মৎ-ধর্মস্য**—আমার প্রতি ভক্তিযোগের; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **অণু**—অত্যন্ত অল্প; **অপি**—এমনকি; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ব্যবসিতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **সম্যক্**—সুষ্ঠুরূপে; **নির্গুণত্বাৎ**—যেহেতু এটি দিব্য; **অনাশিষঃ**—অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য-রহিত।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, ভক্তিযোগের এই পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রতিষ্ঠা করার ফলে তা হচ্ছে দিব্য এবং সমস্ত প্রকার জড় উদ্দেশ্য রহিত। এই পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে ভক্ত নিঃসন্দেহে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

তাৎপর্য

মহর্ষিগণ এবং পারমার্থিক নেতৃবর্গ মনুষ্য জীবনে অগ্রগতি লাভের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রণয়ণ করলেও, পরমেশ্বর স্বয়ং ভক্তিযোগের পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, যাতে প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়। যিনি ব্যক্তিস্বার্থ শূন্য হয়ে ভগবানের সেবা করেন, তাঁর অগ্রগতি কখনও পরাভূত হবে না, আর তিনি অদূরভবিষ্যতে নিশ্চয় স্বধাম, ভগবৎ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করবেন।

শ্লোক ২১

যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ ।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ ভয়াদেরিব সত্তম ॥ ২১ ॥

যঃ যঃ—যে কেউ; **ময়ি**—আমার প্রতি; **পরে**—পরম; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **কল্প্যতে**—হয়; **নিষ্ফলায়**—জড় কর্মফল থেকে মুক্তির পথে; **চেৎ**—যদি; **তৎ**—তার; **আয়াসঃ**—প্রচেষ্টা; **নিরর্থঃ**—নিরর্থক; **স্যাৎ**—হতে পারে; **ভয়-আদেঃ**—ভয় ইত্যাদির; **ইব**—মতো; **সৎ-তম**—হে সাধুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, সাধারণ মানুষ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ক্রন্দন করে, ভয় পায় এবং অনুশোচনা করে—এই সমস্ত অনর্থক ভাবাবেগের ফলে পরিস্থিতির কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ নিঃস্বার্থভাবে আমার প্রতি অর্পিত কার্য, বাহ্যিকভাবে নিরর্থক মনে হলেও, তা যথার্থ ধর্মের সমতুল্য।

তাৎপর্য

অত্যন্ত নগণ্য কার্যও নিঃস্বার্থভাবে পরমেশ্বরের প্রতি অর্পিত হলে তা ভক্তকে পারমার্থিক জীবনের উন্নত স্তরে উপনীত করে। বাস্তবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন ও পালন করেন। নির্বিঘ্নে ভগবৎ সেবা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভক্ত যদি ভগবানের নিকট রক্ষণ এবং পালনের জন্য ক্রন্দন করেন, বাহ্যিকভাবে অনর্থক আবেদন হলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে পরম ধর্ম রূপে গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২২

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্ ।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥ ২২ ॥

এষা—এই; **বুদ্ধিমতাম্**—বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **মনীষা**—চাতুর্য; **চ**—এবং; **মনীষিণাম্**—চতুর ব্যক্তিদের; **যৎ**—যা; **সত্যম্**—সত্য; **অনৃতেন**—মিথ্যার দ্বারা; **ইহ**—এই জীবনে; **মর্ত্যেন**—মরণশীলদের দ্বারা; **আপ্নোতি**—লাভ করে; **মা**—আমাকে; **অমৃতম্**—অমর।

অনুবাদ

এই পদ্ধতি হচ্ছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা এবং চতুর ব্যক্তিদের চাতুর্য, কেননা তা অনুসরণ করার ফলে জীব এই জীবনেই ক্ষণস্থায়ী এবং অবাস্তব বস্তু ব্যবহার করার মাধ্যমে নিত্য বাস্তব বস্তু, আমাকে লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবানের সেবা করতে এসে যে ব্যক্তি নিজের মান-মর্যাদা কামনা করে, তাকে বুদ্ধিমান বা চতুর বলে মনে করা যায় না। তেমনই, যে ব্যক্তি কৃত্রিম অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক হওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়, সে পরম বুদ্ধিমান নয়। আবার যিনি অর্থ সঞ্চয়ে নিপুণ তিনিও নন। ভগবান এখানে বলছেন, যে ভক্ত ব্যক্তিস্বার্থ শূন্য হয়ে ভগবানকে ভালবেসে তাঁর ক্ষণস্থায়ী মায়াময় জড় দেহ এবং যথা সর্বস্ব তাঁকে অর্পণ করেন, তিনিই হচ্ছেন পরম বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি। এইভাবে ভক্ত সনাতন পরম সত্যকে প্রাপ্ত হন। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে ব্যক্তিগত বাসনা এবং কপটতা রহিত হয়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট যথার্থই আত্মসমর্পণ করা। সেটিই হচ্ছে ভগবানের অভিমত।

শ্লোক ২৩

এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ ॥ ২৩ ॥

এষঃ—এই; **তে**—আপনার প্রতি; **অভিহিতঃ**—বর্ণিত হয়েছে; **কৃৎস্নঃ**—সম্পূর্ণরূপে; **ব্রহ্মবাদস্য**—পরম সত্যের বিজ্ঞানের; **সংগ্রহঃ**—পরিমাপ; **সমাস**—সংক্ষেপে; **ব্যাস**—বিস্তারিতভাবে; **বিধিনা**—উভয় পন্থায়; **দেবানাম্**—দেবগণের; **অপি**—এমনকি; **দুর্গমঃ**—দুর্লভ।

অনুবাদ

এইভাবে আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে পরম সত্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করলাম। এমনকি দেবতাদের জন্যও এই বিজ্ঞান অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

তাৎপর্য

দেবানাম্ শব্দটি সূচিত করে, সত্ত্বগুণসম্পন্ন জীবেরাও (যেমন দেবগণ, সাধু এবং পুণ্যবান দার্শনিকগণ) পরম সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, কারণ তাঁরা ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে শরণাগত নন।

শ্লোক ২৪

অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ ।
এতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষো নষ্টসংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অভীক্ষ্ণশঃ—পুনঃ পুনঃ; **তে**—তোমাকে; **গদিতম্**—বললাম; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **বিস্পষ্ট**—স্পষ্টরূপে; **যুক্তি**—তার্কিকযুক্তি; **মৎ**—সমন্বিত; **এতৎ**—এই; **বিজ্ঞায়**—সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করে; **মুচ্যেত**—মুক্ত হবে; **পুরুষঃ**—মানুষ; **নষ্ট**—বিনষ্ট; **সংশয়ঃ**—তার সন্দেহ।

অনুবাদ

স্পষ্টযুক্তি সহকারে বার বার আমি তোমার নিকট এই জ্ঞানের কথা বর্ণনা করলাম। যে কেউ এই বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতে পারলে, সমস্ত সন্দেহ শূন্য হয়ে সে মুক্তি লাভ করবে।

শ্লোক ২৫

সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং ময়ৈতদপি ধারয়েৎ ।
সনাতনং ব্রহ্মগুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

সুবিবিক্তম্—স্পষ্টরূপে বর্ণিত; **তব**—তোমার; **প্রশ্নম্**—প্রশ্ন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **এতৎ**—এই; **অপি**—এমনকি; **ধারয়েৎ**—সে মনোনিবেশ করে; **সনাতনম্**—নিত্য; **ব্রহ্ম-গুহ্যম্**—বেদগুহ্য; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **অধিগচ্ছতি**—লাভ করে।

অনুবাদ

তোমার প্রশ্নের এই সমস্ত সুস্পষ্ট উত্তরের প্রতি যে কেউ মনোনিবেশ করলে, সে সনাতন বেদের গোপনীয় উদ্দেশ্য—পরম অবিমিশ্র সত্যকে লাভ করবে।

শ্লোক ২৬

য এতন্মম ভক্তেষু সম্প্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলম্ ।
তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্মানমাত্মনা ॥ ২৬ ॥

যঃ—যে; **এতৎ**—এই; **মম**—আমার; **ভক্তেষু**—ভক্তদের মধ্যে; **সম্প্রদদ্যাৎ**—উপদেশ প্রদান করবে; **সুপুষ্কলম্**—উদারভাবে; **তস্য**—তার প্রতি; **অহম্**—আমি; **ব্রহ্ম-দায়স্য**—ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানকারীকে; **দদামি**—আমি প্রদান করি; **আত্মানম্**—নিজেকে; **আত্মনা**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদাতা, আর তার নিকট আমি নিজেকেই প্রদান করি।

শ্লোক ২৭

য এতৎ সমধীয়ীত পবিত্রং পরমং শুচি ।
স পূয়েতাহরহর্মাং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্ ॥ ২৭ ॥

যঃ—যে; **এতৎ**—এই; **সমধীয়ীত**—উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে; **পবিত্রম্**—পবিত্রতা প্রদানকারী; **পরমম্**—পরম; **শুচি**—স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ; **সঃ**—সে; **পূয়েত**—পবিত্র হয়; **অহঃ অহঃ**—দিনে দিনে; **মাম্**—আমাকে; **জ্ঞানদীপেন**—জ্ঞানদীপের দ্বারা; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে এই পরম নির্মল, এবং শুদ্ধতাপ্রদ পরম জ্ঞান প্রচার করে, সে দিব্যজ্ঞানের বর্তিকার দ্বারা অন্যদের নিকট আমাকে প্রকাশ করার ফলে দিনে দিনে পবিত্র হয়।

শ্লোক ২৮

য এতচ্ছ্রদ্ধয়া নিত্যমব্যগ্রঃ শৃণুয়ান্নরঃ ।
ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্বন্ কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ২৮ ॥

যঃ—যে; **এতৎ**—এই; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধাসহকারে; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **অব্যগ্রঃ**—নিরবিচ্ছিন্নভাবে; **শৃনুয়াৎ**—শ্রবণ করে; **নরঃ**—মানুষ; **ময়ি**—আমার প্রতি; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **পরাম্**—দিব্য; **কুর্বন্**—সম্পাদন করে; **কর্মভিঃ**—সকাম কর্মের দ্বারা; **ন**—না; **সঃ**—সে; **বধ্যতে**—আবদ্ধ হয়।

অনুবাদ

যে কেউ সর্বক্ষণ আমার শুদ্ধ ভক্তিতে নিয়োজিত হয়ে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে নিয়মিতভাবে এই জ্ঞান শ্রবণ করবে, সে কখনও জড় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হবে না।

শ্লোক ২৯

অপ্যুদ্ধব ত্বয়া ব্রহ্ম সখে সমবধারিতম্ ।
অপি তে বিগতো মোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ ॥ ২৯ ॥

অপি—তা কি; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ব্রহ্ম**—চিন্ময় জ্ঞান; **সখে**—হে সখা; **সমবধারিতম্**—যথেষ্ট উপলব্ধ; **অপি**—তা কি; **তে**—তোমার; **বিগতঃ**—বিদূরীত; **মোহঃ**—মোহ; **শোকঃ**—অনুশোচনা; **চ**—এবং; **অসৌ**—এই; **মনঃ-ভবঃ**—তোমার মন জাত।

অনুবাদ

প্রিয় সখা উদ্ধব, তুমি কি এই দিব্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ? তোমার মনে উদ্ভূত শোক এবং মোহ কি এখন বিদূরীত হয়েছে?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রকাশিত নিজ শক্তিগুলিকে ভগবান থেকে পৃথক ভেবে উদ্ধব বিমোহিত হয়েছিলেন। নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন রূপে ভাবার জন্য উদ্ধবের মনে অনুশোচনার উদয় হয়েছিল। শ্রীউদ্ধব হচ্ছেন নিত্যমুক্ত আত্মা, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শোক এবং মোহগ্রস্ত করেছিলেন, যাতে *উদ্ধব-গীতা* রূপী পরম জ্ঞান তিনি প্রদান করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নটি এখানে সূচিত করে যে, উদ্ধব যদি এই জ্ঞান সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি না করে থাকেন, তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই বিষয় পুনরায় ব্যাখ্যা করবেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে ভগবানের প্রশ্নটি এখানে রসিকতা এবং বন্ধুত্বমূলক। কৃষ্ণভাবনামৃতে উদ্ধবের পূর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে ভগবান ভালভাবেই অবগত ছিলেন।

শ্লোক ৩০

নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥ ৩০ ॥

ন—না; এতৎ—এই; ত্বয়া—তোমার দ্বারা; দাম্ভিকায়—দাম্ভিকের নিকট; নাস্তিকায়—নাস্তিকের নিকট; শঠায়—শঠের নিকট; চ—এবং; অশুশ্রূষোঃ—শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে; অভক্তায়—অভক্তের নিকট; দুর্বিনীতায়—বিনীত এবং নম্র নয় এমন ব্যক্তির নিকট; দীয়তাম্—প্রদান করা উচিত।

অনুবাদ

দাম্ভিক, নাস্তিক, অসৎ অথবা যে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করবে না, অভক্ত, অথবা বিনীত নয়, তোমার উচিত তাদের কারও নিকট এই উপদেশ প্রদান না করা।

শ্লোক ৩১

এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ ।
সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ ভক্তিঃ স্যাৎ শূদ্রযোষিতাম্ ॥ ৩১ ॥

এতৈঃ—এ সকলের; দোষৈঃ—দোষসমূহ; বিহীনায়—মুক্তব্যক্তিকে; ব্রহ্মণ্যায়—ব্রাহ্মণ কল্যাণে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের নিকট; প্রিয়ায়—কৃপালু ব্যক্তি; চ—এবং; সাধবে—সাধু; শুচয়ে—শুদ্ধ; ব্রূয়াৎ—বলা উচিত; ভক্তিঃ—ভক্তি; স্যাৎ—যদি উপস্থিত হয়; শূদ্র—শূদ্রের; যোষিতাম্—এবং স্ত্রীলোক।

অনুবাদ

যে সমস্ত ব্যক্তি এই সকল অসদ্‌গুণরহিত, ব্রাহ্মণ কল্যাণে উৎসর্গীকৃত, কৃপালু, সাধু এবং শুদ্ধ, তাদেরকে এই জ্ঞান প্রদান করা উচিত। আর যদি সাধারণ কর্মী এবং স্ত্রীলোকরা ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়, তবে তাদেরকেও যোগ্য শ্রোতা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ৩২

নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ।
পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

ন—না; এতৎ—এই; বিজ্ঞায়—পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে; জিজ্ঞাসোঃ—জিজ্ঞাসু ব্যক্তির; জ্ঞাতব্যম্—জ্ঞাতব্য বিষয়; অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে; পীত্বা—পান করে; পীযূষম্—উপাদেয়; অমৃতম্—অমৃতময়রস; পাতব্যম্—পানীয়; ন—কোন কিছুই না; অবশিষ্যতে—বাকী থাকে।

অনুবাদ

যখন কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্য জ্ঞাতব্য আর কিছুই থাকে না। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি পরম উপাদেয় অমৃত পান করে, সে আর তৃষ্ণার্ত থাকে না।

শ্লোক ৩৩

জ্ঞানে কর্মণি যোগে চ বার্তায়াং দণ্ডধারণে ।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্বিধঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানে—জ্ঞানের পদ্ধতিতে; **কর্মণি**—সকাম কর্মে; **যোগে**—অলৌকিক যোগে; **চ**—এবং; **বার্তায়াম্**—সাধারণ কার্যে; **দণ্ডধারণে**—রাজনৈতিক শাসনে; **যাবান্**—যা কিছু; **অর্থঃ**—সম্পাদনের ফল; **নৃণাম্**—মানুষের; **তাত**—প্রিয় উদ্ধব; **তাবান্**—ততটা; **তে**—তোমার প্রতি; **অহম্**—আমি; **চতুঃবিধঃ**—চতুর্বিধ (ধর্ম অর্থ, কাম এবং মোক্ষ)।

অনুবাদ

সাংখ্য যোগের জ্ঞান, বাহ্য আনুষ্ঠানিক কর্ম, অলৌকিক যোগ সাধন, জাগতিক ব্যবসা এবং রাজনৈতিক শাসন—এসবের মাধ্যমে মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের পথে অগ্রগতি লাভ করতে চায়। কিন্তু তুমি যেহেতু আমার ভক্ত, মানুষ এই সমস্ত উপায়ে যা কিছু লাভ করে থাকে, তুমি আমার মধ্যে খুব সহজে তা প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত কিছুর ভিত্তি, আর যে ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট শরণাগতিরূপ বুদ্ধিমান সিদ্ধান্তের জন্য কখনও কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন না।

শ্লোক ৩৪

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৩৪ ॥

মর্ত্যঃ—মরণশীল; **যদা**—যখন; **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করে; **সমস্ত**—সমস্ত; **কর্মা**—তার সকাম কর্ম; **নিবেদিত-আত্মা**—নিবেদিত আত্মা; **বিচিকীর্ষিতঃ**—বিশেষ কিছু করার জন্য ইচ্ছুক; **মে**—আমার জন্য; **তদা**—সেই সময়; **অমৃতত্বম্**—অমরত্ব; **প্রতিপদ্যমানঃ**—প্রাপ্ত হওয়ার পথে; **ময়া**—আমার সঙ্গে; **আত্ম-ভূয়ায়**—সমান ঐশ্বর্যের জন্য; **চ**—ও; **কল্পতে**—যোগ্য হয়; **বৈ**—বস্তুত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি সেবা সম্পাদনের বাসনায় সমস্ত সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অর্পণ করে, সে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভ করে আমার নিজের ঐশ্বর্যের অংশীদার হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়।

শ্লোক ৩৫

শ্রীশুক উবাচ

স এবমাদর্শিতযোগমার্গ-
তদোত্তমঃশ্লোকবচো নিশম্য ।
বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রীত্যুপরুদ্ধকণ্ঠো
ন কিঞ্চিদূচেঽশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; সঃ—সে (উদ্ধব); এবম্—এইভাবে; আদর্শিত—প্রদর্শিত; যোগমার্গঃ—যোগমার্গ; তদা—তখন; উত্তমঃশ্লোক—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; বচঃ—বাক্য; নিশম্য—শ্রবণ করে, বদ্ধ-অঞ্জলিঃ—করজোড়ে প্রার্থনা; প্রীতি—প্রীতিবশতঃ; উপরুদ্ধ—রুদ্ধ; কণ্ঠঃ—তার কণ্ঠ; ন-কিঞ্চিৎ—কোন কিছুই না; ঊচে—সে বলল; অশ্রু—অশ্রু সহকারে; পরিপ্লুত—উপচে পড়া; অক্ষঃ—তার চক্ষুদ্বয়।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সমগ্র যোগমার্গ প্রদর্শনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত উক্তি শ্রবণ করার পর প্রণাম জ্ঞাপন করার জন্য উদ্ধব কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমবশত তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে অশ্রুবিসর্জন হওয়ার ফলে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না।

শ্লোক ৩৬

বিষ্টভ্য চিত্তং প্রণয়াবঘূর্ণং
ধৈর্যেণ রাজন্ বহুমন্যমানঃ ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরং
শীর্ষ্ণা স্পৃশংস্তচ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৬ ॥

বিষ্টভ্য—সংযত করে; চিত্তম্—তার মন; প্রণয়—ভালবেসে; অব-ঘূর্ণম্—ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে; ধৈর্যেণ—ধৈর্যসহকারে; রাজন্—হে রাজন; বহুমন্যমানঃ—কৃতজ্ঞতা

বোধ করে; কৃত-অঞ্জলিঃ—করজোড়ে; প্রাহ—বললেন; যদু-প্রবীরম্—যদুবংশের বীরশ্রেষ্ঠ; শীর্ষ্ণা—মস্তক দিয়ে; স্পৃশন্—স্পর্শ করে; তৎ—তাঁর; চরণ-অরবিন্দম্—চরণারবিন্দ।

অনুবাদ

প্রেমবিহ্বল মনকে স্থির করে যদুবংশের বীরশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। প্রিয় মহারাজ পরীক্ষিৎ, উদ্ধব ভগবানের চরণারবিন্দে তাঁর মস্তক স্পর্শ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করার পর কৃতাঞ্জলি পুটে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, উদ্ধবের মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহভীতি প্রতিনিয়ত প্রবেশ করছিল, তাই তিনি তাঁর উপর ভগবানের পরম করুণার কথা স্মরণ করে উৎসাহ বজায় রাখতে চেষ্টা করছিলেন। ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে তিনি তাঁর মনকে স্থির করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারো
য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ ।
বিভাবসোঃ কিং নু সমীপগস্য
শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য ॥ ৩৭ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **বিদ্রাবিতঃ**—বিদূরীত; **মোহ**—মোহের; **মহা-অন্ধকারঃ**—মহান্ধকার; **যঃ**—যেটি; **আশ্রিতঃ**—আশ্রিত; **মে**—আমার দ্বারা; **তব**—তোমার; **সন্নিধানাৎ**—উপস্থিতির দ্বারা; **বিভাবসোঃ**—সূর্যের; **কিম্**—কী; **নু**—বস্তুত; **সমীপ-গস্য**—সমীপাগতের জন্য; **শীতম্**—শীত; **তমঃ**—অন্ধকার; **ভীঃ**—ভীতি; **প্রভবন্তি**—ক্ষমতা রয়েছে; **অজ**—হে অজ; **আদ্য**—হে আদিপ্রভু।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে অজ, আদি প্রভু, আমি মহা মোহান্ধকারে পতিত হলেও আপনার করুণাময় সঙ্গের প্রভাবে এখন আমার অজ্ঞানতা বিদূরীত হয়েছে। বস্তুত, যে ব্যক্তি উজ্জ্বল সূর্যের নিকট গমন করেন, তাঁর উপর শীত, অন্ধকার এবং ভয় কীভাবে তাদের ক্ষমতা আরোপ করবে?

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিরহের আশঙ্কা থাকলেও, শ্রীউদ্ধব এখন উপলব্ধি করেছেন যে, মৌলিক অর্থে ভগবানই সব কিছু। ভগবানের পদারবিন্দে পূর্ণরূপে আশ্রিত হলে তাঁর কৃষ্ণভক্তি কখনও আশঙ্কাগ্রস্ত অথবা বিনষ্ট হয় না।

শ্লোক ৩৮

প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা
ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং
কোঽন্যং সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

প্রত্যর্পিতঃ—প্রত্যর্পণ করা; **মে**—আমার প্রতি; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **অনুকম্পিনা**—অনুকম্পাপরায়ণ; **ভৃত্যায়**—আপনার ভৃত্যের প্রতি; **বিজ্ঞানময়ঃ**—দিব্যজ্ঞানের; **প্রদীপঃ**—প্রদীপ; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **কৃত-জ্ঞঃ**—কৃতজ্ঞ; **তব**—আপনার; **পাদমূলম্**—চরণারবিন্দ; **কঃ**—কে; **অন্যম্**—অন্যের প্রতি; **সমীয়াৎ**—যেতে পারে; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **ত্বদীয়ম্**—আপনার।

অনুবাদ

আমার নগণ্য শরণাগতির প্রতিদানে, আপনি আপনার সেবক আমার উপর করুণা পরবশ হয়ে দিব্যজ্ঞান রূপ প্রদীপ প্রদান করেছেন। সুতরাং, এতটুকুও কৃতজ্ঞতা বোধ সম্পন্ন আপনার এমন কোন্ ভৃত্য থাকতে পারে, যে আপনার পদারবিন্দ ত্যাগ করে অন্য কোন প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করবে?

শ্লোক ৩৯

বৃক্নশ্চ মে সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশো
দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু ।
প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া
স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা ॥ ৩৯ ॥

বৃক্নঃ—ছিন্ন; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **সুদৃঢ়ঃ**—সুদৃঢ়; **স্নেহপাশঃ**—স্নেহের বন্ধনরজ্জু; **দাশার্হ-বৃষ্ণি-অন্ধক-সাত্বতেষু**—দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক এবং সাত্বতদের জন্য; **প্রসারিতঃ**—নিক্ষেপ করা; **সৃষ্টি**—আপনার সৃষ্টির; **বিবৃদ্ধয়ে**—বর্ধনের জন্য; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **স্বমায়য়া**—আপনার মায়া শক্তির মাধ্যমে; **হি**—বস্তুত; **আত্ম**—আত্মার; **সু-বোধ**—যথার্থ জ্ঞানের; **হেতিনা**—তরবারি দ্বারা।

অনুবাদ

আপনার সৃষ্টি বর্ধনের উদ্দেশ্যে আদিতে আপনি আমার উপর আপনার মায়াশক্তি বিস্তার করে দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক এবং সাত্বত পরিবারগুলির প্রতি দৃঢ় স্নেহ-বন্ধনের রজ্জু দ্বারা আমাকে বন্ধন করেছেন। সেই বন্ধন এখন দিব্য আত্মজ্ঞান রূপ তরবারি দ্বারা ছিন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণিত পরিবারগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ হওয়ার ফলে তাঁরা যথার্থই স্নেহাস্পদ। শ্রীউদ্ধব তাঁদেরকে কেবল ভগবানের শুদ্ধভক্ত হিসাবে না দর্শন করে তাঁর নিজের আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উদ্ধব এই সমস্ত বংশের সমৃদ্ধি ও বিজয় কামনা করেছিলেন। কিন্তু এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করে, তিনি তাঁর মনকে পুনরায় ঐকান্তিকভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করেছেন। এইভাবে জাগতিক ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তাঁর তথাকথিত পরিজনগণকে ভগবানের নিত্য দাস রূপে গণ্য করছেন।

শ্লোক ৪০

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্ ।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥ ৪০ ॥

নমঃ-অস্তু—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **মহা-যোগিন্**—হে পরম যোগী; **প্রপন্নম্**—শরণাগত আমাকে; **অনুশাধি**—অনুগ্রহ করে উপদেশ প্রদান করুন; **মাম্**—আমাকে; **যথা**—যেভাবে; **ত্বৎ**—আপনার; **চরণ-অম্ভোজে**—আপনার পাদপদ্মে; **রতিঃ**—দিব্য আকর্ষণ; **স্যাৎ**—হতে পারে; **অনপায়িনী**—অবিচলিত।

অনুবাদ

হে পরম যোগী, আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। কীভাবে আপনার পাদপদ্মে আমি স্থায়ী রতি অর্জন করতে পারি, সে বিষয়ে আপনার এই শরণাগত সেবককে অনুগ্রহপূর্বক উপদেশ প্রদান করুন।

শ্লোক ৪১-৪৪

শ্রীভগবানুবাচ

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্যাখ্যং মমাশ্রমম্ ।
তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ ॥ ৪১ ॥

ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ ।
বসানো বল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্ সুখনিঃস্পৃহঃ ॥ ৪২ ॥
তিতিক্ষুর্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥ ৪৩ ॥
মত্তোঽনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্ ।
ময্যাবেশিতবাক্‌চিত্তো মদ্ধর্মনিরতো ভব ।
অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **গচ্ছ**—অনুগ্রহ করে গমন কর; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আদিষ্টঃ**—আদিষ্ট; **বদরী-আখ্যম্**—বদরিকা নামক; **মম**—আমার; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **তত্র**—সেখানে; **মৎ-পাদ**—আমার চরণ থেকে উৎসারিত; **তীর্থঃ**—পবিত্র স্থানের; **উদে**—জলে; **স্নান**—স্নান করে; **উপস্পর্শনৈঃ**—এবং শুদ্ধির জন্য স্পর্শ করে; **শুচিঃ**—শুচি; **ঈক্ষয়া**—দর্শন করে; **অলকনন্দায়াঃ**—গঙ্গানদীর উপর; **বিধূত**—বিধৌত; **অশেষ**—সমস্ত কিছুর; **কল্মষঃ**—পাপের প্রতিক্রিয়া; **বসানঃ**—পরিধান করে; **বল্কলানি**—বাকল; **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **বন্য**—বনের ফল, বাদাম, মূল ইত্যাদি; **ভুক্**—ভোজন করে; **সুখ**—সুখী; **নিঃস্পৃহঃ**—এবং বাসনা মুক্ত; **তিতিক্ষুঃ**—সহিষ্ণু; **দ্বন্দ্ব-মাত্রাণাম্**—সমস্ত দ্বন্দ্বের; **সুশীলঃ**—ভদ্র স্বভাব প্রদর্শন করে, **সংযত-ইন্দ্রিয়ঃ**—সংযতেন্দ্রিয়; **শান্তঃ**—শান্ত; **সমাহিত**—সন্নিবিষ্ট; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধি; **সংযুতঃ**—সমন্বিত; **মত্তঃ**—আমার নিকট থেকে; **অনুশিক্ষিতম্**—শিক্ষিত; **যৎ**—যেটি; **তে**—তোমার দ্বারা; **বিবিক্তম্**—বিবেক সহকারে নির্ধারিত; **অনুভাবয়ন্**—পূর্ণরূপে অনুভব করে; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশিত**—আবিষ্ট; **বাক্**—তোমার বাক্য; **চিত্তঃ**—এবং মন; **মৎ-ধর্ম**—আমার দিব্যগুণাবলী; **নিরতঃ**—উপলব্ধি করতে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টাশীল; **ভব**—অধিষ্ঠিত হও; **অতিব্রজ্য**—অতিক্রম করে; **গতিঃ**—জড়া প্রকৃতির গতি; **তিস্রঃ**—তিন; **মাম্**—আমার প্রতি; **এষ্যসি**—তুমি আসবে; **ততঃ পরম্**—তারপর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, আমার আদেশ গ্রহণ করে তুমি বদরিকা নামক আমার আশ্রমে গমন কর। আমার পাদপদ্ম নিসৃত পবিত্র জলে স্নান এবং তা স্পর্শ করে তুমি নিজেকে পবিত্র কর। পবিত্র অলকানন্দা নদী দর্শন করে সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হও। বল্কল পরিধান করে বনে অনায়াসে

যা পাওয়া যায় তাই আহার কর। এইভাবে তুমি দিব্যজ্ঞান ও উপলব্ধি সমন্বিত, শান্ত, আত্ম-সংযত, সুশীল, নির্দ্বন্দ্ব এবং বাসনা মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট থাক। নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে তোমার নিকট প্রদত্ত আমার নির্দেশাবলীর প্রতিনিয়ত মনন করে, সেগুলির যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি কর। তোমার বাক্য এবং চিন্তাধারা আমাতে নিবিষ্ট করে, আমার দিব্য গুণাবলীর উপলব্ধি বর্ধন করতে সর্বদা চেষ্টা কর। এইভাবে তুমি প্রাকৃত ত্রিগুণের গতি অতিক্রম করে, অবশেষে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

শ্লোক ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

স এবমুক্তো হরিমেধসোদ্ধবঃ
প্রদক্ষিণং তং পরিসৃত্য পাদয়োঃ ।
শিরো নিধায়াশ্রুকলাভিরার্দ্রধী-
ন্যষিঞ্চদদ্বন্দ্বপরোঽপ্যপক্রমে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—সে; **এবম্**—এইভাবে; **উক্তঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **হরি-মেধসা**—জড় জীবনের ক্লেশ অপহরণকারী, পরমেশ্বরের বুদ্ধির দ্বারা; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **প্রদক্ষিণম্**—তার ডান দিকে রেখে; **তম্**—তাঁকে; **পরিসৃত্য**—প্রদক্ষিণ করে; **পাদয়োঃ**—পদযুগলে; **শিরঃ**—তার মস্তক; **নিধায়**—স্থাপন করে; **অশ্রু-কলাভিঃ**—বিন্দু বিন্দু অশ্রু দ্বারা; **আর্দ্র**—বিগলিত; **ধীঃ**—যার হৃদয়; **ন্যষিঞ্চৎ**—সে সিক্ত করেছে; **অদ্বন্দ্ব-পরঃ**—জড় দ্বন্দ্ব মুক্ত; **অপি**—যদিও; **অপক্রমে**—গমনের সময়।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভবদুঃখহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে, শ্রীউদ্ধব ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, ভগবানের চরণে মস্তক স্থাপন করে প্রণিপাত করেন। জড় দ্বন্দ্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধবের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল এবং তাঁর গমনের মুহূর্তে তিনি অশ্রু রা ভগবানের পাদপদ্ম সিক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো
ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ ।

কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্ধনি ভর্তৃপাদুকে
বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৬ ॥

সু-দুস্ত্যজ—ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **স্নেহ**—যাঁর প্রতি এরূপ স্নেহ অর্জন করেছেন (তাঁর থেকে); **বিয়োগ**—বিয়োগের ফলে; **কাতরঃ**—তিনি ছাড়াও; **ন-শক্নুবন্**—অসক্ষম হয়ে; **তম্**—তাঁকে; **পরিহাতুম্**—পরিত্যাগ করতে; **আতুরঃ**—বিহ্বল; **কৃচ্ছ্রম্ যযৌ**—তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন; **মূর্ধনি**—তাঁর মস্তকোপরে; **ভর্তৃ**—তাঁর প্রভুর; **পাদুকে**—পাদুকাদয়; **বিভ্রন্**—বহন করে; **নমস্কৃত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **যযৌ**—চলে গিয়েছিলেন; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার।

অনুবাদ

যাঁর জন্য এরূপ অবিনাশী স্নেহ তিনি অনুভব করছিলেন তাঁর বিরহজনিত মহাভয়ে, উদ্ধব মানসিক কষ্টে উন্মত্ত প্রায় হয়ে ভগবানের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারেননি। অবশেষে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করে তিনি ভগবানকে বার বার প্রণতি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর প্রভুর পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করে প্রস্থান করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (৩/৪/৫) অনুসারে বদরিকাশ্রমে গমনকালে উদ্ধব ভগবানের প্রভাস যাত্রা সম্বন্ধে শ্রবণ করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ অনুগমন করেন এবং দেখতে পান যদুবংশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঠিক পরেই ভগবান একাকী গমন করছেন। পুনরায় কৃপাপরবশ হয়ে পরমেশ্বর ভগবান (সদ্য আগত মৈত্রেয় মুনিসহ) উদ্ধবকে উপদেশ প্রদান করলে, উদ্ধব অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর সত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান পুনর্জাগরিত হয়েছে, তারপর ভগবানের আদেশে তিনি প্রস্থান করেন।

শ্লোক ৪৭

ততস্তমন্তর্হৃদি সন্নিবেশ্য
গতো মহাভাগবতো বিশালাম্ ।
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা
তপঃ সমাস্থায় হরেরগাদগতিম্ ॥ ৪৭ ॥

ততঃ—তারপর; **তম্**—তাঁকে; **অন্তঃ**—মধ্যে; **হৃদি**—তাঁর মন; **সন্নিবেশ্য**—স্থাপন করে; **গতঃ**—গমন করে; **মহা-ভাগবতঃ**—মহান ভক্ত; **বিশালাম্**—বদরিকাশ্রমে; **যথা**—যেমন; **উপদিষ্টাম্**—বর্ণিত; **জগৎ**—জগতের; **এক**—একমাত্র; **বন্ধুনা**—বন্ধুর

দ্বারা; তপঃ—তপস্যা; সমাস্থায়—সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করে; হরেঃ—পরমেশ্বরের; অগাৎ—তিনি লাভ করেন; গতিম্—গতি।

অনুবাদ

তারপর ভগবানকে হৃদয়াভ্যন্তরে গভীরভাবে স্থাপন করে পরম ভাগবত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করেন। সেখানে তিনি তপস্যা করে ভগবানের নিজধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেই ধামের কথা জগতের একমাত্র বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শ্রীউদ্ধব বৈকুণ্ঠ জগতের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

য এতদানন্দসমুদ্রসম্ভৃতং
জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্ ।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্‌ঘ্রিণা
সচ্ছ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

যঃ—যে কেউ; এতদ—এই; আনন্দ—আনন্দের; সমুদ্র—সমুদ্র; সম্ভৃতম্—সংগ্রহিত; জ্ঞান—জ্ঞানের; অমৃতম্—অমৃত; ভাগবতায়—তাঁর ভক্তদের নিকট; ভাষিতম্—বর্ণনা করেন; কৃষ্ণেন—কৃষ্ণের দ্বারা; যোগ-ঈশ্বর—যোগেশ্বরগণ দ্বারা; সেবিত—সেবিত; অঙ্‌ঘ্রিণা—যার পাদপদ্মদ্বয়; সৎ—সত্য; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধা সহকারে; আসেব্য—সেবা করে; জগৎ—সমগ্র বিশ্ব; বিমুচ্যতে—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

সমস্ত মহাযোগেশ্বরগণ যাঁর পাদপদ্মের সেবা করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর ভক্তের নিকট সমগ্র দিব্য আনন্দসমুদ্র সমন্বিত এই অমৃতময় জ্ঞান প্রদান করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের যিনিই পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই বর্ণনা শ্রবণ করবেন, তিনি নিশ্চিতরূপে মুক্তিলাভ করবেন।

শ্লোক ৪৯

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্ বেদসারম্ ।

অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ॥ ৪৯ ॥

ভব—জড় জীবন; **ভয়ম্**—ভয়; **অপহন্তুম্**—হরণ করার জন্য; **জ্ঞান-বিজ্ঞান**—জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধির; **সারম্**—সার; **নিগম**—বেদসমূহের; **কৃৎ**—প্রণেতা, **উপজহ্রে**—বিতরণ করেন; **ভৃঙ্গ-বৎ**—মৌমাছির মতো; **বেদ-সারম্**—বেদের সারার্থ; **অমৃতম্**—অমৃত; **উদধিতঃ**—সমুদ্র থেকে; **চ**—এবং; **অপায়য়ৎ**—পান করিয়েছিলেন; **ভৃত্য-বর্গান্**—তাঁর অনেক ভক্তকে; **পুরুষম্**—পরমপুরুষ ভগবান; **ঋষভম্**—মহত্তম; **আদ্যম্**—সমস্ত কিছুর আদি; **কৃষ্ণ-সংজ্ঞম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নামক; **নতঃ**—প্রণত; **অস্মি**—আমি হই।

অনুবাদ

সর্ব জীবের মধ্যে আদি এবং মহত্তম, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম জ্ঞাপন করছি। তিনি হচ্ছেন সমস্ত বেদের প্রণেতা। তাঁর ভক্তদের ভব ভয় হরণ করার জন্যই তিনি সমস্ত জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধির সারার্থ সমন্বিত এই অমৃত সংগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি তাঁর বহু ভক্তকে আনন্দ সমুদ্রের অমৃত প্রদান করলে, তাঁর কৃপায় ভাগবতগণ তা পান করেছেন।

তাৎপর্য

ফুলের কোনও ক্ষতিসাধন না করে মৌমাছি যেমন মধু সংগ্রহ করে, তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক অগ্রগতির বিস্তারিত পদ্ধতির কোনওরূপ অসুবিধা না ঘটিয়ে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের নির্যাস সংগ্রহ করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, স্থূল জড়বাদীদের জন্য প্রযোজ্য নিকৃষ্ট প্রাথমিক পদ্ধতির বিনাশ না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বৈদিক জ্ঞানের লক্ষ্যবস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এইভাবে উপসংহারে শ্রীশুকদেব গোস্বামী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের গুরু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করেছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ভক্তিযোগ' নামক ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রিংশতি অধ্যায়

যদুবংশের অন্তর্ধান

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা সম্বরণ বিষয়ক যদুবংশের অন্তর্ধান সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

শ্রীউদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমনের পর, বিভিন্ন অশুভ লক্ষণ দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্ভাগ্য নিরসন করতে যাদবগণকে দ্বারকা ত্যাগ করে প্রভাসে সরস্বতী নদীর তীরে স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করতে আদেশ করেন। তাঁরা তাঁর আদেশ পালন করে প্রভাসে গমন করেন। সেখানে তাঁরা উৎসবে মগ্ন হন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা মদিরা পান করে নেশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। এইভাবে বুদ্ধিহারা হয়ে, তাঁরা নিজেদের মধ্যে কলহ করে, একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করেন এবং শেষে তাঁরা একজনও জীবিত ছিলেন না।

তারপর, শ্রীবলদেব সমুদ্র তীরে গমন করে অলৌকিক যোগশক্তি বলে নিজদেহ পরিত্যাগ করেন। বলদেবের অন্তর্ধান দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে ভূমিতে উপবেশন করেন। তারপর জরা নামক এক শিকারি ভগবানের বাম পদতলকে হরিণ ভ্রমে তীর বিদ্ধ করে। শিকারি তৎক্ষণাৎ তার ভুল বুঝতে পেরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদতলে পতিত হয়ে, দণ্ডগ্রহণের জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করতে থাকে। তার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিকারিকে বললেন যে, সে যা করেছে, তা তাঁর (ভগবানের) নিজ ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে। তারপর ভগবান সেই শিকারিকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক, সেখানে আগমন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই অবস্থায় দর্শন করে শোক করতে শুরু করে। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, সে যেন দ্বারকায় গমন করে দ্বারকাবাসীগণকে যদুবংশের অন্তর্ধান সংবাদ প্রদান করে এবং তাঁদেরকে দ্বারকা ত্যাগ করে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করতে উপদেশ প্রদান করে। দারুক অনুগত হয়ে এই আদেশ পালন করেছিল।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ততো মহাভাগবত উদ্ধবে নির্গতে বনম্ ।
দ্বারবত্যাং কিমকরোদ্ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **ততঃ**—তারপর; **মহাভাগবত**—মহাভক্ত; **উদ্ধবে**—উদ্ধব; **নির্গতে**—গমনের পর; **বনম্**—বনে; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকায়; **কিম্**—কী; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভূত**—সর্বজীবের; **ভাবনঃ**—রক্ষক।

অনুবাদ

পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—মহাভাগবত উদ্ধব বনে গমনের পর সর্বজীবের রক্ষক, পরমপুরুষ ভগবান দ্বারকা নগরীতে কী করেছিলেন?

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ এখন শুকদেব গোস্বামীর নিকট এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের বিষয়, অর্থাৎ যদুবংশের অন্তর্ধান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় জগতে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু একজন সাধারণ যদুবংশীয় সদস্যের ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন, তাই ব্রাহ্মণদের অভিশাপের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তিনি তাঁর ভৌম লীলা সম্বরণ করলেন বলে মনে হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কারও দ্বারা বাস্তবে অভিশপ্ত হতে পারেন না। নারদাদি মুনিগণ, যাঁরা যদুবংশকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালের ভক্ত, তাঁরা কীভাবে তাঁকে (ভগবানকে) অভিশাপ দেবেন? সুতরাং, লীলা সংবরণ করে যদুবংশ সহ এই পৃথিবী ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি এবং ঈপ্সিত ইচ্ছা প্রদর্শন করেছিলেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তিকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না।

শ্লোক ২

ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ ।
প্রেয়সীং সর্বনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম-শাপঃ—ব্রাহ্মণদের অভিশাপ দ্বারা; **উপসংসৃষ্টে**—বিধ্বস্ত হয়ে; **স্ব-কুলে**—তাঁর নিজ পরিবার; **যাদব-ঋষভঃ**—যদুশ্রেষ্ঠ; **প্রেয়সীম্**—পরম প্রিয়; **সর্বনেত্রাণাম্**—সকলের চোখে; **তনুম্**—শরীর; **সঃ**—তিনি; **কথম্**—কীভাবে; **অত্যজৎ**—ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে তাঁর নিজকুল বিধ্বস্ত হওয়ার পর সকলের নয়নমণি যদুশ্রেষ্ঠ কীভাবে অন্তর্ধান হলেন?

তাৎপর্য

এই শ্লোক সম্পর্কে, শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমপুরুষ ভগবান কখনও তাঁর নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময় দিব্য শরীর ত্যাগ করেন না। সেই জন্য *কথম্* শব্দটি সূচিত করে, "কীভাবে তা সম্ভব?" যার অর্থ হচ্ছে, *প্রেয়সীং সর্বনেত্রাণাম্*, চক্ষু এবং আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের জন্য পরম আকর্ষণীয়, আনন্দপ্রদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যরূপ ত্যাগ করা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩

প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা যত্র লগ্নং ন শেকুঃ
কর্ণাবিষ্টং ন সরতি ততো যৎ সতামাত্মলগ্নম্ ।
যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কিং নু মানং কবীনাং
দৃষ্ট্বা জিষ্ণোর্যুধি রথগতং যচ্চ তৎসাম্যমীয়ুঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যাক্রষ্টুম্—প্রত্যাহার করতে; **নয়নম্**—তাদের চক্ষু; **অবলাঃ**—নারীগণ; **যত্র**—যাতে; **লগ্নম্**—আসক্ত; **ন-শেকুঃ**—তারা অসমর্থ; **কর্ণ**—কর্ণ; **আবিষ্টম্**—প্রবেশ করে; **ন-সরতি**—যেতো না; **ততঃ**—তখন থেকে; **যৎ**—যে; **সতাম্**—ঋষিদের; **আত্ম**—তাদের হৃদয়ে; **লগ্নম্**—আসক্ত; **যৎ**—যার; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **বাচাম্**—বাক্যের; **জনয়তি**—উৎপন্ন করে; **রতিম্**—বিশেষ আনন্দপ্রদ আকর্ষণ; **কিম্ নু**—কি বলা যাবে; **মানম্**—খ্যাতি, **কবীনাম্**—কবিগণের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **জিষ্ণোঃ**—অর্জুনের; **যুধি**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **রথ-গতম্**—রথারূঢ়; **যৎ**—যে; **চ**—এবং; **তৎ-সাম্যম্**—তাঁর সমপর্যায়, **ঈয়ুঃ**—লাভ করেছিল।

অনুবাদ

ভগবানের দিব্যরূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে নারীগণ তা প্রত্যাহার করতে সমর্থ হত না, ঋষিগণের কর্ণে সেইরূপ প্রবেশ করলে তাঁদের হৃদয়ে তা দৃঢ়বদ্ধ হত, তা কখনও দূর হত না। খ্যাতি অর্জনের আর কি কথা, যে সমস্ত মহান কবি ভগবানের রূপের বর্ণনা করেছেন, তাঁরা প্রীতিপ্রদ দিব্য আকর্ষণে মগ্ন হয়ে উপযুক্ত শব্দ সংযোজন করেছেন। আর অর্জুনের রথারূঢ় রূপ দর্শন করে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত যোদ্ধারা সারূপ্য মুক্তিলাভ করেছিল।

তাৎপর্য

ব্রজগোপীগণ এবং আদি লক্ষ্মী রুক্মিণী দেবীর মতো দিব্য, মুক্ত ব্যক্তিগণ নিরন্তর ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। মহান মুক্ত ঋষিগণ (*সতাম্*), ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা শ্রবণ করে তাঁদের হৃদয় থেকে তা আর বাইরে আনতে

পারেননি। ভগবানের দৈহিক সৌন্দর্য মুক্ত মহাকবিগণের প্রেম এবং কবিত্ব শক্তির বিস্তার ঘটিয়েছে। আর কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করে কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাগণ ভগবানের মতো নিত্য রূপ লাভ করে চিন্ময় মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আনন্দময় রূপকে জাগতিক বলে কল্পনা করা কখনই উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সনাতন দেহ ত্যাগ করেছিলেন বলে যারা কল্পনা করে, তারা নিশ্চয় ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা বিমোহিত।

শ্লোক ৪

শ্রীঋষিরুবাচ

দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ মহোৎপাতান্ সমুত্থিতান্ ।
দৃষ্ট্বাসীনান্ সুধর্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদূনিদম্ ॥ ৪ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—ঋষি (শুকদেব গোস্বামী) বললেন; **দিবি**—আকাশে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **অন্তরিক্ষে**—মহাকাশে; **চ**—এবং; **মহা-উৎপাতান্**—মহা উৎপাত; **সমুত্থিতান্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **আসীনান্**—যিনি উপবিষ্ট ছিলেন; **সু-ধর্মায়াম্**—সুধর্মা নামক বিধান সভায়; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **প্রাহ**—বললেন; **যদূন**—যদুগণকে; **ইদম্**—এই।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—আকাশে, ভূমিতে এবং মহাকাশে অনেক উৎপাত জনক লক্ষণ দর্শন করে সুধর্মা সভাগৃহে সমাগত যদুবংশীয়গণের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বক্তব্য রাখলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, আকাশের অশুভ সংকেত ছিল সূর্যের চারপাশে অবস্থিত উজ্জ্বল মণ্ডল, ভূমিতে তখন ছোট ছোট ভূকম্প হচ্ছিল, এবং মহাকাশে ছিল দিগন্ত জুড়ে এক অস্বাভাবিক রক্তিমতা। এই সমস্ত এবং আরও অন্যান্য অনুরূপ অশুভ লক্ষণগুলির প্রতিকার করা ছিল অসম্ভব, কেননা ভগবান স্বয়ং সেগুলির ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

এতে ঘোরা মহোৎপাতা দ্বার্বত্যাং যমকেতবঃ ।
মুহূর্তমপি ন স্থেয়মত্র নো যদুপুঙ্গবাঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **এতে**—এই সমস্ত; **ঘোরাঃ**—ভয়ঙ্কর; **মহা**—মহা; **উৎপাতাঃ**—অশুভ লক্ষণ; **দ্বার্বত্যাম্**—দ্বারকায়; **যম**—যমরাজের; **কেতবঃ**—পতাকা; **মুহূর্তম্**—এক মুহূর্ত; **অপি**—এমনকি; **ন স্থেয়ম্**—থাকা উচিত নয়; **অত্র**—এখানে; **নঃ**—আমরা; **যদু পুঙ্গবাঃ**—হে যদুশ্রেষ্ঠগণ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে যদুশ্রেষ্ঠগণ, অনুগ্রহ করে লক্ষ্য কর, দ্বারকায় মৃত্যুপতাকার মতো ভয়ঙ্কর লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়েছে। আর এক মুহূর্তও আমাদের এখানে অবস্থান করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে বহুভাবে প্রমাণ করেছেন যে, নররূপী পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম, ধাম, তাঁর আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র এবং পরিকর, এ সবই হচ্ছে জড় কলুষ রহিত নিত্য চিন্ময় অভিব্যক্তি। (পরিশিষ্ট দেখুন, পৃষ্ঠা ৬২২) এই বিষয়ে আচার্য মহাশয় আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, জীবেদের পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া যেহেতু ভোগ করতেই হবে, সেইজন্য ভগবান ব্যবস্থা করেন, যাতে সেই সমস্ত শাস্তি তারা কলিযুগে প্রাপ্ত হয়। ভিন্নভাবে বলা যায়, বদ্ধজীবেরা পাপ করুক আর শাস্তি লাভ করুক, এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নয়, কিন্তু তারা যেহেতু ইতিমধ্যেই পাপিষ্ঠ, তাই ভগবান একটি উপযুক্ত যুগের সৃষ্টি করেন, যখন তারা অধর্মের তিক্ত ফল আস্বাদন করতে পারে।

দ্বাপরের শেষে ভগবান স্বয়ং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য বিভিন্নভাবে আবির্ভূত হওয়ার ফলে, সেই সময় পৃথিবীতে ধর্ম ছিল অত্যন্ত তেজস্বী। সমস্ত বড় বড় অসুরেরা নিহত হয়েছিল; মহর্ষিগণ, সাধু ও ভক্তগণ দারুণভাবে উৎসাহিত, উদ্ভাসিত এবং সমৃদ্ধ হয়েছিলেন; আর সেখানে কদাচিৎ কোনও অধর্মের স্থান ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁর দিব্য দেহে বিশ্বের সবার সম্মুখে বৈকুণ্ঠ জগতে গমন করতেন, তবে কলিযুগের সমৃদ্ধি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্রীরামচন্দ্র অবতারে যেভাবে অপ্রকট হয়েছিলেন ঠিক সেইভাবেই অপ্রকট হয়েছিলেন। হাজার হাজার বৎসর পরও লক্ষ লক্ষ পুণ্যাত্মা এখনও ভগবানের এই অপূর্ব লীলাকথা আলোচনা করে থাকেন। কলিযুগের আগমন সম্ভব করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে তাঁর ভৌমলীলা সম্বরণ করলেন যে, যারা তাঁর ঐকান্তিক ভক্ত নয় তারা তাতে বিভ্রান্ত হবে।

ভগবানের নিত্য রূপের বর্ণনা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে প্রদান করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শঙ্করাচার্যসহ সমস্ত মহান আচার্যদের মতানুসারে ভগবানের

নিত্য রূপ হচ্ছে পরম সত্যের সর্বোচ্চ উপলব্ধি সমন্বিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য, চিন্ময় রূপ উন্নত ভক্তদের জন্য উপলব্ধ ঘটনা হলেও, অপরিণত ভক্তদের জন্য ভগবানের লীলা এবং পরিকল্পনা অভাবনীয় এবং দুর্বোধ্য।

শ্লোক ৬

স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্খোদ্ধারং ব্রজন্ত্বিতঃ।
বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী ॥ ৬ ॥

স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রীলোকেরা; **বালাঃ**—শিশুরা; **চ**—এবং; **বৃদ্ধাঃ**—বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ; **চ**—এবং; **শঙ্খ-উদ্ধারম্**—শঙ্খোদ্ধার নামক পবিত্র স্থানে (দ্বারকা এবং প্রভাসের প্রায় মাঝপথে); **ব্রজন্তু**—গমন করা উচিত; **ইতঃ**—এখান থেকে; **বয়ম্**—আমরা; **প্রভাসম্**—প্রভাসে; **যাস্যামঃ**—গমন করব; **যত্র**—যেখানে; **প্রত্যক্**—পশ্চিমমুখে প্রবাহিত; **সরস্বতী**—সরস্বতী নদী।

অনুবাদ

নারী, শিশু এবং বৃদ্ধগণ এই শহর পরিত্যাগ করে শঙ্খোদ্ধারে গমন করুক। আমরা পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করব।

তাৎপর্য

এখানে বয়ম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যদুবংশের শক্ত-সমর্থ পুরুষগণ।

শ্লোক ৭

তত্রাভিষিচ্য শুচয় উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।
দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ স্নপনালেপনার্হণৈঃ ॥ ৭ ॥

তত্র—সেখানে; **অভিষিচ্য**—স্নান করে; **শুচয়ঃ**—শুদ্ধ হয়ে; **উপোষ্য**—উপবাস করে; **সু-সমাহিতাঃ**—মনকে সমাহিত করে; **দেবতাঃ**—দেবগণ; **পূজয়িষ্যামঃ**—আমরা পূজা করব; **স্নপন**—স্নানের দ্বারা; **আলেপন**—চন্দন চর্চিত করে; **অর্হণৈঃ**—এবং বিভিন্ন নৈবেদ্য দিয়ে।

অনুবাদ

সেখানে আমরা শুদ্ধির জন্য স্নান করে, উপবাস করে, আমাদের মনকে সমাহিত করব। তারপর আমরা দেবমূর্তিগণকে স্নান করিয়ে, চন্দন লেপন করে, এবং বিভিন্ন নৈবেদ্য অর্পণ করে তাঁদের অর্চন করব।

শ্লোক ৮

ব্রাহ্মণাংস্তু মহাভাগান্ কৃতস্বস্ত্যয়না বয়ম্ ।
গোভূহিরণ্যবাসোভির্গজাশ্বরথবেশ্মভিঃ ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণান্—ব্রাহ্মণগণ; **তু**—এবং; **মহাভাগান্**—মহাভাগ্যবান; **কৃত**—সম্পাদন করে; **স্বস্তি-অয়নাঃ**—সৌভাগ্যের জন্য উৎসব; **বয়ম্**—আমরা; **গো**—গাভীগণসহ, **ভূ**—ভূমি; **হিরণ্য**—স্বর্ণ; **বাসোভিঃ**—এবং বস্ত্র; **গজ**—হস্তি; **অশ্ব**—অশ্ব; **রথ**—রথ; **বেশ্মভিঃ**— এবং গৃহ।

অনুবাদ

মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের সহায়তায় প্রায়শ্চিত্তাদি কৃত্য সম্পাদন করে আমরা গাভী, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, হস্তি, অশ্ব, রথ এবং নিবাসস্থলাদি অর্পণ করে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের পূজা করব।

শ্লোক ৯

বিধিরেষ হ্যরিষ্টঘ্নো মঙ্গলায়নমুত্তমম্ ।
দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু পরমো ভবঃ ॥ ৯ ॥

বিধিঃ—অনুমোদিত বিধান; **এষঃ**—এই; **হি**—বস্তুত; **অরিষ্ট**—অশুভ বিঘ্নাদি; **ঘ্নঃ**—ধ্বংসকারী; **মঙ্গল-অয়নম্**—সৌভাগ্য আনয়নকারী; **উত্তমম্**—শ্রেষ্ঠ; **দেব**—দেবগণের; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ; **গবাম্**—এবং গাভীগণ; **পূজা**—পূজা; **ভূতেষু**—জীবগণের মধ্যে; **পরমঃ**—সর্বোত্তম; **ভবঃ**—পুনর্জন্ম।

অনুবাদ

এইটিই হচ্ছে আমাদের আসন্ন প্রতিকূলতা দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, আর তা নিশ্চয় পরম সৌভাগ্য আনয়ন করবে। এইরূপ দেব, দ্বিজ এবং গাভীর আরাধনার ফলে সমস্ত জীব সর্বশ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করতে পারে।

শ্লোক ১০

ইতি সর্বে সমাকর্ণ্য যদুবৃদ্ধা মধুদ্বিষঃ ।
তথেতি নৌভিরুত্তীর্য প্রভাসং প্রযযু রথৈঃ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **সমাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **যদু-বৃদ্ধাঃ**—যদুবংশের প্রবীণ ব্যক্তিগণ; **মধুদ্বিষঃ**—মধু নামক অসুরের শত্রু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে; **তথা**—তা-ই হোক; **ইতি**—এইরূপ বলে; **নৌভিঃ**—নৌকায় করে; **উত্তীর্য**—(সমুদ্র) পার হয়ে; **প্রভাসম্**—প্রভাসে; **প্রযযুঃ**—গমন করেছিলেন; **রথৈঃ**—রথে চেপে।

অনুবাদ

মধু হন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করে বয়স্ক যদুবংশীয়রা "তা-ই হোক" বলে সম্মতি জানিয়েছিলেন। নৌকা করে সমুদ্র পেরিয়ে রথে চেপে তাঁরা প্রভাস অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

তস্মিন্ ভগবতাদিষ্টং যদুদেবেন যাদবাঃ ।
চক্রুঃ পরময়া ভক্ত্যা সর্বশ্রেয়োপবৃংহিতম্ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্—সেখানে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **আদিষ্টম্**—আদিষ্ট হয়ে; **যদু-দেবান্**—যদুগণের প্রভুর দ্বারা, **যাদবাঃ**—যাদবগণ; **চক্রুঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **পরময়া**—দিব্য; **ভক্ত্যা**—ভক্তি; **সর্ব**—সকল; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা; **উপবৃংহিতম্**—সমন্বিত।

অনুবাদ

সেখানে তাঁদের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশমতো যাদবগণ পরম ভক্তি সহকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করেন। অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানও তাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ১২

ততস্তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু ।
দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; **তস্মিন্**—সেখানে; **মহা**—প্রচুর পরিমাণে; **পানম্**—পানীয়; **পপুঃ**—পান করেছিলেন; **মৈরেয়কম্**—মৈরেয় নামক; **মধু**—মিষ্টি স্বাদের; **দিষ্ট**—অদৃষ্টের দ্বারা; **বিভ্রংশিত**—হারিয়ে ফেলে; **ধিয়ঃ**—তাদের বুদ্ধি; **যৎ**—যে পানীয়ের; **দ্রবৈঃ**—তরল উপাদানসমূহের দ্বারা; **ভ্রশ্যতে**—বিঘ্নিত; **মতিঃ**—মন।

অনুবাদ

তারপর, তাঁরা অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে মনকে সম্পূর্ণরূপে নেশাগ্রস্ত করতে পারে এমন মৈরেয় নামক মিষ্টি পানীয় প্রচুর পরিমাণে পান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *দিষ্ট* শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাকে সূচিত করে। "যদুবংশের উপর অভিশাপ" নামক এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে, এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

**মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্ ।
কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সঙ্ঘর্ষঃ সুমহানভূৎ ॥ ১৩ ॥**

মহাপান—অতিরিক্ত পানের দ্বারা; **অভিমত্তানাম্**—যারা নেশাগ্রস্ত হয়েছিল; **বীরাণাম্**—বীরগণের; **দৃপ্ত**—গর্বোদ্ধত হয়ে; **চেতসাম্**—তাদের মন; **কৃষ্ণমায়া**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা; **বিমূঢ়ানাম্**—বিভ্রান্ত; **সঙ্ঘর্ষঃ**—সংঘর্ষ; **সুমহান্**—অত্যন্ত ব্যাপক; **অভূৎ**—উদ্ভূত হয়েছিল।

অনুবাদ

যদুবংশীয় বীরগণ অতিমাত্রায় পানের ফলে নেশাগ্রস্ত হয়ে গর্বোদ্ধত হয়ে ওঠেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর কলহ সৃষ্টি হয়।

শ্লোক ১৪

**যুযুধুঃ ক্রোধসংরব্ধা বেলায়ামাততায়িনঃ ।
ধনুর্ভিসিভির্ভল্লৈর্গদাভিস্তোমরষ্টিভিঃ ॥ ১৪ ॥**

যুযুধুঃ—যুদ্ধ করেছিল; **ক্রোধ**—ক্রোধে; **সংরব্ধাঃ**—পূর্ণরূপে বিক্ষুব্ধ হয়ে; **বেলায়াম্**—তীরে; **আততায়িনঃ**—অস্ত্রধারীগণ; **ধনুর্ভিঃ**—ধনুর দ্বারা; **অসিভিঃ**—তলোয়ার দ্বারা; **ভল্লৈঃ**—এক অদ্ভুত আকারের বাণ; **গদাভিঃ**—গদার দ্বারা; **তোমর**—বল্লম দ্বারা; **ঋষ্টিভিঃ**—এবং বর্শাসমূহ।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা তাঁদের তীর-ধনুক, তলোয়ার, ভল্লা, গদা, বল্লম, এবং বর্শা আদি উত্তোলন করে সেই সমুদ্রতীরে একে অপরকে আক্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

**পতৎপতাকৈ রথকুঞ্জরাদিভিঃ
খরোষ্ট্রগোভির্মহিষৈর্নরৈরপি ।
মিথঃ সমেত্যাশ্বতরৈঃ সুদুর্মদা
ন্যহন্ শরৈর্দদ্ভিরিব দ্বিপা বনে ॥ ১৫ ॥**

পতৎপতাকৈঃ—পতাকা উড়িয়ে; **রথ**—রথসমূহের উপর; **কুঞ্জর**—হস্তি; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য বাহন সমূহ; **খর**—গর্দভে করে; **উষ্ট্র**—উট; **গোভিঃ**—এবং বলদ;

মহিষৈঃ—মহিষসকলের উপর; **নরৈঃ**—মনুষ্যগণের উপর; **অপি**—এমনকি; **মিথঃ**—একত্রে; **সমেত্য**—সম্মিলিত হয়ে; **অশ্বতরৈঃ**—এবং খচ্চরে করে; **সু-দুর্মদাঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **ন্যহন্**—তারা আক্রমণ করেছিলেন; **শরৈঃ**—বাণসমূহের দ্বারা; **দদ্ভিঃ**—হস্তি দন্তের দ্বারা; **ইব**—যেন; **দ্বীপাঃ**—হস্তি সকল; **বনে**—বন-মধ্যে।

অনুবাদ

হস্তিসমূহ এবং উড্ডীয়মান পতাকাযুক্ত রথে, আবার গর্দভ, উট, বৃষ, মহিষ, খচ্চর, এমনকি মানুষের উপর আরোহণ করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ যোদ্ধাগণ একত্রিত হয়ে বন্য হস্তি যেমন তাদের দন্তের দ্বারা একে অপরকে আক্রমণ করে তেমনই একে অপরকে বাণসমূহের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

প্রদ্যুম্নসাম্বৌ যুধি রূঢ়মৎসরা-
বক্রূরভোজাবনিরুদ্ধসাত্যকী ।
সুভদ্রসংগ্রামজিতৌ সুদারুণৌ
গদৌ সুমিত্রাসুরথৌ সমীয়তুঃ ॥ ১৬ ॥

প্রদ্যুম্ন-সাম্বৌ—প্রদ্যুম্ন এবং সাম্ব; **যুধি**—যুদ্ধে; **রূঢ়**—উন্মত্ত; **মৎসরৌ**—তাদের শত্রুতা; **অক্রূর-ভোজৌ**—অক্রূর এবং ভোজ; **অনিরুদ্ধ-সাত্যকী**—অনিরুদ্ধ এবং সাত্যকী; **সুভদ্র সংগ্রাম জিতৌ**—সুভদ্র এবং সংগ্রামজিৎ; **সু দারুণৌ**—হিংস্র; **গদৌ**—দুই গদাযোদ্ধা (একজন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা এবং অন্যজন তাঁর পুত্র); **সুমিত্রাসুরথৌ**—সুমিত্র এবং সুরথ; **সমীয়তুঃ**—একত্রে মিলিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সাম্বর বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধ করলেন, কুন্তিভোজের বিরুদ্ধে অক্রূর, সাত্যকীর বিরুদ্ধে অনিরুদ্ধ, সংগ্রাম জিতের বিরুদ্ধে সুভদ্র, সুরথের বিরুদ্ধে সুমিত্র এবং দু'জন গদ, একের বিরুদ্ধে অপরে পরস্পর শত্রুতা উৎপন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ
সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ ।
অন্যোন্যমাসাদ্য মদান্ধকারিতা
জঘ্নুর্মুকুন্দেন বিমোহিতা ভৃশম্ ॥ ১৭ ॥

শ্লোক ১৪

অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্ ।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জনম্ ॥ ১৪ ॥

অস্থিরায়াম্—ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে; **বিকল্পঃ**—সুযোগ (যাতে শ্রীবিগ্রহকে আহ্বান এবং বিসর্জন করা যায়); **স্যাৎ**—হয়ে থাকে; **স্থণ্ডিলে**—ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের ক্ষেত্রে; **তু**—কিন্তু; **ভবেৎ**—হয়ে থাকে; **দ্বয়ম্**—সেই দুটি অনুষ্ঠান; **স্নপনম্**—স্নান করানো; **তু**—কিন্তু; **অবিলেপ্যায়াম্**—বিগ্রহ কর্দম নির্মিত না হলে (আলেখ্য অথবা দারু); **অন্যত্র**—অন্যান্য ক্ষেত্রে; **পরিমার্জনম্**—মার্জন করা হবে, কিন্তু জল দ্বারা নয়।

অনুবাদ

ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহগণকে আহ্বান করার এবং বিসর্জন দেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে কেবলমাত্র ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের ক্ষেত্রেই সে সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠান সর্বদা সম্পাদন করা সম্ভব। মৃত্তিকা নির্মিত, আলেখ্য অথবা দারুময়ী বিগ্রহ ব্যতীত তাঁদেরকে জল দ্বারা স্নান করানো উচিত, তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে জল ছাড়াই তাঁদের মার্জন করার বিধান আছে।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার বিভিন্ন স্তর অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উন্নত ভক্তরা নিজেদেরকে ভগবানের সঙ্গে নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্ক যুক্ত বলে জানেন, শ্রীবিগ্রহকে স্বয়ং ভগবানরূপে দর্শন করে, তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবার ভিত্তিতে শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে জেনে শ্রদ্ধা পরায়ণ ভক্ত শিলা, দারু অথবা মর্মর নির্মিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আরাধনার স্থায়ী ব্যবস্থা করেন।

শালগ্রাম শিলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত না করলেও তাঁকে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়, এবং তাঁকে মন্ত্রের মাধ্যমে আহ্বান অথবা বিসর্জন করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে, কেউ যদি পবিত্র ভূমিতে অঙ্কন করেন অথবা বালুকার দ্বারা মূর্তি তৈরি করেন, তবে সেই বিগ্রহকে মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করতে হবে এবং তাঁর বাহ্যরূপ ত্যাগ করতে অনুরোধ করতে হবে। কেননা প্রাকৃতিকভাবে তা সত্বর নষ্ট হয়ে যাবে।

সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে নিত্য বলে জানেন। তাঁরা যতই প্রেমভক্তি সহকারে বিগ্রহের নিকট আত্মসমর্পণ

পুত্রাঃ—পুত্রগণ; **অযুধ্যন্**—যুদ্ধ করেছিল; **পিতৃভিঃ**—তাদের পিতাদের সঙ্গে; **ভ্রাতৃভিঃ**—ভ্রাতাদের সঙ্গে; **চ**—এবং; **স্বস্রীয়**—ভাগ্নেয়গণের সঙ্গে; **দৌহিত্র**—কন্যার সন্তানগণ; **পিতৃব্য**—পিতৃব্যগণ; **মাতুলৈঃ**—এবং মাতুলগণ; **মিত্রাণি**—বন্ধুগণ; **মিত্রৈঃ**—মিত্রের সঙ্গে; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষীগণ; **সুহৃদ্ভিঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে; **জ্ঞাতীন্**—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনগণ; **তু**—এবং; **অহন্**—হত্যা করেছিলেন; **জ্ঞাতয়ঃ**—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনগণ; **এব**—বস্তুত; **মূঢ়াঃ**—বিভ্রান্ত।

অনুবাদ

এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পুত্রগণ পিতার সঙ্গে, ভ্রাতৃগণ ভ্রাতাদের সঙ্গে; ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পিতৃব্যগণ এবং মাতুলগণের সঙ্গে এবং পৌত্রগণ পিতামহগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বন্ধুগণ বন্ধুগণের সঙ্গে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ শুভাকাঙ্ক্ষীগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এইভাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই একে অপরকে হত্যা করেন।

শ্লোক ২০

শরেষু হীয়মানেষু ভজ্যমানেষু ধন্বসু ।
শস্ত্রেষু ক্ষীয়মানেষু মুষ্টিভির্জহ্রুরেরকাঃ ॥ ২০ ॥

শরেষু—বাণ সমূহ; **হীয়মানেষু**—শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে; **ভজ্যমানেষু**—ভঙ্গ হওয়ার দলে; **ধন্বসু**—ধনুক সমূহ; **শস্ত্রেষু**—ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ; **ক্ষীয়মানেষু**—ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার; **মুষ্টিভিঃ**—মুষ্টির দ্বারা; **জহ্রুঃ**—উঠিয়ে নিয়েছিল; **এরকাঃ**—বেত গাছ।

অনুবাদ

তাঁদের সমস্ত ধনুক ভঙ্গ হলে এবং বাণসমূহ ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ শেষ হয়ে গেলে, তাঁরা বেত্রদণ্ডসমূহ মুক্ত হস্তে উঠিয়ে নেন।

শ্লোক ২১

তা বজ্রকল্পা হ্যভবন্ পরিঘা মুষ্টিনা ভৃতাঃ ।
জঘ্নুর্দ্বিষস্তৈঃ কৃষ্ণেন বার্যমাণাস্তু তং চ তে ॥ ২১ ॥

তাঃ—সেই সমস্ত দণ্ড; **বজ্র-কল্পাঃ**—বজ্রের মতো কঠোর; **হি**—অবশ্যই; **অভবন্**—হয়েছিল; **পরিঘাঃ**—লৌহ দণ্ড; **মুষ্টিনা**—তাদের মুষ্টি দ্বারা; **ভৃতাঃ**—ধরেছিলেন; **জঘ্নুঃ**—আক্রমণ করেছিল; **দ্বিষঃ**—তাদের শত্রুগণ; **তৈঃ**—এই সমস্ত দ্বারা; **কৃষ্ণেন**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **বার্যমাণাঃ**—নিষিদ্ধ হলে; **তু**—যদিও; **তম্**—তাঁকে; **চ**—সেইসঙ্গে; **তে**—তাঁরা।

অনুবাদ

এই সমস্ত এরকাদণ্ড তাঁদের মুষ্টিতে ধারণ করা মাত্রই দণ্ডগুলি বজ্রের মতো কঠোর লৌহদণ্ডে পরিবর্তিত হয়। সেই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা যোদ্ধাগণ পুনঃ পুনঃ একে অপরকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিলেন, এবং যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরকে নিষেধ করেন, তখন তাঁরা তাঁকেও আক্রমণ করেন।

শ্লোক ২২

প্রত্যনীকং মন্যমানা বলভদ্রং চ মোহিতাঃ ।
হন্তুং কৃতধিয়ো রাজন্নাপন্না আততায়িনঃ ॥ ২২ ॥

প্রত্যনীকম্—শত্রু; **মন্যমানাঃ**—চিন্তা করে; **বলভদ্রম্**—শ্রীবলরাম; **চ**—ও; **মোহিতাঃ**—বিমোহিত; **হন্তুম্**—হত্যা করতে; **কৃতধিয়োঃ**—স্থিত সঙ্কল্প, **রাজন্**—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ; **আপন্নাঃ**—তাঁর উপর আরোপ করে; **আততায়িনঃ**—অস্ত্রধারীগণ।

অনুবাদ

হে রাজন্, বিভ্রান্ত অবস্থায় তাঁরা শ্রীবলরামকেও একজন শত্রুরূপে ভেবে, অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে তাঁর দিকে ধাবিত হন।

শ্লোক ২৩

অথ তাবপি সংক্রুদ্ধাবুদ্যম্য কুরুনন্দন ।
এরকামুষ্টিপরিঘৌ চরন্তৌ জঘ্নতুর্যুধি ॥ ২৩ ॥

অথ—তারপর; **তৌ**—তারা দুজন (কৃষ্ণ এবং বলরাম); **অপি**—ও; **সংক্রুদ্ধৌ**—প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে; **উদ্যম্য**—যুদ্ধে যুক্ত হয়ে; **কুরু-নন্দন**—হে কুরুগণের প্রিয় পুত্র; **এরকা মুষ্টি**—মুষ্টিতে দীর্ঘ তৃণ দণ্ড নিয়ে; **পরিঘৌ**—গদারূপে ব্যবহার করে; **চরন্তৌ**—বিচরণ করে; **জঘ্নতুঃ**—তারা হত্যা করতে শুরু করেন; **যুধি**—যুদ্ধে।

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন। এরকা দণ্ড হাতে নিয়ে যুদ্ধের মধ্যে বিচরণ করে তাঁরা এই সমস্ত এরকা দণ্ড রূপ গদার দ্বারা হত্যা করতে শুরু করেন।

শ্লোক ২৪

ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাম্ ।
স্পর্দ্ধাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিন্যে বৈণবোঽগ্নির্যথা বনম্ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মশাপ—ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ দ্বারা; **উপসৃষ্টানাম্**—যারা শাপ গ্রস্ত হয়েছিলেন; **কৃষ্ণমায়া**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা; **আবৃত**—আবৃত; **আত্মনাম্**—যাদের মন; **স্পর্দ্ধা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাত; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **ক্ষয়ম্**—ধ্বংস; **নিন্যে**—সংঘটিত হয়; **বৈণবঃ**—বাঁশবৃক্ষের; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **যথা**—যেমন; **বনম্**—বনে।

অনুবাদ

বাঁশবনের দাবানল যেমন সমগ্রবনকে ধ্বংস করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হয়ে এই সমস্ত যোদ্ধাগণ ভয়ানক ক্রোধে তাঁদের নিজেদের বিনাশ ঘটিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

এবং নষ্টেষু সর্বেষু কুলেষু স্বেষু কেশবঃ ।
অবতারিতো ভুবো ভার ইতি মেনেঽবশেষিতঃ ॥ ২৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **নষ্টেষু**—বিনষ্ট হলে; **সর্বেষু**—সকলে; **কুলেষু**—বংশের গোষ্ঠীগুলি; **স্বেষু**—তাঁর নিজের; **কেশবঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অবতারিতঃ**—নিঃশেষিত করেছিলেন; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ভারঃ**—ভার; **ইতি**—এইভাবে; **মেনে**—তিনি ভেবেছিলেন; **অবশেষিতঃ**—অবশিষ্ট।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর নিজের বংশের সমস্ত সদস্যগণ বিনষ্ট হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবলেন যে, অবশেষে পৃথিবীর ভার বিদূরীত হয়েছে।

শ্লোক ২৬

রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্ ।
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ॥ ২৬ ॥

রামঃ—ভগবান বলরাম; **সমুদ্র**—সমুদ্রের; **বেলায়াম্**—তটে; **যোগম্**—ধ্যান; **আস্থায়**—আশ্রয় করে; **পৌরুষম্**—পরমপুরুষ ভগবানের; **তত্যাজ**—ত্যাগ করেছিলেন; **লোকম্**—পৃথিবী; **মানুষ্যম্**—মনুষ্য; **সংযোজ্য**—বিলীন হয়ে; **আত্মানম্**—তিনি স্বয়ং; **আত্মনি**—তাঁর নিজের মধ্যে।

অনুবাদ

তারপর ভগবান বলরাম সমুদ্রতটে উপবেশন করে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন করেছিলেন। নিজেকে নিজের মধ্যে বিলীন করে তিনি এই মর জগৎ পরিত্যাগ করেন।

শ্লোক ২৭

রামনির্যাণমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
নিষসাদ ধরোপস্থে তুষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্ ॥ ২৭ ॥

রাম-নির্যাণম্—ভগবান বলরামের অন্তর্ধান; **আলোক্য**—দর্শন করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকী নন্দন; **নিষসাদ**—উপবেশন করেন; **ধরা-উপস্থে**—পৃথিবীর অঙ্কে; **তুষ্ণীম্**—নীরবে; **আসাদ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **পিপ্পলম্**—অশ্বত্থ বৃক্ষ।

অনুবাদ

ভগবান রামের অন্তর্ধান দর্শন করে দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃশব্দে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে ভূমিতে উপবেশন করেন।

শ্লোক ২৮-৩২

বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া ।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৮ ॥
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চসম্ ।
কৌশেয়াম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্ ॥ ২৯ ॥
সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্ ।
পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩০ ॥
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্র-কিরীটকটকাঙ্গদৈঃ ।
হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥ ৩১ ॥
বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ ।
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্ ॥ ৩২ ॥

বিভ্রৎ—ধারণ করেছিলেন; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজে; **রূপম্**—তাঁর রূপ; **ভ্রাজিষ্ণু**—উজ্জ্বল; **প্রভয়া**—তাঁর প্রভাব দ্বারা; **স্বয়া**—নিজস্ব; **দিশঃ**—সমস্ত দিক; **বিতিমিরাঃ**—অন্ধকার শূন্য; **কুর্বন্**—করেছিলেন; **বিধূম**—ধোঁয়াহীন; **ইব**—মতো; **পাবকঃ**—অগ্নি; **শ্রীবৎস-অঙ্কম্**—শ্রীবৎসচিহ্নদ্বারা; **ঘনশ্যামম্**—মেঘের মতো ঘনশ্যাম; **তপ্ত**—গলিত; **হাটক**—স্বর্ণের মতো; **বর্চসম্**—তার উজ্জ্বল জ্যোতি; **কৌশেয়**—রেশমের; **অম্বর**—বস্ত্রের; **যুগ্মেন**—একজোড়া; **পরিবীতম্**—পরিহিত; **সুমঙ্গলম্**—সর্ব মঙ্গলময়; **সুন্দর**—সুন্দর; **স্মিত**—মৃদুহাস্য; **বক্ত্র**—তাঁর মুখমণ্ডল; **অব্জম্**—পদ্মের মতো; **নীল**—নীল; **কুন্তল**—কেশরাশি; **মণ্ডিতম্**—ভূষিত (তার মস্তক); **পুণ্ডরীক**—পদ্ম;

অভিরাম্—মনোহর; **অক্ষম্**—চক্ষুদ্বয়; **স্ফুরৎ**—কম্পমান; **মকর**—মকরাকৃতি; **কুণ্ডলম্**—তাঁর কর্ণ কুণ্ডল; **কটি-সূত্র**—কোমরবন্ধ দ্বারা; **ব্রহ্ম-সূত্র**—উপবীত; **কিরীট**—মুকুট; **কটক**—হস্তবলয়; **অঙ্গদৈঃ**—এবং বাজুবন্ধ; **হার**—হার; **নূপুর**—নূপুর; **মুদ্রাভিঃ**—এবং তাঁর রাজকীয় চিহ্ন সমূহ; **কৌস্তুভেন**—কৌস্তুভ মণি দ্বারা; **বিরাজিতম্**—চমৎকার; **বনমালা**—পুষ্পমাল্য দ্বারা; **পরীত**—পরিবৃত; **অঙ্গম্**—তাঁর অঙ্গ সমূহ; **মূর্তি-মদ্ভিঃ**—মূর্তিমান; **নিজ**—তাঁর নিজের; **আয়ুধৈঃ**—এবং অস্ত্র সমূহের দ্বারা; **কৃত্বা**—স্থাপন করে; **উরৌ**—তার উরুর উপর; **দক্ষিণে**—ডান; **পাদম্**—তার চরণ; **আসীনম্**—উপবিষ্ট; **পঙ্কজ**—পদ্মের মতো; **অরুণম্**—রক্তিম।

অনুবাদ

ভগবান তখন চতুর্ভুজ পরম উজ্জ্বল রূপ প্রদর্শন করছিলেন। তাঁর দেহ নির্গত দ্যুতি ছিল ঠিক ধোঁয়াহীন অগ্নির মতো, আর তাতে সমস্ত দিকের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল ঘন নীল মেঘের মতো, এবং তার দেহ নির্গত জ্যোতি ছিল গলিতস্বর্ণের মতো, তাঁর সর্বমঙ্গলময় রূপ ছিল শ্রীবৎস সমন্বিত। মুখপদ্ম সুন্দরমৃদুহাস্য সম্বলিত, মস্তক গাঢ় নীলকেশদাম শোভিত। তাঁর পদ্মনেত্রদ্বয় অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তাঁর মকরকুণ্ডল অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাঁর পরিধানে রয়েছে একজোড়া রেশম বস্ত্র, অলঙ্কৃত কোমরবন্ধ, উপবীত, হস্তবলয় এবং বাজুবন্ধ। মস্তকে চূড়া, বক্ষে কৌস্তুভমণি, হার, নূপুর আর সেইসঙ্গে তাঁর অঙ্গে ছিল রাজকীয় চিহ্নসকল। তাঁর শরীর ছিল পুষ্পমাল্য পরিবৃত এবং তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহ তাদের স্ব স্ব রূপে বিরাজমান ছিল। তিনি তাঁর পদ্মলোহিত পদতল সমন্বিত বামচরণ, তাঁর দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন করে উপবেশন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

মুষলাবশেষায়ঃখণ্ডকৃতেষুর্লুব্ধকো জরা ।
মৃগাস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া ॥ ৩৩ ॥

মুষল—সেই লৌহ মুষল থেকে; **অবশেষ**—অবশিষ্ট; **অয়ঃ**—লোহার; **খণ্ড**—খণ্ডের দ্বারা; **কৃত**—নির্মিত; **ইষুঃ**—তাঁর বাণ; **লুব্ধকঃ**—শিকারি; **জরা**—জরা নামক; **মৃগ**—হরিণের; **আস্য**—মুখের; **আকারম্**—আকার যুক্ত; **তৎ**—তাঁর; **চরণম্**—পাদপদ্ম; **বিব্যাধ**—বিদ্ধ; **মৃগশঙ্কয়া**—এটিকে হরিণ ভেবে।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রীচরণকে হরিণের মুখ মনে করে ভ্রমবশত জরা নামক এক শিকারি, তখন সেই স্থানে উপনীত হয়। শিকার প্রাপ্ত হয়েছে ভেবে, সাম্বর মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড থেকে নির্মিত বাণটি ঐ শিকারি কর্তৃক ভগবানের চরণে বিদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, তীরটি "ভগবানের শ্রীচরণ বিদ্ধ করেছিল" কথাটি শিকারির দৃষ্টিভঙ্গি অভিব্যক্ত করে, কেননা সে ভেবেছিল যে, সে হরিণটিকে আঘাত করেছে। বাস্তবে ঐ তীরটি ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করেছিল মাত্র, বিদ্ধ হয়নি, কেননা ভগবানের অঙ্গসকল সচ্চিদানন্দময়। অন্যথায়, পরবর্তী শ্লোকের বর্ণনায় (শিকারিটি ভীতিগ্রস্ত হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে ভগবানের চরণদ্বয়ের উপর মস্তক স্থাপন করেছিল) শুকদেব গোস্বামী বলতেন যে, শিকারিটি ভগবানের চরণ থেকে তার তীরটি অপসারিত করেছিল।

শ্লোক ৩৪

চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ ।
ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ ॥ ৩৪ ॥

চতুঃ-ভুজম্—চতুর্ভুজ; **তম্**—সেই; **পুরুষম্**—ব্যক্তিত্ব; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সঃ**—সে; **কৃত-কিল্বিষঃ**—অপরাধ করেছে; **ভীতঃ**—ভীত; **পপাত**—পতিত হয়েছিল; **শিরসা**—তার মস্তক দ্বারা; **পাদয়োঃ**—চরণদ্বয়ে; **অসুর-দ্বিষঃ**—অসুরগণের শত্রু, পরমেশ্বরের।

অনুবাদ

তারপর, চতুর্ভুজ পুরুষকে দর্শন করে সেই শিকারিটি তার দ্বারা কৃত অপরাধের জন্য অত্যন্ত ভীত হয়ে সে ভগবানের চরণে পতিত হয় এবং অসুরগণের শত্রুর শ্রীপাদপদ্মে তার মস্তক স্থাপন করে।

শ্লোক ৩৫

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন ।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্লোক মেঽনঘ ॥ ৩৫ ॥

অজানতা—যে না জেনে আচরণ করেছিল; **কৃতম্**—করা হয়েছে; **ইদম্**—এই; **পাপেন**—পাপিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা; **মধুসূদন**—হে মধুসূদন; **ক্ষন্তুম্-অর্হসি**—অনুগ্রহ করে ক্ষমা করুন; **পাপস্য**—পাপি ব্যক্তির; **উত্তমঃ-শ্লোক**—হে মহিমান্বিত ভগবান; **মে**—আমার; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

জরা বলল—হে ভগবান মধুসূদন—আমি একজন অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। অজ্ঞানতাবশতঃ আমি এই কার্য করেছি। হে পরমপবিত্র ভগবান, হে উত্তমশ্লোক, অনুগ্রহপূর্বক এই পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন।

শ্লোক ৩৬

যস্যানুস্মরণং নৃণাং অজ্ঞানধ্বান্তনাশনম্‌ ।
বদন্তি তস্য তে বিষ্ণো ময়াসাধু কৃতং প্রভো ॥ ৩৬ ॥

যস্য—যাকে; **অনুস্মরণম্‌**—নিরন্তর স্মরণ; **নৃণাম্‌**—সমস্ত মানুষের; **অজ্ঞান**—অজ্ঞতার; **ধ্বান্ত**—অন্ধকার; **নাশনম্‌**—বিনাশকারী; **বদন্তি**—বলে থাকেন; **তস্য**—তার প্রতি; **তে**—আপনি; **বিষ্ণো**—হে ভগবান বিষ্ণু; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অসাধু**—ভুলক্রমে; **কৃতম্‌**—করা হয়েছে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমি আপনার নিকট অপরাধ করেছি! হে ভগবান বিষ্ণু, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বলেন যে, নিরন্তর আপনার স্মরণকারী ব্যক্তির অজ্ঞান-অন্ধকার অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৩৭

তস্মাশু জহি বৈকুণ্ঠ পাপ্মানং মৃগলুব্ধকম্‌ ।
যথা পুনরহং ত্বেবং ন কুর্যাং সদতিক্রমম্‌ ॥ ৩৭ ॥

তৎ—সুতরাং; **মা**—আমাকে; **আশু**—শীঘ্র; **জহি**—হত্যা করুন; **বৈকুণ্ঠ**—হে বৈকুণ্ঠেশ্বর; **পাপ্মানম্‌**—পাপিষ্ঠ; **মৃগলুব্ধকম্‌**—হরিণশিকারি; **যথা**—যাতে; **পুনঃ**—পুনরায়; **অহম্‌**—আমি; **তু**—বস্তুত; **এবম্‌**—এইরূপ; **ন কুর্যাম্‌**—যেন না করি; **সৎ**—সাধুব্যক্তিদের বিরুদ্ধে; **অতিক্রমম্‌**—লঙ্ঘন।

অনুবাদ

অতএব, হে বৈকুণ্ঠপতি অনুগ্রহপূর্বক এই পাপিষ্ঠ পশুশিকারিকে অবিলম্বে হত্যা করুন, যাতে সে পুনরায় সাধু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এইরূপ অপরাধ না করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদুবংশের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর শিকারির আক্রমণ, এই সমস্তই ভগবানের লীলার ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়াকলাপ মাত্র। প্রমাণ অনুসারে যদুবংশের সদস্যগণের মধ্যে কলহ সংঘটিত হয়েছিল সূর্যাস্তকালে; তারপর ভগবান সরস্বতী নদীর তীরে উপবেশন করেছিলেন। বলা হয়েছে যে, শিকারিটি হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু এই ব্যাপারটি নিতান্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ—যে সময়ে ৫৬ কোটির উপর যোদ্ধা সবেমাত্র মহা কোলাহল মুখর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং সেই স্থানটিতে রক্তের বন্যা প্রবাহিত আর মৃত

দেহগুলি বিক্ষিপ্তভাবে তখনও ছড়ানো রয়েছে—সেইস্থানে, একজন সাধারণ শিকারি একটি হরিণ শিকারের চেষ্টায় এসে উপনীত হবে। হরিণেরা স্বভাবতই ভীত এবং সন্ত্রস্ত, তা হলে, কীভাবে কোন হরিণ এইরূপ বিশাল যুদ্ধ বিধ্বস্ত দৃশ্যের মধ্যে দেখা যেতে পারে, এবং শিকারিটিই বা এইরূপ হত্যাকাণ্ডের মাঝে নিশ্চিন্তে তার নিজকার্যে কীভাবে যেতে পারল? সুতরাং, যদুবংশের অন্তর্ধান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পৃথিবী থেকে অন্তর্ধান কোনও জাগতিক ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; বরং সেগুলি ছিল ভগবানের অভিব্যক্ত ভৌমলীলা সম্বরণের উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রদর্শন মাত্র।

শ্লোক ৩৮

যস্যাত্মযোগরচিতং ন বিদুর্বিরিঞ্চো
রুদ্রাদয়োঽস্য তনয়াঃ পতয়ো গিরাং যে ।
ত্বন্মায়য়া পিহিতদৃষ্টয় এতদঞ্জঃ
কিং তস্য তে বয়মসদ্গতয়ো গৃণীমঃ ॥ ৩৮ ॥

যস্য—যার; **আত্মযোগ**—স্বীয় অলৌকিক শক্তি দ্বারা; **রচিতম্**—উৎপন্ন; **ন বিদুঃ**—তাঁরা বোঝেন না; **বিরিঞ্চঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **রুদ্র-আদয়ঃ**—শিব এবং অন্যরা; **অস্য**—তার; **তনয়াঃ**—পুত্রগণ; **পতয়ঃ**—পতিগণ; **গিরাম্**—বেদবাক্যের; **যে**—যারা; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার মায়াশক্তির দ্বারা; **পিহিত**—আবৃত; **দৃষ্টয়ঃ**—যার দৃষ্টিশক্তি; **এতৎ**—এর; **অঞ্জঃ**—প্রত্যক্ষ; **কিম্**—কি; **তস্য**—তাঁর; **তে**—তোমার; **বয়ম্**—আমরা; **অসৎ**—অপবিত্র; **গতয়ঃ**—যার জন্ম; **গৃণীমঃ**—বলব।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা, তাঁর রুদ্রাদি পুত্রগণ, বা কোন বেদমন্ত্রবিৎ মহর্ষি, কেউই আপনার অলৌকিক শক্তির কার্যকলাপ উপলব্ধি করতে পারেন না। আপনার মায়াশক্তি তাঁদের দৃষ্টি আবৃত করে রাখায় কীভাবে আপনার অলৌকিক শক্তি কার্য করে, সে সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ থাকেন। সুতরাং, নিকৃষ্টকুলজাত আমার মতো ব্যক্তি, কি আর বলতে পারে?

শ্লোক ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে ।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মা ভৈঃ**—ভয় পেয়ো না; **জরে**—হে জরা; **ত্বম্**—তুমি; **উত্তিষ্ঠ**—ওঠো; **কামঃ**—বাসনা; **এষঃ**—এই; **কৃতঃ**—করেছে; **হি**—বস্তুত; **মে**—আমার; **যাহি**—গমন কর; **ত্বম্**—তুমি; **মৎ-অনুজ্ঞাতঃ**—আমার দ্বারা অনুমোদিত; **স্বর্গম্**—চিন্ময় জগতে; **সুকৃতিনাম্**—সুকৃতিগণের; **পদম্**—ধাম।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় জরা, ভয় পেয়ো না। তুমি ওঠো। যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আমারই অভিপ্রায়। আমার অনুমতিক্রমে তুমি এখন সুকৃতিগণের ধাম বৈকুণ্ঠ জগতে গমন কর।

শ্লোক ৪০

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা ।
ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ ॥ ৪০ ॥

ইতি—এইভাবে; **আদিষ্টঃ**—আদিষ্ট; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **কৃষ্ণেন**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **ইচ্ছা-শরীরিণা**—নিজের ইচ্ছা মতো যাঁর দিব্য শরীর প্রকাশিত হয়; **ত্রিঃ**—তিনবার; **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **তম্**—তাঁকে; **নত্বা**—প্রণতি জানিয়ে; **বিমানেন**—একখানি স্বর্গীয় বিমান দ্বারা; **দিবম্**—নভোমধ্যে; **যযৌ**—গমন করেন।

অনুবাদ

নিজের ইচ্ছামতো দিব্য দেহধারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, সেই শিকারি ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে, তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণতি জ্ঞাপন করে। তারপর তার জন্য আগত বিমানে আরোহণ করে শিকারি বৈকুণ্ঠ জগতে গমন করল।

শ্লোক ৪১

দারুকঃ কৃষ্ণপদবীমন্বিচ্ছন্নধিগম্য তাম্ ।
বায়ুং তুলসিকামোদমাঘ্রায়াভিমুখং যযৌ ॥ ৪১ ॥

দারুকঃ—দারুক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সারথী; **কৃষ্ণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পদবীম্**—আনুসঙ্গিক অংশ; **অন্বিচ্ছন্**—খোঁজ করা; **অধিগম্য**—অধিকার করে; **তাম্**—এইটি; **বায়ুম্**—বায়ু; **তুলসিকা-আমোদম্**—তুলসী মঞ্জরীর সুঘ্রাণে আমোদিত; **আঘ্রায়**—আঘ্রাণ করে; **অভিমুখম্**—তাঁর দিকে; **যযৌ**—গমন করেছিল।

অনুবাদ

সেই সময় দারুক তার প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছিল। যে স্থানে ভগবান উপবিষ্ট ছিলেন তার নিকটবর্তী হতেই সেখান থেকে প্রবাহিত মৃদু বায়ুতে তুলসী মঞ্জরীর সুঘ্রাণ অনুভব করে দারুক সেই দিকেই গমন করে।

শ্লোক ৪২

তং তত্র তিগ্মদ্যুভিরায়ুধৈর্বৃতং
হ্যশ্বত্থমূলে কৃতকেতনং পতিম্ ।
স্নেহপ্লুতাত্মা নিপপাত পাদয়ো
রথাদবপ্লুত্য সবাষ্পলোচনঃ ॥ ৪২ ॥

তম্—তাঁকে; **তত্র**—সেখানে; **তিগ্ম**—উজ্জ্বল; **দ্যুভিঃ**—যার দ্যুতি; **আয়ুধৈঃ**—তাঁর অস্ত্রের দ্বারা; **বৃতম্**—পরিবৃত; **হি**—অবশ্যই; **অশ্বত্থ**—অশ্বত্থবৃক্ষ; **মূলে**—মূলে; **কৃত-কেতনম্**—বিশ্রাম করছেন; **পতিম্**—তার প্রভু; **স্নেহ**—স্নেহের ফলে; **প্লুত**—অভিভূত হয়েছিল; **আত্মা**—তাঁর হৃদয়; **নিপপাত**—পতিত হয়; **পাদয়োঃ**—তাঁর চরণে; **রথাৎ**—রথ থেকে; **অবপ্লুত**—শীঘ্র অবতরণ করে; **সবাষ্প**—অশ্রুপূর্ণ; **লোচনঃ**—তার চক্ষুদ্বয়।

অনুবাদ

দারুক তার প্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর উজ্জ্বল অস্ত্র-শস্ত্র পরিবৃত হয়ে অশ্বত্থ মূলে বিশ্রামরত অবস্থায় দর্শন করে, ভগবানের প্রতি তার হৃদয়স্থ স্নেহ সংবরণ করতে পারল না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে শীঘ্র রথ থেকে অবতরণ করে সে ভগবানের শ্রীচরণে পতিত হল।

শ্লোক ৪৩

অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভো
দৃষ্টিঃ প্রণষ্টা তমসি প্রবিষ্টা ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং
যথা নিশায়ামুডুপে প্রণষ্টে ॥ ৪৩ ॥

অপশ্যতঃ—দর্শন করছি না; **তৎ**—আপনার; **চরণ-অম্বুজম্**—চরণাম্বুজ; **প্রভোঃ**—হে প্রভু; **দৃষ্টিঃ**—দৃষ্টিশক্তি; **প্রণষ্টা**—নষ্ট হয়েছে; **তমসি**—অন্ধকারে; **প্রবিষ্ট**—প্রবেশ করে; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **ন জানে**—আমি জানি না; **ন লভে**—আমি লাভ করতে

পারছি না; **চ**—এবং; **শান্তিম্**—শান্তি; **যথা**—ঠিক যেমন; **নিশায়াম্**—রাত্রে; **উড়ুপে**—যখন চন্দ্র; **প্রণষ্টে**—অবলুপ্ত হলে।

অনুবাদ

দারুক বলল—চন্দ্রবিহীন রাত্রে অন্ধকারে বিলীন হয়ে মানুষ যেমন রাস্তা খুঁজে পায় না, তেমনই আমি এখন আপনার চরণাম্বুজের দর্শন হারিয়ে, হে প্রভু, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে আমি অন্ধকারে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি কোথায় যাব জানি না, আবার শান্তিও পাচ্ছি না।

শ্লোক ৪৪

ইতি ব্রুবতি সূতে বৈ রথো গরুড়লাঞ্ছনঃ ।
খমুৎপপাত রাজেন্দ্র সাশ্বধ্বজ উদীক্ষতঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্রুবতি**—সে যখন বলছিল; **সূতে**—সারথি; **বৈ**—বস্তুত; **রথঃ**—রথটি; **গরুড়-লাঞ্ছনঃ**—গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত; **খম**—আকাশে; **উৎপাত**—ওঠে; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজেন্দ্র (পরীক্ষিৎ); **স-অশ্ব**—অশ্বগুলি সহ; **ধ্বজঃ**—এবং পতাকা; **উদীক্ষতঃ**—লক্ষ্য করতেই, লক্ষ্য করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজেন্দ্র, সারথি কথা বলতে বলতেই, তার চোখের সামনে ভগবানের গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত, ধ্বজ এবং অশ্বগণসহ রথটি আকাশে উত্থিত হল।

শ্লোক ৪৫

তমন্বগচ্ছন্ দিব্যাণি বিষ্ণুপ্রহরণানি চ ।
তেনাতিবিস্মিতাত্মানং সূতমাহ জনার্দনঃ ॥ ৪৫ ॥

তম্—সেই রথ; **অন্বগচ্ছন্**—অনুগমন করছিল; **দিব্যানি**—দিব্য; **বিষ্ণু**—ভগবান বিষ্ণুর; **প্রহরণানি**—অস্ত্রসমূহ; **চ**—এবং; **তেন**—সেই ঘটনার দ্বারা; **অতিবিস্মিত**—আশ্চর্যান্বিত; **আত্মানম্**—তার মন; **সূতম্**—সারথিকে; **আহ**—বললেন; **জনার্দনঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত দিব্য অস্ত্র উত্থিত হয়ে রথের অনুগমন করল। এই সমস্ত দর্শন করে পরম আশ্চর্যান্বিত রথের সারথিকে তখন ভগবান জনার্দন বললেন—

শ্লোক ৪৬

গচ্ছ দ্বারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ ।
সঙ্কর্ষণস্য নির্যাণং বন্ধুভ্যো ব্রূহি মদ্দশাম্ ॥ ৪৬ ॥

গচ্ছ—গমন কর; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **সূত**—হে সারথি; **জ্ঞাতীনাম্**—তাঁদের জ্ঞাতীগণের; **নিধনম্**—নিধন; **মিথঃ**—পরস্পর; **সঙ্কর্ষণস্য**—ভগবান বলরামের; **নির্যাণম্**—অন্তর্ধান; **বন্ধুভ্যঃ**—আমাদের আত্মীয়গণকে; **ব্রূহি**—বলবে; **মৎ-দশাম্**—আমার অবস্থা।

অনুবাদ

হে সারথি, তুমি দ্বারকায় গমন করে কীভাবে তাদের প্রিয়জনেরা একে অপরকে বিনাশ করেছে, সেকথা আমাদের আত্মীয়স্বজনকে বলবে। সেই সঙ্গে তাদেরকে শ্রীসংকর্ষণের অন্তর্ধান এবং আমার বর্তমান অবস্থা বলবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র এবং অশ্বগণ সহ তাঁর রথটিকে সারথি ছাড়াই বৈকুণ্ঠে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কেননা পৃথিবীতে সারথি দারুকের তখনও কিছু অন্তিম সেবা করণীয় ছিল।

শ্লোক ৪৭

দ্বারকায়াং চ ন স্থেয়ং ভবদ্ভিশ্চ স্ববন্ধুভিঃ ।
ময়া ত্যক্তাং যদুপরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৪৭ ॥

দ্বারকায়াম্—দ্বারকায়; **চ**—এবং; **ন স্থেয়ম্**—থাকা উচিত নয়; **ভবদ্ভিঃ**—তোমরা; **চ**—এবং; **স্ব-বন্ধুভিঃ**—আত্মীয়-স্বজনগণসহ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ত্যক্তাম্**—পরিত্যক্ত; **যদু-পরীম্**—যদুবংশীয়গণের রাজধানী; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **প্লাবয়িষ্যতি**—প্লাবিত করবে।

অনুবাদ

যদুবংশীয়গণের রাজধানী দ্বারকায়, তুমি এবং তোমার আত্মীয় স্বজনগণের থাকা উচিত নয়, কেননা আমি ঐ নগর পরিত্যাগ করলেই সমুদ্র তাকে প্লাবিত করবে।

শ্লোক ৪৮

স্বং স্বং পরিগ্রহং সর্বে আদায় পিতরৌ চ নঃ ।
অর্জুনেনাবিতাঃ সর্বে ইন্দ্রপ্রস্থং গমিষ্যথ ॥ ৪৮ ॥

স্বম্ স্বম্—নিজ নিজ; পরিগ্রহম্—পরিবার; সর্বে—তারা সকলে; আদায়—গ্রহণ করে; পিতরৌ—পিতামাতা; চ—এবং; নঃ—আমাদের; অর্জুনেন—অর্জুন কর্তৃক; অবিতাঃ—রক্ষিত; সর্বে—সকল, ইন্দ্রপ্রস্থম্—ইন্দ্রপ্রস্থে; গমিষ্যথ—তোমাদের যাওয়া উচিত।

অনুবাদ

তোমরা তোমাদের পরিবার এবং আমার পিতামাতা সহ, অর্জুনের রক্ষণাবেক্ষণে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করবে।

শ্লোক ৪৯

ত্বং তু মদ্ধর্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ ।
মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥ ৪৯ ॥

ত্বম্—তুমি; তু—অবশ্য; মৎ-ধর্মম্—আমার ভক্তিযোগে; আস্থায়—দৃঢ়নিষ্ঠ থেকে; জ্ঞান-নিষ্ঠঃ—জ্ঞাননিষ্ঠ; উপেক্ষকঃ—উদাসীন; মৎ-মায়া—আমার মায়াশক্তির দ্বারা; রচিতাম্—সৃষ্ট; এতাম্—এই; বিজ্ঞায়—উপলব্ধি করে; অপশমম্—বিক্ষোভ থেকে মুক্তি; ব্রজ—লাভ কর।

অনুবাদ

দারুক, তোমার উচিত দিব্য জ্ঞানে নিবিষ্ট এবং জড় বিচারের প্রতি অনাসক্ত থেকে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হওয়া। এই সমস্ত লীলাকে আমার মায়াশক্তির প্রদর্শন রূপে জেনে তোমার শান্ত থাকা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, *তু* শব্দটি সূচিত করে, দারুক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ থেকে আগত একজন নিত্যমুক্ত পার্ষদ। সুতরাং অন্যেরা হয়তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার দ্বারা বিমোহিত হতে পারে; তা সত্ত্বেও দারুক যেন দিব্য জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে শান্ত থাকেন।

শ্লোক ৫০

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ ।
তৎপাদৌ শীর্ষ্ণ্যুপাধায় দুর্মনাঃ প্রযযৌ পুরীম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি—এইভাবে; উক্তঃ—আদিষ্ট হয়ে; ত্বম্—তাকে; পরিক্রম্য—প্রদক্ষিণ করে; নমঃ-কৃত্য—প্রণাম জানিয়ে; পুনঃ পুনঃ—বার বার; তৎ পাদৌ—তাঁর পাদপদ্ম,

শীর্ষ্ণি—মস্তকের উপর; উপাধায়—স্থাপন করে; দুর্মনাঃ—দুঃখিত মনে; প্রযযৌ—সে গমন করেছিল; পুরীম্—শহরে।

অনুবাদ

এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, দারুক ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, বার বার তাঁকে প্রণাম করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তার মস্তকে ধারণ করে দুঃখিত হৃদয়ে শহরে প্রত্যাবর্তন করেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'যদুবংশের অন্তর্ধান' নামক ত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একত্রিংশতি অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান

এই অধ্যায়ে যদুবংশীয়গণ সহ পরমেশ্বর ভগবানের নিজধামে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন, দারুকের নিকট থেকে এই খবর জানতে পেরে বসুদেব সহ অবশিষ্ট দ্বারকাবাসীগণ অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে অনুশোচনা করতে করতে তাঁকে খুঁজতে নগরের বাইরে গমন করেছিলেন। যে সমস্ত দেবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্তির জন্য তাঁর লীলার সহায়তা করতে যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ভগবানের অনুগমন করে তাঁদের নিজ নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ভগবানের নিজের জন্য একটি জীবন এবং কার্যকলাপ সৃষ্টি ও সেইসমস্ত কিছুর সমাপ্তি ঘটানো—এ সবই অভিনেতার অভিনয়ের মতো মায়ার কৌশল মাত্র। বাস্তবে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং তারপর পরমাত্মারূপে তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করেন। শেষে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি তাঁর নিজের মধ্যে প্রত্যাহার করে নিয়ে, স্বমহিমায় বাহ্যলীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বিহ্বল হয়েও তাঁর প্রতি ভগবান প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশাবলী স্মরণ করে অর্জুন নিজেকে শান্ত করেছিলেন। অর্জুন তারপর তাঁর প্রয়াত আত্মীয়-স্বজনদের জন্য পিণ্ডদান আদি ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। সেই সময় ভগবানের নিজনিবাস ব্যতীত সমগ্র দ্বারকাপুরীকে সমুদ্র গ্রাস করে। যদুবংশের অবশিষ্ট সদস্যগণকে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে এসে, বজ্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এই সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ পরীক্ষিৎকে তাঁদের সিংহাসনে উপবিষ্ট করে মহাপ্রস্থানে গমন করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ তত্রাগমদ্‌ ব্রহ্মা ভবান্যা চ সমং ভবঃ ।
মহেন্দ্রপ্রমুখা দেবা মুনয়ঃ সপ্রজেশ্বরাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **তত্র**—সেখানে; **আগমৎ**—এসেছিলেন; **ব্রহ্মা**—শ্রীব্রহ্মা; **ভবান্যা**—তার সঙ্গিনী ভবানী; **চ**—এবং; **সমম্‌**—সেই সঙ্গে; **ভবঃ**—শ্রীমহাদেব; **মহা-ইন্দ্র-প্রমুখা**—ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ; **দেবাঃ**—দেবগণ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **স**—সহ; **প্রজা-ঈশ্বরাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের প্রজাপতিগণ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তখন মহাদেব, তাঁর সঙ্গিনী ভবানী, ঋষিগণ, প্রজাপতিগণ এবং ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীব্রহ্মা প্রভাসে উপনীত হন।

শ্লোক ২-৩

পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ।
চারণা যক্ষরক্ষাংসি কিন্নরাপ্সরসো দ্বিজাঃ ॥ ২ ॥
দ্রষ্টুকামা ভগবতো নির্যাণং পরমোৎসুকাঃ ।
গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৌরেঃ কর্মাণি জন্ম চ ॥ ৩ ॥

পিতরঃ—পিতৃপুরুষগণ; **সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ**—সিদ্ধ এবং গন্ধর্বগণ; **বিদ্যাধর-মহা-উরগাঃ**—বিদ্যাধর এবং মহাসর্পগণ; **চারণাঃ**—চারণগণ; **যক্ষ-রক্ষাংসি**—যক্ষ এবং রাক্ষসগণ; **কিন্নর-অপ্সরসঃ**—কিন্নর এবং অপ্সরাগণ; **দ্বিজাঃ**—মহান পক্ষীগণ; **দ্রষ্টু-কামাঃ**—দর্শনে অভিলাষী; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **নির্যাণম্**—অন্তর্ধান; **পরম-উৎসুকাঃ**—অত্যন্ত আগ্রহী; **গায়ন্তঃ**—গাইতে গাইতে; **চ**—এবং; **গৃণন্তঃ**—প্রশংসা করে; **চ**—এবং; **শৌরেঃ**—ভগবান শৌরির (কৃষ্ণ); **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **জন্ম**—জন্ম; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের অন্তর্ধান-লীলা দর্শনের অভিলাষে পরম আগ্রহী হয়ে পিতৃপুরুষগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর এবং মহাসর্প, আর সেই সঙ্গে চারণগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, কিন্নরগণ অপ্সরাগণ এবং গরুড়দেবের আত্মীয়গণ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আগমনকালে এই সমস্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্নভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং কর্মের মহিমা কীর্তন করছিলেন।

শ্লোক ৪

ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিমানাবলিভির্নভঃ ।
কুর্বন্তঃ সঙ্কুলং রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ৪ ॥

ববৃষুঃ—বর্ষণ করেছিলেন; **পুষ্প-বর্ষাণি**—পুষ্পবৃষ্টি; **বিমান**—বিমানের; **অবলিভিঃ**—বহুসংখ্যায়; **নভঃ**—আকাশ; **কুর্বন্তঃ**—করেছিলেন; **সঙ্কুলম্**—পরিপূর্ণ; **রাজন্**—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **পরময়া**—দিব্য; **যুতাঃ**—সমন্বিত।

অনুবাদ

হে রাজন, তাঁরা বিমানসমূহে একত্রিত হয়ে পরম ভক্তিসহকারে তাঁরা সেখানে আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষণ করছিলেন।

শ্লোক ৫

ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনো বিভুঃ ।
সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ ॥ ৫ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **পিতামহম্**—পিতামহ ব্রহ্মা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিভূতীঃ**—ঐশ্বর্যময় প্রকাশসমূহ; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **বিভুঃ**—সর্ব শক্তিমান ভগবান; **সংযোজ্য**—নিবিষ্ট চেতনা; **আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **চ**—এবং; **আত্মানম্**—তাঁর চেতনা; **পদ্মনেত্রে**—তাঁর পদ্মনেত্রদ্বয়; **ন্যমীলয়ৎ**—মুদ্রিত করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর সম্মুখে ব্রহ্মাণ্ডের পিতামহ্ ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁর নিজের ঐশ্বর্যময় প্রকাশ, অন্যান্য দেবগণকে দর্শন করে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান নিজের মধ্যে তাঁর মনকে নিবিষ্ট করে তাঁর পদ্মনেত্রদ্বয় মুদ্রিত করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি দেবগণের অনুরোধে, তাঁর সেবক দেবগণের রক্ষার্থে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করবেন বলে তাঁদের প্রার্থনায় উত্তর প্রদান করেছিলেন। এখন দেবগণ ভগবানের সম্মুখে উপনীত হয়ে, প্রত্যেকেই তাঁকে তাঁদের নিজ নিজ লোকে নিয়ে যেতে চাইছেন। এই সমস্ত অসংখ্য সামাজিক দায়-দায়িত্ব থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে ভগবান তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করলে, তাঁকে দেখে মনে হল তিনি যেন সমাধিস্থ হলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, অলৌকিক ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তিশূন্য হয়ে কীভাবে মরজগৎ ত্যাগ করতে হয়, যোগীদের তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন। শ্রীব্রহ্মাসহ সমস্ত দেবগণ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক প্রকাশ, তা সত্ত্বেও ইহলোক ত্যাগ করার সময় আমাদের মনকে পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট করতে হবে—সেই ব্যাপারে আরও গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ভগবান তাঁর চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করেছিলেন।

শ্লোক ৬

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্ ।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥ ৬ ॥

লোক—সমস্ত লোকের; **অভিরামাম্**—পরম আকর্ষণীয়; **স্ব-তনুম্**—তাঁর নিজের দিব্য শরীর; **ধারণা**—সমস্ত সমাধির; **ধ্যান**—এবং ধ্যান; **মঙ্গলম্**—মঙ্গল দ্রব্য; **যোগ-ধারণয়া**—অলৌকিক সমাধির দ্বারা; **আগ্নেয্যা**—আগুনে নিবিষ্ট করে; **অদগ্ধ্বা**—দগ্ধ না করে; **ধাম**—ধাম; **আবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করেছেন; **স্বকম্**—স্বীয়।

অনুবাদ

সর্ব জগতের সর্বাকর্ষক বিশ্রাম স্থল এবং সমস্ত প্রকার ধ্যান এবং মননের বিষয়, ভগবানের দিব্য শরীর, আগ্নেয়ী নামক অলৌকিক ধ্যানের প্রয়োগে দগ্ধ না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বীয় ধামে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

দেহ ত্যাগের মুহূর্ত নির্ধারণে শক্তিপ্রাপ্ত যোগী আগ্নেয়ী নামক যৌগিক ধ্যানের মাধ্যমে তাঁর দেহ থেকে অগ্নি নির্গত করে পরলোক গমন করতে পারেন। তেমনই দেবগণ বৈকুণ্ঠ ধামে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় এই অলৌকিক অগ্নির উপযোগ করেন। কিন্তু পরমপুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন যোগী বা দেবগণের মতো বদ্ধজীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেননা ভগবানের নিত্য চিন্ময় রূপ হচ্ছে সমস্ত কিছুর অস্তিত্বের উৎস, *লোকাভিরামাং স্বতনুম্* বাক্যটির দ্বারা সেইকথাই সূচিত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর হচ্ছে সমগ্র জগতের আনন্দের উৎস। *ধারণা-ধ্যান-মঙ্গলম্* শব্দটি সূচিত করে যে, যাঁরা ধ্যান এবং যোগাভ্যাসের মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতিকামী, তাঁরা ভগবানের রূপের ধ্যানাভ্যাসের মাধ্যমে সর্বপ্রকার মঙ্গল প্রাপ্ত হতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের কেবলমাত্র চিন্তা করলেই যোগীরা মুক্ত হতে পারেন, তাহলে সেই শরীর নিশ্চয় জড় নয় এবং তাই তা কোনও জাগতিক অলৌকিক অগ্নি অথবা অন্য কোনরূপ অগ্নির দ্বারা দাহ্যবস্তু নয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একাদশ স্কন্ধের, চতুর্দশ অধ্যায়ের সাঁইত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন—*বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্ রূপং মমৈতদ্ ধ্যান-মঙ্গলম্,* অর্থাৎ "অগ্নির মধ্যে সমস্ত ধ্যানের মঙ্গলময় বস্তু, আমার রূপের ধ্যান করা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য রূপ যদি অগ্নির মধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহলে অগ্নি সেই রূপকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? এইভাবে ভগবানকে অলৌকিক যোগ সমাধিতে প্রবিষ্ট হচ্ছেন বলে মনে হলেও, *অদগ্ধ্বা* শব্দটি সূচিত করে যে, ভগবানের শরীরের বিশুদ্ধ চিন্ময়তাহেতু, দগ্ধ হওয়ার পদ্ধতি ব্যতিরেকে, প্রত্যক্ষভাবে তিনি স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রদত্ত এই শ্লোকের ভাষ্যেও এই ব্যাপারে বিষদভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৭

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ ।
সত্যং ধর্মো ধৃতির্ভূমেঃ কীর্তিঃ শ্রীশ্চানু তং যযুঃ ॥ ৭ ॥

দিবি—স্বর্গে; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—নাদ করেছিল; **পেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **সুমনসঃ**—পুষ্প সকল; **চ**—এবং; **খাৎ**—আকাশ থেকে; **সত্যম্**—সত্য; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **ধৃতিঃ**—বিশ্বস্ততা; **ভূমেঃ**—ভূমি থেকে; **কীর্তিঃ**—খ্যাতি; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **চ**—এবং; **অনু**—অনুসরণ করে; **তম্**—তাঁকে; **যযুঃ**—তাঁরা গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য, ধর্ম, বিশ্বস্ততা, খ্যাতি এবং সৌন্দর্য অবিলম্বে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। স্বর্গে দুন্দুভি শব্দিত এবং আকাশ থেকে পুষ্প বর্ষিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, সমস্ত দেবগণের আনন্দে মেতে উঠার কারণ হচ্ছে, তাঁরা প্রত্যেকেই ভাবছিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নিজ নিজ লোকে আগমন করছেন।

শ্লোক ৮

দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি ।
অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ ॥ ৮ ॥

দেব-আদয়ঃ—দেবগণ এবং অন্যেরা; **ব্রহ্ম-মুখ্যাঃ**—ব্রহ্মা ইত্যাদি; **ন**—না; **বিশন্তম্**—প্রবেশ করছেন; **স্ব-ধামনি**—তাঁর স্বীয় ধামে; **অবিজ্ঞাত**—অজ্ঞাত; **গতিম্**—তাঁর গমন; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখেছিলেন; **চ**—এবং; **অতিবিস্মিতাঃ**—অত্যন্ত চমৎকৃত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে প্রবেশ, অধিকাংশ দেবগণ এবং ব্রহ্মাদি অন্যান্য উচ্চস্তরের জীবগণ দর্শন করতে পারেননি, কেননা তিনি তাঁর গমন প্রকাশ করেননি। কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ তা দর্শন করে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্ ।
গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ॥ ৯ ॥

সৌদামন্যাঃ—বজ্রের; **যথা**—ঠিক যেমন, **আকাশে**—আকাশে; **যান্ত্যাঃ**—গমন রত; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **অভ্র-মণ্ডলম্**—মেঘরাজি; **গতিঃ**—গমন; **ন লক্ষ্যতে**—নির্ধারণ করা যায় না; **মর্ত্যৈঃ**—মরণশীল গণের দ্বারা; **তথা**—তেমনই; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **দৈবতৈঃ**—দেবগণ কর্তৃক।

অনুবাদ

সাধারণ মানুষ যেমন মেঘ নিসৃত বজ্রপাতের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে না, তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধাম প্রত্যাবর্তনের গমনপথ দেবগণ নির্ণয় করতে পারেননি।

তাৎপর্য

বজ্রপাতের আকস্মিক গমনপথ দেবগণ দর্শন করতে পারেন কিন্তু মনুষ্যগণ পারেন না। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক প্রস্থান তাঁর বৈকুণ্ঠবাসী ঘনিষ্ঠ পার্ষদগণ বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু দেবগণ পারেননি।

শ্লোক ১০

ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দৃষ্ট্বা যোগগতিং হরেঃ ।
বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্ত স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা ॥ ১০ ॥

ব্রহ্ম-রুদ্র-আদয়ঃ—ব্রহ্মা, রুদ্র এবং অন্যেরা; **তু**—কিন্তু; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **যোগ-গতিম্**—অলৌকিক শক্তি; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্যান্বিত; **তাম্**—সেই শক্তি; **প্রশংসন্ত**—প্রশংসা করে; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে তাঁর স্বীয়; **লোকম্**—জগৎ; **যযুঃ**—গমন করেছিলেন; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীমহাদেব আদি কয়েকজন মাত্র ভগবানের অলৌকিক শক্তি কীভাবে কাজ করছে, তা নির্ধারণ করতে পেরে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। সমস্ত দেবগণ ভগবানের অলৌকিক শক্তির প্রশংসা করে তাঁরা নিজ নিজ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই জগতে দেবগণ আক্ষরিক অর্থে সর্বজ্ঞ হলেও তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির গতিবিধি উপলব্ধি করতে পারেননি। এইভাবে তাঁরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য ।
সৃষ্টাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে ॥ ১১ ॥

রাজন্—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **তনু-ভৃৎ**—দেহধারী জীবের মতো; **জনন**—আবির্ভাব; **অপ্যয়**—এবং তিরোভাব; **ঈহা**—কার্যকলাপ; **মায়া**—তাঁর মায়াশক্তির; **বিড়ম্বনম্**—মিথ্যাপ্রদর্শন; **অবেহি**—তোমার বোঝা উচিত; **যথা**—ঠিক যেমন; **নটস্য**—অভিনেতার; **সৃষ্টা**—সৃষ্টি করে; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **অনুবিশ্য**—এতে প্রবেশ করে; **বিহৃত্য**—ক্রীড়া করে; **চ**—এবং; **অন্তে**—শেষে; **সংহৃত্য**—প্রত্যাহার করে; **চ**—এবং; **আত্ম-মহিনা**—নিজের মহিমার দ্বারা; **উপরতঃ**—বিরত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **আস্তে**—থাকেন।

অনুবাদ

প্রিয় রাজন, তোমার বোঝা উচিত যে, দেহধারী বদ্ধজীবের মতো পরমেশ্বরের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হচ্ছে অভিনেতার অভিনয়ের মতো তাঁর মায়াশক্তি কর্তৃক প্রদর্শিত একটি দৃশ্য। এই জগৎ সৃষ্টি করার পর, তিনি এর মধ্যে প্রবেশ করেন, কিছুকালের জন্য এটি নিয়ে ক্রীড়ারত থাকেন, এবং শেষে তা গুটিয়ে নেন। তারপর ভগবান প্রাপঞ্চিক অভিব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত হয়ে তাঁর স্বীয় দিব্য মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে যাদবগণের মধ্যে তথাকথিত যুদ্ধটি আসলে ছিল ভগবানের লীলাশক্তির প্রদর্শন, কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদগণ সাধারণ বদ্ধ জীবের মতো কখনও সাধারণ জন্ম মৃত্যু সমন্বিত নন। সেটিই যদি সত্য হয়, তবে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং নিশ্চয় জাগতিক জন্মমৃত্যুর ঊর্ধ্বে, সেই কথাই এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

'*নটস্য*' "একজন অভিনেতা অথবা যাদুকর" শব্দটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আমাদের নিকট মৃত্যুর কৌশল প্রদর্শনকারী কোন একজন যাদুকরের গল্প বলেছেন, সেটি নিম্নরূপ—

"একজন মহান রাজার সম্মুখে একদিন বেশ কিছু মূল্যবান বস্তু, রত্ন, মুদ্রা ইত্যাদি রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে একজন যাদুকর এসে তা থেকে একটি রত্নহার নিয়ে রাজাকে বললেন, 'আমি এখন এই হারটি নিচ্ছি, আপনি এটি পাবেন না,'

এবং তিনি হারটিকে অদৃশ্য করে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, 'এখন আমি এই স্বর্ণমুদ্রাটি গ্রহণ করছি, আপনি এটিও পাবেন না,'—বলে তিনি স্বর্ণমুদ্রাটিকে অদৃশ্য করলেন। তারপর রাজার প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঐ যাদুকর সাতহাজার অশ্বকে অদৃশ্য করে দেন। তারপর তিনি এমন ইন্দ্রজাল শুরু করলেন যে, রাজার সন্তানাদি, পৌত্র, পৌত্রীগণ, ভ্রাতৃগণ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ একে অপরকে আক্রমণ করছেন এবং তার ফলে ভয়ানক কলহ করে সকলেই প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। রাজা সেই বিশাল সভাগৃহে তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে যাদুকরের এই সমস্ত কথা শুনছিলেন এবং একই সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করছিলেন যে, তাঁর সম্মুখে এই সমস্ত কিছুই সংঘটিত হচ্ছে।

তারপর, যাদুকর বললেন 'হে রাজন, আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি যাদু শেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার গুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমি একটি অলৌকিক ধ্যানযোগও শিখেছি। পবিত্র স্থানে ধ্যান করে মানুষের দেহত্যাগ করার কথা, আর আপনি যেহেতু অনেক পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছেন, আপনি স্বয়ং একজন পবিত্র তীর্থ। অতএব, আমি এখন এখানে দেহত্যাগ করব'।

এই কথা বলে সেই যাদুকর উপযুক্ত যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে নিজেকে প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধিতে নিবিষ্ট করে নীরব হলেন। এক মুহূর্ত বাদে, তাঁর শরীর থেকে দাউ দাউ করে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে তাঁকে ভস্মীভূত করে। তারপর যাদুকরের স্ত্রীগণ বিরহ ব্যথায় উন্মত্ত প্রায় হয়ে শোক করতে করতে সেই অগ্নিতে প্রবেশ করেন। তিন-চারদিন পরে, যাদুকর তাঁর নিজের রাজ্যে প্রবেশ করে, তাঁর এক কন্যাকে রাজার নিকট প্রেরণ করেন। কন্যাটি তাঁকে বলল, 'হে রাজন, আমি এইমাত্র আপনার প্রাসাদে এসেছি, এবং আমার সঙ্গে অদৃশ্যভাবে আপনার সমস্ত পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং ভ্রাতৃগণকে সুস্থ শরীরে, আর সেই সঙ্গে আপনি যে সমস্ত রত্নাদি এবং অন্যান্য বস্তু দান করেছিলেন, সেগুলিও ফিরিয়ে এনেছি। সুতরাং আপনি অনুগ্রহ করে আপনার সম্মুখে প্রদর্শিত এই যাদু—কৌশলের জন্য আপনার মনোমত উপযুক্ত পারিতোষিক আমায় প্রদান করুন।' এইভাবে সাধারণ যাদুকরের দ্বারাও জন্ম মৃত্যু প্রদর্শিত হতে পারে।"

অতএব এটি বোঝা কঠিন নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতির নিয়মের ঊর্ধ্বে হলেও তিনি তাঁর মায়াশক্তি প্রদর্শন করেন, যাতে সাধারণ মূর্খ লোকেরা ভাববে যে, ভগবান মানুষের মতো দেহত্যাগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বীয় নিত্যরূপে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সেকথা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১২

মর্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাং চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্ ।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্ ॥ ১২ ॥

মর্ত্যেন—মনুষ্য দেহেই; **যঃ**—যে; **গুরুসুতম্**—তাঁর গুরুপুত্র; **যম-লোক**—যমলোকে; **নীতম্**—আনা হয়েছিল; **তাম্**—তুমি; **চ**—এবং; **আনয়ৎ**—ফিরিয়ে এনেছিলেন; **শরণদঃ**—আশ্রয় দাতা; **পরম-অস্ত্র**—পরম অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা; **দগ্ধম্**—দগ্ধ; **জিগ্যে**—তিনি জয় করেছিলেন; **অন্তক**—যমদূতদের; **অন্তকম্**—স্বয়ং মৃত্যু; **অপি**—এমনকি; **ঈশম্**—ভগবান শিব; **অসৌ**—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ; **অনীশঃ**—অক্ষম; **কিম্**—কিনা; **স্ব**—তাঁর নিজের; **অবনে**—রক্ষণাবেক্ষণে; **স্বঃ**—বৈকুণ্ঠ জগতে; **অনয়ৎ**—এনেছিলেন; **মৃগয়ুম্**—শিকারি; **সদেহম্**—একই দেহে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুপুত্রকে সেই দেহেই যমলোক থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, এবং তুমি যখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হচ্ছিলে তখন পরম রক্ষকরূপে তিনি তোমায় রক্ষা করেছিলেন। যমদূতগণের মৃত্যু স্বরূপ ভগবান শিবকেও তিনি যুদ্ধে জয় করেছিলেন, এবং জরা নামক শিকারিকে তিনি মনুষ্য দেহেই বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেছিলেন। তাহলে এইরূপ ব্যক্তি স্বয়ং কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবেন?

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পৃথিবী থেকে অন্তর্ধানের বর্ণনায় শোকাতুর পরীক্ষিৎ মহারাজ এবং শুকদেব গোস্বামী নিজেদের বিরহ ব্যথা প্রশমনের জন্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মৃত্যুর প্রভাব থেকে বহু ঊর্ধ্বে তা প্রমাণ করতে এখানে বেশ কয়েকটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। গুরুদেবের (সান্দীপনি মুনি) পুত্রকে মৃত্যু অপহরণ করলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে সেই দেহেই ফিরিয়ে এনেছিলেন। তেমনই, ব্রহ্মার শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করতে পারে না, কেননা পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ হলেও তিনি ভগবান কর্তৃক সহজেই রক্ষিত হয়েছিলেন। বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে মহাদেব সুস্পষ্টরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পরাস্ত হয়েছিলেন, এবং শিকারি জরা তার সেই দেহেই বৈকুণ্ঠলোকে প্রেরিত হয়েছিল। মৃত্যু হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির এক নগণ্য বিস্তৃতি মাত্র এবং তা স্বয়ং ভগবানের উপর

কোনভাবেই কার্যকরী হতে পারে না। যে সমস্ত ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের দিব্য স্বভাব সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তাঁরা এই সমস্ত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ১৩

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়ে-
ষ্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্ ।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং
মর্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্ ॥ ১৩ ॥

তথা অপি—তা সত্ত্বেও; **অশেষ**—সমস্ত সৃষ্ট জীবের; **স্থিতি**—স্থিতিকালে; **সম্ভব**—সৃষ্টি; **অপ্যয়েষু**—এবং লয়; **অনন্য-হেতুঃ**—একমাত্র কারণ; **যৎ**—যেহেতু; **অশেষ**—অশেষ; **শক্তি**—শক্তিসমূহ; **ধৃক্**—সম্পন্ন; **ন ঐচ্ছৎ**—তিনি ইচ্ছা করেননি; **প্রণেতুম্**—রাখতে; **বপুঃ**—তাঁর দিব্য শরীর; **অত্র**—এখানে; **শেষিতম্**—অবশিষ্ট; **মর্ত্যেন**—এই মরজগতে; **কিম্**—কী প্রয়োজন; **স্ব-স্থ**—তন্নিবিষ্টগণ; **গতিম্**—গতি; **প্রদর্শয়ন**—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসীম শক্তির অধিকারী, তিনি স্বয়ং সৃষ্টি, স্থিতি এবং অসংখ্য জীবের বিনাশের একমাত্র কারণ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি কেবল এই জগতে আর দেহধারণ করে থাকতে চাননি। এইভাবে তিনি আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গতি প্রকাশ করেছিলেন এবং এই জড়জগৎ যে অত্যাবশ্যকভাবে মূল্যবান কোন কিছু নয় তা প্রদর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পতিত জীবদের রক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেও তিনি মানুষকে ভবিষ্যতে অনর্থক এখানে ঘুরে বেড়াতে উৎসাহিত করতে চাননি। অন্যভাবে বলা যায়, যত সত্বর সম্ভব আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পূর্ণ করে স্বধাম, ভগবৎ রাজ্যে ফিরে যাওয়া উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও কিছুকাল পৃথিবীতে অবস্থান করলে, তা কেবল জড় জগতের মান-মর্যাদা অনর্থক বর্ধিত করার কারণ হত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২/১১) শ্রীউদ্ধব বলেছেন, *আদায়ান্তর ধাদ্যস্ত স্ববিম্বং লোকলোচনম্"* "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর সকলের সম্মুখে তাঁর শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, আবার যারা আবশ্যকীয় তপশ্চর্যা না করার ফলে তাঁকে

যথাযথভাবে দর্শন করার অযোগ্য ছিল, তিনি তাঁর স্বরূপ সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টির অগোচর করেছিলেন।" ভাগবতে (৩/২/১০) উদ্ধব আরও বলেছেন—

দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ ॥

"ভগবানের মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাক্যে কোন অবস্থাতেই পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করতে পারে না"। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অন্তর্ধান বিষয়ে উপলব্ধি লাভে চেষ্টাশীল ব্যক্তি বৈষ্ণব আচার্যদের অনুসরণ করলে সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তম এবং তাঁর দিব্য শরীর এবং তাঁর নিত্য চিন্ময় শক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

শ্লোক ১৪

য এতাং প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণস্য পদবীং পরাম্ ।
প্রযতঃ কীর্তয়েদ্ ভক্ত্যা তামেবাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ১৪ ॥

যঃ—যে কেউ; **এতাম্**—এই; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **উত্থায়**—গাত্রোত্থান করে; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পদবীম্**—গতি; **পরাম্**—পরম; **প্রযতঃ**—যত্ন সহকারে; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করেন; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **তাম্**—সেই গতি; **এব**—অবশ্যই; **আপ্নোতি**—লাভ করে; **অনুত্তমাম্**—দুরতিক্রম্য।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে নিয়মিতভাবে যত্ন ও ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য অন্তর্ধান মহিমা এবং তাঁর বৈকুণ্ঠ ধামে প্রত্যাবর্তন লীলা পাঠ করবেন, তিনি অবশ্যই সেই পরম গতি লাভ করবেন।

শ্লোক ১৫

দারুকো দ্বারকামেত্য বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ ।
পতিত্বা চরণাবস্রৈর্ন্যষিঞ্চৎ কৃষ্ণবিচ্যুতঃ ॥ ১৫ ॥

দারুকঃ—দারুক; **দ্বারকম্**—দারকায়; **এত্য**—উপনীত হয়ে; **বসুদেব-উগ্রসেনয়োঃ**—বসুদেব এবং উগ্রসেনের; **পতিত্বা**—পতিত হয়ে; **চরণৌ**—চরণ যুগলে; **অস্রৈঃ**—অশ্রুর দ্বারা; **ন্যষিঞ্চৎ**—সিঞ্চিত করেছিলেন; **কৃষ্ণ-বিচ্যুতঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে বঞ্চিত।

অনুবাদ

দ্বারকায় পৌঁছানো মাত্রই দারুক বসুদেব এবং উগ্রসেনের চরণে পতিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হারানোর শোকে ক্রন্দন করে অশ্রু দ্বারা তাঁদের চরণ সিক্ত করেছিল।

শ্লোক ১৬-১৭

কথয়ামাস নিধনং বৃষ্ণীনাং কৃৎস্নশো নৃপ ।
তচ্ছ্রুত্বোদ্বিগ্নহৃদয়া জনাঃ শোকবিমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ১৬ ॥
তত্র স্ম ত্বরিতা জগ্মুঃ কৃষ্ণবিশ্লেষবিহ্বলাঃ ।
ব্যসবঃ শেরতে যত্র জ্ঞাতয়ো ঘ্নন্ত আননম্ ॥ ১৭ ॥

কথায়াম্-আস—সে বর্ণনা করেছিল; **নিধনম্**—বিনাশ; **বৃষ্ণীনাম্**—বৃষ্ণি বংশীয়গণের; **কৃৎস্নশঃ**—সম্পূর্ণ; **নৃপ**—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ; **তৎ**—সেই; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **উদ্বিগ্ন**—উদ্বিগ্ন; **হৃদয়াঃ**—তাঁদের হৃদয়; **জনাঃ**—লোকেরা; **শোক**—শোকের দ্বারা; **বিমূর্চ্ছিতাঃ**—জ্ঞানহারা হয়ে পড়েন; **তত্র**—সেখানে; **স্ম**—বস্তুত; **ত্বরিতাঃ**—শীঘ্র; **জগ্মুঃ**—তাঁরা গিয়েছিলেন; **কৃষ্ণবিশ্লেষ**—কৃষ্ণ বিরহে; **বিহ্বলাঃ**—বিহ্বল হয়ে; **ব্যসবঃ**—প্রাণহীন; **শেরতে**—তাঁরা শয়ন করেন; **যত্র**—যেখানে; **জ্ঞাতয়ঃ**—তাঁদের আত্মীয়-স্বজন; **ঘ্নন্তঃ**—আঘাত করে; **আননম্**—তাঁদের নিজের মুখে।

অনুবাদ

হে পরীক্ষিৎ, দারুক এইভাবে সমগ্র বৃষ্ণিবংশের পূর্ণ অবলুপ্তির ব্যাপারে বিবরণ প্রদান করলে, তা শ্রবণ করে জনগণের হৃদয় গভীর দুঃখে উন্মত্ত প্রায় হয়ে বেদনায় জড়বৎ হয়ে পড়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহানুভূতিতে বিহ্বল হয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মুখমণ্ডলে আঘাত হেনে, যে স্থানে তাঁদের আত্মীয়দের শবগুলি শায়িত ছিল, সেই স্থানের উদ্দেশ্যে অতি শীঘ্র গমন করলেন।

শ্লোক ১৮

দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ ।
কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্তা বিজহুঃ স্মৃতিম্ ॥ ১৮ ॥

দেবকী—দেবকী; **রোহিণী**—রোহিণী; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **তথা**—সেইসঙ্গে; **সুতৌ**—তাঁদের পুত্রদ্বয়; **কৃষ্ণ-রামৌ**—কৃষ্ণ এবং রাম; **অপশ্যন্তঃ**—দর্শন করতে না পেয়ে; **শোক-আর্থাঃ**—শোকার্ত হয়ে; **বিজহুঃ**—হারিয়ে ছিলেন; **স্মৃতিম্**—তাঁদের চেতনা।

অনুবাদ

দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব তাঁদের পুত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও বলরামের দর্শন না পেয়ে, মহাদুঃখে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, আদি দেবকী, রোহিণী এবং অন্যান্য দ্বারকাবাসী নারীগণ প্রকৃতপক্ষে জড়জাগতিক দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্যভাবে দ্বারকাতেই ছিলেন, এবং যে সমস্ত দেবদেবীগণ দেবকী, রোহিণী আদির আংশিক প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তাঁরা তাঁদের মৃত-আত্মীয়দের দর্শন করার জন্য প্রভাসে গমন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্‌বিরহাতুরাঃ ।
উপগুহ্য পতীংস্তাত চিতামারুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

প্রাণান্—তাঁদের প্রাণ; **চ**—এবং; **বিজহুঃ**—ত্যাগ করেছিলেন; **তত্র**—সেখানে; **ভগবৎ**—পুরুষোত্তম ভগবান থেকে; **বিরহ**—বিরহের ফলে; **আতুরাঃ**—বিদীর্ণ; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **পতীন্**—তাঁদের পতি; **তাত**—প্রিয় পরীক্ষিৎ; **চিতাম্**—চিতা; **আরুরুহুঃ**—তাঁরা আরোহণ করেছিলেন; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ।

অনুবাদ

ভগবানের বিরহে বিদীর্ণ হয়ে তাঁর পিতামাতা সেই স্থানেই তাঁদের প্রাণ ত্যাগ করেন। প্রিয় পরীক্ষিৎ, যাদব রমণীগণ তাঁদের পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে, নিজ নিজ মৃত পতিকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্ ।
বসুদেবপত্ন্যস্তদ্‌গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষাঃ ।
কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ ॥ ২০ ॥

রাম-পত্ন্যঃ—ভগবান বলরামের পত্নীগণ; **চ**—এবং; **তৎ-দেহম্**—তাঁর দেহ; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **আবিশন্**—প্রবেশ করেছিলেন; **বসুদেব-পত্ন্যঃ**—বসুদেবের পত্নীগণ; **তৎ-গাত্রম্**—তাঁর দেহ; **প্রদ্যুম্নাদীন্**—প্রদ্যুম্ন এবং অন্যেরা; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **স্নুষাঃ**—পুত্রবধূগণ; **কৃষ্ণ-পত্ন্যঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ; **অবিশন্**—প্রবেশ করেছিলেন; **অগ্নিম্**—অগ্নিতে; **রুক্মিণী-আদ্যাঃ**

—রুক্মিণী আদি রাণীগণ; তৎ-আত্মিকাঃ—যাঁদের চেতনা সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রতি মগ্ন ছিল।

অনুবাদ

ভগবান বলরামের পত্নীগণও অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর দেহ আলিঙ্গন করেছিলেন, এবং বসুদেবের পত্নীগণ তাঁর অগ্নিতে প্রবেশ করে তাঁর দেহকে আলিঙ্গন করেন। ভগবান শ্রীহরির পুত্রবধূগণ এক এক করে প্রদ্যুম্ন আদি নিজ নিজ পতির চিতার অগ্নিতে প্রবেশ করেন। এরপর রুক্মিণীদেবী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণময়ী পত্নীগণ তাঁর অগ্নিতে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

আমাদের বুঝতে হবে যে, এখানে বর্ণিত শোক সন্তপ্ত দৃশ্যটি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাটকীয় ভৌমলীলার অন্তিম পর্যায়ে ভগবানের মায়াশক্তির আর একটি প্রদর্শন। বাস্তবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যথার্থ শরীর নিয়ে তাঁর নিত্যপার্ষদদের সঙ্গে নিত্যধামে প্রত্যাবর্তন করেন। ভগবানের লীলার এই হৃদয় বিদারক অন্তিম দৃশ্য হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিসৃষ্ট, যে শক্তি তাঁর অভিব্যক্ত লীলার এক আদর্শ নাটকীয় যবনিকা সম্পাদন করেছে।

শ্লোক ২১

অর্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ ।
আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ ॥ ২১ ॥

অর্জুনঃ—অর্জুন; **প্রেয়সঃ**—তাঁর প্রিয় ব্যক্তির; **সখ্যুঃ**—বন্ধু; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **বিরহ**—বিরহের জন্য; **আতুরঃ**—সন্তপ্ত; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সান্ত্বয়াম্-আস**—সান্ত্বনা প্রদান করেছিল; **কৃষ্ণগীতৈঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীত দ্বারা (*ভগবদ্গীতা*); **সৎ-উক্তিভিঃ**—দিব্য বাণীর দ্বারা।

অনুবাদ

অর্জুন তাঁর পরম প্রিয় বন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকট ভগবান কর্তৃক গীতের মাধ্যমে প্রদত্ত দিব্য বাণী স্মরণ করে নিজেকে সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, অর্জুন *ভগবদ্গীতার* (৭/২৫) এই ধরনের শ্লোক স্মরণ করেছিলেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥

"মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে আমি কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তাঁরা আমার অজ ও অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।"

তেমনই, শ্রীল জীব গোস্বামী *ভগবদ্গীতার* একটি শ্লোক (১৮/৬৫) উদ্ধৃত করেছেন—*মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।* "তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এজন্য আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।" তিনি *মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব* থেকেও উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, সেটি নিম্নরূপ—

দদর্শ তত্র গোবিন্দং ব্রহ্মণে বপুষান্বিতম্ ।
তেনৈব দৃষ্ট-পূর্বেণ সাদৃশ্যেনোপসূচিতম্ ॥
দীপ্যমানং স্ব-বপুষা দিব্যৈরস্ত্রৈরুপস্থিতম্ ।
চক্র প্রভৃতিভির্ঘোরৈ-র্দিব্যৈঃ পুরুষ বিগ্রহৈঃ ॥
উপাস্যমানং বীরেণ ফাল্গুনেন সুবর্চসা ।
যথা স্বরূপং কৌন্তেয় তথৈব মধুসূদনম্ ॥
তাবুভৌ পুরুষ-ব্যাঘ্রৌ সমুদ্বিক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্ ।
যথার্হং প্রতিপেদাতে পূজয়া দেবপূজিতৌ ॥

"যুধিষ্ঠির মহারাজ সেখানে ভগবান গোবিন্দকে তাঁর আদি, স্বয়ং পরম সত্যরূপে দর্শন করেছিলেন। তিনি তাঁকে পূর্বে যেভাবে দর্শন করেছিলেন, সেই সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নিজরূপ থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হচ্ছিল, এবং তাঁর চক্র আদি দিব্য অস্ত্র সকল নিজ নিজ স্বরূপে ভয়ঙ্করভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। হে কৌন্তেয়, দ্যুতিমান বীর অর্জুন তাঁর আদিরূপে আবির্ভূত হয়ে ভগবান মধুসূদনের উপাসনা করেছিলেন। যখন দেবগণের উপাস্য এই দুই নরসিংহ, যুধিষ্ঠির মহারাজের উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন, তখন তাঁরা তাঁর নিকট গমন করে যথাযথ শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পূজা করেন।"

শ্লোক ২২

বন্ধূনাং নষ্টগোত্রাণামর্জুনঃ সাম্পরায়িকম্ ।
হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ২২ ॥

বন্ধুনাম্—আত্মীয়দের; **নষ্ট-গোত্রাণাম্**—যাদের অবশিষ্ট কোন ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সদস্য ছিল না; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **সাম্পরায়িকম্**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **হতানাম্**—নিহতদের; **কারয়াম্ আস**—সম্পাদন করেছিলেন; **যথাবৎ**—বেদের বিধান অনুসারে; **অনুপূর্বশঃ**—নিহতদের জ্যেষ্ঠানুসারে।

অনুবাদ

তারপর অর্জুন, যে পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য অবশিষ্ট ছিল না, তাঁদের মৃত ব্যক্তিগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধান করলেন। তিনি একের পর এক প্রত্যেক যদুবংশীয় সদস্যের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করলেন।

শ্লোক ২৩

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ ।
বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ॥ ২৩ ॥

দ্বারকাম্—দ্বারকা; **হরিণা**—ভগবান শ্রীহরি কর্তৃক; **ত্যক্তাম্**—পরিত্যক্ত; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **অপ্লাবয়ৎ**—প্লাবিত; **ক্ষণাৎ**—তৎক্ষণাৎ; **বর্জয়িত্বা**—বাদ রেখে; **মহারাজ**—হে রাজন; **শ্রীমৎ-ভগবৎ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের; **আলয়ম্**—নিবাস।

অনুবাদ

হে রাজন, পরম পুরুষোত্তম ভগবান যেই মাত্র দ্বারকা পরিত্যাগ করলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিবাসস্থান প্রাসাদটি ব্যতীত সমস্ত দিক সমুদ্রের জলে প্লাবিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, ভগবানের ধামের বাহ্যিক অভিব্যক্তি সমুদ্রের দ্বারা আবৃত হয়েছিল, কিন্তু জড় ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ভগবানের নিত্য দ্বারকা নিঃসন্দেহে জাগতিক সমুদ্রের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। দ্বারকা নির্মিত হয়েছিল দেবগণের স্থপতি বিশ্বকর্মা কর্তৃক এবং সুধর্মা সভাগৃহটি স্বর্গ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই নগরে সম্ভ্রান্ত যাদবগণের অনেক সুন্দর সুন্দর এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত নিবাস গৃহ ছিল, আর তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর নিবাসটি ছিল সেই পরমেশ্বর ভগবানের। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, এমনকি বর্তমান যুগেও যে সমস্ত লোক আদি দ্বারকার নিকটে বাস করেন, তাঁরা কখনও কখনও সমুদ্রের মধ্যে সেই দৃশ্য অনুভব করে থাকেন। ভগবানের পার্ষদ ও ধাম হচ্ছে নিত্য, এবং যিনি এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার যোগ্য পাত্র।

শ্লোক ২৪

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥ ২৪ ॥

নিত্যম্—নিত্য; **সন্নিহিতঃ**—বর্তমান; **তত্র**—সেখানে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মধুসূদনঃ**—মধুসূদন; **স্মৃত্যা**—স্মরণ করে; **অশেষ-অশুভ**—যা কিছু অশুভ; **হরম্**—হরণকারী; **সর্ব-মঙ্গল**—সর্ব মঙ্গলময় বস্তুর; **মঙ্গলম্**—পরম মঙ্গলময়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমধুসূদন দ্বারকায় নিত্য বর্তমান। সমস্ত মঙ্গলময় স্থানের মধ্যে এটি পরম মঙ্গলময়, এবং কেবলমাত্র তার স্মরণ করলে সমস্ত কলুষ বিনষ্ট হয়।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীবালবৃদ্ধানাদায় হতশেষান্ ধনঞ্জয়ঃ ।
ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য বজ্রং তত্রাভ্যষেচয়ৎ ॥ ২৫ ॥

স্ত্রী—স্ত্রীলোকগণ; **বাল**—শিশুরা; **বৃদ্ধান্**—এবং বয়স্করা; **আদায়**—সঙ্গে নিয়ে; **হত**—নিহতদের, **শেষান্**—জীবিত ব্যক্তিগণ; **ধনঞ্জয়ঃ**—অর্জুন; **ইন্দ্রপ্রস্থম্**—পাণ্ডবদের রাজধানীতে; **সমাবেশ্য**—ব্যবস্থাপনা করে; **বজ্রম্**—অনিরুদ্ধপুত্র বজ্র; **তত্র**—সেখানে; **অভ্যষেচয়ৎ**—অভিষিক্ত করেন।

অনুবাদ

নারী, শিশু এবং বৃদ্ধগণ—যদুবংশের যাঁরা তখনও জীবিত ছিলেন, অর্জুন তাঁদেরকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন, সেখানে তিনি যদুবংশের শাসকরূপে বজ্রকে অভিষিক্ত করেন।

শ্লোক ২৬

শ্রুত্বা সুহৃদ্বধং রাজন্নর্জুনাৎ তে পিতামহাঃ ।
ত্বাং তু বংশধরং কৃত্বা জগ্মুঃ সর্বে মহাপথম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **সুহৃৎ**—তাঁদের বন্ধুদের; **বধম্**—মৃত্যু; **রাজন্**—হে রাজন; **অর্জুনাৎ**—অর্জুনের নিকট থেকে; **তে**—তোমার; **পিতামহাঃ**—পিতামহগণ (যুধিষ্ঠির এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ); **ত্বাম্**—তোমাকে; **তু**—এবং; **বংশ-ধরম্**—বংশধর; **কৃত্বা**—করে; **জগ্মুঃ**—তাঁরা প্রস্থান করেছিলেন; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **মহা-পথম্**—মহাপ্রস্থানের জন্য।

অনুবাদ

হে প্রিয় রাজন, তোমার পিতামহগণ অর্জুনের নিকট থেকে তাঁদের মিত্রগণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে তোমাকে বংশধররূপে প্রতিষ্ঠিত করে, এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করার জন্য গমন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

য এতদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ কর্মাণি জন্ম চ ।
কীর্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্যঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৭ ॥

যঃ—যে; **এতৎ**—এই সমস্ত; **দেবদেবস্য**—দেবগণেরও প্রভু; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **কর্মাণি**—কার্যাবলী; **জন্ম**—জন্ম; **চ**—এবং; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করেন; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **মর্ত্যঃ**—মনুষ্য; **সর্ব পাপৈঃ**—সমস্ত পাপ থেকে; **প্রমুচ্যতে**—সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সমস্ত দেবগণেরও প্রভু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা এবং অবতারগণের মহিমা শ্রদ্ধাসহকারে কীর্তন করেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

শ্লোক ২৮

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-
বীর্যাণি বালচরিতানি চ শন্তমানি ।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্মনুষ্যো
ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ২৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রুচির**—আকর্ষণীয়; **অবতার**—অবতারগণের, **বীর্যাণি**—বীরত্ব; **বাল**—শৈশব; **চরিতানি**—লীলাসকল; **চ**—এবং; **সম্-তমানি**—পরম মঙ্গলময়; **অন্যত্র**—অন্যত্র; **চ**—এবং; **ইহ**—এখানে; **চ**—ও; **শ্রুতানি**—শ্রুত; **গৃণন্**—স্পষ্টরূপে কীর্তন; **মনুষ্যঃ**—মানুষ; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **পরাম্**—দিব্য; **পরম-হংস**—পরমহংসের; **গতৌ**—গতির জন্য (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ); **লভেত**—লাভ করবেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বাকর্ষক অবতারগণের সর্বমঙ্গলময় বীর্যগাথা এবং তাঁর শৈশবলীলা শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। যে কেউ তাঁর

লীলা কথা স্পষ্ট রূপে কীর্তন করবেন, তিনি পরমহংসগণের গতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেমভক্তি লাভ করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান' নামক একত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ইংরেজী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ভাষ্য ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মার্চ শুক্রবার দক্ষিণ আমেরিকার তীর্থস্থান নিউ গোকুল, সাও পাউলো, ব্রাজিলে সম্পূর্ণ হয়।

একাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত